# ব্যবস্থা-দর্পণ।

বঙ্গদেশীয়মতানুমত

দায় ও দত্তাপ্রদানিক প্রভৃতি ব্যবহার বিষয়ক

প্রামাণিক প্রমাণ ও টীকাদিযুক্ত

ব্যবস্থাসংগ্রহ

বিচারালয়ে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া ব্যবস্থাচয়

এবঞ্চ

সদরে সুপ্রীমকোর্টে ও প্রিবিকৌন্সিলে নিষ্পন্ন

নিষ্পত্তিপত্র সম্বলিত

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান অনুবাদক

শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার

প্রণীত

---

দুইখণ্ডে সমাপ্ত।

প্রথম খণ্ড

---

ধর্ম্মোহি ভগবান্ সাক্ষাৎ জগতাং স্থিতিকারণং।
ধর্ম্ম শাস্ত্রবলেনৈব রক্ষিতং ভুবনত্রয়ং ॥

কলিকাতা

ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১২৭৬।

*Opinions on the Vyavasthá-Darpana by Sir James Colvile, late Chief Justice of H. M. Supreme Court,—Rajah Radha Kant Bahadur,—Baboo Prosunno Comar Tagore, and Baboo Ruma Prosaud Roy.*

Baboo Shama Churn Sircar.

My dear sir,

I am extremely sorry that pressure of business has prevented me from examining your book as attentively as I wished and still hope to do. The passages at which I have looked seem to me to afford very satisfactory proof of your industry, research, and learning; and I hope that you will soon find time to complete a work which will, I think, do you credit, and be useful to all who in this country are concerned in the administration of justice or the exposition of Hindoo law.

18*th March* 1859.

Yours very faithfully,
James Wm. Colvile.

Dear sir,

I thank you for the precious present of a copy of the first volume of your *Vyavasthá-Darpana.* On a cursory perusal of several portions of the work, I am justified in pronouncing it to be an indispensable companion to the judge, the pleader, and the legal student in Bengal. I cannot sufficiently admire the spirit of research, zeal, and industry with which you have collected useful information from varied and scattered sources, and the talent you have displayed in their judicious arrangement, whereby you have rendered the most intricate branch of the Hindu law level to all capacities and the most easy of reference. You have quoted the most reputed Sanscrit authorities of the Bengal school and given literal and terse Bengali versions.

I fully concur with you in believing that a vernacular translation of a comprehensive digest of the Hindu law will, in a great measure, correct the evil of the non-discussion of any points of this law in the lower courts, and deeply regret that, owing to an unfortunate circumstance, the continuation of Macnaghten's Precedents down to the present time, is impracticable.

I conclude with recommending the work to public patronage and expressing a hope that the success of your present undertaking will incite you to further useful pursuits.

I remain,
Your obedient servant,
Radha Kant.

*Sukhachara,* 18*th December* 1859.

My dear sir,

I have perused your *Vyavasthá-Darpana*, and have much pleasure to state that the work is ably edited and is highly creditable to you. The digested index of the *Vyavasthás* and Precedents contained in the work is so carefully and systematically arranged that it will afford every facility for reference on the Hindu law as current in Bengal; and I cannot but give you due credit for the amount of research and industry bestowed in compiling it.

The work in question will be highly useful to all, and particularly to those in the legal profession; and I hope it will meet with due support from the public.

Yours faithfully,
Prosunno Coomar Tagore.

10*th December,* 1859.

My dear sir,

I have perused your work on the *Hindu law* with much attention. I think you have been singularly felicitous in collecting and digesting the materials on the different points of the law, particularly those on which differences of opinion have prevailed. Your work supplies some omissions in Sir W. Macnaghten and other writers. And you have done great service to those who have occasion to resort to law, by bringing to bear the most approved and governing decisions of the highest courts on difficult and intricate points, about which learned *Pundits* are disagreed. I can assure you that, during the short time the work has been in my hands, I have consulted the work on more than one important occasion with great advantage. To my mind it is an indispensable companion for every pleader; and no court which has to adjudicate on points of Hindu law ought to be without it for constant reference.

Yours sincerely,
Ruma Prosaud Roy.

30*th December* 1859.

ব্যবস্থাদর্পণের প্রতি সুপ্রীমকোর্টের পূর্ব্ব প্রধান জজ শ্রীযুক্ত সর্ জেমস্ কালবিল্ সাহেব ও শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়-কর্তৃক প্রকাশিত মত—

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার,

মহাশয়,—

আপনকার পুস্তক যেমত মনোযোগপূর্ব্বক পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কার্য্যে ব্যস্ততা-জন্য তদ্রূপ করিতে পারিলাম না তন্নিমিত্তে নিতান্ত খেদিত আছি, (কিন্তু) এখন-ও তদ্রূপ করিবার বাঞ্ছা আছে। (তথাচ) যে যে স্থল দৃষ্টি করিয়াছি বোধ হয় তাহা আপনকার পরিশ্রমের এবং অনুসন্ধানের ও বিদ্যার অত্যন্ত সন্তোষজনক প্রমাণ। আমি ভরসা করি আপনি শীঘ্র অবকাশমতে এতাদৃশ পুস্তক সম্পূর্ণ করিবেন যাহাতে মদ্বিবেচনায় আপনকার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি হইবে, এবং যাঁহারা এতদ্দেশে বিচার-নিষ্পাদনে বা হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা নিষ্কর্ষণে নিযুক্ত আছেন ইহা তাঁহাদের উপযোগি হইবে। ১৮ মার্চ ১৮৫৯ সাল। শ্রীজেম্স্ উইলিয়ম্ কালবিল্ (সাহেব)।

আপনকার বহুমূল্য ব্যবস্থাদর্পণের প্রথম বালামের এক কাপি পারিতোষিক প্রাপ্তিনিমিত্ত আমি আপনকার ধন্যবাদ করি। ত্বরিতরূপে অথচ মনোযোগপূর্ব্বক উক্ত পুস্তকের নানাস্থল পাঠ করিয়া আমি যথার্থতই বলিতে পারি যে বঙ্গদেশস্থ প্রাড্‌বিবাক এবং ওকীল আর আইন-অধ্যায়ি গণের নিকট এই পুস্তক থাকা নিতান্ত আবশ্যক। আপনি যে রূপ অনুসন্ধানেচ্ছু মনে এবং উৎসাহে ও পরিশ্রমে বিবিধ ও ভিন্ন২ মূল হইতে যে উপযোগি তত্ত্ব-সমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং যেমত বিজ্ঞতাপূর্ব্বক তৎসমুদায় বিন্যাস করিয়াছেন ও যদ্দ্বারা আপনি আমাদের অতি গহন ধর্ম্মশাস্ত্রকে সকলের বোধ-গম্য এবং প্রদর্শনের নিমিত্তে অত্যন্ত সুগম ও সহজ করিয়াছেন আমি তাহার যথোচিত প্রশংসা করিতে অপারক। আপনি বঙ্গদেশাদৃত অত্যন্ত প্রামাণিক সংস্কৃত প্রমাণসমূহ তুলিয়া বঙ্গভাষায় তাহার যথাযোগ্য ও পরিষ্কার অনুবাদ করিয়াছেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রীয় নানা বিষয়াত্মক একখান নিবন্ধন গ্রন্থ দেশভাষায় অনুবাদিত হইলে নিম্নবিচারস্থল সমূহে এতৎশাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোন বাদানুবাদ ও বিচার না হওন রূপ দোষের অনেক পরিহার হইবে— আপনকার এই মত সম্যক্ রূপে মন্মত সম্মত। এবং মেক্‌নাটন্ সাহেব যে সময় পর্য্যন্তের নজীর (অর্থাৎ আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া ব্যবস্থা) সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার পর হইতে বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া ব্যবস্থা সমূহের সংগ্রহ বিশেষ দুর্ঘটনা বশতঃ অসাধ্য হওয়া অত্যন্ত খেদের বিষয় হইয়াছে।

পরিশেষে আমি এই অনুরোধ করি যে জন-সমাজ এই পুস্তকের পোষকতা করেন এবং ভরসা ও করি যে আপনি এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়া আরো উপকারি কার্য্য চেষ্টায় উৎসাহ প্রাপ্ত হইবেন। সুখচর হইতে লিখিত। ১৮ ডিসেম্বর ১৮৫৯ সাল। শ্রীরাধাকান্ত।

আপনকার ব্যবস্থা-দর্পণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া অত্যাহ্লাদ-পুরঃসর প্রকাশ করিতেছি যে এই পুস্তক বিচক্ষণতা-সম্পন্ন, এবং আপনকার অত্যন্ত প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠাকর। এতৎ পুস্তকস্থ ব্যবস্থা ও নজীর সমূহের সার (অর্থাৎ ব্যবস্থা-দর্পণ-সার) এমত যত্নে ও পারিপাট্যক্রমে সংগৃহীত হইয়াছে যে তাহাতে বঙ্গদেশ-প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের (ব্যবহারকাণ্ডীয়) ব্যবস্থাদির অনুসন্ধান প্রাপ্তি অত্যন্ত সহজ ও সুগম হইবে। এই পুস্তক প্রস্তুত করণে আপনাকে যে পরিশ্রম ও যত অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে তন্নিমিত্তে আপনকার যথোচিত ধন্যবাদই মৎকর্ত্তব্য। উক্ত পুস্তক সকলব্যক্তিরই—বিশেষতঃ অভিযোগ ও বিচার ব্যবসায়িদের—অত্যন্ত উপকারি, এবং আমি ভরসাকরি যে জনসমাজে ইহার যথোচিত আদর ও পোষকতা হইবে। ১০ ডিসেম্বর ১৮৫৯ সাল। শ্রীপ্রসন্নকুমার ঠাকুর।

আমি অতি মনোযোগপূর্ব্বক আপনকার স্মৃতিগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। স্মৃতির (ব্যবহারকাণ্ডীয়) ভিন্ন২ বিষয়বিষয়ক—বিশেষতঃ যে সকল বিষয়ে মতের অনৈক্য তত্তদ্বিষয়ক—ব্যবস্থাদি সংগ্রহণে ও সার নিষ্কর্ষণে আপনি মদ্বিবেচনায় আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এবং সর্ উলিয়ম্ মেক্‌নাটন সাহেব প্রভৃতি গ্রন্থ লেখকেরা যে কতিপয় বিষয় ছাড়িয়া গিয়াছেন আপনি তাহা ধরিয়া লিখিয়া তদভাব দূর করিয়াছেন। অপিচ যে সমস্ত বিষয় অত্যন্ত কঠিন ও পেঁচাও এবং যাহাতে বিজ্ঞপণ্ডিতেরা ঐক্যমত নহেন তত্তদ্বিষয় সম্বন্ধে উচ্চতম আদালতের অত্যন্ত প্রামাণিক ও বলবৎ নিষ্পত্তি (অর্থাৎ নজীর) প্রদর্শনদ্বারা আপনি অভিযোগকারিদের মহোপকার করিয়াছেন। যে অল্পকাল হইতে এই পুস্তক আমার নিকটে আছে তাহাতেই একাধিক ভারি বিষয়ে তাহা প্রয়োগ করিয়াছি এবং আমি নিশ্চিতরূপে কহিতে পারি যে তদ্দ্বারা তাহাতে অধিক ফলোদয় হইয়াছে। মদ্বিবেচনায় এই পুস্তক ওকীল মাত্রের-ই কাছে থাকা নিতান্ত আবশ্যক; এবং যে কোন আদালতে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিচার নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহাতেও ইহা সর্ব্বদা ব্যবহারের নিমিত্তে থাকা প্রয়োজনীয়। কলিকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ১৮৫৯ সাল। শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।

# VYAVASTHA DARPANA:

## A DIGEST

OF

## THE HINDU LAW

## AS CURRENT IN BENGAL,

(WITH AUTHORITIES, EXPLANATORY NOTES, &c.,)

REGARDING

## INHERITANCE, CONTRACTS, AND OTHER SUBJECTS,

WITH A SELECTION OF

LEGAL OPINIONS AND CASES BEARING UPON THE LEADING POINTS,



BY

SHAMA CHURN SIRCAR,

JOINT CHIEF TRANSLATOR AND INTERPRETER OF H. M.'S SUPREME COURT.

IN TWO VOLUMES

VOL. I.

"Law is the king of kings, far more powerful and rigid than they: nothing can be mightier than law, by whose aid, as by that of the highest monarch, even the weak may prevail over the strong."

A text of the *Veda*, translated by Sir William Jones according to the gloss of *Sankara*.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BRAHMA-SAMAJA PRESS.

1859.

# PREFACE.

THE HINDU LAW is, according to our belief, of divine origin. It is termed *Smriti* (remembrance) or what was remembered, in contradistinction to the *Veda*, which is denoted *Sruti* (audition) or what was heard.* The *Smriti* was revealed by the *Self-Existent* to *Manu*, who remembered and taught it to *Marichi* and nine other sages, one of whom, *Bhrigu*, being appointed by *Manu* to promulgate his laws, communicated the whole to the *Rishis*†.

The *Smriti* comprises three *kándas* or *adhyáyas* (books or parts.) The *áchára* (ritual,) which comprises rules for the observance of religious rites and ceremonies, social usages, and moral duties of the different castes; the *vyavahára* (civil acts and rules,) which embraces as well forensic law and practice as rules of private acts and contests; and the *práyashchitta* (expiation,) which prescribes the atonement or religious penalty for sin. The general body of law comprehending all these is denominated the *Dharma Shástra.*

The *Dharma Shástra* is to be sought primarily in the *Sanhitás* (collections or institutes) of the holy sages, whose number according to the list given by *Jágnyavalkya* is twenty: namely, *Manu, Atri* (a), *Vishnu* (b), *Hárita, Jágnyavalkya* or *Yájnyavalkya* (c), *Ushaná* (d), *Angirá* (e), *Jama* or *Yama* (f), *Ápastamba, Samvarta, Kátyáyana, Vrihaspati* (g), *Parásara* (h),

---

* By these terms, it is signified that in the *Veda* the words of revelation are preserved, while in the system of law the sense is recorded either in the divine words or other equivalent expressions. The *Veda* chiefly concerns religion, but contains a few passages directly applicable to jurisprudence.

† *Maríchi, Atri, Angirá, Pulastya, Pulaha, Kratu, Prachetá, Vashishtha, Bhrigu,* and *Nárada.* These are denominated *prajápati*, or lords of created beings. See *Manu*, ch. i. *v.* 35—40 and 57—60.

‡ *Vide Manu*, ch. i. *v.* 57—60.

(a) One of the ten lords of created beings, and father of *Dattatreya, Durvásá,* and *Soma.*

(b) Not the Indian divinity, but an ancient philosopher who bore that name.

(c) Grandson of *Viswámitra*, as described in the introduction of his own institutes.

(d) *Ushaná* is another name of *Shukra*, the regent of the planet *Venus*: he was grandson of *Bhrigu.*

(e) *Angirá* holds a place among the ten lords of created beings, and according to the *Bhágavata* became father of *Utathya* and of *Vrihaspati* in the reign of the second *Manu.*

(f) Brother of the seventh *Manu* and ruler of the world below.

(g) Regent of the planet Jupiter: has a place among legislators; he was son of *Angirá* according to one legend, but son of *Devala* according to another.

(h) Grandson of *Vashishtha.*

Besides the usual matters treated of in a code of laws, the *lughu Sanhitá* of *Manu*, which comprises in all 2,685 *shlokas* or couplets, and is divided into twelve chapters, comprehends a system of cosmogony, the doctrines of metaphysics, precepts regulating the conduct, rules for religious and ceremonial duties, pious observances, and expiation, and abstinence, moral maxims, regulations concerning things political, military, and commercial, the doctrine of rewards and punishments after death, and the transmigration of souls together with the means of attaining eternal beatitude.

*multorum annorum meditatio me docuit*,' that the laws of *Manu* were promulgated in India at least as early as the seventh century before Alexander the Great, or about a thousand years before Christ. He places the *Rámáyana* of *Válmiki* at about the same date, and doubts which of them was the older. Elphinstone, who is inclined to attribute great antiquity to the institutes of *Manu* on the ground of difference between the law and manners therein recorded and those of modern times, and from the proportion of the changes which took place before the invasion of Alexander the Great, infers that a considerable period had elapsed between the promulgation of the code and the latter epoch; and he fixes the probable date of *Manu*, to use his own words "very loosely" somewhere about half way between Alexander (in the fourth century before Christ,) and the *Vedas* (in the fourteenth.) Professor Wilson thinks that the work of *Manu*, as we now possess it, is not of so ancient a date as the *Rámáyana*; and that it was most probably composed about the end of the third or commencement of the second century before Christ. Sir William Jones's inference, founded on a consideration of the style, is however opposed to the learned Professor's conclusion. Sir William says, and with reason too: "the Sanscrit of the three *Vedas*, that of the *Mánava Dharma Shástra*, and that of the *Puránas* (of which *Rámáyana* is one,) differ from each other in pretty exact proportion to the Latin of Numa, from whose laws entire sentences are preserved, that of Appias, which we see in the fragments of the twelve tables, and that of Cicero or of Lucretius, where he has not affected an obsolete style: if the several changes, therefore, of the Sanscrit and Latin took place, as we may fairly assume, in times very nearly proportional, the *Vedas* must have been written about three hundred years before these institutes and about six hundred years before the *Puránas*." He then remarks: "the dialect of *Manu* is even observed in many passages to resemble that of the *Vedas*, particularly in a departure from the more modern grammatical forms, whence it must at first view seem very probable that the laws now brought to light were considerably older than those of Solon or even of Lycurgus, although the promulgation of them before they were reduced to writing might have been coeval with the first monarchies established in Asia." Upon such and other grounds he fixes the date of the actual text at about the year 1280 before Christ. Thus these opinions as to the date of the institutes of *Manu*, being founded not on any historical or positive proof, but mere conjecture, are, as might have been expected, contradictory and quite inconclusive. Now if the sage *Nárada* be believed, he asserts in the preface to his law tract, that *Manu*, having composed the laws of *Brahmá* in a hundred thousand *shlokas* or couplets, arranged under twenty-four heads in a thousand chapters, delivered the work to him (*Nárada*, the sage among gods,) who abridged it for the use of mankind in twelve thousand verses, and gave them to the son of *Bhrigu* named *Sumati*, who, for the greater ease of the human race, reduced them to four thousand. Hence it appears that *Vrihat* (lage) *Manu-sanhitá* was composed by *Manu* himself. The abridged metrical code of *Manu-sanhitá* in question, appears also from the text of the very work to have been composed during *Manu's* time, (as will be known from the verses 58, 59, and 60, already cited.) It remains to determine the epoch of *Manu's* existence. This in the absence of other evidence should be believed to be the same as stated in the *Manu-sanhitá* before us, that is, he flourished in the beginning of the world, being progenitor of the races human and divine. See ch. i, *v*. 11, 32, 33, 34, 35, and 36.

Sir William Jones, after saying 'we cannot but admit that MINOS, MNEUES, or *Mneuis*, have only Greek terminations, but that the crude noun is composed of the same radical letters both in Greek and Sanscrit,' and leaving others to determine whether our *Menus* (or *Menu* in the nominative) the son of *Brahmá* was the same personage with *Minos* the son of Jupiter and the legislator of the Cretans (who also is supposed to be the same with *Mneuis* spoken of as the first lawgiver receiving his laws from the chief Egyptian deity Hermes, and *Menes* the first king of the Egyptians) remarks: "*Dáráshucúh* was persuaded, and *not without sound reason*, that the first *Manu* of the *Bráhmanas* could be no other person than the progenitor of mankind, to whom Jews, Christians, and Mussulmans unite in giving the name of *Adam*."

The learned writer further remarks:—"The name of *Manu* (like *Menes*, *mens*, and *mind*,) is clearly derived from the root ( *man* or ) *men* to understand, and it signifies, as all the Pandits agree, 'intelligent,' particularly in

The other sages wrote *Sanhitás* on the same model, and they all cited *Manu* for authority, whose *Sanhitá* must therefore be fairly considered to be the basis of all the text-books on the system of Hindu jurisprudence. The law of *Manu* was so much revered even by the sages that no part of their codes was respected if it contradicted *Manu*. The sage *Vrihaspati*, now supposed to preside over the planet Jupiter, says in his law tract, that '*Manu* held the first rank among legislators, because he had expressed in his code the whole sense of the *Veda*; that no code was approved, which contradicted *Manu*; that other *Shástras* and treatises on grammar or logic retained splendour so long only as *Manu*, who taught the way to just wealth, to virtue, and to final happiness, was not seen in competition with them.' *Vyása* too, the son of *Parásara* before mentioned, has decided that the *Veda* with its *Angas* or the six compositions deduced from it, the revealed system of medicine, the *Puránas* or sacred histories, and the code of *Manu* were four works of supreme authority, which ought never to be shaken by arguments merely human. Above all he is highly honored by name in the *Veda* itself where it is declared that what *Manu* pronounced was a medicine for the soul.

The following is a concise description of the works of several of the other sages.

*Atri* composed a remarkable law treatise in verse, which is extant.

*Vishnu* is the author of an excellent law treatise, which is for the most part in verse. *Hárita* wrote a treatise in prose. Metrical abridgments of both these works are also extant.

*Jágnyavalkya* appears, from the introduction to his own institutes, to have delivered his precepts to an audience of ancient philosophers assembled in the province of *Mithilá*. The institutes of *Jágnyavalkya* are second in importance to *Manu*, and have been arranged in three books: viz. *áchára*, *vyávahára*, and *práyaschitta kándas*, containing one thousand and twenty-three couplets.*

*Usaná* (crude form *Usanas*) composed his institutes in verse, and there is an abridgment of the same.

the doctrines of *Veda*, which the composer of our *Dharma Shástra* must have studied very diligently, since great numbers of its texts, changed only in a few syllables for the sake of the measure, are interspersed through the work. A spirit of sublime devotion, of benevolence to mankind, and of amiable tenderness to sentient creatures pervades the whole work; the style of it has a certain austere majesty that sounds like the language of legislation and extorts respectful awe; the sentiments of independence on all beings but God, and harsh admonitions even to kings, are truly noble; and the panegyrics on the *Gáyatrí*, the mother (as it is called) of the *Vedas*, prove the author to have adored (not the visible material sun, but) that divine incomparable greater light, (to use the words of the most venerable text of Indian Scripture,) which illumines all, delights all, from which all proceed, to which all must return, and which alone can eradicate (not our visual organs merely but our souls and) our intellects."

Mr. Morley, the author of the Analytical Digest, who in his introduction to the Hindu law has cited the observations of the Sanscrit scholars of Europe, makes this concluding remark :—"Whatever may be the exact period at which the *Mánava Dharma Shástra* was composed or collected, it is undoubtedly of very great antiquity, and is eminently worthy of the attention of the scholar, whether on account of its classical beauty, and proving as it does that, even at the remote epoch of its composition, the Hindus had attained to a high degree of civilisation, or whether we regard it as held to be a divine revelation, and consequently the chief guide of moral and religious duties, by nearly a hundred millions of beings." Morley's Digest. Vol. I. Introd. p. cxcvii.

The other Sanscrit scholars too of Europe do not and cannot deny that the *Sanhitá* of *Manu* is the most ancient or the first work of law.

* The age of this code cannot be fixed with any certainty, but it is of considerable antiquity, as indeed is proved by passages from it being found on inscriptions in every part of India, dated in the tenth and eleventh centuries after Christ. "To have been so widely diffused," says Professor Wilson, "and to have then attained a general character as an authority, a considerable time must have elapsed; and the work must date,

*Angirá* (crude form *Angiras*) wrote a short treatise containing about seventy couplets.

*Yama* or *Jama*, composed a short tract containing a hundred couplets.

*Apastamba* was the author of a law tract in prose, which is extant as well as an abridgment of it in verse.

The metrical abridgment only of the institutes of *Samvarta* is found in this country.

*Kátyáyana* is author of a clear and full treatise on law and also wrote on grammar and other subjects.

An abridgment of the institutes, if not the code at large, of *Vrihaspati*, is extant.

The treatise of *Parásara*, which consists of the *áchára* and *práyaschitta kándas*, is extant.

*Vyása* is the reputed author of the *Puránas*: he is also the author of some works more immediately connected with the law.

*Sankha* and *Likhita* are the joint authors of a work in prose, which has been abridged in verse: their separate tracts in verse are also extant.

*Daksha* composed a law treatise in verse.

*Goutama*, is the author of an elegant treatise, although texts are cited in the name of his father *Gotama*, the son of *Utathya*.

*Sátátapa* is the author of a treatise on penance and expiation, of which an abridgment in verse is extant.

*Vashishtha* is the last of twenty legislators named by *Jágnyavalkya*: his elegant work in prose is intermixed with verse.

Besides the *Sanhitás* above mentioned, there is extant a part of *Nárada's Sanhitá*; and some texts of the other sages, except *Kuthumi*, *Buddha*, *Sátáyana*, and a few more (whose *Vachanas* and names rarely occur in any compilation) are seen cited in the digests and commentaries.*

The works of the sages do not treat of every subject as the institutes of *Manu* do; and it is the opinion of *Pandits* that the entire work of none of the sages, with the exception of *Manu*, has come down to the present times.

There are glosses and commentaries on some of the principal institutes, which last, but for them, would have been very imperfectly understood, nay some parts thereof would have been given up as unmeaning or obsolete. Various glosses on the institutes of *Manu* are said to have been written by the *Munis* or old philosophers, whose treatises were esteemed as next to the institutes themselves. These, except that of *Bháguri*, do not appear to be extant. Among the modern commentaries, that by *Medhátithi* son of *Viraswámi Bhatta*, which having been partly lost has been completed by other hands at the court of *Madanapála*, a prince of *Digh*,

therefore, long prior to those inscriptions." In addition to this, passages from *Jágnyavalkya* are found in the *Pancha-tantra*, which will throw the date of the composition of his work at least as far back as the fifth century, and it is probable even that it may have originated at a much more remote period. It seems, however, that it is not earlier than the second century of the Christian era, since Professor Wilson supposes the name of a certain *Muni*, *Nanaka*, which name is found in *Jágnyavalkya's* institutes, originated about that time. Morley's Introduction to the *Hindu Law*, pp. 11, 12.

* Professor Stenzler enumerates forty-six legislators, who are the same as mentioned in the lists of *Jágnyavalkya*, *Paràsara*, *Padmapuràna*, and *Ràmkrishna*, already given; and he considers them all to be extant, having himself met with quotations from all, except *Agni*, *Kuthumi*, *Buddha*, *Shàtàyana*, and *Soma*.

that by *Gobindarája*, and that by ***Dharani-dhara*** were in great repute until the appearance of *Kullúka Bhatta's* commentary, which has preference over the other glosses, being considered by the Pandits to be the shortest and yet the clearest and most useful.* The glosses of *Manu* denominated the *Mádhavi* by *Sháyanáchárjya* and the *Nandarjá-krit* by *Nandarája* appear to be known among the *Marhattas*, and the former to be of general authority especially in the Carnatic. The commentary denominated *Manwartha-chandriká* appears also to be a work of celebrity†. Another commentary on *Manu* called the *Kámadhenu* appears to exist which is cited by *Srídharáchárjya* in his *Smriti-sára*.

An excellent commentary on the Institutes of *Vishnu*, entitled the *Voijoyanti* was written by *Nanda Pandita*, who is also the author of a commentary on the institutes of *Parásara*.

The copious gloss of *Aparárka* of the royal house of Silara is supposed to be the most ancient commentary on *Jágnyavalkya*, and accordingly earlier than the more celebrated commentary on the institutes of that sage,—the *Mitákhshará* of *Vigyáneshwara*. A commentary on *Jágnya-valkya* was also written by *Devabodha*, and the one written by *Bishwa-rúpa* is often cited in the Digests.

The *Dipa-kaliká* by *Shulapáni*, which is likewise a commentary on *Jágnyavalkya*, is in deserved repute with the Bengal school‡.

The *Mitákshará* of *Vigyáneshwara* or *Vigyána Jogi*, a celebrated ascetic, although professed-ly a commentary on the institutes of *Jágnyavalkya*, is in fact a general and excellent digest. By citing the other legislators and writers as authority for his explanation of *Jágnya-valkya's* text which he professes to illustrate, and expounding their texts in the progress of his work, and at the same time reconciling the seeming discrepancies, if any, between them and the text of his author, *Vigyáneshwara* has surpassed all those writers of commentaries whose works combine the utility of regular digests with their original character as commentaries.

*Kullúka Bhatta*, the celebrated author of the commentary on the *Mánava-dharma-shástra*, wrote also a gloss on the text of *Jama*, brother of the 7th *Manu*.

The text book of *Goutama* was commented upon by Hara-dattácharjya§.

The *Varadárájya*, by *Varadá Rája*, is a general digest, but it may be placed among the commentaries, since it is principally framed on the institutes of *Nárada*. It is a work of authority in the Southern schools and especially in the *Drávira* country.

The *Mádhviya* or *Mádhavya*, though a commentary on the *áchára* and *práyaschitta kándas*

* "At length appeared, (says Sir William Jones,) *Kálluka Bhatta*, a Bráhmana of Bengal, who, after a painful course of study and the collation of numerous manuscripts, produced a work, of which it may, perhaps, be said very truly, that it is the shortest yet the most luminous, the least ostentatious yet the most learned, the deepest yet the most agreeable commentary ever composed on any author, ancient or modern, European or Asiatic."

† This work was used by Monsieur Deslongchamps in the preparation of his edition of the institutes of *Manu*, and in his opinion it is in many instances more precise and clear than the gloss of *Kullúka Bhatta*.

‡ *Shulapáni* was a native of Mithilá, he resided at Sahuria in Bengal, and wrote also a treatise on penance and expiation, which is in great repute with both schools. Coleb. Dig. Pre. xviii.

§ This commentator was a resident of *Drávira*, and is famous for his other compositions: his work, in which he occasionally quotes other *Smritis*, is called *Mitákshará*, and must not be confounded with *Vigyáneshwara's* treatise of the same name.

of the institutes of *Parásara,* is in fact an excellent digest and is of great authority in the southern part of India*.

There is a general and concise commentary and abridgment of the *Smritis,* which is entitled the *Chaturvingshati smriti vyákhyá.*

The doctrines of the legislators do not agree in all respects; nay, on certain points they differ even from those of *Manu* himself; but it is not optional with us to reject any of them, for *Manu* enjoins: 'when there are two sacred texts apparently inconsistent, both are held to be law; for both are pronounced by the wise to be valid and reconcilable.' Under such circumstances a reconciliation of the contradictions and discrepancies was the only remedy left: hence arose the necessity of a complete digest, which, after harmonising the conflicting authorities, might lay down the rules to be followed in practice.

Several digests have for that purpose been composed by lawyers of different parts of India. And since the use of digests, the institutes of the sages are not regarded as themselves of final authority, which is to be sought in the conclusions and decisions of the authors of the several digests and the commentaries partaking of the nature of digests, with reference, however, to the schools to which they respectively belong†, (and which will be presently noticed.) Even the institutes of *Manu,* the foundation of the body of Hindu law, are in modern times looked upon as a work to be respected rather than to be implicitly followed.

The digests in general contain texts taken from the *sanhitás,* with occasionally comments thereupon and passages reconciling their apparent contradictions in fulfilment of the precept of the great lawgiver, *Manu.* They, moreover, contain frequent citations from other digests, for the purpose of correcting or confuting their decisions or corroborating their own. Occasionally texts of the *Sruti* or *Vedas* and *Puránas* are quoted as authority. The *Sruti* is respected as the highest authority, and the *Puránas* as next to the *Smriti,* which itself is next to the *Sruti.* In forming their opinions and giving decisions the authors of the digests often have had recourse to the following general maxims and texts: "A principle of law established in one instance should be extended to other cases also, provided there be no impediment." "Between rules general and special, the special is to prevail." "If there be a contradiction between a *Sruti* and a *Smriti,* the former is to be followed in preference to the latter; but if there be no such contradiction, the *Smriti* should be acted upon by the virtuous just as the *Vedas*" (*Jábáli.*) "Should there be a contradiction between a *Sruti* and *Smriti,* the former must be followed without consideration of any matter" (*Bhabishya Purána.*) "Wherever contradic-

---

* This work was composed by *Vidyáranyaswámi,* the eminently learned minister of the founder of *Vidyánagara,* who, living in the fourteenth century, may be considered to have been, as it were, the lawgiver of the last Hindu dynasty. Of the first and third *kándas* of this celebrated work, to which the author gave the name of his brother *Mádhavácharjya,* the basis is the text of *Parásara*; but, as has been already explained, having, for the second, nothing of that *Smriti* to proceed upon, it became in fact though not in name a general digest of all the legal authorities prevalent at the time in the southern part of India. However this may detract in some degree from its value as being founded in truth upon no particular text, the general fame of the author is so great, resting as it does, not upon this work alone, but upon others also, particularly on his commentary upon the *Vedas,* that, among his more ardent admirers, he is held to have been an incarnation of *Siva.* Str. H. L. Pre. pp. xv, xvi.

† And opinions on points of law as current in a particular school are given by the Pandits or lawyers either in the language of the author of a local digest, (if suited for the purpose,) or in their own, which harmonises the expositions of one of the local digests implicitly followed as authority, and, in either case, texts of sages, if there be any, corroborative of those opinions and expositions.

tions exist between *sruti*, *smriti*, and *purána*, there the *sruti* is preferable; but where a contradiction exists between a *smriti* and a *purána*, there the *smriti* is to be held in preference" (*Vyása*). "If two texts (of *Rishis*) differ, reason (or that which it best supports) must in practice prevail" (*Jàgnyavalkya.*)

The various digests have not however treated of all parts of the *Dharma shástra*, nor have they arrived at the same conclusion. The variations in the doctrines of the digests have led to the formation of the different schools. The digests, with reference to the discrepancies existing among them, may be said to be of five classes, each of which has been adopted as authority in some particular part of India, and thus have been formed the five divisions or schools of Hindu law. These schools are—the *Gouriya* (Bengal), the Benares, the Mithilá (North Behar), the *Mahárâshtra* (the Marhatta country,) and the *Drávira**. The original *smritis* are of course common to all of them, but they have each given the preference to the doctrines inculcated in particular digests; and the texts of the sages must be used in the same sense as propounded in the particular digests adopted in each of the schools. Of these five schools two may be said to be the principal,—the Benares and Bengal: the other three being in most respects assimilated to the Benares school.

The *Mitáksharà* of *Vigyàneshwara* is the chief guide of the Benares school. "The range of its authority," says Mr. Colebrooke, "is far greater than that of any of the other digests; for it is received in all the schools of Hindu law from Benares to the southern extremity of the Peninsula of India, as the chief ground work of the doctrines which they follow, and as an authority from which they rarely dissent." The law books used in the different provinces, except Bengal, agree in generally deferring to the authority of the *Mitàksharà*, in frequently appealing to its texts, and in rarely and at the same time modestly dissenting from its doctrines on particular questions. That dissent consists in inculcating certain doctrines not contained in, nor sanctioned by, the *Mitàksharà*; and the adoption of some of these doctrines and the use of the books inculcating such doctrines distinguish each of the minor schools from that of Benares. The other works which concurrently with the *Mitákshará* are preferentially respected in the province of Benares are the *Viramitrodaya* by *Mitra Misra*, the *Parasurámádhava*, the *Vyavahára-mádhava*, the commentaries on the *Mitákshará* by *Vireshwara Bhatta* and *Bálam Bhatta*, and the *Viváda-tàndava* and other works of *Kamalàkara*.

The leading authorities of *Mithila* are the *Viváda-ratnàkara*†, and *Viváda-chintámani*‡. The *Vivádu-chandra* by *Lakshmi* or *Lakshimá Devi* is likewise much respected in that school§. The works which concurrently with the above are of great weight in *Mithilá* are the treatise on

* The *Drávira* school is that of the whole of the southern portion of the Peninsula of India. It is termed by Sir William Macnaghten "the school of Dekhan" which is a corruption of the Sanskrit word *dakshina* (south.)

† *Viváda-ratnàkara* was compiled under the superintendence of *Chandeshwara*, the minister of *Hara Sinha Deva*, king of Mithilá. *Chandeshwara* himself is also the reputed author of some law tracts. The *Vyavahàr-ratnákara*, compiled under the superintendence of the same minister, is also of great authority in *Mithilá*.

‡ This work was composed by *Vâchaspati Misra*, who was also the author of several other works, namely, the *Vyavahára-chintámani*, &c. commonly cited by the name of *Misra*: these also are of great authority in Mithilá. Mr. Colebrooke says:—"No more than ten or twelve generations have passed since he flourished at Semoul in Tirhoot." Coleb. Dig. pre. p. xv.

§ This learned lady sets the name of her nephew *Misaru Misra* to all her compositions on law and philosophy, and took the titles of her works from the then reigning prince *Chandra Sinha*, grandson of *Hara Sinha Deva*. *Ibid.* pre. pp. 15 & 16.

inheritance by *Srikarâchárjya*, the *Madana-párijáta**. The *Smriti-sára* or at full length *Smrityartha-sára* by *Srìdharáchárjya*, the *Smriti-sára* or *Smriti-samuchchaya* by *Harinathopádhyáya*, and the *Dwoita-parishishta* by *Keshava Misra*. In the Marhatta school (or in the province of Bombay) preference is given to the *Vyavahára-mayùkha* of *Nìlakantha*†, the *Nirnaya-sindhu*‡, the *Hemádri*§, the *Vyavahára-koustubha* and *Parasurámádhava*. The works of paramount authority in the *Drávira* school (that is in the territories dependant on the Government of Madras) are the *Mádhvìya*||, the *Smriti-chandriká*¶, and the *Saraswati-vilása*.**

These are the law tracts specially followed by the last three schools on account of their adopting certain doctrines that are inculcated by those books but have no place in the *Mitákshará*, which in all other points is respected as the main authority of all those schools of law. In *Orissa* too, which is now connected with the province of Bengal, the *Mitákshará* is of paramount authority, together with which are received the works of *Shambhokara Bájpei* and *Udayakara Bájpei*. Bengal Proper has alone taken for its chief guide in matters of inheritance†† the *Dáyabhága* of *Jimùtaváhana*, which is on almost every disputed point opposite to the *Mitákshará*: its authority is supreme. This celebrated treatise forms a part of his digest termed *Dharmaratna*‡‡. *Jìmútaváhana* therefore may be styled the founder of the Bengal school. The argu-

---

* This treatise was composed by *Vìreshwara Bhatta*, and is named in honor of *Madanapála*, a prince of the *Ját* race, who reigned at *Káshtha-nagara* or *Digh*, and who is apparently the same who gives title to the *Madana-vinoda* dated in the 15th century of the Sambat Era (Coleb. Dig. pre. xvii, & Dá. Bhá. pre. xi.) Sir William Macnaghten calls the author *Madanopádhyáya*. This work chiefly treats of *áchára* and *vyavahára kándas*; and also prevails in the Marhatta country.

† This is the sixth of the twelve treatises by the same author all bearing the same title *Mayúkha*, and the whole is designated collectively the *Bhagavat-bháshkara*. The other eleven treatises of this author treat of religious duties, rules of conduct, expiation, &c.

‡ By *Kamalákara Bhatta Káshikara*. It was written 246 years ago. It treats principally of *áchára* and *Práyaschitta*, touching incidentally only on questions of a legal nature. This work is of considerable authority at Benares, as well as amongst the *Marhattahs*.

§ By *Hemádri Bhatta Káshikara*. This is a work of antiquity: it contains twelve divisions, and treats of all subjects and is respected in many of the schools.

|| See *ante*, p. viii.

¶ By *Devánanda Bhatta*. "This excellent treatise on judicature is of great and almost paramount authority, as I am informed, in the countries occupied by the Hindu nations of *Drávira*, *Toilanga*, and *Carnáta*, inhabiting the greatest part of the Peninsula or *Dekhin*." Note by Colebrooke to his preface to the *Dáyabhága*, p. iv.

** This is a general digest attributed to *Pratáparudra Deva Mahárája*, one of the princes of the *Kákatya* family, who established themselves to the north of the *Crishna*, where they fixed their seat of government, which, extending itself by conquest, became the second empire to the southward. This second, comprehends, as it does, the territories now belonging to Hyderabad, the Northern Circars, a considerable portion of the Carnatic, and, generally speaking, the whole of the countries, of which the *Toilanga* is at present the spoken language. This work, probably composed by his direction, became the standard law book of his dominions. See Str. H. L. pre. pp. xvi, xvii.

†† It is indeed in this branch of the law that one would find a great difference in doctrine.

‡‡ *Jímútaváhana* is said to have reigned on the throne of *Shàlivàhana*. He is probably the same with *Jímútaketu*, a prince of the race of *Silára* who reigned at *Tagara*; and he is mentioned in an ancient and authentic inscription found at Salset. (Vide Asiatic Researches, vol. i. pp. 357 & 361.)

"It was an obvious conjecture that the name of this prince had been fixed to a treatise of law composed perhaps under his patronage and by his directions. That however is not the opinion of the learned in Bengal, who are more inclined to suppose, that the author really bore the name which is affixed to his work, and was a professed lawyer who performed the functions of judge and legal adviser to one of the most celebrated of the Hindu sovereigns of Bengal. No evidence, however, has been adduced in support of this opinion; and the period when this author flourished is therefore entirely uncertain." Coleb. Dá. bhá. pre. pp. xi, xii.

ments by which he establishes his own opinions are treated with great ability; quotations from his work, or reference to it, have been made by all the authors of the law tracts current in Bengal. The other works of great authority in Bengal are the *Dáya-tatwa*, the *subodhinì*, which is a commentary on the *Dáyabhága* by *Srìkrishna Tarkàlankara*, and the *Dáyakrama-sangrama**.

The *Dáya-tatwa* is that portion of *Raghunandana's Smriti-tatwa*† which treats of inheritance. It is indeed an excellent composition of the law, in which *Jìmùtaváhana's* doctrines are in general strictly followed, but commonly delivered in his own words, or in brief extracts from *Jìmútaváhana's* text. On a few points, however, *Raghunandana* differs from *Jímútaváhana*, and in some instances supplies that author's deficiencies.

The *Dáyakrama-sangraha* is an original treatise by *Srìkrishna Tarkálankara*, and contains a good compendium of the law of inheritance according to *Jìmútaváhana's* text, as expounded in his commentary.

The *Dáya-rahasha* or *Smriti-ratnávalì* of *Ràmnátha Vidyáváchaspati* obtains a considerable degree of authority in some of the districts of Bengal: it differs however in some material points from both *Jìmútaváhana* and *Raghunandana*, and thus tends much to disturb the certainty of the law on some important questions of frequent occurrence.

The other treatises on inheritance according to the doctrines received in Bengal, as the *Dáya-nirnaya* of *Srìkara Bhattàchárjya* and one or two more, are little else than epitomes of the works of *Raghunandana* and *Jìmútavàhana*.

There are several commentaries on the *Dáyabhága*. The earliest of these is that of *Srìnátha Áchárjya Chúrámani* which, though frequently cited by *Srìkrishna* to correct or confute opinions therein expressed, must be acknowledged as, in general, an excellent exposition of the text, and was a great authority before the appearance of *Srìkrishna's* commentary: even now it is respected as authority on points not contradicted by *Srìkrishna*.

The next in order of time is the gloss of *Achyuta Chakrabarttì*, (author likewise of a commentary on the *Sràddha-viveka*.) It cites frequently the gloss of *Chúrámani*, and is itself

---

* Sir William Macnaghten adds to the above number the compilations termed *Vyavasthárnava*, the *Vivadàrnava-setu*, and the *Vivàdabhangàrnava*. The first of these has not been translated nor does it appear to be used by the *Pandits*. The second was disapproved of by Sir William Jones, and is scarcely made use of by the *Pandits*: the translation of it too was considered by that learned Judge as having no authority, (see his letter hereafter inserted.) The third, namely, the *Vivàdavangárnava*, the translation whereof is known by the name of 'Colebrooke's Digest,' is a general digest, which cites texts of most of the sages and passages from the works of all the schools, and comments thereupon. It is therefore a work not only for the Bengal school but also for the other schools, and has been actually used as such by Sir Thomas Strange, and Mr. Colebrooke, and also by the *Pandits* of the different schools, as will be found on reference to the two volumes of Strange's Elements of the Hindu law, and the second volume of Macnaghten's Principles of the Hindu law.

† The *Smriti-tatwa* of *Raghunandana*, who is commonly called *Smárta Bhattáchárjya*, is the greatest authority as regards the *áchára* and *prùyaschitta kàndas* of the *Dharma Shàstra* in the province of Bengal, and is a complete digest of those two *kàndas*. It comprises twenty-seven *tatwas* (books,) twenty-four of which respect the *áchàra* and *pràyaschitta kándas* and three books treat of three of the eighteen branches of the *vyavahàra kánda*: viz. the *Dáya-tatwa* which is on inheritance, the *Vyavahàra-tatwa* which is on jurisprudence, and the *Dibya-tatwa* which treats of ordeals. Sir William Jones says: "his digest approaches nearly in merit and in method to the digest of Justinian." *Raghunandana* flourished in the 16th century, for he was pupil of *Vásudeva Sárvabhouma*, and studied at the same time with three other disciples of the same preceptor who likewise have acquired great celebrity; viz. *Shiromani*, *Krishnánanda* and *Choitanya*: the latter is the well known founder of the religious order and sect of the *Voishnavas*, and the date of his birth being held memorable by his followers, it is ascertained by his horoscope, said to be still preserved, as well as by the express mention of the date of his works, to have been 1411 of the *Shaka* Era answering to Y. C. 1489; consequently *Raghunandana* being his contemporary must have flourished at the beginning of the 16th century. *Dà, bhà, pre.* p. xii.

with that of *Chùrámani* quoted by *Maheshwara*. This work is upon the whole an able interpretation of the text of *Jímùtaváhana*. The commentary by *Maheshwara* which is posterior to those of *Chùrámani* and *Achyuta* is probably anterior to *Srìkrishna's* commentary, or at least of nearly the same time; for they appear to have been almost contemporary, the former seemingly a little elder of the two*. They differ greatly in their expositions of the text, both as to the meaning and as to the manner of deducing the sense, but neither of them affords any indication of having seen the other's work. The gloss by *Maheshwara* is for the greater part an able interpretation of the text of *Jímútaváhana*. "The commentary of *Srìkrishna Tarkálankára* (says Mr. Colebrooke, and very justly too,) is the most celebrated of the glosses of the text of the *Dáyàbhága*. It is the work of a very acute logician, who interprets his author and reasons on his arguments with great accuracy and precision, and who always illustrates the text, generally confirms its positions, but not unfrequently modifies or amends them. Its authority has been long gaining ground in the schools of law throughout Bengal; and it has almost banished from them the other expositions of the *Dáyabhága*; being ranked, in general estimation, next after the treatises of *Jìmútaváhana* and of *Raghunandana*."

Of the remaining commentaries one bears the name of *Raghunandana*. It is indeed a poor production and is strongly suspected of bearing a borrowed name; or if it be at all the work of the celebrated author of the *Smriti-tatwa*, it must be the earliest production of his pen.

*Rámanátha Vidyáváchaspati*, the author the *Dáya-rahashya*, has also written a commentary on the *Dáyabhága*.

*Káshiráma* has written a useful commentary on the *Dáya-tatwa* of *Raghunandana*, which nearly agrees with the views taken by *Srìkrishna* in his interpretation of the *Dáyabhága*.

These are the five classes of law tracts, which are severally respected by the five schools or divisions†. It must not however be inferred that each of these classes of law tracts is respected solely by a particular school, and not at all by the other schools: the fact is, that each is of paramount or leading authority with a particular school, and at the same time is on general and uncontradicted points respected as authority in the other schools, though of course in subordination to that which is preferentially used by them severally. A class of law tracts which is of paramount authority with one school may also be regarded as of unquestionable

---

* The great grandsons of both these writers were living in 1806: and the grandson (daughter's son) of *Srìkrishna* was alive in 1790. Both consequently must have lived in the first part of the last century. Coleb. Dá. bhá. pre. p. vii.

† Mr. Morley, however, in his recapitulation subdivides the *Drávira* division into three, namely *Dràvira*. *Carnátaka*, and *Andra*, and mentions the books preferentially used in each of the schools of Hindu law. They are as follows:

I. Bengal School:—Dharma-ratna (*i. e.*) Dàyabhàga and its commentaries by Srìkrishna Tarkàlankàra and Srìnàthàchàrjya Chùràmani. Dàyakrama-sangraha, Smriti-tatwa (its) Dàya-tatwa. Vivàdàrnava-setu. Vivàda-sàràrnava, Vivàda-bhangàrnava.

II. Mithilá School:—Mitàksharà, Viváda-ratnákara, Vivàda-chintámani, Vayavahára-chintàmani, Dwoita-parishishta, Viváda-chandra, Smriti-sára or Smriti-samuchchaya, Madana-párijáta.

III. Benares School:—Mitákshará, Víramitrodaya, Mádhavíya, Viváda-tándava, Nirnaya-sindhu.

IV. Mahàràshtra School:—Mitàksharà, Mayúkha, Nirnaya-sindhu, Hemàndri, Smriti-koustubha, Màdhavíya.

V. Drávira school:—

(a) Drávira Division:—Mitákshará, Mádhavíya Saraswati-vilàsa Varadá-rájya.

(b) Karnátka Division:—Mitàksharà, Màdhavíya, Saraswati-vilàsa.

(c) Andra Division:—Mitàksharà, Màdhavíya, Smriti-chandrikà, Saraswati-vilàsa.

authority in another school on points regarding which no rules are prescribed in the books preferentially used in that school.*

Of the treatises on adoption, the *Dattaka-mímánsá*† of *Nanda Pandita,* the author of the *Voijoyanti* and the *Pratitákshará* and the *Dattaka-chandriká*‡ by *Devánanda Bhatta,* the author of *Smriti-chandriká, (ante, p. x,)* are the most esteemed: they are almost equally respected all over India, the law of adoption not exhibiting much conflict of doctrines between the several schools, although some difference of opinion may be observed amongst the individual writers. It must be remarked, however, as an important distinction, that where they differ the doctrine of the *Dattaka-chandriká* is adhered to in Bengal and by the Southern jurists, while the *Dattaka-mímánsá* is held to be an infallible guide in the provinces of Mithilá and Benares. In addition to these two treatises, there are the *Dattaka-mímánsá* by *Vidyáranyaswámi,* the *Dattaka-chandriká* by *Gangadeva Bájpei,* the *Datta-dípaka* by *Vyásáchárjya,* the *Dattaka-koustubha* by *Nágoji Bhatta,* and the *Dattaka-bháshana* by *Krishna Misra,* which are general digests of the law of adoption, but they do not appear to be used or cited by the lawyers. There is another treatise on adoption called the *Dattaka-nirnaya,* which is a compilation of a celebrated *Pandit* of the name of *Srinátha Bhatta.* This work was translated by Mr. Blacquiere, but the translation has not been published§.

An excellent commentary on the *Dattaka-mímánsá* and *Dattaka-chandriká* has been recently written and published by *Bharatchandra Shiromani,* a celebrated lawyer, and at present the professor of Hindu law in the Government Sanscrit College.

Besides the above, there exist several other digests and commentaries. These are the *Achárjya-chandriká* by *Srináthácharjya,* son of *Srikaráchárjya,* both celebrated lawyers of the Mithilá school. The *Vyavahára-kalá* of *Bhavadeva,* also called *Balabalabhi-bhujanga,* author of the rituals much consulted in Bengal. The *Bráhmana-sarvaswa, Nyáya-*

* Thus in Strange's work on the *Hindu* law which is principally designed for the Marhatta and Drávira schools, works of paramount authority in Bengal have been cited on the general points and also on points not touched upon in the law tracts chiefly used in those schools. In the first of the above two cases the Bengal authorities are regarded as secondary to, or corroborative of, the authorities of those schools, while in the second case the authorities of the Bengal school must be regarded as also unquestionable authorities in the said schools by reason of having supplied the deficiency in the law tracts adopted by them. It will also be found from the second volume of Sir William Macnaghten's work on *Hindu* law, which is composed of precedents or admitted law opinions, that the *Pandits* have on general or uncontradicted points indiscriminately cited the authorities of any school, though the cases in which they gave their opinions appertained to a particular province; and that in the cases of one country they have cited the authorities of another province or school whenever on points at issue they found no rules, prescriptive or prohibitory, in the law tracts of the former province or school.

† Mr. Sutherland concludes his remarks upon the *Dattaka-mímánsá* by saying, that "it is on the whole compiled with ability and minute attention to the subject, and seems not unworthy of the celebrity it has attained."

‡ The *Dattaka-chandriká* is a concise treatise on adoption and is supposed to be the basis of *Nanda Pandita's* more elaborate work. Many of the *Pandits* of Bengal attribute this work to the late *Raghumani Vidyábhúshan,* spiritual advisor of the *Rájá* of Nuddea and a distinguished *Pandit,* who flourished in the latter part of *Jagannátha's* life, and is said to have assisted Mr. Colebrooke in the preparation of his translation of the *Dáyabhága* and *Mitákshará.* One of the grounds of such attribution is, that by putting together consecutively the first letter of the first and third lines and the last letter of the second and fourth lines of the last verse of the book the name '*Raghumani*' is formed.

§ See preface to the Considerations on the *Hindu* Law, p. xiii.

*sarvaswa*, *Pandita-sarvaswa*, and the other treatises by *Haláyudha*,* which are chiefly cited in the Bengal digests. The sublime works of *Udoyanáchárjya*, the reviver of the rational system of philosophy. The *Calapataru* by *Lakshmidhara*, who also composed a treatise on the administration of justice by command of *Govinda Chandra*, a king of *Káshí*, sprung from the *Vástava* race of *Káyasthas*. The *Govindárnava*, composed under the superintendence of the same prince by *Nara Sinha*, who was the son of *Ráma Chandra*, the grammarian and philosopher. The *Parasuráma-pratápa*, a general digest composed by order of *Sabáji Pratápa*, *Rájá* of the Eastern Telinga country, about five hundred years ago. The *Vyavahára Shwikára* by *Nágoji Bhatta*. The *Madana-ratna* by *Madana Sinha*, an ancient work of notoriety treating of *áchára*, *vyavahára*, and *práyashchitta*. The *áchárárka*, a work principally on *áchára* and *vyavahára* by *Shankara Bhatta Káshíkara*. The *Dyota*, a general digest written more than a century ago by *Goga Bhatta Káshíkara*. The *Dinakaraudyota*, a work on *áchára* and *vyavahára* by *Vishwarúpa Rámaka Goga Bhatta Káshíkara*. And the *Prithibì-chandroda*, which also is a general digest. Most of these works are not now in use, but their texts are cited in many of the current digests and commentaries. The work of *Jitendiya* is cited in the *Mitàkasharà*, *Dàyabhàga*, and other books. And the works of *Goichandra*, *Graheshwara*, *Dháreshwara*†, *Balarúpa*, *Harihara*, *Murári Misra*, and many others are occasionally alluded to in the *Vivádabhangárnava* and some other digests.

Since the establishment of the British empire in India three digests have been composed in Sanscrit. The first of these is the *Vivádárnava-setu*‡, compiled at the request of Mr. Warren Hastings. This work was proposed as early as the 18th of March 1773, at the opening of the Court of *Sudder Dewanny Adawlut* in Bengal. In the following year a translation of the work was made by Mr. Halhed and published under the title of "A Code of Gentu Laws." This work, however, was disapproved of, and its translation was condemned by Sir William Jones for reasons§ set forth in his letter

---

* This great *Pandit* was the spiritual guide of *Lakshmana Sena*, a renowned monarch, who gave his name to an era of which upwards of seven hundred years have expired. *Halàyudha* was a descendant in the fifteenth degree of *Bhatta Náráyana*, author of the *Vení-sanhára*, (a celebrated drama,) and one of the five vedantists who were brought from Kunouj by *Rájá Adisura*, and whose descendants are almost all the *Rárhi* and *Bárendra brahmins* of Bengal.

† *Dháreshwara* is said to be the same as *Rájá Bhoja*. *Vide* Coleb. Dig., pre. p. xi.

‡ This work was compiled by several *Pandits*, of whom *Jagannátha*, author of the Digest translated by Mr. Colebrooke, was one.

§ "It (says the learned judge, alluding to the work in question) by no means obviates the difficulties before stated, nor supersedes the necessity or the expedience at least of a more ample repository of *Hindu* law, especially on the twelve different contracts to which *Ulpian* has given specific names, and on all the others, which, though not specifically named, are reducible to four general heads. The last mentioned work is entitled the '*Vivádárnava-setu*,' and consists, like the Roman digest, of authentic texts with the names of their several authors regularly prefixed to them, and explained, where an explanation is requisite, in short notes taken from commentaries of high authority. It is as far as it goes a very excellent work; but though it appear extremely diffuse on subjects rather curious than useful, and though the chapter on inheritance be copious and exact, yet another important branch of jurisprudence, the law of contracts, is very succinctly and superficially discussed, and bears an inconsiderable proportion to the rest of the work. But whatever be the merit of the original, the translation of it has no authority, and is of no other use than to suggest inquiries on the many dark passages which we find in it: properly speaking, indeed, we cannot call it a translation; for though Mr. Halhed performed his part with fidelity, yet the Persian interpreter had supplied him only with a loose injudicious epitome of the original *Sanscrit*, in which abstract many essential passages are omitted." Mr. Colebrooke, by quoting the above remark in the preface to the Digest, and not making any observation upon it either in that book or in any of his works or opinions, seems to have acquiesced in the judgment pronounced upon it by Sir William Jones.

to the Chief Government of India, in which he strongly recommended the enforcement of the *Hindu* law and the compilation of a better code. The sentiments expressed in that paper are truly worthy of him. "Nothing (he says) could be more obviously just than to determine private contests according to those laws, which the parties themselves had ever considered as the rules of their conduct and engagements in civil life; nor could any thing be wiser than, by a *legislative act*, to assure the *Hindu* and *Mussulman* subjects of Great Britain, that the private laws, which they severally hold sacred, and a violation of which they would have thought the most grievous oppression, should not be superseded by a new system, of which they could have no knowledge, and which they must have considered as imposed on them by a spirit of rigour and intolerance.* So far the principle of decision between the native parties in a cause appears perfectly clear; but the difficulty lies (as in most other cases) in the application of the principle to practice; for the *Hindu* and *Mussulman* laws are locked up for the most part in two very difficult languages, Sanscrit and Arabic, which few Europeans will ever learn, because neither of them leads to any advantage in worldly pursuits; and if we give judgment only from the opinions of the native lawyers and scholars, we can never be sure that we have not been deceived by them. It would be absurd and unjust to pass an indiscriminate censure on a considerable body of men; but my experience justifies me in declaring, that I could not with an easy conscience concur in a decision merely on a written opinion of native lawyers, in any cause in which they would have the remotest interest in misleading the court: nor, how vigilant soever we might be, would it be very difficult for them to mislead us, for a single obscure text, explained by themselves, might be quoted as express authority, though perhaps in the very book, from which it was selected, it might be differently explained, and introduced only for the purpose of being exploded. The obvious remedy for this evil had occurred to me before I left England, where I had communicated my sentiments to some friends in Parliament, and on the bench in Westminster Hall, of whose discernment I had the highest opinion; and those sentiments I propose to unfold in this letter with as much brevity as the magnitude of the subject will admit. If we had a complete digest of *Hindu* and *Mahomedan* laws, after the model of Justinian's inestimable Pandects, compiled by the most learned of the native lawyers with an accurate verbal translation of it into English; and if copies of the work were

* Again, at the conclusion of his preface to *Manu*, that eminent judge remarks: "Whatever opinion in short may be formed of *Manu* and his laws, in a country happily enlightened by sound philosophy and the only true revelation, it must be remembered that those laws are actually revered as the word of the Most High, by nations of great importance to the political and commercial interests of Europe, and particularly by many millions of Hindu subjects, whose well directed industry would add largely to the wealth of Britain, and who ask no more in return than protection for their persons and places of abode, justice in their temporal concerns, indulgence to the prejudices of their old religion, and the benefits of those laws, which they have been taught to believe sacred, and which alone they can possibly comprehend."

Sir Francis Macnaghten too remarks: "The right of *Hindus* to have their contests decided *by their own laws*, has been established by the legislature of Great Britain; and I most cordially concur in the sentiments which have been expressed by Sir William Jones, upon this subject." "As to the *Hindus*. I have not a predilection for the tenets of any of their schools, or for the doctrines of any of their scholiasts, in particular. Such as their law is, they have a right to an administration of it, among the parties themselves. To deprive them of this right against their will, or without their desire, would be rigorous in a civil, and intolerant in a religious point of view; for their laws and their religion are so blended together that we cannot disturb the one without doing violence to the other." "Their own is the only law to be administered to them." "Give them not any laws but their own; yet under a pretext of dealing those out, let us not subject the people to wrong." Cons. H. L., pre. pp. v, vi.

reposited in the proper offices of the Sudder Dewanny Adawlut and the Supreme Court, *that* they might occasionally be consulted as a standard of justice, we should rarely be at a loss for principles at least and rules of law applicable to the cases before us, and should never perhaps be led astray by the *Pandits* or *Moulavis,* who would hardly venture to impose on us when their imposition might be so easily detected. It would not be unworthy of a British Government to give the natives of these Indian provinces a permanent security for the due administration of justice among them, similar to that which Justinian gave to his Greek and Roman subjects ; but our compilation would require far less labour and might be completed with far greater exactness in as short a time ; since it would be confined to the laws of contracts and inheritances, which are of the most extensive use in private life, and to which the legislature has limited the decisions of the Supreme Court in causes between native parties." The letter from which this extract is taken, is dated 19th of March 1788.

On the same date, the then Governor General, Marquis Cornwallis, with the concurrence of the Members of Council, accepted the offer in terms honorable to the proposer and expressive of the most liberal sentiments. "The object of your proposition (they say) being to promote due administration of justice, it becomes interesting to humanity ; and it is deserving of our peculiar attention, as being intended to increase and secure the happiness of the numerous subjects of the Company's provinces." And the result of this proposition, so glady accepted by the Governor General in Council, was the composition of the *Vivádasárárnava,* and the *Vivádabhangárnava* : the former was written by *Sarvoru Trivedì,* a lawyer of Mithilá, and the latter by *Jagannátha Tarkapanchánana,* and both by the direction of Sir William Jones, who himself had undertaken a translation of the latter work, together with an introductory discourse, for which he had prepared ample materials,* when the hand of death arrested his labours. Although it must be a matter of regret that the public has lost, by his premature death, a translation from his pen of a digest compiled under his direction, yet it must be acknowledged that the scholar selected by Sir John Shore, the succeeding Governor General, for completing† a translation of this digest was one who seems to have devoted much more time and attention to the study of our literature and law, and than whom no one has as yet been able to make a more faithful and complete translation of a law tract in Sanscrit, or to give a better exposition of our law. The translation of the *Vivádabhangárnava* or *Jagannátha's* Digest is commonly known as 'Colebrooke's Digest.' This digest treats in full of the topics of contracts and inheritance as required by Sir William Jones. The author of the work was one of the greatest *Pandits* and also one of the most ingenious logicians of the age. Instead of reconciling contradictions or making anomalies consistent, he has in many instances attempted to display his proficiency in logic and promptitude in subtle ingenuity, and has thus rendered the work an unsafe guide for a reader not already well versed in the law. Such reader will often find in it several discordant doctrines on one and the same point, and will be at a loss to know which to follow ; and if he follow whatever doctrine he finds at the first sight, without knowing what doctrine is recorded on the same point at another page, he will perhaps do wrong, for there may be in another place of the same book another doctrine, perhaps the just one, and the former may have been

* See his last anniversary discourse as President of the Asiatic Society, vol. iv. p. 176.

† For the version of many texts cited in the work come from the pen of Sir William Jones, most of the laws quoted from *Manu* being found in his translation of the *Mánava dharma shástra,* and other texts having been already translated by him when perusing the preceding digest, the *Vivádárnava-setu.* *Vide* Coleb. Dig., pre. p. xviii

founded only on subtle ingenuity. He will moreover see that in one place doubts are ingeniously thrown upon established doctrines and principles laid down by unquestionable authorities, and in another he will find a corroboration of the same doctrines and principles. He will very often find no decision on a point, but only the discordant opinions of several authors of several schools. Under such circumstances he only who knows the established doctrines of the different schools can safely make use of the work. It is for the above and other reasons that unfavourable opinions have been expressed by the European scholars who have written on the *Hindu* law.*

* The opinion of Mr. Henry Colebrooke is as follows: "In the preface to the translation of the Digest I hinted an opinion unfavourable to the arrangement of it, as it has been executed by the native compiler. I have been confirmed in that opinion of the compilation, since its publication; and indeed the author's method of discussing together the discordant opinions maintained by the lawyers of the several schools, without distinguishing in an intelligible manner which of them is the received doctrine of each school, but on the contrary leaving it uncertain whether any of the opinions stated by him do actually prevail, or which doctrine must now be considered to be in force and which obsolete, renders his work of little utility to persons conversant with the law, and of still less service to those who are not versed in Indian jurisprudence; especially to the English reader, for whose use, through the medium of translation, the work was particularly intended." Preface to the *Dayàbhàga*, pp. ii, iii.

"It consists," says Sir Thomas Strange, "like the Roman Digest, of texts, collected from the works of authority extant in the Sanscrit language only, having the names of their several authors prefixed, together with an ample commentary by the compiler, founded for the most part upon the former ones. That its arrangement was not, on its first appearance, satisfactory to the learned, and that the commentary abounds with frivolous disquisitions, as well as with the discordant opinions of different schools, not always sufficiently distinguished, rests upon the best authority, that of the learned translator; by whom its utility, for the purpose for which it was planned, is well nigh disclaimed. It is long, therefore, since it was characterised, not unhappily, as 'the best law book for counsel, and the worst for a judge.' But, in whatever degree, *Jagannátha's* Digest may have fallen in estimation, as a book to be used with advantage in our courts, and especially in those to the Southward, it remains a mine of juridical learning, throwing light upon every question on which it treats, whatever attention it may require in extracting it."—Str. H. L. vol. i. pp. xvii—xix.

The author of the Considerations on the Hindu Law remarks :—" The plan of Sir William Jones may have been excellent, but the execution of it fell to the share of *Jagannátha*. He has given us the contents of all books indiscriminately. That he should have reconciled contradictions or made anomalies consistent, was not to be expected; but we are often the worse for his sophistry, and seldom the better for his reasoning. His incessant attempts to display proficience in logic and promptitude in subtility, he might have spared without regret to his readers."—*Cons. H. L.* p. viii.

The author of the Summary of the Laws and Customs of the Hindus remarks:—" The Digest of *Jagannátha*, translated by Mr. Colebrooke, although other subjects are occasionally adverted to, is nominally confined to the law of contracts and successions; and the frequent occurrence of jarring texts and obscure commentaries forms a great objection to it as a work of particular reference."—*Ibid.* pre. p. v.

I concur however with Mr. Morley in the opinion that—" Notwithstanding the unfavourable opinions of the *Vivàdabhangàrnava*, pronounced by its learned translator and others, there is no doubt but that it contains an immense mass of most valuable information, more especially on the law of contracts, and will be found eminently useful by those who will take the trouble of familiarising themselves with the author's style and method of arrangement." The accuracy of the learned translator's remarks,—that for the reasons noticed by him, the work is of little utility (even) *to persons conversant with the law*, may be questioned. Persons conversant with the *Hindu* law, as current in the different schools, seeing an opinion with the name of its author may recollect or discover to what school he belongs; nor can it be difficult for them to know whether that opinion prevails in any school or is become obsolete. At any rate, they will find in the book almost all the important texts of almost all the ancient and modern works, with comments or expositions so numerous, curious, and interesting that no work in existence can impart half the information or knowledge which *Jagannátha's* Digest does. And possessed of this immense mass of opinions and information they can easily select those justly referrible to each of the schools: those conversant with the doctrines of the *Hindu* law as current in the different schools cannot therefore fail to

The *Vivádabhangárnava*, citing, and commenting on the texts of the works adopted in the several schools, is occasionally used as an authority by the lawyers of the other schools.*

Some other law tracts also have been translated into English, the most important of which are the *Dáyabhága* of *Jimútaváhana* and the *Mitákshará* of *Vigyáneshwara*, the standard authorities of the *Hindu* law of inheritance in the schools of Bengal and Benares respectively. They were translated by Mr. Henry Colebrooke with accuracy and fidelity. The learned translator having accompanied them with elucidatory annotations and glosses drawn from their commentaries and numerous other sources, to which his peculiar opportunities and immense erudition gave him ready access, has rendered those translations of very great utility; every page bears testimony to his diligence in collecting the materials, to his judgment in their selection, and to his learning in their interpretation. A considerable knowledge is sure to be derived from the study of these two works in which the entire doctrine of the two schools, with the reasons and arguments by which each is supported, may be seen at one view in a condensed form. Mr. Orianne has also translated the chapter on inheritance from the *Mitákshará*. Mr. Borradaile, Judge of the Sudder Dewanny Adawlut of Bombay, and the author of the valuable Bombay Reports, has published a translation of the *Vyavahára-mayúkha*,

---

derive very great benefit from this work. Sir Thomas Strange and Sir William Macnaghten, whose works abound with references to quotations from the Digest, and many of whose principles are founded thereupon, are striking proofs of the usefulness of the work in this respect. The learned Translator too has written several of his remarks and opinions on the authority of that Digest. It is only difficult, as already remarked, for a person not conversant with the law to derive benefit from it; and in fact to them it would be an unsafe guide.

* Mr. Colebooke, however, in his letter to Sir Thomas Strange says:—"We have not here the same veneration for him when he speaks in his own name, or steps beyond the strict limits of a compiler's duty: and as his doctrines, which are commonly taken from the Bengal school, or sometimes originate with himself, differ very frequently from the authorities which heretofore prevailed in the South of India. I am sorry that the Southern *Pandits* should have been thus furnished with means of adopting, in their answers, whatever doctrine may happen to be best accommodated to the bias they may have contracted; and I should regret that *Jagannátha's* authority should supersede that of the much abler authors of the *Mitákshará*, *Smriti-chandriká*, and *Mádhavíya*." With due deference to that eminent scholar, it may be remarked that if the Southern *Pandits* used an opinion originating with *Jagannátha* himself and not founded upon, or consistent with, an unquestionable authority, notwithstanding the *Mitákshará* and the other authorities expressed a different doctrine on the same point, then their opinion would indeed be objectionable; but if they cited a passage from *Jagannátha's* Digest because they did not find a law on the same point in the books preferably used in their schools, or because they found in *Jagannátha's* Digest an exposition better worded, and not contradicted by the local authorities, the learned gentleman ought not to have been sorry for it; inasmuch as he himself has done the same in many of his remarks on the opinions of the Southern *Pandits*, as published in the second volume of Strange's work on the *Hindu* law. Sir William Macnaghten too, though he in one place considers the *Vivádabhangárnava* as a Bengal authority, has founded many of his general principles upon the texts contained in the said Digest. Open also the second volume of his work on the Hindu Law, and it will be found that many *vyavasthás* relative to cases of the other provinces have been founded by the *Pandits* on the authority of *Jagannátha's* Digest, and these *vyavasthás* of theirs have been approved of and published by the learned gentleman himself as correct and accurate. Besides, where *Jagannátha*, citing the authorities of one school, draws a conclusion not inconsistent with its doctrines, or where he gives an exposition as being the doctrine of a certain school, and that exposition is not contradicted by the authorities thereof, or where his work contains an exposition not to be found in, or not prohibited by, any of the law tracts current in that school, there is no reason why that part of his work should not be used by lawyers as an authority in that school. Had the case been otherwise, Sir Thomas Strange, whose work on the Hindu law is chiefly intended for the Southern schools of India, would not have cited as authorities *Jagannátha* and other authors of Bengal in almost every page of his work; and Sir W. Macnaghten too would not have founded his chapter on contracts, which is for all the schools, almost solely upon *Jagannátha's* Digest.

to which he has affixed annotations referring to passages of other works on the *Hindu* law, and rendering his version of peculiar utility to the student of the law of that side of India. A translation of the *Dáyakrama-sangraha* has been published by Mr. Wynch, who has judiciously adopted the version of the texts of the legislators and sages of antiquity cited therein from the works of Sir William Jones and Mr. Henry Colebrooke. The Institutes of *Manu* have been translated by Sir William Jones and Sir Graves Haughton into English, and by Monsieur Loiseleur Deslongchamps into French. The version by Jones has been generally considered as the masterpiece of that learned and elegant writer: those by Haughton and Deslongchamps vary from it but slightly and no where importantly. There is another translation by one or two natives of the first three books of *Manu*, published in pamphlets, in which the Sanscrit text is given in the *Devanagree* character, a literal translation in Bengalee, and Sir William Jones' translation, with a revised translation in English. The *Dattaka-mímánsa* and *Dattaka-chandriká* have been translated by Mr. Sutherland; with useful notes after the manner of his illustrious uncle, Mr. Colebrooke. His version of these two standard works on adoption and the synopsis thereof, which he has appended to his translation, are eminently useful. A French translation of the *Dattaka-chandriká* by Mr. Orianne, has also been published.

A translation of the *Vyavahára kánda* of *Jágnyavalkya's* institutes by Dr. Roer and F. Montriou, Esq., barrister, has just appeared. This work is entitled "Hindu Law and Judicature," and contains many explanatory and useful notes.

Besides the abovementioned translations we have some original works on the Hindu law written in English. The chief of these are the "Considerations on the Hindu Law," "Elements of Hindu Law," and the "Principles and Precedents of Hindu Law."

Sir Francis Macnaghten was the author of the Considerations on the Hindu Law, which consists of enunciation of principles, seldom founded upon the authority of the law books, but generally collected from the then decided cases, such as ought, in his judgment, to be adopted, and such as ought, if adopted, to continue immutable. Those cases however were decided for the most part according to the opinions of *Pandits*, who are spoken of by him in the most disparaging terms, and to whom he says he was obliged to have recourse on points as they arose. Those principles have been illustrated copiously by arguments; and the decided cases from which those principles have been deduced are repeated over and over, and given *in extenso*. His chapter on adoption is the longest of all, occupying 122 pages, 42 of which are devoted to a criticism of, and severe reprehension on, a judgment of Sir Thomas Strange in a particular case. The seventh chapter of the work in question is on contracts, and is composed only of such texts as are set forth in Colebrooke's translation of the Digest of *Jagannátha*; and the eighth and ninth chapters are for the most part translations from the *Mitákshará*. The Addendum and Appendix respect only the law of adoption. It is apparent from his writings that he had not the slightest knowledge of the Sanscrit language nor of the law books not translated into English. His work however is more useful than could be expected from an author who was possessed of such insufficient means, and who, moreover, commenced and finished it in one year.*

The Elements of Hindu Law was written by Sir Thomas Strange when Chief Justice of the Supreme Court of Madras. Although he had no knowledge of the Sanscrit language,

* "It is to be regretted," says Mr Morley, "that the whole work is pervaded by a spirit of exaggerated self-estimation and unjust depreciation of every thing not consonant with the author's professional prejudices."

yet almost every one of the elements contained in his work is based upon good and appropriate authorities cited below the page. In some instances, however, he has erred in not specifying the peculiar doctrines of the different schools, or in blending the especial doctrine of one school with that of another. The learned author does not so fully treat of the doctrines of the other schools as he does of the two schools in the South of India where he had to administer justice. His work therefore is of greater utility in the Courts of Madras and Bombay than in those of the other provinces. The second volume of the work, which contains cases and law opinions appended by the learned author to his work, under the title of *"Responsa Prudentum,"* or opinions of the *Pandits,* is indeed very valuable, almost every one of them being followed by remarks from the pen of Colebrooke, Sutherland, and Ellis, or one or other of them; and the work is rendered still more valuable by containing the opinions of Colebrooke in answer to letters from the author. The above opinions and remarks are truly *responsa prudentum,* and the author's seeking Colebrooke's opinion on every difficult point, and his publication thereof in support of what he wrote, are *actiones prudentis.*

The Principles and Precedents of Hindu Law composed and compiled by Mr. (afterwards Sir) William Hay Macnaghten, are the most clear and lucid of the digests hitherto composed by natives or Europeans. The first volume of this work treats of proprietory right, inheritance, *stridhan,* partition, marriage, adoption, minority, slavery, and contracts, and contains a translation of a portion of the *Mitákshará.* The second volume consists of precedents or opinions of the Hindu law officers delivered in, and admitted by, the several courts of judicature, and examined and approved of by the author himself. This volume is very useful, and it would have been much more so had the author published in it the very valuable opinions and remarks of Mr. Henry Colebrooke, contained in Strange's Elements of Hindu Law; and his first volume too would have been more excellent and authoritative had he all along cited authorities in support of the principles and doctrines therein contained in the same manner and with the same prudence as Sir Thomas Strange has done.*

* Mr. Morley says :—"In a late judgment delivered by the Privy Council, Sir William Macnaghten's work is mentioned as by far the most important authority amongst the Hindu law-books by European authors; and it is stated, on the information of Sir Edward Ryan, to be constantly referred to in the Supreme Court of Calcutta as all but decisive *on any point* of Hindu law contained in it; (but see *ante* pp. 605—607;) and that more respect would be paid to it by Judges, than to the opinions of the *Pandits.*" If the expression 'Hindu law-books' mean those composed or compiled by Europeans, Macnaghten's work is for the greater part such as it is stated to be; but if it comprehend also translations and the remarks and written opinions of Europeans, then whatever has come from the pen of that eminent scholar and lawyer Mr. Henry Colebrooke ought to be regarded as of greater weight: especially his translations of the *Dàyabhàga* and *Mitàksharà,* the former of which works is standard law in Bengal and the latter is respected in all the schools from Benares to the Southern extremity of the peninsula of India as the chief ground work of the doctrines they follow; and the translations themselves are also masterpieces, and, accompanied as they are with translations of the most illustrative and appropriate comments, &c. they are perhaps more useful than the originals. The translation of the *Dattaka-mìmansà* and the *Dattaka-chandriká,* the standard law tracts on adoption, made after the manner of Colebrooke by his nephew, Mr. Sutherland, and the translation of the portion of the *Mitákshará* made by Sir William Macnaghten, and those of the *Dáyakrama-sangraha* and *Vyavahàra-mayúkha* are of equal authority with the above. Next in importance are the remarks and opinions of Colebrooke, "whose learning," says Sir Thomas Strange, "in that abstruse science, drawn directly from the original and the most authentic sources, stands acknowledged in Europe as well as in India." The remarks and opinions above alluded to convey, in most instances, not only his strictures on the points referred and opinions reported, but references also to printed authorities in support of his observations, or of the answers of the *Pandits.* It is with reference to one of those opinions that Mr. Shakespear, an able Judge of the Sudder Dewanny Adawlut at Calcutta, said, alluding to Sir William Macnaghten: "Now I imagine Mr. Henry

The work entitled "Treatise on Inheritance, Gift, Will, Sale, and Mortgage" by F. E. Elberling Esq., late of the Danish Civil Service, contains some principles of the Hindu law, and on the whole is a good compendium, but as regards the Hindu law cannot be viewed as quite a safe guide. Although the author has acted judiciously in citing authorities and precedents in support of the principles contained in his work, yet his precaution seems to have sometimes failed him. The author appears totally unacquainted with the Sanscrit language, in which (to use the expression of Sir William Jones) the Hindu laws are for the most part locked up; and more could not therefore be expected from one, whose knowledge of the sources of that law is so limited.

Steele's Summary of the Law and Custom of Hindu Castes, printed by order of the Governor in Council of Bombay, is inconvenient for reference, on account of a want of proper arrangement; but it contains a mass of useful information and may always be consulted with advantage. He divides his work into three parts, law, castes, and existing customs: the two latter divisions are especially useful, as containing a quantity of matter not to be met with in any other English book.

Colebrooke's Treatise on Obligations and Contracts hardly comes within the class of works treating of Hindu law, inasmuch as it relates to the subject of contracts generally; he has, however, illustrated the law of contracts throughout by references to the Hindu system; and the student will find much that is valuable regarding that system under those titles which the learned author has completed. Unfortunately the work was never finished, and the preface and preliminary matter, promised by the author in the first and only published volume, have never seen the light.

The tract written by Rájá Rámmohan Ráy treats chiefly of proprietory right, supported by citations of authorities; the Sanscrit texts quoted being accompanied with English translations. It would have been a great benefit to the public had similar essays on the other heads of our law been written by that eminent scholar.

The Table of Successions by Bábu Prosanno Kumár Tagore, a living authority of great experience and repute, is a very ingenious production: it presents in one view the whole order of succession to property whether that of males or females, with useful and explanatory notes. It is in fact a Digest of the Digests, but requires ability to understand the plan and master the contents.

I have, I think, given an all but complete list of the works which treat of the *vyavahára* branch of our law. It remains to notice how justice is administered in accordance with that law on which so many works are extant. The judges, barristers, pleaders, and

---

Colebrooke to be the highest European authority on matters of Hindu law; but supposing others to be equally well read, no one can be placed in competition with him as to the two qualifications, a knowledge of the law and of the practice and observances of this Court, in which he was so many years the Chief Judge." And Sir Francis Macnaghten too remarks:—"Upon the right of a *Hindu* to dispose of his property by will, I have seen the opinion of Mr. Colebrooke, and I need not add that there is *not any man* whose opinions may justly command a greater degree of deference." The author of these pages has perused whatever has fallen from Mr. Colebrooke with great attention, and found him most accurate and deep, resulting from a thorough study of the Sanscrit books of law mentioned by him, books the whole of which are rarely read by the majority of the lawyers of any school.

others who know English, have recourse to the English translations and digests. But no such means are available to the numerous native judges, pleaders, and suitors who do not know that language, and are not furnished with translations or proper treatises in the vernacular.* They are therefore entirely dependant on the *Pandits,* the venality of many of whom has disparaged the character of that body (though some were and are indeed most upright as well as learned) to such a degree that we should be justified in adopting the language of Sir William Jones already cited.

Add to this, it happens in many cases that in consequence of the Mofussil pleaders having no means of knowing the law except from the mouths of *Pandits,* no question touching the *Hindu* law has been raised until they have come in appeal before the Sudder Dewanny Adawlut, where the pleaders, familiar with the law tracts in English, have raised law points and then the cases either result in nonsuit or are remanded to be tried *de novo,* and thus the parties are fruitlessly burthened with costs of the two Courts. This evil has been very little or very partially remedied by the English translations and digests of the *Hindu* law, they being of use to those only who know English, and who, compared with the mass of judicial officers and legal practitioners in the Mofussil, are insignificant in number; consequently without a good digest in the English language, combined with a corresponding one in the vernacular of the country, the evil cannot be removed, nor the desideratum felt by Sir William Jones and others supplied. It was a matter of great regret that no such endeavour had hitherto been made. The Government have enacted that the cases of the *Hindus* regarding inheritance, &c. shall be decided according to their law, but have afforded no means of making a proper use or checking the abuse of that law. This was remarked to the author by one of the most intelligent judges of the Sudder, now no more, who at the same time requested him to translate into *Bengalee* and *Urdu* the Principles of *Hindu* Law by Sir William Macnaghten. That work was thereupon minutely gone through, with a view to determine if a translation of it would be sufficient for the purpose, when it was judged that the work itself required some additions to be made to it and some portions to be rectified to render it complete and more useful. The translation and publication of the *Dáyabhága* and *Mitákshará* on inheritance and the *Dattaka-mimánsá* and *Dattaká-chandrika* were considered likely to be more expensive and tedious than useful at present, inasmuch as considerable parts thereof are composed of arguments tending to establish the authors' own opinions and to refute those of others. It would moreover be very difficult for such as would not thoroughly study and digest them readily to discover the principle or decision regarding any point; for it is not rarely the case with those works that in one place a principle appears to be laid down as decisive, but in another (perhaps at the distance of many pages) will be seen a passage which refutes and explodes the former and establishes

* The law tracts hitherto written in Bengalee are four in number ; but they are deficient in many respects and therefore of very little utility: they vanished as soon as they appeared, having never been brought into use. The first of these is entitled the *Vyavahàra-ratnamàlà* written by *Lakhyí Nárâyan Nyàyalankàra* in the form of questions and answers with the authorities in Sanscrit. This work contains a succinct view of the law of inheritance according to the doctrines of *Jímútaváhana,* contrasted with those of the *Mitákshará,* together with a short treatise on adoption. The next is the compilation by *Rámjívan Tarkálankàra.* It is a collection of the doctrines of the *Dàyabhága* and other works. These two works are mentioned in a letter from the Bengal Government to the Court of Directors under date the 22nd of February 1827, as being among the works encouraged and patronised by the Government. The third was written by *Gangá Kishore Bhattácharjya* of *Bahorá.* It treats of inheritance, impurity, and expiation, but superficially and imperfectly. The fourth is a little pamphlet written by *Abhoyácharan Tarkapanchánana,* a well known logician. This book contains only the abstract principles of the *Dayàbhàga.*

another. Translations of those works cannot therefore be of great use to those who cannot devote much time to a diligent study of their contents. Besides, now-a-days the judges for the most part consider it safe and convenient to follow the decisions of their learned predecessors, instead of taking much trouble to ascertain for themselves the law on the point or points at issue.* Hence, the principles laid down in the previous decisions and the opinions of the law officers followed in those decisions and admitted by the courts of justice, form in a great degree the practical part of the law. Consequently in the present state of legal practice it will not be enough if a digest include only the principles contained in the law tracts and the authorities on which they rest; but to be practically useful, such a work is needed as will comprise all the principles laid down in the current law tracts, unreversed or final decisions, and the admitted law opinions, illustrated by precedents. Moreover it is required to be not only in the vernacular but also in English, inasmuch as all the desiderata are not to be found in any single English book, and it is very difficult for a person to procure a large number of the English books on the subjects in question, and still more so, if he be in possession of them, to find out what he requires without losing much time in the attempt. To compile a work of the above description requires, I confess, more time and talent than I possess. But as no one more talented and experienced has undertaken this arduous task, and the want of such a work continues to be felt by both *Mofussil* and metropolitan practitioners and others, I commenced the work in the hope of providing for the defect as far as my humble abilities would allow, and the following pages constitute the result of my labours.

I thought at first that it would be sufficient to supply the *vyavasthás* or principles in Bengalee and English, with authorities and precedents bearing thereupon. But it occurred to me that if I did not give the Sanscrit passages expressive of those principles and the texts of the holy sages and other great authors on the authority whereof those principles were laid down, there would still be left for the ingenious portion of the *Pandits* a field to work upon. And the little experience that I have had in this department of jurisprudence suggested to me that it was necessary to publish separate books for Bengal and the other schools, as it is very difficult to preserve all along the distinction between the laws as current in Bengal and those in the other schools, so much so that even Sir William Macnaghten, who seems to have taken much care about it, has sometimes forgotten it, and blended the special doctrines of one school with those of another. But even were I careful in making the distinction throughout, still the reader who would not make himself master of them, would very probably overlook them and fall into error†. Add to this the vernacular language of the different schools not being one and the same, the principles, precedents, &c. having

* They ought, however, to be warned that, amongst the decisions passed in accordance with the *Hindu* law, there are some which are not correct and accurate with reference to that law; and as decrees are in themselves not law but merely the application of the law to particular cases, and as the judges are by their oaths bound to decide each case upon its own merits in conformity with law, usage, and principles of justice, they should not (and cannot conscientiously) follow a precedent without being satisfied that that precedent is in conformity with the law they are to administer. Precedents therefore ought to be applied after great consideration and with due circumspection.

† "In a general compilation," says Mr. Colebrooke, "where the authorities are greatly multiplied, and the doctrines of many different schools and of numerous authors are contrasted and compared, the reader is at a loss to collect the doctrines of a particular school and follow the train of reasoning by which they are maintained. He is confounded by the perpetual conflict of discordant opinions and jarring deductions and by the frequent transition from the positions of one sect to the principles of another."—Dà. bhà. pre. p. iii.

reference to Bengal required to be translated into Bengalee, and those peculiar to the other schools into the vernaculars of those provinces, at least into *Urdu*, which is understood throughout those countries. If, however, all the principles, &c. were to be thrust into one work and translated into Bengalee and *Urdu*, the book would not only be swollen to an inconvenient extent, but the reader would have to pay for a portion which he would not require. On these considerations I have resolved on two separate books; and the present is the book for Bengal.

In this book the *vyavasthàs* or principles laid down in the *Dàyabhàga, Dàyatatwa, Dàyakramasangraha, Srikrishna's* comment on the *Dàyabhàga*, and *Jagannàtha's* Digest, and also in the other Sanscrit books respected in Bengal, and the decided cases and precedents, are inserted regularly and consecutively; and under each of these, the reason (if any) for the establishment of such *vyavasthà* is given; after which the authority or authorities in support thereof have been cited with the name of the author or authors. If any phrase or term in the text required to be expounded, a letter within parentheses is put after that, and an explanation thereof given generally in the words of some commentator or digest-writer in a following paragraph beginning with the same letter within parentheses, in order that the ingenious *Pandits* may not, for the purpose of misleading, give a different turn to the phrase or term, for they have no authority to give a meaning or exposition different from that adopted by the commentators or authors of each school; and if a principle is deduced from such explanation, that also is given with the authority or authorities, if any. Then, in foot notes, references are made in abbreviated forms to the Sanscrit and English books, and the volumes, chapters, sections, and pages, at which the *vyavasthás*, authorities, &c. contained in this book are to be found. Almost the whole of the most interesting and valuable remarks and observations of the Sanscrit and English writers on the *Hindu* law have been inserted herein, occasionally in the body, but generally in the foot notes, which contain also much interesting information. After giving the principles, authorities, &c. respecting one portion of a subject, I have given the whole of Macnaghten's precedents bearing thereupon, that is, the legal opinions on the same subject admitted by the several courts of judicature and examined and approved of by that learned gentleman.* Then are given the decided cases illustrative of, and bearing on, one or more of the *vyavasthás* on the same subject. Of these, the decided cases and precedents are given in English and Bengalee and the rest generally in Bengalee, Sanscrit, and English: the Bengalee in the first and the Sanscrit in the second column of the left hand page, and the English in the page to the right thereof. To save the reader time and trouble I have, moreover, kept the *vyavasthás* distinguished by numbers, in large type, and the marginal expression "*vyavasthá*," that he may at once find them out without being obliged to look over the entire page. The nature of the rest of the contents also will be easily known by the several marginal expressions used for the purpose.

Most of the report books from which the cases have been taken being rather scarce, it was not considered sufficient to give only the names of parties and dates of the decisions, leaving the

---

* These extend as far as the year 1829. I had a great desire to select and add other admitted opinions of the law officers down to the present time, but have been unable to do so, as they had been burnt in pursuance of the orders of the Sudder Court.

I reserve for the second book, the *responsa prudentum* and the valuable remarks thereupon which constitute the second volume of Strange's work on the Hindu law, they having relation to cases of Southern India and the law as current there.

readers to procure, and refer to, the original books, a complete set of which (if at all procurable) would perhaps cost them more than ten times the price of the present work, and even then, without a translation in the *vernacular*, would be of very little use to those who do not read English. I have therefore given in English and Bengalee the whole of the important portion of each decision.

In selecting the cases bearing on one or more of the *vyavasthás* under each head, Mr. Morley's Analytical Digest, in which the substance of the decided cases has been well arranged under proper heads, has been of great assistance to me. The book is very convenient for use and saves those, who search for precedents on particular points, a great deal of time and trouble. The only thing to be regretted is, that the compiler, being as he is a learned barrister, has not taken the trouble of himself drawing up abstracts of the Sudder decisions, especially those in the Select Reports, instead of putting down their own marginal notes which are sometimes inaccurate, sometimes insufficient, and often not such as they ought to be. His introduction to the *Hindu* law is full and elaborate. I have extracted some passages therefrom almost *verbatim*, because I found them to be so correct and so well written that I thought I could not do better.

In the Supreme Court the *Hindu* law governs suits between *Hindus* in respect to contracts, succession, and inheritance,* and in the other Courts in respect to succession, inheritance, marriage and caste, and other religious usages and institutions†. These therefore have been the subject of the present work, and not the whole of the eighteen titles‡ of the *vyaváhàra kànda* of our *Dharma Shàstra*. Of these again, as questions connected with succession, inheritance, (which comprises also usage, maintenance, partition and exclusion from inheritance,) adoption, debt, gift, and sale are frequently brought before the Courts of Justice, they have been copiously treated of; while the other subjects have been but slightly adverted to, they being

---

* The statute 21st Geo. 3rd, Chapter 70, provides "that their inheritance and succession to lands, rents, and goods, and all matters of contract and dealing between party and party shall be determined, in the case of the Mohamedans by the laws and usages of Mohamedans, and in the case of Gentoos by the laws and usages of Gentoos."

† By Section 15, Regulation IV. 1793 re-enacted for Benares and the Upper Provinces by Regulations V. of 1795, Section 3, and Regulation III. of 1803, Section 16, it is provided that "in suits regarding succession, inheritance, marriage, and caste, and all religious usages and institutions, the *Hindu* laws with regard to *Hindus* are to be considered as the general rules by which the Judges are to form their decisions." Although the provisions in the enactments cited would appear to exclude cases of contract, yet there are questions incidentally involved in this subject, and it is so interwoven with cases which it is the duty of the Courts to decide agreeably to the Hindu law, that attention to the principles of the one may be essential to the due adjudication of the other. For instance in a claim of inheritance the defendant may plead a title by purchase, and the question will arise as to how far the ancestor was at liberty to contract. See Macn. H. L. pre. pp. vii, viii.

‡ "Of those titles, the first is debt, or loans for consumption; *the second*, deposits and loans for use; *the third*, sale without ownership; *the fourth*, concerns among partners; *the fifth*, subtraction of what has been given; *the sixth*, non-payment of wages or hire; *the seventh*, non-performance of agreements; *the eighth*, rescission of sales and purchases; *the ninth*, disputes between masters and servants; *the tenth*, contests on boundaries; *the eleventh and twelfth*, assault and slander; *the thirteenth*, larceny; *the fourteenth*, robbery and other violence; *the fifteenth*, adultery; *the sixteenth*, altercation between man and wife and their respective duties; the *seventeenth*, the law of inheritance; *the eighteenth*, gaming with dice and with living creatures. These eighteen titles of law are settled as the ground work of all judicial procedure in this world." *Manu*, ch. 8. v. 4—7.

generally adjusted by reference to private arbitration. And designed as this work is for practical utility, I have omitted those questions regarding inheritance, &c. which are obsolete in the present age, such as the doctrines relative to the various descriptions of sons, other than the *ourasa* and *dattakka*, and those respecting sons by mothers of different tribes, and marriage with females of a different class, as also some topics of contract, namely, evidence, &c. the law regarding which is not followed in the established Courts of Justice.

This book is divided into two volumes, the first of which is now offered to the public. The second volume which is to contain the chapters on marriage and *stridhan*, adoption, and exclusion from inheritance, and a few remarks on castes, &c. will not be of the same bulk, and will, I hope, be soon ready for publication.

Instead of the usual index, a digested one, such as I considered more adapted to be useful, is appended to this work. In this, simply the *vyavasthás* or principles have been arranged in the proper order and the case or cases bearing on one or more of those *vyavasthás*, as noticed in the marginal note of the book itself, are repeated after such *vyavasthá* or *vyavasthás*. After the principles relative to one portion of a subject, the substance of the precedents applicable thereto is given as contained in the second volume of Sir William Macnaghten's work. The reader is requested at first to glance over the headings of the summary of contents or the index, and, on finding the one that seems to include what he wants, to go over the contents of the index under that head, by the aid of which he will in very little time find the *vyavasthà*, with the precedent or precedents, if any, on the subject he is looking for.

On points difficult and doubtful I have consulted *Bábu Prosanno Kumàr Tagore*, whose learning in this abstruse science, drawn from the fountain head as well as from other sources, coupled with his long experience and his practice at the Sudder bar, of which he was for so many years the ornament and leader, is every where acknowledged, and who, though engrossed by various avocations of high importance, has readily given me all the assistance I required. I cannot conclude these remarks without acknowledging my great obligation to him for so much and valuable assistance received. Nor can I omit to express my best thanks to the present professor of law in the Government Sanscrit College, the most learned *Pandit Bharatchandra Shiromani*, whose opinion too I have obtained on difficult and doubtful points, and whose valuable assistance I have received on these and many other occasions. I also gratefully acknowledge the obliging assistance occasionally rendered me by Mr. W. Montriou, barrister, while we both were at the Sudder Court.

Though I have spared no time that it was possible for me to bestow in collecting and digesting all that is most useful for the administration of the *Hindu* law, as current in Bengal, in the most valuable law tracts and books of decided cases and precedents, and have omitted nothing which diligence, in the midst of official avocations, could effect to render the work complete in its kind and fitted to supply the desideratum felt, yet it is not for me to say how far my efforts may be crowned with success. The judgment as to whether the work is adapted to accomplish the objects I have had in view must, in this as in all similar cases, emanate from that most impartial of all tribunals, PUBLIC OPINION.

# ভূমিকা

অস্মদাদির ধর্ম্মশাস্ত্র দেব-মূলক। ইহা স্মৃতি* (অর্থাৎ স্মৃত) আখ্যাতে শ্রুতি*( অর্থাৎ শ্রুত) হইতে বিশেষ করাগিয়াছে। স্মৃতি স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক স্বায়ম্ভুব মনুর প্রতি উপদিষ্ট হয়, মনু তাহা স্মরণ রাখিয়া মরীচি প্রভৃতি দশ ঋষিকে † শিখান। তম্মধ্যে ভৃগু মানব শাস্ত্র প্রচার করিতে মনুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তৎ সমুদায় ঋষিদের নিকট ব্যক্ত করেন‡। স্মৃতি তিন কাণ্ডে বিভক্ত,—অর্থাৎ আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ড বা অধ্যায়। এই তিন বিষয়াত্মক শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র অখ্যাত।

ধর্ম্মশাস্ত্রের কর্ত্তা কতিপয় ঋষি, ইহাঁদের সংখ্যা যাজ্ঞবল্ক্যের গণনানুসারে বিংশতি, যথা,—মনু, অত্রি (অ), বিষ্ণু (আ), হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য (ই), উসনা (ঈ), অঙ্গীরা (উ), যম (ঊ), আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি (ঋ), পরাশর (৯), ব্যাস (এ), শংখ, লিখিত, দক্ষ (ও), গৌতম (ঔ), সাতাতপ, ও বশিষ্ঠ (ক)। পরাশর ঋষি ও স্মৃতিকার ঋষিদের সংখ্যা বিংশতি কহেন, কিন্তু তিনি যম, বৃহস্পতি ও ব্যাসকে ছাড়িয়া কস্যপ (খ), গার্গ্য (গ), ও প্রচেতাকে (ঘ) ধরিয়া বিংশতি গণনা করেন। পদ্মপুরাণে যাজ্ঞবল্ক্য ধৃত অত্রির নাম ত্যাগ ও মরীচি (ঙ), পুলস্ত্য (চ), প্রচেতা (ঘ), ভৃগু, নারদ (ছ), কস্যপ (খ), বিশ্বামিত্র (জ), দেবল (ঝ), ঋষ্যশৃঙ্গ (ঞ), গার্গ্য (গ), বৌধায়ন, পৈঠীনসি, জাবালী, সুমন্ত, পারস্কর, লোকাক্ষী ও কুথুমি ইহাঁদের নাম যোগ পূর্ব্বক স্মৃতিকারের সংখ্যা ষট্ত্রিংশৎ কথিত হইয়াছে। পারস্করীয় গৃহ্যসূত্রের টীকাতে রামকৃষ্ণ লিখেন,—স্মৃতিকারের সংখ্যা ঊনচত্বারিংশৎ; [illegible]মধ্যে নয়জন উক্ত সংখ্যাত্রয়ে পরিগণিত নহেন; তাঁহাদের নাম, যথা,—অগ্নি, চ্যবন, ছাগলেয়, জাতূকরণ, পিতামহ, প্রজাপতি, বুধ, শাতায়ন, ও সোম। এতদ্ভিন্ন আরো কতিপয় স্মৃতিকার ছিলেন, যথা,—ধৌম্য (ট), আশ্বলায়ন (ঠ), দত্ত, (ড), ভাগুরি।

---

* এতৎপদদ্বয়দ্বারা বোধ্য এই যে শ্রুতি অর্থাৎ বেদ অবিকল ব্রহ্মবাণী, স্মৃতি ব্রহ্মার বাণীর ভাবার্থ স্মৃত থাকিয়া তত্তৎশব্দে বা শব্দান্তরে রচিত।—বেদ ধর্ম্মবিষয়ময়, তাহাতে ব্যবহার বিষয়কও কিছু আছে।

† অর্থাৎ মরীচি, আত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা বা দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদকে শিখান; ইহাঁরা প্রজা জন্মান হেতু প্রজাপতি আখ্যাত।—দ্রষ্টব্য মনু, অ, ১, ব, ৫৮, ৫৯, ৩৫, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ও ৪০।

‡ দ্রষ্টব্য—মনু, অ. ১, ব, ৫৭; ৫৮, ৫৯ ও ৬০।

(অ) ইনি উপরি উক্ত দশ প্রজাপতির একজন, এবং দত্তাত্রেয়, দুর্ব্বাসা, ও সোমের পিতা। (আ) এই বিষ্ণু নারায়ণ নহেন, কিন্তু বিষ্ণু নামধারী এক প্রাচীন ঋষি। (ই) যাজ্ঞবল্ক্য—বিশ্বামিত্রের পৌত্র, যথা তাঁহার নিজ সংহিতার ভূমিকাতেই ব্যক্ত। (ঈ) উসনা শুক্রগ্রহের দ্বিতীয় নাম, ইনি ভৃগুর পৌত্র। (উ) অঙ্গিরা দশ প্রজাপতির এক জন, এবং ভাগবতীয় বর্ণনানুসারে উতথ্য ও বৃহস্পতির পিতা। (ঊ) যম সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর ভ্রাতা ও নরকাধিপতি। (ঋ) ইনি পঞ্চমগ্রহ, এবং ঋষিদের একরূপ বংশাবলি বর্ণনানুসারে ইনি অঙ্গিরার পুত্র, অন্যরূপ বর্ণনানুসারে দেবলের পুত্র। (৯) পরাশর বশিষ্ঠের পৌত্র। [এ] ব্যাস—পরাশরের পুত্র, এবং দ্বীপে জন্ম জন্য দ্বৈপায়ন ও বেদ সঙ্কলন ও বেদান্ত দর্শন রচন হেতু বেদব্যাস আখ্যাত। (ও) পুরাণে দক্ষ নামা দুই ঋষির উল্লেখ আছে,—এক জন ব্রহ্মার পুত্র, অন্য প্রচেতার পুত্র, কিন্তু তম্মধ্যে কে স্মৃতিকার ইহা নিশ্চিত রূপে ব্যক্ত নাই। (ঔ) গৌতম—ন্যায়দর্শনকারি উতথ্য তনয় বিখ্যাত গোতম ঋষির পুত্র, স্মৃতির বচন গোতমের বলিয়া উল্লিখিত হইলেও গৌতমই স্মৃতিকার। (ক) বশিষ্ঠ দশ প্রজাপতির একজন। (খ) কস্যপ মরিচীর পুত্র। (গ) ইনি সেই জ্যোতিসবিসারদ গার্গ্য ঋষি। (ঘ) প্রচেতা—প্রাচীনবর্হিষের পুত্র, ও দক্ষের পিতা। (ঙ) ইনি প্রথম প্রজাপতি ও কস্যপের পিতা। [চ] পুলস্ত্য—অগস্ত্যের পিতা। [ছ] ইহাঁরা মনুর পুত্র; নারদ ব্রহ্মার পুত্র বলিয়াও খ্যাত। [জ] ইনি আদৌ ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে তপস্যাবলে ব্রহ্মঋষি হয়েন। [ঝ] ইনি বিশ্বামিত্রের পুত্র, এবং বিখ্যাত বৈয়াকরণ পানীনির পিতামহ, আর একরূপ বংশাবলি বর্ণনানুসারে ইনি দক্ষের প্রপৌত্র। [ঞ] ইনি বিভাণ্ডক ঋষির তনয়। [ট] ইনি পাণ্ডবদিগের পুরোহিত, ও যজুর্ব্বেদের টিকাকর্ত্তা। (ঠ) ইনি আচারাধ্যায় সুবিস্তৃত রূপে লিখিয়াছেন। (ড) দত্ত ও সোম অত্রি ঋষির পুত্র।

বৃহৎ, লঘু ও বৃদ্ধ নামভেদে কোটিং ঋষিকর্ত্তৃক একাধিক স্মৃতি প্রণীত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে— অর্থাৎ তাঁহার বিস্তৃতরূপে প্রণীত স্মৃতি বৃহৎ আখ্যাত, তৎসংক্ষেপ লঘু, ও তিনি বৃদ্ধকালে যে কিছু রচেন তাহা তন্নামে বৃদ্ধ বলিয়া খ্যাত আছে, যথা,—বৃহন্মনু, লঘু-মনু, ও বৃদ্ধ-মনু।

যদ্যপি পরাশর ঋষি কহেন*,—পাঁচ ঋষির স্মৃতি চারিযুগে বিশেষে মান্য, অর্থাৎ সত্যযুগে মনুর, ত্রেতাতে গৌতমের, দ্বাপরে শংখ্য ও লিখিতের, এবং কলিতে পরাশরের ধর্ম্মশাস্ত্র (সর্ব্বাপেক্ষা মান্য), তথাপি মনু ভিন্ন অন্য ঋষি প্রণীত স্মৃতি সমুহের (বিশেষতঃ তদীয় ব্যবহার কাণ্ডের†) ব্যবহার বিষয়ে তাদৃশ প্রভেদ নাই,—লোকে তত্তাবৎ (ঋষির) স্মৃতি-ই সমপ্রামাণিক বোধে সমান ভাবে সম্মানিত ও ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে।

কেবল মানব ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ মনুর স্মৃতি ঋষি-প্রণীত সকল স্মৃতির উপর মান্য ও প্রামাণ্য। তাহা বেদের পরেই প্রপূজিত, এবং সর্ব্বাপেক্ষা সনাতন বলিয়া সকলের সম্মানিত। মনু-সংহিতার প্রণেতা স্বায়ম্ভুব (অর্থাৎ স্বয়ম্ভু-সম্ভূত) মনু; ইনি ব্রহ্মার পৌত্র, ও যে সপ্তমনু এই চরাচর সমস্তের উৎপত্তি ও পালন অর্থাৎ রাজশাসন করেন ইনি তাঁহাদের প্রথম, এবং চতুর্দ্দশ মনুর-ই আদিম; প্রজাপতিদের জনক, প্রথম ধর্ম্মশাস্ত্র কারক‡, ও ধর্ম্মশাস্ত্রকারিদের শ্রেষ্ঠ, এবং মহর্ষি ও রাজর্ষিদের গরিষ্ঠ।

---

* "কৃতেতু মানবাধর্ম্মাঃ. ত্রেতায়াং গৌতমাঃস্মৃতাঃ। দ্বাপরে শংখ লিখিতা, কলৌপারাশরাঃস্মৃতাঃ"।

† পরাশরের স্মৃতি কলিতে মুখ্যরূপে ব্যবহৃত হইলেও অসম্পূর্ণতা জন্য তাহাতে সকল কার্য্য চলিত না, যেহেতু তাহা ব্যবহার কাণ্ড শূন্য। উক্ত স্মৃতির টীকাকর্ত্তা তদীয় আচার কাণ্ডে ব্যবহার বিষয়ক এই রূপ বচনমাত্র প্রাপ্ত হইয়া যে—'ক্ষত্রিয় অর্থাৎ ক্ষিতিপতি ধর্ম্মে পৃথিবী পালন করিবেন'—তদবলম্বনপূর্ব্বক ব্যবহার নিবন্ধন লিখিয়াছেন (মাধবীয় বা মাধ্যবের বর্ণনা দ্রষ্টব্য)।

‡ যথা মনুসংহিতার বক্ষ্যমাণ বচন কতিপয়তেই ব্যক্ত—"যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং। তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে [১১]। দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ। অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ [৩২]।। তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্। তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ [৩৩]।। অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্ত্ব. তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরং। পতীন্ প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতো দশ [৩৪]।। মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যপুলহং ক্রতুং; প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ। ভৃগুং নারদমেবচ [৩৫]।। এতে মনূংস্তু সপ্তান্যানসৃজন্ ভূরিতেজসঃ। দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ (৩৬)।। ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ। বিধিবদ্গ্রাহয়ামাস. মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্ [৫৮]।। এতদ্বোঽয়ং ভৃগুঃশাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ। এতদ্ধি মত্তোঽধিজগে সর্ব্বমেষোঽখিলং মুনিঃ [৫৯]।। ততস্তথা সতেনোক্তো মহর্ষির্মনুনা ভৃগুঃ। তানব্রবীদৃষীন্ সর্ব্বান্ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি [৬০]।। স্বায়ম্ভুবস্যাস্যমনোঃ ষড়্ বংশ্যা মনবোঽপরে। সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা মহাত্মানো মহৌজসঃ[৬১]। স্বারোচিষশ্চোত্তমিশ্চ. তামসো রৈবতস্তথা। চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎ সুত এবচ [৬২]।। স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ সপ্তৈতে মনবো ভূরিতেজসঃ। স্বে স্বেঽন্তরে সর্ব্বমিদমুৎপাদ্যাপুশ্চরাচরং" (৬৩)।। অধ্যায় ১।

ডাক্তর ম্যাক্স্ মুলর সাহেব মর্লি সাহেবের প্রতি লিখিত নিজ লিখনের শেষ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন, "স্পষ্ট প্রকাশ যে পদ্যময় (মানব) স্মৃতির রচনাকর্ত্তা বক্ষ্যমাণ বচনে বৃদ্ধ মনুকে আপনা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি কহিয়াছেন, যথা—'অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ'।।—অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শুচিতা. আর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, চতুর্ব্বর্ণের এই ধর্ম্ম সংক্ষেপে মনু কহিয়াছেন [অ. ১০, ব. ৬৩]। ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম পুরুষে অর্থাৎ ইউরোপীয় ভাষার ব্যাকরণের তৃতীয় পুরুষে মনুর উল্লেখ দেখিয়া, তিনি বিবেচনা করেন পদ্যময় মানব ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থের কর্ত্তা প্রথম অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনু নহেন। উক্ত সাহেবের এমত বিবেচনা ভ্রমমূলকই কহিতে হইবে বোধ হয় এই বিবেচনা কালীন সাহেবের এমত বিবেচনা বা স্মরণ হয় নাই যে ভৃগু অন্য ঋষিদিগকে মনুর স্মৃতি শুনাইয়াছিলেন ও তাহাতে মনুর উল্লেখ অবশ্যই [ইংরাজি] তৃতীয় পুরুষে করিতে হইয়াছিল, অতএব উক্ত বচনে মনুর সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র কথনান্তে "এই ধর্ম্ম সংক্ষেপে মনু কহিয়াছেন" এমত উল্লেখ ভৃগুকর্ত্তৃক কৃত হওয়াতে তদ্ধর্ম্মশাস্ত্রের কর্ত্তা হইতে স্বায়ম্ভুব মনু ভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন না, যেহেতু তাদৃশ উল্লেখ মনুকর্ত্তৃক হয় নাই, কিন্তু ভৃগু কর্ত্তৃক হইয়াছে। মনু সংহিতার প্রথমাধ্যায়স্থ (উপরি প্রকটিত) ৩৩, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ও ৬০ সংখ্যক বচন পাঠে ব্যক্ত হইবে যে স্বায়ম্ভুব মনু স্বয়ম্ভুর ধর্ম্ম শাস্ত্র শিখিয়া দশ ঋষিকে শিখান, তন্মধ্যে ভৃগু মনু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঐ শাস্ত্র ঋষিদিগকে জ্ঞাত করান। অপিচ নারদ সংহিতার ভূমিকাতে লিখিত আছে যে মনু ধর্ম্ম শাস্ত্রকে শত সহস্র শ্লোকে রচনা ও শত অধ্যায়ে বিন্যাস করিয়া নারদকে দেন, নারদ তাহা লোকের হিতার্থ দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপ করেন। এতাবতা পদ্যময় বৃহন্মনুসংহিতা যে স্বায়ম্ভুব মনুর কৃত তাহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু মরীচি প্রভৃতির অধ্যাপক ও নারদের উপদেশক হওয়া স্বায়ম্ভুব ভিন্ন অন্য মনু সম্ভবে না. এবং অধুনা ব্যবহৃত তৎ সংক্ষিপ্ত সংহিতা যে ভৃগুর সংক্ষিপ্ত বা উক্ত তাহা উক্ত বচন কতিপয়েতেই ব্যক্ত।

মনু শব্দ 'মন্' ধাতুৎপন্ন, ইহার অর্থ বোদ্ধা, বিশেষতঃ বেদ বিষয়ে ; ফলতঃ মনু যে বিশেষে বেদজ্ঞ বিজ্ঞ রাজর্ষি ছিলেন তাহা তৎসংহিতাতেই প্রকাশ পাইতেছে, কেননা তাহাতে বেদের কোনং বচন অবিকল রূপে এবং অনেক বচন অত্যল্পভাগে পরিবর্ত্তিত রূপে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার ভাষা অনেক স্থলে বেদানুরূপ, ও সর্ব্বথা ধর্ম্মশাস্ত্রের উপযুক্ত ; এবং তদ্রচনার গাম্ভীর্য্যাদি বেদানুকল্প। মনুর উক্তি প্রগাঢ়তাসহ প্রসাদ শক্তি গুণে সাক্ষাৎ ধর্ম্মবাণী স্বরূপ। মনু যে প্রকারে প্রজার কর্ত্তব্যতাদেশ, রাজার নীতি নির্দ্দেশ, বিশেষং আশ্রমির ও জাতির ধর্ম্মোপদেশ ও সর্ব্বভূতের হিতোপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অলৌকিক বিজ্ঞতা বেদজ্ঞতা ধীরতা ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবং বেদে ও ঋষিরা তাঁহার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহারই প্রমাণ হইতেছে*।

---

*মনুর স্মৃতি কোন্ বিশেষ সময়ে রচিত হয় তাহার নির্ণয় করিতে ইউরোপীয় যেং পণ্ডিত চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা ভিন্নং কাল কল্পনা করিয়াছেন, যথা,—শেগি ও দেলংসাম্প্‌স্ সাহেব বোধ করেন খ্রিষ্টীয় শকের তেরশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ রচিত হয় ; শেলেগেল্ সাহেব অনেক বৎসর বিবেচনার পর স্থির করিয়াছেন যে মানব স্মৃতি সেকেন্দর সম্রাটের অন্যূন সাতশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রচরিত হইয়াছে, ইনি আরো কহেন যে বাল্মীকির রামায়ণ তৎসম সম কালিক, এবং উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌খানি অগ্রে রচিত তাহা নিশ্চয় করিতে অপারক। ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক এল্‌ফেনেস্‌টন্ সাহেব মনুর স্মৃতিতে লিখিত বিধান ও নীতি এবং নব্যকালীয় বিধান ও নীতির মধ্যে যে প্রভেদ তদ্বিবেচনায় অপিচ সেকন্দর সম্রাটের আক্রমণের পূর্ব্বে যৎপরিমিত পরিবর্ত্তন হয় তদ্বিবেচনাতে মনুর স্মৃতিকে অতিপ্রাচীন অনুভব করেন, ও কহেন—'খ্রিস্টের জীবন কালের চারি শতবৎসর পূর্ব্বে বিরাজিত সেকন্দর সম্রাটের এবং চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত বেদের অভ্যন্তরিত অর্দ্ধাঙ্ক সময় মনু সংহিতা রচনার কাল, কিন্তু তিনি আপনি-ই এই কালকে অত্যন্ত অনিশ্চিত কহিয়াছেন। সংস্কৃতাধ্যাপক উইল্‌সন সাহেব কহেন—'যে মনুসংহিতা এক্ষণে ব্যবহৃত তাহা রামায়ণের তুল্য প্রাচীন নয়, তাহা খ্রিস্টের জন্মের পূর্ব্ব দ্বিতীয়শত বৎসরের প্রথমে অথবা তৃতীয়শত বৎসরের শেষে রচিত হইয়া থাকিবে। পরন্তু ভাষার ও লিখনের ধরণ বিবেচনায় মনুর অনুবাদক সর্ উইলিয়ম্ জোন্‌স্ সাহেব যে অনুভব করিয়াছেন তদ্দ্বারা অধ্যাপক সাহেবের অনুভব খণ্ডিত হইতেছে। অনুবাদক সাহেব কহেন—'বেদের ও মানবধর্ম্মশাস্ত্রের এবং পুরাণের সংস্কৃত মধ্যে প্রায় সেই পরিমাণে প্রভেদ যেমত নিউমার এবং আপিয়সের ও সিসেরোর লাতীনি লিখার মধ্যে। যদি সংস্কৃত ও লাতীনি লিখার মধ্যে ঐ বিবিধ পরিবর্ত্তন প্রায়সমপরিমিত সময়ে হইয়া থাকে (এবং তাহা [illegible] যাও সত্য বলিয়া মানা যাইতে পারে,) তবে মনু সংহিতার প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ও পুরাণের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে [illegible] লিখিত হইয়া থাকিবে'। উক্ত সাহেব আরো কহেন—'অনেক স্থলে মনুর ভাষা বেদের ন্যায় ; বিশেষতঃ অধিক নব্য এবং ব্যাকরণশুদ্ধ ভাষা হইতে তাহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, এতাবতা প্রথম দৃষ্টিতেই বোধ হয় লিখিত হওনের পূর্ব্বে উক্ত সংহিতা ইজিপ্‌টের অথবা আসিয়ার প্রথম রাজার শাসনকালীন প্রচরিত (অর্থাৎ ব্যবহৃত) হইয়া থাকিলেও তাহা সোলনের এবং লাইকরগসের কৃত আইনের অপেক্ষা অধিক প্রচীন'। এমত বিবেচনা পূর্ব্বক তিনি স্থির করেন যে মনুসংহিতা খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ১২৮০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। এই রূপে উক্ত সাহেবেরা মনুসংহিতা রচনার সময় নিরূপণে অনৈক্যমত, এবং তাঁহাদের লিখিত ঐ ভিন্ন ভিন্ন সময় সকলই আনুমানিক মাত্র, তন্মধ্যে কাহার অনুমান সত্য কাহার মিথ্যা তন্নিশ্চয় নিশ্চিত রূপে হয় না ; এতাবতা তদানুমানিক এক সময়ও মনুসংহিতা রচনার সময় বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। এক্ষণে নারদের সংহিতার ভূমিকা পাঠ করিলে এবং ঐ দেবর্ষির বাক্যে বিশ্বাস করিলে অবগতি হইবে যে স্বায়ম্ভুব মনু সকল জীবের প্রতি অনুগ্রহ করণার্থ আচার ও স্থিতি বিষয়ক ধর্ম্ম শাস্ত্র করেন, তাহা লোকাত্মক হয়, ঐ শ্লোকচয় সহস্র অধ্যায়ে নিবন্ধ করিয়া নারদকে সমর্পণ করেন, তিনি তাহা লোকের হিতার্থে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে সংক্ষেপ করিয়া ভৃগুসুত সুমতিকে দেন, ইনি লোকের অধিকতর সুগমতা জন্য তাহা চারিসহস্র শ্লোকে সঙ্কলিত করেন। এতাবতা প্রকাশ যে বৃহৎ মনুসংহিতা স্বায়ম্ভুব মনুকর্ত্তৃক রচিত। তবে রহিল লঘু মনুসংহিতার কাল নির্ণয়,—তাহা ঐ গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়স্থ ৫৮, ৫৯ ও ৬০ সংখ্যক বচনেই প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা ঐ গ্রন্থস্থ শ্লোক সমূহ স্বায়ম্ভুব মনুর জীবনকালেই ভৃগুকর্ত্তৃক উক্ত বা সংক্ষেপ হওয়া ব্যক্ত ; এক্ষণে নির্ণেতব্য এই যে মনুর যে জীবনকাল সে কোন্ কাল,—মনু সংহিতায় বিশ্বাস করিলে প্রতীতি হইবে যে সৃষ্টির আদিতে তাঁহার জন্ম (দ্রষ্টব্য—মনু. অ. ১, ব. ৩২, ৩৩ ও ৩৪)॥

সরউইলিয়ম্ জোন্‌স্ সাহেব কহেন—'দারাসুকো সম্পূর্ণ কারণ বশতঃ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম মনুই মনুষ্যজাতির জনক, এবং ইহুদিরা খ্রিস্টানেরা ও মুসলমানেরা যাঁহাকে আদম কহে তিনি এই (আদিম) মনু''।

ইউরোপীয় আর আর পণ্ডিতেরা-ও অস্বীকার করেন না ও করিতে পারেন না যে মনুর সংহিতা প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র নয়। মর্লি সাহেব নিজ ডাইজেস্টের ভূমিকাতে ইউরোপীয় পণ্ডিত কতিপয়ের মত তুলিয়া তদন্তে নিজ সিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন যথা,—''মনুসংহিতা যে কোন বিশেষ সময়ে রচিত বা সংগৃহীত হউক, ইহা যে প্রাচীনতম অত্র সন্দেহ নাস্তি, এবং এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে ইহা যে পূর্ব্বতমকালে রচিত তৎকালেও হিন্দুদের সভ্যতার অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। রচনা সৌন্দর্য্য নিমিত্তই হউক অথবা দৈববাণী বোধ জন্য প্রায় দশক্রোর মনুষ্যের নীত্যুপদেশক ও ধর্ম্ম বিধায়ক জ্ঞান নিমিত্তই হউক মনুসংহিতা পণ্ডিতের অত্যন্ত মনোযোগার্হ''।

আর আর ঋষিরা যে সংহিতা লিখিয়াছেন তাহা মনুর অনুরূপে, এবং তৎসকলেই প্রমাণার্থে মনুর উল্লেখ করিয়াছেন ; এতাবতা মনু-সংহিতা ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় সকল গ্রন্থের মূল ও আদর্শ। মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঋষিরা অত্যন্ত মান্য করিতেন ; কোন স্মৃতিতে মনুর উক্তির বিপরীত কিছু থাকিলে তাহা অমান্য ও অপ্রামাণ্য, যথা বৃহস্পতি কহিয়াছেন—“ বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যংহি মনোঃস্মৃতং। মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥ তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ। ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে” ।—অর্থাৎ বেদের অর্থ সংগ্রহ জন্য মনুর-ই প্রাধান্য, মনুর উক্তির বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নয়॥ শাস্ত্রসমূহ তর্ক ও ব্যাকরণ তাবৎ শোভা পায়, যাবৎ ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর স্মৃতি দৃষ্ট না হয়॥ ব্যাস কহেন—“পুরাণং মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতং। আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি, ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ” ॥ অর্থাৎ—পুরাণ, মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র, ষড়ঙ্গসহবেদ, ও চিকিৎসাশাস্ত্র—এই চারি আজ্ঞাসিদ্ধ, ইহা হেতুবাদদ্বারা নাশ্য নয় ॥ অপিচ বেদে মনু পরম গৌরবান্বিত,—বেদবাণী এই যে “মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজম্ভেষজতায়া ইতি”। অর্থাৎ—মনু যাহা কহিয়াছেন তাহা মহৌষধ”।

আর২ স্মৃতিকার ঋষিদের মধ্যে অনেকের সংহিতার সঙ্ক্ষিপ্ত বর্ণনা যথা—

অত্রির স্মৃতি পদ্যে রচিত ও সুস্পষ্ট। বিষ্ণুসংহিতার অধিকাংশ পদ্যে অত্যল্প গদ্যে। হারীতের স্মৃতি গদ্য বিরচিত।—এবং বিষ্ণু ও হারীত উভয়েরই স্মৃতির সংক্ষেপ পদ্যে আছে। যাজ্ঞবল্ক্যের নিজ সংহিতার ভূমিকাতে প্রকাশ যে তিনি মিথিলায় মুনিগণকে ধর্ম্মশাস্ত্রোপদেশ করিতেন*। আর আর ঋষির সংহিতা সমূহ মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতা অধিক ব্যবহৃত ও কর্ম্মণ্য।—তাহার এক কারণ এই যে ঐ গ্রন্থ পরিপাটী রূপে আচার ও ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডে বিন্যস্ত, ও তৎ সকল কাণ্ডই সংক্ষেপে অথচ উত্তমরূপে লিখিত, দ্বিতীয় কারণ এই যে অত্যন্ত প্রামাণ্য ও প্রচলিত মিতাক্ষরা তাহার টীকা। এই সংহিতা এক সহস্র ত্রয়োবিংশতি বচনে সমাপ্ত, কিন্তু ইহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিধেয় সমুদায়ই প্রায় উক্ত হইয়াছে। [illegible] স্বীয় সংহিতা পদ্যে রচনা করেন, তৎ সংহিতা ও তৎ সংক্ষেপ অদ্যাপি বর্ত্তমান। অঙ্গিরা ন্যূনাধিক সপ্ততি বচনে একখানি ক্ষুদ্র সংহিতা লিখেন। যম ঋষির সংহিতাখানিও ক্ষুদ্র,—তাহা একশতশ্লোকে সমাপ্ত। আপস্তম্ব গদ্যে স্মৃতি রচনা করেন,—ঐ গদ্যময় সংহিতা ও পদ্যোক্ত তৎ সংক্ষেপ বর্ত্তমান। সম্বর্ত্তের গদ্যস্মৃতির পদ্যময় সংক্ষেপ মাত্র এতদ্দেশে দৃষ্ট হয়। কাত্যায়নের স্মৃতি যথেষ্ট ও সুস্পষ্ট,—ইনি এক ব্যাকরণ করেন এবং আর২ বিষয়ক গ্রন্থও লিখেন। বৃহস্পতির বৃহৎ সংহিতা আছে কি না নিশ্চিত হয় না, কিন্তু তৎ সংহিতার সংক্ষেপ বর্ত্তমান। পরাশরের আচার ও প্রায়শ্চিত্তাত্মক স্মৃতি বর্ত্তমান। ব্যাসের পুরাণ গ্রন্থ সমূহই বিখ্যাত, কিন্তু তিনি শুদ্ধ স্মৃতি বিষয়ক গ্রন্থ-ও লিখিয়াছেন। শংখ ও লিখিত মিলিত হইয়া গদ্যে এক গ্রন্থ লিখেন, এই গ্রন্থ পদ্যে সঙ্ক্ষিপ্ত হয়, তাঁহাদের পৃথক্ রূপে লিখিত গ্রন্থ-ও আছে। গৌতমের রচিত উৎকৃষ্ট এক সংহিতা বর্ত্তমান তাহার অনেক বচন ঐ গ্রন্থকারের পিতা গোতমের বলিয়া ধৃত হওয়া দৃষ্ট হয়। সাতাতপ প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে

*“যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণাম্নো ব্রূহিধর্ম্মানশেষতঃ।
মিথিলাস্থঃস যোগীন্দ্রঃ ক্ষণং ধ্যাত্বাঽব্রবীন্মুনীন্। যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত”।
যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতা কোন্ সময়ে রচিত তাহা নিশ্চিত হয় না, পরন্তু তাহা অধিক প্রাচীন বটে। ভারতবর্ষের নানা স্থলে প্রাপ্ত পোদিত লিপ্যাদি তৎসংহিতা হইতে নীত এবং ঐ সকল খ্রিস্টের পর সপ্তম বা একাদশ শতবৎসর কালে খোদিত হওয়া দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক উইল্সন্ সাহেব কহেন—‘এত ব্যাপ্তরূপে প্রচরিত হওনান্তে প্রামাণিক প্রমাণ বলিয়া সাধারণের মান্য হইতে অবশ্যই অধিক সময় লাগিয়া থাকিবে। অতএব ঐ লিপ্যাদি খোদিত হওনের অনেক পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা লিখিত হওয়া কহিতেই হইবে’। অপিচ যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতার অনেক বাক্য পঞ্চতন্ত্রে দৃষ্ট হওয়াতে ঐ সংহিতা রচনার সময় ন্যূন সংখ্যা আর পাঁচ শত বৎসর পিছিয়া পড়িতেছে, এবং তাহা আরো প্রাচীন হওয়া সম্ভব্য। পরন্তু তাহা খ্রিষ্টীয় শকের দ্বিতীয় শতবৎসর অপেক্ষা প্রাচীন বোধ হয় না, যেহেতু অধ্যাপক উইল্সন্ সাহেবের বিবেচনা এই যে—যে জনক মুনির নাম যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দৃষ্ট হয় তিনি তৎসমং কালিক। দ্রষ্টব্য—মর্লির ডাইজেষ্টের ভূমিকা, পৃ. ১২ ও ১৩।

এক সংহিতা লিখেন, পদ্যে কৃত তৎ সংক্ষেপ অদ্যাপি বর্ত্তমান। বশিষ্ঠ—যাজ্ঞবল্ক্যের গণিত স্মৃতিকারদিগের শেষ, ইহাঁর লিখিত সংহিতা গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত।

উপরি বর্ণিত সংহিতাতিরেকে নারদ সংহিতার কিয়দংশ বর্ত্তমান; এবং আরং ঋষির কতিপয় বচন টীকা ও নিবন্ধন গ্রন্থ সমূহে দৃষ্ট হয়,—কেবল কুথুমি, বুদ্ধ, শাতায়ন ও আর দুই এক ঋষির নাম ও বচন প্রায় দৃষ্ট হয় না*। যেমত মনুসংহিতায় ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক প্রায় সকল বিধানই প্রাপ্য, যাজ্ঞবল্ক্যের ও কাত্যায়নের ভিন্ন আরং ঋষির সংহিতা তেমত সম্পূর্ণ নয়। স্মার্ত্তদিগের বিবেচনা এই যে মনু ভিন্ন অন্য ঋষির সংহিতা অধুনা সমগ্র রূপে অপ্রাপ্য।

কোনং সংহিতার টীকা বা ব্যাখ্যা আছে;—টীকা না থাকিলে তত্তৎ সংহিতার অনেক অংশের অর্থ দুজ্ঞের্য় হইত,এবং বোধ হয় কোনং অংশ অর্থহীন বোধে ত্যক্ত ও ব্যর্থ হইত। অবগতি হইতেছে যে কতিপয় মুনি মনুসংহিতার টীকা করেন,কিন্তু তন্মধ্যে ভাগুরির টীকা ভিন্ন অন্য ঋষিপ্রণীত টীকা আছে এমত বোধ হয় না। ঋষি ভিন্ন অন্যের লিখিত মনু-টীকা সমূহ মধ্যে বীরস্বামি ভটসুত মেধাতিথির টীকার কিয়দংশ হারাইয়া যাওয়াতে দীঘ-রাজ মদনপালের সভায় তদংশ জনেতরকর্ত্তৃক লিখিত হয়,উক্ত টীকা এবং গোবিন্দ রাজের ও ধরণিধরের কৃত টীকাদ্বয় অধিক মান্য ও প্রামাণ্য ছিল, কিন্তু কুল্লূক ভট্টের টীকা প্রকাশিতা ও প্রচলিতা হওয়া অবধি তত্তৎ টীকার তাদৃশ আদর নাই। পণ্ডিতদিগের বিবেচনায় কুল্লূকের ব্যাখ্যা অতি সুব্যাখ্যা, তাহা অল্প পরিমিত প্রথচ অধিক ফলের কথাযুক্ত, গাঢ় অথচ সুস্পষ্ট, অত্যন্ত ব্যবহার্য্য ও কার্য্যকারকা। শায়নাচার্য্যকৃত মাধবী এবং নন্দরাজের কৃত নন্দরাজকৃৎ নামিকা মনুটীকা মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিতা, তন্মধ্যে শেষোক্ত টীকা কর্ণাট দেশে বিশেষে আদৃতা। মন্বর্থ চন্দ্রিকা‡ নাম্নী টীকাও প্রসিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে। কামধেনু নামিকা মনুটীকার অর্থ শ্রীধরাচার্য্য কর্ত্তৃক স্মৃতিসারের অনেক স্থলে উদ্ধৃত ও উল্লিখিত হইয়াছে।

নন্দ পণ্ডিতকর্ত্তৃক বিষ্ণুসংহিতার যে টীকা লিখিতা হয় তাহার নাম বৈজয়ন্তী। এই পণ্ডিতবর পরাশর সংহিতার টীকাও লিখিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা সমূহ মধ্যে অপরার্কের টীকা অতি প্রাচীনা বিবেচিতা হওয়াতে সুপ্রতিষ্ঠিতা মিতাক্ষরা তদপেক্ষা অবশ্যই নব্যা, পরন্তু নব্যা হইয়াও তাহা প্রাচীনাপেক্ষা প্রামাণ্যা। মিতাক্ষরা বিজ্ঞানেশ্বর বা বিজ্ঞানযোগী নামক পরমহংসের বিরচিত, ইহা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এক অত্যুৎকৃষ্ট নিবন্ধন গ্রন্থ। বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্কীয় বচনের নিজকৃত ব্যাখ্যাদির পোষকতার্থে আরং সংহিতার ও গ্রন্থের বচন ধরিয়া আনুসঙ্গিকক্রমে প্রায় তৎ সকল বচনের ব্যাখ্যা ও তত্তন্মতের সমন্বয় করাতে তাঁহার মিতাক্ষরা টীকাচ্ছলে কৃত নিবন্ধন গ্রন্থকয়েকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেববোধকর্ত্তৃকও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার এক টীকা লিখিত হয়। বিশ্বরূপের রচিত যাজ্ঞবল্ক্যটীকা নিবন্ধন গ্রন্থচয়ের অনেক স্থলে ধৃত এবং উল্লিখিত হইয়াছে। শূলপাণির কৃত দীপকলিকা-ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা§; এইগ্রন্থ উপযুক্ত রূপেই গৌড়ে গৌরবান্বিত।

মনু সংহিতার সুপ্রতিষ্ঠিত টীকাকর্ত্তা কুল্লূকভট্ট যম-সংহিতার-ও এক টীকা লিখিয়াছেন।

---

* অধ্যাপক এস্টেনজেলর সাহেব স্মৃতিকার ঋষিদের সংখ্যা ষট্চত্বারিংশৎ গণনা করেন,—ইঁহারাই যাজ্ঞবল্কীয় ও পারাশরীয় সংহিতায় এবং পদ্মপুরাণে ও রামকৃষ্ণের টীকায় উল্লিখিত। অধ্যাপক সাহেব কহেন.—অগ্নি, কুথুমি, শাতায়ন ও সোম ভিন্ন অন্য ঋষিদের সংহিতা বর্ত্তমান, এবং অন্যান্য গ্রন্থে ধৃত তাঁহাদের বচন তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে।

† সরউইলিয়ম্ জোন্স সাহেব কহেন—"অবশেষে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ কুল্লূক ভট্টের প্রাকট্য হইল.—ইনি অনেক পরিশ্রমে শিখিয়া এবং অনেক পুস্তক মিলাইয়া একখানি টীকা গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। যথার্থতই বলা যাইতে পারে যে ইউরোপীয় বা আসিয়াদেশীয় প্রাচীন বা নব্য গ্রন্থের যত টীকা লিখিত হইয়াছে তৎ সর্ব্বাপেক্ষা কুল্লূক ভট্টের টীকা সংক্ষিপ্তা অথচ উজ্জ্বলতমা, অত্যল্প আড়ম্বর যুক্তা কিন্তু অত্যন্ত বিজ্ঞতাসম্পন্না, অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যগর্ভা তথাপি অত্যন্ত রম্যা।

‡ মনু সংহিতানুবাদে দেলংসাম্পস্ সাহেব মন্বর্থচন্দ্রিকা টীকা ব্যবহার করেন:—তাঁহার মতে এই টীকা অনেক স্থলে কুল্লূক ভট্টের টীকা হইতেও যথাযথ ও স্পষ্টতর।

§ শূলপাণির জন্ম মিথিলাতে, কিন্তু তিনি বঙ্গদেশের সহুরিয়া নামক স্থানে বাস করিতেন, তাঁহার আচার ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক গ্রন্থ মিথিলা ও গৌড় উভয় দেশেই অত্যন্ত সম্মানিত ও ব্যবহৃত।

গৌতমসংহিতার টীকা হরদত্তাচার্য্যকর্ত্তৃক লিখিতা হয় *।

বরদারাজকৃত বরদারাজ নামিত গ্রন্থ ফলিতার্থে এক নিবন্ধন গ্রন্থই বটে, কিন্তু তাহা নারদ সংহিতা-মূলক হওয়াতে তৎ সংহিতার টীকা বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারে। বরদারাজ্য দক্ষিণরাজ্যে—বিশেষতঃ তাহার দ্রাবিড় প্রদেশে অধিক প্রামাণ্য।

মাধবীয় বা মাধব্যা পরাশরের আচার ও প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডের টীকা হইয়া-ও ফলতঃ এক উত্তম নি-বন্ধন গ্রন্থ, এবং তাহা ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশে অত্যন্ত প্রামাণ্য।

এতদ্ভিন্ন চতুর্ব্বিংশতি স্মৃতি ব্যাখ্যা নামিকা স্মৃতি সমূহের সঙ্ক্ষিপ্তা এক টীকা আছে।

ভিন্ন২ স্মৃতিকারের মত সকল বিষয়ে মিলে না‡, অপিচ কোন২ ঋষির মত কোন২ বিষয়ে মনুর ম-ন্তের সহিত-ও ঐক্যমত নহে§, কিন্তু তথাপি ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের কোন মত ত্যাগ ও কোন মত গ্রহণের ক্ষমতা আমাদের নাই, যেহেতু মনু কহেন—“দুই স্মৃতির বচন প্রকাশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও ত-দুভয়ই শাস্ত্র, কেননা জ্ঞানিকর্ত্তৃক উভয়ই বলবৎ ও সমন্বয়শীল কথিত হইয়াছে”। এতাবতা পরস্পর বিরোধের সমন্বয় ও মত বৈলক্ষণ্যের ঐক্যীকরণই কেবল উপায় রহিল, এবং তাহাতে ভিন্ন২ মতের সমন্বয়-পূর্ব্বক এক মত সংস্থাপক নিবন্ধন-গ্রন্থের আবশ্যকতা হইল।

ভারতবর্ষের ভিন্ন২ স্থানস্থ পণ্ডিতেরা নিবন্ধন-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। নিবন্ধন-গ্রন্থের প্রচলিত হওন অবধি ঋষিদের বচন স্বয়ং চূড়ান্তরূপে ব্যবহৃত নয়, কিন্তু ভিন্ন২ প্রদেশে প্রচলিত বিশেষ২ নিবন্ধন গ্রন্থে কৃত যে সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাপিত যে মত তাহাই ব্যবস্থা বিষয়ে প্রামাণ্য। যে মনু সংহিতা সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের মূল, তদ্বচনই এক্ষণে কেবল মান্য জ্ঞান করা হয় মাত্র, কিন্তু কোন নিবন্ধার মত ভিন্ন শুদ্ধ তদনুসারে ব্যবস্থা চলে না, কার্য্যও হয় না। নিবন্ধারা সামান্যতঃ সংহিতাসমূহের আবশ্যক বচন-সকল তুলিয়া কোন২ বচন ব্যাখ্যা এবং তদ্বচন সমূহে বিরোধাদি থাকিলে তৎ সমন্বয় পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত রূপে এক মত স্থাপিত করতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র স্থাপক মনুর আজ্ঞা পালন করিয়াছেন। অনেক নিবন্ধন গ্রন্থের অনেক স্থলে বিশেষ২ নিবন্ধার মতও উল্লিখিত হইয়াছে,—তাহা কখনো তন্মত শোধন বা খ-ণ্ডন নিমিত্ত, কখনো বা স্বমতের পোষকতা প্রযুক্ত। তাহাতে মধ্যে২ শ্রুতি ও পুরাণের বচন-ও প্রমা-ণার্থে ধৃত হইয়াছে,—শ্রুতি সর্ব্বোপরি প্রামাণ্য, শ্রুতির পরেই স্মৃতি, স্মৃতির পরেই পুরাণ মান্য। মীমাংসা করণে ও মত স্থাপনে নিবন্ধারা বক্ষ্যমাণ কতিপয় বচন ও ন্যায়ানুসারে কার্য্য করা দৃষ্ট হইতেছে, এবং অধুনা স্মার্ত্তেরাও ব্যবস্থা দানে তদ্রূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। “শ্রুতিস্মৃতি বিরোধেতু শ্রুতিরেব

---

* হরদত্তাচার্য্য দ্রাবিড় দেশবাসী, এবং অনেক গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি যে গ্রন্থে আর২ স্মৃতি বচন তুলিয়া সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার নামও মিতাক্ষরা, অতএব উপরি উক্ত মহাদৃত মিতাক্ষরাকে বিজ্ঞা-নেশ্বরের মিতাক্ষরাখ্যায় বিশেষ কর্ত্তব্য।

† এই গ্রন্থ বিদ্যানগর সংস্থাপকের মন্ত্রি পণ্ডিতবর বিদ্যারণ্যস্বামিকর্ত্তৃক বিরচিত। এই রাজার জীবন-কাল খ্রিষ্টীয়শকের ত্রয়োদশশত হইতে চতুর্দ্দশশত বৎসরের মধ্যে। এতাবতা বোধ করা যাইতে পারে যে ইনি হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণালীকর শেষ ছিলেন। উক্ত গ্রন্থের প্রণেতা নিজ ভ্রাতা মাধব চার্য্যের নাম তৎগ্রন্থ কর্ত্তা বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের আচার ও প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় পরাশর সংহিতামূলক, কিন্তু [যথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে] তৎ স্মৃতিতে ব্যবহার বিষয়ক বচন প্রাপ্তি না হওয়াতে,—মাধব্যের ব্যবহার কাণ্ড তৎকালে তদ্দেশে আদৃত ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় তাবৎ গ্রন্থের মত সমন্বয়াত্মক নিবন্ধন রূপে রচিত। যদ্যপি মাধব্যের ব্যবহার কাণ্ড কোন বিশেষ ঋষির স্মৃতিমূলক না হওয়াতে তাদৃশ প্রামাণিক না হওয়াই সম্ভব্য বটে, তথাপি তাহা অতি প্রমাণিক রূপে আদৃত ও ব্যবহৃত,—তাহার কারণ এই যে আর২ অনেক গ্রন্থ রচন ও বিশেষতঃ বেদের ভাষ্য করণ জন্য উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার প্রতিষ্ঠা এত অধিক যে ভক্তেরা তাঁ-হাকে মহেশাবতার জ্ঞান করে। দ্রষ্টব্য এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল, ভূমিকা, পৃ. ১৫ ও ১৬।

‡ তাহা মিতাক্ষরা ও দায়ভাগাদি ধৃত পত্নীর অধিকার বিষয়ক ভিন্ন২ ঋষির বচন দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে।

§ দত্তক চন্দ্রিকা ও দত্তক মীমাংসাদি দত্তক প্রকরণীয় গ্রন্থে ঔরসাদি দ্বাদশ প্রকার পুত্রের ক্রম ও অধিকারবিষয়ক বচন দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে যে তন্মধ্যে অনেকে মনু-বিরুদ্ধ উক্তি করিয়াছেন।

গরীয়সী। অবিরোধে সদাকার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎসতা” (যাবালী)॥ অস্যার্থ—শ্রুতি ও স্মৃতির মতে অনৈক্য হইলে শ্রুতি-ই মান্য। অনৈক্য না হইলে শিষ্টেরা স্মৃতির মত বেদবৎ মানিবেন॥ “শ্রুত্যা-সহ বিরোধেতু বাধ্যতে বিষয়ং বিনা” (ভবিষ্য পুরাণং)॥ অস্যার্থ—শ্রুতির ও স্মৃতির মতে ঐক্য না হইলে বিষয় বিবেচনা না করিয়াও শ্রুতির মত মানিতে হইবে। ‘শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে। তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা” (ব্যাস সংহিতা)॥ অস্যার্থ—শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে যেস্থলে মতের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, সেস্থলে শ্রুতি-ই প্রামাণ্য। স্মৃতি ও পুরাণে অনৈক্য হইলে স্মৃতি-ই আদরণীয়। “স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্র-মিতিস্থিতি” (যাজ্ঞবল্ক্য)॥ অস্যার্থ—দুই স্মৃতি মধ্যে অনৈক্য হইলে তন্মধ্যে যাহা ন্যায় তাহাই বলবৎ, অর্থশাস্ত্রের উপর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবল॥ “সামান্য বিশেষয়োর্ম্মধ্যে বিশেষ বিধির্ব্বলবান্”। অস্যার্থ—কোন বিষয়ে সাধারণ এবং বিশেষ বিধি থাকিলে, সাধারণাপেক্ষা বিশেষ বিধি বলবত্তর। “এ-কত্র দৃষ্ট শাস্ত্রার্থো বাধকংবিনা অন্যত্রাপি তথা কল্পতে”—অর্থাৎ এক স্থানে দৃষ্ট শাস্ত্রার্থ বাধা না থাকিলে স্থানান্তরেও সেই রূপ খাটে*।

পরন্তু সকল নিবন্ধন-গ্রন্থে ধর্ম্মশাস্ত্রের সকল অংশ প্রাপ্য নয়, এবং সকল নিবন্ধন-গ্রন্থ সকল বিষয়েতেও ঐক্যমত নয়।—বিশেষ২ বিষয়ে নিবন্ধাদের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন,ও মতবৈলক্ষণ্য হইবায় এক রূপ মত বাচক যে গ্রন্থ কতিপয় তাহাই এক দেশে বিশেষে আদৃত ও প্রচলিত হইয়া প্রদেশভেদে মতভেদ ও মতভেদে প্রদেশভেদ হইল। নিবন্ধন-গ্রন্থসকল পাঁচ প্রকার মত প্রকাশক হওয়াতে মত ভেদানুসারে তাহা পাঁচ শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ, এবং তাহার এক২ শ্রেণিভুক্ত গ্রন্থ এক২ দেশে বিশেষে আদৃত হওন জন্য দায় শাস্ত্রীয় মতভেদানুসারে ভারতবর্ষ—বঙ্গ, বারানসী, মিথিলা, মহারাষ্ট্র ও দ্রাবিড়† নামে—পাঁচ প্রদেশে পৃথগ্ভূত। মূল স্মৃতিসমূহ কএক প্রদেশেই অবিশেষে মান্য, পরন্তু প্রত্যেক প্রদেশে বি-শেষ২ নিবন্ধন-গ্রন্থে ব্যবস্থাপিত মত বিশেষে আদৃত ও প্রচলিত‡; এবং কোন প্রদেশীয় নিবন্ধন-গ্রন্থে কোন বচনের যে রূপ অর্থ করা হইয়াছে তদ্দেশে তাহা সেই অর্থে বই অর্থান্তরে অগ্রাহ্য। উক্ত পঞ্চ প্রদেশের মধ্যে দুই প্রদেশ অর্থাৎ বঙ্গ ও কাশী প্রধান;—অন্য প্রদেশত্রয়ের মত অনেক বিষয়ে কা-শীর মতানুমত।

মিতাক্ষরা গ্রন্থ কাশী প্রদেশে প্রচলিত মতের সংস্থাপক, এবং আর২ নিবন্ধন গ্রন্থ হইতে অনেক গুণে প্রামাণ্য,—কাশী প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষীয় অন্তরীপের দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত মিতা-ক্ষরা আদৃত, এবং তাহা তৎ সমুদায় দেশের প্রধান নিবন্ধন গ্রন্থ বলিয়া গণ্য এবং মান্য। তত্তদ্দেশে প্রচলিত গ্রন্থচয় সকল বিষয়েই প্রায় মিতাক্ষরার অনুমত, এবং ঐ সকলের অনেক স্থলে মিতাক্ষরার উক্তি প্রমাণ স্বরূপে ধৃত,—কেবল কোন২ স্থলে মিতাক্ষরার অলিখিত অথবা বিরুদ্ধ মত লিখি-ত হইয়াছে, পরন্তু তাহাও প্রৌঢ়ির সহিত মিতাক্ষরা দূষণ বা তন্মত খণ্ডন নিমিত্ত হয় নাই, প্রত্যুত প্রায় তৎ প্রতি সম্মান পুরঃসর স্বমতব্যক্তী করণার্থ হইয়াছে। তাদৃশ মতচয়ের বিশেষ২ মতের ব্যবহার ও তত্তন্মত প্রকাশক গ্রন্থের বিশেষে আদর করাতে বক্রী এক২ প্রদেশ বিশেষ২ বি-ষয়ে কাশী হইতে বিভিন্নমত।—কাশী প্রদেশে পরসুরামাধব, ব্যবহার মাধব, মিত্রমিশ্রকৃত বীরমিত্রো-দয়, বীরেশ্বর ভট্ট ও বালম্ভট্ট প্রণীত মিতাক্ষরাটীকাদ্বয়, এবং কমলাকরের কৃত বিবাদ-তা-ণ্ডব প্রভৃতি মিতাক্ষরার সঙ্গে বিশেষে আদৃত ও ব্যবহৃত। মিথিলাপ্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা মান্য—

---

* অধুনা ব্যবস্থা লিখনের রীতি এই যে স্বদেশে আদৃত নিবন্ধন গ্রন্থের উক্তি দত্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর হইলে তাহাই অবিকল রূপে তুলা যায়, নতুবা তন্মতানুসারে শব্দান্তরে উত্তর লিখিত ও নিবন্ধনের বাক্য তৎ প্রমাণে ধৃত হয়, এবং উভয় রূপ ব্যবস্থাতেই তৎ পোষক ঋষি বচন থাকিলে তাহা প্রমাণ বলিয়া উদ্ধৃত হয়। অপিচ উপরি উক্ত বচন ও ন্যায় কতিপয়ানুসারে আবশ্যক মতে সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত করাও হয়।

† ভারতবর্ষীয় অন্তরীপের সমুদায় দক্ষিণভাগ দ্রাবিড় প্রদেশ কথিত। সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব দ্রাবিড় প্রদেশকে ‘দেখান স্কূল’ কহেন, এই দেখান শব্দ সংস্কৃত দক্ষিণ হইতে তাদৃশ কুরূপে নীত।

‡ দ্রষ্টব্য—মেক্‌হি. ল. ভূ. পৃ. ২২। কোল্. দা. ভা. ভূ. পৃ ৪। মর্লি. ডা. ভূ. পৃ. ৩২। এস্‌ট্রেঞ্জের হিন্দু ল. পৃ. ৩১৫.ও ৩১৭।

বিবাদরত্নাকর(১), ও বিবাদচিন্তামণি (২)। লক্ষ্মীমা বা লক্ষ্মী দেবীর কৃত বিবাদচন্দ্র (৩) গ্রন্থও তৎ প্রদেশে অত্যাদৃত। উক্ত গ্রন্থত্রয়ের সঙ্গে২ মান্য—হরিনাথোপাধ্যায়ের কৃত স্মৃতিসার ও স্মৃতিসমুচ্চয়, বীরেশ্বর ভট্ট কৃত মদনপারিজাত (৪), এবং কেশব মিশ্রকৃত দ্বৈতপরিশিষ্ট।—দ্রাবিড় প্রদেশে (অর্থাৎ সুবা মাদরাসে) মাধবীয়, স্মৃতিচন্দ্রিকা(৫), ও সরস্বতীবিলাস(৬) বিশেষ রূপে মান্য। মহারাষ্ট্র প্রদেশে (অর্থাৎ বম্বেসুবাতে) ব্যবহার ময়ূখ(৭)অত্যন্ত আদৃত, তদ্ভিন্ন নির্ণয় সিন্ধু, হেমাদ্রি (৮), ব্যবহারকৌস্তুভ, ও পরসুরামাধব বিশেষরূপে চলিত।

শেষোক্ত তিন প্রদেশে প্রচলিত উক্ত গ্রন্থ শ্রেণিত্রয়ে মিতাক্ষরার অলিখিত অথবা অস্বীকৃত বিশেষ২ মত ব্যবস্থাপিত হওয়াতে ও তন্মধ্যে বিশেষ২ মত ঐ প্রদেশত্রয়ের দেশ বিশেষে আদৃত হইবায়—তন্মত ব্যবস্থাপক গ্রন্থ শ্রেণী যদ্যপি তদ্দেশবিশেষে বিশেষ রূপে আদৃত,তথাপি তাহাতে আর সকল বিষয়ে মিতাক্ষরার মত অতি মান্য, এবং ঐ কয়েক প্রদেশে আদর্শরূপে মিতাক্ষরারই প্রাধান্য। উৎকল দেশ যাহা এক্ষণে সুবা বাঙ্গলার অধীন তাহাতেও মিতাক্ষরার প্রাধান্য,—তদনুকম্প রূপে শম্ভোকর বাজপেয়ী আর উদয়কর বাজপেয়ী নামক গ্রন্থ প্রামাণ্য। কেবল বঙ্গ প্রদেশে দায় বিষয়ে(৮)জীমূত বাহনের দায়ভাগ বিশেষে আদৃত হওয়াতেএবং অনেক বিষয়ে ও সন্দিগ্ধ সকল বিষয়েই প্রায় দায়ভাগের মত মিতাক্ষরার বিপরীত হওয়াতে (৯) এতদ্দেশে মিতাক্ষরা তাদৃগ্ আদৃত নহে। উক্ত বিখ্যাত গ্রন্থ (দায়ভাগ) জীমূতবাহন কৃত ধর্ম্মরত্নের একভাগ। তৎকর্ত্তা বঙ্গদেশপ্রচলিত মতের সংস্থাপক বলিয়া অতি মান্য। ইনি এক২ বিষয়ে যে রূপ তর্ক বিতর্ক ও বিবেচনা পূর্ব্বক যথাযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন করতঃ পরমত খণ্ডনে স্বমত সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা সাধারণ পাণ্ডিত্যের কর্ম্ম নহে, সামান্য ক্ষমতা ও দক্ষতারও আয়ত্ত নহে। আর২যে২ নিবন্ধারা

(১) 'বিবাদরত্নাকর'—মিথিলাধিপতি হরদেবসিংহের মন্ত্রি চণ্ডেশ্বরের অধ্যক্ষতাতে বিরচিত। ইঁহার অধ্যক্ষতাতে প্রস্তুত ব্যবহার রত্নাকর গ্রন্থও মিথিলায় মহামান্য। চণ্ডেশ্বর নিজেও কতিপয় গ্রন্থ রচিয়াছেন।

(২) এই গ্রন্থ বাচস্পতি মিশ্রের প্রণিত। ব্যবহার চিন্তামণি প্রভৃতি আর অনেক গ্রন্থ-ও তাঁহা কর্ত্তৃক রচিত। এই সকল গ্রন্থ সচরাচর মিশ্রের গ্রন্থ বলিয়া খ্যাত এবং মিথিলাতে মহাদৃত। কোল্‌ব্রুক সাহেব কহেন বাচস্পতি মিশ্র ত্রিহুত জিলার সেমৌল নামক স্থানে বাস করিতেন; ইঁহার জীবনকাল হইতে দশ বা বার পুরুষের অধিক গত হয় নাই। দ্রষ্টব্য কোল্‌ ডা. ভূ. পৃ. ১৫।

(৩) এই সুপণ্ডিতা দেবী নিজ কৃত স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রীয় তাবদ্গ্রন্থেই ভ্রাতৃপুত্র মিসরু মিশ্রের নাম তত্তদ্গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া ব্যবহার করেন. এবং হরসিংহদেবের পৌত্র চন্দ্র সিংহের নামানুসারে নিজ গ্রন্থ সমূহের নাম দেন। দ্রষ্টব্য ঐ পৃ. ১৫ ও ১৬।

(৪) 'মদনপারিজাত'—বস্তুতঃ বীরেশ্বর ভট্টের কৃত,এবং সম্ভুমার্থে জাট্‌ জাতীয় মদনপাল রাজার নামানুসারে নামিত। এই রাজা কাষ্ঠনগরে অথবা দীগ নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। বোধ হয় ইহাঁর নামেই মদন বিনোদ,—যাহা পঞ্চদশশত সম্বদাব্দে রচিত হয় (দ্রষ্টব্য কোল্‌. ডা. ভূ. পৃ. ১৭। ঐ দা. ভা. ভূ, পৃ. ১১)। সর্‌ উইলিয়ম্‌ মেক্‌নাটন্‌ সাহেব কহেন মদনোপাধ্যায় মদন পারিজাতের কর্ত্তা।

(৫) 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' দেবানন্দ ভট্ট কৃত। কোল্‌ব্রুক সাহেব কহেন—'ব্যবহার বিষয়ক উৎকৃষ্ট এই গ্রন্থ অতিশয় মান্য এবং অবগতি হইয়াছে যে তাহা দ্রাবিড় তৈলঙ্গ ও কর্ণাট দেশীয় অন্তরীপ অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশ-বাসি হিন্দুদের মধ্যে প্রায় সর্ব্বোপরি প্রামাণ্য। দা. ভা. ভূ. পৃ. ৪।

(৬) এই নিবন্ধন গ্রন্থ অনেক বিষয়াত্মক,- ইহা কাকত্যবংশীয় প্রতাপরুদ্র দেব মহারাজকর্ত্তৃক বিরচিত হওয়া কথিত হইয়াছে। এই রাজবংশ কৃষ্ণানদীর উত্তরপারে স্থাপিত হয়েন, অনন্তর বিজয় দ্বারা তৎ শাসনস্থান বিশাল হইয়া তাহা দক্ষিণ দেশের দ্বিতীয় মহারাজ্য হইল। এই দ্বিতীয় রাজ্যের অন্তর্গত—হয়দরাবাদ, উত্র সরকার, এবং যে দেশে তৈলঙ্গ ভাষা উক্ত তৎসমুদায়। এবং উপরি উক্ত গ্রন্থ (যাহা উক্ত রাজার আদেশানুসারেই লিখিত হইয়া থাকিবে.) তদ্‌রাজ্যে প্রধান স্মৃতি নিবন্ধন রূপে প্রচলিত হইল। দ্রষ্টব্য এস্‌ট্রেঞ্জের হিন্দু. ল. ভূ. পৃ. ১৬ ও ১৭।

(৭) 'ব্যবহারময়ূখ'—নীলকণ্ঠ কৃত দ্বাদশ গ্রন্থের বা গ্রন্থখণ্ডের ষষ্ঠ ভাগ। ঐ দ্বাদশ গ্রন্থই বিশেষ নাম পূর্ব্বক ময়ূখাখ্যাত। এবং তৎ সমুদয় সমষ্টিরূপে ভগবদ্ভাস্কর নামে নামিত। ব্যবহার ভিন্ন অন্য একাদশ ময়ূখ আচার ও প্রায়শ্চিত্তাদি বিষয়ক।

(৮) 'হেমাদ্রি'—হেমাদ্রিভট্ট কাশীকরের বিরচিত। এই গ্রন্থ অনেক নিবন্ধন গ্রন্থ হইতে প্রাচীন, অনেক বিষয়বিষয়ক অনেক গ্রন্থে উল্লিখিত এবং অনেক দেশে আদৃত।

(৯) স্মৃতি শাস্ত্রের এই অংশেই প্রায় অনেক মতবৈপরীত্য ও বৈলক্ষণ্য দ্রষ্টব্য।

এতদ্দেশে প্রচলিত দায়বিষয়ক স্মৃতিনিবন্ধন রচিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জীমূতবাহনের* অনুগামি হইয়াছেন, সকলেই স্বমতের প্রামাণিকতা ও পোষকতা নিমিত্ত তাঁহার মত স্মরণ করিয়াছেন, এবং অনেকে তাঁহার বাক্য অবিকল রূপে তুলিয়াছেন। দায়ভাগের সঙ্গে বঙ্গদেশে বিশেষে মান্য—দায়তত্ত্ব ও ব্যবহার তত্ত্ব†, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকৃত সুবোধিনী নাম্নী দায়ভাগটীকা, ও দায়ক্রমসংগ্রহ। দায়তত্ত্ব রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বের একভাগ, যাহা দায়বিষয়ক। এই গ্রন্থ আকারে ক্ষুদ্র হইয়াও অধিক উপকারি, তাহা প্রায় সর্ব্ব বিষয়ে জীমূত-বাহনের মতানুমত, এবং তদপেক্ষা সংক্ষিপ্ত বাক্যে প্রকাশিত, কেবল কোন২ বিষয়ে রঘুনন্দন দায়ভাগ হইতে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং কোন২ স্থলে দায়ভাগের ত্রুটি পূরণ করিয়াছেন। দায়ক্রমসংগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মূল গ্রন্থ, এই গ্রন্থ দায়বিষয়ক শাস্ত্রের সুসংগ্রহ, এবং ইহার মত সকলই প্রায় ঐ গ্রন্থকর্ত্তার দায়ভাগ-টীকার মতানুমত‡।

রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতির কৃত দায়রহস্য বা স্মৃতি রত্নাবলি বাঙ্গলার কোন২ জিলায় অধিক প্রামাণ্য হইয়াছিল। কিন্তু কোন২ গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মত জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনের মত হইতে ভিন্ন, এবং এতাবতা কোন২ আবশ্যক বিষয়ে তাঁহাদের ব্যবস্থাপিত মতের প্রতি সন্দেহ জনক হওয়াতে ঐ গ্রন্থ দায়ভাগাদির বিরুদ্ধে চলেনা। শ্রীকর ভট্টাচার্য্যের দায়নির্ণয়াদি বঙ্গদেশে ব্যবহার্য্য আর যে দুই এক খানি দায়গ্রন্থ আছে, তাহা দায়ভাগ ও দায়তত্ত্বানুরূপে লিখিত ও সকল বিষয়েই প্রায় তত্তন্মতানুমত।

---

* কথিত আছে যে জীমূতবাহন শালিবাহন রাজার রাজ্যে অভিষিক্ত ও তৎসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, বোধ হয় তিনি-ই সেই জীমূতকেতু যিনি সিলর রাজবংশ সম্ভূত ও টগর নামক স্থানে বিরাজমান ছিলেন। সাল্‌সেট নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন অথচ প্রামাণ্য খোদিতলিপিতে তাঁহার নামাঙ্কিত আছে (দ্রষ্টব্য এসিয়াটিক্‌ রিসর্চের ১ বালামের ৩৫৭।৩৫৮ পৃষ্ঠা)। এমত অনুমান হওয়া কারণাধীন বটে যে দায়ভাগ গ্রন্থ উক্ত রাজার সাহায্যে ও আদেশে বিরচিত হইয়া তাহাতে তাঁহার নাম গ্রন্থকর্ত্তৃরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, কেননা ধর্ম্মরত্ন রচিতে যত বিদ্যার ও সময়ের আবশ্যক ও যত পরিশ্রম হইয়া থাকা সম্ভব তত বিদ্যা উপার্জন ও তত সময় ব্যয় ও তত পরিশ্রম স্বীকার রাজ্য লইয়া ব্যস্ত রাজার সাধ্য হওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় না। পরন্তু গৌড়ীয় পণ্ডিতদিগের অনুভব তেমত নহে, তাহারা জীমূতবাহনকে দায়ভাগের প্রকৃত কর্ত্তা বলিয়াই মানেন।

† রঘুনন্দন নবদ্বীপবাসী ছিলেন,—ইনি সচরাচর স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বলিয়া খ্যাত, ইহাঁর স্মৃতিতত্ত্বের আচার ও প্রায়শ্চিত্তকাণ্ড গৌড়ে অত্যন্ত প্রামাণ্য, ইহাঁর মতেই প্রায় সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, ইহাঁর স্মৃতি গৌড়ীয় নব্য স্মার্ত্তের সর্ব্বপ্রধান, ইনি তাঁহাদের মনু বলিলে হয়, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেও হয়, যাহা বল তাহাই অসঙ্গত নয়। স্মৃতিতত্ত্ব সম্প্রতি অষ্টাবিংশতি তত্ত্বাত্মক, তন্মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি আচার ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক, বক্রী তিনখানি অর্থাৎ দায়তত্ত্ব ব্যবহারতত্ত্ব ও দিব্যতত্ত্ব অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহারের মধ্যে কএক রূপ ব্যবহার বিষয়ক। সর্‌ উইলিয়ম্‌ জোন্‌স্‌ সাহেব কহেন—" রঘুনন্দনের স্মৃতি নিবন্ধন গুণে ও পারিপাট্যে রোমীয় জস্‌টিনিয়নের সংগ্রহের অনুকল্প "। খ্রিষ্টীয় পনের শত ও ষোল শত সালের মধ্যে রঘুনন্দনের জীবনকাল, কেননা তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন এবং আর তিন জন প্রসিদ্ধ ছাত্রের সহিত এক সময়ে পাঠ করিয়াছিলেন,—অর্থাৎ শিরোমণি, কৃষ্ণানন্দ ও চৈতন্যদেব তাহার সমকালীন ছিলেন। ভক্তেরা চৈতন্য দেবের জন্ম দিবস স্মরণ, তৎ কোষ্ঠি যত্নে সংরক্ষণ করাতে তদ্দ্বারা সপ্রমাণ যে ১৪১১ শকাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গলা ৮৯১ সালে বা খ্রিষ্টীয় ১৪৮৯ সালে চৈতন্যদেবের জন্ম,—অতএব রঘুনন্দন তৎসমকালীন হওয়াতে তিনি অবশ্যই খ্রিষ্টীয় ষোল শত সালের প্রথমে শোভা পাইয়া থাকিবেন। কোল. দা. ভা. ভূ. পৃ. ১২।

‡ উক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ে সর্‌ উইলিয়ম্‌ মেকনাটন্‌ সাহেব তিনখানি নব্য গ্রন্থ যোগ করিয়াছেন—অর্থাৎ ব্যবস্থার্ণব, বিবাদার্ণবসেতু, ও বিবাদভঙ্গার্ণব। তন্মধ্যে ব্যবস্থার্ণব অনুবাদিত ও পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট হয় না। বিবাদার্ণবসেতু হলহেড্‌ সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত হয় বটে, কিন্তু সর্‌ উইলিয়ম্‌ জোন্‌স্‌ সাহেব কর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থ দূষিত হইয়াছে তদনুবাদ ও উক্ত প্রাড্‌বিবাক কর্ত্তৃক অপ্রামাণিক বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়াছে। বিবাদভঙ্গার্ণব অনেক বিষয় বিষয়ক নিবন্ধন গ্রন্থ, তদনুবাদ কোলব্রুকের ডাইজেষ্ট বলিয়া খ্যাত। এই গ্রন্থে প্রায় তাবৎ ঋষির বচন এবং নানা প্রদেশীয় নিবন্ধন গ্রন্থের মত ধৃত ও বাক্য ব্যাখ্যাত হওয়াতে ইহা শুদ্ধ বঙ্গদেশে প্রচলিত নহে, কিন্তু তাবৎ প্রদেশেও চলনীয় এবং চলিতও বটে।—যথা সর্‌ টামস্‌ এস্‌ট্রেঞ্জ্‌ সাহেব ও কোল্‌ব্রুক্‌ সাহেব প্রভৃতি কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থ কথিত রূপে ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে, এবং নানা প্রদেশীয় পণ্ডিতেরাও স্ব২ দেশীয় ব্যবস্থার প্রমাণে বিবাদভঙ্গার্ণবের মত তুলিয়াছেন। তাহা—এস্‌ট্রেঞ্জ্‌ সাহেবের গ্রন্থের দ্বিতীয় বালাম্‌ এবং উক্ত মেকনাটন্‌ সাহেবের গ্রন্থেরও ঐ বালাম দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে।

দায়ভাগের কতিপয় টীকা আছে,—তন্মধ্যে শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির টীকা প্রাচীনতমা, ইহার অনেক ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সংশোধিত বা খণ্ডিত হইলেও ইহা দায়ভাগের উত্তম ব্যাখ্যা বলিয়া সকলের স্বীকৃতা ও সম্মানিতা, এবং শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকার প্রাকট্যের ও প্রাবল্যের পূর্ব্বে ইহা অতি প্রামাণিক রূপে ব্যবস্থাদির প্রমাণে ধৃতা ও ব্যবহৃতা হইত,—এক্ষণেও ইহা প্রমাণ বলিয়া ব্যবহৃতা হয়, কেবল ইহার যেং অংশ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মতের বিরুদ্ধ সেইং ভাগ প্রমাণ বলিয়া চলে না। অনন্তর অচ্যুত চক্রবর্ত্তী এক টীকা লিখেন (ইনি শ্রাদ্ধবিবেকের টীকাও লিখিয়াছেন)। অচ্যুত নিজ টীকার অনেক স্থলে চূড়ামণির উল্লেখ করিয়াছেন এবং নিজেও চূড়ামণির সহিত মহেশ্বরের টীকাতে উল্লিখিত হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনা করিলে এই টীকায় জীমূতবাহনের বাক্য সকল উত্তম রূপে ব্যাখ্যাত। মহেশ্বরের টীকা চূড়ামণি ও অচ্যুতের টীকার পর এবং শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকার কিছু পূর্ব্বে, অথবা প্রায় তৎ সমকালীন। দায়ভাগ ব্যাখ্যাতে ও তদ্ভাবার্থবর্ণনে মহেশ্বর ও শ্রীকৃষ্ণ ঐকামত নহেন, কিন্তু তন্মধ্যে কেহ কাহারো টীকা দেখিয়াছেন এমত বোধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের যে টীকা সে দায়ভাগের সকল টীকার উপর টীকা, তাহা অত্যন্ত আদৃত ও বিখ্যাত, এই টীকাকর্ত্তা সূক্ষ্মদর্শী নৈয়ায়িক ছিলেন, অত্যন্ত দক্ষতাপূর্ব্বক গ্রন্থের ভাব ব্যাখ্যা ও গ্রন্থকর্ত্তার বিচারের উপর বিচার করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই প্রায় গ্রন্থকর্ত্তার মত স্থাপিত করিয়াগিয়াছেন কেবল কোন কোন বিষয়ে মতান্তর বা সংশোধন করিয়াছেন। এই টীকা দেশময় মান্য। ইহার প্রকাশে দায়ভাগের আরং টীকার ব্যবহার প্রায় নাই, এবং ইহা জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনের দায়গ্রন্থের পরেই প্রামাণ্য। এতদ্ভিন্ন আর যে কয়েকখানি দায়ভাগটীকা তন্মধ্যে একখানি রঘুনন্দনের বলিয়া নামিত; কিন্তু এই রঘুনন্দন সেই মহামহোপাধ্যায় স্মৃতিতত্ত্বকর্ত্তা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য না হইবেন, কেননা তাদৃশ অকর্ম্মণ্য টীকা লিখা তাঁহার লেখনীর কর্ম্ম হওয়া সম্ভব্য নহে, তবে যদি পাঠদশায় লিখিয়া থাকেন তাহা বলা যায় না। দায়রহস্যকর্ত্তা রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতিও এক খানি দায়ভাগটীকা লিখিয়াছেন।

কাশীরামকর্ত্তৃক দায়তত্ত্বের এক টীকা লিখিতা হইয়াছে, এই টীকা ভাবার্থে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের কৃত দায়ভাগটীকার সহিত প্রায় মিলে, এবং দায়তত্ত্বার্থের সুবোধিনী বটে।

বর্ণিত গ্রন্থশ্রেণি পঞ্চকের একং শ্রেণিস্থ গ্রন্থ একং দেশে আদৃত ও ব্যবহৃত* হইলেও এমত বিবেচ্য ও বাচ্য নহে যে তন্মধ্যে এক গ্রন্থশ্রেণি কেবল এক প্রদেশে মাত্র ব্যবহার্য্য, ও কখনো দেশান্তরে চলে না। যদিও প্রত্যেক প্রদেশের মনোনীত গ্রন্থশ্রেণি তথায় অন্যাপেক্ষা মান্য বটে, তথাপি তথায় সাধারণ বা অবিরুদ্ধ বিষয়ে অন্য প্রদেশীয় নিবন্ধন গ্রন্থের মতও মান্য, তবে তাহা দেশীয় গ্রন্থাপেক্ষা

* মর্লি সাহেব নিজ ভূমিকার শেষ ভাগে দ্রাবিড় প্রদেশকে —দ্রাবিড়, কর্ণাটক, অন্ধ্র—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং দায়শাস্ত্রের মত-বিভিন্নতানুসারে বিভিন্নীভূত প্রত্যেক প্রদেশে যেং গ্রন্থ বিশেষে আদৃত ও ব্যবহৃত তাহার-ও নির্দ্দেশ লিখিয়াছেন, তদ্যথা—

১ গৌড়ীয় অর্থাৎ বঙ্গ প্রদেশে —সর্ব্বত্র (তাহার) দায়ভাগ, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি কৃত দায়ভাগটীকা, স্মৃতিতত্ত্ব (তাহার) দায়তত্ত্ব, বিবাদার্ণবসেতু, বিবাদসারার্ণব, বিবাদভঙ্গার্ণব।

২ মিথিলা প্রদেশে মিতাক্ষরা, বিবাদরত্নাকর, বিবাদচিন্তামণি, ব্যবহারচিন্তামণি, দ্বৈতপরিশিষ্ট, বিবাদচন্দ্র, স্মৃতিসার সমুচ্চয়, ও মদনপারিজাত।

৩ কাশীপ্রদেশে মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদয়, মাধবীয়, বিবাদতাণ্ডব, নির্ণয়সিন্ধু।

৪ মহারাষ্ট্র প্রদেশে —মিতাক্ষরা, ময়ূখ, নির্ণয়সিন্ধু, হেমাদ্রি, স্মৃতিকৌস্তুভ, ও মাধবীয়।

৫ দ্রাবিড় প্রদেশের—

(অ) দ্রাবিড় ভাগে —মিতাক্ষরা, মাধবীয়, সরস্বতীবিলাস ও বরদারাজ্য।

(ই) কর্ণাটক ভাগে — মিতাক্ষরা, মাধবীয়, ও সরস্বতীবিলাস।

(উ) অন্ধ্র ভাগে —মিতাক্ষরা, মাধবীয়, স্মৃতিচন্দ্রিকা ও সরস্বতীবিলাস।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে উপরি উক্ত গ্রন্থশ্রেণি পঞ্চকের একং শ্রেণিতে উক্ত সাহেব আর দুই একখানি গ্রন্থ যোগ করিয়াছেন,—কিন্তু এই অতিরিক্ত কতিপয় মধ্যে নির্ণয়সিন্ধু ভিন্ন অন্য গ্রন্থ তাদৃশ বিশেষ রূপে ভিন্ন প্রদেশে পণ্ডিত-

ঘ্যানকল্প গণ্য,—এই বিশেষ। অপিচ কোন দেশের আদৃত গ্রন্থে কোনবিষয়ক ব্যবস্থা না থাকিলে অন্য দেশীয় গ্রন্থস্থ তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা স্বদেশীয় গ্রন্থোক্তির ন্যায় মান্য*।

দত্তক বিষয়ক গ্রন্থ কতিপয় মধ্যে বৈজয়ন্তী ও প্রতীতাক্ষরার প্রণেতা নন্দ পণ্ডিতের কৃত দত্তক মীমাংসা এবং স্মৃতিচন্দ্রিকার প্রণেতা দেবানন্দ ভট্ট (বা কুবের) কৃত দত্তকচন্দ্রিকা সর্ব্বাপেক্ষা মান্য। ঐ গ্রন্থদ্বয় ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশে প্রায় তুল্য রূপে প্রামাণ্য। দত্তক বিষয়ক শাস্ত্রে তাদৃক্ মত-ভেদ নাই;—তথাপি জ্ঞাতব্য এই যে যেস্থলে দত্তক মীমাংসার ও দত্তকচন্দ্রিকার মতে অনৈক্য সে স্থলে দত্তকচন্দ্রিকার মত বাঙ্গলা ও দক্ষিণ প্রদেশে বিশেষে আদৃত, ও দত্তকমীমাংসার মত মিথিলা ও কাশী অঞ্চলে মুখ্যরূপে ব্যবহৃত। এতদ্ভিন্ন বিদ্যারণ্যস্বামিকৃত দত্তকমীমাংসা, গঙ্গদেববাজপেয়িপ্রণীত দত্তকচন্দ্রিকা, ব্যাসাচার্য্যের দত্তকদীপক, নাগজী ভট্টের দত্তককৌস্তুভ, এবং কৃষ্ণমিশ্রের দত্তকভাষাণ দত্তকবিষয়ক সাধারণ গ্রন্থ বটে, পরন্তু প্রচলিত নয়,—তদনুসারে ব্যবস্থা দত্ত হওয়া প্রায় দৃষ্ট হয় না। শ্রীনাথ ভট্ট কৃত দত্তনির্ণয় নামক আর একখানি দত্তক গ্রন্থ আছে, বেল্লাকিয়র সাহেবকর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থ অনুবাদিত হয়, কিন্তু সে গ্রন্থ প্রচলিত ও সে অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রকটিত হয় নাই (দ্রষ্টব্য—কন্ হি.ল. ভূ. পৃ. ১৩)।

গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত বিদ্যালয়ের স্মৃত্যধ্যাপক পণ্ডিতবর ভরতচন্দ্র শিরোমণিকর্ত্তৃক দত্তকমীমাংসার ও দত্তকচন্দ্রিকার এক উত্তম টীকা লিখিতা এবং সম্প্রতি মুদ্রাঙ্কিতা হইয়াছে।

উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহাতিরেকে আরো অনেক নিবন্ধন ও টীকা গ্রন্থ থাকা জানা যাইতেছে, যথা—মিথিলায় বিখ্যাত শ্রীকরাচার্য্যের দায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ও তৎ সুত শ্রীনাথাচার্য্যের আচার্য্যচন্দ্রিকা। ভবদেব ভট্টের অথবা বলবলভিভুজঙ্গের ব্যবহারকলাদি। হলায়ুধের‡ কৃত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, ন্যায়সর্ব্বস্ব ও পণ্ডিতসর্ব্বস্ব প্রভৃতি; দর্শনবিষারদ উদয়নাচার্য্যের কৃত গ্রন্থ সকল; লক্ষ্মীধরকৃত কল্পতরু; নরসিংহ কৃত গোবিন্দার্ণব; সবাঙ্গীর আদেশে বিচরিত পরসুরামপ্রতাপ; নাগজীভট্টকৃত ব্যবহারস্বীকার; মদনসিংহকৃত মদনরত্ন;

গণ কর্ত্তৃক আদৃত ও ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট হয় না. এবং কোলব্রুক্ ও মেক্নটেন সাহেব কর্ত্তৃক তদ্রূপে উল্লিখিত হয় নাই। নির্ণয়সিন্ধু কমলাকর ভট্ট কাশীকর কৃত. এই গ্রন্থ ২৪৩ বৎসর পুর্ব্বে লিখিত হয়. ইহা প্রধানতঃ আচার ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক. ইহাতে স্থলে২ ব্যবহার বিষয়ক কথাও আছে; ইহা মহারাষ্ট্র দেশে বিশেষে প্রচলিত কাশীপ্রদেশেও মহাদৃত।

* যথা এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের লিখিত দায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রধানতঃ দক্ষিণ দেশের নিমিত্ত হইলেও তাহাতে সাধারণ বিষয়ে, অথবা তদ্দেশীয় গ্রন্থে অলিখিত (অথচ অনিষিদ্ধ) বিষয়ে বঙ্গদেশীয় প্রধান২ গ্রন্থের প্রমাণ ধৃত ও দর্শিত হইয়াছে. —এতদ্দ্বয়ের প্রথম কল্পে বঙ্গদেশীয় গ্রন্থপ্রমাণ উক্ত দেশীয় গ্রন্থকল্প রূপে অর্থাৎ তৎ পোষক রূপে মান্য। দ্বিতীয় কল্পে বঙ্গদেশীয় গ্রন্থপ্রমাণ নির্ব্বিবাদে তদ্দেশীয় প্রমাণের তুল্য রূপ মান্য,—যেহেতু তাহাতে যেং বিষয়ক বিধানের অভাব ছিল ইহা তদ্বিধানের বিধায়ক হওয়াতে সেইং অভাব পুরণপূর্ব্বক তত্তদ্দেশীয় কার্য্য সাধক হইল। অপিচ সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেবের পুস্তকের দ্বিতীয় বালাম দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে, যে কোন বিশেষ দেশীয় মকদ্দমাতে কৃত প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা সাধারণ বা অবিরুদ্ধ বিষয়ে অভেদে যে কোন প্রদেশীয় গ্রন্থের পংক্তি প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া দিয়াছেন। এবং কোন দেশীয় অভিযোগে প্রস্তাবিত প্রশ্নের উত্তর বা তদুত্তরের প্রমাণ তদ্দেশীয় গ্রন্থে না থাকিলে ভিন্ন দেশীয় গ্রন্থের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

† সদরল্যাণ্ড্ সাহেব দত্তক মীমাংসার উপর নিজ লিখিত বিবেচনার শেষভাগে কহিয়াছেন, সকল বিষয় ধরিলে অভিধেয় প্রতি বিশেষ মনোযোগ ও ক্ষমতা প্রকাশ পূর্ব্বক এই গ্রন্থ রচিত বটে এবং ইহার যে রূপ প্রতিষ্ঠা বোধ হয় ইহাও তদুপযুক্ত।

দত্তক চন্দ্রিকা সংক্ষেপে লিখিত ক্ষুদ্র গ্রন্থ বটে, কিন্তু ইহা দত্তক বিষয়ের প্রায় তাবদ্বিধান বিধায়ক। কথিত আছে যে ইহা নন্দপণ্ডিতের ঐ পরিশ্রমসম্পন্ন গ্রন্থের মূল। বঙ্গদেশে এক প্রবাদ আছে যে দত্তকচন্দ্রিকা নবদ্বীপাধিপতির গুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া আরোপিত রূপে তাহাতে দেবানন্দ ভট্টের নাম ব্যবহৃত হয়। এই রূপ প্রবাদের এক কারণ এই যে উক্ত গ্রন্থের শেষ শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় চরণের আদ্য এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষ বর্ণ আনুপূর্ব্বিক ক্রমে মিলাইলে 'রঘুমণি' হয়, যথা "রম্যোযাচন্দ্রিকা দত্ত পক্ষতের্দ্দর্শিকা লঘু। মনোরমাসন্নিবেশৈরঞ্জিণাং ধর্ম্মতারণিঃ"।

‡ হলায়ুধ বিখ্যাত রাজা লক্ষ্মণসেনের গুরু এবং অভিধানকর্ত্তা ধনঞ্জয়ের পুত্র ছিলেন। ইঁহার ভ্রাতারা প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন (কোল্ ডা. ভূ. পৃ. ১৭)। হলায়ুধ আদিস্থুর রাজার আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্ট নারায়ণের সন্তান, তদুভয়ের মধ্যে ১৪ পুরুষ ব্যবহিত মাত্র। এই ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার নাটককর্ত্তা। দ্রষ্টব্য বাবুপ্রসন্নকুমার ঠাকুরের বেণীসংহার ভূমিকা।

গাগা ভট্ট কাশীকরকৃত দ্যোত; বিশ্বরূপ রামক গোগ ভট্ট কাশীকর কৃত দিনকর-উদ্যোত, ও পৃথ্বীচন্দ্রদ। এতন্মধ্যে অনেক গ্রন্থ অধুনা প্রচলিত নহে, কিন্তু প্রচলিত নিবন্ধন ও টীকাচয়ের মধ্যে অনেক গ্রন্থে তত্তন্মতাদি ধৃত বা উল্লিখিত আছে। জীতেন্দ্রিয়ের মত দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার স্থলে২ উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গৈচন্দ্র, গ্রহেশ্বর, ধারেশ্বর*। বলরূপ, হরিহর, মুরারিমিশ্র প্রভৃতির গ্রন্থের মত ও বাক্য বিবাদভঙ্গার্ণবাদির স্থলে২ উল্লিখিত হওয়া দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষ ইংরাজ রাজ্যের শাসনাধীন হওন অবধি সংস্কৃতে তিনখানি নিবন্ধন গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার প্রথম বিবাদার্ণবসেতু†, যাহা ওয়ারিন্ হেষ্টিংস্ সাহেবের অনুজ্ঞাক্রমে বিরচিত। ১৭৭৩ সালের ১৮ মার্চ তারিখে অর্থাৎ বাঙ্গলায় সদরদেওয়ানী আদালত সংস্থাপনকালে উক্ত গ্রন্থ রচনার প্রস্তাবনা হয়। তৎপর বৎসরের হল্‌হেড্ সাহেব ঐ গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন, এই অনুবাদের নাম—"এ কোড্ অব্ জেন্তু ল"। সর্ উইলিয়ম্ জোন্‌স্ সাহেব হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র সংরক্ষণ ও ব্যবহারে ব্যবহার করণ নিমিত্ত এক খান উত্তম নিবন্ধনগ্রন্থ সংগ্রহার্থ ভারতবর্ষের প্রধান গবর্ণমেণ্টে্ বা রাজসভায় যে লিখন লিখেন তাহাতে নিজ দর্শিত কারণে‡ উক্ত গ্রন্থকে অনুপযোগি কহেন, ও তদনুবাদকে অপ্রামাণ্য বলিয়া এককালে অগ্রাহ্য করেন। ঐ চিঠিতে তিনি যে প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তন্মহাত্মা বিচারকর্ত্তার উপযুক্ত মতই বটে। তল্লিখনের চুম্বক যথা—"বাদি প্রতিবাদিগণ যে ধর্ম্মশাস্ত্রকে চিরকাল আপনাদের ব্যবহারিক ও বৈষয়িক বিধান জ্ঞানে মান্য করিয়া আসিতেছে তদনুসারে তাহাদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করিলে তাহাদের প্রতি যেমত ন্যায় করা হয় তেমত আর কিছুতে হয় না, এবং গ্রেট্ ব্রিটনীয় রাজশাসনাধীন হিন্দু ও মুসল্‌মান প্রজাদিগকে আইনে বিধান করণদ্বারা এমত অভয়দিলে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞতার কার্য্য করা হইবে—যে তাহারা যে ধর্ম্মশাস্ত্রকে পবিত্র জ্ঞান করে ও যাহার অতিক্রমকে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য বোধ করে তদতিক্রমে আইনজারি হইবে না,—যে আইন তাহারা জানে না, এবং যাহার ব্যবহারকে তাহারা বলপ্রয়োগ ও দুঃসহ বোধ করে§। এতদ্দেশীয় অর্থি প্রত্যর্থির প্রতি বিচারের এই রূপ নিয়মই কর্ত্তব্য দৃষ্ট

* কথিত হইয়াছে যে রাজা ভোজই ধারেশ্বর। দ্রষ্টব্য—কোল্ দা. ভা. ভূ. পৃ. ১১।

† এই গ্রন্থ কতিপয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়, তন্মধ্যে বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও একজন ছিলেন।

‡ উক্ত বিজ্ঞবর বিচারপতি বিবাদার্ণবসেতু প্রতি ইঙ্গিত পূর্ব্বক কহিয়াছেন যথা—"এতদ্দ্বারা কঠিনতা সহজ হইল না. আবশ্যকতা গেল না. এবং ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক এক বাহুল্যতর গ্রন্থ বিশেষতঃ তদীয় ব্যবহার বিষয়ক গ্রন্থ প্রস্তুতির অনাবশ্যকতাও হইল না। শেষোক্ত গ্রন্থ অর্থাৎ বিবাদার্ণবসেতুতে জস্‌টিনিয়নের সংগৃহীত রোমীয় ব্যবহারশাস্ত্র নিবন্ধন গ্রন্থের ন্যায় নানা প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তাদের নামোল্লেখপূর্ব্বক তত্তদ্বচন বা পংক্তি ধৃত হইয়াছে. এবং ব্যাখ্যার আবশ্যকতা স্থলে প্রামাণিক টীকানুসারে ব্যাখ্যা করাও হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থে আবশ্যকাপেক্ষা অনাবশ্যক বিষয় বাহুল্যরূপে লিখিত হইয়াছে, এবং যদ্যপি দায়াধিকারাধ্যায় যথোচিত বিস্তৃত রূপে লিখিত, তথাপি আর২ ব্যবহার বিষয় সঙ্ক্ষিপ্ত ও অপ্রগাঢ় রূপে বিবেচিত ও লিখিত হইয়াছে। পরন্তু মূল গ্রন্থ যেমত হউক, তাহার অনুবাদ কোন মতে প্রামাণিক নহে; প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অনুবাদই বলা যাইতে পারে না, কেননা যদিও হল্‌হেড্ সাহেব নিজ কর্ত্তব্যতা যথোচিত রূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তথাপি যে ব্যক্তি তাঁহাকে সংস্কৃত হইতে পারসিতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছে, সে অনেক অশাস্ত্রীয় এবং অসংলগ্ন কথা তাহাতে পুরিয়া দিয়াছে।।—কোল্‌ব্রুক্ সাহেব সর্ উইলিয়ম্ জোন্‌স্ সাহেবের উক্ত বিবেচনা ডাইজেষ্টের ভূমিকাতে তুলিয়া তৎসম্বন্ধে কোন মত নিজ লিখিত গ্রন্থে অথবা বিবেচনাদিতে প্রকাশ না করাতে বোধ হয় তাঁহার মত-ও ঐরূপ।

§ নিজকৃত মনুসংহিতানুবাদের ভূমিকার শেষে উক্ত মহাত্মা আরো লিখিয়াছেন যে—'মনুর প্রতি ও মানবধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি ইউরোপীয়দের যেমত বিবেচনা কেন হউক না কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যেসকল জাতীয়েরা ইউরোপীয়দের রাজ্যকার্য্যের ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের অত্যন্ত উপযোগি, বিশেষতঃ বিবিধ হিন্দু জাতীয় লক্ষ২ প্রজাসমূহ যাহাদের পরিশ্রমে ব্রিটন্‌দেশের শ্রীবৃদ্ধি সমৃদ্ধি হয়, তাহারা ঐ শাস্ত্রকে ব্রহ্মবাণী বলিয়া অত্যন্ত ভক্তি করে, ও প্রত্যুপকারে তাহারা কেবল এইমাত্র চাহে যে তাহাদের জীবন ও ভবন রক্ষা পায়, বৈষয়িক বিরোধে যথার্থ বিচার হয়, স্বকীয় সনাতন ধর্ম্মাচরণে উৎসাহ পায়, এবং যে ধর্ম্মশাস্ত্রকে তাহারা পবিত্র জ্ঞানে মানিতে উপদৃষ্ট হইয়াছে ও যাহাই কেবল তাহারা বুঝিতে পারে তাহারা তদনুসারে ফলভোগি হয়"।

হইতেছে, পরন্তু এই নিয়মানুসারে কার্য্য চলা কঠিন, কেননা হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিকাংশ সংস্কৃত ও আরবী এই দুই সুকঠিন ভাষারূপ কুটীরে বদ্ধ,—যে তাবা ইউরোপীয় অত্যাল্প লোক শিখিবে, যদি আমরা এতদ্দেশীয় স্মার্ত্তদিগের দত্তমতানুসারেই কেবল বিচার করি, তবে তাহাতে প্রতারিত হইয়াছি কি না এ সন্দেহ কখনো যায় না। যদিও ঐ জনবর্গের প্রতি অবিশেষে দোষারোপ করা কর্ত্তব্য হয়, না, তথাপি আমি যেপর্য্যন্ত দেখিয়াছি, জানিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে যথার্থতই বলিতে পারি যে, যেমকদ্দমাতে প্রাড়্বিবাকদিগকে প্রতারণা করার এতদ্দেশীয় স্মার্ত্তদের অত্যল্প কারণ থাকে, তাহাতেও শুদ্ধ ঐ স্মার্ত্তদের দত্তমতানুসারে বিচার নিষ্পত্তি হইলে আমি সচ্ছন্দমনে সে নিষ্পত্তিতে সম্মতি দিতে পারি না। এবং আমরা যত সতর্ক কেন হইনা আমারদিগকে ঠকান তাঁহাদের কঠিন নয়, কেননা কোন দুর্জ্ঞেয় বচন কোন গ্রন্থে এক রূপে ব্যাখ্যাত ও বিশেষ মত খণ্ডনার্থে ধৃত হইয়া থাকিলেও তাঁহারা সেই বচন সেই গ্রন্থ হইতে ভিন্নার্থে ধরিয়া প্রমাণ বলিয়া চালাইতে পারেন। ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করণের পূর্ব্বেই এই দোষ পরিহারের উপায় আমার মনে উদয় হইয়াছিল, তথায় পারলিয়ামেন্ট(নায়ক)সভার সভ্যগণের এবং ওয়েস্ট মিনিস্টর হল (নামক) আদালতের প্রাড়্বিবাকদের মধ্যে কোন২ বন্ধুকে ইহা জানাইয়াছিলাম, সেই কথা এক্ষণে এই লিখনে যথাসম্ভব সঙ্ক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি,—যদি জস্টিনিয়নের ঐ অমূল্য ও সম্পূর্ণ স্মৃতি সংগ্রহানুসারে এতদ্দেশীয় সুপণ্ডিত স্মার্ত্তদের সংগৃহীত একখানি স্মৃতিনিবন্ধন হয়, আর ঐ গ্রন্থ অবিকল রূপে ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়া তদনুবাদের প্রতিলিপি সদরদেওয়ানী আদালতের ও সুপ্রীমকোর্টের আফিসে থাকে তবে আবশ্যকমতে বিচারের আদর্শ জ্ঞানে তাহা দৃষ্টিকরা যাইতে পারে, তাহা হইলে নিদানে শাস্ত্রীয় বিধানসকল এবং উপস্থিত অভিযোগে প্রযুজ্য যে বিধান তাহা জানিতে পারা অসাধ্য হয় না, এবং বোধ হয় পণ্ডিতেরা ও মৌলবীরা কখনো আমারদিগকে ধোকা দিতে পারিবেন না, যেহেতু তখন ধোকা দিলে তাহা সহজেই প্রকাশ পাইবে। যেমত জস্টিনিয়ন্ গ্রীক্ ও রোমীয় প্রজাদিগকে যথাযোগ্য বিচার করণের চির-ভরসা দিয়াছিলেন তেমনি ব্রিটিস্ গবর্ণমেন্ট্ ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগকে উচিত রূপ বিচার করণের চির-ভরসা দিলে এই গবর্ণমেন্টের উপযুক্ত কার্য্যই করা হইবে। পরন্তু জস্টিনিয়নের সংগ্রহ অপেক্ষা আমাদের সংগ্রহে অনেক অল্প শ্রম লাগিবে, এবং অত্যাল্প কালেই তাহা তদপেক্ষা অধিক যথাযথ রূপে প্রস্তুত হইতে পারিবে, যেহেতু আমরা যে সংগ্রহ করিব তাহা কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবহারকাণ্ড বিষয়ক,—যাহা পরস্পর আচরণে অত্যন্ত আবশ্যক, এবং যসারে সুপ্রীমকোর্ট কর্ত্তৃক এতদ্দেশীয় লোকদের পরস্পর বিবাদ নিষ্পত্তি হওনের নিয়ম আইন-কর্ত্তারা করিয়াছেন"। যে লিখনের সঙ্ক্ষেপ উক্ত হইল তাহা ১৭৮৮ সালের ১৯ মার্চ তারিখে লিখিত হয়। সেই দিবসেই তাৎকালিক গবর্ণর জেনেরাল মার্কুইস্ করন্‌ওয়ালিস্ সাহেব কৌন্‌সিলের মেম্বরদিগের সম্মতিতে উক্ত প্রস্তাব এমত বাক্যে স্বীকার করিলেন যাহা তৎ প্রস্তাবকারির মানবর্দ্ধক অথচ অত্যন্ত ঔদার্য্য প্রকাশক। তদ্‌যথা—"যেহেতু আপনকার প্রস্তাবের অভিপ্রায় এই যে যথোচিত রূপে বিচার নিষ্পত্তি হয়, অতএব ইহা মনুষ্যত্ববিশিষ্টের মনোযোগযোগ্য এবং আমাদের বিশেষে অবধানার্হ,—কেননা তাহা কোম্পানির বহু সংখ্যক প্রজার শান্তি রক্ষা ও সুখবর্দ্ধন নিমিত্ত অভিপ্রেত"।

উক্ত প্রস্তাবের ফলে বিবাদসারার্ণব ও বিবাদভঙ্গার্ণব নামে দুইখান সংস্কৃত গ্রন্থ প্রস্তুত হয়; এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রথমখানি মিথিলা দেশীয় স্মার্ত্ত সর্ব্বোরু ত্রিবেদিকর্ত্তৃক লিখিত, দ্বিতীয়খানি ত্রিবেণীনিবাসি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকর্ত্তৃক সংগৃহীত। কিন্তু উভয় গ্রন্থই সর্ উইলিয়ম্ জোনস্ সাহেবের আদেশ ও উপদেশানুসারে প্রস্তুত হয়। উক্ত সাহেব বিবাদভঙ্গার্ণবের অনুবাদে স্বয়ং নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কাল তাঁহাকে অকালে সমন সদনে গমন করাইয়া আকাঙ্ক্ষিগণকে তাদৃশ পণ্ডিতবর হইতে সে উপকার প্রাপ্তির আশায় নিরাশ করিল। পরন্তু তাৎকালিক গবর্ণর জেনেরল্ সর্ জান সোর সাহেব যাঁহাকে তৎপরে তদ্‌গ্রন্থানুবাদ সমাপনে*

* সমাপন পদ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে বিবাদভঙ্গার্ণবানুবাদে যে সকল মনুবচন তাহা সর্ উইলিয়ম জোনস সাহেবের কৃত মনুসংহিতানুবাদ হইতে নীত, এবং বিবাদার্ণবসেতু পরীক্ষা কালীন তিনি আর যে সকল ঋষি-বচন অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহাও উক্তানুবাদে গৃহীত হইয়াছে।

নিযুক্ত করেন, বোধ হয় তিনি সংস্কৃত ভাষাভ্যাসে ও ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকতর শ্রম করিয়াছিলেন। এবং তদপেক্ষা অদ্যাপি কেহ ধর্ম্মশাস্ত্রীয় সংস্কৃত গ্রন্থানুবাদ অধিক শুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে করিতে পারেন নাই, তদপেক্ষা কেহ উত্তমতর ব্যবস্থাও দিতে পারেন নাই। বিবাদভঙ্গার্ণবের অনুবাদ সামান্যতঃ কোল্‌ব্রুকের ডাইজেষ্ট বলিয়া খ্যাত। সর্ উইলিয়ম্ জোন্‌স্ সাহেব ব্যবহারকাণ্ডের যে কয়েক প্রকরণবিষয়ক নিবন্ধন প্রস্তুতির প্রস্তাব করিয়াছিলেন বিবাদভঙ্গার্ণবে তৎসমুদায় সম্পূর্ণরূপে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থকর্ত্তা তাৎকালিক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কৌশল-নিপুন নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে প্রধান একজন ছিলেন। বিরোধ সমন্বয় করণ ও যে উক্তি আপাততঃ অসঙ্গত তাহার সুসঙ্গতি প্রদর্শন দূরে থাকুক, তিনি নানা ছলে আপনার ন্যায়-বিচক্ষণতা বুদ্ধি-কৌশল ও দক্ষতা দেখাইতে গ্রন্থখানি এরূপে লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পুর্ব্বে ধর্ম্মশাস্ত্রীয় কোন প্রামাণিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে নাই সে তৎপাঠে প্রায় ভ্রান্ত হইতে পারে,—কেননা সে এক২ বিষয়ে বিপরীত২ মত দেখিতে পাইযা ব্যবস্থা স্থির করিতে অস্থির হইবে, এবং প্রথমে যে মত দেখিতে পায় তাহাই যদি (ঐ গ্রন্থের স্থানান্তরে কি মত লিখিত হইয়াছে তাহা জানিয়া) তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা বলিয়া ব্যবহার করে তবে ভ্রমে পতিত হইতে পারে,—যেহেতু এমন-ও হইতে পারে যে উক্ত মত কেবল কৌশলসম্পন্ন ফলে ভ্রমাত্মক ও ভ্রান্তিজনক, এবং তদ্‌গ্রন্থেরই স্থানান্তরে যথার্থ ব্যবস্থা লিখিত আছে, অতএব শুদ্ধ বিবাদভঙ্গার্ণব পাঠে বিবাদ নিষ্পত্তির শক্তি হওয়া দুরূহ,—কেননা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে সংস্থাপিত ব্যবস্থা না জানিলে বিবাদভঙ্গার্ণবে লিখিত এক বিষয়ক এক দেশীয় নানা মতের কোন্ মত শাস্ত্রসিদ্ধ ও কোন্ মত শাস্ত্রবিরুদ্ধ তৎ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। দৃষ্ট হইতেছে যে উক্ত গ্রন্থ-কর্ত্তা 'বিবাদভঙ্গার্ণব' গ্রন্থ করিবেন এমত সঙ্কল্প করিয়াও ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানিক খণ্ডে অত্যন্ত মনোনিবেশ জন্য কেবল আনুমানিক বিবাদে একাগ্রচিত্ত হইয়া ভঙ্গ কথাটি বিস্মৃতি পূর্ব্বক স্মৃতি লিখাতে গ্রন্থখানি বিবাদ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও ভঙ্গ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ জন্য সুতরাং বিবাদার্ণব হইয়াছে। এই সকল কারণে ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি-লেখক ইউরোপীয়রা বিবাদভঙ্গার্ণবের নানা নিন্দা করিয়াছেন*। কিন্তু তথাপি অর্ণব রত্নাকর। অতএব বিবাদভঙ্গার্ণবের প্রতি মর্লি সাহেব যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তন্মতই মনোরম ও মম্মত সম্মত। তিনি কহেন—'বিবাদভঙ্গার্ণবের বিজ্ঞবর অনুবাদক ঐ গ্রন্থের নিন্দা করিলেও স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাতে বিশেষতঃ তাঁহার ঋণাদানাদি ব্যবহার কাণ্ডে বিস্তর অনুসন্ধান প্রাপ্য, এবং যে ব্যক্তি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ঐ গ্রন্থকর্ত্তার লিখনের ভাব ও রচনাদির বিন্যাস বিলক্ষণ রূপে জানিবে ঐ গ্রন্থ তাহার অত্যন্ত উপকারি ও উপযোগি হইবে।

*বিবাদভঙ্গার্ণবের প্রতি কোলব্রুক্ সাহেবের প্রকাশিত মত যথা,—"সংগ্রহকারক পণ্ডিতের কৃত বিন্যাসের বিরুদ্ধে ডাইজেষ্টের ভূমিকাতে ইঙ্গিতে নিজ মত লিখিয়াছি,—উক্ত সংগ্রহের প্রতি আমার ঐ মত আরো দৃঢ় হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা ভিন্ন২ প্রদেশীয় স্মার্ত্তদের প্রকাশিত বিভিন্ন মতসকল একত্র বিচার ও বিতর্ক করাতে এবং তন্মধ্যে কোন্২ মত এক প্রদেশে প্রচলিত তাহা বিশেষ করিয়া স্পষ্টতঃ না বলাতে, প্রত্যুতঃ তদুক্ত মত সকল ফলতঃ প্রবল কি না অথবা তন্মধ্যে কোন্ মত এক্ষণে চলিত ও কোন্ অচলিত তাহা নিশ্চয় করিয়া না বলাতে উক্ত গ্রন্থখানিকে যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ তাঁহাদের অত্যল্প উপযোগি এবং যাঁহারা তাহাতে অনভিজ্ঞ তাঁহাদের (বিশেষতঃ ইংরাজি অনুবাদদ্বারা যে ইংরাজ পাঠকদিগের ব্যবহার নিমিত্ত ঐগ্রন্থ প্রস্তুত হয় তাঁহাদের) নিতান্ত অনুপযোগি করিয়াছেন"। দা, ভা, ভূ, পৃ, ২, ৩।

* সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেব কহেন—"রোমীয় ডাইজেষ্ট (অর্থাৎ নিবন্ধন) গ্রন্থের ন্যায় বিবাদভঙ্গার্ণবে প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের বচনাদি তত্তদ্ গ্রন্থকর্ত্তার নামোল্লেখ পূর্ব্বক ধৃত হইয়াছে, এবং সংগ্রহ কর্ত্তা পূর্ব্ব২ টীকানুসারে ঐ সকলের অনেক ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। বিবাদভঙ্গার্ণবের রচনা ও প্রকরণাদির বিন্যাস যে বিজ্ঞের মনোরম নয়, এবং তদ্ব্যাখ্যাতে যে অনেক অকর্ম্মণ্য বিতর্কাদি আছে, ও ভিন্ন২ প্রদেশীয় পরস্পর বিপরীত২ মত সমূহ যে। যথাযোগ্য বিশেষ বর্ণনা বিনা ধৃত হইয়াছে তাহা ঐ বিজ্ঞবর অনুবাদকর্ত্তার প্রামাণিক উক্তিতেই ব্যক্ত। যে নিমিত্তে ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত হয়, উহা যে তদুপযোগি হয় নাই তাহাও তৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।—'উকিলের পক্ষে অত্যুত্তম, জজের পক্ষে অত্যধম'—বিবাদভঙ্গার্ণবের প্রতি এই যে উক্তি প্রসিদ্ধ তাহা অযথার্থ নয়। পরন্তু জগন্নাথের সংগ্রহ আমাদিগের আদালতে বিশেষতঃ দক্ষিণ প্রদেশীয় আদালত সকলে উপকারি রূপে ব্যবহৃত হওন বিষয়ে যে প্রকার মত কেন ব্যক্ত হউক না ঐ গ্রন্থ ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় ব্যবহার কাণ্ডের আকর স্বরূপ, তাহাতে যে বিষয় লইয়া বিচার ও বিবেচনা হইয়াছে তাহাই উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইয়াছে"। এস্‌ট্রেঞ্জের হিন্দু ল, ভূ, পৃ, ১১—১২।

বিবাদভঙ্গার্ণবে ভিন্ন২ প্রদেশ-প্রচলিত গ্রন্থের বচনাদি তত্তাবার্থ এবং মত প্রভৃতি লিখিত হওয়াতে ঐ গ্রন্থ আবশ্যক মতে আর২ দেশীয় শাস্ত্র-প্রমাণ রূপেও ব্যবহৃত হয়*, ব্যবহার্য্য-ও বটে।

---

সর্ ফ্রানসিস্ মেক্‌নাটন্ সাহেব কহেন—"সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেব যে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা অত্যুত্তম বটে, পরন্তু তৎ সম্পাদনের ভার জগন্নাথের উপর পড়িল। তিনি বিরোধের সমন্বয় ও অসংলগ্নকে সংলগ্ন করিবেন এ আশা দূরে থাকুক আমরা তাঁহার ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক বিচারকৌশলে বারম্বার ভ্রান্ত হই, এবং তাঁহার কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বিচারেও উপকার প্রাপ্ত নই। তিনি সর্ব্বদা আপনার ন্যায়নৈপুণ্য জানাইতে যে চেষ্টা করিয়াছেন ও তিনি যে নিতণ্ডা কৌশলানুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা না করিলে তদ্‌গ্রন্থ পাঠকদের এত আক্ষেপের বিষয় হইত না। কন্. হি. ল. ভূ. পৃ. ৮।

শেষোক্ত মতদ্বয়ের যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিবেচনা তাদৃক্ আবশ্যক নয়, কেননা ইঁহাদের যিনি যা হা লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদকর্ত্তা কোল্‌ব্রুক্ সাহেবের দৃষ্টান্তে, অতএব বিজ্ঞবর অনুবাদকর্ত্তার কৃত বিবেচনাই বিবেচ্য;—তিনি উপরি প্রকটিত যে কএক কারণে বিবাদভঙ্গার্ণবকে ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞদের অল্প উপকারি কহিয়াছেন তাহা মনোরম বোধ হইতেছে না, যেহেতু যাঁহারা ভিন্ন২ প্রদেশে প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মতজ্ঞ তাঁহারা গ্রন্থকর্ত্তার নামোল্লেখ পূর্ব্বক ধৃত কোন মত দেখিলেই স্মরণ করিতে অথবা জানিতে পারেন যে তিনি ও তন্মত কোন্ প্রদেশীয়, এবং সে মত তদ্দেশে এক্ষণে চলিত কি অচলিত তাহা জানাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন নহে। অপিচ উক্তরূপ ব্যক্তিরা বিবাদভঙ্গার্ণবস্থ ঐ সমস্ত মতাদি জ্ঞাত হইয়া তন্মধ্যে যাহা যে প্রদেশে প্রচলিত তাহা তৎ প্রদেশীয় অভিযোগে প্রয়োগ করাও তাঁহাদের দুষ্কর নয়, প্রত্যুত প্রায় তাবৎ প্রাচীন ও নব্য গ্রন্থস্থ বচনাদি বিবাদভঙ্গার্ণবে প্রাপ্য, আর তদ্বচনাদির এত ব্যাখ্যা ও তৎপ্রতি এত বিবেচনা ও তৎ সম্বন্ধে এত অনুসন্ধান করা হইয়াছে যে তাহার অর্দ্ধেক অন্য কোন গ্রন্থে নাই,—বহু গ্রন্থপাঠজ বহুদর্শিতা ঐ এক গ্রন্থ পাঠেই হয়। এতাবতা যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বিবাদভঙ্গার্ণব যে তাঁহাদের অত্যন্ত উপকারি অত্র সন্দেহ নাস্তি। উক্ত গ্রন্থের তাদৃশ উপকারিতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেব ও সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব,—কেননা তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থের অনেক স্থলে বিবাদভঙ্গার্ণব উল্লিখিত ও প্রমাণ রূপে ধৃত হইয়াছে, অনেক ব্যবস্থা-ও ঐ গ্রন্থ-প্রমাণে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বিজ্ঞবর অনুবাদকর্ত্তাও অনেক মত ও ব্যবস্থা বিবাদভঙ্গার্ণব-প্রমাণে লিখিয়াছেন। কেবল (যথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে) ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এই গ্রন্থ দৃষ্টে উপকার প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন, ফলতঃ তাঁহাদের পক্ষে ইহা ভ্রান্তি জননাশঙ্কা রহিত নয়।

* পরন্তু কোলব্রুক্ সাহেব সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবকে যে চিঠী লিখিয়াছেন তাহাতে কহেন—"যে স্থলে তিনি (অর্থাৎ বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা) স্বকীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, অথবা সংগ্রহকর্ত্তার কর্ত্তব্যতার অতিক্রম করিয়াছেন, সেস্থলে আমরা তাঁহাকে তাদৃশ মান্য করিনা,—যেহেতু তাঁহার মতসমূহ সচরাচর বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে নীত, কতক বা স্বকপোল কল্পিত, তাহা ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশের প্রামাণিক ও প্রচলিত গ্রন্থচয়ের মত হইতে অনেক বিষয়ে বিভিন্ন। খেদের বিষয় এই যে দক্ষিণ দেশীয় পণ্ডিতেরা (তাঁহাদের প্রতি) কৃত প্রশ্নের উত্তরে দত্ত ব্যবস্থায় বিবাদভঙ্গার্ণবকে নিজ নিজ ইচ্ছোপযোগি মত দানের উপায় জ্ঞানে তাহা সেই রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। এবঞ্চ জগন্নাথের গ্রন্থ অতি প্রামাণিক মিতাক্ষরার ও স্মৃতিচন্দ্রিকার ও মাধবীয়ের উপর মান্য হওয়াও খেদের বিষয় বটে"। পণ্ডিতবর সাহেবের প্রতি যথা সম্মানপুরঃসর বাচ্য এই যে জগন্নাথের যে২ মত কোন প্রামাণিক গ্রন্থমূলক বা তন্মতানুমত নয় কিন্তু স্বকপোল কল্পিত, তাহা যদি মিতাক্ষরাদিতে তত্তদ্বিপরীত মত প্রকাশিত থাকিতেও পণ্ডিতেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের তদ্ব্যবস্থার প্রতি আপত্তি কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু স্বদেশে বিশেষে প্রচলিত গ্রন্থ সমূহে কোন বিশেষ বিষয়ক মত প্রাপ্ত না হইয়া অথবা বিবাদভঙ্গার্ণবে কোন ব্যবস্থা উত্তম রূপে লিখিত অথচ স্বদেশে প্রচলিত গ্রন্থ চয়ের অবিরুদ্ধ দেখিয়া যদি তাঁহারা তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে তাহা বিজ্ঞবর সাহেবের খেদের বিষয় হইতে পারে না; কেননা তিনি নিজে (এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবের গ্রন্থের দ্বিতীয় বালামে প্রকটিত পণ্ডিতদিগের দত্ত মতের উপর) স্বলিখিত বিবেচনাচয়ের অনেক বিবেচনায় ঐ রূপে বিবাদভঙ্গার্ণবের তাদৃশ মত প্রমাণ রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব নিজ লিখিত হিন্দু-ল-র প্রথম বালামের এক স্থলে বিবাদভঙ্গার্ণবকে বঙ্গদেশে মাননীয় বিবেচনা করিয়াও অনেক স্থলে সাধারণ ব্যবস্থা ঐ বিবাদভঙ্গার্ণব প্রমাণে লিখিয়াছেন। তদ্‌গ্রন্থের দ্বিতীয় বালাম খুলিলে প্রকাশ পাইবে যে পণ্ডিতেরা আর২ দেশীয় মকদ্দমাতেও বিবাদভঙ্গার্ণব-প্রমাণে ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং তাদৃশ ব্যবস্থাচয়কে উক্ত বিজ্ঞবর সাহেব যথার্থ ও যথাযথ জ্ঞানে মনোনীত করিয়া অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন। সে যাহা হউক বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা যে স্থলে অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত গ্রন্থের পংক্তি তুলিয়া তদ্দেশীয় মতের অবিরুদ্ধ ভাবার্থ নিষ্কর্ষ করিয়াছেন, অথবা তিনি যে স্থলে কোন বিশেষ প্রদেশীয় মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও তাহা তৎ প্রদেশীয় মতানুমত বটে, অথবা তিনি যে স্থলে কোন প্রদেশ-প্রচলিত গ্রন্থচয়ে অলিখিত অথচ অপ্রতিবিদ্ধ মত লিখিয়াছেন, তাহা তদ্দেশীয় শাস্ত্র-প্রমাণ বলিয়া পণ্ডিতকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হওনের বাধা কি আছে, ও না হওনের-ই বা কারণ কি?—এমত না হইলে সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেব (যাঁহার গ্রন্থ প্রধানতঃ দক্ষিণ দেশের উপযোগি করণাশয়ে বিরচিত, তিনি) নিজ গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বিবাদভঙ্গার্ণব গ্রন্থের বাক্য প্রমাণ রূপে উল্লেখ করিতেন না। উক্ত সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেব-ও নিজ গ্রন্থস্থ ঋণাদানাদি প্রকরণ (যাহা সাধারণ ও সর্ব্ব প্রদেশের উপযোগি রূপে লিখিত, তাহাও) বিবাদভঙ্গার্ণব গ্রন্থ প্রমাণেই প্রায় লিখিতেন না।

আর কএকখান সংস্কৃত স্মৃতি গ্রন্থ-ও ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে,—তন্মধ্যে জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগ ও বিজ্ঞানেশ্বরকৃত মিতাক্ষরা সর্ব্বপ্রধান। এই গ্রন্থদ্বয় কোলব্রুক সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত হয়, বোধ হয় তদপেক্ষা অধিক শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ রূপে কোন সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদিত হয় নাই, অনুবাদক সাহেব মূল গ্রন্থের বিবিধ টীকাদির বিশেষ২ ভাগ অনুবাদ করিয়া তদ্ভাবার্থ উত্তম রূপে প্রকাশপূর্ব্বক উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদকে অত্যন্ত উপকারি করিয়াছেন, তদনুবাদের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাঁহার স্মৃতিজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে, অত্যন্ত মনোনিবেশ পূর্ব্বক পরিশ্রম করণের-ও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ অধ্যয়নে কাশী ও গৌড় প্রদেশের দায় শাস্ত্রজ্ঞান বিলক্ষণ রূপে উপার্জ্জিত হইতে পারে, কেননা তাহাতে ঐ প্রদেশদ্বয়ের তাবন্মতই প্রায় সঙ্কলিত, এবং যেং কারণে তত্তন্মত সংস্থাপিত তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ওরিয়ান্ সাহেব কর্ত্তৃক-ও মিতাক্ষরার দায় প্রকরণ অনুবাদিত হইয়াছে, এবং বঙ্গের সদরদেওয়ানী আদালতের জজ (ও বঙ্গের রিপোর্ট লেখক) ব্রোটন্ সাহেব কর্ত্তৃক ব্যবহার ময়ূখ অনুবাদিত হইয়াছে,—ইনি স্মৃতি শাস্ত্রীয় আর২ গ্রন্থের বাক্য উল্লেখে যে সকল ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন তাহাতে তদনুবাদ উক্ত প্রদেশীয় দায়শাস্ত্র জ্ঞানের বিশেষ উপযোগি হইয়াছে। উইঞ্চ সাহেবকর্ত্তৃক দায়ক্রম-সংগ্রহ অনুবাদিত হইয়াছে, এই গ্রন্থে যে সকল ঋষিবচন আছে, তাহার সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেব ও হেন্‌রি কোল্‌ব্রুক্ সাহেব যে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা গ্রহণ করিয়া উইঞ্চ্ সাহেব বিস্তুতার কর্ম্ম করিয়াছেন। মনু সংহিতার অনুবাদ সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেব ও সর্ গ্রেব্স হটন্ সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষায় ও মোসিওঁর লোয়াজিয়র দেলংসাম্প্স্ সাহেব কর্ত্তৃক ফরাসি ভাষায় কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেবের অনুবাদ শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত, এই অনুবাদ এবং হটন্ ও দেলংসাম্প্স্ সাহেবের অনুবাদ মধ্যে তাদৃক প্রভেদ নাই, কোন গুরুতর বিষয়ে বিভিন্নতাও নাই। মনুসংহিতার প্রথমাবধি তৃতীয়াধ্যায় পর্য্যন্ত কেচিৎ হিন্দু-কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও কয়েকখান চটি রূপে মুদ্রিত হয়,—তাহাতে সংস্কৃত বচন সকল দেবনাগর অক্ষরে তাহার প্রতিশাব্দিক অনুবাদ বঙ্গাক্ষরে ও ভাষায় এবং সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেবের ইংরাজি অনুবাদ ও তৎসংশোধন পূর্ব্বক অনুবাদান্তর প্রকটিত। দত্তকমীমাংসার ও দত্তকচন্দ্রিকার অনুবাদ সদরল্যাণ্ড্ সাহেব কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে। ইনি নিজ মাতুল পণ্ডিতবর কোলব্রুক্ সাহেবের ধারানুসারে মূল গ্রন্থের অনুবাদে আবশ্যক টীকানুবাদ যোগ করিয়া স্বকীয়ানুবাদকে অত্যন্ত উপযোগি করিয়াছেন। দত্তকচন্দ্রিকার অনুবাদ ফরাসি ভাষাতেও হইয়াছে, তদনুবাদ-কর্ত্তা ওরিয়ান্ সাহেব। সম্প্রতি ডাক্তর রোয়র সাহেব ও কোন্ সলি এফ্ মন্ট্রিও সাহেব কর্ত্তৃক যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ব্যবহার কাণ্ড অনুবাদিত ও মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এই অনুবাদের নাম "হিন্দু-ল এণ্ড্ জুডিকেচোর" ইহাতে অনেক সপ্রমাণ সুব্যাখ্যা থাকাতে এ গ্রন্থখানিও প্রকৃষ্ট রূপে মূলের অর্থবোধক।

উপরি উক্ত অনুবাদব্যতিরেকে স্মৃতির ব্যবহারকাণ্ড বিষয়ক কএকখানি নিবন্ধন-গ্রন্থও ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'কন্‌সিডারেসনস্ অন্ দি হিন্দু ল', 'এলিমেন্ট্স্ অব্ হিন্দু ল', ও 'প্রিন্‌সিপল্স্ অব্ হিন্দু ল' নামক তিনি খানি গ্রন্থ প্রধান।

'কন্‌সিডরেসন্স্ অন্ দি হিন্দু ল'—সর্ ফ্রান্সিস্ মেক্‌নাটন্ সাহেবকর্ত্তৃক লিখিত হয়। এই গ্রন্থে যে সকল ব্যবস্থা অছে তাহা কোন গ্রন্থমূলক বা তদুল্লেখ পূর্ব্বক প্রায় নহে, কিন্তু প্রায় নিষ্পন্ন মকদ্দমা সমূহে ব্যবস্থাপিত বিধান-মূলক। ঐ সকল মকদ্দমা প্রায় পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুসারেই নিষ্পন্ন, (যে পণ্ডিতেরা উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা কর্ত্তৃক অত্যন্ত নিন্দিত)। ইনি যে সকল ব্যবস্থা ও বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তত্তৎ কারণও বিস্তৃত রূপে লিখিয়াছেন এবং তৎ পোষকতায় নিষ্পন্ন মকদ্দমাতের বর্ণনা সুদীর্ঘ রূপে পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত দত্তক প্রকরণ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, তাহা ১২২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, কিন্তু তাহার ৪২ পৃষ্ঠা সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবের কৃত এক নিষ্পত্তির প্রতি বিবেচনা ও দোষানুসন্ধান প্রভৃতিতে পূর্ণ। উক্ত গ্রন্থের সপ্তমাধ্যায় ঋণাদানাদি ব্যবহার বিষয়ক, কিন্তু তাহাতে

বিবাদভঙ্গার্ণবস্থ বচন সমূহের (কোলব্রুক সাহেবের কৃত) অনুবাদ ভিন্ন অন্য কিছু নাই। অষ্টম ও নবম অধ্যায়ের অধিকাংশ মিতাক্ষরার অনুবাদ। উক্ত গ্রন্থের এডেণ্ডা (অর্থাৎ অতিরিক্ত ভাগ) এবং আপেণ্ডিক্স কেবল দত্তক বিষয়ক। তাঁহার লিখার দ্বারা প্রকাশ যে তিনি কিছুমাত্র সংস্কৃত জানিতেন না, এবং যে সকল (সংস্কৃত) স্মৃতি গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদিত হয় নাই তাহাতে কি আছে না আছে তাহা-ও জানিতেন না। যাহা হউক, কোন ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান বিনা এক বৎসরের মধ্যে স্মৃতি লিখিলে তাহা যেমত হওয়া সম্ভব উক্ত গ্রন্থ তদপেক্ষা অনেক উত্তম হইয়াছে* ।

সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেব†মাদ্‌রাসের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ থাকন সময়ে 'এলিমেন্ট্‌স অব্ হিন্দু ল' (নামক) গ্রন্থ লিখেন। যদিও তিনি সংস্কৃত জানিতেন না তথাপি তদ্ গ্রন্থস্থ প্রত্যেক ব্যবস্থাই প্রায় যথাযথ ও প্রমানিক প্রমাণ মূলক, ঐ সকল প্রমাণ প্রতি পৃষ্ঠার নিম্নে সাঙ্কেতিক বর্ণে উল্লিখিত হইয়াছে। কেবল কোন২ স্থানে ভিন্ন২ দেশীয় মত বৈলক্ষণ্য বিশেষ করিয়া লিখিতে ভ্রম হইয়াছে অথবা একদেশীয় মত দেশান্তরীয় মতের সহিত গোল মাল হইয়াছে। তিনি দক্ষিণের দুই প্রদেশীয় (অর্থাৎ ঐ বিজ্ঞবর সাহেব যে অঞ্চলে বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন তদঞ্চলীয়) ব্যবস্থাদি যেমত সম্পূর্ণ ও বিশিষ্ট রূপে লিখিয়াছেন তেমত আর২ প্রদেশীয় ব্যবস্থাদি লিখেন নাই। এতাবতা আর২ দেশের আদালত হইতে সুবে বঙ্গে ও মাদ্‌রাসের আদালতে তদ্ গ্রন্থ অধিক ব্যবহার্য্য, উপকারিও বটে, উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় বালম পণ্ডিতদিগের দত্ত ব্যবস্থাময়; গ্রন্থ-কর্ত্তা এই বালামে ঐ সকল ব্যবস্থার নিম্নে কোল্‌ব্রুক, সদরল্যাণ্ড্ ও এলিস্ সাহেবের বা তন্মধ্যে কাহারো তত্তদ্বিষয়ক বিবেচনা তৎপোষকতায় প্রকটিত করিয়া তাহার নাম 'রেস্‌পন্‌সা প্রুডেন্টম্' অর্থাৎ পণ্ডিতের উত্তর রাখিয়াছেন,—ঐ সকল যথার্থত পণ্ডিতেরই উত্তর বটে; অপিচ তিনি নিজ লিখনের উত্তরে কোল্‌ব্রুক সাহেবের দত্ত মত সকল প্রথম বালামে প্রকাশ করাতে গ্রন্থ খানি আরো অধিক উপকারি হইয়াছে। এবং প্রত্যেক কঠিন বা সন্দিগ্ধ বিষয়ে কোল্‌ব্রুকের মত গ্রহণে ও প্রদর্শনে যথার্থতই বিজ্ঞের কর্ম্ম করা হইয়াছে।

মেস্তর (পরে, সর্) উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেব কর্ত্তৃক 'প্রিন্‌সিপল্‌স্ এণ্ড্ প্রেসিডেন্ট্‌স্ অব্ হিন্দু ল' নামক গ্রন্থ রচিত ও সংগৃহীত হয়;—কি হিন্দুস্থানীয় কি ইউরোপীয়দের এপর্য্যন্ত লিখিত নিবন্ধন-গ্রন্থ চয়ের মধ্যে এই গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও পরিপাটি। উক্ত গ্রন্থের প্রথম বালামে ধনির অধিকার বা স্বামিত্ব, দায়াধিকার, স্ত্রী-ধন, বিভাগ, বিবাহ, দত্তকতা, অপ্রাপ্তব্যবহারতা, দাসত্ব, ও ঋণদাণাদি ব্যবহার প্রকরণীয় ব্যবস্থা, ও মিতাক্ষরার আংশিক অনুবাদ আছে, এবং দ্বিতীয় বালাম পণ্ডিতদিগের দত্ত ও ভিন্ন২ আদালতে গ্রাহ্য হওয়া অথচ উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার পরীক্ষিত ও মনোনীত মত সমূহে পূর্ণ। এই বালাম অত্যুপযোগি হইয়াছে;—ইহা আরো অধিক উপকারি হইতে পারিত যদি সর্ টামস্ এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেবের গ্রন্থে প্রকটিত কোল্‌ব্রুক সাহেবের প্রশুদ্ধ ও প্রামাণিক মতগুলি ইহাতেও সঙ্কলিত হইত। এবং এস্‌ট্রেঞ্জ্ সাহেব নিজ গ্রন্থস্থ ব্যবস্থা সকলের পোষকতায় যেমত প্রামাণিক প্রমাণ সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন সেই রূপ মেক্‌নাটন্ সাহেব-ও যদি আদ্যোপান্ত করিতেন তবে তাঁহার প্রথম বালাম আরো উত্তম ও প্রামাণিক হইতা।

---

* মর্লি সাহেব কহেন—"খেদের বিষয় এই যে উক্ত গ্রন্থের আদ্যোপান্ত ঐ গ্রন্থকর্ত্তার সাতিশয় অহঙ্কারোক্তিতে এবং যে কিছু তাঁহার মতের মত নয় তাহারই প্রতি বৈরোক্তিতে পরিপূর্ণ।

† মর্লি সাহেব কহেন—"সম্প্রতি প্রিবি কৌন্‌সিলের কৃত এক বিচার-নিষ্পত্তিতে লিখিত হইয়াছে যে ইউরোপীয়দের লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থচয় মধ্যে সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের গ্রন্থ অতি গুরুতর প্রমাণ, এবং তদ্‌গ্রন্থে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রীয় যে সকল ব্যবস্থা লিখিত আছে তাহা কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যবহৃত, ও জজদিগের নিকট পণ্ডিতের ব্যবস্থাপেক্ষা অধিক মান্য। (কিন্তু দ্রষ্টব্য—পৃ. ৩০৪ও৩০৭) পরন্তু "ইউরোপীয়দের লিখিত হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ" এই পদকতিপয়ের অর্থ যদি ইউরোপীয়দিগের রচিত বা সংগৃহীত গ্রন্থ মাত্র হয়, তবে মেক্‌নাটন্ সাহেবের গ্রন্থের প্রায় সমুদায় যেমত কথিত হইয়াছে তেমতই বটে, কিন্তু উক্ত পদ কতিপয়ে যদি ইউরোপীয়দের কৃত অনুবাদ ও লিখিত মতাদিও বুঝায় তবে পণ্ডিতবর কোল্‌ব্রুক্ সাহেবের লেখনী হইতে যাহা নির্গত তাহা অধিক মান্য হওয়া উচিত, বিশেষতঃ দায়ভাগের ও মিতক্ষরার তৎকৃতানুবাদ (যেহেতু দায়ভাগ বঙ্গদেশীয় মত সংস্থাপক, এবং এত-

শ্রীরামপুরের পূর্ব্ব জজ ডেন্‌মার্ক দেশীয় এল্‌বরলিং সাহেব এক খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা 'এল্‌বর্‌লিংস্‌ অন্‌ ইন্‌হেরিটেন্‌স্‌' (অর্থাৎ এল্‌বরলিঙ্গের দায়াধিকার) নামে খ্যাত, পরন্তু তাহা হিন্দু মুসলমান ও ইংরাজদের আইনানুসারে দায়াধিকার, দান, উইল, বিক্রয় ও বন্ধকাদি বিষয়ক। তাহাতে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অত্যল্প, তাহাতে সকল কার্য্য চলে না এবং তাহার উপর সম্যক্‌ ভরসাও করা যাইতে পরে না। ঐ পুস্তকে লিখিত ব্যবস্থা সকলের প্রমাণে যদিও গ্রন্থ-প্রমাণ ও নজীর প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা বিজ্ঞতার কর্ম্ম করিয়াছেন তথাপি তাদৃশ কার্য্যেও স্থলে২ ভ্রম নিবারণ করিতে পারেন নাই। অবগতি হইতেছে যে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তাও কিছু মাত্র সংস্কৃত জানিতেন না, এবং (যথা সর্‌ উইয়ম্‌ জোন্‌স সাহেব কহিয়াছেন) ধর্ম্ম শাস্ত্রের অধিকাংশ কঠিন সংস্কৃত ভাষা কুটীরে বদ্ধ থাকাতে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাঁহা হইতে তদপেক্ষা অধিক আশা করা যাইতে পারেনা।।

বঙ্গের গবর্ণরের আদেশক্রমে ইস্‌টীল সাহেব কর্ত্তৃক 'হিন্দু জাতীয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের ও আচারের চুম্বক' নামক এক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এই গ্রন্থ পরিপাট্যাভাবে ব্যবহারে সুগম নয়। পরন্তু তাহাতে অনেক অনুসন্ধান প্রাপ্য, ও তাহা অনেক উপকারি। উক্ত গ্রন্থ—'ধর্ম্মশাস্ত্র, জতি ও আচার'—এই তিন অধ্যায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে শেষদ্বয় বিশেষে উপকারি,—কেননা তাহাতে যাহা২ লিখিত আছে, তাহা আর কোন ইংরাজি গ্রন্থে নাই।

কোল্‌ব্রুক্‌ সাহেবের লিখিত 'ট্রিটিস্‌ অন্‌ অব্‌লিগেসন্‌ এণ্ড্‌ কন্ট্র্যাক্‌ট্‌স্‌' নামক গ্রন্থ আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, যেহেতু তাহা সর্ব্বসাধারণের ঋণাদানাদি বিষয়ক, পরন্তু তিনি তাহার আদ্যোপান্ত হিন্দুদের ঋণাদির নিয়ম বা শাস্ত্র অবলম্বনে লিখাতে তদ্ব্যবস্থা হিন্দুদের বিবাদেও প্রযুজ্য ও প্রামাণ্য। উক্ত সাহেব উক্ত বিষয়ে যেকিছু সংগ্রহ করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন তাহা অত্যন্ত কার্য্যকারক। খেদের বিষয় এই যে তদ্‌গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে, খণ্ডান্তর এবং তিনি যে ভূমিকা ও আভাস লিখিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত না হওয়াতে গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় যে এক খানি চটি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা অধিকার ও স্বামিত্বাদি বিষয়ক, এবং ইংরাজি অনুবাদ সহিত বচনাদি প্রমাণে পরিপূর্ণ। ঐ মহাত্মা পণ্ডিতবর ধর্ম্মশাস্ত্রীয় আর২ প্রকরণ বিষয়েও ঐ রূপ লিখিলে তৎসমষ্টি একখানি উত্তম নিবন্ধন গ্রন্থ হইত।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের গৌড়ীয় দায়াবলী অত্যন্ত বুদ্ধি বিচক্ষণতাসম্পন্ন; চিত্ররেখার ন্যায় এক ক্ষুদ্রপটে পুং ও স্ত্রী ধনের তাবৎ দায়াধিকার ক্রম প্রদর্শন ও বিশেষ২ উপযোগি ব্যাখ্যা সঙ্কলন হওয়াতে ঐ পট-খানিকে নিবন্ধনের নিবন্ধন অথবা সংগ্রহ সমুহের সার বলাযাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝা ও তদ্দ্বারা ব্যবস্থা স্থির করা বুদ্ধি অপেক্ষা করে।

---

দেশীয় আর২ নিবন্ধনগ্রন্থের আদর্শ; মিতাক্ষরা কাশী হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ অন্তরীপ পর্য্যন্ত সকল প্রদেশে মান্য ও তত্তৎপ্রদেশীয় মতাত্মক গ্রন্থচয়ের আদর্শ)। এবং সদরল্যাণ্ড্‌ সাহেবের অনুবাদিত দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তক-মীমাংসা দত্তক বিষয়ে মতাপ্রামানিক। উক্ত মেক্‌নাটন্‌ সাহেবের কৃত মিতাক্ষরার আংশিক অনুবাদ, ও দায়ক্রম সংগ্রহের ও ব্যবহারময়ূখের অনুবাদও অগ্রগণ্য প্রমাণ, তৎপরেই মান্য কোল্‌ব্রুক্‌ সাহেবের মত সকল। সর্‌ টামস্‌ এস্‌ট্রেঞ্জ্‌ সাহেব কহেন "মূলগ্রন্থাদি পাঠ ও আর২ উপায় দ্বারা কোল্‌ব্রুক্‌ সাহেবের উপার্জ্জিত ঐ শাস্ত্র বিদ্যা কি ইউরোপ কি আসিয়া উভয় দেশেই পরিকীর্ত্তিতা"। উক্ত পণ্ডিতবর সাহেবের লিখিত মত সমূহের এক মত উল্লেখ পূর্ব্বক (এখানকার) সদর দেওয়ানী আদালতের পূর্ব্ব জজ মেস্তর সেক্‌স্‌পিয়র সাহেব মেক্‌নাটন্‌ সাহেবের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ব্বক কহিয়াছেন—"এক্ষণে আমি বিবেচনা করি যে মেস্তর হেনরি কোল্‌ব্রুক্‌ সাহেবের মত হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তাদের মধ্যে সর্ব্বোপরি প্রামানিক; পরন্তু যদি বোধ করাযায় যে অন্য ব্যক্তিরাও তত্তুল্য উত্তম রূপে অধীত হইয়াছে, তথাপি শাস্ত্রজ্ঞান এবং এতকাল এই আদালতের জজ থাকাতে অনুশীলনজাত অনুভব এই দুই গুণে কেহই কোলব্রুক্‌ সাহেবের প্রতিযোগী হইতে পারেনা। সর্‌ ফ্রান্সিস্‌ মেক্‌নাটন্‌ সাহেব কহিয়াছেন—"উইল দ্বারা বিষয় বিলি করিতে হিন্দুদের ক্ষমতা থাকন বিষয়ে আমি কোল্‌ব্রুক্‌ সাহেবের মত দেখিয়াছি, এবং এমত ব্যক্তি নাই যাহার মত কোলব্রুকের মতাপেক্ষা অধিক মান্য হইতে পারে"। কোল্‌ব্রুক্‌ সাহেব কর্ত্তৃক যে কিছু লিখিত তাহা বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক দৃষ্ট করা হইয়াছে, ঐ সকল অত্যন্ত শুদ্ধ ও গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন, তিনি যে সকল-সংস্কৃত পুস্তক পাঠকরার উল্লেখ করিয়াছেন বোধ হয় তত গ্রন্থাধ্যয়ন ভিন্ন তাদৃশ বিদ্যা ও বহুদর্শিতা হওয়া কঠিন,—ঐ সকল গ্রন্থ সংখ্যায় এত অধিক যে অত্যল্প পণ্ডিতে তত দেখিয়াছেন।

কিন্তু এত গ্রন্থ থাকিতেও আমাদের বিবাদ ও ব্যবহার নিষ্পত্তি সর্ব্বদা যথাশাস্ত্র হইতে পারিতেছেনা,—তাহার প্রধান কারণ এই যে প্রাড্‌বিবাকেরা এবং অভিযোগে নিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রায় সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, তন্মধ্যে যাঁহারা ইংরাজি জানেন তাঁহারা উপরি উক্ত ইংরাজি অনুবাদ ও নিবন্ধন ব্যবহার করিতে পারেন বটে, কেহ২ করিয়াও থাকেন, কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ে ইংরাজি ভাষাজ্ঞ অতি অল্প, তাহাতে অনভিজ্ঞই অনেক, ইঁহাদের বিজ্ঞান ও ব্যবহারার্থ দেশীয় ভাষায় অদ্যাপি কোন উপযুক্ত গ্রন্থপ্রস্তুতিদ্বারা বিচারের সদুপায় করা হয় নাই*। সুতরাং ইঁহাদের সকলকেই প্রায় পণ্ডিতদিগের হস্তে পতিত হইতে হয়। যদিও পণ্ডিত পদবাচ্য ব্যক্তিদের অনেকে পণ্ডিতের গুণবিশিষ্ট শিষ্ট বটেন, তথাপি কতিপয়ের দোষে তদ্বর্গের এমত দুর্নাম যে এক্ষণকার প্রাড্‌বিবাকেরাও যদি সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেবের মত কহেন ("যে মকদ্দমাতে প্রাড্‌বিবাকদিগকে প্রতারণা করিতে স্মার্ত্তদের অত্যল্প কারণ থাকে তাহাতেও শুদ্ধ ঐ স্মার্ত্তদের দত্ত মতানুসারে আমরা স্বচ্ছন্দ মনে বিচার নিষ্পত্তি করিতে পারিনা, এবং আমরা যত কেন সতর্ক হইনা, আমারদিগকে ঠকান তাঁহাদের কঠিন নয়, কেননা কোন দুর্জ্ঞেয় বচন কোন গ্রন্থে এক রূপে ব্যাখ্যাত ও বিশেষ মত খণ্ডনার্থ ধৃত হইয়া থাকিলেও তাঁহারা সে বচন সেই গ্রন্থ হইতে ভিন্নার্থে ধরিয়া চালাইতে পারেন") তবে তৎ কথনে তাঁহারদিগকে দোষি করা যাইতে পারেনা। অভিযোগে নিযুক্ত ব্যক্তিরা শাস্ত্রজ্ঞ না হওন জন্য অনেক মকদ্দমাতে এমত ঘটিয়াছে যে সদর আদালতে আপীল না হওয়া পর্য্যন্ত শাস্ত্র বিষয়ক কোন আপত্তি বিশেষ রূপে উত্থিত হয় নাই, পরে সদরে ইংরাজি পুস্তক দৃষ্টে শাস্ত্র মূলক আপত্তি প্রবল রূপে উত্থিত হইলে মকদ্দমা নন্‌সুট হইল অথবা পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে পুনঃপ্রেরিত হইল, এদিগে বাদি প্রতিবাদি মকদ্দমার বিচার না হইতেই দুই আদালতের ব্যয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। এতাবতা ইংরাজি অনুবাদ ও নিবন্ধন দ্বারা যে উক্ত দোষের পরিহার ও বিচারের সাহায্য সে অল্পাংশে মাত্র, যেহেতু ঐ ইংরাজি পুস্তক কতিপয় কেবল ইংরাজিতে নিপুন ব্যক্তিদের নিমিত্ত যাঁহাদের সংখ্যা তাহাতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত তুল্য করিলে নিতান্ত অল্প। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রীয় উত্তম নিবন্ধন বা সংগ্রহ শুদ্ধ ইংরাজিতে হইলে তাহা উক্ত দোষের পরিহারের নিমিত্তে যথেষ্ট নয়, পরন্তু ইংরাজির সহিত দেশীয় ভাষায় তাদৃশ গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইবার এবং অভিযোগে নিযুক্ত ব্যক্তি প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ত্তির সম্ভাবনা বটে। খেদের বিষয় এই যে তাদৃশ পুস্তক প্রস্তুতির চেষ্টা অদ্যাপি কেহই করিলেন না। গবর্ণমেন্ট আইন করিয়াছেন বটে যে হিন্দুদের দায়াধিকারাদি বিষয়ক বিবাদ তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন হইবে, কিন্তু অসংস্কৃতজ্ঞ ভৃত্য ও প্রজাবর্গের ঐ শাস্ত্র জানিবার উপায় সম্পাদন দ্বারা যথাশাস্ত্র বিচার হওনের অথবা শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিচার নিবারণের উপায় করিয়াদেন নাই। উক্ত দোষ সদর দেওয়ানী আদালতীয় বিচারবিচক্ষণ কোন পূর্ব্ব মহামতি বিচারপতির হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে তিনি এতদ্দেশীয় ভাষায় ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবহার কাণ্ডের এক খানি নিবন্ধন গ্রন্থ প্রস্তুতির আকাঙ্ক্ষিত হইয়া প্রথমতঃ সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের প্রস্তুত গ্রন্থের বাঙ্গলা এবং উর্দু ভাষায় অনুবাদ করিতে অনুজ্ঞা করেন। পরন্তু উক্ত গ্রন্থানুবাদ উক্ত দোষের পরিহার ও ব্যবহার ব্যাপার নির্ব্বাহ নিমিত্ত যথেষ্ট হইবে কি না তন্নিরাকরণ কারণ তাহার আদ্যোপান্ত পরী-

* বঙ্গভাষায় এপর্য্যন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রীয় পুস্তক চারি খানি বই লিখিত হয় নাই, কিন্তু ঐ কএক খানই সর্ব্বপ্রকারে ক্ষুদ্র, অনেক বিষয়ক ব্যবস্থার অভাব এবং অত্যল্প উপযোগিতা জন্য তাহা প্রকাশ পাইতে পাইতেই অদৃশ্য হইয়াছে, কখনো ব্যবহারে ব্যবহৃত হয় নাই। ঐ পুস্তক চতুষ্টয়ের একের নাম ব্যবহার রত্নমালা।—এই পুস্তক খানি লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কর্ত্তৃক প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত ও মধ্যে২ তাহাতে সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে দায়ভাগকর্ত্তার মতানুসারে সঙ্ক্ষেপে দায়াধিকার লিখিত এবং দত্তক বিষয়ক কতিপয় বিধানও সঙ্কলিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খানি রামজীবন তর্কালঙ্কারের সংগৃহীত ও তাহা দায়ভাগস্থ ব্যবস্থামাত্রের সংগ্রহ। ১৮২৭ সালের ২২ ফেব্রুওরি দিবসে বাঙ্গলার গবর্ণমেন্ট ডাইরেক্টরদিগকে যে পত্রলিখেন তাহাতে উক্ত দুই পুস্তক রচনাদি বিষয়ে সাহায্য দত্ত হওনের উল্লেখ হয়। তৃতীয় খানি বকোরা নিবাসি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের লিখিত, ইহাতে দায়াধিকার অশৌচ ও প্রায়শ্চিত্ত এই তিন প্রকরণ স্থূল রূপে সঙ্ক্ষেপে লিখিত আছে। চতুর্থ খানি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, কতিপয় ক্ষুদ্রপত্রাত্মক;—এই চটি পুস্তক খানি লক্ষ প্রতিষ্ঠ নৈয়ায়িক অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক লিখিত হয়, ইহাতে দায়ভাগের ব্যবস্থা গুলি মাত্র প্রাপ্য।

ক্ষিত হইলে দৃষ্ট হয় যে তৎপুস্তকে অনেক বিষয়ক ব্যবস্থাদি যোগ ও কএক ব্যবস্থা সংশোধন হইলে তাহা ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ ও সংশুদ্ধ হইত। পরে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার এবং দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তকমীমাংসার অনুবাদ কল্পনায় বিবেচনা হইল যে তাহাতে যে পরিশ্রম ও ব্যয় হওয়া সম্ভব তাহা তদনুরূপ উপকারি হওয়া সম্ভবা নহে কেননা তাহার অধিকাংশ পরমত খণ্ডন ও স্বমত সংস্থাপনার্থ বিচারে পরিপুর্ণ, এবং ঐ গ্রন্থ কয়েকের কোথায় কি আছে তাহা আমূলতঃ অভ্যাস না করিলে ও স্মরণ না থাকিলে প্রথম দৃষ্টিতে ব্যবস্থাস্থির করা দুরূহ,যেহেতু তাহার এক স্থলে বিচারমুখে কোন ব্যবস্থা সংস্থাপিত হওয়া প্রকাশ পাইবে, কিন্তু স্থলান্তরে তাহা খণ্ডিত হইয়া সিদ্ধান্তরূপে ব্যবস্থান্তর ব্যবস্থাপিত হওয়া দৃষ্ট হইবে। অতএব তত্তদ্ গ্রন্থের আদ্যোপান্ত স্মরণ কারণ যাঁহাদের অভ্যাসের সময় নাই অথবা অধ্যবসায় নাই,ও যাঁহারা কেবল প্রথম দৃষ্টিতে প্রাপ্ত ব্যবস্থাকে অভিযোগের পোষকতায় প্রয়োগ করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে উক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের অনুবাদ সর্ব্বদা সর্ব্বথা উপকারি হইতে পারেনা। অপিচ অধুনা প্রাড্বিবাকেরা বিচার্য্য বিষয়ের যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা নির্ণয়ে পুনর্ব্বার ক্লেশ স্বীকার ও সময় ব্যয় নাকরিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিচারপতিদের কৃত নিষ্পত্তির অনুগামি হওয়াই ভাল বোধ করেন, এবং তাহাতেই অধিক রত। এতাবতা পূর্ব্ব২ প্রাড্বিবাকের নিষ্পত্তিতে স্থাপিত যে সকল বিধান এবং পণ্ডিতদিগের যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রাহ্য হইয়া তদনুসারে ঐ সকল নিষ্পত্তি নিষ্পন্ন তাহাই অধুনা ব্যবহার কাণ্ডের ব্যবহারিক ভাগ। অতএব এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থে ব্যবস্থাপিত ব্যবস্থা গুলি মাত্র প্রমাণসহ সংগ্রহ করিলে তাহা ব্যবহারের নিমিত্তে প্রচুর নয়, কিন্তু প্রচলিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকলে এবং অখণ্ডিত বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তিপত্রসমূহে ব্যবস্থাপিত ব্যবস্থাচয় ও তৎপোষক নজীর সমূহাত্মক গ্রন্থ হইলে তাহা যথেষ্ট রূপে কার্য্যকারক বটে;—পরন্তু এই রূপ একখানি পুস্তক শুদ্ধ দেশীয় ভাষায় নয়, কিন্তু ইংরাজিতেও হওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে, যেহেতু এই সমস্ত একখানি ইংরাজি পুস্তকে প্রাপ্য নয়, এবং যে পুস্তক সমুহে এই সমুদায় প্রাপ্য তাহা সংগ্রহ করাও সহজ নয়, কেননা তন্মধ্যে কোন২ গ্রন্থ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, ও (কদাচিৎ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইলেও অনেক গ্রাহক যুটাতে তাহা অত্যন্ত) দুর্ম্মূল্য; পরন্তু যাঁহাদের ঐ সকল পুস্তক আছে তাঁহারাও অনেক পুস্তক না ঘাঁটিলে যাহা চাহেন তাহা বাহির করিতে প্রায় পারেন না। আমার যে অবকাশ ও যোগ্যতা তাহা তাদৃশ গ্রন্থ প্রস্তুতির নিমিত্তে প্রচুর নয়। কিন্তু যেহেতু অধিক যোগ্যতাপন্ন ও বহুদর্শী কেহ তাদৃশ কঠিন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন না, এবং মফস্সলীয় ও রাজধানীস্থ অভিযোগে নিযুক্ত ব্যক্তি প্রভৃতির তাদৃশ গ্রন্থাভাব জন্য অসুগমতা ঘুচিল না, আকাঙ্ক্ষাও মিটিল না, সুতরাং তদভাব ও আকাঙ্ক্ষা দূর করণবাঞ্ছায় পরিশ্রম আরম্ভ করিলাম,—যে পরিশ্রমের প্রমাণ এই ব্যবস্থা-দর্পণ, ইহা আমার কএক বৎসর যাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্র দৃষ্টির ফল স্বরূপ। আরম্ভ কালে এই রূপ বোধ হইয়াছিল যে কেবল ব্যবস্থাগুলি প্রমাণ ও নজীর সম্বলিত বাঙ্গলা ও ইংরাজি ভাষায় লিখিলেই যথেষ্ট হইবে, কিন্তু অনন্তর বিবেচনা হইল যে যদি ঐ সমস্ত ব্যবস্থা ও তাহা যে সকল বচনাদিমূলক তাহার অনুবাদ মাত্র দেওয়া যায় আর অবিকল সংস্কৃতটি প্রকটিত না হয় তবে যাঁহারা ধূর্ত্ত শিরোমণি স্মার্ত্ত তাঁহাদের সে ব্যবসায় বিলক্ষণ চলিবে। এবঞ্চ বহুবর্ষ ব্যাপিয়া ব্যবহার দৃষ্টি হেতু আরো বিবেচনা হইল যে বঙ্গদেশের নিমিত্তে পৃথক্ এক পুস্তক এবং আর২ প্রদেশের নিমিত্তে আর এক পুস্তক লিখাই শ্রেয়,—যেহেতু বঙ্গদেশীয় এবং অন্যান্য দেশীয় মতচয়ের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা আদ্যোপান্ত বিশেষ করিয়া-রাওয়া সহজ নয়;—সর উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেব তদ্বিষয়ে অধিক সাবধান থাকিয়াও স্থানে২ সেই প্রভেদ করিতে ভুলিয়া একদেশীয় মত-বিশেষের সহিত দেশান্তরীয় মতের গোলমাল ও অভেদ করিয়া ফেলিয়াছেন। পরন্তু যদি ঐ সকল মতভেদের প্রভেদ আদ্যোপান্ত রাখাও যায় তথাপি ব্যবহারসময়ে পাঠকের ভ্রমে পতিত হওয়া অসম্ভব নয়*। অপিচ হিন্দুদের নিবসিত কএক প্রদেশের ভাষা বিভিন্ন হওয়াতে বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ও ন-

---

* কোলব্রুক্ সাহেব কহেন—"সাধারণ সংগ্রহে বিবিধ প্রমাণ ও ভিন্ন২ প্রদেশের বিভিন্ন মতচয় ধৃত এবং অনেক গ্রন্থ-

জীর প্রভৃতি বঙ্গভাষায় এবং আর২ দেশ সম্বন্ধীয় ঐ সকল তত্তদ্দেশীয় ভাষায় নিদানে উর্দুভাষায় অনুবাদ করণাবশ্যক, কিন্তু এক পুস্তকে বাঙ্গলা এবং উর্দুভাষায় তৎ সমুদায় অনুবাদ করিলে পুস্তক প্রকাণ্ড হইয়া পাঠকের ক্রয়ের ও ব্যবহারের অসুগমতা হইবে,এবং যাহার যে অংশ আবশ্যক নাই তাহার নিমিত্তেও তাহাকে অনর্থ অর্থব্যয় করিতে হইবে। এই সমস্ত বিবেচনায় দুই পুস্তক করিতে হইল,—বর্ত্তমান পুস্তক বঙ্গদেশের নিমিত্তে। এই পুস্তকে—দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব,দায়ক্রমসংগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকা, দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা ও বিবাদভঙ্গার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থে এবং (এতদ্দেশীয়) নিষ্পত্তিপত্র বা নজীর সমূহে ব্যবস্থাপিত ব্যবস্থা চয় যথাক্রমে বিন্যস্ত, ও তদ্ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনের কোন কারণ থাকিলে তাহা তন্নিম্নে সঙ্কলিত, তদনন্তর ঐ ব্যবস্থা যে প্রমাণ-মূলক তাহা ধৃত হইল,এবং এতন্মধ্যে কোন কথার অর্থ লিখন আবশ্যক হইলে ঐ কথার পরে পারেনথিসিস্* নামক ( ) এই চিহ্নে কোন অক্ষর বেষ্টিত রাখিয়া তদব্যবহিত বা ব্যবহিত পারাগ্রাফের প্রথমে পারেনথিসিস্ চিহ্নে সেই বর্ণ বেষ্টন পূর্ব্বক উক্ত কথার অর্থ প্রামাণিক টীকাদি হইতে উদ্ধৃত অথবা যুক্তিযুক্ত রূপে ব্যাখ্যাত†, এবং তদর্থ হইতে নিষ্কৃষ্ট ব্যবস্থা থাকিলে তাহাও তন্নিম্নে সঙ্কলিত হইল। অপিচ উক্ত ব্যবস্থাচয় ও প্রমাণ প্রভৃতি যে সংস্কৃত ও ইংরাজি গ্রন্থের যে অধ্যায়ে প্রকরণে ও পৃষ্ঠায় প্রাপ্য তাহা পৃষ্ঠার শেষে কসির নীচে অর্থাৎ নোটে সাঙ্কেতিক বর্ণে দর্শিত হইল। এবং যে ব্যবস্থাদি সম্বন্ধীয় যে নোট তদুভয়ের পার্শ্বে *, †, ‡, §, ¶, এই কএক চিহ্নের কোন চিহ্ন রাখিয়া তৎপরস্পর সম্বন্ধ দর্শিত হইল,—মূলে কোন কথার পার্শ্বে উপরি দর্শিত কোন চিহ্ন দৃষ্ট হইলে কসির নীচে সেই চিহ্নে চিহ্নিত নোট দৃষ্টে সবিশেষ বিজ্ঞাপ্তি হইবে। এবঞ্চ গ্রন্থকর্ত্তাদের ও অন্যান্য ব্যক্তিদের যে বিবেচনা প্রভৃতি অত্যন্ত কর্ম্মণ্য বিবেচিত তাহা কখনো পৃষ্ঠার মধ্যে কখনো বা পৃষ্ঠার শেষে (কসির নিম্ন) নোটে প্রকটিত হইল, নোটে আরো অনেক অনুসন্ধান সংঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকরণের এক২ অংশ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা প্রভৃতির সংগ্রহান্তে মেকনাটনের নজীর অর্থাৎ(উক্ত বিষয়ে) পণ্ডিতদিগের দত্ত ও আদালতে গ্রাহ্য হওয়া অথচ উক্ত সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা বা মত‡ সঙ্কলিত, তদনন্তর উক্ত ব্যবস্থাদির অনুসারে হওয়া নজীর অর্থাৎ অভিযোগ-নিষ্পত্তিপত্র তৎপোষক রূপে প্রকটিত হইল। এবঞ্চ পাঠকের সময় ব্যয়ের ও ক্লেশের লাঘব নিমিত্ত ব্যবস্থা সকল শতিকার সংখ্যায় চিহ্নিত ও বড় অক্ষরে মুদ্রিত ও তৎপার্শ্বে "ব্যবস্থা" পদ স্থাপিত হইয়া বিশেষ করা থাকিল এতাবতা ব্যবস্থা জানিবার নিমিত্তে তাবৎ পৃষ্ঠা খুজিতে হইবে না পার্শ্ব দৃষ্টিমাত্রেই জানা যাইবে। ব্যবস্থা ভিন্ন আর যে কিছু প্রায় তৎ সমুদায়ের মর্ম্ম জ্ঞানও পৃষ্ঠার পার্শ্ববর্ত্তি শব্দ দৃষ্টে হইবে।

যে সকল রিপোর্ট বহি হইতে নজীর গ্রহণ করা হইল,তাহার অধিকাংশ দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে শুদ্ধ বাদি প্রতিবাদির নাম ও নিষ্পত্তির তারিখ মাত্র গ্রহণ ও অনুবাদ করা যথেষ্ট বিবেচিত হইল না, কেননা যদি কদাচিৎ ঐ গ্রন্থচয় সমুদায় প্রাপ্যও হয় তথাপি তৎ ক্রয়ে ব্যবস্থা হিন্দুর মূল্যের দশগুণাতীত মূল্য চাই,তাহা হইলেও দেশীয় ভাষায় অনুবাদ না হইলে তাহা ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ লোকের উপযোগি নয়। এ নিমিত্ত গৃহীত নিষ্পত্তিপত্র সমূহের প্রায় সমুদায় আবশ্যক ভাগ অনুবাদ সহ প্রকটিত করা গেল।

---

কর্ত্তার ব্যবস্থা একত্রিত, বিবেচিত ও পরীক্ষিত হওয়াতে, কোন্ বিশেষ দেশের কোন্ বিশেষ মত এবং কোন্ বিশেষ কারণশ্রেণিতে তন্মত স্থাপিত তাহা স্থির করিতে পাঠক অস্থির হইবেন। অপিচ ক্রমিক বিপরীত২ মত ও বিচার-নিষ্কৃষ্ট ব্যবস্থা এবং এক রূপ ব্যবস্থা শ্রেণির অব্যবধানে ভিন্ন রূপ ব্যবস্থাবলির বর্ণনা দেখিয়া ব্যাকুল হইবেন।

* দ্রষ্টব্য—মৎপ্রণীত বাঙ্গলা ব্যাকরণের ২৮২ পৃষ্ঠা।

† উক্ত রূপে অর্থ লিখনের তাৎপর্য্য এই যে বিশেষ দেশীয় নিবন্ধ্রা ও টীকাকর্ত্তারা ঐ বিশেষ পদের যে অর্থ লিখিয়াছেন তাহা তদভিন্ন অন্যার্থে তদ্দেশে ব্যবহার্য্য ও গ্রাহ্য নহে, অতএব সেই অর্থ জানা হইলে কেহ ভিন্নার্থ করিয়া প্রতারণা করিতে পারিবে না।

‡ এই সকল ২৮২৯ সাল পর্য্যন্ত হওয়া অভিযোগ সম্বন্ধীয়। তদনন্তর গ্রাহ্য হওয়া ব্যবস্থা সকল-ও সংগ্রহ করার মানস ছিল কিন্তু সদরের আজ্ঞা ও অনুজ্ঞাক্রমে তৎ সমুদায় দগ্ধ হইয়াছে।

এস,ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল-র দ্বিতীয় বালামে ধৃত পণ্ডিতের উত্তর সমূহ দক্ষিণ দেশীয় মতানুযায়ি হওয়াতে তাহা দ্বিতীয় পুস্তকের নিমিত্তে রাখা গেল।

সুপ্রীমকোর্টে—হিন্দুদের উত্তরাধিকার, দায়াধিকার ও ঋণাদানাদি বিষয়ক অভিযোগ তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন হয়*, আর২ আদালতে হিন্দুদের উত্তরাধিকার, দায়াধিকার, বিবাহ, জাতি, শাস্ত্রীয়াচার ও ধর্ম্মসমাজ বিষয়ক অভিযোগ তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিচরিত হয়†। অতএব এই কএক বিষয়ই ব্যবস্থা দর্পণের অভিধেয়,—অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার‡ সমুদায় নয়। এবং এই সকলের মধ্যে দায়াধিকার প্রকরণ (যদন্তর্গত কুলাচার, জীবিকা, বিভাগ ও বিভাগে অনধিকার-ও বটে,) দত্তকতা, ঋণ, দান ও বিক্রয় বিষয়ক অভিযোগ সচরাচর আদালতে উপস্থিত ও বিচরিত হওয়াতে ঐ কএক বিষয়ক ব্যবস্থাদ সুবিস্তৃত রূপে লিখিত হইল, শেষোক্ত বিবাদত্রয়েব বিচার প্রায় পঞ্চাএৎ বা মধ্যস্থ দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়াতে তদ্বিষয়ক ব্যবস্থাদি যথা যোগ্য সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল। অপিচ ব্যবহার্য্য বিষয় বিষয়ক ব্যবস্থাদি জ্ঞাপনই আবশ্যক হওয়াতে উক্ত প্রকরণ কতিপয়ের যে২ বিধান কলিযুগে নিষিদ্ধ,—যথা ঔরস ও দত্তক ভিন্ন অন্য রূপ পুত্রগণের অধিকার, অসবর্ণজাতীয় দার পরিগ্রহ, অসবর্ণজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত তনয়ের অধিকার, এবং আর যে২ বিষয়ক বিধান এক্ষণকার আদালতে চলিত নয়,—যথা সাক্ষ্যাদি, তাহা বিশেষে লিখিত হইল না। এই পুস্তক দুই খণ্ডে বিভক্ত,—এক্ষণে তাহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। দ্বিতীয় খণ্ডের অভিধেয়—বিবাহ, স্ত্রী-ধন, দত্তকতা অনধিকার, ও জাতি প্রভৃতি, তাহা এই খণ্ড হইতে অনেক পাতলা ও অল্পমূল্য হইবে, এবং অনতি বিলম্বে প্রকাশ পাইবে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিচার নিষ্পত্তি নিমিত্ত যে কিছু আবশ্যক ছিল তৎ সমুদায়ই প্রায় এই খণ্ডদ্বয়ে সঙ্কলিত হইল, এতাবতা এতদ্দেশে প্রচলিত ব্যবহার শাস্ত্রীয় গ্রন্থচয়ে ও নজীরের পুস্তকে ও মকদ্দমার রিপোর্ট-বহিতে ব্যষ্টিরূপে যে কিছু দৃষ্টিগোচর তাহা সমষ্টি রূপে এই এক গ্রন্থে সুগোচর তবনীয়।

সূচী পত্রস্থলে ব্যবস্থাদর্পণের সার সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে এক প্রকরণের এক অংশের ব্যবস্থাচয় পারিপাট্যক্রমে বিন্যস্ত হওনানন্তর তন্মধ্যে যে ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় যে নজীর তাহার বাদি প্রতিবাদির নাম ও তারিখ প্রভৃতি তন্নিম্নে উল্লিখিত, তৎপরে তদ্বিষয়ে মেকনাটন্ সাহেবের হিন্দু-ল-র দ্বিতীয় বালামে ধৃত পণ্ডিতদিগের মত ও আদালতে গ্রাহ্য হওয়া অথচ উক্ত সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থাচয়ের সার ভাগ সঙ্কলিত হইল। পাঠকবর্গ প্রথমে নির্ঘণ্ট দৃষ্টি করতঃ যে প্রকরণে নিজ মন্তব্য কথার ব্যবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব তাহা প্রাপ্ত্যনন্তর ব্যবস্থাদর্পণ-সারে সেই প্রকরণের

---

* তৃতীয় জার্জ বাদশাহের ২১ সংখ্যক এস্ট্যাটিউট্ অর্থাৎ আইনের ৭০ ধারাতে বিধান হইয়াছে যে দায়াধিকার, উত্তরাধিকার ও ভূমির কর আর দ্রব্যাদির অধিকার বিষয়ে, এবং তাবৎ প্রকার ঋণাদানাদি ব্যবহার বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে মহম্মদীয় শরা ও আচারানুসারে এবং হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র ও আচারানুসারে বিচার নিষ্পত্তি হইবে।

† ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারায় (যাহা বারানসী এবং উত্তর পশ্চিম দেশের নিমিত্তে ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ৩ ধারায় এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারায় পুনরুক্ত হইয়াছে) বিধান হইয়াছে যে হিন্দুদের উত্তরাধিকার, দায়াধিকার, বিবাহ, জাতি এবং শাস্ত্রীয়াচার ও ধর্ম্মসমাজ বিষয়ক অভিযোগে জজদিগকে হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিচারের বিধান বিবেচনা করিতে হইবে।—যদিও উক্ত আইনের বিধান দৃষ্টে প্রকাশ যে তাহাতে ঋণাদানাদি ধরা হয় নাই, তথাপি অভিযোগ বিশেষে তদ্বিষয়ক বিচারও আবশ্যক হয়, কেননা দায়াধিকার বিষয়ক শাস্ত্রানুসারে বিচার্য্য অভিযোগে এমত-ও ঘটিতে পারে যে ঋণাদানাদি বিধানানুসারে বিচার না করিলে মূল অভিযোগের বিচার হইতে পারে না,—যথা দায়াধিকার বিষয়ক অভিযোগে প্রতিবাদী ক্রয় মূলক অধিকারের আপত্তি করিলে তৎকালে এই কথার বিচার আবশ্যক হইবে যে মূল ধনির বিক্রয় করিতে ক্ষমতা ছিল কি না; এতাবতা আর২ আদালতেও ঋণাদানাদি বিষয়ক বিধান প্রযুজ্য দৃষ্ট হইতেছে।

‡ অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার যথা—"তেষামাদ্যমৃণাদানন্নিক্ষেপোঽস্বামি বিক্রয়ঃ। সম্ভূয়চ সমুত্থানন্দত্তস্যানপকর্ম্মচ॥ বেতনস্যৈবচাদানং সম্বিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ। ক্রয় বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ॥ সীমাবিবাদ ধর্ম্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ড বাচিকে। স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণমেবচ॥ স্ত্রীপুংধর্ম্মো বিভাগশ্চ, দ্যূতমাহ্বয় এবচ। পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ॥ মনু। অ. ৮, শ. ৪, ৫. ৬, ও ৭। অস্যার্থঃ— তন্মধ্যে ১ প্রথম ঋণ গ্রহণ, ২ গচ্ছিত বা বন্ধক. ৩ অস্বামির কৃত বিক্রয়, ৪ বাণিজ্যে অংশিদের সম্বন্ধ, ৫ দত্তাপ্রদানিক, ৬ বেতন বা ভাড়া না দেওন, ৭ স্বীকারের অসম্পাদন. ৮ ক্রয় বিক্রয়ের ব্যতিক্রম, ৯ প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে বিবাদ, ১০ সীমা বিষয়ক বিবাদ, ১১ ও ১২ মারিপিট ও গালি, ১৩ চৌর্য্য, ১৪ সাহস, ১৫ ব্যভিচার, ১৬ স্ত্রী পুরুষের ধর্ম্ম ও বিবাদ, ১৭ দায়ভাগ, ১৮ পাশকাদি বা জীবদ্বারা ক্রীড়া, এই অষ্টাদশ পদ এই সংসারে ব্যবহারের মূল।

নিম্নে অনুসন্ধান করিলে অনুসন্ধেয় কথার ব্যবস্থা ও তাহার নজীর থাকিলে তাহাও অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, অনন্তর যদি ঐ ব্যবস্থাদির কারণ ও প্রমাণ প্রভৃতি বিস্তার দেখা আবশ্যক হয় তাহা ঐ নির্ঘণ্টে নির্ণীত মূল পুস্তকের পৃষ্ঠা দৃষ্টি করিলে সুগোচর হইবে। ইহা হইতে প্রকৃষ্ট রূপে ব্যবস্থাদির সার নিকর্ষণ ও তদ্দৃষ্টির সুগসমতা করণ বুদ্ধি সাধ্য হইল না।

কঠিন ও সন্দিগ্ধ বিষয়ে এবং মতের অনৈক্য স্থলে মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে, যেহেতু মূল দৃষ্টি এবং বিবিধ উপায় দ্বারা অথচ ব্যবহারে বহুদর্শিতা জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবহার কাণ্ডে উক্ত মহোদয়ের অর্জ্জিত বিদ্যা দেশময় পরিকীর্ত্তিতা। তিনি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতেও যখন যে সাহায্য আবশ্যক হইয়াছে তাহাই তাঁহা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি,—তাদৃশ উপকার প্রাপ্তি জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার নিকট বাধিত রহিলাম। গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কালেজের স্মৃত্যধ্যাপক এক্ষণকার স্মার্ত্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য হইতেও বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি যেহেতু উক্ত বিষয় সকলে উক্ত মহানুভবের-ও মত ও পরামর্শ গৃহীত হইয়াছে, অতএব কৃতজ্ঞ রূপে তাঁহার নিকট-ও বাধিত থাকিলাম।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহে ও নজীর প্রভৃতির বহি-সকলে ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে বিচারের উপযোগি যে কিছু প্রাপ্য তৎ সমুদায় এই গ্রন্থে সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করিনাই, এবং এই গ্রন্থকে আকাঙ্ক্ষি বর্গের ইষ্টসাধনে যথেষ্ট রূপে কর্ম্মণ্য করণ কামনায় যথাসাধ্য শ্রম করিতেও কাতর হই নাই, কিন্তু ইহা আমার কামনানুরূপ হইয়াছে কি বৃথা শ্রম করা হইয়াছে তন্নির্ণয় অপক্ষ-পাতি স্মৃতিবিশারদ সদ্বিচারকের মুখে—"হেম্নঃসংলক্ষ্যতেহগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা"॥

শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার।

ভূমিকা সমাপ্তা।

---

# নির্ঘণ্ট।

## প্রথম অধ্যায়।—দায়াধিকারক্রম।



## দ্বিতীয় অধ্যায়।—বিভাগ।

# নির্ঘণ্ট।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।—বিভাগ।



## তৃতীয় অধ্যায়।—অপ্রাপ্ত-ব্যবহার ও নিসৃষ্টার্থ বিষয়ক।



## চতুর্থ অধ্যায়।—বিষয় দানাদি করিতে তদধিকারির ক্ষমতার সীমা।



## পঞ্চম অধ্যায়।—দত্তাপ্রদানিক প্রকরণ।

# লিপি-সঙ্ক্ষেপ।

| | | |
|---|---|---|
| দায়ভাগ* | সঙ্ক্ষিপ্ত | দা. ভা.*. |
| দায়তত্ত্ব | ” | দা. ত. |
| দায়ক্রম সংগ্রহ | ” | দা. ক্র. সং. |
| (শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের) দায়ভাগ-টীকা | ” | দা. ভা. টী. |
| অপুত্র ধনাধিকারক্রম | ” | অপু. |
| বিবাদভঙ্গার্ণব দায়ভাগ-দ্বীপ | ” | বি. দা. ভা. দ্বী. |
| বিবাদভঙ্গার্ণব দত্তাপ্রদানিক অধ্যায় | ” | বি. দ. |
| বিভাগ | ” | বি. ভা. |
| কোল্‌ব্রুক সাহেবের দায়ভাগানুবাদ | ” | কোল্. দা. ভা. |
| উইঞ্চ্‌ সাহেবের দায়ক্রম সংগ্রহানুবাদ | ” | উ. দা. ক্র. সং. |
| কোল্‌ব্রুক সাহেবের ডাইজেষ্ট্† | ” | কোল্. ডা.† |
| এস্‌ট্রেঞ্জ্‌ সাহেবের হিন্দু-ল.‡ | ” | এস্‌ট্রে. হি. ল.‡ |
| মেক্‌নাটন সাহেবের হিন্দু-ল | ” | মেক্. হি. ল. |
| এল্‌বরলিংস্‌ ট্রিটিজ্‌ অন্‌ ইন্‌হেরিটেন্‌স্‌ ইত্যাদি | ” | এল্. ইন্. |
| কন্‌সিডরেসনস্‌ অন্‌ দি হিন্দু-ল | ” | কন্. হি. ল. |
| সদরদেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট | ” | স. দে. আ. রি. |
| সুপ্রীম্‌কোর্ট | ” | সু. কো. |
| ভূমিকা | ” | ভূ. |
| বালাম্‌ (অর্থাৎ খণ্ড) | ” | বা. |
| অধ্যায় | ” | অ. |
| চ্যাপ্টর (অর্থাৎ অধ্যায়) | ” | চ্যা. |
| সেক্‌সন্‌ (অর্থাৎ পরিচ্ছেদ) | ” | সেক্. |
| বচন | ” | ব. |
| রত্ন | ” | র. |
| পৃষ্ঠা | ” | পৃ. |

* শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক ১২০৭ সংবদন্দে মুদ্রিত।

† প্রথম বালাম কলিকাতায় মুদ্রিত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বালাম লণ্ডনে মুদ্রিত।

‡ প্রথম বার মুদ্রিত।

# SUMMARY OF CONTENTS

## CHAPTER I.—THE ORDER OF SUCCESSION.

# SUMMARY OF CONTENTS.

# NOTE

ON THE ORTHOGRAPHY AND ORTHOEPY OF SANSCRIT AND BENGALEE WORDS.

To ensure the proper pronunciation of the Sanscrit and Bengalee words in the English part of this work, I have written them according to the following Romanized system,* being partially modified from that originally proposed in the first volume of the Asiatic Researches, and followed by Sir William Jones, Mr. H. Colebrooke, and others.

A : as *a* in all or salt.
Á : as *á* in *fár*.
I : as *i* in *fit*.
Í : as *í* in machine, and as *ee* in *feed*.
U : as *u* in *pull*.
Ú : as *ú* in rule, and *oo* in *pool*.
E : as the first *e* in there, and as *ai* in *pain*.
O : as *o* in *go*.
Oi : as *oi* in her*oi*ne or like the Greek dipthong *oi* in Ποιμήν poimén, a shepherd.
Ou : as *ou* in *out*.
Kh : as *kh* in blac*k*-*h*ole.†
G : as *g* in *g*ew*g*aw.
Gh : as *gh* in bi*g*-*h*ouse.†
Ch : as *ch* in *ch*alk.
Chh : as *chh* in mu*ch*-*h*aste.†
Jh : as in *geh* in colle*ge*-*h*all.†
T : as *t* in *t*alk, or soft as in *tu* (Italian or Portuguese).
Th : as *th* in ho*t*-*h*ouse†, or soft as in *th*oroughly.
D : as *d* in *d*aw, or soft as in *da* (Portuguese).
Dh : as in goo*d*-*h*ouse†, or soft as the last aspirated.
Ph : as *ph* in u*p*-*h*old.†
Bh : as *bh* in mo*b*-*h*ouse.†
Y : as *y* in jo*y* and bo*y*-hood.
W : as *w* nearly as *w* in d*w*arf.
Sh : as *sh* in *sh*ot.
S : as *s* in *s*oft or *s*ugar.

* I have not, however, changed the spelling of those words which are uniformly spelt by all, as Ghose, Bose, Dacca, &c.
† When pronounced indistinctly.

# ABREVIATIONS.

| | |
|---|---|
| Coleb. Dá. bhá. | For Colebrooke's translation of the *Dáyabhága*. |
| Coleb. Dig.* | ,, Colebrooke's Digest* (of the Hindu law.) |
| Dá. T. | ,, (Raghunandana's) *Dáya-tatwa*. |
| W. Dá. Kra. Sang. | ,, Wynch's translation of the *Dáya-kramasangraha*. |
| Cons. H. L. | ,, (Macnaghten's) Considerations on the Hindu Law. |
| Macn. H. L. | ,, Macnaghten's Principles and Precedents of Hindu Law. |
| Str. H. L.† | ,, Strange's Elements of Hindu Law.† |
| Elb. In. | ,, Elberling's Treatise on Inheritance, &c. |
| Pre. | ,, Preface. |
| Vol. | ,, Volume. |
| Ch. | ,, Chapter. |
| Sec. | ,, Section. |
| V. | ,, *Vachana* or Verse. |
| P. | ,, Page. |
| S. D. A. R. | ,, Sudder Dewanny Adawlut Reports. |
| S. C. | ,, Supreme Court. |

* Vol. I. Calcutta Edition; Vol. II. London Edition. † First Edition.

# সূচীপত্র।

অথচ

ব্যবস্থা-দর্পণ-

সারি।

# DIGESTED

# INDEX

TO THE

VYAVASTHA-DARPANA

## ১ অধ্যায়—দায়াধিকারক্রম।

### স্বত্ব-কারণ—



### গর্ভস্থ বিষয়ক—



### অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তি-বিষয়ক—



### পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাধিকার—

CHAPTER I.—ORDER OF SUCCESSION.

## THE CAUSE OF HERITABLE RIGHT.



## OF THE CHILD IN THE WOMB.



## OF MISSING PERSONS.



## OF THE SON, GRANDSON, AND GREAT-GRANDSON.

## পত্নীর অধিকার—



### সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের হিন্দু-ল-র দ্বিতীয় বাল্যমে ধৃত অথচ তাঁহার মনোনীত ও আদালতের গ্রাহ্য হওয়া ব্যবস্থা সমূহের সার—



## পতির উত্তরাধিকারিণী-রূপে প্রাপ্ত ধনে পত্নীর ক্ষমতার সীমা—

## ON THE WIDOW'S RIGHT OF SUCCESSION.

### ভিন্ন২ আদালতে গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থার সার—

পতির পারলৌকিক উপকার এবং আপনার অন্নাচ্ছাদন নিমিত্তে পত্নী পতি-সঙ্ক্রান্ত ধনের কিয়দংশ হস্তান্তর করিতে পারে; কিন্তু পতির উত্তরাধিকারী যদি প্রতিপালন করিতে স্বীকার করে, তবে ঐ পত্নী স্বীয় জীবন-ধারণার্থে সঙ্ক্রান্ত ধন হস্তান্তর করিতে পারে না।—পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্তে আবশ্যক হইলে পত্নী যদি স্থাবর বিষয় বিক্রয় করে, তাহা বৈধ।—পতি মরিলে পত্নী তাহার যে ধনে অধিকারিণী হয় তৎ সমুদয় সে হস্তান্তর করিতে পারে না বিশেষ অবস্থায় মাত্র তাহার কিঞ্চিৎ দান করিতে পারে; এবং তৎ কন্যা অধিকারিণী হইয়া মরিলে ঐ ধন তাহার স্বামী পাইবে না, কিন্তু পিতামহের দৌহিত্রকে অর্শিবে।—পতি মরিলে তাহার যে ধনে পত্নী অধিকারিণী হয় বিশেষ কার্য্য নিমিত্ত ব্যতিরেকে তাহার কোন অংশ অব্যবহিত উত্তরাধিকারির সম্মতি বিনা বিক্রয় করিলে তাহা অসিদ্ধ। পত্নী অভিযোগ দ্বারা পতির অংশ উদ্ধার করিয়া লইলে তাহাতে পুর্ব্বাপেক্ষা তাহার অধিক ক্ষমতা জন্মিবে না।—কোন বিধবা পতির মরণে প্রাপ্ত সঙ্ক্রান্ত ধন দান বা উইল দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারে না, এবং ঐ ধনদ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে তাহাও হস্তান্তর করিতে পারে না। কিন্তু ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীধন স্বেচ্ছানুসারে দানাদি করিতে পারে। স্ত্রীধন স্ত্রীর স্বামির উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে না কিন্তু ঐ স্ত্রীর ভ্রাতা কিম্বা ভ্রাতৃপুত্রকে অর্শিবে।—পত্নী জামাতাকে অস্থাবর বস্তু দান করিলে তাহা দুহিতা থাকিতেও বৈধ। মেক্ হি. ল. বা. ২। ... ... ৬৬—৭২

I. Kási Nath Basák and Ramá Náth Basák *versus* Hara Sundarí Dasí and Kamalmani Dásí. S. C. East's Notes. No. 124. P. C. Clarke's Reports, pp. 91—101. ... ... ... 117—135 — Precedents

II. Doyálchánd A'ddí *versus* Kishorí Dasí. S. C. Cons. H. L. p. 20. ... ... ... ... ... 101
Vide Cons. H. L. pp. 11, 36, 23, 32. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 101

36 Every alienation by a widow, not being for the husband's benefit, and not sanctioned by his heirs, is invalid and of no legal effect. .. ... ... ... ... ... ... ... ... 65 — Vyavasthá

Mohan Lál Khán *versus* Rání Shiroman. 31st August 1812. S. D. A. R. Vol. II. p. 32. 115—117 — Precedent
See Macn. H. L. Vol. II. Ch. 11. Case 9 (pp. 298—300). .. .. .. ... .. .. .. 69

37 The fact of a widow's having recovered her husband's property by litigation gives her no additional power over it. ... .. ... ... .. .. ... ... ... ... 65 — Vyavasthá

Vide Macn. H. L. Vol. II. Ch. 8, Case 46, p. 254. .. ... ... ... ... ... ... 69

38 A widow cannot alienate by gift, &c. the property devolved on her from her husband, nor the whole of her own acquisitions made by means of such property. .. ... 65 — Vyavasthá

See Macn. H. L. Vol. II. Ch. 8, Case 49, pp. 258—262. ... ... ... ... ... ...71—73

39 In case of an alienation by the widow being declared totally void, she may resume possession of the property alienated, provided she has not committed any act involving forfeiture of right to inheritance. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 65 — Vyavasthá

Gokul Chandra Chackrabatti *versus* Musst. Ráj Rání and Joy Gopál Choudhurí. 27th January 1816. S. D. A. Rep. Vol. II. p. 167. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 91

Vide Káshí Náth Basák and Romá Náth Basák *versus* Hara Sundarí Dásí and Kamalmani Dásí. Privy Council. V. D. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 127—135

40 Any alienation made by a widow of her husband's property with the object of defrauding his heirs is invalid.... .. ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 65 — Vyavasthá

I. Bolákí Bibí *versus* Nanda Lál Bábu and others. S. D. A. Rep. 24th July 1854. ... ...93—96 — Precedents
II. Mangalmani *versus* Rám Durlabh Dás. S. D. A. Rep. 12th September 1848. ... ... 91 — "
See also Kálí Kánta Láhurí *versus* Golok Chandra Choudhurí ... ... ... ... ...87—91

*Substance of the legal opinions admitted by the several Courts of Judicature, and approved of by Sir William Macnaghten.*

A widow may alienate a portion of her late husband's property for his spiritual welfare, or for her own subsistence; but not for her own subsistence if the next heir agree to support her.—Sale by a widow of landed property is good, if necessary for the support of the family.—A widow cannot dispose of the whole estate which had devolved on her at her husband's death, although she may, under certain circumstances, give a small portion of it; and on the death of her daughter who succeeded her, it will go to her paternal grandfather's daughter's son to the exclusion of her husband.—Sale by a widow, without the consent of the next heirs, of any part of the property devolved on her from her husband, is invalid, except under special circumstances.—The fact of a widow's having recovered her husband's share by litigation gives her no additional power over it.—A widow cannot alienate, by gift or will, property devolved on her from her husband, nor her own acquisitions made by means of such property;—but she may dispose of her own peculiar property as she pleases, except such part of it as consists of immovable property given to her by her husband.—The *stridhan* will be inherited by the woman's brother or brother's son to the exclusion of her husband's heirs.—A gift of personal property inherited by the widow, to her daughter's husband, is good, though the daughter be living. Macn. H. L. Vol. II. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...67—73

41 The widow can give to the paternal uncles and other relations presents in proportion to the estate, for the benefit of his departed soul. ... ... ... ... ... 103 — Vyavasthá

42 To these and and to the rest the widow can give presents, and not to the family of her own father, while such persons are forthcoming. ... ... ... ... ..... ..... 107 — "

আদালতে গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থার সার—



## দুহিতার অধিকার—

পৃষ্ঠা

ভিন্ন ২ আদালতে গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের
পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থার সার—

বঙ্গদেশে মাতা পুত্রের অবিভক্ত ধনে অধিকারিণী, পিতৃব্য নয়। এবং বিভক্ত ধনে মাতা সর্ব্বত্র অধিকারিণী। পিতামহের ধনে পিতৃব্যের সহিত সমান ভাগ প্রাপ্ত মৃত পৌত্রের মাতা তদ্ধনাধিকারিণী।—বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুসারে বিমাতা অধিকারিণী নয়।—সপত্নী পুত্রের ত্যক্ত বিষয় তৎ পিতৃব্যের দত্তক পুত্রকে অর্শে।

## ভ্রাতার অধিকার—

*Substance of the legal opinions admitted by Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

In Bengal, a mother inherits joint property to the exclusion of a paternal uncle; and divided property universally: the mother succeeds to her son who shared his grandfather's estate equally with the uncle.—A stepmother has no right of succession according to the law of Bengal, and the property of her step-son will rather go to his uncle's adopted son.

## BROTHER'S RIGHT OF SUCCESSION.

## পিতার পৌত্রাদির অধিকার—



## ভিন্ন২ আদালতে গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্‌সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থার সার—

ভ্রাতৃপুত্র থাকিতে ভ্রাতৃপৌত্র অধিকারী নয়।— পুত্রসংক্রান্ত পৈতৃক ধনে মাতা অধিকারিণী হইলে তন্মরণে ঐ ধন পুত্রের ভগিনীকে অর্শিবে না কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃ পুত্রকে অর্শিবে।—পতির মরণে পত্নীকে যে সংক্রান্ত ধন অর্শিয়াছিল তাহার মরণোত্তর ঐ ধনে তৎপতির এক ভ্রাতার পুত্র ও পৌত্র অন্য ভ্রাতার দত্তক পুত্র এবং তৃতীয় ভ্রাতার চারি পুত্র দাওয়া দার হইলে ঐ ধন এগার ভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে দত্তক পুত্র এক ভাগ এবং অন্য ভ্রাতৃপুত্র পাঁচ জন প্রত্যেকে দুই ভাগ লইবে।—উক্ত পৌত্র অধিকারী নয়।—অসংসৃষ্ট ভ্রাতৃপুত্র সকলকে নিরাশ পূর্ব্বক সংসৃষ্ট ভ্রাতৃ পুত্র অধিকারী।—মাতার পরে ভ্রাতা অধিকারী।—পত্নীর মরণে তদধিকৃত সংক্রান্ত ধন তৎ পতির ঐ সকল ভ্রাতৃপুত্রকে অর্শিবে যাহারা ঐ পত্নীর মরণকালে জীবিত ছিল; যে ভ্রাতৃপুত্রেরা তাহার জীবন কালে মরিয়াছে তাহার দিগকে অর্শিবে না।—ভ্রাতার দত্তক পুত্র থাকিতে পিতৃব্যের পুত্র ও পৌত্র অধিকারি নয়।—ভ্রাতুস্পুত্রেরা পৃথক হইলেও তাহারা থাকিতে পুত্রবধূ অধিকারিণী নয়।—দৌহিত্রীকে নিরাশ করিয়া ভ্রাতৃপুত্রেরা অধিকারি।—দায় শাস্ত্রীয় অত্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থ-মতে ভ্রাতৃদৌহিত্র অধিকারী নয়*।—মৃত ভ্রাতার পত্নী অধিকারি মধ্যে গণিত নয়।—ভগিনীকে নিরাশ করিয়া

* এই ব্যবস্থা যথার্থ নয়, তাহা ব্যবস্থা-দর্পণের ২৪৩, ২৪৮, ও ২৭৪ পৃষ্ঠায়, এবং মেক্‌নাটন সাহেবের হিন্দু-ল-র ১, বালামের ২৯ ও ৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ON THE SUCCESSION OF THE FATHER'S GRANDSON AND THE REST.



*Substance of the legal opinions admitted by Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

A brother's son excludes a brother's grandson. Ancestral property derived to a woman from her son, will at her death go to his half brother's son, to the exclusion of his sisters. The claimaints to a property left by a widow, which had devolved on her at her husband's death, being her husband's brother's son and grandson, another brother's adopted son and a third brother's four sons, the property will be made into eleven parts, of which the adopted son will take one, and the other brother's five sons two parts each. The grandson will be excluded. The son of a re-united brother succeeds as heir to the exclusion of all the sons of an unassociated brother. A brother inherits next to a mother. On the death of a widow, her property will go to the son of her husband's brother who survived, to the exclusion of the sons of his brother, who died before her. The adopted son of a brother excludes the son and grandson of an uncle. A brother's sons though separated exclude a son's widow. A brother's sons exclude the daughter of a daughter. According to the best authorities of Hindoo law, a brother's daughter's son has no right of succession.* A

* This is not correct. See *ante*, pp. 246, 248, 264, and Macn. H. L. Vol. I. pp. 29, 31.

* এই ব্যবস্থা অশুদ্ধ, তাহা ১৬৪, ১৬৬ ও ১৭২পৃষ্ঠা এবং দত্তকপ্রকরণ দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে।

* This is wrong. See pp. 164, 172, and the chapter treating of adoption.

## পিতামহ পিতামহী ও তৎসন্তানের অধিকার— 

পৃষ্ঠা



## প্রপিতামহ প্রপিতামহী ও তৎসন্ততির অধিকার—



## মাতামহের ও তৎসন্ততির অধিকার—

ON THE SUCCESSION OF THE PATERNAL GRANDFATHER, GRANDMOTHER, AND THEIR OFFSPRING.



SUCCESSION OF THE PATERNAL GREAT-GRANDFATHER, HIS WIFE AND DESCENDANTS.



ON THE SUCCESSION OF THE MATERNAL GRANDFATHER AND HIS DESCENDANTS.

### প্রমাতামহের ও তৎসন্ততির অধিকার—



### বৃদ্ধ প্রমাতামহের ও তৎসন্ততির অধিকার—



### সকুল্যাদির অধিকার—

ON THE SUCCESSION OF THE MATERNAL GREAT-GRANDFATHER AND HIS DESCENDANTS.



ON THE SUCCESSION OF THE MATERNAL GREAT GREAT-GRANDFATHER AND HIS DESCENDANTS.



ON THE SUCCESSION OF THE *SAKULYA* OR DISTANT KINSMEN AND THE REST.

## আচার্য্যাদির অধিকার— পৃষ্ঠা



## মৃতধনির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কর্ত্তব্য—



## বানপ্রস্থাদির ধনাধিকার—



## কুলাচারাদি—

SUCCESSION OF THE SPIRITUAL PRECEPTOR AND THE REST.



OBSEQUIES, &c. OF THE LATE PROPRIETOR MUST BE PERFORMED.



SUCCESSION TO THE PROPERTY OF A HERMIT AND OTHERS.



ON USAGE.

জীবিকা-বিষয়ক—

## ON MAINTENANCE.

***Substance of the legal opinions admitted by several courts of judicature, and examined and approved of by sir William Macnaghten.***

The widow of a son is excluded by a brother's sons; but she must be maintained by them. A husband expelling his wife without a sufficient cause is bound to maintain her. By voluntary desertion of her husband, the wife loses her right to maintenance. An unchaste widow is not entitled to maintenance from her husband's brothers, even though she may have resigned her right to his property in their favour, in consideration of such maintenance. Sons are bound to maintain their parents. A widow whose husband died before his father has a legal claim to maintenance only. A son, on succeeding to his father's estate, must maintain his step-mother and her daughters. The widow of a separated brother is not entitled to maintenance from her late husband's family. An insane person is excluded from inheritance; and on the death of his son, his wife will take the property, maintaining her husband and his mother. Macn. H. L. Vol. II. pp. 105—130. ... ... ... ... ... ... ... ... 323—339

## দ্বিতীয় অধ্যায়।—বিভাগ।

### অথ পিতৃ-কৃত বিভাগ-কাল।



### পিতৃকর্ত্তৃক স্বোপার্জ্জিত ধন-বিভাগ।

## CHAPTER II.—PARTITION.

Page

### TIME OF PARTITION BY A FATHER.



### PARTITION OF THE FATHER'S SELF-ACQUIRED PROPERTY.

## পুত্রহীনা পত্নীকে ভাগ দাতব্য।



## স্বার্জ্জিত ও পৈতামহ ধন নির্ণয়।



## পিতৃকৃত পৈতামহ ধন বিভাগ।

A SHARE MUST BE GIVEN TO THE SONLESS WIFE. Page



SELF-ACQUIRED AND ANCESTRAL PROPERTY DEFINED. Vyavasthá



PARTITION BY A FATHER OF ANCESTRAL PROPERTY.

## পুত্রার্জ্জিত ধনে পিতার অংশ।



## ভ্রাতৃ কর্ত্তৃক বিভাগ।

তদ্বিভাগ কাল—

## FATHER'S SHARE IN THE SON'S ACQUISITIONS.



## PARTITION BY BROTHERS.

*The period of such partition:—*

## কাহার ইচ্ছায় বিভাগ ভবিতব্য॥



## জননী অংশাধিকারিণী

## পিতামহী অংশাধিকারিণী।

## THE PATERNAL GRANDMOTHER ENTITLED TO A SHARE.

## বিভাগের পর জাত পুত্রের ভাগ।

ঋণপরিশোধাদি।

Sec III

PAYMENT OF DEBTS &C.

## পরিবারের নিমিত্তে কৃতঋণ পরিশোধ বিষয়ক।

221 If a person, after dividing his estate and debts amongst his sons, be separate from them, taking his portion, and beget another son, then the son begotten after partition shall inherit the father's property, both reserved and subsequently acquired, and pay his debts. ... 533 — Vyavastha´

222 Suretyship is ordained for appearance, for honesty, and for payment; the two first sureties, and not their sons, must pay the debt on failure of their engagements, but even sons of the last may be compelled to pay it. ... ... ... ... ... 533 — „

Sir William Macnaghten is of opinion that "Hindu gifts are not binding on representatives." This opinion is practically followed by the courts of justice. ... ... ... ... 691

The heirs who take the assets, are bound to discharge the debts of the deceased.—The heir who takes the assets of a deceased debtor, must satisfy his creditors, as far as the assets go.—Circumstances under which the husband's heirs are liable for a debt contracted by his widow.—The estate of a deceased surety is not liable for the debts of his principal. —Those who take the property of the deceased are bound to liquidate his debts.—The debts of an ascetic follow his assets in the hands of his representatives.—The debts of a missing person must be paid by those in possession of his estate, without waiting twelve years for his re-appearance. Macn. H. L. Vol. II. pp. 277—289. ... ... ... 535—539 — Precedents

Jamuna´ Raur *versus* Madan De, and others. 20th January 1785. East's Notes, S. C. R. 143. — „

Ba´ra´nashi´ Ghose *versus* Ra´m Tanu Datta, and others. 20th November 1788. Chambers' Notes. S. C. R. 144. — „

## PAYMENT OF DEBTS CONTRACTED FOR THE FAMILY.

223 A debt contracted by one member of an undivided family, for the sake of the same, is payable by all the coparceners or out of their estate. ... ... ... ... ... 541 — Vyavastha´

224 If one of undivided kinsmen contract a debt for the use of the family, and either die or be very long absent abroad, the other parceners or joint tenants shall pay the same. ... 541 — „

225 A debt contracted by undivided parceners shall be paid by any one of them, who is present or amenable; and so shall the debt of the father be paid by any one of the brothers before partition, but, after partition they shall severally pay according to their shares of the inheritance. ... ... ... ... ... ... 543 — „

226 What has been borrowed for the sake of the family, or during distress while the principal was disabled, seized by the king, or afflicted with disease, or in consequence of a foreign invasion, or for the nuptials of his daughter, or funeral rites: all such debts contracted by one of the family, must be discharged by the chief of that family. ... 543

The expenses attending them must have been reasonable according to the usage and means of the family. Contracted fairly for the use of the family, by whatever member of it not forbidden, it binds the whole. Str. H. L. Vol. I. p. 227. ... ... ... ... ... 541 — Remark

227 A debt contracted for the sake of the family, by any person whomsoever connected with that family, must be paid by the head of the family, even if it were without his consent. 545 — Vyavasthá

228 The debt incurred by a slave for the support of the family of his master, while in a foreign country or elsewhere, must be entirely discharged by the master. ... ... 547 — „

It has been laid down as a general principle by Mr. Colebrooke that the head of a family is answerable for necessaries supplied for the indispensable use of it, and for the subsistence of the — Remark

INTITIATION OF THE LATE OWNER'S SON AND DAUGHTER.



ON MINORITY.



ON GUARDIANSHIP.

## বিভক্ত বা একেশ্ব অধিকৃত বিষয়ে ধনির ক্ষমতার সীমা।

ON THE EXTENT OF A PROPRIETOR'S POWER IN DIVIDED OR SOLE PROPERTY.

## অবিভক্ত বিষয়ে কোন সমদায়াদদের ক্ষমতার সীমা।

## EXTENT OF A CO-PARCENNER'S POWER IN UNDIVIDED PROPERTY.

যেং অবস্থায় ভ্রাতৃগণের অপ্রাপ্ত ব্যবহারতাকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৈতৃক বিষয় বিক্রয় করিলে সিদ্ধ তাহা।—আবশ্যক কার্য্যে সম দায়াদ অধ্যক্ষের কৃত সমগ্র বিষয়ের বিক্রয় সিদ্ধ। মেক. হি. ল. বা. ২, ২২৩,৩০০ ... ৬২৩—৬২৮

## দান সিদ্ধির নিমিত্তে যাহা২ আবশ্যক তাহা—

ব্যবস্থা ৩৬০ ব্যবহারে দান সিদ্ধির নিমিত্তে দাতার ক্ষমতা ও তদ্দান তাহার স্থিরচিত্তাবস্থায় তৎকর্ত্তৃক কৃত হওয়ার প্রমাণ মাত্র আবশ্যক .... .... .. ৬৩০

নজীর রাধামণি দেবী—বনাম—শ্যামচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্র। স. দে. আ. বা. ১, রি. পৃ. ৮৫ ... ... ৬১০
দ্রষ্টব্য—মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১২৩।

ব্যবস্থা ৬১ দান যেমত লেখ্যদ্বারা তেমনি বাক্যদ্বারা হয় .. .. .. ৬৩১

” ৩৬২ গ্রহীতা গ্রহণ না করিলে শুদ্ধ দানমাত্রে দত্ত বস্তুতে দাতার স্বত্ব ধ্বংস হয় না ... ৬৩২

” ৩৬৩ কোন নিয়মপূর্ব্বক দানে ঐ নিয়ম পালিত না হইলে দাতার স্বত্ব যায় না গ্রহীতার-ও স্বত্ব হয় না .. ... .. .. .. ৬৩২

” ৩৬৪ দানে প্রাপ্ত বলিয়া দুই জনে এক বস্তুর প্রার্থি হইলে ও কাহার আগম পূর্ব্বকার তাহা ব্যক্ত না হইলে যাহার ভুক্তি প্রমাণ হয় তাহারই অধিকার; পরন্তু কাহারো আগম পূর্ব্বকার প্রমাণ হইলে তাহার ভুক্তি না থাকিলেও সেই অধিকারী .. ..... .. ৬৩২

” ৩৬৫ যেং বিধান দান বিষয়ক তাহা বিক্রয়ে এবং বন্ধকেও সমভাবে খাটে .... ৬৩৪

” অবিভক্ত কোন হিন্দু এই নিয়মে বাচনিক দান করিলে যে গ্রহীতা তৎ শ্রাদ্ধাদি করিবে তাহা ঐ দাতার মরণান্তে সিদ্ধ।—যেং অবস্থায় দান অসিদ্ধ তাহা।—মরণকালীন কৃত দান সিদ্ধ।—স্বার্জ্জিত বিষয় মৃত্যু কালীন দান করিলেও তাহা সিদ্ধ হয় যদিতৎকালে দাতা স্থিরচিত্ত থাকে।—কোন ব্যক্তি পত্নী ও এক দুহিতাকে নিরাস পূর্ব্বক অন্য দুহিতাকে নিজ সমস্ত বিষয় দিতে পারে।—অপ্রাপ্ত ব্যবহারকে কিছু দত্ত হইলে সে যদি প্রাপ্ত ব্যবহার হইয়া ঐ বিষয়ে স্বামিত্ব করে তবে তদ্দান সিদ্ধ। পুত্রদের সম্মতি বিনা কোন পুরুষ নিজ বিষয়ের অল্পাংশ দৌহিত্রদিগকে দিতে পারে।—বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রমতে কোন ব্যক্তি পত্নী ও দুহিতাকে নিরাস পূর্ব্বক পৈতামহ বিষয়ের নিজ অংশ সমুদায় হস্তান্তর করিতে পারে।—দাতা যেং নিয়ম পূর্ব্বক দান করে গ্রহীতা সেই সকল নিয়ম পালন না করিলে ঐ নিয়মপূর্ব্বক দান অসিদ্ধ। মৃত্যু শয্যায় লিখিয়া দেওয়া দানপত্র সিদ্ধ।—গ্রহীতা দাতার মরণান্তে অধিকারী হইবে, এমত নিয়মপূর্ব্বক দান কৃত হইলেও গ্রহীতা দাতার পূর্ব্বে মরিলে গ্রহীতার উত্তরাধিকারী তদধিকারের নিয়ম লিখিত না থাকিলে ঐ দত্ত বস্তুতে অধিকারী নয়।—কোন বস্তু ধর্ম্মার্থে ব্রাহ্মণকে দত্ত হইলে তাহা ঐ গ্রহীতার সম্মতিবিনা (অন্যকে) শাস্ত্রমতে দেওয়া যাইতে পারে না।—দাতার নামে গ্রহীতা অভিযোগ করিতে পারে।—দত্ত বস্তুতে ভোগবান্ গ্রহীতা পূর্ব্ব গ্রহীতার নিকট দায়ী নয়.—দাতা দত্ত বস্তু স্বহস্তে রাখিতে পারে না।—পূর্ব্ব দান দ্বারা ১৫ বৎসর পরে কৃত বিক্রয় অসিদ্ধ।—বন্ধক দেওয়া বিষয়ের বিক্রয় সিদ্ধ এবং তাহা ঐ বন্ধকের দেনা শোধ গেলে সম্পূর্ন হয়।—মেক. হি. ল.বা.৩ পৃ. ২৩০,২১৮, ২৪৩, ২৪৩, ২২১, ২০৭, ৩১৫, ও ৩০৩ ... ... ... ৬৩৪—৬৪৪

” ।০ শ্যামসিংহ—বনাম—ওমরাওতী। স. দে. আ. রি. বা. ২. পৃ. ৭৪ ... ... ... ... ৬৪৪

” ৷০ গোসাঁইচাঁদ কবিরাজ—বনাম—কৃষ্ণমণি প্রভৃতি। স. দে. আ. রি. বা. ২. পৃ. ৭৭ ... ... ৬৪৪

## অদেয় প্রকরণ—

অর্থাৎ—অদেয় বিষয়ের দানাদি বিষয়ক প্রকরণ—
যেং বিষয় অদেয় তৎসংখ্যা ৬৪৪ হইতে ৬৪৮ পৃষ্ঠায় জ্ঞাতব্য—
বঙ্গদেশীয় নিবন্ধ দের মতে অদেয় বস্তু সমূহ মধ্যে কতিপয়ের দানাদি অসিদ্ধ, তদবশিষ্টের দানাদি সিদ্ধ।—অর্থাৎ স্বামিত্বাভাবে অথবা ক্ষমতাভাবে যাহা২ অদেয় কথিত তাহার দানাদি অবশ্য অসিদ্ধ, কিন্তু যে সকল বস্তু উক্ত কারণ বিনা সামান্যতঃ অদেয় কথিত হইয়াছে তাহার দানাদি সিদ্ধ, পরন্তু অবস্থা বিশেষে তাহা ধর্ম্ম্য বা অধর্ম্ম্য হয়। তদ্বিশেষ যথা— ... ... ... ৬৪৮

৩৬৬ নিক্ষেপ, ন্যাস, গচ্ছিত, বন্ধক, যাচিত, ও ন্যায্যকারণ বিনা স্বাংশাতিরিক্ত সাধারণ ধন আর অনাপৎকালে স্ত্রীধন দানাদি অসিদ্ধ .. .... .. ৬৪৮

In recapitulating the causes of incapacity, *Ja´gnyavalkya* observes: "A contract made by a person intoxicated, insane, deseased, grievously disordered or disabled, by an infant, or a man agitated by fear or the like, or (in the name of another) by a person without authority, is utterly null." Upon the above passage Jaganna´tha thus comments: "singly the gift of wages by a man possessing his senses is valid; joined — Precedents

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

with madness or the like, the intentional payment of wages during a lucid interval may also be valid; but singly a gift by a man affected by insanity or the like is void." From this comment the principle may be deduced, that the act of a lunatic may be effectual, if the contract be onerous and the agreement rational, on the presumption of the act having been done during a lucid interval; but that, where it may be prejudicial to him, and unattended with any benefit, it should be held to be *ipso facto* void. Macn. H. L. Vol. I. pp. 125, 126. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 691

377 In the case of wages, should an excessive amount be promised by a man in extreme distress, it shall not be paid. ... ... ... ... ... ... ... 663

378 In fact, should a man, during a conflagration, or during the sickness of his son, or the like, promise all his wealth to the person who shall save him, that promise is not valid; but it is reasonable that the gift should be great in proportion to the benefit conferred. 663

379 It must also be considered that, the resumption of an excessive gift being shown where it has been promised but not delivered, the donor has an equal right to recover it, even though it have been actually delivered.* ... ... ... ... ... 663

## ON VOID GIFTS.

380 What has been given by a man agitated with fear, anger, lust, grief, or by the pain of an incurable disease; by one intoxicated, insane, diseased, or by one not in his natural state of mind, or as a bribe, or in jest or sport, or by mistake, or through any fraudulent practice, or by a minor, an idiot, a person not his own master, by an out-cast, or in consideration of work unperformed, or to a bad man mistaken for a good one, or by one extremely old, grievously disordered, or without authority, or in excessive joy, or for an illegal act, is void or ungiven. ... ... ... ... ... ... ... 665

381 In fact a gift attended with any defect is void but a donation springing from a sufficient motive, is valid. ... ... ... ... ... ... 673

382 A gift made for religious purposes, even by a diseased man, is valid. ... ... ... 673

383 A gift made or recompense paid by a minor for religious purposes is valid. ... ... 673

A mother is not competent to make a gift to her daughter of a farm which she had inherited from her son, and on her death it will go to her son's unassociated half brother.—A daughter is not competent to alienate property which had devolved on her from her father to the prejudice of the next heir.—Property which had devolved on a daughter cannot by her be given to one son's son to the exclusion of such grandson's brothers.—Landed property acquired by gift from her father may be alienated by a woman, but not that to which she had succeeded by inheritance.—A widow having received instructions from her husband to adopt a son, and, without doing so, making a gift to a stranger of the property which had devolved on her at her husband's death, such gift is invalid.—The brothers of a minor are not competent to sell his share of the joint estate, even though the mother be consenting thereto.—A sale by a minor of his landed property is void.—The sale by a slave of his own issue is void.—Macn. H. L. Vol. II. pp. 208, 224, 232, 235, 247, 294, 305, 377, ... ... ... ... ... 675—679

A will made by a *Hindu* during his minority was declared void. Haro Sundari´ Dási´ *versus* Ka´shi´Na´th Basa´k. December, 1814. Cons. H. L. p. 11. *Ante*, p. 117 ... ... ... 681

A widow cannot alienate the estate drived from her husband, which at her death must pass to the husband's heirs. Mahoda´ and another *versus* Kalya´ni´. S. D. A. R. Vol. I. p. 62. 681

A gift by a widow to the son of one daughter to the prejudice of another daughter is invalid. S. D. A. R. Vol. I. p. 162. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 681

The sale of endowed property is void.—A gift by a woman of her own property to a stranger is good, if she have no heirs.—The gift of part or the whole of the landed property purchased with the produce of ancestral estate is good and valid.—A man may give all his property to his two wives in unequal allotments, provided they each have enough for maintenance, and he have no other heirs.—Retirement from the world is civil death according to the *Hindu* law.—A gift may be taken back on the donee's violation of the conditions annexed.—Resumption of an unqualified gift unlawful.—The son of a *Shu´dra* by a concubine or female slave is entitled to inherit property, but his widow is incompetent to alien to the prejudice of other heirs.—Right of pre-emption recognised in joint property.—There is no right of pre-emption according to the law of Bengal.—Joint property is answerable for a debt to the extent of the debtor's share only. Macn. H. L. Vol. II. pp. 305, 217, 221, 226, 232, 237, 238, 258, 297, 298 and 293. 681—687

See the remarks on various kinds of contracts. pp. ... ... ... ... ... 687—691

END OF THE FIRST VOLUME.

# ব্যবস্থা-দর্পণঃ।

## প্রথম-খণ্ড।

দত্তক-ভিন্ন।

দায়াদাধিকার

# VYAVASTHA´-DARPANA,

## PART I.

*SUCCESSION OF HEIRS,*

[ *Not adopted.* ]

## প্রথম-অধ্যায়।

# প্রথম পরিচ্ছেদঃ।

### অথ দায়-নির্ণয়ঃ

১। পূর্ব্ব স্বামির স্বামিত্বনাশানন্তর (আ) তৎসম্বন্ধাধীন (অ) যে দ্রব্যে স্বত্ব হয় তাহাতেই দায় শব্দ প্রয়োগ করা যায় *।

(অ) স্বত্বপদ "সম্বন্ধাধীন" এই বিশেষণবিশিষ্ট হওয়াতে দত্তাদি ধনকে দায় বলা যাইতে পারে না।—এস্থলে সম্বন্ধ পদে উৎপত্তি পাঠ বিবাহাদিজন্য যে সম্পর্ক তাহাই বোধ্য—অর্থাৎ পুত্রতা, সহাধ্যায়িতা ও পত্নীত্বাদিরূপ সম্বন্ধ †।

(আ) "পূর্ব্বস্বামির স্বামিত্ব নাশানন্তর" ইহা বলার তাৎপর্য্য এই যে "দম্পত্যোর্মধ্যগং ধনং [অর্থাৎ ধন দম্পতির সাধারণ] "এই বচনে পতি বিদ্যমানে তাহার ধনে পত্নীরও অধিকার থাকায় সে ধনকে দায় বলা যাইতে পারে না। এই জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন-ধৃত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মত †।

১। পূর্ব্বস্বামিসম্বন্ধাধীনং (অ) তৎস্বাম্যোপরমে (আ) যত্রদ্রব্যে স্বত্বং তত্র নিরূঢ়ো দায় শব্দঃ *।

(অ) "সম্বন্ধাধীনং" ইতি বিশেষণাৎ দত্তাদি ধনে দায়পদপ্রয়োগাপত্তি বারণং।—সম্বন্ধশ্চ উৎপত্তিপাঠবিবাহাদিঘটিতঃ—পুত্রত্ব সহাধ্যায়িত্ব পত্নীত্বাদিরূপঃ †।

(আ) "তৎস্বাম্যোপরমে" ইত্যনেন দম্পত্যোর্মধ্যগং ধনমিতি বচনাৎ জীবতি ভর্ত্তরি তদ্ধনে পত্ন্যা অধিকারাৎ তত্র দায় পদ-প্রয়োগ-বারণমিতি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননধৃত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারাঃ †।

* দা. ভা. স্ব. পৃ. ৬। কোল. দা. ভা. পৃ. ৩। বি. দা. ভা. র. ১। কোল্. ভা. দ্বী. বা. ২, পৃ. ৫০৪।

যে স্বামির যে দ্রব্যে তৎস্বামিত্ব নাশে পুত্রাদির তৎসম্বন্ধাধীন স্বত্ব হয় তাহাকেই নিরূঢ় দায় বলা যায়। দা. ত. স্ব. পৃ. ৪।

যত্র দ্রব্যে যৎস্বামিনঃ পুত্রত্বাদিসম্বন্ধাধীনং তৎস্বত্বোপরমে তৎসম্বন্ধিনঃ স্বত্বং তত্র তং প্রতি নিরূঢ়ো দায় শব্দঃ। দা. ত. স্ব. পৃ. ৪।

† বি. দা. ভা. দ্বী, র. ১। কোল্. ভা. বা. ২, পৃ. ৫১৭।

# VYAVASTHÁ-DARPANA

## CHAPTER I.

## SECTION I.

### *HERITAGE DEFINED.*

I. The word 'heritage *(Dáya)*' is used to signify property, in which right dependant on relation to the former owner *(a)* arises on the extinction of his ownership *(á)* *

*(a)* The condition, 'dependant on relation to the former owner,' obviates the possible use of the word heritage in speaking of gift and the like.—That relation, originating from birth, study, marriage, and so forth, is filiation, fellowship in study, conjugal union, or the like†.

*(á)* The phrase 'on the extinction of his ownership,' obviates the use of the term heritage, under the text which describes the concurrent right of the wife during the life of her husband. SRÍKRISHNA TARKÁLANKÁRA, quoted by JAGANNÁTHA TARKAPANCHÁNANA, author of *Viváda-bhangárnava*†.

* Coleb. Dá. bhá. p. 3. Coleb. Dig. Vol. II. p. 504.

The term heritage signifies by acceptation right vested in a relative, in respect of property, in right of relation (as son or otherwise) to its former owner on the extinction of his right. *Dáyatatwa.*

† Coleb. Dig. Vol. II. p. 517.

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

## অথ স্বত্বনির্ণয়ঃ।

২ পিতার নিধন-কালীন * পুত্রের যে জীবন (ই) সেই তাহার স্বত্বোৎপাদক †।

পুত্রের জীবন-ই স্বত্বের প্রতি কারণ, পিতার নিধন-কাল তাহাতে সহকারী মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের এই মত। দা. ভা. টী. পৃ. ২১।

২ পিতৃ-নিধনকালীনং * জীবনমেব (ই) পুত্রস্যার্জ্জনং ভবিষ্যতি †।

পুত্র-জীবনমেব স্বত্ব-হেতুঃ তত্র পিতৃ-নিধনকালঃ সহকারীত্যর্থ ইতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারঃ। দা. ভা. পৃ. ২১।

* যদি বলা যায় "দম্পত্যোর্মধ্যগং ধনং (অর্থাৎ পতির ধন দম্পতির সাধারণ)" এই বচনানুসারে পতির জীবনকালেই যে তদ্ধনে পত্নীর অধিকার, এবং পতির মরণের পর সে অধিকারের বিনাশকাভাব, অতএব কি রূপে তাহাতে পুত্রাদির অধিকার জন্মিতে পারে? এমত নহে—যেহেতু পতির স্বত্ব নাশেই পত্নীর স্বত্ব নাশ অবধারিত হইয়াছে। অতএব পতি দান করিলেও তাহাতে পত্নীর স্বত্ব থাকে না। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৮৭ ও ৪৮৮।

* দম্পত্যোর্মধ্যগং ধনমিতি বচনাৎ জীবতোরেব পত্যৌ তদ্ধনে জায়ায়া অধিকারাৎ পতিমরণোত্তরং তন্নাশকাভাবাচ্চ কথং পুত্রাদেরধিকার ইতি চেন্ন—পতি-স্বত্বনাশেনৈব তন্নাশ কল্পনাৎ। অতএব পত্যা দত্তেঽপি পত্নীস্বত্ব-নিবৃত্তিঃ। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

ভর্ত্তার দ্রব্যে ভার্য্যার যে স্বামিত্ব সে কেবল ভর্ত্তা প্রবাসে থাকিতে নৈমিত্তিক কার্য্যে, অবশ্য কর্ত্তব্য দানে, অতিথি ভোজনাদিতে ব্যয় করিলে চৌর্য্যাপরাধ হইবে না এই মাত্র মনু প্রভৃতি উপদেশ করিয়াছেন। মিতাক্ষরা।

ভার্য্যায়া যৎ ভর্ত্তৃদ্রব্যে স্বামিত্বং তৎ ভর্ত্তুঃ প্রবাসে নৈমিত্তিকে অবশ্য কর্ত্তব্যে দানেঽতিথি ভোজনাদৌ স্তেয়-দোষ নিবর্ত্তকমিত্যুপদেশো মন্বাদীনাং। মিতাক্ষরা।

যদ্যপি দায়ভাগকর্ত্তা কহিয়াছেন "বিবাহজন্য ভর্ত্তার ধনে ভার্য্যার যে স্বামিত্ব তাহা স্বামী মরিলে নষ্ট হওয়ার প্রমাণাভাব" তথাপি তাহার অব্যবহিত পরেই এমত লিখাতে যে "পুত্র থাকিলে তদধিকার-বোধক শাস্ত্রবলে পত্নীর স্বত্ব-নাশ জানা যাইতেছে(দা. ভা. অপু. পৃ. ১৭৫) সুতরাং ভর্ত্তার মরণে (অর্থাৎ দম্পতিত্ব নাশে) দম্পতিত্বজন্য পত্নীর যে স্বত্ব তাহার নাশ স্বীকার করা হইয়াছে।

যদ্যপি জীমূতবাহনেন "পরিণয়নোৎপন্নং ভর্ত্তৃধনে পত্ন্যাঃ স্বামিত্বং ভর্ত্তৃমরণাৎ তন্নশ্যতীত্যত্র প্রমাণাভাব" ইত্যুক্তং, তথাপি তদব্যবহিতানন্তরমেব "সতিতু পুত্রে তদধিকার শাস্ত্রাদেব পত্নীস্বত্বনাশোঽবগম্যতে" ( দা. ভা. অপু. ১৭৫) ইতি লিখনাৎ সুতরাং ভর্ত্তৃমরণে দাম্পত্যজন্য স্বত্ব-নাশোঽঙ্গীকৃতঃ।

† দা. ভা. স্ব. পৃ. ২১। দা. ত. স্ব. পৃ. ২,। বি. দা. ভা. দী. র. ১। দা. ক্র. সং. পৃ. ১। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১, পৃ. ১১, পারা ২৫। কোল্. ডা. বুক্. ৫, চ্যা. ১, বা. ২, পৃ. ৫০৮ ও ৫১৮। উইঙ্ক—দা. ক্র. সং. চ্যা. ১, পৃ. ১।

সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেব সম্বন্ধাধীন স্বত্বকারণের বর্ণনা এই রূপ করেন—"অত্যন্ত প্রামানিক নিষ্কর্ষ এই বোধ হইতেছে যে [উত্তরাধিকারির] জন্মাধীন স্বত্ব এবং ধনস্বামির মরণ বা অন্য হেতুতে স্বত্বত্যাগ এতদুভয়ে মিলিতরূপে ঐ স্বত্বোৎপাদক। পূর্ব্বে জন্মাধীন যে স্বত্ব জন্মে তাহা ধনির মরণাদিতে ও ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বত্বত্যাগে সম্পূর্ণ হয়"। এবং তৎপ্রমাণে বিবাদ ভঙ্গার্ণবানুবাদ ডাইজেষ্টের দ্বিতীয় বালামের ৫১৭ পৃষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের ঐ রূপ মত লিখিত থাকা কহেন। কিন্তু কি শ্রীকৃষ্ণের কি বঙ্গদেশ প্রচলিত অন্য গ্রন্থকর্ত্তাদের উক্ত রূপ মত নহে। তাঁহারা কখন জন্মাধীন স্বত্ব স্বীকার করেন নাই। যথা জীমূতবাহন কহিয়াছেন "জন্ম হেতুই যে স্বত্ব জন্মে তাহার প্রমাণাভাব। জন্ম যে স্বত্বের কারণ তাহা স্মৃতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না" [দা. ভা. স্ব. পৃ. ১৮]। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কহেন "মিতাক্ষরায় যে লিখিত আছে 'জন্ম হেতুই স্বামিত্ব প্রযুক্ত ধনাধিকার হয়—এই গৌতম বচন, ইহা আচার্য্যেরা মানেন'। তদ্বচনেরও আচার্য্যেরা এই অর্থ করিয়াছেন যে উৎপত্তিমাত্রসম্বন্ধ [পুত্রত্ব] অন্য সম্বন্ধাপেক্ষা প্রবল, অতএব পিতার স্বত্বনাশ হইলে পুত্রই তদ্ধনে পুত্রত্বজন্য স্বামিত্ব প্রযুক্ত অধিকারী হয়, অন্য সম্পর্কীয়েরা [পুত্র থাকিতে] হয় না। পিতার স্বত্ব থাকিতে তদ্ধনে পুত্রের স্বত্ব জন্মে ইহা বাচ্য নয়, যেহেতু ইহা দেবলবচনের বিপরীত। তদ্বচনার্থ যথা—পিতার মৃত্যু বা স্বত্বধ্বংস হইলে পুত্রেরা তদ্ধন বিভাগ করিয়া লইবে, যেহেতু নির্দ্দোষরূপে পিতা জীবিত থাকিতে তদ্ধনে তাহাদের স্বামিত্ব নাই" [দা. ত. পৃ. ২, কোল্. দা. ভা. পৃ. ৯—১০]। এবং জীমূতবাহনানুযায়ি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারও কোন স্থলে এমত লিখেন নাই যে তাহা মেক্নাটনের বর্ণনার পোষক হইতে পারে। প্রত্যুত তিনি দায়ভাগ টীকাতে এমত লিখিয়াছেন যে" মিতাক্ষরাধৃত গৌতম বচন অমূলক, যদি সমূলকও হয় তবে তাহা সন্তান গর্ভেথাকিতে পিত্রাদি মরিলে সেই স্থানে খাটে ; নতুবা পুত্রবান্ পিতার স্বধনেও স্বামিত্ব থাকে না"। পরে উপরিউক্ত স্মার্ত্ত মতানুমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন [দা. ভা. টী. স্ব. পৃ. ১৮]। অতাবতা মেক্নাটনের স্বত্ব কারণবর্ণনা বঙ্গদেশমতানুমত নয়।

## SECTION II.

## WHAT CONSTITUTES TITLE TO INHERIT.

**2. The existence (of the son), at the time of the father's death *(i)**, alone constitutes the son's title†.** Vyavasthá.

**The meaning is, that the existence of the son is the sole cause of (heritable) right; to which the time of the father's death is an aid.** SRI´KRISHNA TARKA´LANKA´RA'S **commentary on the** *Dáyabhága.*

* Under the text which declares "porperty common to the married pair," the wife having an interest in the property of her husband during his life, and there being nothing to annul her right after his decease, how can the son and the rest have a claim to the estate? To this it is answered,—No; for, it is established that her right is actually lost by the lapse of her husband's right. Accordingly, the right of the wife is divested even when the effects are given away by her lord. See Coleb. Dig. Vol. III. pp. 487, 488.

Moreover, respecting the wife's ownership in the property of her husband, it has been said by MANU and others: "if she make a gift which is indispensably necessary, if she expend in periodical ceremonies, in entertaining guests, and so forth, while her husband is absent, such ownership will save her from the guilt of theft." *Mitákshará.*

Although JI´MU´TAVA´HANA has at first said "there is no proof of the position, that the wife's right in her husband's property, accruing to her from marriage, ceases on his demise," yet by saying immediately after it, "but the cessation of the widow's right of property, if there be male issue, appears only from the law ordaining the succession of male issue," (Vide Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. Sect. I. para. 26), he has of course admitted that the wife's right (accrued from marriage) to her husband's property, in common with him, ceases on *his* demise.

† Coleb. Dá. Bhá. p. 11. Dá. T. Sans. p. 2. Coleb. Dig. Vol. II. pp. 508, 518. W. Dá. Cra. Sang. Ch. I. p. 1.

Sir William Macnaghten defines the cause of heritable right in these terms:—"The most approved conclusion appears to be that the inchoate right arising from birth, and the relinquishment by the occupant (whether effected by death or otherwise,) conjointly create this right, the inchoate right which previously existed becoming perfected by the removal of the obstacle, that is, by the death of the owner, (natural or civil,) or by his voluntary abandonment;" and he refers to SRI´KRISHNA, cited in Colebrooke's Digest, Vol. II. page 517, as his authority. This however is not the opinion of SRI´KRISHNA, nor of any of the other authors of the law-books current *in Bengal.* None of them admits inchoate right arising from *birth.* For instance, JI´MU´TAVA´HANA says: "There is no proof that property or right is vested by birth alone; nor is birth stated in the law as means of acquisition." (See Coleb. Dá. bhá. Ch. 1. para. 19). RAGHUNANDANA says:—"As to what is written in *Mitákshará,* viz. 'by birth alone a person having ownership takes the property: this is a text of GOTAMA; so the venerable instructors maintain,' that also signifies, the holy teachers maintain, that *on the extinction of the father's right,* his son, not any other relative, may take his property, because sons have right to the property of their father by the very relation of birth by which they are his issue, and which is superior to every other relation. It does not mean that sons have right by birth in their father's property, while his (the father's) own right subsists; for that would contradict Devala's text 'when the father is deceased, let the sons divide the father's property, for they have no ownership while the father is alive, and free from defect.' *Dáyatatwa.*" And SRI KRISHNA, a follower of JI´MU´TAV´AHANA, has no where used any expression which supports the proposition laid down by Sir William Macnaghten. On the contrary, SRI´KRISHNA, in his comment on JI´MU TAVAHANA'S *Dáyabhága,* says: "the text of GOTAMA, which is cited in *Mitákshará,* is unauthorised, or, if it be authorised, it relates to the case of one, whose father dies while the child is in the mother's womb; else a father, who has a male issue, would not be independant in regard to his own goods." (Vide Coleb. Dá. bhá. Ch. 1. p. 9.) He then subjoins an interpretation similar to that which occurs in *Dáyatatwa,* and which is above quoted. Thus we are justified in the conclusion that Sir William Macnaghten's definition of the cause of heritable right is not according to the doctrine current in Bengal.

পিতা ও পুত্র পদে সম্পর্কিমাত্রকে বুঝায় *। দা. ভা. স্ব পৃ. ৩। কোল. দা. ভা. চ্যা. ১, পারা. ৩।

পিতৃপদং পুত্রপদঞ্চ সম্বন্ধিমাত্রোপলক্ষণং *। দা. ভা. স্ব. পৃ. ৩।

ব্যবস্থা

৩ (ই) এস্থলে **জীবন** পদে সন্তানের গর্ভস্থাবস্থাও বুঝায়।

৩ (ই) অত্র **জীবন** পদে অপত্যস্য গর্ভস্থাবস্থাপি বোধ্যা।

তথাপি গর্ভস্থের ভূমিষ্ঠ হওনের অপেক্ষা থাকে, এই বিশেষ। যেহেতু যদি সে জীবিত পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হয় তবে ভূমিষ্ঠ হওন মাত্রে অধিকারী, কন্যারূপে ভূমিষ্ঠ হইলে মাতার পর তাহার স্বত্ব হয়†, এবং মৃত রূপে ভূমিষ্ঠ হইলে স্বত্ববান হয় না।

তথাচ তজ্জন্মাপেক্ষিতমিতি বিশেষঃ—যস্মাৎ তদপত্যস্য জীবিত পুত্ররূপেণ ভূমিষ্ঠমাত্রে স্বত্বং, কন্যারূপেণ মাতুরূর্দ্ধং†, মৃত রূপেণ ভূমিষ্ঠস্য ন স্বত্বমেব।

প্রমাণ

"যে স্থলে পৈতৃক ধনের বিভাগ পুত্রগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত তাহাই দায়ের ভাগ, যাহাকেই পণ্ডিতেরা বিবাদের বিষয় কহিয়াছেন" এই নারদ বচন-ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ইহা বলাতে যে "পুত্রগণ-কর্ত্তৃক (বলা উপলক্ষণমাত্র) এতদ্দ্বারা পুত্রের বহুত্ব ও কর্ত্তৃত্বই বিবক্ষিত হয় নাই, কেননা তাহা হইলে দুই জন-কর্ত্তৃক, ও মধ্যস্থ-কর্ত্তৃক কৃতবিভাগে, এবং গর্ভস্থের (নিমিত্তে) বিভাগে‡ তাহা খাটে না। এবং ইহাও বলাতে যে "উৎপত্তিহেতু স্বামিত্ব প্রযুক্ত অর্থ পাইবে" মিতাক্ষরাধৃত এই গৌতমবচন অমূলক, সমূলক হইলেও তাহা যে সন্তান গর্ভে থাকিতে তৎপিত্রাদির মৃত্যু হয় তাহাতে খাটে" তৎকর্ত্তৃক গর্ভস্থের স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। দা. ভ. টী. পৃ. ২, ৪, ১৮। দ্রষ্টব্য—মিতাক্ষরা পৃ. ২২১, ২২২। এবং জনিষ্যমাণ পুত্রের পৈতামহধনে স্বত্ববিষয়ক যে ২ প্রমাণ বিভাগ প্রকরণে ধৃত হইয়াছে তাহাও দ্রষ্টব্য।

"বিভাগোঽর্থস্য পিত্র্যস্য, পুত্রৈর্যত্র প্রকল্প্যতে। দায়ভাগইতি প্রোক্তং, তদ্বিবাদ পদং বুধৈঃ" ইতি নারদবচনব্যাখ্যানে পুত্রৈরিতি বহুত্বং কর্ত্তৃত্বং চাবিবক্ষিতং, তেন দ্বয়োর্বিভাগে মধ্যস্থক্রিয়মাণে গর্ভস্থবিভাগে চ‡ না ব্যাপ্তিরিতি লিখনাৎ, "উৎপত্ত্যৈবার্থং স্বামিত্বং লভেতেতি" মিতাক্ষরাধৃতগৌতমবচনং অমূলং, সমূলত্বে বা যস্মিন্ গর্ভস্থে পিত্রাদিমৃতিঃ তৎপরমিতি লিখনাচ্চ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারৈঃ গর্ভস্থস্য স্বত্বং স্বীকৃতং। দা. ভা. টী. পৃ. ২, ৪, ১৮। দ্রষ্টব্যা—মিতাক্ষরা পৃ. ২২১, এবং ২২২। জনিষ্যমাণ পুত্রস্য পৈতামহ ধনস্বত্ববিষয়কং যৎপ্রমাণং বিভাগপ্রকরণে ধৃতং তদপিদ্রষ্টব্যং।

এতাবতা গর্ভস্থ অধিকারী নয় কিন্তু (তৎসম্বন্ধিত ধনে) অপরের স্বত্বের প্রতিবন্ধক, অন্যথা গর্ভস্রাব হইলে অথবা গর্ভে তাহার মৃত্যু হইলে তদ্গর্ভধারিণী তদুত্তরাধিকারিণীরূপে তদ্ধনে স্বত্ববতী হয়েন, কিন্তু ইহা অশাস্ত্রীয় ও ব্যবহারবিরুদ্ধ।

তেন গর্ভস্থোঽপরস্বত্বপ্রতিবন্ধকঃ নত্বধিকারী, অন্যথা গর্ভে তন্মরণে গর্ভস্রাবে বা তদুত্তরাধিকারিতয়া তন্মাতুরেবাধিকারঃস্যাৎ, সচাশাস্ত্রীয়ঃ ব্যবহার বিরুদ্ধশ্চ।

ব্যবস্থা

৪ পরন্তু—"অপ্রাপ্ত ব্যবহারের ও প্রবাসীর ধন ব্যয় না হইয়া তদ্বন্ধু মিত্রের নিকট ন্যস্ত হইবে, তথা শিশুর ধনও তাহার বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত রক্ষণীয়" (দা. ভা. বিভা. পৃ. ৭৫) এই কাত্যায়নবচনানুসারে গর্ভস্থের ভূমিষ্ঠ হইলে প্রাপ্য যে ধন তাহাও তদ্বন্ধু মিত্রের হস্তে থাকা উচিত ‡।

৪ পরন্তু—"অপ্রাপ্ত ব্যবহারাণাং ধনং ব্যয়বিবর্জ্জিতং। ন্যসেয়ুর্বন্ধু মিত্রেষু প্রোষিতানাং তথৈবচ। তথা রক্ষ্যং বালধনমাব্যবহারপ্রাপ্তেঃ" (দা. ভা. বিভা. পৃ. ৭৫) ইতি কাত্যায়ন বচনানুসারেণ গর্ভস্থস্যাপি পশ্চাদ্ ভূমিষ্ঠতয়া প্রাপ্য ধনং তেষ্বেব ন্যস্যং ‡।

* অর্থাৎ পিতা বা পিতৃ পদ পূর্ব্ব স্বামিমাত্রের বোধক, ও পুত্র পদ অধিকারিশৃঙ্খলায় পরিগণিত সম্পর্কিমাত্রের সূচক। অতএব পূর্ব্বস্বামির মরণকালে উত্তরাধিকারির জীবনই তৎস্বত্বের প্রতি কারণ।

† ইহার সবিশেষ দুহিতার অধিকার প্রকরণে দৃষ্ট হইবে।

‡ ভ্রাতাদিগের মধ্যে দায়ের ভাগ হইলে অপত্যহীন (অনুৎপন্নাপত্য) স্ত্রীদিগকে ভাগ দিবে, যাবৎ তাহারা পুত্রপ্রসব না করে (বশিষ্ঠ বচনার্থ)। এস্থলে স্ত্রী-পদে (মৃত) ভ্রাতৃজায়, তাহারা পুত্র প্রসব করিবে এমত যদি অনুভব হয়, তবে তাহারদিগকেও ভাগ দেয়, ইহার ভাব এই যে তদ্গর্ভস্থ পুত্রকে উদ্দেশ করিয়াই ঐ স্ত্রীদিগকে ভাগ দত্ত হয়। বি. দ. ভা. দী. র ৩।

* এতচ্চ স্পষ্টতরমুচ্যতে—পিতৃপদং পূর্ব্বস্বামিমাত্রোপলক্ষকং, পুত্রপদং অধিকারি শৃঙ্খলানিবদ্ধ সম্বন্ধিমাত্রোপলক্ষকং। তেন পূর্ব্বস্বামিমরণকালীনং উত্তরাধিকারিজীবনমেব স্বত্বহেতুঃ।

† এতদ্বিশেষস্তু দুহিত্রধিকার-প্রকরণে দ্রষ্টব্যঃ।

‡ অথ ভ্রাতৃণাং দায়ভাগোযাশ্চানপত্যাঃ স্ত্রিয়স্তাসামাপুত্রলাভাৎ (বশিষ্ঠঃ)। স্ত্রিয়োঽত্র ভ্রাতৃজায়াঃ, তা যদি শঙ্কিত পুত্রাস্তদা তাসামপি ভাগোদাতব্যঃ, তথাচ পুত্রমুদ্দিশ্যৈব স্ত্রীণাং ভাগদানমিতি ভাবঃ। বি. দা. ভা. দী. র. ৩।

Here the expressions "*father*" and "*son*" (severally) indicate any relation.* Dá. bhá. Ch. I. para. 5.

3. *(i)* The phrase "*the existence* (of the son) *at the time of the father's death*" indicates also the fœtal existence of an heir in the womb. Vyavasthá

The birth of the infant must however be awaited; because, the issue, if a son, would at once succeed, if a daughter, its succession after the mother is contingent†; whilst a still-born child would not in any way affect the inheritance.

SRI´KRISHNA TARKA´LANKA´RA in the following instances has admitted the right of the child in the womb.—In his exposition of NARADA's text—"where a division of the paternal estate is instituted by sons, that becomes a topic of litigation, called by the wise, partition of heritage"—he says: 'the term *by sons* is merely illustrative, for if it exclusively mean *plurality and agency of sons*, it cannot comprehend the partition made between two (parceners), by the intervention of an arbitrator, and (on account) of the child in the womb"‡. He says also: "the text of GOTAMA, which is cited in *Mitákshará*, is unauthorised; or, if it be authorised, it relates to the case of one, whose father dies while the child is in the mother's womb." SRI KRISHNA's commentary on *Dayabhága*, Sans. pp. 2, 4, 18. See also *Mitákshará*, Sans. pp. 221, 222, and the authorities which are quoted in the Section treating of partition, and which show that the posthumous son has heritable right to the paternal grandfather's property. Authorities.

Hence the child conceived in the womb does not inherit, but it debars or suspends (for the time) the succession of other heirs (to the property to which it will succeed if born a son alive); for, were it held otherwise, (viz. that any inheritance or property vested in the child *in utero*, immediately after the extinction of the father's right,) then, on its dying *in utero*, or abortion taking place, the mother would inherit as *its* heir and successor, but this is inconsistent with the law, and contrary to usage.

IV. However, according to KA´TYA´YANA's text—" Let them deposit, free from disbursement, in the hands of *bandhu* and *mitras*, the property of such as have not attained maturity, as well as of those who are absent; thus the property of minors should be preserved until they attain their full age," (Coleb. Dá. bhá. Ch. III. Sect. I. para. 17)—the property, which a child conceived in the womb can inherit on its being born a son (alive) should be deposited with its *bandhu*‡ and *mitras*. Vyavasthá

* That is to say, the expression "*father*" is meant to signify the predecessor or former owner, and "*son*" is meant to indicate any relative included in the order of succession as entitled to inherit. Thus (at the time of death of the former owner) the survival of the relation, entitled to succeed, is the cause of his right.

† See Daughter's Succession.

‡ A share of the heritage with the brothers shall be allotted to those widows who have no offspring, but are supposed to be pregnant, to be held by them until they (severally) bear sons. VASISTA. Widows here signify wives of deceased brothers. If they be supposed likely to bear sons, shares must be also allotted to them: consequently, the meaning is, that shares are only allotted to the widows *for the behoof of their sons* (to be born). Vide Coleb Dig. Vol. III. p. 86.

The meaning of the words "*bandhu*" and "*mitra*" will be given in the Sections treating of partition

২ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

৴০ কুঞ্জবেহারির চারি পুত্র ছিল—রামবল্লভ, ব্রজবল্লভ, জগৎবল্লভ, ও ভক্তবল্লভ। রামবল্লভ তৎপিতা বিদ্যমানে গোলোকমণি নাম্নী স্ত্রী রাখিয়া মরে, এবং ভক্তবল্লভ তৎপিতার মরণানন্তর ভগবতী নামে স্ত্রী রাখিয়া নিস্‌সন্তান মরে। ঢাকার কোর্ট আপীলের জজেরা পণ্ডিতের মত গ্রহণান্তে বিষয় তিন অংশ করিয়া জগৎ-বল্লভের দুই কন্যাকে একাংশ দিলেন (ও সমান ভাগ করিয়া লইতে কহিলেন), একাংশ ব্রজবল্লভের পুত্র শ্যামবল্লভকে দিলেন, এবং অবশিষ্টাংশ ভগবতীকে দিলেন এই হেতুতে যে তাহার শ্বশুরের নিধনকালীন তাহার স্বামী জীবিত ছিল। এবং গোলোকমণিকে অংশ দিলেন না এই হেতুতে যে তাহার শ্বশুরের মরণের পুর্ব্বে তৎস্বামী রামবল্লভ মরিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে অন্নাচ্ছাদন পাইবার যোগ্যা বিবেচনা করিলেন। পরে এই নিষ্পত্তি সদর দেওয়ানী আদালতে বহাল থাকিল। রায় শ্যামবল্লভ—বনাম—প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ। ৪ জুলাই ১৮২০ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ৩৩।

৵০ রামকেশব রায়ের তিন পুত্র—রামকুমার রায়, রামজীবন রায়, ও রামকমল রায়,—তন্মধ্যে রামকুমার পদ্মমণি নাম্নী স্ত্রীকে রাখিয়া নিস্‌সন্তান মরে, এবং তৎপরে রামকেশব অবশিষ্ট দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তর-গত হয়। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিলেন যে রামকুমার তৎপিতা রামকেশব রায় বিদ্যমানে মরাতে তাহার (অর্থাৎ রামকুমারের) মরণ তৎপিতৃত্যক্ত বিষয়ে স্বত্বের প্রতি প্রতিবন্ধক। অতএব তাহার মৃত পিতার বিষয়ের কোন অংশ ভাগিনী তাহার পত্নী নয়, কিন্তু ঐ বিষয় হইতে ভরণ পোষণের খরচ পাইতে পারে; এবং তাহার স্বামী জীবদ্দশায় যে বিষয়ের অধিকারী ছিল তাহা যাবজ্জীবন দখলে রাখিতে পারে। সদর দেওয়ানী আদালত উক্ত ব্যবস্থানুসারে পদ্মমণির দাবী ডিস্‌মিস্ করিয়া আদেশ করিলেন যে সে যদি চাহে তবে নিজ ভরণ পোষণের নিমিত্তে উক্ত বিষয়ের দখিলকারগণের নামে নালিশ করিতে পারে। ১৪ ফেব্রুওরি ১৮২৫ সাল। মোসম্মাৎ হেমলতা চৌধুরাণী—বনাম—মোসম্মাৎ পদ্মমণি চৌধুরাণী। স. দে. আ. রি. বা. ৪, পৃ. ১৯।

৶০ মোসম্মাৎ পদ্মমণি চৌধুরাণীর বিরুদ্ধে মোসম্মাৎ হেমলতা চৌধুরাণীর যে আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে ১৮২৫ সালের ১৪ ফেব্রুওরি তারিখে নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে (অর্থাৎ উপরিউক্ত মোকদ্দমায়) পণ্ডিতেরা রামমণি চৌধুরাণীর সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা দেন ঐ ব্যবস্থার বুনিয়াদে রামমণি চৌধুরাণী নালিশ উপস্থিত করে। তদ্ব্যবস্থা এই যে “শঙ্করীদাসী বিদ্যমানে যদি তৎপুত্র রামজীবন কিম্বা রামকমল মরে তবে ঐ শঙ্করী মৃত পুত্রের ভাগহারিণী হইবে, যদি রামজীবন ও রামকমল উভয়েই তাহাদের মাতার পুর্ব্বে মরে তবে ঐ মাতা তদুভয়েরি ধনাধিকারিণী হইবে; যদি মাতা পুর্ব্বে ও তৎপুত্রদ্বয় পরে মরে, এবং যদি তাহাদের মরণ-কালে তাহাদের ভগিনী রামমণির পুত্রেরা জীবিত থাকে তবে তাহারা ধনাধিকারি হইবে, এবং তাহাদের মৃত্যুর পর রামমণি পুত্রের উত্তরাধিকারিণীরূপে ধনাধিকারিণী হইবে”।

সদর আদালত বিবেচনা করিলেন যে পূর্ব্ব মোকদ্দমায় পণ্ডিতদিগের দত্ত যে ব্যবস্থার উল্লেখ বাদিনী করিয়াছে তদ্দ্বারাই বাদিনীর দাবী চলিতে পারে না, যেহেতু তাহার মাতার মরণকালীন তাহার এক পুত্রও জীবিত ছিল না, এবং তদ্ভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ রামজীবন ও রামকমল তাহাদের মাতার পুর্ব্বে মরিয়াছিল। রামমণি চৌধুরাণী—বনাম—হেমলতা চৌধুরাণী। ৬ জানুওরি ১৮৩৫ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ৩।

I০ গোবিন্দচন্দ্র কার্‌ফর্‌মার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র কার্‌ফর্‌মার মোকদ্দমা (সু. কো. মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ৭৪), ধনমণির বিরুদ্ধে মণিমোহন বসুর আপীল (১৭ নবেম্বর ১৮৫৩ সাল, স. দে. আ. রি. পৃ. ৯১০), এবং পিতৃদৌহিত্রের অধিকারে লিখিত মোকদ্দমা কতিপয়ও দ্রষ্টব্য।

৩ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

৴০ অদ্বৈতচন্দ্র মণ্ডল প্রভৃতি দরখাস্তকারিদের মোকদ্দমায় সদর আদালত এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বঙ্গদেশ-প্রচলিত দায়শাস্ত্রে উত্তরাধিকারির জন্ম (অর্থাৎ জীবন) ও গর্ভস্থাবস্থা তুল্য, কেবল গর্ভস্থের ভূমিষ্ঠ হওনের অপেক্ষা থাকে; যেহেতু তাহা পুত্র হইলে অধিকারী হয়, কন্যা হইলে হয় না। ১৭ আগষ্ট ১৮৪৩ সাল, সেবেষ্টর সাহেবের রিপোর্ট, বা. ২, মোকদ্দমা নং ১৩১। মর্লীর ডাইজেষ্ট বা. ১, পৃ. ৩২৭।

অনুমতি প্রাপ্তাপত্নী এবং তদ্গ্রাহীতব্য দত্তক-বিষয়ক যে কতিপয় মোকদ্দমা দত্তক-প্রকরণে ধৃত হইল তাহাও দ্রষ্টব্য।

*Case bearing on the vyavasthá No. 2.*

I. Kunja Behárí had four sons—Rám Ballabh, Braja Ballabh, Jagat Ballabh, and Bhakta Ballabh.—Rám Ballabh, *during the lifetime of his father*, died leaving a widow named Golok Mani, and Bhakta Ballabh died childless *after his father's death*, leaving a widow named Bhagavatí. The Dacca Court of Appeal, after taking the opinion of the Hindu Law Officers, awarded one third to the two daughters of Jagat Ballabh (to be shared between them equally,) another third to Shám Ballabh, son of Braja Ballabh, and the remaining third to the widow Bhagavatí, *(because her husband had survived his father)*, and declared Golok Mani entitled *(not to a share*, but) to food and raiment only, *because her husband Rám Ballabh had died before his father*. This award was affirmed by the Sudder Dewanny Adawlut.—Ráy Shyám Ballabh *versus* Prán Krishna Ghose. 4th July 1820. S. D. A. R. Vol. III. p. 33.

II. Rám Keshab Ráy had three sons—Rám Kumár Ráy, Rám Jíban Ráy, and Rám Kamal Ráy, of whom Rám Kumár died without issue, leaving a widow Musst. Padu Mani. After this Rám Keshab died, leaving his two remaining sons. The Pandits declared that the right of Rám Kumár Ráy to the property left by his father Rám Keshab Ráy was barred by his having died *during his father's life*; his widow therefore was not entitled to any share of the property of her deceased husband's father: she however was entitled to receive maintenance therefrom, and to take by inheritance, during her life, any property of which her husband had possession during his life. The Sudder Court accordingly dismissed Padu Mani's claim, and declared that the option of suing the holders of the estate for maintenance was left to her. Musst. Hemlatá Choudhuráni Appellant *versus* Musst. Padu Mani Choudhuráni Respondent.—14th February 1825. S. D. A. R. Vol. IV. p. 19.

III. Rám Mani Choudhuráni instituted a suit, and grounded her claim on that portion of the *Vyavasthá* of the Sudder Pandit in a former appeal (preferred on the part of Musst. Hemlatá Choudhuráni *versus* Musst. Padu Mani Choudhuráni, and decided on the 14th February, 1825, i. e. in the above case) which referred to her, and which was as follows; —If either Rám Jíban or Rám Kamal died during the life-time of Shankarí Dási, their mother, she would take the share of the deceased; if they both died before her, she would take the property of both. If the mother died first, and then the two brothers, the sons of (their sister) Musst. Rám Mani, *if they survived them*, would take their property, and *after* their death, Rám Mani would succeed thereto as *their* heir.

The Sudder Court determined that the claim of the plaintiff was barred by the *Vyavasthá* given in the former case and quoted by her, because she had not a son *alive* at the time of her mother's death, and because her brothers Rám Kamal and Rám Jíban had died *before* their mother.—Rám Mani Choudhuráni *versus* Hemlatá Choudhuráni. 6th January 1835. S. D. A. R. Vol. VI. p. 3.

IV. Íshwar Chandra Kárfarmá *versus* Gobinda Chandra Kárfarmá. S. C. Cons. H. L. p. 74. See Manimohan Bose *versus* Dhanmani. 17th November 1853. S. D. A. R. p. 910. See also the cases quoted in the succession of father's daughter's son.

*Case bearing on the vyavasthá No. 3.*

I. In the case of Adwoita Chánd Mandol and others, petitioners, the opinion of the Sudder Court (present Tucker, Reid, and Barlow, Judges) was, that the act of birth or of conception of an heir in the womb was one and the same thing in the eye of the Bengal law, only that the birth of the infant must be awaited; because, if the issue be a daughter, she would have no title; if a son, he would inherit. 17th August 1843. 2. Sev. Cases, 131. Morley's Digest, Vol. I. p. 327.

See the cases which respect the widow authorised to adopt, and the boy to be adopted by her; and which are quoted in the part treating of adoption.

ব্যবস্থা

**৫। উপরম (বা নিধন) পদ মরণমাত্রের বোধক নয়, কিন্তু পতিত (ঊ) প্রব্রজিতত্বাদিরও বোধক, যেহেতু পাতিত্যাদিও (এ) মৃত্যুর ন্যায় স্বত্ব বিনাশের কারণ। দা. ভা. স্ব. পৃ. ২৪।**

**৫। নচোপরম মাত্রমেব বিবক্ষিতং কিন্তু পতিত (ঊ) প্রব্রজিতত্বাদ্যুপলক্ষয়তি (এ) স্বত্ব-বিনাশ হেতুতাসাম্যাৎ। দা. ভা. স্ব. পৃ. ২৪।**

(ঊ) এস্থলে পতিত পদ—ব্রহ্মহত্যাদি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে নাই এবং করিতে চাহেনা এমত ব্যক্তির বোধক, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের † এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ‡ মত এই যে পতিত অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত এবং প্রায়শ্চিত্ত-বিমুখ হইলে তাহার স্বত্ব নাশ হয়।

(ঊ) অত্র পতিতঃ—ব্রহ্মহত্যাদিকৃত্বা অকৃতপ্রায়শ্চিত্তঃ প্রায়শ্চিত্ত বিমুখশ্চ *"যস্মাৎ প্রায়শ্চিত্ত প্রাগভাবাভাব সহকৃতং পাতিত্যং স্বত্বনাশহেতুঃ, পাতিত্যেন স্বত্বনাশঃ প্রায়শ্চিত্ত বৈমুখ্যে ইতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারস্য † রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যস্য চ ‡ মতং।

(এ) এস্থলে আদি পদে উপরতস্পৃহত্ব ও বান প্রস্থাবস্থা ধর্ত্তব্য এই দায়ভাগটীকা।

(এ) অত্র আদি-না বান প্রস্থত্বোপরতস্পৃহত্বপরিগ্রহ ইতি দায়ভাগটীকা।

উপরতস্পৃহত্ব—স্পৃহা ত্যাগের পর "আমার ধন (আর) নয়" এই উক্তিতে ধনকে উপেক্ষা করিলে উপেক্ষাতে স্বত্বনাশ হয়, তৎপরে স্পৃহা জন্মিলেও আর স্বত্ব হয় না। উপরত স্পৃহত্ব জ্ঞান তদুক্তিতেই হয় এই জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদৃত স্মার্ত্তের মত প্রামাণিক ¶। বি. দা. ভা. দী. র. ১।

উপরতস্পৃহত্বং—স্পৃহা বিচ্ছেদানন্তরং "মম ধনং নাস্তু" ইত্যনেন ধনমুপেক্ষতে। তদাতু উপেক্ষয়া স্বত্বনাশঃ তদুত্তরঞ্চ স্পৃহাজননেঽপি ন পুনঃস্বত্বং। উপরতস্পৃহত্বজ্ঞানং তদ্বচনেনৈব ভবতীতি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদৃতস্মার্ত্তমতং সাধীয়ঃ ¶। বি. দা. ভা. দী. র. ১।

ব্যবস্থা

**৬। দ্বাদশ বৎসর গতে উদ্দেশরহিত ব্যক্তি মৃত কল্পিত হওয়াতে তদ্ধনে তদুত্তরাধিকারির স্বত্ব হয় §।**

**৬। দ্বাদশবর্ষাদূর্দ্ধং উদ্দেশরহিতস্য মরণ কল্পনাৎ তদ্ধনে তদুত্তরাধিকারিণঃ স্বত্বং §।**

প্রমাণ

গতব্যক্তির বার বৎসর পর্য্যন্ত বার্ত্তা শ্রুত না হইলে পুত্র ও বান্ধবেরা তাহার প্রেতাবধারণ করিবে। যম।

গতস্য ন ভবেৎ বার্ত্তা যাবদ্দ্বাদশ বার্ষিকী। প্রেতাবধারণং তস্য কর্ত্তব্যং সুতবান্ধবৈঃ §। যমঃ।

* বি. দা. ভা. দী. র. ৩।—কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৩১৫। † দা. ভা. টী. স্ব. পৃ. ২৫। ‡ দা. ত. স্ব. পৃ. ৩। ¶ দা. ত. স্ব. পৃ. ৩। দা. ভা. টী. স্ব. ২৫। কোল. ডা. বা. ২, পৃ. ৫২৫।

§ অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মরণকালাবধারণ বিষয়ে ঋষি ও নিবন্ধসকলের এক মত নয়—যথা নির্ণয় সিন্ধুতে প্রকাশ "সেই রূপ প্রোষিত (অনুদ্দিষ্ট) ব্যক্তির যদি দ্বাদশবৎসর কাল অতীত হয় তবে ত্রয়োদশ বৎসর প্রবৃত্ত হইলে তাহার প্রেত কর্ম্ম সকল করাইবে (বৃদ্ধমনু)। দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত যাহার বার্ত্তা শুনিতে না পাওয়া যায়, কুশ পুত্তলক দাহদ্বারা তাহার মৃত্যুর অবধারণ হইবেক (বৃহস্পতি)॥ প্রোষিত পিতার যদি নিশ্চয় কিম্বা বার্ত্তা পাওয়া না যায় তবে (পুত্র) পঞ্চদশ বৎসরান্তে তাঁহার প্রতিরূপ করিয়া তৎসংস্কার যথাবিধি করিবে। এবং তদবধি সকল প্রেত কর্ম্ম করিবে (ভবিষ্যপুরাণ)॥ মদন রত্নে উক্ত হইয়াছে যে পিতা ভিন্ন অন্য ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত। কিন্তু গৃহ্য কারিকাতে লিখিত এই যে—অনুদ্দিষ্ট পূর্ব্ববয়স্ক (অর্থাৎ ৫০ বৎসরের অনূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তির প্রেত ক্রিয়া বিংশতি বৎসরাতীতে, মধ্যম (অর্থাৎ ৭৫ বৎসরের অনূর্দ্ধ) বয়স্কের পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইলে, এবং উত্তর অর্থাৎ ৭৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কের প্রেতক্রিয়া দ্বাদশ-বৎসরাতীতে বিহিত হইয়াছে।

§ উদ্দেশরহিতানাং মরণাবধারণ-কাল নির্ণয়ে ঋষীণাং নিবন্ধৃণাঞ্চ ঐকমত্যং নাস্তি, যথা নির্ণয়সিন্ধৌ—"প্রোষিতস্য তথা কালো, গতশ্চেদ্দ্বাদশাব্দিকঃ। প্রাপ্তে ত্রয়োদশে বর্ষে, প্রেত কর্ম্মাণি কারয়েৎ (বৃদ্ধ মনুঃ)॥ যস্য ন শ্রূয়তে বার্ত্তা যাবদ্দ্বাদশবৎসরাৎ। কুশ পুত্তক দাহেন তস্যস্যাদবধারণা (বৃহস্পতিঃ)॥ পিতরি প্রোষিতে যস্য ন বার্ত্তা নৈব চাগমঃ। ঊর্দ্ধং পঞ্চদশাৎ বর্ষাৎ, কৃত্বা তৎ প্রতিরূপকং॥ কুর্য্যাৎ তস্যতু সংস্কারং, যথোক্তবিধিনা ততঃ। তদা প্রভৃত্যেব সর্ব্বাণি, প্রেত কর্ম্মাণি কারয়েৎ (ভবিষ্য)॥ দ্বাদশাব্দ প্রতীক্ষা পিতৃ ভিন্ন বিষয়েতি মদনরত্নে উক্তং। গৃহ্যকারিকায়ান্তু—তস্য পূর্ব্ববয়স্কস্য, বিংশত্যা ঊর্দ্ধতঃ ক্রিয়া। ঊর্দ্ধং পঞ্চদশাদ্বাত মধ্যমে বয়সিস্মৃতা॥ দ্বাদশাব্দং পরাদূর্দ্ধং উত্তরে বয়সি স্মৃতা

**5 Death merely (i. e. physical death) is not meant: it (also) alludes to degradation (u), the state of a travelling devotee, and the like (e), because of the analogy of the (circumstance which causes) extinction of right. *Dáya-bhága.* See Colerooke's translation, Ch. I. para. 31.** Vyavasthá.

(*u*) *Degradtion* occurs when one has slain a *bráhman* or committed some other atrocious crime, and has not performed penance, and even refuses to submit to it *; for *Srikrishna Tarkálankára* † and *Raghunandana* ‡ are of opinion that the fallen sinner forfeits his right when he has not done penance, and is averse to doing it.

[e] The state of a hermit, as well as the extinction of wordly affections is here comprehended under the term "*and the like.*" *Srkrishna's* commentary on *Dáyabhága.* See Coleb. Da'. bha'. p 14.

After withdrawing his affection (*from things of this world,*) if he abdicate his estate in this form, "*let this be no longer mine,*" then indeed his right is divested by abdication: and afterwards, even though temporal inclinations revive, the right is not renewed. The resignation can only be known from the declaration of the party. Thus *Raghunandana,* as *Jagannátha Tarkapanchánana* remarks, is justified. ¶

**6 A person's being absent and not heard of for twelve years entitles his heirs to inherit his property: this rule is founded on the presumption of his death.§** Vyavasthá.

If no tidings of a person gone abroad be received for twelve years, his son and kinsmen should account him to be certainly dead.§ *Jama* or *Yáma* Authority

* See Coleb. Dig. Vol. III. p. 315. † commentary on *Dáyabhága.* p. 3. ‡ *Dáyatatwa.* p. 3.

¶ Cob. Dig. Vol. II. p. 525. See *Dáyatatwa,* p. 3. *and Srikrishna's* comment on *Dáyabhága,* p. 25.

§ In fixing the date of the death of missing persons, the holy sages (*Rishis*) and compilers are not of one opinion, as is manifest from the texts quoted in *Nirnaya-Sindhu.* " So if the time of twelve years of a person's absence have gone by, they shall cause his death-rites to be solemnised at the commencement of the thirteenth year (*Vriddha Manu*). If no tidings be had of a person for twelve years, such person shall be treated as one dead, by the burning of his effigy made of *Kusha* grass (*Vrihaspati*). If any one's father be absent, and neither a letter nor any news of him be received, then at the end of 15 years, his effigy shall be formed and burnt in the manner prescribed by the law; from which date all his obsequies shall be performed (*Bhabishya Purána*). It is said in *Madana-Ratna* that (the rule of) waiting for twelve years applies to all missing persons, except a father. But (it is written) in *Grihyakáriká*—"It is said that the obsequies of a missing person in the first period of life (i. e. under 50 years of age) should be performed after the lapse of 20 years, of one of middle age (under 75,) after fifteen years, and of a person in the last period of life (above 75 years) after twelve years " (from the day of his or her disappearance.)

বিভাগে অধিকার জনন কাল

পাতিত্য, নিস্পৃহত্ব অথবা মরণ-হেতু স্বত্ব নাশের সময় বিভাগের এক কাল, ও পিতার স্বত্ব থাকিতেও বিভাগে তাঁহার ইচ্ছা হয় যে সময়ে সেই অপর কাল *। দা. ভা. স্ব. পৃ. ৩১।

পতিতত্ব নিস্পৃহত্বোপরমৈঃ স্বত্বাপগম ইত্যেকঃ কালোঽপরশ্চ সতি স্বত্বে তদিচ্ছাত ইতি কালদ্বয়মেব যুক্তং *। দা. স্ব. পৃ. ৩১।

পিতৃধন বিভাগের কালদ্বয় এই রূপ উক্ত হইয়াছে।

এবন্তাবৎ পিতৃধন-বিভাগস্য কাল-দ্বয়মপ্যুক্তং।

পিতামহ সম্বন্ধীয় ধন বিভাগের কাল ও এই। বিশেষ এই যে তাহাতে পিতার ইচ্ছা মাতার (ও বিমাতার) রজোনিবৃত্তি অপেক্ষা করে †। দা. ক্র. সং. বিভা. পৃ. ৪২। এই সকলের বিস্তার বিভাগ প্রকরণে দৃষ্ট হইবে।

পৈতামহধনেতু মাতৃ-রজোনিবৃত্তিসহকৃতা পিতুরিচ্ছা ইতি বিশেষঃ †। দা. ক্র. সং. বিভা. প. ৪২। এতদ্বিস্তারস্ত বিভাগপ্রকরণে দ্রষ্টব্যঃ।

ফলতঃ উক্তকালদ্বয়ে পুত্রাদির বিভাগে অধিকার হয় মাত্র, ইহা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য স্পষ্টই কহিয়াছেন, যথা—"মরণ পাতিত্য ও গৃহস্থাশ্রমত্যাগ-হেতু স্বত্ব ধ্বংস হইলে, এবং উপরতস্পৃহত্ব ও স্বত্ব সত্ত্বেও স্বধনেচ্ছা রহিত হইলে পুত্রাদিগের বিভাগে অধিকার জন্মে ‡, দা. ত. স্ব. পৃ. ৩।

বস্তুতস্তৎকালদ্বয়ে পুত্রাদীনাং বিভাগাধিকারো জায়তে, তদ্ব্যক্তীকৃতং স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণ, যথা—"মরণ পাতিত্যগার্হস্থেতরাশ্রমগমনৈঃস্বত্বধ্বংসে উপরতস্পৃহে সত্যপি স্বত্বে স্বগত ধনেচ্ছা রহিতেচ পুত্রাণাং বিভাগাধিকারঃ" ‡। দা. ত. স্ব. পৃ. ৩।

কিন্তু বঙ্গদেশাদৃত নব্য নিবন্ধৃ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ৯ সংখ্যক ব্যবস্থা প্রমাণে ধৃত যম বচনানুসারে তিথিতত্ত্বে অনুদ্দিষ্টের মরণাবধারণ করাতে এতদ্দেশে উদ্দেশ রহিত ব্যক্তির বয়ঃক্রম ও সম্বন্ধ বিবেচনা বিনা দ্বাদশবৎসরানন্তরেই মরণাবধারণ করা ব্যবহার দেখা যাইতেছে।

কিন্তু এতদ্দেশাদৃত নব্যনিবন্ধৃ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যেণ ৯ সংখ্যক ব্যবস্থাপ্রমাণে ধৃত যমবচনানুসারেণ তিথিতত্ত্বে অনুদ্দিষ্টস্য মরণাবধারণস্য কৃতত্বাৎ এতদ্দেশে দ্বাদশবৎসরানন্তরং উদ্দেশরহিতস্য বয়ো বিশেষাদিবিবেচনামন্তরেণৈব মরণাবধারণব্যবহারো দৃশ্যতে।

সর্ টামস্ ষ্ট্রেঞ্জ্ সাহেব (এবং তদনুরূপে সর উইলিয়ম্ মেকনাটন সাহেব) নির্ণয় সিন্ধুতে গ্রন্থকারিকাহইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তন্মাত্রকে নির্ণয় সিন্ধুকর্ত্তার মত বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন (মেক্. হি. ল. বা. ২, মকদ্দমা ১৩)। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে—নির্ণয় সিন্ধু কর্ত্তা নিজ মত বলিয়া কিছু প্রকাশ করেন নাই, তিনি কেবল উপরিধৃত পংক্তিকতিয় তুলিয়া ঋষি ও নিবন্ধৃ কতিপয়ের মত প্রকাশ করিয়াছেন।

উক্ত দুই সাহেব আরো কহিয়াছেন—"কাহারো২ মতে পঞ্চাশৎ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতীক্ষা দ্বাদশ-বৎসর পর্য্যন্ত, এবং পঞ্চাশবৎসরের অনূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তি সকলের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা ২৪ চতুর্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত। (মেক্. হি. ল. বা, ২, মকদ্দমা ১৩) কিন্তু এমত কাহারো মত দৃষ্ট হয় না যে কোন বয়স্ক অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হইবে।

* কোল. দা. ভা. চ্যা. ১, পৃ. ২০, পারা ৪৪। † দা. ভা. স্ব. পৃ. ৩১, বিভা. পৃ. ৩৩। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১, পারা. ৪৫; চ্যা. ২, পারা. ১। উইঙ্ক. দা. ক্র. সং. চ্যা. ৪, পৃ. ২১, পারা. ১। ‡ কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১, নোট ৩৩।

**There are only two periods of partition rightly declared : one, when the right ceases by the owner's degradation for his sins, disregard of temporal matters, or actual death ; the other, by the choice of the father, while his right still subsists.—Coleb. Dá. bhá. Ch. I, p. 20, para. 44.**

When right to partition arises.

It is thus established that two periods exist for the partition of father's property.

The same periods also exist for the partition of a paternal grandfather's property, only with this difference that the choice of the father should be dependent on the cessation of the mother's (and step mother's) catamenia. † This will be fully explained in the Chapter treating of partition. q v.

In truth, the sons at (each of) these two periods become entitled to partition, as is expressly laid down by *Raghunandana*—"If the right of property be annulled by death or by degradation, or by the quitting of the condition of a householder, the sons are entitled to partition ; and so they are even though the right of property remain, if the father be devoid of wish to keep property which pertains to him ‡ *Dáyatatwa* p. 3.

But *Raghunandana*, a modern compiler respected in Bengal, having in his *Tithitatwa* fixed the date of the death of missing persons according to the text of *Jama* or *Yama* quoted under *Vyavastha´* No. 6, it has been the practice of the Hindus of this country to account and treat missing persons as dead immediately on the expiry of twelve years from the date of their last trustworthy tidings, without any question of age or relationship.

Sir Thomas Strange has quoted (and he is followed by Sir William Macnaghten) from *Nirnaya-Sindhu* merely what is therein given from *Grijhyakáriká*, and has stated that to be the opinion of the author of *Nirnaya-Sindhu*. This however is not the case : the author of *Nirnaya-Sindhu* has expressed no opinion of his own ; he has merely quoted the different opinions of the sages and compilers, as is manifest from the quotation above given in totidem verbis.

The same learned English writers say : "according to some authorities, the term of twelve years applies to missing persons whose age exceeds fifty years; for all under that age, the term allowed for re-appearance is twenty four years." But I find no authority which prescribes twenty four years for the re-appearance of a missing person of any age.

† Vide W. Dá. Cra. Sang. Ch. IV, p. 91, para. 1. Coleb. Dá. bhá. Ch. 1. para. 45, Ch. II. para. 1.

‡ See Coleb. Dá. bhá Ch I. Note 33.

৬ সংখ্যক ব্যবস্থার

মজীর

/০ ব্রজরাম সাহুর পাঁচ পুত্র—হরিকৃষ্ণ সাহু, জয়কৃষ্ণ সাহু, মনোহর দাস সাহু, রমাকান্ত সাহু, ও রামকান্ত সাহু। বাঙ্গলা ১১৯৭ সালে জয়কৃষ্ণ জশোহরে যাত্রা করিয়া তদবধি উদ্দেশ রহিত হয়। ১২০০ সালে ব্রজরামের মৃত্যু হয়। তদনন্তর জয়কৃষ্ণের স্ত্রী তৎপতির ভ্রাতাগণের সহিত একত্র থাকনকালীন উপার্জ্জিত বিষয়ের প্রাপ্যাংশের নিমিত্তে নালিশ করে। জিলার জজ্ এমত প্রমাণ পাইয়া যে জয়কৃষ্ণের উদ্দেশরহিত হওয়ার দিবস হইতে দ্বাদশ বৎসরের পর তাহার শ্রাদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার পিতা ১২০০ সালে মরিয়াছে, বাদিনীর দাবী তৎস্বামির শ্রাদ্ধের পুর্ব্বে শ্বশুরের মৃত্যু হওয়া হেতুতে ডিক্রী করিলেন। কিন্তু ঢাকার কোর্ট-আপীলের জজেরা ঐ ডিক্রী এই হেতুবাদে রদ করিলেন যে জয়কৃষ্ণ তৎপিতা ব্রজরামবিদ্যমানে উদ্দেশরহিত হওয়াতে ব্রজরামের অর্জ্জিত বিষয়ে জয়কৃষ্ণের পত্নীর ও দৌহিত্রের কোন স্বত্ব নাই। এই ফয়সলার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে খাসআপীল রুজু হইলে তাহা সদরীয় পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুসারে মঞ্জুর হয়—তদ্ব্যবস্থাতে লিখিত এই যে "যদি কোন ব্যক্তি তৎপিতাবিদ্যমানে উদ্দেশরহিত হয়, তবে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রমতে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে হইবে। উদ্দেশরহিত হওনের তিন কি চারি বৎসর পরে অনুদ্দিষ্টের পিতার মৃত্যু হইলে তৎক্ষণেই তৎপত্নী পতির প্রাপ্য পিতৃধনাংশে অধিকারিণী হইবে না (যেহেতু শ্বশুরের ধনে পুত্রবধূ অধিকারিণী হয় এমত বিধি কোন গ্রন্থেই নাই,) কিন্তু দ্বাদশ বৎসর গতে যদি তৎপতির উদ্দেশ না পাওয়া যায়, এবং যদি পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র না থাকে, তবে সে শ্বশুরের ধনে পতির অংশ দাওয়া করিতে পারে।

পরন্তু বিচারকালে আদালত ব্রজরামের কৃত বিভাগপত্র এবং আর২ দস্তাবেজ মোলাহেজা করিয়া তদ্দৃষ্টে ব্যবস্থা দানজন্য পুনর্ব্বার পণ্ডিতগণের নিকট মোকদ্দমা প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিতেরা ঐ সকল দলিল দেখিয়া কহিলেন উক্ত বিভাগপত্রে জয়কৃষ্ণের স্ত্রী ও দৌহিত্রের ভরণপোষণার্থে যে টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন স্বত্ব নাই, যেহেতু স্বোপার্জ্জিত বিষয়ে ধনস্বামির ইচ্ছাই মিয়ামিকা, এবং অপ্রাপ্তব্যবহার অথবা বিকলচিত্ত হওন বিনা ধনস্বামী স্বার্জ্জিত ধনের যে বিভাগ করে তাহা অন্যথা হইতে পারে না। পরে এই ব্যবস্থানুসারে আদালত কোর্টআপীলের ফয়সলা বহাল রাখিলেন *। মসম্মাৎ অয়াবতী (মৃতা)—বনাম—রাজকৃষ্ণ সাহু প্রভৃতি। ২৫ এপ্রেল ১৮২০ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩. পৃ. ২৮।

৶০ বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমাতে সুপ্রীম কোর্টের জজেরা উদ্দেশরহিত ব্যক্তির গমনদিবস হইতে দ্বাদশ বৎসরান্তে তাহার মরণাবধারণ মত স্মরণও গ্রহণ করিয়াছেন। এবং সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বিতীয় পণ্ডিত ও কলিকাতার কোর্টআপীলের পণ্ডিত, ও কালেজের প্রধান পণ্ডিত এবং অন্য এক জন পণ্ডিত ব্যবস্থা দিয়াছেন যে "যদি কোন ব্যক্তি দ্বাদশ বৎসর অনুপস্থিত থাকে, এবং তৎকাল মধ্যে তাহার উদ্দেশ না পাওয়া যায়, তবে সে নিশ্চিত মরিয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে; এবং বার বৎসরের পর সে যদি ফিরিয়াও আইসে তথাপি জীবিত ব্যক্তির যে সকল অধিকার তাহা তাহার থাকিবে না" †। সুপ্রীম কোর্টের জজ্ সর এড্ওয়ার্ড হাইড্ ইষ্ট্ সাহেবের নোটে লিখিত ৮৫ নং মোকদ্দমা।

* যদিও এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ধনির কৃত বিধানানুসারে হইয়াছে, তথাপি জানা কর্ত্তব্য হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি এই যে কোন ব্যক্তি অনুদ্দিষ্ট হওনের দিবস হইতে বার বৎসর গত না হইলে তাহাকে মৃত বিবেচনা করা যাইবেক না। এই মোকদ্দমাতে যদি সাধারণ শৃঙ্খলানুযায়ি অধিকারের প্রতিবন্ধক দলিল না থাকিত তবে উদ্দেশরহিত জয়কৃষ্ণের মৃত্যু কল্পনা করা যাইতে পারণের পূর্ব্বে তৎপিতার মৃত্যু হওয়াতে, সে (অর্থাৎ বাদিনীর স্বামী জয়কৃষ্ণ) অবশ্যই পিতৃধনাধিকারী এবং তদ্দ্বারা তৎপত্নী অধিকারিণী বিবেচিত হইত।

† ইহার বিস্তার অনধিকারি-প্রকরণে দৃষ্ট হইবে।

*Cases.*

Bearing on the Vyavastha' No. 6.

I. Braja Rám Sáhú had five sons—Hari Krishna Sáhú, Joy Krishna Sáhú, Manohar Dás Sáhú Ramá Kánta Sáhú, and Rám Kánta Sáhú—Joy Krishna went to Jessore in 1197 B. S. and no tidings were ever heard of him afterwards. Braja Rám died in 1200 B. S. and after his death, Joy Krishna's wife sued for her husband's share in all the property acquired while her husband and his brothers were united. The Zillah Judge seeing that the funeral obsequies of Joy Krishna took place after a lapse of twelve years from the date of his disappearance; and that his father Braja Rám died in 1200 B. S. decreed the plaintiff's claim on the ground of her father-in-law having died *before* her husband's funeral obsequies were performed. The Provincial Court of Dacca reversed this decree on the ground of Joy Krishna being missing during the life-time of his father, and consequently his wife and grand son (daughter's son) having no claim to the property acquired by Braja Rám. A special appeal from this decision was admitted by the Sudder Court in consequence of their Pandits delivering a *Vyavastha'* stating—that if a man is missing during the life-time of his father, the Hindu-law allows twelve years for his re-appearance; that if three or four years after his disappearance his father dies, his wife is not immediately entitled to share in the property of his father, (the wife of the son not being mentioned in any of the treaties on inharitence as heir to the property of her father-in-law); but after a lapse of twelve years, if no tidings be heard of her husband, (and if there be no son, grand son, or and great grand son), she may claim her husband's share of his father's property.

But at the time of trying the case, the Court having perused a deed of partition entered into by Braja Rám, and also other documents, referred the case to their Pandits for their opinion; and the Pandits on seeing these papers, declared that in the present case, the wife and grand son of Joy Krishna had no right to any thing, but the sum fixed in the said deed for their maintenance, the will of the owner being all that is nacessary in cases of self acquired property, and that a division made of such property by the owner, who is not a minor, and is of sound mind, cannot be disturbed. The Court accordingly affirmed the decision of the Provincial Court.* Musst. Ayábati' (since deceased) *versus* Ráj Krishna Sáhhú and others, 25th April, 1820. S. D A. R. Vol. III. p. 28.

II. In the case of Rám Náráyan Bandyopádhyáy (Banerjea) *versus*. Bala Rám Bandyopádhyáy the doctrine of presuming the death of an absent person unheard of, after a lapse of twelve years (from the day of his departure) has been recognized and accepted by the Judges of the Supreme Court; and it has been declared by the second Pandit of the Sudder Dewany Adawlut, the Pandit of the Provincial Court of Calcutta, the head Pandit of the College, and another Pundit "that he who has absented himself for the period of twelve years, and of whom no intelligence has been recieved during that time, must be considered as certainly dead; and should he even return after that time, he had forfeited the rights of the living†.—East's notes, case 85. Morley's Dig. Vol. II. p. 152.

---

* Although the decision in the case turned on a matter of fact, rather than on a point of Hindu-law, yet it may be observed as a rule of the Hindu-law, that a missing person shall not be considered dead until the period of twelve years shall have elapsed from the date of his disappearance. In the present case as the father of the plaintiff's husband died before his son's death could be presumed, his son, that is the plaintiff's husband, must have been considered entitled to inherit, and through him the plaintiff, had there been no special agreement to obstruct the ordinary course of successions.

† The particulars of this are given in the section treating of exclusion from inheritance.

## তৃতীয়-পরিচ্ছেদঃ।

### পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাধিকার-ক্রমঃ।

ব্যবস্থা। ৭। মরণ পাতিত্য আশ্রমান্তর গমন এবং উপেক্ষাতে ধনির স্বত্ব ধ্বংস হইলে(৫), তদ্ধনে— পুত্রের অধিকার (অ)*।

৭। মরণ পাতিত্যাশ্রমান্তর গমনোপেক্ষাভির্ধনি-স্বত্বাপগমে (৫), তদ্ধনে— পুত্রস্যাধিকারঃ (অ)*।

প্রমাণ তনয় থাকিলে অর্থ তদ্‌গামী হয়। বৌধায়নঃ †।

সৎস্বঙ্গজেষু তদ্‌গামীহ্যর্থোভবতীতি বৌধায়নঃ †।

(অ) কলিযুগে পুত্রশব্দে কেবল ঔরস ও দত্তক পুত্র গ্রাহ্য। ‡

(অ) অধুনা পুত্রপদেন কেবলমৌরস-দত্তকয়োগ্রহণং ‡।

এতাবতা ঔরস জন্মিবার পূর্ব্বে দত্তক গৃহীত হইলে সে দত্তক ঔরস পুত্রের সহিত বিষয়ভাগী হইবে।— তদ্ভাগের পরিমাণ এবং দত্তক-বিষয়ক আরং বিবরণ দত্তক প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

তেন ঔরস জন্মনঃপ্রাক্‌ পরিগৃহীত দত্তকস্য ঔরসেন সহাংশিত্বং।—তদংশ পরিমাণং দত্তকবিষয়কান্যান্য বিবরণঞ্চ দত্তকপ্রকরণে দ্রষ্টব্যং।

উরস্‌ (অর্থাৎ স্ব-বীর্জ) হইতে পত্নীর গর্ব্ভেজাত যে সে ঔরস, যথা মনু—"যথা—শাস্ত্র বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ব্ভে স্বকীয় বীর্জে যাহাকে উৎপন্ন করে তাহাকেই ঔরস ও শ্রেষ্ট পুত্র জানিবে" (অ. ৯. ব. ১৮৬)। ঔরস দুই প্রকার—সবর্ণা পত্নীর গর্ব্ভেজাত ও অসবর্ণার গর্ব্ভেজাত। কিন্তু কলিতে অসবর্ণা-বিবাহ নিষেধে অসবর্ণাজাত পুত্রের অধিকার-ও প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে ঔরস পদে এক্ষণে সবর্ণাজ-ই ধরিতে হইবে। অতএব স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কলিতে চলিত ঔরসের বোধক যে বৌধায়ন—বচন তাহাই উদ্বাহতত্ত্বে ধরিয়াছেন, যথা "স্ববীর্য্যে পত্নীর গর্ব্ভেজাত যে পুত্র তাহাকে ঔরস জানিবে" (বি. দা. ভা-দ্বী. র. ৪)। মাতা ভর্ত্তার অনুজ্ঞাক্রমে অথবা পিতা অথবা পিতা মাতা উভয়ে সজাতীয়কে যে পুত্র দান করেন সে ঐ (সজাতীয়) ব্যক্তির দত্তক পুত্র (মিতাক্ষরা)। ইহার বিস্তার দত্তক-প্রকরণে লিখিত হইল।

উরসো জাতঃ ঔরসঃ, সচ পত্নীজঃ, যথা মনুঃ— "স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াং স্বয়মুৎপাদযেত্তুযং। তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথম কল্পিতং (অ. ৯. ব. ১৮৬)। ঔরসঃ দ্বিধিধঃ—সবর্ণাজো হসবর্ণাজশ্চ, কিন্ত্বিদানীং ঔরসপদেন সবর্ণাজস্যৈব গ্রহণং কলাবসবর্ণাবিবাহ প্রতিষেধেন তজ্জাতস্য দায়াধিকারনিষিদ্ধত্বাৎ। এতদভিপ্রেত্য রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যেরপি কলিপ্রচলিত ঔরসবোধকং বৌধায়ন বচনং উদ্বাহতত্ত্বেধৃতং, তদ্‌যথা—"সবর্ণায়াং সংস্কৃতায়াং স্বয়মুৎপাদিতমৌরসং বিদ্যাৎ" (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৪)। মাত্রা ভর্ত্রনুজ্ঞয়া পিত্রা বোভাভ্যাং বা সবর্ণায় যস্মৈ দীয়তে স তস্য দত্তকঃ (মিতাক্ষরা)। এতদ্বিস্তারস্তু দত্তক প্রকরণে লিখিতঃ।

* দা. ভা. অপু. পৃ. ১৭২, ১৮০। দা. ত. স্ব. পৃ. ২। দা. ক্র. সং পৃ. ১। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১। কোল্‌. ডা. বুক্‌. ৫, চ্যা ১, ব. ৩, (বা. ২, পৃ. ৫২০, ৫২১)। কোল্‌. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্‌. ১ পারা. ৩১, ৩২। উ. দা. ক্র. সং. চ্যা. ১. পৃ. ১। মেক্‌. হি. ল. চ্যা. ২, পৃ. ১৭। কন্‌. হি. ল. পৃ. ১।

† দা. ত. স্ব পৃ. ২। দা. ভা. স্ত্রী. পৃ. ১০০। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১। কোল্‌. দা. ভা. চ্যা. ৪, সেক্‌. ২, পারা ২১। কোল্‌ ডা. বুক্‌, ৫, চ্যা ১, ব. ৩ বা. ২, পৃ. ৫২০।

‡ কলিভিন্ন অন্য যুগে দ্বাদশপ্রকার পুত্র ছিল, তাহা যাজ্ঞবল্ক্যকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"ধর্ম্ম পত্নীরগর্ব্ভে (স্ববীর্জে) জাত যেসে—১ ঔরস; ২ পুত্রিকা-পুত্র তাহার তুল্য। স্ত্রীর গর্ব্ভে সগোত্রের কিম্বা অন্যের বীর্জে জাত পুত্র—৩ ক্ষেত্রজ; (স্ত্রী ভর্ত্তার) গৃহে গুপ্ত রূপে উৎপন্ন করে যে পুত্র সে—৪ গূঢ়জ কথিত হইয়াছে। অবিবাহিতার গর্ব্ভজ পুত্র—৫ কানীন, সে মাতামহের পুত্র। অক্ষত বা ক্ষতযোনিতে (দুইবার বিবাহিতা) স্ত্রীর গর্ব্ভজাত পুত্র—৬ পৌনর্ভব। পিতা বা মাতা কর্ত্তৃক যে দত্ত হয় সে—৭ দত্তক পুত্র॥

‡ কলীতর যুগে দ্বাদশবিধাঃ পুত্রা আসন্‌, তদ্বর্ণিতং যাজ্ঞবল্ক্যেন, যথা—"১ ঔরসো ধর্ম্মপত্নীজঃ, তৎসমঃ—২ পুত্রিকাসুতঃ। ৩ ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতস্ত, সগোত্রেণেতরেণ বা॥ গৃহে প্রচ্ছন্ন উৎপন্নো,—৪ গূঢ়জস্তু সুতঃস্মৃতঃ। ৫ কানীনঃ কন্যাকাজাতো, মাতামহ সুতো মতঃ॥ অক্ষতয়াং ক্ষতয়াং বা জাতঃ—৬ পৌনর্ভবস্তথা। দদ্যান্মাতা পিতা বা যং, স পুত্রো—৭ দত্তকো ভবেৎ॥

## SECTION III.

### *SUCCESSION OF THE SON, (AND IN THE MALE LINE OF) THE GRANDSON AND THE GREAT GRANDSON.*

**7. When a person's right of property ceases by death, by degradation, by the quitting of the condition of a house-holder, or by voluntary abandonment:—** Vyavasthá

**The right devolves on the son (a)*.**

Male issue (in the male line) being left, the estate must go to them. † *Boudha'yana.* Authority.

(a) By the term "son," in the present age, is meant only the *Ourasa* and *Dattaka* (sons).‡

So, if there be a *Dattaka* son, adopted before the birth of the *Ourasa* son, the former will inherit with the latter. The extent of the *Dattaka's* share in such case, and the other particulars regarding him, will be found in the part treating of adoption.

*Ourasa* is the issue of the (*uras* breast i. e.) body, and born of a (*patni*) wife legally married. Thus *Manu*:—"Him, whom a man begets on his own wife legally married, let him know to be the *Ourasa* son: first in rank." (Ch. 9, v. 166). *Ourasa*, however, is of two kinds—I. Born of a wife of *equal class*, and, II. Born of a wife of unequal class. But in the *Kali* age the marriage with a damsel of unequal class having been prohibited, (see the following note), and consequently the son born of such a wife not being entitled to inherit, by the term "*Ourasa*" we must now understand only the son begotten by the man himself on his legally married wife of *equal class*. Raghunandana, it is clear, has quoted in his *Udba'hatatwa*, only *Voudha'yana's* text.—"A son who was begotten by a man on his weded wife of *equal class*, let him know to be *Ourasa* (son)"—because he found it expressive of the son who is now considered *Ourasa*. He who is given (in adoption) by his mother with her husband's consent, or by his father, or by both, to a person of the same class, is his *Dattaka* or son given. This will be fully described in the part treating of adoption.

* Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. Sect. I. para. 31, 32; Dá. T. p. 2; D. Cr. sang. Ch. I. p. I; Coleb. Dig. B. V, Ch. I. Text 3. (Vol. II. p. 520, 521); Macn. H. L. Vol. I, Ch. II. p. 17; Cons. H. L. p. 1.

† Dá. T. p. 2; Dá. bhá. Ch. IV. Sect. 2. para. 21; Coleb Dig. B. V. Ch. I. Text 3. (vol. II. p. 520.)

‡ In *jugas* (*yugas*) or ages other than the *Kali*, there were 12 kinds of sons, as described by *Jágynavalkya*:— 1 An *Ourasa* son is one born of a *dharma* wife (R. & M. See wife's succession); equal to him is—2 the *puttrika'-puttra* (See daughter's succession). 3 *The son of the (soil* or*) wife,* is one begotten on her by a man sprung from the same original stock (with the husband), or by another duly authorized by the husband. A son brought forth in private, in the (husband's) house, is called—4 *the son of hidden origin.* 5. A *Ka'nina* son is one born of an unmarried woman: (he is) considered the son of the maternal grandfather; 6 *A son of the twice married* is one born of a woman (by a second marriage) whether she be (at the time of that marriage) a maid or not. 7 *A son by gift* is one who is made a gift of either by his father or his mother (R. & M.)

পিতা মাতা কর্ত্তৃক যে বিক্রীত হয় সে—৮ ক্রীত পুত্র, কেহ স্বয়ং যাহাকে পুত্র করে সে (তাহার)—৯ কৃত পুত্র। আপনাকে (পুত্ররূপে) সমর্পণ করে যে সে—১০ স্বয়ংদত্ত পুত্র; গর্ব্ভেবিন্ন পুত্র—১১ সহোঢ়জ॥ (মাতা পিতা কর্ত্তৃক) পরিত্যক্ত হইয়া গৃহীত হয় যে সে (তদগ্রহীতার)—১২ অপবিদ্ধ পুত্র। ইহাদের মধ্যে প্রথম তদভাবে তৎপর এই ক্রমে পিণ্ডদাতা এবং অংশহর্ত্তা। আমার কথিত এই যে পুত্র-বিধি, সে সবর্ণে২ (ভিন্ন জাতিতে নয়)। মিতাক্ষরা। বি. দা. ভা. দী. র. ৪।

৮ ক্রীত-শ্চ তাভ্যাং বিক্রীতঃ; ৯ কৃত্রিমঃ স্যাৎ স্বয়ং-কৃতঃ। দত্তাত্মা তু [illegible] স্বয়ং-দত্তো, গর্ব্ভে বিন্নঃ ১১ সহোঢ়জঃ॥ উৎসৃষ্টো গৃহ্যতে যস্তু, সো ১২ হ্যপবিদ্ধো ভবেৎ সুতঃ। পিণ্ডদোংশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ॥ সজাতীয়েষ্বয়ং প্রোক্তস্তনয়েষু ময়া বিধিঃ। মিতা. ক্ষরা। বি. দা. ভা. দী. র. ৪।

এতন্মধ্যে কোনং পুত্রের বর্ণনা অন্যে স্পষ্টতর রূপে করিয়াছেন, যথা—

এষাং মধ্যে কেষাঞ্চিৎ বর্ণনমন্যৈঃ সুস্পষ্টীকৃতং, যথা—

(৪) যাহার গৃহে (ভার্য্যারগর্ব্ভে) গোপনে পুত্র উৎপন্ন হয়, এবং জানা যায় না যে সে কাহা হইতে হইল। [কিন্তু এমত জ্ঞান হয় যে সে সজাতীয় পুরুষ হইতে উৎপন্ন, তবে] সে পুত্রকে গূঢ়োৎপন্ন বলা যায় [মনুঃ অ. ৯, ব. ১৭০]।

(৪) উৎপদ্যতে গৃহে যস্য, ন বিজ্ঞায়েত কস্য সঃ। স গৃহে গূঢ় উৎপন্নস্তস্য স্যাৎ যস্য তল্পজঃ। মনুঃ অ. ৯. ব. ১৭০।

[৬] কোন স্ত্রী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, বা বিধবা হইয়া আপন ইচ্ছাতে অন্যকে বিবাহ করত পুত্র প্রসব করিলে ঐ পুত্রকে উৎপাদকের পৌনর্ভব পুত্র বলা যায় [মনুঃ অ. ৯, ব. ১৭৫]। ক্লীব কিম্বা পতিত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া কোন স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করিলে তাহার গর্ব্ভে জন্মে যে পুত্র সে পৌনর্ভব, এবং সে উৎপাদকের পুত্র [কাত্যায়ন। বি. দা. ভা. দী. র. ৪]। ঐ স্ত্রী যদি অক্ষতযোনি অবস্থাতে অন্যতে গতা হয়, তবে ঐ পৌনর্ভব পুরুষের সহিত তাহার বিবাহ সংস্কার হইতে পারে, কিম্বা কৌমার পতিকে ত্যাগ করিয়া আবার তাহার নিকট ফিরিয়া আইসে, তবে ঐ কৌমারের সঙ্গে পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে [মনুঃ অ. ৯, ব. ১৭৬]। পতি অনুদ্দিষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত, ক্লীব, কিম্বা পতিত হইলে এই পাঁচের যে কোন আপদে নারীদিগকে অন্য পতি গ্রহণ করিতে বিধি আছে [নারদ]। পুনর্ভূ তিন প্রকার—যে অক্ষতযোনি কন্যা বিবাহ মাত্রে দূষিতা তাহাকে প্রথমা পুনর্ভূ বলা যায়, পুনর্ব্বার তাহার বিবাহ সংস্কার হইতে পারে। যে স্ত্রী কৌমার পতিকে ত্যাগ করিয়া পুরুষান্তরকে অবলম্বন করে, এবং পুনর্ব্বার পতির গৃহে ফিরিয়া আইসে, তাহাকে দ্বিতীয়া পুনর্ভূ বলা যায়। দেবরাভাবে যে স্ত্রী সবর্ণ সপিণ্ডকে বান্ধব কর্ত্তৃক প্রদত্তা হয়, সে তৃতীয়া পুনর্ভূ।

[৬] যা পত্যা বা পরিত্যক্তা, বিধবা স্বেচ্ছয়াথ বা। উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা, স পৌনর্ভব উচ্যতে [মনুঃ অ. ৯, ব. ১৭৫]। ক্লীবং বিহায় পতিতং, যা পুনর্লভতে পতিং। তস্যাং পৌনর্ভবোজাতো, ব্যক্ত উৎপাদকস্য সঃ [কাত্যায়নঃ। বি দা, ভা. দী. র. ৪]। সাচেদক্ষতযোনিঃস্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা। পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা, পুনঃসংস্কারমর্হতি [মনুঃ অ. ৯, ব. ১৭৬]। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে, ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে [নারদঃ]। পুনর্ভূস্ত্রিবিধা—কন্যৈবাক্ষতযোনির্যা, পাণিগ্রহণদূষিতা। পুনর্ভূঃ প্রথমা প্রোক্তা, পুনঃসংস্কারমর্হতি॥ কৌমারং পতিমুৎসৃজ্য, যাত্বন্যং পুরুষংশ্রিতা। পুনঃপত্যুর্গৃহং যাযাৎ, সা দ্বিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥ অসৎসু দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈর্যা প্রদীয়তে। সবর্ণায় সপিণ্ডায়, সা তৃতীয়া প্রকীর্ত্তিতা [নারদঃ। মিতাক্ষরা]

(৯) পুত্রাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ধনক্ষেত্রাদির লোভ দেখাইয়া স্বয়ং যাহাকে পুত্র করে, সে তাহার কৃত্রিম পুত্র। কৃত্রিম ব্যক্তি মাতৃপিতৃবিহীন হওয়া চাই, নতুবা সে তাহাদের অধীন। [মিতাক্ষরা]।

(৯) কৃত্রিমস্তু পুত্রঃ স্বয়ং পুত্রার্থিনা ধনক্ষেত্র প্রদর্শনাদি লোভেনৈব পুত্রীকৃতো, মাতাপিতৃ বিহীনস্তৎসদ্ভাবে তৎপরতন্ত্রত্বাৎ [মিতাক্ষরা]।

(১০) মাতৃ পিতৃ বিহীন কিম্বা তৎকর্ত্তৃক অকারণে পরিত্যক্ত হইয়া যে আপনাকে সমর্পণ করে সে স্বয়ংদত্ত পুত্র [মনু. অ. ৯. ব. ১৭৭]।

(১০) মাতাপিতৃবিহীনো যস্ত্যক্তো বা স্যাদকারণাৎ। আত্মানং স্পর্শয়েৎ যস্মৈ স্বয়ন্দত্তস্তু সঃস্মৃতঃ [মনুঃ অ. ৯. ব, ১৭৭]।

(১১) জ্ঞাত বা অজ্ঞাত গর্ব্ভাবস্থাতে যে বিবাহিতা হয় ঐ গর্ব্ভেজাত যে পুত্র সে সেই বিবাহকর্ত্তার এবং তাহাকে সহোঢ়জ বলা যায় [মনু. অ. ৯. ব. ১৭৩, বি. দা. ভা. দী. র. ৪]।

(১১) যা গর্ব্ভিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা সতী। বোঢুঃ স গর্ব্ভো ভবতি, সহোঢ় ইতি চোচ্যতে [মনুঃ অ, ৯. ব. ১৭৩। বি. দা. ভা. দী. র. ৪]।

(১২) মাতা ও পিতা কর্ত্তৃক অথবা তদুভয়ের কাহারো কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত [হইয়া অন্যকর্ত্তৃক] গৃহীত হইলে তাহাকে অপবিদ্ধ পুত্র বলা যায় [মনুঃ অ. ৯. ব. ১৭১। বি. দা. ভা. দী. র. ৪]।

(১২) মাতাপিতৃভ্যামুৎসৃষ্টং, তয়োরন্যতরেণবা। যং পুত্রং পরিগৃহ্নীয়াদপবিদ্ধ স উচ্যতে [মনুঃ অ. ৯. ব. ১৭১। বি. দা. ভা. দী. র. ৪]।

8 *A son by purchase* is one sold by his parents (R. & M.); 9 *A son made* is one (born of other parents, and) adopted by a man for himself. But he who gives himself as a son to another is—10 *a self-given* son. A child accepted, while yet in the womb of the bride, is—11 *a son received with a bride.* He, who is taken upon being forsaken by his own parents, is—12 *a deserted son.* On failure of the first of these sons, the next in order that there may be shall present the oblation-cake and take the heritage. This law has been propounded by me in respect of sons equal in class (with their adoptive fathers). See Coleb. Dig. B. V. Texts 200, 249, 258, 267, 272, 283, 286, 289 (Vol. III., p. 160, 210, 224, 235, 241, 273, 275. 276, 278, 279) *Mita'kshara'* Ch. I. Sect. 11. ppra. 1.

By others, some of these sons are more fully described, as :—

(4) In whose mansion soever a male child shall be brought forth by a married woman, if the real father cannot be discovered, (but if it be probable that he was of an equal class,) that child belongs to him of whose wife it is born. *Manu.* Ch. IX. V. 170.

(6) He, whom a widow or a woman forsaken by her lord produces by contracting marriage for the second time, is called the son of a twice married woman. *Manu.* Ch. IX. V. 175. The son begotten on a woman, who deserting a husband impotent or degraded for his sins, takes a second lord, is a son by a twice married woman. *Ka'tya'yana.* Vide Dig. B. V, Text 269. If she while yet a virgin cohabit with another man, she may marry that man for the second time, or if leaving her husband before he has attained the age of puberty, and cohabiting with another man, return to the husband, she must again perform the nuptial ceremony with the young husband. *Manu* Ch. IX. V. 176. If the husband be missing, dead, become an ascetic, be impotent, or be degraded for his sins, in the event of (any of) these calamities occuring, it is lawful for a woman to take another husband. *Na'rada.* Of women, twice married, there are three descriptions :—of the first description is she, who though blemished by a repetition of the marriage rites, remains a virgin : she may re-marry. Of the second description is she, who leaving her husband before he has attained the age of puberty, cohabits with another man. and again returns to her husband. Of the third description is she, who being a widow is, for want of brothers of her husband, given in marriage by the kinsmen to a *sapinda* of the same class. *Na'rada.* Vide *Mita'kshara'*.

(9) *The son made (kritrima)* is one whom the man, desirous of male issues, himself adopts after enticing him by the show of money and land : the son so adopted must be without (his real) parents ; for if they be living he is subject to their control. *Mita kshara'*.

(10) He who has lost his patents, or been abandoned (by them), without a just cause, and offers himself to a man (as his son) is called the son self-given. *Manu.* ch IX, p. 177.

(11) If a pregnant (young) woman marry, whether her pregnancy be known or unknown, the child in her womb belongs to the bridegroom, and is called a son born of a pregnant bride. *Manu.* Ch. IX. V. 173.

(12) A boy whom a man receives (as his son) after he has been deserted (without a just cause) by his parents, or by either of them (if one be dead,) is called a son rejected. *Manu.* Ch. IX. V. 171.

"শূদ্রের দাসী-পুত্র হইলেও, ঐ শূদ্রের ইচ্ছামতে অংশ-হর হইবে, পিতা মরিলে ভ্রাতারা তাহাকে স্বভাগের অর্দ্ধ পরিমিত ভাগ দিবে, ভ্রাতা, পত্নী, দুহিতা ও দৌহিত্র না থাকিলে যাবতীয় ধন গ্রহণ করিবে—এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনবলে শূদ্রেরই কেবল তাদৃশ আচার অন্য বর্ণের নয়" ইহা শুদ্ধি তত্ত্বে লিখিয়া যদ্যপি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শূদ্রের দাসীপুত্রের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি এতদ্দেশে অধম শূদ্রের-ই কেবল তাদৃশ ব্যবহার দৃষ্ট হওয়াতে উক্ত বচন তাহাদের উপরই খাটে।—দাসদাসী কতপ্রকার তদ্বর্ণা পশ্চাদ্ হইবে।

যদ্যপি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যৈঃ—"জাতোঽপিদাস্যাং শূদ্রেণ, কামতোঽংশ-হরো ভবেৎ। মৃতে পিতরি কুর্য্যুস্তং ভ্রাতরস্ত্বর্দ্ধভাগিকং। অভ্রাতৃকো হরেৎ সর্ব্বং, দুহিতৄণাং সুতাদৃতে—ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনাচ্ছূদ্রাণামেব তথাবিধাচারো নান্যেষাং বর্ণানাং" ইতি লিখনাৎ শূদ্র-দাসী-পুত্রস্যাধিকারঃ শুদ্ধিতত্ত্বে স্বীকৃতঃ, তথাপি এতদ্দেশে অধমশূদ্রাণামেব তাদৃশ ব্যবহার দর্শনাৎ বচনমিদং তদ্বিষয়কমেব।—দাসদাস্যৌ পশ্চাদ্বর্ণয়িতব্যে। *

---

ঔরসাদি দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে ঔরস ও দত্তক ভিন্ন অন্য প্রকার পুত্র (করা) কলিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা আদিত্য পুরাণে—"দত্তক ও ঔরস ভিন্ন অন্য প্রকার পুত্র গ্রাহ্য নয়, তথা অসবর্ণা কন্যার সহিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিবাহ," ইত্যাদি কথনপূর্ব্বক বলিয়াছেন এই সকল কর্ম্ম লোকরক্ষার্থে কলির আদিতে মহাত্মা সুধীরা ব্যবস্থাপূর্ব্বক রহিত করিয়াছেন। সাধুদিগের যে নিয়ম সে-ও বেদবৎ মান্য। সাধু—দোষরহিত। উদ্বাহতত্ত্ব। বি. দা. ভা. দী. র. ৩, ৪।

ঔরসাদীনাং দ্বাদশ বিধ পুত্রাণাং মধ্যে ঔরস দত্তেতরে পুত্রাঃ কলৌ নিষিদ্ধাঃ, যথা আদিত্য পুরাণং—"দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ। কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ" ইত্যাদীন্যভিধায়, এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌমহাত্মভির্নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি, ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ। সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ। সাধুঃ—দোষরহিতঃ। উদ্বাহ তত্ত্ব। বি. দা. ভা. দী. র. ৩, ৪।

এই সকল কর্ম্মবেদমূলক, কিন্তু এসকলের নিষেধ সাধুদিগের নিয়মমূলক। তথাচ সাধুদিগের নিয়ম বেদতুল্য কথিত হওয়াতে অন্যাশঙ্কা তাহা প্রমাণ্য করিয়া জানান হইয়াছে। অতএব এক্ষণেও সাধুদিগের নিয়মানুসারে তদ্রূপ আচার অশাস্ত্রীয় নয়। তাহা মনু কহিয়াছেন—"বেদ-বেত্তা নিত্য রাগ-দ্বেষ-শূন্য ধার্ম্মিকদিগের অনুষ্ঠিত এবং মনেতে অভ্যনুজ্ঞাত অর্থাৎ মঙ্গলের কারণ রূপে স্বীকৃত, যে ধর্ম্ম তাহা জান। বেদ, স্মৃতি, শিষ্টের আচার, ও আত্ম-তুষ্টি এই চতুর্বিধ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রমাণ কহিয়াছেন। অ, ২, ব. ১, ১২।

এতানি কর্ম্মাণি বেদমূলকান্যেব, তেষাং নিষেধস্তু সাধুসময়মূলকঃ। সাধুসময়স্য বেদতুল্যত্ব প্রতিপাদনেনান্যেভ্য প্রাধান্যমাবেদিতং। অত ইদানীমপি সাধুসময়েন তদাচারে দোষ বিরহ ইতি গম্যতে, যথা মনুঃ—"বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ। হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যোধর্ম্মস্তন্নিবোধত। বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ। এত চ্চতুর্ব্বিধম্প্রাহুঃ, সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং। অ. ২, ব. ১, ১২।

অপিচ যদি গুরুপরম্পরাগত অথচ বেদাবিরুদ্ধ কোন ব্যবহার প্রচলিত থাকে, তাহাওশাস্ত্রীয়, তাহা মনু কহিয়াছেন-ধর্ম্মবিৎ রাজা (ব্রাহ্মণাদি) জাতির নিয়ত বেদাবিরুদ্ধ ধর্ম্ম অর্থাৎ আচার, (বেদাবিরুদ্ধ নিয়ত ব্যবহৃত) দেশাচার, এবং (কুলে ক্রমাগত) কুলধর্ম্ম ও (বণিক্ প্রভৃতির) শ্রেণী-ধর্ম্ম জানিয়া তত্তদ্ধর্ম্ম ব্যবস্থাপন করিবেন"। অ. ৮. ব. ৪১।

অপিচ যদি কুচিদ্ গুরুপরম্পরাগতঃ আম্নায়াবিরুদ্ধশ্চ আচারঃ প্রচলতি সোপি শাস্ত্রীয়ঃ, তদাহ মনুঃ—"জাতি জানপদান্ ধর্ম্মান্, শ্রেণীধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ। সমীক্ষ্য কুলধর্ম্মাংশ্চ স্বধর্ম্মংপ্রতি পাদয়েৎ। অ. ৮, ব. ৪১।

দেশাদির নিয়মানুযায়ি কর্ম্ম-ও শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ হইলে কর্ত্তব্য কথিত হইয়াছে—যথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ (শ্রুতি স্মৃতির অবিরোধি) নিয়মানুযায়ি যে কর্ম্ম তাহা যত্নে পালনীয়, এবং রাজকর্ত্তৃক নিজধর্ম্মের অবিরোধে কৃত যে নিয়ম তাহাও যত্নে পালনীয়। ১৮৮।

দেশাদি সময়নিষ্পন্ন ধর্ম্মস্যাপি শ্রৌত স্মার্ত্ত ধর্ম্মানুপমর্দ্দেন প্রামাণ্যং, যথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ-"নিজ ধর্ম্মাবিরোধেন যস্তু-সাময়িকো ভবেৎ। সোপি যত্নেন সংরক্ষ্যো ধর্ম্মোরাজ কৃতশ্চ যঃ। ১৮৮।

দেশের, জাতির, সমাজের এবং গ্রামের যে ধর্ম্ম বা আচার, ভৃগু কহিয়াছেন তদনুসারেই দায়ের ভাগ কল্পিত হইবে। কাত্যায়নঃ। দা. ত. পৃ. ৭।

দেশস্য জাতেঃ সঙ্ঘস্য ধর্ম্মোগ্রামস্য যো ভৃগুঃ। উদিতঃ স্যাৎ স তেনৈব দায়ভাগং প্রকল্পয়েৎ॥ ভৃগুরাহেতি শেষঃ। কাত্যায়নঃ। দা. ত. পৃ. ৭।

শূদ্রের অসজাতীয়া বিবাহ মনুকর্ত্তৃকই নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা, "শূদ্রের সমান জাতীয়া ভার্য্যাই বিহিতা, অন্যজাতীয়া বিহিতা নয়, সজাতীয়াতে যদি শত পুত্র-ও জন্মে তাহারা সমানাংশ ভাগি হইবে। অ. ৯. ব. ১৫৭।

শূদ্রস্য অসজাতীয়াবিবাহো মনুনৈব নিষিদ্ধঃ, যথা "শূদ্রস্য তু সবর্ণৈব নান্যাভার্য্যা বিধীয়তে। তস্যাঞ্জাতাঃ সমাংশাঃ স্যুর্যদি পুত্রশতং ভবেৎ। অ. ৯. ব. ১৫৭।

*Raghunandana* in his *Shudhi-tatwa* quotes the following texts of *Jágnyavalkya*:—" Even a son begotten by a *Shúdra* on a female slave* may take a share by the father's choice, but if the father be dead, the brethren should make him partaker of the moiety of a share: and one who has no brothers may inherit the whole property, in default of a daughter's son." He then adds the comment—" The rule laid down in the above text of *Jágnyavalkya* is observed only among the *Shúdras*, not by the other casts; and he thus admits the heritable right of the son so begotten." Such practice however being confined in fact to the very inferior tribes of *Shúdras*, the text (of *Jágnyavalkya*) can be considered to apply to *them* only.

Among these twelve descriptions of sons, any other, than the *ourasa* and *dattaka*, are forbidden in the *Kali*-age: thus the *A'ditya purána*, after citing—" The filiation of any but the *dattaka* and *ourasa* is not admitted: and also the marriage of regenerate men (i. e. *Bráhman*, *Kshetriya*, and *Boishya)* with girls of unequal class"—and other parts of the law, proceeds—" these practices have been abrogated by the high-minded sages, with an intent of securing mankind from evil. The ordinances of *Sádhus* are of equal authority with the *Vedas*.—*Sádhus*, i. e. men free from all defects. See the *Udváhatatwa*. See also Coleb. Dig. Vol. III, pp. 141, 142, 271, 272, 288.

These practices are enjoined by the *Vedas*, but they are forbidden or abrogated by the authority of *Sádhus*. That authority is admitted to be equal to the *Vedas*, and is therefore superior to all other authorities. It follows that if, by the authority of *Sádhus*, such observance and practice be again sanctioned, their legality will be restored. Thus *Manu*: " Know the system of duties, which is revered and observed by such as are learned in the *Vedas*, virtuous, and ever exempt from hatred and inordinate affection, and which is impressed on the heart (as the means of beatitude). The Scripture, the Codes of Law, the practice (approved) of the good, and the satisfaction of the conscience: the wise have openly declared virtue to be of these four descriptions." Ch. II., V. 2 & 12.

Further, a custom continuously observed for several generations, and not repugnant to the *Vedas*, has the force of law; as *Manu*:—" A king who knows the revealed law, must enquire into the particular laws of tribes, the laws (or usages) of districts, the rules of the classes (of traders, and the like), the customs of certain families, and shall establish their peculiar laws, (if they be not repugnant to the *Vedas*.)" Ch. VIII., v. 41.

So, the usage of a country, &c., established by agreement of the people must also be observed, provided such usage be not opposed to the *Vedas* and the codes of law. Thus *Jágnyavalkya*:—" The usage or practice which has its origin in the general agreement of the people should be carefully observed, as well as that which is established by the king; provided such usage be not opposed to one's own *dhamra*" (v. 188).

*Bhrigu* (says): whatever be the custom of a country, tribe, or nation, body of people, or village, let that be followed, and let the partition of heritage be made in conformity therewith. *Kátyáyana*.

The marriage of a *Shúdra* with a woman of another cast has been prohibited by *Manu* himself:—"For a *Shúdra* is ordained a wife of his own class, and no other: and if a hundred sons be born of her, they shall have equal shares." Ch. IX., v. 157.

* The description of the different kinds of slaves, male and female, is given hereafter.

কলিতে প্রচলনার্থ যে পরাশরের সংহিতা তাহাতে দত্তক ২৭ কৃত্রিমেরও পুত্রত্ব পরিগ্রহ, এবং দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে ঔরস দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের দায়াধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি মিথিলা দেশেই কৃত্রিম পুত্র প্রচলিত, গৌড়ে কৃত্রিম প্রথা নাই।

কলৌ প্রচলনায় পরাশর সংহিতায়াং দত্তক বৎ কৃত্রিমস্যচ পুত্রত্বং স্বীকৃতং, এবঞ্চ দ্বাদশবিধ পুত্রাণাং মধ্যে ঔরস দত্তক কৃত্রিমকাণামেব দায়াধিকার উক্তঃ। তথাচ মিথিলায়ামেব কৃত্রিম পুত্রঃ প্রচলিতঃ গৌড়েতু কৃত্রিম-প্রথা নাস্তি।

ব্যবস্থা

৮। অনেক পুত্র থাকিলে তৎ সকলের তুল্যাধিকার *।

৮। পুত্রাণাং বহুত্বে সর্ব্বেষাং তুল্যোঽধিকারঃ *।

প্রমাণ

পিতার ও মাতার উর্দ্ধ গমন হইলে (অা) ভ্রাতারা মিলিত হইয়া সমান রূপে (ই) * পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে, পিতা মাতা বিদ্যমানে পুত্রেরা (তদ্ধনে) স্বামি নয়। মনু. অ. ৯, ব. ১০৪।

ঊর্দ্ধং (অা) পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমং (ই) *। ভজেরন্ পৈতৃকং ঋকথং অনীশাস্তেহি জীবতোঃ। মনুঃ অ. ৯, ব. ১০৪।

(অা) উর্দ্ধ গমন হইলে—অর্থাৎ স্বত্বধ্বংস হইলে। শ্রীকৃষ্ণ, দা. ভা. টী. স্ব. পৃ. ১৭।

(অা) উর্দ্ধ—স্বত্বোপরমানন্তরং। শ্রীকৃষ্ণ, দা. ভা. টী. স্ব. পৃ. ১৭।

ব্যবস্থা

৯ (ই) এস্থলে সমানরূপে বলাতে ভ্রাতাদের সমানই অধিকার, বিংশতি ভাগের ভাগ প্রভৃতি উদ্ধার করিয়া যে স্নেহেতে অন্য ভ্রাতা কর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠাদিকে দত্ত হয় সে জ্যেষ্ঠাদির মান রক্ষার্থে,—কিন্তু তাহা গুণবান্ জ্যেষ্ঠেরসঙ্গে সম্পর্ক রাখে। পরন্তু কলি কালে কনিষ্ঠ সকলের জ্যেষ্ঠের প্রতি সাতিশয় ভক্তি না থাকাতে অথবা বিংশোদ্ধার পাইবার যোগ্য জ্যেষ্ঠ না-থাকাতে সংসারে সমান ভাগই দৃষ্ট হইতেছে ‡। শূদ্রাদিগের মধ্যে কখনো বিংশোদ্ধারাদি পাওয়ার নিয়ম নাই §। ইহার বিস্তার বিভাগ প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

৯ (ই) অত্র সমং ইত্যনেন সমান এবাধীষামধিকারঃ। বিংশোদ্ধারাদিস্তু জ্যেষ্ঠাদীনাং গুরুত্বাৎ মানরক্ষার্থং স্নেহেনেচানার্জ্জাতৃভির্দীয়তে; তত্তু গুণবজ্জ্যেষ্ঠ বিষয়কং†। কিন্তুদানীন্তনানাং ভক্ত্যতিশয়াভাবাৎ সমভাগ-এব লোকে দৃশ্যতে, উদ্ধারার্হ জ্যেষ্ঠাভাবাচ্চ ‡। শূদ্রস্যতু সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠাংশাভাবঃ §। বিস্তারোঽস্য বিভাগপ্রকরণে দ্রষ্টব্যঃ।

৮ ও ৯ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর।

১০ রামচাঁদ রায়, এবং তাহার তিন সহোদর—ভৈরবচন্দ্র, তিলকচন্দ্র ও হরচন্দ্র—একত্রে মৃত পিতার (ত্যক্ত) জমীদারীতে অধিকারি হইলে পর, রামচাঁদ রায় রসমণি নাম্নী স্ত্রী রাখিয়া নিঃসন্তান মরে। পরে ঐ বিধবা রসমণি এই মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া বিষয়ের ষোড়শাংশের একাংশ নিজপতির অগ্রজত্ব হেতু প্রাপ্য এবং চারি অংশের একাংশ পুত্রত্ব হেতু প্রাপ্য বলিয়া তাহার দাবী করে। বিচার হইল যে বিষয় সমান (চারি) ভাগে বিভাজ্য। অগ্রজের অগ্রজত্ব হেতুতে অধিকাংশ পাইবার দাওয়া নাই। ভৈরবচন্দ্র রায়—বনাম—রসমণি। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৭৯৯ সাল। স. দে. অা. রি নং. ১, পৃ. ২৭।

৭/০ গোবিন্দচন্দ্র কারফরমা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র কারফরমা প্রভৃতির মকদ্দমায় সুপ্রীমকোর্ট কর্ত্তৃক এই নিষ্পত্তি হইয়াছে যেগোলোকচন্দ্র যেস্থাবর অস্থাবর বিষয় দখীল ও ভোগ না থাকিয়া মরে তাহাতে তাহার সাত পুত্রেই অধিকারি, এবং প্রত্যেকেই সমভাগ ভাগী। সু. কো. জানয়ারি ১৮২৩। কন্. হি. ল. পৃ. ৭২, ৭৫।

* দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১। দা. ভা. পৃ ৭৮। দা. ক্র. সং. পৃ. ১। কোল্. ডা. বুক. ৫, ব. ৪. (বা. ২, পৃ. ৫২১)। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ৩, সেক্. ২, পারা. ২৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১। মেক্. হি. ল চ্যা. ২. পৃ. ১৭। এল. ইন্. সেক্. ১৭৬. পৃ. ৬১।

যদি পুত্রেরা ভিন্ন২ স্ত্রীর গর্ভজাত হয় এবং এক স্ত্রীর গর্ভজ পুত্রের সংখ্যা অন্য পত্নীজ পুত্রের সমান না-ও হয়, তথাপি প্রত্যেক পুত্র সমানাধিকারী; যেহেতু বিষয়ের বিভাগ ভ্রাতৃ সংখ্যানুসারে হয়, মাতৃসংখ্যাক্রমে হয় না, যথা যদি এক স্ত্রীর দুই পুত্র এবং অপরের ছয় পুত্র থাকে তবে ধন আট ভাগ করিয়া আট ভ্রাতার প্রত্যেকে এক ভাগ লইবে।

যদি পুত্রা বিভিন্নমাতৃকাঃ সন্তি, এক মাতৃজেঃ সহ অন্য মাতৃজানাং সংখ্যায়াঃ সাম্যং নাস্তি, তথাপি পৈতৃকধনে তেষাং সমানোঽধিকারঃ,—যতঃ ভ্রাতৃণাং বিভাগসংখ্যা তেষাং স্বরূপাপেক্ষয়া নতু মাতৃসংখ্যানুসারেণ। অথ যদি একস্যাঃ দ্বৌ পুত্রৌ অপরস্যাঃ ষট্ তদা ধনমষ্টধা-বিভজ্য অষ্টৌ ভ্রাতরঃ একৈকাংশং গৃহ্ণীয়ুঃ।

সর উইলিয়ম মেকনাটন সাহেব পুত্রাধিকার এইরূপে বর্ণন করেন "এক্ষণে চলিত হিন্দু দায়শাস্ত্রানুসারে পিতৃ মরণ কালীন একত্রস্থিত সকল বৈধপুত্রেই পিতার পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর ধনে সমানরূপে অধিকারি", (বা. ১. পৃ. ১৭)। ইহা কএক কারণে সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ নয়। প্রথমতঃ দত্তকও বৈধ পুত্র রূপে স্বীকৃত, কিন্তু সে তদ্গ্রহীতা পিতার ঔরস পুত্রের সহিত সমান ভাগাধিকারী নয়। দ্বিতীয়তঃ ধনির মরণ কালীনই যে কেবল তদ্ধনে পুত্রেরা অধিকারি হয় এমত নহে, কিন্তু তাঁহার পাতিত্যে এবং উপেক্ষাদিতেও হয় (১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তৃতীয়তঃ পুত্র পিতার সঙ্গে একত্র না থাকিলেই যে পৈতৃক বিষয়াধিকারী হইবে না এমত নহে, পরন্তু সে যদি পূর্ব্বে তৎপ্রাপ্য পৈতৃক ধন না পাইয়া পৃথক হইয়া থাকে, অথবা পিতা যদি কিছু দিয়া তাহাকে নিরস্ত করণ পূর্ব্বক পৃথক করিয়া না দিয়া থাকেন, তবে সে পৃথক হইয়া থাকিলেও অবশ্য পিতৃ স্বত্ব নাশ কালীন দায়াধিকারী হইবে, ইহা উক্ত সাহেব স্বীয় সংগ্রহের দ্বিতীয় বালমের ৫ পৃষ্ঠায় যে নজীর তুলিয়াছেন তাহাতেই প্রকাশ।

† বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১। ‡ দা. ভা. বিভা. পৃ. ৭২। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ৩, সেক্. ২. পারা. ২৭। § দা. ত. পৃ. ১৭ ও ৫৩।

Parásara in his sanghitá (compillation,) the precepts of which are intended for the *Kali* age only, authorizes the adoption of the *Kritrima* son (p. 19) as well as of the *dattaka*, and out of the twelve descriptions of sons, he declares the *Ourasa, dattaka,* and *Kritrima* alone entitled to inherit. The practice of adopting the *Kritrima* son however does not prevail in Bengal, though it does in Mithilá.

## 8 If there be many sons, they inherit equally.*

Vyavasthá

After the death (á) of the father and mother, the brothers being assembled, may equally (i) divide the paternal estate, for they are not owners while they (the parents) live*. *Manu* Ch. IX, V. 104.

Authority

(á) "*After death*"—i. e. after the extinction of right. *Srikrishna's* comment or *Dáyabhága*.

9 (i) Here the term "equally" indicates that their title is equal; that is, a deduction of a twentieth part, &c., is allowed by other brothers, through affection and to preserve due respect, because elder brothers are venerable: such deduction concerns however the elder brothers who are endued with virtue†. But as persons of the present day entertain not great veneration (for their elder brothers), and as elder brothers deserving of deducted allotments are (now) rare, equal distribution is alone seen in the world‡. Among the *shúdras* no deduction is allowed to the eldest or an elder brother.§

Vyavasthá

*Cases* bearing on the vyavasthás No. 8,

I. Rám Chánd Ráy with his three brothers—Bhoib Chandra, Tilak Chandra, and Har Chandra —succeeded jointly at the demise of their father to the Zemindaree left by him. Subsequently Rám Chand died childless, leaving his widow Rasa-Mani, who instituted the present suit for her husband's share, which was alleged to he one-sixteenth by right of primo-geniture and a fourth of the remainder. Held that the estate should be divided equally, and that the plaintiff receive four sixteenths;—the first born or an elder brother having no claim to a greater portion on the ground of priority of birth. Bhoirab Chándra Ráy *versus* Rasa Mani. 18th September 1799—S. D. A. R. Vol. I. p 27.

II. In the case of I´shwar Chandra Kárfarmá and others *versus* Gobinda Chandra Kárfarmá and others it has been determined by the Supreme Court, that the seven sons, who survived their father Golock Chandra, were entitled to his real and personal estate, of which he was siezed and possessed at the time of his death; and that the said seven sons were so entitled in *equal* parts or shares. January 1823. Cons. H. L. p. 74, 75.

---

* Vide—Coleb. Dig. B. V. Text. 4 (Vol. II. p. 521); Dá. bhá. Ch. III. Sect. 2, para. 25; W. Dá. Cr. Sang. p. 1; Macn. H. L. Ch. II, p. 17; Elb. In. Sect. 156, p. 69.

Although the sons be by different mothers, and the number by each be unequal, still they shall equally inherit the paternal estate: the distribution being made *per capita* and not *per stirpes.* e. g. if there be two sons by one mother and six by another, still each son will inherit a one-eighth share. Vide Cons. H. L. p. 5, Macn. H. L. Vol. II. Ch. 2. p. 17.

Sir William Macnaughten treats of the son's succession in these terms: "According to the Hindu law of inheritance, as it at present exists, all legitimate sons, living in a state of union with their father at the time of his death, succeed equally to his property, real and personal, ancestral and acquired" (vol. I. p. 17). This however is not quite correct: because; firstly, the *dattaka* is also held to be a legitimate son, but he does not succeed equally with the *Ourasa* son of his adoptive father; secondly, the sons succeed, as heirs, to the patrimony not only at the time of their father's natural death, but also at the time of his civil death and voluntaray abandonment, (see p. 11); thirdly, the circumstance of a son living separate from his father does not exclude him from the heritage where he has not already recieved his portion or somewhat in lieu or satisfaction thereof. Thus much is apparent from a precedent quoted by the learnd compiler himself at p. 5., Vol. II.

† Coleb. Dig. Vol. II. p. 521. ‡ Coleb. Dá. bhá. Ch. III. Sect. 2, para. 27. § *Dáyatatwa.* p. 17, 56.

যদি বহু পুরুষ ক্রমাগত কুলাচার থাকে, তবে তদনুসারে উক্তবিধির অতিক্রমও হইতে পারে। অর্থাৎ কুলাচার থাকিলে ভ্রাতারা স্ব২ উদ্ধার গ্রহণানন্তর অবশিষ্ট বিষয় সমান ভাগ করিয়া লইতে পারে; অথবা মাতৃসংখ্যা ক্রমে বিভাগ করিতে পারে; জ্যেষ্ঠ যোগ্য হইলে তিনি-ই নতুবা কোন যোগ্য ভ্রাতা সমস্ত স্থাবরাধিকারী হইতে পারে।

বহু পুরুষ-পরম্পরানুষ্ঠিতে সতি তু কুলাচারে তদনুসারেণৈবাধিকারঃ যথা কুলাচারং ভ্রাতরঃ স্বোদ্ধারোদ্ধারানন্তরমবশিষ্টং সমং বিভজেয়ুঃ। মাত্রনুসারেণৈব বা বিভজেরন্। জ্যেষ্ঠঃ তদশক্তৌ ভ্রাতা শক্তঃ কনিষ্ঠো বা নিখিল স্থাবর ধনমধিকুর্ব্বীত।

রাজ্য বিভক্ত না হইয়া এক জনকর্তৃক সমগ্র অধিকৃত হওয়ার সাধারণ কুলাচার থাকা দৃষ্ট হইতেছে। জ্যেষ্ঠ যোগ্য হইলে তিনিই নতুবা যোগ্য যে কোন ভ্রাতা সমগ্ররাজ্যে অভিষিক্ত হয়, তাহা বাল্মীকি কৈকেয়ী প্রতি মন্থরা উক্তিতে কহিয়াছেন ভাবিনি, রাজাদিগের সকল পুত্রে রাজ্য পায় না। কিন্তু অনেক পুত্রের মধ্যে একই রাজ্যে অভিষিক্ত হয়। যেহেতু সকলেই রাজ্যাভিষিক্ত হইলে অত্যন্ত অনীতি ঘটে। অতএব হে সুন্দরি, জ্যেষ্ঠ পুত্রে, অথবা গুণবান্ অন্য পুত্র থাকিলে রাজারা তাঁহাকেই রাজ্যসমর্পণ করেন। সেই জ্যেষ্ঠ আবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সকল রাজ্য সমর্পণ করেন, ভ্রাতাকে কখন রাজ্য দেন না, অতএব তোমার পুত্র রাজা বলিয়া মান্য হইবে না। কিন্তু অনাথের ন্যায় অসুখী ও শাশ্বত রাজ-বংশ হইতে হীন হইবে। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রাজ্যস্যাবিভাজ্যত্বে সাধারণ কুলাচারঃ। যোগ্যশ্চেৎ জ্যেষ্ঠএব, অন্যথা তথাবিধো ভ্রাত্রন্তরো বা নিখিল রাজ্যং লভেত। তদাহ বাল্মীকিঃ কৈকেয়ীং মন্থরামুখেন, "নহি রাজ্ঞঃ সুতাঃ সর্ব্বে রাজ্যে তিষ্ঠন্তি ভাবিনি। বহূনামপি পুত্রাণাং একো রাজ্যেঽভিষিচ্যতে। স্থাপ্যমানেষু সর্ব্বেষু সুমহাননয়োভবেৎ। তস্মাজ্জ্যেষ্ঠেষু পুত্রেষু রাজ্যতন্ত্রাণি পার্থিবাঃ। আসজ্জন্ত্যনবদ্যাঙ্গি গুণবৎস্বিতরেষু বা। তে চ জ্যেষ্ঠাঃ স্বপুত্রেষু জ্যেষ্ঠেষ্বেব ন সংশয়ঃ। আসজ্জন্ত্যখিলং রাজ্যং ন ভ্রাতৃষু কথঞ্চন। অতোঽত্যান্তং ন পূজার্হস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি। অনাথবৎ সুখাদ্ধীনো রাজবংশাচ্চ শাশ্বতাৎ। রামায়ণং—অযোধ্যাকাণ্ডং।

এক্ষণেও এরূপ আচার দেখা যাইতেছে যে ভ্রাতা থাকিতেও এক এক রাজপুত্র অখণ্ড রাজ্য * ভোগ করিতেছে। বিবাদভঙ্গার্ণব।

ইদানীমপি বহুভিঃ রাজপুত্রৈর্ভ্রাতৃসত্ত্বেঽপি একৈকৈ রাজ্যং অখণ্ডং * ভুজ্যতে ইত্যাচারো দৃশ্যতে। বিবাদভঙ্গার্ণবঃ।

ব্যবস্থা ১০ পুত্রাভাবে পৌত্রের, তদভাবে প্রপৌত্রের অধিকার ‡। দা. ক্র. সং. পৃ. ১।

১০ পুত্রাভাবে পৌত্রস্য, তদভাবে প্রপৌত্রস্যাধিকারঃ ‡। দা. ক্র. সং. পৃ. ১।

ব্যবস্থা ১১ যে পৌত্রের পিতা মৃত, ও যে প্রপৌত্রের পিতৃ-পিতামহ মৃত, সে পুত্র-পৌত্র [ধনির জীবিত] পুত্রের সহিত তুল্যরূপে অধিকারী,

কারণ যেহেতু তাহারা সকলেই পার্ব্বণ § পিণ্ডদানে সমানরূপে উপকারি দা. ক্র. স. পৃং২।

১১ মৃতপিতৃকপৌত্র, মৃতপিতৃপিতামহকপ্রপৌত্রয়োঃ পুত্রেণ সহ তুল্যোঽধিকারঃ—তেষাং পার্ব্বণ § পিণ্ডদাতৃত্বেন উপকারাবিশেষাৎ। দা. ক্র. সং. পৃ. ২।

* কোলব্রুক সাহেব ডাইজেস্টের দ্বিতীয় বালামের ১১ ৯ পৃষ্ঠার টীকাতে কহেন বিশাল ভূম্যধিকার যাহা ব্যবহারভাষায় জমীদারি বলা যায় তাহাও নব্যস্মার্ত পণ্ডিতগণ কর্তৃক সকর রাজ্য বিবেচিত হইয়াছে।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে ঈশান চন্দ্র রায়ের মোকদ্দমাতে জগন্নাথ (তর্কপঞ্চানন) ও কৃপারাম এই দুই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যে ব্যবস্থা দেন তাহার ষষ্ঠ কারণে বৃহৎ জমীদারী রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। স. দে. আ. বি. বা. ১. পৃ. ২। মেক্. হি. ল. বা. ২, পৃ. ৭।

† অভাব বা মরণ পদে স্বত্ববিনাশের যাবতীয় হেতু বুঝায়। ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† অভাবপদং মরণপদঞ্চ স্বত্ববিনাশহেতুমাত্রোপলক্ষকং। ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ দা. ভা. পৃ. ৭৬, ৭৭, ২৩৯। দা. ত. পৃ. ১১. ৫১। বি. দা. ভা. দী. রু. ২। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ৩, সেক্. ১, পারা. ১৮, সেক্. ২ পারা. ২১.২৩, চ্যা. ১১, সেক্. ৬, পারা. ২৯। কোল্. ডা. বুক্ ৫, ব. ৮০, (বা ৩, পৃ. ৯.১০)। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ২। মেক্. হি. ল. চ্যা. ২. পৃ. ১৮। এল্. ইন্. সেক্. ১৫৮।

§ পর্ব্বেতে কৃত যে শ্রাদ্ধ তাহাকে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ বলা যায়। তাহাতে পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহকে তিন পিণ্ড, তথা মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহকে তিন পিণ্ড দান করা যায়, এবং উভয় পক্ষে চতুর্থাদি ঊর্দ্ধতন পুরুষ ত্রয়কে লেপ দত্ত হয়।

হে রাজেন্দ্র চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ও রবি সংক্রান্তি এই কএক পর্ব্ব।

§ পর্ব্বণি কৃতং যৎশ্রাদ্ধং তৎপার্ব্বণশ্রাদ্ধং। তত্র পিতৃ পিতামহ প্রপিতামহেভ্যঃ পিণ্ড ত্রয়ং দীয়তে, তথা মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধ প্রমাতামহেভ্যশ্চ পিণ্ডত্রয়ংদীয়তে, পক্ষদ্বয়ে চতুর্থাদিভ্যস্ত্রিভ্যঃ লেপোদীয়তে।

চতুর্দ্দশ্যষ্টমীচৈব, অমাবস্যাচ পূর্ণিমা। পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র, রবিসংক্রান্তিরেবচ। শ্রাদ্ধতত্ত্বং।

But if there be a *kuláchár*, i e. usage in the family continuously observed for many generations, that constitutes an exception to the general rule of the law. The sons may deduct in the first place unequal portions (as the eldest one-20th, the middle one-40th, and so on : see Partition) and then divide the residue equally; or the estate may be divided according to the number of the wives (of the former owner) without reference to the number of the sons borne by each (a distribution technically termed *patníta-bibhága)* ; or the eldest or other brother qualified may singly take the landed estate. See the Section treating of custom and usage.

With respect to a *ráj* or principality,* the universal custom has been to preserve it entire. The eldest succeeds unless he be unfit, when the next qualified brother would inherit: in any case the succession is single. This appears from the words of BA'LMIKI' put in to the mouth of MANTHARA', when addressing KOIKEI'—" Charming (queen) ! it is not that all the sons of a king enjoy the kingdom : one amongst many sons is invested with the *ráj*, (for) if all the sons be in (possession of) the *ráj* great disorder shall ensue ; therefore, spotless beauty ! kings give their kingdoms (respectively) to their eldest, or some other well qualified of their sons, which eldest sons (respectively) deliver their kingdoms entire to their eldest sons, not to their own brethren. Thus, your son shall not have much reverence, but as a helpless one, shall be destitute of enjoyment, nor shall he be longer reckoned a member of the ever-enduring royal race." *Rámáyana, Ajoddhyákánda.*

Even now it is seen in practice, that entire kingdoms are severally held by one prince, although he have brothers. Coleb. Dig. Vol. II. p. 119.

10. In default† of the son, the grandson takes the inheritance; failing him, the great-grandson‡. Vyavasthá.

11. The grandson whose father is dead, and the great-grandson whose father and grandfather are dead, are entitled to inherit equally with the (late proprietor's remaining) son; for they equally confer benefits on the deceased by presentation of the oblation-cake at the *Páravana Sráddha*§. Vyavasthá. Reason.

* Mr Colebroke observes in a note to the Digest (Vol. II. p. 119), that the great possessions called Zemindarees in the official language, are considered by modern Hindu lawyers as tributary principalities.

In the last of the six reasons assigned by the two distinguished pandits Jagannáth and Kripá Rám in their *vyavasthá* delivered in the case of I'shán Chandra Ráy *versus* (*Rájá*) I'shwar Chandra Ráy (S. D. A. R. Vol. I. p. 2) a large Zemindaree has been taken in the light of a principality.

See Macn. H. L. Vol. I. p. 7.

† The expressions *default* and *death* embrace all the circumstances which cause extinction of right. See p. 11.

‡ *Dáyatatwa* pp. 11, 51; Coleb. Dá. bhá. Ch. III. Sect. 1, para. 18; Sect. 2, para. 21 & 23; Ch. XI. Sect. 6, para. 29.—Coleb. Dig. B. V. Text 80, (Vol. III. pp. 9, 10). Macn. H. L. Vol. I. Ch. II. p. 18. Elb. In. Sect. 158.

§ *Páravana Sráddha* is the offering of a double set of oblations at the *parva*, viz. three cakes to the father, paternal grandfather, and great-grandfather, and three to the maternal grandfather, his father and grandfather ; and the remnants of each set to the three remoter ancestors of each line.

The fourteenth and eighth days of each half lunar month, the full moon and new moon, also the time of the sun's entering on a new zodiacal sign, these, O great king, are (called) "*parva*." *Sráddhatatwa.*

ব্যবস্থা কারণ

১২ যে পৌত্র ও প্রপৌত্রের পিতা জীবিত, তাহারা অধিকারি নয়,*—যেহেতু তাহাদের হইতে (নিয়ত) পার্ব্বণ পিণ্ড দানরূপ উপকার নাই

১২ জীবৎপিতৃকয়োস্তু পৌত্রপ্রপৌত্রয়োর্নাধিকারঃ*—(নিয়ত) পার্ব্বণ পিণ্ডদানাভাবেন উপকারাভাবাৎ।

পুত্র যেমত পার্ব্বণ পিণ্ডদান-হেতু পিতৃধনে অধিকারী। তেমনি মরণাদিদ্বারা (পৃ· ১০,) পুত্রের স্বত্ব নাশহইলে তৎপুত্রেরা পিতৃব্য থাকিলেও স্ব-পিতৃযোগ্যাংশে অধিকারি, ইহা রত্নাকরে ধৃত কাত্যায়নবচনে ব্যক্ত, যথা—"বিভাগের পুর্ব্বে পুত্র মরিলে, তাহার পুত্র যদি পিতামহ হইতে জীবনোপযুক্ত বিষয় না পাইয়া থাকে, তবে সে ধনভাগী হইবে। পিতৃব্য অথবা তৎ পুত্র হইতে নিজ পিতার অংশ লইবে। ঐ (পরিমিত) অংশ ন্যায়তঃ সকল ভ্রাতারই হইবে। তাহার পুত্রও অংশ পাইবে, তৎপরে (অর্থাৎ প্রপৌত্র-পুত্রের) অধিকার নিবৃত্তি হইবে †। যদি মৃত ব্যক্তির অনেক পুত্র থাকে, তবে ঐ এক পিতৃ যোগ্যাংশ তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দাতব্য। কিন্তু পিতা থাকিতে পার্ব্বণপিণ্ডদানে অনধিকার হেতু পুত্রদিগকে অংশ গ্রহণে অধিকার নাই। এবং ধনির পৌত্রের স্বত্ব-ধ্বংস হইলে তদংশমাত্রে প্রপৌত্রদিগের অধিকার। দা· ত· পৃ· ১১, ৫১। এতাবতা—

প্রমাণ

পিতুর্যথা পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্বেন তৎপিতৃ-ধনে স্বত্বং, তথা মরণাদিনা (পৃ· ১০) তৎস্বত্বোপরমে তৎপুত্রাণাং পিতৃযোগ্যাংশে সত্যপি পিতৃব্যেংশিতা। অতএব ব্যক্তমাহরত্নাকরধৃত কাত্যায়নঃ—"অবিভক্তে মৃতে পুত্রে, তৎসুতং ঋক্থ ভাগিনং। কুর্ব্বীত জীবনং যেন লব্ধং নৈব পিতামহাৎ॥ লভেতাংশং স্বপিত্র্যঞ্চ, পিতৃব্যাৎ তস্য বা সুতাৎ। সএবাংশস্তু সর্ব্বেষাং ভ্রাতৃণাং ন্যায়তো ভবেৎ॥ লভেত তৎসুতোবাপি নিবৃত্তিঃপরতো ভবেৎ †। যদা বিপন্নস্যানেক পুত্রাস্তদা একঃ পিত্রংশস্তেষাং বিভজ্য দাতব্যঃ। সতিতু পিতরি পার্ব্বণানধিকারাৎ পুত্রাণাং নাংশিতা। এবং ধনিনঃ পৌত্রস্বত্বোপরমে তদংশমাত্রে প্রপৌত্রাণামংশিতা। দা· ত· পৃ· ১১, ৫১। অতঃ—

১৩ পিতৃহীন পৌত্রেরা ও পিতৃপিতামহহীন প্রপৌত্রেরা পিত্রনুসারে অধিকারি, স্বং সংখ্যানুসারে নয় ‡। ইহার বিস্তার বিভাগপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

১৩ এতাবতা মৃতপিতৃকপৌত্রাঃ মৃতপিতৃপিতামহক প্রপৌত্রাঃ পিত্রনুসারেণ অধিকারিণঃ, নতুস্বরূপাপেক্ষয়া‡। বিস্তারোঽস্য বিভাগ প্রকরণেদ্রষ্টব্যঃ।

১০, ১১ও১৩ সংখ্যক ব্যবস্থার

নজীর।

৴০ ব্রজনাথের আট পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কাশীনাথ ও দ্বিতীয় সদাশিব স্ত্রী পুত্রাদিহীন রূপে মরে, সপ্তম খেলারাম এক স্ত্রী রাখিয়া লোকান্তর গত হয়, অষ্টম কেবলরাম অন্যকে দত্তক রূপে দত্ত হওয়াতে জনকের ধনে স্বত্বহীন হয়। বিচার হইল যে ব্রজনাথের বিষয় (সমান) পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া (চারি পুত্রের মধ্যে প্রত্যেক পুত্রের উত্তরাধিকারিরা এক ভাগ পায়, এবং ব্রজনাথের সপ্তম পুত্রের স্ত্রী (অবশিষ্ট) এক ভাগ পায়। অর্থাৎ ব্রজনাথের তৃতীয় পুত্র রামনাথের পুত্র নীলমণির পুত্রেরা—রাধাকান্ত, মোহনকান্ত, ও বল্লভীকান্ত, —একত্রে এক ভাগ, ব্রজনাথের চতুর্থ পুত্র ধরণীধরের পুত্র মথুরামের পুত্র বদনচাঁদ, এবং ঐ ধরণীধরের (জীবিত) পুত্র গোপালপ্রসাদ মিলিয়া এক ভাগ, ব্রজনাথের পঞ্চম পুত্র দীননাথের পুত্র শ্রীনাথ এক ভাগ, ব্রজনাথের ষষ্ঠ পুত্র বৈদ্যনাথের দত্তক পুত্র গোকুলনাথ এক ভাগ, এবং ব্রজনাথের সপ্তম পুত্র মৃত খেলারামের স্ত্রী এক ভাগ পায়। শ্রীনাথ শর্ম্মা—বনাম—রাধাকান্ত। ২৪ নবেম্বর ১৭৯৬ সাল,—স· দে· আ· রি· বা· ১, পৃ· ১৫।

৵০ রাধাচরণের (উইল না করিয়া) মরণকালীন হলধর, বিশ্বম্ভর, গোবর্দ্ধন ও জয়নারায়ণ এই চারি পুত্র বর্ত্তমান থাকে, ও জীবনকালীন গোলোকচন্দ্র নামক এক পুত্র রামধন ও ব্রজনাথ নামক দুই পুত্র রাখিয়া মরে। পরে হলধর রামনারায়ণ নামক এক পুত্র রাখিয়া মরে। আদালতের আদেশ হইল যে রাধাচরণের বিষয় ও তদুপস্বত্ব তৎপুত্র, ও (মৃত) পুত্রের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে সমান ভাগে বিভক্ত হয়—অর্থাৎ আদেশ হইল যে রাধাচরণের জীবিত পুত্র বিশ্বম্ভর, গোবর্দ্ধন, ও জয়নারায়ণ প্রত্যেকে এক সমাংশ পায়, এবং (মৃত) হলধরের পুত্র রামনারায়ণ পিতৃযোগ্যাংশ পায়, ও (মৃত) গোলোকচন্দ্রের পুত্র রামধন ও ব্রজমোহন পিতৃযোগ্যাংশ অর্দ্ধাদ্ধি ভাগ করিয়া লয়। জয়নারায়ণ মল্লিক—বনাম—বিশ্বম্ভর মল্লিক। সু· কো·। কন্· হি· ল· পৃ· ৫০, ও ৫১।

এবঞ্চ দ্রষ্টব্য—গদাধর শর্ম্মা ও কালিদাস শর্ম্মা—বনাম—অযোধ্যারাম চৌধুরী। ৩০ আক্টোবর ১৭৯৩ সাল। স· দে· আ· রি· বা· ১, পৃ· ৬।

---

* দা· ক্র· সং· পৃ· ২। দা· ভা· বিভা· পৃ· ৭৬, অপু· ২৩৯। দা· ত· পৃ· ১১, ৫১। উ· দা· ক্র· সং· চ্যা· ১, পৃ· ২৩৩। কোল্· দা· ভা· চ্যা· ১১, সেক্· ৬, পারা· ২৯। † দ্রষ্টব্য— কোল্· ভা· বা· ৩, পৃ· ৭, ৮, ৮২। দা· ভা· টী· পৃ· ৭৭, ৭৮।

‡ দা· ভা· বিভা· প· ৭৭। দা· ভা· টী· প· ৩৭, ৩৮। বি· দা ভা· দ্বী র· ২। কোল· দা· ভা· চ্যা· ৩· সেক· ১, পারা· ২১, ২৩। কোল্· ভা· বা· ৩, পৃ· ৬, ৭, ৮, ৯ মেক্· হি· ল· বা· ১, পৃ· ১৮। এল্· ইন্· সেক্· ১৫৮, ১৬২।

12. But the grandson and great-grandson whose fathers are living are not entitled to inherit since they do not confer benefit by presentation of the oblation-cake at the *parva*.* Vyavasthá.

As in virtue of his offering the oblation-cake at the *parva*, the son becomes entitled to inherit his father's estate, so are his (the son's) sons, on the extinction of his right (by death &c., p. 11.) in like manner entitled to inherit (notwithstanding the existence of their paternal uncle) whatever portion of the grandfather's estate was their father's right; for KA'TYA'YANA (quoted in *Ratnákara*) expressly says:—"Should a son die before partition, his son shall be made a partaker of the estate, provided he had not received from his grandfather property sufficient for his support. He shall receive his father's share from his uncle or his uncle's son; and the same (proportionate) share shall be according to law allotted to all the brothers; or, (if that grandson be also dead) let his son take the share; beyond him (i. e. the great-grandson, lineal succession) stops†. If there be many sons of the deceased (son), their father's share only (and no more) should be subdivided and allotted amongst them. But if the father be living, the sons are not entitled to get shares; by reason of their having no right to perform the *Párvana Sráddha*. In like manner, on the extinction of right of the (late) owner's grandson, his (the latter's) share only shall be taken by his sons (the great-grandsons of the late owner). *Dáyatatwa*. pp. 11, 51. Thus:— Authority.

13. The grandsons and great-grandsons inherit *per stirpes* and not *per capita*.‡ See Partition. Vyavasthá.

*Cases* bearing on the vyavasthá Nos. 10, 11 & 13.

I. Braja Náth had 8 sons; (of whom) Káshí Náth the eldest, Sadáshib the second, and Khelá Rám the seventh sons died without issue; but the widow of the seventh son was still living. The eighth son Keval Rám was the only son adopted into another family (and consequently excluded from paternal inheritance). Adjudged that the estate should be divided in to five equal shares; that the heirs of each four sons, who left issue, should receive one share, and that the widow of the seventh son of Braja Náth should receive her husband's (one) share,—viz: Rádhá Kánta, Mohan Kánta, and Ballabhí Kánta, sons of Nílmani, and grandsons of Rám Náth, the third son of Braja Náth, jointly receive one share; Badan Chánd, son of Madhu Rám, and grandson of Dharanídhar, and Gopál Prasád, the surviving son of Dharanídhar, who is the fourth son of Braja Náth, jointly receive one share; Srí Náth, son of Dína Náth, the fifth son of Braja Náth, receive one share, and Gokul; Náth, as adopted son and heir of Boidya Náth, the sixth son of Braja Náth, receive one share. Srí Náth Sarmá *versus* Rádhá Kánta, 24th November, 1796. S. D. R. Vol. I. p. 15.

II. Rádhá Charn died (intestate) leaving four sons, viz. Haladhar, Bishwambhar, Gobardhan, and Joy Náráyan. Golok Chandra was another of Rádhá Charn's sons, but he died in the life-time of his father, leaving Rám Dhan and Braja Mohan his sons surviving him. Haladhar survived his father, and died leaving Rám Náráyana his son. The property of Rádhácharn and the increase of that property were ordered to be equally divided among his sons and their representatives, viz. it was ordered that Bishwambhar, Gobardhan, and Joy Náráyan, the surviving sons of Rádhá Charn, each take *per capita;* Rám Náráyan the only son of Haladhar take a share in right of his father; and Rám Dhan and Braja Mohan, the two sons of Golok Chandra, take *per stirpes* his share between them. Joy Náráyan Mallik *versus* Bishwambhar Mallik.—S. C.Cons. H. L. pp. 50, 51.

See also the Case of Gadádhar Sárma and Káli Dás Sárma *versus* Ajodhyá Rám Choudhurí —30th October 1794. S. D. A. R. Vol. I. p. 6.

* W. Dá. Kra. Sang. Ch. I. pp. 2, 3.—Coleb. Dá. bhá. Ch. III. Sect. I. para. 19. Ch. XI. Sect. 6. para. 29. Dá. T. Sang. pp. 11, 51. Coleb. Dig. Vol. III. pp. 9, 10.

† See Coleb. Dig. Vol. III. pp. 7, 8, 82; and SRI'KRISHNA's commentary on the *Dáyabhága*, pp. 77, 78.

‡ SRI'KRISHNA's comment on *Dáyabhága*, Sans. pp. 37, 38. Coleb. Dá. bhá. Ch. III. Sect. 1, para. 21, 23. Cobleb. Dig. III. pp. 6,—9. Macn. H. L. Vol. I. p. 18. Elb. In. Sect. 158 & 162.

# চতুর্থ-পরিচ্ছেদ।

## অপুত্র-ধনাধিকার-ক্রম

ব্যবস্থা

**১৪ পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের অভাবে পত্নী ধনাধিকারিণী * ।**

**১৪ পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাণামভাবে পত্নী ধনাধিকারিণী * ।**

প্রমাণ

৵০ পত্নী ও দুহিতারা, পিতা মাতা, তথা ভ্রাতাগণ, তৎপুত্র এবং গোত্রজ ও বন্ধু ও শিষ্য ও সব্রহ্মচারি— ইহারদিগের প্রথমের অভাবে তৎপরবর্ত্তী (এই রূপ) পর২, স্বর্গগত (অ) অপুত্র (আ) ব্যক্তির ধনে অধিকারী। সকল বর্ণেই এই বিধি। † যাজ্ঞবল্ক্য। অ. ২, ব. ১৩৬, ১৩৭। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বাভাবে পরের অধিকার বলিয়া সর্ব্বাগ্রে পত্নীর অধিকার বিধান করিতেছেন। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৭, ১৬৮।

৵০ পত্নী দুহিতরশ্চৈব, পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা। তৎসুতো গোত্রজোবন্ধুঃ শিষ্য সব্রহ্মচারিণঃ॥ এষামভাবে পূর্ব্বস্য, ধন ভাগুত্তরোত্তরঃ। স্বর্যাতস্য (অ) হ্যপুত্রস্য (আ), সর্ব্ববর্ণেষয়ং বিধিঃ। † যাজ্ঞবল্ক্যঃ— অ. ২, ব. ১৩৬, ১৩৭। অনেন পূর্ব্বস্যাভাবে পরস্যাধিকারং বদন্ সর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বং পত্ন্যা এব ধনাধিকারমভিধত্তে। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৭, ১৬৮।

(অ) স্বর্গগত-অর্থাৎ মৃত পদ উপলক্ষণমাত্র; ইহাতে পতিতাদিও (পৃ. ১০) বোধ্য। দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৮।

(অ) স্বর্যাতস্য—মৃতস্য, উপলক্ষণমেতৎ পতিতাদেরপি (পৃ. ১০) বোধ্যং। দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৮।

(আ) পুত্র পদে—প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বুঝায় ‡ ; অপুত্র পদে—পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাব বোধ্য, যেহেতু তাহারা সকলেই অবিশেষে পার্ব্বণ পিণ্ডদাতা। এই হেতু পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রের প্রসঙ্গ করিয়া বৌধায়নঋষি কহিয়াছেন "অঙ্গজ থাকিলে অর্থ তদগামী-ই হয়"। দা. ত. পৃ. ৪৯।

(আ) পুত্র-পদং প্রপৌত্র পর্য্যন্ত পরং ‡। অপুত্র-পদং—পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাভাব পরং—তেষাং পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্বাবিশেষাৎ। অতএব বৌধায়নেন পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রামুপক্রম্য "সৎস্বঙ্গজেষু তদ্গামী হ্যর্থো ভবতীত্যুক্তং। দা. ত. পৃ. ৪৯।

প্রমাণ

৶০ অপুত্রকের (আ) ধন তৎপত্নীকে অর্শে, তদভাবে কন্যাকে, তদভাবে পিতাকে, তদভাবে মাতাকে, তদভাবে ভ্রাতাকে, তদভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রকে, তদভাবে সকুল্যকে, তদভাবে বন্ধুকে, তদভাবে শিষ্যকে, তদভাবে সহাধ্যায়িকে, তদভাবে ব্রাহ্মণের ধন না হইলে রাজাকে অর্শে §। বিষ্ণু, অ. ১৭, ব. ৪—১৩। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৮।

৶০ অপুত্রস্য (আ) ধনং পত্ন্যভিগামি, তদভাবে দুহিতৃগামি, তদভাবে পিতৃগামি, তদভাবে মাতৃগামি, তদভাবে ভ্রাতৃগামি, তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামি, তদভাবে সকুল্যগামি, তদভাবে বন্ধুগামি, তদভাবে শিষ্যগামি, তদভাবে সহাধ্যায়িগামি, তদভাবে ব্রাহ্মণ ধনবর্জ্জং রাজগামি §। বিষ্ণুঃ, অ. ১৭, ব. ৪—১৩। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৮।

* দা. ক্র. সং. পৃ. ২। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৭, ১৭৯। দা. ত. অপু. পৃ. ৪৯, ৫১। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১. সেক্. ১, পারা. ৩, ৩১। উ. দা. ক্র. সং. চ্যা. ১, সেক্. ২। মেক্. হি. ল. চ্যা. ২, পৃ. ১৯। কোল্. ডা. বা. ৩. পৃ. ৪৫৭। এল্. ইন্. সেক্. ১৩৩।

† দা. ত. অপু. পৃ. ৪৯। দা. ক্র. সং. পৃ. ২। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ১, পারা. ৪। উ. দা. ক্র. সং. চ্যা. ১, সেক্. ২, পৃ. ৩। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৫৭।

‡ দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮০। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ১, পারা. ৩৪। কোল্. ডা. বা. ৩. পৃ. ১৫৭। মেক্. হি. ল. বা. ১, চ্যা. ২, পৃ. ১৭, ১৮।

§ দা. ত. অপু. পৃ. ৪৯। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ১, পারা. ৫। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৮৯।

## SECTION IV.

### ON SUCCESSION TO THE ESTATE OF ONE WHO LEAVES NO SON (á).

Vyavasthá

**14 In default of the son, (and in the male line of the) grand-son and great grand-son, the widow (of the late owner) succeeds to the estate.***

Authority

I. "The wife and daughters, also both parents, brothers likewise, and their sons, gentiles, cognates, a pupil, and a fellow student: on failure of the first of these, the next in order is the heir to the estate of one who departed for heaven (a) leaving no son (á). This rule extends to all classes†." *Jágnyavalkya* (Ch. II V. 136 & 137) Thus affirming the right of the last mentioned on failure of the preceding, the sage propounds the succession of the widow in preference to all the other heirs. *Dáyabhágha.*

(a) "Departed for heaven," i. e. dead; which indicates also degraded or fallen from sin, and the rest (p. 11). Srí Krishna's comment on *Dáyabhága*. Sans. p. 168.

(á) The term "Son" extends to the grandson‡: and "Leaving no son" implies failure of the son, son's son, and great grandson (in the male line); for these are equally givers of oblations in *Parva*. And it is for this reason that *Voudháyana* having previously referred to the son, grand son, and great grand-son, says:—"Male issue (as far as the third degree) in the male line being left, the estate must go to them." See Dá. T. p. 49.

Authority

II. "The wealth of him, who leaves no son (á) goes to his wife; on failure of her, it devolves on daughters; if there be none, it belongs to the father; if he be dead, it appertains to the mother; on failure of her, it goes to the brothers; after them, it descends to the brother's sons; if none exist, it passes to the kinsmen *(bandhu)*; in their default, it devolves on distant kinsmen *(sakulya)*; failing them, it belongs to the pupil; on failure of him, it comes to the fellow student: and for want of all those heirs, the property escheats to the king, excepting that of a *Bráhmana*"§. *Vishnu*.17. V. 4-13

* W. Dá. Cra. Sang. Ch. I. Sect. 2; Coleb. Dhá. bhá. Ch. XI. Sect. 1, para. 3, 31; Coleb. Dig. Vol. III, p. 457; Elb. In. Sect. 163; Macn. H. L. Ch. II. p. 19. Dá. T. p. 49, 52.

† Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. Sect. 1, para. 4; —Dá. T. p. 49; W. Dá. Cra. Sang. Ch. I. Sect. 2. p. 3; Coleb. Dig. Vol. III, p. 457.

‡ Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. Sect. 1, para. 34; Coleb. Dig. Vol. III. p. 157; Macn. H. L. Vol. I. Ch. II, p. 17, 18.

§ Dá. T. p. 49; Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. Sect. 1, para. 5; Coleb. Dig. Vol. III. p. 489.

প্রমাণ

৶০ সুধীরা কহিয়াছেন বেদে * ও স্মৃতি তন্ত্রে † এবং লোকাচারে ‡ জায়া (ভর্ত্তার) শরীরের অর্দ্ধেক এবং পুণ্যাপুণ্য ফলের সমভাগিনী। যাহার ভার্য্যা মরে নাই তাহার অর্দ্ধ শরীর জীবিত আছে, তবে আপনার অর্দ্ধ দেহ জীবিত থাকিতে অন্যে কি প্রকারে ধন পাইতে পারে। পুত্রহীন (আ. পৃ. ২৮,) মৃতের জ্ঞাতি পিতা মাতা ও সহোদর বিদ্যমান থাকিতেও পত্নী তাহার ভাগ ( অর্থাৎ ধন ) হারিণী। পতিব্রতা (ই) সাধ্বী স্ত্রী (উ) ভর্ত্তার আগে মরিলে তাহার অগ্নিহোত্র গ্রহণ করে, আর স্বামী তাহার আগে মরিলে পত্নী স্বামির ধন গ্রহণ করে, এই সনাতন ধর্ম্ম। ভর্ত্তার অস্থাবর স্থাবর ধন, স্বর্ণ, ও স্বর্ণরূপ্যভিন্ন তৈজস, ধান্য, দ্রবদ্রব্য ও বস্ত্র লইয়া স্ত্রী মাসিক ও ষাম্মাসিকাদি § (এ) শ্রাদ্ধ করিবে। ভর্ত্তার পিতৃব্য, পিতা, দৌহিত্র, ভাগিনেয়, ও মাতুলকে এবং বৃদ্ধ অনাথ অতিথি ও (পরিবার) স্ত্রীগণকে মৃতোদ্দেশে ত্যক্ত দ্রব্য ও অন্ন পানাদি দ্বারা সেবা করিবে। ভর্ত্তার সপিণ্ড বা বান্ধবের মধ্যে যে কেহ তাহার প্রতিপক্ষ হইয়া তাহার ধন-হিংসা করে, রাজা তাহাকে চৌরদণ্ডে শাসন করিবেন ¶॥ বৃহস্পতি। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৬।

৶০ আম্নায়ে * স্মৃতিতন্ত্রেচ † লোকাচারেচ ‡ সূরিভিঃ। শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া, পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা॥ যস্য নোপরতা ভার্য্যা দেহার্দ্ধং তস্য জীবতি। জীবত্যর্দ্ধ শরীরেহর্থং কথমন্যঃ সমাপ্নুয়াৎ॥ সকুল্যৈর্ব্বিদ্যমানৈস্তু পিতৃ মাতৃ সনাভিভিঃ। অসুতস্য ( আ. পৃ. ২৮) প্রমীতস্য পত্নীতদ্ভাগহারিণী॥ পূর্ব্বং প্রণীতাগ্নিহোত্রং মৃতে ভর্ত্তরি তদ্ধনং। বিন্দেৎ পতিব্রতা (ই) সাধ্বী (উ) ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ॥ জঙ্গমং স্থাবরং হেমকুপ্যং ধান্যং রসাম্বরং। আদায় দাপয়েৎ শ্রাদ্ধং মাস ষাণ্মাসিকাদিকং § (এ)॥ পিতৃব্য গুরুদৌহিত্রান্ ভর্ত্তুঃ স্বস্রীয় মাতুলান্। পূজয়েৎ কব্যপূর্ত্তাভ্যাং বৃদ্ধানাথাতিথীন্ স্ত্রিয়ঃ॥ তৎসপিণ্ডা বান্ধবা বা যে তস্যাঃ পরিপন্থিনঃ। হিংস্যুর্ধনানি তান্ রাজা চৌরদণ্ডেন শাসয়েৎ¶॥ বৃহস্পতিঃ। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৬।

(ই) পতিব্রতার বর্ণনা হারীত ঋষি করিয়াছেন যথা—"পতি পীড়িত হইলে পীড়িতা, হৃষ্ট হইলে পুলকিতা, প্রবাসস্থ হইলে মলিনা হয়, এবং পতি মরিলে মরে যে স্ত্রী সেই সাধ্বী পতিব্রতা"। দ্রষ্টব্য বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কিন্তু এস্থলে পতিব্রতা পদে পতিশুশ্রূষাব্রতা জ্ঞেয়, পতি মরিলে মরে এমত সাধ্বী পতিব্রতা জ্ঞেয় নয়, যেহেতু তদ্রূপ পতিব্রতা মরিলেই তৎস্বত্ব শেষ হওয়াতে এস্থলে তাহা খাটে না। দা. ভা. টী. ১৬৭।

(ই) পতিব্রতামাহ হারীতঃ—"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা"। দ্রষ্টব্যং বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। অত্রতু পতিব্রতা—পতি শুশ্রূষাব্রতা, নতু মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতেত্যুক্ত পতিব্রতা মরণেনৈব তস্মিন্স্বত্বস্যেতরত্রাসম্ভবাৎ। দা. ভা. টী. ১৬৭।

ব্যবস্থা

১৫ (উ) সাধ্বী—অব্যভিচারিণী, অতএব ব্যভিচারিণীর অধিকার নিবৃত্তি। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার দা. ভা. টী. ১৬৭।

১৫ (উ) সাধ্বী—অব্যভিচারিণী, তেন তদ্বিপরীতানামধিকার নিবৃত্তিরিতি শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারঃ। দা. ভা. টী. অপু. ১৬৭।

প্রমাণ

যে পত্নী ব্যভিচারিণী নয় সেই পতির ধনাধিকারিণী। কাত্যায়ন। মিতাক্ষরা।

পত্নী ভর্ত্তুর্দ্ধনহরী যা স্যাদব্যভিচারিণী। কাত্যায়নঃ। মিতাক্ষরা।

প্রমাণ

অপকার-ক্রিয়াযুক্তা নির্লজ্জা অর্থনাশিনী ও ব্যভিচারিণী যে স্ত্রী সে স্ত্রীধন পাইবারও যোগ্যা নয়। কাত্যায়ন। দা. ত. পৃ. ৪২।

অপকারক্রিয়াযুক্তা নির্লজ্জা চার্থনাশিনী। ব্যভিচাররতা যাচ স্ত্রীধনং নচ সার্হতি। কাত্যায়নঃ। দায়তত্ত্ব পৃ. ৪২।

---

* বেদে—"এই আত্মার অর্দ্ধেক পত্নী"। শ্রুতি।

† স্মৃতিশাস্ত্রে—"যাহার ভার্য্য সুরাপান করে তাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হয়"। প্রায়শ্চিত্তবিবেক।

‡ লোকাচারে—উশনাদি প্রণীত নীতিশাস্ত্রে।

§ অর্থাৎ মাসষাণ্মাসিকাদি শ্রাদ্ধ করিবেক। নিষেধ হেতু স্ত্রীলোককে পার্ব্বণ করিতে অধিকার নাই। মাসশব্দে দ্বাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ উক্ত, ষাণ্মাসিক শব্দে দুইঊন ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ। এবং আদিশব্দে ও সপিণ্ডন, আদ্য সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ বুঝায়, অতএব স্ত্রী অন্য শ্রাদ্ধ করিবে না। বি. দা. ভা. দ্বী র. ৮।

* আম্নায়ে—"অর্দ্ধো বা এষ আত্মা পত্নীতি"। শ্রুতিঃ।

† স্মৃতিতন্ত্রে—পতত্যর্দ্ধংশরীরস্য যস্য ভার্য্যা সুরাংপিবেৎ। প্রায়শ্চিত্ত বিবেকঃ।

‡ লোকাচারে—অর্থশাস্ত্রে—ঔশনসাদৌ।

§ মাস ষাণ্মাসিকাদিকমিতি কুর্য্যাদিতি শেষঃ। পার্ব্বণস্য স্ত্রীণাং কর্তৃত্ব নিষেধাৎ অকরণং। অত্র মাস শব্দেন দ্বাদশ মাসিকান্যুচ্যন্তে, ষাণ্মাসিকশব্দেন দ্বে ঊনষাণ্মাসিকে; আদি শব্দাৎ সপিণ্ডন প্রত্যাব্দ কর্ত্তব্য ক্ষয়াহ শ্রাদ্ধানি গৃহ্যন্তে, অতোনান্যৎ কুর্য্যাৎ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

¶ দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৬। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

III. "In the *Veda**, and in the code of law,† as well as in popular usage‡, a wife is declared by the wise to be half the body (of her husband,)§ equally sharing the fruit of pure and impure acts. Of him, whose wife is not dead, half the body survives. How then should another take his property while half his person is alive? Let the wife of a deceased man, who left no son (á. p. 29) take his share, notwithstanding kinsmen, a father, a mother, or uterine brother be present. Dying before her husband, the *pativratá* (i.) and *sádhwi* (u) wife partakes of his consecrated fire: or, if her husband die (before her, she takes) his wealth: this is the primeval law. Having taken his moveable and immoveable property, the precious and the base metals, the grain, the liquids, and cloths, let her perform the monthly§, and the sixth monthly *Sráddhas*, and so forth (e). With presents offered to his manes, and by pious liberality, let her honor the paternal uncle of her husband, his spiritual parents, and daughter's sons, the children of his sisters, his maternal uncles, and also the old and unprotected persons, guests, and females (of the family). Those near or distant kinsmen who become her adversaries, or who injure her property, let the king chastise by inflicting on them the punishment of robbery."¶ Vrihaspati. — Authority

(i) *Pativratá* is thus defined by Hárita:—"She, who suffers pain when her lord endures it, that is, becomes affected in mind by similar anguish; is cheerful when he is so, in his absence pines under the anguish of separation, and is squalid (through neglect of ornament and dress,) and who dies when he expires, that is, follows him in death, is considered a *pativratá sádhwi*" (Vide. Coleb. Dig. Vol. III. p. 462, 463.) Here however by the term *pativratá* is meant the *patni* who is devoted to the service of her husband, and not she who follows her husband in death, since the right of the latter is extinguished with her death. Srí Krishan's comment on Dáyabhága.

15 (u) Sádhwí—i. e. not adulterous: hence the right of adulterous women ceases. Srí Krishna's comment on Dáyabhága Sans. p. 167. — Vyavasthá

"Let the widow succeed to her husband's estate, provided she be chaste." *Kátyáyana*. — Authority

"The wife who does malicious acts injurious to her husband, who has no sense of shame, who destroys his effects, or who is addicted to adultery, does not even deserve her special property (*Strídhan*)." *Kátyáyana*. — Authority

---

* "The wife is half the person (of her husband.) *Veda.*

† "Of him whose wife drinks wine, half the body is polluted." *Law* (See *Práyashchittaviveka.)*

‡ "Popular usage—i. e. the moral science: the works of *Ushaná* and others.

§ "Let her perform the *Sráddhas* in each month, and in the sixth, and so forth:" the text should be so supplied. The *Párvana* or double set of oblations must not be offered, because women are forbidden to perform this rite. By the word "month" are suggested the *Sráddhas* offered in twelve successive months; by the term "sixth" are suggested two *Sráddhas* celebrated the day before the expiration of each of the two sixth months of the year; the term "and so forth" includes the first and the anniversary *Sráddhas* to be performed yearly: hence she must celebrate no other obsequies. Coleb. Dig. Vol. III. p. 459.

¶ Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. Sect. I, para. 2; Coleb. Dig. Vol. VIII. Sect. 1, Text, 399.

প্রমাণ

মৃতের স্ত্রীরা ব্যভিচারিণী না হইলে, ঐ মৃতের ভ্রাতারা তাহাদিগকে জীবিকা দিবে, কিন্তু যদি ব্যভিচারিণী হয় তবে ঐ জীবিকা কাড়িয়া লইবে। নারদ।

অনধিকার-প্রকরণও দ্রষ্টব্য।

(এ) মাস ষাণ্মাসিক বলাতে পার্বণশ্রাদ্ধের নিষেধ, এবং আদি পদে আদ্যাদি প্রেত শ্রাদ্ধান্তর পরিগ্রহ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৭।

ভরণঞ্চাস্য কুর্ব্বীরন্ স্ত্রীণামাজীবিতক্ষয়াৎ। রক্ষন্তি শয্যাং ভর্ত্তুশ্চেদাচ্ছিন্দ্যুরিতরাসু চ। নারদঃ।

বিভাগানধিকার-প্রকরণঞ্চ দ্রষ্টব্যং।

(এ) মাসষাণ্মাসিকেত্যনেন পার্ব্বণনিষেধঃ। আদিনা—আদ্যাদি প্রেতশ্রাদ্ধান্তর পরিগ্রহ ইতি। দা. ভা, টী. পৃ. ১৬৭।

জায়া যদি শরীরের অর্দ্ধেক, তবে পুত্রাদি থাকিতেও সে কেন পতির ধন পাউক না? না, তাহা পাইতে পারে না, যেহেতু "আপনিই পুত্র হইয়া জন্মে" (শ্রুতি)। "পতি ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া ইহ লোকে জন্ম গ্রহণ করে, এবং স্ত্রীর গর্ভে পতি পুনর্ব্বার জাত হয় বলিয়াই স্ত্রীর নাম জায়া হইয়াছে" [মনু. অ. ৯, ব. ৮]। "ব্রাহ্মণ সবর্ণাকে বিবাহ করিবেক, তদগর্ভে পিতামহেরা জন্ম গ্রহণ করেন, (পিতা) পুত্রকে আত্মরূপে সম্ভাসন করিবেন। নানা অঙ্গ বিশেষতঃ হৃদয় হইতে জন্মিতেছ, তুমি আত্মা পুত্র নামিত, শতজীবী হও। হে আত্মারূপ পুত্র, যেহেতু পিতা ও মাতাকে পুৎনামে নরক হইতে ত্রাণ কর অতএব তুমি পুত্র সংজ্ঞিত" [শংখলিখিত]। ইত্যাদিদ্বারা পুত্রাদি পিতা প্রভৃতির স্বরূপ বোধ হইতেছে (বি. দা. ভা. দী. রু. ৮)। তথা মনু ও বিষ্ণু কহেন "সুত পিতাকে পুৎ নামে নরক হইতে উদ্ধার করে, এই হেতু স্বয়ং স্বয়ম্ভু সুতকে পুত্র বলিয়াছেন (মনু. অ. ৯, ব. ১৩৮, বিষ্ণু অ. ১৫, ব. ৪৩)। তথা হারীত কহেন "পুৎ নামে নরক এবং ছিন্নতন্তু নামেও নরক আছে। কিন্তু যেহেতু তনয় পিতাকে তাহা হইতে ত্রাণ করে, অতএব তাহাকে পুত্র বলা যায়"। তথা শংখ লিখিত—"পুত্রের মুখ দেখিয়া পিতা এই জীবনেই পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন, এবং পুত্র জন্মিলে তাহাতে পিতৃঋণ অর্পণ করিয়া আপনি স্বর্গী হয়েন। অগ্নিহোত্রব্রত, তিন বেদ অধ্যয়ন, এবং প্রচুর দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিলে যে ফল তাহা জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মিলে তজ্জনকের ফলের ষোড়শাংশের একাংশও হইবে না। তথা মনু শংখ লিখিত বিষ্ণু বশিষ্ঠ ও হারীত—"পুত্রদ্বারা লোকজয়ী হয়, পৌত্রদ্বারা অক্ষয় স্বর্গ পায়, এবং প্রপৌত্রদ্বারা সূর্য্য লোক প্রাপ্ত হয়" (মনু. অ. ৯, ব. ১৩৭। বশিষ্ঠ অ. ১৭, ব. ১৫। বিষ্ণু অ. ১৫, ব. ৪৫। তথা যাজ্ঞবল্ক্য 'পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রদ্বারা বংশের অবিচ্ছেদ ও স্বর্গ লোক প্রাপ্তি হয়। অ. ১, ব. ৭৪। দা. ভা. অপু. প্র. ১৭৯। এতাবতা পুত্র প্রভৃতি জন্মাবধি পিতার [illegible]লৌকিক মহোপকার করাতে, এবং পার্ব্বণ বিধ্যনুসারে মৃতকে পিণ্ডদান করাতে পুত্রাদির নিমিত্তেই পিতার ধন এবং সে ধনে মৃত পিতার উপকার হওয়াতে তদ্ধনে পুত্রাদির যে স্বামিত্ব শ্রুত সে ন্যায্য। অপিচ দায় ভাগ প্রকরণে পুত্রাদিকর্ত্তৃক পিতার নানা বিধ উপকার বর্ণনায় (ধনাধিকার-ব্যতীত) অন্য প্রয়োজন না থাকাতে মনুর মতে উপকার জন্যই ধন সম্বন্ধ বোধ হইতেছে (দা. ভা. অপু. ১৮০)। অতএব মৃত ব্যক্তির ধন প্রথমে তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্রের, ও পুত্রাদির অভাব মাত্রেই পত্নীর অধিকার স্পষ্টবোধ হইতেছে, এবং এমত হওয়াই উচিত। দা. ভা. অপু. প. ১৭৯।

ননু যদি শরীরার্দ্ধং জায়া তদা পুত্রাদিষু সৎস্বপি নৈব তদ্ধনং গৃহ্নীয়াদিতি চেন্ন। যতঃ—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" (শ্রুতিঃ)। "পতি র্ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভোভূত্বেহ জায়তে। জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং, যদস্যাং জায়তে পুনঃ" [মনুঃ অ. ৯, ব. ৮]। "ব্রাহ্মণঃ সবর্ণায়াঃ পাণিং গৃহ্নীয়াৎ, তস্যাং পিতামহানাং তনবোহনুভূয়ন্তে পুত্রোপচারেণাত্মানং সংমন্ত্রয়েৎ। অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি, হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতং। আত্মা পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতুর্ম্মাতুরনুগ্রহাৎ। পুন্নাম্ন স্ত্রায়সে যস্মাৎ পুত্রস্তেনাসি সংজ্ঞিতঃ"। [শংখলিখিতৌ]। ইত্যাদিনা পুত্রাদীনাং পিত্রাদি স্বরূপত্বমবগম্যতে (বি. দা. ভা দী. রু. ৮। তথাহি মনুবিষ্ণু—"পুন্নাম্নো নরকাৎ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা" (মনুঃ অ. ৯, ব. ১৩৮, বিষ্ণুঃ অ. ১৫, ব. ৪৩)। তথা হারীতঃ—"পুন্নামা নিরয়ঃ প্রোক্তশ্ছিন্নতন্তুশ্চ নৈরয়ঃ। তত্রৈব ত্রায়তে যস্মাৎ, তস্মাৎ পুত্র ইতি স্মৃতঃ"। তথা শংখ লিখিতৌ—"পিতৃণামনৃণোজীবন, দৃষ্ট্বা পুত্রমুখং পিতা। স্বর্গী স তেন জাতেন, তস্মিন্ সংন্যস্য তদৃণং। অগ্নিহোত্রং এয়োবেদা যজ্ঞাশ্চ শতদক্ষিণাঃ। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসূতস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং"॥ তথা মনু শংখ লিখিত বিষ্ণু বশিষ্ঠ হারীতাঃ—"পুত্রেণ লোকান্ জয়তি, পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে। অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি বিষ্টপং"॥ মনুঃ-অ. ৯, ব. ১৩৭। বশিষ্ঠঃ অ. ১৭, ব. ৫। বিষ্ণুঃ—অ. ১৫, ব. ৪৫)। তথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ, পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রকৈঃ"। অ, ১, ব. ৭৪। দা. ভা. অপু. পৃ, ১৭৯। তদেবং পুত্রাদিভির্জন্মতঃ প্রভৃতি পিতুঃ পরলোকোচিত মহোপকার নিষ্পাদনাৎ, মৃতস্য তস্যচ পার্ব্বণ বিধিনা পিণ্ডদানাৎ, পুত্রাদ্যর্থং তদ্ধনং মৃতমেবোপকরোতীতি ন্যায় প্রাপ্তং পুত্রাদীনাং স্বামিত্বং শ্রুতং। অপিচ, যস্মাৎ দায়ভাগ প্রকরণে পুত্রাদীনাং নানাবিধ পিত্রাদ্যুপকারত্ব কীর্ত্তনস্য অনন্য প্রয়োজনকত্বাৎ উপকারকত্বাদেব ধনসম্বন্ধো মনোরনুমত ইতি গম্যতে (দা. ভা. অপু. ১৮০)। অতএব মৃতধনং পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাণামেব প্রথমং ভবতি, পুত্রাদ্যভাব মাত্রেণ পত্ন্যধিকারঃ স্পষ্টমবগম্যতে,—যুক্তঞ্চৈতৎ। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৭৯।

**"Let the brothers allow maintenance to his (deceased's) women for life, provided these preserve unsullied the bed of their lord; but if they behave otherwise, the brethren may resume that allowance." *Na'rada.***

**See the Section treating of exclusion from inheritance.**

**(e) The expressions "monthly" and "six monthly" are intended to prohibit the perfomance of the *Párvana Sráddha:* and by the term "so forth" is meant the first *Sráddha* and the other *Sráddhas* made within the year. Srí Krishna's comment on *Da'yabhága.***

If the wife be half the body of her husband, may she not exclusively take his wealth, although sons, or other male descendants be living? No; for, the scripture says: "It is a person's own soul which is born to him (or her) as a son." *Manu* says: "The husband, after conception by his wife, becomes himself an embryo, and is born a second time here below; for which reason the wife is called *jáyá,* since by her he is born *(jáyate)* again." Ch. IX. V. 8. So also say *Sankha & Likhita*: "Let a priest take the hand of a woman equal in class; the bodies of his ancestors are born again of her. Let him figuratively address his own soul in the person of his son: Sprung from the several limbs, (especially) from the breast, thou my soul art called *son:* mayest thou live for a hundred years! For the benefits conferred on parents, thou, my soul, art called son; because thou deliverest *(tráyashe)* from the hell called *put,* therefore thou art named *(put-tra)* son." And it appears from these, that a son or other descendant is consubstantial with the father and other ancestor. (See Coleb Dig.) Vol. III. p. 459. Further, *Manu* and *Vishnu* say: "Since a son delivers *(tra'yate)* his father from the hell called *put,* therefore he is named *put-tra* by the self-existent himself." *(Manu* 9, 138; *Vishnu* 15, 43*)*. So says also *Hárita*: "Certain hells are named *put* and *chhinnatantu,* a son is therefore called *put-tra,* because he delivers his father from those regions of horror." In like manner *Sankha* and *Likhita* declare: "A father is exonerated in his life-time from the debt to his own ancestors, upon seeing the countenance of a living son: he becomes entitled to heaven by the birth of his son, and devolves on him his own debt. The sacrificial hearth, the three *vedas,* and sacrifices rewarded with ample gratuities, have not the sixteenth part of the efficacy of the birth of an eldest son." Thus also *Manu, Sankha, Likhita, Vishnu, Vashishta* and *Ha'rita*: "By a son, a man conquers worlds; by a son's son, he enjoys immortality; and, afterwards, by the son of a grandson, he reaches the solar abode." (Manu 9. 137) Vashishta 17. 5. Vishnu. 15. 45). *Ja'gnyavalkya* likewise says: "The continuance of race and attainment of heaven depend on a son, grandson, and great grandson *(*1. 78)". Vide Coleb. Da'. bhá Ch. XI. Sect. 1, para. 31. Thus since the sons and other male descendants produce great spiritual benefit to their father or ancestor from the moment of their birth, and they present the oblation-cake at the *parva* to their deceased father, the proprietory right of sons and the rest is ordained, as already inferrible from reasoning; because the property devolving upon sons and the rest benefits the deceased: and since there can be no other purpose of speaking of the various benefits derived from sons and the rest, while treating of inheritance, it appears to be a doctrine to which *Manu* assents, that the right of succession is grounded solely on the benefits conferred. It therefore clearly appears that the estate of the deceased should go first to the son, grandson, and great grandson, and on failure of the son and the rest, the succession devolves on the widow: and this is reasonable. See Coleb. Da'. bha'. Ch. XI. Sect. 1. paras. 32, 33, 31.

কোনং ঋষি পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রহীন মৃত ব্যক্তির ধনে সর্ব্বাগ্রেই পত্নীর অধিকার বলেন না। এবং কোনং ঋষি পত্নীর অধিকার এককালে নিষেধই করেন। কিন্তু জীমূতবাহন বৃহস্পতির উক্ত সপ্ত বচন সিদ্ধান্তস্বরূপ তুলিয়া কহিতেছেন "এই সপ্ত বচন বলে পুত্র (পৌত্র প্রপৌত্র) হীন মৃত ব্যক্তির স্থাবর জঙ্গম স্বর্ণাদি যাবদ্ধন সহোদর ভ্রাতা, পিতৃব্য, দৌহিত্রাদি থাকিতেও পত্নীই কেবল পাইবে। যাহারা তদ্ধন গ্রহণে প্রতিপক্ষ হয়, কিম্বা স্বয়ং গ্রহণ করে, তাহারা চোরের ন্যায় দণ্ডনীয়, বৃহস্পতি ইহা কহিয়া পত্নী থাকিলে পিতা ও ভ্রাতা প্রভৃতির ধনাধিকার সুদূরে নিবৃত্তি করিতেছেন। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৭। অনন্তর তত্তদ্বিরুদ্ধ বচন সকলেরও সমাধা করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্যে সম্যগরূপে পত্নীর অধিকার নিশ্চিত করিতেছেন, যথা—"সম্প্রতি হলায়ুধ প্রভতি ধীমানেরা সমাধা করিতেছেন যে বিষ্ণু (ও যাজ্ঞবল্ক্যের) বচনানুসারে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রের অভাব মাত্রে পত্নীর অধিকার, এবং ইহাই ন্যায্য। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৭৯।

কেনচিৎ ঋষিণা পুত্রপৌত্র-প্রপৌত্রহীনস্য মৃতস্য ধনে প্রথমমেব পত্ন্যধিকারো নোক্তঃ। কেনচিৎ সর্ব্বদৈব পত্ন্যধিকারঃ প্রতিষিদ্ধঃ। কিন্তু জীমূতবাহনেন বৃহস্পতি-বচনানি সিদ্ধান্তিতানোবোদ্ধৃত্যোক্তং —"তদেতৈঃ সপ্তবচনৈরপুত্রস্য মৃতস্য যাবদ্ধনং স্থাবর জঙ্গম হেমাদিকং ভর্ত্তুস্তৎ সর্ব্বং সোদরভ্রাতৃ পিতৃব্য দৌহিত্রাদিষু সৎস্বপি পত্ন্যা এবেতি। যেতু তদ্ধন গ্রহণে প্রতিপক্ষাঃ স্বয়মেব বা গৃহ্নন্তি তে চৌরবদ্দণ্ডনীয়া ইতি ব্রুবাণো বৃহস্পতিঃ পত্নী সদ্ভাবে পিতৃ ভ্রাতৃ প্রভৃতীনাং ধনাধিকারং সুদূরং নিরস্যতি। দা. ভা. অপু. ১৬৭। অনন্তরং তত্তদ্বিরুদ্ধবচনানিচ সমাধায় বক্ষ্যমাণবাক্যেন পত্ন্যধিকারঃ সম্যগ্‌ব্যবস্থিতঃ, তদযথা—"সম্প্রতি ধীমদ্ভিঃ সমাধীয়তে—তত্র বিষ্ণ্বাদি বচনেভ্যঃ পুত্রাদ্যভাবমাত্রেণ পত্ন্যধিকারঃ স্পষ্টমবগম্যতে, যুক্তঞ্চৈতৎ। দা. ভা. অপু. ১৭৯।

প্রমাণ পুত্রহীনা যে পত্নী ভর্ত্তার শয্যা সংরক্ষিণী (ও) ও ব্রতেস্থিতা (ক), সেই তাহার পিণ্ডদান করিবে ও কৃৎস্ন অংশও (গ) লইবে। বৃহন্মনু।

(ও) ভর্ত্তারশয্যাসংরক্ষিণী, তৎশয্যায়অন্যপুরুষগমন নিবারিণী—অর্থাৎ অব্যভিচারিণী। দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৯।

(ক) ব্রতেস্থিতা—অর্থাৎ ভর্ত্তার পারলৌকিক উপকারে নিযুক্তা। দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৯।

ব্রতে—অর্থাৎ বিধবা-নিয়মেএই রত্নাকরমতন্যায্য। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

অপুত্রা শয়নং পিভর্ত্তুঃপালয়ন্তী (ও) ব্রতে (ক) স্থিতা পত্ন্যেবদদ্যাৎ তৎপিণ্ডং কৃৎস্নমংশং (গ) লভেতচ। বৃহন্মনুঃ।

(ও) ভর্ত্তুঃ শয়নং পালয়ন্তী—তদীয়শয়নে পুরুষান্তরং বারয়ন্তী. অব্যভিচারিণীতি যাবৎ। দা. ভা. টী. ১৬৯।

(ক) ব্রতে পারলৌকিক ভর্ত্রুপকারেস্থিতা, উদ্যুক্তা। দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৯।

ব্রতে—বিধবা-নিয়মে ইতি রত্নারোক্তং যুক্তং। বি. দা. দ্বী. র. ৮।

এ সমস্তই জীমূত বাহনকর্ত্তৃক বিস্তৃত রূপে কথিত হইয়াছে, যথা—"প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে বৈধব্যাবধি (মাত্র) ভর্ত্তার পারলৌকিক হিতাচরণ প্রযুক্ত পুত্রাদি অপেক্ষা খাট হওয়াতে তাহাদের অভাবে পত্নী ধনাধিকারিণী, তাহা ব্যাস কহিয়াছেন—'হে শুভে, পতি মরিলে সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পরায়ণা হইয়া স্নান পূর্ব্বক প্রতিদিন স্বভর্ত্তাকে সতিল জলাঞ্জলি দিবে। এবং প্রতি দিন ভক্তিভাবে দেবতা পূজা করিবে। উপবাস করিয়া নিত্য বিষ্ণুর আরাধনাও করিবে। পুণ্যবৃদ্ধি নিমিত্তে বিপ্রশ্রেষ্ঠকে দান করিবে। এবং শাস্ত্র বিহিত বিবিধ উপবাস-ও করিবে। এবং হে সুমুখি নিত্য ধর্ম্ম পরায়ণা নারী লোকান্তরস্থ ভর্ত্তাকে এবং আপনাকেও উদ্ধার করে'। ইত্যাদি বচনে পত্নীও পতিকে নরক হইতে নিস্তারিণী ইহা শ্রুত হওয়াতে, অথচ ধনহীনতা হেতু অকার্য্যকারিণী পত্নী পুণ্যাপুণ্য ফলে সমভাগি পতিকে নরকে পতিত করাতে তদর্থে যে ধন সে পূর্ব্বস্বামির নিমিত্তেই, এতাবতা পত্নীর স্বত্ব ন্যায্য'। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮২, ১৮৩।

এতৎ সর্ব্বং জীমূতবাহনেনৈব বিস্তৃতং, যথা—"প্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবে তু বৈধব্যাৎ প্রভৃতি ব্রতাদিনা ভর্ত্তুঃ পরলোকহিতাচরণেন পুত্রাদিভ্যোজঘন্যেতি, তেষামভাবে ধনহারিণী পত্নী, তদাহ ব্যাসঃ—'মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী, ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতা। স্নাতা প্রতি দিনং দদ্যাৎ স্বভর্ত্রে সতিলাঞ্জলীন্। কুর্য্যাচ্চানুদিনং ভক্ত্যা দেবতানাঞ্চ পূজনং। বিষ্ণোরারাধনঞ্চৈব কুর্য্যান্নিত্যমুপোষিতা। দানানি বিপ্রমুখ্যেভ্যো দদ্যাৎ পুণ্যবিবৃদ্ধয়ে। উপবাসাংশ্চ বিবিধান্ কুর্য্যাৎ শাস্ত্রোদিতান্ শুভে। লোকান্তরস্থং ভর্ত্তারমাত্মানঞ্চ বরাননে। তারয়ত্যুভয়ং নারী নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণা'। তদেবমাদিভির্ব্বচনৈঃ পত্ন্যা অপি নরকনিস্তারকত্ব শ্রুতেঃ ধনহীনতয়া বা অকার্য্যং কুর্ব্বতী পুণ্যাপুণ্য ফলসমত্বেন ভর্ত্তারমপি পাতয়তীতি তদর্থং তদ্ধনং পূর্ব্বস্বাম্যর্থমেব ভবতীতি' যুক্তং পত্ন্যাঃ স্বাম্যং"। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮২, ১৮৩।

"ভর্ত্তার মরণান্তেই ব্রতাদির অনুষ্ঠান হয় না, অতএব পত্নী কি প্রকারে ধনাধিকারিণী হইবে? বিবাদ

"ননু মরণানন্তরমেব ব্রতাদিগুণযোগাভাবাৎ কথং দায়াধিকারিত্বমিতি চেৎ" বিবাদ ভঙ্গার্ণবকৃতা ইতি

There are texts which are opposed to the widow's right of succession immediately in default of the son, grandson, and great grandson; others deny her right to succeed at all. But Jímútaváhana argues in refutation of them, and quotes the texts of Vrihaspati given above as of paramount and decisive authority, and then concludes by laying down, as established law, the right of the widow where there is no male issue:—viz. "By these seven texts Vrihaspati having declared, that the whole wealth of the deceased man, who had no male issue, as well the immoveable as the moveable property, the gold and other effects, shall belong to his widow, although there be brothers of the whole blood paternal uncles, (daughters,) daughter's sons, and other heirs; and having directed that any of them who become her competitors for the succession, or who themselves seize the property, shall be punished as robbers by the king, totally denies the right of the father, the brothers, and the rest, to inherit the estate if a widow remain." See Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. Sect. 1, para. 3.

Authority

"The widow without a son (a. p. 29) keeping unsullied her husband's bed (o), and persevering in religious observances (k), shall present to him the oblation-cake, and obtain (his) entire share (g). *Vrihat-Manu.*

(o) "Keeping unsullied her husband's bed"—not allowing any other man to have access to her husband's bed: that is, chaste. Srí Krishna's comment on Dayabhága, Sans. p. 167.

(k) "Persevering in religious observances," that is continually performing religious acts beneficial to her husband's soul in the next world. Srí Krishna's comment on *Dáyabhága*, Sans. p. 169.

According to *Ratnákara* the phrase "persevering in religious observances" signifies abiding under the strictest rule prescribed to widows (who chose to survive their husbands). This interpretation is considered just and accurate by the author of *Vivádabhangárnava.*—See Coleb. Dig. Vol. III., p. 463.

All these are specified in detail by Jímútaváhana in the following passage: "On failure of the heirs down to the son's grand son, the wife, being inferior in pretensions to sons and the rest, because she performs acts spiritually beneficial to her husband from the date of her widowhood (and not like them from the moment of their birth) succeeds to the estate in their default. Thus Vyása says: 'After the death of her husband, let a virtuous woman observe the duty of continence, and let her daily, after the purification of the bath, present, from the joined palms of her hand, water mixed with *til* (sesamum) to the manes of her husband. Let her day by day perform with devotion the worship of the Gods, and the adoration of Vishnu, practising constant abstemiousness. She should give alms to the chief of the venerable for increase of holiness, and keep the various fasts which are commanded by sacred ordinances. A woman who is assiduous in the performance of duties conveys her husband, though abiding in another world, and herself (to a region of bliss).' Since by these and other passages it is declared, that the wife rescues her husband from hell; and since a woman, doing improper acts through indigence, causes her husband to fall (to a region of horror;) for they share the fruits of virtue and vice; therefore the property devolving on her is for the benefit of the former owner: and the wife's succession is consequently proper." Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. Sect. 1. paras. 43, 44.

The author of Vivádadhangáranva puts this question "Since a woman has not yet performed the duties of widowhood and the like, how can she have a title to inheritance immediately after

ভজার্ণবকর্ত্তা এই পূর্ব্বপক্ষ করিয়া আপনি-ই উত্তর দিতেছেন যে বিধবা নিয়মপালনোন্মুখী হইলে-ই তাহার ধনাধিকার হয়। অনন্তর দৈবাৎ মতিভ্রম হইলে তৎপূর্ণাধিকারিতার নাশ হয়। "যৌবনস্থা বিধবানারী কর্কশা হয়। অতএব তাহারদিগকে আয়ুঃক্ষপণার্থে স্ত্রী-ধনটা দেয়"। এই হারীত বচনে যৌবনস্থা পদে ব্যভিচার-সম্ভাবনা বুঝায়, কেবল যৌবনাবস্থাই লক্ষিত নয়, কেননা কোন২ যুবতী বিখ্যাত ধর্ম্মিণী হওয়াতে তাহার অধিকারে কাহারো আপত্তি নাই। কর্কশা পদে বিধবা-নিয়ম*বর্জ্জিতা বলা হইয়াছে। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

পূর্ব্বপক্ষয়িত্বা স্বয়মেবোত্তরংদত্তং, তদ্ যথা, "বিধবা নিয়মসাংমুখ্যেনৈব ধনাধিকারিত্বং, অনন্তরঞ্চ দৈবাদ্ মতিভ্রমে পূর্ণাধিকারিতা নশ্যত্যেব।"বিধবা যৌবনস্থা, নারী ভবতি কর্কশা। আয়ুষঃ ক্ষপণার্থন্তু, দাতব্যং স্ত্রীধনং সদা"। ইতি হারীতবচনে যৌবনস্থা ইত্যনেন ব্যভিচারসম্ভাবনৈব দ্যোত্যতে নতু যৌবনবয়োমাত্রং দৃষ্টং যুবত্যাঅপি কস্যাশ্চিৎ প্রসিদ্ধসুশীলায়া অধিকারস্য সর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ। কর্কশা ইত্যনেন বিধবানিয়মবর্জ্জনং* দ্যোতিতং। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

* বিধবা-নিয়মো যথা—

পবিত্র পুষ্প মূল ফল ভক্ষণে ইচ্ছাতঃ দেহকে ক্ষীণ করিবে, পতি মরিলে অন্য পুরুষের নামও করিবে না। যাবজ্জীবন ক্ষমাশীলা সংযতা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী এবং সাধ্বীদিগের যে অনুপম ধর্ম্ম তদনুষ্ঠায়িনী হইয়া কালযাপন করিবে। সহস্র২ ব্রাহ্মণ বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করত বংশ রক্ষার্থে সন্তান উৎপন্ন না করিয়াও স্বর্গ গমন করিয়াছেন। ভর্ত্তা মরিলে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠায়িনী যে সাধ্বী স্ত্রী সে অপুত্রা হইলেও ঐ ব্রহ্মচারিদের ন্যায় স্বর্গারোহণ করে। যে স্ত্রী পুত্র লোভে ভর্ত্তাকে অতিক্রম করে (অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হয়,) সে ইহ লোকে নিন্দিতা এবং পতি লোক হইতে হীনা হয়। মনুঃ অ. ৫।

কামন্তু ক্ষপয়েৎ দেহং, পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ। নতু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ, পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু। আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা, নিয়তা ব্রহ্মচারিণী। যোধর্ম্ম এক পত্নীনাং, কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং। অনেকানি সহস্রাণি, কৌমার ব্রহ্মচারিণাং। দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিং॥ মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী, ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি, যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥ অপত্য লোভাৎ যাতু স্ত্রী, ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে। সেহ নিন্দামবাপ্নোতি, পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥ মনু. অ. ৫।

বিধবা নারী এক পতিকা স্ত্রীর যে ধর্ম্ম তদনুষ্ঠায়িনী হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক যাবজ্জীবন সংযতভাবে থাকিবে। শ্রুতিতে কিম্বা শাস্ত্রে স্ত্রীদিগের প্রব্রজ্যা বিহিত হয় নাই। সবর্ণ পতির সঙ্গে ব্রতানুষ্ঠানই তাহাদের স্বধর্ম্ম। যেমত অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা ব্রাহ্মণ মুনিরা (কুলে) সন্তান উৎপন্ন না করিয়াও স্বর্গগমন করিয়াছেন, তদ্রূপ অপুত্রা বিধবা কন্যা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী হইলে স্বর্গপ্রাপ্তা হয়, ইহা স্বায়ম্ভুব (মনু) কহিয়াছেন। যম।

যাবজ্জীবং যদাসীত, নিয়তা ব্রহ্মচারিণী। যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং,তদ্ধর্ম্মমনুকাঙ্ক্ষতী॥ ক্রিয়াং শ্রুতৌ বা শাস্ত্রে বা, প্রব্রজ্যা ন বিধীয়তে। ব্রতং হি তস্যাঃ স্বোধর্ম্মঃ, সবর্ণাদিতি ধারণা॥ অষ্টাশীতি সহস্রাণি, মুনীনামূর্দ্ধরেতসাং। দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিং॥ তথৈব কন্যা ব্যাবৃত্ত্যা ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। অপুত্রা প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গং, সেতি স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥ যমঃ।

পতি মরিলে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন অথবা তদনুমরণ করিবে। বিষ্ণু।

মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা। বিষ্ণুঃ।

পতির জীবনান্তে তৎশয়নগৃহ পরিত্যাগিনী, জিহ্বা হস্ত এবং পাদেন্দ্রিয়কে বশকারিণী, সদাচারাবলম্বিনী দিবাভাগে কান্ত জন্যে বিলাপিনী পত্নী ব্রত উপবাস ও নিয়ম দ্বারা ভর্ত্তৃলোক জয় করে এবং পুনরায় পতিলোক প্রাপ্ত হয়। এমত কথিত আছে—যে পতিব্রতা নারী পতি মরিলে বিধবানিয়মে থাকে, সে সকল পাপ হইতে মুক্তা হইয়া পতিলোক প্রাপ্তা হয়। হারীত।

ভর্ত্তুঃ শয়নগৃহবর্জ্জং জিতজিহ্বা হস্ত পাদেন্দ্রিয়া সাচারবতী দিবা ভর্ত্তারমনুশোচন্তী ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ কান্তায়ুষোঽন্তে পতিলোকং জয়তি, ভূয়ঃ পতিলোকমাপ্নোতি, এবং হ্যাহ। পতিব্রতাতু যা নারী, মিতাং যাতি পত্যৌ মৃতে। সাহিত্বা সর্ব্বপাপানি, পতিলোকমবাপ্নুয়াৎ। হারীতঃ।

শরীরের অর্দ্ধাংশ এবং পুণ্যাপুণ্য ফলের সমভাগিনী কথিতা যে স্ত্রী সে অনুগামিনী হউক বা জীবদ্দশায় থাকুক সাধ্বী হইলে স্বামির উপকারিণী। ব্রত উপবাস ও ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠায়িনী নিত্য নিয়মজন্য ক্লেশসহিষ্ণু এবং দানশীলা বিধবা অপুত্রা হইলেও স্বর্গগামিনী হয়। বৃহস্পতি।

শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া, পুণ্যাপুণ্যফলে সমা। অন্বারূঢ়া জীবতি বা, সাধ্বী ভর্ত্তুর্হিতায় সা॥ ব্রতোপবাসনিরতা, ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। দমদানরতা নিত্যমপুত্রাপি দিবং ব্রজেত্॥ বৃহস্পতিঃ।

বিধবা নারী একাহার করিবে কোন ক্রমে দুইবার খাইবে না। সে পালঙ্কে শয়ন করিলে পতিকে পতিত করে। বিধবা স্ত্রী আর কখন গন্ধদ্রব্য উপভোগ করিবে না এবং কুশ তিলও জল দ্বারা প্রত্যহ ভর্ত্তার তর্পণ করিবে। বৈশাখ কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে বিশেষ নিয়মানুষ্ঠান করিবে। এবং স্নান দান ও তীর্থ যাত্রা ও বারম্বার বিষ্ণুর নাম গ্রহণ করিবে। স্মৃতি।

একাহারঃ সদা কার্য্যঃ, ন দ্বিতীয়ঃ কথঞ্চন। পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং॥ গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো, নৈব কার্য্যস্তয়াপুনঃ। তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং, ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ। বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে, বিশেষ নিয়মং চরেৎ॥ স্নানং দানং তীর্থযাত্রাং, বিষ্ণোর্নাম গ্রহং মুহুঃ॥ স্মৃতিঃ।

স্বামী অনেক দোষে দুষ্ট হইলেও তাহার মৃত্যুর পরে যে সাধ্বী স্ত্রী সদাচারা এবং গুরু শুশ্রূষণে নিযুক্তা থাকে ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করে সে ধর্ম্মে অরুন্ধতীর সমান, এবং স্বর্গগামিনী হয়। কাত্যায়ন। বিবাদ ভঙ্গার্ণবে মৃতভর্ত্তৃকা ধর্ম্ম দ্রষ্টব্য।

অনেক দোষদুষ্টেঽপি, মৃতে ভর্ত্তরি যা সদা। সাধ্বাচারৈব তিষ্ঠেত,গুরুশুশ্রূষণেরতা॥ মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী, ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। সারুন্ধতী সমাচারা, স্বর্গলোকে মহীয়তে। কাত্যায়নঃ। বিবাদ সঙ্গার্ণবে মৃতভর্ত্তৃকাধর্ম্মো দ্রষ্টব্যঃ॥

the death of her husband?" and himself answers it, thus: "She has an immediate tit'e because she is disposed to perform those duties; but afterwards if her propensities happen to change, she forfeits the right which she had fully possessed." In *Hárita's* text ('A woman widowed and young is untractable; but separate property must always be given to women, that they pass their destined life,') young is mentioned as indicating the possibility of adultery. By youth that age is not strictly meant, for, a woman, though young, who is known to be well-disposed, has the right of inheritance by universal consent. By the term 'untractable' is suggested the neglect of the duties of widowhood.* See Coleb. Dig. B. V. Text 409 (Vol. III. p. 479.)

* The duties of widows are prescribed as follows :—

"Let her emaciate her body, by living voluntarily on pure flowers, roots, and fruits; but let her not, when her lord is deceased, even pronounce the name of another man. Let her continue till death forgiving all injuries, performing harsh duties, avoiding every sensual pleasure, and practising the incomparable rules of virtue, which have been followed by such women as were devoted to one only husband. Many thousands of Bráhmanas having avoided sensuality from their early youth, and having left no issue in their families, have ascended (neverthless) to heaven. And like those abstemious men, a virtuous wife ascends to heaven, though she have no child, if, after the decease of her lord, she devote herself to pious austerity. But a widow who, from a wish to bear children, slights her (deceased) husband (by marrying again,) brings disgrace on herself here below, and shall be excluded from the seat of her lord." Manu. Ch. V.

"Let her continue, as long as she lives, performing austere duties, avoiding every sensual pleasure, and cheerfully practising those rules of virtue which have been followed by such women as were devoted to one (only husband). Neither in the *Vedas*, nor in the sacred code, is religious seclusion allowed to a woman: her own duties, practised with a husband of equal class, are indeed her religious rites: this is the settled rule. Eighty-eight thousand holy sages of the sacerdotal class, superior to sensual appetites, and having left no male issue, have ascended (nevertheless) to heaven. Like them, a damsel, becoming a widow, and devoting herself to pious austerity, shall attain heaven though she have no son: this, Manu, sprung from the Self-existent, has declared. Yama.

"After the death of her husband, a wife must practice austerities, or ascend (the pile) after him." Vishnu.

"Leaving her husband's favourite abode, keeping her tongue, hands, feet, and (other) organs in subjection, strict in her conduct, all day mourning her husband, with harsh duties, devotion, and fasts to the end of her life, a widow victoriously gains her husband's abode, and repeatedly acquires the same mansion with her lord, as is thus declared: That faithful woman who practises harsh duties after the death of her lord, cancels all her sins, and acquires the same mansion with her lord." Háríta.

"A wife is considered as half the body of her husband, equally sharing the fruit of pure and impure acts: whether she ascend (the pile) after him or survive for the benefit of her husband, she is a faithful wife. Strict in austerities and rigid devotion, firm in avoiding sensuality, and ever patient and liberal, a widow attains heaven, even though she have no son." Vrihaspati.

"Only one meal each day should ever be made (by a widow,) not a second repast by any means; and a widowed woman, sleeping on a bedstead, would cause her husband to fall (from a region of joy). She must not again use perfumed substances: but daily make offerings for her husband, with *kusa*-grass, *til*, and water. In the months of *Voishákha*, *Kártika*, and *Mágha*, let her observe special fasts, perform ablutions, make gifts, travel to places of pilgrimage, and repeatedly utter the name of Vishnu." Smriti.

"Though her husband die guilty of many crimes, if she remain ever firm in virtuous condnct, obsequiously, honouring her spiritual parents, and devoting herself to pious austerity after the death of her husband, that faithful widow is exalted to heaven, as equal in virtue to Arundhati." Kátyáyana. See Coleb. Dig. Vol. II. p. 460—465.

(ক) ভর্ত্তার কৃৎস্ন অংশ পত্নী লইবে ইহার ভাব এই যে ভর্ত্তার নিজ অংশে যত তৎসমুদায় লইবে, স্বকীয় কৃৎস্ন অংশ লইবে না। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৮।

(ক) ভর্ত্তার কৃৎস্ন অংশ—অর্থাৎ যাবতীয় অংশ পত্নী লইবে, জীবনোচিত লইবেনা। দা. ত. অপু. পৃ. ৫২, ৫৩।

মিথিলাদি দেশমান্য নিবন্ধাদিগের মতে পতি অবিভক্ত কিম্বা সংসৃষ্ট হইলে পত্নী অধিকারিণী নয়। কিন্তু জীমূতবাহন বৃহন্মনুবচন ব্যাখ্যানান্তে বিচারপূর্ব্বক উপরোক্ত মত খণ্ডন করিয়া এই নিষ্কর্ষ করিয়াছেন "অতএব বিভক্ত হউক বা সংসৃষ্ট অপুত্র ভর্ত্তার যাবতীয় ধনে পত্নীর অধিকার এই যে জিতেন্দ্রিয় মত তাহা মান্য"। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮৪। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও এই মতাবলম্বি।

(ক) ভর্ত্তুঃ কৃৎস্নমংশং পত্নী লভেত, নতু স্বাংশকৃৎস্নমিত্যর্থঃ। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬৮।

(ক) ভর্ত্তুঃ কৃৎস্নমংশং—যাবদংশং হরেত, নতু বর্ত্তন জীবনোচিতমিতি। দা. ত. অপু. পৃ. ৫২. ৫৩।

মিথিলাদিপ্রদেশাদৃতনিবন্ধণাং মতে ভর্ত্তর্য্যবিভক্তে সংসৃষ্টে বা পত্নী নাধিকারিণী, জীমূতবাহনস্তু বৃহন্মনুবচনব্যাখ্যাবসরে তন্মতং খণ্ডয়িত্বা বিচারান্তে নিষ্কর্ষমেব উক্তবান্ "অতোবিভক্তাদ্যানপেক্ষৈযেব অপুত্রস্য ভর্ত্তুঃ কৃৎস্নে ধনে পত্ন্যধিকারো জিতেন্দ্রিয়োক্ত আদরণীয় ইতি *। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮৪ এতন্মতাবলম্বিনএব স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যাদয়ঃ।

১৪ সংখ্যক ব্যবস্থার

**নজীর**

/০ কৃষ্ণদেব রায়ের পুত্র দিগম্বর রায় আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ রায়ের পুত্রগণের নামে সাধারণ বিষয়ে তাহার যে অংশ তন্নিমিত্তে নালিশ করে। উভয় পক্ষ হইতে আরজি জওয়াব জওয়াবলজওয়াব ও রদ্দজওয়াব দাখিল হওয়ার পর, কৃষ্ণদেব রায়ের অন্য পুত্র রাজচন্দ্র রায়ের স্ত্রী গৌরমণি পৈতৃক সাধারণ বিষয়ে নিজ পতির যোগ্যাংশ পাওনের নিমিত্তে দাওয়া উপস্থিত করে। বিচার হইল যে কৃষ্ণদেব রায়ের পৈতৃক বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে গৌরমণি স্বীয় পতি রাজচন্দ্র রায়ের উত্তরাধিকারিণীরূপে একাংশ পায়, কাশীনাথের উত্তরাধিকারিরা একাংশ, এবং রেস্পণ্ডেণ্ট দিগম্বর রায় একাংশ পায়। কাশীপ্রসাদ রায় প্রভৃতি—বনাম—দিগম্বর রায়। ২৮ মে ১৮১৭ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ২৩৭।

৵০ কৃপানন্দ ও ব্রজানন্দ নামক দুই পুত্র রাখিয়া বৃন্দাবনচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি লোকান্তর গত হয়েন। পরে ব্রজানন্দ দোকৌড়ি নাম্নী স্ত্রী ও গোবিন্দচন্দ্র নামক এক পুত্র, এবং এক কন্যা রাখিয়া মরে। অনন্তর ঐ পুত্র ও কন্যা তাহারদের মাতা বর্ত্তমানে মরে। কৃপানন্দ বাদিনীর পতি মহানন্দ গোস্বামি এবং গোলোকচন্দ্র গোস্বামি এই দুই পুত্র রাখিয়া মরেন, এবং এই দুই ব্যক্তি বিদ্যমানে তৎ পিতৃব্য ব্রজানন্দের পত্নী দোকৌড়ির মৃত্যু হয়। ব্রজানন্দের পত্নীর মৃত্যুর পর মহানন্দ ও গোলোক দুই ভ্রাতায় এজমালিতে পৈতামহ বিষয়াধিকারি ও ভোগি হয়েন।

সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা হওয়াতে তিনি ব্যবস্থা দিলেন যে—"ব্রজানন্দের মরণে তাহার ধন তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে অর্শে, গোবিন্দচন্দ্র পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র পত্নী দুহিতা দৌহিত্র ও পিতৃ হীন হইয়া মরাতে তাহার যোগ্যাংশ তন্মাতা দোকৌড়িকে অর্শে। উক্তাবস্থায় ঐ বিষয় দোকৌড়িকে হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা ছিল না, (যেহেতু) তাহা তন্মরণান্তে তৎস্বামির দায়াদকে (অর্থাৎ মহানন্দ ও গোলোকচন্দ্রকে) অর্শে, এবং মহানন্দের পত্নী হেমলতা দেবী (মৃত) পতির ধনাধিকারিণী"। পণ্ডিতের এই ব্যবস্থায় এমত প্রকাশ হওয়াতে যে ব্রজানন্দের পত্নী দোকৌড়ির মরণান্তে ব্রজানন্দের অংশে বাদিনীর পতি ও তদ্ভ্রাতা (গোলোকচন্দ্র) একত্রে অধিকারি, (সদর) আদালত উক্ত ব্যবস্থানুসারে বাদিনী হেমলতাকে তৎপতির উত্তরাধিকারিণী জ্ঞানে তাহার দাবী ডিক্রী করিলেন। হেমলতা দেবী বনাম—গোলোকচন্দ্র গোস্বামী। ১ জুলাই ১৮৪২ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৭, পৃ. ১০৮।

৶০ লালবেহারী (ধর) এক স্ত্রী অর্থাৎ প্রতিবাদীনীকে এবং চৈতন্যচরণ নামক এক পুত্রকে রাখিয়া লোকান্তর গত হয়। পরে ঐ পুত্র আপন স্ত্রীকে (অর্থাৎ বাদী যাহার স্থানে পাট্টা পাইয়াছে এবং যাহার স্বত্ত্বিষয়ক এই মকদ্দমা সেই আসল বাদিনীকে) রাখিয়া মরে। প্রতিবাদিনী আপত্তি করে যে লালবেহারীধর মরণকালীন বাচনিক উইল করিয়া যায়। এই উইল এক সাক্ষিদ্বারা প্রমাণ হয়, উপস্থিত আর দুই সাক্ষি এই হেতুতে অগ্রাহ্য হয় যে উক্ত উইলে তাহারদিগকে ধন দত্ত হইয়াছে এই এজহারে তাহারাও দাওয়া করে। প্রত্যুত্তরে এমত সকল কথা প্রমাণ হইল যাহা উইলের বিরুদ্ধ, এবং যাহা ঐ উইলের পর ও লালবেহারির মৃত্যুর পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক কথিত হয়।

---

* দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. টী. র. ৮।

(k) The phrase 'obtain entire share' means that the wife shall obtain her husband's entire share, not that she shall obtain her own entire share. Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. Sect. I. para. 8.

(k) " Entire share"— that is, the whole share of her husband, and not a portion adequate to her maintenance. Dá. T. p. 58.

The doctrine of other schools than that of Bengal is, that the widow is not entitled to succeed if her late husband was undivided or having been separated (from his co-heirs) had become reunited. But Jímútaváhana, after commenting on the text of *Vrihat Manu*, and refuting the arguments on which the doctrine of the other Schools is founded, lays down, as established law, the result of his discussion, thus: "Therefore, the doctrine of Jitendriya, who affirms the right of the widow to inherit the whole property of her husband leaving no male issue, should, without attention to the circumstance of his being separated from his co-heirs or reunited with them, for no such distinction is specified), be respected."* Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. Sect. I para. 46. Such is also the opinion of Raghunandana and other compilers of law of the Bengal School, who are in fact followers of Jímútaváhana.

*Cases* bearing on the Vyavasthá No. 14

I. Digambar Ráy, son of Krishna Deb Ráy, sued the sons of his eldest brother Káshí Náth Ráy for his share in the joint estate. After the pleadings had been filed by the parties, a claim was set up by Musst. Gourmani, widow of Rajchandra Ráy, another son of Krishna Deb Ráy, for her husband's share of the undivided ancestral estate. Determined that the ancestral estate of Krishna Deb Dáy should be divided into three shares, whereof Musst. Gourmani in right of her succession to Rajchandra Ráy, the heirs of Káshínáth, and the respondent Digambar Ráy, should each receive one share. Káshíprasád Ráy and others—*versus*—Digambar Ráy. 28th May 1817, S. D. A. Rep. vol. II. p. 237.

II. Brindábanchandra left two sons—Kripánanda and Brajánanda. The latter died leaving a widow, named Dokourí, and two minor children—a son (named Gobinda Chandra) and a daughter, both of whom died before their mother, Kripananda died leaving two sons—Mahánunda Gosáín, husband of the Plaintiff, and the Defendant Golock Chandra, both of whom survived the widow of their uncle Brajananda. After the death of the widow of Brajánanda, the brothers Mahánanda and Goluck Chandra held joint possession of the ancestral estate.

The Pundit of the Sudder Dewanny Adawlut being referred to, replied " that on the death of Brajánanda his estate devolved on his son Gobinda Chundra, that on the death of the latter, without son, son's son, and son's son's son, wife, daughter, daughter's son, and father, his share of the property would fall in to his mother Dokourí;—that under the circumstances stated, Dokourí had no power to alienate the property, which, after her death, would go to her husband's heirs (Mahánanda and Golock Chundra), and that Hemlatá Debá the widow of Mahánanda succeeded to her husband's estate." Under this *Vyavasthá* the court gave judgment in favour of the plaintiff (Hemlatá) as heiress to her husband, who was shown by the Pundit's exposition of the law, to have been joint heir with his brother (Golak Chundra) of Brajánanda's share of the ancestral property on the death of his widow Dokaurí. Hemlatá Debí *versus* Goluck Chandra Gosáín. 1st July 1842. S. D. A. Rep. Vol. VII. p. 108.

III. Lál Behárí Dhar died leaving a widow, the defendant, and a son, ChoitanChuaran Dhar. The son died, childless, leaving his widow the lessor of the plaintiff i. e. the real plaintiff whose title is the subject of the suit. The defendants set up a verbal last will of Lál Beharí Dhar, which is proved by one witness: two other witnesses tendered are rejected, because they claim to be legatees under the alleged will. In reply, declarations inconsistent with, and subsequent to, the date of the will by Lál Beharí Dhar just before his decease, are proved.

* See—Coleb. Dig. vol. III. p. 485.

১১,১২, ও ১৪ এপ্রেল তারিখে এজলাস কামেসে এই মকদ্দমার তজবীজ হয়, পরে নিম্নলিখিত প্রশ্নানুসারে পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা গ্রহণ নিমিত্তে বিচার স্থগিত থাকে।

প্রশ্ন—যজ্ঞদত্ত নামক এক বিবাহিত হিন্দু দেবদত্ত নামক এক পুত্র রাখিয়া মরিলে ঐ পুত্র তদ্বিষয়াধিকারী হয়, দুই বৎসর পরে সে এক স্ত্রী রাখিয়া নিস্‌সন্তান মরে, এমত অবস্থায় (মৃত) দেবদত্তের স্ত্রী নিজ পতির সমস্ত বিষয়াধিকারিণী কি যজ্ঞদত্তের স্ত্রীও তাহার কোন অংশ ভাগিনী?

পণ্ডিতদিগের মধ্যে গোবর্দ্ধন কমল শর্ম্মা ব্যবস্থা দিলেন যে প্রতিবাদিনী অর্থাৎ আসল বাদিনীর শাশুড়ী বিষয়াধিকারিণী। কিন্তু আদালত এই ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া, রামচরণ শর্ম্মার ব্যবস্থানুসারে আসল বাদিনীর পক্ষে ডিক্রী করিলেন। শেষোক্ত পণ্ডিত বৃহস্পতির সপ্ত বচন এবং তদনন্তর দায়ভাগে লিখিত জীমূতবাহনের ব্যবস্থা (ব্য. পৃ. ৩০) ও যাজ্ঞবল্ক্যবচন এবং বিষ্ণুবচন কতিপয়ের কিয়দংশ (ব্য. পৃ. ২৮), এবং কুল্লূক ভট্টের মনু-টীকা প্রমাণস্বরূপ তুলিয়া স্বীয়মত প্রকাশপূর্ব্বক কহেন "রঘুনাথ সার্ব্বভৌমের ব্যবস্থার্ণব, রঘুনন্দন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যকৃতদায়তত্ত্ব, চণ্ডেশ্বর কৃত বিবাদরত্নাকর, বাচস্পতি মিশ্রকৃত বিবাদচিন্তামণি, কুল্লূক ভট্টের মনু-টীকা, ভট্টারক পরমহংসের মিতাক্ষরা, এবং অন্যান্য প্রচলিত গ্রন্থানুসারে আমি আত্মমত প্রকাশ করিলাম"। রাধামণি দাসী—বনাম—দুর্গাদাসী। চেম্বরস্ নোট্‌স—১১, ১২, ও ১৪ এপ্রেল, ১১ জুলাই, ও ১৮ নবেম্বর ১৭৯৩। মণ্ট্রিও সাহেবের সংগৃহীত হিন্দুশাস্ত্রঘটিত মকদ্দমাৎ, পৃ. ৩৯৩।

।০ কোন অবীরা স্বামির যোগ্যাংশ পাইবার নিমিত্তে তদ্ভ্রাতাগণের নামে নালিশ করে, তাহাতে তাহারা আপত্তি করে যে তাহাদের ভ্রাতা মৃত্যুর পূর্ব্বে আপন স্থাবর সম্পত্তি তাহাদিগকে দান করিয়াছে; বাদিনী কেবল জীবনোচিত পাইবার যোগ্যা। আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ জন্যে এই প্রশ্ন করিলেন যে—"(প্রতিবাদী) রেস্‌পণ্ডেণ্টেরা (স্বত্বত্যাগপত্র নামক) যে দলীল উপস্থিত করে তাহা যদি বাদিনীর স্বামী যে পীড়াতে কালপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই সঙ্কট পীড়ায় পীড়িতাবস্থায় মৃত্যুর চারি দিবস পূর্ব্বে লিখিয়া দিয়া থাকে এমত দলীল শাস্ত্রসিদ্ধ কি না?" পণ্ডিতেরা উত্তর করিলেন "সঙ্কটরূপে পীড়িতাবস্থায় স্থাবর কিম্বা জঙ্গম বিষয় দান করিলেই যে তাহা অসিদ্ধ এমত নহে কিন্তু দান-করনিয়া ব্যক্তির যদি তৎকালীন মনঃস্থৈর্য্য থাকে, তবে সে দান সিদ্ধ, নতুবা অসিদ্ধ"। পরন্তু এমত প্রমাণ না হওয়াতে যে দানকালে দানকর্ত্তা সুস্থিরচিত্ত ছিল, উক্ত স্বত্বত্যাগপত্র অগ্রাহ্য, ও বাদিনী নিজ স্বামির বিষয়াধিকারিণী বিবেচিতা হইয়া তৎপক্ষে এই হুকুমে ডিক্রী হইল যে তাহার মরণান্তেঐ বিষয় তৎস্বামির দায়াদকে অর্শিবে। রাধামণি দেবী—বনাম—শ্যামচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্র। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮০৪ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৮৫।

।/০ শ্রীমতী তনুমণি বিধবার ও অন্য এক জনের বিরুদ্ধে রাজকিশোর সেটের মকদ্দমায় সুপ্রীমকোর্ট প্রথমতঃ ভ্রমবশতঃ বঙ্গদেশীয় অবিভক্ত মৃতভ্রাতার পত্নীকে কেবল জীবনোচিত দেওয়াইবার মত করেন, কিন্তু শেষে এই হুকুমে ডিক্রী দেন যে সে (পত্নী) পতির অংশ ভোগে অধিকারিণী। মণ্ট্রিওর সংগৃহীত হিন্দুশাস্ত্রঘটিত মকদ্দমাৎ, পৃ. ৪১৩।

এবং নিম্নলিখিত মকদ্দমা কতিপয়-ও দ্রষ্টব্য—

রাধাচরণ রায়—বনাম—কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ২৫ ফিব্রুওয়ারি ১৮০১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩৩।

ব্রজবল্লভ ভূঞা—বনাম—মোসম্মাৎ বনিতাদেয়ী। ১৪ আগষ্ট ১৮০১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৪৪।

নীলকান্ত রায়—বনাম—মণিচৌধুরাণী, ২৫ জুন ১৮০২। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৫৮।

শ্রীনাথ শর্ম্মা—বনাম—রাধাকান্ত। ২৪ নবেম্বর ১৭৯৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ১৫।

১৫ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

গৌরহরি ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (অর্থাৎ) প্রতিবাদী পিতৃ স্থাবর ধনাধিকারি হইয়া মাতা ও ভগিনীর সহিত একত্র বাস করিত। পরে গৌরহরি নিসসন্তান মরিলে তাহার স্ত্রী (অর্থাৎ বাদী যাহার স্থানে পাট্টা পাইয়াছে সেই আসল বাদিনী) কলিকাতাস্থ অবিভক্ত বাটী ও ভূমির অর্দ্ধাংশের নিমিত্তে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আসল বাদিনী আপন শাশুড়ীকে সাক্ষি মানিলে, সে ক্রস্ সওয়ালের জওয়াবে সাক্ষ্য দিল যে তাহার ঐ পুত্রবধূ তৎপতির মরণান্তর ব্যভিচারিণী হয়, এবং অনেক দিবস হইল পতিগৃহ ও পতিকুলের আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছে। মকদ্দমার সময়ে ঐ বধূ আপন পিতা ও ভ্রাতার গৃহে বাস করিতেছিল।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ শ্রীযুক্ত চেম্বরস্ সাহেব, ও অন্যান্য জজেরা—শ্রীযুক্ত হাইড্ সাহেব, জোনস্ সাহেব ও ডক্কিন সাহেব এই বিবেচনা করিয়া যে আসল বাদিনী ব্যভিচারিণী হওয়াতে পতির ধনে স্বত্ব ঘুচাইয়াছে, মকদ্দমা নন্‌সুট্ করিলেন। রাধামণি বিধবা—বনাম—নীলমণি দাস। সু. কো. মণ্ট্রিওর হিন্দুশাস্ত্রঘটিত মকদ্দমাৎ. পৃ. ৩১৪. ৩১৫।

এবং নিম্নলিখিত মকদ্দমাও দ্রষ্টব্য—

গোলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—বনাম—রাজরাণী ও জয়গোপাল চৌধুরী। ২৭ জানওয়ারি ১৮১৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ১৬৭।

This action was tried on the 11th, 12th, and 14th April, before a full court, and was then adjourned in order to obtain the opinions of Pandits upon the following case :

*Jagnya Datta*, a married Hindu, dies, leaving a married son, named *Deva Datta*. The son takes possession of the property. After two years, the son dies, leaving a widow, but no issue. Is the widow of *Jagnya Datta* entitled to any part of it ?

Of the Pandits, Gobardhan Kamal Sarmá declared the defendant, i. e. the mother of plaintiff's husband, entitled to the property. The court, however, rejecting his *Vyavasthá*, gave judgment for lessor of the plaintiff upon the *Vyavasthá* of Ramcharan Sarmá, who having quoted for authority i. e *Bachanas* or verses of *Vrihaspati*, and the subsequent passage of *Jimútaváhana's* Dáyabhága (*Vya.* p. 31), and *Jágnyavalkya* and part of the verses of *Vishnu* (*Vya.* p. 29), and *Kullúka Bhatta's* comments on *Manu*, delivered his opinion, saying "according to the *Vyavastárnava* by Raghunáth Sárvabhouma, and according to the *Dáyatatwa* of Rughunundána Smárta Bhattáchárjya, and according to the *Vivádaratnákara* by Chandeshwara, and according to the *Vivádachintámani* by Váchaspati Misra, and according to the comment on Manu by Kullúka Bhatta, and according to the *Mitákshará* by Bhattáraka Paramahansa, and other authorities in use, I have given my opinion." S. C. Chamber notes, April 11, 12, 14, July 11, and Nov. 18, 1794. Montriou's Cases of the Hindu law. p. 353.

V. A childless widow sued her husband's brothers for her husband's share ; and they pleaded their deceased brother made over his landed property to them, before he died ; and that the plaintiff was only entitled to maintenance. The court required an opinion from their Pandits, whether, supposing the husband of the claimant to have executed the conveyance (termed *Satwa tyága patra*) set up by respondents, during severe illness whereof he died four days after, it was good in law ? The pundits replied that " severe illness did not prevent the validity of a gift of property movable or immovable ; if the person executing it were of sound mind at the time, the gift was valid : if he were not of sound mind at the time, it would not avail." The deed was rejected on failure of proof of this point, and judgment passed in favour of the widow, as heir to her husband's estate, revertible at her demise to the husband's next heirs. 27th September 1834. Rádhámani Debá *versus* Shím Chandra and Rudra Chandra—S. D. A. Rep. vol. I. p. 85.

V. In the case of Rajkishore Set *versus* Srímatí Tanumani Raur and another, the Supreme Court at first made a mistake in attempting to restrict the widow of an undivided brother (in Bengal) to maintenance : but ultimately declared her entitled to enjoyment of her husband's share. Montriou's Cases of the Hindu law. p. 413.

RádháCharn Ráy *versus* Krishna Chandra Roy—25th February 1801. S. D. A. Rep. vol. I. p. 33

Rájbalhab Bhuyán *versus* Musst. Banitá Deí—14th August 1801. S. D. A. Rep. vol. I. p. 44

Níl Kánta Ráy *versus* Mani Choudharání—25th June 1802. S. D. A. Rep. vol. I. p. 58.

Srí Nath Sármá *versus* Rádhá Kánta—24th November 1796. S. D. A. Rep. vol. I. p.

Gour Hari Dás and his elder brother, the defendant, inherited land from their father, and were, with their mother and sisters, an undivided family. Gour Hari died without issue : his widow, the lessor of the plaintiff, brought this action for an undivided half share of the family houses and land, which were in Calcutta. The mother, being called by the lessor of the plaintiff, proved, on cross examination, that the latter had, after her husband's death, been incontinent, and long since voluntarily quitted the house and protection of her husband's family. She was, at the time of the action, living with her own father and brothers.

The court (present, Chambers, C. J. Hyde, Jones, and Dunkin, Js.) being of opinion, that the lessor of the plaintiff had, under Hindu law, forfeited, by her incontinence, her right to her husband's estate, nonsuited her. Rádhámani Raur *versus* Nílmani Dás.—S. C. Montriou's Cases of the Hindu law p. 314,315

See also the case of Gokulchandra Chakrabattí *versus* Ráj Rání and Joygopául Choudhúri —S. D. A. R. vol. II. p. 167.

### ভিন্ন২ আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা—

প্রশ্ন। কোন অপুত্র ব্রাহ্মণ জননী ও পত্নী রাখিয়া মরে। হিন্দু-দায়-শাস্ত্রানুসারে মৃত ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর ধনে জীবিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে কাহার অধিকার? জননী ও পত্নী একান্নে থাকিলে দায়াদিকারের নিয়ম কি, পৃথক্ থাকিলেই বা কি প্রকার?

পত্নী থাকিতে মাতা অধিকারিণী নয়।

উত্তর। পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রহীন ব্যক্তি মরিলে, তাহার মাতা তৎপত্নী সঙ্গে একান্নে থাকিলেও পত্নী-ই (পতির) ধনাধিকারিণী, এই নিয়ম। পত্নী থাকিতে জননী কোনক্রমে ধনাধিকারিণী হইতে পারেন না। এই যথা-শাস্ত্র ব্যবস্থা। জিলা চট্টগ্রাম। ২২ মে ১৮২৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ১, সেক্.২, মকদ্দমা ১, (পৃ. ১৮)।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি পত্নী ও এক সহোদর রাখিয়া লোকান্তর গত হয়। দায়শাস্ত্রানুসারে মৃত ব্যক্তির ধনে পত্নী অধিকারিণী, অথবা ঐ পত্নীকে প্রতিপালন করিলে ভ্রাতা অধিকারী হইতে পারে?

বঙ্গদেশে পত্নী সত্বে ভ্রাতা অধিকারী নয়।

উত্তর। বঙ্গদেশীয় দায় শাস্ত্রমতে প্রপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে পত্নী যাবজ্জীবন পতির স্থাবরাস্থাবর ধনোপভোগে অধিকারিণী, পত্নী থাকিতে ভ্রাতাকে উত্তরাধিকারী হইতে অধিকার নাই। প্রমাণ বৃহস্পতি; বৃহন্মনু, যাজ্ঞবল্ক্য; বিষ্ণু (ব্য. ২৮,৩০, ৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। এই ব্যবস্থা দায়ভাগাদি মতানুমতা। ঢাকা কোর্ট-আপীল। ১৯ আগষ্ট ১৮১৯। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক. মকদ্দমা. ২, ২ (পৃ. ১৮)।

প্রশ্ন ১। এক ব্যক্তি পিতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, কন্যা ও দৌহিত্র রাখিয়া মরে; এমত অবস্থায়, মৃত ব্যক্তির অর্জ্জিত ধনে এই কএক ব্যক্তির কে কি অংশ পাইবে?

মৃত ব্যক্তির পিতা, ভ্রাতা, পত্নী, দুহিতা ও দৌহিত্র দায়াদ থাকিলে সাধারণ ধন যে প্রকারে বিভাজ্য ও যাহার প্রাপ্য তাহা।

উত্তর ১। মৃত ব্যক্তি যদি পিতৃধনের অনুপঘাতে উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রী, দুহিতা, দৌহিত্র, পিতা, ও ভ্রাতা রাখিয়া মরিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার উপার্জ্জিত ধন চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই অংশ পিতাকে অর্শিবে এবং অবশিষ্ট দুই অংশ স্ত্রী পাইবে। কাত্যায়ন কহেন—"পুত্রার্জ্জিত ধনের দুইভাগ কিম্বা অর্দ্ধেক পিতা গ্রহণ করেন। অপুত্র মৃত ব্যক্তির অব্যভিচারিণী ও গুরুকুলবাসিনী পত্নী ক্ষান্তা হইয়া মরণ পর্য্যন্ত (পতিধন) ভোগ করিবে। তাহার স্বত্বনাশানন্তর (তৎপতির) দায়াদেরা পাইবে"। যদি ঐ ধন পিতৃদ্রব্যের উপঘাতে উপার্জ্জন করা হইয়া থাকে, এবং অর্জ্জক উক্ত কএক ব্যক্তিকে রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে পুত্রার্জ্জিতধনের অর্দ্ধেক, পিতার এবং (অবশিষ্ট তিন ভাগ হইয়া) দুই ভাগ অর্জ্জকের পত্নীর ও এক ভাগ ভ্রাতার প্রাপ্য।

প্রশ্ন ২। এক ব্যক্তি দুই ভ্রাতার সহিত অবিভক্তাবস্থায় পিতৃ ধনের উপঘাতে অনুপঘাতে বা স্থাবরাস্থাবর ধন উপার্জ্জন করে, এবং পিতার সম্মতিক্রমে পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত সম্পত্তি ভ্রাতাগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেয় ও লয়। ঐ বিভাগ রীতিমত হয়, এবং ভ্রাতারা পরস্পর তদ্বিষয়ক দস্তাবেজ লিখিয়া দেয়। উক্ত ব্যক্তি পিতা বিদ্যমানে মরে, অনন্তর তৎপিতা লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। এমত অবস্থায় ঐ মৃত ব্যক্তির ধন তৎপত্নী কন্যা ও দৌহিত্রই কেবল পাইবে অথবা তাহার জীবিত ভ্রাতারাও কোন অংশ পাইবে?

উত্তর ২। উক্ত রূপ অবস্থায় পত্নীই কেবল পতিধনাধিকারিণী।

প্রশ্ন ৩। উপরি উক্ত ব্যক্তি ও তদ্ভ্রাতারা যদি পিতার সম্মতি বিনা পৈতৃক ও স্বস্ব অর্জ্জিত ধন বিভাগ করিয়া থাকে, এবং ঐ বিভাগ যদি রীতিমত বিভাগ পত্র লিখিত পঠিত হওন দ্বারা হইয়া থাকে, এবং সেই বিভাগ পত্র অসিদ্ধ বলিয়া পিতা যদি আপত্তি করিয়া থাকেন, এবং যদি ঐ ব্যক্তি পিতার অগ্রে (ও পিতা তাহার পরে) মরিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত পত্নী, কন্যা, দৌহিত্র, ও ভ্রাতাদের মধ্যে কাহাকে মৃত ব্যক্তির ধন অর্শে?

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several courts of judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Question. A childless *Bráhman* dies, leaving his mother and a widow him surviving. According to the law of inheritance, to which of these survivors does his property real and personal belong? What is the rule of succession, in case of the mother and widow's living together in a joint state, and what is the rule if they are divided?

A widow succeed her husband's prop to the exclusion of mother.

Reply. On failure of a son, grandson, and great-grandson, the widow has the proprietory right to her husband's estate; and this is the rule, whether the mother lives jointly or separately. She cannot in any case have a right to the succession while there is her son's widow. This opinion is conformable to law. Zillah Chittagong, May 22nd 1817. Macn. H. L. vol. II. Ch. I Sect. 2, case I (p. 18.)

Q. A person dies, leaving a widow and a brother of the whole blood. According to law, does his property appertain to his widow, or should it devolve on the brother, he furnishing the widow of his deceased brother with maintenance?

In Bengal, a wi excludes a brotl

R. On failure of heirs down to the great-grandson, the widow, according to the law of Bengal, is entitled to enjoy her husband's property during her life, whether consisting of lands or other property, and the brother has no right of succession while she survives.

Authorities:—*Vrihaspati, Vrihet manu, Jagnyavalkya,* and *Vishnu* (Vya. p. 28, 30, 34). This is delivered according to the doctrine of the *Dayabhaga, &c.* Dacca Court of Appeal, August 19th 1819. vol. II. Ch. I. Sect. 2, case 2 (p. 19)

Q. 1. A person died leaving his father, brother, widow, daughter, and daughter's son; in this case, in what proportions will these persons respectively be entitled to share the property which the deceased acquired?

Distribution of property, the clair being a father, bro widow, daughter, daughter's son

R. 1. Supposing the deceased to have acquired the property without the use of his father's funds, and to have left his widow, daughter, daughter's son, father, and brother him surviving, his acquisitions should be made into four shares, two of which go to the father, and the remaining two to the widow. Kátyáyana says: "A father takes either a double share, or a moiety, of his son's acquisitions of wealth. Let the childless widow, preserving unsullied the bed of her lord, and abiding with her venerable protect or, enjoy with moderation the property until her death. After her, let the heirs take it." If the acquisition was made with the aid of the paternal property, and the acquirer be survived by the individuals abovementioned, the father would take a moiety of the goods acquired by his son, the acquirer's widow two shares, and his brother one share.

Q. 2. A person living in a state of union with his two brothers, acquired some property movable and immóvable, with or without the use of the patrimony, and with the sanction of his father divided his own acquisitions and the paternal estate with his brothers. The partition was formally entered into, and documents were drawn out by each of the brothers. The brothers alluded to, died before his father; and then the father died. In this case, will the brother's daughter and daughter's son, take his property exclusively, or will his surviving brothers be entitled to any part of it?

R. 2. Under the circumstances stated, the widow is alone entitled to succeed her husband

Q. 3. Supposing the brother alluded to, without the consent of his father, to have joined with his brothers in making a division of the patrimony and their respective acquisitions, to have made the division by executing formal deeds of partition, and to have died before his father, who made objections to the validity of those deeds; in this case, to which of those individuals, being his widow, daughter, daughter's son, and brothers (the father being dead,) will his property go?

পিতার মরণকালীন এক পুত্র মরিলে তৎ পত্নী ও ভ্রাতার মধ্যে যেমত অবস্থায় বিভাগ হইতে পারে তাহা।

উত্তর ৩। উক্তাবস্থায়, (মৃত ব্যক্তির অধিকৃত) ধনের যে পরিমাণ পৈতৃক সাব্যস্ত হয় তাহাতে ভ্রাতারা অধিকারি ; এবং যে ধন এমত প্রমাণ হয় যে মৃত ব্যক্তি পৈতৃক ধনের উপঘাতে উপার্জ্জন করিয়াছে, প্রথমে তাহার অর্দ্ধেক ভ্রাতারা পিতৃ স্বত্ব বলিয়া পাইবে, অনন্তর অবশিষ্ট ধনের দুই অংশ (মৃত ব্যক্তির) পত্নী পাইবে, এবং ভ্রাতাদের প্রত্যেকে একাংশ পাইবে। আর যদি পিতৃ দ্রব্যের কোন উপঘাত বিনা মৃত ব্যক্তি ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে তবে তৎপিতার মরণে ভ্রাতারা পিতৃযোগ্যাংশ বলিয়া ঐ ধনের অর্দ্ধেক লইবে, এবং অবশিষ্ট ধনের অর্দ্ধেক পত্নী পাইবে,।

প্রশ্ন ৪। ধনির পত্নী বাঁচিয়া থাকিতে তৎকন্যা উত্তরাধিকারিণী সূত্রে পিতৃ ধনের নিমিত্তে পিতৃব্যের নামে নালিশ করিতে পারে কি না ?

পত্নী থাকিতে কন্যা দাওয়া করিতে পারে না।

উত্তর ৪। মাতা জীবদ্দশায় থাকিতে কন্যা উত্তরাধিকারিণী সূত্রে পিতৃ ধনের নিমিত্তে পিতৃব্যের নামে নালিশ করিতে পারে না।

প্রশ্ন ৫। কোন মৃত ব্যক্তির পত্নী স্বামির ধনের নিমিত্তে দেবরগণের নামে নালিশ করিয়া, পরে পতি-ধনে তাহার নিজ স্বত্ব এবং পতির কন্যার ও দৌহিত্রের (ভাবি) স্বত্ব ও ত্যাগ করিয়া দেবরদিগকে এক পরিত্যাগ-পত্র লিখিয়া দেয়, এমত অবস্থায় ঐ কন্যা তাহার মাতা ও পিতৃব্যগণের নামে সাধারণ বিষয়ে পিতৃ যোগ্যাংশের নমিত্তে নালিশ করিতে পারে কি না ?

কিন্তু কন্যার স্বত্ব ধ্বংস হয় এমত কর্ম্ম যদি মাতা করেণ তবে কন্যা দাওয়াদার হইতে পারে।

উত্তর ৫। যদি উক্ত পত্নী পতির যোগ্যাংশ পাওনের নিমিত্তে দেবরগণের নামে নালিশ করিয়া পরে কন্যার ও দৌহিত্রের স্বত্ব ধ্বংস করিবার মানসে পরিত্যাগপত্র লিখিয়া দিয়া থাকে, তবে তাহার নিমিত্তে কন্যাকে মাতা ও পিতৃব্যগণের নামে নালিশ করিতে অধিকার আছে। দায়াদ থাকিলে স্ত্রীধন বিনা অন্য কোন ধন হস্তান্তর করিতে পত্নীকে শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

এরূপ হস্তান্তর করণে ক্রমাগত জীবিকা নষ্ট হয় (তাহা অসম্মত, যথা মনু) "যাহারা জাত, যাহারা অদ্যাপি অজাত, এবং যাহারা গর্ভে আছে, সকলেই জীবিকা আকাঙ্ক্ষা করে ; (অতএব) জীবিকা লোপকরা গর্হিত কর্ম্ম॥" জিলা হুগলী. ৮ জুলাই ১৮১৫ সাল। মেক্. হি ল. বা. ২, সেক্. ২, মকদ্দমা ৭. (পৃ. ২৩, ২৪, ২৫,২৬। বিভাগ প্রকরণ দ্রষ্ট্য।

প্রশ্ন। একব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। তিনি আপন তাবৎ সকর ও নিষ্কর ভূমি এবং বাটীর লওয়াজিমা দুই পুত্রকে সমান ভাগ করিয়া দিলেন, আপনার নিমিত্তে কিছু রাখিলেন না ; কিন্তু তৎকালে এই শর্ত্ত থাকে যে তিনি যত দিন বাঁচিবেন পর্য্যায় ক্রমে ছয় মাস জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও ছয় মাস কনিষ্ঠ পুত্রের সংসারে থাকিয়া প্রতিপালিত হইবেন। বিভাগকালে ঐ ব্যক্তির নগদ টাকা ছিল না ; কিন্তু তৎপরে জ্যেষ্ঠ পুত্র কিছু নগদ টাকা উপার্জ্জন করে, ঐ টাকা লইয়া কনিষ্ঠ পুত্র বাণিজ্য করে, কিন্তু তৎকালে সে ও কোন বিষয় উপার্জ্জন করে নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র এক পত্নী ও কন্যা রাখিয়া মরে; তৎপরে তৎপিতা কনিষ্ঠ পুত্রকে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী ও দুহিতাকে রাখিয়া মরেন। ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভাগে যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে তন্মরণান্তে তৎপত্নী অধিকারিণী হইল ; কিন্তু কনিষ্ট মরিলে তাহার পত্নী ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নীকে তৎপতির অংশ হইতে বেদখল করিয়াছিল। এমত অবস্থায় ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী কি অংশ পাইতে যোগ্যা ?

যেমতঅবস্থায় মৃত ভ্রাতৃদ্বয়ের পত্নী সমভাগিনী, তাহা।

উত্তর। ইক্ত দুই ভ্রাতা পিতৃকৃত বিভাগে ধন পাইয়া, জ্যেষ্ঠ যদি কিছু ধন উপার্জ্জন করত পিতা বর্ত্তমানে পত্নী রাখিয়া মরিয়াথাকে, তবে বিভাগে সে যে কিছু পাইয়াছিল তৎসমুদয় তৎপত্নীর প্রাপ্য ; এবং যে কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিল তাহা চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই ভাগ তৎপত্নীর প্রাপ্য, এবং অন্য দুই ভাগে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীর অধিকার। জিলা হুগলি, মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ২, মকদ্দমা ১৩, (পৃ. ৩১, ৩২)। বিভাগ-প্রকরণদ্রষ্টব্য।

R. 3. Under the circumstances stated, the brothers are entitled to that portion of the property which may be ascertained to be the ancestral estate; and of any property which may be proved to be the deceased's personal acquisitions made with the use of the father's funds, the brothers first take one moiety by right of their deceased father, and out of the remaining half, the acquirer's widow will take two shares, and the other brothers one each. If the property have been acquired exclusively by the deceased brother without any detriment to the patrimony, then, on the death of the father, the brothers must have a moiety of the acquisitions as their father's share, and the acquirer's widow the residue.

Distribution between widow and her husband's brothers, the husband having died in the lifetime of his father.

Q. 4. Is a daughter, during her mother's lifetime, competent to sue her uncle for her father's property, by virtue of her right of succession?

R. 4. A daughter is not competent to bring an action against her paternal uncle, founded on her right of inheritance to her father's property, while her mother exists.

A daughter can not claim succession while her mother lives.

Q. 5. A widow brought an action, claiming her late husband's property, against his brothers, and afterwards executed a release, by relinquishing not only her own right and title, but that of the deceased's daughter and daughter's son, in favor of the brothers. In this case, is the daughter at liberty to bring an action against her mother and uncles for the share of the joint property which belonged to her deceased father?

R. 5. Supposing the widow to have sued her husband's brothers for his legal share, and to have entered into a release, with an intention to defeat the right of her daughter and daughter's son, the daughter is competent to sue her mother and uncles to annul the transaction. It is prohibited by law to the widow to make an alienation of any property, excepting her own peculiar property, while the heirs exist

Unless the mother do some act tending to defeat her right.

By such an alienation the hereditary means of maintenance would be destroyed: "They who are born, and who are yet unbegotten, and they who are actually in the womb, all require the means of support; and dissipation of their hereditary maintenance is censured." Zillah Hooghly, July 8th 1815. Macn. H. L. vol. II. sect. 2, case 7 (p. 23—26.)

Q. A person, who had two sons, divided his whole property, consisting of assessed and rent-free lands and household goods, between them in equal portions, reserving nothing for himself; and at the same time it was conditioned, that for the remainder of his life he should reside for six months in the house of the elder son, and be supported by him, and for the other six months in that of the younger son, alternately. At the time when the partition was made, the father had no ready money, but, subsequently, some money was acquired by the elder son, with which a mercantile concern was carried on by the younger son, who had then acquired no property. The elder son died, leaving a widow and daughter; afterwards the father died before his younger son, and his elder son's widow and daughter. At the death of the elder son, his widow came into the possession of her husband's share which he received at the partition; but on the death of the younger son, his widow ousted the widow of the elder son from her husband's share. In this case, to what proportion is the widow of the elder son entitled?

R. Of the two brothers who received the property at the partition made by the father, supposing the elder to have acquired some property, and to have died before his father and widow, in this case, his widow is entitled to the whole of that which her husband took on the partition, and her husband's acquisitions should be made into four parts, to two of which she is entitled, and the widow of the younger son has a right to the remainder. Zillah Hooghly. Macn. H. L. vol. II. sect. 2. case 13. (p. 31, 32).

Case in which the widows of two brothers inherit equal shares of property.

প্রশ্ন। এক ব্যক্তি এক স্ত্রী ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাখিয়া মরে। তাহার মরণান্তর তৎস্ত্রী ব্যভিচারিণী হয়। এবং ভিন্নজাতীয় উপপতির ঔরসে তাহার একটী সন্তানও জন্মে, কিন্তু ঐ ভ্রাতা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করে না; এমত অবস্থায় ঐ স্ত্রী ও ভ্রাতার মধ্যে কে ঐ মৃত ব্যক্তির ধনে অধিকারী? যদি ঐ স্ত্রী স্বামির জীবন-কালেই পরপুরুষগামিনী হইয়াথাকে এবং সেই দোষে পরিবার হইতে বহিষ্কৃতা ও অপবাদযুক্তা হইয়াথাকে, তবে এমত স্ত্রী বিধবা হইলে স্বামির ধনে তাহার কোন স্বত্ব আছে কি না?

ব্যভিচারিণী বিধবার পতিধনে অধিকার নিবৃত্তি।

উত্তর। প্রচলিত মত এই যে পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র-হীন কোন ব্যক্তি মরিলে তাহার ধার্ম্মিকা স্ত্রী ধনাধিকারিণী; কিন্তু সে যদি স্বামী মরিলে ব্যভিচারিণী হয়, তবে তদ্ধনাধিকারে তাহার অধিকার থাকে না। অতএব এমতাবস্থায় ঐ বিধবাকে উক্ত বৈমাত্রেয় ভাই দূর করিয়া দিবে। স্বামির জীবনকালেই ব্যভিচারিণী হয় যে স্ত্রী তাহারো এই দশা। ইহার প্রমাণ দায়ভাগে ও আরং গ্রন্থে ধৃত বৃহস্পতি, কাত্যায়ন, বৃহন্মনু, ও নারদ বচন (ব্য. পৃ. ৩০, ৩২, ৩৪, দ্রষ্টব্য)। জিলা হুগলি। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ২, মকদ্দমা ৩, (পৃ. ১৯)।

প্রশ্ন। দুই ভ্রাতার মধ্যে এক জন কএক পুত্র রাখিয়া মরে এবং ঐ পুত্রেরা (এই মকদ্দমা কালীন) জীবিত থাকে। অন্য ভ্রাতা এক পুত্র রাখিয়া মরে। অনন্তর শেষোক্ত পুত্র এক স্ত্রী রাখিয়া মরে, ও সে বিধবা ব্যভিচারিণী হয়। এমত অবস্থায় ঐ বিধবা তৎস্বামির ধনে স্বত্ববতী কি না? যদি সে স্বত্ববতী না হয়, তবে ঐ ধন কাহাকে অর্শে?

ব্যভিচারিণীকে তৎপতির গৃহ হইতে দূর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

উত্তর। যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ বিধবা ব্যভিচারিণী হইয়াছে তবে তৎস্বামির ধনে তাহার কোন স্বত্ব নাই, এবং স্বামির গৃহ হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত হয়। তৎস্বামির ধন তৎপিতৃব্য পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে পিতৃব্য-পুত্রকে অর্শে। এই ব্যবস্থা দায়ভাগাদিমতানুমতা। জিলা ২৪ পরগণা। ১৮ জুলাই ১৮১১ সাল। মেক. হি. ল. বা. ২, সেক্. ২, মকদ্দমা ৪, পৃ. ২১।

ব্যবস্থা।

১৬। পতির উত্তরাধিকারিণীরূপে পত্নী কেবল সেই ধনে অধিকারিণী যাহা তৎপতি অধিকার করিয়াছিল অথবা যাহা তাহাকে অর্শিয়াছিল, কিন্তু পতি বাঁচিয়া থাকিলে যদ্ধনে অধিকারী হইত পত্নী তদ্ধনাধিকারিণী নয়।

১৬। যত্র ধনে পত্যুঃ স্বত্বং তন্মরণে তদেব পত্ন্যধিকর্ত্তুমর্হতি, নতু পত্যুর্ভবিষ্যৎ স্বত্বসম্বন্ধং ধনমিতি।

১৬ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

কোন হিন্দু চারি পুত্র রাখিয়া মরে। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র স্ব২ পত্নী রাখিয়া নিসসন্তান মরে, তৃতীয় স্ত্রী-পুত্র-হীন মরে; চতুর্থ দত্তকরূপে অন্যকে দত্ত হওয়াতে জনকের ধনে নিসস্বত্ব হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ভ্রাতার পত্নীরা সাধারণ বিষয়ে স্ব২ পতির যে যোগ্যাংশ তাহা এবং পতির ভ্রাতার অংশ দাওয়া করে; কিন্তু তাহারা ঐ২ অংশের স্বতন্ত্র দখলের দাবী ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত না করিয়া বিষয়ের আর ২ অংশের সহিত (তৎ পরিবারীয়) অন্য এক ভাগির অধ্যক্ষতাধীনে থাকিতে দিয়া ব্যয় নির্ব্বাহার্থে (কেবল) কতক ভূমি লইয়াছিল। বিচার হইল যে যেহেতু (বাদিনি) আপিলান্টেরা অধ্যক্ষ ভাগির সহিত পৃথক্ হয় নাই কিম্বা স্ব২ পতির ধন পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করে নাই, অতএব দাবী চালান স্থগিত রাখাতে সাধারণ ধনে তাহাদের যে অংশ তাহা ষোল বৎসর পর্য্যন্ত জ্ঞাতির দখলে থাকিলেও লোপ হয় না। কিন্তু উক্ত বিধবারা স্ব২ পতির অংশেই কেবল অধিকারিণী, দেবরের যোগ্যাংশে নয়; যেহেতু সে তাহাদের পতির পর মরিয়াছে; এতাবতা তাহার অংশ তাহার যথাশাস্ত্র দায়াদগণকে অর্শে। রাণী ভবানী দেবী ও রাণী মহামায়া দেবী আপিলান্ট—বনাম—রাণী সূর্য্যমণি দেবী। ১২ মে ১৮০৬, সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ১৩৫।

Q. A person died, leaving a widow and a brother of the half blood. Subsequently to his death, the widow violated the hitherto unsullied bed of her husband, and had a child by a paramour of another class, while the brother's conduct was consistent with his religion : in this case, which of the two is entitled to succeed to the property of the deceased? Supposing the widow during the lifetime of her husband to have cohabited with a stranger, and to have therefore been expelled from the family, and to have lost her reputation, has such widow any right to inherit her husband's property?

An unchaste widow forfeits all right to her husband's property.

R. It is the general doctrine, that the virtuous widow of a man who dies leaving no heir down to the great grandson, succeeds; but that if she, on the death of her lord, be faithless to his bed, she has no right of succession : consequently the widow in such case would be excluded by her husband's half brother. So in the case of her having acted unchastely while her husband was living. The authorities for this opinion laid down in the *Dáyabhága* and other books of law are VRIHASPATI ; KÁTYÁYANA ; VRIHAT MANU ; & NÁRADA. (See Vyav. p. 31, 33, 35). Zillah Hooghly. Macn. H. L. vol. II. sect. 2, case 3. (p. 19, 20).

Q. There were two brothers, of whom one died, leaving son's who are still alive, and the other died leaving a son, who also died, leaving a widow him surviving. The widow had become a prostitute, and had violated her husband's bed. In this case, is she entitled to inherit her husband's estate, and if not, on whom does his property devolve?

And may be expelled from his house.

R. If it be proved that the widow in fact did not keep her husband's bed unsullied she has no title to his property, and ought to be expelled from his house. His estate, in default of heirs down to the uncle, should devolve on his uncle's sons. This opinion is in conformity to the authority contained in the *Dáyabhága*, *&c.* Zillah 24 Pergunnahs. July 18th. 1811, Macn. H. L. vol. II. sect. 2, case. 4 (p. 21).

Vyavasthá.

16 The widow as heir to her husband takes such property as he possessed or was entitled to when he died; but she does not represent her husband in respect of succession to an estate which would have devolved upon her husband had he outlived its owner.

*Case* bearing on the vyavasthá No. 16.

A Hindoo died leaving four sons : the first and second of whom died childless, leaving their widows ; the third died leaving neither a widow nor an issue ; and the fourth lost his title to inheritance by being adopted into another family. The widows of the first and second brothers claimed their husbands' share together with that of their husbands' brother in the joint estate ; though they did not demand separate possession of the same during sixteen years, but allowed them to remain with other parts of the estate, under the general control and management of another of the sharers (a member of the family) and received provision in land for their expenses. Held that as the appellants did not separate themselves from the managing sharer or consent to relinquish the share of their husbands, the circumstance of their (appellants') having suffered the claim to remain unagitated does not involve forfeiture of their share in the joint estate, though it is held by their kinsman for sixteen years : the widows however are entitled to succeed to the shares of their husbands respectively, and not to the share of their husbands' brother ; because he survived their husbands, and consequently his share devolved on his legal heirs. Rání Bhavání Debí and Rání Mahámáyá Debí, Appellants, *versus* Rání Súrjamaní Debí. 12th May 1806. S. D. A. Rep. vol. I. page 135.

আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং স্‌র্‌ উলিয়ম্‌ মেকনাটন্‌ সাহেবের মনোনীত ব্যবস্থা।।

প্রশ্ন। ভূম্যধিকারি (ভ্রাতৃ) ত্রযের মধ্যে দুই জন এক এক স্ত্রী রাখিয়া মরে, এবং তৃতীয় দুই পুত্র রাখিয়া মরে। অনন্তর উক্ত দুই বিধবা, এবং (শেষে মৃত ভ্রাতার উক্ত) দুই পুত্র মিলিত রূপে পৈতৃক স্থাবর বিষয়াধিকারি হয়। অনন্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মরে, তৎপরে তৃতীয় ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র এক স্ত্রী ও ভ্রাতা রাখিয়া মরে, তাহার পর ঐ ভ্রাতা অবিবাহিত মরে; অবশেষে দ্বিতীয় ভ্রাতার স্ত্রীও মরে। এক্ষণে কেবল তৃতীয় ভ্রাতার পুত্রের পত্নী, এবং তৎ স্বামির পঞ্চম পুরুষীয় এক জ্ঞাতি বর্ত্তমান। এমত অবস্থায় শাস্ত্রানুসারে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কে স্থাবর ধনাধিকারী?

উত্তর। উক্তরূপ অবস্থায়, সপিণ্ডের ধনে উক্ত বিধবার অধিকার নাই।

প্রমাণ। দায়ভাগধৃত বৌধায়ন "স্ত্রী ধন পাইবার যোগ্যা ইত্যাদি" কথনপূর্ব্বক (বিশেষে) বলিতেছেন "দায় পাইবার যোগ্যা নয়; যেহেতু স্ত্রীলোক, এবং নিরিন্দ্রিয় (অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয়-শূন্য) ব্যক্তিরা দায়াধিকারের যোগ্য নয়"। দায় পাইবার যোগ্যা নয় বলাতে ইহা বলা হইল যে কোন স্ত্রী সপিণ্ডাদির উত্তরাধিকারিণী হইতে অযোগ্যা। অতএব পঞ্চম পুরুষীয় জ্ঞাতিই ধনাধিকারী। দায় ভাগে ধৃত মনু-বনেরও এই ভাব যে "যে সপিণ্ড নিকট, সেই ধনাধিকারী"। কুল্লূক ভট্ট উক্ত বচনের টীকায় কহিতেছেন "সপিণ্ডদের মধ্যে যে অত্যন্ত নিকট সেই দায়াধিকারী।" সপিণ্ড পদে সপ্তম ব্যক্তি পর্য্যন্ত বুঝায় অর্থাৎ অধস্তন বা ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষ বুঝায়। দায়ভাগধৃত মনুবচনেও এই রূপ বোধ্য। সপিণ্ড সম্বন্ধ সপ্তম ব্যক্তিতে অর্থাৎ ঊর্দ্ধতন বা অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষে নিবৃত্ত হয় *; সমানোদক সম্বন্ধ জন্ম নাম স্মৃতি পর্য্যন্ত।

পিণ্ডদানদ্বারা উপকার করাতে সপিণ্ডের ধনে সপিণ্ড অধিকারী; কিন্তু সপিণ্ডের স্ত্রী নয় †। এই ব্যবস্থা দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ ও আর ২ গ্রন্থানুযায়ি *। জিলা মৈমনসিংহ। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, মকদ্দমা ১১, (পৃ. ২৯, ৩০.)।

* উক্ত ব্যবস্থা দায়ভাগাদি গ্রন্থানুযায়ি বটে, কিন্তু সপিণ্ডের বর্ণনা সম্যক্‌ তদ্‌গ্রন্থানুসারি নয়, তদর্থে দায়ভাগের অপুত্রধনাধিকার ক্রম ১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† যদ্যপি উক্ত তৃতীয় ভ্রাতার পুত্রের পত্নী ভর্ত্তার পিতৃব্য পত্নীর ত্যক্ত (সংক্রান্ত) ধনে এক কালে অনধিকারিণী, তথাপি সে উক্ত তিন ভ্রাতার অধিকৃত মোট বিষয়ের তৃতীয়াংশভাগিনী। তদ্বিস্তার যথা—

উক্ত তিন ভ্রাতার দুই জন নিস্‌সন্তান মরাতে তাহাদের পত্নীরা স্ব স্ব পতি ধনাধিকারিণী, অর্থাৎ পতি স্বত্বোপলক্ষে তাহারা তিন অংশের দুই অংশ ভাগিনী। তৃতীয় ভ্রাতার মরণকালীন তদুত্তরাধিকারি দুই পুত্র থাকাতে তাহার অংশ দুই অংশে বিভক্ত হইয়া একাংশ এক পুত্রের প্রাপ্য; উক্ত ভ্রাতৃত্রয়ের জ্যেষ্ঠের পত্নী মরাতে তাহার অংশ (অর্থাৎ পতির উত্তরাধিকারিণীরূপে সে যে অংশ ভোগ করিয়াছিল তাহা) দুই অংশে বিভক্ত হইয়া তৎ পতির ভ্রাতৃ পুত্রদ্বয়কে অর্শে। পরে ঐ ভ্রাতৃ পুত্রদ্বয়ের জ্যেষ্ঠের কাল হওয়াতে তাহার ধন (অর্থাৎ তাহার প্রাপ্ত পিতৃ ধনাংশ ও পিতৃব্যধনাংশ) অন্যের স্বত্ব ব্যাবৃত্তিপূর্ব্বক তাহার পত্নীকে অর্শে। উক্ত তৃতীয় ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্র (ভ্রাতা পর্য্যন্ত বিহীন হইয়া) মরাতে তাহার ধন অত্যন্ত নিকট সপিণ্ডকেই অর্শে, যেহেতু সেই তাহার যথাশাস্ত্র দায়াদ; উক্ত দ্বিতীয় ভ্রাতার পত্নীর মরণে তাহার ধনও (তৎপতির) অত্যন্ত নিকট সপিণ্ডকে অর্শে, যেহেতু সপিণ্ডের ধনে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই। অতএব যদি কল্পনা করা যায় যে জীবিত দুই ব্যক্তি অর্থাৎ তৃতীয় ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী ও পঞ্চম পুরুষীয় জ্ঞাতি কোন অংশ পায় নাই, তবে বিষয় ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া, দুই ভাগ তৃতীয় ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী পতিকে অর্শিয়াছে (অর্থাৎ এক ভাগ তাহার পিতৃধনাংশ রূপে অর্শিয়াছে এবং অন্য ভাগ পিতামহের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃব্যের ধনাংশরূপে অর্শিয়াছে) বলিয়া পাইবে। অবশিষ্ট চারি ভাগ উক্ত পঞ্চম পুরুষীয় সপিণ্ড জ্ঞাতি পাইবে অর্থাৎ ভ্রাতৃত্রয়ের দ্বিতীয়ের অধিকৃত দুই ভাগ পাইবে, এবং অন্য দুই ভাগ তৃতীয় ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্রের ধন বলিয়া পাইবে।

*Admitted legal opinion selected and approved of by Sir William Macnaghten.*

**Q.** Of three landed proprietors, two died, each leaving a widow; and the third died leaving two sons, him surviving. The widows and the two sons of the last deceased jointly possessed the ancestral landed estate. Subsequently the widow of the eldest brother died; then the eldest son of the third brother, leaving a widow and his brother, who subsequently died unmarried. Lastly, the widow of the second brother died. There are now surviving only the widow of the third brother's son, and a descendant in the fifth degree of her husband's paternal line. Under these circumstances, according to law, which of these two survivors is entitled to the landed estate?

**R.** Under the circumstances above stated, the surviving widow has no title to inherit from her *Sapindas* or the persons who partake of undivided oblations.

Authorities laid down in the *Dáyabhága.* BOUDHA'YANA, after premising, "A woman is entitled," &c. proceeds, "not to the heritage, for females, and persons deficient in an organ of sense or member, are deemed incompetent to inherit." By the mention of "not to the heritage" is understood that a woman is declared incompetent to succeed her *sapindas* and the like. The *sapinda* of the fifth degree is entitled to the succession. To this effect is the text of MANU contained in the *Dáyabhága*: "To the nearest kinsman (*sapinda*) the inheritance next belongs." KULLU'KABHATTA thus comments on the above passage: "Of the *Sapindas*, whosoever becomes nearest is entitled to the inheritance." The term (*sapinda*) extends to the seventh person or the sixth degree of ascent or descent. So also the text of MANU cited in the same authority. Now the relation of the *sapindas*, or men connected by the funeral cake, ceases with the seventh person, or in the sixth degree of ascent or descent;* and that of *Samánodaka*, or those connected by an equal oblation of water, ends only when their births and family names are no longer known.

The *Sapindas* are entitled to the succession of their *Sapindas* by reason of conferring benefits on them by presenting oblations to their manes, but not their wives.† This is conformable to the *Dáyabhága*, *Dáyatatwa*, *Kramasangraha*, and other authorities.

Zillah Mymunsingh. Macn. H. L. Vol. II. Ch. I. Sect. 2, case XI. (p. 29, 30).

---

* The above vyavasthá is conformable to the *Dáyabhága* and the other authorities cited, but not so the definition of *Sapinda*. See Coleb. Dá. bhá. Ch. xi. sect. 1. para. 37.

† Although the widow of the third brother's son is entirely excluded from inheriting the property left by his uncle's widow, yet of the estate enjoyed by the three brothers she is entitled to one third. Thus :—

On the death of two of the proprietors, their widows were their sole heirs, and they were entitled to take two shares out of three, or one share each in right of their respective husbands. On the death of the other brother, his heirs being two sons, his share should have been made into two parts, of which each of his sons was entitled to one. On the death of the widow of the eldest brother, her property, that is, one share which she inherited from her husband, should have been made into two parts, of which her husband's brother's sons were each entitled to one. On the death of the eldest son of the third brother, his property should have been inherited by his widow, to the entire exclusion of the others. On the death of the other son of the third brother, his property should have devolved exclusively on his nearest *Sapinda*, who by law becomes his legal heir, and on the death of the widow of the second brother, her property also should have devolved on her nearest *Sapinda*, a female having no title to inherit from her *Sapindas*. Consequently, supposing neither of the surviving individuals to have received any share, the property should be made into six parts: of which the widow of the third brother's son will take in right of her husband two shares, one of which he inherited from his father, and the other from the widow of his paternal uncle, the eldest son of his grandfather; and the *Sapinda*, or the fifth in degree of the paternal line, will take the remaining four, that is to say, two which he inherited from the second brother's widow, and the other two from the second son of the third brother.

পত্নীর বর্ণনা—

বিবাহ সংস্কৃতা যে স্ত্রী সেই পত্নী। যদ্যপি "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে; পত্নী পাণিগৃহীতীচ দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণী" ইত্যাদি প্রমাণে যে পত্নী সেই ধর্ম্ম পত্নী, তথাপি লোকাচারে বহু পত্নীর মধ্যে যাহার সহিত পতি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে সেই ধর্ম্ম-পত্নী উক্তা হয়। ধর্ম্মকার্য্য জ্যেষ্ঠার সঙ্গেই কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠা মরিলে অথবা সদোষা হইলে অনন্তর গুণান্বিতা জ্যেষ্ঠা যে তাহার সহিতই ধর্ম্মকার্য্য কর্ত্তব্য। তাহা দক্ষ কহিয়াছেন "প্রথমা ধর্ম্ম পত্নী, দ্বিতীয়া রতি বর্দ্ধিনী। দ্বিতীয়া হইতে ঐহিক সুখ পারত্রিক নয়॥ প্রথমা যদি নির্দ্দোষা হয় তবে ধর্ম্ম পত্নী বলা যায়, সদোষা হইলে, গুণান্বিতা অন্য স্ত্রীকে ধর্ম্ম পত্নী করিলে দোষ নাই"। দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. র. ৮।

জ্যেষ্ঠাকে পত্নী বলাতে এবং বর্ণক্রমে জ্যেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ হওয়াতে প্রথমতঃ সবর্ণারই পত্নীত্ব, তাহা মনু কহিয়াছেন "যদি দ্বিজেরা স্বজাতীয়া এবং পরজাতীয়া যোষিৎগণকে বিবাহ করেন, তবে তাহাদের বর্ণক্রমেই জ্যেষ্ঠত্ব, সম্মান, ও গৃহ"। অতএব বিবাহ কনিষ্ঠা যে সবর্ণা সেও জ্যেষ্ঠা, যেহেতু তাহারি যজ্ঞাদি কার্য্যে অধিকার থাকাতে পত্নীত্ব। যথা মনুঃ—"ভর্ত্তার শরীর শুশ্রূষা এবং নিত্য ধর্ম্ম কার্য্য স্বজাতীয়া পত্নীই করিবে অন্য জাতীয়া কোনক্রমে করিবে না। স্বজাতীয়া স্ত্রী (নিকট) থাকিতেও মোহ বশতঃ যে পতি অন্য জাতীয়া স্ত্রীকে ধর্ম্মকার্য্য করায় তদ্রূপ পতিকে প্রাচীন ঋষিরা ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জাত ব্রাহ্মণ-চণ্ডালবৎ বিবেচনা করিয়াছেন।" সবর্ণার অভাবে অনন্তর বর্ণা পত্নী, যথা বিষ্ণুঃ—"সবর্ণার অভাব হইলে আপৎকালে অনন্তর বর্ণার সহিত ধর্ম্মকার্য্য (করিবে), কিন্তু শূদ্রার সহিত দ্বিজ কখন ধর্ম্মকার্য্য করিবে না। অতএব ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী পত্নী, তদভাবে আপৎকালে ক্ষত্রিয়াও পত্নী, কিন্তু বৈশ্যা ও শূদ্রা বিবাহিতা হইলেও পত্নী নয়, ক্ষত্রিয়ের পত্নী ক্ষত্রিয়া, তাহার অভাবে অনন্তরবর্ণত্বহেতু বৈশ্যাও পত্নী, কিন্তু শূদ্রা নয়। বৈশ্যের বৈশ্যাই কেবল পত্নী, যেহেতু শূদ্রার সঙ্গে দ্বিজ ধর্ম্মকরিবে না বলাতে দ্বিজ মাত্রেরই শূদ্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই পত্নীত্ব ক্রমেই স্ত্রীদিগের ধনাধিকারিত্ব বোধ্য। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮৫, ১৮৬।

এতদ্দ্বারা ইহা জানা যাইতেছে যে কলিভিন্ন অন্য যুগে অসবর্ণা বিবাহও ছিল, পরন্তু এস্থলে তদ্রূপ বিবাহ বিবেচনার প্রয়োজন নাই, যেহেতু কলিতে অসবর্ণা বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে *। এক্ষনে সবর্ণাই পত্নী †।

পত্নী বিবাহ সংস্কৃতা। "যদ্যপি পত্যুর্নো যজ্ঞ সংযোগে; পত্নী পাণিগৃহীতীচ দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণী" ইত্যাদি প্রমাণেন যা পত্নী সৈব ধর্ম্ম-পত্নী, তথাপি লোকাচারে বহু পত্নীকেন পত্যা যয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যমনুষ্ঠীয়তে সৈব ধর্ম্ম পত্নীত্যুচ্যতে। ধর্ম্মকার্য্যন্তু জ্যেষ্ঠয়া সহৈব কর্ত্তব্যং তস্যাং মৃতায়াং সদোষায়াম্বা অনন্তরং গুণান্বিতা যা জ্যেষ্ঠা তয়ৈব সহ ধর্ম্মকার্য্যমনুষ্ঠাতব্যং, তদাহ দক্ষঃ—"প্রথমা ধর্ম্মপত্নীতু দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধিনী। দৃষ্টমেব ফলং তত্র না দৃষ্টমুপদ্যতে"। ধর্ম্মপত্নী সমাখ্যাতা নির্দোষা যদি সা ভবেৎ। দোষে সতি ন দোষঃ স্যাৎ অন্যাকার্য্যা গুণান্বিতা"। দ্রষ্টব্যং— বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

পত্নীত্বঞ্চ প্রথমং উত্তম বর্ণায়াঃ জ্যেষ্ঠা পত্নীত্যভিধানাৎ বর্ণক্রমেণ জেষ্ঠত্বাৎ, তদাহমনুঃ—"যদি স্বাশ্চ পরাশ্চৈব বিন্দেরন্ যোষিতো দ্বিজাঃ। তাসাং বর্ণক্রমেণৈব জ্যৈষ্ঠ্যং পূজাচ বেশ্মচ"॥ অতঃ পরিণয়ণকনিষ্ঠাপি সবর্ণা জ্যেষ্ঠৈব, তস্যা এব যজ্ঞাদিষু ব্যাপারাধিকারাৎ পত্নীত্বং। তথাচ মনুঃ—"ভর্ত্তুঃ শরীর শুশ্রূষাং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যিকং। স্বা স্বৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নান্যজাতিঃ কথনঞ্চন"॥ যস্তু তৎকারয়েন্মোহাৎ স্বজাত্যা স্থিতয়ান্যয়া। যথা ব্রাহ্মণ চাণ্ডালঃ পূর্ব্ব দৃষ্টস্তথৈব সঃ"। সবর্ণায়াঃ পুনরভাবে অনন্তর বর্ণাপত্নী। যথা বিষ্ণুঃ—"সবর্ণায়া অভাবে ত্বনন্তরয়ৈবাপদি নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া,—ধর্ম্মকার্য্যং কুর্য্যাদিত্যনু বর্ত্ততে। তেন ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণী পত্নী, তদভাবে ক্ষত্রিয়াপ্যাপদি, নতু পরিণীতে অপি বৈশ্যা শূদ্রে। ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রিয়া পত্নী, তদভাবে বৈশ্যাপি, অনন্তর বর্ণত্বাৎ, ন শূদ্রা। বৈশ্যস্য বৈশ্যৈবৈকা, নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়েতি দ্বিজমাত্রস্যৈব শূদ্রানিষেধাৎ। অনেনৈব পত্নীভাবক্রমেণ ধনাধিকারিতা বোদ্ধব্যা। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮৫, ১৮৬।

অনেনেদমবগম্যতে—কলীতর যুগে২সবর্ণাবিবাহশ্চাসীৎ। কিন্তুলমত্রাসবর্ণাবিবাহবিবেচনেন কলাবসবর্ণাবিবাহ নিষেধাৎ *। পত্নী চাধুনা সবর্ণৈব †।

* (সমুদ্র বেড়িয়া ভ্রমণার্থে) সমুদ্রযাত্রাস্বীকার, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ভিন্ন জাতীয়া কন্যা বিবাহ (গৃহস্থের) কমণ্ডলু ধারণ, ইত্যাদি উল্লেখ পূর্ব্বক বৃহন্নারদীয় পুরাণ কহিতেছেন মনীষিরা এই সকল কর্ম্ম কলিতে নিষেধ করিয়াছেন। উদ্বাহতত্ত্ব। বি. ভা. দ্বী. র. ৩। আদিত্য পুরাণেও প্রায় এই রূপ। ব্য. ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥ ইত্যাদীন্যভিধায় ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ। বৃহন্নারদীয়ং। উদ্বাহতত্ত্ব। বি. দা. ভা. র. দ্বী. ৩। আদিত্যপুরাণঞ্চ এবমেব প্রায়ঃ। ব্য. ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্যা॥

† দা. ক্র. সং. পৃ৪। উ. দা. ক্র. সং. সেক্. ২. পৃ. ৭

Definition of *Patni*

*Patni* is the wife married in due legal form. Although from the etymolgy of the term as implying a connection with religious rites, and according to A'MARA's definition: '*Patni* is the wife who is married in due legal form, who is (as it were) a second self (to the husband) and who is an associate in religious rites', and also according to other authorities it appears that she who is *Patni* is also *dharma-patni*, yet *dharma-patni* is generally understood to be that wife in conjunction with whom the husband performs the religious rites. The religious rites should be performed with the eldest wife living, unless she be disqualified by reason of some defect, in which case the next wife duly qualified, must be the associate in religious acts. Thus DAKSHYA :—"The first wife is espoused from a sense of duty; the second excites sensual desire: union with her being productive of things of sense only, not spiritual things. The first wife is called the wife whom religious acts concern, provided she be free from defect; but if she be not, then it is no offence to employ another duly qualified." See Coleb. Dig. Vol. II. p. 409.

The rank of *patni* belongs in the first place to a woman of the highest tribe: for the text of SANKHA, &c. ] expresses, that "the eldest wife takes the wealth" and seniority is reckoned in the order of the tribes. Thus MANU says, "when regenerate men take wives both of their own class and 'others, the precedence, honor and habitation of those wives must be settled according to the order "of their classes." Therefore [since seniority is by tribe,] a woman of equal class, though young in respect of the date of marriage, is deemed eldest. The rank of *patni* belongs to her, for she alone is competent to assist in the performance of sacrifices and other sacred rites. Accordingly MENU says: "To all such married men, the wives of the same class only (not wives of a different class by any means) must perform the duty of personal attendance, and the daily business relating to acts of religion. For he, who foolishly causes those duties to be performed by any other than his wife of the same class, when she is near at hand, has been immemorially considered as a mere *chándála* begotten on a *Bráhmaní*." But, on failure of a wife of the same tribe, one of the tribe immediately following [may be employed in such duties]. Thus VISHNU ordains: "If there be no wife belonging to the same tribe, [he may execute the business relating to acts of religion] with one of the tribe immediately following, in case of distress. But a regenerate man must not do so with a woman of the *Shúdra* class." 'Execute business relating to acts of religion,' is understood from the preceding sentence. Therefore a *Bráhmaní* is lawful wife (patní) of a *Bráhmana*. On failure of such, a *kshatriyá* may be so, in case of distress; but not a *Vaishya*, nor a *Shúdra*, though married to him. A *Kshatriya* woman is wife of a *Kshatriya* man. In her default, a *Vaishya* woman may be so, as belonging to the next following tribe; but not a *Shúdra* woman. A *Vaishya* is the only wife for a *Vaishya*: since a *Shúdra* wife is denied in respect of the regenerate tribes simply. Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. sect. 1. para. 47

From the above quoted passages of the *Dáyabhága*, it appears that formerly marriage was permitted and contracted also with a woman of a different class or tribe. It is however immaterial now to advert further to this, in as much as in the present (*kali*) age such unions are expressly prohibited.* *Patni* in the present age can signify no other than one of the same class as her husband.†

* "Undertaking sea voyages (to circumnavigate the world); the carrying of a *kamandalu* (by a house-holder); the marriage of twice born men (i. e. *Bráhmana*, *Kshatriya*, and *Vaishya*) with damsels unequal in class"—premising these and other practices, the *Vrihat Náradíya Purána* adds: "The wise have declared that these practices must be avoided in the *Kali-age*." See Coleb. Dig. Vol. III. p. 141. These practices have also been prohibitted in the *A'ditya Purána*. See. *Vyav.* p. 21.

† Vide W. Dá. Kra. Sang. Sect. 2. p. 7.

পত্নীপদ জাত্যপেক্ষায় একবচনে ব্যবহৃত, অতএব—

পত্নীত্যেক বচনং জাত্যপেক্ষয়া, তেন—

ব্যবস্থা কারণ

**১৭সবর্ণা দুই কিম্বা অধিক স্ত্রী থাকিলে তৎসকলেরই সমানাধিকার—যেহেতু সবর্ণা হওয়াতে সকলেরই পত্নীত্ব আছে *।**

বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা কহেন—"সবর্ণা দুই ভার্য্যাবিশিষ্ট পতির মৃত্যু হইলে তাহার ধনে জ্যেষ্ঠা পত্নীই অধিকারিণী, যেহেতু 'প্রথমা ধর্ম্ম পত্নী দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধনী,' এই দক্ষবচনের সহিত, 'অনেক ভার্য্যা থাকিতে জ্যেষ্ঠার সহিতই ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে', এই বিষ্ণুবচনের ঐক্য হওয়াতে, এবং জ্যেষ্ঠা স্ত্রীই পত্নী ইহা কথিত হওয়াতে পত্নীপদ ধর্ম্মপত্নীকেই বুঝায়, অন্য পত্নী বা পত্নীরা ভরণ পোষণ পাইবার যোগ্যা"। এবং কহেন এই উক্তি জীমূতবাহনের মতানুযায়ী, কিন্তু ইহা অশুদ্ধ, যেহেতু জীমূতবাহন বিভিন্ন বর্ণা স্ত্রীদের মধ্যে সবর্ণাকে জ্যেষ্ঠা পত্নী বলিয়াছেন মাত্র, কিন্তু সবর্ণা স্ত্রীদের কেহ পত্নী কেহ পত্নী নয় এমত কহেন নাই। যদ্যপি বিষ্ণুবচনে উক্ত হইয়াছে যে সবর্ণা অনেক ভার্য্যা থাকিলে জ্যেষ্ঠার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে, তাহাতে হানি কি ? কেননা ধর্ম্মকার্য্য করণদ্বারা সে ধর্ম্ম-পত্নী হয় মাত্র, কিন্তু তাহাতে অন্য পত্নীকে নিরাসপূর্ব্বক তাহার দায়াধিকার জন্মে না, যেহেতু পত্নীদিগের দায়াধিকার ভর্ত্তার পারলৌকিক উপকারমূলক। অতএব ব্রতেস্থিতা সকল পত্নীই অবিশেষে ভর্ত্তার ধনে অধিকারিণী। এই ব্যবহার সিদ্ধ এবং প্রচলিত ব্যবস্থা।

**১৭ সবর্ণায়াদ্বিত্বে বহুত্বে বা সর্ব্বাসাং তুল্যোঽধিকারঃ—তাসাং সবর্ণত্বেন পত্নীত্বাৎ *।**

যত্তু বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতা—"সবর্ণা ভার্য্যা-দ্বয়বতো মরণে তদ্ধনে জ্যেষ্ঠা এবাধিকারিণী, যতঃ প্রথমা ধর্ম্ম পত্নীতু দ্বিতীয়া রতি বর্দ্ধিনী ইতি দক্ষবচনেন, সবর্ণাসু বহ্বীষু ভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়ৈব সহ ধর্ম্মকার্য্যং কুর্য্যাদিতি বিষ্ণুবচনেনচ একবাক্যতয়া জ্যেষ্ঠা পত্নীতি বচনেনচ পত্নীপদং ধর্ম্মপত্নীপরম্, ইতরাতু ভরণীয়ৈব" ইত্যুক্তং, এতচ্চ জীমূত বাহনমতানুসারীতিব্যক্তীকৃতং, তদশুদ্ধং, যতো জীমূতবাহনেনবিভিন্ন বর্ণানাং স্ত্রীণাং মধ্যে সবর্ণায়াএব জ্যেষ্ঠতয়া পত্নীত্বমভিহিতং নতু সবর্ণানাং স্ত্রীণাং কস্যাশ্চিৎ পত্নীত্বং নিরস্তং। যদ্যপি বিষ্ণুবচনেন সবর্ণাসু বহ্বীষু ভার্য্যাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যমুক্তং তত্র কা হানিঃ? যতঃ ধর্ম্মকার্য্যকরণাৎ তস্যা ধর্ম্ম পত্নীত্বমাত্রমায়াতি নত্বন্যাসাং পত্নীত্বনিরাসেন তস্যা দায়াধিকারিত্বং সিদ্ধ্যতি, যস্মাৎ পত্নীনাং দায়াধিকারিত্বং ভর্ত্তুঃ পারলৌকিকোপকারমূলকং। অতএব ব্রতেস্থিতা সর্ব্বাঃ পত্ন্যঃ অবিশেষেণৈব ভর্ত্তৃধনাধিকারিণ্যঃ, এষৈব ব্যবস্থা ব্যবহারসিদ্ধা, প্রচলিতাচ।

ব্যবস্থা কারণ

**১৮ পত্নীগণের মধ্যে কাহারো মৃত্যু হইলে তৎসংক্রান্ত পতিধনে বিদ্যমানা অপরা পত্নীর অধিকার,—যেহেতু পত্নী থাকিতে অন্যের অধিকার নাই †।**

**১৮ পত্নীনাং মধ্যে কস্যাশ্চিৎ মরণে তৎসংক্রান্ত ভর্ত্তৃধনে বিদ্যমানায়া অপরায়াঃপত্ন্যা এবাধিকারঃ—পত্নী সদ্ভাবে অন্যেষামনধিকারাৎ †।**

১৭ সংখ্যক ব্যবস্থার **নজীর**

রামসুন্দর অধিকারী দুই স্ত্রী রাখিয়া নিসসন্তান মরে। তন্মধ্যে এক বিধবা পতির অবিভক্তগৃহ ও ভূমির অর্দ্ধাংশের নিমিত্তে এই নালিশ উপস্থিত করে। প্রতিবাদী জওয়াব দাখিল ও তদ্বির করিলেক না। বাদিনী আরজীতে লিখিত গৃহাদির একাংশে অর্থাৎ কলিকাতার অন্তর্গত সুতানুটির চারি বিঘা কএক কাঠা (পৈতৃক) ভূমিতে রামসুন্দর অধিকারির হকিয়ৎ বিনাবাধায় প্রমাণ করিল, এবং আদালতের জজ শ্রীযুক্ত হাইড্ সাহেব ও জোনস্ সাহেব তাহার অর্দ্ধেকের ডিক্রী বাদিনীকে দিলেন। ভগবতী বিধবা—বনাম—রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সু. কো. মণ্টি ওর সংগৃহীত হিন্দু-ল ঘটিত মকদ্দমা, পৃ. ৩১৪।

১৮ সংখ্যক ব্যবস্থার **নজীর**

কোন হিন্দু দুই স্ত্রী রাখিয়া নিসন্তান মরিলে ঐ দুই বিধবা যাবজ্জীবন তাহার ধনাধিকারিণী হইল, অনন্তর তাহাদের একের মৃত্যু হওয়াতে অপরা তৎসমুদয় বিষয়ের দাবী করিল। বিচার হইল যে যেসকল বিষয় (তৎপতিকর্ত্তৃক) অন্যকে দত্ত হয় নাই শাস্ত্রমতে তৎসমুদয় ঐ জীবিতা বিধবা পাইবে (এবং সে মরিলে ঐ বিষয় তৎপতির দায়াদকে অর্শিবে)। শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দাসী—বনাম—রামমণি দত্ত। ২৬ জুলাই ১৮১৬ সাল। সু. কো. ইষ্ট্স্ নোট্স্, মকদ্দমা ৫৪।

---

* দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, সেক্. ২. পৃ. ১৯।

† দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, প্রিলিমিন্যারি রিমার্কস্ অর্থাৎ অগ্রসূচনা পৃ. ১২, ১৩. এবং সেক্. ২, পৃ. ২০, ২১।

*Patni* as used in the singular by the *Rishis* and commentators, is applied collectively to all of one class, therefore,—

**17. If there be two or more wives, they have equal title to inherit the estate of their late husband ;* since they being of the same tribe are all *Patnís*.**

Vyavasthá.
Reason.

The author of *Vivádábhangárnava* says : " If a man die leaving two wives equal in class, the eldest alone has a right to his estate ; for on the concurrent texts of DAKSHYA and VISHNU, (viz. 'The first wife is espoused from a sense of duty ; the second excites sensual desire : union with her being productive of things of sense only, not spiritual things. If many wives of his own class be living, with the eldest alone should the husband perform religious rites,) and by the text which declares 'the eldest wife is the patní ;' the term *patni* indicates *Dharma-patní*, the other wives are to get maintenance only." And this he affirms to be the opinion of JÍMÚTAVA'HANA. This is not correct ; for JÍMÚTAVA'HANA has only declared that, among the wives of different classes or tribes, she who is of the same tribe is the *patní*, as she is the eldest of all ; but has not laid down that where there are many of the same tribe, the eldest exclusively is the *patní*. It is true VISHNU has said : " if many wives of the same class be living, with the eldest alone should the husband conduct business relating to acts of religion." This however cannot be taken to destroy the heritable rights of the other wives of the same class ; since by performance of religious rites in conjunction with the husband a wife becomes *Dharmapatní*, but this does by no means entitle her to inherit to the exclusion of other wives, nor by her acquiring that grade or rank the rights of the wives who are also patnís at all affected. The title of each and all of them is based on the performance after their husband's death of acts or rites beneficial to his soul ; and therefore is it, that all widowed *Patní's* who persevere in religious observances equally inherit their husband's estate.

**18. Upon the death of any of several widows of a deceased proprietor, the portion inherited by her devolves on the surviving widow or widows ; since no portion can go to the other heirs of the husband, so long as his widow survives†.**

Vyavasthá.
Reason.

Rám Sundra Adhikárí left two widows and no children. This action was by one of the widows to recover possession of an undivided moiety of the houses and land of her husband : it was undefended. She proved a *prima facie* title in Rám Sundra Adhikárí to part of the premises in the plaint, viz. four bigha's and some káthas at Sutánuti in Calcutta (ancestral property) ; for an undivided moiety of which the Court gave judgment for lessor of the plaintiff. Bhogabatí Rár *versus* Rádhá Krishna Mukhopádhyáy (Mookerjea,) Montriou's Cases of Hindu Law, p. 314.

***Case***
bearing on the vyavasthá No. 17.

A Hindu died without issue, leaving two widows, who took his whole estate for life. On the death of one, the other claimed the whole. Held that the survivor, would take, by law, every thing that was not bequeathed to another (and upon her death it goes to the collateral relations of the husband.) Srímatí Brajeshwarí Dásí *versus* Rám-mani Datta and others. 26th July 1816. East's Notes, Case 51.

***Case***
bearing on the vyavasthá No. 18.

---

* See Macn. H. L. vol. I. Sec 2, p. 19.

† See Macn. H. L. vol. I. Preliminary Remarks, pp. 12, 13 ; & Sect. 2. pp. 20, 21.

ব্যবস্থা

১৯ পত্নী ভর্ত্তারধন ভোগই করিবে, কিন্তু সে তাহা বন্ধকদিতে ও দান বিক্রয় করিতে যোগ্যা নয় *। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯১।

১৯ পত্নী ভর্ত্তৃধনং ভুঞ্জীতৈব পরং নতু তস্য দানাধানবিক্রয়ান্ কর্ত্তুমর্হতি *। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯১।

ব্যবস্থা

২০ তাহা কাত্যায়ন কহিয়াছেন—"ভর্ত্তার শয্যাসংরক্ষিণী (গ) গুরুকুলবাসিনী (জ) পুত্রহীনা পত্নী ক্ষান্তা হইয়া যাবজ্জীবন পতির ধন ভোগকরিবে (ট), তাহার পর উত্তরাধিকারিরা পাইবে" *।

২০ তদাহ কাত্যায়নঃ—"অপুত্রা শয়নং ভর্ত্তুঃ পালয়ন্তী (গ) গুরৌস্থিতা (জ)। ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা (ট) দায়াদা ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ" *॥

(গ) ভর্ত্তার শয্যা সংরক্ষিণী—পরপুরুষগামিনী নয়। দায়তত্ত্ব পৃ ৫২। ব্য. দ. ৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্যা।

(জ) গুরুকুলবাসিনী— অর্থাৎ শ্বশুরাদি স্বামিকুলে বাসকরিয়া তদ্ধন যাবজ্জীবন ভোগ করিবে, স্ত্রীধনের ন্যায় স্বচ্ছন্দে বন্ধক দিবেনা দান বিক্রয় করিবে না। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯১।

স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য দায়তত্ত্বে "গুরৌস্থিতা" এইপাঠস্থলে "ব্রতেস্থিতা" এইপাঠ ধরিয়াছেন। এবং দায়তত্ত্বটীকাকার কাশীরাম ব্রতেস্থিতাপদের ভর্ত্তার পারলৌকিক উপকার ব্রতে নিযুক্তা এমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"গুরুকুলবাসিনী" বলার তাৎপর্য্য এই যে গুরুর অর্থাৎ শ্বশুরাদির কুলে থাকিবে, তদভাবে পিতা প্রভৃতির আশ্রয়ে বাস করিবে এই বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তার মত। বি. দা. দ্বী. র.৮।

(গ)। ভর্ত্তুঃ শয়নং পালয়ন্তী—নান্যগামিনীতি দায়তত্ত্বং। পৃ. ৫২। ব্য. দ. ৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্যা।

(জ) গুরৌ শ্বশুরাদৌ ভর্ত্তৃকুলে স্থিতা যাবজ্জীবং ভর্ত্তৃধনং ভুঞ্জীত নতু স্ত্রীধনবৎ স্বচ্ছন্দং দানাধান বিক্রয়ানপি কুর্ব্বীত *। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯১।

রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যেণতু দায়তত্ত্বে "গুরৌস্থিতা" ইত্যত্র ব্রতে স্থিতা ইতি পাঠোধৃতঃ। ব্রতে স্থিতা—ভর্ত্তুঃপার লৌকিক উপকার-ব্রতে নিযুক্তা ইতিদায়তত্ত্বটীকার কাশীরামসম্মতা ব্যাখ্যা।

"গুরৌস্থিতেতি" গুরৌ শ্বশুরাদৌ তদভাবে পিত্রাদৌ বা স্থিতা ইতি বিবাদভঙ্গার্ণবকৃন্মতং। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

* দা. ক্র. স. পৃ ২, দা. ত. পৃ. ৫২। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. চ্যা.১১, সেক্১, পারা ৫৬, ৫৭। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩। মেক্. হি. ল. বা.১, চ্যা.২, পৃ. ১৯, ২০। এল্. ইন্. পৃ. ৭৩, ৭৫।

এই ব্যবস্থার তাৎপর্য্য ও কৌশল সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন সাহেব কর্ত্তৃক উত্তম রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্যথা—"শাস্ত্রে পত্নীর অধিকার স্পষ্ট ও নির্বিবাদ, কিন্তু সে যে কি অধিকার করে তাহা তাদক্ স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায় না। তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে (ইংরাজি আইন অনুসারে) যাবজ্জীন অধিকারির যেরূপ অধিকার তাহাও যে তাহার আছে ইহা বলাযাইতে পারে না; যেহেতু শাস্ত্রে তাহার উত্তরাধিকারি নির্দেশ করিতেছেন এবং পতিদায়ে তাহার ভোগকে অতি সঙ্কুচিত করিতেছেন। কোন আবশ্যক কার্য্যে অথবা বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয় ভিন্ন সে পতিদায়ের অত্যল্পভাগও দান বিক্রয় করিতে পারে না। অতএব তাহাকে কোন ব্যবহারের নিমিত্তে জিম্মাদার বইগণ্য করা যাইতে পারে না, এমত যে যদি সে অপহার করে, তবে তৎপতির দায়ে যাহাদের ভবিষ্যৎ স্বত্ব সম্বন্ধ আছে নিস্সন্দেহে তাহারা এমত ক্ষমতা রাখে যে তেমত করণে তাহাকে নিবারণ করিতে পারে। কিরূপ ব্যয়ে ও দানাদিতে অপহার হয় বা না হয় তাহা তদবস্থা বিশেষ দৃষ্টে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। পত্নী ইচ্ছানুসারে কি পর্য্যন্ত করিতে পারে তাহা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করেন নাই, কিন্তু বোধ হইতেছে শাস্ত্র কর্ত্তা কখনো এমত মনস্থ করেন নাই যে বিধবা মৃত পতির জ্ঞাতি হইতে ছাড়া হইয়া বাস করিবে অথবা তাহার শাসনাধীনে থাকিবে না, এবং যত ব্যয় করা তাহারা উচিত বোধ করে তাহার অধিক ব্যয় করিতে তাহার ক্ষমতা থাকিবে। এমত বিধান করাতে যে পত্নী পতিধনাধিকারিণী হইবে অথচ (ইংরাজি আইনে) যাবজ্জীবন অধিকারির যে ক্ষমতা আছে তাহাও তাহার থাকিবে না, ইহাই অত্যন্ত সম্ভব বোধ হইতেছে যে এমত বিধান এই মানসে হইয়াছে যে তাবৎ আপদেও ঐ অনাথার জীবনোপায় নষ্ট হইবে না, অথচ যাহাতে কুলে কলঙ্ক হয় এমত কর্ম্ম করণে বাধা জন্মিবে; নামমাত্রে বিষয়াধিকার দেওয়াতে তাহার গৌরব ও মান হইবে, এবং তাহাকে ধনের আমানতদার করাতে পতির জ্ঞাতিরা তাহার প্রতি অবহেলা ও দৌরাত্ম্য করিতে পারিবে না। অথচ তাহাকে পরিমিত ক্ষমতা মাত্র দেওয়া হওয়াতে স্ত্রীজাতীয় অপরিণামদর্শিতাচরণে বাধা জন্মান হইল। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১৯, ২০।

বিবাদ ভঙ্গার্ণবকর্ত্তা "নতু অর্হতি" পদের "উচিত নয়" এই অর্থ গ্রহণ করিয়া কহিতেছেন "উচিত নয়" ইহা লিখাতে বোধ হইতেছে যে যদি বন্ধক দেয় কিম্বা দান বিক্রয় করে তাহা সিদ্ধ হইবে। তবে "মোহে যে অদত্ত বস্তু গ্রহণ

"নতু অর্হতি" ইতি লিখন স্বরসাৎ যদি করোতি তদা সিদ্ধ্যতি ইত্যবগম্যতে, এবঞ্চ অদেয় দানাদ্দাত্র্যা দণ্ড্যো ভবতি—"গৃহ্নাত্যদত্তং যোমোহাৎ, যশ্চাদেয়ং প্রযচ্ছতি। দণ্ডনীয়াবুভাবেতৌ ধর্ম্মজ্ঞেন মহীভূতা"॥—ইতি নারদ বচনাৎ।

**19. The widow is only to enjoy her husband's estate: she is not competent to make a gift, mortgage, or sale of it*. See Coleb. Dá. bhá. Ch. xi. Sect 1. para. 56.** Vyavasthá.

**20. Thus KA'TA'YANA says: "Let the childless widow, preserving unsullied the bed of her lord (g), and abiding with her venerable protector (j), enjoy the property, restraining herself (t) until her death. After her, let the heirs take it"*. Coleb. Dá. bhá. Ch. xi. sect. 1, para. 56.** Vyavasthá.

(g) "*Preserving unsullied the bed of her lord*"—that is, not cohabiting with any other man. *Da'yatatwa*, p. 52. See V. D. p. 35.

(j) "*Abiding with her venerable protector*"—that is, staying in her husband's family with her father-in-law or other members thereof, let her, so long as she lives, enjoy her husband's estate, and not, as with her independent property (*stridhan*), make a gift, mortgage, or sale of it, at her pleasure*. See Coleb. Da'. bha'. Ch. XI. sect. 1, para. 37,

RAGHUNANDANA in *Dáyatatwa* reads "*Vrate sthita*" in place of "*gurou sthita*;" and the reading is expounded by the commentator KA'SHI'RA'MA, "diligent in such observances as may be beneficial to her husband in another world."

"*Abiding with her venerable protector*"—that is abiding with the father of her husband and so forth, or, on failure of such (guardians) with her own father and the rest. JAGANNATHA. Coleb. Dig. vol. III. p. 471.

---

* W. Dá. Kra. Sang. p. 3. 4; Coleb. Dig. vol. iii. p. 471, 472, 476; Macn. H. L. vol. i. Ch. 2, p. 19, 20. Elb. In. p. 73, 75.

The intent and policy of this law have been well explained by Sir William Macnaghten, thus: "So far, as to the right of succession, the law is clear and indisputable; but to what she succeeds is not so apparent. She has not an absolute proprietary right, neither can she, in strictness, be called even a tenant for life: for the law provides her successors, and restricts her use of the property to very narrow limits. She cannot dispose of the smallest part, except for necessary purposes, and certain other objects particularly specified. It follows, then, that she can be considered in no other light than as a holder in trust for certain uses; so much so that, should she make waste, they who have the reversionary interest have clearly a right to restrain her from so doing. What constitutes waste, however, must be determined by the circumstances of each individual case. The law has not defined the limits of her discretion with sufficient accuracy, and it was probably never in the contemplation of the legislator that the widow should live apart from, and out of the personal control of her husband's relations, or possess the ability to expend more than they might deem right and proper. In assigning a motive for the ordinance that a widow should succeed to her husband, and at the same time that she should be deprived of the advantages enjoyed by a tenant for life even, it seems most consistent with probability that it originated in a desire to secure, against all contingencies, a provision for the helpless widow, and thereby prevent her from having recourse to practices by which the fame and honour of the family might be tarnished. By giving her a nominal property, she acquires consideration and respectability; and by making her the depositary of the wealth, she is guarded against the neglect or cruelty of her husband's relations. At the same time, by limiting her power, a barrier is raised against the effects of female improvidence and worldly inexperience." Macn. H. L. vol. I, pp. 19, 20.

The author of *Viva'dabhangárnava* takes the expression "*Natu arhati*" (is not competent. V. D. 19) in the sense of "ought not," and says: it appears from the term "ought not", that if she do so the act is valid: but the giver shall be amerced for bestowing that which ought not to be alienated, as is directed by the text of NA'RADA: "He who foolishly receives what is (deemed) ungiven, and he who gives what should not be alienated, should be punished by a king who knows the law." (See Coleb.

(জ) "গুরুকুলবাসিনী ( গুরৌস্থিতা)" শাস্ত্রে এইমাত্র কথিত হওয়াতে, এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া যদি বিবেচনা করাযায় যে শ্বশুর কুল নির্মনুষ্য হইলে অথবা তেমত নাহইলেও সেখানে বাস অসাধ্য হইলে ব্যভিচারাভিলাষ বিনাও বিধবা পিত্রাদিকুলে বাসকরিতে পারিবেনা এবং করিলে নিস্স্বত্ব হইবে, তবে এমত বিবেচনা যুক্তি বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মবিরুদ্ধও হইল, তাহা বৃহস্পতি কহেন " কেবল শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া নির্ণয় কর্ত্তব্য নয়, (যেহেতু) যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়"। অতএব—

"গুরুকুলবাসিনী" এই শাস্ত্রোক্তিতে শ্বশুর কুলে আশ্রয় লওয়া উত্তম ইহাই বোধ্য। কিন্তু—

ব্যবস্থা

২১ যদি দৌরাত্ম্যাদি কারণ বশতঃ তাহার পতি কুলে বাস করা কঠিন হয় তবে ব্যভিচারাভাবে পিতা প্রভৃতির কুলে থাকিলেও হানি নাই।

(ট) ক্ষান্তা—পরিমিতাহারে ক্ষীণা অর্থাৎ সংযতা এই শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের ও অচ্যুতের মত।

ক্ষান্তা—অতি ব্যয়শীলা নয়। এই নিবন্ধাদিগের ব্যাখ্যা, ইহার ভাব এই যে কেবল প্রাণধারণার্থে ভোগ করিবে সূক্ষ্মবস্ত্রাদি পরিধান করিবে না এই জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের উক্তি। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

(অপুত্রা পত্নী) ক্ষান্তা হইয়া যাবজ্জীবন ভোগ করিবে এই বচনে পত্নী পদ অধিকারিণী স্ত্রীমাত্রের বোধক। যদি বল স্ত্রীমাত্র বুঝাইবার মূল কি, (উত্তর), অত্র তাৎপার্য্য এই যে স্ত্রী সঙ্কান্ত ধন স্ত্রী-ধন না হওয়াতে, এবং এই বচনে বিশেষ অধিকারি অপ্রাপ্তি হওয়াতে বচন ব্যর্থ হয়, অতএব তাহা জানার আকাঙ্ক্ষা থাকাতে সুতরাং তৎকল্পনা করিতে হইল, তাহাতে সাদৃশ্য হেতু —

ব্যবস্থা

২২ স্ত্রী সঙ্ক্রান্ত ধনমাত্রের তৎ পূর্ব্ব স্বামির দায়াদ-ই অধিকারী কল্পনীয়; অতএব পত্নী পদ (অধিকারিণী) স্ত্রীমাত্রের উপলক্ষক। দা. ভা. টী. পৃ. ২০৫।

(ড) "দায়াদেরা পরে পাইবে" ইহাবলাতে পত্নীমরিলে পত্নীর অভাবে যে দুহিত্রাদি দাযাধিকারি তাহারা

করে, এবং যে অদেয় দান করে, তাহারা উভয়েই ধর্ম্মজ্ঞমহীপালের দণ্ডনীয়"—এই নারদ বচনার্থানুসারে অদেয় দাননিমিত্ত দাত্রীর দণ্ড হইতে পারে (বি, দা. ভা. র. ৮)। এবং কৌশলে বিধবাকৃত যে দানাদি তাহা সমস্তই সিদ্ধ কহিতেছেন, কিন্তু ইহা গ্রাহ্য নয়, যেহেতু ধনস্বামির উপকারার্থে তৎপত্নী যে দান কিম্বা বিক্রয় করে অথবা বন্ধক দেয় তাহাই শাস্ত্রসম্মত হওয়াতে সিদ্ধ, তদ্ভিন্ন যে দানাদি তাহা অসিদ্ধ যেহেতু শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধ, এবং "পতির উপকারার্থ ভিন্ন যে দান, ভোগ, ও যথেষ্ট বিনিযোগ তাহা অবশ্য অসিদ্ধ"—জগন্নাথের এই স্বকীয় উক্তিরও বিরুদ্ধ।

(জ) শাস্ত্রে "গুরৌস্থিতেতি মাত্রোক্তিঃ, তামবলম্ব্য, শ্বশুরকুলে নির্ম্মনুষ্যে তত্র বাসেঽসাধ্যে বা ব্যভিচারাভিলাষং বিনাপি মৃতভর্ত্তৃকয়া পিত্রাদিকুলে বাসং কর্ত্তুং ন শক্যতে, যদি কুর্য্যাৎ তদা অস্যাঅধিকার নিবৃত্তিঃ, অস্যাং বিবেচনায়াং কৃতায়াং যুক্তি চিরোধঃ স্যাৎ ধর্ম্মহানিশ্চ, তদাহ বৃহস্পতিঃ— "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তি হীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥ ব্যবহারতত্ত্ব। অতএব—

"গুরৌস্থিতা" ইত্যনেন, শ্বশুরকুলাবলম্বনস্য প্রাশস্ত্যমেব বোধ্যং। অথ—

২১ যদি দৌরাত্ম্যাদি কারণবশতঃ অস্যাঃ পতি-কুলে ঽবস্থিতির্বিঘটতে তদা পিতৃকুলাদাববস্থিত্যামপি ব্যভিচারাভাবে নৈব হানিঃ।

(ট) ক্ষান্তা—পরিমিতাহারেণ ক্ষীণা ইতি শ্রীকৃষ্ণাচ্যুতৌ।

ক্ষান্তা—অনতিব্যযিনীতি নিবন্ধারঃ, তথাচ প্রাণধারণার্থং ভুঞ্জীতৈব নতু সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধানাদিকং কুর্য্যাদিতি ভাব ইতি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

(পত্নী) ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা ইত্যত্র পত্নীপদং স্ত্রীমাত্রোপলক্ষকমিত্যর্থঃ। নম্ন কিমত্র স্ত্রীমাত্রোপলক্ষকত্বে বীজমিতি চেৎ, অত্রায়ং ভাবঃ, স্ত্রীসংক্রান্ত ধনস্য স্ত্রীধনত্বাভাবাৎ অধিকারি বিশেষস্যাত্র বচনাদপ্রাপ্ত্যা বৈযর্থ্যাপত্তেঃ, আকাঙ্ক্ষয়া কল্পনে, সাদৃশ্যাৎ—

২২ স্ত্রী সংক্রান্ত ধন মাত্রস্য পূর্ব্বস্বামিদায়াদরূপোঽধিকারী কল্পনীয়ইত্যেতদর্থং পত্নী পদস্য স্ত্রীলক্ষকত্বমিতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারাঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ২০৫।

(ড) দায়াদা উর্দ্ধমাপ্নুয়ুরিত্যনেন—তস্যাং মৃতায়াং পত্ন্যভাবে যে দুহিত্রাদয়ো দায়াধিকারিণস্তে গৃহ্লীয়ুঃ

( বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮)॥ ইতি বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতা কৌশলেন যৎ পত্নীকৃত দানাদিকং সমস্তমেব সিদ্ধমিত্যুক্তং তন্ন গ্রাহ্যং, যতঃ ধনস্বাম্যুপযোগে পত্নী যদ্দানংআধমনং বিক্রয়ণম্বা করোতি তদেব সিদ্ধ্যতি তস্য শাস্ত্রানমতত্বাৎ, তদিতর দানাদিকমসিদ্ধমেব—শাস্ত্র ব্যবহারযোর্বিরোধাৎ, "পত্যুরুপকারার্থ দানেতর ভোগেতর যথেষ্ট বিনিয়োগাসিদ্ধিরেব" ইতি স্বোক্ত বিরোধাচ্চ।

The law, it is true, prescribes a widow's condition as only "abiding with her venerable protector," but this injunction must be adhered to in spirit rather than to the letter. It is not to be concluded that if her husband's family contain no male, or if it be impracticable for her to stay therein, the widow cannot, even for so just a cause, and with no improper intent, leave the home of her husband's family and take up her abode with her own father and the rest;—a conclusion contrary to reason, and consequently to justice. Thus VRIHASPATI, says: "It is not proper to found a judgment on the law (i. e. the letter of the law) alone: a judge loses his integrity who gives a judgment which is at variance with reason." We say then, the purport of the injunction is, that it is preferable that the widow should abide under the protection of the family of her father-in-law. But—

**21. If it be impracticable for the widow to stay in the family of her husband, because of oppression or other just cause, she may betake hereself to the family of her father and the rest, provided that her change of residence be not for unchaste purposes.** Vyavastha´

(t) "*Restraining herself (kshánta)*"—being abstemious, according to the commentators SRI´-KRISHNA & ACHYUTA.

"*Kshánta or khyánta*",—not prodigally expensive, but enjoying the estate with frugality; such is the exposition of the commentators: the meaning is that she may use it to support life, but not to wear delicate apparel or the like. JAGANNA´THA. See Coleb. Dig. Vol. III. p. 471, 472.

In the phrase "the *patní* will enjoy the property, restraining herself, until her death"—the word "*patní*" is put merely for an example, and embraces all females entitled to inherit. If it be asked why this term should be held to comprehend all such women? the answer is, that the property which devolves by inheritance on a woman not being *Strídhan* (that which is private and peculiar to a woman), and who are to succeed not being pointed out, the text is unnecessary, and it is left to ascertain the heir: now, the modes of succession of females (entitled to inherit) being alike,—

22. It is to be held that the heir of the former (male) owner succeeds to the property of an inheritrix; consequently the word *patní* intends the female (whoever she be) entitled to inherit SRI´KRISHNA's Comment on *Dáyabhága* Sans. p. 205. Vyavasthá

(d) By the phrase "*After her let the heirs take*" it is meant that when she dies, the daughters and others, who would regularly be heirs in default of the wife, take the estate; not the kinsmen, since

Vol. III. p. 464). With such subtle ingenuity the learned author frames the opinion—*that all the alienations made by the widow, are valid.* Such opinion is by no means to be respected: the alienation made by a widow of the estate of her husband is held invalid except when and only when the act confers a benefit upon the husband, as the alienation for this purpose is permitted by the law, and that for other purposes is opposed to it, as well as to the establised usages, and even to the declaration of the said author himself, who thus concludes an exposition of the widow's rights and privileges: "Whence it fully appears that her disposal of it at pleasure, otherwise than by the (simple) use of it, or by donation for the benefit of her lord, is invalid."

গ্রহণ করিবে জ্ঞাতিরা গ্রহণ করিবে না, কারণ জ্ঞাতিরা দুহিত্রাদি হইতে জঘন্য অতএব তাহারা দুহিত্রাদির বাধা জন্মাইতে পারে না পত্নীই তাহাদের বাধিকা যেহেতু পত্নীর অধিকার না হইলে অথবা হইয়া ধ্বংস হইলে বাধা জন্মিত না। স্ত্রীধনাধিকারিরাও ঐ (সঙ্ক্রান্ত) ধনগ্রাহি নয়, যেহেতু স্ত্রীধনের সহিতই তাহাদের সম্বন্ধ, এবং যেহেতু কাত্যায়নের বচনান্তরে তাহাদের অধিকার উক্ত হওয়াতে পুনরুক্তি দোষ ঘটে। অতএব "পত্নী দুহিতর শৈচব" ইত্যাদি * বচন দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পর ২ যাহারা অধিকারি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহারা পত্নীর অধিকার জন্মাইবার পূর্ব্বে যে রূপ ধন গ্রাহি হইত তদ্রূপ পত্নী অধিকারিণী হওয়ার পর তাহার অধিকার ধ্বংসেও ভোগাবশিষ্ট ধনগ্রাহি হইবে। তৎকালীন অন্যাপেক্ষা দুহিত্রাদি মৃতের উপকারক হওয়াতে তাহাদেরই ধনাধিকার ন্যায্য †। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯১, ১৯২, ১৯৩।

ন পুনর্জ্ঞাতয়ঃ তেষাং দুহিত্রাদিভ্যো জঘনাত্বাৎ তদ্বাধকত্বানুপপত্তেঃ, পত্নীহি তেষাংবাধিকা, তদধিকার প্রাগভাবে প্রধ্বংসেচ বাধকাভাবস্যাবিশেষাৎ বাধানুপপত্তেঃ। নাপি স্ত্রীধনাধিকারিণো গৃহ্নীয়ুঃ তেষাং স্ত্রীধন বিষয়ত্বাৎ, কাত্যায়ন বচনে নৈবচ স্ত্রীধনাধিকারিণাং বচনান্তরৈরুক্তত্বাৎ পুনরুক্তত্বাপত্তেশ্চ। অতঃ "পত্নী দুহিতর শৈচব" ইত্যাদিনা* যে পূর্ব্ব পূর্ব্বস্যাভাবে পরভূতাধিকারিণো নির্দ্দিষ্টাস্তে যথা পত্ন্যাধিকার প্রাগভাবে গৃহ্নীয়ুস্তথা জাতাধিকারায়াঃ পত্ন্যা অধিকার প্রধ্বংসেঽপি ভোগাবশিষ্টং ধনং গৃহ্নীয়ুঃ। তদানীং দুহিত্রাদীনামেবান্যাপেক্ষয়া মৃতোপকারকত্বাৎ যুক্তো ধনাধিকারঃ †। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯১, ১৯২, ১৯৩।

ব্যবস্থা ২৩ তথা মহাভারেতের দান ধর্ম্মে কথিত হইয়াছে—"স্ত্রীরা পতিসঙ্ক্রান্ত ধনের উপভোগ রূপ ফলভোগিনী (ন)। তাহারা কোন প্রকারে পতির দায় অপহার (প) করিবে না ‡। দা. ভা অপু. ১৯৩।

২৩ তথা দানধর্ম্মে—"স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগ (ন) ফলংস্মৃতঃ। নাপহারং (প) স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন ‡। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩।

ব্যবস্থা ২৪ (ন) উপভোগও সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধানাদি নয়, কিন্তু স্বশরীর ধারণে পতির উপকার হওয়াতে দেহধারণোচিত ভোগের অনুজ্ঞা আছে ‡। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩। অতএব—

২৪ (ন) উপভোগোঽপি ন সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধানাদিনা, কিন্তু স্বশরীর ধারণেন পত্যুরুপকারকত্বাৎ দেহধারণোচিতোপভোগাভ্যনুজ্ঞানং ‡। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩। অতএব—

ব্যবস্থা ২৫ জীবন ধারণে অসমর্থা হইলে বন্ধক দেওয়া, তাহাতেও নাচলিলে বিক্রয়ও অনুমত বটে, যেহেতু কারণে বিশেষ নাই §। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩।

২৫ বর্ত্তনাশক্তৌ আধানমপ্যনুমতং তদশক্তৌ বিক্রয়ণমপি ন্যায়স্যাবিশেষাৎ §। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩।

ব্যবস্থা ২৬ এবং (যেহেতু ভর্ত্তার উপকার অপেক্ষণীয় ¶ অতএব) ভর্ত্তার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার্থে দানাদিও (ব) অনুমত হইয়াছে, এনিমিত্তে স্ত্রীরা অপহার (প) করিবেনা ইহা ঐ বচনে কথিত হইয়াছে, § দা. ভা. অপু. ১৯৩।

(প) যে ব্যয়ে ধনির উপকার নাই তাহাই অপহার §। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩।

(ম) আদি পদে বন্ধক ও বিক্রয়ও বোধ্য।

(প) ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার্থে—পারলৌকিক উপকারার্থে। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের এই ব্যাখ্যা। দা. ভ. টী. ১৯৪। অতএব—

২৬ এবঞ্চ ভর্ত্তুরৌর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদ্যর্থং (ব) দানাদিকমপ্যনুমতং (ম) (ভর্ত্তুরুপকারস্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ ¶)। অতএব নাপহারং (প) স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুরিত্যপহার বচনং §। দা. ভা. অপু. প. ১৯৩।

(প) অপহারশ্চ ধনস্বাম্যনুপযোগে ভবতি §। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩।

(ম) আদিনা—আধমনবিক্রয়াবপি।

(প) ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার্থং—পারলৌকিকোপকারার্থমিতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারাঃ। দা. ভা. টী. পৃ ১৯৪। অতঃ—

* ব্য. দ. পৃ. ২৮। † বি. দা. ভা. ষ্টী. র. ৮। কোল্. দা. চ্যা. ১১, সেক্. ১, পৃ. ১৮০, ১৮২। কোল্. ভা. বা. ৩. পৃ. ৪৭২।
‡ দা. ক্র. স. পৃ. ২। বি. দা. ভা. ষ্টী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্ ১, পারা ৬০, ৬১। উ. দা. ক্র. স. পৃ. ৪। কোল্. ভা. বা. ৩ পৃ. ১৩৭, ১৩৮। § কোল্., দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ১, পারা. ৬২, ৬১। উ. দা. ক্র. স. পৃ. ৫। ¶ দা. ভা. টী. পৃ. ১৯৫।

these, being inferior to the daughter and the rest, ought not to exclude those heirs; for the widow debars them from the succession; and, the obstacle being equally removed if her right cease or never take effect, it can be no bar to their claim. Nor shall the heirs of the woman's separate property (as her brothers, &c.) take the succession (on failure of daughters and daughters' sons, to the exclusion of her husband's heirs;) for the right of those (persons, whose succession is declared under that head,) is relative to the property of a woman (other than that which is inherited by her). KA'TYA'YANA has propounded by separate texts the heirs of a woman's property; and (his text declaratory of the succession to heritage,) would be tautology: (consequently heritage is not ranked with woman's peculiar property). Therefore those persons, who are exhibited in the text; ("The wife, and daughters, &c." *) above cited as the next heirs on failure of prior claimants, shall in like manner as they would have succeeded if the widow's right had never taken effect, equally succeed to the residue of the estate remaining after her use of it, upon the demise of the widow in whom the succession had vested†. See Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. sect. I. para. 57, 58, 59.

23. Thus in the *Mahábhárata*, in the chapter entitled *Dánadharma*, it is said; "For women, the heritage of their husbands is pronounced applicable to use (n). Let not women on any account make waste (p) of their husbands' property‡." Vyavasthá

24. (n) Even use should not be by wearing delicate apparel and similar luxuries: but, since a widow benefits her husband by the preservation of her person, the use of property sufficient for that purpose is authorized‡. Hence,—

25. If she be unable to subsist (otherwise), she is authorized to mortgage the property; or, if still unable, she may also sell it: for the same reason is equally applicable§. Vyavasthá

26. In like manner (since the benefit of the husband is to be consulted¶) even a gift or other alienation (m) is permitted for performance of the husband's funeral rites, &c. (b). Accordingly the author says, "let not women make waste (p) §." Vyavasthá

(p) Here "waste" intends expenditure not useful or beneficial to the (late) owner of the property. See Coleb. Dá. Bhá. Ch. XI. Sect. 1, para. 61.

(m) By the term "*other alienation*" is meant mortgage or sale.

(b) "*For performance of funeral rites, &c.*"—That is for conferring benefits on the husband in the next world. SRI'KRISHNA's Comment on *Dáyabha'ga*, Sans. p. 194. Hence,—

---

* Vide V. D. p. 295. † Coleb. Dig. vol. III. p. 479.

‡ Coleb. Dá. Bhá Ch. xi. Sect. 1, para. 60, 61; W. Dá. Kra. Sang. p. 4. Coleb. Dig. vol. iii. p. 467, 678.

§ Coleb. Dá. Bhá. Ch. XI. Sect. 1, para. 62, 61; W. Dá. Kra. Sang. p. 5. ¶ SRIKISHNA's Comment on *Da'yabha'ga*.

ব্যবস্থা

**২৭ ভর্ত্তার ঋণশোধ কন্যার বিবাহ অবশ্য পোষ্য পরিবারের পালন এবং অত্যাবশ্যক হিত কার্য্যনিমিত্তেও দানাদি শাস্ত্র সিদ্ধ, যেহেতু ঋণশোধাদিতে ভর্ত্তার পারলৌকিক মহোপকার, তাহা না হইলে নরকভোগ হয়।**

**২৭ ভর্ত্তুঃ ঋণাপনয়ন কন্যোদ্বাহ অবশ্যপোষ্য পরিবারপালন অত্যাবশ্যক হিত কার্য্যার্থঞ্চ বিক্রয়াদিকং শাস্ত্র সিদ্ধং, যস্মাৎ ঋণাপনয়নাদীনাং পারলৌকিক মহোপকারকত্বং, তদভাবে নরকপাতঃ।**

প্রমাণ

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ হইতে পুত্র আমাকে মুক্ত করিবে এই স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্তে পিতৃলোক পুত্র ইচ্ছাকরেন। অতএব পুত্রজাত হইয়া পিতা নরকে নাযান এই বিবেচনায় স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক পিতাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিবে। তপস্বী হউন বা অগ্নি হোত্রী হউন যদি ঋণী হইয়া মরেন তবে তাহার তপস্যা ও অগ্নিহোত্র উত্তমর্ণের হয়॥ নারদ। ঋণশোধ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

ইচ্ছন্তি পিতরঃ পুত্রান্ স্বার্থহেতোর্যতস্ততঃ। উত্তমর্ণাধমর্ণেভ্যো মাময়ং মোক্ষয়িষ্যতি। অতঃ পুত্রেণ জাতেন স্বার্থমুৎসৃজ্য যত্নতঃ। ঋণাৎ পিতা মোচনীয়ো যথা নো নরকং ব্রজেৎ॥ তপস্বীবাগ্নিহোত্রীবা ঋণবান্ ম্রিয়তে যদি। তপশ্চৈবাগ্নিহোত্রঞ্চ তৎসর্ব্বং ধনিনাং ভবেৎ॥ নারদঃ। ঋণশোধন প্রকরণং দ্রষ্টব্যং।

প্রমাণ

"কন্যাদিগকে তৎ পিতৃবিষয় হইতে বিবাহোচিত ধনদেয়"। দেবল।

ইহা ন্যায্য, যেহেতু ধনবিনা অবিবাহিতা কন্যার ঋতুদর্শনে পিত্রাদি নরক গামি হয়েন ইহা শ্রুত হইয়াছে, যথা বশিষ্ঠ কহিয়াছেন "সকামা ও যোগ্যবরের প্রার্থিতা কন্যা যতবার ঋতুমতী হয়, তৎ পিতা মাতা তত সংখ্যক জীবহত্যার পাতকি হয়েন, এই ধর্ম্মবাদ" (১৭,৫৬)। তথা পৈঠীনসি "কন্যার স্তন উঠিবার পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া উচিত, কিন্তু যদি কন্যা (বিবাহের পূর্ব্বে) ঋতুমতী হয়, তবে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই নরকগামি হয়। এবং পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ বিষ্ঠাতে (কীট হইয়া) জন্মে; অতএব বাল্যকালেই কন্যার বিবাহ-দেওয়া উচিত। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৫।

"কন্যাভ্যশ্চ পিতুর্দ্রব্যাৎ দেয়ং বৈবাহিকংবসু"। দেবলঃ।

যুক্তঞ্চৈতৎ, ধনমন্তরেণাপরিণীতায়াঃ কন্যায়াঃ ঋতুদর্শনে পিত্রাদীনাং নরকপাতঃ শ্রুতে, তদাহ বশিষ্ঠঃ—"যাবন্তু কন্যামৃতবঃস্পৃশন্তি, তুল্যৈঃ সকামামপি যাচ্যমানাং। তাবন্তি ভূতানি হতানি ত্যাভ্যাং মাতা পিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ" (১৭,৫৬)॥ তথা পৈঠীনসিঃ—যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া, অথ ঋতুমতী ভবতি তদা দাতা প্রতিগ্রহীতাচ নরকমাপ্নোতি। পিতৃপিতামহ প্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে, তস্মান্নগ্নিকা দাতব্যা। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৫।

প্রমাণ

পোষ্যবর্গের পালন করা স্বর্গলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়, তাহার দিগকে ক্লেশ দিলে নরক হয়, অতএব যত্নে তাহাদের ভরণপোষণ করিবে। মনু। মনুকহিয়াছেন বৃদ্ধপিতা মাতা ও সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশু পুত্র ইহারদিগকে শত অপকর্ম্ম করিয়াও প্রতিপালন করা উচিত॥ এই মনুবচনে মাতা পিত্রাদির পোষণার্থ ভর্ত্তাকে অকার্য্য করিতেও অনুমতি থাকাতে তাহারা তৎ পত্নীর অবশ্য পোষ্য।

ভরণং পোষ্য-বর্গস্য, প্রশস্তং স্বর্গসাধনং। নরকং পীড়নে চাস্য, তস্মাদ্ যত্নেন তং ভরেৎ॥ মনুঃ। বৃদ্ধৌচ মাতা পিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃশিশুঃ। অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ। ইতি মনুবচনেন মাতা পিত্রাদি পোষণার্থং ভর্ত্তুরকার্য্য করণস্যাপ্যনুমতে স্তে পত্ন্যা অবশ্যং পোষণীয়াঃ।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যেরও মত এই যে স্ব সঙ্ক্রান্তপতিধন পতির স্বর্গার্থে দান কর্ত্তব্য, অতএব ইচ্ছামিতে তদ্ভিন্নদানাদি অকর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যেরও এইমত। ভবদেবের মতও প্রায় এই রূপ †। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যা অপি পত্ন্যা স্বসঙ্ক্রান্ত পতিধনস্য পতি স্বর্গার্থং দানং কর্ত্তব্যমিত্যনুমনান্তে, তেনচ অন্যত্রাকর্ত্তব্যত্বং জ্ঞায়তে। বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যোপ্যেবং। ভবদেবোঽপি এবমেব প্রায়ঃ †। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

ব্যবস্থা

**২৮ যদি দায়াদেরা পত্নীর ভরণ পোষণের এবং অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যয় দেয় বা দিতে স্বীকার করে তবে সে পতির বিষয় বিক্রয়াদি করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা অসিদ্ধ হইবে।**

**২৮ দায়াদৈঃ বর্ত্তনোচিত ব্যয়ে অবশ্য কর্ত্তব্য ব্যয়েচ দত্তে দাতুংস্বীকৃতে বা পত্নী পতিধনস্য বিক্রাদিকং কর্ত্তুংনার্হতি, যদি করোতি তদা ন সিধ্যতি।**

**27. A sale or other alienation by the widow is valid when made for liquidation of her husband's debts, for the marriage of his daughters or for the support of such relatives as it is incumbent to support, likewise to defray the expenses of such other acts as are beneficial and necessary to be performed.—Great benefit is done to a departed soul by paying his debts, by bestowing his daughter in marriage and supporting his family; indeed, if these duties be neglected, he is doomed to hell.** Vyavasthá.

"Fathers desire male offspring, for their own sake, reflecting, "this son will redeem me from every debt whatsoever due to superior and inferior beings." Therefore, a son begotten by him should relinquish his own property, and assiduously redeem his father from debt, lest he fall to a region of torment. If a devout man, or one who maintained a sacrificial fire, die a debtor, all the merit of his devout austerities, or of his perpetual fire, shall belong to his creditors."—NA'RADA. Authority.

"To maidens should be given a nuptial portion out of the father's estate."—DEVALA.

This is proper: for, should the maiden arrive at puberty unmarried, through poverty, her father and the rest would fall to a region of punishment, as declared by holy writ. Thus VASHISHTHA says: "So many seasons of menstruation as overtake a maiden feeling the passion of love and sought in marriage by persons of suitable rank, even so many are the beings destroyed by both her father and mother; this is a maxim of the law." POITHI'NASHI: "A damsel should be given in marriage before her breasts swell. But if she have menstruated (before marriage,) both the giver and the taker fall to the abyss of hell; and her father, grandfather, and great grandfather are born (insects) in ordure." Therefore she should be given in marriage while she is yet a girl. Authority.

The support of persons who should be maintained is the approved means of attaining heaven. But hell is the man's portion if they suffer. Therefore (let a master of a family) carefully maintain them. MANU declared, that a mother and a father in their old age, a virtuous wife, and an infant son, must be maintained even by the commission of a hundred offences. By this text of MANU the widow's husband being authorized even to use irregular means for the support of his father, and the rest, these should certainly be supported by the widow. Authority.

RAGHUNANDANA too acknowledges that, for the purpose of raising her husband to a region of bliss, a wife may give away property left by him, and devolving on her by the failure of male issue. Hence it is understood that she ought not to give away his property for other purpose. *Va'chaspati Bhattacha'rjya* has delivered the same exposition. BHAVADEVA also concurs nearly in the same opinion. Coleb. Dig. vol. III. p. 464.

**28. If the reversioners supply or agree to supply the widow with maintenance, and money for performance of such acts as are indispensable, she can not alienate her husband's property without their consent: If she do, such alienation is invalid.** Vyavasthá.

"স্ত্রীরা পতির দায়ের উপভোগরূপ ফল ভোগিনী (স্ত্রীরা কোন ক্রমে পতির দায়রূপ ধন অপচয় করিবেনা)" এই মহাভারতের বচনে, এবং "যাবজ্জীবন ক্ষান্তা হইয়া ভোগ করিবে, (তাহার পর দায়াদেরা পাইবে)" এই কাত্যায়ন বচনেও কেবল ভোগমাত্র ফল ইহা কথিত হইয়া পরস্বত্বোৎপাদক যে দানাদি তাহা নিবারণপুর্ব্বক ভোগ মাত্র উপদেশ হওয়াতে—

"স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগ ফলঃ স্মৃতঃ (নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতি দায়াৎ কথঞ্চন।)" ইতি মহাভারত বচনেন, "ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা (দায়াদা উর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ)" ইতি কাত্যায়ন বচনেনচ, ভোগমাত্র ফলকত্ব কথনেন পরস্বত্বোৎপাদনাদি রূপ ফল ব্যাবর্ত্তনাৎ ভোগমাত্রোপদেশাচ্চ—

ব্যবস্থা

২৯ পতির উপকারার্থ দান ও ভোগ ভিন্ন যে তদ্ধনের দানাদি তাহা অবশ্য অসিদ্ধ এই তাৎপর্য্য। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

২৯ পত্যুরুপকারার্থ দানেতর ভোগেতর যথেষ্ট বিনিযোগাসিদ্ধিরেব পর্য্যবসীয়তে বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

পতি হীনা পত্নী যথেষ্ট ভোজন শয়নাদি ব্যবহারে নিবৃত্তা ও সংযতা হইয়া ব্রতে নিযুক্তা হইবে, যেহেতু পতির ধনস্বরূপ যে সে আপনাকে পতির প্রয়োজন (উপকার) নিমিত্তই জানিবে ইহা কথিত আছে। অপিচ পতির অন্য ধনও পতির উপকারি কর্ম্ম বিনা ব্যয় নিষেধ হেতু, সে পতিধন রক্ষণরূপ ব্রতে নিযুক্তা হইবেক। ইহাও তাহার এক ব্রত যে পতির ধন দেবতার ধনের ন্যায় ব্যবহার বিষয়ে ব্যয় করিবে না। তথাপি দৈবাৎ পত্নীকৃত যে দানাদি তাহা অবশ্য সিদ্ধ। পরন্তু উত্তরাধিকারিরা রাজাকে জানাইলে রাজা তাহার বিহিত দণ্ড করিবেন কিন্তু গ্রহীতার দণ্ড করিবেন না যেহেতু গ্রহীতার দণ্ড হইবে শাস্ত্রে এমত লিখিত নাই। এই নব্য মত সিদ্ধ ব্যবস্থা। (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮) এই ব্যবস্থা নব্যমত সিদ্ধ নয় কিন্তু নব্যচ্ছলে বিবাদভঙ্গার্ণবকার্ত্তার দত্ত নব্যা ব্যবস্থা, যেহেতু পতি সঙ্ক্রান্ত ধন পতির অনুপকারে পত্নী দৈবাৎ দানাদি করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে ইহা কোন নব্য পণ্ডিতে কহেন নাই, প্রত্যুত নব্য পণ্ডিতদিগের মতানুসারে বিচারকর্ত্তারা তদ্রূপ দানাদি অসিদ্ধ করিয়াছেন, যথা পরে প্রকটিত বিচার পত্র কতিপয়ে প্রকাশ।

তথাহি মৃতপতিকা পত্নী যথেষ্ট ভোজন শয়নাদি ব্যবহারান্নিবৃত্য সংযতৈব ব্রতে তিষ্ঠেৎ পতিধন স্বরূপস্য আত্মনঃ পতিমাত্র প্রযোজনত্বেনোপন্যাসাৎ। তথা পত্যুর্দ্ধনান্তরস্যাপি পত্যুরুপকারকত্বং বিনা বিনিয়োগাভাবাৎ তত্তৎ পালনরূপব্রতে তিষ্ঠেৎ, ইদমপি তস্যা ব্রতমেব যৎ পতিধনং দেবধনবৎ ব্যবহারার্থং নার্পযতীতি। তথাপি দৈবাৎ পত্ন্যা কৃতং দানাদিকং সিধ্যত্যেব। পরন্তু দায়াদৈ র্জ্ঞাপিতো রাজা তাংযথা বিহিতং দণ্ডয়েৎ নতু গ্রহীতারং তত্র শাস্ত্রাভাবাদিতি নব্য মত সিদ্ধা ব্যবস্থা। (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮)। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননেন নব্যচ্ছলেনৈব নব্যৈষা ব্যবস্থোক্তা, যতঃ কেনাপি নব্যেন দৈবাৎ পতিসঙ্ক্রান্তধনস্য তদুপযোগংবিনা পত্ন্যা কৃতং দানাদিকং সিদ্ধমিতি নোক্তং, প্রত্যুত নব্যানাং মতানুসারেণ প্রাড়বিবাকৈঃ তাদৃগ্‌দানাদিকমসিদ্ধমিতি ব্যবস্থাপিতং তজ্জ্ঞাতব্যং পশ্চাৎ প্রকটিত বিচারপত্রেষু।

পতিরধন দান করা অকর্ত্তব্য হইলেও পত্নীধন দণ্ডের উপযুক্ত দোষ করিলে রাজাকে পতির ধন দণ্ড দিতে পারে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—দণ্ড শুদ্ধির হেতু, তাহা অবশ্য দেয়, যেহেতু দানাদির যে নিষেধ সে কেবল অবৈধ বিষয়ে। এবং প্রায়শ্চিত্ত ব্রতাদিকরণে অশক্ত হইলে ধেনুদানাদি তাহার কর্ত্তব্য, স্বর্গার্থে দানাদিও কর্ত্তব্য। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

নন্বু যদি পত্ন্যা দানং ন কর্ত্তব্যং তদাধন দান গর্হপাপে কৃতে দণ্ডার্থং ধনং রাজ্ঞে দেয়ং ন বা ইতিচেৎ—দণ্ডস্য শুদ্ধিহেতুত্বেনাবশ্যং দেয়তা, নিষেধশ্চ বৈধেতরত্র। এবংপ্রায়শ্চিত্ত ব্রতাদ্যশক্তৌ ধেনু দানাদিকমপি কর্ত্তব্যং এবং স্বর্গার্থং দানাদিকমপি কর্ত্তব্যমিতি জগন্নাথতর্কপঞ্চাননঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

ব্যবস্থা

৩০ সর্ব্বস্ব বিক্রয় ব্যতিরেকে যদি জীবনধারণ ঋণশোধনাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন না হয় তবে তাহাও শাস্ত্রানুমত, কিন্তু পারলৌকিক কাম্য ক্রিয়ার্থে কিয়দংশ মাত্রদানাদি সম্মত, সর্ব্বস্ব দানাদি সম্মত নয়।

৩০ সর্ব্বস্ব বিক্রয়ণমন্তরেণ বর্ত্তন ঋণশোধনাদ্যবশ্য কর্ত্তব্য ক্রিয়ায়া অনিষ্পত্তৌ সর্ব্বস্ব বিক্রয়ণমপ্যনুমতং, ঔর্দ্ধদেহিক কাম্য ক্রিয়ার্থন্তু কিঞ্চিদেব দানাদিকং সম্মতং নতু সর্ব্বস্বদানাদিকং।

"To women, the heritage of their husbands is pronounced applicable to use; (let not women on any account make waste of their husbands' property:)" this text of the *Mahábhárata*, and the following of KÁTYÁYANA: "The widow shall enjoy her husband's property, restraining herself until death, (after her, let the heirs take it,)" declaring frugal enjoyment to be the only fruit derived by the widow from her husband's property, forbid the transfer of such property to another; whence—

29. It fully appears that the widow's disposal of her husband's property at pleasure, otherwise than by the simple use of it, or by donation for the benefit of her lord, is invalid. Coleb. Dig. Vol. III. p. 465. Vyavasthá

"A widow should live in (the practice of) austerities with extinguished passions, refraining from pleasurable food, and bed, and other gratifications which she may desire, because she ought to devote herself, being as it were the property of her husband, to his sole service. In like manner she must not dispose of other property of her lord, unless for his benefit; she ought to observe the rigid duty of carefully preserving it. This also is a duty strictly incumbent on her not to appropriate the wealth of her lord to civil purposes, any more than consecrated property. Yet if she inadvertently make a gift or other alienation it is valid (though blameable): however, the king, informed by the heirs, should duly punish her, not the accepter of that donation; for no law authorizes his punishment. Such is the rule of decision established by modern opinions". This in truth is a new doctrine, and seems to have been introduced by JAGANNÁTHA himself under the pretended sanction of the modern Pandits: it is no where declared by them that a gift or other alienation, though inadvertently made by the widow of her husband's property for any purpose other than to benefit her departed husband is valid. On the contrary, the courts have invariably, in conformity with the opinion of the modern Pandits, declared such alienation to be totally invalid, as will be apparent from the precedents presently quoted.

If nothing ought to be given by a wife, may she, or may she not, give money to the king by way of fine when she has committed a sin deserving pecuniary punishment? She must necessarily pay the fine by way of atonement: the prohibition relates to gifts (and payments) other than such as are positively ordained. In like manner, if unable to undergo abstinence or other penance, she must give a milky cow or the like, and gifts, &c. must be made for the sake of attaining the region of bliss.—JAGANNÁTHA. See Coleb. Dig. Vol. III. p. 466.

30. Should it happen that a widow is unable to maintain herself, or to discharge the debts of her husband, or to perform those acts which are indispensable, unless she sell the whole of the property inherited by her, she is allowed to do so by disposing of the whole: but in order to enable her to perform such religious and other acts as, although beneficial, are optional, she may dispose of only a moderate portion of the inheritance. Vyavasthá

ব্যবস্থা

৩১ পত্নী যদি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ দানাদি করে তবে পতির উত্তরাধিকারিরা প্রতিবন্ধক হইতে পারে, পরন্তু মুখ্য উত্তরাধিকারিগণেরই প্রতিবন্ধক হওনে অধিকার আছে গৌণগণের নাই।

৩১ পত্নীকৃত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ দানাদিকে তদ্ভর্ত্তৃদায়াদাঃ প্রতিবন্ধকা ভবিতুমর্হন্তি, পরন্তু মুখ্য দায়াদানামেব প্রতিবন্ধকত্বে হ্যধিকারঃ নতু গৌণানাং।

ব্যবস্থা

৩২ বর্ত্তমান দায়াদগণের সম্মতিক্রমে পত্নী পতিসঙ্ক্রান্ত ধন দানাদি করিতে পারে।

৩২ বিদ্যমান দায়াদসম্মত্যা পত্নী ভর্ত্তৃসঙ্ক্রান্তধনস্য দানাদিকং কর্ত্তুমর্হতি।

ব্যবস্থা

৩৩ উত্তরাধিকারিরা সম্মতি দিলেও ধনস্বামির অনুপকারে সমস্ত ধনের দানাদি কর্ত্তব্য নয়, যেহেতু ধনির শ্রাদ্ধাদি নিমিত্তে কিয়দংশ অবশ্য রক্ষণীয়।

৩৩ দায়াদানাং সম্মত্যাপি ধনস্বাম্যনুপযোগে সমস্ত ধনস্য দানাদিকং ন ন্যায্যং। ধনিনঃ শ্রাদ্ধাদি নিমিত্তং কিয়দংশস্য অবশ্যং রক্ষণীয়ত্বাৎ।

ব্যবস্থা

৩৪ ধনস্বামির উপকারার্থে পত্নী অর্থানুরূপ দানাদি করিলে তাহা উত্তরাধিকারিদের সম্মতি বিনাও সিদ্ধ।

৩৪ ধনস্বাম্যুপযোগে পত্ন্যা কৃতং অর্থানুরূপং দানাদিকং দায়াদানাং সম্মতিং বিনাপি সিদ্ধং।

অতএব উত্তরাধিকারিদের সম্মতি বিনা পত্নী পতির উপকারার্থেও সর্ব্বস্ব দানাদি করিতে পারে না।

অতএব পত্নী উত্তরাধিকারিণাং সম্মতিমন্তরেণ পত্যুরুপকারার্থমপি সর্ব্বস্ব দানাদিকং কর্ত্তুং নার্হতি।

ব্যবস্থা

৩৫ পত্নী যেমন পতির স্থাবর ধন অপহার করিবে না তদ্রূপ অস্থাবর ধনও অপহার করিবে না, যেহেতু উভয় রূপ ধনেই অবিশেষে পতির উপকার হইতে পারে, এবং এতদ্দেশ প্রচলিত দায়ভাগাদি গ্রন্থে স্ত্রীর অধিকৃত সঙ্ক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর ধনে বিশেষ নাই।

৩৫ পত্নী যথা পত্যুঃ স্থাবর দায়াদপহারং ন কুর্ব্বীত তথাস্থাবরাদপি, তয়োরবিশেষেণৈব ভর্ত্তুঃপারলৌকিকোপকারকত্বাৎ, বঙ্গদেশ প্রচলিত দায়ভাগাদি শাস্ত্রে তয়োর্বিশেষ কথনাভাবাচ্চ।

ব্যবস্থা

৩৬ ধনস্বামির অনুপকারে যে দানাদি তাহা উত্তরাধিকারির সম্মতি বিনা অসিদ্ধ।

৩৬ ধনস্বাম্যনুপযোগে পত্ন্যাকৃতং দানাদিকং দায়াদানাং সম্মতিং বিনা ন সিদ্ধং।

ব্যবস্থা

৩৭ পত্নী পতি সঙ্ক্রান্তধন অভিযোগদ্বারা উদ্ধার করিয়া লইলেও তাহাতে তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা জন্মিবে না।

৩৭ অভিযোগেন পত্ন্যা পতি শঙ্ক্রান্তধনে উদ্ধৃতে হ্যপি ন তত্র তস্যাঃ পূর্ব্বাধিকা ক্ষমতা।

ব্যবস্থা

৩৮ পত্নী যেমন পতি সঙ্ক্রান্ত ধন দানাদি করিবে না তেমনি তদ্ধনোপঘাতে উপার্জ্জিত সমস্ত ধনও দানাদি করিতে পারিবে না।

৩৮ পত্নী যথা পতি সঙ্ক্রান্ত ধনস্য দানাদিকং নকুর্ব্বীত তথা তদ্ধনোপঘাতেনোপার্জ্জিত সমস্ত ধনস্য দানাদিকং কর্ত্তুং নার্হতি।

ব্যবস্থা

৩৯ পত্নীকৃত সঙ্ক্রান্ত ধনের দানাদি অসিদ্ধ হইলে ঐ ধন পুনর্ব্বার পত্নীর দখলে থাকিবে—যদি সে এমত কর্ম্ম না করিয়া থাকে যাহাতে স্বত্ব লোপ হয়।

৩৯ পত্নীকৃতে পতিধনস্য দানাদাবসিদ্ধে তদ্ধনং পত্ন্যেবাধিকারোতি—যদি তয়া স্বত্ব-বিনাশকং কর্ম্ম ন কৃতং।

ব্যবস্থা

৪০ উত্তরাধিকারিকে বঞ্চনা করা উদ্দেশ করিয়া পত্নী যে কোন রূপে পতি ধন হস্তান্তর কেন করুক না তাহা অসিদ্ধ।

৪০ উত্তরাধিকারিণাং বঞ্চনামুদ্দিশ্য যেন কেনাপি রূপেণ পত্ন্যা কৃতং পতিধনস্য হস্তান্তরকরণমসিদ্ধম্।

31. The husband's heirs, to whom the inheritance reverts after the expiry of the widow's life estate, are entitled to interfere and prevent any wrongful alienation by her. This however is confined to the immediate heirs, and does not extend to those next in succession or contingent. Vyavasthá

32. With the consent of the then next heirs, the widow may alienate the property she inherited from her husband. Vyavasthá

33. For the widow to dispose of the whole of her husband's property even with the consent of the heirs, unless it be to confer benefit on the husband in the other world, is an irreligious act, it being above all things, requisite that enough be retained to ensure performance of the *Sráddha*, &c. of the husband. Vyavasthá

34. If a gift or other alienation by a widow be for the benefit of her deceased lord, and be at the same time of a reasonable portion of the entire estate, such act is undoubtedly valid, notwithstanding her husband's heirs did not consent thereto. Vyavasthá

It follows that she cannot alienate the whole of her husband's property without the consent of her heirs, though it be for the benefit of her husband.

35. Inasmuch as by means of each portion of the estate, whether real or personal, movable or immovable, benefits are procurable for the dead, and as, further, the *Dáyabhága* and other authorities of the Bengal school recognize no distinction between the two descriptions of property inherited by a woman, the widow is equally prohibitted from waste or improper expenditure of either. Vyavasthá

36. Every alienation by a widow, not being for the husband's benefit, and not sanctioned by the heirs, is invalid and of no legal effect. Vyavasthá

37. The fact of a widow's having recovered her husband's property by litigation gives her no additional power over it. Vyavasthá

38. A widow cannot alienate, by gift, &c. the property devolved on her from her husband, nor all of her own acquisitions made by means of such property. Vyavasthá

39. In case of an alienation by the widow being declared totally void, she may resume possession of the property alienated, provided she has not committed any act involving forfeiture of right to inheritance. Vyavasthá

40. Any alienation made by a widow of her husband's property with the object of defrauding his next heirs is invalid. Vyavasthá

ভিন্ন ২ আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত, ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ১। কোন অপুত্র (মৃত) ব্যক্তির পত্নী পত্নীত্ব-সূত্রে পতির ভূম্যাদি ধনাধিকারিণী হইয়া পতির আর ২ উত্তরাধিকারি থাকিতে ঐ ধন দান বিক্রয় করিতে পারে কি না; যদি সে ঐ ধন কোন রূপে হস্তান্তর করে তবে তাহা শাস্ত্রীয় ও সিদ্ধ কি না?

পতির পারলৌকিক উপকার এবং আপনার ভরণ পোষণ নিমিত্তে পত্নী পতি সঙ্ক্রান্ত ধনের কিয়দংশ হস্তান্তর করিতে পারে।

উত্তর ১। অপুত্রা বিধবা পতির শ্রাদ্ধাদি সমাপন নিমিত্তে স্থাবরাস্থাবর উভয় রূপ ধনেরই কিয়দংশ দিতে পারে; এবং আপন জীবিকার অভাব হইলে ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হয় এমত পরিমিত বিষয় বেচিতে পারে, এই ২ কর্ম্ম ভিন্ন সে যে দান বিক্রয়াদি করে তাহা অকিঞ্চিৎ ও অসিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রশ্ন ২। দৌহিত্রের সম্মতি বিনা বিধবা সঙ্ক্রান্ত ধনের কিঞ্চিৎ বিক্রয় করিতে যোগ্যা কি না? এবং যদি তদ্বিষয় যথার্থতঃ বিক্রয় করিয়াই থাকে তবে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ কি না?

কিন্তু পতির উত্তরাধিকারী যদি প্রতিপালন করিতে স্বীকার করে তবে ঐ পত্নী স্বীয় ভরণ পোষণার্থে সঙ্ক্রান্ত ধন বিক্রয় করিতে পারে না।

উত্তর ২। যদি দৌহিত্র তাহার ভরণ পোষণ যোগায়, তবে ঐ বিধবা তাহার অনুমতি বিনা বিক্রয় করিতে পারে না, এবং যদি সে যথার্থতঃ বিষয় বিক্রয় করিয়াও থাকে তাহা অসিদ্ধ; কিন্তু ঐ দৌহিত্র যদি তাহাকে প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করে তবে ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ নিমিত্তে যে পরিমিত বিক্রয় আবশ্যক তাহা ঐ দৌহিত্রের সম্মতি ব্যতিরেকেও বিক্রয় করিতে পারে, এবং সেই বিক্রয়কে শাস্ত্রীয় ও সিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে। জিলা রাজশাহী, মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৪. (পৃ. ২১১)।

প্রশ্ন। কোন ভূম্যধিকারী এক স্ত্রী, ও এক শিশু পুত্র ও পৌত্র রাখিয়া মরে। পরে ঐ বিধবা অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্র পৌত্রের প্রতিপালন এবং দেয় রাজস্বের পরিশোধ নিমিত্তে স্বামির স্থাবর বিষয় বিক্রয় করে। এমত অবস্থায় ঐ বিক্রয় শাস্ত্রীয় কি না?

পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্তে আবশ্যক হইলে পত্নী যদি স্থাবর বিষয় বিক্রয় করে তাহা বৈধ।

উত্তর। পতির মরণান্তে পত্নী যদি অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্র পৌত্রের প্রতিপালন নিমিত্তে এবং রাজার প্রাপ্য রাজস্ব পরিশোধ নিমিত্তে স্বামির ভূমি বিক্রয় করে, তবে ঐ বিক্রয়কে বৈধ ও সিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে, কারণ শিশুর ভরণ পোষণ সংস্থান এবং রাজস্ব পরিশোধ করা আবশ্যক কর্ম্ম। এই ব্যবস্থা দায়ভাগাদি গ্রন্থ সম্মত। জিলা ২৪ পরগনা। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ২, (পৃ. ২৯৩)।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তির পাঁচ পুত্র ছিল, তন্মধ্যে দুই জন তাঁহার পূর্ব্বে মরে, অন্য তিন তাহার মরণান্তে তাহার ত্যক্ত বিষয়ে সমান রূপে ভাগি হয়। এই তিনের মধ্যে এক জন এক স্ত্রী ও অবিবাহিতা কন্যা রাখিয়া মরিলে, ঐ স্ত্রী তদ্ধনাধিকারিণী হইয়া কন্যার বিবাহ দেয়, এবং পতির ভূমির কিয়দংশ দুহিতা ও জামাতাকে দান করে; কিছু কাল পরে অবশিষ্ট বিষয়ও তাহারদিগকে দেয়। এমত অবস্থায় ঐ ২ দান শাস্ত্রীয় কি না? যদি দুহিতাকে যে দান করা হইয়াছে তাহাই কেবল বৈধ ও সিদ্ধ হয়, এবং কন্যার মৃত্যুর পর যদি ঐ কন্যার স্বামী ও পিতামহের দৌহিত্র জীবিত থাকে, তবে তন্মধ্যে কে ধনাধিকারী হইবে? ঐ কন্যা যদি পতি থাকিতেও বিষয়ের কিয়দংশ দান করিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় ঐ দান সর্ব্বাঙ্গশুদ্ধ ও সিদ্ধ কি না?

পতি মরিলে পত্নী তাহার যে ধনে অধিকারিণী হয় তাহার সমুদয় হস্তান্তর করিতে পারে না, এবং তৎকন্যা অধিকারিণী হইয়া মরিলে ঐ ধন তাহার স্বামী পাইবে না, কিন্তু পিতামহের পৌত্রকে অর্শিবে।

উত্তর। অনেক প্রামাণিক স্মৃতিগ্রন্থে লিখিত আছে যে পত্নী পতিসঙ্ক্রান্ত স্থাবর ধনের সমস্ত দান করিতে যোগ্যা নয়, বিশেষ অবস্থায় মাত্র তাহার কিঞ্চিৎ দান করিতে পারে। বর্ত্তমান মকদ্দমায় পত্নী স্বামি হইতে প্রাপ্ত স্থাবর ধন সমস্তই দুইবারে দান করাতে সে দান অকিঞ্চিৎ ও অসিদ্ধ। পত্নীর মরণান্তে তাহার অধিকৃত পতিসঙ্ক্রান্ত ধন তাহার কন্যাকে অর্শিত, এবং ঐ কন্যা যে সঙ্ক্রান্ত ধন মাতা হইতে প্রাপ্তা হয় তাহা তাহার পিতামহের দৌহিত্রের (অর্থাৎ পিসতুত ভাইয়ের) পাওয়া উচিত, যেহেতু ঐ ধনে তাহার স্বামীর কোন স্বত্ব নাই। ঐ কন্যা যদি উক্ত ধনের কিঞ্চিদ্মাত্র দান করিয়া থাকে তবে সে দান শাস্ত্রীয় বিবেচিত হইতে পারে। এই ব্যবস্থা দায়ভাগানুমতা। জিলা রাজশাহী, ২১ মে ১৮১৩ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৩, মকদ্দমা ৩, (পৃ. ১২৩)।

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. 1. A childless widow had obtained her husband's estate, consisting of land and other property, by right of inheritance. Is she competent to give or sell the property, while there are her husband's other heirs living; and if she make any alienation, is it legal and valid?

R. 1. The widow, destitute of male issue, may give a part of her husband's property of both descriptions, movable and immovable, for the completion of her husband's exequial rites; and when she is in want of subsistence for herself, she may sell such portion as may provide her with maintenance: excepting under these circumstances, any alienation by her, whether by gift, sale, or otherwise, must be considered null and void.

A widow may alienate a portion of her late husband's property for his spiritual welfare, or for her own subsistence.

Q. 2. Is the widow, without the sanction of her daughter's son, entitled to sell a small portion of the property? and supposing her to have actually made such sale, should it be upheld?

R. 2. If the daughter's son supply her with maintenance, she cannot alienate without his consent, and if she had actually sold the property, the sale is null; but in a case where the daughter's son declines to support her, she may sell such portion as may be necessary to her maintenance, without his consent, and the sale should be considered legal and valid. Zillah Rajshahye. Macn. H. L. Vol. II. Ch. 8. Case 4. (Page 211.)

But not for her own subsistence if the next heir agree to support her.

Q. A landed proprietor died, leaving a widow, a minor son, and a son's son. Subsequently to his death, the widow sold her husband's immovable property for the support of her minor son and son's son, and for the purpose of discharging the arrears of revenue due from the estate. Under such case is the sale legal?

R. Should a woman, on her husband's demise, sell his landed property for the purpose of maintaining her minor son and grandson, and liquidating the arrears due to Government, the sale must be considered good and valid, for it is necessary to provide food and raiment to the minors, and to discharge the revenue of Government. This is conformable to the *Dáyabhága* and other authorities. Zillah 24-Purgunnahs. Macn. H. L. Vol. II. Ch. 11. Case 2 (Page 293).

Sale by a widow of landed property is good, if necessary for the support of the family.

Q. A person had five sons, two of whom died before him. Subsequently to his death, his surviving three sons equally shared the property left by him. One of the sons died, leaving a widow and a maiden daughter: the widow having succeeded him, disposed of the daughter in marriage, and bestowed a part of her husband's landed estate on the daughter and son-in-law, and some time after she gave the remaining property to them. Under these circumstances, are the gifts legal? If the gifts in favor of the daughter only are good and valid, and on the death of the daughter her husband and her paternal grandfather's daughter's son be living, which of these survivors will succeed her? Should the daughter have disposed of a portion of the property by gift, though her husband was living, in this case, is the gift complete and binding, or otherwise?

R. It is recorded in various legal authorities, that a widow is incompetent to make a gift of her husband's whole immovable estate which devolved on her by inheritance, although she may, under certain circumstances, give a small portion of it. In this case, the widow disposed of her husband's entire landed estate by two gifts, consequently the donation is null and void. On the death of the widow the succession should have devolved on her daughter, on whose death the property which she inherited from her mother should go to her paternal grandfather's daughter's son, her husband having no right to inherit it. If the daughter have disposed of a small portion only of the estate by gift, it may be considered legal. This is conformable to the *Dáyabhága*. Zillah Rajeshahye, May 21st, 1813. Macn. H. L. Vol. II. Ch. 3. Case 3. (Page 123).

A widow cannot dispose of the whole estate which had devolved on her at her husband's death: and on the death of her daughter who succeeded her, it will go to her paternal grandfather's daughter's son, to the exclusion of her husband.

প্রশ্ন। কোন শূদ্র কিছু ভূমি এবং এক স্ত্রী, কন্যা ও দৌহিত্র রাখিয়া মরিলে, ঐ ভূমির কিয়দংশ অপর এক ব্যক্তি বলপূর্ব্বক লয়; ধনস্বামির দৌহিত্র মাতামহীর অনুমতি ক্রমে ঐ হৃত বিষয় দখলের নালিশ করে। এমত অবস্থায় উক্ত বিষয় ঐ দৌহিত্রকে অর্শিবে কি না? যদি ধনস্বামির কন্যা ও দৌহিত্র থাকিতেও তাহাদের অজ্ঞাতসারে ও বিনা অনুমতিতে পত্নী যদি পতির ভূমি সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করিয়াথাকে, এবং তাহার ক্রেতা হইতে সপূর্ণ মুল্য না পাইয়াথাকে, তবে ঐ বিক্রয় সিদ্ধি কি না?

পতি মরিলে তাহার যে ধনে পত্নী অধিকারিণী হয় বিশেষ কার্য্যনিমিত্ত ব্যতিরেকে তাহার কোন অংশ উত্তরাধিকারির সম্মতি বিনা বিক্রয় করিলে তাহা অসিদ্ধ।

উত্তর। যদি ধনস্বামির স্থাবর বিষয়ের কিয়দংশ অন্যে বলপূর্ব্বক লইয়াথাকে, এবং তাহার (অর্থাৎ ধনস্বামির) পত্নীর অনুমতিক্রমে তদ্দৌহিত্র তদ্রূপ গ্রহীতার হস্তহইতে ঐ বস্তু দখলের নিমিত্তে নালিশ করিয়া থাকে, তবে দৌহিত্র মৃতধনির দায়াদ হওয়াতে সে ঐ অভিযোগীয় বিষয় পাইবার যোগ্য। পতির শ্রাদ্ধাদি কিম্বা তদ্রূপ আবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত ব্যতিরিক্ত পত্নী সম্ভ্রান্ত ধন দান বিক্রয় কিম্বা অন্যপ্রকারে হস্তান্তর করিতে পারেনা। ক্রেতার সহিত যে মুল্য স্থির হইয়াথাকে সে যদি তৎ সমুদয় না দিয়াথাকে তবে ঐ বিক্রয় অবশ্য অসিদ্ধ হইবে।

প্রমাণ—

বৃহস্পতিঃ—"পর ব্যক্তিরা তিনপুরুষ পর্য্যন্ত অধিকার করিলে অধিকৃত বিষয়ে তাহাদের নিঃসন্দেহে স্বত্ব জন্মে, কিন্তু সপিণ্ড জ্ঞাতিরা অধিকার করিয়া লইলে তাহাদের স্বত্ব জন্মে না। গৃহ, ক্ষেত্র, এবং হাট বাজার গঞ্জ প্রভৃতি (তৎ স্বামির) মিত্র দৌহিত্র ভাগিনেয় আদি ও জ্ঞাতি অধিকার করিয়া লইলে তাহাতে (যথার্থ স্বামির) স্বত্ব যাইবেনা, জামাতা, বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ, রাজা কিম্বা রাজমন্ত্রী অতিদীর্ঘকাল ভোগ করিলেও তাহাতে তাহাদের স্বত্ব হইবে না।

দায়ভাগাদিগ্রন্থেধৃত মহাভারতের দানধর্ম্ম প্রকরণের বচন। এবং কাত্যাবন বচন। ব্য. দ. পৃ. ৫৮,৫৪, দ্রষ্টব্য।

বৃহস্পতিঃ—"যাহা অল্পমুল্যে, অথবা উন্মত্ত বা মত্ত কর্ত্তৃক, অথবা ভয়প্রযুক্ত, অথবা অস্বামিকর্ত্তৃক, কিম্বা জড়কর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়াছে তাহা ক্রেতা অবশ্য ফিরিয়া দিবে, নতুবা তাহা হইতে তাহা বলে লওয়া যাইবে। শহর ঢাকা, ৩ ফেব্রুওরি ১৮১৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা.২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ৯. (পৃ. ২৯৮, ২৯৯, ৩০০)।

প্রশ্ন। তিন ভ্রাতায় একত্রে কোন ভূমি সম্পত্তি অধিকার করিতেছিল, পরে এক ভ্রাতা এক স্ত্রী রাখিয়া নিসসন্তান মরিলে ঐ বিধবা তদ্ভাগাধিকারিণী হয়। অনন্তর জীবিত ভ্রাতাদ্বয় মৃত ভ্রাতার অংশশুদ্ধ কোন অপরব্যক্তিকে বিক্রয়করে, তাহাতে ঐ বিধবা নিজ স্বামির অংশের নিমিত্তে নালিশ করিলে তাহার দাবী ডিক্রী হইয়া তাহাকে দাবীকৃত বিষয়ে দখল দেওয়ান হয়। পরে ঐ বিধবা মৃত স্বামির ভ্রাতাদ্বয়ের পুত্র পৌত্র থাকিতেও অভিযোগদ্বারা উপার্জ্জিত পতিধন সমস্তই পতির ভ্রাতার এক পৌত্রকে দানকরে। এমত অবস্থায় ঐ দান সিদ্ধ কি না?

পত্নী অভিযোগ দ্বারা পতির অংশ উদ্ধার করিয়া লইলে তাহাতে পুর্ব্বাপেক্ষা তাহার অধিক ক্ষমতা জন্মিবে না।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায়, পতির ভ্রাতৃপুত্র ও ভ্রাতৃপৌত্র অনেক থাকিতে তন্মধ্যে একেকে পত্নী পতির সমস্ত ধন দান করিতে পারেনা, করিলে তদ্রূপ দানকে অবশ্য আশাস্ত্রীয় বিবেচনা করিতে হইবে, তাহা নিম্ন লিখিত ঋষিরা * স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন। কাত্যায়ন—"পত্নী যাবজ্জীবন ক্ষান্তা হইয়া পতিধন ভোগকরিবে, তাহারপর দায়াদেরা পাইবে। (ব্য. দ. পৃ. ৫৪ দ্রষ্টব্য)। "পত্নী অব্যভিচারিণী হইয়া স্বামির অংশ গ্রহণ করুক, কিন্তু সে তাহা দান বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধকদিতে স্বাধীনা হইবার চেষ্টাকরিতে পারে না"।

"এমত অবস্থাতেও যদি বিভাগ হইয়া থাকে, (তথাপি) বিধবা স্থাবর বিষয়াধিকারিণী নয়"। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা.৮, মকদ্দমা ৪৯. পৃ.২৫৪।

প্রশ্ন ১। কোন হিন্দু জমীদার এক স্ত্রী রাখিয়া নিসসন্তাম মরে; পরে ঐ বিধবা পতির মরণান্তে তাহার যে স্থাবর অস্থাবর বিষয় প্রাপ্ত হইয়া ছিল এবং তাহাহইতে হইয়াছিল ও হইতে পারে যে উপস্বত্ব এবং আপনি যে ধন উপার্জ্জন করিয়াছিল তৎ সমুদয়ের আপন মৃত্যুর একদিবস পুর্ব্বে (কিন্তু) সুস্থির চিত্তে একব্যক্তি পরকে উইল বা শরতী দানপত্র লিখিয়া দেয়, (এবং তাহা রীতিমত দস্তখত ও তস্দিক হয়)। এমত অবস্থায় ঐ উইল বা শরতী দানপত্র দ্বারা কোন্ বিষয়ের দান সিদ্ধ হইবে?

---

"নিম্ন লিখিত ঋষিরা" ইহা লিখিত হইয়াছে কিন্তু কেবল কাত্যায়নের নামবই প্রকাশিত হয় নাই, এবং শেষ দই বচন যে কাহার তাহাও আদর্শে প্রকাশ নাই। এবং ঋষি পদের বহুবচনে আর কোন্ ঋষি উদ্দেশ্য ছিলেন তাহাও প্রকাশ নাই, বোধ হয় ইহা ভ্রমের কর্ম্ম।

**Q. A Shúdra died possessed of some landed property, leaving a widow, a daughter, and a daughter's son. A part of the property had been usurped by a stranger; and the daughter's son of the proprietor, with the sanction of his grandmother, instituted a suit to recover possession of the portion usurped. In this case, will the property in question go to the daughter's son or not? Supposing the original proprietor's widow, notwithstanding she had a daughter and daughter's son living, to have disposed of a portion of her husband's landed estate by sale, without their consent or knowledge, and not to have received the full value of the property from the purchaser; in this case, is the sale to be considered valid and binding, or otherwise?**

...le by a widow without the consent of the next heirs of a part of the property devolved on her from her husband is invalid, except under special circumstances.

R. If a part of the deceased proprietor's immovable property have been forcibly seized by a stranger, and his (the proprietor's) daughter's son have instituted a suit to recover the property from the hands of the usurper, with the consent of the proprietor's widow, the daughter's son is entitled to the property in dispute, by reason of his being next heir to the deceased. Either a gift or sale, or any other alienation of the immovable property which had devolved on the widow, unless for the completion of her husband's exequial rites, or the like necessary observances, is illegal. Whatsoever sum may have been settled as the value of the property sold, if the whole amount had not been paid by the vendor, the sale must be held invalid.

*Authorities.*

Vrihaspati :—" A possession by strangers for three generations gives, no doubt, an absolute title not a possession by kinsmen within the degree of *Sapindas*. The property of a house, arable land, a market, or other immovables, which are possessed by a friend, or a near kinsman in the male or female line, who is not the proprietor, shall not be lost to the rightful owner, nor shall the husbands of daughters, nor learned priests, nor the king, nor his ministers, acquire a title even by a very long and quiet possession."

The text of *Ma'ha'bha'rata* in the chapter entitled *Da'nadharma*, and of KA'TYAYA'NA laid down in the *Da'yabha'ga* and other works. See V. D. p. 55.

VRIHASPATI :—" What has been sold, at a low price, by a man inebriated or insane, or through fear, or by one not his own master, or by an idiot, shall be given back, or may be taken forcibly from the buyer." City Dacca, February 3d, 1817. Macn. H. L. vol. II, Ch. 11. case 9. (pp. 298, 299, 300).

Q. There were three brothers who held some landed property in coparcenery, one of whom died childless, leaving a widow, who succeeded to the share of her husband. Subsequently, the surviving brothers sold their entire estate, including the share to which the deceased is entitled, to a stranger. The widow applied to a court of justice for her husband's portion: a decree was passed in her favour, and she was put in possession of the property claimed. She then, notwithstanding that her husband's two brothers' sons and grandsons in the male line were alive, made a gift of the whole of her husband's property, which she recovered by litigation, to one of her husband's brother's grandsons. In this case, has the gift validity or otherwise?

The fact of a widow's having recovered her husband's share by litigation, gives her no additional power over it.

R. Under the circumstances above stated, the widow was incompetent to give away her husband's whole property to one of his brothers' grandsons, while there were his other nephews and their sons existing, and the gift must be considered illegal, as expressly declared by the following sages*. KA'TYA'YANA: " Let her enjoy with moderation the property until her death. After her, let the heirs take it." ( See V. D. p. 55.) " Let the widow preserving unsullied the bed of her lord, take his share; but she may not seek independency while she lives, to give, pledge, or sell it."

" Even in this case, if a partition should have been made, the widow is not entitled to the immovable property." Macn. H. L. Vol. II. Ch. 8. case 46 (Page 254).

Q. 1. A Hindoo *Zemindar* dies childless, leaving a widow; who one day previous to her death, in full possession of her faculties, executed a will, or conditional deed of gift (duly signed and attested), of all the property, real and personal, with the profits accruing therefrom, to which she had succeeded on the death of her husband, together with the profits which had accrued therefrom, and all the property acquired by herself, in favour of a stranger. In this case, what property will pass by such will, or conditional deed of gift?

* There is an omission in this place. After the use of the expression " the following sages," the name of KA'TA'YANA only is put before his text; and it is not shown who else is or are meant by the plural term " Sages ;" nor is the author of the two following texts indicated.

কোন বিধবা পতি হইতে প্রাপ্ত সঙ্ক্রান্ত ধন দান বা উইল দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারে না, এবং ঐ ধন দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে তাহাও হস্তান্তর করিতে পারে না।

উত্তর ১। যদিও ঐ বিধবা সুস্থিরচিত্তে থাকা কালীন উক্ত দস্তাবেজ রীতিমত দস্তখত ও তস্দিক্ করিয়া লিখিয়া দিয়া থাকে তথাপি পতির উত্তরাধিকারিদের অনুমতি বিনা অথবা সে যাহাদের অধীনা তাহাদের অনুমতি বিনা তাহার মৃত্যুর পর গ্রহীতা দখল পাইবে এমন শর্ত্তে শরতী দান করিতে সে যোগ্যা নয়, এবং যে ভূমি কিম্বা অন্য বিষয় তৎপতি রাখিয়া মরিলে সে অধিকার করিয়া থাকে, তাহা উইল দ্বারা দান করিতে ঐ বিধবার ক্ষমতা নাই, এবং ঐ সঙ্ক্রান্ত ভূমি ও তদুপস্বত্ব দ্বারা যে ধন সে ( বিধবা ) আপনি উপার্জ্জন করিয়া থাকে তাহারো উইল্ করিতে সে পারে না। এতাবতা তিন প্রকার ধনই ( অর্থাৎ পত্নীর অধিকৃত সঙ্ক্রান্ত ভূমি ও অস্থাবর বিষয়, এবং ঐ অধিকৃত সঙ্ক্রান্ত বিষয় দ্বারা তাহার স্বোপার্জ্জিত ধন, ও তাহার লাভ) দান কিম্বা উইল্দ্বারা হস্তান্তর অবৈধ হওয়াতে তাহার কোন অংশ গ্রহীতাকে অর্শে না। কিন্তু অধিকৃত সঙ্ক্রান্ত ধনের ও তদুপস্বত্বের উপঘাত বিনা যে ধন সে বিধবা আপনি উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহার স্ত্রীধন, এবং ( ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ধন ব্যতিরেকে ) ঐ রূপ স্ত্রীধন সে ইচ্ছানুসারে উইল্ কিম্বা দানদ্বারা হস্তান্তর করিতে পারে; এতাবতা ( স্বামির দত্ত স্থাবর সম্পত্তি ব্যতিরেকে অন্য ) স্ত্রীধন উইল্ কিম্বা শরতী দানপত্র দ্বারা অপরকে দত্ত হইতে পারে। এই ব্যবস্থা দায়ভাগ, ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ-টীকা, ও দায়রহস্য, ও কাত্যায়ন সংহিতা, ও মনুসংহিতা, এবং উড়িষ্যা দেশে চলিত আর ২ গ্রন্থানুমতা।

কিন্তু ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীধন স্বেচ্ছানুসারে দানাদি করিতে পারে।

প্রমাণ—

১ দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব, এবং আর ২ গ্রন্থে ধৃত কাত্যায়ন-বচন। ব্য· দ· পৃ· ৫৪ দ্রষ্টব্য।

২ গ্রামবাসির, জ্ঞাতির, প্রতিবাসির, ও দায়াদের অনুমতি, এবং স্বর্ণ ও জল-দান, এই ছয় প্রকারে ভূমি হস্তান্তর হয়। এই বচন কাহার ইহা নির্দ্দিষ্ট হয় না, কিন্তু দায়তত্ত্বাদি গ্রন্থে ধৃত হইয়াছে।

৩ ভর্ত্তা মরিলে অপুত্রা নারীর পতি-পক্ষই প্রভু। এবং দানাদি অর্থ রক্ষা ও ভরণ পোষণ বিষয়ে তাহারাই কর্ত্তা॥ দায়ভাগাদি গ্রন্থধৃত নারদ-বচন।

৪ কিন্তু যদি পতিকুল ক্ষয় পায়, নির্ম্মনুষ্য বা নিরাশ্রয় হয়, এবং ভর্ত্তার সপিণ্ড (জ্ঞাতি) না থাকে, তবে ঐ বিধবার পিতৃপক্ষ রক্ষক। দায়ভাগাদি গ্রন্থেধৃত নারদ-বচন।

৫ পতি পুত্রাভাবে পত্নী দানাদি বিষয়ে পতিকুলের অধীনা। দায়ভাগ।

৬ ধনদানবিষয়ে পত্নী যদি পতিপক্ষের অধীনা তবে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে তাহাদের অনুমতি ক্রমে নিজ পিতৃ পক্ষেও দান কারিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ-টীকা।

৭ স্ত্রীরা পতির দায়ের উপভোগ রূপ ফলভোগিনী। তাহারা কোন ক্রমে পতির দায়রূপ ধনের অপহার করিবে না॥ এস্থলে অপহার পদে এই বুঝায় যে বিধবারদিগকে স্বেচ্ছামতে পতির ধন দান বিক্রয়াদি করিতে ক্ষমতা নাই। দায়রহস্যে ধৃত মহাভারতীয় বচন।

৮ অধীন ব্যক্তিকর্ত্তৃক ভূমি গৃহ ও দাসের যে দান আধান বা বিক্রয় তাহা অসিদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য। কাত্যায়ন।

৯ শিল্প কর্ম্মদ্বারা যে ধন লাভ হয়, প্রীতিপূর্ব্বক (পতিকুল ভিন্ন) অন্যে যে ধন দেয়, তাহাতে পতির প্রভুত্ব আছে, তদ্ভিন্ন ধন স্ত্রীধন কথিত হইয়াছে। বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা কন্যা পতির বা পিতার গৃহে পতি বা পিতা মাতা হইতে যে ধন প্রাপ্ত হয় তাহাকে সৌদায়িক ধন কহে। সৌদায়িক ধন স্থাবর হইলেও ইচ্ছানুসারে তাহা দান বিক্রয় করিতে স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা স্বাধীনত্ব আছে ইহা কথিত হইয়াছে। দায়ভাগ ও দায়ক্রমসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত কাত্যায়ন বচন।

১০ পতি প্রীতিপূর্ব্বক পত্নীকে যাহা দান করে, তাহা পতি মরিলেও সে যথা-ইচ্ছা ব্যবহার অথবা দান করিতে পারে, কেবল ঐ ধন স্থাবর হইলে সেরূপ করিতে পারে না। দায়ভাগে ধৃত নারদ বচন।

১১ স্থাবর ধন স্বামির দত্ত হইলে তাহা দানাদি করিতে পত্নীকে অধিকার নাই। দায়ভাগ।

১২ পরস্বত্বোৎ পাদন রূপ যে কর্ম্ম তাহাই দান।

> A widow cannot alienate, by gift or will, property devolved on her from her husband, nor her own acquisitions made by means of such property.

R. 1. · Although the instrument in question may have been duly signed and attested, and executed by the widow while in the full possession of her faculties, still she was not competent, without the consent of her husband's heirs, and those on whom she was dependant, to make a conditional gift, stipulating for the possession of the donee after her death, nor was she at liberty to make a will affecting the landed and other property left by her husband, into the possession of which she came on his death, nor affecting the profits of it, nor affecting her own acquisitions made by means of the landed property to which she had succeeded, or by means of its profits. As, therefore, the gift or disposition by will of all three descriptions of property above-named, (viz. landed property devolved on her from her husband, personal property, and her acquisitions made by means of the inherited estate, and its profits,) is illegal, no part of that property goes to the donee: but whatever the widow may have acquired by means, other than those of the inherited property and its profits, is her own *Stridhan*, or peculiar property, and she is at liberty, (except in the case of immovable property given to her by her husband,) to dispose of such *Stridhan* by will or gift, as she pleases; and, therefore, the *Stridhan* of the widow, (except immovable property given to her by her husband,) can pass to the stranger under the will or conditional deed of gift. This opinion is given in conformity to the *Dáyabhága*, *Srikrishna Tarkálankára's* commentary on the *Dáyabhága*, *Dáyatatwa*, *Dáyarahasya*, KA'TYA'YANA, MANU, and other authorities current in Orissa.

> But she may dispose of her own peculiar property as she pleases, except such part of it as consists of im- movable property given to her by her husband.

*Authorities.*

1st. Text of KA'TYA'YNA, cited in the *Dáyabhága*, *Dáyatatwa*, and other authorities. See V. D. p. 55.

2d. " Land passes by six formalities: by consent of townsmen, of kinsmen, of neighbours, and of heirs, and by gift of gold, and of water." Text of unknown origin, cited in the *Dáyatatwa*, and other authorities.

3d. " When the husband is deceased, his kin are the guardians of his childless widow. In the disposal of the property, and care of herself, as well as in her maintenance, they have full power." Text of NARADA, cited in the *Da'yabha'ga*, and other authorities.

4th. " But if the husband's family be extinct, or contain no male, or be helpless, the kin of her own father are the guardians of the widow, if there be no relations of her husband within the degree of *Sapinda*." Text of NA'RADA, cited in the *Dayabhaga* and other authorities.

5th. " In the disposal of property, by gift or otherwise, she is subject to the control of her husband's family, after his decease, and in default of sons." JI'MU'TAVA'HANA in the *Dáyabhaga*.

6th. " As the dependance of women in making gifts is on their husbands' relations, it is evident that she may sometimes make gifts with their consent to her father's family." Commentary of SRI'KRISHNA TARKA'LANKA RA.

7th. " For women, the heritage of their husbands is pronounced applicable to use. Let not women on any account make waste of their husbands' wealth." Here the term waste indicates that they are not at liberty to dispose of the property as they please, by gift, sale, or other means." Text of the *Mahábhárata*, cited in the *Da'yarahasya*.

8th. " A gift, pledge, or sale of lands, houses, or slaves, by a dependant person, is invalid or inefficient." KA'TYA'YANA.

9th. " The wealth which is earned by mechanical arts, or which is received through affection from any other (than the kindred), is always subject to her husband's dominion. The rest is pronounced to be the woman's property. That which is received by a married woman, or by a maiden, in the house of her husband, or of her father, from her husband, or from her parents, is termed the gift of affectionate kindred. The power of women over the gifts of their affectionate kindred is ever celebrated, both in respect of dominion and of sale, according to their pleasure, even in the case of immovables." Texts of KA'TYA'YANA cited in the *Da'yabha'ga*, *Da'yacramasangraha*, and other authorities.

10th. " What has been given by an affectionate husband to his wife, she may consume as she pleases, when he is dead, or may give it away, excepting immovable property." Text of NA'RADA cited in the *Da'yabha'ga*.

11th. " But in the case of immovables bestowed on her by her husband, a woman has no power of alienation by gift or the like." JIMU'TAVA'HANA in the *Da'yabha'ga*.

12th. Gift consists in the effect of raising another's property.

স্ত্রীধন স্ত্রীর স্বামির উত্তরাধিকারিকে অর্শিবেনা, কিন্তু ঐ স্ত্রীর ভ্রাতা কিম্বা ভ্রাতৃপুত্রকে অর্শিবে।

প্রশ্ন ২। যদি ঐ রূপ দানাদি অসিদ্ধ ও অকিঞ্চিৎ বিবেচিত হয়, এবং ঐ বিধবার পিতার ও পিতামহের সন্তানেরা জীবিত থাকে, তবে ঐ স্ত্রীধন কাহাকে অর্শিবে? ঐ স্ত্রীধন ঐ সকল ব্যক্তিকে অর্শিবে, কি বিধবার পতির ভাতৃপুত্র কিম্বা অন্য উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে? উড়িস্যা দেশের শাস্ত্রানুসারে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

উত্তর ২। উপরি উক্ত দলীল এতাবতা অশাস্ত্রীয় ও অসিদ্ধ প্রমাণিত হইলে, যদি উক্ত বিধবার পিতার ও পিতামহের সন্তান জীবিত থাকে, এবং অবিবাহিতা বা বাগ্‌দত্তা অথবা বিবাহিতা কন্যা, কিম্বা পুত্র, দৌহিত্র, পৌত্র, সপত্নীপুত্র, সপত্নীপৌত্র, কিম্বা পতি কিম্বা মাতা কিম্বা পিতা, কিম্বা দেবর, কিম্বা দেবরপুত্র, কিম্বা পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্র, কিম্বা আপনার ভগিনীপুত্র, কিম্বা পতির ভগিনীপুত্র নাথাকে, তবে ঐ স্ত্রীধন সম্বন্ধের নৈকট্যানুসারে ঐ স্ত্রীর ভ্রাতাকে কিম্বা ভ্রাতৃপুত্রকে অর্শিবে, স্বামির ভ্রাতৃপুত্র কিম্বা অন্য উত্তরাধিকারিকে অর্শিবেনা, এই ব্যবস্থা দায়ভাগ, দায়ক্রমসংগ্রহ, দায়তত্ত্ব, এবং উড়িস্যাদেশে প্রচলিত আর২ গ্রন্থমতানুমতা।

প্রমাণ—

১ ভগিনীর শুল্ক ভ্রাতাকে অর্শে, তদভাবে মাতাকে, তদভাবে পিতাকে অর্শে।

২" মাসী, মামি, পিতৃব্যের স্ত্রী, পিসী, শাশুড়ী, ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী, ইহারা মাতৃতুল্যা কথিতা। উহাদের যদি ঔরস (বা সপত্নী) পুত্র অথবা দৌহিত্র, কিম্বা ইহাদের পুত্র না থাকে, তবে ভগিনীপুত্র প্রভৃতি উক্ত স্ত্রীদের ধন লইবে" দায়ভাগ, দায়ক্রমসংগ্রহ, দায়তত্ত্ব, এবং আর২ গ্রন্থেধৃত বৃহস্পতি-বচন। কন্দর্প সিংহ আপিলাণ্ট—বনাম—মোহনলাল খাঁ রেস্পণ্ডেণ্ট। সদরদেওয়ানী আদালত, ১২ জুলাই ১৮১৫ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৪৯, পৃ. ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২)।

প্রশ্ন। কোন ব্রাহ্মণ নগদ টাকা ও স্বর্ণরৌপ্য অলঙ্কার প্রভৃতি অস্থাবর বিষয় এবং একপত্নী ও কন্যা রাখিয়া মরে। অনন্তর সেই পত্নী উক্ত সমস্ত বিষয় জামাতাকে দান করে। এমত অবস্থায় উক্ত বিষয় ঐ বিধবার দানার্হ কি না, এবং তদ্দানোপলক্ষে ঐ বিষয় গ্রহীতাকে অর্শে কি না?

পত্নী জামাতাকে অস্থাবর বস্তু দান করিলে তাহা কন্যা থাকিতেও বৈধ।

উত্তর। পত্নীমাত্রের অভাবে কন্যা অধিকারিণী হইতে পারে; অতএব বিধবা জামাতাকে যে দান করিয়াছে তাহা শাস্ত্রীয়, এবং ঐদানোপলক্ষে গ্রহীতা ঐ বিষয় পাইতে পারে *।

প্রমাণ—

দায়ভাগ ধৃত ব্যাসবচন, যথা—"দুহিতার পতিকে যাহা দত্তহয় তাহা পতিবাঁচিয়া থাকিতে ও মরিয়া গেলেও ঐ দুহিতার। তাহার পর তাহার অপত্যকে অর্শে"। ঢাকানগর, ২৯ মে, ১৮১৮ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮. মকদ্দমা ৯ (পৃ. ২১৬, ২১৭)।

বাঙ্গলার সদর দেওয়ানী আদালত ও সুপ্রীমকোর্ট এবং ইংলণ্ডীয় প্রিবিকৌন্সিল আদালত কর্তৃক হিন্দু দায়শাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন মকদ্দমাৎ।

১৯৩২০ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

কোন জমীদারের মৃত্যু হইলে তাহার ত্যক্ত বিভব তৎপত্নীকে অর্শে, পরে ঐ বিধবা যুগল কিশোর নামক এক ব্যক্তিকে দানপত্র লিখিয়া দেয়। যুগল কিশোর ঐ বিধবার দান পত্রের বুনিয়াদে অথচ তাহার উত্তরাধিকারী এজহারে উক্ত বিষয়ের দাবী উপস্থিত করে। বিচার হইল যে হিন্দুদায়শাস্ত্রানুসারে পতির ত্যক্ত তালুকের পত্নীকৃত দান কর্ম্মণ্য নহে, যেহেতু পত্নী (সঙ্ক্রান্ত) ধনাধিকারিণী হইলে তাহা তাহাকে হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা নাই (তাহা তাহার মৃত্যুর পর পতির দায়াদকে অর্শিবে)। পরন্তু যেহেতু বাদী মৃত জমীদারের জ্ঞাতি, এবং এমত প্রমাণ হইল যে সেই তাহার যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারী, অতএব এই হেতুতে তাহারই হক নির্ণীত হইল পরন্তু এই ডিক্রীর পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হওয়াতে তদুত্তরাধিকারি কন্যা ডিক্রী পাইল। মহোদা ও বৃন্দাবন—বনাম—কল্যাণী প্রভৃতি। ১৪ মার্চ ১৮০৩ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৬২।

এই মকদ্দমায় যে ব্যবস্থা দত্ত হয় তাহা এই যে "পত্নী মৃত পতির সমস্ত ধন দান করিলে তাহা অসিদ্ধ, কিন্তু যদি পতির পারলৌকিক উপকারার্থ তদ্ধনের পরিমিত অংশ দান করে তবে তেমত দান সিদ্ধ হইতে পারে।

* এই ব্যবস্থা শুদ্ধ নয়, কারণ বিধবা সমস্ত সঙ্ক্রান্ত ধন জামাতাকে দান করিতে পারে এমত শাস্ত্র নাই, যে বচন প্রমাণে এমত ব্যবস্থা দত্ত হইয়াছে তাহা স্ত্রীধন বিষয়ক, সঙ্ক্রান্ত ধনে খাটে না।

Q. 2. In the event of such disposition being declared illegal and void, to whom will the widow's *Stri'dhan* go, supposing there to be descendants of her father or grandfather living; will it go to them, or to the nephews or other heirs of her husband? An answer is required to be delivered to this question according to the law of Orissa.

R. 2. The instrument in question having been thus proved to be illegal and void, supposing there to be descendants of the father or grandfather of the woman living, and she have no unmarried daughter, or affianced daughter, nor married daughter, nor son, nor daughter's son, nor son's son, nor son's grandson, nor stepson, nor stepson's son, nor stepson's grandson, nor husband, nor mother, nor father, nor husband's younger brother, nor son of her husband's younger brother, nor son of her husband's elder brother, nor son of her sister, nor son of her husband's sister, the *Stri dhan* will go to her brothers, or her brother's sons, with reference to their propinquity, and not to the nephew or other heirs of her husband. This opinion is delivered in conformity to the *Dáyabha'ga*, *Da'yakramasangraha*, *Da'yatatwa*, and other authorities current in Orissa.

The *Stridhan* will be inherited by the woman's brother or brother's son, to the exclusion of her husband's heirs.

*Authorities.*

"The sister's fee belongs to the uterine brothers. After them it goes to the mother, and next to the father."

"The mother's sister, the maternal uncle's wife, the father's sister, the mother-in-law, and the wife of an elder brother, are pronounced similar to mothers. If they leave no issue of their bodies, nor son (of a rival wife), nor daughter's son, nor son of those persons, the sister's son and the rest shall take their property." Text of VRIHASPATI, cited in the *Da'yabha'ga*, *Da'yakramasangraha*, *Da yatatwa*, and other authorities. Sudder Dewanny Adawlut, July 12th, 1815. Kandrapa Singh, Appellant, *versus* Mohanlál Khán, respondent. Macn. H. L. vol. II, Case 49. (Pages 259—262.)

Q. A *Bra'hman* being in possession of some movable property consisting of cash, jewels, gold, silver, and other effects, died, leaving a widow and a daughter. The widow bestowed all her husband's property of the above description on her daughter's husband. In this case, was the property a fit subject to be disposed of by the widow, and will it go to the donee in virtue of gift?

R. In default only of the widow, the daughter can inherit; consequently the gift made by the widow to her daughter's husband is good, and the donee is entitled to receive the property in virtue of the disposition in his favour.*

A gift of personal property inherited by the widow to her daughter's husband, is good, though the daughter be living.

*Authorities.*

The text of VYA'SA, cited in the *Da'yabha'ga*:—"What is presented to the husband of a daughter, goes to the woman, whether her husband live or die; and, after her death, descends to her offspring.*" City Dacca, May 29th, 1818. Macn. H. L. Vol. II. Ch. 8. case 9. (pp. 216, 217).

*Cases decided by the Sudder Dewanny Adawlut and the Supreme Court of Judicature in Bengal, and the Privy Council, according to the Hindu Law of inheritance.*

Jugal Kishor, under a deed of gift executed in his favour by the widow of a Zemindar, and also as her heir, claimed the estate, which on the Zemindar's death had devolved to the widow. Adjudged that by the Hindu law the gift made by the widow of the *Ta'lúk* left by her husband could not avail, a widow having no power to alienate the estate which she inherited from her husband, and (which at her death must devolve on her husband's heirs). But the plaintiff, a collateral relative of the husband, having shown that he was the heir at law, judgment passed, on this ground, in his favour; or rather in favour of his daughters, his heirs; he having died before the suit was decided.—*Mahodá* and Brindában *versus* Kalyání and two others, 14th March 1803. S. D. A. Rep. Vol. I. p. 62.

*Case* bearing on the Vyavasthás Nos. 19 and 20.

The *Vya'vastha'* delivered in the case was "A gift, by a widow, of the whole estate of her husband, is invalid: but that a gift of a moderate portion of his property, made by the widow, with a view to his spiritual benefit, may be valid."

---

* The above *Vyavasthá* is not consistent with the Hindu law, as no text provides that the widow can make a gift of the whole of her property inherited: the text on the authority of which the *Vyavasthá* was delivered refers to a woman's peculiar property (*Stridhan*). See Coleb. Dá. bhá. Ch. IV. Sec. 1, para. 17.

১৯ ও ২০ সংখ্যক ব্যবস্থার
নজীর

৶০ কোন মৃত ব্যক্তির বিষয় তাহার জ্ঞাতিরা উত্তরাধিকারিরূপে দাওয়াকরে, প্রতি বাদী এজ্‌হার করে যে সে মৃতব্যক্তির পত্নীকর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র দত্তক গৃহীত হইয়াছে এবং তৎ পত্নী হইতে ঐ বিষয় দান প্রাপ্ত হইয়াছে। বিচার হইল যে মৃতের পত্নীর দান পত্রের বুনিয়াদে প্রতিবাদী বিষয়াধিকারী নয়, যেহেতু পত্নী পতির ত্যক্ত বিষয় অন্যকে দানাদি করিতে পারে না, কিন্তু যেহেতু এমত প্রমাণ হইল যে প্রতিবাদী মৃত ব্যক্তির দত্তক পুত্র, এবং যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারী, অতএব বাদিগণের দাবী ডিস্‌মিস্‌। নন্দকুমার প্রভৃতি—বনাম—রাজেন্দ্রনারায়ন। ২ ডিসেম্বর ১৮০৮ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ২৬১।

২১ সংখ্যক ব্যবস্থার
নজীর

মৃত গোবিন্দ প্রসাদ লাহিড়ীর পত্নী কৃষ্ণমণি দেবী সাধারণ স্থাবর অস্থাবর বিষয়ের চারি অংশের একাংশ পাইবার নিমিত্তে শাশুড়ী উমা দেবী ও পতির তিন ভ্রাতার নামে এই নালিশ উপস্থিত করে। প্রতি বাদিরা (আপীলে) আপত্তি করে যে দাবী কৃত অংশে বাদিনীর কোন স্বত্ব নাই যেহেতু সে পতিকুল পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে বাস করিতেছে। এবং তাহার পতি ১২৩৬ সালে পিতৃ গৃহ ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করাতে ঐ সময় হইতে মকদ্দমার বুনিয়াদ উপস্থিত হওয়া গণ্য করা উচিত; অপিচ ১২৩৮ সালের ১ ভাদ্রে তাহার মৃত্যু হওয়া যে কথিত হইয়াছে তাহা হইয়া থাকিলেও ঐ তারিখ হইতে নালিশের তারিখ পর্য্যন্ত ১২ বৎসরের অধিক কাল অতীত হওয়াতে তমাদি প্রযুক্ত এ নালিশ অগ্রাহ্য।

সদর দেওয়ানীর জজেরা শ্রীযুক্ত রীড্‌, ডিক্‌, ও জ্যাকসন সাহেব বিবেচনা করিলেন, যথা—“এ মকদ্দমাতে এই ২ কথার বিচার আবশ্যক—প্রথমতঃ তমাদি প্রযুক্ত এ মকদ্দমা অগ্রাহ্য কি না? এই নালিশ ১৮৪৩ সালের ১৪ আগষ্ট মোতাবেক ১২৫০ সালের ৩০ শ্রাবণ তারিখে উপস্থিত হয়। বাদিনী কহে তাহার স্বামী ১৮৩১ সালে ২০ আগষ্ট অথবা ১২৩৮ সালের ৫ ভাদ্র তারিখে মরে। কিন্তু প্রতিবাদিরা তৎস্বামির মৃত্যুর তারিখ যে ১ ভাদ্র মোতাবেক ১৬ আগষ্ট জাহের করে তাহা ধরিলেও ১২ বৎসর অতীত হইবার দুই দিবস বক্রী আছে। প্রতিবাদিরা অপর ওজর করে যে এই নালিশের আরম্ভ আর্জি দাখিলের তারিখ (১৮৪৩ সালের ১৪ আগষ্ট) হইতে গণ্য নহে, কিন্তু দাবীকৃত বিষয় জিলা মৈমন সিংহে ও রাজ সাহীতে থাকা প্রযুক্ত যে তারীখে সদর দেওয়ানী আদালতের অনুমত্যনুসারে মৈমন সিংহের প্রধান সদর আমীনের সেরেশ্‌তায় বিচারার্থ সমর্পিত হয় ঐ তারিখ হইতে নালিশের আরম্ভ গণনা করিতে হইবে, আদালত এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া হুকুম দিলেন যে (এই মকদ্দমাতে তমাদী খাটে না, অতএব) গ্রাহ্য করণে বাধা নাই।

দ্বিতীয়তঃ—বাদিনীর পতিকুলে বাস না করিয়া পিতৃকুলে বাস করা এই দাবী উপস্থিতির প্রতি প্রতিবন্ধক কি না? হরসুন্দরী দাসী প্রভৃতির বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাকের আপীলে প্রিবি কৌন্‌সল হইতে যে বিচার হইয়াছে (মার্টন সাহেবের রিপোর্টের ৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তাহা সদর আদালতের বিবেচনায় বাদিনীর দাবী উপস্থিত করিতে অধিকার থাকা বিষয় চূড়ান্ত মীমাংসা। উমা দেবী প্রভৃতি আপিলান্ট—বনাম—কৃষ্ণমণি দেবী রেস্পণ্ডেন্ট. ২৯ জুলাই ১৮৪৬ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৭, পৃ. ২৭০,—৭২।

২৫ ও ২৭ সংখ্যক ব্যবস্থার
নজীর

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ শ্রীযুক্ত ইষ্ট সাহেবের বিচার—কলিকাতার অন্তর্গত আড়কুলিতে পাঁচ কাঠা পনেরো ছটাক ভূমি সমেত বসত বাটীর দখল বেদখল বিষষক এই নালিশ। উক্ত বাটী সমেত ভূমি নীলমণি দের অধিকৃত পৈতৃক বিষয়, অনুমান উনিশ কি বিশ বৎসর হইল উক্ত নীলমণির মৃত্যু হয়, এবং তৎপরিবারের এক ব্যক্তির সাক্ষ্যে বিদিত হইল যে মৃত্যুর দুই কিম্বা তিন বৎসর পুর্ব্বাবধি নীলমণি ক্ষিপ্ত ও কর্ম্মাক্ষম হইয়া থাকাতে তৎ পীড়িতাবস্থায় তাহার ও তৎপরিবারের প্রতিপালন নিমিত্তে তৎ পত্নীকে তাবৎ অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। অভয়া নাম্নী উক্ত পত্নীকে ও দুইটী শিশু পুত্রকে আর একটী অবিবাহিতা কন্যাকে রাখিয়া নীলমণি দে মরে। ঐ পুত্রদ্বয় এই মকদ্দমার প্রতিবাদী। মরণ কালীন নীলমণি ইহাদের জীবন ধারণ নিমিত্তে দাবীকৃত বিষয়, ও সাড়ে পাঁচ কাঠা পরিমিত আর এক খণ্ড ক্ষুদ্র ভূমি ভিন্ন আর কিছু রাখিয়া যায়না। শেষোক্ত ভূমি নীলমণির ক্ষিপ্ত হওয়ার অল্পকাল পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক ক্রীত হয়।

বাদির পাট্টাদাতা অর্থাৎ আসল বাদী এক কবালার বুনিয়াদে দাবী উপস্থিত করে, ঐ কবালা, ১২০৩ সালের ১৫ অগ্রহায়ন তারিখে অর্থাৎ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে ২১৮ টাকা পণ বহাতে উক্ত বিধবা কর্ত্তৃক বস্তুতঃ দত্ত, কিন্তু জাহেরা তাহার ও তৎ জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে লিখিত হয়। ঐ বস্তু তৎকালীন উপযুক্ত মুল্যে বিক্রয় হওন না হওন বিষয়ে আপত্তি হয় নাই, ঐ ক্রয় বিক্রয়ও অকৃত্রিম ও প্রকাশ্য রূপে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে তৎকালে উক্ত দুই পুত্রের জ্যেষ্ঠ দুর্গাপ্রসাদ কেবল সাত কিম্বা আট বৎসর বয়স্ক ছিল।

II Claim to the estate of a deceased proprietor by his kindred as heirs was dismissed, on proof that the defendant, who affirmed that he was legally adopted by, and received the estate in gift from, the proprietor's widow, was entitled to it *not under the deed of gift from the widow, since she could not alienate the estate left by her husband,* but as her husband's adopted son and legal heir. Nanda Cumár and another *versus* Rájendra Náráyan. 2nd December 1808. S. D. A. Rep. Vol. I. p. 261.

*Case* bearing on the vyavastha' Nos. 19 and 20.

Krishna Mani, Debí, widow of Gobinda Prasa'd Láhurí deceased, instituted this suit to recover from Musst. Uma' Debí, the mother, and the three brothers of her husband, one fourth of the family property real and personal. The defendants pleaded in appeal that the plaintiff had no claim to share at all, because she had left her husband's family and had resided in her father's house; and because the cognizance of the claim was barred by the rule of limitation, which should be reckoned from the year 1236, when her husband, quitting his paternal dwelling, had gone to reside in his father-in-law's house, and that, even supposing his death to have occurred, as asserted, on the first Bhadoon (Bhádra) 1238, a period of more than 12 years had elapsed from that date to the institution of the suit.

*Case* bearing on the vyavastha' No. 21

By the Court,—Messrs. Reid, Dick, and Jackson. The points for consideration are as follows:

1st. Is the cognizance of the suit barred by the rule of limitation? The suit was instituted on the 14th August 1843, or 30th Sawun (Srában) 1250. The plaintiff asserts that her husband died on the 20th August 1831, or 5th Bhadoon 1238. Even assuming that the date of his death was, as asserted by the defendants, the 1st Bhadoon, or 16th August, the period of 12 years had not expired by two days. The Court reject the plea of the defendants that the commencement of the action must be reckoned, not from the day on which the petition of plaint was filed (14th August 1843,) but from that on which, after due permission obtained from the Sudder Dewany Adawlut for the trial of the suit in Zillah Mymensingh, part of the property being situate in Rajshahye, it was placed for trial on the file of the principal Sudder Ameen of Mymensingh; and rule that the cognizance of the suit is not barred.

2nd. Is the plaintiff debarred from suing by the fact of her having chosen to reside in the family of her father instead of in that of her husband? On this point the decision of the Privy Council in the case of Káshinath Basa'k *versus* Hara Sundari' Dási and another, (see page 85, Morton's Reports,) is, in the opinion of the Court, quite decisive as to the right of the plaintiff to sue. Uma' Debí and others, appellants *versus* Krishna Mani Debí, Respondent. 29th July 1846, S. D. A. R. Vol. VII. pp. 270—272.

East, C. J.—This was an action of ejectment for some premises, containing altogether five *Ka'ta's* and fifteen *Chhata'ks*, with a dwelling-house at A'rkuli in Calcutta, of which Nilmaní De, who died between nineteen and twenty years ago, was the patrimonial owner. It appears by the evidence of one of the family that Nílmani, for the last two or three years of his life, had been insane and incapable of work, and that his wife was obliged to dispose of all his personal property in support of him and his family during his malady. At his death he left his widow Abhayá and three infant children, two sons, and an unmarried daughter. Those sons are the present defendants. At his death there was nothing left for the subsistence of his family but the property in question, and another small piece of ground, containing five *Kátás* and a half, which he had purchased a short time before his derangement.

*Case* bearing on the vyavastha's Nos. 25 and 27

The present lessor of the plaintiff claims under a deed of purchase, in reality from the widow, but nominally from her and her eldest son, both being parties to the deed, dated 15th *Agraha'yan* 1203 B. S. nearly twenty years ago, for the price of Rs. 218. It is not disputed that the price was fair at the time; and it appears to have been an open and avowed transaction; but it was also admitted that, at that time, *Durga'prasa'd*, the eldest of the two infant sons, and who was a nominal party to the deed, was only seven or eight years of age.

অতএব উক্ত বিষয় বিক্রয়ে ঐ বিধবার যদি কোন অধিকার হইয়া থাকে, তাহা আপনার ও আপন সন্তানের পালন ও জীবন ধারণের আবশ্যকতায় হইয়াছিল। এই বিষয় প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ বিচার্য্য বিবেচনা হইয়া পণ্ডিতদিগের স্থানে এতদ্বিষয়ে নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

পণ্ডিতদিগের প্রতি প্রশ্ন—১ যে কোন রূপ অভাবে কোন শিশু পুত্রের মাতা হিন্দু বিধবা ঐ পুত্রগণের বিষয় অপরকে বিক্রয় করিতে পারে কি না? উত্তর—সন্তানের জীবন রক্ষার্থে সে পরিবারীয় আর২ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ না করিয়াও উক্ত বিষয় বিক্রয় করিতে পারে। প্রশ্ন ২।—কি প্রমাণে? উত্তর—দায়তত্ত্ব, দায়ভাগ ও বিবাদ চিন্তামণি। প্রশ্ন—৩। যদি ধনস্বামির পত্নী ও ভ্রাতা ও শিশু সন্তান থাকে, তবে বিভক্ত বা অবিভক্তাবস্থায় কে পরিবারাধ্যক্ষ হইবে? উত্তর—যদি পরিবার বিভক্ত না হইয়া থাকে, তবে ঐ শিশুগণের পিতৃব্য অধ্যক্ষতা করিবে, যদি বিভক্ত হইয়া থাকে তবে ঐ বিধবাই অধ্যক্ষা; কিন্তু অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়ে পতির জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত পরামর্শ করিবে। প্রশ্ন ৪—যদি সে জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া বিষয় বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ কি না? উত্তর৪—জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত পরামর্শ করা তাহার আবশ্যক; কিন্তু যদি তাহারা অস্বীকার করে তবে উক্ত কার্য্য সাধননিমিত্তে যৎ পরিমিত বিক্রয় আবশ্যক তাহা তাহাদের অনুমতি বিনাও বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত আবশ্যক কার্য্যে সে তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে। সন্তান পালন, কন্যার বিবাহ, এবং (পতির) শ্রাদ্ধ এই সকল অত্যন্ত আবশ্যক কার্য্য। প্রশ্ন ৫—যদি পরিবারের সাহায্যে প্রতিপালনের উপায় থাকে তবে বিধবা সে বিষয় বিক্রয় করিতে পারে কি না? উত্তর ৫—যদি তাহাদের সাহায্য পায় তবে পারে না।

অনন্তর আমি ইহা শ্রুত হইয়া যে এইরূপ আপত্তিঘটিত মকদ্দমা মফস্‌সল আপিল আদালতে দায়ের আছে এবং মফস্‌সলের জজ মেস্তর ওয়াট্‌সন সাহেব উক্ত বিষয়ে মফস্‌সল পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণাদেশ করিয়াছেন, আমারদিগের পণ্ডিত গণের ঐ সকল ব্যবস্থার অতিরেকে আর ২ পণ্ডিতের কিমত তাহা জানিবার নিমিত্তে মকদ্দমা মুলতবি রাখিতে ইচ্ছা করিলাম। অনন্তর অবগত হইয়াছি যে এই আদালতের শেষ টহরম্‌বন্দে ঐ ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে, এবংঐ ব্যবস্থা সকল আমারদিগের পণ্ডিতগণের দত্ত ব্যবস্থানুমত; এবং তদনুসারে কোর্ট আপীল আবশ্যক কার্য্যে বিক্রয় করিতে বিধবার থাকার রায় দিয়াছেন।

ফলতঃ বোধ হইতেছে বিধবাকে এমত ক্ষমতা দত্ত হওয়ার মূল আবশ্যকতা ও হিত চিন্তা, বিশেষতঃ এমত দেশে যেখানে দীন দরিদ্রের (প্রাণ ধারণ) নিমিত্তে সাধারণকর্ত্তৃক কোন জীবিকা সংস্থাপিত হয় নাই। বিধবার যদি এমত ক্ষমতা না থাকিত তবে ঐ শিশুর বিষয় রক্ষার নিমিত্তে তাহার প্রাণ রক্ষা হইতে পারিতনা।

অতএব কেবল এই বিষয় স্থির করিতে বক্রী আছে যে ঐ ক্ষমতা যে আবশ্যকতা-মূলক, সে আবশ্যকতা এমকদ্দমাতে যথার্থতঃ ঘটিয়াছিল কি না।

এবিষয়ে শিশুর মৃত পিতার কোন কুটুম্ব বাদির পক্ষে প্রমাণ দিলেক যে ঐ মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর দুই কিম্বা তিন বৎসর পূর্ব্বে উন্মত্ত হইয়াছিল, তদবস্থায় তাহার ও পরিবার প্রতিপালনার্থে তাহার সকল অস্থাবর বস্তু বেচিতে তৎ পত্নীবাধিত হইয়াছিল; নীলমণির মরণকালে উক্ত ভূমি ভিন্ন আর কোন বিষয় ছিল না। যদি উক্ত ভূমির পাট্টা দেওয়া যাইত তবে সালিয়ানা কাঠা প্রতি কেবল ছয় টাকা উপার্জ্জন হইত, কিন্তু পরিবারই তাহাতে বসতি করিতেছিল; তাহাদের ভরণ পোষণের উপজীবিকা আর কিছুই ছিল না; বিক্রয়ের পূর্ব্বে ঐ বিধবা পরিবারের প্রধান জগন্নাথের পরামর্শ লয়, এবং ঐ জগন্নাথ কবালায় সাক্ষী হয়। উক্ত বিক্রয়ের আট মাস পূর্ব্বে ঐ বিধবা আপন কন্যার বিবাহ দেয়।

প্রতি বাদিরা ইহা প্রমাণ করিল যে স্বামির মৃত্যুর পর তৎপূর্ব্ব বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা কন্যার বাটীতে ঐ বিধবা যাইত, এবং (সেখানে) কখন ২ খাদ্য সামগ্রী পাইত, ঐ বিধবা সে খানে ঘন২ যাইত কিন্তু রাত্রিতে কখনো সে খানে থাকিত না; শিশু পুত্রদ্বয়ের জ্যেষ্ঠ তৎপিতা বায়ু রোগগ্রস্ত হওয়ার পর এবং তদ্‌মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বাবধি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বাটীতে ছিল এবং পিতার মৃত্যুর পরও সেখানে থাকিত, এবং কনিষ্ঠ পুত্রও পিতার মৃত্যুর এক মাস পরে ভগিনীর বাটীতে গিয়া রহিল কিন্তু উভয় পুত্রই সময়ে২ মাতার নিকট আসিয়া থাকিত। এবং ঐ বিধবা অন্য এক কুটুম্বের স্থানে কখন এক টাকা কখন বা আধ টাকা পাইত, কিন্তু তাহারা সকলেই অতি দুঃখে কাল যাপন করিত, এবং কেবল এই প্রমাণে উপরি উক্ত সাক্ষির সাক্ষ্যের উপর দোষারোপ করিল। কিন্তু প্রতিবাদিরা যে প্রমাণদিলেক তাহাতে বাদী আবশ্যকতা থাকার যেএজাহার করিয়াছিল তাহা বাতিল না হইয়া বরং দৃঢ় হইল।

The right, therefore, if any, of the widow to dispose of this property arose, and was put upon the ground of necessity, for the support and subsistence of herself and her children. This formed the first and principal point which was made, and on which the opinion of the *Pandits* was taken as follows :—

Question to Pandits. 1. Can a Hindu widow, having infant sons, sell the property of those sons to a stranger under any circumstances of want ? *Answer.* She may, to preserve the children from want, and that without consulting the rest of the family. Q. 2. By what authority ? A. 2. The *Da´yatatwa*, the *Da´yabha´ga*, and the *Vivàda Chinta´mani*. Q. 3. If there be a widow and brother of the father's side, and infant children, who is to manage for the family, whether divided or undivided ? A. 3. If the family were undivided, the uncle of the children has the management. If divided, the widow has it ; but in cases of emergency she will consult the relations of her husband. Q. 4. Suppose she sold the property without consulting those relations, would the sale be binding ? A. 4. It is necessary for her to consult the relations ; but if they refuse, then she may sell without their consent, as much as is necessary for the purpose. But she can, in cases of emergency, sell without. Those cases of emergency are, the subsistence of a child, the portion of a daughter, and a *sráddha*. Q. 5. If the widow have the means of subsistence from the support of the family, can she then sell the property ? A. 5. Not so, if she have support.

In addition to these opinions of our own *Pandits*, we desired this case to stand over, in order to learn what the opinion of other *Pandits* might be, as I had been informed that the same question was then actually pending before the Mofussil court of appeal, and that Mr. Watson, the Judge, had desired the opinion of the Mofussil *Pandits* to be taken upon the points : and I have been since informed, that, in the course of our last vacation, those opinions having been taken, were in conformity to the opinion of our own *Pandits* ; and that judgment was given accordingly by the court of appeal in favour of the widow's right to sell in cases of necessity.

In truth, it seems that such a power is founded in necessity and good sense, in a country where there is no public provision for the poor ; for otherwise it might happen that a child's life might be sacrificed for preserving his property.

The only question, therefore, which remains, is, whether the necessity, from which the power arises, did in fact exist in this case.

As to this, a relation of the deceased father proved, on the part of the plaintiff, that the father was insane for two or three years before his death ; that his wife was obliged to dispose of all his personal property during such his insanity, for the support of himself and family ; that there was nothing left at his death but the real property ; that if the ground had been let it would only have brought in six rupees per *kátá* a year, but that it was occupied by the family themselves ; that they had nothing else to subsist on, or to clothe themselves with ; that before the sale she did consult Jagannáth, the head of the family, who was a subscribing witness to the deed of sale ; and that eight months after the ground had been sold the widow married off the daughter.

The only way that this evidence was met on the part of the defendants was, by proving that, after the husband's death, the widow, who had an elder daughter married in the father's life time used to go to her house, and had victuals occasionally given her, and this frequently, but she never staid the night ; that the elder of the infant sons, who had staid at the married sister's for two years previous to the father's death, after he became insane, continued to reside there afterwards ; and that the younger son, about a month after the father's death, also went to reside at his sister's ; but both the sons were occasionally at their mother's. That the mother herself used sometimes to receive a rupee, sometimes half a rupee, from another of the relations ; and that they were all in great distress. This evidence rather tended to confirm than to impeach the case of necessity made by the plaintiff.

সকল স্থলেই ধর্ম্ম শাস্ত্রের বা আইনের সঙ্গত অর্থ করিতে হইবে এমত যে তদ্দ্বারা ঐ আইন যে অভিপ্রায়ে কৃত হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হয়। অতএব শিশুর বিষয় বিক্রয় করিতে ক্ষমতাদানের নিমিত্তে তৎক্ষণেই পরিবারের জীবিকার অত্যন্ত অভাব হওয়ার আবশ্যক নাই; এবং কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবের সদয়দানে তৎকালে প্রাণধারণ হওয়া ঐ ক্ষমতা রহিত করার প্রতি যথেষ্ট কারণ নয়, কেননা কুটুম্বাদি যে সে সময়ে ঐ সাহায্য করা রহিত করিতে পারে। ভূমি বিক্রয় সহসা করা হইতে পারে না; যদি ভবিষ্যতে পরিবারের কোন নিশ্চিত উপায় নাথাকে, এবং যথার্থতঃ যদি অবস্থার উপযুক্ত জীবিকা না থাকে, এবং পরিবার হইতে যদি উপযুক্ত জীবিকা নিয়মিত না হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল কখন কোনসাহায্য হইয়া থাকে, (এবং বিধবার ও তৎ সন্তানের এই দশাই ছিল)—তবে তাহাই প্রকৃত আবশ্যকতা এবং তাহাতে বিক্রয় কর্ত্তব্য।

উক্ত হেতুসকলে আমরা বিবেচনা করি যে বাদির পাট্টাদাতা অর্থাৎ (যাহার হকিয়ৎ বিষয়ক এই মকদ্দমা হেই) আসল বাদী যে ক্রয় করিয়াছে তাহা অবৈধ নয়, এবং তৎ পক্ষে ডিক্রী হওয়া উচিত *। এই বাদী ঐ ক্রয় উপলক্ষে প্রায় উনিশ বৎসর পর্য্যন্ত দখলিকার ছিল, পরে তদ্বিরুদ্ধে হওয়া ইজেকটমেণ্টের হুকুম জারিতে বেদখল হইয়াছে। হুকুম হইল যে বাদির পক্ষে ডিক্রী হয়। বিশ্বনাথ দত্ত নাম—দুর্গাপ্রসাদ রায় ও শিবচন্দ্র রায়। ৪ জুলাই ১৮১৫ সাল, সু. কো. সর্. এড্ওয়ার্ড্ হাইড্ ইষ্ট সাহেবের নোট. ন. ৩৪।

২৭ ও ৩০ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

/০ বাদিরা বয়ান করে যে তাহারা সুভদ্রার স্বামি জীবনকৃষ্ণ বাবুর বিরুদ্ধে ৫৭৫৯৯।।/৯ টাকার ডিক্রী হাসিল করে; এবং তাহার মৃত্যুর পর তৎ পত্নী ১২৪৯ সালের ১৭ আষাঢ় তারিখে ঐ ঋণের পরিবর্ত্তে এক কেতা কবালা লিখিয়া দিয়া স্বামির কতক বিষয় বিক্রয় করে; কিন্তু প্রতিবাদিরা ইহা বলিয় যে জীবনকৃষ্ণ তাহাদিগকে বেনামি দলীল লিখিয়াদিয়াছে ইহারদিগকে (অর্থাৎ বাদিগণকে) দখল দেয় না, অতএব ইহারা দখল এবং ওয়াসিলাতের প্রার্থনা করে।

আপীলে আপিলাণ্টের পক্ষে অনেক আপত্তি হয়, তন্মধ্যে—তৃতীয় এই যে, বাদিরা যে বিক্রয়ের বুনিয়াদে দাওয়া করে তাহা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অবৈধ, কেননা যে বিধবা তাহারদিগের হস্তে বিক্রয় করিয়াছে তাহাকে সঙ্ক্রান্তধন হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা নাই। চতুর্থ এই যে বিরোধীয় দুই বস্তু বিক্রেতার দখলে ছিল না অতএব তাহার বিক্রয় বৈধ নয়। পঞ্চম এই যে যে ডিক্রীর দেনায় বিষয় বিক্রীত হইয়াছে তাহা সাজশী এতাবতা ঐ বিক্রয়ও সাজশী হওয়াতে তাহা অসিদ্ধ। ষষ্ঠ এই যে আপিলাণ্টদিগকে যে বিক্রয় ও দান করা হইয়াছে তাহা অকৃত্রিম ও যথার্থ, অতএব গ্রাহ্য। রেস্পাণ্ডেণ্টেরা কহে যে উক্ত বিধবা নিজ স্বামির ঋণ পরিশোধার্থে বিক্রয় করিয়াছে অতএব ঐ বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রসিদ্ধ। অপিচ উভয় পক্ষ হিন্দু হওয়াতে, কোন বস্তু দখলে না থাকিলেও তদ্বিক্রয় শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ। আর উক্ত বিষয়ে কোন সাজশ্ নাই, (কারণ) বাদিরা উক্ত বিধবার মৃত স্বামির উপর ডিক্রী হাসিল করে, এবং ঐ ব্যক্তি আপীল করিয়া মরার পর তাহার পত্নী আপীলে দস্তবরদারী দিয়া, মকদ্দমা বরাবর চলিলে আরো দেনা বাড়িতে পারে অতএব তাহা না হয় এই নিমিত্তে বিষয় বিক্রয় করিয়াছে। এবং আপিলাণ্টদিগের যে দান ও বিক্রয় কথিত তাহা কৃত্রিম ও প্রতারণামূলক, মহাজনের দেনা উড়াইবার নিমিত্তে হইয়াছে, অতএব প্রধান সদর আমীন ন্যায্য রূপেই তাহা অসিদ্ধ করিয়াছেন।

তৃতীয় আপত্তি বিষয়ে সদর আদালতের নিযুক্ত পণ্ডিতের নিকট এই প্রশ্ন করা গেল "যে হিন্দু বিধবারা পতি হইতে প্রাপ্ত সংক্রান্ত ভূমির সমুদয় পতির ঋণ শোধনার্থে তাহার দায়াদগণের অনুমতি বিনা দান বিক্রয় করিতে পারে কি না?"

ইহার উত্তরে পণ্ডিত ব্যবস্থা দিলেন যে "পতির ত্যক্ত বিষয়াধিকারিণী বিধবা তৎ পতির ঋণ শোধনার্থে ঐ বিষয় সমুদয় হস্তান্তর করিতে পারে, যেহেতু স্বামির বিষয়াধিকারিণী হইলে তাহাকে অবশ্যই পতির ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।"

এই ব্যবস্থার প্রমাণে উক্ত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বিবাদভঙ্গার্ণবে ধৃত নারদ মুনির বচন (যাহা কোল্ব্রুক্ সাহেবের ডাইজেষ্ট নামক তর্জমার ১ বালমের ৩১৫।৩১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বচনার্থ যথা—"পত্নী যদি পতির বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে তবে সে অবশ্যই পতির ঋণ পরিশোধ করিবেক।" অপিচ "যে অপুত্রা পত্নী পতির বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ স্বীকার করিয়াছে সে যদি পতির ঋণ শোধের ভার না লইয়াও থাকে তথাপি সে পতির ঋণ পরিশোধ করিবে যেহেতু সে তাহার বিষয়াধিকারিণী †।"

* এই মকদ্দমায় অভয়ানামী বিধবা তৎশিশু পুত্রগণের অভিভাবিকা বা ওসী স্বরূপা। তথাচ এমকদ্দমা এস্থলে নজীর রূপে ধরার কারণ এই যে বিচারপত্রে কতিপয় অবস্থা দর্শিত হইয়াছে যাহাতে কোন বিধবা, শিশু পুত্রের অভিভাবিকা অথবা পতির সঙ্ক্রান্ত ধনাধিকারিণী হউক, পতির ত্যক্ত বিষয় বিক্রয়াদি করিতে পারে।

† ইহা নারদ বচনানুবাদ কথিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, বস্তুতঃ ইহা তদ্বচনের নিম্নে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ব্যাখ্যা। কোল্. ডা. বা. ১, পৃ. ৩১৫, ৩১৬ দ্রষ্টব্য।

In all cases the law must have a reasonable construction to forward the object of it. It cannot, therefore, be necessary, to authorise sale of the infant's property, that the family should be in absolute and urgent want of the necessaries of life at the very moment ; or sufficient to take away the power, that they are subsisting at the time upon the charitable donations of their friends and relations, who may at any moment withdraw their help from them. Land is not to be sold at a moment's warning : but if the family have no certain resource for the future and no actual means of providing for themselves the decent necessaries of life according to their condition, and no regular competent allowance from the family, but only mere casual charity, which was the state and condition of this family, this constitutes a reasonable necessity to warrant the sale of the property*.

On these grounds we think that the purchase was well made, and that there should be judgment for the lessor of the plaintiff, who had been in possession under the purchase-deed for nearly nineteen years before he was lately ousted by a judgment in ejectment snapped against him. Judgment for the plaintiff. Bishwa Nath Datta *versus* Durgá Prasád De and Shib Chandra De. 4th July, 1815. East's Notes, No. 34.

*Case* bearing on the vyavastha s Nos. 27 and 30.

I. ' Plaintiffs declare that they succeeded in getting a decree against Subhaddra's husband Jívan Krishna Ba'bu, for Rupees 57,599-7-9, that after his demise, she, in lie of that debt, executed a bill of sale on the 17th Asha r 1249, and sold certain estates of her husband, which defendants, on the pretext of *bena'mi* deeds alleged to have been executed by Ji'ban Krishna in their favor, withhold from plaintiffs. Plaintiffs pray therefore for possession and wasilat.

In appeal, several pleas were urged for appellants, of which the third is, that the sale to them, on which plaintiffs claim, is illegal according to Hindu law ; the widow, who sold to them, having no power to alienate property inherited from her husband. Fourth, the sale, with respect to the two properties in question, is illegal, because the seller was not in possession. Fifth, the decree, for the amount of which the estates were sold, was collusive, and consequently the sale, and therefore it is invalid. Sixth, the sale and gift of appellants were bona fide real transactions, and not fictitious, and therefore should be upheld.

On the part of respondents it was argued that the sale having been made to pay her husband's debts, by the widow, was perfectiy legal. The parties are Hindus, and, according to the *Sha'stra*, a sale even without possession is valid. There was no collusion. The plaintiffs had obtained a decree against the widow's husband, which he appealed and died. The widow then withdrew the appeals and sold the estate to avoid heavier liabilities from continuing to contest the demand. And that the sale and gift of appellants have been clearly fictitious and fraudulent to evade demands, and therefore were properly, declared invalid by the principal sudder ameen.

On the third plea, the following question was put to the pundit of the Court : 'Have Hindut widows the power to alienate the whole of the landed property inherited from their husbands, for paymen of their husbands' debts, without the consent of the next heirs to the said property, relatives of the husband ?

To which the pundit answered : 'A Hindu woman, who has inherited the property left by her husband, may alienate the whole of it to pay his debts, because, so inheriting her husband's property, she is bound to pay his debts.'

The *pandit* refers for his authority to Na'rada Muni, as stated in the digest of Jaganna'th, and to be found in Colebrooke's translation, (pp. 315 and 316, volume I.) 'If the assets of the husband have been received by the wife, she must pay the debts.' And again : 'and so must a debt be paid by a childless widow, who has accepted the care of the assets, even though she have not accepted the burden of the debts, for she is successor to the estate.' †

* The widow in this case was in the position of a guardian to her infant sons. The case however is quoted here because the judgment describes circumstances under which a widow, whether as guardian of her son, or heir to her husband, is justified in disposing of the property descended to her son or herself.

† This however is not the translation of the text of Na'rada Muni but of Jaganna'th's comment thereon. See Coleb. Dig. vol. I. p. 315. 316.

জগন্নাথের বিবাদভঙ্গার্ণবে বিক্রয় অসিদ্ধ বিষয়ে যে সকল বিধি লিখিত আছে তদনুসারে, বিশেষতঃ তাহাতে (কোল্. ডা. বা. ২, পৃ. ৩১৭, ৩১৮ পৃষ্ঠাতে) ধৃত নারদের ২ বচন অনুসারে চতুর্থ ওজর নিতান্ত অগ্রাহ্য, তদ্বচনার্থ যথা—"বিক্রেয় বস্তু উপযুক্ত মুল্যে বিক্রীত হইয়া ক্রেতাকে সমর্পিত না হইলে, বিক্রীতের অসম্প্রদান ও বিবাদপদ বলাযায়।" অপিচ, "বিক্রেতা যদি বিক্রেয় বস্তু যথার্থ মুল্যে বিক্রয় করিয়া ক্রেতাকে সমর্পণ না করে, তবে ঐবস্তু স্থাবর হইলে তাহার ক্ষতি অর্থাৎ শস্যাদি না হওন জন্য যে ক্ষতি তাহা এবং অস্থির হইলে তদ্ব্যবহারের ফল কিম্বা তাহাতে হইয়া থাকে যে লভ্য তাহা ঐ বিক্রেতাকে দিয়া দেওয়াইতে হইবে।" ইহাতে বিক্রীত বস্তুর অসমর্পণ জন্য দণ্ড হওয়া বিধান স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু তজ্জন্য বিক্রয় অসিদ্ধির কথা একটীও লিখা নাই।

পঞ্চম ওজর আপিলাণ্টেরা করিতে পারে না, যেহেতু তাহারা দায়াদ না হওয়াতে ঐ বিধবা যাহা করে তাহার ন্যায্যান্যায্যের বিষয়ে আপত্তি করিতে তাহাদের অধিকার নাই।

অতএব সদর আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টদিগের দাবী যথার্থ এবং আপিলাণ্টদিগের (এক্তাহারি) দান ও বিক্রয় কৃত্রিম বিবেচনাপুর্ব্বক সম্পূর্ণ খরচার সহিত আপিল ডিস্‌মিস্ করিয়া নিম্ন আদালতের ফয়সলা বহাল রাখিলেন। মোসম্মাৎ উমা চৌধুরাণী ও গোপীনাথ রায় আপিলাণ্ট—বনাম—মোসম্মাৎ ইন্দ্রমণি চৌধুরাণী। সদর দেওয়ানী আদালত, ১৫ জুলাই ১৮৪৭ সাল।

৮০ রাণী অন্নপূর্ণা কাদলিয়া পরগণা প্রভৃতিতে তাঁহার যে স্বত্বাধিকার ছিল তাহার অর্দ্ধেক বাদির নিকট বিক্রয় করিয়া, তাহাকে দখল দেন; কিন্তু তদনন্তর ঐ রাণী এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করাতে তাহার ওসী নিযুক্ত হয়, পরে বাদির নাম কালেক্টরী সেরেশ্‌তায় দাখিল না হওয়া কারণে উক্ত ওসীরা আদালতের হুকুমক্রমে বাদির ক্রীত বিষয়ে দখল পায়। অতএব বাদী দখলের নিমিত্তে রাণী অন্নপূর্ণার ও তাঁহার দত্তক পুত্রের নামে এবং ঐ দত্তকের ওসীগণেরও নামে এই নালিশ করে, আর ওয়াসিলাতের নিমিত্তে কুর্জ্জন সাহেব ইজারাদারের নামে নালিশ করে।

উক্ত দত্তক পুত্র এবং তাহার ওসীরা জওয়াবে আপত্তি করে যে উক্তরাণীকে বিষয় হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা ছিল না।

উক্ত রাণী বিক্রয় স্বীকার করিয়া কহিলেন যে যে সকল শরতে বিক্রয় করা হইয়াছিল তাহার তামিল হয় নাই, এবং ক্রেতা মূল্য দেয় নাই।

কুর্জ্জন সাহেব (ইজারাদার) আপত্তি করিলেন যে অন্য রাইয়ত অপেক্ষা তিনি ওয়াসিলাৎ বিষয়ে অধিক দায়ী নহেন, এবং এই মকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার পুর্ব্বে নিকোলাই সাহেব দাবীকৃত বিষয়ের কিয়দংশ ডিক্রীজারীতে খরিদ করিয়াছেন, একথা আর্জ্জিতেই প্রকাশ, তথাপি তিনি প্রতিবাদি মধ্যে পরিগণিত হয়েন নাই, এমত দোষে এমকদ্দমা টিকিতে পারে না।

প্রধান সদর আমীন তাবৎ প্রতিবাদির উপর বাদির পক্ষে মকদ্দমা ডিক্রী করেন, এবং নিকোলাই সাহেব যে অংশ খরিদ করিয়াছিলেন তাহা দাবী হইতে বাদ দেন। এই হুকুমে নারাজ হইয়া উভয় পক্ষ ভিন্ন ২ আপীল করে।

মকদ্দমা চলিতে বাধাবিষয়ে রেস্পাণ্ডেণ্ট এই ইশু করে যে "দত্তক আপিলাণ্ট বাদির দাবী অস্বীকার করে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঐ দত্তকের দত্তকপুত্রত্ব সাব্যস্ত না হয়, তাবৎ তাহার ঐ আপত্তি শুনা যাইতে পারে না।

আপিলাণ্টের প্রথম ইশু এই যে—"খরিদ প্রমাণে দখল পাওয়ার এবং দত্তকতা রদের প্রার্থনা থাকাতে মকদ্দমা ভিন্ন ২ দাবী বিষয়ক।"

বাবু রমাপ্রসাদ রায় আপিলাণ্টের পক্ষে কহিলেন—"দত্তক সিদ্ধ কি না এই ওজর করিতে মৃত রাজার আর ২ উত্তরাধিকারিকে অধিকার আছে বাদিকে নাই। বাদী এরূপ আপত্তি করাতে, উপরি উক্ত ফয়সলায় আদালতের প্রকাশিত মতের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিয়াছে, অতএব এমকদ্দমা নন্‌সুট্ হওয়া উচিত।

তদুত্তরে ওয়ালর সাহেব কহিলেন—"বাদী যদি এমত কোন আপত্তি করিয়া থাকে যাহা আদালতকে অনাবশ্যক বোধ হয়, তাহাতে মকদ্দমা নন্‌সুট হইতে পারে না।"

এবিষয়ে আদালতের রায় এই যে এমকদ্দমা বাধার যোগ্য নয় দত্তকতা রদের এক শরতী প্রার্থনা করা বেজাবেতা হয় নাই।

বিচার—বাদির নিকট বিষয় বিক্রয় হওয়া রাণী স্বীকার করেন, দত্তক পুত্রও তাহা অস্বীকার করে না। বিষয় হস্তান্তর করিতে রাণীর ক্ষমতা বিষয়ে মাত্র আপত্তি হইয়াছে। এ আদালতের এমত অনেক নজীর আছে যাহাতে বিধান হইয়াছে যে হিন্দু বিধবা মৃত পতির ঋণ পরিশোধ ও শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতেই কেবল বিষয় বিক্রয়

The fourth plea is utterly untenable under the Hindu law, as is evident from the whole tenor of the law on rescission of sale, laid down in the Digest of JAGANNA'TH, especially the two texts of NA'RADA cited therein (pp. 317 and 318, volume II. Colebrooke's translation,) 'When a vendible thing, sold for a just price, is not delivered to the purchaser, this is called non-delivery of a thing sold, a title of judicial procedure.' And again: 'He then, who having sold vendible property for a just price, delivers it not to the buyer, shall be compelled, if it be immovable, to pay for any subsequent damage, as the loss of a crop or the like; and, if movable, for the use and profits of it.' Here are express penalties for non-delivery, but not a word about invalidity on that account.

The fifth plea is one which cannot be adduced by appellants, as they are not heirs, and cannot call in question the propriety and honesty of the acts of the widow.

The Court therefore, deeming the claim of the respondents valid, and the sale and gift of appellant fictitious, dismiss the appeal with full costs, and affirm the decision of the lower Court. Musst. Uma' Choudhura'ni' and Gopí Na'th Ra'y, appellants, *versus* Musst. Indr Maani Choudhuráni'. Sudder Dewanny Adawlut, 15th July 1847.

II. Rání Anna Púrná sold to the plaintiff half her interest in Pergunnah Kadleah, &c. She put him in possession, but subsequently adopting a son, Harish Chandra, (defendant,) and guardians being appointed, the latter were put in possession of his purchased property by an order of the (civil) court, in consequence of his (plaintiff's) name not having been registered in the collector's office. The plaintiff therefore sues the ra'ní, her adopted son, and his guardians, for possession, and Mr. Courjon, an *ijárddár*, for mesne profits.

The guardians and the adopted son, in answer, pleaded that the rání had no power to alienate.

The rání admitted the sale, but asserted that it was made under conditions which have not been fulfilled, and that the consideration money was not paid.

Mr. Courjon contended that he was not liable for mesne profits any more than any other ryot; that a portion of the property sued for had been bought at a sale in execution by Mr. Nicholai, prior to the suit, which fact was apparent from the plaint. Nevertheless, he has not been included among the defendants, which is a defect fatal to the suit.

The principal Sudder Ameen gave a decree in favour of plaintiff against all the defendants, excluding however therefrom the share purchased by Mr. Nicholai.

The issue proposed by respondent in bar is, that the adopted son, appellant, cannot be heard in denial of plaintiff's claim so long as his adoption is not proved.

The first issue proposed by the appellant is, that the suit is multifarious in consequence of its being for possession on proof of purchase, and to have an adoption set aside.

Baboo Rama' Prasa'd Ráy for the appellant.—The question of the validity of the adoption was for other heirs of the deceased *ra'ja'* to contest, not for the plaintiff. Plaintiff by introducing this question proceeded contrary to the opinion expressed in the decision above quoted. The case should therefore be nonsuited as multifarious.

Mr. Waller, in answer.—It does not at all follow that the plaintiff should be nonsuited, because he may have introduced a prayer which the Court may hold to be unnecessary.

The Court on this point are of opinion that the suit is unobjectionable, and that the conditional prayer to declare the adoption invalid was not irregularly introduced.

*Judgment.*—The fact of the sale to plaintiff is admitted by the ra'ní, and not denied by her adopted son. Her right to alienate is, however, contested. There are numerous precedents of this Court ruling that a Hindu widow can only alienate property in liquidation of her late husband's debts, his *sráddha*, &c.

করিতে পারে। এ মকদ্দমাতে যে বিষয়ের তদন্ত আবশ্যক তাহা এই যে হিন্দুশাস্ত্র যে২ কর্ম্মে বিষয় বিক্রয় করিতে পত্নীকে অনুমতি দেন তাহার কোন কার্য্য নিমিত্ত বাদির নিকট বিষয় বিক্রয় করা হইয়া ছিল কি না, এবং উক্ত রূপ কার্য্য মুল্যের টাকা ব্যয় হওনবিষয়ে বাদী যে প্রমাণ দর্শাইয়াছে তাহাতে ডিক্রী বাহাল থাকিতে পারে কি না। বাদিকে যে কবালা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে যে ঐ বিক্রয় এমত কতিপয় কার্য্য নিমিত্ত হইয়াছে যাহা পৈতৃক বিষয় হস্তান্তর করণের ন্যায্য কারণ বলিয়া শাস্ত্রে পরিগণিত (বা. দ. পৃ. ৫৮, ৬০,)। ঐ বিক্রয় প্রধানতঃ ৺ রাজা রাম কৃষ্ণের ঋণপরিশোধনিমিত্তে হয়। প্রশংসিত রাজা মৃত্যুকালে ঋণী থাকার কোন লিখিত প্রমাণ নাই; কিন্তু তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির তারিখ হইতে বিক্রয়ের পূর্ব্ব তারিখ পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল অর্থাৎ ১৮ বৎসর গত হইয়াছে, তাহাতে রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীলদের উক্তি যে —রাণী পতিরদত্ত খত সকল রিনিউ করিয়াছেন ইহা—সম্পূর্ণরূপে সম্ভব, এবং কতক এমত হওয়ারও যাচনিক প্রমাণ পাওয়াগিয়াছে; অপিচ এমত অবস্থা সকল দর্শিত হইয়াছে যদ্দ্বারা অনুভব হইতে পারে যে ঐ সকল ঋণের নিমিত্তে রাণী বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। ঐ ঋণসকল শোধ গিয়াছে, এবং ইহা অত্যন্ত সম্ভব যে এই বিক্রয়ের মুল্য পাইয়া রাণী ঐ সকল ঋণ শোধ দিয়াছেন। এ বিষয়ে বাদী যে প্রমাণ দিয়াছে তদপেক্ষ উত্তমপ্রমাণ তাহা হইতে আশা করিলে আদালতের মতে অন্যায় করা হইবে। পক্ষান্তরে সপ্রমাণ কোন বিশেষ ওজর হয় নাই যে রাণী আপনি ঋণ করিয়াছিলেন, ও তিনি স্বেচ্ছাকৃত অপব্যয়াপরাধে অপরাধিনী, এবং এমত কোন প্রমাণও দর্শিত হয় নাই যে রাণী যে টাকা পাইয়াছিলেন তাহা তাহেরা যে নিমিত্তে এ মকদ্দমাসক্রান্ত বিষয় বিক্রয় করিয়াছেন তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মে ব্যয় করিয়াছিলেন, কেবল বিক্রয় অসিদ্ধির মাত্র প্রমাণ দেয়। উক্ত সকল বিষয়ের প্রমাণ দর্শিত হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ হইত কি না তাহার বিচার করা আমাদের আবশ্যক নাই।

অতএব নিকোলাই সাহেব যে অংশ পুর্ব্বে ক্রয় করেন নাই সেই অংশ যে প্রধান সদর আমীন বাদির পক্ষে ডিক্রী করিয়াছেন আমারদিগের মতে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই। আমরা হরিশ্চন্দ্রের ৮২ নং আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিলাম। এবং প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীর উপর (ওয়াসিলাৎ বিষয়ে) যে ৮৩ নং আপীল হইয়াছে তাহা তরমিম করিয়া হার হারি রূপে খরচা জিম্মা করিলাম। সদর-দেওয়ানী আদালত, ১৩ এপ্রেল ১৮৫২ সাল। বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় (প্রতিবাদী) আপিলাণ্ট—বনাম—নন্দলাল দত্ত, তাহার মরণান্তর গোবিন্দচন্দ্র দত্ত (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট। রাণী অন্নপূর্ণা প্রভৃতি (প্রতিবাদি) আপিলাণ্ট—বনাম—নন্দলাল দত্ত, তাহার মৃত্যুর পর গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

১০ ৺মহারাজা বিশ্বনাথ রায় নিজ পত্নী রাণী কৃষ্ণমণিকে উইলের দ্বারা আপন তাবদ্বিষয়ের অধিকারিণী ও অধ্যক্ষা করিয়া এবং দত্তক লইতে ক্ষমতা দিয়া লোকান্তর গত হয়েন। অনন্তর উক্ত রাণী পতির বন্ধক দেওয়া বিষয়ের উপর বয়বাত জারী নিবারণ নিমিত্তে এক কটকবালা লিখিয়া দেন। সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতেরা কহিলেন যে আবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্তে ঐ শরতী বিক্রয় করা হইয়াছে এমত প্রমাণ হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে। উক্ত আদালতের অধিকাংশ জজেরা স্বীকার করিলেন যে প্রথম বন্ধকের বুনিয়াদে বয়বাৎ জারির নির্দ্ধারিত কাল আসন্ন হইলে এমত সঙ্কট হইয়াছিল যে তাহাতে উক্তরূপ উপায় কর্ত্তব্য ছিল, যেহেতু তাহা উক্ত রাণীর গ্রহীতব্য দত্তক পুত্রের বিষয় রক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা সদুপায় ছিল, যদিস্ত তদুপায়ে অবশেষে বিষয় রক্ষা পায় নাই তথাপি তৎকালে রক্ষা হইয়াছিল এবং ক্ষতি না হওয়ার তদ্বিরও মধ্য ব্যবহিত কালে করা যাইতে পারিত। এই সকল এবং অন্যান্য হেতুতে উক্ত বিক্রয় সিদ্ধ বিবেচিত হইয়া, ক্রেতার পক্ষে বিক্রীত বিষয়ের ডিক্রী হইল। রাণী কৃষ্ণ মণি আপিলাণ্ট—বনাম—রাজা উমন্ত সিংহ ও রাজা জানকী রাম সিংহ রেস্পণ্ডেণ্ট। ২৪ জুন ১৮২৩ সাল, স. দে. আ. রি. বা ৩, পৃ. ২২৮।

১০ মৃত ভৈরবচন্দ্রের পত্নী সূর্য্যমণি হেমচাঁদকে এক লা-দাবী অর্থাৎ স্বত্বত্যাগপত্র লিখিয়া দেয়, এবং তাহাতে এমত স্বীকার করিয়া যে তাহার পতি হেমচাঁদের যে টাকা ধারিত তৎপরিশোধে আপন বিষয় তাহাকে দিয়া গিয়াছে ঐ কথিত এস্তেকালকে দৃঢ় করে। মৃত ধনস্বামির (অর্থাৎ ভৈরব চন্দ্রের) মাতা তারামণি আপনার নিমিত্তে এবং ঐ মৃতের কন্যা রাইমণির পক্ষে উক্ত বিধবার জীবনকালেই বিষয় দখলের দাবী উপস্থিত করে এই হেতুবাদে যে ঐ ঋণ ও এস্তেকাল দুই মিথ্যা। প্রবিন্স্যাল কোর্ট জিলার ডিক্রী রদ করিয়া তারামণিকে দাবীকৃত ভুমি দখলের হুকুম দেন। সদর দেওয়ানী আদালত ইহা বিবেচনা করিয়া যে উক্ত কোর্টের ফয়সলা না তামাদ, এবং তারামণিকে দখল দেওনের যে হুকুম সে ভ্রমমূলক যেহেতু (মৃত) ভৈরব চন্দ্রের স্ত্রী ও কন্যা থাকিতে মাতা উত্তরাধিকারিণী নয়, আপীল মঞ্জুর করিলেন। রাইমণি দরখাস্ত করাতে তাহাকে তারামণির শরীক রেস্পাণ্ডেণ্ট করা হইল।

The question in this case is, whether the sale to plaintiff was for any of the purposes authorized by Hindu law, and whether the proof of the appropriation to those purposes, adduced by the plaintiff is sufficient to sustain the decree. The bill of sale to the plaintiff sets forth that it was effected for certain purposes, which are such as are recognised as legitimate causes for alienation of ancestral property by the Hindu law. The chief purpose is liquidation of debts of the late rájá Ra'm Krishna. There is no documentary evidence of the ra'ja' having been indebted at the time of his death ; but so long a time had elapsed since his death before this sale, i. e. eighteen years, that it is quite possible, as contended for by respondent's pleaders, that the ra'ní may have renewed her husband's bonds, and there is oral evidence that this was the case to a certain extent ; and there are circumstances shown, from which a fair inference may be drawn that she was in great difficulties on account of these debts. The debts were paid, and the presumption is, that they were paid from the funds raised by this sale. It would be unreasonable, in the opinion of the Court, to expect from the plaintiff better proof than he has given on this point. We find no distinct averment on the other side, certainly no proof other than negative, that the debts were incurred by the ra'ni' herself, that she had been guilty of wilful extravagance, and none that she appropriated the money she received in a way other than that for which she ostensibly sold the disputed property. It is not necessary for us to decide whether such proof, if tendered, would have invalidated the sale.

We therefore are of opinion that there is no ground to interfere with the decree of the principal Sudder Ameen, restoring the plaintiff to the possession of that part of his purchase which had not been previously sold to Mr. Nicholai. We dismiss the appeal of Hurris Chnder, No. 82, with costs. We amend the principal Sudder Ameen's decree in case No. 83, charging costs rateably. 13th April 1852. S. D. A. Ba'bu Harish Chandra Ra'y, (defendant,) appellant, *versus* Nanda La'l Datta, and after his death Gobinda Chandra Datta (plaintiff,) respondent. And Ra'ní Anna Púrna' and another (defendants,) appellants, *versus* Gobinda Chandra Datta (plaintiff,) respondent.

III. Ra'ni' Krishna Mani had been left, by the will of her husband Maha'ra'ja' Bishwa Na'th Ra y, sole possessor and manager of all his property, and invested with authority to adopt a son. This lady executed a conditional sale in order to prevent the foreclosure of a mortgage made by her husband. The *Pandits* of the Sudder Dewanny Adawlut declared that the conditional sale would be legal supposing a sufficient case of necessity to have been made out. The majority of the Court, admitting that, when the period fixed for foreclosure of the original mortgage drew nigh, there did exist a sufficient case of distress to justify recourse to the above measure, whereby the interest of the son about to be adopted by the widow would doubtless be best consulted: and although the measure had not the effect of saving the estate ultimately from alienation, yet it put off the evil day, and steps might have been taken in the interval to avert the loss altogether. For these and other reasons, the sale was held valid, and the property sold was decreed to the purchaser. Ra'ni', Krishna Mani, appellant, *versus* Ra'ja' Udwunta Singh and Ra'ja' Ja'naki' Ra'm Singh, respondents. 24th June 1823. S. D. R. Vol. III. p. 228.

IV. Súrja Mani, widow of Bhoirab Chandra, executed a deed of relinquishment to Hem Cha'nd, acknowledging and confirming an alleged transfer by her husband to Hem Chánd in payment of his debt. Claim being preferred by Tára' Mani, mother of the deceased proprietor (Bhoirab Chandra) on behalf of herself and Ra'i Mani, daughter of the deceased, to possession of the estate during the lifetime of the widow, on the ground of the debt and transfer being false. The provincial court reversed the zillah decree, and adjudged possession of the lands claimed to Musst. Ta'ra' Mani. The Sudder Court admitted the appeal on consideration of the insufficiency of the proceedings of the Provincial Court, and the erroneous adjudication of possession to Ta'ra' Mani, who obviously was not the legal heir of Bhoirab Chandra, his wife and daughter surviving. Rái Mani was, on petition, admitted as joint respondent with Tára' Mani.

সদর আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতগণকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা এই মর্ম্মে ব্যবস্থা দিলেন যে " যদি কোন ভূম্যধিকারী এক স্ত্রী, পিতামহী, বিমাতা, মাতা, অবিবাহিতা কন্যা, ও প্রপিতামহপৌত্র রাখিয়া মরে, তবে তৎপত্নীই সমস্ত ধন অধিকার করিবে, কিন্তু প্রচুরকারণ অথবা উপরি উক্ত ব্যক্তিগণের সম্মতি বিনা দান কিম্বা বিক্রয়দ্বারা ঐ বিষয় হস্তান্তর করিতে পারিবে না। পত্নী মৃত পতির ঋণ পরিশোধ নিমিত্তে তাহার স্থাবরাস্থাবর ( সকল) বিষয় বিক্রয় করিতে পারে যদি ঋণের পরিমাণ বিষয়ের মূল্যের সমান বা অধিক হয়, কিন্তু যদি বিষয়ের মূল্য ঋণের পরিমাণের অধিক হয়, তবে যে পরিমিত বিষয় বিক্রয় করিলে ঋণ শোধ যায় তৎপরিমিত মাত্র বিক্রয় করিতে বিধবাকে ক্ষমতা আছে। স্বীকৃত এমত বিক্রয় সিদ্ধির নিমিত্তে দলীল কিম্বা সাক্ষ্য দ্বারা ঐ ঋণ অবশ্য প্রমাণ করিতে হইবে, পত্নী এমত বয়ান করিলেও যে তৎস্বামী ঐ ঋণ স্বীকার করিয়াছিল, অথবা সে (পত্নী) নিজে ঐ ঋণকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহা গ্রাহ্য নয়। বর্ত্তমান মকদ্দমাতে বিধবা মৃত পতির যথার্থ ঋণ পরিশোধে তাহার বিষয় হস্তান্তর করিয়াছে, এবং উত্তমর্ণ এই বিক্রয়োপলক্ষে দখল পাইয়াছে, অতএব ঋণ শোধের দ্বারা বিক্রয় রদ করিতে মৃতের অন্য উত্তরাধিকারিগণের অধিকার নাই, কিন্তু যদি আদালতের তজবীজে এমত প্রমাণ হয় যে ঋণের সংখ্যা হইতে বিষয়ের মূল্য অধিক, তবে আদালত যেমত যথার্থ বোধ করেন সেই মত বিচার করিতে পারেন। অবিভক্ত পরিবারের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি নিজ ( অসাধারণ ) কার্য্যের নিমিত্তে ঋণ করে তবে সে ঋণের দাওয়া কেবল সেই ঋণির উপর অথবা তাহার উত্তরাধিকারির উপর হইতে পারে, পরিবারীয় অন্য ব্যক্তির উপর হইতে পারে না। যদ্যপি কেবল উক্ত লাদাবী-নামাদ্বারা বিরোধীয় ভূমিতে আপিলান্টের স্বত্ব বর্ত্তিতে পারে না, তথাপি সূর্য্যমণির স্বামী সাধারণ বিষয়ের নিজ যোগ্যাংশ তাহাকে মৌখিক দান করিয়াছে দলীলে লিখিত এই বয়ান যদি প্রমাণদ্বারা সাব্যস্ত হয় তবে হেমচাঁদ ঐ ভূমি পাইবার যোগ্য এবং এ অবস্থায় যদি এমত বোধ হয় যে ঋণের সংখ্যা অপেক্ষা তৎ পরিশোধে দত্ত ভূমির মূল্য অধিক, তথাপি ( গ্রহীতা ) হেমচাঁদের স্বত্ব ধ্বংস হইবে না।"

যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল তৎ প্রতি সদর আদালতের জজ হারিংটন সাহেব ও ইষ্টওয়ার্ট সাহেব প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিলেন যে যে ঋণের বুনিয়াদে লা-দাবী লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা যে ভৈরব চন্দ্র লইয়াছে এবং তৎপরিশোধে জীবদ্দশায় বিষয় হস্তান্তর করিয়াছে এতদুভয়েরই প্রচুর প্রমাণ নাই অতএব প্রবিন্স্যাল কোর্টের ডিক্রীর যে অংশ তারামণিকে দখল দেওয়ানবিষয়ক তাহা তরমিম্ হইয়া নাতক ডিক্রী হইল যে সূর্য্যামণির লিখিয়া দেওয়া লা-দাবীর দ্বারা তাহার মৃত্যুর পর অন্য উত্তরাধিকারির ( অর্থাৎ তৎপতির দায়াদের ) স্বত্ব নষ্ট হইবে না। হেমচাঁদ মজুমদার—বনাম—তারামণি প্রভৃতি। ১৮ ডিসেম্বর ১৮১১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩৫৭।

২৯ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

/০ গঙ্গানারায়ণ সরকারের বিরুদ্ধে কৃষ্ণ গোবিন্দ সেনের মকদ্দমায় সুপ্রীমকোর্ট এই নিকৃষ্ট মত প্রকাশ করেন যে মৃতপতি সংক্রান্ত ধনাধিকারিণী উজ্জ্বলমণির ঐ ধনে যে স্বত্ব তাহা কোন প্রকারে এমত দানাদি করিতে তাহার অধিকার নাই যাহা তাহার নিজজীবনান্তে স্থিরতর থাকিতে পারে। প্রতি বাদী ইহা দেখিতে পাইয়া যে উজ্জ্বলমণি হইতে যে দান প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা ফলদায়ক হইবেক না, বিবাদে বিরত হইল। এবং মকদ্দমা বাদির পক্ষে ডিক্রী হইল। সু. কো. মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ১৯।

৵০ রাম কৃষ্ণ দত্তের বিরুদ্ধে রামানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মকদ্দমায় সুপ্রিমকোর্টের (তাৎকালিক) সকল জজে স্বীকার করিয়াছেন যে বিধবা পুরণী দাসী মৃত পতি হইতে প্রাপ্ত সংক্রান্ত ধনের যে দান করিয়াছে তাহা ( তৎপতির পারলৌকিক উপকারার্থে না হওয়া স্পষ্ট দৃষ্ট হওয়াতে) তাহার জীবন পর্য্যন্ত গ্রাহ্য ; যদি পুরণী দাসীর মৃত্যুর পর ( তৎপতি ) রয়ান সাহার দায়াদেরা ( গ্রহীতা ) রামানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করে সে মকদ্দমা ভিন্ন প্রকার হইবে। আমি ( সর্ ফ্রান্সিস মেকনাটন্ সাহেব ) বিবেচনা করি না যে তাহাদের বিরুদ্ধে সে ( রামনন্দ ) কোন ওজর করিতে পারিবে। সু. কো. মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ১৯, ২০। *

**বিবেচনা**—এই বিচার হিন্দু শাস্ত্রীয় মতের সহিত মিলে না। উপরি উক্ত মকদ্দমার পর বলরামবন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকদ্দমা জের তজবীজে থাকা কালীন সুপ্রীম্ কোর্টের জজ সর্ ফ্রানসিস্ মেকনাটন সাহেব ঐ আদালতের প্রধান জজকে যে কাগজ সমর্পণ করেন তাহাতে তৎ পুত্র সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের যে মত লিখিত হয় ( তাহা নিম্ন লিখিত বিচারপত্রে সদর দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক আদৃত হইয়াছে, এবং ) তাহাতে উক্ত বিষয়ক শাস্ত্রের যে মর্ম্ম তাহা যথার্থরূপেই বর্ণিত হইয়াছে, তদ্‌যথা। "যদি কোন হিন্দু বিধবা চিরকালের নিমিত্তে পতির স্থাবর বিষয় বিক্রয় করে, তবে বিক্রয় করিতে উক্ত বধবার ক্ষমতা না থাকাতে ক্রেতা তদ্বিষয়ক দলীলের দ্বারা কোন কায়দা পাইবে না, কিন্তু উক্ত বিষয়ে বিধবার যে স্বত্ব ছিল ঐ ক্রয়োপলক্ষে ক্রেতা তাহাও পাইবার যোগ্য নয়। এইমতের মূল এই যে অস্বীকৃত

In answer to a reference by the Court, the Hindu law officers gave a *Vyavastha* to the following effect:—" If a proprietor of a landed estate die leaving a grandmother, mother, stepmother, wife, unmarried daughter, and son of his father's uncle, his wife succeeds to the sole possession of the estate, but she cannot, without sufficient cause, or the consent of the above mentioned relations, transfer the property by gift or sale. The widow may transfer the real and personal estate of her deceased husband in discharge of his debts, if the amount of the debt exceed or equal the value of the estate; but if the value of the estate exceed the amount of the debt, the widow is only entitled to sell such part as may suffice to cover the debt. In order to render such sale by the widow valid, the debt must be proved by documentary evidence, or the testimony of witnesses, the declaration of the widow herself, whether she state that the debt was acknowledged by her husband, or merely herself acknowledges the justice of the debt, not being admissible. If in the present case, the widow have transferred her deceased husband's estate in payment of his just debts, and the creditor under such sale obtained possession of the estate, the other heirs of the deceased are not entitled to set aside the sale by payment of the debt; but if, on judicial investigation, it be proved that the value of the estate exceeed the amount of the debt, the court may pass such decision as they judge equitable. Debts incurred by any member of a family living jointly on account of any private concern, are exclusively demandable from that person and his heirs, and not from the other members of the family. Lastly, *although* the *la-da'vi* in question was not in itself sufficient to convey to the appellant the proprietary right in the lands, yet if it were established by evidence, (as stated in the documents in question,) that the husband of Súrja Mani had verbally made over his share of the joint estate to Hem Chánd in payment of his debt, then Hem Chánd is entitled to the lands in question, and his right thereto would not be precluded, although it should appear that the value of the lands in question exceeded the amount of the debt, in payment of which they were so transferred".

On consideration of the evidence taken, the Court (present Harington and Stuart, Judges) were of opinion that there was no sufficient proof either of Bhoirab Chandra having incurred the debt (on which the deed of relinquishment *(la-da'vi)* was grounded; or of his having in his lifetime made over the lands to the appellant Hem Chánd. A final decree was therefore passed, amending the decree of the Provincial Court as far as it went to give possession to Tárá Mani, and providing that after the death of Súrja Mani the deed of relinquihsment executed by her should not operate to preclude the right of the other surviving heir or heirs.—Hem Chánd Majumdár *versus* Tárá Mani and another. 18 December 1811, S. D. A. Rep. Vol. I. p. 359.

In the case of Krishna Gobinda Sen and another *versus* Gangá Naráyán Sarkár, the Supreme Court declared a decided opinion that Ujjal Mani (who had inherited property from her late husband) had no right to make any grant of her interest in the estate, which could enure beyond her own life. The defendant finding that the grant (he had) from Ujjal Mani would not avail him, declined further contest, and verdict was given for the plaintiff. Macn. Cons. H. L. p. 19.

In the case of Rámánanda Mukhopádhyáy *versus* Rám Krishna Datta, it was admitted by all the (then) Judges of the Supreme Court, that the grant which was made by the widow Púraní Dásí of the property she inherited from her husband, (and which it clearly appeared was not made for the benefit of her hnsband's soul) is good for her life; and that if, after the death of Púraní Dásí, the heirs, of her husband Nayán Sháh shall proceed against Rámánanda Mukhopádhyáy (the donee,) the case will be very different. I do not foresee that he can have any defence as against them. Macn. Cons. H. L. pp. 19, 20.

Remark.—This decision cannot, it is submitted, be reconciled with the principles of the Hindu law. The opinion of Sir William Macnaghten, respected by the Sudder Court in the following decision, and contained in the paper which his father, Sir Francis Macnaghten, a Judge of the Supreme Court, delivered to the chief justice of that Court during the consideration of a subsequent case, (Gangá Náráyan Banerjea, *versus* Balarám Banerjea) well explains the actual state of the law upon this subject. The opinion is as follows:—" If a widow make a sale in perpetuity of her husband's landed property, by a deed to that effect, the purchaser, as she had no right to make the sale, will not be benefitted by it, nor will he be entitled, in virtue of it, to the interest which the widow has in the estate. This is founded upon the

যে বিক্রয় তাহা আমূলতঃ অকিঞ্চিৎ ও অসিদ্ধ। অদ্য যে সকল পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা করিলাম তাঁহারা একমত হইয়া কহিলেন যে স্বামির (ত্যক্ত) বিষয়ের কোনি অংশে বিধবার অসঙ্কুচিত স্বত্বাধিকার নাই, কেবল অবিশেষে তৎসমুদয়ের উপভোগে সাধারণ এক অধিকার আছে মাত্র। অতএব নিষ্কর্ষ এই যে, সে (বিধবা) সমুদয় বিষয় চিরকালের নিমিত্তে হস্তান্তর করিতে পারে না, কিন্তু যে দলীল দ্বারা সে বিষয় হস্তান্তর করে তাহা বিক্রয় সম্বন্ধে আমূলতঃ অসিদ্ধ, অথবা তাহাতে সে বিধবার যেরূপ অধিকার তাহাও তদ্দ্বারা হস্তান্তর হইতে পারে না, ঐ স্বত্ব (হস্তান্তর হওয়ার যোগ্য নয় একথা না ধরিলে ও তাহা) নির্ব্যূঢ় স্বত্ব হইতে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন রূপ।" ইষ্টসাহেবের নোট্, নং ৮৫, মর্লির ডাইজেষ্ট, বা. ২, পৃ. ১৫৫, ১৫৬।

বোধ হয় উক্ত পুরণী দাসীর মকদ্দমায় জজেরা এই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে বিধবাকে যাবজ্জীবন ভোগ করিতে অধিকার আছে অতএব তৎকর্ত্তৃক দানাদি (অন্যায় ও অশাস্ত্রীয় হইলে ও) কেবল তাহারই ক্ষতি করিয়া বহাল রাখিতে পারেন, এবং তদনুসারে ঐ বিধবার ভোগের হানিপূর্ব্বক তাহার মরণ পর্য্যন্ত ঐ দানাদি বহাল রাখিয়াছিলেন; কিন্তু যখন ঐ বিধবা এক জিম্বাদারের ন্যায়, আর যখন শাস্ত্রানুমত দানাদি ভিন্ন অন্য-দানাদি অত্যল্প কালের নিমিত্তেও করিতে তাহার ক্ষমতা নাই, তখন তৎকর্ত্তৃক যে অবৈধ দানাদি তাহা সম্যক্ অসিদ্ধ এবং কোনমতে তাহার জীবন পর্য্যন্তও স্থির তর থাকিতে পারে না। কোন আদালত হিন্দু শাস্ত্রানু-সারে বিচার করিতে বসিয়া এমত দানাদি তরমিম্ সুরতেও বহাল রাখিতে পারেন না। খেদের বিষয় এই যে—"স্ত্রীরা কোন ক্রমে পতির দায় রূপ ধনের অপহার করিবে না"—এই সর্ব্বাদৃত মহাভারতীয় বচনের বিপরীতে বিজ্ঞ জজেরা বিচার করিয়াছেন। গ্রহীতা যদি ঐ বিধবার জীবন কালে প্রাপ্ত বিষয়ের অস্থাবর ভাগ গাপ করিয়া বা উড়াইয়া দিয়া বিধবা মরিলেই দেওলিয়া হইয়া বইসে তবে পতির দায়াদেরা ঐ হৃত অংশ কাহার স্থানে পাইবে। অতএব আমরা ন্যায্যরূপেই বলিতে পারি যে উপরিউক্ত অশুদ্ধ ফয়সলাতে পতির ধন ঐ দায়াদ-গণের অনিষ্টে নষ্ট করিতে পাকতঃ অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, যাহাদের শাসনাধীন কেবল ঐ বিধবা নয় কিন্তু তদধিকৃত বিষয়ও বটে, যথা নারদ কহেন —"ভর্ত্তা মরিলে অপুত্রা নারীর পতি-পক্ষই প্রভু। এবং দানাদি অর্থ রক্ষা ও ভরণ পোষণ বিষয়ে তাহারাই কর্ত্তা"। দ্রষ্টব্য— দা. ভা. পৃ. ১৯৩, ১৯৪। দা. ক্র. সং, পৃ. ৩।

১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ও ৪০ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

আর্জির বয়ান এই যে বাদির পিতৃব্য রামশঙ্কর চৌধুরী আপন পত্নী কুমারী দেবী এবং নাবালগ পুত্র ভবানীশঙ্করকে রাখিয়া মরে। অনন্তর বাদির পিতা গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী বাদিকে উত্তরাধিকারি রাখিয়া মরে। তৎ পরে ভবানীশঙ্কর শৈশবকালে কালপ্রাপ্ত হয়। কুমারী দেবী বাদি এবং অন্যান্যের উপর এক ডিক্রী হাসিল করিয়া ঐ ডিক্রীরবলে নিজ পতি রামশঙ্করের বিষয় অধিকার করে; বাদী মৃত ব্যক্তির দায়াদ রূপে ঐ বিষয় পাইবার যোগ্য; কুমারী হিন্দু বিধবা হওয়াতে ভরণ পোষণ মাত্র পাইবার যোগ্যা, ঐ বিষয় দান কিম্বা বিক্রয় করিতে তাহার ক্ষমতা নাই। প্রতিবাদী কালীকান্ত লাহিড়ী কুমারী দেবীর বিষয়াধ্যক্ষ এবং বাদির শত্রু; উক্ত দেবী লাহিড়ী মজকুরের সহিত সাজস্ করিয়া ফেরেবের দ্বারা উত্তরাধিকার হইতে বাদিকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিতেছে, ইত্যাদি।

চিত্রবাসি প্রভৃতির রেস্পণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে গোবিন্দচন্দ্র দাসের মকদ্দমাতে ১৮৩৩ সালের ১৪ মার্চ্চ তারিখে মুরশিদাবাদের কোর্টের এজলাস কামেলে যে নিষ্পত্তি হয় তদ্দৃষ্টে, এবং তাহাতে ঢাকার কোর্টের পণ্ডিতের যে ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে প্রধান সদর আমীন বিচার করিলেন যে বিধবা কেবল যাবজ্জীবন উপভো-গিনী; তৎপতির দায়াদ যদি উপযুক্তরূপে প্রমাণ করে যে ঐ বিধবা সম্ক্রান্ত ধনের অপহার কিম্বা কুব্যবহার করিয়াছে তবে ঐ বিধবা তদ্বিষয় হইতে বেদখল হইতে পারে। কুমারী দেবী ও কালীকান্ত লাহিড়ী পরস্পর সাজস্ করার বিষয়ে কিম্বা তাহার সকারণ আশঙ্কা বিষয়ে প্রধান সদর আমীন কহেন যে বাঙ্গলা ১২৫০ সালের ১৩ পৌষের লিখিত ১১১ টাকারকাত্ ধানবিলার খাজানা বিষয়ক কালেকটরি চালানের নকলে এবং ঐ তারিখে বাদী কালেকটর সাহেবের সমীপে যে দরখাস্ত গুজরায় তাহাতে, প্রকাশ যে কুমারী দেবীর বাকী-দারীরূপ দোষে হওনীয় নিলাম হইতে উক্ত বিষয় রক্ষার্থে বাদী ঐ টাকা দাখিল করিয়াছে, এবং ১২৫১ সালের ৯ বৈশাখে বাদী পত্তনি তালুক ধানবিলার নিলাম রক্ষার্থে যে দরখাস্ত দেয় তাহার নকল দৃষ্টে, ও ১২৪৩ সালের ১৮ বৈশাখে খানাবাড়ী বিক্রয়ের যে এশ্‌তেহার হয় তদ্দৃষ্টে, এবং তিনজন সাক্ষির সাক্ষ্যে, প্রকাশ যে কুমারী দেবী আপন কুটুম্বদিগকে পত্তনি ও মৌরূসী পাট্টা দিয়াছে, এবং মতলব করিয়া ধানবিলার খাজানা বাকী পাড়িয়াছে ও বাদী টাকাদিয়া ঐ বিষয় রক্ষা করিয়াছে; অপিচ কুমারী অধিক ঋণগ্রস্ত হইয়াছে, এবং এই সকল অন্যায় দেনার জন্য কালীকান্ত লাহিড়ীর ডিক্রীর ওসিলায় শরতী বিক্রয় করা তাহার আবশ্যক হইয়াছিল। ইহা কিরূপে হইতে পারে যে কুমারী খরচার ও ফিসের সামান্য দেনা দুই শত টাকা দিতে পারেনাই এবং তাহার নিমিত্তে খানা বাড়ীর অর্দ্ধেক বিক্রয় হইয়াছে।

principle of the sale being without ownership, which renders it void *ab initio*. The *Pandits* whom I have to-day consulted agree in saying that a Hindu widow has no unlimited proprietory right over any part of her husband's property, but merely a general usufructuary right over the whole indiscriminately. It is clear therefore that she cannot convey the whole in perpetuity, but the deed by which she conveys it is void *ab initio* as to the sale, nor can it convey the interest which she possesses, which (independently of its not being transferrible) is an interest of a totally different nature from that of proprietory right. East's Notes, No. 85, Morley's Digest, vol. II. pp. 155, 156.

It seems that the judges in the above case of Púraní Dási considered that inasmuch as the widow's right of enjoyment is for her life, they could not but give her grant, (though in the face of it improper and illegal,) an effect as against herself, and accordingly they held it to operate as a grant for her own life. But seeing that she is herself in the position of a trustee, and has no power whatever to alienate *even for the smallest particle of time*, a grant or transfer by the widow (saving those authorised by the *Shástra)* must be *ab initio* wholly void, and can by no means stand good even for her life. No court deciding according to the Hindu law, can give even modified operation or power to any such transfer. It is to be regretted that the learned Judges did not adjudge conformably to the spirit of the text *Mahábhárata* respected by all Hindu lawyers :—"Let not women on any account make waste of their husband's property." If the grantee during the widow's life make away with the movable portion of the property and become a bankrupt just after the death of the widow, from whom shall the reversioners recover that portion of their heritage ? Thus we are justified in saying that the above quoted decision indirectly permits waste of the husband's property, to the prejudice of his heirs, who have full control both over the estate and the widow. Thus NARADA says : " When the husband is deceased, his kin are the guardians of his childless widow. In the disposal and care of the property, as well as in her maintenance, they have full power." See Coleb. Dá. bá. Ch. XI. Sect. I. para. 64. W. Dá. Kra. Sang. p. 6.

***Case***
bearing on the vyavastha's Nos. 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, & 40.

The plaint sets forth, that Rám Shankar Choudhurí, uncle of the plaintiff, died leaving his wife, Kumárí Debí, and son, Bhavání Shankar, a minor; and then the plaintiff's father, Gobinda Chandra Choudhurí died, leaving him his heir. Subsequently, Bhavání Shankar, died an infant ; that Kumárí Debí obtained a decree against the plaintiff and others; and, under this decree, she holds her husband, Rám Shankar's estate, which, as his legal heir, plaintiff is entitled to; that Kumárí, as a Hindu widow, has no power to sell or to make over in gift the estate, she being entitled to maintenance only; that she, in collusion with Kálí Kánta Láhurí, defendant, (who is her manager and an enemy of plaintiff,) fraudulently endeavours to deprive the plaintiff of his inheritance; and so forth.

The Principal Sudder Ameen, in his decision, held, in reference to a full bench decision of the Moorshedabad provincial court, (Gobinda Prasád Dás *versus* Chitbáshí, &c., respondents,) of 14th March 1833, and a *vyavasthá* of the Pandit of the Dacca court, therein referred to, that a widow has only a personal life tenure; and that her possession can be set aside, on adequate proof of waste or misconduct, by the next heir. As to the collusion between Kumárí Debí and Kálí Kánta Láhurí, or a reasonable fear of it, the Principal Sudder Ameen said that it appeared, from the copy of the collector's *cha'la'n* on account of Dhánbilá, of 13th Poos 1250 B. S., for 111 rupees, and copy of plaintiff's petition to the collector of the same date, that plaintiff paid that sum to save the estate from sale for Kumárí Debí's default; and that also from copy of a petition of the plaintiff, of 9th Boishákh 1251, to stop the sale of the putnee talook of Dhánbilá, and the advertisement of the *Kha'na'ba'ri'* of 18th Kártik 1243, and the evidence of three witnesses, it appeared that Kumárí Debí had been permanently giving putnee pottahs to her relatives, and threw Dhánbilá wilfully into default, and the plaintiff had to pay to save the property; that she also involved herself heavily in debt, and that it was in consequence of these improper embarrassments that the conditional sale, under a decree, to Kálí Kánta Láhurí became necessary. How could she not have paid the inconsiderable amount of 200 rupees for costs and fees, for which amount half the *Kha'na'ba'ri'* was sold ?

এই সকল কারণে প্রধান সদর আমীনের হৃদ্‌বোধ হয়, যে বাদী দাবীকৃত বিষয়ের দখল পাইবার যোগ্য, কেননা কুমারী দেবী অপহার ও অনিষ্ট করিয়াছে, এবং পতি-কুল পরিত্যাগ করিয়াছে, (অতএব) সে ব্যক্তি হইতে কেবল ভরণ পোষণ পাইবার যোগ্যা।

বিচার—কোন হিন্দু ধনস্বামির মরণান্তে উত্তরাধিকারিণী রূপে তদ্বিষয়াধিকারিণী বিধবার তৎ সঙ্ক্রান্ত স্থাবর ধনে যাবজ্জীবন যে স্বত্ব তাহা (এই মকদ্দমার) আপিলান্ট ডিক্রীজারীতে খরিদ করে।

মিসিলে এমত প্রমাণ নাই যে যে ঋণের নিমিত্তে বিক্রয় ঘটিয়াছে তাহা ঐ বিধবার নিজ ব্যতীত অন্য ঋণ ছিল, অথবা তাহার আবশ্যক ভরণ পোষণ নিমিত্ত ঐ ঋণ করা হইয়াছিল। অতএব এমকদ্দমার আসল বিচার্য্য কথা এই যে বঙ্গদেশীয় হিন্দু বিধবাকে পতির ত্যক্ত বিষয়ে যাবজ্জীবন এমত ক্ষমতা আছে কি না যে ভরণ পোষণার্থ কিম্বা পতির প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্ম (যথা তাহার পারলৌকিক উপকার, কিম্বা ঋণশোধ) বিনা যথেষ্ট বিনিয়োগে অথবা তাহার নিজ ঋণের ডিক্রী জারীতে তাহা হস্তান্তর হইতে পারে।

এ বিষয়ে যে ২ প্রমাণ আছে তাহা আপিলান্টের দাবীর বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও চূড়ান্ত। সর উইলিয়ম্ মেকনাটন সাহেব (তাহার হিন্দু. ল-র ১৯ও২০ পৃষ্ঠাতে) আপনার এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বিধবাকে কোন (কাহারো) ব্যবহারের নিমিত্তে জিম্মাদার বই গণ্য করাযাইতে পারে না; এতদ্ভিন্ন উক্ত মেকনাটন সাহেব সুপ্রীম্ কোর্টের জজদিগকে যে নোট্ লিখিয়া দিয়াছেন (মর্লির ডাইজেষ্ট ২ বালামের দ্বিতীয় ভাগের ১৫৪ও১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) তাহাতে তিনি বিবেচনা করিয়াছেন যে—" স্বামির (ত্যক্ত) বিষয়ের কোন-অংশে বিধবার অসঙ্কুচিত স্বত্বাধিকারনাই, কেবল অবিশেষে তৎসমুদয়ের উপভোগে সাধারণ এক অধিকার আছে মাত্র। অতএব নিষ্কর্ষ এই যে, সে সমুদয় বিষয় চিরকালের নিমিত্তে হস্তান্তর করিতে পারে না; কিন্তু যে দলীলের দ্বারা সে বিষয় হস্তান্তর করে তাহা বিক্রয় সম্বন্ধে অসিদ্ধ; অথবা ঐ বিষয়ে তাহার যে রূপ অধিকার তাহাও তদ্দ্বারা হস্তান্তর হইতে পারেনা, তাহার ঐ অধিকার (হস্তান্তর হইতে পারে না একথা না, ধরিলেও) তাহা নির্ব্যূঢ় স্বত্ব হইতে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন রূপ। ১৮১৯ সালের ১১ আগষ্টে লিখিত সর্ এড্ওয়ার্ড-হাড্ইস্ট সাহেবের বহু পরিশ্রমসম্পন্ন বিচারপত্রে (মর্লি সাহেবের উক্ত ডাইজেষ্টের ১৯ হইতে ২১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) পতি সঙ্ক্রান্ত ধন পত্নীকে অর্শিলে ঐ ধনে পত্নীর যে অধিকার তদ্বিষয়ক সমুদয় শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা হইয়াছে। বিধবার যাবজ্জীবন যে অধিকার তাহা হস্তান্তর হইতে পারে কি না—এবিষয়ে যদিও উক্ত বিচার কর্ত্তার উক্ত বিচার মধ্যে বিশেষ বিবেচনা করিবার আবশ্যক হয় নাই, তথাপি তিনি স্পষ্ট জানাইতেছেন যে পত্নী কেবল আত্মভোগ ও ব্যবহারার্থে পতিসঙ্ক্রান্ত ধন পায়। 'এল্‌বরলিংস্ ট্রিটিস্ অন্ ইনহেরিটেন্স্ ইত্যাদি' (অর্থাৎ এল্‌বরলিং সাহেব প্রণীত দায় ইত্যাদি বিষয়ি) নামক গ্রন্থ মধ্যে উক্ত সাহেব উক্ত বিষয়ের সকল মোরাতেবের উপর দায়ভাগ ও দায়ক্রমসংগ্রহের যে মত, এবং যে সকল বিচার হইয়াছে, তাহা সাবধানে সংগ্রহ করিয়াছেন, উক্ত সাহেব ঐ সকলের এই তাৎপর্য্য লিখেন যে 'সামান্যতঃ বিধবা বিষয় দান বিক্রয় করিতে কিম্বা বন্ধক দিতে পারেনা, কিন্তু যদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে শাস্ত্রীয় হউক বা সাংসারিক কিম্বা নিজ জীবন ধারণ নিমিত্তে বিক্রয় করে বা বন্ধক দেয় তবে তাহা সিদ্ধ হইবে; এবং যদি স্বামির পারলৌকিক উপকারের নিমিত্তে বিষয় দান কিম্বা বিক্রয় করা হয় কিম্বা বন্ধক দেওয়া যায় তবে তাহা সিদ্ধ, কেননা উত্তরাধিকারী যে ধন পায় সে আপন লাভের নিমিত্তে নয় কিন্তু পূর্ব্বস্বামির উপকার নিমিত্তে। তাহার ঋণ শোধ দেওয়া নীতি ও শাস্ত্র সম্মত কার্য্য, ইত্যাদি;' অনন্তর এ মকদ্দমার বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট কহিতে-ছেন—'যেহেতু পত্নীকে কেবল বিশেষ কার্য্য নিমিত্ত অর্থাৎ তাহার নিজ জীবন ধারণ এবং তৎ স্বামির পার-লৌকিক উপকার নিমিত্ত যাবজ্জীবন অধিকার দেওয়া হইয়াছে অতএব ঐ বিষয়ে তাহার যে ব্যবহারাধিকার* তাহাও সে নিজ জীবনান্ত পর্য্যন্ত হস্তান্তর করিতে পারে না, যেহেতু ঐ বিষয়ে তাহার যে স্বত্ব তাহা নিতান্ত রূপে তাহার নিজের সহিত সম্বন্ধ রাখে।' তিনি নোটেতে এই আদালতের পণ্ডিত দিগের দত্ত ঐ ব্যবস্থার উল্লেখ করেন যাহা পূর্ব্বলিত সর এড্ওয়ার্ড হইড্ ইষ্ট সাহেবের বিচারে উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ ব্যবস্থার মর্ম্ম এই যে শাস্ত্রসম্মত নয় এমত কারণে পত্নী পতির ধন দানকরিলে তাহা তাহারই অনিষ্টে সিদ্ধহইতে পারে, কিন্তু তৎ স্বামির উত্তরাধিকারি দের অনিষ্টে সিদ্ধ নয়। বর্ত্তমান মকদ্দমায় বিধবা আপন যাবজ্জীবন-ভোগা-ধিকার হস্তান্তর করাতে তদ্বিরুদ্ধে দাবীদার হইয়াছে যে ব্যক্তি সে তাহার দেবরপুত্র, এবং তাহার মৃত্যুর পরেই তৎ পতির দায়াদ। এইসকল হেতুতে আমাদের মত এই যে আদালতের নিলামে আপিলান্ট যে ক্রয় করিয়াছে

* সর্ টামস্ এসট্রেঞ্জ সাহেবও (তাঁহার হিন্দু ল-র ১বালামেয় ২৪৩পৃষ্ঠায়) পত্নীর অধিকৃত পতিসঙ্ক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে এবং তাহাহইতে সঞ্চিত হয় যে ধন তৎসম্বন্ধেও কহেন" বিধবার কর্ত্তব্য যে আপনাকে (বিলাতীয় আইন মতে) যাবজ্জীবন দখিলকার হইতে কিছু অধিক বোধ করে মাত্র, এবং এইরূপে অধিকৃত বিষয়ের উত্তরাধিকারির নিমিত্তে আপনাকে তাহার জিম্মাদার জানে যেহেতু (যথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে) সে আপনার আবশ্যক ভরণ পোষণ অথবা মতের উপকার নিমিত্ত ভিন্ন ঐ বিষয় অনধীনকরূপে যথেষ্ট বিনিযোগে হস্তান্তর করিতে প্রতিষিদ্ধা"।

The Principal Sudder Ameen was, upon these grounds, satisfied that the plaintiff was entitled to be placed in possession of the properties sued for. There having been waste and injury by Kumárí Debí, and she having ceased to live with her husband's family, she was declared to be entitled only to maintenance from the plaintiff.

*Judgment.*—The appellant now before us, is the purchaser, at a sale in execution of a decree against a Hindu widow, of her life interest in landed property belonging to her husband's estate, which devolved to her in succession upon his death.

There is no proof on the record, that the debt for which the sale took place was other than a personal debt of the widow, or that that debt was, in any way, incurred for the purposes of her necessary maintenance. The essential point for decision, therefore, is whether a Hindu widow in Bengal possesses such a life interest in the estate left by her husband, as is capable of transfer by her own assignment, or by seizure for her debts, independently of the necessities of her maintenance, or of the performance of any duty in regard to her husband, as of acts designed for his spiritual benefit, or of the payment of his debt.

The authorities appear, upon this point, to be distinct and conclusive against the claim of the appellant. Sir W. Macnaghten, (Hindu Law, pp. 19, 20,) states his opinion that a widow 'can be considered in no other light *than as a holder in trust for certain uses;*' and again, in a note furnished by him to the judges of the Supreme Court (see Morley's Digest, volume II. part 2, pp. 154, 155,) he has observed:—A widow 'has no unlimited proprietary right over any part of her husband's property, but merely *a general usufructuary* right over the whole indiscriminately.' It is clear, therefore, that she cannot convey the whole in perpetuity; but the deed by which she conveys it is void *ab initio* as to the sale; *nor can it convey the interest which she possesses*, which *(independently of its not being transferable)* is an interest of a totally different nature from that of proprietary right. There is also an elaborate review, in a judgment of Sir E. H. East, of 11th August 1819, (Morley's Digest as above, pp. 198 to 219,) of the whole law in regard to the rights of widows over estates devolving to them from their husband. In this, though he had not occasion to refer specially to the question of whether a widow's life interest is, or is not, capable of transfer, he yet distinctly implies that a husband's property passes to his widow only for her personal use and enjoyment. In Elberling's Treatise on Inheritance, &c., the text of the *Dáyabhága* and *Dáyakrama Sangraha*, and the decisions on all parts of the subject have been carefully collated. He states their result, as follows:—' Generally, the widow cannot make gifts, or sell, or mortgage the property; but when a sale or mortgage becomes necessary for any indispensable duty, religious or secular, or for her maintenance, it is valid; and whenever gifts are made, or the property is sold or mortgaged, *for the spiritual benefit of her husband*, it is valid, because the heir takes the wealth for that purpose, and not for his own benefit. The payment of his debts is a moral as well as a legal duty, &c.;' and, expressly to the present point:—'As the life interest is only given her for a special purpose, viz. for her maintenance and for the spiritual benefit of her husband, she *cannot even transfer the use * or the possession of such property during her lifetime: her right is absolutely personal.*' He refers, in a note, to an opinion given by the law officers of this Court in the case to which Sir E. H. East's judgment, before mentioned, referred, to the effect, that gifts by a widow for other than an allowable cause might be valid as *against herself*, but not as against her husband's heirs. In the present suit, the party reclaiming against the transfer of the widow's life interest, is her nephew,—the next heir, upon her demise, to her husband. We are of opinion, upon these grounds,

* Sir T. Strange says also, (vol. I. p. 246.) with respect not only to what she may have inherited from her husband, but to its accumulated savings also, her (a widow's) duty is to regard 'herself as little more than tenant for life, and trustee for the next heir of property so possessed; being (as already intimated) restricted from aliening it by her sole independent act, unless for necessary subsistence, or purposes beneficial to the deceased.'

ডজন্যায়। তাহার এমত কোন স্বত্ব হয় নাই যে এ মকদ্দমাতে যে দাবী হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে তাহা বহাল রাখা যাইতে পারে, এতাবতা আমরা খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম। উক্ত বিধবা অপচয় ও বন্ধক করার কথা লিখিত হইয়াছে, এবং তদনুসারে প্রধান সদরআমীন আপন ডিক্রীতে বিচার করিয়াছেন যে বাদী ( বিধবার ) অব্যবহিত পরে দায়াদ হওয়াতে এ মকদ্দমায় আপিলান্ট যে বিষয় দখল করিয়াছে বাদী তাহার দখল পাইবে, এবং বিধবাকে কেবল উপযুক্ত ভরণ পোষণ দিয়া তৎপতির যে সকল বিষয় তাহাকে অর্শিয়াছে তাহাও ঐ বাদী লইবে। উক্ত বিধবা প্রথমে এই আদালতে আপীল করিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহার বিনা তদ্বীরে ঐ আপীল নম্বর খারিজ হইয়া গিয়াছে। অতএব ঐ ডিক্রীর যে পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে হইয়াছে তাহাতে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারিলা। কালীকান্ত লাহিড়ী আপিলান্ট—বনাম—গোলোকচন্দ্র চৌধুরী রেস্পণ্ডেন্ট, ৩০ আক্টোবর ১৮৪৯, স. দে. আ. রি. পৃ. ৪০৫—৪১০।

২৯ ও ৪০ সংখ্যক ব্যবস্থার

নজীর

নালিশের বয়ান এই যে বিরোধীয় তালুক বাদির খুড়ার ছিল, তাহার পত্নী ঐ তালুক প্রতিবাদি মঙ্গলমণি ও নীলমণি দেবীর স্বামির নিকট বিক্রয় করে, ঐ বিক্রয় অশাস্ত্রীয় হওয়াতে বাদী তাহা রদের ও দখলের প্রার্থনা করে। জওয়াবে লিখিত হয় যে বাদির পিতা মোহনকান্ত রায়ের সহিত সাজস্ করিয়া ভ্রাতার পত্নীকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করে, তৎকালে প্রতিবাদিনীর পতি উক্ত বিধবাকে প্রতিপালন এবং তাহার মকদ্দমার সাহায্য করে; অবশেষে ঐবিধবা দাবীকৃত বিষয়ে ডিক্রী পায়; তদনন্তর তাহাদের দেনা শোধের নিমিত্তে প্রথমে বিষয়ের দশ আনা বিক্রয় করে, পরে অবশিষ্ট ছয় আনা ও বেচে; এবং পণের উদ্বৃত্ত টাকা দিয়া আর এক বিষয় ক্রয়করে, অতএব পণের টাকা বিষয় উদ্ধারে এবং তাহার নিজপ্রতিপালন ও আর ২ শাস্ত্রীয় কার্য্যে ব্যয় হওয়াতে উক্ত বিক্রয়দ্বয় সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ।

প্রধান সদর আমীন এইমকদ্দমায় ব্যবস্থা তলব করিয়া তদনুসারে বিচার করিলেন যে উক্ত বিক্রয়দ্বয় অশাস্ত্রীয়, অতএব অবশ্য রদ হইবে; এবং যেহেতু উক্তবিধবা বিষয় বিক্রয় করাতে ইহা প্রকাশ. যে সে তদুত্তরাধিকারিদের ক্ষতি করিতে প্রস্তুত, অতএব তাহাকে দখল দেওয়াইলে রক্ষা নাই। এতাবতা উক্ত বিচারকর্ত্তা সদর আদালতে খাস আপীলে মঞ্জুর হওয়া এক মকদ্দমার * উল্লেখ করিয়া হুকুম দিলেন যে বাদী উত্তরাধিকারিসূত্রে এই সরতে দখল পায় যে উক্তবিধবাকে তাহার মরণ পর্য্যন্ত বিষয়ের মুনফা দিবে।

আপীলে কোন নূতন কথা লিখিত বা প্রকাশিত হইল না, এবং যেহেতু উক্ত বিক্রয় স্পষ্ট অশাস্ত্রীয় ও প্রধান সদর আমিনের বিচার যথার্থ ও ন্যায্য, অতএব সদর আদালতের জজ শ্রীযুক্ত ডিক সাহেব সমুদয় খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্ করিয়া উক্ত ফয়সলা বহাল রাখিলেন। কুঞ্জমোহন রায়ের মাতা মঙ্গলমণি (প্রতিবাদিনী) আপিলান্ট—বনাম—কুড়ানচন্দ্র দাসের ওসী রামদুর্লভ দাস ( বাদী ) রেস্পণ্ডেন্ট। সদর দেয়ানী আদালত। ১২ সেতম্বর ১৮৪৮ সাল।

২২ ও ৩৯ সংখ্যক ব্যবস্থার

নজীর

কোন অপুত্র মৃত ব্যক্তির পত্নী পতির স্থাবর ধন বিক্রয় করে, এবং কবালাতে বিক্রয়ের কারণ কেবল এই লিখে যে বিষয় রক্ষণাবেক্ষণে সে অযোগ্যা। আদালত ঐ বিক্রয় এই হেতুতে রদ করিলেন যে বিক্রয় হওয়ার যে কারন (বিধবা কর্ত্তৃক) লিখিত হইয়াছে, হিন্দুস্মৃতিশাস্ত্রানুসারে কেবল তাহাতে বিক্রয় সিদ্ধ নয়। পরন্তু যেহেতু জিলা আদালতে ১৮০৬ সালে মকদ্দমা উপস্থিত হওনকালীন উক্তবিধবা কাশীতে গমন করে, এবং তদবধি তাহার বার্ত্তা পাওয়া যায় নাই, অতএব হুকুম হইল যে সে যে পর্য্যন্ত না আইসে তাবৎ কাল এই মকদ্দমা সক্রান্ত ভূমি তৎ স্বামির ভ্রাতাদের নিকট জিম্মা থাকে, পরে যদি সে ফিরিয়া আইসে এবং যাহাতে-জাতি পাত এবং স্বত্বলোপ হয় এমত কর্ম্ম নাকরিয়া থাকে, তবে তৎপতির ভ্রাতারা ( অর্থাৎ আপিলান্টেরা ) তাহাকে তৎক্ষণাৎ দখল দিবে। গোকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—বনাম—মোসম্মাৎ রাজরাণী ও জয়গোপাল চৌধুরী। ২৭ জানুওরি ১৮১৬ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ১৬৭।

উপরিউক্ত মকদ্দমাতে যে ব্যবস্থা দত্ত হয় তাহা এই যে—“পতির শ্রাদ্ধ এবং আপনার ভরণপোষণ ভিন্ন অন্য নিমিত্তে বিধবা স্বামির ভূমি তাহার উত্তরাধিকারিদের সম্মতি বিনা অপরের হস্তে বিক্রয় করিতে পারে না, কেননা সে তাহাদের শাসনাধীনা, এবং সে মরিলে ঐ বিষয় তাহারদিগকেই অর্শিবে।”

২৬ ২৯ ও ৩৪ সংখ্যক ব্যবস্থার

নজীর

গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত ভ্রাতার পত্নী পতির বিষয়ের ৭ আনা বিক্রয় ও ৯ আনা দান করিয়াছিল গঙ্গাগোবিন্দ ঐ বিষয় দখল পাইবার নিমিত্তে নালিশ করে। জিলার জজ পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থা পাঠে জানিতে পারিয়া যে উক্ত বিধবা মৃত পতির বিষয়ের সাত আনা যে বিক্রয় করিয়াছে তাহা সিদ্ধ, কিন্তু নয় আনা যে দান করিয়াছে তাহা অশাস্ত্রীয়, এই নয় আনা দখলের ডিক্রী করিয়া প্রতিবাদি রামচন্দ্রকে তাহা ত্যাগ করিতে হুকুম দিলেন। এই ডিক্রী প্রবিন্সয়াল কোর্টে বহাল থাকে। সদর দেওয়ানী আদালত বিচার করিলেন

* ২৩ নবেম্বর ১৮৪২ সাল—দেবামণি দেবী, দরখাস্ত কারিণী।

that no interest passed to the appellant upon his purchase at a court sale, which can be confirmed to him, in opposition to the claim made in this suit, and we accordingly dismiss the appeal with costs. There were allegations of waste and fraud on the part of the widow, in reference to which the Principal Sudder Ameen, in his decree, has adjudged that the plaintiff, the next heir, shall obtain possession of the property held by the appellant before us, as well as other properties which had passed to the widow from the husband, providing only a suitable maintenance for her. The widow also at first appealed to this Court, but subsequently allowed the appeal to be struck off on default. We have not therefore to notice the decree as it affects her. Kálí Kánta Láhurí, Appellant, *versus* Golak Chandra Choudhurí Respondent, 30th October 1849. S. D. A. R. pp. 405-410.

*Case* bearing on the vyavasthás Nos. 29 & 40.

The declaration in this suit is, that the táluk in question belonged to plaintiff's uncle, whose widow sold it to defendants, Mangal Manni and Níl Mani Debí's husband, which sales were illegal; and therefore plaintiff claims to annul them, and obtain possession. The pleas in defence are, that the plaintiff's father, in collusion with one Mohan Kánta Rây, deprived the widow of his brother of the estate in question, when defendant's husband assisted her to sue, and supported her; that she eventually gained a decree for the property; and then to repay them, sold first 10 annas, and then 6 annas; and with the surplus of the purchase money, bought another property. The purchase money having therefore been expended in recovery of the estate, and for personal support and other legal objects, the sales are perfectly valid.

The principal Sudder Ameen decided, on *vyavastha's* called for in the case, that the sales were illegal, and must be annulled; and as the widow had shown her readiness to injure the eventual heirs of the estate by selling it, there was no safety in putting her into possession. He therefore ordered that plaintiff, as next heir, be put into possession, on condition of duly paying over to the widow during her lifetime all the net profits from the estate; citing as a precedent a case confirmed in special appeal by the Sudder Court.*

In appeal, nothing new has been set forth or elicited; and as the sale was clearly illegal, and the decision of the Principal Sudder Ameen is just and equitable, it is affirmed, and appeal dismissed with full costs. Sudder Dewanny Adawlut, 12th Septenber 1848. Mangal Mani, mother of Kunja Mohan Rây, (defendant,) appellant, *versus* Rám Dullab Dás, guardian of Kurán Chandra Dás, (plaintiff,) respondent.

*Case* bearing on the vyavastha's Nos. 29 & 39.

The widow of a childless Hindu sold the immovable estate of her husband, assigning in the deed as the only reason for selling it her incompetency to the management thereof. The sale was reversed, because such sale merely for reasons recorded by the widow is invalid under the Hindu Law; and as it appeared that no tidings had been heard of the widow since the institution of the suit in the Zillah Court in 1806, at which time she repaired to Benares, it was ordered that the contested lands be placed in deposit with the brothers of the widow's husband, until she be forthcoming; that in the event of her being forthcoming, provided she may not have committed any act involving expulsion from her tribe and exclusion from inheritance, the brothers (appellants) give her immediate possession. Gokul Chandra Chakrabarttí *versus* Musst Ráj Rání and Joy Gopál Choudhurí, 27th January 1816. S. D. A. Rep. vol. II. p. 167.

The *vyavastha* delivered in this case was—" A woman cannot sell her husband's immovable estate to a stranger, expect for the completion of the husband's funeral rites or her own maintenance, unless with the sanction of her husband's heirs, to whose control she is subject, and on whom on her demise the succession will devolve."

*Case* bearing on the vyavastha's Nos. 26, 29 & 34.

Gangá Gobinda Banerjea sued to recover possession of his deceased brother's estate, 7 annas of which were sold, and 9 annas were made over in gift by the deceased's widow. The Zillah Judge finding from the *Vyavastha* submitted by the *Pandit*, that the sale made by the widow of a 7 anna share of her late husband's estate was valid, but that the gift of the 9 anna share was illegal, passed a

* 23rd November 1842—Debá Mani Debí, petitioner.

যে অপুত্র মৃত হিন্দুর পত্নী পতির বিষয়ের কিয়দংশ (অর্থাৎ এক আনা হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত) পতির পারলৌকিক উপকার নিমিত্তে দান করিতে পারে; কিন্তু যেহেতু বর্ত্তমান মকদ্দমায় আদালতকে এমত বোধ হইতেছে না যে পতির পারলৌকিক উপকার কামনায় দান করা হইয়াছে, অতএব গ্রহীতার দাবী অগ্রাহ্য এবং নিম্ন আদালতদ্বয়ের ফয়সলা বহাল।

উক্ত মকদ্দমায় যে ব্যবস্থা দত্ত হয় তাহার সার ভাগ এই যে—“মৃতপতির ধনে তৎপত্নী অধিকারিণী হইলে পতিকৃত ঋণের পরিশোধ, আপনার জীবন ধারণ ও পরিবারপালন, এবং পতির শ্রাদ্ধাদি সমাপন নিমিত্তে পতিধনের যে পরিমিত বিক্রয় আবশ্যক তাহাই বিক্রয় করিতে ক্ষমতা রাখে (তদধিক বিক্রয় করিতে পারে না)। এবং পতির পারলৌকিক উপকারার্থে অর্থাছুরূপ দান করিতে পারে। এবং এই সকল কর্ম্ম (অর্থাৎ ঋণ শোধ, ও শ্রাদ্ধাদি) যদি সমস্ত বিষয় বিক্রয় না করিলে সম্পন্ন না হয়, তবে তজ্জন্য সমুদয় বিক্রয় করিতেও তাহার ক্ষমতা আছে। কিন্তু আপনার যেমত ইচ্ছা হয় তদনুসারে (অর্থাৎ উক্ত কর্ম্মভিন্ন অন্য কর্ম্মে) বিষয়ের কিয়দংশও (দান বা) বিক্রয় করিতে ঐ বিধবাকে ক্ষমতা নাই। রামচন্দ্র শর্ম্মা—বনাম—গঙ্গাগোবিন্দ বন্দোপাধ্যায়। ১ ফেব্রুওরি ১৮২৬,স. দে. আ. রি. বা. ৪, পৃ. ১১৭।

২৯ও৩১সংখ্যকব্যবস্থার

নজীর

কৃষ্ণকান্ত সেনের পুত্রসন্তান না থাকাতে তিনি এক দানপত্র লিখিলেন এবং তদ্দ্বারা আপন জ্যেষ্ঠা পত্নী উজ্জ্বলমণিকে স্বোপার্জ্জিত সমুদয় বিষয় এই শর্ত্তে দান করিলেন যে যদি পুত্র না জন্মে তবে ঐ বিষয় উজ্জ্বলমণির, কিন্তু যদি পুত্র হয় তবে বিষয় সেই পুত্রকেই অর্শিবে। পরে উজ্জ্বলমণির গর্ভে এক পুত্র জন্মিয়া পিতা বিদ্যমানে মরিল, ঐ পুত্র জন্মিবা মাত্রে উক্ত বিষয়ে তাহার অধিকার স্বীকৃত হইল, এবং তাহার মরণে শাস্ত্রানুসারে তৎপিতাকে পুনর্ব্বার বিষয় গিয়া অর্শিল। এবং ইহার মরণে উজ্জ্বলমণি বিষয়াধিকারিণী হইয়া তরফ রসুলপুর (অর্থাৎ সমুদয় বিষয়ের কিয়দংশ) বিক্রয় করাতে উক্ত কৃষ্ণকান্ত সেনের সহোদর ঐ বিক্রয় রদের নিমিত্তে নালিশ করিল। আদালতের এমত বিবেচনা হওয়াতে যে প্রতিবাদির ওজর—যে তরফ রসুলপুর কৃষ্ণকান্ত সেনের শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ এবং তাহার ঋণ পরিশোধ নিমিত্তে বিক্রয় হইয়াছিল—কিছুমাত্র প্রমাণ হইল না, প্রত্যুত প্রমাণের দ্বারা তদ্বিপরীত নিশ্চিত হইল। এবং কবলাতে বিক্রয়ের যে কারণ লিখিত আছে সে কেবল উক্ত তালুকের রাজস্ব আদায়ের অসংস্থান মাত্র, অতএব আদালত বিক্রয় রদ করিয়া আদেশ করিলেন যে বাদী (আপিলাণ্ট) ভ্রাতার উত্তরাধিকারীরূপে উক্ত বিষয় অধিকার করিতে যোগ্য। কৃষ্ণগোবিন্দ সেন—বনাম—সালুডি মোহন ঠাকুর। ৩০ আগষ্ট ১৮১৯ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ২. পৃ. ২০৯।

৩১, ২৯, ও ৪০ সংখ্যক ব্যবস্থার

নজীর

মৃত লালা দয়ালচাঁদ বাবুর পত্নী বোলাকী বিবি পতির ত্যক্ত বিষয়ের কতক বিক্রয় করে ও কতক বন্দোবস্ত করে, বাদিরা আপনারদিগকে (মৃত লালার) দায়াদ এবং ঐ বিক্রয় ও বন্দোবস্তকে আপনাদের স্বত্বের হানি জনক করার দিয়া তাহা রদের এবং বোলাকী বিবির কৃত উইল অসিদ্ধ করণের নিমিত্তে, বোলাকী বিবিকে উপযুক্ত ভরণপোষণ দেওনের আদেশ ও স্থাবরাস্থাবর বিষয়ের দখল পাইবার প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত করে।

বিচার—শ্রীযুক্তআবরক্রম্বি ডিক সাহেব ও জান্ ভন্যার সাহেব বিচার করিলেন যে—প্রথমে যে কথার তর্ক হয় তাহা এই যে (অধিকারিণী) বিধবা মৃত পতির পৈতৃক বিষয় হস্তান্তর করিলে তাহার জীবনকালেই তৎপতির দায়াদরা ঐ এন্তেকাল্ অসিদ্ধ করণার্থে, এবং তন্নিমিত্তে তাহাকে বেদখল করিয়া আপনারা দখল পাইবার নিমিত্তে নালিশ করিলে সে নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারে কি না? বাদানুবাদের শেষে আমরা আপন মত প্রকাশ করিয়াছি যে এরূপ নালিশ চলিতে পারিবে, আমারদিগের ঐ মত এই ২ হেতুমূলক যে উভয় পক্ষের উকীলেরা যে দুই নজীরের উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ ১৮১৬ সালে শ্রীযুক্ত কার্ সাহেবেরকৃত ফয়সলা * ও ১৮৪৮ সালে শ্রীযুক্ত ডিক্ সাহেবের কৃত ফয়সলা*, এবং তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এবিষয়ে পরস্পর মিলে। শ্রীযুক্ত কার্ সাহেব বিধবার কৃত বিক্রয়াদি রদ করিয়া (কাশী হইতে) তাহার ফিরিয়া আইলা পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারিকে বিষয় দখল দেওয়ান হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডিক্সাহেব জিলা আদালতের ফয়সলা বহাল রাখিয়াছেন যদ্দ্বারা বিধবাকৃত বিক্রয় অসিদ্ধ উক্ত হইয়া বিষয় বন্দোবস্তের এখতিয়ার উত্তরাধিকারিগণকে দেওয়ান হইয়াছে এবং বিধবা উপস্বত্ব পাইবার আজ্ঞা পাইয়াছে। বিধবা অপহার করিলে যে তাহার নিমিত্তে নালিশ চলিতে পারে, ইহা নির্ব্বিবাদ, কেননা শাস্ত্র উত্তরাধিকারিগণকে বিধবার অপহার নিবারণ করিতে স্পষ্টই ক্ষমতা দিতেছেন, আমরা বর্ত্তমান মকদ্দমাকে ঐ কালেবের বিবেচনা করি। যে সকল কুব্যবহার (এমকদ্দমায়) কথিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর, ক্রেতারা বুঝিয়া থাকিবে যে তাহাদের ঐ বিক্রয় বিধবার জীবন পর্য্যন্ত, এবং বিধবার কৃত যে ২ কর্ম্মের প্রতি আপত্তি করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এক কর্ম্ম এমত যে তাহা যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারির সম্পূর্ণরূপে স্বত্বনাশক। বিশেষ২ নিষেধাত্মক রিয়াসীনা হইয়া হিন্দু

* এই পুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

decree awarding to the plaintiff possession of the 9 anna portion, which defendant Rám Chandra was directed to relinquish. This decree was affirmed by the Provincial Court. The Sudder Court held that the widow of a Hindu, who died without issue, has the power of making a gift of a portion (from one to three sixteenths) of her late husband's property for his spiritual benefit; but such not appearing to the Court to have been the object of the gift in the present instance, the claim of the donee was disallowed and the lower court's judgment was affirmed.

The principal part of the *vyavasthá* given in this case is—"A widow having succeeded to the property of her deceased husband has the power of alienating by sale so much of such property (and no more) as may be necessary for the payment of debts contracted by him, for her own subsistence, for the support of her husband's family, and for the performance of his exequial rites. She may likewise make a gift proportioned to the extent of her late husband's property for the benefit of his soul. And if these objects (viz. payment of debts, expenses of *Sráddha*, &c,) cannot be effected without the sale of all the property, she has the power of disposing of the whole of it. But she is not permitted to alienate by (gift or) sale the whole or even a part of the property solely at the suggestion of her own will or pleasure.—Rám Chandra Sarmá *versus* Gangá Gobinda Banerjea,—1st February 1826, S. D. A. Rep. vol. IV. p. 117.

Krisna Kánta Sen having no son, executed a deed, whereby he granted to his senior widow Ujjal Mani the whole of his acquired property, in the event of no son being born; but in the event of a son being born, the property was to go to him. A son was born by her, but died before his father. The property in question was then declared to be vested in the son immediately on his birth; and on his death, reverted to his father as his heir according to *SháKstra*. On the death of the father, it devolved on Ujjal Mani who sold Taraf Rasúlpur (part of the property). Krisna Gobinda Sen, brother of the said Krisna Kánta Sen deceased sued for reversal of the sale. As the Court saw that the defendant's plea—that Taraf Rasúlpur was sold to defray the expenses of the *Sráddha* of Krisna Kánta Sen, and pay his debts,—was not at all established; that the contrary was proved by the evidence; and that the cause of the sale assigned in the deed was the inability of the widow to pay the publick revenue assessed thereon; they therefore reversed the sale, and declared the plaintiff, appellant, entitled to succeed to the property in right of inheritance from his brother.—Krisna Gobinda Sen *versus* Ládli Mohan Thákur, 30th August 1819, S. D. A. Rep. vol. II. p. 309.

**Case** bearing on the vyavasthá's Nos. 31, 29, & 40.

The plaintiffs, alleging themselves to be the next heirs, sued to set aside certain sales and settlements made by Bolákí Bibi, widow of the late Lálá Doyál Chánd Bábu, as prejudicial to their rights, as also to declare a will, made by the said Bibi, null and void, and to have the estates, movable and immovable, placed in their possession, a suitable allowance for maintenance being awarded to the Bibi.

*Judgment.*—Messrs. A. Dick and J. Dunbar.—The question which was first argued was—whether an action instituted by reversionary heirs against a widow in her lifetime, to invalidate alienations by her of her husband's ancestral property, and to dispossess her in consquence, and to obtain possession themselves, will lie? At the close of the argument, we intimated our opinion that such an action will lie: that opinion was founded on the following grounds. We observe that both the precedents, cited by the pleaders on both sides, and commented upon, that of 1816, decided by Mr. Ker,* and that of 1848, by Mr. Dick*, concur in this point. Mr. Ker declared invalid the alienation by the widow, and gave possession to the heirs until the widow should reappear. Mr. Dick confirmed the decision of the lower court, which declared the alienation invalid, and entrusted the management of the property to the heirs, reserving the usufruct to the widow. There can be no question that an action for waste will lie, because the Sháastra expressly authorises the heirs to restrain the widow from waste, and we consider this an action of a similar nature, and the misconduct alleged likely to be far more injurious, as the purchasers must be aware that they hold their purchases only so long as the widow survives, and one of the acts complained of goes so far as to extinguish the rights of the legal heirs entirely.

* See page 91, of this book.

বিধবা মৃত পতির ধনাধিকারিণী হয়। তাহাকে ঐ ধন হস্তান্তর করিতে নিষেধ আছে। ঐ ধনে তাহার জীবন পর্য্যন্ত যে অধিকার তাহাও হস্তান্তরের যোগ্য নয়। সঙ্ক্ষেপতঃ, তাহাকে কোন ব্যবহারের নিমিত্তে জিম্মাদার বই গণ্য করা যাইতে পারে না। মেক্‌নাটনের হিন্দু-ল-র ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যদি বিষয় হস্তান্তর করণাপরাধ তাহার প্রমাণ হয় তবে সে বিশ্বাসঘাতকত্বাপরাধে অপরাধিনী, এবং তাহাকে আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। যদ্যপি ইহা সত্য যে এমত বিশ্বাসঘাতিকার বিশেষ প্রতিকারবিধান শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে হয় নাই, তথাপি আদালতের বিশেষ কর্ত্তব্য এই যে শাস্ত্রে বা আইনে যে ২ রূপ অপকারের প্রতিকারবিধানাভাব তাঁহারা শাস্ত্রের বা আইনের অভিপ্রায়ানুসারে ঐ অভাবদূর করেন অর্থাৎ তত্তদপকারের প্রতিকার করেন। এক্ষণে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিকার এই যে যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহার হস্তে সেই বিষয় না রাখা।

ওথাচ, যে ২ কার্য্যার্থে তাহাতে বিষয় অর্পিত হইয়াছিল তাহা পারত পক্ষে রহিত করা উচিত হয় না, এবং যে ২ কারণে বিবেচিত হইয়াছে যে পত্নীই (মৃত পতির) বিষয়াধ্যক্ষা হইবে তাহারো আদর করা উচিত। অতএব যথার্থ বিচার নিষ্পাদনের প্রকৃত উপায় এই যে বিধবার বিষয়াধ্যক্ষতা নিবারণ করিয়া, বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে তাহাকে এমত বৃত্তি (বা জীবিকা) দেওয়া যে তদ্দ্বারা বিধবাপত্নীকে যে সকল কার্য্য করিতে শাস্ত্রে আদেশ করেন তাহা সে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থা হয়, এবং তাহার মান সম্ভ্রম বজায় থাকে, কোনরূপ অভাব না হয় সে পতি কুলে কলঙ্ক করিতে, কিম্বা দুশ্চারিণী হইতে কোন ছল না পায়। এমত্ত করিলে শাস্ত্রে বিধবার যে রূপ অধিকার উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই বজায় থাকিল ও দত্ত হইল, কেবল সে শাস্ত্রের বিধানাতিক্রমে যে কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার করিতে তাহাকে নিবারণ করা হইল, অথচ দায়াদগণের যে স্বত্ব তাহা কোন হানি ব্যতিরেকে বজায় থাকিল, এবং তাহার দিগকে বিক্রয় অসিদ্ধ করণের নিমিত্তে আর অনেক বৎসরের ওয়াসিলাৎ সমেত দখল পাওনের নিমিত্তে বহুব্যয় ও ক্লেশসাধ্য মকদ্দমা করিতে হইলনা। বিধবার জীবন কালে মকদ্দমা শুনিতে নাপারা বিষয়ে যে সকল আপত্তি ছিল, উক্তহেতুবাদ তৎসমুদায়ের যথেষ্টরূপ উত্তর। এমত আপত্তি করা হইয়াছে যে দায়াদরা বিধবার পরম শত্রু, তাহারদিগকে দখল দেওয়ার বিবেচনা করা অন্য কেহ থাকিতে কর্ত্তব্য হয় না, তাহাদের স্বত্ব ঐ বিধবার স্বত্বের বিরুদ্ধ, অতএব তাহারদিগকে দখল দিলে বিধবাকে অসংখ্য মকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে। কিন্তু উপযুক্তরূপে ঐ বিষয় রক্ষা হইলে ঐ দায়াদগণের যত লাভ এত কাহারো নয়, অতএব অত্যন্ত সম্ভব যে তাহারা রক্ষাই করিবে। বিধবার স্বত্বের প্রতি মনোযোগ করিতে আদালত যেমন বাধিত তেমনি তৎ পতির দায়াদগণের স্বত্বের প্রতি ও বটে, এবং যেহেতু ঐ দায়াদরা বিষয়ের উপস্বত্ব অথবা আদালত যে পরিমিত ডিক্রীকরেন তাহা যে পর্য্যন্ত ঐ বিধবাকে দিবে, কিম্বা নির্দ্ধারিত সময়ে আদালতে আমানত করিবে সে পর্য্যন্তই কেবল তাহারা বিষয় দখল করিবে, অতএব তাহাতে বিধবার কোনহানি হইতে পারিবে না, এবং তাহাকে কোন মকদ্দমা করিতে হইবে না।

বিচারিত হইয়াছে যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এমত সকল অবস্থায় যাহারদিগকে বিধবার শাসন ও অধ্যক্ষতা করিতে হয়, সুপ্রীম কোর্ট তাহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ, অতএব এই আদালতকে সম্ভ্রান্ত সকল ব্যক্তিরই হিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে যথা যোগ্য ক্ষমতা আছে। মর্লিসাহেবের ডাইজেষ্টের ১ বালাম ২৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই মকদ্দমা গ্রাহ্য কিনা এই আপত্তি নিষ্পত্তির পর, মসম্মাৎ বোলাকীর কৃত যে ২ কর্ম্মের উপর আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা করিতে তাহার ক্ষমতা থাকনবিষয়ক সে যে অনুমতি [illegible] উপস্থিত করিয়াছে তাহা প্রকৃত ও যথার্থ কি না তাহার বিচার করা আবশ্যক। ঐ সকল কর্ম্ম যথা—১২১৪ সালে এক বাগান বিক্রয়, ১২২৯ ও ১২৫১ সালে কম জমাতে মৌরসী ও মকররী পাট্টা দেওয়া, এবং অবশেষে সমদয় বিষয়াধিকার এক কালে হস্তান্তর করা।

অপ্রকাশ নাই যে এ মকদ্দমার বাদি প্রতিবাদি যে বংশ সম্ভূত তদ্বংশীয়েরা পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া বাস করিয়াছে এবং প্রথমে মিথিলা দেশপ্রচলিত শাস্ত্রাধীন ছিল। অতএব ঐ বংশ চিরকালের নিমিত্তে বঙ্গ দেশে বাস করাতে ইহা স্বীকার করিয়া ও যে বঙ্গ দেশচলিত শাস্ত্রানুসারে বিষয়ের দানাদি হইতে পারে ইহা অত্যন্ত সম্ভব বোধ করিতে হইবে যে মিথিলাচলিত শাস্ত্রবিরোধে বিষয় হস্তান্তরবিষক যে উক্ত দলীল তাহা লিখিত পঠিত হইলে পর দয়াল চাঁদ অবশ্য তাহা রেজিষ্টরি করিয়া দিত অথবা দয়ালেরস্ত্রীরা ও মাতা ঐ দলীলানুসারে কর্ম্ম করণ কালীন, তাহার সত্যতার দৃঢ় প্রমাণ যে রেজিষ্টরী, তাহা অবশ্য করাইয়া লইত।

উপরি লিখিত হেতু সকলে উক্ত অনুমতিপত্র নামঞ্জুর করিতে আমাদের কোন দ্বিধা নাই। বোলাকী বিবি যে মকররী বন্দোবস্ত করিয়াছে, তাহা হিন্দু বিধবার ক্ষমতাতীত কর্ম্ম, এবং শেষে উইলের দ্বারা সমস্ত বিষয় যে হস্তান্তর করিয়াছে তাহা উত্তরাধিকারি গণের অনিষ্টকর, এবং তাহা এককালে তাহাদের এমত স্বত্বলোপক কর্ম্ম, যে বিধবা যে রূপ অপহার বা অপচয় করিলে হিন্দু শাস্ত্র তাহাকে তাহার দায়ি কহিতেছেন, ও তাহাকে

A Hindu widow succeeds to her husband's property, on certain prohibitory and restrictive conditions. She is prohibited from alienating. Her life interest in it is not transferable. In brief, she can be considered in no other light than as a holder in trust for certain uses. See Macnaghten's Principles of Hindu Law, page 19. If she be convicted of alienation, she is guilty of a breach of trust, and no further confidence can be placed in her. It is true, there is no specific remedy expressly provided in the Hindu law for such breach of trust. In cases in which the law has not provided a remedy for an evil, it is the peculiar duty of courts of equity to supply the omission, in accordance with the spirit of that law. Now the proper remedy for a breach of trust is the removal of the trust from the party violating it.

The uses however on account of which the trust was given, should be preserved, if possible; and the reasons for which the widow was selected to administer the trust, should be respected. The natural course, then, for equity and justice to proceed upon, is to remove the widow from the management of the property, and to allow her such a maintenance from the proceeds of the property, as shall enable her to perform all the uses enjoined her, as widow, and as much as shall uphold her respectability and rank in life, secure her from want of every kind, and leave her no pretence to disgrace her husband's family, or to pursue immoral courses. Such a procedure secures to the widow all that the law declares her right and gives her, and merely prevents her from repeating her disregard of the injunctions of that law. It, at the same time, secures to the reversionary heirs their right uninjured and unimpaired, without subjecting them to expensive and vexatious litigation, to invalidate sales and obtain possession with perhaps years of mesne profits, which of itself is a sufficient answer to all arguments against hearing a suit in the lifetime of the widow. It has been argued that the reversionary heirs are the last persons who should be selected to hold possession of the property, as they are the natural enemies of the widow; that their interests are directly opposed to hers, and that such a course would entail innumerable suits on the widow. They are, however, the parties most deeply interested in the due preservation of the property, and consequently most likely to preserve it. The courts are bound to care for their rights as well as for those of the widow, and as they will hold possession only so long as they pay out of the property the whole or such portion of the usufruct as the court may decree, and which may be required to be deposited at given times into court, the widow cannot be injured, or obliged to institute any suits.

It has been held that the Supreme Court represents those that by the Hindu law are to control and superintend widows in such cases. This Court therefore is the proper authority to interfere for the good of all concerned. See Morley, Volume I. page 281.

Having disposed of the question of the admissibility of the action, we have now to decide upon the genuineness and authenticity of the *anumatipatra* put forwerd by Musst. Bolákí, as justifying the acts complained of by the plaintiffs. These acts being the sale of a garden in 1224 B. S., the grant of lands under hereditary *mukarrari pattás* at inadequate *jamás* on two different occasions, in 1229 and 1251, and lastly the entire and absolute transfer of the proprietary right in the estate.

It is known that the family to which the parties belong came from the west, and were originally guided by the Mithilá law. Admitting the property may be disposed of under the law current in Bengal, when such a family have permanently fixed their residence there, it is but reasonable to believe that Doyálchánd would either have taken the precaution to have had a deed, involving a disposition of his property at variance with the Mithilá rules, registered at the time of execution, or that the widows and the mother should have had this strong evidence of authenticity assured to them, when they began to act upon the deed.

Upon the grounds above detailed, we have no hesitation in rejecting the *anumatipatra*. Viewing the grant of the *mukarrari* tenures, as acts not within the scope of a Hindu widow's authority, and regarding the late transfer of the whole of the estate by Musst. Bolákí's will to others, as an act so prejudicial to the heirs, and indeed so utterly subversive of their rights, as to go far beyond any

তেমত করিতে নিবারণ করিবার আদেশ করিতেছেন তাহা হইতে তাহা অনেক ছাড়াইয়া গিয়াছে, অতএব মোসম্মাৎ বোলাকীর বিষয়াধাক্ষতা অতঃপর রহিত করা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু ইহাও আমরা এমত সাবধানপূর্ব্বক করিতেছি যে মোসম্মাৎ বোলাকী মরণপর্য্যন্ত প্রকৃতপ্রস্তাবে যে ফল পাইবার যোগ্যা তাহা সে হারাইবে না।

মোসম্মাৎ বোলাকীর কৃত (৯৩ নং) আপিলে আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা এইরূপ তরমিম্ করিয়া বহাল রাখিলাম যথা—আমরা আদেশ করিতেছি যে বাদিরা বসত বাটীভিন্ন আর সমস্ত ভূমি ও সম্পত্তির দখল পায়, বসত বাটী উক্ত বিধবার মরণ পর্য্যন্ত তাহার দখলে থাকিবে। মোসম্মাৎ বোলাকী যত কাল বাঁচিবে ততকাল পর্য্যন্ত বাদিরা ঐ না না বিষয়ের উপস্বত্ব ঐ বিধবাকে দিবার নিমিত্তে জিলা আদালতে প্রতি বৎসর চারি বারে আমানত করিবে। তাহারা যদি আমানতের কিস্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে ঐই শরত তামিল নাকরে, তবে জিলা আদালত ঐ বিষয় সরবরাহ কারের কিম্বা রিসিবরের হস্তে অর্পণ করিবার নিমিত্তে রিপোর্ট করিবেন। খোশবাগ্ নামক লাখেরাজ বাগানবিষয়ে মদন বাবুর কৃত ৯২ নং আপীলেও আমরা নিম্ন আদালতের ফয়সলা বহাল রাখিলাম। ঐ বাগান বাঙ্গালা ১২১৪ সালে বিক্রীত হয় এবং বাধাব্যতিরেকে প্রমাণ হইয়াছে যে মৃত ধন স্বামির কৃত ঋণ বিষয়ক ডিক্রীর টাকা পরিশোধার্থে ঐ বিক্রয় ঘটিয়াছে, এমত বিক্রয় শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ, এবং যেহেতু বাদিরা বহুকাল পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকা প্রযুক্তই ক্রেতারা উক্ত ডিক্রীর টাকা পরিশোধার্থে ঐ বিক্রয় হওয়ার সম্পূর্ণ প্রমাণ দর্শাইতে সক্ষম হয় নাই, অতএব ক্রেতাদিগকে হু-বহু-প্রমাণ দিতে বাধিত না করিয়াও বিক্রয় সিদ্ধ বোধ করা উচিত। সদর দেওয়ানী আদালত ২৪ জুলাই ১৮৫৪ সাল—মকদ্দমা নং ৯২, নন্দলাল বাবু ও মদন লাল বাবু (বাদি) আপিলান্ট—বনাম—বোলাকী বিবি (প্রতিবাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট। ও মকদ্দমা নং ৯৩, বোলাকী বিবি আপীলান্ট—বনাম—নন্দলাল বাবু প্রভৃতি রেস্পণ্ডেণ্ট।

৩১ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

হিরালাল মল্লিক করুণাময়ী নাম্নী পত্নীকে এবং চারি কন্যাকে অর্থাৎ নবকুমারীকে, এবং রঘুমণি, অপূর্ণা, ও কৃষ্ণমণি প্রতিবাদিনীত্রয়কে রাখিয়া উইল না করিয়া মরে।

হিরালালের মৃত্যু কালে রঘুমণি পুত্রহীনা বিধবা হইয়াছিল, জয়মণি তদনন্তর বিবাহিতা হইয়া বাদি হরিদাস দত্ত ও শিশু প্রতিবাদি শিঙ্গীচরণ এই দুই পুত্র প্রসব করে,—অপূর্ণাও বিবাহিতা হইয়া দুই কন্যা প্রসব করে (তন্মধ্যে এক জন্মিয়া অল্প কাল পরেই মরে, অন্যা বিবাহের অল্প কাল পরে এক পুত্র রাখিয়া মরে, ঐ পুত্র অদ্যাপি জীবিত আছে)। কৃষ্ণমণির বিবাহ ২৪ বৎসর হইল হইয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্তান হয় নাই। চতুর্থ কন্যা নবকুমারী পিতার মৃত্যুর পর বিবাহিতা হইয়াছিল, কিন্তু বহুকাল হইল প্রসবকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

হিরালালের মরণান্তে তৎ পত্নী তাহার প্রতিনিধিরূপে বিষয় বিভব অধিকার করিয়া যাবজ্জীবন দখলে রাখে;—পত্নীর মরণান্তেই কন্যাগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল এবং তাহারা সকলেই পরস্পর একুইটীতে (অর্থাৎ হকিয়ত্ বিষয়ক জাবেতা) নালিশ করিল। এই সকল মকদ্দমা শ্রবণ ও বিচারের নিমিত্তে প্রস্তুত হওনকালে সকল পক্ষের সম্মতি অনুসারে এই মর্ম্মে নিষ্পত্তির হুকুম হইল যে—"রঘুমণি তাহার সকল দাওয়া পরিত্যাগ করিবে। এবং তাহার নালিশ ডিস্‌মিস্ হইলে পর, ৬২০০০ টাকা পাইবে, ও পরিবারের বসত বাটীর মধ্যে ভাড়া নাদিয়া বাস করিবে। পরন্ত রঘুমণি, অপূর্ণা ও জয়মণি ইহারা গৃহ-বিগ্রহের পূজা পালা করিয়া করিবে। অপূর্ণা ও জয়মণি এই দুই কন্যা কেবল তাহার মাতার মরণ কালীন পুত্রবতী ও সম্ভাবিত পুত্রবতী থাকাতে অবশিষ্ট বিষয় ইহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে।

অনন্তর দায়াদ হরিদাস দত্ত নালিশ উপস্থিত করিল, ঐ নালিশি বিলের (অর্থাৎ আর্জির) বয়ান এই যে প্রতিবাদিরা পরস্পর সাজস করিয়া, উত্তরাধিকারিকে ফাকি দিবার নিমিত্তে ফ্রেব করিয়াছে, এবং আদালতকে মোগালতা দিয়াছে। রঘুমণি অপুত্রা বিধবা, তাহার কিছুতে অধিকার নাই, আর জয়মণির ও অপূর্ণার কেবল যাবজ্জীবন ভোগাধিকার মাত্র, প্রার্থনা এই যে তাহারদিগকে বাধা দেওয় যায় যে তাহারা আপন মতলব সিদ্ধ করিতে এবং আর হস্তান্তর ও অপচয় করিতে নাপারে। এই বিলের উপর ডিমরর হয়, অর্থাৎ আপত্তি উপস্থিত হয় যে বাদিকে এমত নালিশ করিতে ক্ষমতা নাই।

acts which could be brought under the definition of mere waste, for which the Shástra distinctly declares that Hindu widows are to be held responsible and restrained, we think it our duty to deprive Musst. Bolákí of the future management of the property. In doing this, however, we are careful that she shall lose none of those substantial advantages, to which during her life-time she is entitled.

In the appeal of Musst. Bolákí, (case No. 93,) we confirm the decision of the principal sudder ameen, with the following modifications. We direct that the plaintiffs be placed in possession of all the landed and other property, with exception of the family-mansions, which will continue in the possession of the widow during life. They will pay the whole of the net profits, arising from the several properties, into the zillah court, quarterly, for the benefit of Musst. Bolákí, during her life-time. In the event of their failing to fulfil this condition, for a period exceeding three months after any payment becomes due, the zillah court will report the circumstance, with a viewing to having the property placed in the hands of a sarbarákár or receiver. In the appeal of Maddun Bábu, (case No. 92,) regarding the rent free garden called Khushbágh, we also confirm the decision of the lower court. The garden was sold in 1214 B. S., and there is *prima facie* evidence of its having been sold, to provide the means of paying a debt due by the deceased proprietor, under a decree of court. Such a sale is valid under the Hindu law; and as the plaintiffs, by their long silence, have prevented the purchasers from producing satisfactory evidence to prove that the sale was made in order to satisfy the decree referred to, the latter are entitled to the benefit of the presumption in their favor, of its validity, without being required to give actual proof. Sudder Dewanny Adawlut, 24th July 1854, case No 92, Nanda Lál Bábu and Madan Lál Bábu, (plaintiffs,) appellants, *versus* Bolákí Bibi, (defendant,) respondent, and case No 93, Bolákí Bibi, appellant, *versus* Nanda Lál Bábu and others, respondents.

*Case* bearing on the vyavasthá's No. 31.

Hirá Lál Mallik died intestate, leaving one widow Karuná Moyí, and four daughters, namely, Naba Kumárí, and the three defendants Raghu Mani, Apúrná, and KrishnaMani.

At the time of Hirá Lál's death, Rughu Mani was a childless widow, Joy Mani subsequently married, and produced two sons, Hari Dás Datta the complainant, and the defendant Singí Churn, an infant of tender years, Apúrná also married, and had two daughters (one of whom died shortly after birth, and the other married and soon afterwards died, leaving a son still alive.) Krishna Mani had been married 24 years, but had had no child during that period. The fourth daughter Naba Kumárí married after her father's death, but died long since in childbirth.

On Hirá Lál's death his widow took possession of his estate and property as his representative, and held the same during her lifetime:—immediately after her death disputes commenced among the daughters, all of whom instituted equity suits against one another. When these suits were ripe for hearing, a decretal order was passed by consent, substantially to the effect that Raghu Mani should waive all her claims, and, on dismissal of her bill, should receive Rs. 62000, and live rent free in the family dwelling house; that the worship of the idols should be enjoyed by Raghu Mani, Apúrná, and Joy Mani by turns; that the residue of the estate should be divided between Apúrná and Joy Mani, as the only daughters having issue, or capable of having issue at the time of their mother's death.

The said Hari Dás Datta, who is a reversionary heir to the estate, filed a bill, which alleged collusion between the defendants, and charged that their acts were in fraud of the reversioners' interests and a surprise on the court; that RaghuMani as a childless widow was entitled to nothing; and that Joy Mani and Apúrná had but a life estate. It was prayed that they might be restrained from carrying on their plans or committing further alienation or waste. A demurrer is filed to the above bill.

কোর্টের প্রধান জজ শ্রীযুক্ত পীল সাহেব যে বিচার করিলেন তাহার সার ভাগ, যথা—"হিন্দু নারী উত্তরাধিকারিণীরূপে সক্রান্ত ধনাধিকারিণী হইলে তাহার সে অধিকার কিপ্রকার, এবং তাহার অব্যবধান পরে ঐ ধনে যাহার স্বত্বসম্বন্ধ আছে তাহারইবা অধিকার কিপ্রকার, প্রধানতঃ এই কথার উপর এই আপত্তি উপস্থিত। বর্ত্তমান অধিকারির পরে শেষোক্ত ব্যক্তির যে স্বত্ব তাহা তাহাতে বর্ত্তেনাই, তাহার সে স্বত্ব শরতী মাত্র। উত্তরাধিকারিণী নারীকে শাস্ত্রের বিধানদ্বারা বিষয় অর্শানতে সে তাহা প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্ব স্বামির দান বা ক্রিয়া দ্বারা পায়না। বিশেষ নিমিত্ত ভিন্ন ঐ বিষয় হস্তান্তর করিতে তাহার ক্ষমতা নাই, তাহার যে অক্ষমতা সে সাধারণ, (কিন্তু) ক্ষমতা বিশেষ কার্য্যে মাত্র,। সর উইলিয়ম্ মেকনাটন সাহেব এই অধিকারকে জিম্মাদারী অধিকার বলিয়াছেন, তিনি ঐ পদ দ্বয়কে তৎ প্রকৃত পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার না করিয়া থাকিবেন। তিনি কহেন "সে (অর্থাৎ বিধবা) অন্যের নিমিত্তে জিম্মাদার, এমত যে যদি সে অপহার করে, তবে (তৎ পতির দায়ে) যাহাদের ভবিষ্যৎ স্বত্ব সম্বন্ধ আছে নিস্সন্দেহে তাহারা এমত ক্ষমতা রাখে যে তেমত করণে তাহাকে নিবারণ করিতে পারে"। প্রিবিকৌন্সিলে লার্ড জিফর্ড সাহেব আপন বিচারে কতিপয় পণ্ডিতের যে মত (যাহার উল্লেখ পরে হইবে) প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত উক্ত মত মিলে। মৃতের ত্যক্ত বিষয়ে যে ব্যক্তির ভবিষ্যৎ স্বত্ব সম্বন্ধ আছে সে বর্ত্তমান কালে আপনাতে স্বত্ব না বর্ত্তান প্রযুক্ত যদি নালিশ করিতে নাপারে, তবে কেহই নালিশ করিতে পারিবে না, এবং তাহার ফল এই হইবে যে অপহার করিতে পারেনা যে হিন্দু বিধবা, এবং অপহার করিতে গেলে যাহাকে যে কোনরূপে বাধা দেওয়া যাইতে পারে, সে ঐ সক্রান্ত ধন সম্বন্ধে আপন কর্ত্তব্য ব্যবহারের ব্যভিচার করিবে, আপনার ক্ষমতার বহির্ভূত কর্ম্ম করিবে, এবং শাস্ত্রে তাহার ব্যবহারের যে সীমাবদ্ধ হইয়াছে উত্তরাধিকারির অনিষ্টে তাহার অতিক্রম করিবে, এবং ঐ উত্তরাধিকারী পত্নীর অব্যবহিত পরে সম্ভাবিত স্বত্ববান্ হইয়াও নিরুপায় হইয়া ঐ কৃত অনিষ্ট দৃষ্টি করিতে থাকিবে। ইহা হইলে—"প্রত্যেক অনিষ্টেরই প্রতীকার আদালতে হয়" এই যে প্রসিদ্ধ কথা তাহার মত কিছু হইলনা। এবং যে বাধা আদালতে স্থিরতর ও জারি থাকিলনা সে বাধার উল্লেখই বা কেমত বৃথা জল্পনা হইল।

হর সুন্দরী দাসী ও কমলমণি দাসীর বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাক ও রমানাথ বসাকের মকদ্দমায় (ক্লার্ক্ সাহেবের রিপোর্টের ৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) প্রিবি কৌনসিলের জজ লার্ড জিফর্ড সাহেব আপনার বিচারপত্রে কতিপয় পণ্ডিতের মত প্রকাশ করিয়াছেন যথা—"হিন্দু উত্তরাধিকারিণীকে বিষয় দানাদি করিতে যে রূপ ক্ষমতা আছে সে তাহার অতিক্রম করিলে তাহাকে নিবারণ করা যাইতে পারে"। ধর্ম্মশাস্ত্র লেখক সকলেরই এই মত; এবং ইহা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে দায় শাস্ত্রীয় সাধারণ যে ব্যবস্থা তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলে, এবং সর্ব্বথা বিচারসঙ্গত, কেননা শাস্ত্রে যাহার দান বিক্রয়াদি করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়াছে এবং দায়াদগণের প্রতি যাহার কর্ত্তব্য এই যে আদম বিষয়কে রক্ষা করে, সে যদি নিজ কর্ত্তব্যাতিক্রমে দানাদি করে তবে তাহা নিবারণ করণের ক্ষমতাকোথাও থাকা উচিত ও ন্যায্য। কিন্তু ঐ নিবারণের ক্ষমতা কোন্ কার্য্যের যদি আদালতে তাহার ফল না হয়। অতএব এই মকদ্দমা যে সাধারণ হেতুতে ডিমররের যোগ্য নয় ইহা স্থির করা আদালতকে কঠিন বোধ হইল না। এক্ষণে বিবেচনা করিতে বক্রী এই যে নালিশী আর্জিতে অপহারের অথবা অপহার গণ্য ব্যবহারের সম্পূর্ণ এজহার আছে কিনা। অনিষ্ট অপেক্ষা যে প্রতীকার অধিক হওয়া উচিত নয় অত্র সন্দেহো নাস্তি

বর্ত্তমান দায়াধিকারির বিরুদ্ধে সম্ভাবিত উত্তরাধিকারী নালিশ করিলে ঐ নালিশকরনিয়াকে অবশ্য এমত দেখাইতে হইবে যে বিষয় নষ্ট হওনোন্মুখ, যদ্দ্বারা আদালত সকারণ অনুভব করিতে পারেন যে বর্ত্তমান অধিকারী যে কর্ম্ম করিতে উদ্যত, তাহা নিবারণের হুকুম যদি না দেওয়া যায় তবে তৎ পরে যে দায়াদদিগের অধিকার হইবার সম্ভাবনা তাহাদের অনিষ্ট হইবে। শাস্ত্রসম্মত নয় এমত কোন দান বা বিক্রয়াদি হইয়াছে কিম্বা হয় হয় হইয়াছে এমত দেখাইতে পারিলেই যে যথেষ্ট হইল তাহা নহে। (কেননা) অধিকারিণী নারীর এত অধিক স্ত্রীধন থাকিতে পারে, যদ্দ্বারা এজহারি ক্ষতির দশগুণ পুরণ হইতে পারে, এবং ক্ষতির অত্যল্প আশঙ্কাও না হইতে পারে, অথবা হস্তান্তর হওয়া বস্তুর বিশেষ মুল্যও নাহইতে পারে।

এই বিলের দ্বারা যে আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমি কোন মতেই সম্ভব বোধ করিনা, বিলের একাংশে এমত বয়ান আছে যে তাহাতে সাজসের অসম্ভাবনা প্রকাশ পাইতেছে;—ঐ বয়ান এই যে বিল ফাইল হওয়ার পূর্ব্বে বিরোধ ছিল। বাদী যে হিসাব চাহে তাহা সে পাইবার যোগ্য নয়। অপর পক্ষ যে মকদ্দমা করিয়াছে, বা তাহারা (পরস্পর) যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছে, অথবা সম্মতিতে যে ডিক্রী হইয়াছে, কিম্বা ঐ ডিক্রী ন্যায্য কি না, অথবা উক্ত মকদ্দমাতে বাদি প্রতিবাদি কর্ত্তৃক আদালত প্রতারিত হইয়াছেন কিনা (এই সকল হস্তান্তর-করণ-মানসের প্রমাণ না হইলে) এই সকলের সহিত (এ মকদ্দমায়) বাদির কোন

The essential part of the judgment passed by the Court (present Peel, C. J.) is as follows. The objection is mainly based on the nature of the estate of the Hindu female, when heiress, and on that of the next in succession. The latter is not a vested estate in remainder. It is a contingent interest. The heiress takes as the term implies by devolution of the property on her by act of law, and not by gift or act of a prior owner: she has no power to alienate the estate except for certain purposes: her disability is general, her ability exceptionable. Sir William Macnaghten has described it as a trust estate, probably not meaning to use the phrase in a strictly technical sense: he says she is a "holder in trust for others, so much so that they who have the reversionary interest have clearly a right to restrain her if she commit waste" This accords with the opinion of certain of the pandits stated by Lord Gifford in his judgment in the Privy Council hereafter referred to. If the heir in succession could not sue merely because he had not a vested estate in remainder, no one else could sue, and it would follow that a Hindu widow, who cannot commit waste, who is restrainable *quodam modo* if she do, might proceed to violate her duty to the estate, to exceed her powers, to pass the limits imposed on her by the law, to the injury of the next in succession, who must remain a passive and remediless spectator of the wrong done, while having the nearest interest though not a certain one of succession. This would be little consistent with the maxim of a legal remedy for every wrong. How idle would it be to talk of a restraint which the law would not enforce!

In the case of Káshí Náth Basák and Ramá Náth Basák *versus* Hara Sundarí Dásí and Kamal Mani Dásí, (Clarke's Reports, p. 91,) Lord Gifford in his judgment mentions an opinion of certain pandits, that the female Hindu heir may be restrained from abusing her power of disposition. This opinion is supported by the authority of all the text writers: it is most consistent with the general principles of the Hindu law as to females; and also perfectly consistent with reason; for surely there ought in reason to exist somewhere the power of preventing an alienation against her duty by one whose power of alienation is limited by the law, and who owes a duty to those in succession to preserve the corpus of the estate. Yet of what value would be a power of prevention, to which no court of justice would give effect? The Court therefore has no difficulty in coming to a decision that the suit is not demurrable on the general ground. It remains to be considered whether the bill states a sufficient case of waste, or misdealing analogous to waste. No doubt the remedy should not extend beyond the mischief.

A bill filed by the presumptive heir in succession against the immediate owner who has succeeded by inheritance, must shew a case approaching to spoliation, must enable the Court to see that there is probable ground for apprehending that, unless an injunction be granted to restrain some threatened or impending act, ultimate loss to the heirs who may come into possession by succession will ensue. It is not enough to make out that some gift has been made or some disposition taken place, or that such is about to be made or to take place, which the law would not support. The estate of the female owner, her own personal estate, might be large, and adequate to repay ten times over the alleged spoliation, and there might not be the remotest prospect of loss; and the thing alienated might have no specific peculiar value.

The case made by this bill is one which does not appear to me to be at all a probable one: indeed there is one part of its statement apparently inconsistent with the case of collusion; a statement, namely of the existence of disputes prior to the filing of the bill. The account which the plaintiff asks, he is clearly not entitled to: they have nothing to do with the suits of the parties, or their mode of dealing with them, nor with the consent decrees: nor whether they are proper decrees; nor whether the Court was deceived or imposed upon by the parties to the suit, except as these matters may be evidence of the animus of the alienation. They have no title to complain of Raghu Mani's being

এলাকা নাই। রঘুমণিকে বাটীর মধ্যে পরিবারের সামিলে থাকার ও বাটীর মধ্যে তাহাকে যাবজ্জীবন বিনা ভাড়ায় থাকিতে অধিকার দেয়ার বিরুদ্ধে আদাশ করিতে বাদির অধিকার নাই। ঐ রূপ হস্তান্তর করণে বিষয় নষ্ট হয় না, নষ্ট হইবার আকারও নাই। উক্ত রূপ অধিকার যদি অন্যায় রূপে দেওয়া হইয়া থাকে, তবে যাহাদের ভবিষ্যৎ স্বত্ব সম্বন্ধ আছে তাহাদের সম্বন্ধে তাহা বলবৎ থাকিবেনা। দেব সেবার পালা বিলির বিষয়ে বাদী যে আপত্তি করিয়াছে তাহাও একমকদ্দমাতে করিতে তাহার অধিকার নাই। ঐ পালা বিলি ন্যায্য বা অন্যায় হউক তাহার আপত্তি এই মকদ্দমাতে করিবার কোন কারণ নাই। অপহার ও অপহারগণ্য অপচয় হেতুতেই কেবল এ মকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে। প্রতিবাদিনীদের মধ্যে কাহারো আপনার পৃথক্ ধন ছিল কি না তাহা প্রকাশ পাইতেছে না। যদিও তাহাদের মাতার ধন স্ত্রীধন বটে তথাপি যে স্ত্রীধন উত্তরাধিকারিণী স্ত্রীলোককে অর্শে তাহা সে হস্তান্তর করিতে গেলে তাহাকে বাধা দেয়া যাইতে পারে, তাহাতে ঐ অধিকারিণীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব হইয়াছে এমত বিবেচনা করা হইতে পারে না। বিলে লিখিত হইয়াছে যে টাকা নষ্ট হইবে, এবং ফেরেব ও প্রতারণা করার কথাও লিখিত হইয়াছে,—যেখানে প্রতারণা হইতে লাগিল সেখানে আশঙ্কার বিলক্ষণ কারণ আছে। এই সকল পর্য্যালোচনায় বোধ হইতেছে যে ডিমরর অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য, মকদ্দমার শুনানি পর্য্যন্ত খরচা বারকরা বাকী থাকিল তৎকালীন আদালত আরো উত্তম রূপে বিবেচনা করিতে পারিবেন যে উক্ত কর্ম্ম সকল অপহাররূপে গণ্য কি পরিণাম দর্শিতাপূর্ব্বক এমত মকদ্দমার রফার নিমত্তে করা হইয়াছে যাহা চালাইতে হইলে বিষয় নষ্ট হইত। সুপ্রীমকোর্ট ২৭মে, ১৮৫১ সাল, হরিদাস দত্ত—বনাম রঘুমণি দাসী প্রভৃতি। টেলর ও বেল সাহেবের রিপোর্ট. বা. ২, খণ্ড ৫।

১৮১১ সালের ১৮ ডিসেম্বর সদর আদালত কর্তৃক নিষ্পন্ন তারামণি প্রভৃতির বিরুদ্ধে হেমচাঁদ মজুমদারের মকদ্দমা যাহা এই পুস্তকের ৮৩ ও ৮৪ পৃষ্ঠায় ধৃত হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।

সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

সুপ্রীম্ কোর্ট পূর্ব্বে বিচার করিয়াছিলেন যে বিধবার স্বত্ব অস্থাবর বিষয়ে নির্ব্যূঢ়, স্থাবর বিষয়ে যাবজ্জীবন মাত্র,—কিন্তু তৎ পরে বিবেচনা হইয়াছে যে এমত বিশেষ করার কোন কারণ বা প্রমাণ নাই, স্থাবর অস্থাবর উভয়রূপ ধনেই বিধবার স্বত্ব যাবজ্জীবন অর্থাৎ অনির্ব্যূঢ়। মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ১১।

১৭৯৯ সালে কিশোরী দাসীর বিরুদ্ধে দয়ালচাঁদ আড্ডির মকদ্দমায় বোধ হইতেছে সুপ্রীম্ কোর্ট এমত বিবেচনা করিয়াছেন যে পতির অস্থাবর ধনে পত্নীর যে স্বত্ব সে যাবজ্জীবন বই নয় অর্থাৎ নির্ব্যূঢ় নয়, আমি জানিতে পারিলাম না যে প্রথমে কি কারণে আদালত এমত আদেশ করিয়াছিলেন যে পত্নী ও মাতা সক্রান্ত অস্থাবর ধনে নির্ব্যূঢ় রূপে স্বত্ববতী, এবং স্থাবর ধনে যাবজ্জীবন উপভোগিনী মাত্র। ঐ, পৃ. ২০।

উক্ত বৎসরে হিন্দুনারীর অধিকৃত (সক্রান্ত) স্থাবর অস্থাবর ধনের মধ্যে আদালত কোন প্রভেদ করেন নাই। উক্ত সময়ের পরে (পুনর্ব্বার) উভয়রূপ ধনের মধ্যে উক্ত প্রকার প্রভেদ হইতে লাগিল, এবং বিচার হইল যে উত্তরাধিকারিণী বলিয়া পতির ধন দাওয়া করেন যে পত্নীরা, এবং বিভাগে ধনপ্রাপ্তা হয়েন যে মাতারা, তাঁহারা (ঐ রূপ) অস্থাবর ধনে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী, এবং স্থাবর ধন যাবজ্জীবন উপভোগিনী মাত্র। উক্তরূপে ধন-প্রাপ্তা পত্নীদের ও মাতাদের তহ্বনে যে একইরূপ স্বত্বাধিকার ইহা সর্ব্বদাই বিবেচিত হইয়াছে। হরসুন্দরী দাসীর বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাক ও রমানাথ বসাকের মকদ্দমার তজবীজ-সানীতে, আদালতের এই মত হয় যে পতির মরণে পত্নী তহ্বন প্রাপ্তা হইলে কি স্থাবর কি অস্থাবর উভয় রূপ ধনেরই সে যাবজ্জীবন উপভোগিনী, ইহার অধিক অধিকার তাহাতে তাহার নাই। এই মত ১৮১৮ সালে প্রকাশ হয়। (পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে) আদালত কেমন করিয়া পত্নী কিম্বা মতার অধিকৃত (সক্রান্ত) স্থাবরাস্থাবর ধনের মধ্যে এরূপ প্রভেদ কিরূপে করিলেন তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। শাস্ত্রে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয় না যে এই রূপ প্রভেদ করা ন্যায্য। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে উভয় রূপ ধনেই এইরূপ ব্যক্তিদিগকে জীবনান্ত পর্য্যন্ত ভোগাধিকার মাত্র দিলে অন্যের সম্বন্ধে যথার্থ করা হইবে এবং তাহাদের পক্ষে আরো হিত করা হইবে। মেক্. কন্. হি. ল. প ৩৬।

আমার নিতান্ত বাঞ্ছা যে হরসুন্দরী দাসীর বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাক ও রমানাথ বসাকের মকদ্দমায় (আদালত) শাস্ত্রের যে নিশ্চিত মর্ম্মগ্রহ করিয়াছিলেন, দৃঢ়তাপূর্ব্বক বরাবর তদনুকারী হয়েন। (তাহাতে) জজদিগের অদ্বৈধভাবে হৃদ্বোধ হইয়াছিল যে বিধবার প্রাপ্ত স্থাবরাস্থাবর ধনাধিকারের মধ্যে যে প্রভেদ সে অমূলক। মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ২৩। উক্ত পুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠা, এবং হরসুন্দরী দাসী প্রভৃতির বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাক প্রভৃতির মকদ্দমায় প্রিবি কৌন্সিলে যে বিচার হয় (তাহা পরে প্রকটিত হইল) তাহাও দ্রষ্টব্য।

an inmate of the family-house, nor of any grant to her of a right of residence therein for her life. That alienation is not wasteful and has no resemblance to it. If the right is ill conferred, it will not avail against those in succession. Neither have they any grounds of complaint in this suit of the arrangements as to the turn of worship: whether they are proper or improper in themselves, they do not furnish ground for a suit which can be maintained only upon the ground of waste or spoliation in the nature of it. It does not appear whether any of the parties defendants have any separate estate of their own: though their mother's property was Strídhan, yet Strídhan devolving by heirship is subject to restraints on alienation by the female heir, and cannot be viewed as the absolute property of the heir. It is alleged that the money will be lost, and fraud and deception are alleged; and where deceptive means are employed there is the more ground for alarm. On the whole then we think that the proper course is to overrule the demurrer; costs to be reserved until the hearing, when the Court will be better able to judge, whether these proposed dealings are wasteful, or a prudent step in the way of a compromise of a claim to litigate which might be ruinous to the estate. S. C. 27th May 1851. Hari Dás Datta *versus* Raghu Mani Dásí and others. Bell and Taylor's Reports, vol II. part 5.

See the case of Tárá Mani and others *versus* Hem Chánd Majumdár, decided by the Sudder Court on the 18th December 1811, and quoted at pages 83 and 85 of this book.

*Cases* bearing on the vyavasthá No. 35.

It was formerly held by the Supreme Court that the widow took movable property absolutely, and immovable property for life only; but it has since been thought, that there is not any ground for such a distinction, and that the widow takes but a life-estate in movable as well as in immovable property. Macn. Cons. H. L. p. 11.

In the year 1799, the Court seems to have thought, in the case of Doyál Chánd A'ddí *versus* Kishorí Dásí, that a woman (widow) is not to take more than an estate for life in the movable property of her husband; and I am not able to discover why it first began to declare the widow and mother entitled to an absolute property in the movable, and a life interest only in the immovable estate. Ibid. p. 20.

In the above year the Court did not make any distinction between movable and immovable property in the hands of a Hindu woman. After that period, a distinction again originated: and widows claiming as heirs of their husbands, and mothers taking upon partition, were held to be entitled to movable estate absolutely, and to immovable for life only. Widows and mothers so taking respectively, have always been considered to stand upon the same footing in point of interest—and in the case of Káshí Nath Basák and Ramá Náth Basák against Hara Sundarí Dásí, it was the opinion of the Court, upon a bill of review, that a widow taking by the death of her husband was not entitled to more than an estate for life in either movable or immovable property. This was in the year 1818. How the Court came to distinguish between movable and immovable property, with reference to the rights of widows or of mothers, I am not, as I have before intimated, at all informed. The Hindu law is not sufficiently explicit upon the subject, to justify such a distinction; and it must be admitted, that giving these parties a life interest only, in each species of estate, will be more just as it relates to others, and more beneficial as it relates to themselves. Macn. Cons. H. L. p. 36.

I cannot but wish that the law, as it was certainly understood to exist, in the case of Kásí Náth Basák and Ramá Náth Bysák against Hara Sundarí Dásí may be adhered to. The Judges were satisfied that a distinction between movable and immovable property in the hands of a widow was groundless.—Macn. Cons. H. L. p. 23. Ibid. p. 32. Vide Privy Council decision in the case of Káshí Náth Basák & another *versus* Hara Sundarí Dásí & another.

কালীচাঁদ দত্ত—বনাম—জান্ মুর প্রভৃতি। ২০ মার্চ ১৮৩৭ সাল।

৩২ ও ৩৩ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

১০ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ শ্রীযুক্ত রায়ন্ সাহেব বিচার করিলেন, যথা—এই মকদ্দমায় বিচার্য্য এইযে দায়াদেরা (অর্থাৎ পত্নীর যাবজ্জীবন ভোগান্তে যাহারা বিষয়াধিকারি, তাঁহারা) স্বং ভবিতব্য অধিকার পুর্ব্বেই মৃত ধনস্বামির পত্নীকে চিরকালের নিমিত্তে ছাড়িয়াদিলে পত্নী বিষয় হস্তান্তর করিতে পারে কি না। পত্নী নিজ জীবন পর্য্যন্ত পতিধনের দানাদি করিলে তাহা এ আদালতকর্ত্তৃক সিদ্ধ বিবেচিত হইয়াছে (ব্য. দ. পৃ. ৮৪)। বিধবা রামপ্রিয়া দাসীর পুর্ব্বেই তৎ পতির দায়াদেরা মরে, এবং স্বং ভবিতব্য স্বত্ব ঐ বিধবাকে ছাড়িয়া দিয়া যায়, এক্ষণে বিচার্য্য এই যে যে দলীলদ্বারা তাহারা ঐ স্বত্ব হস্তান্তর করে তাহা রদ করিতে তৎপুত্রগণকে ক্ষমতাআছে কি না—অর্থাৎ তাহাদের পিতৃব্যপত্নী ঐ বিধবা মরিলে পর পিতৃব্যের মুখ্য দায়াদ যে তাহাদের পিতারা তদনধীন রূপে কোন স্বত্ব ঐ পুত্রগণকে বর্ত্তে কি না। আমরা বিবেচনা করি ঐ পুত্রদের যে অধিকার তাহা তত্তৎ পুর্ব্বপুরুষের দ্বারা, অতএব স্বস্বপিতৃ কৃত কর্ম্মকে তাহারা মানিতে বাধিত। এই সকল কারণে আমরা বিবেচনা করি যে স্বত্ব সিদ্ধ, এবং প্রতিবাদির অধিকার বহালির হুকুম দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্য দুই জজ শ্রীযুক্ত গ্রান্ট ও মালকিন সাহেবও এইমতে মত দিলেন। ফুলটন্ সাহেবের রিপোর্ট, বা. ১ পৃ. ৭৩।

৵০ মোসম্মাৎ ভবানীমণি (আপিলান্ট) মৃত কুণ্ডর নারায়ণের পত্নী সুগন্ধা দলীল লিখিয়াদিয়াছে বলিয়া ঐ দলীলের বুনিয়াদে মৃতের জমীদারীর দাওয়া করে। পণ্ডিতদিগকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসিত হওয়াতে তাঁহারা উত্তর দিলেন—"সুগন্ধা নিজ পতির বর্ত্তমান উত্তরাধিকারিগণের (অর্থাৎ পতির পিতা যদুরামের সন্তানগণের) সম্মতি বিনা যদি উক্ত দলীল দিয়াও থাকে, তথাপি যদুরামের দায়াদরূপে কুণ্ডর নারায়ণের প্রাপ্ত উক্তজমীদারীতে ঐ উত্তরাধিকারিগণের যে স্বত্ব তল্লোপে উক্ত দলীল বলবৎ হইবে না, অথবা তাহা আপিলান্টের স্বত্বস্থাপক হইবে না"। হিন্দু শাস্ত্রীয় উক্ত ব্যবস্থা দৃষ্টে এমত বোধ হওয়াতে যে আপিলান্ট যে দলীলের বুনিয়াদে দাওয়া উপস্থিত করে তাহা যথার্থতঃ লিখিয়া দেওয়া হইলেও তাহা তৎপক্ষে শাস্ত্রমতে বলবৎ হইবে না, সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুক্ত জে, এইচ, হ্যারিংটন সাহেব আপিলান্টের বিরুদ্ধে হওয়া নিম্ন আদালতের দুই ডিক্রী বহাল রাখিলেন। মোসম্মাৎ ভবানী মণি আপিলান্ট—বনাম—মোসম্মাৎ সুলক্ষণা। স. দে. আ. রি বা. ১, পৃ. ৩২২।

৶০ ১৮১২ সালের ৩১ আগষ্ট তারিখে নিষ্পন্ন, এবং সদর আদালতের রিপোর্টের দ্বিতীয়বালামের ৩২ পৃষ্ঠায় প্রকটিত রাণী শিরোমণির বিরুদ্ধে মোহন লাল খাঁর মকদ্দমাও দ্রষ্টব্য।

ব্যবস্থা

৪১ ভর্ত্তার পারলৌকিক উপকারার্থ পতির পিতৃব্যাদিকে অর্থানুরূপ দান করিবে *।

প্রমাণ

তাহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন—পতির পিতৃব্য (র), গুরু ও দৌহিত্র (ল), ভাগিনেয় (স) ও মাতুল গণকে (অ), এবং বৃদ্ধ ও অনাথ ও অতিথি (উ), ও (পরিবারীয়) স্ত্রী গণকে (এ), কব্য ও পূর্ত্ত দ্বারা (ই)† পূজা করিবে *।

(র) পিতৃব্য পদে—স্বামিরসপিণ্ড বোধ্য *।

(ল) দৌহিত্র—ভর্ত্তার দুহিতার সন্তান *।

(স) ভাগিনেয়—স্বামির ভগিনীর সন্তান *।

(অ) মাতুল পদে,—জীমূতবাহন স্বামির মাতৃকুল ব্যাখ্যা করেন। দা. ভা. পৃ. ১৯৩। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও তাহাই কহেন। বি. দা. ভা দ্বী. র. ৮।

৪১ ভর্ত্তুরৌর্দ্ধদেহিকক্রিয়ার্থং অর্থানুরূপং ভর্ত্তৃপিতৃব্যাদিভ্যো দদ্যাৎ *

তদাহ বৃহস্পতিঃ—পিতৃব্য (র) গুরু দৌহিত্রান্ (ল), ভর্ত্তুঃ স্বস্রীয় (স) মাতুলান্ (অ)। পূজয়েৎ কব্যপূর্ত্তাভ্যাং (ই)†, বৃদ্ধানাথাতিথীন্ (উ) স্ত্রিয়ঃ (এ) *॥

(র) পিতৃব্য পদং—ভর্ত্তুঃসপিণ্ডপরং *।

(ল) দৌহিত্র পদং—ভর্ত্তুর্দুহিতৃসন্তানপরং *।

(স) স্বস্রীয় পদং—ভর্ত্তুঃস্বসৃসন্তানপরং *।

(অ) মাতুল পদং—ভর্ত্তুর্মাতৃকুলপরমিতি জীমূতবাহনঃ। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩ এবমেব জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

---

*দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৩। দা. ক্র. স. দা. পৃ. ৩। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্ ১ পারা. ৩৩। উ. দা. ক্র. স. পৃ. ৫৩৩। কোল্. ভা. বা. ৩, পৃ. ৪৫৮—৪৬২।—এবং মেক. হি. ল. বা, ১, চ্যা. ২, পৃ. ১৯। এল. ইন্. পৃ, ৭৪, সেক্. ১৩৩ দ্রষ্টব্য।

† পিতৃব্যাদিকে মরিলে কব্য দ্বারা অর্থাৎ শ্রাদ্ধদ্বারা, এবং (পূ—ধাতুর অর্থ পালন ও পূরণ হওয়াতে) জীবিত থাকিতে পূর্ত্ত অর্থাৎ অন্নাদি দ্বারা পূজা করিবে ইহা কথিতহইয়াছে।

কব্য পূর্ত্তাভ্যামিতি বৃহস্পতি বচনেন, মরণে, কব্যেন শ্রাদ্ধেন; জীবনে, পূর্ত্তেন পালনেন অন্নাদিনা—পৃ. পালন পূরণয়োরিতি ধাত্বনুসারাদিত্যাহুঃ। কেচিত্তু কব্যে—

*Káli Chánd Dutta versus John Moore and others. 20th March* 1837.

Cases bearing on the vyavasthás Nos. 32 & 36.

I. Ryan C. J. delivered Judgment:—The whole question turns upon a Hindu widow's right to convey, the reversioners having previously conveyed to her in fee. That a grant made by a widow for her own life is good has been decided in this Court (V. D. p. 85.) The widow Rámpriyá Dásí has survived her husband's immediate heirs or reversioners. In this case, the immediate reversioners conveyed to the widow, and the question is, whether the sons of these reversioners can set this conveyance aside; that is to say, whether the sons on the death of the widow (their aunt) have a reversionary interest independent of their fathers, the immediate reversioners, or not. We think they claim through their ancestors and must be respectively bound by their acts. On these grounds we think the title valid, and there must be a verdict for the defendant. Grant and Malkin, Judges, concur. Fulton, vol. I. p. 73

II. Musst. Bhavání Mani (appellant) under a written engagement, alleged to have been executed by Sugandhá, widow of Kunwar Náráyan, claimed the Zemendaree left by him. The pandits in answer to the question proposed to them, said: 'supposing Sugandhá to have executed the engagement, without the assent of the heirs (by descent from her husband's father Jadu Rám) *then living*, it will not avail against the right of these heirs to the Zemindaree, which decended from Jadu Rám to Kunwar Náráyan; nor will it establish any title in the appellant'. It appearing from the above exposition of the Hindu law, that even allowing the engagement on which the appellant rested her claim to be authentic, it could not legally avail in favour of the appellant; the court of SudderDewanny Adawlut (present J. H. Harington) affirmed the decrees passed against the appellant. Musst. Bhavání Mani *versus* Musst. Sulakhyaná. S. D. A. Rep. vol. 1. p. 322.

See the case of Mohan Lál Khán *versus* Rání Sheromani, decided by the Sudder Court on the 31st August 1812, and printed at page 32. S. D. A. Rep. vol. II.

Vyavasthá

## 41. Let her give to the paternal uncles and other relations of her husband presents in proportion to the estate, for the benefit of his departed soul*.

Authority.

VRIHASPATI directs it, saying: "With *Kavya* and *púrta* (i)†, let her honor the paternal uncles (r) of her husband, his spiritual parents, and daughter's sons (l), the children of sisters (s), maternal uncles (a), and also old (*briddha*) and unprotected persons (u), guests, and females of the (family) (e)"*.

(r). The term "paternal uncle" intends any *sapinda* of her husband*.
(l). "Daughter's sons" mean the decendants of her husband's daughter*
(s). By "children of sister" is meant the progeny of her husband's sister's son*.
(a). "Maternal uncles"—signify her husband's mother's family. JI'MU'TAVA'HNA.
See Coleb. Dá. bhá. ch. XI. Sect. 1. para 63. Such is also the interpretation of JAGANNA'THA TARAKAPANCHA'NANA. See Coleb. Dig. Vol. III. p. 462.

* Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. Sect. 1. para. 63. W. Da. Kra. Sang. pp. 5, 6. Coleb. Dig. vol. III. pp. 458—462. See Macn. H. L. vol. I. p. 19. Elb. In. p. 74, Sect. 165.

† With *kavya*, that is, with a *sràddha* after death; and with *púrta*, that is, with maintenance during life:—conformably to the literal sense of the verb *pri*, cherish and fill. But some lawyers expound the same

(অ) শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কহেন, মাতুল পদে ভর্ত্তার মাতুলকে বুঝায়। দা. ক্র. স. পৃ. ৩।

(ই) মৃতের উদ্দেশে যাহা দেওয়া যায় তাহা কব্য। পূর্ত্ত —অন্নপানাদি। দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৭।

(উ) বৃদ্ধ পদে পণ্ডিতও বুঝায়, যথা অমরকোষে কহেন "বৃদ্ধ ও বুদ্ধ শব্দে পণ্ডিতও বোধ্য।

(এ) স্ত্রীগণ—অর্থাৎ ভর্ত্তার পুত্রবধূ প্রভৃতি *।

ভর্ত্তার ভাগিনেয়ীরা অনাথা হইলে উপরি লিখিত বচনোক্ত অনাথমধ্যে গণ্যা,* সনাথা হইলে নিজ ২ নাথকর্ত্তৃকই প্রতিপালনীয়া। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

তথাচ সঙ্গতি থাকিলেই পতিধনব্যয়ে এসকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য, নতুবা কেবল বাক্যে; আপনার জীবন ধারণের ব্যাঘাত করিয়া পতির পিতৃব্যাদিকে প্রতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য নয়। (কিন্তু) বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীকে অতি কষ্ট স্বীকার করিয়াও অন্ন বস্ত্র দিতে হইবে। যেহেতু মনু কহিয়াছেন "শত অকার্য্য করিয়াও বৃদ্ধ মাতা পিতা ও সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশু পুত্রকে প্রতিপালন করিতে হইবে। অতএব উক্তবচনে মাতা পিতা প্রভৃতির পোষণার্থে ভর্ত্তার অকার্য্য করাও মনুর অনুমত হওয়াতে, পত্নীরও তাহা কর্ত্তব্য। বি. দা. দ্বী. র. ৮।

(অ) মাতুল পদং—ভর্ত্তৃমাতুলপরমিতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারঃ। দা. ক্র. স. পৃ. ৩।

(ই) কব্যং —মৃতোদ্দেশেন ত্যক্তং। পূর্ত্তং —অন্নপানাদি। দা. ভা. টী. পৃ. ১৬৭।

উ) বৃদ্ধ পদং—পণ্ডিতপরমপি,—বৃদ্ধবুদ্ধৌ পণ্ডিতেপীত্যমরকোষাৎ।

(এ) স্ত্রিয়ঃ—ভর্ত্তৃস্নুষাপ্রভৃতয়ঃ *।

ভর্ত্তৃভাগিন্যা অনাথত্বে, অনাথপদেনৈব সংগ্রহঃ*, সনাথত্বে তেনৈব পোষণং। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

তথাচ সতিসম্ভবে পতিধনব্যয়েন এতৎ সর্ব্ব কর্ম্ম করণং, অন্যথা বাক্যেনৈব; নতু স্বজীবন-বাধনং কৃত্বা ভর্ত্তৃপিতৃব্যাদি পোষণমবশ্যং কর্ত্তব্যং; নবা তদর্থং শাস্ত্রাননুমত কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। পরন্তু বৃদ্ধ শ্বশ্রূশ্বশুরৌ অতি ব্যামোহেনাপি পোষণীয়ৌ—বৃদ্ধৌচ মাতাপিতরৌ, সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ। অপ্যকার্য্য শতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীদিতিমনুবচনেন মাতা পিত্রাদিপোষণার্থং ভর্ত্তুরকার্য্য করণস্যাপ্যনুমতেঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

কেহ২ কহেন কব্যে অর্থাৎ পৈতৃক কর্ম্মে এবং পূর্ত্তে অর্থাৎ দৈব কর্ম্মে পিতৃব্যাদির পূজা অর্থাৎ সম্মান কর্ত্তব্য। অন্যেরা কহেন কব্য-পূর্ত্ত দ্বারা পূজা করিবে ইহা বলাতে পূজামাত্র কথিত হইয়াছে, অতএব ইহাতে (ক্রমিক) প্রতি) পালন পাওয়া যায়না, কিন্তু কখন ২ অন্নবস্ত্রাদি দান বোধ হইতেছে। এই যথার্থ, যেহেতু আধুনিক ব্যবহারানুসারে মুনিরা গ্রন্থ রচনা করেন নাই। বি. দা. দ্বী. র. ৮।

পৈতৃকে কর্ম্মণি, পূর্ত্তে—দৈবে কর্ম্মণিচ ভর্ত্তৃপিতৃব্যাদেরেব পূজা ইত্যাহুঃ। অন্যেতু, পূজয়েৎ কব্য পূর্ত্তাভ্যামিত্যনেন পূজা মাত্রং অভিহিতং, তেন কদাচিৎভোজন বস্ত্রাদিকং লভ্যতে, নতু পোষণমিত্যাহুঃ। যুজ্যতেচৈতৎ, নহ্যাধুনিক ব্যবহারানুসারেণ মুনয়োগ্রন্থান্ রচয়ন্তি। বি. দা. ভা. দ্বী র. ৮।

* এস্থলে কোন২ পণ্ডিতেরা বলেন এতদ্দেশীয় ব্যবহারে আরো বাড়িয়াছে, প্রাজ্ঞও তাহা অন্যথা করিতে পারেন না—কতক গুলি মহাবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহাদিগকে কন্যাদিলে সবংশে মানবৃদ্ধি, যাহারা দান না করে তাহাদের মানহানি হয়। ঐ কুলীন মহাশয়েরা অনেকের কন্যা বিবাহ করেন, কিন্তু তাহারদিগকে ও তৎসন্ততিগণকে প্রতিপালন করেন না। এতাদৃশ ব্যবহার প্রচলিত থাকিতে যদিভর্ত্তা মহা কুলোদ্ভবকে কন্যা দান করিয়া মৃত হয় এবং সে কন্যা সাধ্বী হইলেও যদি তদ্ভর্ত্তা তাহাকে প্রতিপালন নাকরে, কেননা পূর্ব্ব পুরুষমাহাত্ম্যানুসারে তাহার, শ্বশুর তৎপত্নীর গ্রাসাচ্ছাদনাদি এবং সন্তাবনা সত্ত্বে উত্তর কালে ভরণপোষণের নিমিত্তে ভূম্যাদিও দেয় ইহা বহু ব্যবহারসিদ্ধহেতু নিয়মই হইয়াছে। অতএব সঙ্গতি থাকিলে ঐ কন্যার প্রতিপালন তাহার মাতা (অর্থাৎ ধনির স্ত্রী) করিবে, নতুবা নাথ থাকিতেও সে অনাথার ন্যায় কোথা কিরূপে জীবন ধারণকরিবে। শ্বশুরের কন্যার প্রতিও ধনির স্ত্রীর এই রূপ ব্যবহার করা উচিত। যেহেতু তৎশ্বশুর কুলীনে কন্যাসম্প্রদান করাতে তদ্ভর্ত্তার মান বৃদ্ধি হইয়াছে, সঙ্গতি থাকিলে কন্যার কন্যাকেও প্রতি-

* অত্র কেচিৎএতদ্দেশীয় ব্যবহারস্ত্বধিকোয়মতি র্ভবিতুং প্রাজ্ঞোঽপি নালং।—কেচিন্মহা প্রসূতা ব্রাহ্মণাঃ সন্তি, তেভ্যঃ কন্যাং সম্প্রদদতাং বংশেন সহ মানবৃদ্ধি র্ভবতি, অদানেচ মানহানিঃ। তেচ বহুভ্যঃ কন্যাঃ স্বীকুর্ব্বন্তি, ন তাঃ তৎ সন্ততীর্বা পুষ্ণন্তি। এতাদৃশ ব্যবহারে প্রসিদ্ধে, যদি ভর্ত্তা মহাবংশ প্রসূতায় কন্যাং দত্ত্বা মৃতঃ। সা চ কন্যা সাধ্ব্যপি ভর্ত্রা ন পোষ্যতে, যতস্তৎপূর্ব্বপুরুষ-মাহাত্ম্যেনৈব তৎপত্নী-গ্রাসাচ্ছাদনাদিকং সতি সম্ভবে উত্তর কালীন ভরণার্থং ভূম্যাদিকঞ্চ তং শ্বশুরো দদাতীতি বহু ব্যবহারসিদ্ধত্বাৎ নিয়ম এব। অতস্তস্যা দুহিতুঃ পোষণং সতিসম্ভবে মাত্রা কর্ত্তব্যম্ অনাথা নাথবত্যপি অনাথাইব দুহিতা কুত্র ভুঞ্জীত। এবং শ্বশুরদুহিতুরপি অয়মেব ব্যবহার উচিতঃ—শ্বশুরস্য তাদৃশ কর্ম্মণা তদ্ভর্ত্তৃ মানবৃদ্ধেঃ। দুহিতুর্দুহিতুশ্চ পোষণং সতিসম্ভবে আবশ্যকং তস্যাঅপি তাদৃশত্বাৎ, মহাবংশপ্রসূতানাং মহাবংশ প্রসূতায় কন্যাদানস্যাবশ্যকত্বাদিতি শ্রীমন্মহা

*(a)* " Maternal uncles"—that is, the maternal uncles of her husband. Srí´krishna Tarka´-laka´ra. See W. Da´. Kra. Sang. p. 6.

(*i*) *Kavya* signifies whatever is presented to the manes, or for the benefit, of the deceased ; *Púrta* means food, drink, &c. Srikrishna's comment on *Dáyabhága*.

*(u)* The term " *old*" implies also learned men, for both the words *briddha* and *buddha* in the Dictionary of Amara are exhibited among the synonyma of " learned."

(*e*) "The females of the family"—that is, the widows of her husband's son and the rest.*

The daughters of her husband's sisters, if destitute of protectors, are included under the terms " unprotected persons," otherwise they are to be supported by their lords. P. 460.

All this however should, if possible, be done at the charge of her husband's estate ; otherwise (if the funds be inadequate) it must be in words only. It is not necessary that she should deprive herself of the means of subsistence to support the uncles and other relatives of her husband ; nor should she for that purpose, do what is unauthorised by the law. But her husband's father and mother, being old, must be maintained, even though the utmost distress ensue ; for *Manu* declared that a mother and father, in their old age, a virtuous wife, and an infant son, must be maintained even by the commission of a hundred offences ; by this text of *Manu* the widow's husband being authorised even to use irregular means for the support of his mother and the rest, it is incumbent on the widow to support his parents. Coleb. Dig. vol. III. p. 460.

phrase ' honor the paternal uncles of her husband and the rest, at( *kavya)* the rites sacred to the progenitors, and at (*púrta*) the rites sacred to the gods.' Others deduce from the expression ' honor with *kavya*, and *púrta*' that pious offerings are alone directed ; hence occasional presents of food and apparel and the like are suggested, not a settled maintenance : and this is reasonable ; (for) sages have not (by anticipation) composed books in conformity with the present practice. Coleb. Dig. Vol. III. p. 462,461.

* On this some remark, the practice of this country goes farther; but, however intelligent he may be, a man cannot contemplate every possible case. Some *Bráhmanas* spring from a dignified race ; those who give daughters in marriage to them are exalted with their own lineage; if they do not dispose of their daughters to such persons, reverence is withdrawn : these *Bràhmanas* accept damsels in marriage from many families, but neither maintain those wives nor their offspring. Such being the notorious practice if her (the widow's) husband have died after giving a daughter in marriage to a man sprung from a noble family, and that daughter, though virtuous, be not supported by her own husband, (for, according to general practice, he is only bound to support his wife, if his father-in-law, with the generosity of his ancestors, allot food and apparel to that wife, and, means permitting, give land or the like for her future maintenance ;) that daughter must, if possible, be supported by her mother: else, how shall she subsist like an unprotected person, although she have a protector ? This very practice is also proper in respect of the daughter of her father-in-law ; for the dignity of her husband was raised by such act of her father-in-law (bestowing his daughter on a man of noble birth). The grand-daughter in the female line must, if possible, be likewise maintained ; for she also is such as is a daughter : and persons of noble birth must give their female children in marriage to men born of noble families. This

ব্যবস্থা ৪২ এইসকল ব্যক্তিপ্রভৃতিকে দান করিবে, ইহারা থাকিতে নিজ পিতৃকুলে দান করিবে না †—যেহেতু তেমত করিলে পিতৃব্যাদিকে দাননির্দ্দেশক বচন ব্যর্থ হয় * ।

৪২ তদেবমাদিভ্যো দদ্যাৎ, নপুনরেতেষু সৎস্বেব স্বপিতৃকুলেভ্যঃ†—পিতৃব্যাদি বচনানর্থক্যাৎ * ।

ব্যবস্থা ৪৩ পরন্তুস্বামিরপিতৃব্যাদির অনুমতিক্রমে নিজ পিতৃমাতৃকুলেও † দান করিবে* ।

৪৩ তদনুমত্যা স্বপিতৃমাতৃকুলেভ্যোঽপি দদ্যাৎ*।

প্রমাণ যথা নারদ কহেন—ভর্ত্তামরিলে অপুত্রানারীর পতিপক্ষই রক্ষক। এবং বিনিযোগে (ক), অর্থ রক্ষাতে, ভরণপোষণেও তাহারা কর্ত্তা। কিন্তু যদি পতিকুল ক্ষয় পায়, নির্ম্মনুষ্য বা নিরাশ্রয় হয়, এবং ভর্ত্তার সপিণ্ড জ্ঞাতি নাথাকে, তবে ঐ বিধবার পিতৃপক্ষ তাহার রক্ষক।

তদাহ নারদঃ—মৃতেভর্ত্তর্য্যপুত্রায়াঃ পতিপক্ষঃ প্রভুঃস্ত্রিয়াঃ। বিনিয়োগেঽর্থরক্ষাসু ভরণেচ স ঈশ্বরঃ (ক)॥ পরিক্ষীণে পতিকুলে, নির্ম্মনুষ্যে নিরাশ্রয়ে। তৎসপিণ্ডেষু চাসৎসু, পিতৃপক্ষঃ প্রভুঃস্ত্রিয়াঃ * ।

পালন করা আবশ্যক, যেহেতু সেও তদ্রূপ। এবং যেহেতু সৎকুলজাতকে কন্যা দান মহাবংশীয়দিগের আবশ্যক। শ্রীমন্মহা রাজবল্লাল সেন কল্পিত মহাজনস্বীকৃত মানমূলক এই ব্যবহার। যদিও ইহা শাস্ত্রে নাই তথাপি ব্যবহার আছে বলিয়া (এস্থলে) লিখাগেল। ইহা শ্রীযুক্তদের বিবেচনীয়। অতএব, "স্ত্রী"পদে উপরি বর্ণিত স্ত্রীদিগকেও বুঝিতে হইবে, নতুবা এতাদৃশ বহুবিবাহ রীতি নিবারণ কর্ত্তব্য। বি দা. ভা. র. ৮।

রাজ বল্লাল সেনোপকল্পিত মানমূলকোয়ং মহাজনপরিগৃহীতঃ পন্থাঃ। শাস্ত্রেঽদৃষ্টোঽপি ব্যবহার জ্ঞাপনার্থং লিখিতো বিবেচনীয়স্তু শ্রীমদ্ভিরতস্তাঅপি, "স্ত্রিয়ঃ" ইত্যনেন গ্রাহ্যাঃ, অথবা এতাদৃশী বহুবিবাহরীতি নিবর্ত্তনীয়া ইত্যাহুঃ। বি. দা. ভা. স্ত্রী. র. ৮।

*দা. ভা. অপু. পৃ. ১২৩। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩, ৪। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ১, পারা. ৬৩, ৬৪। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৬। বি. দা. ভা. স্ত্রী. র. ৮। এল্. ইন. পৃ. ৭৩—৭৫,।

† জীমূতবাহন প্রভৃতি "তাহাদের অনুমতিক্রমে" ইত্যাদি লিখাতে তাঁহাদের মত এই বোধ হইতেছে যে বৃহস্পতির বর্ণিত পিতৃব্যাদি ব্যক্তিগণের অনুমতি বিনা বিধবা নিজ পিতৃকুলে অথবা অন্য ব্যক্তিকে ভর্ত্তারপারলৌকিক উপকারার্থে অর্থানুরূপ দানও করিতে পারিবে না। কিন্তু পতির পারলৌকিক উপকারার্থে অর্থানুরূপ যে দান তাহা কোন ঋষি ও নিবন্ধ কর্ত্তৃক অপহার কথিত না হওয়াতে নব্য পণ্ডিতেরা ঐ দানকে অসিদ্ধ বিবেচনা করেন নাই। এবং তাঁহাদের ব্যবস্থানুসারে প্রাড্‌বিবাকেরা উক্তরূপ দানকে স্থিরতর রাখিয়াছেন। তথাচ বৃহস্পতি ও জীমূতবাহন প্রভৃতির কথিত পিতৃব্যাদিকে যে উক্তরূপ দান তাহাই মুখ্য কল্প ও প্রশস্ত করিয়া মানিতে হইবে—যেহেতু তাহাতে অধিক উপকার।

† জীমূত বাহনাদীনাং "তদনুমত্যা" ইত্যাদি লিখনেনৈতদবগম্যতে, যৎপিতৃব্যাদীনামনুমতিং বিনা স্বপিতৃকুলেভ্যো অন্যেভ্যশ্চ ভর্ত্তুঃপারলৌকিকোপকারার্থমপি অর্থানুরূপং দাতুং ন শক্নোতি। নব্যপণ্ডিতাস্তু ভর্ত্তুঃ, পারলৌকিকোপকারার্থং অন্যেভ্যো যদর্থানুরূপং দানং তদপিসিদ্ধত্বেনানুমন্যন্তেস্ম—কেনাপি ঋষিণা নিবন্ধ্রা চ তদপহারত্বেনাকথিতত্বাৎ। নব্যানাং ব্যবস্থানুসারেণ প্রাড্‌বিবাকাশ্চ তদ্দানং সিদ্ধমিতি স্বীকৃতবন্তঃ। তথাচ বৃহস্পতিনা জীমূতবাহনাদিভিশ্চ পরিগণিতেভ্যো পিতৃব্যাদিভ্যো যৎ পত্যুঃ পারলৌকিকোপকরাভিসন্ধি পূর্ব্বকং অর্থানুরূপং দানং তদেব মুখ্যত্বেন প্রাশস্ত্যেনাচাবশ্যং মন্তব্যং—তস্যাধিকতরোপকারত্বাৎ।

‡ উক্ত নারদ বচনের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথমভাগে 'বিনিয়োগেঽর্থরক্ষাসু' এবং 'বিনিয়োগাত্মরক্ষাসু' অর্থাৎ 'বিনিয়োগে ও অর্থরক্ষাতে' এবং 'বিনিয়োগে ও আত্ম রক্ষাতে' এইদুই রূপ পাঠ আছে। কোলব্রুক সাহেব আপন ডাইজেস্টর দ্বিতীয় বালামের ৪ বুকের ১ চ্যাপটরে (৩৮৪ পৃষ্ঠায়) দ্বিতীয় পাঠের অনুবাদ করত নীচে টীকাতে প্রথমপাঠের অনুবাদ করিয়া কহিতেছেন 'ভিন্ন ২ পাঠ আছে. তাহা ৫ বুকের ৮ চ্যাপটেরে (অর্থাৎ অপুত্র ধনাধিকারে) দ্রষ্টব্য। কিন্তু সেখানে তাহা দৃষ্টহয়না। কেবল উক্ত বচনস্থ দুই এক পদের বিবাদ ভঙ্গার্ণবকর্ত্তা যে অর্থ করিয়াছেন তাহারই অনুবাদ আছে. এবং সমগ্র বচনের অনুবাদ দেখিতে উক্ত ৩৮৪ পৃষ্ঠায় বরাত দেওয়া হইয়াছে। উক্ত বচনের পর জীমূতবাহন যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বিবাদ ভঙ্গার্ণবে ধৃত হইয়াছে কিন্তু ডাইজেস্টে কেন অনুবাদিত হয়নাই জানাযাইতেছে না। উক্ত বিজ্ঞসাহেব দায়ভাগের অনুবাদেও উক্ত বচনের দ্বিতীয় পাঠ ধরিয়াছেন। উইন্স সাহেব দায়ক্রম সংগ্রহের অনুবাদে কোলব্রুকের ঐ বচনানুবাদ অবিকল তুলিয়াছেন। অথচ আশ্চর্য্য এই যে তাহার পার্শ্বে যে সংস্কৃত

**42. To these and to the rest, let her give presents, and not to the family of her own father, while such persons are forthcoming †: for the specific mention of paternal uncles and the rest would be superfluous.*** Vyavastha´

**43. With their consent, however, she may bestow gifts on the kindred of her own father and mother.*** Vyavasthá

Authority. Thus NA´RADA says: "When the husband is deceased, his kin are the guardians of his childless widow. In the disposal (k) and preservation of property, as well as in her maintenance, they are her *I´shwara*, lord. But if the husband's family be extinct, or contain no male, or be helpless, the kin of the widow's father are her guardians, if there be no relations of her husband within the degree of a *sapinda*." 13,28, 29.

practice, founded on the rank established by the mighty prince BALLA´LA SENA, has been adopted by great personages. Though not found on codes of law, it is noticed (in this place) to explain the (subsisting) practice. It should be examined by the auspicious (learned). Hence, either these women must be comprehended under the term "females of the family," or else the usage of contracting numerous marriages must be discontinued. Coleb. Dig. Vol. III. pp. 460, 461.

* Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. Sect. 1. paras. 63 & 64. W. Dá. Sang, p. 6. Coleb. Dig. Vol. III. pp. 458—461. Elb. In. pp. 73—75.

† From the above, it seems to be the opinion of JI´MU´TAVA´HANA and others that the widow could not, without the consent of those mentioned in the above text of VRIHASPATI, make a gift to any of her father's family or to any other person, though it were but in due proportion to the entire estate, and for the husband's spiritual benefit. But modern lawyers have considered a gift made by the widow of a small portion of her husband's estate, for the benefit of his soul, to any (meritorious) person, though it be without consent of her husband's family, valid, on the ground that none of the sages or compilers has declared such gifts to come within the scope and intent of the term "waste" or "unlawful." The judges also, in conformity with the *vyavasthás* of those lawyers, have upheld gifts of the class above described. The persons specified by VRIHASPATI and JI´MU´TAVA´HANA must, however, be held to be such as are preferable objects of gift for the spiritual benefit of the husband, inasmuch as gifts made to such are productive of increased benefit.

‡ There are two readings of the first part of the second hemistich of the above *vachana*: I. '*Viniyogertha rakshyásu*' in the disposal and preservation of property, and II. '*Viniyogátma rakshyásu*' in the disposal (of property) and care of herself. Colebrooke, at page 384, chapter I., Book IV. of his Digest, has, in the translation of the above *vachana*, adopted the second reading, and added in a note subjoined: "the preservation of wealth: a various reading, in Book V., Chap. VIII." But in the place referred to, he says nothing about the various readings. He only gives there the translation of JAGANNA´TH's comment on some words of the *vachana*, referring for its translation to Book IV., Chap. I, and omitting (why, does not appear) a translation of JI´MU´TAVA´HANA's opinion as to the meaning of the *vachana*, which opinion is quoted in *Vivádabhangárnava*. The same learned writer, in his translation of the *Dáyabhága*, has adhered to the second reading; and Mr. Wynch, in his translation of the *Dáyakrama-sangraha*, has simply quoted Colebrooke's translation, though, singularly enough, in his edition of the Sanscrit version, Mr. Wynch has adopted the first reading. I adopt the first reading, not only because

ব্যবস্থা

৪৪ (ক) বিনিযোগে—অর্থাৎ দানাদিবিষয়ে পতি পুত্রাভাবে সে পতিকুলের অধীনা। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৪।

অপরে কহেন নারদ বচনে—বিনিযোগে দান বিষয়ে ভর্ত্তার জ্ঞাতিরা কর্ত্তা, তাঁহারা যাহাকে দিতে কহিবেন তাহাকে দিবে এবং যাহা দিতে কহিবেন তাহাই দিবে। বি. দা. ভা. দী র. ৮।

পরন্তু নারদ বচনে ঈশ্বর অর্থাৎ কর্ত্তাপদ উক্ত হওয়াতে দানবিষয়ে স্ত্রীরা পতিপক্ষের অধীনা উক্ত হইয়াছে। তথাপি নব্যদিগের অভিমত এমত নহে, যেহেতু বিশেষ বচন না থাকাতে স্বামিকৃতদান যে সিদ্ধ তাহা অগ্রাহ্য। অপিচ পতিপুত্রহীন স্ত্রীরা পতি পক্ষের অধীনা এই যে বাক্য ইহাতে এমত বুঝায় না যে স্ত্রীকৃত দান অসিদ্ধ যেহেতু উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে পতি পক্ষের বশে না থাকিলে অপুত্রা বিধবার প্রত্যবায় হয়। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

এতদ্বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কিম্বা অন্য কোন নব্য নিবন্ধা ও টীকাকর্ত্তা বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তার কথিত নব্যমত প্রকাশ করেন নাই স্বীকারও করেন নাই। প্রত্যুত তাঁহারা সকলেই উপরি উক্ত মতের বিপরীত মত দিয়াছেন বিবাদভঙ্গার্ণবে উল্লিখিত নব্যমতে পত্নীকৃত (শাস্ত্রবিরুদ্ধ) দানকে স্বামিকৃত দানসিদ্ধি অগ্রাহ্য এই ব্যপদেশে সিদ্ধ বলা হইয়াছে, কিন্তু স্বয়ং বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা বিবাদচিন্তামণির মত স্মরণানন্তর ঐ দানকে অস্বামিকৃত ও অনধিকারিকৃত হেতুবাদে অসিদ্ধ করিয়াছেন, তদ্যথা "বিবাদচিন্তামণি কহেন "(বিশেষ) বচন হেতু যেমত পতিদত্ত স্থাবর ধনের দানাদিতে পত্নীর অধিকার নাই, তেমতি পতির স্থাবর ধন দানাদি করিতেও তাহার অধিকার নাই"। তথাচ অনধিকার ও অধীনতা কথন হেতু দান অসিদ্ধ এই নিষ্কর্ষ, যেহেতু তাহা অনধিকারি ও অস্বাধীন ব্যক্তির কৃত। অতএব উক্ত নারদ বচনে (পতি পক্ষ) ঈশ্বর অর্থাৎ কর্ত্তা কথিত হওয়াতে দানবিষয়ে সে পতিপক্ষের অধীনাই উক্ত"। এতাবতা বিবাদ ভঙ্গার্ণবকর্ত্তা আপনার উল্লিখিত নব্যমত আপনিও খণ্ডন করিয়াছেন। অস্বামি কর্ত্তৃক যাহা দত্ত বা বিক্রীত হয় তাহা মনু কর্ত্তৃক অদত্ত বা অবিক্রীত কথিত হইয়াছে এবং নারদ ও কাত্যায়ন আদেশ করিয়াছেনযে অস্বামিকৃতবিক্রয়

৪৪ (ক) বিনিযোগে—দানাদৌ পতিপুত্রাভাবে ভর্ত্তৃকুলপরতন্ত্রতা তস্যা ইতি। দা. ভা. অপু. পৃ. ১০৩।

অপরেতু নারদবচনে—বিনিয়োগে দানে ভর্ত্তৃকুলং প্রভু যস্মৈদাতুং কথয়তি তস্মৈদদ্যাৎ, যদ্দাতুং কথয়তি তদ্দদ্যাদিতি। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

পরন্তু নারদ-বচনে ঈশ্বর পদানুসন্ধানাৎ বিনিয়োগে দানে স্ত্রিয়াঃ পতিপক্ষ পারতন্ত্র্যমেবোক্তং নৈতদভিমতং নব্যানাং, যতো বিশেষ বচনাভাবে স্বামিকৃতস্য দানস্য সিদ্ধিরগ্রাহ্যা। যচ্চ স্ত্রীণামপতিপুত্রাণাং পতিপক্ষ-পারতন্ত্র্যমুক্তং, ন তেন তস্যা দানাসিদ্ধিরবসীয়তে—পতিপক্ষবশগাভাবে প্রত্যবায় এব তাৎপর্য্যাদিতি। বি. দা. ভা. দী. র ৮।

এতদ্বিরুদ্ধে বক্তব্যমিদং—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যেণ অন্যেনাপি নব্যনিবন্ধ্রা টীকাকর্ত্তৃণাম্বা কেনাপিচ বিবাদভঙ্গার্ণবকৃৎ কথিতোভিনব মতংন প্রকটিতং স্বীকৃতম্বা, প্রত্যুত তেষাংসর্ব্বেষামেব মতং তদ্বিপরীতমেব লিখিতমস্তি বিবাদভঙ্গার্ণবোক্তনব্যানাং মতে পত্নীকৃতং শাস্ত্র বিরুদ্ধং দানং স্বামিকৃতস্য দানস্য সিদ্ধির গ্রাহ্যা ইতি ব্যপদেশেন সিদ্ধমেব স্বীকৃতং, তদ্বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতৈব বিবাদ চিন্তামণি মতানুস্মরণানন্তরং অনধিকারিকৃতত্বাৎ অস্বতন্ত্রকৃতত্বাচ্চ অসিদ্ধমেবোক্তং তদ্যথা"অত্রবিবাদ চিন্তামণিঃ—'যথাপতিদত্তেস্থাবরে বচনাৎ দানাদৌ স্ত্রীণামনধিকারস্তথা পত্যুস্থাবরেপীত্যাহ'। তথাচানধিকার কথনাৎ অস্বাতন্ত্র্যকথনাচ্চ দানস্যাসিদ্ধিরেব পর্য্যবসীয়তে অনধিকারিকৃতত্বাৎ অস্বতন্ত্রকৃতত্বাচ্চ। অতএবোপর্য্যুক্ত নারদবচনে ঈশ্বরপদানুসন্ধানাৎবিনিয়োগেদানে পতিপক্ষপারতন্ত্র্যমেবোক্তমিত্যেবং" এতাবতা বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতল্লিখিতং নব্যমতং তেনাপি খণ্ডিতং। অস্বামিনাতু যদ্দত্তং বিক্রীতম্বা তদকৃতমেবেতি মনুনাভিহিতং,নারদকাত্যায়নাভ্যামপি অস্বামিকৃত বিক্রয়ং দানমাধানঞ্চ নিবর্ত্তয়েদিত্যাদিষ্টং যথা—'অস্বামিনাকৃতোযস্তু.দায়ো বিক্রয় এব বা। অকৃতঃ সতুবিজ্ঞেয়ো. ব্যবহারে যথাস্থিতিঃ'। মনুঃ। 'অস্বামিবিক্রয়ং দত্তমাধিঞ্চ বিনিবর্ত্তয়েৎ'। নারদকাত্যায়নৌ (মিতাক্ষরা-বিবাদচিন্তামণী-

দায়ক্রমসংগ্রহ ছাপা করিয়াছেন তাহাতে প্রথম পাঠ ধরিয়াছেন। আমি উক্ত বচনের প্রথম পাঠ ধরিলাম—তাহার এক কারণ এই যে কোলব্রুকের ডাইজেস্টের আদর্শ বিবাদভঙ্গার্ণবে, এবং মুদ্রিত দায়ভাগ ও দায়ক্রম সংগ্রহে, বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান স্মৃত্যধ্যাপক যে দায়ভাগ মুদ্রিত করিয়াছেন, ও যাহা প্রকৃতরূপ শুদ্ধ করিবার নিমিত্তে তিনি পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিতে ত্রুটি করেন নাই, (এবং উক্ত বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে) তাহাতে উক্ত পাঠ ধৃত হইয়াছে। অন্য কারণ এই যে প্রথম পাঠে শাস্ত্রের যে তাৎপর্য্য তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

44. (k) "**In the disposal of property,**" i. e. in gift or other alienation, she is subject to the control of her husband's kin, after his decease, and in default of sons. Vyavasthá

Others expound the (above) precept of NA'RADA as signifying, that the (nearest kinsman in the) family of her husband has authority in the disposal of property, that is, in donation. She may give a present to that person on whom the kinsman of her husband bids her confer one; she may bestow that which he bids her give away. *Viva'dabhanga'rnava.* See—Coleb. Dig. vol. III. p. 462.

The term "*I'shwara*" being used in the text of NA'RADA, a woman is pronounced subject to the control of (the nearest kinsman on) her husband's side, in respect of gift, which is an alienation. Modern lawyers do not concede to this opinion; for the validity of a gift made by the owner should not be impugned while no special text pronounces it void. As for the declared subjection of women to the control (of the nearest kinsman,) when deprived of husband and son, it does not thence appear that the gift made by her is void; for the implied object (of the text) is only to show sin in not subjecting herself to the control of (kinsman on) the husband's side. *Viva'dabhanga'rnava.* See Coleb. Dig. vol. III. p. 464.

Against the opinion here given, it may suffice to say, that neither RAGHUNANDANA, nor any one of the other modern compilers and commentators, has expressed or confirmed the doctrine alluded to by the author of *Viva'dabhanga'rnava*: on the contrary, all of them have pronounced opinions totally at variance with such a doctrine. The modern lawyers are said to have declared that gifts and alienations by a widow (not sanctioned by law), are considered valid upon the grouud that *a transfer made by an owner cannot be impugned;* but the author of *Viva'dabhanga'rnava,* after quoting the text of *Viva'dachinta'mani,* has pronounced all such alienations to be void on the ground of *being made by one who is not owner, nor competent to make such alienations*: thus,—"It is said in the *Vivádachintámani*: 'As women are declared by positive texts to be incapable of giving away or otherwise aliening immovable property bestowed on them by their husbands; so are they incapable of aliening the landed property of their lords.' It appears from this incapacity and dependance, that the donation is void, being made by a person who is not the owner, nor competent to do so Accordingly a woman is pronounced subject to the control of the kinsman of her husband in respect of gifts, i. e. alienation, as is apparent from the term *I'shwara*, lord, in the text of NA'RADA." Thus the new doctrine broached by the said author is rebutted even by himself. MANU declares the alienation of property by one who is not the owner to be as not made, i. e. altogether void; and NA'RADA and KA'TY'A'YANA direct the judge to stay it as an invalid act,—thus: "A gift or sale as not made by one who is not the owner, must, by a settled rule, be considered, in judicial proceedings, made." (MANU. Ch. VIII. v. 199). "Let the judge declare void a sale, gift, or pledge unauthorised by the owner." NA'RADA, and KA'TYA'YANA (*See (Mita'kshara'* and *Vivádachintámani)*. The (modern)

I find it in some parts of *Viva'dabhanga'rnava,* the original of Colebrook's Digest, and in all the editions of *Da'yabha'ga* and *Da'yakramasangraha,* especially the copy of *Da'yabha'ga* edited by the present professor of the Hindu law in the Government Sanscrit College, who, I know, has spared neither time nor pains to restore the text, and whose superior competency for the task can not but be acknowledged, but also because the first reading expresses what is generally held to be the true intent of the law.

রাজ কর্ত্তৃক নিবর্ত্তিত হইবে, যথা 'অস্বামি কর্ত্তৃক দত্ত বা বিক্রীত হয় যাহা তাহা ব্যবহারে অদত্ত বা অবিক্রীত জ্ঞান করিতে হইবে'। মনু। 'অস্বামিকৃত বিক্রয় দান ও আধান রাজকর্ত্তৃক নিবর্ত্তিত হইবে'। নারদ ও কাত্যায়ন—(মিতাক্ষরা ও বিবাদচিন্তামণি দ্রষ্টব্য)। নব্য পণ্ডিতেরা সকলেই প্রায় কথিত নব্যমতের বিপরীত মত দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের ব্যবস্থানুসারে প্রাড়বিবাকেরা শাস্ত্রে কথিত নিমিত্ত ভিন্ন পতিপক্ষের সম্মতি বিনা পত্নীকৃত দানাদি অসিদ্ধ করিয়াছেন। কথিত নব্যমতে মতদাতা পণ্ডিতের সংখ্যা অত্যল্প, এবং তাঁহাদের সে মতও বিচারকর্ত্তারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অপিচ যখন জীমূত বাহন প্রভৃতি— 'জীবন ধারণে অসমর্থা হইলে বন্ধক দেওয়া, তাহাতেও না চলিলে বিক্রয় করাও অনুমত বটে, যেহেতু কারণে বিশেষ নাই, এবং ভর্ত্তার পারলৌকিক উপকারার্থে দানাদিও অনুমত হইয়াছে। দানাদি বিষয়ে পতিপুত্রাভাবে সে পতিপক্ষেরঅধীনা'—ইহা কহিয়া যেং কার্য্যে যে ব্যক্তির অনুমতিক্রমে পত্নী পতির ধন দানাদি করিতে পারে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং—'স্ত্রীরা কোনক্রমে পতির দায়রূপ ধন অপহার করিবে না। যে রূপ ব্যয়ে ধনির উপকার নাই তাহাই অপহার,' ইহা কহিয়া অন্য কর্ম্মে পতিধনের দানাদি নিষেধ করিয়াছেন। এবং বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা যখন মহাভারতীয় ও কাত্যায়নীয় বচনের তাৎপর্য্যাকর্ষণ করিয়া কহিয়াছেন 'পতির উপকারার্থে দান ও ভোগ ভিন্ন তদ্ধনের যে যথেচ্ছা দানাদি তাহা অবশ্য অসিদ্ধ এই তাৎপর্য্য' (ব্য. দ. পৃ. ৬২ দ্রষ্টব্য) তখন তাহাতে অন্যের কৌশল চলে না।

দ্রষ্টব্যে))। নব্য পণ্ডিতানাং প্রায়ঃ সর্ব্বৈরেব উক্ত নব্যমত বিরুদ্ধমতং প্রদত্তং, তদনুসারেণচ প্রাড়বিবাকৈঃ পতিপক্ষ সম্মতিম্বিনা বিধবাকর্ত্তৃকং শাস্ত্রবিরুদ্ধং দানাদিকং প্রতি ষিদ্ধং। যেচ তদভিনবমতাবলম্বিনস্তেপ্যল্প সংখ্যকাঃ, তেষাং তন্মতমপি প্রাড়বিবাকৈঃ পরিত্যক্তং। অপিচ জীমূতবাহনপ্রভৃতিভির্যদা —'বর্ত্তনাশক্তৌ আধানমপ্যনুমতং তত্রাপ্যশক্তৌ বিক্রয়ণমপি— ন্যায়স্যাবিশেষাৎ। ভর্ত্তুরৌর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার্থং অর্থানুরূপং ভর্ত্তৃপিতৃব্যাদিভ্যো দদ্যাৎ। বিনিয়োগে দানাদৌ পতিপুত্রাভাবে ভর্ত্তৃকুল পরতন্ত্রতাতস্যা' ইত্যাদি কথনাৎ যেষুকার্য্যেষু যেষামনুমত্যাচ মৃতভর্ত্তৃকা পতিধনদানাদিকং কর্ত্তুমর্হতি তদ্বিশিষ্য ব্যবস্থাপিতং। এবঞ্চ 'নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতি দায়াৎ কথঞ্চন' ইতি বিশেষ বচন স্মরণাৎ, 'অপহারশ্চ ধনস্বাম্যনুপয়োগে ভবতীতি' কথনাচ্চ যদা ইতরেষু কার্য্যেষু পতিপক্ষ সম্মতিম্বিনা দানাদিকং প্রতিষিদ্ধং। বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতাপি যদা মহাভারতীয় বচন কাত্যায়নীযবচনযোস্তাৎপর্য্যমাকৃষ্যোক্তং 'পত্যুরুপকারার্থ দানেতর ভোগেতর যথেষ্ট বিনিয়োগাসিদ্ধিরেব পর্য্যবসীয়ত ইতি'। (ব্য. দ. পৃ. ৬২, দ্রষ্টব্যা) তদা এতেষুস্তুতরাম্ভিন্নরেষাং কৌশলং নিরস্তং।

হিন্দু বিধবার অস্বামিত্ববাদি দেশীয় পণ্ডিতেরাই কেবল নহেন কিন্তু বিদেশীয়দের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু দায়শাস্ত্র বিষয়ক পুস্তকলিখিয়াছেন তাঁহারাও বিধবার অস্বামিত্বস্বীকার করিয়াছেন, যথা—বলরাম বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গঙ্গানারায়ণ বন্দোপাধ্যায়ের মকদ্দমা জেরতজবীজ থাকা কালীন সুপ্রীম কোর্টের জজ সর্ফ্রান্সিস্ মেকনাটন সাহেব ঐ আদালতের প্রধান জজকে যে কাগজ সমর্পণ করেন তাহাতে তাঁহার পুত্র সর্উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেব এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে স্ত্রীর কৃত-সংক্রান্ত ধনের দানাদি অস্বামিকৃত কারণে আমূলতঃ অসিদ্ধ। উক্ত মত সমগ্র রূপে এই পুস্তকের ৮৪ ও ৮৬ পৃষ্ঠায় প্রকটিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। (বিবাদভঙ্গার্ণব কর্ত্তা) জগন্নাথের উক্তরূপ বিরুদ্ধ মতের বিরুদ্ধে কোল্ব্রুক্ সাহেব উত্তম লিখিয়াছেন, তাহা হরসুন্দরী দাসী ও কমল মণি দাসীর বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাক প্রভৃতির মকদ্দমায় ইষ্ট সাহেবের বিচারপত্রে ধৃত হইয়াছে। [illegible] বিচারপত্র এই পুস্তকে প্রকটিত হইল। এল্বরলিং সাহেব পত্নীর অধিকার বিষয়ক শাস্ত্রের যে তৎপর্য্য লিখিয়াছেন তাহা বিলক্ষণ কারণাধীন, তদযথা "সে (অর্থাৎ বিধবা) স্ত্রী—জাতীয়া ও সাংসারিক বিষয়ে অবিজ্ঞা হওয়াতে তদ্দ্বারা মৃতধনস্বামির উপকার না হইয়া বরং বিষয় নষ্ট হইতে পারে। এই সকল রক্ষার নিমিত্তে শাস্ত্রে বিধান করিতেছেন—যে প্রথমতঃ বিধবা মৃতস্বামির বিষয় উপভোগ মাত্র করিবে; দ্বিতীয়তঃ তৎস্বামির দায়াদেরা তাহার রক্ষক হইবে; তৃতীয়তঃ তাহার মৃত্যুর পর তৎস্বামির অত্যন্ত নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি তদ্ধনাধিকারী হইবে। তাহাকে দুই নিয়মে বিষয় ভোগ করিতে দেওয়া হয়, প্রথম এই যে সে সাধ্বী থাকিবে; দ্বিতীয় এই যে সে বিষয়ের অপহার করিবেনা। সামান্যতঃ বিধবা বিষয় দান বিক্রয় করিতে কিম্বা বন্ধক দিতে পারেনা, কেননা তাহার মৃত্যুর পর ঐ বিষয় তাহার পতির উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে। কিন্তু যদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে, তাহা শাস্ত্রীয় হউক বা সাংসারিক, কিম্বা নিজ জীবনধারণ নিমিত্তে বিক্রয় করে বা বন্ধক দেয় তবে তাহা সিদ্ধ হইবে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে, আর ঐ বিষয় হইতে সে ভরণপোষণ পাইবার অধিকারিণী; এবং যদি স্বামির পারলৌকিক উপকার নিমিত্তে বিষয় দান বা বিক্রয় করা হয় কিম্বা বন্ধক দেওয়া যায় তবে তাহা সিদ্ধ, কেননা উত্তরাধিকারী যে ধন পায় তাহা লাভের নিমিত্তে নয়, কিন্তু পূর্ব্বস্বামির উপকার নিমিত্তে। মৃতের ও তৎপূর্ব্বপুরুষের পারলৌকিক উপকার স্ত্রী শ্রাদ্ধাদি করিলেই যে হয় এমত নহে, কিন্তু জ্ঞাতিকুটুম্ব শ্রাদ্ধাদি করিলেও হয়, যেহেতু ঐ মত তাহার ভাগ। অতএব ভর্ত্তার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার্থে তৎ পিতৃব্যাদিকে অর্থানুরূপ দান করিতে শাস্ত্র তাহাকে আদেশ করিতেছেন।

pandits have, almost unanimously, been opposed to the new doctrine; and in conformity with their *vyávasthás* the courts of justice have declared gifts, &c. made by widows (unauthorised by the *Shástra*) to be invalid. A very few pandits have given their assent to the contrary doctrine; but they have not been in any degree followed. Further, JI'MU'TAVA'HANA and the others, by laying down: 'If unable to subsist otherwise, she is authorised to mortgage the property; or, if still unable, she may also sell it; for, the same reason is equally applicable. In like manner, even a gift or other alienation is permitted for performance of acts beneficial to the husband in the next word In the disposal of property by gift or otherwise, she is subject to the control of her husband's family, after his decease and in default of sons," designates the causes for which, and persons with whose permission, she may alienc her husband's property. And then by laying down: " Let not women on any account make waste of their husband's property. By 'waste' here is intended expenditure not useful or beneficial to the (late) owner of the property," they prohibit the disposal of the husband's property for any other purpose whatever. The author of *Viva'dabhanga'rnava* basing his agreement on the texts of *Maha'bha'rata* and KA'TYA'YANA, thus concludes: " Whence it fully appears, that her disposal of if at pleasure, otherwise than by the simple use of it, or by donation for the benefit of her lord, is invalid." (see V. D. P. 63). It is surely therefore beyond the ingenuity of the modern lawyers to controvert a doctrine so conclusively laid down.

The ownership or absolute power of Hindu women, (in the inherited property,) is denied not only by the natives learned in the Hindu law, but also by those foreigners who have studied that law and written treatises thereon. Sir William Macnaghten, in his opinion contained in the paper delivered by his father Sir Francis Macnaghten, a judge of the Supreme Court, to the chief justice of that Court, has declared the gift or other alienation made by a woman (of the property she inherited) to be void *ab initio*, on the principle of the same being made *without ownership*. This opinion has been quoted in full at pages 85 and 87 of this book. A similar doctrine of *Ja'ganna'tha* has been well combatted by Colebrooke. See East's judgment in the case of Káshí Náth Basák and another *versus* Hara Sundarí Dásí and Kamalmani Dásí, quoted in this book. Elberling, in his Treatise on Inheritance, has drawn up a very good summary of the texts which respect the widow's succession, thus:—" Her sex as well as her worldly inexperience exposes the property to destruction without benefit to the deceased. To protect these different interests the law provides: 1st. That the widow shall only have the use of the property; 2ndly. that her husband's kindred shall be her guardians; and 3rdly. that the next of kin to the husband shall take his property after her death. The enjoyment of the property is given her upon two conditions; 1.—that she remains chaste; and 2.—that she does not make waste. Generally, she cannot make gifts, or sell or mortgage the property, because after her death the property is to go to the next heir of her husband; but when a sale or mortgage becomes necessary for any indispensable duty, religious or secular, or for her maintenance, it is valid, because duties must be performed, and she has a right to her maintenance from the property; and whenever gifts are made, the property is sold or mortgaged, for the spiritual benefit of her husband, it is valid, because the heir takes the wealth for that purpose, and not for his own benefit. As the spiritual benefit of the deceased and his ancestors is promoted not only by the funeral oblations made by her, but also by the rites performed by his relatives in which he becomes a partaker, she is directed to make presents to the paternal uncles and other relatives of the deceased in proportion to her wealth for the sake of his funeral rites. The payment of his debts is a moral as well as a legal duty; and the marriage of an unmarried daughter is a moral duty, which after his death, devolves upon his wife; whatever is done necessarily for these purposes is consequently valid. The validity of a gift, a mortgage, or a sale, must therefore

ভর্ত্তার ঋণপরিশোধ নীতি ও ব্যবহারশাস্ত্র সম্মত কার্য্য। অনূঢ়া কন্যার বিবাহ দেওয়াও লোকতঃ ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তাহা পতির মরণান্তে পত্নীকে অর্শে, এইসকল কার্য্যে আবশ্যকরূপে যাহা করাযায় তাহা সিদ্ধ। পত্নী যে দান বিক্রয় করে বা বন্ধক দেয় তাহা অবস্থা ও কার্য্যবিশেষে সিদ্ধা সিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে। দামাদি বিষয়ে পত্নী পতিপক্ষের অধীনা। বিধবার সম্বন্ধে শাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম এই যে সে পতিরধন অপহার করিবে না—অপহার পদে এমত ব্যয় বোধ্য যাহাতে ধনস্বামির উপকার নাই। পত্নী নিজ পিতৃপক্ষে যাহাদেয় তাহা যদি ভিক্ষা রূপে দত্ত না হয় তবে তাহাতে এমত কোন উপকার নাই, অতএব এমতদানপতিপক্ষের অনুমতি বিনা করা হইলে তাহা অসিদ্ধ। যদিও বিধবাকে পতিকুলে বাস করিতে হয়, তথাপি যেহেতু ব্যভিচারিণী হইলে অথবা অপহার করিলেই কেবল তাহার স্বত্ব লোপহয়, অতএব ব্যভিচারাভিলাষবিনা পিতৃকুলে বাস করিলে তৎপতিধনোপভোগরূপ স্বত্বের লোপ হইতে পারে না। পৃ. ৭৩, ৭৪ ও ৭৫।

তথাচ ভর্ত্তাজীবিত থাকিয়া যেরূপে যাহার ভরণপোষণাদি যে কর্ম্মই বা করিতেন মৃত ভর্ত্তৃকাও সেই রূপে তাহার পালন ও সেই ২ কর্ম্ম শক্ত্যনুসারে করিবে। ইহা অনাথ পদদ্বারা পাওয়া যাইতেছে।

ভর্ত্তা যাহাকে যাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তন্মরণে পত্নীর তাহাকে তাহা অবশ্য দেয়—যেহেতু তাহাও ঋণ।

তাহা হারীত কহিয়াছেন—"যে বস্তু বাক্যে প্রতিশ্রুত, কিন্তু কার্য্যে দত্ত হয় নাই, তাহাইহলোকে ও পরলোকে ঋণই॥ (কেহ) স্বীকার করিয়া নাদিলে, ও দিয়া পুনর্হরণ করিলে বিবিধ নরকগামী হয় এবং তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মে"।

যাহা ২ ভর্ত্তা ইহলোকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং যাহা ২ পাইতে সম্যক্ চেষ্টা করিতেন, সেই ২ বস্তু পতির প্রীতি কামনায় ধার্ম্মিককেদেয়। দায়তত্ত্বাদিধৃত স্মৃতি।

অন্যে অধিকারি হইলে মৃতধনস্বামির প্রতি তাহারো এইরূপ কর্ত্তব্য। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

তথাচ ভর্ত্তা জীবন্ যথা যস্য পোষণাদিকং যদ্বা কর্ম্ম করোতি মৃতভর্ত্তৃকাঽপি স্বশক্ত্যনুসারেণ তথৈব তস্য পোষণম্ তত্তৎ কর্ম্মচ কুর্ব্বীত। এতদনাথ পদস্বরসেন লভ্যতে।

ভর্ত্তা যস্মৈ যদ্দাতুং প্রতিশ্রুতং, তন্মরণে পত্ন্যা তস্মৈ তদবশ্যং দেয়ং—তস্যাঽপি ঋণত্বাৎ।

তদাহ হারীতঃ—"বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং, কর্ম্মণা নোপপাদিতং। তদ্ধনমৃণসংযুক্তং ইহলোকে পরত্রচ॥ প্রতিশ্রুত্যা প্রদানেন, দত্তস্যো চ্ছেদনেনচ। বিবিধান্ নরকান্ যাতি, তির্য্যগ্‌যোনৌচ জায়তে"॥

যদ্ যদ্ ইষ্টতমং লোকে, যদ্ যত্ পত্যুঃ সমীহিতং। তত্তত্তদ্গুণবতেদেয়ং, পতিপ্রীণনকাম্যয়া। দায়তত্ত্বাদি ধৃত স্মৃতিঃ।

এবমন্যস্যাধিকারেঽপীতি। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের
পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। এক ব্রাহ্মণ ভ্রাতাদের হইতে পৃথক হইয়া বাসকালীন একত্রিশ বিঘা এগার কাঠা নিষ্কর ভূমি উপার্জ্জন করে, এবং তাহার পুত্র ছয়ষট্টিবিঘা সাতকাঠা ভূমি দান প্রাপ্ত হয়, এই ভূমিও উক্ত (ব্রাহ্মণ) পুত্রের উত্তরাধিকারীরূপে প্রাপ্ত হয়। এই সকল ভূমি কিছু কাল ভোগকরিয়া ঐ ব্রাহ্মণ একস্ত্রী রাখিয়া মরিলে সে তদধিকারিণী হইল। পরে ঐ বিধবা স্বামির ভ্রাতৃপুত্র থাকিতে স্বামির ভূমির কিয়দংশ আপন ভ্রাতাকে দানকরিলেক। ঐ দানপত্রে লিখিত হয় যে ঐ ভূমি তৎস্বামির পারলৌকিক উপকারার্থে দত্ত হয়। এমত অবস্থায় ঐ দান সিদ্ধ কি না?

উত্তর। কি পরিমিত ভূমি দান করা হইয়াছে তাহা প্রশ্ন পাঠে বোধহয় না; কিন্তু স্বামির পারলৌকিক উপকারার্থে বিষয়ের অল্প ভাগদান মাত্র সিদ্ধ; কারণ, যদ্যপি দায়ভাগাদিগ্রন্থে লিখিত আছে যে অপুত্র মৃত ব্যক্তির পত্নী পতিরধন যাবজ্জীবন ভোগমাত্র করিবে, তথাপি সে স্বামির উপকারার্থে তদ্বিষয়ের অল্পভাগ দান করিতে পারে, এবং তাহা দত্ত হইলে ঐ দান শাস্ত্রীয় বলিয়া স্থির তর থাকিবে। জিলা দিনাজপুর, ১৫ এপ্রেল ১৮২০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৩৭, (পৃ. ২৪৪, ২৪৫)।

প্রশ্ন। ধনস্বামির মরণান্তে তৎ পত্নী তৎ সমুদয় বিষয় কন্যা থাকিতে ঐ কন্যার দুই পুত্রকে দান করিলেক। এমত অবস্থায় ঐ দান শাস্ত্রীয় ও সিদ্ধ কি না?

উত্তর। স্বামির মরণে তদুত্তরাধিকারিণী বিধবা দায়শাস্ত্রানুসারে যে বিষয় প্রাপ্তা হইয়াছে তাহা যদি কন্যা সত্ত্বে তাহার স্পষ্ট সম্মতি বিনা দুই দৌহিত্রকে দিয়াথাকে, তবে ঐ দান অশাস্ত্রীয়, যেহেতু স্থাপিত নিয়ম এই যে বিধবা ক্ষান্তা হইয়া যাবজ্জীবন পতির ধন ভোগমাত্র করিবে। এই ব্যবস্থা দায়ভাগ ও আর ২ দায়গ্রন্থের মতানুমতা। জিলা নদিয়া, ৮ মার্চ ১৮২৩ সাল, মেক্. হি. ল. চ্যা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা ৮ (প. ৪৮)।

be determined by its peculiar circumstances. In the disposal of property by gift or otherwise, the widow is subject to the control of her husband's family, and the only general rule laid down by the law is: "Let not a wife make waste of her husband's property;" and by 'waste' is meant expences unproductive of benefit to the owner of the property. Gifts to her own family do not of course produce any such benefit, unless they should come within the general nature of alms, and are therefore invalid if made without the consent of her husband's kindred. A widow is to reside in her husband's family, yet as she forfeits her right to the property only by not remaining chaste, or by making waste, the mere residing with her own family cannot cause a forfeiture of her right to the enjoyment of the property, if it is not done for unchaste purposes." pp. 73—75.

She whose husband is deceased should support, in proportion to her ability, the same persons, and do the same acts, in the same manner in which her husband, when living, supported those persons, and did those acts. But it is not absolutely necessary that she should fulfil the same voluntary offices which her husband did, such as supporting *Bráhmanas* resident in the same town and the like. This is deduced from the term "unprotected persons." Coleb. Dig. Vol. III. p. 461.

Whatever the husband had promised to give to a person, the same, after his death, should be given by the widow to the same person, as that also is a debt (of her husband).

So says HA'RI'TA: "A promise made in words, but not performed in deed, is a debt (of conscience) both in this world and the next. He who gives not what he has promised, and he who takes what he has given, sinks to various regions of torment, and springs again to birth from the womb of some brute animal."

Whatever (was) most desirable in the world, whatever was eagerly sought for by her husband, that should be given to some meritorious man, by the widow, anxious to gratify her husband. *Smriti* cited in *Dáyatatwa*, &c.

The inference is the same when any other succeeds (to the estate of the deceased). See Coleb. Dig. Vol. III. p. 461.

*Legal opinions delivered in, and admitted by, Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. A person of the Brahminical class, having separated himself from his brothers, while living apart from them, acquired thirty-one bighás and eleven káthás of rent-free land, and by succession to his son, he became proprietor of sixty-three bighás and seven káthás of the same description of landed property which the son had obtained by gift. Having enjoyed these estates for some time, he died, leaving a widow, who succeeded him; and she, while her husband's brother's sons were living, made a gift of a portion of the landed estate to her own brother. She mentioned in the deed of gift, that the land was bestowed for the spiritual benefit of her late husband. In this case, is the gift legal?

R. It does not appear from the question what quantity of the land was given; but the gift of a small part only of the estate, for the spiritual welfare of her deceased husband, is legal; because, although it is laid down in the *Dayábhága* and other books of law, that the widow of a deceased man who left no male issue, may only enjoy his property until her death, she is entitled to make a gift of a small part of it for the benefit of her husband, which, if she do, the gift should be upheld as legal. Zillah Dinagepore, April 15th, 1820. Macn. H. L. Vol. II. Ch. 8, Case 37, pp. 244, 245.

Q. On the death of the original proprietor, his widow made a gift of his entire property to her two grandsons, while their mother, that is the daughter, was living. In this case, is the gift binding and good?

R. Supposing the widow, during the life-time of her daughter, to have made a gift of the whole property of her husband which devolved on her at his death by law of inheritance, without the express consent of her daughter, to her two grandsons, the gift is illegal, as it is a settled rule that the widow has only the right to enjoy her husband's property with moderation until her death. This is consonant to the doctrines cited in the *Dayábhága* and other law tracts. Zillah Nuddea, 8th March 1826. Macn. H. L. Vol. II. Ch. 1, Section. 3, Case 8, p. 18.

২২, ৪১, ও ৬৩, সংখ্যক ব্যবস্থা ঘটিত।

নজীর

কোন বিধবা পত্নীত্ব নিমিত্ত স্বত্বে হউক অথবা দত্তক পুত্রের উত্তরাধিকারিণী রূপে হউক বিষয়াধিকারিণী হইয়া এক সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতা থাকিতে এবং দৌহিত্রান্তর জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিতে অন্য কন্যার পুত্রকে বিষয় দান করিতে অধিকারিণী নয়, এতাবতা উক্তদান অসিদ্ধ বিবেচিত হইয়া আজ্ঞা হইল যে উক্ত বিধবার মৃত্যুর পর, তাহার দুই কন্যা (যদুভয়েই তৎকালে পুত্রবতী ছিল) যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারিণীরূপে ঐ বিষয়ের সম-ভাগিনী। মোসম্মাৎ বিজয়াদেবী—বনাম—মোসম্মাৎ অন্নপূর্ণা দেবী। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮০৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ১৬২।

৪১, ৪২, ৪৩, ও ৪৪, সংখ্যক ব্যবস্থার।

নজীর

রাণী শিরোমণি আপন জমীদারী পরগণা মেদিনীপুর প্রভৃতি আনন্দলাল খাঁ হইতে পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্তে তাহার নামে নালিশ করেন। নালিশী আর্জির বয়ান এই যে প্রতিবাদী তাঁহার (অর্থাৎ বাদিনীর) চাকর ছিল, তিনি যে মোক্তারনামা লিখিয়াদিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন প্রতিবাদী সেই মোক্তার নামা বলিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক হেবানামা লিখাইয়া লয়, এবং এইরূপ ফেরিবিতে প্রাপ্ত হেবানামার সূত্রে তাঁহার জমীদারী প্রতিবাদী আপন নামে কালেক্টরিতে খারিজ করিয়া লইয়া এবং রাজস্ব আদায়ের একরার দিয়া কালেক্টরি হইতে দখল পায়।

প্রতিবাদী জওয়াবে বয়ান করে যে (বাদিনী) রাণী উক্ত হেবানামার সকল মজমুন সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়া তাহা সহী করিয়া দিয়াছেন। এবং তাহা বারম্বার কালেক্টর সাহেবের নিকট স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে কালেক্টর তাহাকে (অর্থাৎ প্রতিবাদিকে) দখল দিয়াছেন; এক্ষণে বাদিনী নিকটস্থ জনগণের চতুরতায় ভুলিয়া এই দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। উক্ত হেবানামার মর্ম্ম এই যে রাণী আপন জমীদারী ও খানগী আসবাব কিছুমাত্র না রাখিয়া ও নিজ ভরণ পোষণের উপায় না করিয়া (তৎসমুদয়) প্রতিবাদিকে দিলেন। উক্ত দলীল ১৮০০ সালের ৩০ জুন তারিখে লিখিত হইয়া ঐ সনের ৩১ জুলাই তারিখে জিলাকোর্টে রেজিষ্টরি করা হয়। উক্ত রাণীর স্বামী (রাজা) অজিত সিংহ ১৭৫৬ সালে মরণে বিরোধীয় জমীদারী রাণীকে অর্শে। ১৮০০ সালে উক্ত দলীল লিখিত হওন কালীন রাণীর স্থাবর বিষয় অক্ষম জমীদারের বিষয়রূপে কোর্ট অব্‌ওয়ার্ডসের অধ্যক্ষতাধীন থাকে। প্রবিন্স্যাল কোর্টের প্রধান জজ নিযুক্ত পণ্ডিতকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ব্যবস্থা দিলেন যে "পতির মরণে রাণী শিরোমণিকে অর্শিয়াছে যে সংক্রান্ত ধন তাহা যদি তিনি পতির জীবিত উত্তরাধিকারির সম্মতি বিনা দান করিয়া থাকেন, তবে এমত দান অসিদ্ধ"। এই ব্যবস্থা দত্ত হওয়ার পর মৃত রাজার মাতুলপুত্র রাধাবল্লভ ভূঁইয়ার ও রাধা গোবিন্দ ভূঁইয়ার ও কুচিলের স্বাক্ষরিত এক লা-দাবী অর্থাৎ স্বত্ব-ত্যাগ-পত্র আপিলাণ্ট আনন্দলাল দাখিল করে। এই দলীলের মর্ম্ম এই যে তল্লেখক ব্যক্তিরা হেবানামা লিখিত হওন কালীন তাহাতে সম্মতি দিয়াছে এবং এক্ষণেও বিরোধীয় বিষয়ে তাহাদের যে দাবী তৎ সমুদয় পরিত্যাগ করিলেক। অজিত সিংহের উত্তরাধিকারি সম্মত হওয়ার আর কোন প্রমাণ আপিলাণ্ট উপস্থিত করে নাই। প্রবিন্স্যাল কোর্টের প্রধান জজ এই হেতুবাদে যে রাণী যে দানপত্র লিখিয়াছেন তাহা (অজিত সিংহের তৎকালীন জীবিত সকল দায়াদের সম্মতিতে লিখিত না হওয়াতে) অসিদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য মকদ্দমা ডিক্রী করিয়া এই নিষ্পত্তি করিলেন যে রাণীর লাভের নিমিত্তে বিষয় কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডসের অধীন থাকিবে, আর রাণীর নালিশের তারিখ হইতে প্রতিবাদী বিষয়ের মুনফার দায়ীহইবে। প্রবিন্স্যাল কোর্টে মকদ্দমা দায়ের থাকা কালীন আনন্দলাল খাঁর মৃত্যু হয়, অনন্তর তাহার ভ্রাতা মোহনলাল খাঁ তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া উক্ত ডিক্রীর অসম্মতিতে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করে। আপিলাণ্ট স্বীকার করে যে হেবানামা লিখিত হওন কালীন রাজাঅজিত সিংহেরজ্যেষ্ঠ মাতুলের পাঁচ পুত্রছিল। এক্ষণে (অপর) চারিজন আপনারদিগকে রাজা অজিত সিংহের জ্ঞাতি ও উত্তরাধিকারি করার দিয়া দাবিদার হইল, অর্থাৎ শ্যামানন্দ মহাপাত্র ও গজরাজ মহাপাত্র আপনারদিগকে রাজা অজিত সিংহের অত্যতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ লক্ষণ সিংহের সন্তান করার দিয়া এবং রূপচরণ মহাপাত্র ও রামচরণ মহাপাত্র আপনারদিগকে উক্ত লক্ষণ সিংহের ভ্রাতার সন্তান করার দিয়া জিলা আদালতে এই প্রার্থনায় দরখাস্ত করিয়াছিল যে রাণী শিরোমণি আনন্দলাল খাঁর প্রতারণায় ও ভয় প্রদর্শনে মুগ্ধ হইয়া যথাশাস্ত্রউত্তরাধিকারির অনিষ্টে যে বিষয় দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা করিতে তাঁহাকে নিবারণ করা যায়। রেস্পণ্ডেণ্ট রাজা অজিত সিংহের কুর্সিনামার অন্তর্গত তৎকালীন জীবিত উনত্রিশ জন সগোত্রের এক ফর্দ দাখিল করে। আপিলাণ্ট আপন দাবির প্রমাণে কেবল উপরি উক্ত স্বত্বত্যাগপত্র দাখিল করে। ঐস্বত্ব ত্যাগপত্র লিখনিয়া ব্যক্তিগণের মধ্যে এক জন কহে যে তাহারা কিছুমাত্র জানে না, এবং অপর ব্যক্তিরা কহে তাহারা ঐ দলীলের মজমুন জ্ঞাত নহে, এবং জবরাদস্তির কথাও জানে না।

*Case* having references to the vyavasthás Nos. 22 41 & 63.

A widow, succeeding to the possession of property, whether in right of her husband or adopted son, is not at liberty to give it to the son of her one daughter, or to settle it to one heir, while there was another daughter capable of bearing a son and there was a possibility that a co-heir might be subsequently born. Such gift was pronounced void, and it was determined that, on the decease of the widow, her two daughters (both having male issue at the time) were entitled to equal shares of the estate, as the legal heirs. Musst. Bijoyá Debí *versus* Musst. Annapùrná Debí, 26th september 1806. S. D. A. Rep. Vol. I, p. 162.

*Case* bearing on the vyavasthás Nos. 41. 42. 43. & 44.

Rání Shirnomani sued A´nanda Lál Khán to recover from him the zemindary of purgunnahs Midnapore, &c. setting forth in her plaint, that the defendant who was her servant had imposed upon her a *hebahnamah*, or deed of gift, as a *moktárnámah*, or power of attorney, which she had intended to execute; that under this *hebahnámah*, thus fraudulently obtained, the defendant had caused her (plaintiff's) zemindary to be entered in the public records in his own name, had entered into engagements for the public revenue and received possession from the collector.

The defendant stated, in answer, that the Rání (plaintiff) had executed the *hebahnámah* in question with a full knowledge of its contents, and had repeatedly acknowledged it to the collector, who had in consequence put the defendant in possession; and that she was now induced by the arts of those about her, to set up this claim. The *hebahnámah* purported to make over to the defendant her zemindary and house hold property, without any reservation or provision for her own support. It bore date the 30th of June 1800, and was registered in the Zillah Court on the 31st July following. The zemindary in dispute had devolved to the Rání on the death of her husband, Ajit Singh, which occurred in 1756. In the year 1800, when the above deed had been executed, the landed property of the Ráni was under the superintendence of the Court of Wards, as the estate of a disqualified zemindar. The pandit of the Provincial Court, in answer to a reference made to him by the Senior Judge, delivered a *vyavasthá* declaring " that if Rání Shirnomani had made a gift of the estate, which devolved to her, on the death of her husband, without the consent of the surviving heirs of the husband, such gift was invalid." Subsequent to the delivery of this *vyavasthá* (the apellant) A´nanda Lál filed a *ládáví*, or deed of relinquishment., bearing the signatures of Balabhahra Bhúnyá, Rádhá Gobinda Bhúnyá, and Kuchil, maternal first cousins of the deceased Rájá· This deed purported tat the subscribing parties had, at the time of the execution of the *hebahnámah*, acquiesced in it; that hey now did so and renounced all claim to the estate. No other proof of the consent of the heirs of Ajit Sigh was offered by the appellant. The Senior Judge of the Provincial Court, on the ground that the deedof gift executed by the Rání not having been executed with the consent of all the heirs of Ajit Singh sevivingat the time, was void and of no effect, passed a decree, adjudging that the estate in dispute shold be placed under the custody of the Court of Wards for the benefit of the Rání, that the defendant should account for the net proceeds of the estate from the date of the Rání's plaint. Mohan Lálhaving succeeded to the rights of his brother A´nanda Lál, who demised while the suit was pending before he Provincial Court, preferred an appeal from the above decree to the Sudder Dewanny Adawlut. It was amitted by the appellant, that when the *hebahnámah* was executed, there were living five maternal first cusins of the Rájá Ajit Singh. Four persons now came forward, calling themselves relations and heirs of Rájá Ajit Singh *viz.* Shyámánada Mahápátra and Gájráj who stated themselves to be descended in the dire line from Lakkhyan Singh, the great grandsire of the great grandfather of Ajit Singh; and Rúp Charn Mahápátra and Rámcharan Mahápátra, who stated themselves to be descended from a brother of Lakkhyan and who had presented a petition to the Zillah Judge, praying that Rání Shiroman might be prevente from making a donation of her estate to the injury of the legal heirs, which she was then about to do, influnced by the fraud and intimidation of A´nanda Lál. The respondent gave in a list of twenty-nine perso, included in the genealogical table exhibited by her, as *sagotra*, or paternal kinsmen of Ajit Singh, at stated to be then alive. The only evidence adduced by the appellant in support of his claim was the afosaid *ládávi*. One of the persons executing the *ládáví* positively denied all knowledge of the documentand others pleaded ignorance of its contents and duress.

বর্ত্তমান মকদ্দমাতে এবং আর২ মকদ্দমাতে সদর আদালতের পণ্ডিতেরা (বঙ্গ দেশে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক রূপে প্রচলিত) দায়ভাগ গ্রন্থের বিধান ও তাঁহাদের উদ্ধৃত প্রামাণিক বচনাদির অনুসারে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাতে সদর আদালতের নিঃসন্দেহে হৃদ্বোধ হইয়াছে যে পতিপক্ষ (কোন২ স্থলে অব্যবহিত দায়াদ না হইলেও তাহারা) বিধবার যথাশাস্ত্র রক্ষক ও মন্ত্রি হওয়াতে অধিকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত পতিধনের কোন অংশ পত্নী হস্তান্তর করণে পতির মাতুল কুল সম্মতি দিলেও ঐ হস্তান্তর সিদ্ধির নিমিত্তে (কেবল বিশেষ২ কার্য্যার্থ ব্যতীত) পতিপক্ষের সম্মতি আবশ্যক। যেহেতু বর্ত্তমান মকদ্দমায় দৃষ্ট হইতেছে যে আনন্দ লাল খাঁকে রেস্পণ্ডেণ্ট যে দান পত্র লিখিয়া দিয়াছেন তাহা পতিপক্ষের সম্মতি বিনা লিখিত হইয়াছে কেবল এমত নহে, কিন্তু তাহারা প্রতিবন্ধক হইলেও তাহা অমান্য করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন, এবং হিন্দু শাস্ত্র যে রূপ দানাদি করিতে বিধবাকে অনুমতি দিতেছেন বর্ত্তমান মকদ্দমায় সেই রূপ অভিসন্ধিতে কোন দান করা হইয়াছে এমত বোধ হইতেছে না, অতএব যে দান পত্রের বুনিয়াদে আপিলাণ্ট জমীদারী দাওয়া করে তাহা আমূলতঃ অসিদ্ধ। এতাবতা আদালত এজাহারি স্বত্বত্যাগ পত্রের সত্যাসত্যের প্রমাণ না লইয়া খরচা সমেত আপীল ডিস্মিস্ করিয়া প্রবিন্স্যাল কোর্টের ডিক্রী বহাল রাখিলেন। ৩১ আগষ্ট ১৮১২ সাল, আনন্দ লাল খাঁর ভ্রাতা ও কাএম মোকাম মোহন লাল খাঁ আপিলাণ্ট—বনাম—রাণীশিরোমণি রেস্পণ্ডেণ্ট। স. দে. আ. রি. বা. ২. পৃ. ৩২।

বর্ত্তমান মকদ্দমায় যে ব্যবস্থা দত্ত হয় তাহার অধিকাংশ যথা—১ বিধবার (অর্থাৎ উক্ত রাণীর) মরণকালীন উক্ত রাজা অজিত সিংহের মাতুল পুত্রেরা, এবং অত্যতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ লক্ষ্মণ সিংহের সন্তানেরা আর লক্ষ্মণ সিংহের ভ্রাতার সন্তানেরা জীবত থাকাতে, নিকট জ্ঞাতির অভাবে মাতুলপুত্রেরাই যথাশাস্ত্র অজিত সিংহের উত্তরাধিকারি, ও রাণীর লিখিয়া দেওয়া দানপত্র অসিদ্ধ হইলে অজিত সিংহের ত্যক্ত জমীদারি অধিকার করণে স্বত্ববন্ত। ২ যদিও রেস্পণ্ডেণ্ট (বিধবা) সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ দানপত্র লিখিয়া দিয়া থাকেন, এবং ঐ দানপত্রানুসারে গৃহীতা আনন্দ লাল খাঁ দত্ত বস্তুর দখল পাইয়া থাকে এবং উক্ত রাণীর মৃত্যুর পর তৎ পতির অর্থাৎ উক্ত রাজা অজিত সিংহের ত্যক্ত বিষয়ের অধিকারি ঐ রাজার মাতুল পুত্রেরা যদি আপিলাণ্টের উপস্থিত করা স্বত্বত্যাগপত্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লিখিয়া দিয়াও থাকে তথাপি দানপত্রে যে দানের উল্লেখ হইয়াছে তাহা অশাস্ত্রীয় এবং অসিদ্ধ, কেননা দৃষ্ট হইতেছে যে (মৃত) রাজার দুই মাতুল পুত্রের সম্মতি লওয়া হয় নাই, ও যে উত্তরাধিকারিরা স্বত্ব ত্যাগপত্র লিখিয়া দিয়াছে তাহাদের সহি ঐ দানপত্রে নাই; শাস্ত্রের বিধানানুসারে মৃত ধনস্বামির শ্রাদ্ধাদি নিমিত্ত তদ্ধনের অর্দ্ধেক (বা পরিমিত অংশ) রাখা হয় নাই, শাস্ত্রে কেবল অর্থানুরূপ দান বিহিত হওয়াতে সকল স্থাবর ধন ও গৃহের লওয়াজিমা দান করা শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধ, এবং ঐ দানপত্রে রাজার জ্ঞাতির সম্মতি লিখিত নাই। যাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বত্বত্যাগ পত্র লিখিয়া দিয়াছে তাহারা তদতিক্রমে বিধিপূর্ব্বক বিষয় দাওয়া করিতে পারে না, কিন্তু যাহারদিগকে বলপূর্ব্বক ঐ দস্তখত করাণ হইয়াছে তাহারা ঐ দলীল মানিতে বাধিত নহে। ও যেহেতু দানপত্রে লিখিত সমুদয় স্থাবর বিষয়ের ও খানগী লওয়াজিমার দান শাস্ত্র বিরুদ্ধ, অতএব তাহাতে রাজা অজিত সিংহের উত্তরাধিকারির যে সম্মতি তাহা কর্ম্মণ্য নহে।

উক্ত আনন্দ লালের বিরুদ্ধে রূপচরণ মহাপাত্রের মকদ্দমায় পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে আনন্দ লালকে উক্ত রাণী যে দান করেন তাহাতে যদি পতিপক্ষেরা সম্মতি না দিয়া থাকে তবে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎ ও অবৈধ; এরূপে যাহা দত্ত হইয়াছে তাহা যেন দত্ত হয় নাই বিবেচনা করিতে হইবে, এবং দেশাধিপতির উচিত যে অসিদ্ধ দানোপলক্ষে যে দ্রব্য গৃহীত হইয়াছে তাহা ফিরিয়া দেওয়ান।

নং ১১৪। ১১ আগষ্ট ১৮১৯ সাল।

## কাশীনাথ বসাক প্রভৃতি—বনাম—হরসুন্দরী দাসী ও কমলমণি দাসী।

১৪, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৪, ৩৫, ৪১ ৪৩, ও ৪৪ সংখ্যক ব্যবস্থার এবং বক্ষ্যমাণ কতিপয় ব্যবস্থার।

নজীর

সুপ্রীম কোর্টের প্রধানজজ্ ইষ্ট সাহেবের বিচার—১৮১৪ সালের ৫ ডিসেম্বরে এই মকদ্দমার শুনানি হয় তাহাতে আদালত্ আজ্ঞা করেন যে বিশ্বনাথ বসাক (যাহার ত্যক্ত বিষয়াধিকার নিমিত্ত এই মকদ্দমা উপস্থিত) নিঃসন্তান মরাতে, প্রতিবাদিনী হরসুন্দরী দাসী তৎপত্নীত্ব নিমিত্ত স্বত্বে, হিন্দু শাস্ত্র মতে, সমুদয় স্থাবর ধনে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী, ও সমুদয় অস্থাবরধনে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী। এবং অস্থাবর ধনের হিসাব করিতে মাষ্টরকে আদেশ করেন। তজ্‌বীজ্ সানিতে এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির লিখিয়া দেওয়

The Sudder Court was satisfied from the opinion of their law officers in this and several other cases, from the authorities quoted by them, and the rules laid down in the *Da'yabha'ga* (a work of the first authority in the Bengal system of law,) that the consent of the husband's paternal kindred, as being the legal guardians and advisers of the widow (though not in all cases the nearest heirs,) is necessary (except under certain special circumstances) to the validity of an alienation by the widow (even with the consent of the husband's maternal kindred) of any part of the estate devolving to her, on her husband's death. But it appeared in this case that the deed of gift executed by the respondent in favour of A'nanda Lál Khán, had been not only without the consent of her husband's paternal kindred, but in opposition to their remonstrances; that there was no sufficient motive for any gift such as the Hindu law requires in such cases, and that therefore the deed (of gift) under which the appellant claimed to hold the zemindary was void *ab initio.* Under these circumstances, the Court, without taking evidence respecting the authenticity of the deed of relinquishment exhibited, passed a decree, affirming the decision of the Provincial Court, and dismissing the appeal with costs. 31st August 1812. Mohan Lál Khán, appellant, *versus* Rání Shiromani, respondent. S. D. A. R. vol. II. p. 32.

The greater part of the Vyávasthá delivered in this case is, 1st.—On the death of the widow, the survivors being the sons of the Rajá's mother's brothers, the descendants of Lakkhyan Singh (the great grandsire of the great grandfather of Rajá Ajit Singh), and the descendants of Lakkhyan Singh's brother, the sons of his mother's brothers, will be legal heirs, in default of nearer kinsmen; and if the deed of gift executed by the Rání be invalid, they will be entitled to succeed to the zemindary left by Ajit Singh. 2nd.—Although the respondent (the widow,) with full information and free will, may have signed the deed of gift, and in pursuance of that deed, A'nanda Lál the donee, may have obtained possession of the property given, and although the sons of the maternal uncles of Rajá Ajit Singh (who, after the Rání's death, will be entitled to succeed to the estate of her husband) may have voluntarily executed the deed of relinquishment exhibited by the appellant, still the donation specified in the deed of gift is contrary to law, and is not valid; because the consent of two of the Rajá's maternal uncle's sons does not appear to have been obtained; because the deed of gift does not bear the attestation of those heirs who are alleged to have subscribed the deed of relinquishment; because a moiety (or a portion) is not reserved for the obsequies of the deceased proprietor, as the law requires; because a gift of the whole landed estate and household effects is contrary to legal usage, which authorises only suitable gifts in proportion to the wealth of the party; and because the deed of gift does not contain the permission of the Rajá's paternal kindred, who were then and are still living. They who have voluntarily signed the deed of relinquishment, cannot legally claim in opposition thereto; but they who have been compelled, are not bound by it. 3rd.—As the gift specified in the *hebana'mah* for the whole landed estate and household effects is not legal, the assent of the heirs of Rajá Ajit Singh thereto is of no avail.

In an opinion delivered by the Pandits in the case of Rúpcharn Mahápátra *versus* A'nanda Lál Khán abovementioned, it was expressly stated that, if the Rání's gift to the latter was not sanctioned by her husband's family, it is *utterly null and void;* that what has been so given must be considered as not given; and that the restoration of property held under a void gift should be enforced by the ruling power.

No. CXXIV.—11th August 1819.

***Káshí Náth Basák and another v. Hara Sundarí Dásí and Kamal Mani Dásí.***

Case bearing on the vyavasthás Nos. 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 34, 35, 41, 43, and 44.

Judgment of East, C. J. —— This cause was heard before the Court on the 5th December 1814, when the Court, amongst other things, decreed that Bishwa Náth Basák (the succession to whose property was in litigation in the suit), having died without issue, the defendant, Hara Sundarí Dásí, as his widow, was, by the Hindu law, entitled to an interest for her life in the whole of his immovable or real estate, and to an absolute interest in the whole of his movable or personal estate, and directing an account of the personal estate. There were subsequent proceedings upon a re-hearing and upon a supplemental bill filed for the purpose of establishing certain testamentary papers, the proof of which

কোন দলীল (অর্থাৎ উইল) প্রমাণার্থে তেতম্মা বিল্ ফাইল্ হওয়াতে, পরে আবার রুবকারি হয়। উক্ত দলীল কিছু মাত্র সপ্রমাণ হইল না; মাষ্টর হিসাব করিয়া ১৮১৫ সালের ৭ নবেম্বরে রিপোর্ট করিলেন যে বিশ্বনাথ বসাকের ২৭৪৭০০ মুদ্রার ছয় টাকা সুদী কোম্পানির কাগজ ও অল্পমূল্য আর২ অস্থাবর বিষয় আছে, তাহাতে ১৮১৬ সালের ৮ এপ্রেল তারিখে ঐ সকল টাকা হরসুন্দরীর নামে ট্রান্সফর করিতে হুকুম হইয়া, এক নাতক ডিক্রীহয়। ১৮১৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বরে (আবার) সানি তজবীজের প্রার্থনায় বিল ফাইল-হইল, তাহাতে ১৮১৪ সালের ১৫ ডিসেম্বরে হওয়া ডিক্রীর উপর এই দোষারোপ হয় যে মৃত বিশ্বনাথ বসাকের স্ত্রী হরসুন্দরী শাস্ত্রানুসারে পতির অস্থাবর বিষয়ের সমুদয়ে অথবা কোন অংশে নির্বূঢ় স্বত্ব-বতী নয়, তাহাতে তাহার নিজজীবনান্ত পর্য্যন্ত বই অধিকার নাই, তাহাও এমত বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম ও নিষেধ সকলের অধীন। ১৮১৬ সালের ৮ এপ্রেলের ডিক্রীতে আর ২ ভ্রম প্রদর্শিত হয়, যথা, হরসুন্দরী দাসী অবীরা, ও সে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে না, বাদিরা তৎপতি বিশ্বনাথ বসাকের দায়াদ ও প্রতি-নিধি হওয়াতে, হরসুন্দরী মরিলে তাহার তাবৎ বিষয় বিভব তাহাদের প্রাপ্য, (অতএব) আক্কৌ-ট্যান্ট-জেনরেলের বহিতে বিশ্বনাথ বসাকের নামে যে কোম্পানির কাগজ ও নগদ টাকাজমা আছে তাহা সামান্যতঃ হরসুন্দরীর নামে ট্রান্সফর্ করিয়া জমা করিবার হুকুমে ডিক্রী করা উচিত হয় নাই, কিন্তু কেবল জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাহার জিম্মাদারিতে অথবা তাহার ব্যবহার ও ভোগের নিমিত্তে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম ও নিষেধাধীন করিয়া রাখা উচিত ছিল। অপিচ কোন ডিক্রীতে এমত আদেশ হয় নাই যে হরসুন্দরী দাসী বাদিদের সাহিত একত্র বাস করিবে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শাসনাধীনা হইয়া থাকিবে; কেননা তাহারা মৃত বিশ্বনাথ বসাকের ভ্রাতা, এবং শাস্ত্রানুসারে ঐ বিধবার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে এবং অভিভাবক হইতে তাহারাই অধিকারি।

শেষোক্ত দোষবিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত হইয়া উত্তর করিলেন যে বিধবাকে পতিপক্ষের সহিত একত্র বাস করিতেই যে হইবে এমত নহে। বিধবা যদি পতিকুলে বাস না করিয়া ব্যভিচারাভিলাষ বিনা পিতৃকুলে বাস করে, তবে তাহাতে তাহার স্বত্ব লোপ হইবে না। বর্ত্তমান মকদ্দমায় তৎকালীন পিতৃকুলে বাস করিবার বিশিষ্ট কারণ ছিল;—অর্থাৎ তৎকালে ঐ বিধবা বালিকা ছিল, অতএব নিষিদ্ধ কার্য্য করণার্থে কোন ছল করা হয় নাই।

এই মকদ্দমায় গুরুতর বিচার্য্য কথা এই যে—পতি মরিলে পত্নীকে যে অস্থাবর ধন অর্শে তাহাতে তাহার নির্বূঢ় স্বত্ব আছে কিনা? অতএব বিবেচ্য—

পথমতঃ—নিজ স্থাবরাস্থবর ধনে ঐ স্বামির কি স্বত্ব ছিল।

দ্বিতীয়তঃ—হিন্দুদায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থকর্ত্তাদের মতে এবং এতদ্দেশীয় ও বিলাতীয় যে সকল ব্যক্তির কথা প্রামাণিক, তাঁহাদের মতে অপুত্র ব্যক্তির মরণে তাহার ধন তৎপত্নীকে অর্শিলে ঐ ধনে তাহার কি রূপ অধিকার।

তৃতীয়তঃ—এ আদালতে যে ২ নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে উক্ত বিষয়ের কিপর্য্যন্ত মীমাংসা হইয়াছে।

দায়ভাগে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে কোন হিন্দু স্বোপার্জ্জিত বিষয় তাহা স্থাবর বা অস্থাবর হউক স্বেচ্ছানুসারে দানাদি করিতে পারে। এবং যদ্যপি পিতা পুত্রের মধ্যে পৈতামহ বিষয় বিভাগে পিতা দুই ভাগ বা দ্বিগুণ পর্য্যন্ত লইতে পারেন, তথাপি দায়ভাগের কোন ২ স্থল পাঠে বোধ হইতেছে—ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, যে "পিতাকে পৈতামহ বিষয় দান বিক্রয় অথবা পরিত্যাগ করিতে ক্ষমতা আছে"। ১৮০৭ ও ১৮০৮ সালে এই অদালতে নিমাই চরণ মল্লিকের যে মকদ্দমা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত কল্পটন্ সাহেব লিখিয়াছেন—"বিবেচিত হইয়াছে যে যদ্যপি কোন হিন্দু পুত্রগণের অনুমতি বিনা পৈতৃক বিষয় বৈধরূপে দানাদি করিতে পারে না, তথাপি যদি করে তাহা সিদ্ধ হইবে"।

বর্ত্তমান মকদ্দমায় এ আদালতের পণ্ডিতেরা (পাঁচ জন পণ্ডিতের মতের অনৈক্যে) মত দিয়াছেন যে টাকা কিম্বা অন্য অস্থাবর বস্তুবিধবাকর্ত্তৃক অশাস্ত্রীয়রূপে দত্ত হইলে সে দান অসিদ্ধ, এবং ঐ দত্ত বস্তু (তৎ পতির) দায়াদরাই কেবল ফিরিয়া লইতে পারে এমত নহে, কিন্তু সে বিধবাও লইতে পারে। এই ব্যবস্থা সদরীর পণ্ডিতগণের মতের অনৈক্যে দত্ত হয়, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে উক্তরূপ দান ঐ বিধবার অনিষ্টে সিদ্ধ কিন্তু তৎ পরে যাহারা অধিকারি তাহাদের অনিষ্টে নয়।

শ্রীযুক্ত হারিন্টন সাহেব ১৮১২ সালে সদর দেওয়ানী আদালতে ভইয়া ঝার মকদ্দমায় যে বিচার পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমি দেখিয়াছি, তাহাতে উক্ত সাহেব রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণি ত্রিহুতে অত্যন্ত প্রামাণিক রূপে প্রচলিত গ্রন্থ বিবেচনা করণান্তে, ঐ গ্রন্থদ্বয়ের ব্যবস্থা তুলিয়া, নিষ্কর্ষরূপে কহিয়াছেন "অত্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থের এইসকল নিকৃষ্ট বাক্যে স্পষ্ট প্রকাশ যে পতির মরণে পত্নীকে অর্শে যে সমুদায়ধন

failed altogether; and upon the account taken before the Master, the personal estate of Bishwa Náth Basák was, on the 7th November 1815, reported by him to amount to Rs. 274,700, in Company's securities at six per cent, together with some other personal estate of small amount. On which an order was made on the 8th April 1816 for transferring those sums to the account of Hara Sundarí, and a final decree passed. A bill of review has been filed (on the 9th September, 1818), assigning for error in the interlocutory decree of the 5th December 1814, that Hara Sundarí, the widow of Bishwa Náth Basák, is not, by the Hindu law, entitled, as declared by that decree, "to an absolute interest in the whole of his movable or personal estate, or any part thereof, nor to any interest in the same, other than for the term of her natural life, subject to the several powers, restrictions, and qualifications, in and by the Hindu law in such case ordained and provided." Other errors are assigned in the decree of the 8th April 1816; that as Hara Sundarí Dasí is a childless widow of a Hindu, and incapable again of contracting wedlock, and the complainants are the next legal heirs and representatives of her deceased husband, Bishwa Náth Basák, and, as such, entitled to the whole of his estates and property on her decease, the Company's securities and cash, standing in the books of the Accountant-General to the credit of Bishwa Náth Basák, ought not to have been decreed to be transferred generally to her credit, but only in trust for her, or for her use and enjoyment, during her natural life, subject to such powers, restrictions, and qualifications, as are by the Hindu law provided. And also for that it is not ordered by either of the said decrees that Hara Sundarí Dásí should abide or reside with and under the care, protection, and guardianship of the complainants, who, as surviving brothers of Bishwa Náth Basák, are alone entitled, by the Hindu law, to the care, guardianship, and protection, of his widow.

Upon the last ground of error the Pandits have uniformly answered that the widow was not bound to live with her husband's relatives. If a widow, from any other cause than for unchaste purposes, cease to reside in her husband's family, and take up her abode in the family of her parents, her right would not be forfeited. Here there was a good cause at the time; viz. the extreme youth of the wife, and no pretence was made of the prohibited cause.

The great question which has been raised is, whether the widow takes the personal estate devolving on her at the death of her husband, absolutely. I shall consider

1st.—What right the husband had over his real and personal estate.

2ndly.—What interest the widow takes in either by devolution, on his death without male issue, according to the text writers on the Hindu law, and other Hindu authorities, either native or British.

3rdly.—How far the decisions which have taken place in this Court have decided the question.

It seems to be clear, from the *Dáyabhága*, that a Hindu may dispose of his self-acquired property, whether real or personal, as he pleases. And although, in partition of ancestral property between a father and his sons, he is limited to take a double, or two shares; yet in some passages (*of Dáyabhága*) it seems to be admitted that "he is competent to sell, give, or abandon the property." In the case of Nimái Charan Mallik in this Court, in 1807 or 1808, Mr. Compton stated that it was considered, that "though a Hindu could not properly dispose of patrimonial estate without the consent of his sons, yet if he do, the disposition is valid."

The Pandits in this case (in which they differed from five of their brethren), declared that a gift of money or other movable property made by the widow other than such as is allowed by law, is invalid, and may be recovered back, not only by the next heir, but by herself, and in which they differed from the Sudder Pandits, who thought the gift valid as against herself, though not against the next heir.

In the MS. judgment of Mr. Harington upon the case of Bhaiyá Jhá, in 1812, in the Sudder Dewanny Adawlut, which I have seen, after observing that the "*Ratnákara* and the *Chintámani* are works of the highest authority in Tirhoot," he concludes, after stating the passages, "From these passages of most undoubted authority it is evident that the widow has power to consume, or to give, or sell, in her life-time, the movables which may have devolved upon her by the death of the husband, but has no power

তাহার অস্থাবর ভাগ সে (পত্নী) ভোগকরিয়া করাইতে কিম্বা দান ও বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু স্থাবর ভাগে যাবজ্জীবন কান্তা অর্থাৎ অনতিব্যয়িনী হইয়া উপভোগ করণের অতিরিক্ত অধিকার নাই। তাহার জীবনান্ত পর্য্যন্ত তদ্রূপ উপভোগানন্তর ঐ ধন তৎ পতির দায়াদগণকে অর্পিবে"। কিন্তু ভইয়া ঝার (উক্ত) মকদ্দমা জের তজবীজ থাকন কালীন শ্রীযুক্ত কোলব্রুক সাহেব ১৮১২ সালের ২৭ ফেব্রুওরি তারিখে শ্রীযুক্ত হারিণ্টন সাহেবকে উক্ত বিষয়ে যে চিঠী লিখেন তাহাতে কহিয়াছেন "উক্ত যে মত তিনি (হরিণ্টন সাহেব) মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত বিবেচনা করিয়াছেন তাহা (উক্ত বিষয়ে) প্রচলিত বঙ্গদেশীয় মত হইতে বিভিন্ন; বঙ্গীয় মতে অস্থাবর বিষয়ও দানাদি করিতে পত্নী বারিতা" উপরি উক্ত মকদ্দমায় শ্রীযুক্ত হরিণ্টন নিজ হস্ত লিখিত বিচার পত্রে লিখিয়াছেন যে "ত্রিহুতে রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণি সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক রূপে প্রচলিত" এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে—যে তিনি কোলব্রুক সাহেবের কথিত বিভিন্ন মত বঙ্গদেশে প্রচলিত ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

অপিচ প্রকাশ যে উক্ত (সদর) আদালতে কর্ম্মকারি অথবা তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের সাধারণ বিবেচনাই এই যে পুত্রহীন পতির মরণে তদ্ধন পত্নীকে অর্শিলে, বঙ্গীয় মতে স্থাবর অস্থাবর উভয়রূপ উক্তধন দানাদি করণে তাহার ক্ষমতার বিশেষ নাই। উক্ত আদালতের যে নিয়মই এই ইহা সর্ব্বদা বিবেচিত হইয়াছে। উক্ত আদালতের দুই পণ্ডিতও উক্ত মত ব্যক্ত কহিয়াছেন, এবং তাঁহারা আমাদিগের পণ্ডিতগণের সহিত আর ২ সকল বিষয়ে একমত, কেবল বিধবা স্থাবর বা অস্থাবর ধন দান করিলে তাহার অনিষ্টেও তাহা সিদ্ধ থাকিবে না এই মত স্বীকার করেন না। (মধুস্মিখিত কএকজন পণ্ডিত ভিন্ন) এই সকল পণ্ডিতের সাধারণ যে মত, তাহা এই মকদ্দমার সওয়াল জওয়াব কালে এই আদালতের পণ্ডিতেরা যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে দৃষ্ট হইবে*। তাঁহারা দায়ভাগ ও দায়তত্ত্ব প্রমাণে নিজ মত প্রকাশ করেন, ও কহেন যে বঙ্গদেশে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির মত খণ্ডিত হইয়াছে তথাপি শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের যে সকল মত দায়ভাগ দায়তত্ত্বে বিরুদ্ধ কথিত হয় নাই তাহা প্রামাণ্য। পরন্তু কহেন বিচার্য্য বিষয়ে রত্নাকর ও বিবাদ চিন্তামণির মত দায়ভাগ ও দায়তত্ত্বে খণ্ডিত হইয়াছে, এবং এই শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়মতে স্থাবর অস্থাবর উভয় রূপ ধনেই বিধবার কেবল যাবজ্জীবন উপভোগাধিকার, এবং পতির পারলৌকিক উপকারার্থে পরিমিত রূপে দানাদি করিতেও অধিকার আছে, কিন্তু ধর্ম্মার্থে নয় এমত ঐহিক কর্ম্মে ব্যয় করিতে পতিপক্ষের সম্মতি বিনা ক্ষমতা নাই।

যে পাঁচ জন পণ্ডিত অন্য পণ্ডিত সকলের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণি প্রমাণে কহেন যে পতিসম্ভ্রান্ত অস্থাবরধনে পত্নীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব, কিন্তু স্থাবরধনে জীবন পর্য্যন্ত (ভোগাধিকার) বই নয়; এবং এই মত দায়ভাগে ও দায়তত্ত্বে খণ্ডিত হওয়া অস্বীকার করিয়া কহেন যে এই গ্রন্থ দ্বয়ের একেতেও এ বিষয় বিশেষ রূপে লিখিত হয় নাই; এবং আপত্তিপূর্ব্বক কহেন যে শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ানুসারে বিধবাকৃত দান সিদ্ধ, কেবল তাহাতে দাত্রীর প্রত্যবায় হয় মাত্র।

এতাবতা উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ হইল; অর্থাৎ—যে দায়ভাগের শাসনাধীন বঙ্গদেশ বলিয়া সকলে স্বীকার করেন, তন্মতে বিধবা কর্ত্তৃক অস্থাবর বস্তুর ইচ্ছাকৃত দানাদি অসিদ্ধ (তাহা হইলে ঐ বস্তুতে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব বলিয়া উক্তি করা যাইতে পারে না), কিম্বা তাহা দানাদি করিতে শাস্ত্রে তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, কেবল ঐহিক কর্ম্মে দানাদি করিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ প্রত্যবায় মাত্র? স্ত্রীধন ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর হইলে তাহাতে তাহার যাবজ্জীবন উপভোগাধিকার, তন্মরণানন্তর তৎপতির দায়াদকে অর্শে, পিতার উত্তরাধিকারিকে অর্শে না; এবং কন্যাকালে পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত যে স্থাবরধন তাহা সে নিঃসন্তান মরিলে ভ্রাতাকে অর্শে, এতদ্ভিন্ন আর সকল স্ত্রীধন সে সামান্যতঃ যথেচ্ছা দানাদি করিতে পারে।

জগন্নাথের বিবাদভঙ্গার্ণবে এই মত লিখিত হইয়াছে "যে যদিও আপন ইচ্ছাধীন কার্য্য নিমিত্তে স্থাবর বিষয় হস্তান্তর করিতে বিধবা প্রতিষিদ্ধা হইয়াছে, তথাপি তৎকৃত দান সিদ্ধ হইতে পারে" (বি· ভা· ভা· র· ২য় কোল· ভা· বা· ৩, পৃ· ৪৫৭—৪৬৬)। এই মতের বিরুদ্ধেই বটে, কোলব্রুক সাহেব উক্ত চিঠীতে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া কহিতেছেন—"অনুশীলন ও অনুসন্ধানে দৃষ্ট হইতেছে যে পূর্ব্বকার প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তারা কেহই এই মত স্বীকার করেন নাই, এবং সাধারণেরও বিশ্বাস এই যে কোন গ্রন্থলেখকও ইহা স্বীকার করেন নাই। প্রত্যুত উক্ত মত বঙ্গদেশের ভিতরে ও বাহিরে প্রামাণিকরূপে প্রচলিত সকল গ্রন্থের বিরুদ্ধ"।

---

* উক্ত মত সকল সর ফ্রান্সিস মেকনাটন্ সাহেবের (কন্সিডারেশনস্ অন্ দি হিন্দু ল নামক) গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে. এবং তাহা বক্ষ্যমাণ প্রিবিকৌন্সিলের বিচারপত্রেও ধৃত হইয়াছে।

over the immovables beyond a moderate and frugal enjoyment of them. After her death, the estate, which she enjoyed frugally during her life time, shall pass to the heirs of her husband." Mr. Colebrooke, in his letter of the 27th of February 1812, addressed to Mr. Harington upon the subject of Bhaiyá Jhá's case, then in judgment, says that this doctrine, which he considered to be that of the Mithilá school, is no doubt at variance with the doctrine of the Bengal school, which controls the widow even in the disposal of personal property." And Mr. Harington, in his MS. judgment in the case before referred to, only states "that the *Ratna´kara* and *Chinta´mani* are unquestionably works of the highest authority in Tirhoot;" thereby seeming to admit of a different doctrine in Bengal, as affirmed by Mr. Colebrooke.

It further appears to be the general understanding of the persons acting in, or connected with, that Court, that the widow takes, in Bengal, the same estate, with the same power of disposition over it, in the personalty as in the realty, devolving to her by the death of her husband without sons; and that this has always been considered to be the rule in that Court. The same opinion was communicated by the two Pandits of that Court, who agreed in all points with our Pandits, except as to the invalidity of a gift of movable or immovable property by the widow, as against herself. The general doctrine of all these Pandits (with the exception I have mentioned) is to be found in the answer given by the Court Pandits upon the argument of this case*. They rest their doctrine upon the authority of the *Da´yabha´ga* and *Da´yatatwa*, as overruling, in Bengal, the authority of the *Ratna´kara* and the *Chinta´mani*, not denying the authority of these last mentioned books when uncontradicted or uncensured by the former; but affirming that the *Ratna´kara* and *Chinta´mani* are contradicted and overruled by the *Da´yabha´ga* and *Da´yatatwa* upon the point in judgment; which latter books, they affirm, give only a life interest to the widow in both the real and personal estate, with the power of disposition as to both for the benefit of her husband's soul, observing moderation, but without authority to dispose of either for worldly purposes, unconnected with religious purposes, without the consent of her deceased husband's kinsmen.

The five Pandits, who were opposed to the others, affirm the authority of the *Ratna´kara* and *Chinta´mani* in giving to the widow an independent authority over the movable part of her husband's estate, though not over the fixed property other than for her life; and they deny that this doctrine is contradicted, or declared inadmissible, by the *Da´yabha´ga* or *Da´yatatwa*, in neither of which latter, they say, is the subject particularly noticed; and they contend that, by these last mentioned authorities, the donation of the property by the widow is valid, though they admit that the donor incurs moral guilt by it.

This narrows the inquiry to this point, *viz.* whether the *Da´yabha´ga* (which is admitted by all to be the ruling authority for Bengal) does invalidate the disposal of personal property by the widow at her pleasure (in which case it could not properly be decreed to her absolutely), or whether she has the absolute right of disposition over it by law, however she may incur religious or moral guilt by such disposition for worldly purposes of her own. She may, in general, dispose of *stri´dhana* as she pleases, except immovable property given her by her husband, in which she has only a life interest, and upon her death it descends to his heirs, and not to her own paternal heirs; and except immovable property, given to her by her own parents in her maiden state, which always goes to her brother if she die without issue. (Dá. bhá. Ch. IV. Sec. III. para. 12).

In Jagannátha's Digest (3 Coleb. Dig. 457—466,) an opinion is advanced, that "though a widow is prohibited from conveying away immovable property by her own voluntary act, and for purposes of her own, yet the donation may be valid." It must have been against this doctrine that Mr. Colebrooke, in the letters referred to touching this subject, states, that "it appears, on inquiry and research, not to have been sanctioned by any previous author of note, nor, as is believed, by any writer whomsoever. It is, on the contrary, in opposition to the whole current of authorities, both in and out of Bengal."

---

* The doctrine aforesaid has been published in Sir Francis Managhten's Considerations on the Hindu Law, and quoted in the following judgment of the Privy Council.

"পত্নী হইতে জঘন্যা যে দুহিতা তাহার কৃত দান যদি সিদ্ধ, তবে পত্নীকৃত দান অসিদ্ধ বিবেচিত হইতে পারে না"। জগন্নাথের এই বিবেচনার বিরুদ্ধে কোলব্রুক সাহেব লিখিতেছেন যে—"কন্যা ও মাতা ও পত্নী এই তিনেরই সঙ্কুচিত স্বত্ববাদি জীমূত বাহনের মতে কন্যা পিতার বিষয়াধিকারিণী ও জননী পুত্রের ধনাধিকারিণী হইলে তাঁহারা তাহা দানাদি করিতে প্রতিষিদ্ধা। মাতার অধিকার বিষয়ক মকদ্দমাতে সদর দেওয়ানী আদালত এই প্রকারই বিচার করিয়াছেন"।

অতএব ঐ সকল মতের পরস্পর অত্যন্ত অসঙ্গতি ও বিরোধ দূরীকরণের এবং পরস্পর সমন্বয় করণের উত্তমতর উপায় এইরূপ বিবেচনা করাই দৃষ্ট হইতেছে যে স্থাবর অস্থাবর উভয় ধনেই স্ত্রীর সমগ্র স্বত্ব বর্ত্তে; কেননা পৈতামহধনে পুরুষ অধিকারী হইলে যেমত স্থাবর অস্থাবর মধ্যে বিশেষ করাহইয়াছে, এবং পতি জীবনকালে পত্নীকে যে স্থাবর ধন দান করে তাহা যেমত পতির দায়াদকে নিরাস করিয়া হস্তান্তর করিতে তাহার ক্ষমতা নাই সেইরূপ পতির উত্তরাধিকারিণী রূপে তাহার প্রাপ্ত স্থাবর ও অস্থাবর ধনের মধ্যে (বঙ্গীয় দায় শাস্ত্রীয়) গ্রন্থ সকলে বিশেষ করা যায় নাই *। কিন্তু এইরূপে প্রাপ্ত বিষয় অপহার করিতে শাস্ত্র তাহাকে প্রতিষেধ করিয়াছেন, এবং শাস্ত্র সম্মত ও শাস্ত্রোক্ত কার্য্যে ভিন্ন ঐ বিষয় অন্যকার্য্যে দানাদি করিতে তদব্যবধান পরবর্ত্তি (তৎ স্বামির) পুং দায়াদের অনুমতি ব্যতিরেকে পারে না। যদিও নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র তাহাকে আদেশ করিতেছেন যে উক্তরূপ অধিকৃত বিষয় ক্ষান্তা হইয়া উপভোগ করিবে, এবং যে রূপে দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাহার পরামর্শ পতিপক্ষ হইতে গ্রহণ করিবে, তথাপি তৎ পরামর্শ গ্রহণ না করিলে ও তদনুসারে না চলিলে যে শাস্ত্রতঃ অধিকারিণী হইবে এমত নহে।

কারফরমার মকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে উক্ত কথার নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত কথিত হয় নাই। কারফরমার মকদ্দমা ১৮১২ সালে এই আদালত কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়। তৎ পূর্ব্বে পতির স্থাবর ও অস্থাবর ধনের ডিক্রী সাধারণরূপে বিধবাকে দত্ত হইত, দুই প্রকার ধনের মধ্যে কোন বিশেষ করা যাইত না, অথবা ডিক্রীতে দুই প্রকার বিষয়াধিকারের সীমা লিখিত হইত না। প্রথম যে মকদ্দমায় বিধবা স্থাবর বস্তুতে যাবজ্জীবন ভোগাধিকারিণী ও অস্থাবর বস্তুতে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী বলিয়া ডিক্রী দেওয়া যায় সে ঐ মকদ্দমা। বাদী ঈশ্বর চন্দ্র কারফরমা ও নারায়ণী দাসী হিসাব ও অংশের নিমিত্তে গোবিন্দ চন্দ্র কারফরমা প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিল ফাইল করে, এই মকদ্দমায় আদেশ হয় যে মৃত সুরত চন্দ্রের পত্নী রামমণি বিভাগে দুই ভাগ পাইতে যোগ্যা,—এক ভাগ পত্নীত্ব সূত্রে এবং অন্য ভাগ পতির মরণের পর মৃত যে পুত্র তাহার অংশ বলিয়া; এবং উক্ত ডিক্রীর ন্যায় তাহার পক্ষে এইরূপে ডিক্রীহয় যে সে স্থাবর বিষয়ে যাবজ্জীবন ভোগাধিকারিণী, অস্থাবর বিষয়ে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী। কথিত হইয়াছে যে অনেক বিবেচনা, ও বাদানুবাদের পরে এ আদালতের পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুসারে ঐ নিষ্পত্তি হয়। ঐ নিষ্পত্তি দৃষ্টে আপাতত বোধহয় যে আদালত স্পষ্টতঃ রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির মত বঙ্গদেশে খাটাইয়াছেন। কিন্তু ঐ মকদ্দমা শুদ্ধ অধিকারবিষয়ক নাহইয়া বিভাগ বিষয়ক হওয়াতে স্থাবরাস্থাবর ধনের মধ্যে এই প্রভেদ করা হইয়াছে, এবং আমাদের পণ্ডিতগণ যে মত দিয়াছেন তাহা ঐ প্রভেদের পোষক। তাহাতে উক্ত ডিক্রী পত্ন্যধিকার বিষয়ে কোল্‌ব্রুক সাহেবের ও সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতগণের দত্ত মতের অবিরুদ্ধ, অনেক বিবেচনার পর ও চিন্তাপূর্ব্বক অনুসন্ধানের পর স্থির বোধ হইল যে আদালত কারফরমার মকদ্দমা দায়াধিকারবিষয়ক শাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি করেন নাই, কিন্তু বিভাগবিষয়ক শাস্ত্রানুসারে করিয়াছেন। যে দুই পণ্ডিত উক্ত মকদ্দমাতে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তন্মধ্যে একজন অদ্যাপি নিযুক্ত আছেন; উক্ত বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি যে প্রশ্ন করা যায় তাঁহার উত্তর তাহারা এইরূপ দিয়াছেন, যথা—প্রশ্ন ৬। পত্নী পুত্রকৃত পতিধন বিভাগে যে ধন পায় এবং অপুত্র পতির মরণে উত্তরাধিকারিণী রূপে যে ধন পায় এতদুভয়রূপ ধনে পত্নীর একই রূপ স্বত্ব, কি ভিন্নরূপ? তাঁহারা প্রথমে কহিলেন উক্ত উভয়রূপ অধিকারের মধ্যে বিশেষ নাই। কিন্তু তৎক্ষণেই ভ্রম শোধন করিয়া কহিলেন—

উত্তর। এ বিষয়ে ভিন্ন ২ মত আছে। কোন ২ পণ্ডিতের মত এই যে পুত্রকৃত বিভাগে স্ত্রী যে ভাগ পায় তাহা স্ত্রীধন গণ্য, ও তাহাতে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব। দুই প্রকার মত আছে। আমাদের মতই এই যে ঐ ধনকে স্ত্রীধন বিবেচনা করিলেই উত্তম হয়, যেহেতু তাহা পত্নীত্বসূত্রে অধিকৃত ধন নাহইয়া বরং দানপ্রাপ্ত ধনের ন্যায়।

---

* বোধ হইতেছে এ আদালতের পণ্ডিতেরা সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে স্থাবর ও অস্থাবর বস্তু অভেদ কহিয়াছেন,—আমিও পত্ন্যধিকৃত স্থাবরাস্থাবর ধনের মধ্যে হিন্দু শাস্ত্রে প্রভেদ দেখিতে পাই না। উক্ত বিষয় বিবেচনা কালে আদালতে পণ্ডিতদিগকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসার পর, অনুসন্ধান দ্বারা উক্ত বিষয় যত উত্তমরূপ জানা যাইতে পারিত তাহা জানিবার নিমিত্তে অনেক পরিশ্রম করিয়াছি, শেষে আমার এই হৃদ্বোধ হইয়াছে যে হিন্দু শাস্ত্রে বিধবার অধিকৃত স্থাবর ও অস্থাবর ধনের মধ্যে কোন বিশেষ করা হয় নাই।

Mr. Colebrooke, in combatting *Jagannátha's* illustration "that the gift by a widow should not be held void, while that made by a daughter, before whom she is a preferable heir, is valid," observes, that "according to JI'MU'TA VA'HANA's doctrine, which extends the restrictions to daughters and mothers, as well as to wives, the daughter is precluded from giving away an estate which comes to her from her father, and the mother, one which comes to her from her sons. It has actually been adjudged by the Sudder Dewanny Adawlut in the case of a mother."

In order, therefore, to avoid gross inconsistencies and contradictions, and yet to reconcile these doctrines with each other, I can find no better way than to consider her as having the entire right of property vested in her, both in the movable and immovable estate; for there is no distinction between them taken in the books in respect of the husband's estate devolving upon her as heir*, as there is in the case of male succession to ancestral property, and as there is, also, in respect of real property given to her by her husband in his life time, which she is declared incapable of alienating from his heirs, as she may alien the personal property so given. But that she is legally prohibited from wasting the property so vested in her, and cannot make away with it except for certain allowable and declared purposes, without the consent of her husbands's next male heir; and further, considering that, even in the use and enjoyment of the property so vested, she is religiously and morally enjoined to use moderation, and to take the advice of her husband's kindred in her manner of living, but is under no legal disability if she do not take or follow such advice.

It is not alleged that there was any decision on the point before the Kárfarmá's case, which was decreed by this Court in November 1812, the form of decrees before that having been to decree to the widow the movable and immovable property of her husband generally, without distinguishing between the two, or stating the quantity of the estate decreed in either: that was the first cause in which the realty was decreed to the widow for life, and the personalty absolutely. The complainants I'shwar Chandra Kárfarmá and Náráyaní Dásí filed their bill for an account and partition against Gobinda Chandra Kárfarmá and others; and in that case Rám Mani who was the widow of Súrat Chandra, was, upon the partition, decreed entitled to two shares, one in her own right as widow and another as heir of her son, who had died after his father; and she was decreed a life estate in the realty, and an absolute in the personalty, as in the present decree. This decision is stated to have been made upon great consideration, after much argument, and in conformity with the opinion of the Court Pandits; and at first sight it appears as if this Court had expressly adopted the doctrine of the *Ratna'kara* and the *Chinta'mani* as applicable directly to Bengal. But the distinction which has been taken, that that was a case of partition, and not of simple succession, supported as that distinction is by the opinion of our own Pandits, which would reconcile that decree with the opinion of Mr. Colebrooke, and with the opinion of the Sudder Dewanny Pandits, upon the doctrine of the widow's succession, has induced me, after much hesitation and anxious investigation, to conclude that the Court decided the Kárfarmá's case upon the ground of partition, and not of simple succession. One of the two Pandits who advised the Court in that case is still in his office; and, to questions put to them upon this point, they have both answered thus:—

6th. Q. Is there any difference in the quantity of interest which a woman takes in property by partition with sons, and that which she takes by the death of her husband without issue?

They first answered; "There is no difference in the interest so taken." But they immediately afterwards corrected themselves, and stated thus:—

A. "There are different opinions on this subject. Some Pandits affirm that property obtained by a woman sharing with her sons is to be considered as *stri'dhana,* separate female property, as her own, over which she has perfect uncontrolled authority. There are opinions both ways. We are of opinion that the most eligible mode would be to consider it *stri'dhana,* it being more in the nature of a gift than what she succeeds to in her own right."

* The Court Pandits indeed, in their answer to the seventh question, seem to put movable and immovable property upon the same footing,—and for my part, so far as a widow is concerned, I have been unable to trace any distinction between them in the Hindu law. I took great pains to come at the best information which was attainable, during the time we were considering this question after having examined the Pandits in court; and I was satisfied at last, that in the case of a widow, there is not any distinction made by the Hindu law, between movable and immovable property in her hands. Macn, Cons. H. L. p. 18.

প্রশ্ন ৭। এই উত্তর স্থাবর অস্থাবর উভয় রূপবিষয়ে সমান রূপে খাটে কি না?

পণ্ডিতেরা প্রথমে উত্তর করিলেন—"ইহা স্থাবরাস্থাবর উভয় রূপ ধনেই সমভাবে খাটে"। কিন্তু পরে তাহাতে এই যোগ করিলেন যে—"পতি পত্নীকে স্থাবর ধন দিলে পত্নী তাহা দানাদি করিতে পারে না"। পত্নী রূপে অথবা মাতৃরূপে কোন স্ত্রী বিভাগে যে ধন প্রাপ্তা হয় তাহা স্ত্রীধনের ন্যায় বিবেচনা করিতে হইবে, এবং ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যে স্ত্রী ধনে সে সম্পূর্ণ স্বত্ববতী হয়, কেবল তাহার স্থাবর ভাগ (পতির জীবনকালে তৎকর্ত্তৃক দত্ত হইলেও), দানাদি করিতে পারে না, তাহা ঐ পত্নীর মৃত্যুর পর পতির উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে। অতএব পতির মরণে তাহার যে স্থাবর ধন পত্নীকে অর্শে তাহা দানাদি করিতে অবশ্যই তাহার ক্ষমতা নাই। কারকরমার মকদ্দমাতে এই নিষ্পত্তি হইয়াছে যে পতির ধনবিভাগে পত্নী অথবা মাতৃরূপে স্ত্রী যে ধন প্রাপ্তা হয় তাহা দায়ভাগে স্ত্রীধন বিষয়ে যে বিধান লিখিত হইয়াছে তদনুসারে ব্যবহৃত হইবে.—অর্থাৎ অস্থাবর ধনে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী, কিন্তু স্থাবর ধনে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী হইবে। এই আদালতে কারফরমার মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে, অতিঅল্প দিবস হইল সদর দেওয়ানী আদালতে ভইয়া ঝার মকদ্দমা নিষ্পন্ন হয়। এবং (উভয় মকদ্দমাই অস্থাবর ধনে স্ত্রী নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী ও স্থাবর ধনে জীবনপর্য্যন্ত উপভোগাধিকারিণী বলিয়া ডিক্রী হওয়াতে), যে সকল লোক তৎ কালীন এই নিষ্পত্তিদ্বয় শুনিয়াছে তৎ স্মরণে তাহাদের মনে এমত ভ্রম হইতে পারে যে রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির মত সামান্যতঃ বঙ্গদেশে চলে। কিন্তু এক্ষণে নিশ্চিত হইল যে ভইয়া ঝার মকদ্দমায় হইয়াছে যে নিষ্পত্তি তাহা ত্রিহুত অঞ্চলস্থ ভূমি বিষয়ক যথায় রত্নাকর ও বিবাদ চিন্তামণির মত প্রচলিত; এবং কারফরমার মকদ্দমায় হইয়াছে যে নিষ্পত্তি তাহা বিভাগ বিষয়ক, বিভাগে দায়ভাগের যে মত সে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মতের সহিত ফলে এক। অতএব দুই বিভিন্ন মকদ্দমাতে হইয়াছে যে ভিন্ন ২ নিষ্পত্তি তাহা অসঙ্গত হইবে না, এবং দুই আদালতের মত ও পরস্পর বিরোধি হইবে না।

তৎ পরে ১৮১৩ সালের ৭ আগষ্টে চূড়ান্তরূপে নিষ্পন্ন গুরুপ্রসাদ বসু প্রভৃতির বিরুদ্ধে শিবচন্দ্র বসুর মকদ্দমাও বিভাগ বিষয়ক* অতএব তাহাতেও উক্ত হেতুবাদ প্রযুজ্য। রামমোহন গুপ্তের বিরুদ্ধে মৃত মদনমোহন গুপ্তের পত্নী শ্রীমতী জগমোহিণী দাসীর মকদ্দমা ১৮১৪ সালের ২৩ জুনে ডিক্রী হয়, এবং জগন্নাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে জুপদ বিধবার মকদ্দমা ১৮১৬ সালের ৭ ফেব্রুওরিতে ডিক্রী হয়; এই দুই মকদ্দমার নিষ্পত্তিতে উক্ত হেতু দর্শান যাইতে পারে না। কিন্তু এই সকল মকদ্দমা কৌন্‌লির বাদানুবাদ বিনা নিষ্পত্তি হয়, কেবল এই বিবেচনায় যে বিচার্য্য কথার নিষ্পত্তি ইতি পূর্ব্বে পরিষ্কার রূপে এই আদালতে হইয়াছে, এক্ষণে বোধ হইতেছে যে কারফরমার মকদ্দমার নিষ্পত্তি অযথা রূপে বুঝাতে এবং ভইয়া ঝার মকদ্দমায় হওয়া নিষ্পত্তি অযথা রূপে স্মরণে তাহার সহিত গোল মালে উক্ত রূপ বিচার হইয়াছে।

এই সমুদয়ের ফল এই যে রত্নাকর ও বিবাদ চিন্তামণির বিধান যদি বঙ্গদেশে উক্ত বিষয়ে না খাটে তবে যে রূপ ডিক্রী হইয়াছে তাহা ভ্রমময়, পরন্তু সদর দেওয়নী আদালতের ও আমারদিগের পণ্ডিতগণ যে সাধারণ ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা কোলব্রুক সাহেবের প্রামাণিক মতেরদ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, এবং সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পন্ন ভইয়া ঝার মকদ্দমায় এবং ত্রিহুত অঞ্চলস্থ আর ২ মকদ্দমায়—ঐ সকল মকদ্দমা ত্রিহুতীয় এই বিশেষ কারণে,—উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মতানুসারে নিষ্পন্ন হওয়াতে, ফলতঃ তদ্দ্বারাও উক্ত ব্যবস্থা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, ঐ ব্যবস্থাতে বোধ হইতেছে যে বঙ্গদেশ দায়ভাগ শাসনাধীন হওয়াতে এবং উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মত দায়ভাগের বিপরীত হওয়াতে তাহা এতদ্দেশে চলেনা। এবং উপলব্ধি হইতেছে যে দায়ভাগে পত্ন্যধিকৃত ধনের স্থাবরাস্থাবর মধ্যে কোন বিশেষ করেন নাই, কিন্তু সমুদয় ধন কোন কার্য্যার্থে তাহাকে দত্ত হওয়া এবং অন্য কারণে দানাদি করিতে সে প্রতিষিদ্ধা হওয়া জানা যাইতেছে,—অতএব শাস্ত্রানুমত কার্য্যে স্থাবরধনে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারাপেক্ষা অধিক অধিকার তাহার থাকা মানিতে হইবে, এবং আর ২ কার্য্যে অস্থাবর ধনে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব হইতে ন্যূন স্বত্ববতী তাহাকে কহিতে হইবে। এমত হইলে যে রূপ ডিক্রী হইয়াছে তাহা টিকিতে পারে না। শেষে কেমত বিশেষ রূপে ডিক্রী লিখা যাইবে তাহা না বলিয়া এক্ষেণে কেবল ডিমরর অগ্রাহ্য করাই যথেষ্ট বিবেচিত হইল।

শেষে যে ডিক্রী হয় তাহা নিম্ন প্রকটিত প্রিবিকৌনসিলের বিচার পত্রে দ্রষ্টব্য।

সর্ এডওয়ার্ড হাইড্ ইষ্ট্ সাহেবের নোট্—এই ডিক্রীর অসম্মতিতে আপীল হয়, এবং ডিক্রী হওয়ার পর অবিলম্বে আদালতে এক দরখাস্ত এই প্রার্থনায় দাখিল হয় যে মাষ্টরের হস্তে যে অস্থাবর ধন আছে এবং টাকার যে সুদ জমিয়াছে তৎ সমুদয় উক্ত বিধবাকে দিতে আদেশ হয়।

তাহাতে অব্যবহিত উত্তরাধিকারি কাশীনাথের পক্ষে এবং কমল মণির পক্ষে আপত্তি করা হইল।

* দ্রষ্টব্য—মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ৬৯।

7th. **Q. Does this answer apply equally to movable and immovable property ?**

They first answered, "It applies equally to both movable and immovable property." But then they added, "Fixed property given by a husband to a wife is not alienable by her." Now if the estate which a woman receives on partition, either as a widow or as a mother, is to be considered as in the nature of *Strídhana*, it has been already shewn that she takes it absolutely, but cannot alien the real estate, though given to her by her husband in his lifetime, but that after her death it shall go to his heirs: *a fortiori*, therefore, she could not alien his real property, which simply devolved upon her at his death. The Kárfarmá's case has decided that the estate, which both a widow and a mother takes in the property of her husband on partition, follows the rule which is expressly given by the *Dáyabhága* as to *Strídhana*, namely, that she takes the personalty absolutely, but the realty only for life. The decision of the Sudder Dewanny Adawlut in Bhaiyá Jhá's case took place very recently, before the decision of this Court in the Kárfarmá's case; and it is not improbable that the recollection of the two decisions (by both of which the personalty was given to the widow absolutely, and the realty for life only) might be blended together, so as to leave an impression upon the minds of those who heard of them at that time that the doctrine of *Ratnákara* and the *Chintámani* was applied generally to Bengal. But when it is now ascertained that the one decision was made in respect of lands in Tirhoot, where those books give the rule; and that the other was made in a case of partition, where the *Dáyabhága* gives the same result, though by a different rule; the variant conclusions in the different cases will not be inconsistent, nor the doctrine of the two courts contradictory.

The next case, that of Shib Chandra Basu (Bose) *versus* Guru Prasád Basu and others, decreed finally on the 7th August 1813, was also a case of partition,* and is therefore capable of receiving the same answer. To the two other cases which here occurred, the one of Srímatí Jagamohiní Dásí widow of Madan Mohan Gupta *versus* Rám Mohan Gupta, decreed on the 23rd June 1814, and the other of Jupada Raur, *versus* Jagan Náth Thákur, decreed on the 7th February 1816, the same answer cannot be given. But those cases passed without argument at the bar, upon a full understanding that the point had been before expressly decided by this Court, upon the misunderstanding, as it now appears, of the Kárfarmá's case, or the misblending and misrecollection of that with Bhaiyá Jhá's case.

The result, then, of the whole is this, that unless the authority of the *Ratnákara* and *Chintámani* are to give the rule on the point in judgment in Bengal, the decree in its present form is erroneous, and it appears, by the general opinion of the Pandits of the Sudder Dewanny Adawlut, and of our own, supported by the authority of Mr. Colebrooke, and in effect by the decisions in the Sudder Dewanny Adawlut, in Bhaiyá Jhá's case, and other cases, where the doctrine of those books has been applied to cases on the specific ground of their arising in Tirhoot, that the same doctrine does not apply to Bengal, being in opposition to the doctrine of the *Dáyabhága*, which is the ruling authority in the province, and it seems that, by the *Dáyabhága*, no distinction is taken between the realty and personalty as to the quantum of the widow's estate, but the whole appears to be given to her absolutely for some purposes, though restricted in her disposition as to others; and therefore she takes more than a life estate in the realty for those allowed purposes, and less than an absolute estate in the personalty for other and different purposes; and if this be so, the decree cannot be supported in its present form. But at present it is sufficient to overrule the demurrer, without specifying the particular form in which the decree may ultimately be drawn up.

The decree passed after this, is to be found in the following judgment of the Privy Council, q. v.

Note by Sir. E. H. East.—There was an appeal against this decree; and, soon after it was pronounced, an application was made to the court to direct the payment over to the widow of the whole of the personal estate in the hands of the Master, together with the accumulation of interest.

This, however, was opposed by the next male heir Káshí Náth Basák and by Kamal Mani.

* See Macn. Cons. H. L., p. 69.

আদালত প্রথমে উভয় পক্ষের মধ্যে ন্যায্য রূপে মিটাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন তাহা বৃথা হওয়াতে, এই আদেশ করিলেন যে যে সুদ জমিয়াছে তাহা বিধবাকে দেওয়া যায়, এই বিবেচনায় যে (মুল ধন যাহা আপীল পর্য্যন্ত আটক রাখা গেল তাহাও যদি আপন দখলে পাইতে অধিকারিণী না হয় তথাপি) তাহার সম্ভ্রম ও সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টিকরিয়া যে জীবিকা সংস্থাপন যোগ্য হয় তাহা হইতে ঐ সুদ অধিক হয় নাই। এবং ঐ বিধবার কৌন্‌সিলকে ডিক্রী দস্তখত হওয়ার পর চেম্বরে কোন এক জজের নিকট মুল ধন পাইবার নিমিত্তে আবেদন করিতে এখ্‌তার দিলেন। কিন্তু অবশেষে আপীলের অনুরোধে মুল ধন আটক রাখা হইল। কেবল তাহা হইতে কোন ২ খরচা দেওয়া গেল। সু. কো. ইষ্টস্‌নোটস্‌ নং ১২৪। মর্লির ডাইজেষ্ট্‌ বা.২, পৃ. ১৭৮—২২০।

বিচার—

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাদসাহের মহা মান্য প্রিবিকৌন্‌সিল (নামক) সভায় নিষ্পন্ন,
২৪ জুন ১৮২৬ সাল।

কাশীনাথ বসাক ও রমানাথ বসাক ...... ...... ... আপিলাণ্ট
হরসুন্দরী দাসী ও কমলমণি দাসী ... ... .. .. ... রেস্পণ্ডেণ্ট

লার্ড্‌ জিফোর্ড্‌—

১৪. ১৯, ২০. ২১, ৩৮ ও আর ২ ব্যবস্থার নজীর

বাঙ্গালার সুপ্রীম্‌ কোর্টের ডিক্রীর নারাজিতে এই আপীল রুজু হয়। মদন মোহন বসাকের তিন পুত্র —বিশ্বনাথ বসাক, ও (প্রতিবাদি) আপিলাণ্টদ্বয়—কাশীনাথবসাক, ও রমানাথ বসাক। বিশ্বনাথ, পিতার উইল অনুসারে তাঁহার ত্যক্ত স্থাবরাস্থাবর বিষয়ের তৃতীয়াংশাধিকারী হইয়া ছিলেন। তিনি ষোল বৎসর বয়ঃক্রমে অপ্রাপ্ত ব্যবহারাবস্থায়, অপ্রাপ্ত ব্যবহারা (হরসুন্দরী নাম্নী) এক পত্নী রাখিয়া নিসসন্তান মরে। তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত বিধবার অত্যন্ত নিকট বন্ধু উদয়চাঁদ বসাকের দ্বারা পতির বিষয় প্রাপ্তি নিমিত্তে এই মকদ্দমা উপস্থিত হয়।

১৮১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সুপ্রীম্‌ কোর্ট এই মকদ্দমার কাগজ পত্র মোলাহেজায় এই ডিক্রী করিলেন যে "বিশ্বনাথ বসাক মরণকালীন ষোল বৎসর বয়স্ক নাবালগ্‌ থাকাতে, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এমত উইল করিতে তাহার ক্ষমতা ছিল না যে মৃত্যুর পর স্বকীয় বিভব প্রতিবাদিদিগকে দত্ত হইতে পারে। এ মকদ্দমায় প্রতিবাদিদের পক্ষে (অ) চিহ্নিত যে কাগজ উপস্থিত হইয়াছে তাহা বিশ্বনাথ বসাকের উইল নয়।" উক্ত আদালত আরো আদেশ করিলেন যে "উক্ত বিশ্বনাথ বসাক ঔরস সন্তানহীন মরাতে, ও বাদিনী তৎপত্নী হওয়াতে হিন্দু (দায়) শাস্ত্রানুসারে, তাহার (অর্থাৎ বিশ্বনাথের) সমুদয় স্থাবর বিষয়ে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী, ও সমুদয় অস্থাবর বিষয়ে নিরূঢ় স্বত্ববতী"।

আপিলাণ্টেরা তজবীজ সানীর দরখাস্ত দাখিল করিয়া উক্ত ডিক্রী ও ১৮১৬ সালের ৮ এপ্রেলে হওয়া ডিক্রীর উপর দোষারোপ করে। সুপ্রীম কোর্টে পুনর্ব্বার মকদ্দমার শুননি হইয়া এই মকদ্দমার যে ২ কথার বিচার আবশ্যক বোধ হয়, তন্মধ্যে হিন্দু শাস্ত্র ঘটিত যে ২ কথা ছিল তদ্বিষয়ে আদালতের পণ্ডিতগণকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করা হইল, এবং তাঁহারা পৃষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিলে পর, উক্ত সুপ্রীম কোর্ট ১৮১৯ সালের ১১ আগষ্টে ডিক্রী করিলেন যে "১৮১৪ সালের ৫ ডিসেম্বরের ডিক্রী, ও ১৮১৬ সালের ৮ এপ্রেলের ডিক্রী সংশোধন কর্ত্তব্য, হরসুন্দরী দাসী নিজ পতির স্থাবরাস্থাবর ধনাধিকারিণী, (কিন্তু) অপুত্রমৃত ব্যক্তির পত্নীকে শাস্ত্রে যে রূপে পতির ধন অধিকার ও ব্যবহার ও উপভোগ করিতে আদেশ করিয়াছেন, হরসুন্দরী তদ্রূপ করিবে"।

এই ডিক্রীর উপর শ্রীল শ্রীযুক্ত বাদসাহের হুজর কৌন্‌সিলে আপীল হয়, এই মকদ্দমায় যে তকরার তাহা গুরুতর হওয়াতে, (প্রিবিকৌন্‌সিলের) জজেরা এদেশে উক্ত বিষয়ের যত জানিতে পারিতেন তাহা জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবং উক্ত বিষয়ের বাদানুবাদে বাঙ্গলার সুপ্রীমকোর্টে যাহা ২ হইয়াছে তাহার যথার্থ লিপি, এবং এই মকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ যে বিচার করিয়াছেন তাহা ইঁহারা অধুনা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই ডিক্রীতে আপিলাণ্টদের আরোপিত শেষ দোষ বা আপত্তি এই যে কোন ডিক্রীতে এমত আদেশ হয় নাই যে হরসুন্দরী আপিলাণ্টদের সহিত একত্র বাস করিবে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে ও শাসনাধীনা হইয়া থাকিবে। আপিলাণ্টেরা বিশ্বনাথ বসাকের ভ্রাতা হওয়াতে শাস্ত্রানুসারে ঐ বিধবার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে এবং অভিভাবক হইতে তাহারাই অধিকারি। দৃষ্ট হইতেছে যে পণ্ডিতেরা একমত হইয়া মত দিয়াছেন যথা—

The Court, after ineffectual endeavours to adjust matters equitably between the parties, made an order for the payment to her of the interest accumulated, which they thought not more than adequate to her just allowance for her rank and fortune (supposing she were not also entitled of right to the actual possession of the principal also, which it was thought as well to retain during the appeal); and also gave liberty to her counsel to apply for the possession of the principal to a judge in chambers after the decree was signed. But ultimately the principal sum was retained on account of the appeal, and certain costs were paid out of it. S. C. East's Notes, No. CXXIV. Morley's Digest, vol. II. pp. 198—220.

JUDGMENT—

At a Meeting of Her Majesty's Most Honorable Privy Council:

24th June 1826.

Káshí Náth Basák & Ramá Náth Basák... ... ... ... ... ... Appellants,

Hara Sundarí Dásí and Camal Mani Dásí ... ... ... ... ... ... Respondents.

LORD GIFFORD—

*Case* bearing on the vyavasthás Nos. 14. 19, 20, 21. 38 &c.

This is an appeal against a decree of the Supreme Court of Judicature in Bengal. Bishwa Náth Basák, who was one of the three sons of Madan Mohan Basák, the appellants (Defendants) Káshí Náth Basák and Ramá Náth Basák being the two other sons, under the will of the father was entitled to one third part of the movable and immovable property, of which he died seized. Bishwa Náth died an infant under the age of sixteen, leaving a widow (Hara Sundarí Dásí) also an infant, but without any issue. After the husband's death, the suit was instituted by Udoy Chánd Basák, the next friend of the widow, seeking to have the property belonging to the husband.

This case came on to be heard in the Supreme Court, in the month of December 1814, and they pronounced the following decree: "That Bishwa Náth Basák being, at the time of his death, an infant under the age of sixteen years, could not by the Hindu law make a will, bequeathing his estate and property to the defendants after his death, and that the paper writing exhibited in this case on behalf of the defendants marked with the letter A, is not the will of the said Bishwa Náth Basák;" and the Court did further declare, that the said Bishwa Náth Basák having died without leaving issue of his body, the complainant, as his widow, is by the Hindu law entitled to an interest for her life in the whole of his immovable or real estate, and to an absolute interest in the whole of his movable or personal estate.

A Bill of revivor was filed by the appellant, and errors were asigned (by them) in this decreed and in the decree of 8th April 1816. The suit came on again to be heard in the Supreme Court, and from the questions involved in this cause, at the hearing, the Pandits of the Court were called in and examined as to certain points arising out of the Hindu law; and, after their examination, the Supreme Court, on the 11th August 1819, decreed "That the several decrees of the 5th December 1814, and 8th April 1816, should be rectified, and that the respondent Hara Sundarí Dásí should be declared entitled to the real and personal estate of her husband, to be possessed, used, and enjoyed by her, as a widow of a Hindu husband dying without issue, in the manner prescribed by the Hindu law.

Upon this decree, an appeal was brought before His Majesty in Council, and from the importance of the case, their Lordships have been desirous to obtain all the information they could procure in this country upon the subject. They have been recently favored with a very correct note of what took place in the Supreme Court at Bengal upon the discussion of the question, and with the judgment pronounced by the Chief Justice on the occasion.

With respect to the last supposed ground of error in this decree, which was assigned by the appellants, viz. that it was not ordered by either of the decrees, that Hara Sundarí Dasí should reside with or under the care, protection, and guardianship of the appellants, who, as the surviving brothers of Bishwa Náth Basák, were alone entitled to have the care, protection, and guardianship of his widow; the Pandits appear to be unanimous in the opinion, "that a Hindu widow is not bound to live with her

"বিধবাকে যে পতিপক্ষের সহিত একত্র বাস করিতেই হইবে এমত নহে"। উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রের যে মত তাহা বক্ষ্যমাণ অষ্টম প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ পাইবে; দৃষ্ট হইতেছে যে আর যে ২ পণ্ডিত আহূত হইয়াছিলেন তাঁহারাও বক্ষ্যমাণ উত্তরে প্রকাশিত মতে মত দিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা তাহাতে আপত্তি করেন নাই। পণ্ডিতদিগকে যে প্রশ্ন করা যায়, তাহা এই যে "যদি কোন বিধবা ন্যায্য কারণ বশতঃ পতিকুলে বাস না করে তবে তাহাতে তাহার পতিধনাধিকারের স্বত্ব লোপ হয় কি না?" উত্তর—"যদি কোন বিধবা ব্যভিচারাভিলাষ বিনা অন্য কারণ বশতঃ পতিকুলে বাস করা ত্যাগ করিয়া পিতৃমাতৃকুলে বাস করে, তাহাতে তাহার স্বত্ব লোপ হইবেক না"। বর্ত্তমান মকদ্দমায় হরসুন্দরী যে ব্যভিচারাভিলাষে পতিকুলের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিয়াছে এমত ওজর করা হয় নাই—সে স্বামির মৃত্যুকালে কেবল ১২ বৎসর বয়স্কা ছিল, ও তাহার ভ্রাতারা বালক ছিল, অতএব স্বামির মৃত্যুর পর তাহারদিগের আশ্রয় হইতে গিয়া আপাতত মাতার সহিত একত্রে তৎকুলে বাস করা শ্রেয় ও লোকতঃ উত্তম বিবেচনা করিয়াছিল। অতএব পণ্ডিতেরা যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে স্বামির ভ্রাতাদের গৃহ হইতে স্থানান্তরে থাকাতে পতির ধনাধিকারে তাহার স্বত্ব লোপ হয় নাই। এবং মাতার আশ্রয়ে থাকিবার নিমিত্তে তাহাদের নিকট হইতে যাইতে নাদিতে জেদ্ করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই। অতএব আপীলের নিমিত্তে উক্ত ওজর অমূলক দৃষ্ট হইতেছে।

নিম্ন আদালতে এবং এই আদালতে বিবাদচিন্তামণি ও বিবাদরত্নাকর এই অত্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থ দ্বয়, এবং দায়ভাগ ও দায়তত্ত্ব নামক দুই গ্রন্থ প্রমাণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যে প্রদেশে এই মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহা অর্থাৎ বঙ্গদেশ শেষোক্ত গ্রন্থ দ্বয়ের শাসনাধীন। কি উক্ত গ্রন্থ দৃষ্টে কি পণ্ডিতদিগের দত্ত ব্যবস্থা দৃষ্টে বোধ হইতেছে সকলেরই মত এই যে পতির ত্যক্ত স্থাবরাস্থাবর বিষয়ে বিধবার যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা কেন হউক না সে উভয় রূপ বিষয়ের দখল পাইতে যোগ্য, এবং পতিপক্ষেরা তাহাকে অনধিকারিণী করিতে পারে না।

পণ্ডিত দিগের দত্ত বক্ষ্যমাণ উত্তর কতিপয়ে উক্ত মত দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। তাঁহারদিগকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হয় যে "অপুত্র মৃত কোন ব্যক্তির পত্নী যদি পতির ধনাধিকারিণী হয়, তবে উক্ত ধনের স্থাবর ভাগে তাহার অধিকার কি প্রকার, অস্থাবর ভাগেই বা কি প্রকার?" তাঁহারা তাহাতে উত্তর করেন, যে—"বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগ ও দায়শাস্ত্রীয় আর ২ গ্রন্থে বিধবাধিকৃত স্থাবরাস্থাবর ধনের মধ্যে কোন বিশেষ নাই, সে উভয়রূপ ধনেরই যাবজ্জীবন উপ ভোগে অধিকারিণী"। অনন্তর জিজ্ঞাসা করা গেল যে—"এই রূপে অধিকারিণী পত্নীর স্থাবর অথবা অস্থাবর ধনে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব আছে কি না?" (উত্তর) এরূপ ধনে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই, এবং ঐ ধনে তাহার অধিকার অসঙ্কুচিত নয়, সে আপন ক্ষমতা ক্রমে কিছু করিতে পারে না।" (মেক্. কন্. হি. ল. প. ১৩ দ্রষ্টব্য)। প্রশ্ন "এইরূপ অধিকারিণী বিধবা অস্থাবর ধনাধিকারিণী হইলে তাহা দখল পাইতে তাহার অধিকার আছে কি না?" (উত্তর) এইরূপে অধিকারিণী বিধবা অস্থাবর ধনাধিকারিণী হইলে ঐ ধন দখল পাইতে তাহার অধিকার আছে, কিন্তু তাহা উক্তরূপ শাসনাধীন, ঐ শাসন এই যে সে (বিধবা) শাস্ত্র সম্মত নয় এমত দানাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলে তৎ পতিপক্ষ তাহাকে নিবারণ করিবেক।" পঞ্চম প্রশ্ন এই যে—"বিধবার দখল হইতে ঐ বিষয় লইতে পতিপক্ষের কোন অধিকার আছে কি না?" উত্তর "তাহারা তাহাকে ঐ ধন হইতে বেদখল করিতে পারে না, কিন্তু তাহারা ঐ ধন ব্যবহার বিষয়ে শাসন করিতে পারে।" ষষ্ঠ প্রশ্ন এই যে—"পত্নী পুত্রকৃত পতিধন বিভাগে যে ধন পায়, এবং অপুত্র পতির মরণে উত্তরাধিকারিণী রূপে যে ধন পায়, এতদুভয়রূপ ধনে পত্নীর একইরূপ স্বত্ব, কি ভিন্নরূপ?" উত্তর। "এবিষয়ে ভিন্ন ২ মত আছে। কোন ২ পণ্ডিতের মত এই যে পুত্রকৃত বিভাগে স্ত্রী যে ভাগ পায় তাহা স্ত্রীধন গণ্য, ও স্ত্রীধনে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব। দুই প্রকার মতই আছে। আমাদের মত এই যে ঐ ধনকে স্ত্রীধন বিবেচনা করিলেই উত্তম হয়, যেহেতু তাহা পত্নীত্ব স্বত্বে অধিকৃত ধন নাহইয়া বরং দান প্রাপ্তধনের ন্যায়। অনন্তর আর চারি জন পণ্ডিতকে মত জিজ্ঞাসা করাগেলে, তাঁহারা উক্ত আদালতের নিযুক্ত পণ্ডিতের মতে মত দিয়াছেন, কেবল এক বিষয়ে—অর্থাৎ পতির স্থাবরাস্থাবর ধনাধিকারে বিধবার ক্ষমতার শীমাবিষয়ে একমত হয়েন নাই, কিন্তু তাহার দখল পাওয়ার বিষয়ে ভিন্ন মত না হইয়া আর ২ পণ্ডিতের মতে মত দিয়াছেন। অতএব সুপ্রীমকোর্টে যে অস্থাবর ধন আছে এবং প্রধানতঃ যাহার নিমিত্তে এই মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে তাহা যদি সেখানে নাথাকিয়া ঐ বিধবার হস্তে থাকিত তবে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বোধ হইতেছে যে আপিলাণ্টেরা ঐ ধন বিধবার স্থান হইতে লইতে পারিত না।

husband's relatives." I will read the answer to the eighth question put, which will explain what the Hindu law is upon the subject; and in that, it appears, the other Pandits who were called in agreed, or at least, they expressed no objection to the opinion pronounced. The question put is this, "If a widow, for a just cause, ceases to reside with the family of her husband, does she thereby forfeit her right of succession to her deceased husband's estate?" The answer is; "If a widow, from any cause other than unchaste purposes, ceases to reside with her husband's family, and takes up her abode in the family of her parents, her right would not be forfeited." Now, it was not pretended in the case, that she had removed from the protection of her husband's family for unchaste purposes; she was only of the age of 14 years at the death of her husband; his brothers were young men; and she thought it more prudent and decorous, to retire from their protection and live with her mother and her family, after the husband's death: therefore it appears quite clear, from the answers given by the Pandits, that she did not forfeit the right of succession to her husband's estate, on account of removing from the brothers of her late husband; that they had no right to insist upon her not withdrawing from them, in order to put herself under the protection of her mother; and therefore there appears to be no foundation, to that extent, for the appeal.

Now the authorities cited in the Court below, and before your Lordships, were two books of great authority, the *Viva´da Chinta´mani*, and the *Viva´da Ratna´kara*, with two other books, called the *Da´yabha´ga* and the *Da´yatatwa*, said to be the leading authorities in Bengal, in which part of India this question arose. Whether we refer to them or to the opinion delivered by the Pandits, I say, all of these authorities concur in this proposition, that whatever may be the extent of power and control, over the movable or immovable property of the deceased husband, she is entitled to the possession of both, and cannot be deprived of it by the husband's relations.

I will refer to some of the answers of the Pandits which confirm the proposition. They are first asked: "If a Hindu widow succeed to the property of her husband dying without male issue, what interest does she take in his immovable property, and what interest in his movable property?" They say "According to the *Da´yabha´ga* and other Shâstras prevalent in Bengal, there is no distinction in this instance between movable or immovable property; the widow as a life interest in both." They are asked, "Has a widow so succeeding, an absolute interest in the property of her husband, either moveable or immovable?" Answer: "She has not an absolute interest in such property.—She has not an uncontrolled interest in that property. She can do nothing of her own authority." (See Cons. H. L. p. 13). Q. "Has a widow, so succeeding, a right to the possession of the movable property to which she has so succeeded?" A. "The widow, so succeeding, has a right to the possession of the movable property to which she has succeeded, subject to the control before mentioned." That relates to the control on the part of the relations of the husband, if she attempt to dispose of the property in a manner the Hindu law will not allow. The fifth question is, "Have the relatives of the husband any right to take such property out of her possession?" A. "They cannot dispossess her of that property, but they can control her in the use of it." The sixth question—"Is there any difference in the quantity of interest which a woman takes in property by partition between her sons, and that which she takes by death of her husband without issue?" The answer is "There is no difference in the interest so taken. There are different opinions on this subject; some Pandits affirm, that property otained by a woman sharing with her sons, is to be considered as ***stri´dhan*** (separate female property) or her own, over which she has perfect uncontrolled authority; there are opinions both ways.—We are of opinion, that the most eligible mode would be, to consider it ***stri´dhan***, it being more in the nature of a gift, than what she succeeds to in her own right." There were four other Pandits afterwards examined, and they concur in the opinions of the Pandits of the Court, except as to the extent of the dominion which the widow has over the whole of the movable and immovable property; but they concur with respect to the possession: they do not disagree with the other Pandits on the subject of possession. If therefore that part of the personal property in question which was in the Supreme Court and which principally occasioned the litigation, instead of being there, had been in the hands of the widow, the appellants, as it seems, according to the Hindu Laws

পরন্তু এমত আপত্তি করা হইয়াছে যে, অস্থাবর ধনে যদি বিধবার স্বত্ব সঙ্কুচিত তবে উচিত হয় না যে সে তাহার দখল পায়, কিন্তু তাহা ঐ সকল ব্যক্তির নিমিত্তে সাবধানে রক্ষা করা উচিত হয় যাহারা তাহার মৃত্যুর পর তাহা পাইতে কিম্বা শাস্ত্র সম্মত কার্য্যে ঐ ধনের কিয়দংশ ব্যয় হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা পাইতে অধিকারি হইতে পারে। এই আপত্তির উত্তর এই বোধ হইতেছে যে হিন্দু (দায়) শাস্ত্র এমত নহে, প্রত্যুত শাস্ত্রের বিধান এই যে মৃত ব্যক্তির পত্নী বিনা-বাধায় তাহার ধনাধিকারিণী হইবে; এবং এমত নজীর দর্শান হয় নাই যে শাস্ত্রানুসারে কখনো তাহার স্বত্বের ব্যাঘাত করা হইয়াছে, কিম্বা কোন আদালতে তাহার অধিকারের বিরুদ্ধে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমরা বিবেচনা করি যে হিন্দু বিধবা হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ঐ ধন সম্পূর্ণ রূপে দখল পাইতে যোগ্যা।

আমার প্রথমোল্লিখিত বিবাদচিন্তামণি ও রত্নাকরের মত যদি বঙ্গদেশে প্রচলিত হইত তবে বিধবার অধিকারের কিপর্য্যন্ত সীমা, এবং অধিকৃত ধনে তাহার কি পর্য্যন্ত ক্ষমতা তন্নির্ণয় অতি কঠিন হইত, উক্ত গ্রন্থদ্বয়মতে এমত ডিক্রী হইত যে অস্থাবর ধনে সে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী ও স্থাবর ধনে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী; কিন্তু পণ্ডিতেরা কহেন যে রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির মত দায়ভাগে ও দায়তত্ত্বে খণ্ডিত হইয়াছে, শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে স্থাবরাস্থাবর ধনমধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই, কিন্তু অনেক (শাস্ত্রীয়) কার্য্যে উভয় রূপ ধনেই স্ত্রী নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতীর ন্যায় ক্ষমতাবতী। এক্ষণে প্রথম প্রশ্নের উত্তরের দ্বিতীয় ভাগ পঠিতব্য, তাহা পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। তৎ প্রশ্ন যথা—"কোন অপুত্র হিন্দুর মরণে তৎ-পত্নী তদ্বিষয়াধিকারিণী হইলে ঐ বিষয়ের স্থাবর ভাগে তাহার কিপ্রকার অধিকার, অস্থাবর ভাগেই বা কিপ্রকার?" উত্তর—"বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগ ও দায়শাস্ত্রীয় আর২ গ্রন্থানুসারে পত্ন্যধিকৃত স্থাবর ও অস্থাবর ধনের মধ্যে বিশেষ নাই; উভয় রূপ ধনেই বিধবা যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী; মৃত স্বামির পারলৌকিক উপকারার্থে পতিপক্ষের সম্মতি বিনাও সে তাহা বন্ধকদিতে, দান, বিক্রয় বা অন্য প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারে; কিন্তু সে ক্ষান্তা হইয়া এমত করিবে" (আদালতের পণ্ডিতেরা কহেন ক্ষান্তা শব্দে সচরাচর "অনতিব্যয়িনী বুঝায়"; অন্য পণ্ডিতেরা কহেন "ক্ষান্তা অর্থাৎ ভোজনে ও পরিধানে পরিমিতাচারিণী" ব্য. দ. পৃ. ৫৬ দ্রষ্টব্য), "শাস্ত্র সম্মত নয় এমত ঐহিক কর্ম্মে পতিপক্ষের সম্মতি বিনা পতিধন দানাদি করিতে তাহার কোন ক্ষমতা নাই, যদি করে তবে এমত দানাদি অসিদ্ধ"। শাস্ত্র সম্মত কর্ম্ম যথা—"কন্যাকে যৌতুক দান, দেবপূজার মন্দিরাদি নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন ও তদ্রূপ কর্ম্ম শাস্ত্র সম্মত কার্য্যমধ্যেগণ্য"। অনন্তর কহেন—"বিধবা পতিপক্ষে দান করিতে পারে; এবং পতির জ্ঞাতির অনুমতি ক্রমে নিজ পিতৃকুলে দান করিতে পারে"। ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে না যে পতিপক্ষে দানের নিমিত্তে অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক, তাহার পিতৃপরিবারাপেক্ষা পতির জ্ঞাতিরা দানের মুখ্য পাত্র যেহেতু ঐ বিধবা ইহাদের অব্যবধান শাসনাধীনা, এবং ইহাদের মতে চলিতে সে বাধিতা। অনন্তর পণ্ডিতেরা জিজ্ঞাসিত হইলেন যে—'অশাস্ত্রীয় কর্ম্মে যদি বিধবা পতির স্থাবর বিষয় হস্তান্তর করে তবে তদ্রূপ হস্তান্তরকরণ তাহার অনিষ্টে অথবা তৎপতির দায়াদের অনিষ্টে সিদ্ধ কি না; এবং যদি অশাস্ত্রীয় কর্ম্মে পতির অস্থাবর ধন দানকরে তবে ঐ দান তাহার অথবা তৎপতির দায়াদের অনিষ্টে সিদ্ধ কি না? উত্তর "স্থাবর বিষয়ের এরূপ দান তাহার অনিষ্টে সিদ্ধ নয় তৎপতির উত্তরাধিকারির অনিষ্টেও নয়; অস্থাবর ধনেরও এমত দান অসিদ্ধ। স্বামির ধনরূপে যে অলঙ্কার বিধবাকে অর্শে, তাহা যদি শাস্ত্র সম্মত নয় এমত কার্য্যে দত্ত হইয়া থাকে তবে ঐ বিধবা কিম্বা তৎ পতির উত্তরাধিকারিরা তাহা টাকার ন্যায় ফিরিয়া পাইতে পারে *"। তদনন্তর তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইলেন যে—"বিধবা এরূপে মৃত পতির ধনাধিকারিণী হইলে স্থাবর অস্থাবর ধনে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব বর্ত্তে কি না?" (উত্তর) "এইরূপ ধনে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই, সে আপন ক্ষমতায় কিছু করিতে পারে না"। প্রশ্ন "বিধবা এরূপে অধিকারিণী হইলে অধিকৃত অস্থাবর ধন উপরি উক্ত শাসনাধীনে দখলে রাখিতে তাহার অধিকার আছে কি না?" ইহার উত্তর পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—পণ্ডিতদিগের মত এই যে তাহা দখলে রাখিতে তাহার অধিকার আছে। অনন্তর প্রশ্ন করা হইল যে—"শাস্ত্র সম্মত নয় এমত কর্ম্মে দান করিতে ক্ষমতাবতী হইবার নিমিত্তে পতিপক্ষের সম্মতি আবশ্যক স্থলে পতিপক্ষের মধ্যে কাহার২ সম্মতি আবশ্যক?" (উত্তর) "যাহারা ঐ বিধবার মৃত্যুর অব্যবধান পরেই অধিকারি"। তৎপরে তাঁহারা কহেন (মদুল্লিখিত) "বিবাদ-চিন্তামণি ও বিবাদরত্নাকর বঙ্গদেশে চলিত নয়, মিথিলায় অর্থাৎ বেহার প্রদেশে প্রচলিত, দায়ভাগে ও দায়তত্ত্বে। ও বঙ্গদেশ চলিত আর ২ প্রামাণিক গ্রন্থে বিবাদরত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির যে ২ মত বিরুদ্ধ

* আমার বোধ হয় টাকা বলাতে তাহাদের প্রাপ্য টাকাই অভিপ্রেত হইয়াছে। স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে পণ্ডিতেরা অলঙ্কারের কথা বলাতে এই অভিপ্রেত হইয়াছে যে যদি শাস্ত্রীয় কারণ ভিন্ন অন্য কারণে বিধবাকর্ত্তৃক কোন দ্রব্য দত্ত হইয়া থাকে এবং তাহা যদি নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে তবে দায়াদ গ্রহীতা হইতে তাহা ফিরিয়া লইতে পারে।

It has been argued however, that, if she have only a limited interest in the personalty, she ought not to have the possession, but that it ought to be secured for those who may become entitled to it after her death, or what may remain of it after having disposed of any part of that property, in the way she is authorised to do by the Hindu law. But the answer to this argument appears to be this—that is not the Hindu law, but, on the contrary, the widow of the deceased husband is the person who by the law is entrusted with the possession of that property, without restriction; and no case has been produced to shew, that the right has ever been interfered with, according to the Hindu law, or any attempt to dispute it in any court of judicature. We think therefore, that the Hindu widow, by the Hindu law, is entitled to the absolute possession of the property.

With respect to the extent of the widow's interest, and the right of dominion over it, considerable difficulty might arise, if the authority of the books I have first mentioned, the *Chinta´mani* and the *Ratnákara,* prevailed in Bengal. It would seem, that they would warrant the decree, that she was entitled to an absolute right in the movable property, and a life-interest only in the real estate; but the Pandits say, that the authority of the *Ratnákara* and the *Chinta´mani* is overruled by the *Da´yabha´ga* and *Da´yatatwa,* in which no distinction is made between movable and immovable property, that for many purposes she has an absolute interest in both properties. I will now read the other part of the answer to the first question, and to which I before referred. The question is "If a Hindu widow succeed to the property of her husband dying without male issue, what inerest does she take in his immovable property, and what in his movable property?" The answer is, "According to the *Da´yabha´ga* and other Shástras prevalent in Bengal, there is no distinction in this instance between movable and immovable property;—the widow has a life interest in both, and is entitled to the enjoyment of the same, and to dispose of the same by gift, mortgage, sale, or otherwise, for the benefit of her departed husband's soul, even without the consent of her husband's kinsmen; in so doing, she will observe moderation" (the Court-Pandits explained the word moderation, used by them, to mean generally moderation in expenditure; other Pandits, present, say: moderation in diet and clothing. See V. D. p. 57). The court Pandits proceed—"She has no authority whatsoever to dispose of the property by gift, and so forth, for worldly purposes, unconnected with religious purposes, without the consent of her husband's kinsmen; if she does, such act is invalid. Religious purposes include a portion to a daughter, building temples for religious worship, digging tanks, and the like." And then they say. "She may make gifts and donations to the relations of her deceased husband, and with the consent of her husband's kinmen, to her own family." It does not appear that consent is necessary to make gifts and donations to the relations of her deceased husband; the kinsmen of the husband have the priority, with reference to gifts, before her own family, because the widow is under their immediate control, it being incumbent on her to act as they direct. Then they are asked, "If she convey away his immovable property for other than an allowable cause, is such conveyance valid, against herself or the next heir of her husband; and if she give away his movable property for other than an allowable cause, is such gift valid against herself or the next heir of her husband.?" The answer to that is, "Such gift as to immovable property is not valid against herself, or against the next heir of her husband; the same would be invalid as to movable property. Jewels devolving on a widow as part of her husband's estate and given away without allowable cause, could be recovered by her or her husband's heirs the same as money.*" Then they are asked, "Has a widow, so succeeding, an absolute interst in the property of her husband either moveable or immovable?" A. "She has not an absolute interest in such property.—She has not an uncontrolled interest in that property.—She can do nothing of her own authority." Q. "Has a widow, so succeeding, a right to the possession of the movable property to which she has succeeded, subject to the control before mentioned?" I have already stated the answer. They are of opinion, that she has right to the possession. They are then asked, "Where the consent of the husband's kinsmen is necessary to authorize the widow to make gifts, and so forth, for other than religious purposes, who are those kinsmen whose consent is requisite?" A. "Those who are

* This I presume must have meant money due to them. It is evident, I think, when the Pandits spoke of a jewel, they ment to be understood, that if any thing was given by a widow, without allowable canse, it might, if it could be identified, be recovered by the next heir, from the donee.

উক্ত হয় নাই অথবা দোষ দেওয়া যায় নাই তাহাই এদেশে মান্য; উক্ত পণ্ডিতেরা চিন্তামণি ও রত্নাকরের এবং দায়ভাগ ও দায়তত্ত্বের মধ্যে কল্পিত যে বিশেষ তাহার বুনিয়াদে ব্যবস্থা দিয়া তাহা এই মকদ্দমায় খাটাইয়াছেন।

আর চারিজন পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা করা হয়; আমার বোধ হইতেছে যে আদালতের পণ্ডিতেরা বিধবার যে প্রকার অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন উক্ত চারি পণ্ডিত তদপেক্ষা অধিক স্বীকার করেন, ইঁহাদের মত এই যে আদালতের পণ্ডিতেরা যে কার্য্যে দানাদি করিতে বিধবার ক্ষমতা থাকা কহেন, তদতিরেকে ইঁহারা কহেন যে আর ২ কর্ম্মেও দানাদি করিতে তাহার ক্ষমতা আছে, কেননা তাঁহারা কহেন যে এ প্রকার দানাদি করণে অধর্ম্মাচরণ হইলেও ঐ দানাদি সিদ্ধ হইবে। তাঁহারা (আরো) কহেন যে "আদালতের পণ্ডিতদিগের দত্তমতে আমরা এই বিষয়ে অসম্মত, যে দায়ভাগ ও দায়তত্ত্বানুসারে যদিও উক্তরূপ দানে দাত্রীর প্রত্যবায় হয় তথাপি দান সিদ্ধ। আদালতের পণ্ডিতেরা দায়ভাগকে নিজব্যবস্থার প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, অতএব আমাদের মত তাঁহাদের মত হইতে ভিন্ন। উক্ত গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থসকল আছে. যাহাতে উপরি উক্ত বিষয় দান অসিদ্ধ কথিত হইয়াছে; প্রাচীন স্মার্ত্তদের মত এই যে যে ব্যক্তির যে ধনে সম্পূর্ণ স্বামিত্ব নাই অথবা অসঙ্কুচিত স্বত্ব নাই তৎকৃত তদ্ধনদান অসিদ্ধ, ইহাতে স্থাবরাস্থাবর ধনের মধ্যে বিশেষ আছে, ইত্যাদি। আমাদিগের মত এই যে, দায়ভাগের মতানুসারে পতিপক্ষের সম্মতি ক্রমে বিধবা ধর্ম্মকর্ম্মে স্বামির ধন দানাদি করিতে পারে, এবং পতিপক্ষের সম্মতি বিনা ধর্ম্মকর্ম্ম ভিন্ন অন্যকর্ম্মে দানাদি করিতে তাহার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তথাপি যদি সে করে তবে ঐ দানাদি সিদ্ধ, যেহেতু ঐ ধনে তাহার স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র ও চণ্ডেশ্বর কহেন অপুত্রমৃত ব্যক্তির পত্নী ধনাধিকারিণী হইলে, ঐ ধনের স্থাবর ভাগে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই, কিন্তু অস্থাবর ভাগে আছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মত দায়ভাগে ও দায়তত্ত্বে অগ্রাহ্য কথিত না হওয়াতে তাহা এ প্রদেশে ও প্রামাণ্য বিবেচিত হইয়াছে,; কি দায়ভাগে কি দায়তত্ত্বে উক্ত কথা বিশেষ রূপে লিখিত হয় নাই। বিবাদ চিন্তামণি কর্ত্তা—বাচস্পতি মিশ্র, এবং বিবাদরত্নাকর কর্ত্তা—চণ্ডেশ্বর। পরে রঘুরাম শিরোমণি ও কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার নামক অন্য দুইপণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা করা হয়, যথা—"কল্য আপনাদিগের শ্রুতিগোচরে আদালতের পণ্ডিতেরা দায় শাস্ত্রীয় ভিন্ন ২ বিষয়ে যে মত দিয়াছেন তাহাতে আপনারা সম্মত কি না? যদি আপনকারদের মত ঐ রূপ হয় তবে বলুন, নতুবা কি ২ বিষয়ে আপনাদের ভিন্নমত তাহা ব্যক্ত করুন? তাঁহারা উত্তর করিলেন "কল্য আদালতের পণ্ডিতেরা যে২ ব্যবস্থা দিয়াছেন এক বিষয় ভিন্ন তৎসমুদয় আমাদের মতের সহিত মিলে, অর্থাৎ—কল্য তাঁহারা কহিয়াছেন যে শাস্ত্র সম্মত নয় এমত কার্য্যে বিধবা কৃত স্থাবরাস্থাবর বিষয়ের দানাদি তাহার নিজের অনিষ্টে অথবা তদব্যবধান পর দায়াদের অনিষ্টে সিদ্ধ নয়; এই মতের সহিত আমাদের মত এই অংশে মিলে যে উক্তরূপ দান তৎস্বামির দায়াদের অনিষ্টে অসিদ্ধ, অপরাংশে মিলে না অর্থাৎ অস্মন্মতে ঐ দান ঐ বিধবার অনিষ্টে সিদ্ধ, সে তাহা পুনর্ব্বার দাওয়া করিতে পারে না, কিন্তু দায়াদরা পারে *

এই সকল ভিন্ন২ মতের তাৎপর্য্য, আমাকে এই বোধ হইতেছে তাঁহাদের সকলেরই মতএই যে হরসুন্দরী দাসী সম্পূর্ণরূপে বিষয় দখল পাইতে পারে। কোন ২ কার্য্যে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কার্য্যে ও কন্যার যৌতুকে, ও পতিপক্ষে স্বামির ধন দানাদি করিতে তাহার স্পষ্ট ক্ষমতা আছে, কিন্তু বক্ষ্যমাণ বিষয়ে তাঁহাদের মতের ঐক্য হয় না—অর্থাৎ আদালতের পণ্ডিতেরা কহেন যদি বিধবা পতিপক্ষের সম্মতি বিনা অশাস্ত্রীয় কার্য্যে পতির ধন দানাদি করে তবে তাহা অসিদ্ধ হইবে, অন্য পণ্ডিতেরা কহেন শাস্ত্র সম্মত নয় এমত কার্য্যে দানাদি করিলে যদিও প্রত্যবায় হয় তথাপি ঐ দানাদি পতির দায়াদের অনিষ্টে সিদ্ধ থাকিবে। আদালতের পণ্ডিতদিগের মতের সহিত উক্ত চারিজন পণ্ডিতের মত উক্ত বিষয়ে মিলে না। শেষোক্ত পণ্ডিত চতুষ্টয় রত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির যে মত দায়ভাগে ও দায়তত্ত্বে খণ্ডিত হয় নাই তৎ প্রমাণে ব্যবস্থা দেন।

এই মকদ্দমাতে বিস্তর বিবেচনা এবং উল্লিখিত প্রমাণ সকল প্রণিধান ও বিদেশীয় আদালতে দক্ষতা পূর্ব্বক যে তর্কবিতর্ক করা হইয়াছে তাহা এবং প্রায় তদ্রূপ যে বাদানুবাদ এ আদালতের কৌন্সিলিরা করিয়াছেন তাহা শ্রবন ও বিবেচনান্তে, আমার বোধ হইতেছে যে বাঙ্গালার সুপ্রিম কোর্ট যে মত করিয়াছেন তাহা ন্যায্য, —অর্থাৎ হরসুন্দরী ও তৎপতির ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধীয় বস্তুর দখল বিষয়ক বিবাদে, হরসুন্দরী উক্ত

* উক্ত পণ্ডিতেরা ইহা কহিয়া যে—"উক্তরূপ দান তৎ স্বামির দায়াদের অনিষ্টে অসিদ্ধ, কিন্তু ঐ বিধবার অনিষ্টে সিদ্ধ, সে তাহা পুনর্ব্বার দাওয়া করিতে পারে না, কিন্তু দায়াদেরা পারে"—অতিন্যায্য রূপে আদালতে পণ্ডিতের মতের অসম্মত হইয়াছেন।

next immediately to inherit the property after her decease." Then they say, " The *Viva'da Chinta'mani* and *Viva'da Ratna'kara*" (the authorities to which I have alluded) " are not current in Bengal; they are of authority in Mithilá (Behar); the *Viva'da Ratnákara* and the *Vivâda Chinta'mani* are of authority in this country, where uncontradicted and uncensured by the *Dáyabhága* and *Dáyatatwa* and other treatises current in Bengal." And they rest their opinion upon the supposed difference between the *Chinta'mani* and *and Ratna'kara, Da'yabha'ga* and *Da'yatatwa*, as applicable to this case.

Four other Pandits were examined, who appear to me to carry the rights of the widow further than the Court Pandits had done; for they are of opinion, that she has the power of alienation for other purposes, beyond those which the others say she possessed, for they say, that her act of alienation would be valid, though violating her religious duties in so doing. They say, " We differ in opinion from the Pandits of the Court in this respect; according to the *Da'yabha ga* and *Da'yatatwa*, the donation of property is valid, although the donor incurs moral guilt. The Pandits of the Court have quoted the *Da yabha'ga* as their authority; we therefore differ from them in opinion. There are older treatises of law by which donation of property as before stated is declared void; the ancient lawyers are of opinion, that the alienation of property by a person who has not uncontrolled authority over it is void; and in this, there are distinctions as to fixed and movable property, and so forth. It is our opinion that, consonant with the doctrine laid down in the *Da'yabha'ga*, the widow has authority to dispose of her husband's property for religious purposes, with the consent of her husband's relations, and that she has not the power to dispose of it for other than religious purposes, without their consent; but that if she does so, the disposal is valid, she having a vested right therein. Váchaspati Misra and Chandeshwara declare, that a childless widow, succeeding to her husband's property, has independent authority over the movable part of her husand's estate, and not over the fixed property. The doctrines laid down in these two codes, which have not been declared inadmissible by the authors of the *Da'yabha ga* and *Da'yatatwa*, are still considered of authority, in this part of the country; this doctrine has not been contradicted in the *Da'yabha'ga* and *Da'yatatwa*; the subject is not particularly noticed in either of these books: the compiler of the *Viva'da Chinta'mani* was Váchaspati Misra, and the compiler of *Viva'da Ratna'kara* was Chandeshwara." Two other Pandits were examined, Raghu Rám Shiromani and Krishna Chandra Bidyálankára, and they were asked, " Do you agree with or differ from the opinions of the Court-Pandits delivered yesterday in your hearing, on the several points of law as laid down by them? If you agree, say so, if not, state in what respects you differ." Their answer was, " We agree upon all points with the opinions given by the Court Pandits yesterday, with this exception—they yesterday stated, that gifts of movable and immovable property, made by a widow, for other than allowable causes, were not valid against herself or the next heir of her husband. We agree with them, that such gifts are not valid as against the next heir of her husband; but we say, that they are valid as against the widow, who could not reclaim them, whereas the heir is entitled to do so.*"

The result, as it appears to me, of these different opinions is this; that they all agree, as I have already stated, that the widow Harasundari Dási' is entitled to absolute possession; that she has, for certain purposes, a clear authority to dispose of her husband's property; she may do it for religious purposes, including dowry to a daughter, and making gifts, and donatious to the husband's family—but they differ in this; the Court Pandits say, that if she alienates the property for other purposes, without the consent of the husband's relations, it would be invalid; the others say, that though she would incur moral blame, if applied for purposes not allowed, yet the act would be valid as against the relations of the husband; in that respect the four Pandits differ from the Pandits of the Cout, founding their opinion upon the doctrines contained in the *Ratna'kara* and *Chinta'Mani* were not overruled by the *Da'yabha'ga* and *Da'ya'ta'twa*.

After therefore a very anxious consideration of this case, and the authorities, and, as I have already stated, after perusing the very able discussion which took place in the Court abroad, and exhausted by the almost equally able discussion at the bar, it appears to me, that the principle on which the Supreme Court of judicature at Bengal has proceeded is the right principle, namely, that in the contest for the possession of this property, between her and the relations of her husband, she is entitled to the possession

* They very rationally disagree, by saying that such gifts " are valid as against the widow who could not recover them, whereas the next heir is entitled to do so." Cons. H. L. p. 17.

বিষয়ের দখল পাইতে যোগ্যা, কিন্তু হিন্দু বিধবার অধিকারানুসারে সে তাহা ভোগ করিবে মাত্র. ঐ অধিকার যে কিপর্য্যন্ত—অর্থাৎ ঐ বিষয় দানাদি করিতে যে তাহার কিপর্য্যন্ত ক্ষমতা আছে তাহার নির্ণয় করা আমাকে অসাধ্য বোধ হইতেছে—যেহেতু যখন সে দানাদি করিবে তখন যে অবস্থায় বা নিমিত্তে তাহা করা হয় তদ্বিবেচনায় তাহাতে তাহার ক্ষমতা থাকা নাথাকা বিবেচনা করিতে হইবে, পরন্তু দানাদি বিষয়ে যে শাস্ত্র আছে তদনুসারে ঐ দানাদি হওয়া চাই। অতএব এই সকল অবস্থায় আমাদিগের মত এই যে, যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহা আমার উল্লিখিত মতানুসারে বহাল থাকা উচিত, আমারদিগে বোধ হইতেছে যে এই আপীলের নিষ্পত্তিতে উক্ত মতাবলম্বন করাই উচিত। এই আপীলে বাদানুবাদ কালে কোন সুপণ্ডিত সাহেব অর্থাৎ কোর্ট অব্ একস্‌চেকরের প্রধান ব্যারন্ উপস্থিত ছিলেন, খেদের বিষয় এই যে তিনি অদ্য উপস্থিত নাই। পরন্তু ইহা ব্যক্ত করণে আমার পরমাহ্লাদ জন্মিতেছে—যে আমার কৃত বিচারে অর্থাৎ এই আপীল ডিস্‌মিস্ হইয়া নিম্ন আদালতের ডিক্রী বহাল থাকা উচিত হয় ইহাতে তাঁহার মত আছে। ক্লাক সাহেবের রিপোর্ট পৃ. ৯১—১০১। মর্ন্টি ওর সংগ্রহীত হি. ল. ঘটিত মকদ্দমাৎ পৃ. ৪৯৫—৫০৭।

হরসুন্দরীর মকদ্দমা উপলক্ষে সর ফ্রান্‌সিস্ মেকনাটন সাহেব যে বিবেচনা করিয়াছেন তাহা অতি ন্যায্য ও বিচার সম্মত, তদ্ যথা—"যদি (এই সকল) স্ত্রীরা অস্থাবর ধনে কেবল যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী, তবে তাহাদের হস্তে তাহা সমর্পণ করিলে পরিণামে কি ঘটিতে পারে তাহা বিলক্ষণ বিবেচনা করা উচিত। হরসুন্দরী দাসীকে তৎপতির অস্থাবর ধন সমর্পণ করিতে যে আদেশ হইয়াছে, তাহাতে কোনক্রমে এমত স্বীকার করা হয় নাই যে সে তাহা যথেচ্ছা দানাদি করিতে পারে। কি জীবিত কি মৃত সকল প্রামাণিক স্মার্ত্তেরাই ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে তাহার মরণান্তে তৎপতির দায়াদরা ঐ ধনাধিকারি। ঐ ধন তাহার হস্তে সমর্পিত হইলে তাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে (শাস্ত্রে) স্বীকৃত যে পতির দায়াদের স্বত্ব. তাহা ঐ বিধবার অপরিণামদর্শিতায় বা যথেচ্ছাচারে লুপ্ত হইল, অতএব আমার বিবেচনায় এই বই আইসে না যে হরসুন্দরীকে আসল টাকা সমর্পণের হুকুমের নারাজিতে যে আপীল হইয়াছে তাহা যেমত ন্যায্য, সঞ্চিত সুদ দিবার হুকুমের নারাজিতে যে আপীল হইয়াছে তাহা তেমনি অকারণ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে পত্নী অথবা মাতা অধিকারিণী হইলে তাহারদিগকে বিষয়ের দখল দেওয়ান রীতি হইয়াছে,—এবং হরসুন্দরীর স্বামির ধন যদি আপীলের অনুরোধে আটক না থাকিত তবে নিশ্চিত তাহার হস্তে যাইত। হরসুন্দরীর মৃত্যুর পর ঐ ধনে তৎ পতির উত্তরাধিকারির যে স্বত্ব তাহা নির্ব্বিবাদ, এবং ঐ স্বত্বজন্য (আবশ্যক রূপে) উচিত যে হরসুন্দরীকে বিষয় নষ্ট করিতে না দেওয়া। এতাবতা কর্ত্তব্য কি? সে যে দখল পাইলে নিবারণ করার পুর্ব্বেই সকল ক্ষতি করিতে সমর্থা হইবে। ইহাও বিবেচ্য যে স্বামি মরিলে হিন্দুস্ত্রীদের নিয়মে ও শাসনে থাকার অনেক ব্যতিক্রম হয়। পূর্ব্বে বিধবারা পতিপক্ষের সহিত অর্থাৎ যাহারা তাহার মরণান্তে বিষয়াধিকারি তাহাদেরই সহিত একত্র থাকিত। ইহাতে ব্যয়ের ধরাধর কর্ম্মণ্য রূপেই হইত, এবং অধিকারাকাঙ্ক্ষিদের ভাবি স্বত্বের সম্পূর্ণরূপ রক্ষণাবেক্ষণ হইত। অধিকন্তু আমরা শ্রুত হইয়াছি যে পতির আবাসই বিধবার প্রকৃত বাসস্থান; পতি পক্ষের সহিতই তাহার বাস করা উচিত; কিন্তু স্থানান্তরে বাস করিলেও স্বত্ব লোপ হয় না যদি বাসপরিবর্ত্তন ব্যভিচারিণী হওয়ার মতলবে না হয়। কিন্তু তাহার যে মতলব কি তাহা সেই জানে, পরন্তু তাহার যেমত মনের গতি সে তেমনি করিবে। শাসন বিমুক্তা—চাটুকার-বেষ্টিতা—সম্পত্তি শালিনী—কুপ্রবৃত্তিজননভাজনী,— অনভ্যস্তস্বাতন্ত্র্যা, সংসারানভিজ্ঞা,— এবং তাৎক্ষণিক অভিলাষের পূরণকে সর্ব্ব সুখ জ্ঞান কারিণী যে সে বিধবা সে যে পতির দায়াদের নিমিত্তে বিশ্বস্ত জিম্মাদার হইবে, অথবা ঐ দায়াদেরা প্রাপ্তব্য ধনাধিকারের কোন রকম খাতিরজমা পাইতে পারিবে এমত আশা করা যাইতে পারে না, বিশ্বাসও হয় না। কোন২ কার্য্যে মূল ধনের কিয়দংশ ব্যয় অনুমত হওয়া কথিত হইয়াছে, তাহাই হউক, কিন্তু তাহা কি বিবেচনাশক্তি রহিতা যে সে বিধবা তাহার ইচ্ছানুসারে হইবে, অথবা সে অতিব্যয়িনী হইলে যাহাদের লাভ তাহাদের বিবেচনানুসারে হইবে? আমি পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করি না আমার অভিপ্রায় কখন তেমত নহে। আমার ইচ্ছা এই যে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্যানুসারেই চলা হয়, এবং যে ব্যক্তি যাহা পাইবার যোগ্য তাহা তাহাকে দেওয়া হয়, কিন্তু যদি কাল বিবেচনানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবহৃত না হয়, তবে তাহার তাৎপর্য ও গেল বিধান ও বৃথা হইল। যদি এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ও অপর ব্যক্তি পরে অধিকারী তবে ন্যায্যই এই যে তাহারা স্ব২ স্বত্বানুসারে সাহায্য পায়। স্বীকৃত হইয়াছে যে বিধবা (মৃত) পতির বিষয়ের উপস্বত্ব ভোগিনী। কিন্তু ঐ বিষয় যদি কেবল টাকা হয়, তবে বিবেচ্য এই যে মুল ধন নিজ দখলে রাখিতে তাহার অধিকার আছে কি না? যদি বলাই যায় যে তাহার এমত অধিকার আছে, তাহা হইলে, যে কালে ও যে শাস্ত্রানুসারে এমত অধিকার বিধবাকে দত্ত হয়, ঐ কালের ও শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্ট করা উচিত। যদি এমত করা

of the property, but that she is only entitled to enjoy it according to the rights of a Hindu widow, which rights it appears to me to be absolutely impossible to define—I mean the extent and limit of her power of disposing of it; because, it must depend upon the circumstances of that disposition, whenever such disposition shall be made, and must be consistent with the law regulating such dispositions. Under these circumstances therefore, we are of opinion, that the decree appealed against ought to be affirmed, resting upon the principle I have stated, which, as it appears to us, is the proper principle to be adopted in deciding this appeal. This case when argued was heard by a very learned person who was then present, and who is unfortunately absent to-day, I mean the Chief Baron of the Court of Exchequer, and I have great satisfaction in stating, that he concurs in the decision I have pronounced, namely, that this appeal ought to be dismissed, and the decree appealed against affirmed. Clarke's Reports, pp. 91—101 ; Montriou's Cases of the Hindu law, pp. 495—507.

Alluding to the case of Hara Sundarí, Sir Francis Macnaghten very justly observes :—"If these females have a life interest only, in movable property, the probable consequences of committing it to their custody ought to be seriously considered. The order which had been made for the delivery of her husband's personal property to Hara Sundarí Dási, did not by any means acknowledge her right to dispose of it at her own pleasure. It is admitted by all authorities, living and dead, that her husband's relations are entitled to it at the expiration of her life. If it be put into her hands, it will be liable to waste, and the acknowledged rights of her husband's family may be defeated by her weakness or her will. I cannot therefore but think that an appeal against the order which directed a dilivery of the principal to her, was as proper ; as an appeal against that, which directed the accumulations to be paid to her, was unreasonable. That it has been usual to give a widow, or a mother, possession of the property to which she may succeed, must be admitted—and that the money of her husband's estate, would, had it not been for the appeal, have gone into the hands of Hara Sundarí Dási, is certain. Yet the right of her husband's heirs to it after her death, is indisputable, and the justice of restraining her from waste, is a necessary consequence of this right. What then is to be done ? Possession will enable her to do all the mischief, before any restraint can be applied. It must not be forgotten that the discipline of Hindu women who have lost their husbands, has been greatly relaxed. Formerly a widow lived with the relations of her husband ; with the very persons entitled to the property after her death. This was an effectual control over the expenditure, and a sufficient security for the expectants. We are still told, that the family house is her proper abode ; that she ought to live with her husband's relations ; but that she may live elsewhere without penalty, provided she does not change her residence for unchaste purposes. Her purposes are known to herself alone ; and her practices will be regulated by her inclination. Freed from restraint,—surrounded by parasites,—possessing wealth,—exposed to temptation,—unused to liberty,—ignorant of the world,—and conceiving all happiness to consist in the indulgence of her own immediate desires, can it be hoped or believed, that she will prove a faithful trustee for the heirs of her husband, or that they can have any thing in the nature of security for a succession to their rights ? For certain purposes, a reduction of the capital is said to be allowed. Be it so. Is this to be left to the will of her who has no discretion—or the discretion of those who have an interest in her prodigality ? I do not recommend innovation ; far from it. I desire to adhere to the law in its substance ; and to give every body that which he is entitled to claim ; but if law be not adapted to times, it will be lost both in spirit and in principle. If one be entitled to the immediate, and another to the ultimate, enjoyment of property, it is surely reasonable and just that they should have equal protection according to their several rights. It is admitted that the widow has a right, for life, to the *produce* of her husband's property. Supposing that property to consist of money, the question is, has she or has she not, a right to possession of the principal ? Let us say that she has. It then becomes us to look back to the time when this right was conferred, and to consider the effect of the law by which it was accompanied. If we do so, we may be satisfied that the right was but nominal that the possessor was under control ; and that the expectant was invested with a power sufficient for

যায়, তবে আমাদের হৃদ্বোধ হইবে যে ঐ অধিকার নামে মাত্র, তদধিকারিণী শাসনাধীনা, এবং তদ্ধনাকাঙ্ক্ষির অর্থাৎ ঐ ধনে যাহার ভবিষ্যৎ স্বত্ব সম্বন্ধ আছে তাহার এমত উপায় করিতে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, যাহাতে তৎ প্রাপ্তব্য ধন নষ্ট না হয়। যদি এক পক্ষ তৎ প্রাপ্তব্য ধনের খাতিরজমা রহিত হয়, তবে এমত খাতিরজমার অধীনে হইয়াছিল যে স্বত্বাধিকার তাহা আর থাকা ন্যায্য হয় না। বিধবাকে দখল দিতে অস্বীকার হইলে তাহার ক্ষতি কি? যেহেতু শাস্ত্রমতে সে যাহা ব্যবহার করিতে পারে দখল না পাইয়াও যে সে তাহা পাইবে, অথচ শাস্ত্রমতে যাহা দায়াদকে অর্শিতে পারে তাহা সে নষ্ট করিতে নিবারিতা হইবে। দখল পাইলেই কিছু তাহার অধিকার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু দখল দেওয়া হইলে তাহাকে অপ্রতিকার্য্য ক্ষতির ক্ষমতা দেওয়া হইবে। যেমত বিধবার স্বত্ব তেমনি তৎপতির দায়াদের স্বত্ব শাস্ত্রমূলক—আমি বোধ করি ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে শাস্ত্রের এমত অর্থ করা উচিত যাহাতে উভয় স্বত্ব রক্ষা হয়। ইংলণ্ডের সংস্থাপিত আইন এই যে "হিন্দুদের ব্যবহারীয় ও শাস্ত্রীয় আচার মান্য করিতে হইবে"—যদিও তাবৎ পণ্ডিত একমত নহেন, তথাপি তাঁহাদের অধিকাংশে স্বীকার করেন যে বিধবা পতি পক্ষের সম্মতি বিনা শাস্ত্রীয় কার্য্যে অথবা পতির পারলৌকিক উপকারার্থে পতির মূল ধন দানাদি করিতে পারে।

সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঐ দানাদি কোন শাসনাধীন হওয়া কেবল ন্যায্য নয় কিন্তু স্বত্ব রক্ষার নিমিত্তে আবশ্যক; পরন্তু ঐ শাসন যেমত আদালতে হইতে পারে তেমত আর কোথাও হইতে পারে না। যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিচার করেন তাঁহারদিগকে উচিত হয় যে স্ব ২ আপত্তি ত্যাগ করিয়া ঐ সকল আচার ও ব্যবহারের প্রতি মনোযোগ করেন যাহা মান্য করিতে তাঁহারা বাধিত। যদি তাঁহারা আবশ্যক ধর্ম্মকর্ম্মে যাহা ব্যয় হয়, তাহা দেখিয়া, এবং যাহাতে ধর্ম্মকর্ম্ম করণচ্ছলে পতির উত্তরাধিকারী বঞ্চিত না হয়, এমত সাবধান হইয়া; উক্ত রূপে কর্ম্ম করেন তবে সকলেরই স্বত্ব ও অধিকার বজায় থাকিবে। ন্যায্য যে ব্যয় তাহা দায়াদকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে; এতাবতা নিরীহ উত্তরাধিকারির অনিষ্টে কৃত প্রতারণা কার্য্য কারক হইবে না। আমি ইহা স্বীকার করি, এবং এ বিষয় বিবেচনায় ইহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে বিধবা যে কর্ম্মে পতির ধন ব্যয় করিতে পারে সে ধর্ম্মকর্ম্ম,—আমার নিজের যে অভিপ্রায় ও মত তাহা দূরে থাকুক,—পরন্তু যদি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে যে ব্যক্তি বর্ত্তমানে অধিকারী সে যেমত নিজ স্বত্ব রক্ষা বিষয়ে আইনের আশ্রয় বা সাহায্য পাইতে পারে তেমনি যে ব্যক্তির ভবিষ্যত স্বত্ব সম্বন্ধ আছে সেও নিজ (ভাবি) স্বত্ব রক্ষা বিষয়ে আইনের আশ্রয় পাইতে পারে, এবং যদি উভয়েরই ভিন্ন ২ অধিকার সমান হয়, তবে উভয় রূপ অধিকারই সমভাবে রক্ষিত হওয়া অতিশয় উচিত। অধিকার সকল পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিপরীত হওয়া অসম্ভব, এবং ইহা বলাও অত্যন্ত অলীক যে এক ব্যক্তির যে বিষয়ে অধিকার আছে তাহা হইতে তাহাকে নিরাস করিতে অন্যের অধিকার আছে, এমত বাক্য অনর্থক এবং অত্যন্ত বিরুদ্ধ। মেক্. কল্. হি. ল. পৃ. ৯৩—৯৭।

"তাহার পর উত্তরাধিকারিরা পাইবে *" ইহা বলিয়া পত্নীর পরেই দায়াদগণের অধিকার গণ্য করাতে, পত্নীর নিধনকালীন দায়াদগণের জীবনই ঐ অধিকার ঘটনের হেতু, অতএব—

দায়াদা ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুরিত্যনেন * পত্ন্যা ঊর্দ্ধং পত্যুর্দায়াদানা মধিকার স্মরণাৎ, পত্নীনিধনকালীন জীবনাদেব তদ্দায়াদানমাধিকারঃ সঙ্ঘটতে, তেন—

ব্যবস্থা ৪৫ পত্নীর মরণকালীন জীবিত থাকে যে নিকট সম্পর্কীয়েরা তাহারাই তৎপরে অধিকারি †।

৪৫ পত্নী-মরণকালীন জীবিতা যে নিকট সম্বন্ধিনস্তে এব তদূর্দ্ধং দায়াধিকারিণঃ †।

পতির মরণকালীন জীবিত ছিল কিন্তু পত্নীর জীবনকালীন মরিয়াছে যে নিকট সম্পর্কীয়েরা তাহাদের উত্তরাধিকারিরা তাহাতে অধিকারি নয়।

নতু পতিমরণকালীন জীবিতানাং পত্নীজীবনকালীন মৃতানাং নিকটসম্বন্ধিনাং পুত্ত্রাদয়ঃ।

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. ব্যবস্থা ২০। † মেক্. হি. ল. বা. ১, চ্যা. ২, পৃ ২৬, ২৭।

his own security. One party being deprived of his security, is it consistent with reason or justice that the right which was given subject to such security should still be retained ? In what respect is the widow aggrieved by a denial of possession ? Without possession she will receive all that she can lawfully use, but will be prevented from dissipating that which is lawfully to devolve upon another. By possession, her right is not enlarged. It will give her the power of doing irreparable wrong. The reversioner's right is as well founded as that of the widow—and I think it will be admitted, that the law ought to be so administered as to render it consistent with the preservation of both. Regard is to " be had to the civil and religious usages of Hindus." This is the statute law of Englnd—and, if the Pandits are not unanimous, a great majority of them certainly declare that the widow may, for religious purposes, or for the benefit of her husband's soul, dispose of his property, without the consent of his relations.

Every thing considered, it is not only reasonable but indispensable to the maintenance of right that these expenditures should be under some control; and where can this control be so properly placed as in courts of justice? Those who administer the Hindu law ought to cast off their own prejudices, and attend to the usages which they are bound to regard. If they act in this temper, looking upon disbursements for religious purposes as necessary, and taking care that the next in remainder shall not be defrauded under a pretext of their performance, the rights and privileges of all will remain uninvaded. The reversioner must submit to all proper deductions; and simplicity will no longer be wrought upon by imposture, to his prejudice. I admit, and in considering this subject I am bound to admit, that the purposes for which a widow may expend the wealth of her husband, are religious. My own sentiments and opinions are quite out of the question;—but if it be not denied that the interest of him in remainder, is as well worthy of the law's protection, as the interest of him in possession,—if the right of both to their several interests be equal, they surely ought to be equally secured. It is impossible that rights can be contrary, and opposite, to each other; and to say that one has a right to a thing, which another has a right to deprive him of, is absolute nonsense in itself, and in terms a downright contradiction. Cons. H. L. pp. 93—97.

As the right of the husband's heirs is recognised after the widow's death, under authority of the text " after her let the heirs take it;* " it follows that their right accrues from their existence at the time of the widow's death (natural or civil) : consequently,—

**45. Those of the nearest relations are alone entitled to inherit who live at the time of the widow's death† :** vyavastha'

And not the heirs of those who lived at the time of the husband's death, but died during the life of the widow.

* See V. D. Vyavastha' No. 20. † See Macn. H. L. vol. I. pp. 26, 27.

৪৫ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

৵০ বিরোধীয় বিষয়ের চারিআনা অংশের মালিক লক্ষ্মীনারায়ণ, তিন পুত্র রাখিয়া মরে—ঐ তিন পুত্রের (অর্থাৎ শ্যামচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, ও রুদ্রচন্দ্রের) মধ্যে দ্বিতীয় ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র এক স্ত্রী রাখিয়া বাঙ্গালা ১১৯০ সালে নিস্‌সন্তান মরিলে উক্ত বিষয়ে তাহার যে অংশ তাহা তাহার দুই ভ্রাতা দান পত্রদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া এজহারে দখল করিয়া লয়, কিন্তু মৃত ব্যক্তির পত্নী রাধামণি তাহাদের নামে নালিশ করিয়া শেষে সদর দেওয়ানী আদালত হইতে ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়া তাহার স্বামী জীবদ্দশায় যে অংশ ভোগ করিয়াছিল তাহার দখল পাইল। মৃত গোবিন্দচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও বাদি শম্ভুচান্দ্রের পিতা শ্যামচন্দ্র ১৮১৯ সালে এবং গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী রাধামণি ১৮২১ সালে মরিল। রাধামণি সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর দ্বারা পতির মরণান্তে যে বিষয় অধিকারিণী হইয়া মরে তাহার অর্দ্ধেকের নিমিত্তে বাদী এই দাওয়া উপস্থিত করে। বাদী বয়ান করে যে তাহার পিতা ও প্রতিবাদির মধ্যে এই শরতে এক একরার লিখিত পঠিত হয় যে রাধামণির মৃত্যুর পর তাহার অধিকৃত বিষয় তাহারা সমান ভাগ করিয়া লইবে, যদি তাহাদের কেহ রাধামণির পুর্ব্বে মরে তবে যে (ভ্রাতা) মরিবে তাহার উত্তরাধিকারী জীবিত অপর ভ্রাতার সহিত সমভাগী হইবে। জওয়াবে লিখিত হয় যে বাদির এজহারি একরার কখনো লিখিত পঠিত হয় নাই, তাহার পিতা রাধামণির জীবন কালে মরাতে, রাধামণির ত্যক্ত বিষয়ে যথাশাস্ত্র তাহার কোন দাওয়া নাই। ঢাকার কোর্টের তৃতীয় জজ এজহারি একরার যথার্থ কি না ইহার প্রতি প্রনিধান না করিয়া, পরন্তু ইহা বিবেচনা করিয়া যে এই মকদ্দমার নিষ্পত্তি প্রধানতঃ শাস্ত্রের বিধানের উপর নির্ভর করে, আদালতের পণ্ডিতকে এই প্রশ্ন করিলেন যে—যাবজ্জীবন পতি ধনোপভোগিণী পত্নীর মরণে তৎপতির (জীবিত) ভ্রাতা ও মৃত ভ্রাতার পুত্র তদ্বিষয়ের দাবীদার। এ অবস্থায় তাহাদের মধ্যে কে ঐ বিষয়াধিকারী?—ঢাকা কোর্টের পণ্ডিত উত্তর করিলেন যে তাহারা উভয়েই ঐ বিষয়ের সমান ভাগ পাইবার যোগ্য। কিন্তু জজেরা এই ব্যবস্থার ন্যায্যতা বিষয়ে সন্দেহ করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে এই প্রার্থনায় মকদ্দমা প্রেরণ করিলেন যে তথাকার পণ্ডিতেরা উক্ত ব্যবস্থা ন্যায্য কি না তাহার রিপোর্ট করেন। পণ্ডিত শোভাশাস্ত্রী ও রামতনু শর্ম্মা (প্রেরিত) প্রশ্ন ও উত্তর পাঠে লিখিলেন যে—"বিভাগের পূর্ব্বে পুত্র মরিলে তাহার পুত্র যদি পিতামহ হইতে কোন অংশ না পাইয়া থাকে তবে সে ধন ভাগী হইবে।—বর্ত্তমান মকদ্দমার বাদী মৃতপিতৃক পৌত্র হওয়াতে দায়ভাগ ধৃত কাত্যায়নের উক্ত বচনানুসারে তাহার অংশ পাইতে পারে—ইহা লিখিয়া সদরীয় পণ্ডিতেরা নিম্ন আদালতের পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থা স্থিরতর রাখিলেন।

ঢাকা-কোর্ট আপীলের তৃতীয় জজ ঐ আদালতের পণ্ডিতের ব্যবস্থার পোষকতায় (সদরীয় পণ্ডিতের) মত প্রাপ্ত হইয়া এবং ইহা বিবেচনা করিয়া যে বাদির কথিত একরার যথার্থতই লিখিত পঠিত হইয়াছে বাদির দাবী ডিক্রী করিলেন।

এই ফয়সলাতে অসম্মত হইয়া রুদ্রচন্দ্র চৌধুরী সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিলেক। ১৮২১ সালের ১৬, ১৭, ১৮, ও ১৯ জুলাই তারিখে এই মকদ্দমায় সদর আদালতের একটিং জজ শ্রীযুক্ত ডোরিন সাহেব আপনার রায় লিখিলেন যথা.—"দৃষ্ট হইতেছে যে গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী যে বিষয় অধিকার করিয়াছিল এবং যাহা তাহার মরণে তৎপত্নী রাধামণিকে অর্শিয়াছিল তাহার অর্দ্ধেকের নিমিত্তে বাদী এই নালিশ উপস্থিত করে। নিম্ন আদালত কতক এজহারি একরারের বুনিয়াদে, কতক বা সাধারণ দায় শাস্ত্রানুসারে রেস্পাণ্ডেন্টকে ডিক্রী দেন; পরন্তু দায় শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিষয়ে আরো অধিক অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ হইতেছে। দায়ভাগের ও দায়তত্ত্বের ইংরাজি অনুবাদ দৃষ্টে এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননসংগৃহীত বিবাদভঙ্গার্ণবের শ্রীযুক্ত কোলব্রুক সাহেব কৃতানুবাদ দৃষ্টে, এবং রুদ্রচন্দ্র সিংহ দরখাস্তকারির মকদ্দমায় ও ভইয়াঝার বিরুদ্ধে শ্রীনারায়ণ রায় প্রভৃতির মকদ্দমায় এবং ঢাকা-কোর্ট আপীলের প্রার্থনানুসারে বর্ত্তমান মকদ্দমায় এই আদালতের পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তদ্দৃষ্টে এই সংস্থাপিত মত বোধ হইতেছে যে পতির মরণে স্থাবর ধন পত্নীকে অর্শিলে, ঐ পত্নীর মরণকালে তৎপতির দায়াদের স্বত্ব জন্মে, পতির মরণকালে জন্মে না, অতএব ঐ পত্নীর মরণকালে তৎপতির যে২ দায়াদের জীবন ছিল তাহারাই দায়াধিকারি। যে ব্যক্তি ঐ বিধবার জীবনকালে মরে তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়, তৎপুত্রতে বর্ত্তিতে পারে না। পুর্ব্ব ব্যবস্থাতে এই স্থাপিত হইয়াছে। যদ্যপি পুরনিয়াতে ও বাঙ্গলার আর২ দেশে প্রচলিত (দায়) শাস্ত্রে কোন২ বিষয়ে প্রভেদ আছে তথাপি কথিত বিষয়ে মতের বৈলক্ষণ্য নাই, সকলেই একমত হইয়া স্বীকার করেন যে পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাভাবে পত্নীধনাধিকারিনী হয়, যদ্যপি বিধবা বিষয় হস্তান্তর করিতে প্রতিষিদ্ধা তথাপি সে নিস্‌সন্দেহ রূপে উত্তরাধিকারিণী, এবং তাহাকে উত্তরাধিকারিণী হইতে অকাট্যরূপে অধিকার আছে।

*Cases* bearing on the vyavasthá No. 45.

1 Lakkhí Nárain, the proprietor of a four anna share of the property in dispute, died leaving three sons, Shám Chandra, Gobinda Chandra, and Rudra Chandra. Gobind Chandra, the second brother, died in the Bengal year 1190, childless, but leaving his widow. His two brothers took possession of his share of the estate, alleging that he had made a gift of it to them, but his widow Rádhámani sued them, and ultimately obtained a decree in her favor in the Court of Sudder Dewanny Adawlut; and she got possession of the portion enjoyed by her husband during his life-time. Shám Chandra, the eldest brother, and father of the plaintiff Shambhu Chandra, died in 1819, and Rádhámani, the widow of Gobinda Chandra, died in 1821. The claim of the plaintiff was for half the property left by Rádhámani, to which she had succeeded on the death of her husband by a decree of the Court of Sudder Dewanny Adawlut. It was alleged on behalf of the plaintiff, that his father and the defendant had entered into an agreement, to the effect that, on the death of Rádhámani, they should equally divide between them the property held by her, and that, in the event of either dying before Rádhámani, the representative of the deceased brother should share equally with the survivor. It was urged, in reply, that no such agreement as that alleged by the plaintiff had ever been executed, and that, according to the Hindu law, the plaintiff had no legal claim to any portion of the property left by Rádhámani, his father having died during her life-time. The third Judge of the Dacca court, without reference to the authenticity or otherwise of the agreement alleged to have been entered into by the parties, considering the decision of the case to turn chiefly on a point of Hindu law, put the following question to the Pandit: On the death of a Hindu widow, who had a life-interest in her husband's estate, the claimants to such estate are her husband's brother, and the son of a deceased brother of her husband. Under these circumstances, which of these two claimants is entitled to inherit the property? The Pandit of the Dacca court replied, that they were entitled to participate equally; but the Judge having some doubt as to the accuracy of this exposition of the law, the case was referred to the Court of Sudder Dewanny Adawlut, with a request that the opinion might be reported on by the law officers of this Court. The law officers, Sobhá Ráy Shástrí and Rám Tanu Sarmá, having perused the question and reply, verified the exposition delivered in the court below, stating that the plaintiff was, in this case, entitled to his share; as a son whose father is dead is entitled to share the inheritance with his uncles, agreeably to the following text of KA'TYA'YANA, cited in the *Dáyabhága*, "should a son die before partition, his share shall be allotted to his son, provided he had received no fortune from his grandfather."

On the receipt of the above verification of the opinion of the Pandit of his own court, and considering it established that an agreement was entered into as stated by the plaintiff, the third Judge of the Dacca court of appeal gave judgment in favour of the plaintiff.

Rudra Chandra Choudhurí, being dissatisfied with this decision, appealed to the Court of Sudder Dewanny Adawlut, and the cause came to a hearing on the 16th, 17th, 18th, and 19th of July 1821, before the officiating Judge (W. Dorin), who recorded his opinion to the following effect: This claim appears to have been instituted for the recovery of half the estate which was held by Gobinda Chandra Choudhurí, and which, on his death, devolved on his widow Rádhámani. A decree has been passed by the court below in favour of the respondent, partly on the ground of an alleged special agreement, and partly on the general law of inheritance; but with reference to the question of law, it appears necessary to investigate the matter more fully. From the English version of the *Dáyabhága*, of the *Dáyakarma Sangraha*, and of the *Vivâda Bhangárnava*, compiled by JAGANNA'THA TARKAPANCHA'NANA, and translated by Mr. Colebrooke, as well as from the *Vyavasthás* delivered by the Pandits of this Court, in the case of Rudra Chandra Singh, petitioner, in the case of Srí Náráyan Ráy and others *versus* Bhayá Jhá, and from the opinion delivered by the Pandits in this case, agreeably to the requisition of the Dacca court of appeal, it appears to be an established maxim of law, that, in the case of landed property devolving on a woman by the death of her husband, the right of her husband's heir begins to accrue from the date of the death of the widow, not from the date of the death of her husband. Consequently, of the husband's heirs, they only can be entitled to the inheritance who are living at the time of the widow's death. The right of him who dies during her life-time is entirely forfeited, and cannot devolve on his son. This doctrine has been established by former legal expositions. Although there is some difference between the Hindu law as current in Purneah and the rest of Bengal, yet there is no difference of opinion on this point, all agreeing that a widow succeeds in default of a son, grandson and great grandson, and, although the widow is restricted from transferring the property, yet she is clearly an heir, and has an indefeasible right of succession.

ঢাকা-কোর্ট আপীলের প্রার্থনা মতে এ আদালতের পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে উপযুক্ত রূপে প্রশ্ন করা হয় নাই, কিম্বা পণ্ডিতেরা প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝেন নাই। তাঁহারা প্রশ্নের এই ভাব-গ্রহ করিয়া থাকিবেন যেন গোবিন্দচন্দ্রের ভ্রাতাদের স্বত্ব তাহার মৃত্যুর অব্যবধান পরেই জন্মিয়াছিল। যদি এমত হইত তবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ জন্মিত না। কিন্তু এই আদালতের ডিক্রীর বলে উক্ত বিধবা যাবজ্জীবন অধিকারিণী ছিল, পরন্তু তাহাতে তৎপতির ভ্রাতার ভাবি স্বত্বের কোন হানি হয় নাই। যে প্রমাণ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান মকদ্দমায় খাটে না। দায় শাস্ত্রের যে সকল বিধান প্রকটিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে অপত্যহীনা অধিকারিণী বিধবার মরণে তৎপতির ভ্রাতা অধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্র নয়। তথাচ উচিত যে পণ্ডিতদিগকে তাঁহাদের ব্যবস্থার অর্থ প্রকাশ করিতে অবকাশ দেওয়া যায়, এবং উক্ত প্রশ্ন এই রূপে লিখা যায়, যথা—কোন সাধারণ বিষয়ের মালিক তিন ভ্রাতা সমান রূপে তদ্বিষয়াধিকারি ছিল, তন্মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র (নামক) দ্বিতীয় ভ্রাতা রাধামণি নাম্নী পত্নীকে রাখিয়া নিসসন্তান মরিলে, এই পত্নী দায়শাস্ত্রানুসারে পতির অংশাধিকারিণী হইয়া তাহা যাজ্জীবন ভোগ করে। তাহার জীবন কালেই তৎ পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক পুত্র রাখিয়া মরে। এমত অবস্থায়, রাধামণির মরণান্তে তদ্বিষয় দায় শাস্ত্রানুসারে কাহাকে অর্শে? তৎ পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে ঐ বিধবার মরণকালীন জীবিত ছিল সেই বিষয় পাইবে, কি মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র পাইবে? অর্থাৎ—(তিন ভ্রাতার মধ্যে) দ্বিতীয় ভ্রাতা নিসসন্তান মরিলে, তাহার পত্নী দায় শাস্ত্রানুসারে দায়াদগণের ভাবিস্বত্বের অবিনাশে যাবজ্জীবন অধিকারিণী হইলে— ঐ দায়াদগণের স্বত্ব কোন্ তারিখ হইতে জন্মে—ঐ পত্নীর মৃত্যুর তারিখ হইতে, কি তৎপতির মৃত্যুর তারিখ হইতে? পণ্ডিতদিগকে আরো কহা যাইতেছে যে তাঁহারা পূর্ব্বে যে মত দিয়াছেন এখনো যদি সেই মত দেন তবে পূর্ব্বে এই রূপ মকদ্দমায় যে সকল মত দিয়াছেন তাঁহার সহিত বর্ত্তমান মতের সমন্বয় করিতে হইবে। এবং তাঁহারদিগকে আদেশ করা যাইতেছে যে যদি এক্ষণে দত্ত প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ হয়, তবে সে সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্তে আদালতে আবেদন করিতে পারেন। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা সংশোধন করিয়া এই মজমুনে উত্তর দিলেন যে— মকদ্দমার যে অবস্থা এক্ষণে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে উক্ত বিধবাকে যে বিষয় অর্শিয়াছিল তাহা তৎ স্বামির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অর্শে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র তাহার কোন অংশ পাইতে পারে না, কেননা কোন ব্যক্তির বিষয় তৎ পত্নীকে অর্শিলে, ঐ পত্নীর মরণকালে যদি তৎ স্বামির দুহিতা দৌহিত্র, পিতা ও মাতা বর্ত্তমান না থাকে তবে তদ্ধন তাহার ভ্রাতাকে অর্শিবে (ভ্রাতা থাকিতে) ভ্রাতৃ পুত্রকে অর্শিবে না; যেহেতু ভ্রাতৃ পুত্রের স্বত্ব ভ্রাতার স্বত্বাপেক্ষা জঘন্য। (পুত্রহীন) পতির মরণকালে তাহার দায়াদের স্বত্ব জন্মে না কিন্তু তাহার পত্নীর মরণকালে জন্মে।—অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধনে অধিকারশৃঙ্খলা এই যে— প্রথমে পত্নী, তদভাবে দুহিতা, তদভাবে দৌহিত্র, তদভাবে পিতা, তদভাবে মাতা, তদভাবে ভ্রাতা, তদভাবে ভ্রাতৃপুত্র ইত্যাদি। এই সকলের অধিকার পারম্পর্য্যক্রমে জন্মে, অতএব পূর্ব্বে যাহার অধিকার, সে থাকিতে তৎ পরবর্ত্তির অধিকার হইতে পারে না। বর্ত্তমান মকদ্দমায় বিধবার ও তাহার মৃত পতির ভ্রাতার ও ভ্রাতুপুত্রের অধিকারের এই ক্রম। যেহেতু এক্ষণে স্পষ্ট করিয়া লিখা হইয়াছে যে বিধবা সাধারণ দায়শাস্ত্রানুসারে পতি ধনে সম্পূর্ণরূপে অধিকারিণী হইয়াছিল, অতএব দায়ভাগ, দায়ক্রমসংগ্রহ, বিবাদভঙ্গার্ণব ও বঙ্গদেশে প্রচলিত আর২ গ্রন্থের মতানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা দত্ত হইল। ইহার প্রামণ— দায়ভাগ ইত্যাদিতে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, বৃদ্ধ মনু, ও বৃহস্পতির বচন (দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ২৮, ৩০, ও ৩৪। এই ব্যবস্থা দত্ত হইলে, ৮ আগষ্ট তারিখে তৃতীয় জজ এম্ এফ্ গোড সাহেবের, ও একটিং জজ ডবলিউ ডোরিন সাহেবের সমীপে মকদ্দমা দরপেশ হয়।

উপরি উক্ত ব্যবস্থা, এবং মকদ্দমাসক্রান্ত আর ২ দলীল মোলাহজায় তৃতীয় ও একটিং জজ আপনাদের রায় লিখিলেন, যথা— মৃত গোবিন্দ চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তৎপত্নীর মরণকালে জীবিত থাকাতে ঐ পত্নীকে যে বিষয় অর্শিয়াছিল তাহাতে ঐ ভ্রাতাই কেবল অধিকারী। উক্ত জজেরা স্ব২ রায়ে আরো লিখিয়াছেন যে এজহারি একরারের সত্যতা কোন মতে প্রমাণ হয় নাই, অতএব রেস্পণ্ডেণ্টের দাবী উক্ত দলীলের বুনিয়াদেই হউক অথবা দায় শাস্ত্রানুসারেই হউক নিষ্ফল। অতএব নিম্ন আদালতের ডিক্রী রদ ও আপিলাণ্টের হক্কে মকদ্দমা ডিক্রী হইয়া বিরোধীয় বিষয়ের দখল ও ওয়াসিলাৎ দিবার আজ্ঞা হইল। রুদ্রচন্দ্র চৌধুরী আপিলাণ্ট—বনাম—সম্ভুচন্দ্র চৌধুরী রেস্পণ্ডেণ্ট। ৮ আগষ্ট ১৮২১ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ১০৬।

With regard to the opinion furnished by the Pandits of this Court at the requisition of the Dacca Court of Appeal, it is certain either that the question was not stated correctly, or that the purport of it was not clearly understood by the law officers. They must have concluded that the question was put presuming the right of Gobinda Chandra's brothers to have accrued immediately on his death. Had this been the case, there could not have existed a doubt on the subject: but the widow had the right during her life time, agreeably to the decree of this Court, without detriment, however, to the brothers' reversionary interest. The authority quoted is not applicable to the case in question, and the law, as hitherto expounded, is, that on the death of a childless widow, on whom her husband's property had devolved, her husband's brother is heir, to the exclusion of her husband's brother's son. It is fit, however, that the Pandits should have an opportunity of explaining their meaning, and that the same question should again be proposed to them in the following terms: There are three brothers, joint proprietors of an estate of which they have equal shares. The second brother, by name Gobinda Chandra, dies childless, leaving a widow named Rádhámani, who, by the law of inheritance, succeeds to his portion of the estate, and enjoys it during her life-time. Previously to her death, the eldest brother dies leaving a son. Under these circumstances, on whom does the property devolve on the death of Rádhámani, conformably to the law of inheritance? Does it go to the younger brother of her husband who was living at the time of her death, or to the son of his deceased elder brother? In other words, the second brother dying childless, and his widow taking his share of the estate by inheritance, and holding it during her life-time, subject to the reversionary interest of her husband's heirs, from what date does the right of such heirs begin to accrue, from the death of the widow, or from the death of her husband? The Pandits were further desired, if they adhered to their former opinion, to reconcile it with the doctrine they had pronounced on former and similar occasions: and they were directed, should they entertain the slightest doubt as to the intent and meaning of the question now propounded, to apply to the Court for a solution of such doubt. On the 8th of August the cause came on again before the Third and Officiating Judges (S. T. Goad and W. Dorin), the Pandits having delivered an amended reply to the following effect: Under the circumstances now stated, the widow's husband's younger brother will succeed to the property which had devolved on her, and the son of his elder brother will not be entitled to any portion of it, because the property of a man which had devolved on his widow will, if, at her death he had neither daughter nor daughter's son, nor parents, go to his brother, to the exclusion of his brother's son; the right of a brother's son being subordinate to that of a brother. The right of the husband's heirs does not accrue on his death, but on the death of his widow: because the following is the prescribed order of succession to the estate of a person leaving no male issue: First the widow succeeds, then the daughter, next the daughter's son, then the father, next the mother, then the brother, then the brother's son, and so forth. The rights of these individuals accrue consecutively, and therefore as long as one holding the prior right exists, the right of the heir whose claim is posterior cannot come into operation. This is the case in the present instance with the widow, the husband's brother, and his brother's son. Now, as it has been explained that the widow succeeded absolutely and by the ordinary law of inheritance to her husband's property, a suitable reply has been given conformably to the doctrine contained in the *Dáyabhága*, the *Dáyakrama Sangraha*, the *Vivádabhangárnava*, and other authorities current in Bengal. Authorities—Yájnyavalkya, Vishnu, Vriddha Manu, and Vrihaspati, cited in the *Dáyabhága*, &c. (See. V. D. pp. 29, 31, & 35).

After a perusal of the above exposition, and of the other documents connected with the case, the Third and Officiating Judges recorded their opinion that the younger brother of the deceased Gobinda Chandra, who was alive at the time of the widow's death, was alone entitled to the property which had devolved on her. They were further of opinion, that the authenticity of the alleged agreement had by no means been proved, and consequently, that the claim of the respondent, whether founded on that document or on the law of inheritance, must fall to the ground. The decree therefore of the Court below was reversed, and judgment was given in favour of the appellant, awarding him possession of the property in dispute with mesne profits.—Rudra Chandra Choudhurí, appellant, *versus* Shambhu Chandra Choudhurí, respondent—8th August 1821, S. D. A. R. vol. III. p. 106.

নালিশী আরজিতে প্রকাশ যে করণাধোরা নামক মৌজার অর্দ্ধেক বাদিনীর শ্বশুর হরিচরণ চৌধুরীর মৌরুসী তালুক ছিল। হরিচরণের মৃত্যুর পর তাহার চারি পুত্র—(বাদিনীর স্বামী) রামকান্ত চৌধুরী, দেবকীনন্দন, ধরণীধর ও কালীপ্রসাদ অবিভক্ত রূপে একত্র থাকিয়া ঐ বিষয় জোতরূপে ভোগ করে। বাঙ্গলা ১১৮১ সালে ধরণীধর সুরধনী নাম্নী পত্নীকে রাখিয়া নিঃসন্তান মরে। পরে অবশিষ্ট তিন ভ্রাতা একত্র বাসাবস্থায় পৈতৃক বিষয়ের মুনফা হইতে মৌজা পণগ্রাম ইত্যাদির পাঁচ আনা অংশ ক্রয় করে। বাঙ্গালা ১২০১ সালে কালীপ্রসাদ শশি দেবী নাম্নী পত্নীকে রাখিয়া নিঃসন্তান মরে, যে অদ্যাপি আছে। অবশিষ্ট দুই ভ্রাতা অর্থাৎ বাদিনীর স্বামী ও দেবকীনন্দন বহুকাল পর্য্যন্ত প্রীতিপূর্ব্বক একত্র থাকিয়া, বাঙ্গালা ১২১৫ সালে বিরোধ করিয়া পৃথক্ হইল। ভূমির অংশ বিষয়ক বিবাদ নিষ্পত্তির নিমিত্ত মৌলুবী নেসার আলী, মুন্শী দেওয়ান মানগোবিন্দ ও মীর খয়রাৎ আলীকে সালিস্ মানিলেক। সালিসেরা ঐ বিষয় তাহারদিগকে সমানভাগ করিয়া দিয়া, আদেশ করিলেন যে মৃত ভ্রাতাদের পত্নীরা তাহাদের প্রাপ্য অংশের মুনফা মাত্র ভরণ পোষণ স্বরূপ জীবিত ভ্রাতাদ্বয় হইতে পাইবে (ঐ অংশ ঐ পত্নীদের মৃত্যুর পর জীবিত ভ্রাতাদ্বয়কে সম পরিমাণে অর্শিবে);—শশি দেবী উক্ত মুনফা দেবকীনন্দন হইতে পাইবে, এবং সুরধনী দেবী (বাদিনী আপিলাণ্টের স্বামি) রামকান্ত হইতে পাইবে। বাঙ্গালা ১২১৬ সালের আশ্বিন মাসে রামকুমার চৌধুরী ও রাজকুমার চৌধুরী নামক দুই নাবালগ পুত্র রাখিয়া বাদিনীর স্বামী মরিলে প্রতিবাদিরা বাদিনীকে কেবল জীবনোচিত ধন দিয়া বল পূর্ব্বক বিরোধীয় ভূমি অর্থাৎ ঐ ভূমি দখল করিলেক যাহা সালিসদিগের বিচারে বাদিনীর পতির বিষয় হওয়াতে বাদিনীকে অর্শিয়াছিল। প্রতিবাদিরা বাদিনীর পতির অংশ তাহাকে দিতে অস্বীকার করাতে বাদিনী এক্ষণে তৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত নালিশ করে।

প্রতিবাদী দেবকীনন্দন চৌধুরী জওয়াবে বয়ান করে যে তাহার পিতা হরিচরণ চৌধুরী উপরি উক্ত পৈতৃক বিষয়ের চারি আনা গুরুপ্রসাদ মজুমদারের নিকট বিক্রয় করেন, ঐ অংশ আবার মজুমদার মজকুরের উত্তরাধিকারিদিগের স্থানে সে (অর্থাৎ উক্ত প্রতিবাদী) আপন টাকায় ক্রয় করে, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীপ্রসাদ মৌজা পণগ্রামের তিন আনা অংশ কেবল আপন নিমিত্ত নিলামে ক্রয় করে; তাহার মরণান্তে তৎপত্নী ঐ অংশ অধিকার করে, অতএব তাহার নিমিত্তে প্রতিবাদির নামে বাদির যে নালিশ তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না; মৌজা পণগ্রাম ইত্যাদির দুই আনা অংশ সে (প্রতিবাদী) আপনার নিমিত্তে মাত্র খরিদ করিয়া আপনিই কেবল পাট্টা দিয়াছে, উক্ত বিষয় পৈতৃক বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে ক্রয় করা হইয়াছে এই যে বাদিনীর বয়ান তাহা সমুদয় মিথ্যা। যদ্যপি বাদিনীর পতি মৌলবী নেসার আলী প্রভৃতির সালিসিতে সম্মত হইয়াছিল তথাপি সে (অর্থাৎ প্রতিবাদী) পীড়াপ্রযুক্ত উপস্থিত না থাকাতে ও তাহার সাক্ষিগণের জবানবন্দি তৎসমক্ষে লওয়া না যাওয়াতে সালিসদিগের নিষ্পত্তির হেতুবাদ সে জ্ঞাত নহে।

জিলার জজ সালিসী ফয়সলার বুনিয়াদে বাদিনীর পক্ষে মকদ্দমা ডিক্রী করিয়া হুকুম দিলেন যে সে বিরোধীয় অংশের দখল পায়।

দেবকীনন্দন উক্ত ডিক্রীতে অসম্মত হইয়া কলিকাতার প্রবিন্স্যাল্ কোর্টে আপীল করিলেক এই হেতুবাদে যে উক্ত ভূমির সিকি অংশ মৃত সুরধনী দেবীর ছিল, তাহার উত্তরাধিকারী আপিলাণ্ট। এই আপীল মঞ্জুর হওয়ার কিঞ্চিৎ পরে আপীলাণ্ট মরাতে তাহার পুত্র রামজয় চৌধুরী তাহার স্থলাভিষিক্ত হইল।

কোর্ট আপীলের প্রধান ও একটিং জজ জিলা আদালতের বিচার সংশোধন পূর্ব্বক আপীল ডিক্রী করিয়া হুকুম দিলেন যে মোসম্মাৎ জয়মণি নিজ নাবালগ পুত্রদের ওসী স্বরূপে আপন স্বামির অংশে দখল পায়, এবং রামজয় চৌধুরী (মৃত ধরণীধরের পত্নী) সুরধনী দেবীর উত্তরাধিকারী রূপে তৎপতির অংশে দখল পায়, এই হুকুম পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থানুসারে হইল, তদ্ যথা—"(মৃত ধরণীধরের পত্নী) মোসম্মাৎ সুরধনী যদি তাহার পতির ভ্রাতা দেবকীনন্দনের জীবন কালে মরিয়া থাকে, তবে দেবকীনন্দন ও তৎপরে তৎ পুত্রেরা ধরণীধরের যে চারি আনা অংশ তাহা পাইবে।"

বর্ত্তমান আপিলাণ্ট সদর আদালতে খাস আপীল রুজু করিলেক। উক্ত আদালতের তৃতীয় জজ (জান সেক্স্পিয়র) সাহেবের নিকট মকদ্দমা শুনানি হইলে, তাঁহার রায় এই হইল যে সালিসের নিষ্পত্তির বুনিয়াদে হইয়াছে যে জিলা আদালতের ডিক্রী তাহা বহাল থাকে ও প্রবিন্স্যাল্ কোর্টের ডিক্রী রদ হয়। অনন্তর এই মকদ্দমা দ্বিতীয় জজ (সি ইস্মিথ) সাহেবের নিকট সোপোর্দ হয়, ইহাঁর মত উক্ত মতের সহিত মিলিল না।

II. It appeared from the plaint, that an eight anna portion of Mouza Kurna Dhora, was the hereditary talook of Hari Charan Choudhurí, the plaintiff's father-in-law, and on his death was enjoyed in coparcenery by his four sons, Rámkánta Choudhurí (the plaintiff's husband), Devakínandan, Dharanídhar, and Kálíprasád, who all lived together as a joint and undivided family. Dharanídhar died in 1181 B. S., leaving his widow Súradhaní without issue. The three surviving brothers, subsequently, while living together, purchased a five anna share of Mouza Pungaon, &c., out of the profits derived from their ancestorial estate. Kálíprasád died childless in 1201 B. S., leaving his widow Musst. Shakhi Debí, still living. The two remaining brothers, namely, the plaintiff's husband and Devakínandan, after living together for a long time on friendly terms, quarrelled and separated in the year 1215 B. S., and referred their dispute about their respective shares of the landed property to the arbitration of Mouluví Nisár Alí, Munshí Dewán Mán Gobinda, and Mír Khairát Alí, who divided the property equally between them, merely awarding, as maintenance to the widows of the deceased brothers, the profits during their lives of their respective shares (which, on their death, were to revert equally to the surviving brothers), payable, by the surviving ones; that of Shakhí Debí by Devakínandan, and that of Súradhaní Debí by Rámkánta, the plaintiff's (appellant's) husband. The plaintiff's husband died in Assin 1216 B. S., leaving two sons, minors, by name Rámcumár Choudhurí and Rajcumár Choudhurí; when the defendants forcibly took possession of the lands in dispute, which by the award of the arbitrators belonged to the plaintiff in her husband's right, and allowed her maintenance only. She therefore now sued for the recovery of her husband's share, which the defendants refused to restore.

The defendant, Devakínandan Choudhurí, stated in answer, that his father Haricharan Choudhurí sold four anna portion of the above ancestral estate to Guruprashád Mujumdar, and that he (the defendant) had purchased it with his own money from the heirs of that person; that a three anna share of Mouza Pungaon was bought at public auction by his younger brother Kálíprasád solely on his own account; that on his death his widow had succeeded to the possession of it, and that therefore the plaintiff's suit for the recovery of it was inadmissible against him (the defendant); that a two anna share of Mouza Pungaon, &c., was purchased and engaged for by himself, exclusively, and that the plaintiff's statement, that it had been bought with the profits derived from the ancestral estate was altogether false, that, although the defendant and the plaintiff's husband consented to the arbitration of Mouluví Nisár Alí and the others, yet, as he (the defendant) was absent through illness, and the depositions of his witnesses had not been taken in his presence, he was ignorant of the grounds of their award. The other defendant did not appear to plead.

The Zillah Judge passed a decree in favour of the plaintiff, awarding her possession of the share sued for, on the ground of the decision of arbitrators.

Devakínandan appealed to the Calcutta Provincial Court from the above decree, affirming that one-fourth of the lands belonged to Súradhaní Debí, since deceased; whose heir he (the appellant) was. Dying shortly after the admission of the appeal, he was succeeded by his son Rámjoy Choudhurí.

The Senior and the Officiating Judges of the Court of Appeal passed decree, amending the judgment of the Zillah Court, and awarding to Musst. Joymani, as guardian to her minor sons, possession of her husband's shares, and to Rámjoy Choudhurí, as heir to Súradhani Debí (deceased widow of Dharanídhar,) of her husband's share, on the ground of the opinion of the Pandit, that "if Musst. Súradhani (widow of Dharanidhar) died during the life-time of Devakínandan, her late husband's brother, he, and after his death, his sons, would succeed to the fourth share which belonged to the said Dharanídhar."

The present appellant preferred a petition for a special appeal to the Sudder Court. The case came to a hearing before the Third Judge (J. Shakespear,) who was of opinion that the decree of the Provincial Court ought to be reversed, and the judgment of the Zillah Court, founded on the award of the arbitrators, affirmed. The case was then referred to the Second Judge (C. Smith,) who did not concur in the above opinion.

তদনন্তর মকদ্দমা প্রধান জজ (ডবলিউ লিসেষ্টর) ও একটিং জজ (জে. এইচ হারিণ্টন) সাহেবের হুজুরে পেষ হয়, ইহাঁরা বিবেচনা করিলেন যে পণ্ডিতদিগের স্থানে এই মকদ্দমায় প্রযুজ্য দায় শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা লওয়া আবশ্যক। পরে আদালতের কৃত প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দেন তাহার সার ভাগ এই যে—"যদি (মৃত) ধরণীধরের পত্নী মোসম্মাৎ সুরধনী পতির এক ভ্রাতা দেবকীনন্দনের জীবন কালে এবং অন্য ভ্রাতা রামকান্ত চৌধুরীর পত্নী ও পুত্রগণের জীবনকালে মরিয়া থাকে, তবে কেবল দেবকীনন্দন ধরণীধরের অংশে অধিকারী, যেহেতু দায়শাস্ত্রানুসারে ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্রের পূর্ব্বে অধিকারী। যদিও সালিসদিগের নিষ্পত্তি বলে রামকান্ত চৌধুরী নিজ অংশে এবং ধরণীধরের অংশে দখল পাইয়া থাকে, এবং এই অংশের উপস্বত্ব হইতে মোসম্মাৎ সুরধনীকে ভরণ পোষণ দিয়া থাকে, তথাপি সুরধনীর জীবন কালে তৎপতির মৃত্যু হওয়াতে শাস্ত্র মতে সে ঐ অংশ দখল করিতে পারে না, যেহেতু মৃত স্বামির ধনেই (কেবল) তৎপত্নী অধিকারিণী। এবং যদি রামকান্তের মৃত্যুর পর মোসম্মাৎ সুরধনী মরিয়া থাকে, তবে তাহার পতির ধনে দেবকীনন্দন অধিকারী, যেহেতু সেই ধরণীধরের বিষয়াধিকারী, তাহার ভ্রাতৃপুত্রেরা (অর্থাৎ রামকান্তের পুত্রেরা) নয়। বঙ্গদেশে প্রচলিত দায় শাস্ত্রের মত এই। প্রমাণ—দায়ভাগে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণু বচন (ব্য. দ. পৃ. ২৮ দ্রষ্টব্য)। মেস্তর শেক্‌সপিয়র সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে কহিয়াছেন যে কাহারো মরণান্তে তাহার পত্নী তাহার ধনাধিকারিণী হইয়া মরিলে তৎপতির ভ্রাতার পত্নী কোন ক্রমে তদ্ধনাধিকারিণী হইবে হিন্দু শাস্ত্রে এমত লিখিত নাই।

সদর আদালত প্রবিনস্যাল কোর্টের ডিক্রী রদ করিবার কোন কারণ না দেখিয়া তাহা চূড়ান্ত রূপে বহাল করিয়া খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস করিলেন। মোসম্মাৎ জয়মণি দেবী আপিলাণ্ট—বনাম—রামজয় চৌধুরী রেস্পণ্ডেণ্ট। ৬ জানওরি ১৮২৪ সাল স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ২৮৯।

## দুহিতার অধিকারং

পত্নীদুহিতা প্রভৃতির অধিকার জ্ঞাপক বচনে * যাহারা পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাবে পর পর অধিকারি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহারা পত্নীর অধিকার না হইলে যেমত অধিকারি হয় সেই রূপ পত্নীর অধিকার ধ্বংস হইলেও তদ্ভোগাবশিষ্ট ধন গ্রহণ করিবে, তৎকালে (অর্থাৎ পত্নীর মরণে † অথবা তৎস্বত্বোপরমে‡) অন্যাপেক্ষা দুহিতাদি (প্রাদ্ধদাতাঃ§) মৃতের অধিক উপকারি হওয়াতে তাহাদেরই অধিকারি হওয়া ন্যায্য। (দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯২, ১৯৩)। অতএব—

পত্নীদুহিতরশ্চৈবেত্যাদিনা * যে পূর্ব্বপূর্ব্বস্যাভাবে পর ভূতাধিকারিণো নির্দ্দিষ্টাস্তে যথা পত্ন্যা অধিকার প্রাগভাবে গৃহ্ণীয়ুস্তথা জাতাধিকারায়াঃ পত্ন্যা অধিকার প্রধ্বংসেঽপি ভোগাবশিষ্টং ধনং গৃহ্ণীয়ুঃ। তদানীং দুহিত্রাদীনামেবান্যাপেক্ষয়া মৃতোপকারকত্বাৎ যুক্তোধনাধিকারঃ (দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯২, ১৯৩)। অতঃ—

ব্যবস্থা ৪৬ পত্নীর অভাবে দুহিতার অধিকার ¶।

৪৬ পত্ন্যভাবে দুহিতুরধিকারঃ ¶।

প্রমাণ /০ যেমত আপনি তেমনি পুত্র, দুহিতা পুত্রবৎ। তবে (কন্যারূপে) আপনি বিদ্যমান থাকিতে অন্যে কিরূপে ধন লইবে। মনু ও নারদ **।

/০ যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ,পুত্রেণ দুহিতাসমা। তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যোহরেদ্ধনং। মনুনারদৌ**

* যাজ্ঞবল্ক্য ব্য. দ. পৃ. ২৮, দ্রষ্টব্য। † শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার। ‡ চূড়ামণি। § মহেশ্বর।

¶ দা. ভা. অপু. ১৯৪। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪। দা. ত. পৃ. ৫৩। বি. দা. ভা. ট়ী. র. ৮। কোল. দা. ভা. চ্যা. ১১, সক্. ২, পারা. ১, পৃ. ১৮৪। উ. দা. ক্র. স. সেক্. পৃ. ৭। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৯০, ৪৯১। মেক্ হি. ল. বা. ১, পৃ. ২১। এল. ইম্. পৃ. ৭৫, ৩৭৩।

** মনু. অ. ৯, ব. ১৩০। এই বচন নারদ সংহিতায় পাওয়া যায় না। দা. ভা. অপু. পৃ. ১২৪।

The case was next brought before the Chief Judge (W. Leycester) and the Officiating Judge (J. H. Harington). They deemed it necessary to consult the Pandits on the law of inheritance applicable to the case, and the following was the substance of their opinion delivered in reply to the questions of the Court: "If Musst. Súradhaní, widow of Dharanídhar, died during the life-time of his brother Devakínandan, and of the widow and sons of Rámkánta Choudhurí, another of his brothers, Devakínandan is exclusively entitled to the share of Dharanídhar: inasmuch as a brother, according to the Hindu law, succeeds before his nephews. If, in consequence of the award made by arbitration, Rámkánta Choudhurí obtained prossession of his own and of Dharanídhar's share, and gave maintenance to Musst. Súradhaní out of the profits of it, still he cannot legally succeed to the share during the life-time of Súradhaní, inasmuch as a widow is entitled to the property of her deceased husband: and if Musst. Súradhaní died subsequently to the death of Rámkánta, Devakínandan is entitled to succeed to her husband's property, being his proper heir, to the exclusion of his nephews (Rámkánta's sons). This is the Hindu law as laid down by the authorities prevalent in Bengal. Authorities.—The text of JA'GNYAVALKYA, and VISHNU, cited in *Dáyabhága*." (Vide V. D. p. 29). The Pandits had previously stated, in reply to a question propounded to them by Mr. Shakespear, that on the death of a widow, on whom property had devolved at the death of her husband, the widow of another brother was not under any circumstances recognised as an heir by the Hindu law.

The Court seeing no reason to alter the decree of the Provincial Court, it was finally affirmed, and the appeal dismissed with costs.—Musst. Joymani Debí, appellant, *versus* Rámjoy Choudhurí, respondent—6th January 1824. S. D. A. R. vol. III. p. 289.

## ON THE DAUGHTER'S RIGHT OF SUCCESSION.

As those persons, who are exhibited in the text (which declares the succession of) "the wife, daughters &c."* to be the next heirs on failure of the prior claimants, would have succeeded if the widow's right had never taken effect, so shall they succeed to the residue of the estate remaining after her use of it, upon the demise of the widow in whom the succession had vested. At such time (when the widow dies†, or when her right ceases‡) the succession of daughters and the rest is proper, since they confer greater benefits on the deceased (by oblations presented by them§) than other claimants. (Coleb. Dá. bhá. pp. 181, 182). Therefore,—

**46. In default of the wife, the daughter succeeds¶.** Vyavastha'

I. The son of a man is even as himself, and the daughter is equal to the son: how then can any other inherit his property, notwithstanding the survival of her, who is as it were himself. MANU and NA'RADA.** Authority.

---

* JA'GNYAVALKYA.—See. V. D. p. 29. † SRI' KRISHNA TARKA'LANKA'RA. ‡ CHURA'MANI. § MAHESHWARA.

¶ Coleb. Dá. bha'. ch. XI. Sect. 2, para. 1, p. 184.—W. Da'. Kra. Sang. Sect. p. 7.—Coleb. Dig. Vol. III. pp. 490, 491—Da'. T. p. 53.—Macn. H. L. Vol. I. p. 21.—Elb. In. p. 76.

** MANU 9. 130. Not found in NA'RADA's institutes. Coleb. Da'. bha'. Ch. XI. Sect. 2, para 1, p. 184.

৵০ নরের নানা অঙ্গ হইতে যেমত পুত্র সম্ভূত তেমনি পুত্রী, তবে দুহিতা থাকিতে তৎ পিতৃধন অন্যে কিরূপে পাইবে। বৃহস্পতি *।

৵০ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি, পুত্রবদ্দুহিতা নৃণাং। তস্যাঃ পিতৃধনং ত্বন্যঃ, কথং গৃহ্লীত মানবঃ। বৃহস্পতিঃ*।

৶০ পুত্রাভাবে দুহিতা † (অধিকারিণী),—যেহেতু তাহা হইতে তুল্য সন্তান দর্শন হয়, এবং পুত্র ও দুহিতা উভয়েই পিতার সন্তানোৎপাদক (গ)। নারদ ‡।

৶০ পুত্রাভাবেচ † দুহিতা,—তুল্য সন্তান দর্শনাৎ। পুত্রশ্চ দুহিতাচোভে, পিতুঃ সন্তানকারিকে (গ)। নারদঃ ‡।

(গ) এস্থলে সন্তান পদে—পিণ্ডদাতা অভিপ্রেত। অপিণ্ডদাতা উপকারী না হওয়াতে সে সন্তানে অথবা ও অন্যের সন্তানে অসন্তানে বিশেষ নাই। দৌহিত্র তৎপিণ্ডদাতা বটে, কিন্তু তাহার পুত্র নয়, দৌহিত্রী ও নয়, যেহেতু তৎপর্য্যন্তই পিণ্ডলোপ হয়। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৫।

(গ) সন্তানশ্চ পিণ্ডদোঽভিমতঃ। অপিণ্ডদস্য অনুপকারকত্বেন অন্য সন্তানাদসন্তানাচ্চাবিশেষাৎ দৌহিত্রশ্চ তৎপিণ্ডদাতা নচ তৎপুত্রঃ, নাপি দৌহিত্রী, তৎ পর্য্যন্তেন পিণ্ডবিচ্ছেদাৎ। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৫।

ব্যবস্থা

৪৭ তথাচ প্রথমে অবিবাহিতা দুহিতাই (জ) ধনাধিকারিণী §।

৪৭ অত্র প্রথমং কন্যৈবৈকা (জ) পিতৃধনহারিণী §।

(জ) অবিবাহিতা দুহিতাই —ইহা বলার ভাব এই যে দত্তা তাহার সহিত একত্র অধিকারিণী নয়। দা. ভা. টী. পৃ. ১৯৫।

(জ) কন্যৈবেতি—নতু দত্তয়া সহেত্যর্থঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ১৯৫।

প্রমাণ

৴০ অপুত্র † মৃত ব্যক্তির ধন তাহার অবিবাহিতা কন্যা গ্রহণ করিবে। তদবাবে বিবাহিতা (ট) দুহিতা পাইবে ¶। পরাশর-বচন।

৴০ অপুত্রস্য † মৃতস্য কুমারী ঋক্থং গৃ তদভাবে চোঢ়েতি (ট) পারাশরঃ ¶।

(ট) এস্থলে ঊঢ়া পদে—পুত্রবতী অথবা সম্ভাবিত পুত্রা দুহিতা বোধ্যা, বন্ধ্যা কিম্বা পুত্রহীন বিধবা নয়।

(ট) অত্র ঊঢ়া পদং—পুত্রবতী সম্ভাবিতপুত্রাচ যা দুহিতা তৎপরং, নতু বন্ধ্যা পরং নচ পুত্রহীন বিধবা পরং।

৵০ পুত্রিকাহীন ব্যক্তির ধর্ম্মজা (ড) সবর্ণা কন্যা পুত্রের ন্যায় ধন গ্রহণ করিবে **। দেবল।

৵০ অপুত্রিকস্য কন্যা স্বা ধর্ম্মজা (ড) পুত্রবদ্ধরেৎ। দেবলঃ **। স্বা—সবর্ণা।

(ড) ধর্ম্মজা—ঔরসী (ব্য. দ. পৃ. ২৬ দ্রষ্টব্য)।

(ড) ধর্ম্মজা—ঔরসী (দ্রষ্টব্যা ব্য. দ. পৃ. ২৬)।

যদি কুমারী অধিকার প্রাপ্তা পশ্চাৎ বিবাহিতা হইয়া মরে, তবে অপ্রাপ্তাধিকারা কন্যার অভাবে যে বিবাহিতা দুহিতাদির অধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে; অধিকার প্রাপ্তা কন্যার অভাবেও তদ্ধন তাহাদেরই, তাহার ভর্ত্তাদির হইবে না, যেহেতু তাহাদের অধিকার বোধক বচন স্ত্রী ধনবিষয়ক দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৪।

যদাচকন্যা জাতাধিকারা পশ্চাৎ পরিণীতাসতি ম্রিয়তে তদা তদ্ধনং অনুৎপন্নাধিকারায়া অভাবে যেষামূঢ়াদীনাং প্রতিপাদিতং, উৎপন্নাধিকারায়া অপ্যভাবে তেষামেব তদ্ধনং, নতু তদ্ভর্ত্রাদীনাং ভবতি, তস্য স্ত্রীধনবিষয়ত্বাৎ। দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৪।

এস্থলে অধিকার প্রাপ্তা পশ্চাৎ বিবাহিতা বিদ্যমান পুত্রা অবিদ্যমান পুত্রা উভয়াবস্থা প্রাপ্তা কন্যার মরণই বুঝায়। অবিদ্যামান পুত্রার মরণে পুত্রবতী এবং সম্ভাবিতপুত্রা ভগিনীর অধিকার নির্ব্বিবাদ। অবিদ্যমান পুত্রা মরিলে তাহার পিতৃধনে পুত্রবতী ও

অত্র কন্যায়াজাতাধিকারায়াঃ পশ্চাৎ পরিণীতায়া বিদ্যমান-পুত্রায়া অবিদ্যমান-পুত্রায়াশ্চ মরণমবগম্যতে। অবিদ্যমান পুত্রায়াস্তু মরণে সপুত্রায়াঃ সম্ভাবিত পুত্রায়াশ্চ ভগিন্যা অধিকারো নির্ব্বিবাদঃ। অবিদ্যমান পুত্রা যদি ম্রিয়েত তদা তৎপিতৃদায়ে সপুত্রায়া

* দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৭। † এস্থলে পুত্রাভাবপদে পত্নী পর্য্যন্তাভাববোধ্য। ‡ নারদ সংহিতা—অ. ১৩, ব. ৪৯। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৪।

§ দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৫। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪। বি. দা. ভা. ষী. র. ৮। দা. ত. পৃ. ৫৪। কোল্. ডা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ২, পারা. ৪, পৃ. ১৮৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৭। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৯০। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২১। এল. ষ্ট্রেন. পৃ. ৭৫ ও ৭৬।

¶ দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৫। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪ বি. দা. ভা. স্ত্রী. র. ৮। দা. ত. পৃ. ৫৪।

** দা. ভা. পৃ. ১৯৫। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪। বি. দা. ভা. ষী. র. ৮।

II. As a son, so does the daughter of a man proceed from his several limbs: how then hould any other person take her father's property? VRIHASPATI*.

III. On failure of son (grandson, great grandson, and wife†) the daughter (inherits); for she is equally a cause of perpetuating the race: both the son and daughter prolong the father's line of descendants. (g) NA´RADA‡

(g). *The line of descendants* here intends such descendants as present the oblation cake; for one, who is not an offerer of oblations, confers no benefits, and consequently differs in no respect from the offspring of a stranger or no offspring at all. The daughter's son is the giver of oblations, not his son; nor the daughter's daughter; for the oblation ceases with him. Coleb. Dá. bhá. pp. 184, 185.

47. Here again the unmarried daughter is in the first place the sole heiress (j) of her father's property§. Vyavastha

I. Let a maiden daughter take the heritage of one who dies leaving no son (grandson, great grandson, and wife†); if there be no such daughter, the married (t) daughter shall inherit. PA´RASARA¶. Authority.

(t) By the term "*married*" is here meant the daughter who has a son, or who is capable of bearing a son; and not the daughter who is barren, or who is a son-less widow.

II. Of him, who leaves no appointed daughter, (nor son,) the *dharmajá* (d) maiden daughter, of his own tribe, shall, like a son, take the inheritance.** DEVALA.—"*Of his own tribe*"—That is born of a wife of the same tribe with himself.

(j) *The unmarried daughter is the sole heiress*—that is, to the exclusion of the married daughter or daughters, if any. SRI´ KRISHNA'S comment on *Dáyabhága*.

(d) *Dharmajá*—Daughter of the body and born of a legally married wife of the same tribe with himself. See *ourasa*—V. D. p. 17.

If the maiden daughter, in whom the succession has vested, and who has been afterwards married, die, then on the death of this daughter, vested with property, the estate which was hers, becomes the property of those persons, the married daughter or others, who would regularly succeed if there were no such (unmarried daughter) in whom the inheritance vested. It does not become the property of her husband and other heirs: for that (text, which is declaratory of the right of the husband and the rest) is relative exclusively to a woman's separate property (strídhana). Coleb. Dá. bhá. p. 193.

The maiden daughter, in whom the succession has vested, and who has been afterwards married, may die leaving, or without leaving, a son; in the second case, the succession of the sister who has or is capable of having a son is indisputable. In the first case, however, it appears from the statement of SRI´ KRISHNA TARKA´LANKA´RA, viz. "If a maiden daughter in whom the succession was vested, and who was subsequently married, die without leaving a son, then her father's estate is

* Coleb. Da´. bha´. p. 188. † By the term 'failure of son' is here intended the failure of heirs as far as the wife. ‡ NA´RADA, 13. 49. Coleb Da´. bha´. p. 184.

§ Coleb. Da´. bha´. Ch. XI. Sect. 2, para. 4. p. 185—W. Da´. Kra. Sang. p. 7.—Coleb. Dig. vol. III. p. 490.—Macn. H. L. I. p. 21.—Elb. In. p. 75 & 76,

¶ Coleb. Da´. bha´. p. 185.—W. Da´. Kra. Sang. p. 7.—Coleb. Dig. Vol. III. p. 490.—Da´. T. p. 54.

** Coleb. p. 185.—W. Da´. Kra. Sang. p. 7.—Coleb. Dig. Vol. III. pp. 490, 491.

সম্ভাবিতপুত্ত্রা ভগিনীর তুল্যাধিকার ইহা শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারকর্তৃক লিখিত হওয়াতে তাঁহার এই অভিপ্রায় বোধ হইতেছে যে বিদ্যমান পুত্ত্রার মরণে তৎপুত্ত্রেরই অধিকার হইবে *। কিন্তু জীমূতবাহনাদির মতে অধিকার প্রাপ্তাকন্যা বিদ্যমান-পুত্ত্রা অথবা অবিদ্যমান-পুত্ত্রা মরুক উভয়াবস্থাতেই পুত্ত্রবতী সম্ভাবিত পুত্ত্রা ভগিণীরই অধিকারএই অবগতি হইতেছে, নতুবা বিদ্যমান পুত্ত্রার মরণে তৎ পুত্ত্রমাত্রের অধিকার হইলে জীমূত বাহন প্রভৃতি অবশ্যই বিশেষ করিয়া তদ্ব্যবস্থা লিখিতেন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মত তাদৃগ্যুক্তিযুক্ত নয়, যেহেতু তাহাতে পুত্ত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্ত্রা দুহিতা থাকিতে তৎপরে অধিকারী যে দৌহিত্র তাহার অধিকার বিশেষ বচন ব্যতিরেকেও পূর্ব্বে হইল, এবং পিণ্ডদানে তুল্যোপকারি অন্য দৌহিত্রকে নিরাশ করা হইল।

"তত্র প্রথমং কুমারী, তদভাবে বাগ্দত্তা, তদভাবে দত্তা"—ইহা লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কুমারীও বাগ্দত্তার অধিকারে ক্রম বিশেষ দেখাইয়াছেন †। যদ্যপি এই ক্রম অন্য নিবন্ধৃরা স্থাপিত করেন নাই এবং দায় রহস্যকর্ত্তা অযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন, তথাপি তাহা অসঙ্গত বোধ হয় না, যেহেতু গোতম বচনানুসারে স্ত্রীধন বিষয়ে কুমারী ও বাগ্দত্তার অধিকারে উক্ত ক্রম হওয়াতে, "এক এস্থলে দৃষ্টশাস্ত্রার্থ বাধাবিনা অন্যত্রও প্রয়োগকরা যাইতে পারে"—এই ন্যায়ে এস্থলেও উক্ত ক্রম সঙ্গত হইতে পারে।

সম্ভাবিত পুত্ত্রায়াশ্চ ভগিন্যাঃ তুল্যোঽধিকার ইতি লিখন স্বরসাৎ বিদ্যমান পুত্ত্রায়ামরণে তৎপুত্ত্রস্যৈবাধিকার ইতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারস্যাভিপ্রায়োবগম্যতে *। জীমূত বাহনাদীনাং মতেতু জাতাধিকারায়াঃ পশ্চাৎ পরিণীতায়াঃ কন্যায়াঃ বিদ্যমান পুত্ত্রায়াঃ অবিদ্যমান পুত্ত্রায়াঃ বা মরণে পুত্ত্রবত্যাঃ সম্ভাবিত পুত্ত্রায়াশ্চ ভগিন্যা এবাধিকারইতিপ্রতিভাতি। অন্যথা বিদ্যমান পুত্ত্রায়াঃমরণে তৎপুত্ত্রস্যৈবাধিকারত্বে তৈরেবাবশ্যমেব তদ্বিশিষ্য ব্যবস্থাপিতোঽভূত্। বস্তুতস্তু, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারস্যমতং ন তাদৃগ্যুক্তিযুক্তং। বিশেষ বচনব্যতিরেকেণ উঢ়ায়াঃ সম্ভাবিত পুত্ত্রায়াঃ পুত্ত্রবত্যাঃ সত্ত্বে তদুত্তরাধিকারিণো দৌহিত্রস্য পূর্ব্বমধিকারাৎ, পিণ্ডদাতৃত্বেন তুল্যোপকারিণাং দৌহিত্রান্তরাণাং নিরাশাচ্চ।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারেণ—"তত্র প্রথমং কুমারী, তদভাবে বাগ্দত্তা, তদভাবে উঢ়া"-ইতি লিখনাৎ, কুমারী বাগ্দত্তয়োরধিকারেক্রমবিশেষো দর্শিতঃ † যদ্যপ্যেষ অন্যৈঃ নিবন্ধৃভিঃ ন সংস্থাপিতঃ, প্রত্যুত দায়রহস্যকৃতা অযুক্তত্বেনাবধারিতস্তথাপি নাসঙ্গত ইতি প্রতিভাতি—'একত্র দৃষ্ট শাস্ত্রার্থো বাধকম্বিনা অন্যত্রাপি তথা কল্প্যতে"—ইতি ন্যায়াৎ স্ত্রীধনাধিকারে গোতম বচনানুসারেণ কুমারী বাগ্দত্তয়োর্মধ্যে কৃতাধিকার ক্রমবৎ অত্রাপি সঙ্গতো ভবিতুমর্হতি।

ব্যবস্থা

৪৮ কুমারির অভাবে বিবাহিতা পুত্ত্রবতী ও সম্ভাবিত পুত্ত্রার তুল্যাধিকার ‡।

৪৮ কুমার্য্যভাবে চোঢ়ায়াঃ পুত্ত্রবত্যাঃ সম্ভাবিতপুত্ত্রায়াশ্চ তুল্যোঽধিকারঃ ‡।

প্রমাণ

উক্ত পরাশর বচনে, এবং সদৃশী (ন) সদৃশের সঙ্গে বিবাহিতা সাধ্বী ও শুশ্রূষাতে রতা কৃতা বা অকৃতা (প) যে দুহিতা সে অপুত্ত্র পিতার ধন হারিণী, এই বৃহস্পতি বচনেও উভয় রূপ দুহিতারই অধিকার কথিত হইয়াছে ‡।

(ন) "সদৃশী"—সবর্ণাপত্নীর গর্ভজাতা। সদৃশের সঙ্গে বিবাহিতা—বলা উত্তম বা অধম বর্ণের সহিত বিবাহিতার অধিকার নিরাশার্থে, যেহেতু উত্তম বা অধম বর্ণের সহিত বিবাহিতার গর্ভজাত পুত্ত্র উত্তম বা অধম জাতীয় মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করিতে নিষিদ্ধ। সমান জাতিয়ের সহিত বিবাহিতা দুহিতা পুত্ত্রেরদ্বারা পিতার উপকার করে ‡।

উক্ত পরাশর বচনাৎ—সদৃসী সদৃশেনোঢ়া (ন), সাধ্বী শুশ্রূষণে রতা কৃতা হকৃতা (প) বা হপুত্ত্রস্য পিতুর্ধন হরীতুসা ইতি বৃহস্পতি বচনাৎচ্চ ‡।

(ন) সদৃশী—পিতৃসবর্ণা। সদৃশেনোঢ়েতি—উত্তমাধম পরিণীতা নিরাশার্থং। উত্তমাধমপরিণীতা দুহিতৃজাতস্য অধমোত্তম বর্ণ মাতামহাদি শ্রাদ্ধ নিষেধাৎ। সবর্ণেনোঢায়াস্তু পুত্ত্রদ্বারেণ পিতুরুপকারকত্বাৎ ‡।

* সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেব, (হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৪) মেস্তর এল্বরলিং সাহেব, ও দুই একজন পণ্ডিত উক্ত মতাবলম্বি।

† যদ্যপি সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেব নিজ সংগৃহীত হিন্দু—লর ১ বালামের ২১ পৃষ্ঠাতে কুমারী ও বাগ্দত্তার মধ্যে অধিকারক্রম অগ্রাহ্য করিয়া কহিয়াছেন—"এই মত কোন প্রামানিক স্মার্ত্ত সম্মত নহে"—তথাপি উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় বালামের ৪০ পৃষ্ঠায় তিন আদালতে নিযুক্ত পণ্ডিতের দত্ত উক্ত মতানুমত ব্যবস্থা তাহার যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিষয়ক কোন উল্লেখ না করিয়া মনোনীত করাতে অবশ্যই বোধ করিতে হইবে তিনি পরে উক্তমত মান্য করিয়াছেন।

‡ দা. ভা. অপু. পৃ. ১২৬। দা. ক্র. সং, পৃ. ৪। দা. ত. পৃ. ৫৪। বি. দা. ভ. দ্বী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ২, পারা. ৮. পৃ. ১৮৬। উ. দা. ক্র. সং, পৃ. ৮। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৯০, ৪৯১ ও ৪৯২। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২১।

inherited by her married sister, who has, or who is likely to have, a son, that it was his opinion that if the maiden daughter (vested with the succession, and afterwards married) die leaving a son, that son alone succeeds.* But JI´MU´TAVA´HANA and the rest seem to be of opinion that, whether the maiden daughter vested with the succession, and afterwards married, die leaving or without leaving a son, in either case her sister who has or is capable of having a son, is entitled to suceed. For had it been the case that, on the death of the said daughter, her surviving son was alone entitled to inherit, these authors would certainly have laid it down as a particular rule. In truth, the opinion of SRI´ KRISHNA is not so consistent with justice and reason, as in that case, during the existence of the daughter who has, or is capable of having, a son, the daughter's son, whose title is inferior to that of the daughter, shall succeed *before* her without a positive text declaratory of his title; and the other daughter's sons, who equally confer benefit on their grandfather by presenting the oblation-cake, shall without a just cause, be excluded.

SRI´ KRISHNA TARKA´LANKA´RA, by laying down in his commentary on the *Dáyabhága*, that "if there be no widow, the daughter inherits; in the first place, a maiden daughter; or on failure of such, an affianced daughter: but if there be none, a married daughter:" has made a distinction in respect of succession between the daughter who is not, and the daughter who is betrothed. Although this doctrine is not advanced by any other authority, and the author of *Dáyabhága* expressly impugns it as untenable, yet it does not appear to be inconsistent with reason—for when with reference to a text of GOUTAMA, such distinction is made in the succession of *Stridhana*, then according to the maxim—"An exposition of law, given in one instance, may, if not objected to (by a text) be considered applicable in every instance,"—it cannot be regarded as untenable.†

Vyavastha´

48. If there be no maiden daughter, then the daughter who has, and the daughter who is likly to have, a son, equally succeed‡.

Authority.

This is in conformity with the above text of PARA´SARA and the following text of VRIHASPATI: "Being of equal class (n) and married to a man of like tribe, and being virtuous and devoted to obedience, she (namely the daughter) whether *kritá* or *akritá* (p), shall take the property of her father who leaves no son.

(n) "*Of equal class*"—that is, belonging to the same tribe with her father. "*Married to a man of like tribe*"—This is intended to exclude one married to a man of superior or inferior tribe. For the offspring of a daughter married to a man of a higher or lower class is forbidden to perform the obsequies of his maternal gandfather and other ancestors who are of inferior or of superior rank. But one, married to a man belonging the same class, confers benefits on her father by means of her son. (Coleb. Dá. bhá. p. 186).

---

* Sir William Macnaghten, (See his H. L. Vol. I. p. 24), Mr. Elberling, and a few Pandits have however followed the above opinion of SRI´ KRISHNA TARKA´LANKA´RA.

† Although Sir Willam Macnaghten in his Hindu law, (vol. I. p. 21) disapproves of the above distinction by saying, "this doctrine is not concurred in by any other authority," yet since, in the 2nd Volume of the same work (p. 40,) he has quoted, among the approved legal opinions, a *vyavasthá* delivered by the court Pandits in conformity with the above distinction, without making any remark as to the impropriety thereof, he must be considered to have afterwards acquiesced in it.

‡ Da´. Kra. Sang. p. 8, Coleb. Da´. bha´. Ch. XI. Sect. 2, para. 8. p. 186. W. Da´. Kra. Sang. p. 7 & 8.—Coleb. Dig. vol. III. pp. 490, 492.—Da´. T. p. 54.—Macn. H. L. vol. I. p. 21.

(প) কৃতা—পুত্রিকা। অকৃতা—তদ্ভিন্না।

পুত্রিকার পুত্র—পুত্রিকা-পুত্র, যথা বশিষ্ঠ কহেন—"ভ্রাতৃরহিতা অলঙ্কৃতা কন্যা তোমাকে দান করিতেছি, ইহাতে যে পুত্র জন্মিবে সে আমার পুত্র হইবে'। অথবা, পুত্রিকারূপ পুত্রই—পুত্রিকা-পুত্র, তাহাও বশিষ্ট কহিয়াছেন যথা,—পুত্রিকা দ্বিতীয়—অর্থাৎ পুত্রিকা কন্যাই দ্বিতীয় পুত্র। মিতাক্ষরা। জীমূতবাহনমতে পুত্রিকাই পুত্র, তাহার যে পুত্র সে পৌত্র, সে যাহার আছে সে পৌত্রবান্। দা. ভা অপু. পৃ. ১৬১।

হেমাদ্রিতে পুত্রিকা-পুত্র চারিপ্রকার বর্ণিত আছে।

(ব) অপুত্র—পদে, অপত্নীক ব্যক্তিও বোধ্য—যেহেতু পত্নীর অভাবেই দুহিতার অধিকার উপলব্ধি হইতেছে। দা. ভা. টী. পৃ. ১৯৬।

ব্যবস্থা — **৫৭ পুত্রবতী বা সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতা না থাকিলেও বন্ধ্যা ও পুত্রহীন বিধবা (ম) অধিকারিণী নয় *।**

কারণ ও প্রমাণ — যেহেতু তাহারা পুত্রদ্বারা পার্ব্বণপিণ্ডদান রূপ উপকার করিতে পারে না। দীক্ষিতের এই মত দায়ভাগ কর্ত্তারও আদৃত *।

(ম) পুত্রহীনাবিধবা পদে—যে বিধবার পুত্র হয় নাই এবং যাহার পুত্র হইয়া মরিয়াছে উভয়ই বোধ্য। অতএব—

ব্যবস্থা — **৫০ যে দুহিতার পুত্র নাই পৌত্র আছে, যাহার পুত্র মরিয়াছে, ও যাহার কন্যামাত্র হইয়াছে, তাহারা বন্ধ্যা না হইয়াও অনধিকারিণী † বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।**

ব্যবস্থা — **৫১ অধিকার প্রাপ্তা দুহিতা বন্ধ্যা কি বিধবা হইলে অথবা কন্যামাত্র প্রসব করিলে তাহার স্বত্বনাশ হয় না।**

কারণ— যেহেতু পাতিত্যাদির ন্যায় বৈধব্যাদি স্বত্ব ধ্বংশের কারণ নয়।

ব্যবস্থা — ৫২ দায়াধিকারিণী হইতে অযোগ্যা দুহিতার জীবিকা না থাকিলে, সংঙ্গতি অনুসারে তাহারদিগকে ভরণ পোষণ দাতব্য।

কারণ ও প্রমাণ — যেহেতু "পিতৃব্য, গুরু, দৌহিত্র, ভাগিনেয় ও মাতুলগণকে, এবং বৃদ্ধ, অনাথ, অতিথী ও পরিবারীয় স্ত্রীগণকে কন্যা ও পুর্ত্তদ্বারা পুজা করিবে" এই বৃহস্পতি বচনে ধনির পুত্রবধূ প্রভৃতি পোষণীয় ‡।

(প) কৃতা—পুত্রিকা। অকৃতা—তদন্যা।

পুত্রিকায়াঃ সুতঃ পুত্রিকাসুতঃ। যথাহবশিষ্ঠঃ—অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাং। অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রোভবেদিতি। অথবা পুত্রিকৈব সুতঃ পুত্রিকাসুতঃ তচ্চাহ বশিষ্ঠঃ—দ্বিতীয় পুত্রিকেবেতি, দ্বিতীয়ঃ পুত্রঃ কন্যৈবেত্যর্থঃ। মিতাক্ষরা। জীমূত বাহনমতে—পুত্রিকাহি পুত্রস্তস্যাঃপুত্রঃপৌত্র এব ভবতি, তদাংস্চ পৌত্রী ভবতি। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৬১।

হেমাদ্রৌ পুত্রিকা-পুত্রশ্চতুর্ব্বিধঃ বিবৃতঃ।

(ব) অপুত্রস্যেতি অপত্নীকস্যেত্যপি বোধ্যং—পত্ন্যভাব এব তস্যা অধিকারত্বাৎ। দা. ভা. টী. পৃ. ১৯৬।

**৫৭ বন্ধ্যা পুত্রহীন (ম) বিধবয়োস্তু পুত্রবতী সম্ভাবিতপুত্রয়োরসত্ত্বেঽপি নাধিকারঃ *।**

তাসাং পুত্রদ্বারেণ পার্ব্বণপিণ্ডদানোপকারাভাবাৎ, ইতি দীক্ষিতমতং দায়ভাগকৃতাপ্যাদৃতমিতি *।

(ম) পুত্রহীনবিধবা পদং—অজাত পুত্রা পরং মৃত পুত্রবিধবা বোধকঞ্চ। তেন—

**৫০ পৌত্রবত্যা মৃতপুত্রায়া দুহিতৃমত্যাশ্চ দুহিতুরবন্ধ্যাত্বেঽপি নাধিকার ইতি †। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।**

**৫১ জাতাধিকারায়া দুহিতুর্বন্ধ্যাত্বেন বৈধব্যেন দুহিতৃপ্রসূতত্বাচ্চ নাধিকার নাশঃ।**

পাতিত্যাদিবৎ বৈধব্যাদীনাং স্বত্বনাশকত্বাভাবাৎ।

৫২ দায়াধিকারাযোগ্যা দুহিতৃষু বর্ত্তনাশক্তাসু সতি-সম্ভবে তাভ্যঃ বর্ত্তনোচিতধনং দাতব্যং।

"পিতৃব্য গুরু দৌহিত্রান্, ভর্ত্তুঃ স্বস্রীয় মাতুলান্। পূজয়েৎ কব্যপুর্ত্তাভ্যা', বৃদ্ধানাথাতিথীনস্ত্রীয় ইতি বৃহস্পতি বচনেন ভর্ত্তুস্নুষাদেঃ পোষণীয়ত্বাৎ ‡।

* দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. স. পৃ. ৫। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৫। উ. দা. ক্র. সং, পৃ. ৯। কোল্. দা. ভা. পৃ. ১৮৫। মেক, হি. ল. পৃ. ২১। এল্. ইন্. পৃ. ৭৬।

† কোল্. ডা. বা. ৩. পৃ. ৪৯১। মেক হি. ল. পৃ. ২১।

‡ দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ১০২, ১০৪, ও ১০৬।

(*p*) *Kritá*—That is, appointed to continue the male issue. *Akritá*.—Not so.

The term *puttriká-puttra* signifies either son of the appointed daughter, as is said by BASHISHTHA: "This damsel, who has no brother, I will give unto thee, decked with ornaments: the son, who may be born of her, shall be my son:" or that term may signify a daughter becoming by special appointment a son; accordingly she is mentioned also by BASHISHTHA "a son second in rank: that is, the appointed daughter is considered to be a son second in rank." *Mitákshará*. According to JI'MU'TAVA'HANA—"The appointed daughter is as it were son *(puttra)*; and her son is deemed a son's son *(pouttra)*; and her father, to whom he (thus) appertains, becomes grandsire of sons's son." Celeb. Dá. bhá. p. 153.

According to *Hemádri*,—*puttriká-puttra* is of four descriptions. q. v.

(*b*) The expression "no son" implies the failure of son, grandson, great grandson, and wife; since the daughter's right accrues on failure of these. SRI' KRISHNA's comment on *Dáyabhága*. Vyavastha'

50. The daughter who is barren or who is a sonless widow *(m)*, is not competent to inherit, notwithstanding the failure of the daughter who has, and the daughter who is capable of bearing, a son.* Reason & Authority.

For they can not confer benefit (on their deceased father) by presentation of the *párvana* oblation through their sons.* This opinion of DIKSHITA has been respected even by the author of *Dáyabhága*.

*(m)* By the term "*sonless widow*" is here meant the widow who did not beget a son, or she who had a son that afterwards died, consequently,—

51. Neither the daughter whose son is dead, but who has son's son, nor she who has a female issue, inherit, though they were not barren.† Coleb. Dig. vol. III. p. 491. Vyavastha'

52. The right once vested in a daughter does not cease until her death, notwithstanding she be barren, or a widow who has not borne a son but daughters only. Vyavastha'

Because these cannot, like degradation, &c., destroy the heritable right. Reason.

53. The daughters, who are not entitled to inherit, are however entitled to maintenance from their father's estate, if they be destitute of the means of support, and the income of the estate be sufficient. Vyavastha'

Because in the text of VRIHASPATI:—"With *kavya* and *púrta*, let the widow honor the paternal uncles of her husband, his spiritual parents, and daughter's sons, the children of his sister, maternal uncles, and also old and unprotected persons, guests and *females* of the family"—the *females of the family*, i. e. the widows of her husband's son, and the rest have been declared objects of support.‡ Reason & Authority.

---

* See W. Dá. Kra. Sang. p. 9.—Coleb. Dá. bhá. p. 185.—Macn. H. L. p. 21.—Elb. In. p. 76.

† Coleb. Dig. Vol. III. p. 491.—Macn. H. L. p. 21.

‡ Vide. V. D. p. 103, 105, & 107.

ব্যবস্থা

**৫৩ অধিকার যোগ্যাদুহিতা অনেক থাকিলে ধনের (সম) বিভাগ হইবে *। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।**

**৫৩ অধিকার যোগ্যানাং দুহিতৃণাং বহুত্বেতু বিভাগঃ ক্রিয়তে *। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।**

ব্যবস্থা

**৫৪ তাহাদের একের অভাবে তদধিকৃত ধনে অন্যের অধিকার †।**

**তাসামেকতরাভাবে তদধিকৃত ধনে অন্যতরস্যা অধিকারঃ †।**

কারণ—

যেহেতু (অধিকার যোগ্যা) দুহিতা থাকিতে দৌহিত্রাদির অধিকার হয় না এবং যেহেতু মৃতপিতৃক পৌত্রের নিজ পিতৃব্যের সহিত অধিকার বোধক বচনের ন্যায় মৃতমাতৃক দৌহিত্রের মাতৃভগিনীর সহিত যুগপৎ অধিকার সূচক বচন নাই।

দুহিতৃ সত্ত্বে দৌহিত্রাদিনামধিকারাভাবাৎ। মৃত পিতৃক পৌত্রস্য পিতৃব্যেন সহাধিকারবচনবৎ মৃত মাতৃক দৌহিত্রস্য মাতৃস্বস্রা সহাধিকার বোধক বিশেষ বচনাভাবাচ্চ।

যদ্যপি জীমূতবাহন ইহাই লিখিয়াছেন যে দুহিতার সঙ্ক্রান্তধন দুহিতার স্বত্ব নাশানন্তর পিতৃদায়াদকে অর্শিবে, স্বসঙ্ক্রান্তধন দুহিতা যে দান করিবে না ইহা স্পষ্ট লিখেন নাই, তথাপি বিভাব্য এই যে যখন স্ত্রী সঙ্ক্রান্তধন স্ত্রীর স্বত্ব নাশান্তর (পূর্ব্ব স্বামির) দায়াদরা পাইবে এই যে ব্যবস্থা তাহা স্ত্রী স্বসঙ্ক্রান্ত ধন ভোগমাত্র করিবে ইহা কল্পনা বিনা ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না তখন তাঁহার লিখনের ভাবই ঐ, অন্যথা নয় (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮)। অতএব—

দুহিতৃ সংক্রান্তধনং দুহিতুরূর্দ্ধং পিতৃদায়াদগামীত্যেতদেব জীমূতবাহনেন লিখিতং নতু স্বসংক্রান্তং ধনং দুহিতা নদদ্যাদিতি স্পষ্টং লিখিতং. কিন্তু সামান্যতঃ স্ত্রী স্বসংক্রান্তধনং ভুঞ্জীতৈবেতি কল্পনং বিনা সামান্যতঃ স্ত্রিয়াউর্দ্ধং দায়াদা আপ্নুয়ুঃ ইত্যেতদর্থ লাভো ন ভবতীতি যদুচ্যতে তদাতত্র স্বরসোঽস্তি অনাথাতু নেতি বিভাবনীয়ং (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮)। অতএব—

ব্যবস্থা

**৫৫ দুহিতা স্বসঙ্ক্রান্তধন শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত বিনা দান বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধকদিতে পারে না ‡। কিন্তু ক্ষান্তা হইয়া যাবজ্জীবন ভোগ করিবে, তাহার পর পিতৃদায়াদরা পাইবে §। ২২ সঙ্খ্যাক ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য।**

**৫৫ দুহিতা স্বসঙ্ক্রান্তধনং শাস্ত্রোক্ত নিমিত্তম্বিনা ‡ দানাধান বিক্রয়ান্ কর্ত্তুংনার্হতি, কিন্তু ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা পিতৃদায়াদা ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ §। ২২ সঙ্খ্যাকা ব্যবস্থা দ্রষ্টব্যা।**

ভিন্ন ২ আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের
পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। কোন ভূম্যধিকারী দুই বিবাহিতা এবং এক অবিবাহিতা দুহিতা রাখিয়া মরিলে, বিবাহিতা কন্যাদ্বয়ের মধ্যে এক জন আদালতে নালিশ করিয়া পিতার ত্যক্ত বিষয়ের এক তেহাই দাওয়া করিল। এমত অবস্থায় কে ঐ বিষয়ের অধিকারিণী? অবিবাহিতা কন্যা থাকিতে বিবাহিতা কন্যা অংশের নিমিত্তে দাবী উপস্থিত করিতে পারে কি না?

অদত্তা কন্যা থাকিতে দত্তা অধিকারিণী নয়।

উত্তর। দুহিতাগণের মধ্যে অদত্তা অগ্রে পিতৃধনাধিকারিণী—যেহেতু সেই মৃত পিতার শ্রাদ্ধাদি করিবে, অন্যে তাহাতে অধিকারিণী নয়।

প্রমাণ—শুদ্ধিতত্ত্বাদি স্মৃতি গ্রন্থে ধৃত মনুর বচন, যথা—"অপুত্র মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ তাহার অদত্তা কন্যা করিবে" ¶।

---

* কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৯৮। † দা. ক্র. স. প. ৪। উ. দা. ক্র. ক্র. স. পৃ.। মেক্ হি. ল. বা. ১, পৃ. ২১ ও ২৪। এল্ ইম্. পৃ. ৭৩।

‡ দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৫৪, ৬০, ৬২, ৬৪, ১০২।

§ মক হি. ল. পৃ ২১, ২২ ও ২৩। পত্নীর স্বত্ব হইতে দুহিতার অধিকার জঘন্য হওয়াতে সুতরাং দুহিতাও পিতৃবিষয় ভোগ মাত্র করিবে, এবং পত্নী যেমন নিষেধাত্মক নিয়মাধীনা হইয়া পতিধন ব্যবহার করিবে দুহিতাও সেই রূপকরিবে। দুহিতার মরণে বিষয় তৎপিতার অব্যবধান উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে। এল. ইম্. পৃ ৭৩, ৭৭। দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ১২২।

¶ এই বচন মনুর নয় কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের।

54. If the daughters (competent to succeed) be numerous, a distribution should be made among them. Coleb. Dig. vol. III. p. 498.

Vyavastha´

55. And in default of any one of them, the other suceeds to the property inherited by her.†

Because the daughter's son and the rest are not entitled to succeed so long as there exists a single daughter (competent to inherit); and because there is no positive text declaratory of the daughter's son's succession together with his mother's sister.

Reason.

JI´MU´TAVA´HANA only says that wealth which has devolved on a daughter goes after her (death) to the heir of her father; he has not expressly affirmed, that a daughter shall not alien an estate which has devolved to her: but if it be said, the general maxim, "*that after a woman the legal heirs* (of the former male proprietor) *take the estate*," cannot be deduced without establishing a general rule *that a woman shall merely* enjoy an estate which has devolved on her, it then follows that such is his meaning, but not otherwise. (Coleb. Dig. vol. III. p. 497). Consequently,—

56. The daughter, without a lawful cause‡ is incompetent to make a gift, mortgage, or sale of the property she inherited, but shall enjoy it, restraining herself until her death§.

Vyavastha´

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. A landed proprietor dies, leaving two married daughters, and one unmarried. Of the two married daughters, one files a plaint in a court of justice, claiming a third of the estate left by her father. In this case, who is entitled to the succession? Can a married daughter sue for partition, where there is a maiden daughter living?

R. Of the daughters, the maiden one is, in the first place, heir to the paternal property, by reason of her offering the funeral oblations to the deceased father, to the entire exclusion of all the others.

A maiden excludes all married daughters.

*Authorities.*—The text of MANU, laid down in the *Shuddhitatwa* and other law books: "The maiden daughter of a person who dies leaving no male issue, offers the funeral cake to his manes."**

---

† W. Da´. Kra. Sang. p. 9.—Macn. H. L. Vol. I. p. 21 & 24.—Elb. In. p. 76.

‡ See V. D. pp. 55, 61, 63, 65, 103.

§ See Macn. H. L. vol. I. pp. 21—23. As the daughter's right to succeed is inferior to that of the widow, it necessarily follows that she too is only to enjoy the property, and that she is subject to the same restriction in the use of it as the widow. On her death, the estate goes to her father's next heir. Elb. In. pp. 76, 77.

** This is not a text of *Manu*, but of *Rishyasringa*.

এতাবতা বিবাহিতা ও অবিবাহিতা কন্যা সত্ত্বে, অবিবাহিতা বিবাহিতাকে দায়াধিকার হইতে নিরাশ করিবে। এতৎপ্রমাণে দায়ভাগে পরাশর বচন ধৃত হইয়াছে, যথা—"অপুত্রমৃত ব্যক্তির ধন তাহার অবিবাহিতা কন্যা গ্রহণ করিবে, তদভাবে বিবাহিতা দুহিতা পাইবে"। তথা মনু—"পুত্রহীন ব্যক্তির ধর্ম্মজা সবর্ণা কন্যা পুত্রের ন্যায় ধনাধিকার করিবে *"।

প্রথমে অদত্তা পরে বাগ্‌দত্তা, শেষে বিবাহিতা দুহিতা অধিকারিণী। দুহিতার অধিকারের এই নিয়ম। অতএব বিবাহিতা দুহিতার দাওয়া অগ্রাহ্য। সহর ঢাকা। ৮ জানুয়ারি ১৮১৭ সাল। চ্যা. ১, সেক্‌ ৩, মকদ্দমা ১, (পৃ. ৩৯ ও ৪০।

ভিন্ন২ স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র ও এক কন্যা থাকাতে, এবং ঐ পুত্র পাগল ও গোঙ্গা হওয়াতে, দুহিতাই কেবল ধনাধিকারিণী।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি ভিন্ন২ স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া মরে। ঐ পুত্র পাগল ও গোঙ্গা, এবং তাহার ভাল হইবার ভরসা নাই। এমত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির বিষয় ঐ কন্যা একাকিনী অধিকারিণী, অথবা মৃতের মাতামহ উক্ত পুত্রকে প্রতিপালন করিবার শরতে অধিকারী হইবে?

উত্তর। উক্ত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পত্নীর অভাবে দুহিতাই কেবল অধিকারিণী, ঐ পুত্র নয়। উক্ত শরতে শাস্ত্রমতে বিষয়ের কোন অংশে পুত্রের মাতামহের দাওয়া নাই। কিন্তু উক্ত পুত্র বৈমাত্রা ভগ্নী হইতে ভরণপোষণ পাইবে।

প্রমাণ—

মনু—"ক্লীব, পতিত, তথা জাত্যন্ধ ও জাতিবধীর, উন্মত্ত, জড়, মুক, এবং কোন ইন্দ্রিয় বা অঙ্গহীন ব্যক্তিরা সকলেই ধনভাগিনয়"।

দেবল—"পিতা (কিম্বা অন্য ধনি) মরিলে, ক্লীব, কুষ্ঠী, উন্মত্ত, জড়, জাত্যন্ধ, পতিত, পতিতের অপত্য, ও লিঙ্গী ইহারা দায়রূপ ধন ভাগি নয়। কিন্তু পতিত ভিন্ন অন্য সকলে অন্ন বস্ত্র পাইবে"।
জিলা বর্দ্ধমান, ২৫ জুলাই ১৮২২ সাল। চ্যা. ১, সেক্‌ ৩, মকদ্দমা ৩ (পৃ. ৪২ ও ৪৩)।

পুত্র-বধূকে নিরাশ করিয়া দুহিতা অধিকারিণী হয়।

কোন শূদ্রের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্র তাহার জীবন কালেই এক স্ত্রী রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়, অনন্তর তৎপিতা এক পুত্রবতী কন্যা ও এক পুত্রবধূ রাখিয়া মরে। শাস্ত্রমতে মৃত ধনস্বামির ধনে তৎ পুত্রবধূ অধিকারিণী, কি দুহিতা?

উত্তর। উক্ত ব্যক্তি যদি পত্নী না রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে পুত্রবধূ সত্ত্বেও (পুত্রবতী) কন্যা সমস্ত-ধনাধিকারিণী, কন্যা থাকিতে শ্বশুরের ধনে পুত্রবধূর অধিকার নাই, যেহেতু দুহিতা নিজ পুত্রকে দিয়া পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ডদান করাইতে পারে, পুত্রবধূ তৎক্রিয়া করণে অধিকারিণী নয়।

প্রমাণ—"পত্নী ও দুহিতারা, পিতা মাতা, তথা ভ্রাতা গণ, তৎপুত্র, গোত্রজ, ও বন্ধু, ও শিষ্য ও, সব্রহ্মচারী—ইহারদিগের প্রথমের অভাবে তৎপরবর্ত্তী (এই রূপ) পর২ মৃত অপুত্র ব্যক্তির ধনে অধিকারী"। "দৌহিত্রও পৌত্রের ন্যায় পর লোকে নিস্তার করে"। এই সকল মত দায়ভাগাদি গ্রন্থে ধৃত হইয়াছে। সহর ঢাকা, ২৭ মার্চ ১৮১৫ সাল। চ্যা. ১, সেক্‌ ৩, মকদ্দমা ৪, (পৃ. ৪৩ ও ৪৪)।

প্রশ্ন। যদি কোন ব্যক্তি দুই কন্যা রাখিয়া মরে, এবং পরে ঐ কন্যা দ্বয়ের মধ্যে এক জন দুই পুত্র ও এক ভগ্নীকে রাখিয়া মরে, এ অবস্থায় ঐ মৃত কন্যার অধিকৃত বিষয় তাহার পুত্রগণকে অর্শিবে, কি ভগ্নীকে? ঐ বিষয় বিভক্ত হউক বা অবিভক্ত হউক, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র কি?

* এ বচন ও মনর নয় কিন্তু দেবলের।

Accordingly, where there are married and unmarried daughters, the maiden exclude the married daughters from the inheritance. To this effect the *Dáyabhága* cites the text of PARÁSARA:—"Let a maiden daughter take the heritage of one who dies leaving no male issue; or, if there be no such daughter, a married one shall inherit." MANU:—"His own maiden daughter, born in holy wedlock, shall like a son take the inheritance of him who dies without male issue."*

First, the maiden daughter takes the inheritance, then the daughter who has been betrothed, and lastly the married daughter: this is the rule of the daughters' succession. The claim, therefore, of the married daughter is inadmissible.—City of Dacca, January 8th, 1817. Ch. I. Sect. 3, Case 1, (pp. 39, 40).

Q. A person died, leaving a son and a daughter by different wives. The son is insane and dumb, and there is no hope of his recovery. In this case, is the daughter alone entitled to succeed to her father's property, or does it devolve on his maternal grandfather, subject to the condition of his maintaining the son?

There being a son and daughter by different mothers, and the son being insane and dumb, the daughter is alone entitled to the succession.

R. Under the circumstances stated, in default of his widow, the daughter of the deceased is alone entitled to the succession, to the exclusion of the son. The son's maternal grandfather has no legal claim to any share of the property subject to the condition stated, but the son must be supplied with the necessaries of life by his half sister.

*Authorities:—*

MANU:—"Impotent persons and outcasts, persons born blind and deaf, mad men, idiots, the dumb, and those who have lost a sense or a limb, are excluded from a share of the heritage."

DEVALA:—"On the death of a father (or other owner of property), neither an impotent man, nor a person afflicted with elephantiasis, nor a mad man, nor an idiot, nor one born blind, nor one degraded for sin, nor the issue of a degraded man, nor a hypocrite or impostor, shall take any share of his heritage. For such men, except those degraded, let food and clothes be provided."

Zillah Burdwan, July 25th 1822. Ch. I, Sect. 3, Case 3, (pp. 42, 43).

Q. A man of the *shúdra* tribe had a son and a daughter. The son died during the life-time of his father, leaving a widow. Afterwards the father died, leaving a daughter, who is mother of male issue, and his son's widow. According to law, is the widow entitled to inherit the property, or the daughter of the deceased proprietor?

A daughter excludes a son's widow.

R. If the man died leaving no widow, his daughter (who is mother of male issue) is entitled to inherit his entire property, although there is a widow of his son; the widow having no right to her father-in-law's property where his own daughter exists, because the daughter may cause her sons to present the funeral cake to her father, and also to two of his ancestors, but the widow of his son is not competent to fulfil this duty.

*Authorities.*—"The wife and the daughters, also both parents, brothers likewise, and sons, gentiles, cognates, a pupil and a fellow student: on failure of the first among these, the next in order is indeed heir to the estate of one who departed for heaven, leaving no male issue." "Even the son of a daughter delivers him in the next world, like the son of a son." These doctrines are laid down in the *Dayabhága* and other works. City Dacca, March 27th, 1815. Ch. I. Sect. 3, Case 4, (pp. 43, 44).

Q. If a person die, having two daughters, and subsequently one of them die, leaving two sons and her sister, her surviving; in this case, will the property of the deceased daughter devolve on her sons, or on her sister? What is the law in respect of such property, whether it be divided or undivided?

* This is not a text of MANU, but of DEVALA.

দুই দুহিতা একত্র পিতৃধনাধিকারিণী হইয়া এক জন পুত্র রাখিয়া মরিলে তাহার অংশ তদ্ভগ্নীকে অর্শিবে যদি সে পুত্রবতী বা সম্ভাবিত-পুত্রা হয়, নতুবা ঐ মৃতা ভগ্নীর পুত্রই অধিকারী।

উত্তর। উক্ত ব্যক্তি যদি দুই কন্যা রাখিয়া মরিয়া থাকে, এবং তৎপরে ঐ দুই কন্যার এক জন যদি দুই পুত্র ও এক ভগ্নী রাখিয়া মরিয়া থাকে, এবং ঐ মৃতা দুহিতা অবিবাহিতাবস্থায় কিম্বা বিবাহিতাবস্থায় ধনাধিকারিণী হইলে পর যদি তাহার ভগ্নী বন্ধ্যা অথবা পুত্রহীন বিধবা হইয়া থাকে, তবে ঐ মৃতকন্যার অংশ তাহার পুত্রদ্বয়কে অর্শিবে। যদি ঐ মৃতা কন্যা বিবাহিতা হওয়ার পর ধনাধিকারিণী হইয়া থাকে, এবং তাহার ভগ্নী বন্ধ্যা কি পুত্রহীন বিধবা না হয়, তবে ঐ ভগ্নী পুত্রবতী অথবা সম্ভাবিতপুত্রা হইলে তদ্ধনাধিকারিণী হইবে। বিবাহিতা কন্যা যে সঙ্ক্রান্তধনে অধিকারিণী হয় তাহা তন্মরণে তৎপিতার উত্তরাধিকারিকে অর্শে। পিতার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে পত্নী পর্য্যন্তাভাবে প্রথমে দুহিতা। বিষয় বিভক্ত হইয়া থাকুক বা না থাকুক, এবং বিভাগের পর পরিবার পুনঃ সংসৃষ্ট হউক বা না হউক, বঙ্গদেশ প্রচলিত দায়শাস্ত্রানুসারে অবিভক্ত বিষয় অগ্রাধান পরবর্ত্তি উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে, এই ব্যবস্থা দায়ভাগ, শ্রীকৃষ্ণ তর্কলঙ্কারের দায়ভাগটীকা, দায়ক্রম সংগ্রহ, বিবাদার্ণব-সেতু, বিবাদ-ভঙ্গার্ণব এবং বঙ্গদেশে চলিত আর২ গ্রন্থানুমত।

প্রমাণ—পত্নীর অভাবে দুহিতা অধিকারিণী, এস্থলে বিশেষ এই যে কুমারী অধিকার প্রাপ্তা পশ্চাৎ পরিণীতা হইয়া পুত্র না রাখিয়া যদি মরে, তবে অপ্রাপ্তাধিকারা কন্যার অভাবে যে বিবাহিতা দুহিতার অধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে, অধিকার প্রাপ্তা কন্যার অভাবেও তদ্ধন তাহাদেরই, তৎস্বামি প্রভৃতির হইবে না, যে হেতু স্ত্রীধনে তাহাদের অধিকার। কিন্তু যদি কুমারী না থাকে তবে পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতারা যুগপত্ অধিকারিণী, এবং তাহাদের একের অভাবে অপরা অধিকারিণী। পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতার অভাবে বন্ধ্যা ও পুত্রহীন বিধবা দুহিতা অধিকারিণী নয়, যেহেতু তাহারা পুত্রদ্বারা পার্ব্বণ-পিণ্ডদানে মৃতের উপকার করিতে পারে না। অধিকার যোগ্যা সকল দুহিতার অভাবে দৌহিত্র অধিকারী। এই মত দায়ক্রম সংগ্রহ, বিবাদার্ণবসেতু, এবং আর ২ গ্রন্থের।

তদ্রূপ, দুহিতাকে ধন অর্শিলে, যাহারা তাহার অভাবে তৎপিতার ধনাধিকারি হইত (যথা দৌহিত্র পিতামহ প্রভৃতি), তাহারা তাহার মৃত্যুর পর ধনাধিকারি হইবে, যাহারা ঐ কন্যার ধনাধিকারি (যথা তাহার দৌহিত্র প্রভৃতি) তাহারা হইবে না। এই মত দায়ভাগে লিখিত। সদর দেওয়ানী আদালত, চ্যা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা. ৫, (পৃ. ৪৪—৪৬)।

প্রশ্ন। পৈতৃক স্থাবর ধনাধিকারী কোন ব্যক্তি এক পত্নী ও কন্যা রাখিয়া মরিলে পর, তৎপত্নী উত্তরাধিকারিণী রূপে তদ্ধনাধিকারিণী হয়, পরে সে পত্নীও উক্ত কন্যাকে এবং স্বামির পিতৃব্যপুত্রকে রাখিয়া মরে, (তাহার মরণ কালে) ঐ কন্যা পুত্রহীন বিধবা ছিল। এক্ষণে এই দুই ব্যক্তি বিষয় দাওয়া করে; এমত অবস্থায় উহাদের মধ্যে কে ঐ ধনাধিকারী; যদি উহারা উভয়েই অধিকারি হয়, তবে কি পরিমাণে?

পত্নীর প্রাপ্ত সঙ্ক্রান্ত ধন তন্মরণে তাহার পুত্রহীনা বিধবা কন্যাকে অর্শিবে না কিন্তু পতির পিতৃব্যপুত্রকে অর্শিবে।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায়, শাস্ত্রানুসারে পিতৃব্য পুত্রই পুত্রহীন বিধবা দুহিতাকে নিরাশপূর্ব্বক ধনাধিকারী; কিন্তু ঐ বিধবা ধনির পিতৃব্য-পুত্র হইতে ভরণপোষণ পাইতে অধিকারিণী, এই মত দায়ভাগাদি গ্রন্থমতানুমত। ঢাকা কোর্ট আপীল, ৬ ফেব্রুওরি ১৮০৮ শাল। চ্যা. ১ সেক্. ৩, মকদ্দমা ৬, (পৃ. ৪৬)।

প্রশ্ন ১। এক ব্যক্তি এক পত্নী ও দুই পুত্রবতী এক কন্যা রাখিয়া মরে। ঐ দুই পুত্রের মধ্যে এক জন নিজমাতার জীবন কালেই এক স্ত্রী রাখিয়া নিস্সন্তান মরে। এমত অবস্থায় মৃত দৌহিত্রের পত্নীকে নিজ শ্বাশুড়ীর জীবন কালে অথবা তাহার মরণোত্তর মূল ধনির ধনে কোন অধিকার আছে কি না? অথবা উক্ত দৌহিত্রের পত্নী বাঁচিয়া থাকিতে ধনির কন্যার মরণের পর তাহার জীবিত পুত্রকে কি তাহার উত্তরাধিকারিকে ধন অর্শিবে?

R. Supposing the person to have died leaving two daughters, and subsequently one of them to have died leaving two sons and a sister, her surviving; and the deceased daughter to have succeeded to the property at the time when she was a maiden, or to have succeeded after her marriage, and afterwards her sister to have become a barren or a childless widow, then the deceased daughter's share of the paternal estate will devolve on her sons. If the deceased daughter derived the right to the property after her marriage, and her sister be not a barren or a childless widow, then that sister, she having male issue, or being likely to have such, is entitled to the succession. The property which devolved on the married daughter by right of inheritance, goes at her death to her father's next heir. Of the father's heirs, in default of an heir down to the widow, his daughter is first in rank. The property, whether it be divided or undivided, and whether after partition the family be re-united or not re-united, will, according to the law as current in Bengal, devolve on the next heir. This opinion is conformable to the *Dáyabhága*, Commentary of Sri' Krishna Ta'rkalanca'ra on the *Dáyabhága*, *Dáyakramasangraha*, *Virádárnavasetu*, *Virádabhangárnava*, and other authorities current in Bengal.

Of two daughters who succeeded jointly to the paternal property, one dying leaving sons, her share goes to her sister, provided that sister have, or be likely to have, a son: otherwise the son of the deceased daughter inherits.

*Authorities.*—"In default of the wife, the daughter next succeeds." "The following special rule must be here observed, namely, that if a maiden daughter, in whom the succession has once vested, and who has subsequently married, should die without having borne issue, the married sister who has, and the sister who is likely to have, male issue, inherit together the estate which had so vested in her. It does not become the property of her husband or others, for their right is exclusively to a woman's separate property, *(Strídhan)*. But, if there be no maiden daughter, then the daughter who has, and the daughter who is likely to have, male issue, are together entitled to the succession; and on failure of either of them, the other takes the heritage. In default of daughters having, and daughters likely to have, male issue, daughters who are barren, or widows destitute of male issue, are incompetent to take the inheritance, because they cannot benefit the deceased owner, by offering (through the medium of sons) the funeral oblation at solemn obsequies. In default of all daughters (who are entitled to succeed), the daughter's son takes the inheritance." This is laid down in the *Dáyakramasangraha*, *Vivádarnavasetu*, and other authorities.

"In like manner, if the succession have devolved on a daughter, those persons who would have been heirs of her father's property, in her default, (as her son, her paternal grandfather, &c.,) take the succession on her death; not the heir to the daughter's property (as her daughter's son, &c.). This is cited in the *Dáyabhága—Sudder Dewanny Adawlut*. Ch. I. Sect. 3, Case 5, (pp. 44—46).

Q. The proprietor of an ancestral landed estate died, leaving a widow and a daughter him surviving. Subsequently to his death, his widow took possession of the property by right of inheritance, and then she died, leaving the daughter before mentioned, who was a childless widow, and a son of her husband's paternal uncle. Now these two survivors claimed the inheritance, in this case, which of them is entitled to it, or are they both, and if so, in what proportions?

Property which had devolved on a widow at her husband's death, goes, when she dies, to the son of her husband's paternal uncle, to the exclusion of her childless widowed daughter.

R. Under the circumstances above stated, according to law, the succession devolves on the son of the paternal uncle, by whom the childless widowed daughter is excluded; but she is entitled to receive food and raiment from the son of the paternal uncle of the proprietor. This opinion is conformable to the *Dáyabhága* and other works of law. Dacca court of appeal, February 6th 1808—Ch. I. Sect. 3, Case 6, (p. 46).

Q. I. A man died leaving a widow (A), and a daughter (B), who had two sons (C and D), of whom the former died before his mother, leaving a widow, but no issue. In this case, has the widow of C, either during the life-time of B, or on her death, any right to the property left by the original proprietor? Or on the death of B, will the property devolve on D, or on his heirs, while C's widow is living?

মৃত ধনির দুহিতা কিম্বা দৌহিত্র, এবং মৃত অন্য দৌহিত্রের পত্নী দাওয়াদার হইলে উক্ত পত্নী বঞ্চিত ও প্রথমদ্বয় অধিকারি হইবে।

উত্তর ১। মূল ধনি প্রপৌত্রপর্য্যন্ত উত্তরাধিকারিহীন হইয়া মরাতে, তাহার পত্নী তদ্ধনাধিকারিণী; তাহার পর তৎকন্যা অধিকারিণী, তাহার মৃত পুত্রের স্ত্রী অধিকারিণী নয়, যেহেতু তৎস্বামির নিজ মাতার জীবন কালে মাতামহের ধনে অধিকার জন্মিতে পারে নাই। কিন্তু উক্ত কন্যার মরণে তাহার জীবিত পুত্র নিজ মাতামহের সকল বিষয়াধিকারী; এবং তাহার মরণে তাহার উত্তরাধিকারিরাই তাহাতে অধিকারি হইবে, (মূল ধনির) মৃত দৌহিত্রের পত্নী পাইবে না। এই মত দায়ভাগ, বিবাদ ভঙ্গার্ণব ও আর২ গ্রন্থ মতানুমত।

প্রমাণ—যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণু বচন *।

প্রশ্ন ২। মূলধনির মরণে তাহার পত্নী নিজ কন্যা থাকিতে ঐ কন্যার দুই পুত্রকে পতির সমুদয় ধন দান করিলেক। এমত অবস্থায় ঐ দান সিদ্ধ কি না?

উত্তর ২। পতির মরণে শাস্ত্রানুসারে তাহার ধন পত্নীকে অর্শিলে দুহিতা থাকিতে তাহার স্পষ্ট অনুমতি বিনা যদি ঐ সমুদয় ধন দুই দৌহিত্রকে দান করিয়া থাকে, তবে ঐ দান অশাস্ত্রীয়, যেহেতু সংস্থাপিত নিয়ম এই যে পত্নী কান্তা হইয়া পতিধন যাবজ্জীবন ভোগমাত্র করিতে অধিকারিণী। এই মত দায়ভাগ ও আর২ গ্রন্থ মতানুমত।

প্রমাণ—কাত্যায়ন-বচন, ও মহাভারতীয় দানধর্ম্ম বচন †।

জিলা নদিয়া, ৮ মার্চ ১৮২৩ সাল। কমলকরীদাসী—নাম—আনন্দচন্দ্র গুপ্ত। চ্যা. ১, সেক. ৩, মকদ্দমা ৮, (পৃ. ৪৭—৪৯)।

প্রশ্ন। পুত্রহীনা বিধবা দুহিতা থাকিতে, দৌহিত্র মাতামহ ধনাধিকারী হয় কি না?

পুত্রহীনা বিধবা দুহিতা থাকিতে তাহাকে নিরাস পূর্ব্বক দৌহিত্র অধিকারী।

উত্তর। পুত্রহীনা বিধবা কন্যা থাকিতেও দৌহিত্র সকল ধনাধিকারী, যেহেতু পতি পুত্র বিহীনা হওয়াতে ঐ কন্যা ধনাধিকারিণী নয়।

প্রমাণ—

দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত বৃহস্পতি বচন—"যেমত বন্ধু থাকিতেও পিতৃধনে দুহিতার অধিকারিণী তেমনি তাহার পুত্রও মতামহধনে অধিকারী।

মনু—"(কৃতা বা অকৃতা দুহিতা সদৃশ স্বামি হইতে যে পুত্র লাভ করে) তদ্দ্বারা মতামহ পুত্রী ‡ হয়েন, সে পুত্রই তাহার পিণ্ড দিবে ও ধন পাইবে §।

উপরি উক্ত বাক্যের ভাব এইযে পুত্রবতী ও সম্ভাবিত পুত্রা কন্যার অভাবে, বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা বিধবা দুহিতা ধনাধিকারিণী নয়, যেহেতু তাহারা (পুত্রদ্বারা) পার্ব্বণ পিণ্ডদান করিয়া মৃতের উপকার করিতে পারে না। জিলা হুগলী, ১ জুলাই ১৮২২ সাল। চ্যা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা ৯ (পৃ. ৪৯, ৫০)।

৪৭ সংখ্যক ব্যবস্থার

নজীর

/০ কোন বিধবা (মত) পতির বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ করিয়া মরিলে, সদর দেওয়ানী আদালত ঐ মকদ্দমা তাহার কন্যার হকে ডিক্রী করিলেন। যে ব্যবস্থা-প্রমাণে উক্ত ডিক্রী সদের হয় তাহা এই যে—"দুহিতা পুত্রবতী অথবা সম্ভাবিতপুত্রা হইলে সে যথা শাস্ত্র উত্তরাধিকারিণী। (সম্ভাবিত পুত্রা) দুহিতা যদি পুত্র প্রসব না করিয়া মরে, তবে তদবিক্রুত ধনে তৎপতির কোন দাওয়া নাই, এমত অবস্থায় ঐ ধন ঐ দুহিতার পিতার উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে। রাজচন্দ্র দাস—বনাম—মোসম্মাৎ ধনমণি। ২৪ মে ১৮২৪ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৩, প. ৩৬১—৩৬৩।

৵০ শিবনাথ নামক কোন ব্যক্তি (ভাগীরথী নাম্নী) অন্তর্ব্বত্নী পত্নীকে এবং গোবিন্দ প্রসাদ নামক ভ্রাতাকে রাখিয়া লোকান্তরগত হয়। অনন্তর ঐপত্নী এক কন্যা প্রসব করে তাহার নাম গঙ্গামায়া। এই কন্যাকে রাখিয়া ঐ বিধবা পত্নী মরে, এবং তাহার মরণের দীর্ঘকাল পরে ঐ কন্যার বিবাহ হয়। তৎপরে (মূলধনির ভ্রাতা) গোবিন্দ প্রসাদ কৃষ্ণ কিশোর নামক এক পুত্র রাখিয়া মরে। কএক বৎসর পরে গঙ্গামায়ার স্বামী

* ব্যবস্থাদর্পণের ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। † ব্যবস্থাদর্পণের ৫৪ ও ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ এস্থলে ব্যবহৃত পুত্রী পদ পৌত্রী হইবে, মনুসংহিতায় উক্ত বচন দ্রষ্টব্য। § মনুর ৯ অধ্যায়ের ১৩৬ বচনের শেষার্দ্ধ।

R. I. At the death of the original proprietor, who left no heir down to a great grandson, his widow was entitled to his property; and at her death, her daughter, B, had the right of inheritance, her son's (C's) widow having no right of succession; as her husband's property over his maternal grandfather's property could not have accrued during the life-time of his mother; but on the death of B, her son, D, is entitled to inherit the whole property of his maternal grandfather; and on his death, his heirs will take it, to the exclusion of C's widow. This opinion is conformable to the *Dáyabhága*, *Vivádabhangárnava*, and other authorities.

The Claimants being a daughter or daughter's son and the widow of a daughter's son, the latter will be excluded, and two first will inherit, in succession.

*Authorities.*—The text of JA´GNYAVALKYA and VISHNU.*

Q. 2. On the death of the original proprietor, his widow made a gift of his entire property to her two grandsons C and D, while their mother, that is the daughter (B) was living. In this case is the gift binding and good?

R. 2. Supposing the widow, during the life-time of her daughter B, to have made a gift of the whole property of her husband which devolved on her at his death by law of inheritance, without the express consent of her daughter, to her two grandsons, the gift is illegal, as it is a settled rule, that the widow has only the right to enjoy her husband's property with moderation until her death. This is consonant to the doctrines cited in the *Dáyabhága* and other law tracts.

*Authorities.*—The text of KA´TYA´YANA, and that of *Dánadharma* a chapter of the *Mahábhárata.*†
Zillah Nuddea, March 8th 1823—Ch. I. Sect. 3, Case 8, (pp. 47—49). Khyamankarí-Dásí *versus* A´nanda Chandra Gupta.

Q. Is a daughter's son entitled to inherit the estate of her maternal grandfather, while a childless widowed daughter of that ancestor exists?

R. The daughter's son is alone entitled to succeed his maternal grandfather, even though his daughter who is a childless widow is living, she being excluded by reason of her having neither husband nor issue.

A daughter's son excludes a daughter, being a childless widow.

*Authorities:*—

The text of VRIHASPATI cited in the *Dáyabhága* and other legal authorities. "As the ownership of her father's wealth devolves on her, although kindred exists; so her son likewise is acknowledged to be heir to his maternal grandfather's estate."

MANU.—"The maternal grandfather becomes in law the father of a son‡: let that son give the funeral cake, and possess the inheritance."§

The true meaning of the preceding passage is, "that in default of daughters likely to have male issue, daughters who are barren, or widows destitute of male issue, are incompetent to take the inheritance, because they cannot benefit the deceased owner by offering (through the medium of sons) the funeral oblation at solemn obsequies." Zillah Hooghly, July 1st 1822. Ch. I. Sect. 3, Case 9, (pp. 49, 50).

***Cases***
bearing on the vyavastha´
No. 46.

I. A widow died after suing for her husband's property. The Sudder Court pronounced a decree in favour of her daughter. The *vyavashtá* upon which this decree was founded, was:—"'The daughter was the legal heir, if she have a son, or if there be any probability of her having one. Should she die without producing a son, her husband had no claim to the property which should (then) devolve on her father's heirs.—Ráj Chandra Dás *versus* Musst. Dhan Mani—24th May 1824. S. D. A. Rep. vol. III. pp. 361—363.

II. A person named Shiv Náth died leaving a pregnant widow (named Bhagavatí) and an uterine brother named Gobinda Prasád. Subsequently his widow brought forth a daughter who was named Gangá Máyá. The widow then died leaving the daughter who was married long after her death. Subsequently, Gobinda Prasád (brother of the original proprietor) died leaving a son named Krishna Kishore. A few years after

* To be found at page 29 of the *Vyavasthá-Darpana.* † To be found at pages 55 & 59 of the *Vyavasthá-Darpana.*

‡ This should be "grandsire of a son's son" and not "father of a son". See the above text in the Institutes of MANU.

§ The last stanza of MANU. IX. 139.

বন্ধ্যা। গঙ্গামায়াকে দত্তক লইতে অনুমতি দিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। বিচার হইল যে গঙ্গামায়া নিজমাতার মরণান্তে যথাশাস্ত্র ধনাধিকারিণী, কিন্তু তাহার অধিকার তাহার জীবনান্ত পর্য্যন্ত, তাহার মরণোত্তর ঐ ধন তৎপিতার ভ্রাতাকে গিয়া অর্শিবে, তাহার (অর্থাৎ গঙ্গামায়ার) দত্তক পুত্রকে অর্শিবে না। গঙ্গামায়া—বনাম—কৃষ্ণ কিশোর চৌধুরী। ১৭ ডিসেম্বর ১৮২১ সাল। স. দ. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ১২৮—১৩২।

যে ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত নিষ্পত্তি হয় তাহার এই মর্ম্ম যে শিবনাথের মরণে তদ্বিষয়ে তাহার পত্নী ভাগিরথীর অধিকার, ভ্রাতা গোবিন্দ প্রসাদের অধিকার নাই, যেহেতু প্রপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি-হীন ব্যক্তি মরিলে তাহার ধন দায় শাস্ত্রানুসারে তৎপত্নীকে অর্শে, ভাগিরথীর মরণে তদধিকৃত পতি সঙ্ক্রান্ত ধন পতির মরণকালীন যে দুহিতা অবিবাহিতা ছিল তাহাকে অর্শিবে, শিবনাথের ভ্রাতাকে অর্শিবে না, কেননা দায় শাস্ত্রানুসারে কুমারী সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী এই তিন প্রকার দুহিতার মধ্যে পুত্রাদির অভাবে কুমারী অধিকারিণী। কিন্তু পতির অনুমত্যনুসারে গঙ্গামায়া যে দত্তক গ্রহণ করে, গঙ্গামায়ার অধিকৃত সঙ্ক্রান্ত ধনে ঐ দত্তকের কোন অধিকার নাই, যেহেতু দায়ভাগানুসারে দত্তক পুত্র বন্ধুর ধনে অধিকারী নয়, এবং মনুর যে বচনে দত্তক পুত্র অধিকারি মধ্যে গণিত হইয়াছে, কুল্লুক ভট্টলিখিত মন্বর্থমুক্তাবলি নাম্নী টীকায় এবং আরং গ্রন্থকর্ত্তার তদ্বচন ব্যাখ্যায় বোধ হইতেছে যে দত্তক (তদ্গৃহীতার) স্বগোত্র ধনাধিকারী। অতএব মাতার মরণে গঙ্গামায়া যে পিতৃসঙ্ক্রান্ত ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং যাহাতে সে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী মাত্র ছিল, তাহা তৎপিতার ভ্রাতৃপুত্র কৃষ্ণ কিশোরকে অর্শিবে, কেননা শরীরার্দ্ধ স্মৃতা যে পত্নী সে পুত্রহীনা হওয়াতে পতি ধনাধিকারিণী হইলে তাহার মরণান্তে তদধিকৃত ধন তদ্ভর্ত্তার দায়াদকে অর্শে, অতএব পত্নী হইতে জঘন্য দায়াদ যে দুহিতা তাহাকে ধন অর্শিলে, ঐ ধন অবশ্যই তৎপিতার উত্তরাধিকারিকে অর্শে।

### এবং নিম্নে উল্লিখিত দুই মকদ্দমাও দ্রষ্টব্য—

রায় শ্যাম বল্লভ—বনাম—প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, ১৪ জুলাই ১৮২৫ সাল, স. দে আ. রি. বা. ৩, প্. ৩৩। ব্য. দ. পৃ. ৮।

গদাধর শর্ম্মা ও কালিদাস শর্ম্মা—বনাম—অযোধ্যারাম চৌধুরী, ৩০ আক্টোবর ১৭৯৪ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৬।

৪৬, ৫৩ ও ৫৪ সংখ্যক ব্যবস্থার **নজীর**

জগত বল্লভের দুই অবিবাহিতা কন্যা সমান রূপে তদ্ধনাধিকারিণী হয়। অনন্তর ঐ কন্যা দ্বয়ের এক জন বিধবা হইয়া নিসন্তান মরিলে, অন্য কন্যা (ঐ মৃত কন্যার পিতার উত্তরাধিকারিণী রূপে) তদধিকৃত ধনাধিকারিণী হইল, তাহার পিতৃব্যের অধিকার হইল না। রায় শ্যামবল্লভ—বনাম—প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, ২৯ মার্চ ১৮৩০ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ২১।

২, ৪৫, ও ৪৬ সংখ্যক ব্যবস্থার **নজীর**

(হিন্দু জাতিয়া) কোন বিধবা পতির উত্তরাধিকারিণী রূপে প্রাপ্ত ভূমি সমানাংশে আপন চারি কন্যাকে দান করিয়া দানপত্র এই নিয়মে লিখিয়া দেয় যে তাহার মরণান্তে কন্যারা তাহা দখল করিবে। তন্মধ্যে, দুই কন্যা মাতা বর্ত্তমানেই মরিলে মৃত কন্যাদ্বয়ের একের কন্যা নিজমাতার প্রাপ্য চারি আনা অংশের নিমিত্তে জীবিতা দুই মাসির নামে নালিষ করে।

সদর দেওয়ানী আদালতের জজ (জে ফিগুল ও এফ সি গোড্) সাহেবরা তাবৎ দলীল দস্তাবেজ বিবেচনান্তে রায় দিলেন যে যে দান পত্র বলে বাদিনী বিষয়ের একাংশ দাওয়া করে তাহা অগ্রাহ্য, এবং যেহেতু তাহার মাতা অপূর্ব্বা নিজ মাতা (উক্ত বিধবা) লক্ষ্মী প্রিয়ার জীবনকালে মরাতে তাহার সত্ত্ব সিদ্ধ হয় নাই, এবং যেহেতু বাদিনী আপন মাতার দ্বারা দাওয়া করিতেছে, অতএব তাহার ঐ অংশে দাওয়া নাই। এতবতা তাহার দাওয়া ডিস্মিস্ হইল। মোসম্মাৎ অভয়া প্রভৃতি বনাম ঈশ্বরচন্দ্র গাঙ্গুলি, ২ এপ্রেল ১৮১৯ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ২৯০।

this, Gangá Máyá's husband died leaving her a barren childless widow, but permitting her to adopt. Held that Gangá Máyá is the lawful heir on the death of her mother, but she (Gangá Máyá) has only a life interest; that on her death, the estate should revert to the son of her father's brother, to the exclusion of her (Gangá Máyá's) adopted son.—Gangá Máyá *versus* Krishna Kishore Choudhurí, 17th December 1821, S. D. A. Rep. Vol. III. pp. 128—132.

The *vyavasthá* upon which the above decision is founded was to the following effect: On the death of Shib Náth, his property belonged of right to his widow Bhágíratí, and not to his brother Gobindprasád; for the estate of him who dies leaving no other heir, down to a great grandson, devolves, by the law of inheritance, on his widow. On the death of Bhágíratí, the estate she had inherited from her husband, should devolve on her daughter, who was unmarried at the time of her husband's death, and not on the brother of Shib Náth, for, by the law of inheritance, of the three descriptions of daughters, that is, the unmarried daughter, the married daughter, whose husband is living, and of whom there is a probability of a son being born, and the daughter who has borne a son, the first mentioned has the best title to the succession in default of other preferable heirs. But the son adopted by Gangá Máyá, by the consent of her husband, has no title to the estate to which she had succeeded, because, according to *Dáyabhága*, an adopted son has no legal claim to the property of a *Bandhu* or cognate, and according to the interpretation of the text of MANU, which admits adopted sons to the right of succession collaterally, the meaning is succession to the property of persons belonging to the same family as the adopting father, as fully appears from the *Manwartha Muktávali* compiled by *Culluca Bhatta* and other authorities. On the death of Gangá Máyá, therefore, the estate left by her father, to which she had succeeded on the death of her mother, and her right to which was limited to a life-interest, should devolve on Kishen Kishore, the brother's son of her husband, because when an estate devolves on a childless widow, who is held to be half the body of her husband, it reverts at her death to the heirs of her husband. So an estate which had devolved on a daughter, who has a weaker claim, should, *á fortiori*, revert to the heirs of her father.

## See also the following cases:—

Ráy Shám Ballabh *versus* Prán Krishna Ghose—4th July 1825, S. D. A. Rep. vol. III. p. 33. and V. D. p. 9.

Gadá Dhar Sarmá, and Káli Dás Sarmá *versus* Ajodhyá Rám Choudhurí—30th October 1794, S. D. A. Rep. Vol. I. p. 6.

**Cases** bearing on the vyavastha' Nos. 46, 53 & 54.

Two maiden daughters of Jagat Ballabh succeeded in to equal shares to his estate. Of these, one dying a childless widow, the other (as heir to the father of the deceased) took the vacant succession in preference to her father's brother's son. Ráy Shám Ballabh *versus* Prán Krishna Ghose—29th March 1830, S. D. A. Rep. Vol. V. page 21.

**Cases** bearing on the vyavastha' Nos. 2, 45 & 46.

A Hindu widow executed a testamentary deed of gift of the landed property which she inherited from her husband, in favour of her four daughters, granting them equal shares of the property to be entered on by them after her death. The daughter of one of the two daughters, who died during the lifetime of the widow, sued the two surviving daughters for a fourth share of the property in right of her deceased mother.

On consideration of all the documents, the Sudder Court (present J. Fendall, and S. T. Goad) were of opinion that the deed of gift, under which the plaintiff claimed a share of the property, was invalid, and that, as the title of her mother Apúrba to the said property had never been completed, from her having died before her mother Lakkhí Priyá (the said widow), the plaintiff who claimed the property through her mother had consequently no right thereto, and accordingly dismissed the claim.—Musst. Abhoyá and another *versus* I'shwar Chandra Gánguli—2nd April 1819, S. D. A. Rep. Vol. II. p. 290.

## দৌহিত্রের অধিকার।

ব্যবস্থা

**৫৬। অধিকারযোগ্যা দুহিতার অভাবে (য) দৌহিত্রের অধিকার *।**

**৫৬। অধিকারযোগ্যা দুহিত্রভাবে (য) দৌহিত্রস্যাধিকারঃ*।**

(য) "দুহিতার অভাব" এই পদ এস্থলে কুমারী পুত্রবতী ও সম্ভাবিত পুত্রা দুহিতার অভাব জ্ঞাপক, যেহেতু বন্ধ্যা ও পুত্রহীন বিধবা দুহিতা থাকিতেও দৌহিত্রের অধিকার দৃষ্ট হইতেছে। (অতএব তাহারদের থাকা না থাকা তুল্য)। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫।

(য) অত্র দুহিত্রভাব পদং কুমারী সম্ভাবিত-পুত্রা পুত্রবতী দুহিত্রভাব পরং, বন্ধ্যা পুত্রহীন বিধবা দুহিতৃ সত্বেহপি দৌহিত্রস্যাধিকার দর্শনাৎ।

প্রমাণ

/০ পুত্রিকা কৃতা বা অকৃতা হউক দুহিতা সবর্ণ পতি হইতে যে পুত্র লাভ করে, তদ্বারা মাতামহ পৌত্রী হয়েন, সেই পুত্র তাহার পিণ্ড দিবে ও ধন লইবে †। মনুঃ অ. ৯, ব. ১৩৬।

/০ অকৃতা বা কৃতা বাপি যং বিন্দেৎ সদৃশাৎ সুতং। পৌত্রী মাতামহস্তেন, দদ্যাৎ পিণ্ডং হরেদ্ধনং †। মনুঃ—অ. ৯, ব. ১৬।

৵০ অপুত্র (র) পিতার (ল) ধন সমস্তই দৌহিত্র লইবে। এবং সেই নিজ পিতা ও মাতামহকে পিণ্ড দান করিবে †। মনু—অ. ৯, ব. ১৩২।

৵০ দৌহিত্রোহ্যখিলং ঋক্থমপুত্রস্য (র) পিতুর্হরেৎ (ল)। সএব দদ্যাৎ দ্বৌপিণ্ডৌ পিত্রে মাতামহায়চ †। মনুঃ—অ. ৯, ব. ১৩২।

(র) অপুত্রপদে দুহিতার পর্য্যন্তের অভাববোধ্য নতুবা "পত্নী দুহিতরশ্চৈব" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য বচনের প্রভৃতির বিরোধ হয়। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫।

(র) অপুত্রস্যেতি দুহিতৃ পর্য্যন্তাভাবোপলক্ষণং অন্যথা পত্নী দুহিতরশ্চৈবেত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বিরোধঃ স্যাৎ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫।

(ল) এস্থলে **পিতার ধন** এই পদে মাতার পিতার অর্থাৎ মাতামহের ধন বোধ্য। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫।

(ল) **পিতুঃ**— মাতুঃ পিতুরিত্যর্থঃ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫।

৶০ (ধর্ম্ম কর্ম্মে) পৌত্র ও দৌহিত্রের মধ্যে বিশেষ নাই, যেহেতু পৌত্রের পিতা ও দৌহিত্রের মাতা উভয়েই ধনির দেহ হইতে জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে †মনু। অ. ৯ ব. ১৩৩।

৶০ পৌত্র দৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষোনাস্তি ধর্ম্মতঃ। তয়োর্হি মাতাপিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহতঃ। মনুঃ †। অ. ৯, ব. ১৩৩।

।০ পুত্রপৌত্র (প্রপৌত্র) না থাকিলে দৌহিত্র ধন পাইবে। পূর্ব্ব পুরুষের পিণ্ডাদি দানে পৌত্র দৌহিত্র সমান ‡। বিষ্ণু।

।০ অপুত্রপৌত্রে সংসারে দৌহিত্রা ধনমাপ্নুয়ুঃ। পূর্ব্বেষান্তু স্বধাকারে পৌত্র-দৌহিত্রকাঃ সমাঃ ‡। বিষ্ণুঃ।

।/০ পত্নী দুহিতা ইত্যাদির অধিকার সূচক যাজ্ঞবল্ক্য বচনে দুহিতৃ পদ বহুবচনে ব্যবহৃত হওয়াতেই অদত্তা ও দত্তা দুহিতা ও দৌহিত্রের নির্দ্দেশ হইয়াছে, এবং ক্রমের ব্যতিক্রম নাই। যেমন "স্বর্গ গত অপুত্র" ইত্যাদি বচনে পুত্রপদ পার্ব্বণ পিণ্ডদানে বিশেষ না থাকায় প্রপৌত্র পর্য্যন্তের বোধক, তেমনি দৌহিত্রও পিণ্ডদাতা হওয়াতে দুহিতৃ পদ দৌহিত্র পর্য্যন্তের সূচক §।

।/০ পত্নী দুহিতরশ্চৈবেত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য-বচনে বহু বচনাত্ত দুহিতৃ পদেন কন্যোঢা দৌহিত্রাণাং নির্দ্দিষ্টত্বাৎ ক্রমবিরোধাভাবাৎ। যথা স্বর্য্যাতস্যহ্যপুত্রস্যেতি পুত্রপদং প্রপৌত্র পর্য্যন্ত পরং পিণ্ড দত্বাবিশেষাৎ, তথা দৌহিত্রস্যাপি পিণ্ডদত্বাৎ তৎপর্য্যন্ত পরং দুহিতৃ পদং §।

বিবেচন

মৈথিলেরা "পত্নী দুহিত. শ্চৈব" ইত্যাদি নানা বচনে বোধ্য অধিকারিদিগের সকলের পশ্চাৎ

মৈথিলাস্তু, পত্নী দুহিতরশ্চৈবেত্যাদি নানা বচন বোধ্যাধিকারিণাম সর্ব্বেষাং পশ্চাৎ দৌহিত্রাধিকার

---

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৫। দা. ভা. অপু. পৃ. ১৯৯—২০১। দা ত. অপু. পৃ. ৫৪। বি. দা. মী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৯। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১. সেক্. ২, পারা. ১৭৩১৯. পৃ. ১৮৯৩১৯০। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪২৮। মেক্. হি. ল. বা. ১, চ্যা. ২, পৃ. ২৩৩২৫। এল্. ইন্. পৃ. ৭৭।

† দা. ভা. অপু. পৃ. ২০০। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫। দা. ত. অপু. পৃ. ৫৪।

‡ দা. ভা. অপু. পৃ. ২০১। দা ত, পৃ. ৫৪। বি. দা. ভা. মী. র. ৮। এই বচন বিষ্ণু সংহিতায় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য গোবিন্দ রাজের উদ্ধার প্রমাণে দায়তত্বে তুলিয়াছেন।

§ দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৩। দা. ত, অপু. প. ৫৩, ৫৪.। বি. দা. ভা. মী. র. ৮।

### DAUGHTER'S SON'S RIGHT OF SUCCESSION.

Vyavastha'

56. On failure of (the qualified) daughter, *(y)* the succession devolves on the daughter's son.*

*(y)* By the expression "on failure of the daughter" is here meant the failure of the maiden daughter, the daughter who has, and the daughter who is likely to have, a son; since the daughter's son inherits notwithstanding the existence of the daughter who is barren or who is a sonless widow.

Authority.

I. By that male child, whom a daughter, whether *kritá* or *akritá*, shall produce from a husband of equal class, the maternal gandfather becomes grandsire of a son's son: let that son offer the oblation-cake and possess the inheritance.† MANU. Ch. IX. V. 136.

II. "Let the daughter's son take the whole estate of the father *(r)* who leaves no son *(l)*; and let him offer funeral oblations;—one to his own father, the other to his maternal grandfather.† MANU. Ch. IX. V. 132.

*(r)* The term "leaving no son" is here used to signify failure of heirs as far as the daughter; otherwise it contradicts the text of JA'GNYAVALKYA: ("The wife, also the daughters," &c.,) and also the texts of other sages. (See W. Dá. Kra. Sang. p. 10.)

*(l)* "Of father"—that is, of the father of the mother. (See W. Dá. Kra. Sang. p. 10.)

III. Between a son's son and the son of a daughter there is no difference in law; since their father and mother both sprung from the body of the same man.† MANU. Ch. IX. V. 133.

IV. If one die leaving neither son nor grandson, the daughter's son shall inherit the estate; for, by consent o all, the son's son and the daughter's son are alike in respect of the celebration of obsequies.‡ VISHNU.

V. The maiden daughter, married daughter, and daughter's son, are all signified by the plural term "daughters" in JA'GNYAVALKYA's text:—"The wife and the daughters, &c." (See V. D. p. 29.) As the word "son," in the phrase "who departed for heaven leaving no son," intends male issue down to the great grandson, since he is equally a giver of oblations; so does the term "daughters" comprehend the daughter's son, for he also is the giver of oblation-cakes.§

Remark.

The followers of the *Mithilá* school assert, that the daughter's son is entitled to the heritage after the whole of the heirs enumerated in the text—"The wife, also the daughter, &c.," and

* W. Da'. Kra. Sang. p. 9.—Coleb. Da'. bha'. Ch. XI. Sect. 2, paras. 17 & 19. pp. 189 & 190.—Coleb. Dig. Vol. III. p. 498. Macn. H. L. Vol. I. Ch. II. p. 23 & 25. Elb. In. p. 77.

† Coleb. Da'. bha'. p. 190.—W. Da'. Kra. Sang. p. 10.—Da'. T. p. 54.

‡ Coleb. Da'. bha'. p. 191. Da'. T. p. 54.—Coleb. Dig. Vol. III. p. 498. This text is not found in the institutes of *Vishnu*. It is cited by RAGHUNANDANA in *Dáyatatwa* as on the authoritity of GOVINDARA'JA's quotation.

§ Coleb. Da'. bha'. p. 192.—Da'. T. pp. 53 & 54. Coleb. Dig. Vol. III. p. 498.

দৌহিত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করেন, তাহা ন্যায্য নয়, যে হেতু রাজাও অধিকারি মধ্যে পরিগণিত হওয়াতে এবং রাজার অভাব কদাপি সম্ভব না হওয়াতে, ফলতঃ দৌহিত্রের অনধিকার হইয়া উঠে, এবং তাহা হইলে দৌহিত্রের অধিকার বাচক বচন সমূহ ব্যর্থ হয়*। অতএব বিশ্বরূপ জিতেন্দ্রিয় ভোজদেব ও গোবিন্দ রাজ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে দুহিতার অভাবে দৌহিত্রের অধিকার এই মত মান্য †।

মাহুঃ, তদসত্, রাজ্ঞোহপ্যধিকারিতয়া পরিগণিতত্বাৎ তদভাবস্য কদাপ্যসম্ভবাৎ, ফলতো দৌহিত্রস্যাধিকার প্রতিপাদক বচনানাং নির্ব্বিষয়ত্বাপত্তেঃ *। তস্মাৎ বিশ্বরূপ জিতেন্দ্রিয় ভোজদেব গোবিন্দ রাজৈর্দুহিত্রভাবে দৌহিত্রস্যাধিকারো নিরূপিত আদরণীয়ঃ †।

ব্যবস্থা

৫৭ অনেক দৌহিত্র থাকিলে সকলে মাতামহধন ভাগ করিয়া লইবে। ঐবিভাগ সমান ও তাহাদের নিজ সংখ্যানুসারে হইবে, মাতৃ সংখ্যানুসারে হইবে না ‡।

৫৭ দৌহিত্রাণাম্ বহুত্বে বিভাগঃ কর্ত্তব্যঃ। বিভাগস্তু সমঃ, সচ তেষাং স্বরূপাপেক্ষয়া, নতু মাত্রনুসারেণ ‡।

উদাহরণ

যথা—যদি ধনির এক কন্যার দুই পুত্র থাকে অন্য কন্যার তিন, তবে সমান পাঁচ ভাগ কর্ত্তব্য। দুই ভাগ করিয়া প্রত্যেক কন্যার পুত্রেরা মাতার অনুসারে এক ভাগ লইয়া তাহা পুনর্ব্বার স্ব২ সংখ্যানুসারে ভাগ করিতে হইবেনা যেহেতু সেরূপ বিভাগের রীতি কেবল পৌত্র গণের মধ্যে কথিত আছে, এবং পৌত্র গণের পরস্পর বিভাগে ও দৌহিত্র গণের পরস্পর বিভাগে যুক্তিও তুল্য নয় বি. দা. দী. র. ৮।

যথা—একস্যা দ্বৌ পুত্রৌ অপরস্যাশ্চ এয়ঃ পুত্রাস্তত্র পঞ্চ ভাগা এব সমানাঃ কর্ত্তব্যাঃ নতু ভাগদ্বয়ং কৃত্বা একৈকং ভাগং পুনর্ব্বিভজেয়ুঃ। তাদৃশরীতেঃ পৌত্র বিভাগ এব বাচনিকত্বাৎ যুক্তিশ্চাপি ন তুল্যা। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

ব্যবস্থা

৫৮ মাতামহের ধন প্রাপ্ত হইয়া দৌহিত্র মরিলে তৎ সংক্রান্তধনে তাহার পুত্রাদি অধিকারী হইবে—যেহেতু তাহা তখন তাহাদের পিতৃধন হইল, ঐ মৃত দৌহিত্রের মাতামহ দায়াদেরা পাইবে না §।

৫৮ অত্র গৃহীত মাতামহদায়স্য দৌহিত্রস্যোপরমে তত্ পুত্রাদিস্তৎ সংক্রান্ত ধনমধিকরোতি—পিতৃধনত্বাৎ, নতু মাতামহস্য দায়াদাঃ §।

ব্যবস্থা

৫৯ দুহিতার দত্তক মাতামহধনে অধিকারী নয়।

৫৯ দুহিতুর্দত্তকো মাতামহধনে নাধিকারী।

প্রমাণ

/০ সংখ ও লিখিত—অপবিদ্ধ, সহোঢ়জ, দত্তক, ক্রীত, শূদ্রাপুত্র, ও স্বয়ং দত্ত এই ছয় (প্রকার) পুত্র বন্ধুদায়াদ নয়। ঔরস, ক্ষেত্রজ, পৌনর্ভব, পুত্রিকা কানীন, ও গূঢ়োৎপন্ন এই ছয় প্রকার পুত্র বন্ধু দায়াদ।

সংখ লিখিতৌ—অপবিদ্ধঃ সহোঢ়ো দত্তঃ ক্রীতঃ শূদ্রাপুত্রঃ উপগতশ্চ স্বয়মিত্যদায়াদাঃ ষড়েব পুত্রাঃ। ঔরস, ক্ষেত্রজঃ, পৌনর্ভবঃ, পুত্রিকাঃ, কানীনো, গূঢ়োৎপন্নশ্চেতি ষট্ বন্ধু দায়াদাঃ।

৵০ যম—তত্ত্বদর্শি মুনিরা দ্বাদশ প্রকার পুত্র কহিয়াছেন।—তন্মধ্যে ছয় বন্ধু ও দায়াদ, ছয় বন্ধু কিন্তু দায়াদ নয়।—প্রথম ঔরস, দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ, তৃতীয় পুত্রিকাপুত্র, ইহা ধর্ম্মজ্ঞগণকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। চতুর্থ পৌনর্ভব, পঞ্চম—কানীন, ও ভর্ত্তৃগৃহে গূঢ়োৎপন্ন

যমঃ—পুত্রাস্তু দ্বাদশ প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। তেষাং ষড় বন্ধু দায়াদাঃ ষড়দায়াদ বান্ধবাঃ।—স্বয়মুৎপাদিতস্ত্বেকঃ, দ্বিতীয়ঃ ক্ষেত্রজঃস্মৃতঃ। তৃতীয়ঃ পুত্রিকাপুত্র ইতি ধর্ম্মবিদোবিদুঃ। পৌনর্ভবশ্চতুর্থস্তু কানীনশ্চৈব পঞ্চমঃ। গৃহেচ গূঢ়উৎপন্ন ষড়েতে

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৫। † দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৩।

‡ বি. দা. ভা. দী. র. ৮। কোল্. ডা. বা. ৩. পৃ. ৫০১। মেক্. হি. ল. বা. ১, চ্যা. ২, পৃ. ২৩, ও ২৫।

§ বি. দা. ভা. দী. র. ৮। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫০২।

several other texts. This is wrong; for since a series of heirs is recounted ending with the king, whose failure never occurs, it must necessarily result, that the daughter's son could not obtain the inheritance at all, and the texts declaratory of his right would then be irrelevant.*

Therefore the succession of the daughter's son, on failure of daughters, as affirmed by VISHWARU'PA, JITENDRIYA, BHOJADEVA, and GOVINDARA'JA, should be respected.†

57. If the daughter's sons be numerous, a distribution must be made: the shares shall be equal and inherited *per capita* and not *per stirpes*.‡ Vyavastha'

For instance.—If there be two sons of one daughter, and three of another, five equal shares must be allotted, they shall not first divide the estate into two parts, and afterwards allot one share to each; for such a mode of distribution is only ordained in partition among the sons of sons: and the reasoning is not equal, for, a son's son, whose own father is dead, receives a share from his uncle; but the daughter's son, whose mother is deceased, does not receive a share from his mother's sister. Coleb. Dig. Vol. III. p. 501. Example.

58. On the death of a daughter's son, who has received the heritage of his maternal grandfather, his own son or other heir takes the estate inherited by him, because it had become the property of their ancestor; and not the heirs of the maternal grandfather.§ Vyavastha'

59. The daughter's *dattaka* son is not entitled to inherit her father's estate. Vyavastha'

I. SANKHA and LICKHITA:—A son rejected (by his father or mother), the son of a pregnant bride, a *dattaka* or a son given (by his maternal parents), a son bought, a son by a *shúdrá*, and a son self-given: these six sons are not heirs (to collaterals). The son begotten in lawful wedlock, the son of a wife begotten (by a kinsman), the son of an appointed daughter, the son by a woman twice married, the son of a young woman unmarried, and a son of concealed birth, are six kinsmen and heirs. Authority.

II. YAMA or JA'MA:—Twelve sons are named by sages, who know the principles of things: among these sons, six are kinsmen and heirs; six not heirs, but kinsmen: The first is declared to be the son begotten by a man himself (in lawful wedlock); the second, a son begotten on his wife (by a kinsman); the third is the son of an appointed daughter: thus have the learned declared the law. The fourth is a son by a twice married woman; the fifth, a son by an unmarried girl; the sixth, a son of concealed birth in the husband's mansion: these six give the oblation-cake, and take

* W. Da'. Kra. Sang. p. 10. † Coleb Da' bha'. p. 193.

‡ Coleb. Dig. vol. III. p. 502. Macn. H. L. vol. I. pp. 23 & 25.

§ Coleb. Dig. vol. III. 502.

এই ছয় পিণ্ডদাতা (ও ধনহারি)। অপবিদ্ধ, সহোঢ়জ, দত্তক, কৃত্রিম, ক্রীত, এবং স্বয়ং উপাগত এই ছয় সঙ্করোৎপন্ন, ইহারা বান্ধব কিন্তু (পিতা ভিন্ন অন্যের) দায়াদ নয়।

পিণ্ডদায়কাঃ। অপবিদ্ধঃ সহোঢ়শ্চ দত্তঃ কৃত্রিম এবচ পঞ্চমঃ কৃত পুত্রশ্চ, ষশ্চোপনয়েৎ স্বয়ং। ইত্যেতে সঙ্করোৎপন্নাঃ ষড়দায়াদ বান্ধবাঃ।

৯. নারদঃ—ঔরস, ক্ষেত্রজ, পুত্রিকা পুত্র, কানীন, সহোঢ়জ, গূঢ়োৎপন্ন, পৌনর্ভব, অপবিদ্ধ, দত্তক, ক্রীত, কৃত, স্বয়ং উপাগত এই দ্বাদশ পুত্র কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে (পূর্ব্ব) ছয় (সগোত্র) বন্ধুর দায়াদ (পর) ছয় দায়াদ নয় কিন্তু বান্ধব। ইহাদের মধ্যে যে পূর্ব্ব সেই জ্যেষ্ঠ, যে উত্তর সে জঘন্য।

৯. নারদঃ—ঔরসঃক্ষেত্রজশ্চৈব, পুত্রিকাপুত্র এবচ। কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ, গূঢ়োৎপন্নস্তথৈবচ॥ পৌনর্ভবো হপবিদ্ধশ্চ, দত্তঃ ক্রীতঃ কৃতস্তথা। স্বয়ঞ্চোপাগতঃ পুত্রা, দ্বাদশৈতে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ তেষাং ষড় বন্ধু-দায়াদাঃ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ। পুর্ব্বঃ পুর্ব্বঃ স্মৃতো জ্যেষ্ঠো জঘন্যো যো য উত্তরঃ।

১০ দেবল—ঔরস, পুত্রিকাপুত্র, ক্ষেত্রজ, কানীন গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, সহোঢ়জ, পৌনর্ভব, দত্তক, স্বয়ং উপাগত, কৃত্রিম ও ক্রীত পুত্র গণনা করিয়া কহিতেছেন —"আত্মজ, পরজ, লব্ধ এবং ইচ্ছাতে আগত— এই দ্বাদশ পুত্র সন্ততির নিমিত্ত কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ব্ব ছয় বন্ধু ও দায়াদ। অপর ছয় কেবল পিতার দায়াদ"।

১০ দেবলঃ—ঔরস, পুত্রিকাপুত্র, ক্ষেত্রজ, কানীন, গূঢ়োৎপন্নাপবিদ্ধ, সহোঢ়জ, পৌনর্ভব, দত্তক, স্বয়মুপাগত, কৃত্রিম ক্রীতানভিধায়,—"এতেদ্বাদশপুত্রাস্তু সন্তত্যর্থমুদাহৃতাঃ। আত্মজাঃ পরজাশ্চৈব লব্ধা যাদৃচ্ছিকাস্তথা। তেষাং ষড় বন্ধুদায়াহদাঃ পুর্ব্বেহন্যেপিতুরেব ষট্"।

যদ্যপি মনুবচনে দত্তক পুর্ব্বষট্‌কের মধ্যে ধৃত হইয়া বন্ধু ও দায়াদ রূপে পরিগণিত হইয়াছে তথাপি সে সগোত্র মাত্রের দায়াদ ইহা কুল্লূক ভট্ট প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যদ্যপি মনুবচনে দত্তকঃ পুর্ব্বষট্‌ক মধ্যে ধৃতঃ, বন্ধুত্বেন দায়াদত্বেন চ পরিগণিতস্তথাপি স সগোত্রমাত্রদায়াদ ইতি কুল্লূক ভট্ট প্রভৃতিভির্ব্যাখ্যাতং।

দত্তক চন্দ্রিকাতে যে দত্তক বন্ধু দায়াদ কথিত হইয়াছে সে সগুণ হইলে।

দত্তক চন্দ্রিকায়াং যৎ দত্তকো বন্ধু দায়াদত্বেনোক্তঃ স সগুণোদত্তকঃ।

বিবাদ ভঙ্গার্ণবকর্ত্তাও এইরূপ কহেন। তদ্‌যথা— দত্তক পুত্র বন্ধুর ধনে অধিকারী কি না?—এই পুর্ব্বপক্ষোত্তরে—কোন ২ স্মার্ত্ত কহেন যে মনু ও বৌধায়ন বচনে দত্তক যে বন্ধুর ধনাধিকারী কথিত হইয়াছে, এবং গোতম ও বৃহস্পতি বচনে ও কালিকাপুরাণে যে উৎকৃষ্টপুত্র কথিত হইয়াছে তাহা অতিশয় গুণশালী দত্তক বোধক। জাতিশুদ্ধ ও কর্ম্মশুদ্ধ যে সেই বৃহস্পতি বচনে অতিশয় গুণশালী কথিত, কর্ম্মশুদ্ধ অর্থাৎদান, বেদাধ্যয়ন ও যজন রূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ ও সর্ব্বপাপবিমুক্ত। "সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন যে দত্তক পুত্র সে ভিন্ন গোত্র হইতে গৃহীত হইলেও গৃহীতার ধন প্রাপ্ত হইবে" এই মনু বচনানুবাদে সর্ব্বগুণ শালী দত্তকের অধিকার বোধ হইতেছে। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৪

বিবাদভঙ্গার্ণবকৃদপি এবম্প্রকারমাহ। তদ্‌যথা— দত্তকস্য বন্ধুধনাধিকারিত্বং নবেতি?—অত্র কেচিৎ যৎ দত্তকস্য বন্ধুদায়াধিকারিত্বমুক্তং মনুবৌধায়নাভ্যাং, গোতম বৃহস্পতি কালিকাপুরাণৈশ্চ উৎকৃষ্টত্ব মুক্তং, তত্তু অতিশয় গুণশালিত্ব বোধনাৎ। অতিশয় গুণশালীতু বৃহস্পতিবচনানুসারেণ—জাতিশুদ্ধঃ কর্ম্মশুদ্ধশ্চ। কর্ম্মভিঃ দানাধ্যয়ন যজনৈঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্ত ইত্যর্থঃ। "উপপন্নো গুণৈঃ সর্ব্বৈঃ সুতোযস্য তু দত্রিমঃ। স হরেতৈব তদ্‌রিক্থং সংপ্রাপ্তো প্যন্যগোত্রত"—ইতি মনুবচনেন সর্ব্বগুণশালিনো দত্তকস্য ধন হারিত্ববোধনাৎ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৪

কিন্তু স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে জীমূতবাহন মতে কলিতে তাদৃক্‌সগুণ ব্যক্তি দুর্লভ, কেননা তিনি সগুণ জ্যেষ্ঠের অভাব বলিয়া তাহার উদ্ধারার্হত্ব (পাকতঃ) স্বীকার করেন নাই, এস্থলেও বোধ হইতেছে যে সগুণ দত্তকের অভাব বিবেচনায় কেবল দেবল বচন স্মরণান্তে ন্যায্য রূপে এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে— ঔরসাদি পূর্ব্ব ছয় পুত্র কেবল পিতার দায় গ্রাহি নয় কিন্তু সপিণ্ডাদি বন্ধুরও দায়াদ; অপর ছয় পুত্র কেবল, পিতার দায়াদ সপিণ্ডাদির নয়।

কিন্তু স্পষ্টতয়া বোধোজায়তে যৎজীমুতবাহনমতে কলৌ তাদৃক্ সগুণো দুর্লভ ইতি। যস্মাৎ স সগুণ জ্যেষ্ঠাভাবাৎ তস্যোদ্ধারার্হত্বং পাকতো ন স্বীচকার, অত্রাপি বোধো ভবতি যৎ সগুণ দত্তকাভাবাদেব কেবলং দেবল বচনমনুস্মৃত্য ন্যায্যরূপেণৈবেদং ব্যবস্থাপিতং—যথা, ঔরসাদয়ঃ ষট ন কেবলং পিতৃদায় হরাঃ কিন্তু বন্ধুনামপি সপিণ্ডাদীনাং দায়হরা, অন্যে পরভূতাঃ পিতুরেব পরং দায় হরা ন সপিণ্ডাদীনাং।

heritage. A son rejected (by his father or mother), the son of a pregnant bride, a *son given* by his natural parents, a son made (through adoption), and fifthly a son bought, and lastly he who offers himself of his own accord: these six, being of mixed origin, are kinsmen, but not heirs (except to their own father).

III. NA'RADA:—A son begotten by a man himself in lawful wedlock, a son begotten on his wife by a kinsman, the son of an appointed daughter, the son of an unmarried girl, the son of a pregnant bride, and a son of concealed birth, a son by a twice married woman, a son rejected, a *son given* by his natural parents, a son bought, a son made by adoption, and a son self given, are declared to be twelve sons: among these six are heirs to kinsmen; six not heirs, but kinsmen; their relative rank corresponds with the order in which they are here named.

IV. DEVALA:—(After enumerating the son of the body, the son of an appointed daughter, the son of a wife, the son of an unmarried girl, a son of concealed birth, a son rejected, the son of a pregnant bride, a son by a twice married woman, a *son given* (by his natural parents), a son self-given, a son made (by adoption), and a son bought,) adds:—"These twelve sons are propounded for the purpose of offspring: being sons begotten by a man himself, or procreated by another man, or received (for adoption) or voluntarily given. Among these, the first six are heirs of kinsmen, the other six inherit only from their own father: the rank of sons is distinguished in order as enumerated. Vide Coleb. Dig. Vol. III. pp. 151—155.

True, in the text of MANU, the *Dattaka* has been reckoned as one of the first six sons, who are kinsmen, and heirs; but that text has been interpreted by KULLUKA BHATTA and the rest to mean that the *Dattaka* son is heir only to the kinsmen or relations in the agnatic line.

In the *Dattaka Chandriká*, the adopted son, considered to be the heir to the relatives of his adoptive father, is one who may be endued with good qualities.

The author of *Vivádabhangárnava* says also the same thing. Thus:—"A question here occurs for discussion: Can a son *given* be heir to a kinsman, or not? On this point some lawyers affirm, that the right of the son given to inherit from a kinsman, which is mentioned by MANU and BAUDHA'YANA, and his superior rank, as ordained by GOTAMA, VRIHASPATI, and the *Kálikapurána*, must be considered as relating to a son given, who is endowed with transcendent good qualities; for the expressions used in the text of VRIHASPATI, "pure by class, and irreproachable for their conduct," denote transcendent good qualities: pure signifies "absolved from all guilt,—by acts of religion, by alms, by study of scripture, and by sacrifice, men become pure, or are absolved from all guilt." A text of MANU shows, that a son given, being endued with every virtue, shall take the heritage. Coleb. Dig. Vol. III. p. 270.

But JI'MU'TAVAHA'NA is, it is clear, of opinion that persons endued with such qualities are rare in the present *(kali)* age; for he has in a manner denied the right of primogeniture on the ground of there being no elder brother meriting the same, and here also, it appears, that on consideration of there being no adopted son endued with eminent good qualities, he, after quoting the text of DEVALA, has laid down, and very justly too, that "the true legitimate son and the rest, to the number of six, are not only heirs of their father, but also heirs of kinsmen; that is of *sapindas* and other relations. The others are successors of their (adoptive) father, but not heirs of collateral relations *(sapindas &c.)*" See—Coleb. Dá. bhá. p. 155.

ভিন্নং আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর উইলিয়ম মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা—

প্রশ্ন। তিন সহোদরে একান্নভুক্ত থাকিয়া অবিভক্ত রূপে পৈতৃক বিষয় ভোগ করিত। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ এক পত্নী ও দুহিতা রাখিয়া মরিল। মধ্যম এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গত এবং কনিষ্ঠ এক পত্নী ও পুত্র রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মরণে তৎ পত্নী পতির মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একত্র বাস অথচ নিজ অংশ স্বতন্ত্র রূপে ভোগ করত এক কন্যা ও ঐ কন্যার এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গতা হইল। অনন্তর ঐ কন্যা পুত্র রাখিয়া মরিল। এমত অবস্থায় ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অংশ তাহার দৌহিত্রকে অর্শিবে কি ভ্রাতৃপুত্রকে (অর্থাৎ মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রগণকে) অর্শিবে?

দৌহিত্র থাকিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের অধিকার নাই।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ধনে তাহার দৌহিত্র অধিকারী, তাহার মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রেরা অধিকারি হইবে না। এই শাস্ত্রানুমত মত। জিলা ত্রিপুরা—২৭ জুন ১৮১৫ সাল। চ্যা. ১, সেক. ৩, মকদ্দমা ১০, পৃ. ৫০।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি (অবিভক্তাবস্থায়) এক দৌহিত্র, ও ভ্রাতার পত্নী ও পুত্র রাখিয়া মরিলে, ঐ দৌহিত্র থাকিতে এবং সে অপ্রাপ্ত ব্যবহার হইলেও ঐ ভ্রাতৃপত্নী ও ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত ধনির ধনভাগি হইতে অধিকারি কি না?

দৌহিত্র থাকিতে ভ্রাতার পত্নীর ও পুত্রের অধিকার নাই।

উত্তর। দুহিতা পর্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে, উক্ত নাবালগ দৌহিত্রের সহিত ধনির ভ্রাতার পত্নী ও পুত্র একত্র থাকিলেও তাহারদিগকে নিরাশ করিয়া ঐ দৌহিত্রই ধনাধিকারী হইবে। ঐ নাবালগ যে ধনে অধিকারী তাহা যাবৎ সে অপ্রাপ্ত ব্যবহার থাকে তাবৎ তাহার অত্যন্ত নিকট বন্ধু রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

প্রমাণ—"পত্নী ও দুহিতারঃ পিতামাতা, তথা ভ্রাতারঃ" ইত্যাদি এই বচনে বহুবচনান্ত দুহিতাপদ দুহিতা ও দৌহিত্র উভয়ের বোধক *।

ঢাকা কোর্ট আপীল, ২০ আগস্ট ১৮১৯ সাল। চ্যা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা ১১ (পৃ. ৫১)।

এক ব্যক্তির দুই স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্রছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতামাতা ও বৈমাত্রেয় (জ্যেষ্ঠ) ভ্রাতা বর্ত্তমানে এক পত্নী রাখিয়া মরে. তাহার মৃত্যুর পর তৎ পিতা মরিলে ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃত্যক্ত সমুদয় স্থাবরাস্থাবর বিষয়াধিকারী হইল। কিয়ৎকাল পরে এই পুত্র নিজ বিমাতা, এক দৌহিত্র, ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার স্ত্রী রাখিয়া মরিলে, তাহার (অর্থাৎ শেষে মৃত ভ্রাতার) পত্নী পতির অধিকৃত সঙ্ক্রান্ত সমুদয় বিষয়াধিকারিণী হইল, কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরেই দুই দায়াদ অর্থাৎ আপনার দৌহিত্র ও (পতির) মৃত কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে রাখিয়া মরিল। এমত অবস্থায় শাস্ত্রানুসারে ধন মুল ধনির জ্যেষ্ঠ পুত্রের দৌহিত্রকে অর্শে, অথবা কনিষ্ঠ পুত্রের পত্নীকে?

পত্নীর মরণে তদধিকৃত ধন দৌহিত্রকে অর্শে দেবরের পত্নীকে অর্শে না, কিন্তু সে ভরণ পোষণ পাইতে অধিকারিণী।

উত্তর। পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতা পর্য্যন্তের অভাবে দৌহিত্র ধনাধিকারী। যে পুত্র পিতা বিদ্যমানে মরিয়াছে তাহার পত্নী পতির বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পত্নীর অভাবে ধনাধিকারিণী নয়, কিন্তু (মুল ধনির) জ্যেষ্ঠ পুত্রের দৌহিত্রের উপর তাহার অন্নাচ্ছাদনের বরাত থাকিল। জিলা বর্দ্ধমান ১৯ আগস্ট ১৮২৩ সাল। চ্যা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা ১২ (পৃ. ৫১ ও ৫২)।

প্রশ্ন। কোন ব্রাহ্মণ দুই পুত্র এক দুহিতা ও এক দৌহিত্র রাখিয়া মরে। পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র অপুত্রক মরে, অনন্তর কনিষ্ঠ পুত্র এক পত্নী ও দুহিতা রাখিয়া মরে। পরে এই দুই জনও মরে কিন্তু দুহিতার স্বামী এবং এক অবিবাহিতা কন্যা থাকে,—উক্ত স্বামী বর্ত্তমান মকদ্দমায় প্রতিবাদী। ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতার কন্যাকে যে ধন অর্শিয়াছিল তাহা এক্ষণে মুল ধনির দৌহিত্র দাওয়া করে। এমত অবস্থায় ঐ ধন মুল ধনির দৌহিত্রকে অর্শিবে কি কনিষ্ঠ পুত্রের জামাতাকে?

---

*দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২৮ ও ১৩২।

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. Three individuals (being uterine brothers) live together, enjoying their patrimonial property as an undivided family. The elder brother dies, leaving a wife and daughter him surviving. The second brother dies, leaving a son. The younger brother dies also, leaving a wife and son. On the death of the elder brother, his widow continued to live with her husband's second and younger brothers, exclusively enjoying her portion of the property. She subsequently died, leaving her daughter, and that daughter's son. Afterwards the daughter died, leaving her son. In this case, does the estate of the elder brother devolve on his daughter's son, or on his nephews—in other words, the sons of his second and younger brothers?

A daughter's son excludes a brother's son.

R. Under these circumstances, the estate of the eldest brother will be inherited by his daughter's son, and not by his second and younger brothers' sons. This opinion is conformable to law.—Zillah Tipperah. June 27th 1815. Ch. I. Sect. 3, Case 10, (p. 50.)

Q. A man dying, and leaving a brother's widow and son, and a daughter's son, (the whole family being joint and undivided,) have the two former any right to participate in the property of the deceased, notwithstanding the existence of the latter, he being in a state of minority?

A daughter's son excludes a brother's widow and his son.

R. On failure of heirs down to the daughters, the grandson of the deceased in the female line is alone entitled to the succession, to the entire exclusion of the brother's widow and son, even though they lived with the minor as a joint and united family. The estate to which the minor is entitled by inheritance will be managed by his nearest of kin during his minority.

*Authorities.*—"The wife and the daughters, also both parents, brothers likewise," &c.* The term "daughters" implies both the daughters and their sons.*

Dacca court of appeal, August 20th 1819. Ch. I. Sect. 3, Case 11. (p. 51).

Q. A person had two sons by different wives. His younger son died, leaving a widow, both parents, and his half brother (who was older than himself), him surviving; subsequently to his death, the father died, and the eldest son took possession of all the movable and immovable property which he left. Some time afterwards, this son died, leaving his step-mother, a daughter's son, and the widow of his half-brother. The widow of the brother who died last became possessed of all the property which had devolved on her husband, and soon after died, leaving two claimants to the estate; namely, her own grandson in the female line, and the widow of the first deceased (being the younger son) still living. In this case, according to law, does the estate devolve on the daughter's son of the eldest son, or on the widow of the younger one?

On the death of a widow, the property held by her goes to her husband's daughter's son, to the exclusion of her husband's brother's widow, but the latter is entitled to maintenance.

R. In default of heirs down to daughters having, and daughters likely to have, male issue, the daughter's son is entitled to the succession. The widow whose husband died during the life-time of his father, has no right to take the inheritance on the death of her husband's half brother's widow, but her maintenance rests with the grandson of the eldest son. Zillah Burdwan, August 19th 1823. Ch. I. Sect. 3, Case 12. (pp. 51, 52).

Q. A Brahmin died leaving two sons, a daughter, and a daughter's son. Subsequently his eldest son died without male issue, and then the younger, leaving a widow and a daughter, who are since deceased, but the latter at her death left an unmarried daughter and her own husband, who is the defendant in this case. Now the original proprietor's grandson by the female side claims the property which devolved on the younger brother's daughter. In this case, will the property in question devolve on the original proprietor's daughter's son, or on the husband of the younger brother's daughter?

* See V. D. pp. 29, 163.

দুহিতার অধিকৃত সংক্রান্ত ধন তাহার মরণে তৎপিতার দায়াদকে অর্শে, পতির কন্যাকে অর্শে না।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায়, কনিষ্ঠ পুত্রের দুহিতার অধিকৃত ধন মুলধনির দৌহিত্রকে অর্শিবে, ঐ দুহিতার পতি ও কন্যা তাহাতে কিছুমাত্র অধিকারি নয়, যেহেতু দৌহিত্র মৃতের অধিক উপকারী। যে বস্তু উক্ত দুহিতার স্ত্রীধন তাহা তাহার উত্তরাধিকারিরা পাইবে। এই মত দায়ভাগানুমত। জিলা হুগলি ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮১৭ সাল। চ্যা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা ১৪, (পৃ. ৫৬, ৫৭)।

প্রশ্ন। সম্ভাবিতপুত্রা মাতা থাকিতে কোন ব্যক্তি মাতামহের বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ করিল। এমত মকদ্দমায় ঐ দৌহিত্র ঐ বিষয়ের ডিক্রী পাইতে যোগ্য কি না?

মাতা থাকিতে দৌহিত্র মাতামহের ধন দাওয়া করিতে পারে না।

উত্তর। দাবীকৃত বিষয়ে বাদির মাতারই কেবল অধিকার; অতএব মাতা বিদ্যমানে বাদী মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বিবেচিত হইতে পারে না। জিলা ২৪ পরগণা। চ্যা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা. ১৫, (পৃ. ৫৭)।

প্রশ্ন। কোন ভূম্যধিকারী দুই পত্নী ও তাহাদের গর্ভজাত দুই কন্যা রাখিয়া মরে। কিয়ৎ কাল পরে ঐ দুই পত্নী মরে, তাহাদের মরণকালে প্রথম পত্নীর কন্যা অবীরা, ও দ্বিতীয় স্ত্রীর কন্যা দুই পুত্রবতী ছিল, তাহারা যৌতরূপে বিষয়াধিকারিণী হইয়া সমানরূপে উপস্বত্ব ভোগ করিতে লাগিল। পরে ঐ অবীরা কন্যা এক দানপত্র দ্বারা বিষয়ের অর্দ্ধেক মৃত পিতার পারলৌকিক উপকারার্থ আপন গুরুকে দান করিল। এমত অবস্থায় ঐ দানপত্র সিদ্ধ কি না?

পুত্রহীনা দুহিতাকে নিরাস পুর্ব্বক পুত্রবতী দুহিতা অধিকারিণী।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায়, ঐ অবীরা কন্যা উপস্বত্বের অর্দ্ধেক ভোগ করিয়া থাকিলেও পিতৃধনে তাহার কোন অধিকার নাই, অতএব বৈমাত্র ভগিনীর ও ভগিনীপুত্রের অনুমতি ব্যতিরেকে সে যে দান করিয়াছে তাহা অসিদ্ধ। এই মত দায় ভাগ ও আর ২ প্রামাণিক গ্রন্থানুমত।

প্রমাণ—

অতএব পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা অধিকারিণী, বিধবা বা বন্ধ্যা অথবা দুহিতাপ্রসব বা অন্য হেতুতে পুত্রহীনা যে দুহিতা সে ধনাধিকারিণী নয়, দীক্ষিতের এইমত আদরণীয়। দায়ভাগ।

পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতা না থাকিলেও বন্ধ্যা ও পুত্রহীন বিধবা অধিকারিণী নয়, যেহেতু তাহারা পুত্রদ্বারা পার্ব্বণ পিণ্ডদানে উপকার করে না। দীক্ষিতের এইমত দায়ভাগকর্ত্তাও মান্য করিয়াছেন। দায়ক্রম সংগ্রহ।

কলিকাতা কোর্ট আপীল।—চ্যা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা ১৬. (পৃ. ৫৭, ও ৫৮)।

৫৩সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্টের চতুর্থ বালামের ৬৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জগমোহন মুখোপাধ্যায় ও গোপীমোহন মুখোপাধ্যায়ের মকদ্দমা দ্রষ্টব্য—তাহাতে আদালত সহোদরের পৌত্র থাকিতে মৃত ধনির দৌহিত্রকে ধন দেওয়াইয়াছেন।

৫৩৩৫৭ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

রামপ্রসাদ রায়ের ছয় স্ত্রী ছিল, তন্মধ্যে চারিজন নিঃসন্তান মরে। অবশিষ্টা দুই জনের মধ্যে পরমেশ্বরী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে বাদির মাতা সর্ব্বমঙ্গলা জন্মে, এবং অন্য স্ত্রী পদ্ম মুখীর গর্ভে প্রতিবাদিদিগের মাতা কৃষ্ণপ্রিয়া জন্মে। বাদী নিজ মাতামহী ও মাতামহের মৃত্যুর পর ও মাতামহের অন্য স্ত্রী পদ্ম মুখীর মৃত্যুর পর মাতামহের ত্যক্ত বিষয়ের অর্দ্ধেকের নিমিত্তে প্রতিবাদিগণের নামে নালিশ করে।

R. Under the circumstances stated, the property which the younger son's daughter inherited from her father will go to the original proprietor's daughter's son, to the entire exclusion of her husband and daughter, because the grandson confers more benefit on the deceased. Any property which is her own *peculium*, her own heirs will take. This is consonant to the *Dáyabhága*.

**Ancestral property inherited by a daughter will at her death go to her father's relations, to the exclusion of her husband's daughter.**

Zillah Hooghly, February 28th 1817. Ch. I. Sect. 3, Case 14. (pp. 56, 57).

Q. A person brought an action, claiming his maternal grandfather's property, while his mother was living, and there was a possibility of her bearing more children. In this case, was the grandson entitled to a judgment for the property?

R. The plaintiff's mother has exclusive right to the property claimed, consequently the plaintiff cannot be considered in the light of an heir to the deceased, so long as his mother survives.

**A man cannot claim his maternal grandfather's property, while his mother is living.**

Zillah Twenty-four Pergunnahs. Ch. I. Sect. 3, Case 15. (p. 57).

Q. A landed proprietor died, leaving two widows and two daughters by different wives. Some time after the widows died, and on their death the first wife's daughter who is a childless widow, and the second wife's daughter who is mother of two sons, jointly possessed the estate, and equally shared the produce of it. The daughter who is a childless widow, disposed of a moiety of the estate by a deed of gift in favour of her own spiritual teacher *(gooroo)*, for the benefit of her deceased father. In this case, has the deed of gift validity or otherwise?

R. Under the circumstances stated, the childless widowed daughter has no right to any part of the paternal estate, even though she enjoyed the moiety of its produce, consequently, the gift, which was made without the sanction of her half-sister and her sons, is illegal. This is conformable to the *Dáyabhága* and other legal authorities.

**A childless widowed daughter is excluded by a daughter who has male issue.**

*Authorities.*

" Therefore the doctrine should be respected, which *Díkshita* maintains, namely, that a daughter, who is mother of male issue, or who is likely to become so, is competent to inherit; not one who is a widow, or is barren, or fails in bringing male issue, as bearing none but daughters, or from some other cause." The *Dáyabhága*.

" The doctrine maintained by *Díkshita*, and respected by the author of the *Dáyabhága*, namely, that in default of daughters having, and daughters likely to have, male issue, daughters who are barren, or widows destitute of male issue, are incompetent to take the inheritance, because they can not benefit the deceased owner by offering (through the medium of sons) the funeral oblation at solemn obsequies, should be understood." The *Dáyakramasangraha*.

Calcutta court of appeal. Ch. I. Sect. 3, Case. 16. (pp. 57, 58).

See the case of Jagamohan Mukerjyá and Gopí Mohan Mukerjyá *versus* Panchánan Chátturjyá and another, (7th June 1825. S. D. A. R. Vol. IV. p. 67,) in which the estate of a deceased proprietor was awarded to the sons of his daughter in preference to the grandsons by lineal descent in the male line of his full brother.

Rámprasád had six wives, four of whom died childless. By his wife Parameshwarí (one of the two surviving wives) he had a daughter named Sarba Mangalá, mother of the plaintiff, and by his other (surviving) wife, Padma Mukhí, also, he had a daughter named Krishna Pryiá, mother of the defendants. The plaintiff, after the death of his own maternal grandmother, maternal grandfather, and Padma Mukhí, the other wife of his maternal grandfather, sued the defendants for *half* of the estate left by his maternal grandfather

জিলার জজ এমত বিবেচনা করিয়া যে বাদির মাতামহের মৃত্যুর পূর্ব্বে মাতা ও মাতামহীর মৃত্যু হওয়া বোধ করণের প্রচুর প্রমাণ আছে, এবং এই হেতুতে যে (উভয় পক্ষের মাতামহ) রামপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী পদ্মমুখী (অর্থাৎ প্রতিবাদিদিগের মাতামহী) বিষয় দখল পাইয়া, ঐ বিষয় প্রতি বাদিদিগকে দান করিয়াছে, এবং বাদী নিজ মাতামহের মরণাবধি কোন দাওয়া উপস্থিত করে নাই, বাদির দাওয়া ডিস্‌মিস্ করিলেন।

এই ফয়সলার নারাজীতে বাদী ঢাকার প্রবিন্‌স্যাল্ কোর্টে আপীল করে। এবং মকদ্দমা রুজু থাকা কালীন আপীলাণ্ট মরিলে তাহার পুত্র তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়। ঐ আদালতের দুই জজ নিজ রুবকারির লিখিত হেতুতে (বাদি) আপিলাণ্টকে তাহার দাবী কৃত অংশ দখলের ডিক্রী করিলেন।

সদর দেওয়ানী আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসিলে তাঁহারা কহিলেন যে উক্ত দান অসিদ্ধ, দৌহিত্রেরা ভিন্ন ২ মাতার গর্ভজাত হউক বা না হউক, স্ব ২ সংখ্যানুসারে অংশ পাইবে, মাতৃ সংখ্যানুসারে পাইবে না। তদনুসারে উক্ত আদালত প্রবিন্‌স্যাল্ কোর্টের ডিক্রী তরমিম করিয়া আদেশ করিলেন যে বিষয় সমান তিন ভাগে বিভক্ত হইবে, এবং মৃতধনস্বামির প্রত্যেক দৌহিত্র তাহার একাংশ পাইবে, অর্থাৎ বাদী একাংশ পাইবে, এবং প্রতিবাদিরা প্রত্যেকে একাংশ পাইবে। রামধন সেন—বনাম—কৃষ্ণকান্ত সেন। ১৭ জুলাই ১৮২১ সাল, স. দে. আ. রি. ৩, প্র ১০০।

৫৮ও৬০ সংখ্যাক ব্যবস্থার নজীর

রামজয়শীলের পিতৃব্য মরণের কিছু পরে পিতৃব্য পত্নী মরে। রামজয় পিতৃব্যের পৈতৃক বিষয় এই এজহারে দাওয়াকরে যে ঐ বিষয় আর কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই। কিন্তু তদারকে ঐ দরখাস্তকারি হইতে প্রকাশ পাইল যে তাহার পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নীর মরণকালে তাহাদের এক কন্যা জীবিতাছিল, নবকিশোর নামক এক ব্যক্তির সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইয়াছিল এবং তাহার ঔরসে ঐ কন্যার গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল; ঐ সন্তান নিজ মাতার মৃত্যুর পর অষ্টাহ হইতে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে মরে।

পণ্ডিত ব্যবস্থা দিলেন যে—"রামজয়ের পিতৃব্যের কন্যার সন্তান হইয়া যদি নিজ মাতার মৃত্যুর পর না বাঁচিয়া থাকে, তবে ঐ কন্যার স্বামি নবকিশোরের অধিকার হইতে বাদী পিতৃব্যের উত্তরাধিকারী রূপে বিষয় প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যেহেতু উক্ত কন্যার পুত্র সন্তান হইয়াছিল এবং ঐ সন্তান মাতার মৃত্যুকালে জীবিত ছিল, অতএব ঐ সন্তানকেই বিষয় অর্শিয়াছিল, তাহার মরণে তদুত্তরাধিকারিরূপে তৎপিতা নবকিশোর ঐ বিষয়াধিকারী"। এই ব্যবস্থানুসারে বাদির আদাশ ডিস্‌মিস্ হইল। সু. কো. ১৮১৬ সাল, ইষ্টস্ নোটস্, মকদ্দমা নং ৫৭।

৫৭ ও ৫৯ সংখ্যাক ব্যবস্থার

গঙ্গামায়া—বনাম—কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী। ১৭ ডিসেম্বর ১৮২১ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৩. পৃ. ১২৮—১৩২। ব্য. দ. পৃ. ১৫৮—১৬০।

## পিতার অধিকার—

| | | |
|---|---|---|
| ব্যবস্থা | ৬০ দৌহিত্রের অভাবে (স) পিতার অধিকার *। | ৬০ দৌহিত্রাভাবে (স) পিতুরধিকারঃ *। |
| কারণ | যেহেতু পিতা (মৃতের পিতামহ ও প্রপিতামহকে) দুই পিণ্ড দিয়া মৃতের ভোগ্য পিণ্ডদান রূপ উপকার করেন। | মৃত ভোগ্য পিণ্ডদ্বয় দাতৃত্বেন উপকারকত্বাৎ। |
| প্রমাণ | ১/. বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য বচন—দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ.২৮। | ১/. বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য বচনে—ব্য. দ. পৃ. ২৮ দ্রষ্টব্যা। |
| | ২/. বিভক্তাবস্থায় পুত্র মরিলেতাহার পুত্রাভাবে (হ) পিতা ধনগ্রহণ করিবেন †। কাত্যায়ন। | ২/. বিভক্তে সংস্থিতে বিত্তং পুত্রাভাবে (হ) পিতা হরেত্ †। কাত্যায়নঃ |

* দা. ভা. অপু. পৃ. ২০[illegible]। দা. ক্র. সং. পৃ. ৬। দা. ত. পৃ. ৬৩। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ৩ পারা. ১, পৃ. ১২৪। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১১ প ১২। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫০৪। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৫। এল. ইন্. পৃ. ৭৭

† দা. ক্র. সং. পৃ. ৬। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১১। কোল ডা. বা. ৩. পৃ ৫০৬।

The Zillah judge dismissed the claim, considering that there was sufficient evidence to raise a presumption, that the plaintiff's mother and grandmother died *before* the husband of the latter; and on the ground that, after the death of Rám Prasád (maternal grandfather of both parties,) his second wife, Padma Mukhí, grandmother of the defendants, obtained possession of the property, and made a gift of it to them, and that the plaintiff had never advanced any claim since the death of his maternal grandfather.

From this decision the plaintiff appealed to the Dacca provincial court, and dying *pendente* lite, was succeeded in appeal by his sons. Two judges of this court, for reasons recorded in their proceedings, awarded to the appellant (plaintiff) possession of the share claimed.

The Sudder Dewanny Ádawlut, having consulted with their Pandits, who declared the gift invalid, and the maternal grandsons (whether by different mothers or not) entitled *per capita* and not *per stirpes*, amended the decree of the provincial court, and ordered the property to be divided into three equal shares, and one to be given to the plaintiff, and one to each of the two defendants, grandsons of the deceased proprietor.—17th July 1821, Rám Dhan Sen *versus* Krishna Kánta Sen, S. D. A. R. Vol. III. page 100.

**Case** bearing on the vyavasthás Nos. 58 & 60.

Ramjoy Shíl claimed from his (paternal) uncle and his widow as the persons last seised. The aunt shortly before survived the uncle, whose patrimonial estate it was; but in the course of the examination it came out from the petitioner that his uncle and aunt had left an only daughter surviving them, who was married to a person of the name of Nabakishore, and who had a male child by him, which male child survived the mother from eight to fifteen days.

The Pandit declared,—"If there had been no issue of the uncle's daughter surviving its mother, the property, on the daughter's death, would have gone away from her husband Nabakishore, to the complainant, as next heir of the uncle; but as the daughter had male issue, which survived her, the estate descended to such male issue on whose death Nabakishore, the father, took, as heir at law to his son. The petition was accordingly dismissed.—12th June 1816. East's. Notes, Case 53.

**Case** bearing on the vyavasthá Nos. 59.

Gangá Máyá *versus* Krishna Kishore Choudhurí—17th December 1821. S. D. A. Rep. Vol. III. pp. 128—132. See V. D. pp. 159—161.

## On the Father's right of succession.

Vyavasthá.

**60. On failure of the daughter's son (s), the succession devolves on the father.***

Reason.

**Because he confers benefit (on the deceased son) by presentation of two oblation-cakes, (one to the grandfather, and the other to the great grandfather of that son), in which the deceased participates.**

**I. The texts of Vishnu and Jagnyavalkya. See V. D. p. 29.**

Authority.

**II. After partition, if a son die leaving no son, (h), the father takes the (deceased son's) property†. Ka'tya'yana.**

* Coleb. Da'. bha'. Ch. XI. Sect. 3, para. 1, p. 194.—W. Da'. Kra. Sang. pp. 11, 12.—Coleb. Dig. Vol. III. p. 504. Da'. T. p. 54. Elb. In. 77.

† This text is inaccurately translated in Winch's *Dáyakrama Sangraha*, p. 11, and Colebrooke's Digest, Vol. III. p. 506.

(স) এস্থলে দৌহিত্রাভাব পদ—দৌহিত্রের অনুৎপত্তি অথবা অধিকারী হয় নাই এমত দৌহিত্রের অভাব বোধক—যেহেতু অধিকারপ্রাপ্ত দৌহিত্রের অভাবে তদধিকৃত ধনে তৎপুত্রাদিরই অধিকার হয়।

(হ) এস্থলে পুত্রাভাব পদ—দৌহিত্র পর্য্যন্তের অভাব সূচক।

বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি—"(অপুত্রের ধন তৎ পত্নীকে অর্শে, তদভাবে দুহিতাকে), তদভাবে মাতাকে, তদভাবে পিতাকে অর্শে," বিষ্ণু বচনে এই পাঠ কল্পনা করিয়া পিতার পূর্ব্বে মাতার অধিকার কহিয়াছেন, তাহা নয়, কারণ "তদভাবে (অর্থাৎ দুহিতার অভাবে) পিতাকে অর্শে, তদভাবে মাতাকে" এই বিপরীত পাঠই আকরসিদ্ধ, এবং সকল নিবন্ধকারেরা এই পাঠই লিখিয়াছেন, অপিচ মিশ্রাদির পাঠ কল্পনা করিলে তাহা উক্ত কাত্যায়ন-বচনের বিরুদ্ধ হয় (দা. ক্র. সং. পৃ. ৩)। দৌহিত্রের পর মাতার পূর্ব্বে পিতার অধিকারই ন্যায় সিদ্ধ—যেহেতু পিতা অন্যকে মৃতের ভোগ্য দুই পিণ্ডদান করাতে এবং "বীজ ও যোনির মধ্যে বীজ উৎকৃষ্ট বলা যায়" এই মনু বচনে উৎকৃষ্ট কথিত হওয়াতে মাত্রাদি হইতে পিতার প্রাধান্য, এবং (যাজ্ঞবল্ক্য বচনে) "পিতরৌ" পদে পিতা হইতে ক্রম বোধ হইতেছে। তথা পিতরৌ পদে পিতৃ শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতে প্রথম পিতারই অবগতি হইতেছে পশ্চাৎ দ্বিবচনবলে একশেষ সমাস কল্পনায় মাতার অবগতি হইতেছে। এবং যেহেতু মাতার অধিকার পূর্ব্বে হইলে "তদভাবে পিতৃগামি, তদভাবে মাতৃগামি" এই বিষ্ণু বচনের বিরোধ হয়। দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৩। বিষ্ণু বচনে জীমূতবাহন সম্মত পাঠই * কল্পনা কর্ত্তব্য, যেহেতু ইহা উত্তম যুক্তিসিদ্ধ—দুই স্মৃতি (পরস্পর) বিরুদ্ধ হইলে ব্যবহার বিষয়ে যুক্তিই বলবতী ইহা যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

(স) অত্র দৌহিত্রাভাব পদং—দৌহিত্রস্যানুৎপত্তি পরং, অনুৎপন্নাধিকারদৌহিত্রাভাব পরঞ্চ—উৎপন্নাধিকারদৌহিত্রাভাবে তৎপুত্রাদীনামধিকারাৎ।

(হ) অত্র পুত্রাভাব পদং—দৌহিত্র পর্য্যন্তাভাব পরং।

মিশ্রাস্তু—"(অপুত্রস্য ধনং পত্ন্যভিগামি, তদভাবে দুহিতৃগামি) তদভাবে মাতৃগামি, তদভাবে পিতৃগামি" ইতি বিষ্ণুবচনে পাঠং কল্পয়িত্বা পিতুঃ পূর্ব্বং মাতুরধিকারমাহুঃ, তন্ন, "তদভাবে পিতৃগামি, তদভাবে মাতৃগামীতি বিপরীত পাঠস্যৈবাকরসিদ্ধত্বাৎ, তথৈব সর্ব্বৈর্নিবন্ধৃভির্লিখিতত্বাৎ, উক্ত কাত্যায়ন বিরোধাচ্চ (দা. ক্র. সং. পৃ. ৩)। ন্যায়াগতশ্চৈতৎ দৌহিত্রাৎ পরতো মাতৃতশ্চ পূর্ব্বং পিতুরধিকার ইতি—মাত্রাদিভ্যস্তু মৃতভোগ্যান্য পিণ্ডদ্বয় দাতৃতয়া বীজস্যচৈবং যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে (৯, ৩৫) ইতি মনুবচনাবগতোৎকর্ষেণচ বলবত্বাৎ। (যাজ্ঞবল্ক্য বচনে) পিতরাবিত্যত্রচ পিতৃক্রমএবাবগম্যতে। তথাহি পিতৃপদাৎ প্রাতিপদিকাৎ প্রথমং পিতুরবগতেঃ পশ্চাত্তু দ্বিবচন বলেনৈকশেষ কল্পনয়া মাতুরবগমাৎ তদভাবে পিতৃগামি তদভাবে মাতৃগামীতি বিষ্ণুবচন *বিরোধাচ্চ (দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৩)। বিষ্ণু বচনে জীমূতবাহন সম্মত এব পাঠঃ * কল্পনীয়ঃ—সদ্যৌক্তিকত্বাৎ— স্মৃত্যোর্বিবাদে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারত ইতি যাজ্ঞবল্ক্যীয়াৎ। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

## মাতার অধিকার—

ব্যবস্থা

### ৬১ পিতার অভাবে মাতার অধিকার †।

### ৬১ পিতুরভাবে মাতুরধিকারঃ †।

কারণ

যেহেতু তিনি পিত্রাদি তিন পুরুষের পিণ্ডদাতা যে ভ্রাতা তাহাকে প্রসবরূপ উপকার করেন,* এবং গর্ভধারণও প্রতিপালন করিয়া মাতা যেউপকার করিয়াছেন তৎপরিশোধের আবশ্যক ‡ (দা. ভা. পৃ. ২০৭, ২০৮)।

তদ্ভোগ্য পিত্রাদি পিণ্ডত্রয়দাতৃ তদ্ভ্রাতৃজননোপকারকত্বাৎ গর্ভধারণ পোষণাৎ, কৃতোপকারতয়া তন্নিষ্ক্রয়স্যাবশ্যকর্ত্তব্যত্বাচ্চ ‡ (দা. ভা. পৃ. ২০৭, ২০৮)।

প্রমাণ

যেহেতু বিষ্ণু বচনে পিতার অধিকারানন্তরই "তদভাবে (ধন) মাতৃগামি" ইহা শ্রুত আছে*। এবং যেহেতু বৃহস্পতি কহেন "ভার্য্যা পুত্র বিহীনস্য (অ) মৃত তনয়ের মাতা (ই) তদ্ধনহারিণী, অথবা তাহার অনুমতি ক্রমে ভ্রাতা অধিকারী। (দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৬, ২০৭)।

পিতুরধিকারানন্তরং "তদভাবে মাতৃগামীতি বিষ্ণু শ্রুতেঃ *, ভার্য্যা পুত্র বিহীনস্য, (অ) তনয়স্য মৃতস্যচ। মাতা (ই) ঋক্থহরীজ্ঞেয়া,* ভ্রাতা বা তদনুজ্ঞয়েতি বৃহস্পতিবচনাচ্চ। (দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৬, ২০৭)

* দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ২৮। † দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৭। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩। দা. ত. অপু. ৫৪। বি. দা. দী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ৪, পারা. ১, পৃ. ১৯৭। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১৩। কোল্. দা. ভা. বা. ৩. পৃ. ৫০১—৫০৫। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৫। এল্. ইন্. পৃ. ৭৭।

‡ যিনি দশমাসগর্ভে ধারণ করতঃ পীড়ায় ব্যাকুলা হইয়া ও বিবিধ বেদনা ও দুঃখ সহিয়া বিমূর্চ্ছিতাবস্থায় প্রসব করি-

মাসান্ দশোদরস্থং, যাধৃতা শূলৈঃ সমাকুলা। বেদনা বিবিধৈর্দুঃখৈঃ প্রসুয়েত বিমূর্চ্ছিতা। প্রাণৈরপি প্রিয়ান্

(*s*) Here the expression " failure of daughter's son" means the circumstance of a daughter's not being born, as well as the failure of such daughter's son as was not vested with succession, since on failure of a daughter's son vested with succession, his own heirs shall succeed to the estate (and not the heir of the former owner.)

(*h*) Here the term " leaving no son" comprehends the failure of heirs as far as the daughter's son.

Va'chaspati Misra, (and others) by adopting a different reading in the text of Vishnu, viz.— " The wealth of him who leaves no male issue, goes to his wife; on failure of her, it devolves on daughters: if there be none, it belongs to the mother; if she be dead, it appertains to the father"—have declared the mother's right of succession to precede that of the father. This is not correct; for the reading established by the original text of Vishnu, is the reverse (of that which they have adopted,) namely: " If there be none, it belongs to the father; if he be dead, it appertains to the mother." It has also been thus transcribed by all authors. Besides, the other reading is at variance with the text of Ka'tya'yana above cited (W. Dá. Kra. Sang. p. 11.) This is a result too of reasoning—that the father's right of succession should be after the daughter's son, and before the mother, because the father is preferable to the mother and the rest, by reason of presenting (personally) to others two oblation-cakes in which the deceased participates; and his superiority is indicated in a passage of Manu: " In a comparison of the male with the female sex, the male is pronounced superior," (9, 35;) and in the term "*pitarou*, both parents," the priority of the father is indicated: for the father is first suggested by the radical term *pitri*; and afterwards the mother is inferred from the dual number, by assuming, that one term (of two which composed the phrase) is retained; and because the prior succession of the mother would contradict the text of Vishnu: " If there be none, it belongs to the father; if he be dead, it appertains to the mother." (Jimutava'hana. Coleb. Dá. bhá. p. 195.) The reading approved by Ji'mu'tava'hana must be followed in the text of Vishnu*; for Ja'gnyavalkya declares: If two texts differ, reason, (or that which it best supports), must in practice prevail, when the reason of law can be shown. (Coleb. Dig. Vol. III. 505.)

## On the Mother's right of succession.

61. In default of the father, succession devolves on the mother.† — *Vyavashtá.*

*Reason.* — Because she confers benefits on him by the birth of other sons who offer three oblation-cakes in which he will participate. And because it is necessary to make a grateful return to her, for benefits which she has personally conferred by bearing the child in her womb, and nurturing him during his infancy.‡ Coleb. Dá. bhá. 196.

*Authority.* — Immediately after propounding the father's right to the estate, Vishnu's text declares: " If he be dead, it appertains to the mother." (Coleb. Dá. bhá. p. 196.) And the text of Vrihaspati declares: " Of a deceased son, who leaves neither wife nor son (*a*), the mother (*i*) must be considered as heiress, or by her consent the brother may inherit." (Coleb. Dá. bhá. p. 194.)

---

* See V. D. p. 29. † Coleb. Da'. bha'. Ch. XI. Sect. 4, para. 1, p. 196.—W. Da'. Kra. Sang. page 13. Da'. T. p. 54. Coleb. Dig. Vol. III. p. 505.* Macn. H. L. Vol. I. p. 25.—Elb. In. p. 77.

‡ Ten months the mother bore her infant in her womb, suffering extreme anguish, fainting with travail and various pangs, she brought forth her child: Loving her sons more than her life, the tender

(অ) এস্থলে মাতার যে ধনহারিত্ব সে পিতৃ পর্য্যন্তাভাবে বোধ্য। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৬।

(ই) এস্থলে মাতৃ পদং—জননী মাত্রের সূচক, * অতএব—

ব্যবস্থা। ৬২ বিমাতা ধনাধিকারিণী নয় *।

পুত্রের ধনাধিকারিণী হইয়া মাতা মরিলে, মাতৃস্ত্রী ধনাধিকারিরা সেধনে অধিকারি নয়, কিন্তু ঐ পুত্রের দায়াদরা অধিকারি †। অতএব—

ব্যবস্থা। ৬৩ মাতাও ঐ ধন (শাস্ত্রীয় নিমিত্ত বিনা) দানাদি করিবেন না †। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৫৬।

পণ্ডিতেরা কহেন জীমুতবাহনের অভিপ্রায় এই। বাচস্পতি মিশ্রও কহেন সঙ্ক্রান্ত ধন দানাদি করিতে মাতার অধিকার নাই †।

(অ) অত্র যৎমাতুঃ ঋকৃথ হারিত্বং তৎপিতৃপর্য্যন্তাভাবে বোদ্ধব্যং। দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৬ দ্রষ্টব্যা।

(ই) অত্র মাতৃ পদং—জননীমাত্র পরং *। তেন—

৬২ বিমাতা নাধিকারিণী *।

গৃহীত পুত্রধনায়া মাতুরুপরমে মাতৃ স্ত্রীধনাধিকারিণো ন গৃহ্ণীয়ুরপিতু পুত্র দৈয়াবাধিকারিণঃ †। তেন—

৬৩ মাত্রাচ জীবন্ত্যা তদ্ধনং ন দেয়ম্ †। ব্য. দ. পৃ. ৫৬ দ্রষ্টব্যা।

ইতি জীমুতবাহন স্বরস ইতি পণ্ডিতৈরুচ্যতে। মিশ্রোঽপি মাতুঃ স্ব সঙ্ক্রান্ত ধনে দানাদ্যনর্হত্বমাহ †।

## ভিন্ন২ আদালতে দত্ত এবং গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। এক নাবালগ নিজ মাতা ও চারি পিতৃব্য এবং কিছু বিষয় রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়, ঐ বিষয় পিতৃব্যগণের বিষয়ের সহিত সাধারণ ও অবিভক্ত ছিল। এমত অবস্থায়, সাধারণ ধনে মৃত নাবালগের যে অংশ তাহা ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে কাহাকে অর্শে? মাতা যদি শাস্ত্রানুসারে যাবজ্জীবন উপভোগে অধিকারিণী হয়েন, তবে তাঁহার স্বামির এক ভ্রাতা বলপূর্ব্বক ঐ নাবালগের গৃহের যে প্রাচীর দখল করিয়া লইয়াছে তাহার মুল্য পাইতে তিনি অধিকারিণী কি না?

---

য়াছেন। যিনি পুত্রকে প্রাণাধিক প্রিয় ভাবেন, এমত সুতবৎসলা জননীর গুণ শত বর্ষেও কেহ শুধিতে পারে না। ব্যাসঃ। গর্ভধারণ ও লালন পালন হেতু পিতা হইতে মাতা সহস্রগুণ বড়। উপাধ্যায় হইতে আচার্য্য দশগুণ পুজ্য, আচার্য্য হইতে পিতা শতগুণে বড়, কিন্তু পিতা হইতে মাতা সহস্রগুণে গরিষ্ঠা। মনু। পরন্তু পিতা হইতে মাতার অধিক গৌরব শ্রুত হইলেও যে পিতার পুর্ব্বে মাতার অধিকার একথা হেয়—যেহেতু গৌরবাধিক্য যদি ধনাধিকারের কারণ হইত, তবে 'জনক ও বেদোপদেশক এতদ্দ্বয়ের মধ্যে বেদোপদেশক রূপ পিতা গরিষ্ঠ' এতদনুসারে পিতার পুর্ব্বে আচার্য্যের অধিকার হইত। এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিম্বা ভ্রাতৃপুত্র থাকিতে পিতৃব্যাদির অধিকার হইত; অতএব পিতার পরেই মাতার অধিকার পুর্ব্বে নয়, তদুভয়ের অধিকার এক কালীনও নয়, (দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৮) বঙ্গদেশাদৃত দায়ভাগের মত এই। বিবাদ ভঙ্গার্ণবেরও এই রূপ মত, তদ্ যথা—গৌরব ধনাধিকারের কারণ নয়, তাহা হইলে পিতা মাতা থাকিতে কেহ ধন পায় না। কিন্তু নিজ কর্ম্মদ্বারা উপকার, এবং পিণ্ডসম্বন্ধে সন্নিকর্ষ, তত্র (পারলৌকিক,) উপকারদ্বারা পিতাই উৎকৃষ্ট হওয়াতে, মাতা থাকিতেও পিতার অধিকার। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

পুত্রাণ্, মন্যতে সুতবৎসলা। কস্তস্যা নিষ্কৃতিং কর্ত্তুং, শক্তোবর্ষ শতৈরপি। ব্যাসঃ। পিতুর্মাতা সহস্রেণ, গৌরবেণাতিরিচ্যতে। গর্ভধারণ পোষাভ্যাং, তেন মাতা গরীয়সী। উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য, আচার্য্যাণাং শতং পিতা। সহস্রন্তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে। মনুঃ। পরন্তু, পিতৃতঃ গৌরবাতিরেক শ্রুতাবপি মাতুরধিকার পিতৃতঃ পুর্ব্বমিতি হেয়ং—গৌরবাতিরেকস্য ধনসম্বন্ধ হেতুত্বে উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতেতি পিতৃতঃ পুর্ব্বমাচার্য্যস্যাধিকারাপত্তেঃ। কনিষ্ঠে ভ্রাতরি ভ্রাতৃসুতে বা সত্যপি পিতৃব্যাদীনামধিকারাপত্তেশ্চ, অতঃ পিতৃতঃ পরএব মাতুরধিকারঃ-ন পুর্ব্বং নাপি যুগপন্মাতা পিত্রোঃ (দা. ভা. অপু. পৃ. ২০৮)। ইতি বঙ্গাদৃত দায়ভাগমতং। বিবাদ ভঙ্গার্ণবেঽপি এবমেব প্রায়ঃ, তদ্ যথা—গৌরবং হি ন ধন প্রাপ্তিহেতুস্তদ্ভং, তথা সতি পিত্রোঃ সতোঃ কোঽপি ধনং ন প্রাপ্নুয়াৎ। কিন্তু স্বব্যাপারেণ উপকারঃ পিণ্ড সম্বন্ধ সন্নিকর্ষশ্চ, তত্র (ঔর্দ্ধদেহিক) উপকারেণ পিতুরেবোৎকর্ষঃ অতঃ মাতৃ সত্ত্বেঽপি পিতুরধিকারঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

* দা. ভা. অপু. পৃ. ৮০ ও ২৩১। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ৩, পারা. ৪, পৃ. ২১৩।

† বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫০৫, ৫০৬। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৫, ২৬। এল. ইন্. পৃ. ৭৭।

(a) By the expression *leaving neither wife nor son*, is here meant to indicate the failure of heirs down to the father inclusively. See Coleb. Dá. bhá. p. 194.

(i) By the term "mother" is here intended the *genitrix* alone. Hence,—

**62. The step-mother is not entitled to inherit.*** Vyavasthá.

After the death of a mother who has inherited the estate of her son, the heirs of her peculiar property shall not take the succession, but the heirs of the son.† Therefore,—

**63. The mother shall not alienate the property inherited from her son.†** Vyavasthá.

This also is affirmed by the learned to be the opinion of JI´MU´TAVA´HANA. MISRA also asserts that she has no power to give away, or otherwise alien, property which devolves on her.†

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. A minor dies, leaving his mother and four paternal uncles him surviving, and some property, which was joint and unseparated from that of his uncles. In this case, of these individuals, on whom does his share of the undivided estate devolve? If, according to law, the mother has a life-interest in it, is she entitled to obtain the value of a wall of his dwelling house, usurped by one of her husband's brothers?

mother is (justly) revered: who could repay her, even though he tried a hundred years! (VYA´SA). A mother surpasses a thousand fathers, for she bears the child in her womb, and nourishes it; therefore is a mother most venerable. A (mere) *A´chárjya* surpasses ten *upádhyáyas*; a father, a hundred such *áchárjyas*; and a mother, a thousand (natural) fathers (MANU).—But although the mother is pronounced to surpass the father in the degree of veneration due to her, yet the notion that the mother's right should precede the father's, must be rejected. For, if a superior title to veneration were the reason of a right of inheritance, the succession would devolve on the spiritual preceptor before the father; since it is said "of him who is the natural parent, and him who gives holy knowledge, the giver of the sacred science is the more venerable father:" and paternal uncles and the rest would inherit in preference to a younger brother or a nephew. Therefore, the mother's right of succession is after the father. (Coleb. Dá. bhá. pp. 196 & 197). This is the opinion of JI´MU´TAVA´HANA respected in Bengal. The author of *Vivádabhangárnava* is of the same opinion, and has founded that opinion almost on the same grounds. Thus:—"Title to respect is no cause of inheritance; were it so, who could take the estate while both parents exist? But benefits conferred by his own act, and near relation by the funeral cake, are the grounds on which rests the claim of an heir: now, the father is superior by the benefits which he confers; therefore he has the right of succession, even though the mother be living." Coleb. Dig. Vol. III. p. 505.

* Coleb. Da´. bha´. Ch. IX Sect. 6, para 4, (p. 213). † Coleb. Dig. Vol. III. pp. 505, 506. Macn. H. L. Vol. I p. 25 & 26. Elh. In. p. 77.

বঙ্গদেশে, মাতা পুত্রের অবিভক্ত ধনে অধিকারিণী, পিতৃব্য নয়।

উত্তর। পিতা পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া উক্ত নাবালগ যদি মরিয়া থাকে তবে তৎসমুদয় বিষয় তাহা স্থাবর হউক বা অস্থাবর তাহার জননী পাইবেক, জননী থাকিতে পিতৃব্যগণের স্বত্ব নাই। যে পিতৃব্য সাধারণ প্রাচীর দখল করিয়া লইয়াছে সে ঐ প্রাচীরে নাবালগের অংশের মূল্য তাহার জননীকে দিবে, যেহেতু জননী-ই ঐ পুত্রের উত্তরাধিকারিণী।

প্রমাণ—

যাজ্ঞবল্ক্য কহেন "পত্নী ও দুহিতারা এবং পিতামাতা ইত্যাদি"। (দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ২৮)।

বৃহস্পতি বলেন পত্নী ও পুত্র না রাখিয়া মরে যে পুত্র তাহার উত্তরাধিকারিণী তন্মাতা কথিত হইয়াছেন। অথবা তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে ভ্রাতা উত্তরাধিকারী হইতে পারে।

অন্নপূর্ণা দেবী—বনাম—রামজয় মুখোপাধ্যায়, জিলা নদিয়া, চ্যা. ১, সেক. ৪ মকদ্দমা ১, (পৃ. ৫৯)।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তির দুই পত্নীর গর্ভজাত তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র অবিবাহিতাবস্থায় মরিলে পর, তৎপিতা আপন স্থাবর অস্থাবর বিষয় জীবিত পুত্র দ্বয়কে সমানভাগ করিয়া দিলেন। ঐ দুই পুত্র পিতার জীবন কালেই পৃথক হইয়া আপনাপন বিষয় ভোগি হইল। কিছুকাল পরে জ্যেষ্ঠপুত্র এক পত্নী ও দুই পুত্র রাখিয়া মরিল। অল্পকাল পরে ঐ পুত্রদ্বয়ের একজন মরিল। পরে মুল ধনী দ্বিতীয় পুত্রকে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী ও পুত্রকে রাখিয়া মরিল। তাহাতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী নিজ পুত্রের সঙ্গে তাহার অংশ দখল করিল। শেষে ঐ পুত্র (অর্থাৎ মুল ধনির পৌত্র) মরিল, তাহার মরণান্তেও ঐ পত্নী নিজ পতির যোগ্যাংশ কিছু কাল অবধি দখল করিয়াছে, কিন্তু মুল ধনির কনিষ্ঠ পুত্র এক্ষণে তাহাকে বেদখল করিতে চাহে, এবং উভয়ে বিষয় লইয়া বিরোধ করিতেছে। যদি বর্ত্তমান মকদ্দমায় যে প্রকার লিখিত হইয়াছে তদনুরূপ ভাগ নির্ণয়রূপে বিষয় বিভক্ত হইয়া থাকে তবে মুল ধনির ধন উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অর্থাৎ তাহার কনিষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নীর মধ্যে কিরূপে ভাগ নির্ণয় হইবেক?

এবং বিভক্ত ধনে মাতা সর্ব্বথা অধিকারিণী।

উত্তর ১। যদি এমত প্রমাণ হয় যে মুল ধনী উপরি বর্ণিতরূপে নিজ বিষয় বিভাগ করিয়া দিয়াছে তবে কনিষ্ঠ পুত্র ও পৌত্রের মাতা অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী প্রত্যেকে ঐ অংশের অধিকারী হইবে যাহা মুল ধনী নিজ পুত্রদিগকে নির্ণয় করিয়া দিয়াছে।

প্রশ্ন ২। যদি মুল ধনির দুই পত্নীর গর্ভজাত তিন পুত্র থাকে এবং দ্বিতীয় পুত্র পিতার জীবন কালে অবিবাহিতাবস্থায় মরিয়া থাকে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রও পিতার জীবনকালে এক পত্নী ও দুই পুত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে (এবং পরে ঐ পুত্রদ্বয়ের এক মরিয়া থাকে) এবং তৎপরে যদি মুল ধনী আপন বিষয় বিভাগ না করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী ও পুত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে, (এবং অনন্তর জ্যেষ্ঠ পুত্রের ঐ পুত্র মরিয়া থাকে,) তবে এমত অবস্থায় ঐ জীবিত ব্যক্তিগণের অর্থাৎ মুল ধনির কনিষ্ঠ পুত্র এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নীর মধ্যে কে বিষয়াধিকারী? যদি উভয়ই অধিকারি হয় তবে কে কি পরিমিত অংশ পাইতে যোগ্য।

পিতামহের ধনে পিতৃব্যের সহিত সমান ভাগ প্রাপ্ত মৃত পৌত্রের মাতা তদ্ধনাধিকারিণী।

উত্তর ২। মুলধনির মরণে তাহার পুত্র ও পৌত্র সমান অংশে অধিকারি। এবং ঐ পৌত্র পিতা পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরাতে তাহার মাতা তাহার ধনাধিকারিণী, অতএব মুল ধনির ত্যক্ত বিষয় তাহার কনিষ্ঠ পুত্রকে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নীকে সমান ভাগে অর্শিবে।

দেবিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—বনাম—সেবাদাসী দেবী। কলিকাতা কোর্ট আপীল, ২২ জুলাই ১৮০৫। চ্যা. ১, সেক. ৪, মকদ্দমা ২ (পৃ. ৬০ ও ৬১)।

কৃষ্ণ কিশোরের জ্যেষ্ঠা পত্নী রতন মালা মরিলে এবং সে নন্দকিশোর নামক যে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিল সে নিঃসন্তান মরিলে পর তাহার ত্যক্ত দুই আনা অংশে কে অধিকারী?—কৃষ্ণ কিশোরের দ্বিতীয়া পত্নী নারায়ণী অধিকারিণী, কিম্বা ঐ নারায়ণীর দত্তক পুত্র রামকিশোর নিজ দত্তকত্ব সত্য হইলে অধিকার? অথবা কৃষ্ণকিশোরের সহোদর ভ্রাতা কৃষ্ণগোপালের ও বৈমাত্র ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের ও লক্ষ্মীনারায়ণের উত্তরাধিকারিরা অধিকারি? এই মকদ্দমা আপীলান্ট নারায়ণীর গৃহীত দত্তক পুত্র রামকিশোরের দত্তকতা সিদ্ধাসিদ্ধের উপর নির্ভর করে কি না?

R. Supposing the minor to die, leaving no heirs down to the father, his mother will take the entire estate, whether consisting of moyables or immovables; and where there is a mother living, the paternal uncles have no title to the inheritance. The uncle who has taken possession of the wall, which was in common, is to pay the value of the deceased's portion thereof to the mother, as she is the sole heir of her son.

In Bengal, a mother inherits joint property, to the exclusion of a paternal uncle.

*Authorities:—*

JA'GNYAVALKYA says: "The wife and the daughters, also both parents," &c. (Vide V. D. p. 29).

VRIHASPATI says: "Of a deceased son, who leaves neither wife nor male issue, the mother must be considered as heir: or by her consent, the brother may inherit."

Zillah Nuddea. Annapúrna Debí, *versus* Rámjoy Mukarjyá. Ch. I. Sect. 4, Case 1, (p. 59.)

Q. 1. A person had three sons by his two wives. On the death of the second son, who was unmarried, the father divided his real and personal property between his surviving sons in equal portions. The two brothers separated from each other during the father's life-time, and enjoyed their respective shares of the property. Shortly after, the eldest son died, leaving a widow and two sons, one of whom did not long survive. At the death of the original proprietor, he left his second son, and his eldest son's widow and son, him surviving. The widow of the eldest son, together with her son, took possession of his share; and lastly her son, (that is, the grandson of the original proprietor,) died, and after his death also the widow continued in possession for some time of the share which had belonged to her husband; but now the younger son of the original proprietor is desirous of ousting the widow of the eldest son, and they are contesting about the property. Supposing the fact of the adjustment of the shares, and the partition of the property to have been made as specified, in this case, how will the estate of the original proprietor be distributed among the parties, that is, the younger son of the proprietor, and his eldest son's widow?

R. 1. If it be proved that the original proprietor made the partition of his estate as specified, then his younger son and his grandson's mother, (the widow of his eldest son,) are respectively entitled to the portions which he assigned to his sons.

And divided property universally.

Q. 2. Supposing the original proprietor to have had three sons by two wives, the second son to have died unmarried before his father, the eldest son to have died also before his father, leaving a widow and two sons, (one of whom subsequently died,) and then the original proprietor, without having made any division of his property, to have died before his younger son, and his eldest son's widow and son (who is since dead;) in this case, of the survivors, that is, the younger son of the original proprietor, and his eldest son's widow, which is entitled to inherit his property; and if both, to what proportion is each of them entitled?

R. 2. On the death of the original proprietor, his son and grandson were entitled to inherit in equal portions, and on the death of such grandson, leaving no heir down to the father, the mother is successor; consequently the property left by the original proprietor will devolve both on his younger son and his eldest son's widow in equal shares.

In succession to her son who shared his grandfath[illegible] estate equally w[illegible] uncle.

*Cases* bearing on the Vyavastha No. 60.

Calcutta Court of Appeal, July 22nd 1805. Debí Prasád Cháturjyá *versus* Sebá Dásí Debí. Ch. I. Sect. 4, Case II. (pp. 60, 61).

*Cases* bearing on the Vyavastha No. 61.

Q. After the death of Ratanmálá, first widow of Krishnakishore, and of Nandak[illegible]shíshwar, by adopted by her, without issue, who was heir to the two anna share left by them, as yet had not been Náráyaní Debí, second widow of Krishnakishore? or Rámkishore, the son adop[illegible] sons Rám Shankar, Rám so? or the heirs of Krishnagopál Ráy, full brother of Krishnakishore? [illegible] died, leaving a son, Charanjit, and Lakkhínáráyan, half brothers of Krishnakishore? And does th[illegible] son of Kshíshwar, leaving a son illegality of the adoption of Rámkishore by the appellant, Nára[illegible] Náth. Rám Mohan then died, leaving;

মরিল। তৎপরে কৃষ্ণকিঙ্কর নিসসন্তান মরে। তাহার পর খড়্গেশ্বরী নাম্নী এক কন্যা রাখিয়া নীলকান্ত মরে। ঐ খড়্গেশ্বরী পিতার মৃত্যুর পর এক পুত্র প্রসব করে, তাহার নাম প্রাণনাথ। পরে ১১৯০ সালে কৃষ্ণনাথ নিসসন্তান মরে। এই মকদ্দমার সময়ে উক্ত পরিবারের মধ্যে কাশীশ্বরের পুত্র অযোধ্যারাম, এবং রামমোহনের পুত্র গদাধর ও কালিদাস, ও কেবলরামের পত্নী গঙ্গামণি, রামশঙ্করের কন্যা রাজেশ্বরী, ও রাজেশ্বরীর পুত্র রাধানাথ ও নৃসিংহ, নীলকান্তের কন্যা খড়্গেশ্বরী ও তাহার পুত্র প্রাণনাথ জীবিত থাকে। এই মকদ্দমাতে ইহারি বিচার আবশ্যক হইয়াছিল যে উক্ত জমিদারি কিরূপে বিভক্ত হইবে। তাহাতে রাধাকান্ত পণ্ডিত ব্যবস্থা দিলেন যে "প্রথমতঃ—চারি ভ্রাতায় এক পরিবার ভুক্ত হইয়া একত্র থাকাতে যদি পিতৃধনের কিম্বা সাধারণ ধনের উপঘাত বিনা অথবা ভ্রাতাগণের শ্রম ও সাহায্য বিনা জ্যেষ্ঠ কাশীশ্বর এক জমিদারি উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তবে তদ্ভ্রাতারা ঐ জমিদারির অংশ পাইতে অধিকারি নয়। কিন্তু যদি পৈতৃক ধন ব্যবহার কিম্বা সাধারণ ধন ব্যয় হইয়া থাকে, অথবা ভ্রাতারা যদি শ্রমের দ্বারা সাহায্য করিয়া থাকে তবে ঐ জমিদারি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইবে, তাহার দুই ভাগ অর্জ্জক কাশীশ্বর লইবেক, এবং আর২ ভ্রাতারা প্রত্যেকে এক ভাগ লইবেক। দ্বিতীয়তঃ—কাশীশ্বরের মরণান্তে তাহার পাঁচ পুত্র তদংশ সমান ভাগ করিয়া লইবে। কাশীশ্বরের পুত্র রামমোহনের মরণে তাহার দুই পুত্র গদাধর ও কালিদাস পিতৃ যোগ্যাংশ সমান ভাগ করিয়া লইবে। তৃতীয়তঃ—কাশীশ্বরের চতুর্থ পুত্র কেবলরামের অংশ, তাহার পুত্র কৃষ্ণনাথ যদি দুহিতা না রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে তাহার মাতা রঙ্গমণিকে অর্শিবে। চতুর্থতঃ—(কাশীশ্বরের পুত্র) রামশঙ্করের মৃত্যুর পর তাহার কন্যা রাজেশ্বরী পিতৃ যোগ্যাংশে অধিকারিণী। এবং তাহার মরণে তাহার দুই পুত্র ঐ ধনাধিকারি। পঞ্চমতঃ—কাশীশ্বরের পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর যদি নিজ জননীর পরে মরিয়া থাকে, তবে তৎসহোদর অযোধ্যারাম তাহার মরণ কালীন জীবিত থাকাতে সেই তদ্ধনে অধিকারী। ষষ্ঠতঃ—কাশীশ্বরের ভ্রাতা হরদেবের মরণে তাহার পুত্র চরণজিত পিতৃ যোগ্যাংশে অধিকারী. এবং সে যদি সহোদর না রাখিয়া মরিয়া থাকে, এবং যদি তাহার পিতার সহোদর নীলকান্ত মাত্র জীবিত থাকে, তবে ঐ নীলকান্তই কেবল তাহার অংশে অধিকারী। সপ্তমতঃ—কাশীশ্বরের ভ্রাতা সহদেব যদি জননী পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে তাহার সহোদর নীলকান্ত তদংশে অধিকারী। এবং নীলকান্তের মরণে তাহার কন্যা খড়্গেশ্বরী পিতার অংশে অধিকারিণী হইবে"। (অনন্তর) ইহা প্রকাশ পাওয়াতে যে নীলকান্ত জমিদারি সংক্রান্ত সকল দাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং রাজেশ্বরী ও রঙ্গমণি ও খড়্গেশ্বরী ভরণ পোষণোপযুক্ত ধন লইয়াছে এবং ইহাদের প্রথমদ্বয় আপন ২ অংশের দাওয়া পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ঐ ধন লইয়াছে, এই বিষয়ে আর এক ব্যবস্থা গৃহীত হয়, তদ্যথা "যদি পুরুষ উত্তরাধিকারিরা রঙ্গমণিকে ভরণ পোষণ দিয়া থাকে, এবং তথাপি যদি সে আপন দাওয়া পরিত্যাগ না করিয়া থাকে, তবে বিভাগে সে নিজ পুত্র কৃষ্ণনাথের অংশে অধিকারিণী হইবে। যদি রাজেশ্বরী কিছু ভূমি লইয়া নিজ অংশের দাওয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তবে সে পিতৃ যোগ্যাংশ পাইতে অধিকারিণী নয়, কিন্তু যদি আপনার দাওয়া বজায় রাখিয়া থাকে, তবে সে পিতৃ যোগ্যাংশ পাইতে অধিকারিণী। খড়্গেশ্বরীর পিতা নীলকান্ত যদি ভরণ পোষণ পাইবার নিয়মে নিজ অংশ ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে খড়্গেশ্বরী ভরণ পোষণই পাইবে"। পরন্তু যে বৃত্তান্তের অনুভবে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাহা সাক্ষ্যাদির পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইল না, বরঞ্চ তদ্বিপরীত বৃত্তান্ত অনুভবের কারণ পাওয়া গেল। সদরদেওয়ানী আদালতের জজেরা (অর্থাৎ সর. জে. শোর, এফ. এস্পেকি, ও ডব্লিউ. কৌপর সাহেবেরা) বিচার করিলেন যে দিনাজপুরে আদালতের ডিক্রী (যাহার নারাজীতে তাঁহাদের সমীপে এই আপীল উপস্থিত, এবং যাহাতে জমিদারির অংশের প্রার্থনায় আদ্দাশকারি অযোধ্যারামকে উক্ত পাঁচ আনা জমিদারির মধ্যে তিন আনা ছয় গণ্ডা দিতে হুকুম হয় তাহা) রদ হইবে, এবং পণ্ডিতের ব্যবস্থানুসারে কাশীশ্বর সহদেব, হরদেব, ও নীলকান্ত এই চারি ভ্রাতার উত্তরাধিকারিদের মধ্যে উক্ত পাঁচ আনা জমিদারি নিম্ন লিখিতরূপে বিভক্ত হইবে; অর্থাৎ খড়্গেশ্বরী নিজ পিতা নীলকান্তের উত্তরাধিকারিণীরূপে সহদেব, হরদেব, ও নীলকান্তের অংশ, অর্থাৎ পাঁচ আনার তিন আনা পাইবে, কাশীশ্বরের উত্তরাধিকারিরা পাঁচ আনার দুই আনা পাইবে, এই দুই আনা ঐ কাশীশ্বরের উত্তরাধিকারিদের মধ্যে এই রূপে বিভক্ত হইবে, যথা—তাহা পাঁচ ভাগ হইয়া গদাধর ও কালিদাস আপিলাণ্টেরা এক ভাগ পাইবে, অযোধ্যারাম রেসপণ্ডেণ্ট দুই ভাগ, রঙ্গমণি এক ভাগ ও রাজেশ্বরী এক ভাগ, পাইবে*। গদাধর শর্ম্মা ও কালিদাস শর্ম্মা—বনাম—অযোধ্যারাম চৌধুরী, ৩০ আক্টোবর ১৭৯৪ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৬।

---

*এই মোকদ্দমায় যে ব্যবস্থা দত্ত, ও যে নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহা হিন্দুদায়শাস্ত্র ঘটিত অনেক বিষয়ের নজীর—

two sons, Gadádhar and Kálidás. Then died Rám Shankar, leaving a daughter, Rájeshwarí, and two sons of that daughter, viz. Rádhá Náth and Narsing. Then died Charanjit, son of Haradeb, without issue. Then died Krishna Kinkar, without issue. Nílkánta then died, leaving a daughter, Khargeshwarí, which Khargeshwarí, after her father's death, had a son, Pránnáth. After this, in 1190, Krishna Náth died without issue. The survivors of the family at the time of the present suit, were Ajodhyá Rám, son of Káshíshwar, Gadádhar, Káli Dás, sons of Rám Mohan, Gangá Mani, widow of Kevalrám, Rájeshwarí, daughter of Rámshankar, Rádhánáth and Narsing, sons of Rájeshwarí, Khargeshwarí, daughter of Nílkánta, and Pránnáth, son of Khargeshwarí. The question was, what division was to be made of the zemindary; and the following opinion was given by Rádha Kánta Pandit: 1st, there having been four brothers living together in one family, of whom Kashíshwar was the eldest, if, without there being paternal inheritance, or without the use of joint property, or without the labour or assistance of the brothers, he (Káshíshwar) acquired a zemindary, the other brothers would have no title to share in such zemindary. Should there have been a paternal inheritance, or an expenditure of joint funds, or should the brothers have lent their exertions, then, the zemindary being divided into five parts, Káshíshwar, the acquirer, would take two, and the other brothers one each: 2nd, on the death of Káshíshwar, his five sons inherit his portion, dividing it into equal parts; on the death of Káshíshwar's son Rámmohan, his two sons, Gangádhar and Kálidás, inherit their father's share, in equal portions: 3rd, the share of Káshíshwar's fourth son, Kevalrám, on the demise of Kevalrám's son Krishna Náth, should Krishna Náth have left no daughter, falls to his *mother* Rangamani: 4th, on the demise of Rám Shankar (son of Káshíshwar) his daughter Rájeshwarí inherits her father's portion, and on her death her two sons succeed her: 5th Kashíshwar's son, Ajodhyárám, being alive at the decease of his brother Krishnakinkar, should the latter not have left a mother, his full brother Ajodhyárám receives his portion: 6th, on the death of Káshíshwar's brother Haradev, his (Haradev's) son Charanjit inherits his father's portion; and on his decease, should he have left no brother, his father's full brother, Nílkánta, the only survivor, will be entitled to that share: 7th, on the death of Káshíshwar's brother Shahadev, should he (Shahadev) not have left a mother, his full brother Nílkánta will inherit his share, and on the death of Nílkánta, his daughter Khargeshwarí will inherit her father's portion. It appears to have been asserted that Nílkánta had resigned all concern in the zemindary, and that the three females, Rájeshwarí, Rangamani, and Khargeshwarí, received a maintenance; the two former in lieu of their shares, which they had resigned. And a further opinion was taken on the point, which was this, "supposing that the male sharers contributed to the maintenance of Rangamani, if she (Rangamani) did not renounce her claim, she will, at a division, be entitled to the share of Krishna Náth, her son. If Rájeshwarí received some lands, and renounced her claim to share, she will not be entitled to her father's share; but if she reserved her claim, then she will be entitled to her father's share. If Nílkánta, the father of Khargeshwarí, relinquished his share on condition of receiving a maintenance, Khargeshwarí will receive the same." But evidence examined as to the facts, on the supposing of which this opinion was taken, did not prove them, and there was ground to presume that the contrary was the case. The Sudder Dewanny Adawlut determined (present Sir J. Shore, F. Speke, and W. Cowper) that the decree of the Dinagepore Adawlut (from which the case came before them in appeal), and which adjudged to Ajodhyárám, (who sued for a division of the zemindary) 3 annas, 6 gandas, of the 5 annas, should be set aside, that the 5 anna zemindary, in pursuance of the Pandit's opinion, should be adjudged to the heirs of the four brothers, Káshíshwar, Shahadev, Haradev, and Nílkánta, in the following proportions; viz., to Khargeshwarí as heir to her father Nílkánta, the shares of Shahadev, Haradev, and Nílkánta, 3-5ths, and to the heirs of Káshíshwar 2-5ths, these to be allotted to the heirs of Káshíshwar in the following proportions, viz., to Gadádhar and Kálidás, appellants, 1-5th, to Ajodhyárám, the respondent, 2-5ths, to Rangamani 1-5th, and the same to Rajeshwarí.*—Gadadhar Surmá and Kálidás Surmá *versus* Ajodhyáram Choudhurí. 30th October 1794. S. D. A. R. Vol. I. p. 6.

* The law opinion and decision in this case are practical illustrations of a number of points of Hindu law, neither

নিম্ন উল্লিখিত মকদ্দমা ও দ্রষ্টব্য—

/০ ঈশ্বরচন্দ্র কারফরমা প্রভৃতি—বনাম—গোবিন্দচন্দ্র কারফরমা প্রভৃতি। কন্. হি. ল. পৃ. ৭৪।

৵০ শ্রীমতী জয়মণি দাসী ও শ্রীমতীদাসীদাসী—বনাম—আত্মারাম ঘোষ ও কালাচাঁদ ঘোষ। কন্. হি. ল. পৃ. ৬৪—৬৯।

৬২ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

/০ রতনমণি ক্ষেত্র নামক অবিবাহিত মৃত পুত্রের ধনাধিকারিণী হইয়া মরে। রতনমণির মৃত্যুর পর ক্ষেত্রের বিমাতা ভৈরবী দাসী ঐ বিষয় দাওয়া করিলেক। বিচার হইল যে রতনমণির মৃত্যুর পর বিষয় তৎপুত্রের উত্তরাধিকারিকে অর্শে, বর্ত্তমান মকদ্দমায় উক্ত পুত্রের বিমাতা উত্তরাধিকারিণী নয়, কিন্তু খুল্ল পিতামহের পুত্র, যেহেতু বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে বিমাতা সপত্নীপুত্রের ধনাধিকারিণী নহেন, কিন্তু পতির বিষয়হইতে ভরণ পোষণ পাইতে অধিকারিণী। ভৈরবী দাসী—বনাম—নবকৃষ্ণ বসু—২৩ ফিব্রুয়ারি ১৮৩৬ সাল. স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ৫৩।

নিম্ন উল্লিখিত দুই মকদ্দমাতেও উক্ত রূপ বিচার হইয়াছে—

৵০ নারায়ণী দেবী—বনাম—হরিকিশোর রায়। ২৪ ডিসেম্বর ১৮০১ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩৯।

৶০ লক্ষ্মীপ্রিয়া—বনাম—ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী ও জয়চন্দ্র চৌধুরী। ২৯ আগষ্ট ১৮৩৩ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ৩১৬।

৬৩ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

/০ কালীকান্ত লাহিড়ী আপিলাণ্ট—বনাম—গোলোকচন্দ্র চৌধুরী রেস্পণ্ডেণ্ট। ৩০ আক্টোবর ১৮৪৯ সাল, স. দে. আ. রি. পৃ. ৪০৫—৪১০। ব্য. দ. পৃ. ৮৬—৯০।

৵০ ধনমণি নিজ মৃত পুত্রের অত্যন্ত নিকট সম্পর্কীয়রূপে তদ্ধনাধিকারিণী হইয়া ঐ সঙ্ক্রান্ত ধন প্রথমে দানদ্বারা পরে বিক্রয়দ্বারা হস্তান্তর করে। সদরদেওয়ানীর পণ্ডিতদিগকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসিত হওয়াতে তাঁহারা ব্যবস্থা দিলেন যে উত্তরাধিকারিণীরূপে প্রাপ্ত পতি-ধনে পত্নীর স্বত্ব যে রূপ, উত্তরাধিকারিণীরূপে প্রাপ্ত পুত্রের ধনে মাতার অধিকারও সেই রূপ, অতএব পুত্রহইতে প্রাপ্ত সঙ্ক্রান্ত ধন দান করিতে মাতা যোগ্যা নয়; ঐ বিষয়ের বিক্রয়ও সিদ্ধ নয়, কেননা যে দলিলদ্বারা ধনমণি বিক্রয় করিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে সে আপন ইচ্ছানুসারে বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু শাস্ত্রে ইচ্ছানুসারি বিক্রয় নিষেধ করিয়া কেবল অনিবার্য্য আবশ্যক কার্য্যে বিক্রয়ের ক্ষমতা দিয়াছেন, যেহেতু বর্ত্তমান মকদ্দমায় কোন আবশ্যকতা ছিল না, অতএব উক্ত দান ও বিক্রয় উভয়ই অসিদ্ধ হইয়া পত্নীর অধিকৃত ধনের ন্যায় এই ধনেরও উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট হইবে—অর্থাৎ পত্নীর অধিকৃত (সঙ্ক্রান্ত) ধন যেমন তাহাহইতে তৎপতির উত্তরাধিকারিরা পাইবে, তদ্রূপ মাতার অধিকৃত সঙ্ক্রান্ত ধন তাহাহইতে তৎপুত্রের অত্যন্ত নিকট উত্তরাধিকারিরাই পাইবে। বর্ত্তমান মকদ্দমায় আপিলাণ্টেরা অর্থাৎ ধনির পিতৃব্যপুত্রেরা অত্যন্ত নিকট সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারি এই ব্যবস্থার প্রমাণ দায়ভাগ—তাহাতে লিখিত আছে, "পত্নীপদ সামান্যতঃ স্ত্রী মাত্রের বোধক; ইহাতে বোধ্য এই যে স্ত্রী মাত্রেরই সঙ্ক্রান্ত ধনাধিকারে এই নিয়ম খাটে।" সদরদেওয়ানীর জজ শ্রীযুক্ত সিলী ও বাট্রে সাহেব বিবেচনা করিলেন যে ধনমণিকে যে ধন অর্শিয়াছে তাহাতে আপিলাণ্টদের অধিকার বিষয়ে উক্ত ব্যবস্থা চূড়ান্ত। ২৬ মে ১৮২৩ সাল, স. দে. আ. বা. ৪, পৃ. ৩১০।

৶০ সদর দেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্টের ১ বালামের ১৬৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত অন্নপূর্ণা দেবীর বিরক্তে বিজয়া দেবীর মকদ্দমায় পুত্রের মরণে মাতার অধিকৃত তদ্ধন বিষয়ে উক্ত আদালতের পণ্ডিতেরা এই মীমাংসা করিয়াছেন যে পতিসংক্রান্তধনে পত্নীর অধিকারের যে নিয়ম পুত্রসংক্রান্তধনে মাতার অধিকারেও সেই নিয়ম খাটিবে। মাতার মৃত্যুর পর ঐ ধন উক্ত পুত্রের উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে, মাতার (স্ত্রী-ধনে) অধিকারিকে অর্শিবে না। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৫, ২৬।

অথচ তাহা দুজ্ঞেয় নয় এবং অসচরাচরও নয়, তদ্‌যথা প্রথমত,—সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জক দুই অংশহারী (ইহা জীমূতবাহন সম্মত, দ্রষ্টব্য—কোল্. দা. ভা. চ্যা. ৩, সেক. ১, পারা. ২৮।) দ্বিতীয়ত:—পুত্রগণ পিতৃদায়ে সমান ভাগি (কোল্. দা. ভা. চ্যা. ৩, সেক. ২, পারা. ২৭।) তৃতীয়তঃ—পত্নী দুহিতা ও দৌহিত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি হীন মৃত পুত্রের ধনে তাহার মাতা অধিকারিণী (দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক. ৪) চতুর্থতঃ—পুত্র ও পত্নীহীন মৃত ব্যক্তির ধনে তাহার দুহিতা পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা হওন নিয়মে অধিকারিণী, (দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক. ২, পারা. ৩।) পঞ্চমতঃ সহোদর সহোদরের ধনাধিকারী (সেক. ৫)। ষষ্ঠত.—নিকট সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারির অভাবে পিতৃব্য অধিকারী (সেক. ৩, ৫, ৮, ৯,)।

See also the following cases:—

I'shwar Chandra Kárfarmá and another *versus* Gobinda Chandra Kárfarmá and others. Cons. H. L. p. 74.

Srímatí Joymani Dásí and Srímatí Dásí Dásí *versus* Atmá Rám Ghose and Kálácháud Ghose. Cons. H. L. pp. 64—69.

Cases bearing on the vyavasthá No. 62.

I. Ratan Mani inherited the estate of her son Khyetra, who died unmarried and childless. After Ratan Maní's death, Bhoirabí Dásí, the step-mother of Khyetra, claimed the estate. Held that on the death of Ratan Maní the property devolved on her son's heir, who, in this case, was the son of the paternal uncle of his father, and not on his (Khyetra's) step-mother, since, according to the law which prevails in Bengal, a step-mother does not inherit from her step-son, but is entitled to maintenance from her husband's property.—Bhoirabí Dásí *versus* Nabokrishna Bose, 23rd February 1836. S. D. A. Rep. Vol. VI. p. 53.

The same principle was held in the following cases:—

II. Náráyaní Debí *versus* Harikishore Ráy, 24th December 1801. S. D. A. Rep. Vol. I. p. 39.

III. Lukkhí Priyá *versus* Bhoirab Chandra Choudhurí and Joy Chandra Choudhurí, 29th August 1833. S. D. A. Rep. Vol. V. pp. 316. Vide. V. D. pp. 87—91.

Cases bearing on the vyavasthá No. 63.

I. Kálí Kánta, Láhirí Appellant, *versus* Golok Chandra Choudhurí, Respondent, 30th October 1849. S. D. A. Rep. pp. 405—410.

II. Dhan Mani, having succeeded as nearest heir to her deceased son, alienated the inherited estate, first by gift, and subsequently by sale. The Pandits of the Sudder Court being referred to, gave their opinion to the effect—"that the right which a mother had in the property inherited from her son, was the same as that which a widow had in the property inherited from her husband: and that, therefore, she was incompetent to alienate that property by gift. That the sale of it also was invalid, because the deed expressly stated the sale to have been executed by Dhan Mani at her own pleasure, whereas the *shástra* prohibited sale at pleasure, and only licensed it under unavoidable necessity, which did not here exist; that both the gift and sale being invalid, the succession to the estate would be regulated by the analogy of the case of a widow, that is, as the nearest surviving heir of the husband inherits from the widow, so the nearest surviving heir of the son would inherit from the mother; and that the nearest surviving heirs in this case are the appellants who are the sons of his father's brother."—*Authority—Dáyabhága:* "The word *wife* is employed with a general import; and it implies that the rule must be understood as applicable generally to the case of woman's succession by inheritance." The Sudder Court (present Messrs. Sealy and Rattray) considered the *Vyavasthá* decisive as to the right of the appellants to the portion which had devolved to Dhan Mani,—26th May 1823. S. D. A. Rep. Vol. IV. p. 310.

III. In the case of Musst. Bijoyá Debí *versus* Annapúrna Debí, (S. D. A. Rep. Vol. I. p. 164,) regarding property which had devolved on a mother by the decease of her son, the law officers of the Sudder Dewanny Adawlut held, that the rules concerning property devolving on a widow, equally affect the property devolving on a mother. On her death property devolves on the heirs of her son, and not on her heirs. Macn. H. L. Vol. I. pp. 25, 26.

intricate nor uncommon. 1st, the allotment of a double share to the person by whom acquisition is made, with aid, however, from the joint funds (Vide Coleb. Dá. bhá. Ch. VI. Sect. 1, para. 28.) 2nd, equal participation of sons succeeding to their father, (Ch. 3, Sec. 2, para. 27.) 3rd, the mother's succession to her son leaving no widow, nor issue male or female (Ch. XI. Sec. 4.) 4th, the daughter's succession to one leaving neither male issue, nor a widow, provided such daughter be mother of a son or likely to become so (Ch. XI. Sec. 2, para. 3.) 5th, the full brother's inheritance from his brother (Sec. 5.) 6th, the uncle's succession on failure of nearer heirs. (Sec. 6, 5, 8, 9).

।০ কোন মৃত ব্যক্তির পত্নী ও জননী (তাহার ত্যক্ত) দেবোত্তর ভূমি এবং কোন দেবালয়ে পুজাদি আপনাদিগের মধ্যে আপোসে বিভাগ করিয়া লয়; এবং তাহাতে আপন২অংশ হস্তান্তর করণের ক্ষমতা গ্রহণ করে। যেহেতু উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে এমত বিভাগ করিতে ক্ষমতা নাই। অতএব উক্ত রূপ বিভাগ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ। এবং যেহেতু আপোসে উক্ত রূপ কৃত নিষ্পত্তি ও বিভাগেও পত্নী সত্ত্বে পুত্রের ধনে মাতার স্বত্ব জন্মে না, অতএব মাতা যে বিক্রয় করিয়াছিলেন তাহা অসিদ্ধ হইল। মোসম্মাৎ জয়মণি দেবী প্রভৃতি—বনাম—ফকিরচরণ চক্রবর্ত্তী, ২৫ মার্চ ১৮২৭ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৪, পৃ. ৩৩৭।

এবং ব্যবস্থা দর্পণের ১২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

## ভ্রাতার অধিকার-

ব্যবস্থা — ৬৪ মাতার অভাবে ভ্রাতার অধিকার*। | ৬৪ মাতুরভাবে ভ্রাতুরধিকারঃ*।

প্রমাণ — যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণু বচন। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২৮। | যাজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণু বচনে (ব্য. দ ২৮ পৃ দ্রষ্টব্য)।

বিবেচনা — তথাপি, সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এক পিতৃজাত হইলেও মৃতের দাতব্য ছয় পুরুষের পিণ্ডদাতা বলিয়া সহোদরই প্রথমে ধনাধিকারী, বৈমাত্রেয় নয়, যেহেতু সে পিতা প্রভৃতি তিন পুরুষ মাত্রের পিণ্ডদাতা। দা. ত. পৃ. ৫৪। | তথাপি এক পিতৃজাতয়োরপি সোদরবিমাতৃজয়োর্মৃতদেয় ষট্ পুরুষ পিণ্ডদাতৃত্বেন সোদরস্যৈব প্রথমং ধনাধিকারো, নতু পিত্রাদিত্রয়মাত্রপিণ্ডদাতৃবিমাতৃজস্য। দা. ত. পৃ. ৫৪।

ব্যবস্থা — ৬৫ সহোদরাভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অধিকার*। | ৬৫ সোদরাভাবে বৈমাত্রেয়াণাং*।

কারণ — যেহেতু সে পিতা প্রভৃতি তিন পুরুষের পিণ্ড দেয়, ও ধনি সে পিণ্ড ভোগী হয় (দা. ক্র. সং. পৃ. ৬), এবং যেহেতু এক পিতৃজাত হওয়াতে ভ্রাতৃ শব্দার্থে তাহাকেও বুঝায় (দা. ভা. পৃ. ২১১)। | তদ্ভোগ্য পিত্রাদিত্রয় পিণ্ডদাতৃত্বাৎ, (দা. ক্র. সং. পৃ. ৬)। এক প্রভবত্বেন তস্যাপি ভ্রাতৃশব্দার্থত্বাচ্চ (দা. ভা. প. ২১১)।

ব্যবস্থা — ৬৬ অবিভক্ত স্থাবর ধনে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার তুল্যাধিকার†। | ৬৬ অবিভক্ত স্থাবর ধনে সোদরাসোদরাণাং তুল্যোঽধিকারঃ†।

প্রমাণ — তাহা যম কহিয়াছেন, যথা—যে স্থাবর বিষয় অবিভক্ত থাকে তাহা সকলেরই (উ) হইবে। কিন্তু বৈমাত্রেয় কোনক্রমে বিভক্ত স্থাবর ধন পাইবে না†। | তদাহ যমঃ—অবিভক্তং স্থাবরং যৎ, সর্ব্বেষামেব (উ) তদ্ভবেৎ। বিভক্তং স্থাবরং গ্রাহ্যং, নান্যোদর্য্যৈঃ কথনঞ্চন†।

(উ) সকলেরই—অর্থাৎ সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের (দা. ভা. পৃ. ২২৮)। তদ্বিস্তার এই যে—বিভক্ত সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ স্থাবর ধন যদি অবিভক্ত থাকে, তবে তাহাতে (মৃতের) সহোদরের সহিত বৈমাত্র ভ্রাতারা সমভাগি। বিভক্ত স্থাবরাস্থাবরধনে সহোদরই কেবল অধিকারী। বি. দা. ভা র. ৮। | (উ) সর্ব্বেষাং—সোদরাসোদরাণামিত্যর্থঃ (দা. ভা. পৃ. ২২৮)। অর্থাৎ—বিভক্তানাং যদি কিঞ্চিৎ স্থাবরং বৈমাত্রেয় সাধারণং অবিভক্তং মধ্যগং ভবতি, তত্র সোদরেণসহ বৈমাত্রেয়াণাং তুল্য ভাগঃ। বিভক্ত স্থাবরজঙ্গময়োস্তু সোদর্য্যস্যৈবাধিকারঃ। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

* দা. ভা. অপু. পৃ. ২১১। দা. ক্র. সং. পৃ. ৬। দা ত, পৃ. ৫৪। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক ৫. পার ২, পৃ ১২৮। উ দা ক্র. সং. পৃ. ১৩। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫০৩, ৫০৭। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৬। এল্. ইন্ পৃ. ৭৮

† দা. ভা অপু. পৃ. ২২৮। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। দা. ত. পৃ. ৫৫। কোল্ দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ৫ পারা ৩৫ ও ৩৬. পৃ ২১১ বোল্ ডা বা ৩, প. ৫১৭, ৫১৮।

IV. The mother and widow of a *Bráhman* by amicable settlement divided between them his property, consisting of *Devattar* land and right of officiating in a temple, reserving to each the power of alienating her own share. Such partition is declared invalid by the Hindu law, in consequence of the incompetency of the parties, and the sale executed by the mother (who even by such settlement and division could derive no interest in her son's estate during the life of his widow) set aside. Musst. Joy Mani Debí and another *versus* Fakir Charan Chakrabarttí, 25th March 1829. S. D. A. Rep. Vol. IV. p. 337.

See also page 122 of this work.

## ON THE BROTHER'S RIGHT OF SUCCESSION.

64. **In default of the mother, succession devolves on the brother.*** Vyavasthá.

The texts of JA'GNYAVALKYA and VISHNU. Vide. V. D. p. 29. Authority.

The uterine brother is however first entitled to inherit, for although brothers of the whole and half blood are begotten by the same father, yet as the uterine brother offers oblation-cakes to six ancestors of the deceased, the succession *first* devolves on him exclusively, and not on the brother of the half blood, who offers oblation-cakes to (his) three ancestors only. *Dáyatatwa*, p. 54. Reason.

65. **If there be no uterine brother, the half brothers are entitled to inherit.*** Vyavashtá.

Because they offer three oblation-cakes to the father and two other ancestors of the late proprietor (W. Dá. Kra. Sang. p. 13;) and because they also are signified by the word "brother," being issue of the same father. (Coleb. Dá. bhá. p. 200.) Reason.

66. **But the whole and half brothers are equally entitled to an undivided immovable estate.†** Vyavasthá.

JAMA says: "whatever immovable property may remain undivided, that appertains to all (*e*); but the divided movables must on no account be taken by the half brother.† Authority.

(*e*) "All"—that is (all) the brothers, whether of the whole or half blood. (Coleb. Dá. bhá. p. 211.) The meaning is that, if any immovable property of divided heirs, common to brothers by different mothers, have remained undivided, being held in co-parcenery, the half brothers shall have equal shares with the rest, but the uterine brother has the sole right to the divided property movable or immovable. Coleb. Dig. Vol. III. p. 518.

---

* Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. Sect. V. para. 1, p. 198. W. Dá. Kra. Sang. p. 13. Coleb. Dig. Vol. III. pp. 506, 507. Macn. H. L. Vol. I. p. 26. Elb. In. p. 78.

† Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. Sect. V. paras. 35, 36. p. 211. Coleb. Dig. Vol. III. pp. 517, 518. Dá. T. p. 55.

ব্যবস্থা

৬৭ গুণবান্ দত্তক যদি ঔরস পুত্রের (অর্থাৎ ধনির) মাতৃকর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তবে সেও সহোদর গণ্য, আর যদি (ধনির) মাতা তাহাকে দত্তক গ্রহণ না করিয়া থাকে তবে সে ধনির বৈমাত্র রূপে গণ্য *।

৬৭ গুণবান্ দত্তকোঽপিপুত্র ঔরসপুত্র-মাত্রা গৃহীতশ্চেৎ তৎসহোদরঃ। তয়াঽগৃহীতস্তু বৈমাত্রেয়ঃ *।

কারণ

যেহেতু দত্তকাদির গ্রহণকে পুত্রজনন তুল্য স্বীকারে ইহা অবধারিত করিতে হইবে *।

দত্তকাদৌ গ্রহণস্য জননতুল্যতা স্বীকারাদিত্যব-ধাতব্যং *।

ব্যবস্থা

৬৮ ভ্রাতার ধন প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতা মরিলে তাহার নিজ পুত্রাদি-ই তদ্ধনাধিকারী হইবে*।

৬৮ গৃহীত ভ্রাতৃধনস্য ভ্রাতুরুপরমে তস্যৈব পুত্রাদিস্তদ্ধনমধিকারোতি *।

কারণ

অন্য ভ্রাতার পুত্র তদধিকারী হইবে না,—যেহেতু ঐ ধন ভ্রাতার অধিকৃত হওয়াতে তাহা আর পিতৃব্যের ধন নয় *।

নতু ভ্রাত্রন্তরপুত্রঃ,—তদ্ধনস্য ভ্রাতৃসঙ্ক্রান্তত্বেন তৎপিতৃব্যস্বত্বানাশ্রয়ত্বাৎ *।

ব্যবস্থা

৬৯ যদি সহোদর ও বৈমাত্র ভ্রাতা উভয়েই (মৃত ভ্রাতার) সংসৃষ্টি নয়, তবে সহোদরের ধন সহোদরই লইবে †।

৬৯ অত্র যদি সোদরাসোদরৌ ভ্রাতরৌ অসংসৃষ্টিনৌ স্যাতাং, তদাসোদরস্য ধনং সোদরএব গৃহ্লীয়াৎ †।

কারণ

যেহেতু সহোদরের ধন সহোদর গ্রহণ করিবে, এই (যাজ্ঞবল্ক্য) বচন †।

সোদরস্যতু সোদর ইতি (যাজ্ঞবল্ক্য) বচনাৎ †।

ব্যবস্থা

৭০ যে স্থলে বৈমাত্র সংসৃষ্টী, ও সহোদর অসংসৃষ্টী, তথায় উভয়ই গ্রহণ করিবে †।

৭০ যত্র সংসৃষ্ট্যসোদরোঽসংসৃষ্টিসোদরশ্চ, তদা উভাভ্যামেব গ্রহীতব্যঃ †।

কারণ

যেহেতু বৈমাত্র সংসৃষ্টী হইলে ধন পাইবে ইত্যাদি বোধক (যাজ্ঞবল্ক্য) বচন আছে †।

অন্যোদর্য্যস্তু সংসৃষ্টীত্যাদি (যাজ্ঞবল্ক্য) বচনাৎ †।

ব্যবস্থা

৭১ যদি সহোদর ও বৈমাত্র উভয়ইসংসৃষ্টি, তবে সহোদরই কেবল ধন গ্রহণ করিবে †।

৭১ যদা সোদরাসোদরৌ সংসৃষ্টিনৌ, তদা সংসৃষ্টী সোদরএব গৃহ্লীয়াৎ†।

কারণ

যেহেতু তাহাতে সহোদরত্ব ও সংসৃষ্টিত্ব উভয় ধর্ম্মই আছে, ও যেহেতু সংসৃষ্টির ধন সংসৃষ্টী পাইবে, এমত (যাজ্ঞবল্ক্য) বচন আছে †।

তস্যোভয়ধর্ম্মিত্বাৎ, সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টীতি (যাজ্ঞবল্ক্য) বচনাচ্চ †।

ব্যবস্থা

৭২ সহোদরগণের মধ্যে এক জন সংসৃষ্টী হইলে সেই অধিকারী ‡।

৭২ সোদরাণামেব মধ্যে একস্য সংসৃষ্টত্বে তস্যৈব ‡।

ব্যবস্থা

৭৩ কেবল বৈমাত্রেয় ভ্রাতা থাকিলে, তন্মধ্যে যে (মৃতের) সংসৃষ্টী ছিল প্রথমে সেই সে বৈমাত্রের ধনাধিকারী। তদভাবে অসংসৃষ্টী অধিকারী ‡।

৭৩ সাপত্নমাত্র সদ্ভাবে প্রথমং সংসৃষ্টিনঃ, তদভাবে চাসংসৃষ্টিনোঽসোদরস্য মৃতধনং প্রত্যেতব্যং ‡।

---

* বি. দা. ভা. দী র. ৮। কোল্ ভা. বা. ৩, পৃ ৫১৮। † দা. ক্র. স. পৃ. ৬ ও ৭। বি. দা ভা দী র ৮। দা ত. পৃ ৫৪, ৫৫। উ. দা ক্র. সং পৃ. ১৩। কোল্. ভা. বা. ৩, পৃ. ৫০৭—৫১২। মেক্. হি ল. বা. ১, পৃ. ২৬।

‡ দা. ভা অপ্র পৃ. ২২৮। বি. দা. ভা. দী. র ৮। কোল্ দা. ভা চ্য. ১১, সেক্. ৫, পারা ৩৬, পৃ. ২১১। কোল ভা বা. ৩, পৃ ৫০৭—৫১২। মেক্. হি. ল. পৃ. ২৬।

67. Even a son given, provided he be endued with good qualities, is (considered as) allied by the whole blood, if he were accepted by the mother of the *ourasa* son; but if not adopted by her, he is (considered as) a half brother.* — Vyavastha'.

For, in the case of a son given and the rest, adoption is acknowledged to be equivalent to procreation.* — Reason.

68. On the death of one who has received the inheritance of his brother, his own son or other heir takes the succession.* — Vyavastha'.

Not the son of any other brother; for it is no longer the property of his (deceased) uncle, the estate having already devolved on a collateral relation.* — Reason.

69. If both the uterine and half brother were not re-united (with the deceased owner) after separation, then the uterine brother exclusively takes the estate of his uterine brother.† — Vyavastha'.

In conformity with the text: "The uterine brother shall take the estate of his uterine brother."† — Authority.

70. If there be a re-united half brother, and an unre-united whole brother, then both (equally) take the estate.† — Vyavastha'.

In conformity with the text: "But a half brother being again associated may take the succession," and so forth.† — Authority.

71. If the uterine and half brothers both were re-united (with the deceased) then the re-united whole brother exclusively takes the inheritance.† — Vyavastha'.

Because (in this case) he possesses a double title (namely, his being uterine, and also re-united); and in conformity with the text: "A re united (co-heir) shall keep the estate of his re-united co-parcener, (who is deceased)†. — Reason & Authority.

72. Among the whole brothers, if one be re-united after separation, the estate (of the deceased) belongs to him.‡ — Vyavastha'.

73. If there be only half brothers, the property of the deceased must be assigned in the first instance to the re-united one; but if there be none such, then to the half brother who is not re-united.‡ — Vyavastha'.

* Coleb. Dig. Vol. III. p. 518. † W. Da'. Kra. Sang. pp. 14, 15. Coleb. Dig. Vol. III. pp. 507—512. Da'. P. pp. 54, 55. Macn. H. L. Vol. I. p. 26.

‡ Coleb. Da'. bha'. Ch. IX. Sect. 5, para. 36. p. 211. Coleb. Dig. Vol. III. pp. 507—502. Macn. H. L. Vol. I. p. 25.

ব্যবস্থা

৭৪ যে ভ্রাতারা বিভক্ত হইয়া (পরে) প্রীতিতে একত্র থাকে, পুনর্ব্বিভাগে তাহাদের জ্যেষ্ঠের অধিকাংশ প্রাপ্য নয়। বৃহস্পতি। দা. ভা. পৃ. ১৭৩।

৭৪ বিভক্তা ভ্রাতরো যে চ, সম্প্রীত্যৈকত্র সংস্থিতাঃ। পুনর্ব্বিভাগ করণে, তেষাং জ্যৈষ্ঠ্যং ন বিদ্যতে ॥ বৃহস্পতিঃ। দা. ভা. পৃ. ১৭৩।

বিবেচনা

এস্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতীয় সংসৃষ্টিদেরই (পুনর্ব্বিভাগে) জ্যেষ্ঠাংশাভাব বোধ্য। শূদ্রদের মধ্যে কখনই জ্যেষ্ঠাংশ পাওয়ার নিয়ম নাই। দা. ত. পৃ. ৫৬।

অত্র সংসৃষ্টানাং জ্যেষ্ঠাংশাভাবো বর্ণত্রয়াণাং বোধ্যঃ। শূদ্রস্যতু সর্ব্বদা জ্যৈষ্ঠাংশাভাবাৎ। দা. ত. প. ৫৬।

সহোদর ও বৈমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রদের অধিকারও এই রূপ। দা. ক্র. স. পৃ. ৭।

এবমধিকারিত্বং সোদরাসোদর ভ্রাতৃপুত্রাণামপি। দা. ক্র. স. পৃ. ৭।

ব্যবস্থা

৭৫ ভ্রাতার সহিত ভ্রাতুষ্পুত্র এককালীন অধিকারী নয় *।

৭৫ নতু ভ্রাত্রাসহ ভ্রাতুষ্পুত্রস্য তুল্যাধিকারিত্বং *।

কারণ

যেহেতু ধনির দেয় ছয় পুরুষের পিণ্ডদাতা সহোদর ও ধনির দেয় তিন পুরুষের পিণ্ডদাতা বৈমাত্র ভ্রাতা ধনির দেয় পিতা ও পিতামহের পিণ্ড দাতা ভ্রাতৃপুত্র হইতে অধিক উপকারী। জীমূতবাহনেরও মত এইরূপ *

ধনিদেয় পিতৃপিতামহ পিণ্ডদাতুর্ভ্রাতুষ্পুত্রাৎ ধনি দেয় পিণ্ডষট্‌ক দাতুঃ সোদরস্য তদ্দেয় পিণ্ডত্রয় দাতুর্বৈমাত্রেয়স্য ভ্রাতুর্ব্বা উপকারাধিক্যাচ্চ। এবমেব জীমূতবাহনঃ *।

প্রমাণ

/০ বিষ্ণু কহিয়াছেন, তদভাবে ধন ভ্রাতৃপুত্র গামি হয় †। এস্থলে তৎ এই পদে অব্যবহিত পূর্ব্বে উক্ত ভ্রাতাই বোধ্য *।

৶০ "ইহাদের প্রথমের অভাবে পর ২ ধনাধিকারী ইহা কহিয়া যাজ্ঞবল্ক্যও † ভ্রাতাদের অভাবে তাহাদের পুত্রের অধিকার জানাইয়াছেন *।

/০ বিষ্ণুনা তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামীত্যভিধানাৎ †। তত্র তৎপদেন অব্যবহিতোক্ত ভ্রাতৃপরামর্শস্যৈব যুক্তত্বাৎ *।

৶০ এষামভাবে ধন ভাগুত্তরোত্তর ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেনাপি † ভ্রাতৃণামভাবে তৎ সুতস্যাধিকারবোধনাৎ *।

৭৪ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

/০ কৃষ্ণগোবিন্দ সেন—বনাম—লাডলীমোহন ঠাকুর। ৩০ আগষ্ট ২৮১৯ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২, প. ২০৯। ব্য. দ. পৃ. ৯২।

৶০ গদাধর শর্ম্মা ও কালীদাস শর্ম্মা—বনাম—অযোধ্যারাম চৌধুরী। ৩০ আক্টোবর ১৭৯৪ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৬। ব্য. দ. পৃ. ১৮০—১৮২।

৵০ গঙ্গামায়া—বনাম—কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী। ১৭ ডিসেম্বর ১৮২১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ১২৮—১৩২। ব্য. দ. পৃ. ১৫৮—১৬০।

।০ সদর দেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্টের তৃতীয় বালমের ৩৬২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ধনমণির বিরুদ্ধে রাজচন্দ্র দাসের মকদ্দমায় পতির ধন দাওয়া করণান্তে পত্নী মরিলে, বঙ্গদেশপ্রচলিত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিচার হইয়াছে যে তাহার দেবর অধিকারী নয় কিন্তু দুহিতা পুত্রবতী বা সম্ভাবিতপুত্রা হইলে সেই অধিকারিণী। এই দুহিতা যদি পুত্র-হীনা মরে তবে তৎপিতৃব্য উক্ত ধনে অধিকারী হইবে, তৎ স্বামী অধিকারী হইবে না। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২২, ও ২৩।

৭৫ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

কোন হিন্দু মাতার দ্বারা মাতামহের ধনাধিকারী হইয়া এক পত্নী ও বৈমাত্র ভ্রাতা রাখিয়া মরিলে, ঐ পত্নী তদ্ধনাধিকারিণী হইয়া যাবজ্জীবন ভোগ করিয়া মরে। তাহার মরণান্তে, তৎপতির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঐ বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ করিল। বিচার হইল যে উক্ত বিধবার মরণে তৎপতির ত্যক্ত ধনে বাদী বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে অধিকারী, মাতামহের ভ্রাতৃসন্তানেরা অধিকারি নয়। রামচন্দ্র শর্ম্মা—বনাম—গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ ফিব্রুওয়ারি ১৮২৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ১১৭।

* বি. দা. ভা. দী. রু. ৮। কো. ল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫১৮। † দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২৮।

74. Among brothers, who become re-united, through mutual affection, after being separated, there is no right of seniority, if partition be again made. VRIHASPATI. See Coleb. Dá. bhá. p. 164. — Vyavasthá.

Here the denial of right of seniority must be understood as relative to the re-united parceners of the three superior tribes, the right of primogeniture being always denied among the *Shúdras*. *Dáyatatwya*, p. 56. — Remark.

Such is also the case in the sucession of the nephews of the whole and half blood. W. Dá. Kra. Sang. p. 15.

75. A brother's son has not an equal claim with a brother.* — Vyavasthá.

Because the whole brother who is the giver of six oblation-cakes, and the half brother who is the giver of three oblation-cakes, which it was incumbent on the late owner to give, confer more benefit than the brother's son, who is but the giver of two oblation-cakes which the late proprietor was bound to offer (to his father and paternal grandfather). JI'MU'TAVA'HANA concurs herein.* — Reason.

VISHNU says, "If he be dead, it goes to the brother's son," &c.† Here the word "he" must relate to the nearest term "brother".* — Authority.

And JA'GNYAVALKYA intimates, that in default of brothers, their sons inherit,† by saying, on failure of the first of these, the next in order takes the estate.*

*Cases* bearing on the vyavasthá Nos. 64.

I. Krishna Gobind Sen *versus* Ládli Mohan Thákur. August 1819. S. D. A. R. Vol. II. p. 209.

II. Gadádhar Sarmá and Kálidás Sarmá *versus* Ajodhyá Rám Choudhurí—30th October 1794. S. D. A. R. Vol. I. p. 6. Vide V. D. pp. 182—184.

III. Gangámáyá *versus* Krishna Kishore Choudhurí, 17th December 1821. S. D. A. Rep. Vol. III. pp. 128—132. Vide V. D. pp. 159—161.

IV. In the case of Rájendra Dás *versus* Dhanmani, Sudder Dewanny Adawlut Reports, Vol. III. p. 362, it was determined, that according to the Hindu law as current in Bengal, on the death of a widow who had claimed her husband's property, her daughter will inherit, to the exclusion of her husband's brother, if the daughter have, or is likely to have, male issue, and on her death without issue, her father's brother will inherit to the exclusion of her husband. Macn. H. L. Vol. I. pp. 22, 23.

*Cases* bearing on the vyavasthá Nos. 65.

A Hindu, through his mother, succeeded to his maternal grandfather's estate, and died leaving a widow and a half brother; and was succeeded by the widow, who enjoyed the estate during life. On her death, her husband's half brother sued for the estate. Held that at the death of the widow, the plaintiff, as half brother, was entitled to succeed to the property left by her husband, to the exclusion of his maternal grandfather's brother's grand children.—Rám Chandra Sarmá *versus* Gangá Gobinda Bánarjyá—1st February 1826. S. D. R. Vol. III. p. 117.

---

* Coleb. Dig. Vol. III. p. 518. † Vide V. D. p. 29.

৭৫ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

৵০ সদরদেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্টের তৃতীয় বালামের ১০৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত শম্ভুচন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে রুদ্রচন্দ্র চৌধুরীর মকদ্দমায়, পতির মরণে পত্নীকে অর্শিয়াছিল যে ধন তাহাতে ঐ পত্নীর মরণোত্তর তৎ পতির ভ্রাতার ও ভ্রাতৃপুত্রের অধিকারে তারতম্য আছে কিনা ইহা বিবেচনা-স্থল হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা প্রথমে কহিলেন যে মৃতপিতৃক ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যের সহিত যুগপৎ অধিকারী। কিন্তু পরে সাব্যস্ত ও স্বীকৃত হইল যে তাঁহাদের ঐ মত ভ্রমমূলক। পৈতামহ ধনে পিত্রধীন অধিকার বটে, অর্থাৎ মৃত পুত্রের পুত্র পিতৃব্যের সহিত যুগপৎ অধিকারী। কিন্তু ভ্রাতার ত্যক্তধনে তদ্রূপ নয়, যেহেতু অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধনাধিকারশৃঙ্খলায় ভ্রাতৃপুত্র ভ্রাতার পরে গণিত হইয়াছে, এতাবতা ভ্রাতার পরেই কেবল সে অধিকারী। বর্ত্তমান মকদ্দমায় ধনী দুই ভ্রাতা ও এক পত্নী রাখিয়া মরে, অনন্তর ঐ পত্নী অধিকারিণী হয়, সে বিষয়াধিকারিণী থাকন কালেই এক ভ্রাতা কালপ্রাপ্ত হইল। পরে ঐ বিধবা মরিলে, তৎপতির ঐ মৃতভ্রাতার পুত্র পিতৃব্যের সহিত যুগপৎ অধিকারী হইবার দাওয়া করিল। যে কৌশলে ঐ ভ্রাতৃপুত্রের দাওয়া যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা এই বিবেচনায় যে প্রথমভ্রাতার মরণমাত্রেই তদ্ধনে তাহার জীবিত ভ্রাতাদ্বয়ের অধিকার জন্মে, এবং তৎপরে যে ভ্রাতা মরিয়াছে তাহার অপ্রকাশিত স্বত্ব তৎ পুত্রেতে বর্ত্তিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পত্নী বিদ্যমানে ঐ ধনে ভ্রাতারও স্বত্ব জন্মে নাই। এতাবতা ঐ পত্নীর জীবনকালে যে ভ্রাতা মরিয়াছে তাহার স্বত্ব কই যে তাহ তৎ পুত্রকে অর্শিবে? মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৬ ও ২৭।

৶০ সদরদেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্টের তৃতীয় বালামের ২৮৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রামজয় চৌধুরীর বিরুদ্ধে মোসম্মাৎ জয়মণি দেবীর মকদ্দমাতেও উক্তরূপ বিচার হইয়াছে। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৭। দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ১৪০—১৪৪।

## ভ্রাতার পুত্রের ও পৌত্রের অধিকার।

ব্যবস্থা

**৭৬ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রের অধিকার *।**

**৭৬ বৈমাত্রেয় ভ্রাত্রভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রস্যাধিকারঃ *।**

কারণ

যেহেতু সে ধনির পিতৃপিতামহের পিণ্ডদাতা *।

ধনি পিতৃপিতামহ পিণ্ডদ্বয় দাতৃত্বাৎ *।

প্রমাণ

/০ বিষ্ণুর ও যাজ্ঞবল্ক্যের বচন (ব্য. দ. পৃ. ২৮ দ্রষ্টব্য)।

/০ বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য-বচনে (ব্য. দ. পৃ. ২৮-দ্রষ্টব্য)।

৵০ এক মাতাপিতৃক ভ্রাতাদিগের মধ্যে এক জনও যদি পুত্রবান্ হয়, তবে মনু কহিয়াছেন তৎ পুত্রদ্বারা ঐ সকল ভ্রাতাই পুত্রবন্তঃ †। মনুঃ অ. ৯, ব. ১৮২।

৵০ ভ্রাতৄণামেকজাতানামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ। সর্ব্বাংস্তাংস্তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মনুরব্রবীত্ †। মনুঃ অ. ৯, ব. ১৮২।

ব্যবস্থা

**৭৭ তত্রাপি প্রথমে সহোদর ভ্রাতুষ্পুত্রের অধিকার *। বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রের নয়।**

**৭৭ তত্রাপি প্রথমং সোদর ভ্রাতৃপুত্রস্যাধিকারঃ *। নতু বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রস্য,—**

কারণ

যেহেতু তাহার দত্ত পিতৃপিতামহের পিণ্ডে ধনির মাতার ভাগ নাই, এবং যেহেতু মাতা স্বীয় ভর্ত্তার সহিত, এবং পিতামহী ও প্রপিতামহী নিজ২ পতির সহিত শ্রাদ্ধভোজন করেন, এই বচনে পিতা প্রভৃতিকে দত্ত পিণ্ডে পিণ্ডদাতার নিজ মাতা প্রভৃতিরই কেবল ভোগ শ্রুত আছে। দা. ক্র. সং. পৃ. ৭।

তদ্দত্ত পিতৃপিতামহ পিণ্ডে ধনিমাতৃভোগ্যতাভাবেন সোদর ভ্রাতৃপুত্রাপেক্ষয়া ন্যূনোপকারকত্বাৎ— স্বেন ভর্ত্রা সহ শ্রাদ্ধং মাতা ভুংক্তে স্বধাময়ং। পিতামহী চ স্বেনৈব, স্বেনৈব প্রপিতামহীত্যাদিষু পিত্রাদিপিণ্ডে পিণ্ডদাতুর্মাত্রাদীনামেব ভোগ শ্রুতেশ্চ। দা. ক্র. পৃ. ৭।

---

* দা. ভা. অপু. পৃ ২৩০। দা. ক্র. সং. পৃ. ৭। দা. ত. অপু. ৩০। বি. দী. ভা. দী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. পৃ. ২১২। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১৫, ১৬। কোল্. দা. ভা. বা. ৩, পৃ. ৫১৮. ৫১৯। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৭। এল. ইন্. পৃ. ৭৮.।

† তথাচ ইহা "পত্নী ও দুহিতারা, পিতামাতা তথা ভ্রাতাগণ, তৎ পুত্র" এই যাজ্ঞবল্ক্য বচন হেতু ভ্রাতৃপর্য্যন্তভাবে বোধ্য (ব্য. দ. পৃ. ২৮)। কুল্লূক ভট্ট।

† এতচ্চ "পত্নী দুহিতরশ্চৈব, পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা, তৎসুত" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাদ্ভ্রাতৃ পর্য্যন্তে বোধ্যব্য। (ব্য. দ. পৃ. ২৮)। কুল্লূকভট্ট।

*Cases bearing on the vyavasthá No. 75.*

I. In the case of Rudra Chandra Choudhurí *versus* Shambhu Chandra Choudhurí, Sudder Dewanny Reports, Vol. III. page 106, a question arose as to the relative rights of a brother and a brother's son to succeed, on the death of a widow, to property which had devolved on her at the death of her husband, they being the next heirs. The Pandits at first declared, that a brother's son (his father being dead) was entitled to inherit together with the brother. But this opinion was subsequently proved and admitted to be erroneous. In the succession to the estate of a grandfather, the right of representation unquestionably exists; that is to say, the son of a deceased son inherits together with his uncle: not so in the case of property left by a brother, the brother's son being enumerated in the order of heirs to a childless person's estate after the brother, and entitled to succeed only in default of the latter. In the case in question, the deceased left two brothers and a widow, and the widow succeeding, one of the brothers died during the time she held possession. The son of the brother who so died claimed, on the death of the widow, to inherit together with his uncle, and the fallacy of the opinion which maintained the justice of his claim consisted in supposing, that on the death of the first brother the right of inheritance of his other two surviving brothers immediately accrued, and that the dormant right of the brother who died secondly was transmitted to his son. But, in point of fact, while the widow survived, neither brother had even an inchoate right to inherit the property, and consequently the brother who died during her life-time could not have transmitted to his son a right which never appertained to himself. Macn. H. L. Vol. I. pp. 26, 27.

II. The same doctrine was maintained in the case of Musst. Joymani Debí *versus* Rámjoy Choudhurí—S. D. A. Repts. Vol. III. page 289. Vide V. D. pp. 140—144.

## On the succession of the Brother's Son and Grandson.

*Vyavasthá.*

76. On failure of the brother of the half blood, the succession devolves on the brother's son.*

*Reason.*

Because he offers two oblation-cakes to the father and grandfather of the (late) owner.

*Authority.*

I. The texts of Vishnu and Ja´gnyavalkya. (Vide V. D. p. 29.)

II. If, among the several brothers of the whole blood, one have a son born, Manu pronounces them all fathers of a male child by means of that son † Manu, Ch. 9, V. 182.

*Vyavastha.*

77. The succession however devolves first on the son of a uterine (or whole) brother, and not on the son of the half brother.*

*Reason.*

Because the mother (of the deceased owner) not participating in the oblations presented by the nephew of the half blood, to the deceased's father and grandfather, he confers less benefits compared with the son of the whole brother, and because the oblator's *mother* and the rest exclusively participate in the oblations presented by him to his father and the rest, respectively, as declared by the following text: "A mother tastes with her husband oblations (offered to the manes) so also do the paternal grandmother and great grandmother with their own husbands (respectively).

* Coleb. Dá. bha. p. 212. W. Dá. Kra. Sang. pp. 15, 16. Coleb. Dig. Vol. III. pp. 518, 519. Macn. H. L. Vol. I. p. 27. Elb. In. p. 76.

† The nephew's succession must however be understood to be on failure of heirs down to the brother in conformity with Ja´gnyavalkya's text "The wife and daughters, also both parents, brothers likewise, and their sons," &c. (V. D. p. 29.) Kullu´ka Bhatta.

ব্যবস্থা

৭৮ সহোদর ভ্রাতার পুত্ত্রাভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্ত্রের অধিকার *।

৭৮ সোদরপুত্ত্রাভাবে অসোদরপুত্ত্রস্যাধিকারঃ *।

বিবেচনা

এই ন্যায্য—যেহেতু বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্ত্র মৃত-ধনির মাতাকে ছাড়িয়া নিজ পিতামহীর সহিত ধনির পিতাকে পিণ্ডদান করাতে (মৃতের জননীসহিত পিতামহের পিণ্ডদাতা) ধনির সহোদর ভ্রাতার পুত্ত্র হইতে জঘন্য। দা. ভা. পৃ. ২৩০ ও ২৩১।

যুক্তঞ্চৈতৎ—অসোদর ভ্রাতৃপুত্ত্রোহি ধনিনঃ মৃতস্য মাতরং বিহায় স্বপিতামহী বিশিষ্টস্য ধনিপিতুঃ পিণ্ডদাতেতি (মৃতস্য মাতরমাদায় পিতামহপিণ্ডদাতুঃ) সোদর ভ্রাতৃপুত্ত্রাজ্জঘন্যঃ। দা. ভা. পৃ. ২৩০ ও ২৩১।

ব্যবস্থা

৭৯ যদি সহোদর ভ্রাতার কোন পুত্ত্র সংসৃষ্টী কোন পুত্ত্র অসংসৃষ্টী থাকে, তবে সংসৃষ্টী ভ্রাতৃপুত্ত্রই অধিকারী †।

৭৯ সংসর্গ্যসংসর্গিসোদরভ্রাতৃপুত্ত্রেষু সংসর্গিভ্রাতৃপুত্ত্রস্যাধিকারঃ †।

ব্যবস্থা

৮০ এবং যদি বৈমাত্রেয় ভ্রাতার কোন পুত্ত্র সংসৃষ্টী ও কোন পুত্ত্র অসংসৃষ্টী থাকে, তবে সংসৃষ্টী বৈমাত্র ভ্রাতৃপুত্ত্রেরই অধিকার †।

৮০ এবং সংসর্গ্যসংসর্গি বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্ত্রেষু সংসর্গি বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্ত্রস্যাধিকারঃ†।

ব্যবস্থা

৮১ যদি সহোদর ভ্রাতার পুত্ত্র অসংসৃষ্টী বৈমাত্র ভ্রাতার পুত্ত্র সংসৃষ্টী হয়, তবে তাহারা এককালীন অধিকারি †।

৮১ যদাত্বসংসর্গী সোদরভ্রাতৃপুত্ত্রঃ সংসর্গীচাসোদর ভ্রাতৃপুত্ত্রস্তদা তয়োর্যুগপদধিকারঃ †।

ব্যবস্থা

৮২ যদি সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্ত্র সংসৃষ্টি অথবা অসংসৃষ্টি, তবে উভয়াবস্থাতেই সহোদর ভ্রাতার পুত্ত্র অধিকারী †।

৮২ যদা পুনঃ সোদরবৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্ত্রৌ সংসর্গিণৌ অসংসর্গিণৌ বা তদা উভয়থৈব সোদর ভ্রাতৃপুত্ত্রস্যাধিকারঃ †।

বিবেচনা

কোন নিবন্ধা এমত লিখেন নাই যে অবিভক্ত স্থাবর ধন থাকিলে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যেমত তুল্যরূপে অধিকারি, তেমনি সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্ত্রেরা তুল্যরূপে অধিকারি হইবে, এবিষয়ে মুনি বচনও স্পষ্ট নাই ইহা বিবেচ্য। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

অবিভক্ত স্থাবরে ভ্রাতৃতুল্যযুক্ত্যা সোদরাসোদর পুত্ত্রয়োস্তুল্যোঽধিকারঃ কেনাপি নিবন্ধকারেণ ন লিখিতঃ, মুনি বচনঞ্চাত্র স্ফুটং নাস্তি ইত্যবধেয়মিতি। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

ব্যবস্থা

৮৩ ভ্রাতৃপুত্ত্রের অভাবে ভ্রাতৃপৌত্ত্রের অধিকার ‡।

৮৩ ভ্রাতৃপুত্ত্রস্যাভাবে ভ্রাতৃপৌত্ত্রস্যাধিকারঃ ‡।

কারণ

যেহেতু সে মৃত ধনির পিতাকে পিণ্ডদান করে ও ধনি সেই পিণ্ডভোগী হয়, এবং যেহেতু সেসপিণ্ড ‡।

মৃত ধনিভোগ্য তৎ পিতুঃ পিণ্ডদাতৃত্বাৎ, সপিণ্ডত্বাচ্চ ‡।

ব্যবস্থা

৮৪ এস্থলেও সহোদর ও বৈমাত্রের ক্রম এবং সংসৃষ্টি ও অসংসৃষ্টির ক্রমও খাটিবে §।

৮৪ তত্রাপি ভ্রাতুঃ সোদরাসোদরক্রমঃ সংসর্গাসংসর্গক্রমশ্চ বোধ্যঃ §।

* দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩০। দা. ক্র. সং. পৃ. ৭। দা. ত. পৃ. ৬০। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ৬, পার. ২, পৃ. ২১২। উ. দা ক্র. সং. পৃ. ১৫, ও ১৬। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫১৯। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৭।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ৭। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১৭। দা. ভা. পৃ. ২২৯। দা. ভা. টী. পৃ. ২৪৩। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫২৩। কোল্. দা. ভা. পৃ. ২১২, ১২৪ ও ১২৫।

‡ দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩২। দা. ক্র. সং. পৃ. ৮। দা. ত. পৃ. ৬০ও৬১। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. পৃ. ২১৪। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১৭ ও ১৮। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ২২৫।

§ দা. ক্র. সং. পৃ. ৮। দা. ভা. ২২৯, দা. ভা. টী. পৃ. ২৪৩। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১৭ ও ১৮। কোল্. দা. ভা. প. ২১২, ২১৪, ও ২২৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১৭। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫২৫।

78. After the son of the whole brother, the succession devolves on the son of the half brother.* Vyavastha´.

Indeed, the son of the half brother, being a giver of oblations to the father of the late proprietor, together with his own grandmother, to the exclusion of the mother of the deceased owner, is inferior to a son of a whole brother, (who is a giver of oblations to the grandfather in conjunction with the mother of the deceased.) Coleb. Dà. bhà. p. 113. Observation.

79. Among the whole brother's sons re-united and not re-united, the succession devolves on the re-united nephew.† Vyavastha´.

80. In like manner, among the half brother's sons re-united, and not re-united, the succession devolves on the re-united one.† Vyavastha´.

81. But if the son of the whole brother were unassociated, and the son of the half brother re-united, then they inherit simultaneously.† Vyavastha´.

82. Where however both the whole brother's son and half brother's son were either re-united or not re-united, (with the deceased owner), there in both instances the succession devolves on the nephew of the whole blood.† Vyavastha´.

In respect of immovable undivided property, no author has said that nephews of the whole and half blood have equal claims, by parity of reasoning, as in the case of brothers; and the text of the legislator is not explicit on this point. Coleb. Dig. Vol. III. page 524. Remark.

83. If there be no brother's son, the brother's grandson is heir.‡ Vyavastha´.

Because he offers to the deceased owner's father oblation-cakes in which the deceased participates, and because he is within the degree of relationship termed *sapinda*.‡ Reason.

84. Here likewise the distinction of the whole and half blood, and that of re-united parceny and disjoined parceny must be observed.§ Vyavastha´.

* Coleb. Da´. bha´. Ch. XI. Sec. 6. para. 2, p. 212. W. Da´. Kra. Sang. pp. 15, 16. Coleb. Dig. Vol. III. pp. 51[illegible] Macn. H. L. Vol. I. p. 27.

† W. Da´. Kra. Sang. p. 17. Coleb. Dig. Vol. III. pp. 523, 524. Coleb. Da´. bha´. pp. 224, 225.

‡ Coleb. Da´. bha´. p. 214. W. Da´. Kra. Sang. pp. 17, 18. Coleb. Dig. Vol. III. p. 225.

§ W. Da´. Kra. Sang. pp. 17, 18. Coleb. Da´. bha´. pp. 212, 224, 225.

ব্যবস্থা

৮৫ মৃতপিতৃক ভ্রাতৃপুত্র বা ভ্রাতৃপৌত্র অনেক থাকিলে, সোদরাসোদর ও সংসৃষ্টা-সংসৃষ্টক্রমানুসারে ধনভাগি হইবে, পরন্তু এই বিভাগ তাহাদের নিজ সংখ্যানুসারে হইবে, পিতৃসংখ্যানুসারে হইবে না ¶।

৮৫ মৃতপিতৃক ভ্রাতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃপৌত্রাণাম্বা বহুত্বে সোদরাসোদর ক্রমেণ সংসর্গাসংসর্গক্রমেণচ বিভাগঃ ক্রিয়তে—বিভাগস্তু তেষাং স্বরূপাপেক্ষয়া নতু পিত্রাদ্যপেক্ষয়া ¶।

কারণ

যেহেতু তাহারা অবিশেষে উপকারি, এবং যেহেতু পৌত্রাধিকারে পিত্রানুসারি বিভাগবোধক বচনবৎ বিশেষ বচন নাই।

উপকারাবিশেষাৎ, পিত্রনুসারি পৌত্রবিভাগ বোধক বচনবৎ বিশেষ বচনাভাবাচ্চ।

ভিন্ন২ আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর উইলিয়ম মেকনাটন সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। শূদ্র জাতীয় তিন ভ্রাতা এক পরিবার ভুক্তছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুই পুত্র রাখিয়া মরে, মধ্যম এক স্ত্রী রাখিয়া, ও কনিষ্ঠ তিন পুত্র রাখিয়া মরে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্র এক পুত্র রাখিয়া মরে, অনন্তর মধ্যম ভ্রাতার স্ত্রী মরে। এক্ষণে জীবিত কএক জনই ঐ মৃত বিধবার ধন দাওয়া করে। এমত অবস্থায় তাহারা সকলেই কি ঐ ধনাধিকারি, যদি তাহাই হয়, তবে তৎপ্রত্যেকের অংশ কি পরিমিত?

ভ্রাতৃ-পুত্র থাকিতে ভ্রাতৃ-পৌত্র অধিকারী নয়।

উত্তর। মধ্যম ভ্রাতার স্ত্রীর মরণে তাহার অধিকৃত ধন তৎস্বামির সকল ভ্রাতৃপুত্রকে সমানরূপে অর্শিবে। তাহার স্বামির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পৌত্রকে অর্শিবেনা। শহর ঢাকা, চ্যা. ১, সেক্ ৫, মকদ্দমা ২ (পৃ. ৬৭)।

প্রশ্ন। কোন ব্রাহ্মণের দুই স্ত্রীর দ্বারা পরিবার হইয়াছিল—জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিয়াছিল এবং কনিষ্ঠার গর্ভে চারিপুত্র ও দুই কন্যা হইয়াছিল। উক্ত ব্রাহ্মণ নিজজীবনকালেই বিষয় বিভাগ করিয়া পাঁচ কন্যাকে সমান পাঁচ অংশ, ও পাঁচ পুত্রকেও (সমান) পাঁচ অংশ দিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ঐ সকল পুত্র ও কন্যা পৈতৃক বিষয়ের নিজ২ অংশে অধিকারি হইল। কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজাত চারিপুত্র নিঃসন্তান মরাতে ঐ সকল পুত্রের জননী তাহাদের ভাগ ভোগ করিয়া মরিল। এক্ষনে মূল ধনির জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর এক পৌত্র ও কনিষ্ঠা স্ত্রীর এক কন্যা জীবিত আছে. এমত অবস্থায়, ইহাদের মধ্যে কে ঐ মূল ধনির মৃত চারি পুত্রের অংশে (যাহা তাহাদিগের মাতাকে অর্শিয়াছিল) দায়াদরূপে অধিকারী?

পুত্র সংক্রান্ত পৈতৃক ধনে মাতা অধিকারিণী হইলে, তন্মরণে ঐ ধন পুত্রের ভগিনীকে অর্শিবে না, কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রকে অর্শিবে।

উত্তর যদি ঐ ব্রাহ্মণ নিজ সন্তান সন্ততির মধ্যে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র ও কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজাত চারি পুত্র ও পাঁচ কন্যার মধ্যে আপন স্থাবর অস্থাবর বিষয়ের বিভাগ করিয়া দিয়া থাকে, এবং ঐ পুত্রেরা যদি আপন২ অংশ ভোগ করিয়া থাকে, অনন্তর যদি কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজাত চারিপুত্র দৌহিত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে তাহাদের মাতা তাহাদের ধনাধিকারিণী। তাহাদের মাতার মরণে যদি তাহাদের সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃ পুত্র জীবিত থাকে, ও যদি সহোদর ভ্রাতার পুত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না থাকে, তবে ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র ধনাধিকারী, ভগিনীরা ঐ ধন ভাগিনী নয়।

প্রশ্ন২। যদি মূল ধনির কনিষ্ঠা স্ত্রীর কন্যার এক পুত্র হইয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় ঐ দৌহিত্র মাতুলের ধনাধিকারি কিনা?

উত্তর২। যে স্থলে ভগিনীর পুত্র ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র থাকে, সে স্থলে ভগিনীর পুত্র দায়াধিকারী নয়। জিলা চব্বিশপরগণা, ২৫ ডিসেম্বর ১৮১৬ সাল, চ্যা. ১, সেক্. ৫, মকদ্দমা ৩ (পৃ ৬৭ ও ৬৮)।

¶ দ্রষ্টব্য,—মেক. হি. ল. প. ২৭।

Vyavasthá.

85. If the nephews and sons of nephews, whose fathers and grandfathers are dead, be numerous, then in conformity with the rule regarding the relations of the whole and half blood, and the re-united and disjoined parceny, they shall equally inherit the deceased owner's estate, which shall be divided among them with reference to their own number, and not to that of their fathers.¶

Reason.

Because they equally confer benefits on the deceased; and because there is no positive text ordaining that the right of representation exists in the succession of nephews and other heirs as in that of the grandsons.

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William* ***Macnaghten.***

Q. A súdra family consisted of three brothers, the eldest of whom died leaving two sons, the second a widow, and the youngest three sons. The youngest son of the eldest brother died leaving a son, and then the widow of the second brother. Now all of the survivors above mentioned claim a share of the widow's estate. In this case, are they all entitled to the succession; and if so, what is the extent of their respective shares?

A brother's son excludes a brother's grandson.

R. On the death of the widow of the second brother, the property left by her will be equally shared by all the sons of her husband's brothers. The grandson of her husband's eldest brother is excluded by them.

City of Dacca. Ch. I. Sec. 5, Case 2, (p. 67).

Q. 1. A *Bráhman* had a family by his two wives; by the senior wife he had a son and three daughters, and by the junior four sons and two daughters. The father during his life-time made a partition of his property, and assigned five equal portions to his five daughters, and five to his five sons, and died. All the sons and daughters took possession of their respective shares of the paternal estate. The four sons by the younger wife died, leaving no male issue, and their mother enjoyed her sons' shares of the property, and died. Now there are the original proprietor's grandson by his senior wife, and a daughter by his junior wife living. In this case, which of the survivors is entitled to succeed to the portions which belonged to the original proprietor's four deceased sons by his junior wife, and which devolved on their mother by right of inheritance?

Ancestral property derived to a woman from her son, will at her death go to his half brother's son, to the exclusion of his sister.

R. 1. Supposing the *Bráhman* to have divided his real and personal estate among his children, viz., a son by his elder wife, and four sons by the younger one, and five daughters, and the sons to have enjoyed their respective shares, and the four sons by the younger wife to have died, leaving no heirs down to daughters' sons, their mother was entitled to their assets. If at the mother's death, their uterine sister and half brother's son were living, then their half brother's son is entitled to the succession, provided there be no heir down to the whole brother's son existing, and the sister is excluded from participation.

Q. 2. Supposing the daughter of the younger wife to have borne a son, in this case, is the daughter's son entitled to inherit from his uncles?

R. 2. Where a sister's son and a son of the half brother are living, the former has no right of inheritance.

Zillah 24-Pergunnahs, December 20th 1816. Ch. I. Sect. 5, Case 3, (pp. 67, 68).

¶ See Macn. H. L. Vol. I. p. 27.

প্রশ্ন। চারি সহোদর একত্র পিতৃধন ভোগ করিয়া আপন২ উত্তরাধিকারি ও প্রতিনিধি রাখিয়া ক্রমে লোকান্তর গত হয়। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুত্র সন্তানবিহীন হওয়াতে মধ্যম ভ্রাতার তিন পুত্রের মধ্যে এককে মনোনীত করিয়া যথাশাস্ত্র দত্তক গ্রহণ করিল। মধ্যম ভ্রাতার অবশিষ্ট দুই পুত্রের এক জন এক পুত্র রাখিয়া মরিল, অপর জীবিত আছে। তৃতীয় ভ্রাতা কেবল এক পত্নীকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া মরিল। এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার চারি পুত্র ছিল। ঐ ভ্রাতাসকলের উত্তরাধিকারিরা বিষয়ে স্ব২ পিতার অংশ ভোগি হইল। পরে তৃতীয় ভ্রাতার পত্নী মরিল ; এক্ষণে তাহার পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দত্তকপুত্র, মধ্যম ভ্রাতার পুত্র ও পৌত্র, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার চারিপুত্র বর্ত্তমান, এমত অবস্থায় ঐ তৃতীয় ভ্রাতার ত্যক্ত বিষয়ে এই সকল ব্যক্তি কি পরিমাণে অধিকারি হইবে?

পতির মরণে পত্নীকে যে তৎস্বত্বান্ত ধন অর্শিয়াছিল, তাহার মরণোত্তর ঐ ধনে তৎপতির এক ভ্রাতার পুত্র ও পৌত্র, অন্য ভ্রাতার দত্তক পুত্র, এবং তৃতীয় ভ্রাতার চারি পুত্র দাওয়াদার হইলে,ঐ ধন ১১ ভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে দত্তকপুত্র এক ভাগ এবং অন্য ভ্রাতৃপুত্র পাঁচ জন প্রত্যেকে ২ ভাগ লইবে; উক্ত পৌত্র অধিকারী নয়

উত্তর। যদি ঐ মৃত তৃতীয় ভ্রাতার পত্নী পতির ধনাধিকারিণী হইয়া পতির ভ্রাতার পাঁচ পুত্র ও এক দত্তক পুত্র এবং এক পৌত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তাদের প্রধান যে মনু তাঁহার এবং আর২ ঋষির প্রণীতশাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার পুত্রগণনায় দত্তপুত্র পূর্ব্বষট্কমধ্যে ধৃত হওয়াতে, সে জ্ঞাতির ধনে অধিকারী, এবং এতদ্দেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে দত্তকপুত্র তৃতীয়াংশে অধিকারী হওয়াতে, তৃতীয় ভ্রাতার পত্নীর ত্যক্ত বিষয় একাদশ ভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে তাহার পতির ভ্রাতার পাঁচ পুত্রে দশ ভাগ লইবে অথবা তাহাদের প্রত্যেকে দুই ভাগ করিয়া লইবে, এবং দত্তক পুত্র অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণ করিবে। এই ব্যবস্থা মনুসংহিতা, উদ্বাহতত্ত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ, বিবাদার্ণবসেতু, দায়তত্ত্ব, দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা, দায়ভাগ টীকা, এবং আর২ প্রামাণিক গ্রন্থের মতানুমত।

প্রমাণ—

মনুঃ—ব্রহ্মার পুত্র মনু দ্বাদশ প্রকার পুত্র কহিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম ছয় পুত্র বন্ধু (অর্থাৎ সপিণ্ড প্রভৃতির শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কারক) ও দায়াধিকারি, অপর ছয় (পিতা ভিন্ন অন্যের) দায়াধিকারি নয়, কিন্তু বান্ধব। ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, এবং অপবিদ্ধ এই ছয় পুত্র (গোত্রের) দায়াধিকারি, ও বান্ধব (অ. ৯, ব. ১৫৮, ১৫৯)। উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহস্পতিবচন—"বেদার্থ নিবন্ধনপ্রযুক্ত মনুর স্মৃতিই প্রধান, মনুর মতের বিরুদ্ধ যে স্মৃতি তাহা প্রশস্ত নয়"।

দায়ক্রম সংগ্রহে লিখিত মত যথা—"ঔরস ও দত্তকাদি পুত্রের মধ্যে বিষয় বিভাগে ঔরস পুত্র দুইঅংশ পাইবে, সবর্ণদত্তকাদি একাংশ লইবে"।

বিবাদার্ণবসেতুতেও উক্তমত লিখিত আছে। দায়তত্ত্বকর্ত্তারও উক্তরূপ মত, যথা—"(দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে) ঔরস ভিন্ন যে সকল পুত্র পিতার সবর্ণ তাহারা (ঔরস থাকিলে) তৃতীয়াংশ লইবে"।

"যথাজাত অর্থাৎ গুণসমূহবিশিষ্ট দত্তক পুত্র থাকিতে যদি ঔরস পুত্র হয়, তবে তাহারা পিতার সকল বিষয় সমান ভাগ করিয়া লইবে" এই (বৃদ্ধ গৌতমীয়) ব্যবস্থা দত্তক গুণবান ও ঔরস নির্গুণ হইলে জ্ঞাতব্য, কারণ দত্তকের বিশেষণ যথাজাত অর্থাৎ গুণসমূহবিশিষ্ট থাকাতে ঐ দত্তক গুণসমূহ যুক্ত এই ভাব"। এই দত্তকমীমাংসার মত।

"সর্ব্বগুণসম্পন্ন দত্তক পুত্র যাহার আছে তাহার ঐ দত্তক ভিন্নগোত্র হইতে গৃহীত হইলেও ধনাধিকারী হইবে"। সর্ব্বগুণ, অর্থাৎ—জাতি, বিদ্যা ও আচার। এই দত্তকচন্দ্রিকার মত।

দায়ভাগ-টীকা, দায়ক্রমসংগ্রহ ও বিবাদার্ণবসেতু, এবং আর আর দায়গ্রন্থে প্রকাশ যে কেবল ভ্রাতার পুত্রের অভাবে তাহার পৌত্র ধনাধিকারী।

কলিকাতা কোর্ট আপীল। চ্যা. ১, সেক ৫, মকদ্দমা ৫, (প. ৬৯—৭০)।

Q. There were four uterine brothers, who, having enjoyed their patrimony in common, died successively, leaving their respective heirs and representatives. The eldest brother, having been destitute of male issue, had selected one of the three sons of his second brother, and adopted him as his son after the mode prescribed by law. Of the remaining two sons of his second brother, one died leaving a son, and the other is alive. The third brother left a widow only as his heir, and the youngest brother had four sons. The heirs of all the brothers enjoyed their respective shares of the property; and the widow of the third brother dying, there are her husband's eldest brother's adopted son, his second brother's son, and son's son, and his youngest brother's four sons surviving. Under such circumstances, in what proportions will these persons respectively be entitled to inherit the estate left by the widow of the third brother?

The claimants to property left by a widow, which had devolved on her at her husband's death, being her husband's brother's son and grandson, another brother's adopted son, and a third brother's four sons, the property will be made into eleven parts, of which the adopted son will take one, and the other brothers' five sons two parts each. The grandson will be excluded.

R. If the widow, having succeeded to her husband, (being the third brother,) died leaving his brother's five sons, an adopted son, and a grandson in the male line, according to the law of MANU, (who holds the first rank among legislators,) and other authorities, in the enumeration of the twelve descriptions of sons, the adopted son is ranked among the first six, who are heirs to collaterals; and agreeably to the law which is current in this district, an adopted son is entitled to a third share, consequently the property left by the widow of the third brother will be made into eleven parts; of which her husband's brother's five sons will take ten, or two shares each, and the adopted son the remaining one. This is conformable to the law of MANU, the *Udváhatatwa*, *Dáyakramasangraha*, *Vivádárnavasetu*, *Dáyatatwa*, *Dattakamímánsá*, *Dattakachandriká*, commentary on the *Dáyabhága*, and other authorities.

*Authorities:—*

MANU says:—"Of the twelve sons of men, whom MANU, sprung from the Self-existent, has named, six are kinsmen and heirs, six not heirs, (except to their own father), but kinsmen. The son begotten by a man (himself in lawful wedlock), the son of his wife (begotten in the manner before mentioned), a son given to him, a son made or adopted, a son of concealed birth or whose real father cannot be known, and a son rejected (by his natural parents), are the six kinsmen and heirs." The text of VRIHASPATI cited in the *Udváhatatwa*: "MANU holds the first rank among legislators, because he has expressed in his code the whole sense of the *Veda*: no code is approved which contradicts the sense of any law promulgated by MANU."

The following is the doctrine laid down in the *Dáyakramasangraha*. "In the partition made between legitimate and adopted sons, the legitimate son has two shares, and the adopted sons, who are of the same class with the father, take one share."

The *Vivádárnavasetu* contains the same reading as above. The author of the *Dáyatatwa* concurs in the preceding observations, saying: Among these "(the twelve sons of men,) except the son of the body, he who is of an equal class with his adoptive father shall receive one-third of the father's estate, where a son of the body is living."

"A given son, abounding in good qualities (*jathá-játa*) existing: should a legitimate son be born at any time, let both be equal sharers of the father's whole estate." That must be construed, as supposing the former possessed of good qualities, and the legitimate son destitute of the same: on account of the epithet "*jathá-játa* (abounding in good qualities). He in whom there is a '*játa*', that is, an assemblage *(samúha)* of good qualities. This is the meaning. This is laid down in the *Dattakamímansá*.

"Of the man to whom a son has been given, adorned with every quality, that son shall take the heritage, though brought from a different family." "With every quality," "class, science, observance of duties." This is the doctrine contained in the *Dattakachandriká*.

It appears from the commentary on the *Dáyabhága*, the *Dáyakramasangraha*, *Vivádárnavasetu*, and other law books, that only in default of a brother's son, his grandson in the male line is entitled to the succession.

Calcutta Court of Appeal. Ch. 1. Sect. 5, Case 5, (pp. 69–72)

প্রশ্ন ১। পাঁচ সহোদর ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সাধারণ বিভাগের পর মধ্যমের সহিত একত্র বাস করিয়া নিসসন্তান মরিল। এমত অবস্থায় ঐ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ত্যক্ত বিষয় তাহার সংসৃষ্ট (মধ্যম) ভ্রাতার পুত্রকে অর্শিবে, কি তাহার ভ্রাতাগণের সকল পুত্রকে?

অসংসৃষ্ট ভ্রাতৃপুত্র সকলকে নিরাশপূর্ব্বক সংসৃষ্ট ভ্রাতৃপুত্র অধিকারী।

উত্তর। বিভক্ত ভ্রাতাদের মধ্যে দুইজন যদি পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক একান্নভুক্ত ও এক পরিবাররূপে একত্র বাস করিয়া থাকে, এবং ঐ সংসৃষ্ট ভ্রাতা দ্বয়ের মধ্যে একজন যদি পুত্রাদি নিকট দায়াদ না রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে তাহার বিষয় তৎসংসৃষ্ট ভ্রাতাকে মাত্র অর্শিবে, এবং তাহার মরণে তাহার পুত্রই কেবল তাহাতে অধিকারী। অসংসৃষ্ট ভ্রাতাদের পুত্রগণ অধিকারি নয়।

প্রমাণ—দায়ভাগে ও আর আর গ্রন্থে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচন, যথা—"মৃত সংসৃষ্টি (ভ্রাতার) ধন তাহার পশ্চাজ্জাত পুত্রকে দিবে, অথবা (তদভাবে) সংসৃষ্টী ভ্রাতা লইবে"। সংসৃষ্টির নিয়ম বৃহস্পতিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে,যথা—"যে ব্যক্তি বিভাগের পর পিতা, ভ্রাতা বা পিতৃব্যের সহিত প্রীতিতে একত্র বাসকরে, তাহাকে সংসৃষ্ট বলাযায়"।

প্রশ্ন ২। ঐ পাঁচ ভ্রাতা পৃথক হওয়ার পর, যদি সকলেই পৃথক ২ বাস করিয়া থাকে, এবং তন্মধ্যে এক জন যদি অপুত্রক মরিয়া থাকে, তবে তাহার বিষয় কাহাকে অর্শিবে?

মাতার পরেই ভ্রাতা অধিকারী।

উত্তর ২। ধনির মাতা পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে সহোদর ভ্রাতারা সমান রূপে তদ্ধনাধিকারি। ইহার প্রমাণ দায়ভাগ ইত্যাদিতে লিখিত হইয়াছে।

প্রমাণ—

দেবল—"অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধন তাহার সহোদর ভ্রাতারা অংশ করিয়া লউক"।

যাজ্ঞবল্ক্য—"কিন্তু সহোদর ভ্রাতা সহোদরের অংশ রাখিবে অথবা সমর্পণ করিবে"।

মনু—"অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধন তাহার পিতা অথবা ভ্রাতারা গ্রহণ করিবে"।

জিলা হুগলি ১৮ ডিসেম্বর ১৮২০ সাল, চ্যা. ১, সেক. ৫, মকদ্দমা ৬ (পৃ. ৭২ ও ৭৩)।

প্রশ্ন। চারি সহোদর একত্র বাস করতঃ এক পরিবার রূপে পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত বিষয় ভোগ করিতেছিল, তন্মধ্যে দুই জন স্ব২ পত্নী রাখিয়া বিভাগের পূর্ব্বে কাল প্রাপ্ত হয়। তাহাদের মৃত্যুর পর জীবিত ভ্রাতাদ্বয় বিষয় বিভাগ করণের নিমিত্তে এক জনকে সালিস মানিলেক। ঐ সালিস এই মীমাংসা করিলেন যে বিষয় চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া তাহার দুই ভাগ ঐ দুই ভ্রাতা পাইবেক, অবশিষ্ট দুই ভাগ মৃত দুই ভ্রাতার পত্নীকে অর্শিবে, কিন্তু তাহা তাহাদের পতির ভ্রাতাদিগের হস্তে থাকিয়া রক্ষিতাবেক্ষিত হইবে, ইহাদের স্থানে ঐ দুই বিধবা যাবজ্জীবন উপস্বত্ব পাইবে। সকল পক্ষই এই নিষ্পত্তিতে সম্মত হইয়া কিছুকাল তদনুকারি হইল। অনন্তর উক্ত ভ্রাতাদ্বয়ের মধ্যে একজন এক পত্নী ও দুই নাবালগ পুত্র রাখিয়া মরিল। পরে পূর্ব্ব মৃত ভ্রাতাদ্বয়ের দুই পত্নীর মধ্যে যাহার অংশ এই শেষ মৃত ব্যক্তিকে (অর্থাৎ তৎপতির ভ্রাতাকে) অর্শিয়াছিল সে মরিল। অবশেষে যে ভ্রাতা জীবিত ছিল সেও পুত্র রাখিয়া মরিল। এমত অবস্থায় ঐ মৃতবিধবা পতির উত্তরাধিকারিণীরূপে যে বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকে অর্শে?

পত্নীর মরণে তদধিকৃত সংক্রান্ত ধন তৎপতির ঐ সকল ভ্রাতৃপুত্রকে অর্শিবে যাহারা ঐ পত্নীর মরণকালে জীবিত ছিল যে ভ্রাতৃপুত্রেরা তাহার জীবনকালে মরিয়াছে তাহারদিগকে অর্শিবে না।

উত্তর। উপরি বর্ণিত অবস্থায়, উক্ত বিধবার অংশ (অর্থাৎ সালিসের নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া এক চতুর্থ অংশ) তাহার পতির যে ভ্রাতা তাহার মরণকালে জীবিতছিল তাহাকে অর্শিবে, এবং তাহার মরণে তৎপুত্রগামি হইবে। এক্ষণকার জীবিত অন্যব্যক্তিগণকে তাহা অর্শিবে না।

প্রমাণ—যাজ্ঞবল্ক্য বচন "পত্নী ও দুহিতারা, পিতামাতা, তথা ভ্রাতাগণ, ভাতৃপুত্র ইত্যাদি" (ব্যবস্থা দর্পণের ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

এই ব্যবস্থা দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থের মতানুমত। কলিকাতা, কোর্ট আপীল. ৬ মে, ১৮১৯ সাল। চ্যা. ১, সেক. ৫, মোকদ্দমা ৭ (পৃ. ৭৩ ও ৭৪)।

প্রশ্ন। তিন ভ্রাতায় ভূম্যাদি সম্পত্তি আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়া বিভক্ত পরিবাররূপে পৃথক্ বাস করিতে লাগিল। তন্মধ্যে এক ভ্রাতার তিনপুত্র ছিল, ঐ তিনপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এক দত্তক পুত্র রাখিয়া, কনিষ্ঠ পত্নী পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া, এবং মধ্যম এক পত্নী রাখিয়া

Q 1. Of five uterine brothers, the eldest, after a general partition, lived together with his second brother, and died childless. In this case, does the property left by the eldest brother devolve only on the son of his associated (second) brother, or on all the sons of his brothers ?

R. 1. If of the separated brothers, two lived together, through mutual affection, as re-united in food and family, and one of such associated brothers died, leaving no nearer heirs, as son, and so forth, his property should devolve on his re-united brother only, on whose death his son is alone entitled to the succession. The sons of the unassociate brothers have no title thereto.

The son of a re-united brother succeeds as heir, to the exclusion of all the sons of unassociated brethren.

*Authorities :—*

The text of JA'GNYAVALKYA, cited in the *Dáyabhága* and other works of law : "A re-united (brother) shall keep the share of his re-united (co-heir), who is deceased ; or shall deliver it to a son subsequently born." The term re-union is explained by VRIHASPATI : "He who being once separated, dwells again, through affection, with his father, brother, or paternal uncle, is termed re-united."

Q. 2. Should the five brothers, having been separated, have all lived apart, and one of them have died leaving no male issue, in such case, on whom does his property devolve ?

R. 2. In default of heirs down to the mother, his brothers of the whole blood are equally entitled to the succession. The authorities are laid down in the *Dáyabhága, &c.*

A brother inherits next to a mother.

*Authorities :—*

DEVALA :—"Next let brothers of the whole blood divide the heritage of him who leaves no male issue."

JA'GNYAVALKYA :—"But an uterine brother shall thus retain or deliver the allotment of his uterine relation."

MANU :- "Of him who leaves no son, the father shall take the inheritance ; or the brothers."

Zillah Hooghly, December 18th 1820. Ch. I. Sect. 5, Case 6. (pp. 72, 73.)

Q. Of four uterine brothers, who lived together and enjoyed the profits of their paternal and acquired estates as an united family, two died before partition, leaving their widows. Subsequently to their death, the surviving brothers voluntarily selected an arbitrator to divide the estate between the parties. He (the arbitrator) adjudged, that the property should be made into four shares, of which two should be taken by the brothers, and the remaining two by the widows, whose shares were to be entrusted to the management of their husbands' brothers, from whom they were to receive the produce during their lives. The parties consented to this award, and acted upon it for some time. Subsequently, one of the brothers died, leaving a widow and two sons under age. One of the widows, whose husband's share had been entrusted to her husband's deceased brother, died, and lastly the surviving brother died, leaving sons. Under these circumstances, which of these survivors is entitled to succeed to the deceased widow's property, which devolved on her, in virtue of inheritance, from her husband ?

R. Under the circumstances above stated, the widow's share (that is, one-fourth of the property as awarded by the arbitrator) should have devolved on her husband's brother, who survived her, and on his death it should go to his sons. The other survivors are excluded from the inheritance.

On the death of a widow, her property will go to the son of her husband's brother who survived, to the exclusion of the sons of his brother, who died before her.

*Authorities*—JA'GNYAVALKYA : "The wife, the daughters, also both parents, brothers likewise and their sons, &c." (Vide V. D. p. 29).

This doctrine is conformable to the law as expounded in the *Dáyabhága, &c.*

Calcutta Court of Appeal, May 6th 1819. Ch. I. Sect. 5, Case. 7, (pp. 73, 74).

Q. There were three brothers, A, B, and C, who, having made a partition among themselves of their landed and other property, continued to live apart as a divided family. B had three sons D, E and F, of whom the eldest (D) died leaving an adopted son, the youngest (F) leaving no [illegible] the wi

কালপ্রাপ্ত হইল। এই পত্নী পতির ধন উপভোগ করিয়া লোকান্তরগতা হইল। এক্ষণে ঐ জ্যেষ্ঠপুত্রের দত্তক পুত্র, এবং উপরি উক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এক পৌত্র, ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রেরা বর্ত্তমান, ও তাহারা উক্ত বিধবার ত্যক্ত বিষয় দাবয়া করে। এমত অবস্থায়, ঐ ধনে অধিকারী হইতে তাহাদের মধ্যে কাহাকে যথাশাস্ত্র অধিকার আছে?

ভ্রাতার দত্তকপুত্র থাকিতে পিতৃব্যের পুত্র ও পৌত্র অধিকারি নয়।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায় ঐ বিধবার পতির সহোদরের দত্তক পুত্রই কেবল দায়াধিকারী, যেহেতু সে ঐ বিধবার পতির মাতা পিতা ও পিতামহের পার্ব্বণ পিণ্ডদানে উপকার করে, অতএব তৎ পতির সহোদরের দত্তক পুত্র থাকিতে, পিতৃব্যের পুত্রের ও পৌত্রের অধিকার নাই।

ভোলানাথ শর্ম্মা—বনাম—রাজচন্দ্র শর্ম্মা, ঢাকা কোর্ট আপীল, ১০ ডিসেম্বর ১৮০৫ সাল, চ্যা. ১ সেক. ৫, মকদ্দমা ৮ (পৃ. ৭৩ ও ৭৫)।

প্রশ্ন। এক ব্যক্তি ভ্রাতৃপুত্রদিগের সহিত একত্র থাকিয়া, পরে পৃথক হইল, এবং স্থাবর অস্থাবর বিষয় বিভাগ করাইল। তদবধি পুত্রের সহিত একত্র বাস করিত, এই পুত্র কিছু ধন উপার্জন করণের পর এক পত্নী রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হইল। ঐ বিধবার সম্মতিক্রমে উক্ত ভ্রাতৃপুত্রের মধ্যে এক জন তৎপতির শ্রাদ্ধাদি করিল। তৎ পরে ঐ মৃত ব্যক্তির পিতা মরিলে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শ্রাদ্ধাদি ও তৎ পুত্রের ন্যায় এক জন ভ্রাতৃপুত্র করিল। প্রকাশ পাইতেছে যে বিরোধীয় বিষয় মৃত পিতা ও পুত্র উভয়েরই অর্জ্জিত। এক্ষণে ঐ বিভক্ত ভ্রাতৃপুত্রদ্বয় ও মৃত পুত্রের পত্নী বর্ত্তমান, এমত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে কে ঐ বিষয়াধিকারী?

ভ্রাতৃপুত্রেরা পৃথক হইলেও তাহারা থাকিতে পুত্রবধূ অধিকারিণী নয়।

উত্তর ভ্রাতা পর্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে ভ্রাতার পুত্রেরা অধিকারি, পুত্রবধূ কিছু মাত্র অধিকারিণী নয়, ঐ পুত্র পিতার জীবন কালে মরাতে, ভ্রাতৃপুত্রেরা ঐ পিতার উত্তরাধিকারি। কিন্তু যেহেতু কোন ব্যক্তি প্রপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরিলে তৎ পত্নীই কেবল তাহার স্থাবর অস্থাবর ধনাধিকারিণী হয়, অতএব পুত্রের অর্জ্জিত ধন তৎপত্নীকে অর্শিবে, তাহার শ্বশুর তৎ পতির মরণের পর মরাতে ঐ শ্বশুরের ধন ঐ পুত্রবধূকে অর্শিবে না।

১৮ মে. ১৮২০, চ্যা. ১ সেক্ ৫, মকদ্দমা ৯, (পৃ. ৭৫)।

প্রশ্ন। এক ব্যক্তির তিন পুত্র ছিল, তাহারা পৈতৃক বিষয় বিভাগ করিয়া স্ব স্ব অংশে অধিকারি হইল। পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা তিন পুত্র রাখিয়া মরিল, এবং ঐ তিনপুত্রের একজন উত্তরাধিকারি বিহীন হইয়া মরিল, মধ্যম ভ্রাতা এক পত্নী ও এক কন্যা রাখিয়া মরিল, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক কন্যা ও দুই দৌহিত্র রাখিয়া মরিল। মধ্যম ভ্রাতার মরণে তৎপত্নী তাহার অংশে অধিকারিণী হইয়াছিল। পরন্তু সে এক কন্যা রাখিয়া মরিল, পরে ঐ কন্যাও এক কন্যা রাখিয়া মরিল, এমত অবস্থায় ঐ মধ্যম ভ্রাতার ত্যক্ত ধন তাহার কন্যার কন্যাকে অর্শিবে অথবা তাহার ভ্রাতৃপুত্রগণকে?

দৌহিত্রীকে নিরাশ করিয়া ভ্রাতৃপুত্রেরা অধিকারি।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায়, ধনির দ্বিতীয় পুত্রের মরণে, তাহার প্রাপ্ত পৈতৃক ধন তাহার পত্নীকে অর্শে, তদনন্তর তাহার কন্যাকে, ঐ কন্যার মরণে তাহার পিতৃব্যপুত্রেরা ঐ ধনে অধিকারি। এস্থলে দুহিতার দুহিতা অধিকারিণী নয়। এই মত দায়ভাগ ও আর আর স্মৃতি গ্রন্থের মতানুমত।

জিলা ২৪ পরগণা, সেতম্বর, ১৮০৬ সাল, চ্যা. ১, সেক. ৫, মকদ্দমা ১০ (পৃ. ৭৬)।

প্রশ্ন। দুই সহোদর (হিন্দু) ভূম্যধিকারির মধ্যে এক জন পত্নী রাখিয়া নিস্সন্তান মরিল। দ্বিতীয় ভ্রাতা পুত্র ও পৌত্র রাখিয়া উক্ত পত্নীর পূর্ব্বে মরিল, কিন্তু ঐ দ্বিতীয় ভ্রাতার পুত্রবধূ, কন্যা, ও দুই দৌহিত্র বর্ত্তমান। এমত অবস্থায় প্রথম ভ্রাতার পত্নীর মরণে তাহার বিষয় তাহার ঐ দ্বিতীয় ভ্রাতার পুত্রবধূকে কিম্বা তাহার কন্যা বা দৌহিত্রকে, অথবা তাহার পতির ছয় পুরুষীয় জ্ঞাতিকে অর্শিবে? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী যদি দ্বিতীয় ভ্রাতার পুত্রবধূর সহিত একান্নভুক্ত ও আর আর বিষয়ে একত্র থাকে, এবং ঐ জ্ঞাতি যদি সপ্তম পুরুষ হইতেও দূর হয়, তবে এবিষয়ে শাস্ত্র কি?

দায় শাস্ত্রীয় অতএব প্রামাণিক গ্রন্থমতে ভ্রাতৃদৌহিত্র অধিকারী নয়।

উত্তর। দুই সহোদরের মধ্যে এক জন যদি পত্নী রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে তাহার ধন ঐ পত্নীকে অর্শে। যখন দ্বিতীয় ভ্রাতা পুত্রপৌত্রহীনাবস্থায় এক পুত্রবধূ এবং নিজ কন্যা ও দুই দৌহিত্রকে রাখিয়া মরিল, তখন ঐ দ্বিতীয় ভ্রাতার পুত্রবধূ কিম্বা কন্যা অথবা দুই দৌহিত্র ঐ প্রথম ভ্রাতার পত্নীর মরণে তাহার ধনে

and the second (E) leaving a widow. The widow had enjoyed her husband's share, and died. Now D's adopted son, A's grandson, and C's sons are living, and claim the property left by E's widow. Under such circumstances, which of the claimants has a legal right to the succession ?

R. Under the circumstances above stated, the widow's husband's uterine brother's adopted son is exclusively entitled to the inheritance, by reason of his conferring benefits by presenting oblations to the manes of her husband's mother, father, and grandfather. Her husband's two uncles' sons and grandson are excluded by his uterine brother's adopted son.

The adopted son of a brother excludes the son and grandson of an uncle.

Bholánáth Sarmá *versus* Rájchandra Sarmá. Dacca Court of Appeal, December 10th 1805. Ch. I. Sec. 5, Case 8, (pp. 74, 75).

Q A person who had lived in co-parcenery with his two nephews, separated himself from them, and caused a partition to be made of the movable and immovable property. From that time he continued to live with his own son, who, having acquired some property, subsequently died leaving a widow. By the widow's consent, one of the nephews performed the funeral ceremony, &c. of her deceased husband. The father next died, and his obsequies and funeral ceremonies were also performed by one of the nephews, and in the same manner as that of his son. It appears that the property in dispute is the joint acquisition both of the father and son. Both the nephews who are separated, and the widow of the son, are alive Under these circumstances, which of the surviving individuals is entitled to the succession ?

R. In default of heirs down to the brother, the nephews succeed, to the entire exclusion of a son's widow, and the son having died before the father, the nephews will be his heirs. Whosoever dies leaving no heir down to the great-grandson, his widow is sole proprietor of his estate, whether it consist of land or personal property. Consequently the acquisitions of the son will devolve on his widow: but not the property left by his father, who survived him.

A brother's sons though separated exclude a son's widow.

May 18th, 1820. Ch. I. Sect. 5, Case 9, page 76.

Q. A person had three sons, A, B, and C, who divided their paternal estate, and took possession of their respective shares. A, the eldest, died, leaving three sons, one of whom died, leaving no heir. The second son, B, died, leaving a widow and a daughter; and the younger son, C, died, leaving a daughter and her two sons. B's widow, who succeeded him in possession of his share of the property, left at her death a daughter, who also died subsequently, leaving a daughter. In this case, will the property left by B, devolve on his daughter's daughter, or on his brother's sons ?

R. Under the circumstances above stated, on the death of the second son, B, his property which he inherited from his father should have devolved on his widow, then on his daughter, on whose demise her father's brother's sons are entitled to the succesion. Here the daughter's daughter is excluded from inheritance. This opinion is conformable to the *Dáyabhága* and other works of law.

A brother's sons exclude the daughter of a daughter.

Zillah 24 Pergunnahs, September 1806. Ch. I. Sect. 5, Case 10, page 76.

Q. Of two Hindu landed proprietors, who were uterine brothers, one died childless, leaving a widow. The second brother, his son and son's son, died before the widow; but the second brother's son's widow, his own daughter, and daughter's two sons, are living. In this case, on the death of the first brother's widow, will her property devolve on the second brother's son's widow, or on his daughter or daughter's sons, or on the kinsmen sprung from the same paternal stock in the sixth degree of her husband ? What is the law, supposing the first brother's widow to have lived with the second brother's son's widow jointly in respect of food and other matters, and supposing the kinsmen sprung from the same paternal stock to have been beyond the seventh degree in point of relationship ?

R. Of the two uterine brothers, supposing one to have died leaving a widow, his property should have devolved on the widow. When the second brother died without a son or son's son, leaving a son's widow, his own daughter and daughter's two sons him surviving; then, on the death of his first brother's

According to the best authorities of Hindu law, a brother's daughter's son has no right of succession.

অধিকার হইতে পারে না, কারণ নিজ শ্বশুরের ধনেই যখন পুত্রবধূ অনধিকারিণী তখন শ্বশুরের ভ্রাতার ধনে অবশ্যই তাহার কোন স্বত্ব নাই। অপুত্রধনাধিকার-প্রকরণে ভ্রাতার দুহিতা অধিকারিগণমধ্যে পরিগণিতা নয়। যদ্যপি দায়ক্রমসংগ্রহের কোন কোন কাপিতে ভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকার লিখিত হইয়াছে, তথাপি ঐ গ্রন্থের অনেক কাপিতে এই মত লিখিত নাই। অপিচ দায়ভাগে, ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ টীকায়, এবং দায়তত্ত্বে, ও আর আর প্রামাণিক গ্রন্থে এমত ব্যবস্থা নাই যে ভ্রাতার দৌহিত্র বিষয়াধিকারী হইবে। বর্ত্তমান মকদ্দমায় ষট পুরুষীয় জ্ঞাতি ধনাধিকারী, তাহার অভাবে সম্বন্ধের নৈকট্যানুসারে সপ্তম পুরুষীয় অথবা আরো দূর জ্ঞাতি অধিকারী হইবে *। দ্বিতীয় ভ্রাতার পুত্রবধূ নিজ পতির পিতৃপত্নীর সহিত একান্নে এবং আর আর বিষয়ে একত্র থাকা তাহার উত্তরাধিকারিণী হওয়ার প্রতি কারণ নয়, যেহেতু বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগ ও আর আর প্রামাণিক গ্রন্থে বিষয়ের বিভাগ ও অবিভাগ রূপ প্রভেদ-মূলক তদ্বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নাই। এইমত দায়ভাগ, দায়ক্রমসংগ্রহ, দায়তত্ত্ব ও বঙ্গদেশ প্রচলিত আর আর গ্রন্থের মতানুমত।

অপুত্র ব্যক্তি মরিলে যদি তাহার অনেক জ্ঞাতি, সকুল্য ও বান্ধব থাকে, তবে তন্মধ্যে অত্যন্ত নিকট যে সেই ধনাধিকারী হইবে।

জিলা মৈমনসিংহ, ৫ মার্চ ১৮১৯ সাল। চা. ১, সেক্. ৫, মকদ্দমা ১১ (পৃ. ৭৬—৭৭)।

প্রশ্ন। দেবকীনন্দন, ধরণীধর, রামকান্ত, ও কালীপ্রসাদ, এই চারিভ্রাতার মধ্যে দেবকীনন্দন দুই পুত্র রাখিয়া ১২২২ সালের বৈশাখ মাসে মরে। বাঙ্গালা ১১৯৭ সালে ধরণীধর নিঃসন্তান মরে, এবং তাহার পত্নী সুরধনীও বাঙ্গালা ১২১৮ সালের মাঘমাসে মরে। রামকান্ত বাঙ্গালা ১২১৬ সালে মরে, এবং তাহার পত্নী জয়মণি আর দুই পুত্র অদ্যাপি জীবিত আছে। বাঙ্গালা ১২০১ সালে কালীপ্রসাদ এক পত্নী রাখিয়া নিঃসন্তান মরে, ঐ পত্নী অদ্যাপি বাঁচিয়া আছে। উক্ত ভ্রাতারা কোন ভূমি সমভাগে দখল করিত, পরে সালিসের নিষ্পত্তি ক্রমে ধরণীধর ও কালীপ্রসাদের পত্নীরা আপন আপন পতির অংশের উপস্বত্ব যাবজ্জীবন ভোগ করিল। তাহাদের মরণান্তে ঐ বিষয় দেবকীনন্দন, রামকান্ত ও তাহাদের উত্তরাধিকারিরা বিভাগ করিয়া লইল। এমত অবস্থায় ধরণীধরের পত্নী সুরধনীর মরণে তাহার প্রাপ্ত উপস্বত্বের কোন অংশে কালীপ্রসাদের পত্নী অধিকারিণী কি না?

মৃত ভ্রাতার পত্নী অধিকারি মধ্যে গণিতা নয়।

উত্তর। ধরণীধরের ও কালীপ্রসাদের পত্নীরা যদি আপন আপন পতির অংশের উপস্বত্ব যাবজ্জীবন ভোগ করিয়া থাকে, তবে তাহাদের একজনের অর্থাৎ ধরণীধরের পত্নী সুরধনীর মরণে তাহার অধিকৃত উপস্বত্বে কালীপ্রসাদের পত্নীর কোন অধিকার নাই, যেহেতু অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধনে তাহার ভ্রাতৃপত্নী অধিকারিণী হইবে এমত ব্যবস্থা দায়শাস্ত্রের কোন স্থলে নাই †।

সদর দেওয়ানী আদালত, ১১ আগষ্ট ১৮২৪ সাল। মোসম্মাৎ জয়মণি দেবী—বনাম—রামজয় চৌধুরী। চা. ১, সেক্. ৫, মকদ্দমা ১২ (পৃ ৭৮ ও ৭৯)।

প্রশ্ন। কোন ব্রাহ্মণ আপন সহোদর ভ্রাতার সহিত সাধারণে যে ভূমি ও বিষয় দখল করিত, তাহা অংশ করাইয়া পৃথকবাস করিল। এবং এক নাবালগ পুত্র, এক অবিবাহিতা কন্যা ও একপত্নী, এবং উক্ত ভ্রাতার পুত্রদিগকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তাহার পুত্র মরিল। পরে পত্নীও গেল, উক্ত দুহিতা সম্ভাবিত-পুত্রা ছিল, সে পিতার বিষয় দাওয়া করিল। উক্ত ব্রাহ্মণের ঐ দুহিতা অধিকারিণী অথবা ভ্রাতার পুত্রেরা অধিকারি?

---

* এই ব্যবস্থা যথার্থ নয়—তাহা ভ্রাতৃ-দৌহিত্রাদির অধিকার-বিষয়ে লিখিত বিবেচনা দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে।

† ধরণীধরের পত্নী সুরধনীর অধিকৃত ধন কেবল দেবকীনন্দনের উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে, রামকান্ত ও কালীপ্রসাদের উত্তরাধিকারিদিগকে অর্শিবে না, কারণ, যে রামকান্ত ও কালীপ্রসাদের দ্বারা তদুত্তরাধিকারিরা অধিকারি, তাহারা ঐ সুরধনীর মরণের পূর্ব্বে মরিয়াছে।

widow, neither the second brother's son's widow, nor his daughter, nor his daughter's sons, can have any title to the property of the first brother's widow: as a son's widow has no right of succession to her own father-in-law's property, *a fortiori* she can have no right of succession to her father-in law's brother's property. The brother's daughter is not enumerated in the series of heirs of one who leaves no male issue. Although it is maintained in some copies of the *Dáyakramasangraha*, that a brother's daughter's son has a right of succession, yet this doctrine is wholly omitted in many copies of that tract, and there is no rule in the *Dáyabhága*, the commentary by SRI'KRISHNA TARKA'LANKA'RA, *Dáyatatwa*, or other authority, to the effect that the brother's daughter's son has the right of succession. In this case, the kinsmen in the sixth degree sprung from the paternal stock first succeed, and in default of them, those who are of the seventh or more remote degree succeed, according to their proximity in the order of relationship. The fact of the second brother's son's widow living with her husband's uncle's widow, in respect of joint food and other matters, is not the means of conferring upon her any right of succession, as the *Dáyabhága* and other authorities current in Bengal contain no special rule to that effect, dependant on the division or non-division of the property. This opinion is conformable to the *Dáyabhaga*, *Dáyakramasangraha*, *Dáyatatwa*, and other authorities current in Bengal.*

"Where there are many relatives (gnátayah,) or remote kindred (sakulyah), or cognate kindred (vándhavah), he who is nearest of kin shall take the wealth of him who dies without male issue." VRIHASPATI cited in the *Dáyatatwa* and *Dáyakramasangraha*.

Zillah Mymensing, March 5th 1819. Ch. I. Sect. 5, Case 11, pp. 76 78.

Q. There were four brothers, namely, Devakínandan, Dharanídhar, Rámkanta, and Káliprasád. Devakínandan died in the month of Bysack 1222 B. S., leaving two sons. In the year 1197 B. S. Dharnídhar died childless, and his widow Suradhaní also died in the month of Magh 1218 B. S. Rámkánta died in the year 1216 B. S., and his widow Jaymaní and two sons are still living; and Káliprasád died childless in the year 1201 B. S., leaving a widow, who is still living. The brothers were possessed of some landed property in equal portions, and according to the award given by arbitrators, the widows of Dharanídhar and Káliprasád were in the enjoyment of the produce of their respective husband's shares of the estate while they were living, and on their death their shares were divided between Devakínandan, Rámkanta, and their heirs. In this case, on the death of Suradhaní the widow of Dharanídhar, was the widow of Káliprasád entitled to any portion of the produce which Suradhani received?

A brother's widow does not rank among heirs.

R. Supposing the widows of Dharanídhar and Káliprasád to have enjoyed the produce of their respective husbands' shares of the estate during their life-time, on the death of one of them, being the widow (Suradhaní) of Dharanídhar, the widow of Káliprasád has no right to get any portion of the produce which belonged to Suradhani, because the law no where recognizes the brother's widow as one of the heirs of a person who dies leaving no male issue.†

Musst. Jaymani Debí *versus* Rámjay Choudhurí. Sudder Dewanny Adawlut, 11th August 1824. Ch. I. Sect. 5, Case 12, pp. 78, 79.

Q. A *Bráhman*, having caused partition of the landed estate and effects, which he had held jointly with his uterine brother, lived apart, and died leaving a minor son, an unmarried daughter, a widow, and the sons of his brother abovementioned. His son subsequently died; then his widow. There is a possibility that his daughter will have male issue, and she claims her father's estate. Is this daughter, or are his brother's sons, entitled to the succession?

* This is not accurate. See the remark on the succession of the brother's daguhter's son and the rest.

† The property which was possessed by Suradhaní, the widow of Dharani dhar, will devolve on the heir of Devaki nandan alone, by whom the heirs of Ramkant and Kali prasád are excluded, because the persons from whom they inherited died prior to the death of Dharni dhar's widow.

ভগিনীকে নিরাশ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র অধিকারী।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায় উক্ত কন্যা অধিকারিণী নয়, কেননা মূলধনির মরণে তাহার বিষয় তৎ পুত্রকে অর্শিয়াছিল, উক্ত দুহিতা পিণ্ডদানদ্বারা ঐ পুত্রের কোন উপকার করে না। মূল ধনির ভ্রাতৃপুত্রেরা বিষয়াধিকারি, যেহেতু তাহারা ধনির দাতব্য দুই পুরুষের পিণ্ডদান করে।

অন্নপূর্ণা দেবী—বনাম—গঙ্গাহরি শিরোমণি প্রভৃতি, জিলা বর্দ্ধমান, ৩ ডিসেম্বর ১৮১৯ সাল, চ্যা. ১, সেক. ৫, মকদ্দমা ১৪ (পৃ. ৮০)।

প্রশ্ন। এক ব্রাহ্মণ পাঁচ পুত্র রাখিয়া মরে, এবং তন্মধ্যে দুই জন নিস্সন্তান মরে। চতুর্থ ভ্রাতার এক পুত্র ছিল, ঐ পুত্র পিতার জীবন কালে এক পত্নী ও অবিবাহিতা দুহিতা রাখিয়া মরিল। পঞ্চম ভ্রাতা নিস্সন্তান মরিল এবং তৃতীয় ভ্রাতা চারি পুত্র রাখিয়া মরিল। ঐ চারি পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিস্সন্তান মরিল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এক এক পুত্র রাখিয়া মরিল। চতুর্থ ভ্রাতার পুত্রের কন্যা বিবাহিতা ও পুত্রবতী। এমত অবস্থায় চতুর্থ ভ্রাতার মরণে জীবিত ব্যক্তির মধ্যে কে তদ্ধনাধিকারী?

পুত্রের দৌহিত্রকে নিরাশ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র অধিকারী।

উত্তর। প্রকাশ পাইতেছে যে যে পুত্র পিতার জীবনকালে মরিয়াছে, তাহার এক পত্নী ও এক অবিবাহিতা কন্যা ছিল, অনন্তর ঐ কন্যা বিবাহিতা হইয়া এক পুত্র প্রসব করিয়াছে, কিন্তু ভ্রাতার পুত্র এবং পুত্রের দৌহিত্র থাকিলে ভ্রাতার পুত্রই ধনাধিকারী। মৃত পুত্রের দৌহিত্র প্রমাতামহের ধনে যথাশাস্ত্র অধিকারী নয়। দায়ভাগকর্ত্তার ও আর আর প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তাদের মত এই। ২১ মার্চ ১৮২১ সাল, চ্যা. ১, সেক ৫, মকদ্দমা ১৫ (পৃ. ৮১)।

কিরূপে সংসৃষ্টত্ব হয়—

কিরূপে সংসৃষ্টত্ব হয় তাহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন, যথা—"যে ব্যক্তি বিভাগের পর পিতা ভ্রাতা বা পিতৃব্যের সহিত প্রীতিতে একত্র স্থিত হয় (ও), তাহাকে সংসৃষ্ট বলাযায়"। ইহাতে ইহা দেখাইতেছেন যে—যে পিতা ও ভ্রাতা ও পিতৃব্যাদির পিতৃপিতামহার্জ্জিত ধনে উৎপত্তিজন্য সাধারণ অধিকার ঘটে, তাহারা বিভাগের পর পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত বিভাগ ধ্বংস করিয়া "যাহা তবধন তাহা মমধন, যাহা মমধন তাহা তবধন, এই স্বীকারে এক গৃহে এক গৃহিরূপে একত্র থাকিলে সংসৃষ্ট হয়। দ্রব্য মাত্র একত্র করণে বণিকদিগের যে মিলন তাহাও সংসৃষ্টত্ব নয়, এবং পূর্ব্বোক্ত প্রীতিপূর্ব্বক অভিসন্ধি বিনা বিভক্তেরাও ধনমাত্র একত্র করিলে সংসৃষ্টি হয় না *।

(ও) এস্থলে একত্র স্থিতি পদে—এক বাস্তুতে বা গৃহে স্থিতি নয়, কেননা ভ্রাতাদিগের সংখ্যামত বহুবাস্তু বা গৃহ না থাকিলে প্রীতিবিনাও তাহা ঘটিতে পারে, কিন্তু এক গৃহস্থ হইয়াবাস। তাহার মূল এই যে—"যাহা তোমার ধন তাহা আমার" ইহা বলিয়া (উভয়ের) ধনমিশ্রণ, "আমাদের একই ধর্ম্ম" ইহা বলিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম সাধারণ হওয়ার নিয়ম করণ, এবং এক পাক। এতাবতা বিভাগের পর প্রীতিপূর্ব্বক এক গৃহীরূপে বাস করিলে সংসৃষ্ট বলাযায় †।

অথ কথং সংসৃষ্টত্বমুপদ্যতে, তদাহ বৃহস্পতিঃ—"বিভক্তো যঃ পুনঃ পিত্রা ভ্রাত্রা চৈকত্র সংস্থিতঃ, (ও)। পিতৃব্যেনাথবা প্রীত্যা। সতু সংসৃষ্টউচ্যতে" অনেনৈতদ্দর্শয়তি—যেষামেবহি পিতৃভ্রাতৃপিতৃব্যাদীনাং পিতৃপিতামহার্জ্জিত দ্রব্যেণাবিভক্তত্বমুৎপত্তিতঃ সম্ভবতি তএববিভক্তাঃ সন্তঃ পরস্পর প্রীত্যা যদি পূর্ব্বকৃত বিভাগধ্বংশেন "যত্তবধনং তন্মমধনং যন্মমধনং তত্তবাপীতি" একত্র গৃহে এক গৃহীরূপতয়া সংস্থিতাঃ সংসৃজ্যন্তে। ন পুনরনেবং রূপাণাং বণিজামপি সংসর্গিত্বং, নাপিবিভক্তানাং দ্রব্যসংসর্গ মাত্রেণ পূর্ব্বোক্ত প্রীতিপূর্ব্বকাভিসংন্ধানং বিনা।

(ও) অত্র সংস্থিতশ্চ—ন কেবলং একস্মিন্ বাস্তৌ বেস্মনি বা স্থিতিঃ, তস্যাঃ প্রীতিম্বিনাপি ভ্রাতৃসমসংখ্যক বাস্তুবেস্মাদ্যভাবে প্রায়ো বহুত্বে সম্ভবাৎ। কিন্তেক গার্হস্থ্যাশ্রয়েণ স্থিতঃ। তদাকরশ্চ "যত্তবধনং তন্মমধনং" ইত্যনেন ধনমিশ্রণং, আবয়োরেক ধর্ম্ম ইত্যনেন ধর্ম্মৈক নিয়ম. এবং পাকৈক্যঞ্চ।—তথাচ বিভক্তানন্তরং পরস্পর প্রীত্যা এক গৃহীরূপতয়া স্থিতৌ সংসৃষ্টিনাবুচ্যেতে ইতি নিষ্কৃষ্টঃ, এবমেব স্মার্ত্ত জীমূতবাহন বাচস্পতিমিশ্রপ্রভৃতয়ঃ †।

কে২ সংসৃষ্ট হইতে পারে—

কোন ২ ব্যক্তি সংসৃষ্ট হইতে পারে, এতদ্বিষয়ে জীমূতবাহন পিতা ভ্রাতা ও পিতৃব্যাদিই সংসৃষ্ট হই-

অথ কোনামাসৌ সংসৃষ্টী ভবিতুমর্হতীতিচেৎ—অত্র জীমূতবাহনেন পিতৃভ্রাতৃ পিতৃব্যাদীনাং সং-

* দা. ভা. অপু. পৃ. ১৭৮। কোল্. দা. ভা. পৃ. ১৩৮। দা. ত. পৃ. ৫৫। † বি. দা. ভা. র. ৮। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫১২।

R. Under the circumstances above stated, the daughter is excluded; as, on the death of the proprietor, his property devolved on his son, on whom she confers no benefit by presenting funeral oblations to his manes. The brother's sons are entitled to the succession, because they present the funeral oblations to two ancestors, which the original proprietor was bound to offer.

A sister is excluded by brother's son.

Zillah Burdwan, 3rd December 1819. Unnapúrná Debí *versus* Gangáhari Shiromani and others. Ch. I. Sect. 5, Case 14, page 80.

Q. A *Bráhman* was survived by his five sons, two of whom died childless. The fourth brother had a son, who died before his father, leaving a widow and a maiden daughter; the fifth died without issue, and the third brother died leaving four sons, the eldest of whom died childless, and the second and third each left a son. The fourth brother's son's daughter, being married, has male issue. In this case, on the death of the fourth brother, who, among the survivors, are entitled to inherit his property?

R. It appears that the son who died before his father left a widow and a maiden daughter, and subsequently the daughter having been married, had a son. But where there is a brother's son, and a son's daughter's son surviving, the brother's son is entitled to the succession; the deceased son's daughter's son has no legal claim to inherit from his maternal great grandfather. This is the opinion of the authors of the *Dáyabhága* and other works. March 21st 1821. Ch. I. Sect. 5, Case 15, (page 81).

A brother's son inherits to the exclusion of a son's daughter's son.

**How re-union is effected, is shewn by VRIHASPATI in the following text:—" He, who being once separated, again, through affection, dwells together *(o)* with his father, brother, or paternal uncle, is termed *re-united.* He thus shows, that persons, who by birth have common rights in the estate acquired by the father and grandfather, as father (and son,) brothers, uncle (and nephew,) are re-united, when, after having made a partition, they live together, through mutual affection, as inhabitants of the same house, annulling the previous partition, and stipulating that " the property which is thine, is mine, and that which mine is thine." The partnership of traders, who are not so circumstanced, and only act in concert on a united capital, is no re-union. Nor are separated co-heirs *re-united* merely by junction of stock, without an agreement prompted by affection as above stated.***

How re-union is effected

***(o)*** **Their *dwelling together* is not simply a residence in the same house or abode, (for that may happen even without affection, when the habitations are not equally numerous with the brothers;) but it consists in forming one household; and their intentions are thus declared: " what is thy property is mine"—their effects are thus intermixed: " the duties of us both shall be the same"—an agreement for community of duties is thus made: in like manner common fare. Consequently, two brothers, again living together, through mutual affection, as joint house-keepers, after having made a partition, are called re-united parceners. Such is the meaning, and the text is so interpreted by RAGHUNANDANA, JI'MU'TAVA'HANA, VA'CHASPATI MISRA, and the rest.†**

*** Coleb. Da'. bha'. Ch. XI. Sect. I. para. 30. p. 168. Da'. T. p. 55.    † Coleb. Dig. Vol. III. p. 512.**

তে পারে ইহা বিবেচনা করিয়াছেন (দা. ভা. পৃ. ১৭৮) কিন্তু উক্ত আদি পদবলে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভ্রাতার পৌত্র পর্য্যন্ত সংসৃষ্টত্ব হয় ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। (দা. ভা. টী. পৃ. ২৪২ ও ২৪৩)। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কহেন পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পিতৃব্য, ও ভ্রাতৃপুত্রগণেরই সংসৃষ্টত্ব হয়; ফলতঃ তিনি বিবেচনা করেন যে জীমূতবাহনোক্ত পিতৃব্যাদির আদি পদ পুত্র ও ভ্রাতৃপুত্রের বোধক। জীমূতবাহন আবার সংসৃষ্টি ভাগ প্রকরণে কহিয়াছেন যে পরিগণিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সংসৃষ্টত্ব গ্রাহ্য নয়, নতুবা পরিগণনা ব্যর্থ হয় *।

সর্গঃ পরিগণিতঃ (দা. ভা. পৃ. ১৭৮) আদি পদ স্বরসাৎ শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারেণতু ভ্রাতৃপৌত্র পর্য্যন্তং সংসর্গো দর্শিতঃ (দা. ভা. টী. পৃ. ২৪২, ২৪৩)। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যস্তু—পিতৃ পুত্র ভ্রাতৃ পিতৃব্য ভ্রাতৃপুত্রাণামেব সংসর্গমাহ; ফলতো জীমূতবাহনোক্ত পিতৃব্যাদীনামিত্যত্রাদিপদেন পুত্র ভ্রাতৃপুত্রয়োরেব গ্রহণমিতি ব্যঞ্জয়তি। জীমূতবাহনোঽপিপুনঃ সংসৃষ্টিভাগপ্রকরণে পরিগণিত ব্যতিরিক্তেষু নাদরণীয়ং, অন্যথা পরিগণনানর্থক্যাপত্তেরিত্যুক্তবান্ *।

পিতা, ভ্রাতা, ও পিতৃব্যের সহিত সংসৃষ্টত্ব হয় ইহা প্রকাশ করাতে, জন্মহেতু যাহাদের মধ্যে বিষয় বিভাগ হয় তাহারাই সংসৃষ্ট হইতে পারে এমত কথিত হইয়াছে।—তাহাদের মধ্যে প্রথমে সপিতৃক দিগের মধ্যে বিভাগের প্রতিযোগি বলিয়া পিতা ধৃত, পিতৃপদের উপলক্ষণায় পিতামহ প্রপিতামহও বোধ্য। অনন্তর ভ্রাতৃভাগের প্রতিযোগী ভ্রাতা ধৃত, তৎপরে পিতৃহীন পৌত্রের বিভাগপ্রতিযোগী পিতৃব্য। তদুপলক্ষণায় পিতৃব্যের পুত্র পৌত্র এবং পিতার পিতৃব্যাদিও গৃহীত ইহা বোধ্য। ভ্রাতার পত্নীরা পতি প্রভৃতির অধীনা হওয়াতে তাহাদের সহিত সংসৃষ্টত্ব হয় না। উক্ত কএকজনই পরস্পর সংসৃষ্ট হইতে পারে, অন্যে হইতে পারে না†।

পিত্রা ভ্রাত্রা পিতৃব্যেণেতি দর্শনাৎ যেষামুৎপত্তিত এব বিভাগঃ ত এব বিবক্ষিতাঃ—তেষামাদৌ জীবৎপিতৃক বিভাগপ্রতিযোগী পিতা ধৃতঃ। তস্যোপলক্ষণত্বেন পিতামহ প্রপিতামহয়োরপি গ্রহণং বেদিতব্যং, ততো ভ্রাতৃভাগপ্রতিযোগী ভ্রাতা ধৃতঃ, ততো মৃতপিতৃক পৌত্র ভাগ প্রতিযোগী পিতৃব্যো ধৃতঃ, তস্যোপলক্ষণত্বেন পিতৃব্যপুত্র পৌত্রযোঃ পিতৃপিতৃব্যাদেশ্চ গ্রহণং বেদিতব্যং। ভ্রাতৃপত্ন্যাদেশ্চ পত্যাদিপরতন্ত্রত্বাৎ ন তথাভাবঃ। এবঞ্চ এতেষামেব পরস্পরং সংসৃষ্টিত্বং ভবতি নত্বন্যেষাং†।

"সংসৃষ্টির ধন সংসৃষ্টি রাখিবে" এই বচন তুল্যরূপ সম্পর্কীয় অনেক থাকিলে তাহাদের মধ্যে সংসৃষ্টত্বহেতু যে বিশেষ তৎপ্রতিপত্তির নিমিত্ত—অতএব সহোদরদিগের, কিম্বা বৈমাত্রদিগের তথা ভ্রাতৃপুত্রদিগের বা পিতৃব্যদিগের মধ্যে যে সংসৃষ্টী সেই ধন গ্রহণ করিবে‡। এতাবতা—

"সংসৃষ্টিনস্তু সসৃষ্টী"—ইত্যেতচ্চ তুল্যরূপ সম্বন্ধিসমবায়ে সংসর্গকৃত বিশেষ প্রতিপত্ত্যর্থং—তেন সোদরাণাং সাপত্নানাম্বা তথা ভ্রাতৃপুত্রাণাং পিতৃব্যাদীনাং সদ্ভাবে সংসর্গী গৃহ্নীয়াৎ‡। তস্মাৎ—

ব্যবস্থা

## ৮৬ অতুল্যরূপ সম্পর্কীয়ের সমবায়ে সংসৃষ্টত্বজন্য বিশেষ নাই।

## ৮৬ অতুল্যরূপ সম্বন্ধিসমবায়ে, সংসর্গকৃত বিশেষো নাস্তীতি।

দৃষ্টান্ত

যথা—মৃতধনির যদি এক ভ্রাতা এবং অন্য ভ্রাতৃপুত্র সংসৃষ্ট হয়, তবে তুল্যরূপ সম্পর্কীয়ের সমবায় না হওয়াতে ভ্রাতাই কেবল অধিকারী, ভ্রাতৃপুত্র নয়। এবং মৃত ব্যক্তির যদি মৃত সহোদরের পুত্র সংসৃষ্ট ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসংসৃষ্ট থাকে, তবে বৈমাত্র ভ্রাতাই অধিকারী, সহোদরের পুত্র সংসৃষ্ট হইলেও অধিকারী নয়, যেহেতু সে (বৈমাত্রের সহিত) তুল্য সম্পর্কীয় নয়।

যথা—মৃতস্য ধনিনঃ একোভ্রাতা অন্যঃ ভ্রাতৃপুত্রশ্চ সংসর্গিণৌ, তদাতুল্যরূপ সম্বন্ধিসমবায়াভাবেন ভ্রাতৈবাধিকারী নতু ভ্রাতৃপুত্রঃ। যদাচ মৃতস্য মৃতপিতৃক সোদরপুত্র সংসর্গী, বৈমাত্রেয়শ্চাসংসর্গী, তদা বৈমাত্রভ্রাতৈব অধিকারী নতথাবিধ সোদরভ্রাতৃপুত্রঃ তুল্যরূপ সম্বন্ধিত্বাভাবাৎ

* দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভ. দ্বা. র. ৮। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫১৪। † বি. দা. ভা দ্বা. র. ৮। কোল্ ডা. বা. ৩, পৃ. ৫১৩ ও ৫১৪। ‡ দা. ভা. অপু. পৃ. ২২৯। কোল্. দা. ভ. পৃ. ২১২।

সহোদর ইত্যাদি পদ যষ্ঠ্যন্ত রূপে ব্যবহৃত হওয়াতে উপলক্ষণ মাত্র পদ উক্ত, অর্থাৎ সহোদরমাত্রগণের, বৈমাত্রেয়মাত্রগণের, সহোদর ভ্রাতৃপুত্রমাত্রগণের, ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রমাত্রগণের, এবং এতদ্রূপ পিতৃব্যাদির মধ্যে যে সংসৃষ্ট সেই অধিকারী। দা. ভা.

সোদরাণামিত্যাদি যষ্ঠ্যন্তেষু সর্ব্বত্র সোদর মাত্রাণামিত্যাদি মাত্রাগমস্তভাবঃ। তথ ভ্রাতৃপুত্রাণাং—সোদর ভ্রাতৃপুত্রাণাং সাপত্ন ভ্রাতৃপুত্রাণাঞ্চ, পিতৃব্যাদেনাপিত ত্রাপি। দা. ভা. টী. পৃ. ২৩০।

Who can be called a *re-united parcener?**—To this JI´MU´TAVA´HANA says:—Father, son, brothers, paternal uncles, and the rest, are, when re-united, reckoned *re-united* parceners (Coleb. Dá. bhá. p. 168). With reference to the term "and the rest" SRI´KRISHNA TARKA´LANKA´RA has however shewn, or directed re-union among persons as far as the brother's grandson. (Comment on *Dáyabhága*, pp. 224, 225). RAGHUNANDANA affirms, that re-union only takes place between father and son, between brothers, or between paternal uncle and nephew. In effect he considers the term, "and the rest," in the remark of JI´MU´TAVA´HANA, as comprehending only the son and nephew. JI´MU´TAVA´HANA again observes, when treating of the shares of re-united parceners, "re-union should not be admitted among others besides those who are expressly mentioned, else the enumeration would be unmeaning."

Who can be called a re-united parcener?

It appears from the terms—"With his father, brother, or paternal uncle," used in the text of VRIHASPATI, that they alone are determinately meant, who were not separate by birth. Of these, the father is first mentioned, as the distributer of the estate, when it is divided in his life time: the term, taken comprehensively, includes also the paternal grandfather and great-grandfather; the brother is next mentioned, as the distributer of shares among brothers; and lastly, the paternal uncle is named, as the person who distributes an estate shared with a son's son, whose own father is dead: the term, taken comprehensively, includes the son and grandson of a paternal uncle, the great uncle and others. The wife of a brother and the rest are not meant to be so, because they are subject to the control of their husbands and so forth. Among those only does re-union take place; not among others.†

The text "a re-united (parcener) shall keep the share of his re-united co-heir," is intended to provide a special rule governed by the circumstance of re-union after separation, and applicable to the case where a number of claimants in an equal degree of affinity occurs. Hence, if there be competition between claimants of equal degree, whether brothers of the whole blood, or brothers of the half blood, or sons of such brothers, or uncles, or the like, the re-united parcener shall take the heritage.‡ Therefore—

86. No preference is to be given to the circumstance of re-union after separation in the case where claimants in an unequal degree of affinity occur.

Vyavasthá.

Thus for instance, if one brother and another brother's son were re-united with the deceased owner, then owing to the concurrency of the relation in unequal degree of affinity, the brother alone is the heir, not the nephew. Further, if the whole brother's son were re-united with, and a half brother were separated from, the deceased, then owing to the relations not being in equal degree of affinity, the half brother alone is entitled to inherit; not the whole brother's son, though re-united.

Example.

* Vide Coleb. Dig. Vol. III. p. 514. † Coleb. Dig. Vol. III. pp. 513, 514.

‡ Coleb. Da´. bha´. p. 212.

The nouns *brothers &c.*, (in the Sanscrit) being used in the genitive plural form, the word *only* must be understood in every case, that is to say—if the competition be *only* between the brothers of the whole blood, or *only* between those of the half blood, or *only* between whole brother's sons, or half brother's sons, or *only* between the paternal uncles, or the like, then he of them shall alone take the heritage, who was re-united with the late owner. SRI´KRISHNA's commentary on *Dáyabhága*, page 230.

ভ্রাতার প্রপৌত্র ধনির পিতৃসন্ততি হইলেও পিতৃব্য তাহার বাধক, যেহেতু ভ্রাতৃপৌত্র পঞ্চম বলিয়া পিণ্ডদাতা নয়। যথা মনু—তিন পুরুষের তর্পণ করিতে হয়, এবং তিনপুরুষের পিণ্ডদাতব্য; চতুর্থ শ্রাদ্ধ তর্পণ-কর্ত্তা, পঞ্চমের অধিকার নাই*। অতএব—

ভ্রাতুঃপ্রতিনপ্তাতু ধনিনঃ পিতৃসন্ততিরপি পিতৃব্যেন বাধ্যতে, পঞ্চমত্বেন পিণ্ডাদাতৃত্বাৎ। তথাচ মনুঃ—"ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং, ত্রিষুপিণ্ডঃ প্রবর্ত্ততে"। চতুর্থঃ সম্প্রদাতৈষাং, পঞ্চমোনোপপদ্যতে * ইত্যনেন পঞ্চমোনিষিদ্ধঃ। অতএব—

ব্যবস্থা

## ৮৭ ভ্রাতৃপৌত্রের অভাবে পিতৃদৌহিত্রের অধিকার †।

## ৮৭ ভ্রাতৃপৌত্রস্যাভাবে পিতুর্দৌহিত্রস্যাধিকারঃ†।

কারণ যেহেতু সে ধনির পিত্রাদিতিন পুরুষের পিণ্ডদাতা।

ধনিপিত্রাদিত্রয়পিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

প্রমাণ যেমত ধনির প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে (ভ্রাতার পুর্ব্বে) দৌহিত্রের অধিকার, তদ্রূপ পিতারও প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে (পিতৃব্যেরপুর্ব্বে) পিতৃদৌহিত্রের অধিকার বোধ্য, পিতামহ ও প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানেরও পিণ্ডদাতৃত্বসম্বন্ধের নৈকট্যক্রমে অধিকার বোধ্য। "দৌহিত্রও ধনিকে পৌত্রবৎ পরিত্রাণ করে" এই বচন অবিশেষে (দৌহিত্র মাত্রে) প্রযুজ্য, এবং যেহেতু নিজদৌহিত্রবৎ পিতা প্রভৃতির দৌহিত্রও তদ্ভোগ্য পিণ্ডদানদ্বারা সন্তারক। অতএব ইহাদের অধিকার মনুকর্ত্তৃক পৃথক রূপে দর্শিত হয়নাই। যেহেতু "তিনপুরুষের পিণ্ডদিতে হয়" ইত্যাদি বচনে, এবং "অনন্তর" ইত্যাদি বচনে এইসকল অধিকারিধৃত হইয়াছে ‡।

পিতুরপি প্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবে পিতৃদৌহিত্রস্যাধিকারো বোদ্ধব্যঃ ধনিদৌহিত্রস্যেব, এবং পিতামহ প্রপিতামহসন্ততেরপি দৌহিত্রান্তায়াঃ পিণ্ডপ্রত্যাসত্তিক্রমেণাধিকারো বোদ্ধব্যঃ। দৌহিত্রোহপিহ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবদিতিহেতোরবিশেষাৎ, স্বদৌহিত্রবৎ পিত্রাদিদৌহিত্রস্যাপি তদ্ভোগ্য পিণ্ডদানেন সন্তারকত্বাৎ, অতএব মনুনা পৃথগমীষামধিকারো ন দর্শিতঃ "ত্রয়াণামিতি" "অনন্তর" ইতিবচনদ্বয়েনৈব সংগৃহীতত্বাৎ ‡।

যদ্যপি দুহিতার অভাবে দৌহিত্রের অধিকারবৎ পিতৃদৌহিত্রের পুর্ব্বে ভগিনীর অধিকারই হওয়া যুক্ত ছিল, তথাপি সে নারী হওয়াতে এবং পার্ব্বণপিণ্ডদানে অনধিকারিণী হওয়াতে ধনাধিকারিণী নয়। দৌহিত্রের পুর্ব্বে দুহিতার যে অধিকার সে "অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি" (ব্য দ পৃ ১৪৬) ইত্যাদি বিশেষবচনহেতু §। অপিচ বৌধায়ন "স্ত্রী অধিকারিণী" এই অনুবৃত্তি ভাবনায় বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোক ও কোন ইন্দ্রিয়হীন ব্যক্তিরা দায় বিষয়ে নয়, এই শ্রুতি আছে। অর্থাৎদায়রূপধনে অধিকারি নয় এই ভাব। পত্নীপ্রভৃতির যে অধিকার তাহা বিশেষ বচনহেতু অবিরুদ্ধ ‡।

যদ্যপি দুহিত্রভাবেদৌহিত্রস্যেব ভগিন্যা এব প্রাগধিকারো যুক্তস্তথাপিতস্যাঃস্ত্রীত্বেন পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্বাভাবাৎ নাধিকারঃ। দুহিতুস্ত দৌহিত্রাৎপুর্ব্বং অঙ্গাদঙ্গাৎসম্ভবতীত্যাদি ( ব্য. চ্যা. পৃ. ১৪৬ ) বিশেষবচনাদেবাধিকার ইতি §। অপিচ অর্হতি স্ত্রীত্যনুবৃত্তৌ বৌধায়নঃ—"নদায়ং নিরিন্দ্রিয়া অদায়াশ্চ স্ত্রিয়োমতা ইতি শ্রুতেঃ"। ন দায়মর্হতিস্ত্রীত্যন্বয়ঃ। পত্ন্যাদীনান্তধিকারো বিশেষ বচনাদবিরুদ্ধঃ ‡।

ব্যবস্থা

## ৮৮ সহোদরা বৈমাত্রেয়া ভগিনীর পুত্র উভয়েরই তুল্যাধিকার †।

## ৮৮ সোদরভগিনীপুত্র বৈমাত্রভগিনীপুত্রযোস্তুল্যবদধিকারঃ † ।

ভ্রাতুষ্পুত্রাধিকারে সহোদরবৈমাত্রেয় সম্বন্ধ ঘটিত বিশেষ বোধ্য, কিন্তু দৌহিত্রাধিকারে সে বিশেষ নাই ইহা বিবেচ্য। কোন২ পণ্ডিত কহেন জীমূতবাহনের মতে পিতৃদৌহিত্রাধিকারে ভগিনীর সহো-

ভ্রাতুষ্পুত্রস্যাধিকারে সোদরত্বাদি কৃতোবিশেষো বেদিতব্যঃ, নতু দৌহিত্রাধিকারে ইতি ধ্যেয়ং। পিতৃদৌহিত্রাধিকারেঽপি ভগিনী সোদরত্বাদিকৃতো বিশেষোস্তীতি জীমূতবাহনমতমিতি কেচিৎ, নৈতৎ

* দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩২ ও ২৪৩। দা. ক্র. সং. পৃ ৮। বি. দা. ভা. দ্বী. র ৮। কিন্তু পিণ্ডদাতার অভাবে সকুল্যরূপে পঞ্চমাদির অধিকার হয় তাহাপর বর্ণিত হইবে।

† দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩২ ও ২৪৩। দা. ক্র. সং. পৃ. ৮। বি. দা. ভা. দ্বী. ৮। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ৬, প. ২১৪, ও ২২৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ ১৮, ও ১২। কোল্. ড. বা. ৩, পৃ. ৫২৭ ও ৫২৮। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৮, ও ২২, ঐ বা. ২, পৃ ৮৭। এল্. ইল. পৃ. ৭৮।

‡ দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩২ ও ২৩৩। কোল্. দা. ভা. পৃ. ২১৪, ও ২১৫। § দা. ভা. টী ২২৩।

But the brother's great-grandson, though a lineal descendant of the owner's father, is excluded by the paternal uncle: because he is fifth in descent, and (therefore) not a giver of oblations. Thus MANU says: "To three must libations of water be made, to three must oblations of food be presented; the fourth in descent is the giver of those offerings: but the fifth has no concern with them."* Hence—

87. On failure of the brother's grandson, the succession devolves on the father's daughter's son.† *Vyavasthá.*

For he presents three oblation-cakes to the late owner's father and the rest. *Reason.*

On failure of the heirs of the father down to the great-grandson, it must be understood, that the succession devolves on the father's daughter's son, (in preference to the uncle†); in like manner as it descends to the owner's daughter's son (in preference to the brother). The succession of the grandfather's and great-grandfather's lineal descendants, including the daughter's son, must be understood in a similar manner, according to the proximity of the funeral offering: since the reason stated in the text, "for even the son of a daughter delivers him in the next world, like the son of a son," is equally applicable; and his father's or grandfather's daughter's son, like his own daughter's son, transports his manes over the abyss, by offering oblations of which he may partake. Accordingly MANU has not separately propounded their right of inheritance: for they are comprehended under the two passages, "to three must libations of water be made, &c." and "to the nearest kinsman *(sapinda)* the inheritance next belongs."‡ *Authority.*

Although the succession aught previously to devolve on the sister, as it goes to the daughter before the daughter's son, nevertheless she is excluded from the succession, because she is no giver of oblations at the periodical obsequies; being disqualified by sex. But the daughter's right of inheritance before the daughter's son takes effect under the special provision of the text: "As a son so does the daughter of a man proceed from his several limbs," &c. (See V. D. p. 147)§. BOUDHA'YANA, after premising "a woman is entitled," proceeds—"not to the heritage; for females, and persons deficient in an organ of sense or member, are deemed incompetent to inherit." The construction of this passage is, a woman is not entitled to the heritage. But the succession of the widow and certain others (viz, the daughter, the mother, and the paternal grandmother) takes effect under express texts, without any contradiction to this maxim.‡

88. The son of the proprietor's own sister, and the son of his half sister have an equal right of inheritance.§ *Vyavasthá.*

In the succession of brother's sons, a distinction between the whole and half blood must be understood, not in the case of daughter's sons. But lawyers consider it as the opinion of JI'MU'TAVA'HANA, that, in the succession of the sons of the father's daughters and so forth, a distinc-

* Coleb. Da'. bha'. Ch XI. Sect. 6, pp. 214 & 225. The fifth and the rest do however succeed as *sakulya*, on failure of the givers of the oblation-cake. This will be afterwards adverted to.

† Coleb. Da'. bha'. Ch. XI. Sect. 6, pp. 214 & 225. W. Da'. Kra. Sang. pp. 18, 19. Coleb Dig. Vol. III, pp. 527, 528. Macn. H. L Vol. I. pp. 28, 29. Ditto. Vol. II. p. 87.

‡ Coleb. Da'. bha'. pp. 214, 215. § SRI'KRISHNA's comment on *Dáyabhága*, Sans. p. 225

দরত্ব ও বৈমাত্রেয়ত্বানুসারে বিশেষ আছে। কিন্তু তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার সম্মত নয়, কেননা মাতামহের পিণ্ডে মাতামহীর ভোগ বোধক শাস্ত্র দৃষ্ট হয় না। বি. দা. ভা. দী. র ৮।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারসম্মতং, যতো মাতামহপিণ্ডে মাতামহীভোগস্য শাস্ত্রং ন দৃশ্যতে। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

ভিন্নং আদালতে দত্ত এবং গ্রাহ্য হওয়া, ও সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি এক পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া মরে, তাহার মরণানন্তর ঐ পুত্র তিন ভগিনী বিদ্যমানে লোকান্তর গত হয়। এই তিন ভগিনীর মধ্যে একজন এক পুত্র রাখিয়া মরে, সে পুত্র জীবিত আছে, অবশিষ্ট দুই ভগিনীর মধ্যে এক জনের দুই পুত্র, তাহারা বিদ্যমান, অপরা ভগিনী অবীরা। এমত অবস্থায় ধনির ত্যক্ত ধন জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে কিরূপে বিভক্ত হইবে? ঐ জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ সেই পরিমিত বিষয় দান কিম্বা বিক্রয় করিতে ক্ষমতা রাখে কি না, যাহা তাহার নিজঅংশের অধিক না হয়।

ভ্রাতৃপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে পিতৃদৌহিত্র যথাশাস্ত্র অধিকারী।

উত্তর। পিতার মরণে তাহার সমুদয় বিষয় তৎপুত্রকে মাত্র অর্শে, পুত্র থাকিতে কন্যাকে অর্শে না। যদি ঐ পুত্র ভ্রাতৃপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারিহীন হইয়া মরিয়া থাকে, তবে তাহার পিতৃদৌহিত্রেরা সমানরূপে তদ্বিষয়াধিকারি হইবে। ভগিনীরা ভ্রাতৃধনে অধিকারিণী নয় প্রত্যেক পিতৃদৌহিত্র উক্ত বিষয়ের নিজ যোগ্যাংশ দান কিম্বা বিক্রয় করিতে সক্ষম। কোনক্রমে ভগিনী বিষয় হস্তান্তর করিতে ক্ষমতাবতী নয়। এই মত দায়ভাগ ও দায় তত্ত্ব ও মনুসংহিতা ও আর আর প্রামাণিক গ্রন্থের মতানুগত।

প্রমাণ—

গৌতম—"উৎপত্তি-হেতু স্বামিত্ব ধন হউক, যথা আচার্য্যেরা আদেশ করেন"।

"পিতার স্বত্বনাশ হইলে তদ্ধনে পুত্রের জন্মহেতু স্বামিত্ব জন্মে, এই স্বামিত্ব জন্য পুত্র পিতার ধন গ্রহণে অধিকারী"। দায়তত্ত্বের এই মত।

দায়ভাগের মত যথা—"পিতার প্রপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে বোধ করিতে হইবে যে ধন পিতৃদৌহিত্র গামি"।

মনু কহেন—"দৌহিত্রও পৌত্রের ন্যায় ধনিকে উদ্ধার করে, এবং ধনিকে তদ্দোপা পিণ্ডদানদ্বারা পিতামহের ও প্রপিতামহের দৌহিত্রও নিজ দৌহিত্রের ন্যায় পরিত্রাণ করে।

বৌধায়ন—"নারী অধিকারিণী, এই অনুবৃত্তি ভাবনায় কহিলেন, 'দায় বিষয়ে নয়' কারণ নারীরা এবং কোন ইন্দ্রিয়হীন ব্যক্তিরা দায়াধিকারি হয় না।

উক্ত বাক্যের ভাব এই যে স্ত্রীলোক দায়াধিকারিণী নয়, তবে যে পত্নী এবং আর কএক জন (অর্থাৎ দুহিতা, মাতা, ও পিতামহী) অধিকারিণী সে বিশেষ বচন-বলে এবং তদ্বিরোধাভাবে *।

জিলা নদিয়া, চা. ১ সেক. ৬, মোকদ্দমা ১ ( পৃ. ৮২ ও ৮৩ )।

প্রশ্ন। এক নাবালগ কিছু পৈতৃক ভূমিতে অধিকারী হইয়া এক বিমাতা, এক অবিবাহিতা সহোদরা, ও তিন পিতৃব্য রাখিয়া লোকান্তরগত হয়। তাহার মরণের পর তাহার ভগিনী বিবাহিতা হইয়া এক সুজাত পুত্র প্রসব করে। এমত অবস্থায় এতদ্দেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে ঐ অপ্রাপ্ত ব্যবহার মৃতব্যক্তির ত্যক্তধন উপরি উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকে অর্শে?

* এই মকদ্দমায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে না যে যে ভগিনীর দুই পুত্র ছিল সে ভগিনী সম্ভাবিতাপুত্রা ছিল, কি তাহার রজোনিবৃত্তি হইয়াছিল, কিম্বা সে বিধবা ছিল। এক দুহিতারও পুত্র হইবার সম্ভাবনা থাকিতে যদি পিতৃদৌহিত্রেরা মাতুলের ধন বিভাগ করে এবং ঐ বিভাগের পরে যদি ঐ দুহিতার এক পুত্র জন্মে তবে সে পুত্র ঐ বিষয়ের সমানভাগ পাইবে, কারণ এ বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বিভক্তজের অধিকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন যথা—পুত্রদের মধ্যে বিভাগের পর যদি সবর্ণার গর্ভে পুত্র জন্মে তবে সে ঐ ভাগের ভাগী হইবে, (পরন্তু) আয় ব্যয় বিশোধের পর যে বিষয় দৃশ্য হইবে সে তাহারই অংশ পাইবে। এইমত অশুদ্ধ, তাহা পরে লিখিত বিবেচনাদ্বারা প্রকাশ পাইবে।

tion is taken between uterine and half sisters. Herein Sri´krishna Tarka´lanka´ra does not acquiesce, because no law is found expressly declaring the participation of a maternal grandmother in the oblation-cake offered to the maternal grandfather. See Coleb. Dig. Vol. III. p. 528.

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. A person died, leaving a son and three daughters him surviving. Subsequently to his death, his son departed this life before his three sisters. Of the three sisters one died, leaving a son who is alive; and of the surviving, one is mother of two sons, who are living, and the other is a childless widow. Under these circumstances, how will the property left by the original proprietor be distributed among the survivors? Is any one of the survivors authorised to give or sell a portion of the property, such portion not exceeding his or her share?

Father's daughters' sons are the legal heirs, on failure of brother's son's son.

R. On the death of the father, his entire estate should have devolved on his son only, by whom his daughters are excluded. If the son died, leaving no heir down to the brother's son's son, his father's daughters' sons are equally entitled to inherit from him. The sisters have no right to succeed their brother. Each of the father's daughters' sons is authorised to make a gift or sale of his own share of the property. The sisters under no circumstances are competent to make any alienation of the property. This opinion is conformable to the *Dáyabhága*, *Dáyatatwa*, Manu, and other legal authorities.

*Authorities:*

Goutama:—" Let ownership of wealth be taken by birth, as the venerable teachers direct."

" The right of a son to the father's property accrues on the extinction of the father's property; and by his own birth; and by such ownership, the son is competent to take his father's estate." This is the doctrine of the *Dáyatatwa*.

The following is the doctrine laid down in the *Dáyabhága*: " On failure of heirs of the father down to the great-grandson, it must be understood that the succession devolves on the father's daughter's son."

Manu says: " For even the son of a daughter delivers him in the next world, like the son of a son; and his father's or grandfather's daughter's son, like his own daughter's son, transports his manes over the abyss, by offering oblations of which he may partake."

Boudha´yana, after premising, " a woman is entitled," proceeds—" not to the heritage; for females, and persons deficient in an organ of sense or member, are deemed incompetent to inherit."

" The construction of this passage is, 'a woman is not entitled to the heritage.' But the succession of the widow and certain others, (viz., the daughter, the mother, and the paternal grandmother,) takes effect under express texts, without any contradiction to this maxim.*"

Zillah Nuddea. Ch. I. Sect. 6, Case 1, pp. 82, 83.

Q. A minor who had succeeded to some ancestral landed property, died leaving step-mother, an unmarried uterine sister, and three paternal uncles. Subsequently to his death, his sister was disposed of in marriage, and had a son born in lawful wedlock. In this case, according to the law current in this country, on which of the persons abovementioned does the property left by the deceased minor devolve?

* It was not distinctly stated in this case, whether there was any possibility that the sister, who was the mother of two sons, might bear other sons, or whether she was past child-bearing or widowed. If the father's daughter's sons make partition of their maternal uncle's estate while one of them is capable of bearing more children, and subsequently to the partition a son be born, he should have an equal share of the inheritance, for the succession of a son after partition is in this case provided for. Ja´gnyavalkya declares: " When the sons have been separated, one afterwards born of a woman equal in class, shares in the distribution. His allotment must positively be made out of the visible estate, corrected for income and expenditure." This remark is inaccurate, as will appear from a subsequent observation.

পিতৃদৌহিত্র থাকিতে বিমাতা ও পিতৃব্যেরা অধিকারি নয়।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায় কেবল ভাগিনেয় মাতুলের ধনাধিকারী, যেহেতু সে ঐ নাবালগের পিতার দৌহিত্র, বিমাতা ঐ বিষয় হইতে ভরণপোষণ পাইবে। পিতৃব্যেরা ধনাধিকারি নয়, যেহেতু উক্ত কন্যার পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল।

প্রমাণ। দায়ভাগে লিখিত,—"যেমত ধনির প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে দৌহিত্রের অধিকার, তদ্রূপ পিতারও প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে পিতৃদৌহিত্রের অধিকার বোধ্য। কারণ দৌহিত্রও ধনিকে পৌত্রবৎ পরিত্রাণ করে"।

দায়ভাগধৃত মনু—"যাহারা জাত হইয়াছে এবং যাহারা অজাত, ও যাহারা গর্ব্ভে স্থিত সকলেই বৃত্তি আকাঙ্ক্ষাকরে, বৃত্তিলোপ গর্হিত কর্ম্ম"।

ব্যবহারতত্ত্বাদিতে ধৃত বৃহস্পতিবচন- "গৃহেরদ্রব্য, কর্ষণীয়ভূমি, হট্ট, এবং আর আর স্থাবর বস্তু স্বামী নয় এমত বন্ধু বা নিকট জ্ঞাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেও তাহার যথার্থ স্বামী তাহা হারাইবে না"। ঢাকা কোর্ট আপীল ৩১মে চ্যা. ১, সেক. ৬, মোকদ্দমা ২, (পৃষ্ঠা ৮৪ ও ৮৫)।

প্রশ্ন ১। দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠের এক পুত্র ছিল (ঐ পুত্র অনন্তর মরিল) কিন্তু তাহার এক পুত্র বর্ত্তমান, দ্বিতীয় ভ্রাতা এক পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া মরিল, এই পুত্র অবিবাহিতাবস্থায় কাল প্রাপ্ত হয়, উক্ত তিন কন্যার মধ্যে প্রথম অপুত্রা মরে, দ্বিতীয়া এক পুত্ররাখিয়া মরে, শেষ কন্যা বর্ত্তমান আছে ও তাহার এক পুত্র হইয়াছে। উপরিউক্ত ব্যক্তিরা পৃথক২ পরিবার রূপে বাস করে, এবং উক্ত দ্বিতীয় ভ্রাতার পুত্র পিতার ধনাধিকারী হইয়া মরে। এমত অবস্থায় তাহার ধনে জীবিত তিন ব্যক্তির মধ্যে কে অধিকারী?

ভগিনী অনধিকারিণী। কিন্তু তাহার পুত্র থাকিতে পিতৃব্যের পৌত্র অধিকারী নয়।

উত্তর ১। প্রকাশ পাইতেছে যে দ্বিতীয় ভ্রাতার ঐ পুত্র দৌহিত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরিয়াছে, অতএব তাহার পিতার দুই দৌহিত্র তাহার ত্যক্ত ধনে সমানরূপে অধিকারি, যেহেতু তাহারা পিণ্ডদানদ্বারা তৎপিতার উপকার করে, এস্থলে পিতৃদৌহিত্রেরা বর্ত্তমান, এবং ধনির নিজ দৌহিত্রের অভাবে অধিকারি, নিকট জ্ঞাতিকে অর্থাৎ পিতৃব্যের পৌত্রকে ধনাধিকারী হইতে অধিকার নাই। এবং উক্ত মৃত পুত্রের ভগিনীরও ভ্রাতৃধনে স্বত্ব নাই।

প্রশ্ন ২। যদি ঐ পরিবারের আবহমান এমত আচার থাকে যে কন্যা ও দৌহিত্র থাকিতেও নিকট জ্ঞাতি ধনাধিকারী হয়, এবং ঐ পরিবারের কোন ব্যক্তি যদি পুত্র না রাখিয়া মরে, তবে শাস্ত্রানুসারে এমত অবস্থায় ঐ ধন নিকট জ্ঞাতিকে অর্শিবে, অথবা দুহিতা ও দৌহিত্রগণকে?

কিন্তু আবহমান কুলাচার থাকিলে উক্তব্যবস্থার অন্যথাচরণ হইতে পারে।

উত্তর ২। যদি এমত প্রমাণ হয় যে প্রশ্নে উল্লিখিত কুলাচার চিরকালাবধি ঐ পরিবারে আবহমান আছে, তবে উক্ত মৃত পুত্রের মরণে তাহার ধন তাহার জ্ঞাতিকে অর্শিবে, আর২ উত্তরাধিকারিকে অর্শিবেনা।

জিলা জঙ্গল মহল, ১৬ জুন ১৮২৩ সাল, চ্যা. ১, সেক. ৬, মোকদ্দমা ৩ (পৃ. ৮৫ ও ৮৬)।

প্রশ্ন। দুইসহোদরে পৈতৃক ভূমি, বাটী, ও আর২ স্থাবর অস্থাবর বিষয় বিভাগ করিয়া স্ব২ বিষয় ভোগ করতঃপৃথক বাস করিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ধনে তাহার যে এক পুত্র ছিল সেই অধিকারী হইল। এই পুত্র এক বৈমাত্রা ভগিনী, ঐ ভগিনীর পুত্র, এবং সহোদরা ভগিনীর এক পুত্র, ও নিজ পিতৃব্যের এক পৌত্র রাখিয়া নিসসন্তান কালপ্রাপ্ত হয়। এমত অবস্থায় জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কে ঐ ধনে অধিকারী?

সহোদরাভগিনীর পুত্রের সহিত বৈমাত্রা ভগিনীর পুত্র যুগপৎ অধিকারী।

উত্তর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রের মরণে এবং তাহার ভ্রাতৃপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি নাথাকাতে তাহার পিতৃদৌহিত্রেরা সকলেই সমান রূপে বিষয়াধিকারি * যেহেতু পিতাপ্রভৃতি করিয়া তিন পুরুষকে পিণ্ডদান

* সহোদরা ভগিনীর পুত্র ও বৈমাত্র ভগিনীর পুত্র উভয়েই তুল্যরূপে ধনাধিকারি (কোলব্রুক সাহেবের) দায়ভাগানুবাদের ২২৫ পৃষ্ঠার নোট্‌দ্রষ্টব্য।

A sister's son excludes a step-mother and paternal uncles.

R. Under the circumstances above stated, the sister's son is exclusively entitled to succeed to his uncle's estate, he being the grandson of his (the minor's) father. The step-mother must be provided by him with food and raiment out of the estate. The paternal uncles were not entitled to succeed, because there was a probability of the sister's bearing a son.

Authorities cited in the *Dáyabhága* :—"On failure of heirs of the father down to the great grandson, it must be understood that the succession devolves on the father's daugther's son, in like manner as it descends to the owner's daughter's son ; for even the son of a daughter delivers him in the next world like the son of a son."

The text of MANU, laid down in the same authority : "They who are born, and they who are yet unbegotten, and they who are actually in the womb, all require the means of support ; and the dissipation of their hereditary maintenance is censured."

The text of VRIHASPATI, cited in the *Vyavahár atatwa* and other authorities : "The property of a house, arable land, a market, or other immovables which are possessed by a friend, or a near kinsman in the male or female line, who is not the proprietor, shall not be lost to the rightful owner."

Dacca Court of Appeal, May 31st. Chap. I. Sect. 6, Case 2, pp. 84, 85.

Q. 1. Of two brothers the eldest had a son (since dead), whose son A is living. The second brother had a son, B, and three daughters, C, D, and E. B died unmarried. Of the daughters, C and D died, the former leaving no male issue, and the latter leaving a son, F. The last named daughter, E, is living, and has a son, G. The above individuals lived separately as a divided family, and B died possessed of his father's property. In this case, which of these three individuals, (that is to say, A, E, and F.) is entitled to succeed to the estate left by B ?

Sisters have no right of inheritance, but their sons exclude the paternal uncle's son's son.

R. 1. It appears that B died, leaving no heir down to a daughter's son ; consequently his father's two grandsons in the female line, that is, F and G, are entitled to share equally the property left by him, because they confer benefits on his father by offering the funeral cake to his manes. Here the father's daughters' sons are living, and succeed in default of his own daughter's son. The nearest kinsman who sprung from the same line, that is, A, the uncle's grandson, has no right of succession. E (the sister of B) has no title to inherit her brother's estate.

Q. 2. Supposing it to have been an invariable rule in the family, that the nearest kinsman of the same stock should inherit, though there be a daughter and daughter's sons living, and a member of such family die, leaving no son ; according to law, will his property in such case devolve on the kinsman, or on the daughter and daughter's sons ?

Unless the contrary should have been the invariable usage.

R. 2. Should it be proved that the usage stated in the question has been invariable and immemorial in the family of the parties, in this case B's property will devolve on his kinsman (A), to the exclusion of the other heirs.

Zillah Junglemehauls, June 16th 1823. Ch. I. Sec. 6, Case 3, pp. 85, 86.

Q. Two brothers of the whole blood having divided their paternal estate, consisting of lands, houses, and other real and personal property, lived apart, in the enjoyment of their respective shares. The eldest brother was succeeded by his only son, who died without issue, leaving a sister of the half blood, her sons, a son of his uterine sister, and a grandson of his uncle. In this case, which of the survivors is entitled to inherit ?

The son of a half sister succeeds to property jointly with the son of a whole sister.

R. On the death of the eldest brother's son, in default of heirs down to the brother's grandson, all of his father's daughter's sons* are equally entitled to the succession, because they severally confer

* The sons of the proprietor's own sister, and the sons of his half sister, have an equal right of inheritance. See Note to the *Dayabhaga*, page 225.

করাতে তাহারা প্রত্যেকেই ধনির উপকার করে, এবং সহোদরা ও বৈমাত্রা ভগিনীর পুত্রগণের মধ্যে বিশেষ নাই।

জিলা জঙ্গল মহল, ২ আগস্ট ১৮২৬সাল, চ্যা. ১, সেক. ৬, মকদ্দমা ৪ ( পৃ. ৮৬ ও ৮৭ )।

বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে, পিতৃদৌহিত্র থাকিতে পিতৃব্যের পৌত্র অধিকারী নয়।

প্রশ্ন। এক ব্যক্তি তাহার পিতৃব্যের পৌত্র ও সহোদরা ভগিনীর পুত্র রাখিয়া মরে, এমত অবস্থায় জীবিত ব্যক্তিরা কি উভয়েই ধনাধিকারি। যদি তাহা না হয়, তবে তন্মধ্যে কাহার অধিকার অগ্রিম?

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায় ভাগিনেয়ই কেবল ঐ বিষয়ে অধিকারী।

প্রমাণ।—পিতার প্রপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে পিতৃদৌহিত্র তাহার উত্তরাধিকারী, কারণ সে ঐ মৃত ধনির তিন পুরুষকে পিণ্ড প্রদান করে, তৎপিতা সে পিণ্ডভাগী হয়। চ্যা. ১ সেক৬, মকদ্দমা ৫ পৃ.৮৭।

প্রশ্ন। কোনব্যক্তি দুই পুত্র, এক দুহিতা এবং ঐ দুহিতার এক পুত্র রাখিয়া মরে। তাহার মরণান্তর তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র উপরি উক্ত কএক জনকে রাখিয়া নিসসন্তান মরিল, তদনন্তর কনিষ্ঠ পুত্র এক পত্নী ও দুহিতা রাখিয়া মরিল। অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্রের এই পত্নী মরিল, এবং তাহার দুহিতা নিজপতি ও অবিবাহিতা এক কন্যা রাখিয়া মরিল। এমত অবস্থায় জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে কে ঐ মূল ধনির ত্যক্ত বিষয়ে অধিকারী?

দৌহিত্রী ও পিতৃদৌহিত্র থাকিতে পিতৃদৌহিত্রই অধিকারী।

উত্তর। কনিষ্ঠ পুত্রের মরণে তাহার পত্নী তাহার সমুদয় বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছিল, তাহার মরণে তাহার কন্যা ঐ বিষয়াধিকারিণী হয়, কিন্তু ঐ কন্যার স্বামী ও দুহিতা অনধিকারি, যেহেতু তাহারা মৃত ধনির কোন উপকার করেনা। কিন্তু পিতার দৌহিত্র ধনাধিকারী। জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়—বনাম—রামরত্ন চট্টোপাধ্যায়, ২৮ ফেব্রুওয়ারি ১৮১৭ সাল, চ্যা.১ সেক ৬, মকদ্দমা ৬(পৃ.৮৮)

প্রশ্ন। কোন ভূম্যধিকারী, এক পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া মরে তাহার মরণান্তর ঐ পুত্র তৎসমুদয় বিষয়াধিকারী হইয়া উপরিউক্ত ভগিনীগণকে রাখিয়া নিসসন্তান কাল প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে দুই ভগিনী অবীরা হইয়া লোকান্তর গতা হয়, অবশিষ্টা দুই ভগিনীর মধ্যে একজনের তিন পুত্র, অন্যের এক দত্তক পুত্র, এমত অবস্থায় ইহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকে কিপরিমিত ধনে অধিকারী?

বঙ্গদেশে এক ভগিনীর দত্তকপুত্র অন্য ভগিনীর তিনপুত্রের সহিত বিভাগে সপ্তমভাগ পাইবে *

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায় বিষয় সাতভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে এক ভগ্নীর তিন পুত্রে ছয়ভাগ লইবে এবং অন্য ভগিনীর দত্তক অবশিষ্ট একভাগ লইবে *।

জিলা হুগলি২৮ সেপ্টেম্বর ১৮১২ সাল, চ্যা.১ সেক ৬, মকদ্দমা ৭ (পৃ.৮৯)।

প্রশ্ন। একব্যক্তি নিজ পত্নীকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া মরে, এবং ঐ পত্নী পতির পিতামহের ভ্রাতৃপৌত্রকে ও প্রপৌত্রকে এবং পতির ভাগিনেয়কে রাখিয়া মরে। এমত অবস্থায় এই তিন ব্যক্তির মধ্যে তৎপতির বিষয়ে অধিকারী কে?

পিতৃদৌহিত্র থাকিতে পিতামহের ভ্রাতার পৌত্রের ও প্রপৌত্রের অধিকার নাই।

উত্তর। শাস্ত্রানুসারে ভাগিনেয় ধনাধিকারী। পিতামহের ভ্রাতারপৌত্রের ও প্রপৌত্রের কোন দাওয়া নাই।

জিলা বর্দ্ধমান, ১২ মে ১৮২৩ সাল, চ্যা.১ সেক৬, মকদ্দমা৮ (পৃ. ৮৯ )।

প্রশ্ন। কোন ভূম্যধিকারী পৈতৃক ভূমি দখলের নিমিত্তে আদালতে নালিশ করিয়া ঐ নালিশ নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে এক সহোদরা ভগ্নী, ঐ ভগ্নীর পুত্র এবং অন্য ভগ্নীর এক পুত্র ও চারি পুরুষীয় এক জ্ঞাতি রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। তাহার মরণানন্তর তাহার পিতৃদৌহিত্র উত্তরাধিকারী হওন নিমিত্ত অভিযোগ করিয়া মকদ্দমা দায়ের থাকা কালীন কাল প্রাপ্ত হইল। এক্ষণে ধনির ভগ্নী ঐ ভগ্নীর পুত্রবধূ, অন্য ভগ্নীর একপুত্র, ও চারি পুরুষীয় এক জ্ঞাতি বর্ত্তমান। এমত অবস্থায় জীবিত এই কএক ব্যক্তির মধ্যে কে ধনাধিকারী?

পিতৃদৌহিত্র থাকিতে প্রপিতামহের সন্তান অধিকারী নয়।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায়, মূলধনির মরণে তাহার দুই ভাগিনেয়ই কেবল অধিকারি, তাহারা থাকিতে ঐ চারিপুরুষীয় জ্ঞাতি অর্থাৎ প্রপিতামহের সন্তান ধনাধিকারী নয়। দায়তত্ত্বে লিখিত আছে যে পিণ্ডদানদ্বারা অধিক উপকারী যে সেই ধনাধিকারী।

* এইব্যবস্থা অশুদ্ধ, যথা ব্যবস্থাদর্পণের ১৭৪—১৭৬, ও১৭২ পৃষ্ঠা দেখিলে প্রকাশ পাইবে।

benefits on him by presenting oblations of food to the manes of his three ancestors, including his father, and there is no difference between the sons of sisters of the whole and of the half blood.

Zillah Junglemehauls, August 2nd, 1826. Ch. I. Sec. 6, Case 4, (pp. 86, 87.)

Q. A person dies, leaving his paternal uncle's son's son and a son of an uterine sister: in this case, are both the survivors entitled to the succession? if not, which of them has the superior title?

R. Under the circumstances above stated, the sister's son is exclusively entitled to the heritage.

According to the law as current in Bengal a sister's son excludes a paternal uncle's grandson.

*Authorities:* —"In default of heirs down to the father's great grandson, the father's daughter's son succeeds; for he presents the funeral cakes to the manes of the three ancestors of the deceased proprietor, of which his father partakes." Ch. I. Sec. 6, Case 5, (p. 87.)

Q. A man died leaving two sons, a daughter and her son. Subsequently to his death his eldest son died without male issue, leaving the above named individuals him surviving, and then the younger died, leaving a widow and a daughter. Lastly, the widow and the daughter of the younger son died, the latter leaving her husband and an unmarried daughter. In this case, which of the survivors is entitled to the landed estate left by the father?

R. On the death of the younger son, his widow was entitled to his entire property; and on her demise, her daughter derived from her a title to the inheritance. The daughter's husband and daughter are however excluded, because they confer no benefit on the deceased proprietor. The father's daughter's son is entitled to the inheritance. February 28th, 1817. Chap. I. Sec. 6, Case 6, (page 88.)

The sister's son excludes the daughter of a daughter.

Joynáráyan Mukarjyá *versus* Rám Rattan Chátturjyá.

Q. A person possessing some landed property dies, leaving a son and four daughters. Subsequently to his death, the son takes possession of the whole of his paternal estate, and dies without male issue, leaving his sisters above named, two of whom died, leaving neither husband nor children; and of the surviving sisters, one had three sons, and the other a son by adoption. Under these circumstances, to what proportion of the estate will each individual survivor be entitled?

R. Under the circumstances above stated, according to law the estate will be made into seven parts, of which the three sons of one sister will take six shares, and the adopted son of the other the remaining one.*

In Bengal, the adopted son of a sister takes a seventh, as co-heir with three sons of another sister.*

Zillah Hooghly, September 28th, 1812. Ch. I. Sec. 6, Case 7, (pp. 88, 89.)

Q. A person dies leaving a widow as his heir; and the widow dies, leaving her husband's paternal grandfather's brother's grandson and great grandson in the male line, and also her husband's sister's son. In this case, which of these three surviving individuals is entitled to succeed to her husband's estate?

R. The sister's son is, by law, entitled to the inheritance. The paternal grandfather's brother's grandson and great grandson have no claim to the succession.

A sister's son excludes a paternal grand uncle's descendants.

Zillah Burdwan, May 12th, 1823. Ch. I. Sec. 6, Case 8, (p. 89.)

Q. A landed proprietor, having filed a suit in a court of justice to obtain possession of his paternal landed estate, died previously to its decision, leaving an uterine sister, her son, the son of another sister, and a descendant in the fourth degree of the paternal line. Subsequently to his death, the sister's son claimed to be his representative, and died while the claim was pending. There are now surviving his sister, her son's widow, the son of another sister, and the descendant in the fourth degree of the paternal line. Under these circumstances, which of the surviving individuals is entitled to the succession?

R. Under the circumstances above stated, on the death of the original proprietor, his sole heirs were his two sisters' sons, by whom his great grandfather's descendant, (in other words, the fourth person in descent of the paternal line,) is excluded from the inheritance. It is mentioned in the *Dáyatatwa*, that he is entitled to the succession who confers the most benefit in presenting funeral oblations.

A sister's son excludes a descendant in the male line of a great grandfather.

* This is inaccurate. See V. D. pp. 165—167 & 173.

চারি পুরুষীয় জ্ঞাতি ধনির প্রপিতামহের পিণ্ডদাতা বটে; কিন্তু পিতৃদৌহিত্রেরা ধনির পিতা প্রভৃতি করিয়া তিন পুরুষের পিণ্ডদাতা (তন্মধ্যে ধনির পিতাই প্রধান)। অতএব পিতৃদৌহিত্রেরা থাকিতে প্রপিতামহের সন্তান অধিকারী নয়।

দায়ভাগধৃত মনু-বচন—"তিন পুরুষের তর্পণ করিতে হয়, এবং তিন পুরুষকে পিণ্ডদাতব্য, চতুর্থ ঐ সকলের সম্প্রদাতা, পঞ্চম অনধিকারী।

পিতার প্রপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে বোধ করিতে হইবে যে পিতৃদৌহিত্র ধনাধিকারী। জীমূতবাহনের এই মত।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কহেন পিতামহের সহোদর ভ্রাতা প্রভৃতি থাকিতেও পিতৃদৌহিত্র অধিকারী।

অতএব ধনির মরণে তাহার দুই ভাগিনেয় তাহার ধনাধিকারি, এবং তন্মধ্যে এক ভাগিনেয়র মরণে তাহার পত্নী নিজ স্বামির অংশভাগিনী।

দায়ভাগে ধৃত বৃহন্মনু-বচন এই বিষয়ক। (দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩৪)। জিলা মৈমনসিংহ ১৮ মে.১৮২৩ সাল, চ্যা.১, সেক ৬, মকদ্দমা ৯(পৃ. ৮৯—৯১)।

প্রশ্ন। একব্যক্তি পত্নী ও ভাগিনেয় রাখিয়া মরে, পরে এই ভাগিনেয় ঐ পত্নীর জীবন কালে এক পুত্র রাখিয়া মরে। উক্ত পত্নীর মরণে তাহার ত্যক্ত বিষয়ে ঐ ভাগিনেয়র পুত্র অধিকারী কি না?

ভগিনীর পৌত্র অধিকারী নয়।

উত্তর। উক্ত পত্নীর জীবনকালে যে ভাগিনেয় মরিয়াছে তাহার পুত্র ধনাধিকারী নয়।

জিলা শ্রীহট্ট, ৮ মে ১৮১২ সাল, চ্যা.১, সেক ৬, মকদ্দমা ১০ (পৃ. ৯১)।

৮৭ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

৵০ কোন মৃতধনির গোষ্ঠি মিথিলা হইতে আসিয়া পুরুষানুক্রমে বঙ্গদেশে বাসকরে. ঐ ধনির মরণে, তৎ পিতৃব্যপুত্রেরা এবং পিতৃদৌহিত্রেরা তাহার বিষয় দাওয়া করিল। জিলার জজ বিচার করিলেন যে শাস্ত্রানুসারে মৃতের পিতৃদৌহিত্র বলিয়া বাদীই বিষয় পাইবে। মৃতধনির বিমাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া ভরণপোষণে অধিকারিণী। আপীলে ঢাকার প্রবিন্স্যাল কোর্ট উক্ত নিষ্পত্তি বহাল রাখিলেন। সদর দেওয়ানী আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতদিগের এমত মত পাইয়া যে "যদি উক্ত পরিবার মিথিলা হইতে বাঙ্গলায় বাস করিয়া বাঙ্গলার লোকের সহিত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং এইদেশে জমীদারি করিয়া থাকে, তবে মৃতধনির ভাগিনেয় গোলোকচন্দ্র বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে ধনাধিকারী। কিন্তু যদি ঐ বংশ বাঙ্গলায় বাসমাত্র করিয়া মিথিলার লোকের সহিত ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং ঐ দেশের শাস্ত্র এবং আচার ব্যবহার পালন করিয়া থাকে, তবে মিথিলার শাস্ত্রানুসারে পিতৃব্য রাজচন্দ্র ঐ বিষয়ে অধিকারী হইবে," এবং এমত বিবেচনা করিয়া যে বিরোধীয় ভূমি বঙ্গদেশে স্থিত ও বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ পরিবার এইদেশে বাসকরিয়াছে এবং মিথিলা-দেশীয় শাস্ত্রের নিয়মাদি একাদিক্রমে পালন হয় নাই, নিম্ন আদালতের ডিক্রীস্থিরতর রাখিলেন। রাজচন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—বনাম—গোলোকচন্দ্র গুহ, ২২ জানওয়ারি ১৮০১ সাল, স. দে. আ. রি. বা.১, (পৃ.৪৩)।

৵০ রামমণি নিজপিতার ও ভ্রাতার উত্তরাধিকারিণী রূপে তাহাদের ত্যক্ত বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ করিলে তাহার দাবী ডিসমিস হইল এই হেতুতে যে তাহার ভ্রাতাদের মৃত্যুর পর তাহার মাতা মরিয়াছিল, এবং মাতার মৃত্যু-কালীন তাহার (অর্থাৎ রামমণির) একপুত্রও জীবিত ছিলনা, (অপিচ অবশেষে মরে তাহার যে ভ্রাতা সে কোন পুরুষদায়াদকে এক দান পত্র লিখিয়া দিয়াছিল)। রামমণি চৌধুরাণী—বনাম—হেমলতা চৌধুরাণী। ৬ জানওয়ারি ১৮৩৫ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৬, (পৃ. ৩)।

৵০ মাতুলের ধনাধিকারী হইয়া ভাগিনেয় মরিলে পর এই ভাগিনেয়র মাতাকে নিরাস করিয়া পত্নী অধিকারিণী হইল। রামজয় গোস্বামী—বনাম—রামরাণী দেবী। স. দে. আ. রি. বা. ৪, (পৃ. ৪৭)।

The person in the fourth degree of descent is indeed a giver of funeral oblations to the proprietor's great grandfather, but his sisters' sons present oblations to his three ancestors, including his father, (who is principally considered.) Consequently his great grandfather's descendant cannot inherit, where there are his father's daughters' sons surviving.

The text of MANU cited in the *Dáyabhága:* "To three must libations of water be made; to three must oblations of food be presented, the fourth in descent is the giver of those offerings; but the fifth has no concern with them."

But on failure of heirs of the father down to the great grandson, it must be understood that the succession devolves on the father's daughter's son. This is the opinion of JI'MU'TAVA'HANA.

SRI'KRISHNA says:—"The father's daughter's son inherits, though there be the grandfather's uterine brother or the like living."

Consequently, on the death of the proprietor, his father's two daughters' sons should have succeeded to the property which their uncle left; and on the death of one of the sisters' sons, his widow is entitled to her husband's share of the estate.

To this effect is the text of VRIHAT MANU, cited in the *Dáyabhága.* (See V. D. p. 35.)

Zillah Mymensingh, May 18th 1823. Ch. I. Sec. 6, Case 9, (pp. 89—91.)

Q. A person died, leaving a widow and a sister's son, who died before the widow, leaving a son Is the sister's son's son entitled, on the death of the widow, to inherit the property left by her?

A sister's grandson is not an heir.

R. The sister's son's son, whose father died previously to the widow's decease, has no title to the succession.

Zillah Sylhet, May 8th, 1812. Ch. I. Sec. 6, Case 10, (p. 91.)

*Cases* bearing on the vyavastha' No. 87.

I. The sons of the paternal uncle and of the sister of a deceased Hindu, whose family, originally from Mithilá, had resided for generations in Bengal, claimed his estate. The Zillah court adjudged, that the estate fell by law to the plaintiff as deceased's sister's son in preference to his paternal uncle; that Lakkhí Priyá, step-mother of the deceased, was entitled to maintenance. The provincial court of Dacca affirmed this decree in appeal. The Sudder Dewanny Adawlut, under the opinion of their pandits to the effect that "if the family, being from Mithilá, but dwelling in Bengal, performed religious rites with the people of Bengal, and held a zemindary in that province, then Golokchandra, the deceased's sister's son, is entitled to it conformably to the Bengal law. But if the family merely dwelt in Bengal, and performed religious ceremonies with the Mithilá-people, and observed the laws and usages of that province, then Rájchandra, the paternal uncle, will inherit according to the Mithilá-law," and on consideration that the contested lands were situated in Bengal; that the family had been long resident in Bengal; that there had been no uniform observance of the ordinances of the Mithilá-*shástra;* confirmed the lower court's decrees. Ráj Chandra Náráyan Choudhurí *versus* Golok Chandra Guha—22nd January 1801—S. D. A. Rep. Vol. I. (p. 43.)

II. Rám Mani sued as the heir of her father and brothers to inherit the estate left by them. Her claim was dismissed, because she had not a son alive at the time of the death of her mother who survived the brothers; (and because her last surviving brother had, previous to his death, executed a deed of gift in favour of the male heir). Rám Mani Choudhuráni *versus* Hemlatá Choudhuráni, 6th January 1835. S. D. A. Rep. Vol. VI. (p. 3.)

The widow of a sister's son (on whom the estate had devolved) takes the estate to the exclusion of the sister herself. Rám Gosáin *versus* Rám Ráni Debi. S. D. A. R. Vol. IV. (p. 47.)

ধনির নিধনকালীন পিতা প্রভৃতির দৌহিত্রদের জীবন বা গর্ভস্থিতি তাহাদের স্বত্বের কারণ,—যেহেতু বঙ্গদেশাদৃত জীমূতবাহন ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি কর্ত্তৃক এইমতই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে*। অতএব—

ধনিনিধনকালীনং পিত্রাদিদৌহিত্রাণাং জীবনং গর্ভস্থিতির্বা তেষাং স্বত্বকারণং,—বঙ্গদেশাদৃতজীমূতবাহন শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতিভিরেবমেব ব্যবস্থাপিতত্বাৎ *। তেন—

ব্যবস্থা

**৮৯ পিত্রাদির যে দৌহিত্রগণ ধনির (অথবা তৎপত্ন্যাদির) নিধনকালীন জীবিত বা গর্ভস্থিত তাহারাই তদ্ধনাধিকারি *।**

**৮৯ ধনিনিধনকালীনং (তৎপত্ন্যাদিনিধনকালীনং বা) জীবিতা গর্ব্ভস্থিতা বা যে পিত্রাদিদৌহিত্রাস্তেষামেব তদ্ধনাধিকারঃ *।**

পরে জাতরা নয়।—যেহেতু জীমূতবাহনাদির মধ্যে কোন নিবন্ধাই পিত্রাদির পরজাতদৌহিত্রের স্বত্বস্বীকার করেন নাই।

নতু তৎপরজাতানাং।—জীমূতবাহনাদীনাং কেনাপি নিবন্ধ্রা ন স্বীকৃতত্বাৎ।

৮৯ সংখ্যক ব্যবস্থার

**নজীর**

কীর্ত্তিচন্দ্র পিতার বিষয়াধিকারী হইয়া অবিবাহিত ও অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থায় মরিলে তাহার মাতা জয়দুর্গা তদ্ধনাধিকারিণী হয়েন, পরে ইনিও লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম্নী সপত্নীকে এবং তৎকন্যা পূর্ণিমাকে ও কীর্ত্তিচন্দ্রের পিতৃব্যপুত্র ভৈরবচন্দ্রকে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়েন। কীর্ত্তিচন্দ্রের ধনে নিজস্বত্ব সাব্যস্ত করণের নিমিত্তে লক্ষ্মীপ্রিয়া বর্ত্তমান মকদ্দমা উপস্থিত করে। মকদ্দমা দায়ের থাকা কালীন পূর্ণিমার এক পুত্র হয়, এই পুত্রের নাম ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণিমা নিজ পক্ষে এবং নিজ শিশু ব্রজনাথের পক্ষে বিরোধীয় বস্তুতে আপনাদের স্বত্বের ওজর পেশ করে, কিছু কাল পরে পূর্ণিমার ঐ পুত্র কালপ্রাপ্ত হয়। ভৈরবচন্দ্র আপন জওয়াবে আরং কথার মধ্যে এই এক ওজর করে যে রঙ্গপুরের কালেকটর আদালতের পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসায় এমত নিশ্চয় জানিয়া যে সে (অর্থাৎ ভৈরব) যথাশাস্ত্র দায়াদ (১), জিলার জজের মঞ্জুরিতে পুত্রের ধনাধিকারিণী জয়দুর্গার নাম খারিজে তাহার নাম দাখলি করেন।

এই মকদ্দমা মুরশিদাবাদের প্রবিন্স্যাল কোর্টের জজ মেস্তর পি ই· প্যাটন সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইলে বাদিনী ঢাকাকোর্টের পণ্ডিত রাজচন্দ্র শর্ম্মার এক ব্যবস্থার নকল এবং ১৮১৮ সালের ২৭ মার্চ তারিখে লিখিত সদরদেওয়ানী আদালতের এক রুবকারি দর্শায়, এই রুবকারিতে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে রাজেশ্বরীর মকদ্দমা বিষয়ে উক্ত আদালতীয় পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা আছে। মেস্তর প্যাটন সাহেব বিবেচনা করিলেন যে উক্ত মকদ্দমা বর্ত্তমাণ মকমার সহিত মিলে না, এবং (বর্ত্তমাণ মকদ্দমায় দত্ত) জিলা আদালতের পণ্ডিতের ব্যবস্থা প্রবিন্স্যাল কোর্টের পণ্ডিতের ব্যবস্থার পোষক। এতাবতা তিনি খরচা সমেত মকদ্দমা ডিসমিস্ করিলেন। এবং যে ওজরে পূর্ণিমা দাবীদার হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য বিবেচনা হওয়াতে পূর্ণিমার দাবীদারী নামঞ্জুর করিলেন। মুরসিদাবাদের পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চাননকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক উক্ত বিচার হয়—প্রশংসিত পণ্ডিত যে উত্তর দেন তাহার মর্ম্ম এই যে "কীর্ত্তিচন্দ্রের মরণে তাহার যে বিষয় জয়দুর্গাকে অর্শিয়াছিল তাহাতে কীর্ত্তিচন্দ্রের বিমাতার (অর্থাৎ বাদিনীর) কোন স্বত্ব নাই, এবং বৈমাত্রা ভগিনী পূর্ণিমারও অধিকার নাই। জয়দুর্গার মরণের পর পূর্ণিমা এক পুত্র প্রসব করিয়াছে বটে, এবং দায়ভাগে পরে জাতব্যক্তিদের অধিকার বোধক বচনও আছে, কিন্তু নিবন্ধারা বলেন ঐ বচন পৈতামহ ধনবিষয়ক। উপরি উক্ত অবস্থায় জাত পিতৃ দৌহিত্রের অধিকারবিষয়ক প্রমাণ না থাকাতে কৃষ্ণচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র ভৈরবচন্দ্র ধনাধিকারী" (২)।

* দ্রষ্টব্য—ব্য· দ· পৃ· ৪৩৬। এল্· ইন্· পৃ· ৭৯।

১ রঙ্গপুরের আদালতের পণ্ডিত বাবুরাম আপন উত্তরে স্বীকার করেন যে ভৈরবচন্দ্র কীর্ত্তিচন্দ্রের পিতৃব্যপুত্র বলিয়া স্বত্ববান্। ঐ পণ্ডিত আরো কহেন যে দায়শাস্ত্রের কোন বচনে ভগিনীর অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। এবং যে বচনে জননীর অধিকার পাওয়া যায় তাহাতে বিমাতার অধিকার অভিপ্রেত হয় নাই।

২ উক্ত পণ্ডিত এতৎ প্রমাণে দায়ভাগধৃত মনুবচনের উল্লেখ করেন। জীমূতবাহন কহেন—"মাতার রজোনিবৃত্তির পূর্ব্বে যদি পৈতৃক বিষয়ের বিভাগ হয় তবে বৃত্তিলোপ হইবে" তিনি মনুবচনের এই কএক পদ ভুলিয়াছেন; এবং কোল্ব্রুক সাহেব তদনুবাদে "পৈতামহ ধনে বৃত্তিলোপ" লিখিয়াছেন (দ্রষ্টব্য কোল্· দা· ভা· চ্য· ১, পারা, ৪৫)। শ্রীকৃষ্ণ (তর্কালঙ্কার) কহেন যে "তাহারা পৈতামহ ধনের অংশে বঞ্চিত হইবে"।

The existence or conception of the sons of the daughters of the father and the rest at the time of the owner's death constitutes their title: this is laid down by JI'MU'TAVA'HANA, SRI' KRISHNA,* and the other authors respected in Bengal. Hence—

Vyavastha'

89. Those sons only of the daughters of the father and the rest who survive the owner, or remain *in utero* at the time of his death, are entitled to inherit his property.*

Not those who are subsequently conceived, their heritable right not being acknowledged by JI'MU'TAVA'HANA* and the other compilers of the Bengal law.

*Cases* bearing on the vyavastha' No. 89.

1. Kírti Chandra, who inherited his father's property, dying an unmarried minor, was succeeded by his mother Joydurgá, who subsequently died, leaving Lakkhí Priyá her husband's wife, Púrnimá her step-daughter, and Bhoirab Chandra the son of the paternal uncle of Kírti Chandra. Lakkhí Priyá instituted the present suit to establish her right in the property of Kírti Chandra. *Pendente lite*, Púrnimá bore a son, named Braja Náth Chattopádhyáy, and she, on the part of herself, and her minor son Braja Náth, who died after a time, intervened for the assertion of their right to the property in dispute. Bhoirab Chandra, among other things, pleaded in his answer that the collector of Rungpore, with the sanction of the Zillah Judge, caused his name to be recorded in place of that of Joydurgá, who succeeded her son, having ascertained, by reference to the pandit of the court, that he (Bhoirab) was the legal rightful reversionary (1).

The case having come on before Mr. P. E. Patton, a judge of the provincial court of Moorshedabad, on the part of the plaintiff was exhibited copy of *vyavasthá* of Rájchandra Tarkálankár, pandit of the Dacca provincial court, and the *rubakári* of the Sudder Dewanny Adawlut, dated 27th March 1818, containing the exposition of the law by its pandits in regard to the case of Rájeshwarí Debí *versus* Pránkrishna Bishwás. Mr. Patton remarked, that the case was not relevant, and that the opinion of the Zillah court pandit confirmed that of the pandit of the provincial court. Consequently, he dismissed the suit with costs, and overruled the intervention of Púrnimá, the pretensions advanced by her appearing untenable. This judgment was preceded by reference to Krishna Náth Náyapanchánan, pandit of the court, to ascertain the law. The answer of the pandit was to this effect. "Neither his (Kírti Chandra's) stepmother (plaintiff), nor half sister (Púrnimá) has any right to the estate which devolved, on the death of Kírti Chandra, on his mother Joydurgá. Púrnimá has borne a son since the death of Joydurgá. There is, indeed, in the *Dáyabhága* a text declaratory of the heritable right of those born subsequently. But the scholiasts explain this as regarding the estate of the paternal grandfather. As there is no authority for the succession of a father's daughter's son, born under the circumstances in question, Bhoirab the son of Krishna Chandra's half brother is entitled (2)."

* See V. D. pp. 5, 7. Elb. In. p. 79.

(1) Bábu Rám, pandit of the civil court of Rungpore, in his answer declared the right of Bhoirab Chandra, as son of Kírti Chandra's uncle. The pandit added, that no text of law propounded the right of a sister, and the stepmother was not meant by texts which provided for the succession of the mother.

(2) The pandit refers to a text of MANU cited in the *Dáyabhága*. JI'MUTAVA'HANA says: If the hereditary estate were divided when the mother was yet fecund, there would be a deprivation of subsistence *(vriti-lopa)*. These are the words of MANU's text, quoted by him, which Mr. Colebrooke renders "dissipation of their hereditary maintenance." (See Coleb. Dá. bhá. Ch. I. para. 45). The scholiast SRI' KRISHNA remarks that "they would be deprived of their share in their paternal *grandfather's estate*."

এই মীমাংসায় অসম্মতা লক্ষ্মীপ্রিয়া ও তাহার দুহিতা পূর্ণিমা সদরদেওয়ানী আদালতে আপীল করিলে, উক্ত আদালতের জজ মে. ওয়ালপোল সাহেব জয়চন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে করুণাময়ীর আপীল(৩), ও কমলাকান্ত রায় প্রভৃতির খাস আপীলের আবেদন(৪), ও বিশেষতঃ উক্ত মকদ্দমাতে আদালতের পণ্ডিতগণের দত্ত ব্যবস্থা বিবেচনা করিলেন, এবং ১৮২৭ সালের ২০ ও ২৮ নবেম্বর তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতীয় দুই রূবকারী ও কালীপ্রসাদ রায়ের আবেদনে পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দেন (৫) তৎপ্রতিও প্রণিধান করিলেন।

মে. ওয়ালপোল সাহেব বঙ্গদেশপ্রচলিত হিন্দু-শাস্ত্রীয় আরো ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, আদালতের পণ্ডিতকে প্রশ্ন করতঃ তাঁহার মত আনাইলেন, তদ্ যথা—"উপরি উক্ত অবস্থায় কীর্ত্তিচন্দ্রের পিতা কৃষ্ণচন্দ্রের দৌহিত্র ব্রজনাথ নিজ মাতামহের শ্রাদ্ধাদি করিতে অধিকারী, বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র ভৈরব নয়। অতএব কৃষ্ণচন্দ্রের যে ধন তৎপুত্র কীর্ত্তিচন্দ্রকে ও তৎপরে তন্মাতা জয়দুর্গাকে অর্শিয়াছিল তাহাতে কৃষ্ণচন্দ্রের ঐ দৌহিত্র অধিকারী। এবং ঐ দৌহিত্রের যে সকল ভ্রাতা পরে জন্মিবে তাহারাও সমান রূপে অধিকারি হইবে। যদি পিতৃব্য-পুত্র ও পিতৃ-দৌহিত্র সমকালীন বিদ্যমান হয়, তবে পিতৃব্যপুত্র অধিকারী হইবে না। কিন্তু যদি জয়দুর্গার মরণকালে কীর্ত্তিচন্দ্রের পিতৃদৌহিত্র না থাকে অথবা গর্ভস্থও না হইয়াথাকে তবে তাহার (অর্থাৎ কীর্ত্তিচন্দ্রের) ভগিনী পিতৃদৌহিত্রের জননাকর বলিয়া ধনাধিকারিণী হইবে।

১৮৩৩ সালের ২০ ফেব্রুওরি তারিখে এই ব্যবস্থা বিবেচিত হয়। রেস্পণ্ডেণ্টের উকিলেরা ওজর উপস্থিত করিলেন যে "প্রথমতঃ—রেস্পণ্ডেণ্ট নিজ পিতৃব্যপুত্রের মরণে বিষয়াধিকারী হয়; দ্বিতীয়তঃ— ব্রজনাথ কাল প্রাপ্ত হইয়াছে; তৃতীয়তঃ—পূর্ণিমা কুষ্ঠ রোগগ্রস্তা হওয়াতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ও পুত্রের ধনে অনধিকারিণী; চতুর্থতঃ—পূর্ণিমা দ্বিতীয় বার বিবাহিতা অর্থাৎ এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ স্থির হওয়ার পরে সে অন্যকে বিবাহ করিয়াছে, অতএব তাহার নিজে কোন স্বত্ব নাই এবং এমত বিবাহে উৎপন্ন পুত্রও স্বত্ববান নয়, ও সে শ্রাদ্ধাদি করিতে অনধিকারী"। মে. ওয়ালপোল সাহেব পণ্ডিতের স্থানে আরো মত জিজ্ঞাসা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, যে ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা এই যে (১) ব্রজনাথের যদি পুত্র সন্তান ও পিতা না থাকে, তবে তাহার মাতা তদ্ধনাধিকারিণী। (২) কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যদি প্রায়শ্চিত্ত না করে তবে সে অধিকারী নয়, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিলে ঐ রোগ অধিকারের বাধক নয়। পূর্ণিমা যদি এক ব্যক্তিকে বাগদত্তা হইয়া অন্য ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা হইয়া থাকে, এবং এই ব্যক্তির ঔরসে ও তাহার গর্ভে যদি পুত্র জন্মিয়া থাকে তথাপি (যেমত পূর্ব্ব ব্যবস্থায় কহিয়াছি) কীর্ত্তিচন্দ্রের ত্যক্ত ধনে তাহার অধিকার হইবে (৬)।

রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত রামজয় তর্কালঙ্কারের দত্তব্যবস্থা প্রদর্শিত হয়, ঐ ব্যবস্থার মর্ম্ম যথা—"কীর্ত্তিচন্দ্রের বিমাতা ও বৈমাত্রা ভগিনী, ও পিতার বৈমাত্রেয়ভ্রাতার পুত্র বিদ্যমান, তাহাতে

---

(৩) দ্রষ্টব্য—মকদ্দমা নং ১৫, স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ৪২—৪৬। (৪) দ্রষ্টব্য—উক্তব্যবস্থাসঙ্ক্রান্ত নোট, পৃ ৪৪।

(৫) কালীপ্রসাদের ভ্রাতৃপুত্র পার্ব্বতীচরণ অপ্রাপ্ত ব্যবহার মরাতে তাহার পিতামহী রাসমণি দেবী তদ্ধনাধিকারিণী হয়। তাহার মরণকালে পার্ব্বতীচরণের ভগিনী শ্যামাসুন্দরী ও পিতৃব্য কালীপ্রসাদ রায় ও দুর্গাপ্রসাদ রায় বর্ত্তমান, শ্যামাসুন্দরী যদি পুত্র প্রসব করে তবে পার্ব্বতীচরণের পিতামহীর ত্যক্ত সঙ্ক্রান্ত বিষয় ঐ পুত্রকে অর্শিবে কি না, যদি অর্শে, তবে যাবৎ উক্ত ভগিনীর ঐ পুত্র না জন্মে ততকাল ঐ বিষয় কাহার হস্তে ন্যস্ত থাকিবে, —(পার্ব্বতীচরণের) ভগিনীর হস্তে, অথবা তৎপিতৃব্যদিগের হস্তে? যদি পিতৃব্যদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকে, তবে তাহার খাতিরজমা লওয়া আবশ্যক করে কি না? মকদ্দমার এইরূপ অবস্থা বর্ণিত হইলে, উক্ত আদালতের পণ্ডিত রামতনু শর্ম্মা ও বৈদ্যনাথ মিশ্র যে ব্যবস্থা দেন তাহার মর্ম্ম এই যে—"(পার্ব্বতীচরণ) পিতৃ ধনাধিকারী হইয়া মরিলে তাহার পিতামহী (রাসমণি) উত্তরাধিকারিণী রূপে তদ্ধনাধিকারিণী হয়, রাসমণির মরণেও ঐ রূপ নিয়ম চলিবে। শ্যামাসুন্দরীর গর্ভে জাত পার্ব্বতীর পিতৃদৌহিত্রের স্বত্ব হইবে না, কারণ পিতামহীর পূর্ব্বে পিতামহ অধিকারী, পিতামহের পূর্ব্বে পিতৃদৌহিত্র অধিকারী, অতএব পিতামহী উত্তরাধিকারিণী রূপে যে ধনাধিকারিণী হইয়াছিলেন, তাহাতে পিতৃদৌহিত্রের স্বত্ব হইবেক এমত শাস্ত্র নাই"।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ টীকা ও বিবাদভঙ্গার্ণব ও দায়ক্রমসংগ্রহ হইতে যে প্রমাণ উল্লিখিত হয়, তাহাতে প্রকাশ যে অধিকারিশৃংখলায় পিতামহের পূর্ব্বে ও ভ্রাতৃপৌত্রের পরেই পিতৃদৌহিত্র পরিগণিত হইয়াছে।

(৬) এই ব্যবস্থায় উক্ত পণ্ডিত কর্ত্তৃক যে প্রমাণ প্রদর্শিত হয়, তদ্ যথা—১ উত্তরাধিকারির শৃংখলাসূচক যাজ্ঞবল্ক্যবচন। ২ দায়ভাগে ধৃত কুষ্ঠ্যাদির অনধিকারসূচক দেবল-বচন (দ্রষ্টব্য কোল. দা. ভা. চ্যা. ৫, পারা ১১)। ৩ বিবাদভঙ্গার্ণবে লিখিত দেবলবচনের টীকা (দ্রষ্টব্য কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৩০৫)। কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তা পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করণ রূপ দোষ থাকা নিয়ম লিখিয়াছেন। কুষ্ঠ পূর্ব্ব জন্মের পাপের শাস্তিরূপে কথিত হইয়াছে।

বিবেচনা—সদরীয় পণ্ডিতের উক্ত দুই ব্যবস্থা অযথার্থ ও তাঁহার দর্শিত প্রমাণসকল এস্থলে প্রযুজ্য নয়, তাহা এই মোকদ্দমায় সুপ্রীমকোর্টের পণ্ডিতদিগের দত্ত ব্যবস্থা ও ৭ নং নোটে তাঁহাদের দর্শিত প্রমাণাদি ও পরে লিখিত বিবেচনা পাঠে জানাযাইবে।

From this decision, Lakkhí Priyá and her daughter Púrnimá appealed to the Sudder Dewanny Adawlut. Mr. Walpole, a judge of the Sudder Court, adverted to the appeal of Karuná Moyí *versus* Joychandra Ghose (3), and the application of special appeal of Kamalákánta Ráy and others (4), and in particular to the *vyavasthá* of the pandits of the Court in those matters. Mr. Walpole also adverted to two *rubakárís* of the Sudder Court, dated 20th and 28th of November 1827, and *vyavasthá* of the pandits regarding the application of Kálíprasháḍ Ráy (5).

Mr. Walpole, deeming a further exposition of the Hindu law current in Bengal necessary, made a reference to the pandit of the Court, and obtained this exposition: "Under the circumstances stated, Brajanáth, the son of the daughter of Krishna Chandra, father of Kírti Chandra, is competent to perform exequial rites and ceremonies of his maternal grandfather;—not Bhoirab, son of his half brother. So also will such son of the daughter of Krishna Chandra be entitled to succeed to his estate, which passed from him to his son Kírti Chandra, and from him to his mother Jay Durgá. His subsequently born brothers will be entitled to share equally with such son of Krishna Chandra's daughter. If the paternal uncle's son and father's daughter's son concur, the former has no right. But if on the death of Jaydurgá no son of Kírti Chandra's father's daughter may have been born, or conceived, then his father's daughter, as source of the future production of a maternal grandson of his father, will succeed."

This opinion was considered on the 20th February 1833. The wakíls of respondent urged, I. That he had succeeded to the disputed estate on the death of his cousin; II. Brajanáth had died; III. Púrnimá was excluded from inheritance by leprosy both in respect to the estate of her half brother and that of her son; IV. She was a twice married woman: for after marriage fixed with one man she had married another. Neither her son, the issue of such marriage, nor herself had any heritable right, nor was he competent to perform exequial rites. Mr. Walpole, deemed further reference to the Pandit necessary; and obtained this solution: "I. Purnimá, the mother, succeeds to the estate of her son Brajanáth, if he be not survived by male issue of a father. II. Leprosy bars inheritance unless the affected person perform atonement. It is no bar in that case. III. If Púrnimá had been affianced to one, and then married to another, to whom she has borne a son; still (as defined in my former opinion) will her right in regard to the estate left by Kírti Chandra arise (6)."

On the part of the respondent, was exhibited solution by Rámjay, a pandit of the Supreme Court, of questions propounded to him. It was to this effect: "The stepmother of Kírti Chandra, his

---

(3) See Case No. 15, S. D. A. Rep. Vol. V. pp. 42—46. (4) See note to idem, p. 44.

(5) Párbatícharan (who was the son of the brother of Kálíprasháḍ Ráy), dying a minor, was succeeded by his grandmother Rásmani Debí. On her death, his sister Shámá Súndarí, and his uncles Kálíprasháḍ Ráy and Dúrgásundra Ráy, concurred. "Should Shámá Sundarí produce a son, would such son be entitled to the estate vacated by the death of the grandmother; and if so, until the birth of the sister's son to whose care should the charge of the estate be committed,—that of the sister, or that of the uncles? and if the latter, is caution exigible?" On the case thus put, the pandits of the Court, Rámtanu Sarmá and Voidyanáth Misra, delivered an exposition which was in substance this: "As next heir, his paternal grandmother succeeded to the estate, which Párbatícharan inherited from his father. The same principle applies on the death of Rásmani. Any maternal grandsons of the father of Párbatí, borne by Shámá Sundarí his sister, will have no right, for there is no law declaratory of the right of the father's daughter's son (a preferable heir to the grandfather, who is prior to the paternal grandmother,) to succeed on her death to the estate which she as heir had obtained." The authorities cited,—from SRI'KRISHNA's comment on the *Dáyabhága*, from the Digest, and from the *Dáyakramasangraha*—shewed that, in the order of succession, the father's daughter's son precedes the grandmother, and is next to the brother's grandson.

(6) The authorities cited were:—I. Text of JA'GNYAVALKYA as to the series of heirs.—II. Text of DEVALA, cited in the *Dáyabhága*, (Chapter 5, para. 11,) as to the exclusion from inheritance of the leper and others. III. Extract from the *Digest*, comment on the text of DEVALA. (See Vol. III. p. 305). In regard to the leper or person afflicted with elephantiasis, the author adds as a condition, defect of atonement for sin. Leprosy is considered as a punishment for sin in a former birth.

*Remark*.—Both of the above *vyavasthás* of the Sudder pandit are wrong, and the authorities quoted are inappleable, as will be perceived on perusal of the *vyavasthás* delivered by the Supreme Court pandits, the note No. 7 in the present case, and the subsequent remarks, Q. V.

ঐ পিতৃব্যপুত্রই অত্যন্ত নিকট সপিণ্ডরূপে পিতৃব্যপুত্রের মাতার মরণে তদ্ধনাধিকারী। যদি কোন ব্যক্তি কন্যাকে বাগ্দান করার পর অন্য ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ দেয়, তবে ঐ কন্যা অব্যবহার্য্যা, সুতরাং তাহার পুত্রও ঐ রূপ। সে মাতুলাদিকে পিণ্ডপ্রদান করিতে পারে না। কুষ্ঠরোগগ্রস্তা অথচ অকৃত প্রায়শ্চিত্তা নারী এবং তদবস্থায় তাহার গর্ভজাত পুত্র অব্যবহার্য্য, তন্মধ্যে কেহই শ্রাদ্ধাদি করিতে পারে না, বিষয়াধিকারীও হইতে পারে না। পিতৃদৌহিত্রের সম্ভাবিত স্বত্ব (তাৎকালিকবিদ্যমান) দায়াদের স্বত্বের বাধক নয়। যাঁহারা বৃত্তিলোপবিষয়ক মনুবচনের অর্থ করিয়াছেন তাঁহাদেরমতে ঐ বচন পিতা প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষীয় ধনবিষয়ক।

মে. ওয়ালপোল্ সাহেব ব্রজনাথের পিতা ও মাতার মধ্যে কাহার অগ্রে অধিকার এতদ্বিষয়ক ব্যবস্থা আদালতের পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা করা বিবেচনা করিয়া প্রশ্নেতে পুর্ণিমাকে তখন সম্ভাবিতপুত্রা বলিয়া বর্ণনা করিলেন। তাহাতে পণ্ডিত যে ব্যবস্থা দিলেন তাহার মর্ম্ম যথা "যেহেতু পুর্ণিমার এখনও পুত্র প্রসব করিবার আশা আছে, অতএব তাহার মৃত পুত্রের যে ভ্রাতা বা ভ্রাতারা জন্মিতে পারে তাহাদের নিমিত্তে বিষয় ঐ ভগিনীকে অর্শিবে, নচেৎ তাহাদের স্বত্ব রক্ষা হইতে পারে না; বস্তুতঃ যে পর্য্যন্ত ব্রজনাথের ভ্রাতা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে সে পর্য্যন্ত ব্রজনাথের স্বত্বের সীমা অনিশ্চিত *।

১৩ জুন তারিখে মে. ওয়াল্পোল সাহেব পুনর্ব্বার এই মকদ্দমা বিবেচনা করিয়া আদেশ করিলেন যে কালীপ্রসাদ রায়ের মকদ্দমায় জিলা আদালতের পণ্ডিতের ও কলিকাতা কোর্ট আপীলের পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থা দরপেশ করা হয়।

পরে ১৫ আগষ্ট তারিখে রেস্পণ্ডেণ্ট সুপ্রীমকোর্টের পণ্ডিত কালীকান্তের ও রামজয়ের লিখিত ব্যবস্থা মকদ্দমার কাগজের সহিত দাখিল করাইলেক। ঐ ব্যবস্থার মর্ম্ম যথা—"কীর্ত্তিচন্দ্রের জননী জয়দুর্গার মরণে তাহার (অর্থাৎ কীর্ত্তিচন্দ্রের) পিতৃব্যপুত্র ভৈরবচন্দ্র তত্ত্যক্তধনাধিকারী। ভগিনী সম্ভাবিতপুত্রা হইলেও ধনাধিকারিণী নয় (৭)"।

২৯ আগষ্ট তারিখে মকদ্দমার মিসিল হইল। গৌরমোহন চট্টোপাধ্যায় স্বীকার করিল যে তাঁহার মৃত পুত্র ব্রজনাথ জয়দুর্গার মরণের পর মরিয়াছে। এবং তাহার পত্নীর (অর্থাৎ পুর্ণিমার) গর্ভজাত কেবল এক কন্যা আছে। মে. ওয়ালপোল সাহেব নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি খরচা সমেত বহাল করিয়া মকদ্দমা ফয়সলা করিলেন। এবং এই রূপ নিষ্পত্তি প্রতিকারণ লিখিয়াছেন, যথা—রামতনু বিদ্যাবাগীশ ও বর্ত্তমাণ পণ্ডিত বৈদ্যনাথ মিশ্র কর্ত্তৃক কালিপ্রসাদ রায়ের মকদ্দমায় দত্ত ব্যবস্থা (তাহা উপরি লিখিত ৫ নং৮ নোটে দ্রষ্টব্য), এবং সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিতের দুই ব্যবস্থা, ও জিলা কোর্টের পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থা এবং বর্ত্তমাণ মকদ্দমায় কোর্ট আপীলের দত্ত (যথা উপরি লিখিত ১৩২ নম্বর নোটে দ্রষ্টব্য), ব্যবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলাম, এই সকলদ্বারা প্রকাশ যে মাতুলের মরণ কালীন—অথবা তন্মাতা তদ্ধনাধিকারিণী হইলে তাঁহার মরণ কালীন—পিতৃদৌহিত্র বিদ্যমানথাকিলেতবে তাহার স্বত্বজন্মিবে। ব্রজনাথ জয়দুর্গার মরণের পর জন্মিয়াছে অতএব তাহার স্বত্ব কই যে তাহা অন্যকে অর্শিবে, ঐ ব্রজনাথের কিম্বাতাহার মাতার কোন স্বত্ব হয় নাই। জয়দুর্গার মরণ

* এই ব্যবস্থা অযথার্থ, যথা পরে লিখিত বিবেচনাসকল পাঠে প্রকাশ পাইবে।

(৭) এই মতের পোষকতায় যে২ কারণ ও প্রমাণ প্রদর্শিত হয়, তদ্ [illegible]—১ স্ত্রীলোকের মধ্যে পত্নী, দুহিতা, জননী ও পিতামহী এই কএক জনই কেবল অধিকারিণী বলিয়া গণিতা, অতএব বিমাতাও ভগিনী অধিকারিণী নয়। ২ মাতুলের মৃত্যুর পরে জাত পিতৃদৌহিত্রের অধিকার স্বত্বজনন কারণদ্বারা সাব্যস্ত হয় নাই, বিশেষ বচনেও ব্যবস্থাপিত হয় নাই। মনুর যে বচনে বৃত্তিলোপ বিগর্হিত উক্ত হইয়াছে তাহা পিতামহধনে বিভক্তজের সম বিভাগ বিষয়ক। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা ও আর২ গ্রন্থকর্ত্তার মতে পুর্ব্বস্বামির নিধন কালীন উত্তরাধিকারির জীবন আবশ্যক। মৃত ধনির ত্যক্ত অনধিকৃত বিষয় বিষয়ক শাস্ত্র নাই, কারণ তাহা হইলে তাহা অস্বামিক ধনের ন্যায় হইবেক, অতএব পুর্ব্বস্বামির নিধন কালীন বর্ত্তমান এবং উপকারি যে দায়াদ তাহারই স্বত্ব সাব্যস্ত, এই স্বত্বের নাশক শাস্ত্রীয়কারণাভাব। পাতিত্য, আশ্রমান্তরগমন উপরত স্পৃহা, দান, বিক্রয়, ও পরাজয়, শাস্ত্রে এই সকল স্বত্ব নাশক কারণ কথিত হইয়াছে। দায়ভাগ লিখিত ব্যবস্থা যথা, পিতৃনিধনকালীন পুত্রের জীবনই তৎ-স্বত্বের প্রতিকারণ (কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১, পারা, ২৫)। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার দায়ভাগটীকাতে লিখিয়াছেন—"কিন্তু পিতার স্বত্ব থাকিতে পুত্রের স্বত্বনাই, যেহেতু পিতার স্বত্ব নাশক কারণ পুত্রের স্বত্বের সহকারি হওয়া চাই। পরে তিনি মৃত্যু, পাতিত্য এবং স্বত্ব নাশের আর ২ কারণের উল্লেখ করেণ।

half sister, the son of his father's half brother, concur. The latter, as nearest *sapinda*, succeeds to his estate, vacated by the death of his cousin's mother. If a person, after affiancing his daughter to one man, give her to another, she becomes an outcast; and hence also her son. She cannot offer the funeral cake to his maternal uncle and the rest, and therefore has no right to his estate. A leprous woman, who has performed no expiation, and her son born of her whilst in that state, are outcasts. Neither can perform funeral rites; and neither can inherit. The expected existence of the right of the son of the father's daughter does not bar the establishment of the right of another heir,—according to the doctrine of those who construe the text of MANU regarding deprivation of subsistence as referring to the estate of the father and other ascendant in the direct male line."

Mr. Walpole deemed it necessary to obtain a more explicit opinion from the pandit of the Court as to the priority of right of the father and mother of Brajanáth respectively. In the reference made, Púrnimá was described as still likely to produce male issue. The answer of the pandit was to this effect: "Since Púrnimá has still the prospect of bearing male issue, the estate would devolve on her, for the brother or brothers of her late son, who may be born: otherwise their right could not be preserved: and in fact whilst the expectation of the future birth of such brother existed, the extent of Brajanáth's interest was itself indefinite.*"

The case was again considered by Mr. Walpole on the 13th of June. He directed that the opinion of the pandits of the Zillah Court and of the Calcutta Court of Appeal, taken in the case of Kálíprashád Ráy, should be produced

Subsequently on the 15th August, respondent caused to be filed with the papers of the case, the written opinion of Kálikánta and Rámjay, pandits of the Supreme Court, which was to this effect: "On the death of his mother Jaydurgá Bhoirabchandra, his uncle's son was entitled to the estate left by the late Kírti Chandra; not his step-mother, nor half sister. The sister, even from the probability of her producing male issue has no title (7)."

On the 29th August the case came on for trial. Gour Mohan Chattapádhyáy admitted that his late son Brajanáth was born after the death of Jaydurgá, and that he had only a daughter by his wife. Mr. Walpole passed judgment, confirming the decision of the lower court with costs. His motives were thus expressed. "I refer,—to the *vyavasthá* of Rám Tánu Nyáybágish and Voidanáth Misra, the present pandit, given in the case of Kalíprashad Ráy, (*Vide supra* note No. 5,) to the two *vyavasthás* of the pandits of the Supreme Court, to the *vyavasthás* of the pandit of the Zillah Court, and to that of the pandit of the court of appeal in this case (*vide* notes Nos. 1 & 2). These show, that the right of the father's daughter's son is conditioned on his existence, at the time of the death of his maternal uncle,—or of his mother if she intervene as an heir. Brajanáth was born after the death of Jaydurgá. He had no right to transmit. Neither he nor his mother have any right. Immediately on the death of Jaydurgá, the

* This *vyavasthá* is in accurate, as will be seen on perusal of the subsequent remarks and observations.

(7) In support of this opinion the following arguments and authorities were adduced. I. The wife, mother, daughter, and (paternal) grandmother are the only females specified as heirs. The stepmother and sister are therefore excluded. II. Right of the father's daughter's son, born *after* the death of his maternal uncle, is not established either by legal cause of property or by any special text. The text of MANU which deprecates deprivation of subsistence of the unborn, suggests the equality of right of brothers, born after partition of their brothers, who divided,—in regard to the estate of paternal grandfather. According to SRI'KRISHNA and the author of the *Digest*, and other scholiasts, existence of the heir at the time of the death of the last owner must be considered as essential. The law does not contemplate the unowned state of property left by a deceased: for it would then be like an unappropriated treasure. Hence the right of a successor existing at the time of the death of the last owner and benefiting him is established: and any legal cause extinctive of such right is wanting. These causes are death, degradation, assuming another order, extinction of worldly passion, gift, sale, and conquest. VI. Passage in the *Dáyabhága*, suggesting that the survival of a son at the time of his father's death may constitute his acquisition (para. 25, Chapter I). SRI KRISHNA, in his commentary on the *Dáyabhága* writes: "But it does not follow that the son has property while the property of the father endures, for the former must be accompanied by a cause extinctive of the father's property." He then alludes to death, degradation, and other legal causes of extinction of property.

মাত্রেই ভৈরবচন্দ্র তাহার পুত্রের উত্তরাধিকারীরূপে বিরোধীয় বিষয়ে অধিকারী। লক্ষ্মী প্রিয়া—বনাম-ভৈরব চন্দ্র চৌধুরীও জয়চন্দ্র চৌধুরী। ২৯ আগষ্ট ১৮৩৩ সাল, মকদ্দমা নং ১০৫, স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ৩১৫—৩২২।

বঙ্গদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পিতৃব্যপুত্র ও পিতৃদৌহিত্র থাকিলে পিতৃদৌহিত্রই অধিকারী। কিন্তু ধনির স্বত্ব ধ্বংসকালীন পিতৃদৌহিত্রের গর্ভাধান না হইলে ভাবি দৌহিত্রের জননাপেক্ষায় স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না। আদালতের তলব মতে কএক জন পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থা ও তলব বিনা প্রাপ্ত কএক ব্যবস্থাক্রমে অথচ আদালতের তলব মতে প্রাপ্ত কএক ব্যবস্থার বিপরীতে এই নিষ্পত্তি হয়। শেষোক্ত কএক ব্যবস্থার মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতের ব্যবস্থাও আছে। (উক্ত মকদ্দমার রিপোর্টের মার্জিনে লিখিত নোট)।

৶০ পৈতৃক বিষয়াধিকারী কোন হিন্দু এক ভগিনী (ও তাহার এক নাবালগ পুত্র) ও দুই পিতৃব্য রাখিয়া মরে, সদর আদালতের পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থানুসারে বিচার হইল যে ভগিনীর পুত্র অর্থাৎ পিতৃদৌহিত্র পিতৃব্যদিগকে নিরাশ করিয়া ধনাধিকারী। সম্ভুচন্দ্র রায় প্রভৃতি—বনাম—গঙ্গাচরণ সেন। ২৪ জুলাই ১৮৩৮ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ২৩৪—২৩৬।

উক্ত পণ্ডিত নিজ ব্যবস্থায় (আরো) কহিয়াছেন যে মৃতধনির ভগিনী শ্রীমতীর যদি পুত্র সন্তান নাও থাকিত তথাপি তাহার পুত্রজনন সম্ভাবনা কাল পর্য্যন্ত সে ঐ বিষয়াধিকার করিতে যোগ্যা হইত*।

বিবেচনা—এই মকদ্দমার বৃত্তান্ত যথোচিত বিস্তৃতরূপে লিখিত হয় নাই। ইহার খোলাসা সদর-রিপোর্টের ৫ বালামের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত ১৫ নং মকদ্দমার নোটে দ্রষ্টব্য। এই মকদ্দমায় যে তকরার তাহা পুনর্ব্বার উত্থিত হইলে, ও তাহার বিচার করিতে হইলে ৫ বালামের ১৫, ২০ ও ১০৫ নং মকদ্দমার প্রতি যত্নপূর্ব্বক প্রণিধান কর্ত্তব্য। দৃষ্ট হইবে যে প্রামাণিক বচনাদির ও নজীর সকলের অধিকাংশ † এক্ষণে কৃত নিষ্পত্তির পোষক অর্থাৎ তাহাতে পিতৃদৌহিত্রের অধিকারের এই সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে মাতুলের (অথবা মাতামহীর) মরণ কালীন যদি সে জীবিত থাকে তবে ধনির পিতৃব্যগণকে নিরাশপূর্ব্বক অধিকারী হইবে। মৃত ধনির সম্ভাবিতপুত্রা ভগিনী থাকিলে পুত্রের ভবিষ্যৎ জননাপেক্ষায় তৎকালীন জীবিত দায়াদগণের স্বত্ব স্থগিত থাকিতে পারে কি না এবিষয় অদ্যাপি সন্দেহস্থল †। সদর আদালতের রিপোর্টের ৫ বালামে লিখিত ১০৫ নং মকদ্দমার মার্জিনের নোটে বর্ণিত হইয়াছে যে অধিকার জন্মিবার কালে (অর্থাৎ মাতুলের মরণ কালে) গর্ভস্থ নয় যে পিতৃদৌহিত্র তাহার ভবিষ্যৎ জন্মের অপেক্ষায় স্বত্ব স্থগিত থাকিতে পারে না। এই বিচার আদালতের তলবমতে প্রাপ্ত কএকজন পণ্ডিতের ব্যবস্থানুসারে এবং বিনা তলবে প্রাপ্ত আরং পণ্ডিতের ব্যবস্থানুসারে অথচ আদালতের তলবমতে দত্ত কএক ব্যবস্থার বিপরীতে নিষ্পন্ন হয়। শেষোক্ত ব্যবস্থা কএকের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতের বর্ত্তমান পণ্ডিত বৈদ্যনাথ মিশ্রের ব্যবস্থাও আছে। ইহা বিবেচ্য যে সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত বৈদ্যনাথ মিশ্র বরাবর এক রূপ মত দেন নাই, যথা ৫ বালামের ১৫ নং মকদ্দমার নোট দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে তিনি এমত সকল মত যাহা দিয়াছেন পরস্পর বিপরীত। এবং ঐ সকল বিপরীত মত সমন্বয়ের নিমিত্তে আদালত তলব করিলে তিনি আপন উত্তরে যে কারণ দর্শাইয়াছেন তাহাতে তিনি যে আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছেন এমত বলাযাইতে পারে না। স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ২৩৬ ও ২৩৭।

৶০ জিলা মুরসিদাবাদ নিবাসী কীর্ত্তিচন্দ্র নামক এক জমিদার মহানন্দ ও পরমানন্দ নামক দুই পুত্র রাখিয়া এবং আনন্দময়ী, সানন্দময়ী ও পরমানন্দময়ী নাম্নী তিন কন্যা রাখিয়া লোকান্তর গত হয়েন, তাহার মরণে তাহার দুই পুত্র বিষয়াধিকারি হইল। পরমানন্দ অবিবাহিত মরাতে তাবৎ বিষয় মহানন্দকে অর্শিল।

---

* উক্ত ব্যবস্থার এই অংশ যথার্থ নয়, যথা— পরে লিখিত বিবেচনা সকল দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে।

† আরো অনুসন্ধান করিলে অবগতি হইত যে এমত গ্রন্থকর্ত্তা বা টীকাকর্ত্তা বিরল যৎকর্ত্তৃক এমত কথিত হইয়াছে যে (মাতুলের অথবা তদুত্তরাধিকারিণী মাতুলানী প্রভৃতির) মরণকালীন পিতৃদৌহিত্র বিদ্যমান না থাকিলেও তাহার স্বত্ব হইবে, এবং নব্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে সকলেই প্রায় গ্রন্থকর্ত্তা ও টীকাকর্ত্তাদের মতাবলম্বি কেবল অত্যল্প পণ্ডিতে উক্ত মতের অর্থাৎ দেশপ্রচলিত শাস্ত্রের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন, দায়শাস্ত্রের সাধারণ বিধি এই যে কোন অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী ধনির মরণকালীন গর্ভস্থিত না হইলে তাহার ভবিষ্যৎ জন্মের প্রত্যাশায় স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকিবে না। উক্ত বিধি এমত মান্য, যে সদরের বর্ত্তমান পণ্ডিত বৈদ্যনাথ মিশ্র যিনি উপরিউক্ত এবং আর কএক মকদ্দমায় এমত মত দিয়াছেন যে ভাবি পিতৃদৌহিত্রের নিমিত্তে তজ্জননাকর রূপে ভগিনী ধনাধিকার করিবে তিনিও ইহা অমান্য করিতে পারেন নাই—যথা করুণাময়ীর মকদ্দমায় তাঁহার দত্ত প্রথম ব্যবস্থা পাঠে দৃষ্ট হইবে।

respondent Bhoirab was an heir of her son, entitled to the disputed property." Lakkhí Priyá *versu* Bhoirabchandra Choudhurí and Joychandra Choudhurí. 29th August 1833. Case 105. S. D. A. Rep. Vol. V. pp. 315—322.

Under the Hindu law received in Bengal, the sister's son is an heir preferable to the paternal uncle's son ; but right of succession cannot remain in abeyance in the expectation of the future production of such heir not conceived at the time of succession opened. This was adjudged with reference to official opinion of some pandits and unofficial opinions of others, contrary to some official opinions,—that of the pandit of the S. D. A. included. (Marginal note to the present case.)

II. A Hindu died possessed of ancestral property—leaving a sister, (her minor son.) and two paternal uncles. Held according to the *vyavasthá* given by the Sudder pandit, that the sister's son (father's daughter's son) succeeds to the exclusion of paternal uncles. Shambhu Chandra Ráy and another *versus* Gangá Charan Sen. 24th July 1838. S. D. A. Rep. Vol. VI. pp. 231—236.

The pandit further declared in his *vyavasthá* that, supposing that Srímati the sister had no son, she would be entitled to hold possession as long as there was a hope of his bearing one."*

*Remarks.*—This case has not been reported so fully as it might have been, as an abstract of it is to be found in the note to case No. 15, Vol. V. p. 45. In deciding the legal question involved in it on its again arising, the cases Nos. 15, 20, and 105 of volume V. should be carefully considered. The majority† of authorities and precedents would appear to be in favour of the decision now reported, to the extent of the right of succession to ancestral property of a sister's son *alive at the time of his maternal uncle's death*, to the exclusion of the paternal uncles of the latter. Whether the right of succession of other existing heirs can remain in abeyance in the case of a childless sister, as for future issue, is still doubtful.† In the marginal note to Case No. 105, volume V. it is stated that " the right of succession cannot remain in abeyance in the expectation of the future production of a sister's son *not conceived* at the time of succession opened, and that this was adjudged with reference to official opinions of some pandits, and unofficial opinions of others, contrary to some official opinions, that of the pandit of the Sudder Dewanny Adawlut included.' It might be observed that the pandit of the Sudder Dewanny Adawlut, Voidanáth Misra, had not invariably held the same opinion, as is apparent from the conflicting opinions pronounced by him which are given in the note to Case No. 15, of volume V, and which can scarcely be said to have been satisfactorily explained in his reply to the Court, when called upon to reconcile them. S. D. A. Rep. Vol. VI. pp. 236 237.

III. Kírti Chandra, a zemindar in Zillah Moorshedabad, died leaving two sons Mohánanda and Paramánanda, and three daughters A'nanda Moyí, Sánanda Moyí, and Paramánanda Moyí. He was succeeded in his estate by his two sons. Paramánanda died unmarried, and the entire estate devolved upon Mohánanda. He died leaving a widow, who succeeded to the estate. The widow also died ; and at the time of her

* This part of the *Vyvastha* is wrong. See the subsequent remarks and observations.

† On a further enquiry it would have been found, that there is scarcely any writer of or commentator on a law-book current in Bengal who does not maintain that the right of the sister's son is conditioned on his existence at the time of death of his maternal uncle (or of his female heir if any intervene as having prior title) ; that of the modern pandits most have followed those author's and authorities : only a few have given *vyavasthás* contrary to the above, and consequently contrary to the law as current in this country ; and that it is the general maxim of the Hindu law that the right of succession cannot remain in abeyance in expectation of future birth of a preferable heir *not conceived* at the time of the owner's death a maxim which could not be denied even by Voidya Náth Misra (the present pandit of the Sudder Court.) who in the above and some other cases has said that the sister, as source of future production of a maternal grndson to her father, will hold for her son that may be born. See his first *Vyavasthá* in the case of Karuná Mayí.

মহানন্দ এক পত্নী রাখিয়া মরিলে এই পত্নী বিষয়াধিকারিণী হইল। অনন্তর এই পত্নীও মরিল। ইহার মরণ কালীন তৎপতির দত্তা ভগিনী আনন্দময়ী ও সানন্দময়ী এবং আনন্দময়ীর পাঁচ পুত্র ও সানন্দময়ীর দুই পুত্র এবং অবিবাহিতা পরমানন্দময়ী বর্ত্তমানা ছিল। অনন্তর আনন্দময়ীর স্বামির মৃত্যু হয়, ও সানন্দময়ী দুর্গাদাস ধর নামক আর এক পুত্র প্রসব করে।

জিলা বীরভূম ও মুরসিদাবাদ ও নদিয়ার পণ্ডিতদিগকে মুরসিদাবাদের জজ ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কহিলেন যে বর্ণিত অবস্থায় মহানন্দের মৃত্যু কালীন তাহার যে সাত ভাগিনেয় জীবিত ছিল তাহারাই মহানন্দের পত্নীর মৃত্যুর পর মাতুলের বিষয়াধিকারি, সানন্দময়ীর যে পুত্র পরে জন্মিয়াছে সে ঐ বিষয় ভাগী নহে। উক্ত জজ এই ব্যবস্থানুসারে এবং নজীরের প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক সানন্দময়ীর পরে জাত পুত্রের দাবী ডিসমিস্ করিলেন।

আপীলে সদর দেওয়ানী আদালত নিজ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১ মহানন্দের ও তৎপত্নী দ্রবময়ীর ত্যক্ত ধনে তাহাদের মরণের পরে সানন্দময়ীর গর্ভেজাত পুত্র নিজ ভ্রাতাগণের ও মাসতুতা ভ্রাতাদিগের সহিত সমান ভাগী কি না? এবং সানন্দময়ীর যদি আরো পুত্র জন্মে তবে তাহারাও ঐ বিষয়ের ভাগি হইবে কি না? ২ এই সকল বিষয়ে বঙ্গদেশে ও উড়িস্যাদেশে প্রচলিত যে শাস্ত্রসকল তাহা একই রূপ কি ভিন্ন রূপ? ৩ মহানন্দের ও তাহার পত্নীর মৃত্যুর পর আনন্দময়ীর পাঁচ পুত্রের এবং সানন্দময়ীর দুই পুত্রের অধিকার বিষয়ক যদি এক ডিক্রী হইয়া থাকে এবং ঐ ডিক্রী জারীতে যদি তাহারা আপন২ অংশ দখল পাইয়া থাকে, তবে ঐ ডিক্রী ও তাহার জারী সানন্দময়ীর পশ্চাজ্জাত পুত্রগণের দাওয়ার বাধক হইবে কি না?

পণ্ডিত প্রথম প্রশ্নের উত্তর করিলেন যে উপরি উক্ত অবস্থায় মহানন্দ ও তৎপত্নীর মৃত্যুর পর সানন্দময়ীর যে পুত্র জন্মিয়াছে সে প্রথমে বক্ষ্যমাণ প্রমাণানুসারে নিজ সহোদর ও মাসতুতা ভাইদিগের সহিত সমভাগী, কিন্তু তৎপরে বক্ষ্যমাণ আর ২ প্রমাণানুসারে ঐ পুত্র অধিকারী নয়।

প্রমাণ—

১ মনু—যাহারা জাত, যাহারা অদ্যাপি জন্মেনাই, এবং যাহারা গর্ভে আছে. সকলেই বৃত্তি আকাঙ্খা করে; বৃত্তিলোপ গর্হিত কর্ম্ম। দ্রষ্টব্য—কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১, পারা. ৪৫।

২ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার দায়ভাগটীকা—উপরি উক্ত বচনে 'বৃত্তিলোপ' পদের অর্থ এই যে পৈতামহ ধনে পৌত্রগণের বৃত্তিলোপ গর্হিত কর্ম্ম।

৩ বিবাদ ভঙ্গার্ণব—"উপরি উক্ত মনুবচনে যে বৃত্তি পদ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পৈতামহ ধন বিষয়ক"।

পণ্ডিত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর করিলেন যে সম্ভু কর বাজপেয়ী এবং উদয়কর বাজপেয়ীর প্রণীত গ্রন্থ উড়িস্যা দেশে অতিশয় প্রসিদ্ধ, আমি ঐ গ্রন্থের অনেক অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কখন প্রাপ্ত হইতে পারি নাই, অতএব আমি উক্ত বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কোন উত্তর দিতে পারি না। উক্ত পণ্ডিত আরো কহিলেন যে মিতাক্ষরাও উড়িস্যা দেশে চলিত, অতএব বঙ্গদেশে মিতাক্ষরা চলিত না থাকাতে উড়িস্যা ও বঙ্গ দেশীয় শাস্ত্রের মধ্যে বিশেষ আছে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর। "তৃতীয় প্রশ্নে লিখিত অবস্থায় ডিক্রী ও ডিক্রী জারীর পরে জাত পুত্রের দাওয়া অগ্রাহ্য হইবে, যেহেতু শাস্ত্রানুসারে রাজকর্ত্তৃক অন্য সাতজন ভাগির অধিকার পূর্ব্বেই নিশ্চিত হইয়াছে। মূল ধনির অর্থাৎ মহানন্দের পিতার যে দৌহিত্র ঐ মহানন্দের ও তৎপত্নীর মৃত্যুর পর জন্মিয়াছে ঐ ধনের ভাগিহইতে তাহার দাওয়া নাই।"

প্রমাণ—

মনু—১ একবারই অংশ হয়, একবারই কন্যা দত্তা হয়, একবারই মনুষ্যে কহে "দিলাম", এই তিন কর্ম্ম সৎলোকে একবার মাত্রই করিয়া থাকেন*।

বিবাদ ভঙ্গার্ণবে এবং আর২ গ্রন্থে ধৃত নারদবচন—২ প্রজা রাজার শাসনাধীন, রাজা প্রজাকে আজ্ঞা করিতে ক্ষমবান্*।

---

* উক্ত বচন দ্বয় এস্থলে প্রযুজ্য নয়। যে স্থলে বিভাগ ধর্ম্মতঃ হয় সেই স্থলেই প্রথম প্রমাণ খাটে (কুল্লূক ভট্টের মনুটীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যে স্থলে বিভাগ অধর্ম্মতঃ হইয়াথাকে সে স্থলে অবশ্যই পুনর্ব্বার বিভাগ হইবে যথা বিভক্তজ স্থলে হইয়া থাকে। বিবাদ ভঙ্গার্ণবের বিভাগপ্রকরণ দ্রষ্টব্য।

death there were living A'nanda Moyí, and Sánanda Moyí, her husband's married sisters; five sons he the former; two of the latter; and Paramánanda Moyí, her husband's unmarried sister. The husband of A'nanda Moyí subsequently died. Sánanda Moyí had another son named Durgá Dás Dhar.

The pandits of the Zillah courts of Beerbhoom, Moorshedabad, and Nuddea, being referred to by the Zillah Judge, declared that, under the circumstances stated, the seven nephews of Mohánanda, alive at the time of his death, were, on the death of his widow, entitled to the estate of their maternal uncle, and that the son of Sánanda Moyí subsequently born was not entitled to share in it. The judge, with reference to these *vyavasthás*, and precedents, passed judgment dismissing, the claim of Sánanda Moyí's sons subsequently born.

The Sudder Court, in appeal, asked their pandit:—1st. Is the son born to Sánanda Moyí, after the death of Mohánanda and his widow Drapa Moyí, entitled to share equally with his brothers and cousins in the estate left by Mohánanda and his widow?—and should other sons be born to Sánanda Moyí, will they also be entitled to share? 2nd. Are the laws on these points as current in Urissá and Bengal the same, or is there any difference between them? 3rd. Should a decree have been passed, after the death of Mohánanda and his widow, recognizing the right of the five sons of A'nanda Moyí and the two sons of Sánanda Moyí, and should they, in execution of such decree, have been put in possession of their shares, will the decree and subsequent execution in any way affect the claim of the sons of Sánanda Moyí subsequently born?

The pandit replied to the first question that, under the circumstances stated, the son born to A'nanda Moyí, after the death of Mohánanda and his widow, would be entitled to share equally with his brothers and cousins, according to the first authority which he would cite, but that he would not be entitled under other authorities which follow:

*Authorities*—

1. MANU:—They who are born, and they who are yet unbegotten, and they who are actually in the womb, all require the means of support; and the dissipation of their hereditary maintenance is censured. See Coleb. Dá. bhá. Ch. I. para. 45.

2. Gloss of SRI'KRISHNA TARKA'LANKAR on the *Dáyabhága*.—The term "dissipation of their hereditary maintenance, or deprivation of subsistence," in the above text means that "the deprivation of the grandsons of their share in their paternal grandfather's estate is censured."

3. *Virádabhangárnava*.—"In the text of MANU above cited, the word "*vritti*" or patrimonial support is used. This refers to ancestral property lineally inherited in the male line."

To the second question the Pandit replied, that the works of *Shambhúkara Bájpeí* and *Vidyákara Bájpeí* were in great repute in *Orissá*, that he had frequently enquired for those works, but had never succeeded in procuring them. He was therefore unable to speak with certainty on this point. He added that the *Mitákshará* was also current in Orissa; and thus there was a difference in the law as current in Orissa and Bengal, in which latter the *Mitákshará* was not current.

Reply to the third question. Under the circumstances stated in the third question, the claim of the son, born subsequently to the decree and execution thereof, would be affected; because, the right of the other seven shareholders having been settled by the ruling power in conformity with the law, the daughter's son of the original proprietor, the father of Mohánanda, born after the death of Mohánanda and his widow, has no claim to share in the estate."

*Authorities*—

1. MANU.—Once is the partition of an inheritance made; once is a damsel given in marriage; and once does a man say, 'I give:' these three are, by good men, done once for all, and irrevocably."* Ch. IX. V. 47.

2. NA'RADA, cited in the *Virádabhangárnava* and other works:—"The subjects are under the authority of their ruler, and the ruler is at liberty to give orders to his subjects.*"

* These authorities are inapplicable in the present instance. The first of them applies only where the partition was made justly (*dharmatah*: see *Kulluka Bhatta's* comment on the text cited). But where the property is ill distributed, it must again be divided, as in the case of a brother born *after* partition. See Coleb. Dig. vol. III. pp. 48, 49.

শ্রীযুক্ত ইস্মিথ সাহেবের নিকট মকদ্দমা পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে তিনি পণ্ডিতকে সদর আদালতের রিপোর্টের ১ বালামের ৩২৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রামদুলাল পাঁড়ের বিরুদ্ধে মোসম্মাৎ সুলক্ষণা প্রভৃতির মকদ্দমায় দত্ত ব্যবস্থার সহিত নিজ ব্যবস্থার সমন্বয়করিতে কহিলেন, এবং আদেশ করিলেন যে শম্ভুকর বাজপেয়ীর ও উদয় করবাজপেয়ীর গ্রন্থ যদি পাওয়া যায় তবে তাহা দৃষ্টি পুর্ব্বক আর এক ব্যবস্থা দেন, ইহাতে উক্ত পণ্ডিত উত্তর করিলেন যে উল্লিখিত গ্রন্থ পাওয়া গেল না, কিন্তু উক্ত মকদ্দমায় আর কোন ব্যবস্থা দিলেন না।

পণ্ডিতের উত্তর শ্রবণের পুর্ব্বে মে. ইস্মিথ সাহেব আদালত ত্যাগ করিলেন, পরে এই মকদ্দমা শ্রীযুক্ত রাট্রে সাহেবের সমীপে পেশ হইলে তিনি নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি বহাল রাখিলেন।

আপীলাণ্টের তজবিজ সানির দরখাস্তের মঞ্জুরীর বা নামঞ্জুরীর হুকুম দেওনের পুর্ব্বে শ্রীযুক্ত রাট্রে সাহেব পণ্ডিত বৈদ্যনাথ মিশ্রকে বর্ত্তমান মকদ্দমায় দত্ত ব্যবস্থার এবং রামদুলাল পাঁড়ে প্রভৃতির বিরুদ্ধে মোসম্মাৎ সুলক্ষণার মকদ্দমায়, ও জয়চন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে করুণাময়ীর মকদ্দমায় দত্ত ব্যবস্থার মধ্যে পরস্পর সমন্বয় করিতে কহিলেন, এবং তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া হইল যে উক্ত মকদ্দমায় আদালতের পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান মকদ্দমায় তাঁহার লিখিত ব্যবস্থার সহিত মিলে না, অপিচ বর্ত্তমান মকদ্দমায় তাহার নিজের লিখিত ও বাচনিক মত এবং জয়চন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে করুণা ময়ীর মকদ্দমায় তাঁহার লিখিত মত পরস্পর বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে। ইহাতে পণ্ডিত যে উত্তর দিলেন তাহা সন্তোষ জনক না হওয়াতে মে. র‍্যাট্রে সাহেব কলিকাতা কোর্টের পণ্ডিতের প্রতি মে. ইস্মিথ সাহেবের কৃত প্রশ্নের উত্তরের নিমিত্তে আগরার সদর আদালতের পণ্ডিতের সমীপে প্রেরণ করিলেন।

উক্ত আদালতের পণ্ডিতের উত্তর প্রাপ্ত হইয়া মে. র‍্যাট্রে সাহেব এক মিনিট লিখিলেন, তাহার শেষ ভাগ এই যে"—১৮৪০ সালের ১৬ জুলাই তারিখে তজবিজ সানির দরখাস্ত আমাকর্ত্তৃক পঠিত হইলে এই আদালতের পণ্ডিতকে উপরি উক্ত মতবৈলক্ষণ্য সকল সমন্বয় করিতে বলাযায়, এবং আগরার সদর আদালতের পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা দানের নিমিত্তে বিচার্য্য প্রশ্ন প্রেরণ করাযায়। এই পণ্ডিত এখানকার পণ্ডিতের দত্ত মতের এবং মিসিলে দাখিল আর ২ ব্যবস্থার পোষকতায় মত দেওয়াতে, এবং আমি অনুসন্ধানে যে ২ নজীর প্রাপ্ত হইলাম তাহা বহাল হওয়া নিষ্পত্তির পোষক হওয়াতে এই মাসের ৮ তারিখে (তজবিজ সানির) দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছি। অতএব দুর্গাদাস ভ্রাতাগণের সহিত সমভাগী হওনের যে দাওয়া করিয়াছে তাহা অগ্রাহ্য, * কিন্তু এই বিচার করণকালীন আমি এত পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি পড়িয়াছি ও তাহাতে এত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে এবং প্রকাশ্য প্রশ্নের উপর সামান্যতঃ এত বিরুদ্ধ মত উত্থাপিত হইয়াছে যে আর এক হাকিমের রায়ের নিমিত্তে পাঠান যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইল।

সদর আদালতের রিপোর্টেরপ্রথম বালামের ৩৭ ও ৩২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত এবং পঞ্চম বালামের ৪২ও-৫৫ ও৩১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত মকদ্দমা সকল বিবেচনাপুর্ব্বক মে. রাট্রে সাহেব নিজ মন্তব্য কথা লিখিয়া মিনিট প্রস্তুত করিলেন।

অনন্তর এই মকদ্দমা শ্রীযুক্ত টকর সাহেব ও রীড্ সাহেবের এজলাসে পেশ হইলে তাঁহারা একত্র বিবেচনা করিলেন,—যেহেতু এই মকদ্দমার বিচারকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রাট্রে সাহেব ইহার তজবীজ্ সানি নামঞ্জুর করিয়াছেন, অতএব অন্য জজ তাহা নামঞ্জুর করিতে পারেন না। ইহাতে শ্রীযুক্ত রাট্রে সাহেব চূড়ান্তরূপে তজবীজ সানি নামঞ্জুর করিলেন *।

**বিবেচনা**—মাতুলের মৃত্যুর পরে জাত ভাগিনেয় পিতৃদৌহিত্র বলিয়া সংক্রান্তধনে অধিকারী কি না এবিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক বিভিন্ন মত আছে যথা মে. রাট্রে সাহেবের মিনিটে উল্লিখিত মকদ্দমা সকল এবং ইহার পরে ধৃত ও ১৮৩৮ সালের ২৪ জুলাই তারিখে নিষ্পন্ন গঙ্গাচরণ সেনের বিরুদ্ধে শম্ভুচন্দ্র রায়ের মকদ্দমা দৃষ্টি করিলে প্রকাশ পাইবে। বর্ত্তমান মকদ্দমায় আপিলাণ্ট যে শিশুর পক্ষে দাওয়া করে তাহার জন্মের পুর্ব্বে মাতুলের মরণ কালীন বিদ্যমান পিতৃদৌহিত্রগণের অংশ আদালতের বিচারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই অবস্থা প্রযুক্তই আদালতের পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থানুসারে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল *।

---

* এই নিষ্পত্তি যথার্থ হইয়াছে, কিন্তু যে ইহা কারণে হইয়াছে তাহা যথার্থ নয়, কেননা মাতুলের মরণকালে গর্ভস্থ নয় কিন্তু তৎপরে জাত পিতৃদৌহিত্রের স্বত্ব যদি শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইত, তবে আদালতের যে নিষ্পত্তিপত্রে মাতুলের মরণকালীন বর্ত্তমান ভাগিনেয়দের ভাগ নির্ণয় করিয়া দেওয়া হয় তাহা ঐ পরজাত ভাগিনেয়র স্বত্বের হানিজনক হইতে পারিতনা যথা,—উক্ত রূপ বিভাগ নির্ণায়ক নিষ্পত্তি যদি পৈতামহ ধন বিষয়ে হইত তবে তাহাতে বিভক্তজের স্বত্ব শাস্ত্র সিদ্ধ হওয়াতে, এবং ঐ বিভক্তজ পুর্ব্বে বিভাগকারি ভ্রাতাদের স্থানে সমভাগ পাইতে যথাশাস্ত্র অধিকারী হওয়াতে উক্ত রূপ নিষ্পত্তি ভ্রমমূলক অথবা অশাস্ত্রীয় বলিয়া অকর্ম্মণ্য হইত। অতএব উক্ত নিষ্পত্তি বঙ্গদেশপ্রচলিত দায়শাস্ত্রসম্মত সাধারণ কারণ

The case having been again brought before Mr. Smith, he called upon the pandit to reconcile his present *vyavasthá* with that delivered in the case of Musst. Sulakkhna *versus* Rámdulál Pánde and others' (S. D. A. Rep. Vol. I. p. 324,) and to give a further exposition of the law after consulting the works of *Sambhukara Bajpeí* and *Vidyákara Bájpeí* if procurable. To this the pandit replied that he had not been able to procure the works alluded to, but gave no further exposition of the law of the case.

Before the pandit's reply had been heard, Mr. Smith left the court, and the case was then laid before Mr. Rattray, who confirmed the judgment of the lower court.

Before passing any orders as to the admission or rejection of the appellant's application for a review of judgment, Mr. Rattray called upon the pandit (Voidanáth Misra) to explain the discrepancies between the opinions given in this case and in those of Musst. Sulakkhná *versus* Rámdulál Pánde, and Karuná Moyí *versus* Jaychandra Ghose. It was pointed out to him that the opinion given in that case by the pandits of the Court, was at variance with his written *vyavasthá* in the present action: and further that his own written and verbal opinions in the present case, as also his written opinions in the present case and in that of Karuná Moyí *versus* Joychandra Ghose, appeared to him opposed to each other.

The pandit's reply to this not being satisfactory, Mr. Rattray then referred the questions put by Mr. F. C. Smith to the pandit of the Calcutta Court, for the opinion of the pandit of the Western Court.

On the receipt of the reply of the pandit of the Western Court, Mr. Rattray recorded his minute, the latter part whereof is as follows: "On the 16th July 1840, a petition for a review of the decision passed, was read by me. The pandit of this Court was called upon to explain asserted discrepancies; and the pandit of the Western Court for a *vyavasthá* on the question at issue. This latter being confirmatory of the opinion delivered by the pandit here, and of other *vyavasthás* on the record, and such precedents as I could discover being in favour of the judgment which had been affirmed, I rejected the petition, on the 8th instant; and the claim of Durgá Dás, to share with his brethern, stands disallowed.* At the same time I have met with so much contradiction or doubt, and with so many apparently conflicting opinions on the question generally, that I have thought it advisable to send on the case for another voice.

Mr. Rattray concluded his minute with referring to the cases reported at pages 37 and 324, volume I., and pages 42, 55, and 315, volume V. of the Reports.

The case was then laid before Messrs. Tucker and Reid jointly, who remarked that as Mr. Rattray, the deciding judge, had disallowed the application for a review, no other judge could admit it. On this Mr. Rattray finally disposed of the case, by a rejection of the application.

*Remarks.*—The right of a sister's son, born after the death of his maternal uncle, to succeed to ancestral property as the father's daughter's son, is a point on which much difference of opinion exists between pandits, as may be seen by a reference to the cases cited in Mr. Rattray's minute, and to that of Sambhu Chandra Ráy *versus* Gangá Charan Sen, under date the 24th July 1838. In the case now reported, a judgment of court fixing the shares of the several sisters' sons in existence at the time of the death of the maternal uncle, had intervened prior to the birth of the infant for whom the appellant claimed, and it was this circumstance that, under the exposition of the law as given by the pandits, governed the judgment* of the Court.

---

* This judgment is correct, but the principle upon which it is based is wrong, for if the father's daughter's son born afterwards and not conceived at the time of his maternal uncle's death had any right according to the Hindu law, then a judgment of the Court fixing the shares of several sisters' sons existing at the time of death of the maternal uncle could not affect his title: e. g. had such judgment been passed in the case of paternal property, in which a brother born after partition is declared by the law entitled to take an equal share from his brothers who had previously divided, it would be held void as being erroneous, or not borne out by the law. The above judgment therefore ought to have been founded on the general principle of the Hindu law, viz. that the father's daughter's son, born *after* the death of the maternal uncle, has no title to the deceased's property, whether it was or was not previously divided by those nephews who existed at the time of death of the deceased (or his female heir if any intervene).

বিরুদ্ধ ব্যবস্থা। পিতৃদৌহিত্রের স্বত্ব-কারণনির্ণয়বিষয়ে জীমূতবাহন যে মত স্থির করিয়াছেন ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারাদি যদনুগামি হইয়াছেন তদনুসারে সকল নব্যপণ্ডিতই প্রায় ব্যবস্থা দিয়াছেন, তদতিক্রমে কেবল অত্যল্প সংখ্যক পণ্ডিত অর্থাৎ শোভারাম শর্ম্মা, বৃন্দাবন চন্দ্র শর্ম্মা ও চতুর্ভুজ শর্ম্মা কহিয়াছেন যে—অবিবাহিতাবস্থায় মৃত মাতুলকে অর্শিয়াছিল যে পিতৃধন তাহাতে (উপযুক্ত কালে বিবাহিতা) সহোদরা ভগিনীর গর্ভে জাত এবং অজাত পুত্র অধিকারি হইবে (১)। দুই বা তিন পণ্ডিত মত দিযাছেন যে—পত্নী বা অন্য নারী যদি মৃত ধনির উত্তরাধিকারিণী হয় তবে তাহার মরণকালে জীবিত আর তৎপরে জাত উভয়রূপ পিতৃদৌহিত্রকেই সমানরূপে বিষয় অর্শে, এবং তৎপরে যদি এক বা অনেক ভাগিনেয় জন্মে তবে তাহারাও উক্ত জীবিত ভাগিনেয়দের সহিত সমভাগি হইবে (২)। এবং বৈদ্যনাথ মিশ্র কহিয়াছেন—"যাহারা জাত এবং যাহারা (অদ্যাপি) জাত হয় নাই, ও যাহারা গর্ভে আছে, সকলেই বৃত্তির আকাঙ্খা করে, বৃত্তিলোপ গর্হিত কর্ম্ম"—এই মনু বচনানুসারে, মাতুলের মরণের পরে জাত পিতৃদৌহিত্র মাতুলের মরণকালীন জীবিত ভাগিনেয়দের অর্থাৎ ভ্রাতা ও মাতৃস্বসারপুত্রদের সহিত সমভাগি হইবেক; কিন্তু অন্যান্য মতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকৃত দায়ভাগটীকার মতে ও বিবাদভঙ্গার্ণবের মতে পরে জাত ভাগিনেয় বিষয়ভাগী হইবে না, উক্ত টীকাতে লিখিত আছে যে উক্ত বচনস্থ বৃত্তিপদে পৈতামহধন বুঝায়, তাহাতে পৌত্রের ভাগ লোপ করা গর্হিত কর্ম্ম। বিবাদ ভঙ্গার্ণবে কথিত হইয়াছে যে উক্ত মনুবচনে ব্যবহৃত বৃত্তি পদে ক্রমাগত পৈতামহ ধন বোধ্য (৩)। ভগিনী পিতৃদৌহিত্রের জননাকর, তদ্দারা ধনির ও তৎপিতৃদৌহিত্রের পরস্পর সম্বন্ধ জন্মে। যদি ধনির মরণকালে ভাগিনেয় নাওথাকে তথাপি (যেহেতু পিতৃদৌহিত্রের স্বত্বঅন্যরূপে সংস্থাপিত হইতে পারে না) ঐ ভগিনী ধনাধিকার করিতে অধিকারিণী, এবং পুত্র উৎপাদনকাল পর্য্যন্ত তাহা নিজাধিকারে রাখিতে যোগ্যা। ভগিনীর এই অধিকার পত্নী পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারিহীন হইয়া মৃতধনির দুহিতার অধিকারের ন্যায় (৪)। যদি ভগিনীর পুত্রের মৃত্যু হয় ও ভগিনীর তখনও পুত্র উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে, তবে ঐ মৃত পুত্রের জনিষ্যমান ভ্রাতা বা ভ্রাতাদের নিমিত্তে বিষয় ঐ ভগিনীকে অর্শিবে, যেহেতু তদ্ব্যতীত তাহাদের স্বত্ব রক্ষার উপায় নাই (৫)। যদি মৃত ধনির ভগিনীর পুত্র নাও থাকে তথাপি ঐ ভগিনীর যত কাল পুত্র জনন সম্ভাবনা থাকে তত কাল সে ঐ বিষয় অধিকার করিতে অধিকারিণী (৬)। যদি ধনির মৃত্যুকালীন পিতৃদৌহিত্র না জন্মিয়াথাকে কিম্বা গর্ভস্থও না হইয়া থাকে তবে ঐ ভগিনী পিতৃদৌহিত্রের জননাকর রূপে বিষয়াধিকারিণী হইবে (৭)।

বিরুদ্ধ ব্যবস্থা খণ্ডন— এই সকল মত বঙ্গদেশমান্য কোন গ্রন্থকর্ত্তা বা টীকাকর্ত্তা লিখেন নাই, স্বীকারও করেন নাই, প্রত্যুত এমত মত এতদ্দেশে অত্যন্ত মান্য জীমূতবাহন ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের সংস্থাপিত মতের বিরুদ্ধ, কেননা তাঁহাদের মত এই যে—"পিতার নিধনকালীন পুত্রের যে জীবন সেই তাহার স্বত্ব-উৎপাদক *। পুত্রের জীবনই স্বত্বের প্রতি কারণ, পিতার নিধনকাল তাহাতে সহকারী মাত্র †। এতাবতা উপরি উক্ত মত কতিপয়কে বঙ্গদেশপ্রচলিত শাস্ত্রের বিরুদ্ধ গণ্য করিতে হইবে। মাতুলের মরণকালে গর্ভস্থ নয় অথচ তৎপরে জাত এমত ভাগিনেয় যদি মৃত মাতুলের মৃত্যু কালে বর্ত্তমান উত্তরাধিকারিকে নিরাশ করিয়া অধিকারী হয়, অথবা তৎকালে বর্ত্তমান আরং ভাগিনেয়দের সহিত ধনভাগী বিবেচিত হয়, তবে উক্ত প্রামাণিক মতের বিপরীতাচরণ হইল, এবং "স্বত্ব নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না" শাস্ত্রের এই যে সাধারণ বিধান তাহারও অতিক্রম হইল, যেহেতু তেমত হইলে মাতুলের মরণকালীন বর্ত্তমান যে শাস্ত্রস্বীকৃত দায়াদ সে

মূলক হওয়াউচিত ছিল. তাহা এই যে মাতুলের (অথবা তৎস্ত্রী উত্তরাধিকারিণীর) মরণকালীন বর্ত্তমান পিতৃদৌহিত্রেরা পূর্ব্বে বিভাগ করিয়া লইয়া থাকুক না থাকুক তৎপরে জাতপিতৃদৌহিত্র তদ্ধনে অধিকারী ও ভাগী নয়।

(১) স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ৫৫।
(২) স. দে. আ. রি. বা. ১ পৃ. ৩২৬ ও ৩২৭।
তথা বা. ৫. পৃ. ৪৫ ও ৩১৮।
(৩ স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ.) ২২৮।
(৪) স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ ৪৫।
(৫) স. দ. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ৩২১।
(৬) স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ২৩৬।
(৭) স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ৩১৮।

* জীমূতবাহন। পিতা ও পুত্র পদে সম্পর্কিমাত্রকে বুঝায় (দা. ভা. পৃ. ৩)। অর্থাৎ পিতা বা পিতৃপদ পূর্ব্ব স্বামি মাত্রের বোধক, পুত্রপদ অধিকারি শৃঙ্খলায় পরিগণিত সম্পর্কিমাত্রের সূচক।

† শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকা পৃ. ২১। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৭।

Repugnant Vyavasthá's.

Regarding the origin or cause of title of the father's daughter's son, the opinion of the large majority of the modern pandits is in conformity with the principle laid down by our great Bengal author JI'MU'TAVA'HANA and adopted by SRI' KRISHNA and the other compilers and commentators current in Bengal. There are however exceptions: Shobbá Rám Sarmá, Brindában Chandra Sarmá, and Chaturbhuj Sarmá have declared, that the sons, born and unborn, of a whole sister (married within the proper time,) would take her predeceased father's estate, which had vested in her minor brother, who had died before marriage (1). Two or three pandits have declared, that the estate of a deceased proprietor legally devolves, after the death of his female heir (if any intervene,) to his father's daughter's sons who were then alive, and to the other sons of the sister, who are since born, in equal portions; and that should one or more sons be hereafter born of the sister, he or they also would be entitled to share with the other sons of the sister, who are now living (2). And Voidyanáth Misra has given his opinion as follows:—The Father's daughter's son, born after the death of the late proprietor, would be entitled to share equally with his brothers and cousins, according to this text of MANU cited in the *Dáyabhága:* "They who are born, they who are yet unbegotten, and they who are actually in the womb, all require the means of support; and the dissipation of their hereditary maintenance is censured." But that he would not be entitled under other authorities, viz. gloss of SRI' KRISHNA TARKA'LANKA'RA on the *Dáyabhága:* "The term dissipation of their hereditary maintenance, or deprivation of subsistence in the above text means that the deprivation of grandsons in their share in the paternal grandfather's estate is censured." And *Vivádabhangárnava:* "In the text of MANU above cited, the word "*Vritti*" or patrimonial support is used. This refers to ancestral property lineally inherited in the male line (3). The sister is the source of production of daughter's sons to the father, and the medium of their relation. If, at the death of the proprietor, no son of his sister existed, still (since the right of the father's daughter's son could not be otherwise established) she was entitled to enter on the succession, and hold until production of her male issue. This too was analogous to the succession of the daughter to the estate of the father, who died leaving no male issue or his widow (4). If the sister's son die, and the sister may still have the prospect of bearing male issue, the estate would devolve on her for the brother or brothers of her late son who may be born; otherwise the right could not be preserved (5). Supposing that the sister (of the late proprietor) had no son, she would still be entitled to hold possession as long as there was a hope of her bearing one (6). If, on the death of the proprietor, no son of his father's daughter may have been born, or conceived, then his sister, as source of the future production of a maternal grandson to his father, will succeed (7).

Repugnant Vyavasthá's refuted.

Such opinions have neither been declared nor sanctioned by any of the compilers of, and commentators current in Bengal: further, they are repugnant to the doctrine laid down by JI'MU'TAVA'HANA and SRI' KRISHNA, the greatest authorities in Bengal, viz. "The existence (of the son) at the time of the father's death alone constitutes the son's title."* "The meaning is, that existence of the son is the sole cause of heritable right, to which the time of the father's death is an aid."† Opinions like these must therefore be held as repugnant to the principles of the Bengal code. If the sister's son, neither born nor *conceived* at the time of his maternal uncle's death, be held entitled to inherit to the exclusion of the heir who was then *in esse*, or to share with his brothers and cousins then living, i. e. when the maternal uncle died, it will be in violation of the above quoted axioms as well as of another equally stringent, that "*right does not remain in abeyance.*" In the first

(1) S. D. A. R. vol. V. p. 55.
(2) S. D. A. R. vol. I. pp. 326, 327, and vol. V. p. 45. & 318
(3) S. D. A. R. vol. VI. p. 228.
(4) S. D. A. R. vol. V. p. 45.
(5) Vol. V. p. 321.
(6) S. D. A. R. vol VI p. 236.
(7) S. D. A. R. Vol. V. p. 318.

* JI'MU'TAVA'HANA. Here the expressions "*father*" and "*son*" severally indicate any relation. *Ibid* (vide Coleb. Da Bhá. p. 3). that is to say, the expression *father* is meant to signify the predecessor or former owner, and *son* is meant to indicate any relative included in the order of succession as entitled to inherit.

† SRI' KRISHNA's commentary on the *Dáyabhága*, Saus. p 21. See V. D. P. 7.

দায়াধিকারী হইতে পারিবে না, কিন্তু ঐ দায় আরো নিকট দায়াদের ভবিষ্যৎ জন্মের অপেক্ষায় অনিশ্চিত কাল পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে, এতাবতা শাস্ত্রের নির্ণীত অধিকারিশৃঙ্খলা ভঙ্গকরা হইল।

শেষোক্ত পণ্ডিত কহেন— মাতুলের মরণকালে বিদ্যমান ভাগিনেয়দের সহিত তৎপরে জাত ভাগিনেয় উক্তমনু-বচনানুসারে স্বত্বভাগী হইবে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকার ও বিবাদভঙ্গার্ণবের ব্যাখ্যানুসারে সে বিষয়ভাগী হইবে না যেহেতু এই দুই গ্রন্থে উক্ত মনু-বচন কেবল পৈতামহ ধনবিষয়ক কথিত হইয়াছে। পরন্তু জ্ঞাতব্য এই যে মনুবচনের উক্ত ব্যাখ্যা কেবল উক্ত গ্রন্থকর্ত্তারাই করিয়াছেন এমত নহে কিন্তু বঙ্গদেশাদৃত সকল গ্রন্থকর্ত্তাই ঐ মত স্পষ্টতঃ বা ইঙ্গিতে কহিয়াছেন, এবং (অভিনব ব্যাখ্যা অস্বীকার পূর্ব্বক) নব্য পণ্ডিতেরা সর্ব্ববাদিসম্মতিতে এমত স্বীকার করিয়াছেন যে উক্ত বচন পৈতামহ ধন ভিন্ন অন্য বিষয়ে খাটে না, উপরি উক্ত পণ্ডিত যিনি দায়ভাগাদির বিপরীতে উক্ত বচনকে এস্থলে সাধারণ বিষয়-বিষয়ক দেখাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন তিনিও অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে মনুর উক্ত বচন কেবলপৈতামহ ধনবিষয়ক, বরং উক্ত বচনের উক্ত রূপমাত্র প্রয়োগ জয়চন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে করুণাময়ীর তজবীজ সানির মকদ্দমায় দৃঢ় রূপে স্বীকার করিয়াছেন, তদ্‌যথা— "দ্বিতীয় প্রমাণ (অর্থাৎ মনুর উক্ত বচন) পৈতামহ ধনবিভাগ-বিষয়ক, এবং তাহাতে পিতা স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত পৈতামহ ধন পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে এই আশঙ্কায় নিষিদ্ধ যে পাছে তাহাতে পরেজাত পুত্রের বৃত্তিলোপ হয়। মাতুলের ধন ভাগিনেয়র পক্ষে তদ্রূপ বিবেচিত হয় নাই, প্রত্যুত ভাগিনেয়র যে অধিকার তাহা আকস্মিক, তাহার অধিকারের অন্যথা হইলে বৃত্তিলোপ রূপ গর্হিত কর্ম্ম হয় না"। এতাবতা এই ব্যবস্থাপিত বিধি বোধ করিতে হইবে যে মাতুলের পরেজাত পিতৃদৌহিত্র উক্ত মনু-বচনানুসারে তদ্ধনাধিকারী নয়,।

. ধনির মৃত্যুর পরে জন্মিয়াছে অথচ মৃত্যুকালে গর্ভস্থ হয় নাই এমত পিতৃদৌহিত্রের জনন পর্য্যন্ত যদি তৎসম্ভাবিতা মাতা অর্থাৎ ধনির ভগিনী এই কারণে বিষয়াধিকার করিতে যোগ্যা হয় যে তদ্ব্যতীত পিতৃদৌহিত্রের অধিকার স্থাপিত হইতে পারে না, তবে পিতার ভগিনী অথবা ধনির মরণকালীন গর্ভস্থ নয় পরন্তু পরে জনন সম্ভাবনা আছে ও জন্মিলে অগ্রগণ্য হইবে এমত উত্তরাধিকারির জননশালিনী স্ত্রীলোক মাত্রেই কেন আপনার ভবিষ্যৎ অথচ অনিশ্চিত পুত্রের স্বত্বের রক্ষা নিমিত্তে অধিকারিণী হইতে পারুক না। কন্যার ন্যায় ভগিনীর কোন রূপে অধিকার হইতে পারে না, যেহেতু কন্যা অধিকারি-শৃঙ্খলা মধ্যে পরিগণিতা, কন্যা দৌহিত্রের পূর্ব্বে যথাশাস্ত্র স্বত্ববতী বলিয়া অধিকারিণী হয়, এবং দৌহিত্র জননে তাহার স্বত্ব যায় না, কিন্তু যাবজ্জীবন অধিকার করিয়া মরিলে পর যদি দৌহিত্র জীবিত থাকে, তবে সে অধিকারী হয়, কিন্তু ভগিনী পুত্রের পূর্ব্বে অধিকারিণী হইতে পারে না, যেহেতু কোন ক্রমে ভ্রাতার ধন অধিকার করিতে তাহার অধিকার নাই, (ইহা ইহার পরেই উত্তম রূপে অবগতি হইবে)। উপরি উক্ত (৪ সংখ্যক) ব্যবস্থার পোষকতায় যে প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন বিষয়ে প্রযুজ্য, তন্মধ্যে এক প্রমাণবিষয়ে এস্থলে বিবেচনা আবশ্যক, অর্থাৎ দায়ভাগের বিভক্তজ-বিভাগ প্রকরণে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বচন। উক্ত পণ্ডিত কহেন উক্ত বচনে দৃশ্য বস্তু হইতে বিভাগের পরেজাত পিতৃদৌহিত্রদের অংশ বিধান হইয়াছে। এইমতের ভ্রম দায়ভাগের উক্ত প্রকরণ পাঠেই প্রকাশ পাইবে, কেননা ঐ প্রকরণে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে ঐ বচন পৈতামহ ধনে খাটে অন্য বিষয়ে খাটেনা, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারাদি নিবন্ধাদিগেরও মত এই।

অপিচ উক্ত পণ্ডিত কহেন— যদি ভাগিনেয় মরে ও ভগিনীর তখনও পুত্রজননের আশা থাকে তবে মৃত ভাগিনেয়র ভবিষ্যৎ ভ্রাতা বা ভ্রাতাদিগের নিমিত্তে বিষয় ঐ ভগিনীকে অর্শিবে। এই ব্যবস্থা উভয়তঃ অসঙ্গত; অর্থাৎ প্রথমতঃ— উক্ত ভাগিনেয় যদি মাতুলের ধনাধিকারী হইয়া এবং পিতা পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মরিয়া থাকে তবে ঐ ভগিনী তৎকালে সম্ভাবিতপুত্রা হউক বা না হউক নিজ মৃত পুত্রের জননী ও উত্তরাধিকারিণী বলিয়া অধিকারিণী হইবেক, তৎপুত্রের মাতুলের ভগিনী বলিয়া আপনার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পুত্রের স্বত্ব রক্ষার নিমিত্তে অধিকার করিবে না, এবং তাহার স্বত্ব জন্মিলে ভবিষ্যৎপুত্রের জননে ঐ স্বত্ব ধ্বংস হইয়া ঐ পুত্রে বর্ত্তিতে পারে না, কেননা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের সাধারণ বিধান এই যে কাহারো স্বত্ব একবার জন্মিলে তাহার মরণ বা পাতিত্যাদি বিনা ধ্বংস হয় না। এতাবতা ঐ ভগিনীর ভবিষ্যৎ পুত্র নিজ মাতা হইতে বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না যেহেতু ঐ মাতা তাহার স্বত্ব রক্ষার নিমিত্তে জিম্মাদারের ন্যায় বিষয়াধিকারিণী হয় নাই কিন্তু নিজে যথাশাস্ত্র স্বত্ববতী বলিয়া অধিকারিণী হয়। তাহার মৃত্যুকালে যদি ঐ পুত্র জীবিত থাকে তবে তৎপরে অধিকারী হইবে। দ্বিতীয়তঃ— যদি ঐ

case, the property of an owner will not be inherited by the acknowledged heir existing at the time of his death (natural or civil), but must be reserved for an indefinite period in expectation of the future birth of a preferable heir, not yet conceived: thus the entire order of succession becomes intercepted and broken.

The pandit last alluded to has declared, that a father's daughter's son, born after the death of the late proprietor, would be entitled to share equally with his brothers and cousins *in esse* when the uncle died, according to the text of MANU which he cited; but that he would not be entitled under SRI' KRISHNA'S commentary on the *Dáyabhága*, and under *Vivádabhangarná*, in both of which the above text of MANU is declared to refer to ancestral property lineally inherited in the male line. It is however to be borne in mind that the same exposition of the said text of MANU is given either expressedly or impliedly by all the authorities of the Bengal school, and that (barring the exception and innovation of which we are now treating) it has been universally admitted by the modern pandits that the text in question does not apply to any property other than that of ancestors in the male line. Even our dissentient pandit has found himself unable to be consistent in his departure from the received doctrine. He had, in a prior *vyavasthá*, given on review of judgment in the case of Karuná Moyí *versus* Joy Chandra Ghose, thus expressed himself: "As for the second proof (i. e. the text of MANU above cited), that regarded the case of paternal partition, and prohibited the father from dividing a lineally descended property *(Kramágata)* amongst his sons, while the mother was yet fecund, lest the patrimonial support *(Vritti)* of the after born should fail. Now the estate of the maternal uncle was not considered as such, in respect of the sister's son; on the contrary the succession of the latter was casual, and by its deviation from the sister's son, the condemned act of deprivation of subsistence did not arise." It is therefore to be held as law under the above text that the sister's son, born after his maternal uncle's death, is not entitled to inherit.

If the sister be held entitled to enter on the succession and hold until her son be born (although not conceived at the time of her brother's death), because the right of the father's daughter's son could not otherwise be established; why is not the father's sister, or any other female, who may be the probable mother of the offspring which if born would have had a prior title to inherit, held entitled to enter on the succession in order to preserve the right of her future but uncertain male issue? But no lawgiver has provided for the custody and charge of the estate of the unborn during an indefinite period: inasmuch as the succession could not remain in abeyance but must immediately pass to the surviving heir then in *esse*. The succession of the sister is by no means analogous to the succession of the daughter, inasmuch as the latter is not one of the designated heirs, and inherits *before* her son in her own right, which does not cease on the birth of her own or sister's son, but lasts to the end of life: after her death, the property, if he survive, devolves upon him, whereas the former cannot succeed before her son, for as sister she has no title whatever to succeed to her brother's estate. The authorities cited in support of the above *Vyavasthá* (No. 4.) are applicable to an entirely different subject. One of them requires to be here noticed, viz. the text of JA'GNYAVALKYA cited in the *Dáyabhága*, in the chapter which treats on the participation of sons born after partition. "This" the pandit says, "provides for their shares from the apparent estate." The error of this *vyavasthá* will be manifest on perusal of the very chapter of the *Dáyabhága* where the text is shown to apply to the estate of ancestors in the male line, and not to any other. Such is also the opinion of SRI' KRISHNA and other scholiasts.

The pandit has declared: "If the sister's son die, and the sister may still have the prospect of bearing male issue, the estate would devolve on her for the brother or brothers that may be born, otherwise the right could not be preserved." But this is inconsistent either way. I. If the sister's son have died after the succession has devolved upon him, and left neither issue, nor widow, nor father, then shall the said sister succeed, not however as sister of her deceased son's maternal uncle, and in order to preserve the estate for another son who may possibly be born to her, but as mother and designated heir of her late son, be she capable of bearing male issue or not: the succession having once devolved upon her cannot be divested and transferred to her son who may afterwards come

ভাগিনেয় মাতুলের [illegible]রাধিকারী ও বিষয়াধিকারী না হইয়া মরিয়া থাকে, তবে ভগিনী নিজ পুত্রের জননী বলিয়া দাওয়া করিতে পারেন না যেহেতু এই পুত্রকে বিষয় অর্শে নাই, ঐ পুত্রের মাতুলের ভগিনী বলিয়াও দাওয়া করিতে পারেন না যেহেতু ভগিনী কোন ক্রমে অধিকারিণী নয় *। এবং পূর্ব্বোক্ত কারণ সকলে † অনিশ্চিত কালে জনিষ্যমাণ ভাবি পুত্রের বন্ধু বলিয়াও দাওয়া করিতে পারেন না।

ভগিনী পিতৃদৌহিত্রের জননাকর বটে কিন্তু তাহা স্বত্ব জননের প্রতি কারণ নয়। উত্তরাধিকারির জননাকরত্ব যদি স্বত্ব জননের কারণ হইত তবে যে পিতৃষ্বসা কিম্বা অন্য কোন স্ত্রীলোক ধনির অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারির জননাকর বলিয়া গণ্যা সে অবশ্যই ধনাধিকারিণী হইত। বস্তুতঃ কোন কারণে ভগিনী কিম্বা অন্য স্ত্রীলোক ধনাধিকারিণী নয়; স্ত্রীলোকেরঅধিকার স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা— "যজ্ঞের নিমিত্তে ধন বিহিত, অতএব তাহা ধর্ম্মযুক্ত পাত্রে অর্পিত হউক, স্ত্রী মুর্খ ও বিধর্ম্মী যেন প্রাপ্ত হয় না" ‡। বৌধায়ন ঋষি—"স্ত্রী অধিকারিণী" এই অনুবৃত্তি ভাবনায় বলিয়াছেন" স্ত্রীলোক ও কোন ইন্দ্রিয়হীন ব্যক্তিরা দায় বিষয়ে নয়, এই শ্রুতি আছে" অর্থাৎ দায়রূপ ধনে অধিকারি নয়। পত্নী প্রভৃতির যে অধিকার তাহা বিশেষ বচনহেতু অবিরুদ্ধ" §। অতএব পত্নী দুহিতা জননী পিতামহী ও প্রপিতামহীর যে অধিকার সে কেবল বিশেষ বচনানুরোধে ব্যবস্থাপিত ¶। কিন্তু ভগিনীর অধিকার বোধক কোন বচন নাই; প্রত্যুত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভগিনীর অধিকার বিশেষ করিয়া নিরাশ করিয়াছেন যথা" যদ্যপি দুহিতার অভাবে দৌহিত্রের অধিকার বৎ পিতৃদৌহিত্রের পূর্ব্বে ভগিনীর অধিকার হওয়া যুক্ত ছিল তথাপি সে স্ত্রীলোক এবং পার্ব্বণপিণ্ডদানে অনধিকারিণী বলিয়া অধিকারিণী নয়, দৌহিত্রের পূর্ব্বে দুহিতার যে অধিকার তাহা "অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি" ইত্যাদি বিশেষ বচন হেতু §। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও ঐ মত কহিয়াছেন, যথা— "এমত আপত্তি করা উচিত হয় না যে তেমত হইলে ভগিনী প্রভৃতিকে পুত্রাদির দ্বারা উপকার করণকারণে দায়াধিকারিণী হইতে অধিকার আছে। তাহাদের দাওয়া উপরি উক্ত বচনে লুপ্ত হইয়াছে এবং বৌধায়ন ঋষি স্ত্রী-মাত্রকে দায়াধিকারিণী হইতে অযোগ্যা কহিয়াছেন। পরন্তু উক্ত বচনে পত্নী প্রভৃতির অনধিকার হইতে পারে না যেহেতু তাহাদের অধিকার বিশেষ বচনে সংস্থাপিত হইয়াছে ¶ (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮)। আশ্চর্য্য এই যে যে পণ্ডিত শোষোক্ত পাঁচ বিরুদ্ধ ব্যবস্থা দিয়াছেন তিনিই স্থানান্তরে ** আপনার এই উক্তি খণ্ডন করিয়া উপরি লিখিত জীমূতবাহন প্রভৃতির মতে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছেন।

উপরি উক্ত সপ্তব্যবস্থার মধ্যে ৫ ও ৭ সংখ্যক ব্যবস্থাকে শ্রীযুক্ত ওয়ালপোল সাহেব শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির বিরুদ্ধে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মকদ্দমার বিচার কালে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, (দ্রষ্টব্য— ব্য. দা. পৃ. ২২৪); এই মকদ্দমায় তিনি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা যথাশাস্ত্র এবং নির্ব্বিবাদ। পরন্তু অন্য কএক ব্যবস্থার দশা ঐ রূপ না হইয়া প্রত্যুত তাহার অধিকাংশ নিম্ন প্রকাশিত নিষ্পত্তি কতিপয়ে বহাল রহিয়াছে।

* রাজা দামোদর চন্দ্র দেব প্রভৃতির বিরুদ্ধে রাজকুমারী কৃপাময়ী দেবীর মকদ্দমায় সদর আদালত নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে মাতা পুত্রের ধনে অধিকারিণী হইলে ঐ ধন ঐ মাতার কন্যাকে অর্থাৎ ধনির ভগিনীকে অর্শিবে না, যেহেতু ভগিনী ভ্রাতার ধনে অধিকারিণী নয়। ২০ ফেব্রুরি ১৮৪৫ সাল. স. দে. আ. রি. বা. ৭, পৃ, ১৯২।

এলবরলিং সাহেবের পুস্তকের ৬৭ ও ৬৮ পৃষ্ঠা, ও মেকনাটন সাহেবের হিন্দু-ল-র ২ বালামের ৮৫ ও ৯৭ পৃষ্ঠা, এবং সর ফ্রানসিস্ মেকনাটন সাহেবের কনসিডরেসনস্ অন দি হিন্দু-ল নামক গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৪,৭,১০। দ্রষ্টব্য।

† অর্থাৎ শাস্ত্রকর্ত্তাদের মধ্যে কেহই অনিশ্চিত কালে জনিষ্যমাণ বালকের স্বত্ব রক্ষার বিধান করেন নাই, এবং অনিশ্চিত কালের নিমিত্তে স্বত্বও নিরাশ্রয় থাকে না, ধনির মরণকালে যে উত্তরাধিকারি জীবিত থাকে তাহাতেই তৎক্ষণাৎ স্বত্ব গিয়া বর্ত্তে; ধনির মরণকালে জাত কিম্বা গর্ভস্থ নয় যে তাহার স্বত্ব নাই।

‡ মিতাক্ষরা পৃ. ২০৯। বি. দা. ভা. দ্বী র. ৮। § দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩৩। ¶ ঐ সকল বচন ব্যবস্থাদর্পণে তৎপ্রত্যেকের অধিকারপ্রমাণে ধৃত হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।

** দ্রষ্টব্য—জয়চন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে করুণাময়ীর তজবিজ সানির মকদ্দমা, স. দে. আ. রি. বা. ৫. পৃ. ৪৪। ব্য. দ. পৃ. ২৪০।

*in issue*, it being the general and inflexible rule, that succession once vested is indefeasible until the natural or civil death of the taker. So in this case, the future brother of the late sister's son could not take the property from his mother (during her life), inasmuch as she held it in her own right, as heir, and not as a mere custodian or trustee for him. After her death of course the property, if he survive, devolves upon him. II. If the sister's son had died without being the heir and successor of his maternal uncle, the sister could not claim as mother to her son, because the succession did not devolve on him; nor could she succeed as sister of her late brother, for the sister is no heir*; nor as a *bandhu* for her sons who may possibly be born, for the reasons which we have already urged.†

True the sister is source or cause of existence of the maternal grandson, but this is not a cause of title were it otherwise, any woman (as already observed) who might produce a preferable heir would have title to inherit. As a rule, no ground or cause whatever is admitted as a title to a sister or any woman to inherit: women are expressly debarred from inheriting, by the following texts: "Wealth was ordained for the sake of defraying sacrifices; therefore it should be allotted to persons who are concerned with religious duties, and not be assigned to women, to fools, and to people neglectful of holy obligations."‡ *Boudháyana*, after premising "a woman is entitled," proceeds—"not to the heritage; for females and persons deficient in an organ of sense or member, are incompetent to inherit." The construction of this passage is, a woman is not entitled to the heritage. But the succession of the widow and certain other women takes effect under express texts, without any contradiction to this maxim,§ to the right of the widow, the daughter, the mother, and the paternal grandmother, is an exception to the rule, and is established only under special texts.‖ But no text recognises a sister's title; on the contrary SRI'KRISHNA specially prohibits the sister's succession, thus: "Although the succession ought previously to devolve on the sister, as it goes to the daughter before the daughter's son, nevertheless she is excluded from the succession, because she is no giver of oblations at the periodical obsequies, being disqualified by sex. But the daughter's right of inheritance before the daughter's son takes effect under the special provision of the text: "As a son, so does the daughter of a man proceed from his several limbs, &c.¶ JAGANNA'TH also does the same, saying: "It should not be objected that, were it so, the sister and the rest might claim the inheritance, because they confer benefits by means of their sons and other descendants. Their claim is obviated by the text above cited, and by *Boudháyana* declaring women to be in general incapable of inheritance: this does not contradict the right of the wife and the rest which is propounded by special texts." Coleb. Dig. vol. III. p. 528. It is remarkable, that the pandit who gave the last five out of the above seven irregular and repugnant *vyavasthás*, has elsewhere¶ well refuted himself and adhered to the principles of JI'MU'TAVA'HANA and the rest as already quoted.

Of the *vyavasthá* in question, Nos. 5 and 7 were rejected by Mr. Walpole when deciding the case of Lakkhí Priyá *versus* Bhoirab Chandra Choudhurí and others (supra, p. 225.) The correctness of the decision in that case is, as it appears to me, unquestionable. The other repugnant *vyavasthás* have not however shared the same fate. On the contrary, most of them have been permitted to stand in the following decisions.

* In the case of *Ráj Kumárí* Kripá Moyí Debí *versus* Rájá Dámodar Chandra Deb and others it has been determined by the Sudder Court that, according to the Hindu law, property derived by a mother from her son cannot be succeeded to by her daughter, the sister never being heir to the brother, 20th February 1845. S. D. A. R. vol. VII. p. 192. *Vide* Elb. In. pp. 67, 68. Macn. Cons. H. L. pp. 4, 7, 10. And Macn. H. L. pp. 85, 97.

† Viz. Because no law-giver has provided for the charge of the estate of the unborn during an indefinite period; because the right of succession does not remain in abeyance for an indefinite period, but is immediately vested in the surviving heir then *in esse*; and because an heir not born or conceived at the time of the late owner's death has no right.

‡ *Mitákshará*, p. 329. Coleb. Dig. vol. III. p. 484. § Coleb. Dá. bhá. p. 214.

‖ These are to be found in this book, in the successions of the above heirs.

¶ See Karuná Moyí *v.* Joy Chandra Ghose, S. D. A. vol. V. p. 14, see also V. D. R. p. 211.

তারিণী দাসী প্রভৃতির বিরুদ্ধে কৃষ্ণলোচন বসু প্রভৃতির মকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের জজ মে. যম্বেল সাহেব উক্ত আদালতের পণ্ডিত সোভারায় শর্ম্মা ও বৃন্দাবনচন্দ্র শর্ম্মা ও চতুর্ভুজ শর্ম্মার দত্ত ব্যবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক রামদুলাল নাগের খাসআপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন। উক্ত ব্যবস্থা এই যে (উপযুক্ত কালে বিবাহিতা) সহোদরা ভগিনীর গর্ভজাত এবং জনিষ্যমান পুত্রগণ তাহাদিগের জননীর বিবাহের পূর্ব্বে মৃত মাতুলকে অর্শিয়াছিল যে পিতৃধন তাহা লইবে। উক্ত ভগিনীর পুত্রেরা মৃতধনির পিতৃব্যপুত্রকে এবং বৈমাত্র ভগিনীর পুত্রকে নিরাশপূর্ব্বক অধিকারি হইবে। স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ৫৫, মকদ্দমা ২০, ২৪ আগষ্ট ১৮৩০ সাল।

কীর্ত্তি নারায়ণ দত্ত নিজ ভ্রাতা কালীপ্রসাদ দত্ত ও প্রতাপ নারায়ণ দত্তের মৃত্যুর পর বাঙ্গালা ১২০০ সালে এক পত্নী ও গোরাচাঁদ দত্ত নামক এক নাবালগ পুত্র রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। উক্ত পত্নী ১২০২ সালে মরে, এবং উক্ত নাবালগ পুত্র অবিবাহিতাবস্থায় শিশুকালে কাল প্রাপ্ত হয়। বাদিনী এই স্থূল বয়ানে নালিশ করে যে আমার পিতৃব্যেরা কালপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের পুত্রেরা অর্থাৎ প্রতিবাদিরা সাধারণ বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হয়। ঐ বিষয়ের এক তেহাই আমার পিতার অংশ ছিল। ১২০৬ সালে দশ বৎসর বয়েসে আমার বিবাহ হয়, এবং ঐ সাধারণ বিষয়ের মুনফা হইতে আমি শশ্য ও টাকা পিতৃব্যপুত্রগণের স্থানে বরাবর পাইতেছিলাম, কিন্তু আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মোহনলাল নামক পুত্র প্রসব করণের পর তাহারা ঐ বৃত্তি বন্ধ করিয়াছে। অতএব আমি নিজ পিতার এক তেহাই অংশের নিমিত্ত নালিশ করিতেছি

প্রতিবাদিরা অর্থাৎ বাদিনীর পিতৃব্যপুত্রেরা ওজর করে যে শাস্ত্রানুসারে আমরা স্বীয় পিতৃব্য-পুত্রের অর্থাৎ বাদিনীর ভ্রাতার ধনাধিকারি; এতাবতা ঐ পিতৃব্যপুত্রকে তৎপিতার মরণে যে ধন অর্শিয়াছিল তাহা আমরা লইয়াছি। ঐ অংশ ১১৯৯ সালের বন্দবস্তে চারি আনা পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাদিনী কাল প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার পতি অর্থাৎ রেস্পণ্ডেণ্ট নিজ নাবালগ পুত্রের পক্ষে মকদ্দমা চালাইলেক। ১৮২৫ সালের ২ মার্চ তারিখে জিলার জজ উক্ত নাবালগ পুত্রের ওসী বলিয়া রেসপণ্ডেণ্টর পক্ষে ডিক্রী করিলেন। এই ডিক্রী ১৮২৬ সালের ৩১ মে তারিখে কোর্ট আপীলের জজ মে. সি. ইসমিথ্ সাহেবের তজবিজে বহাল থাকে। উক্ত বিচারের অসম্মতিতে সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল রুজু হয়। শ্রীযুত রাস সাহেব রায় লিখিলেন যে তাবৎ আপীলাণ্টের পক্ষে খাস আপীল মঞ্জুর হওয়া উচিত।

অনন্তর উক্ত আদালতের চতুর্থ জজ শ্রীযুত ডোরিন্ সাহেবের সমীপে মকদ্দমা শুনানি হইলে, তিনি ১৩ সেপ্তম্বর তারিখে আদেশ করিলেন যে কোর্ট আপীলের পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থা সদর আদালতের পণ্ডিতগণের সমীপে প্রেরণ করা যায়, যে তাঁহারা উক্ত ব্যবস্থা বিষয়ে রিপোর্ট করেন। ইতিমধ্যে মে. ডোরিন্ সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে ১৮২৮ সালের ১৭ জানওরি তারিখে শ্রীযুত টরনবুল সাহেব ঐ আদালতের পণ্ডিত বৈদ্যনাথ মিশ্র ও রামতনু বিদ্যাবাগীশের বাচনিক রিপোর্ট লিখিয়া লইলেন, উক্ত পণ্ডিতেরা নিজ মতে কহিলেন যে কোর্ট আপীলের পণ্ডিতের দত্ত মত ভ্রমমূলক। এইমত এবং শ্রীযুত রাস সাহেবের প্রদর্শিত কারণ বিবেচনায় খাস আপীল মঞ্জুর হইল। উভয় পক্ষেই আপনঃ ওজর দাখিল করিল, অর্থাৎ এই মকদ্দমায় শাস্ত্রানুসারে বিচার্য্য কথা এবং তমাদির আইন খাটন বিষয়ে আপত্তি করিল। রামদুলাল নাগ খাস আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিলে তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতেরা ১৮১২ সালে যে ব্যবস্থা দেন তাহা রেস্পণ্ডেণ্ট বর্ত্তমান মকদ্দমায় দাখিল করিলেক।

১৮৩০ সালে ১৫ জুলাই তারিখে মকদ্দমা শ্রীযুত টরনবুল সাহেবের হুজুরে পেশ হইল, সদর কোর্টের একটিং পণ্ডিত হিরানন্দ মিশ্রকে উক্ত সাহেব বাচনিক ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে ঐ পণ্ডিত কোর্ট আপীলের পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থাকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন, অনন্তর শ্রীযুত টরনবুল সাহেব খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্ করিয়া নিম্ন আদালতের ফয়সলা বহাল রাখিলেন।

উক্ত বিচার তজবিজ সানিতে বিলক্ষণ বিবেচনার পর নিম্ন লিখিত কারণে বহাল থাকিল। ১৮৩০ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে আপীলাণ্টেরা অর্থাৎ রামকিশোর দত্ত, ও মৃত কালাচাঁদের পত্নী ও ভৈরবচন্দ্রের নূতন ওসী তজবিজ সানির দরখাস্ত দাখিল করিলেক তাহারা দৃঢ়তাপূর্ব্বক ওজর করিলেক যে প্রতিনিধি পণ্ডিত হিরানন্দ মিশ্র যে মত দিয়াছেন তাহা অশুদ্ধ, ১৮৩২ সালের ১৫ জানওয়ারি তারিখে মে.

In the case of Krishna Lochan Bose and others *versus* Tárini Dási and others, Rám Dulál Nág's application for special appeal was rejected by the Sudder Court, (sitting Mr. Fombelle,) in consideration of a *vyavasthá* of Shobhá Ráy Sarmá, Brindában Chandra Sarmá, and Chatur Bhuj Sarmá, pandits of the Sudder Court. "This declared that sons, born and unborn, of a whole sister (married within the proper time) would take her predeceased father's estate, which had vested in her minor brother, who had died before his marriage. Her son excluded his paternal first cousins and son of a half sister." Case No. 20; S. D. A. Rep. p. 55, Vol. V. 24th August 1830.

Kírtí Náráyan Datta, who survived his brothers Káshíprashád Datta and Pratáb Náráyan Datta, died in 1200 B. S. leaving a wife, a minor son, Gorá Chand Datta, and a minor daughter, the plaintiff. The wife died in 1202; and the minor son also died a mere child, and unmarried. The substance of the plaint was this:—"My uncles are dead. Their sons, the defendants, assumed charge of the joint estate, in which my father held one-third share. I married in 1206, when 10 years of age, and continued to receive an allowance of grain and money, from my cousins, out of the profits of the joint estate. This (after I had become adult, and produced a son, Mohan Lal,) they stopped. I sue for one-third of my father's estate."

The defendants, nephews of plaintiff's father, pleaded that, by the Hindu law, they were heirs to their paternal cousin, plaintiff's brother; and had taken, as such, the share which devolved on him by his father's death. Such share, by an adjustment in 1199, was settled to be one quarter. The plaintiff having died, her husband the respondent pursued the action, in behalf of their minor son. The Zillah judge, on 2nd March 1825, in favour of respondent, (as guardian of his minor son,) passed judgment: which was confirmed in the court of appeal, on 31st May, 1826, by Mr. C. Smith, judge of that court. From the above judgment a special appeal was preferred to the Sudder Dewanny Adawlut, and Mr. Ross recorded his opinion that a special appeal, on the part of all the appellants, should be admitted.

Mr. Dorin, the fourth judge, by whom the matter was next heard, directed, on the 13th September, that the *vyavasthá* of the pandit of the court of appeal should be referred to the pandits of the Court for report. Mr. Dorin died in the interim, and on the 17th January, 1828, Mr. Turnbull recorded the verbal report of the pandits (Voidya Náth Misra and Rám Tanu Vidyábágish). It pronounced the opinion of the pandit of the court of appeal to be erroneous. In consideration of this, and the reason adduced by Mr. Ross, the special appeal was admitted. Both the parties joined issue on,—the question of Hindu law, involved in the case,—and the relevance of the rule of limitation. On the part of respondent, was exhibited the *vyavasthá* of the pandits of the Sudder Dewanny Adawlut, delivered in 1812, on the occasion of the motion of Rám Dulál Nág, for admission of a special appeal.

The case came on for trial before Mr. M. H. Turnbull, on the 15th July 1830. Hirá Nanda Misra, the acting pandit of the Court, whom he verbally consulted, confirmed the accuracy of the *vyavasthá* just noticed, and the opinion of the pandit of the court of appeal. Mr. Turnbull dismissed the appeal with costs, and affirmed the judgment of the lower court.

The above judgment was confirmed in review, after deliberate consideration, under these circumstances. On the 18th November 1830, the appellants, Rámkishore Datta, the widow of Kaláchand, and the new guardian of Bhoirab Chandra, applied for a review. They insisted that the opinion of the officiating pandit, Hirá Nanda Misra, was erroneous. On the 15th January, 1831, Mr. Turnbull required

টরনবুল সাহেব উক্ত আদালতের পণ্ডিত বৈদ্যনাথ মিশ্রকে আদেশ করিলেন যে হিরানন্দ মিশ্র যে দুই ব্যবস্থা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আপিনি নিজমত লিখুন। ৯ মার্চ তারিখে বৈদ্যনাথ পণ্ডিত অত্যন্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক নিজমত লিখিলেন এবং তাহাতে তিনি কহিলেন যে উপরি উক্ত ব্যবস্থা সকল অযথার্থ। বাদির ভ্রাতার মরণে তাহার বিষয়, অধিকারিশৃঙ্খলামধ্যে গণিত তৎকালে জীবিত অত্যন্ত নিকট যে উত্তরাধিকারী তাহাকে তৎক্ষণাৎ অর্শিয়াছে। এই পণ্ডিত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি উক্ত পণ্ডিতগণের মতে বিশেষ রূপে দোষারোপ করিলেন। (এবং কহিলেন) তাঁহাদের দর্শিত প্রথম প্রমাণে (তাহা উপরি লিখিত ২০ নং মকদ্দমায় দ্রষ্টব্য) সপ্রমাণ যে মাতুলের মরণকালীন পিতৃদৌহিত্র যদি বর্ত্তমান থাকে তবে সে তদ্ধনে অধিকারী হয়, কিন্তু তাহাতে এমত স্থির হয় না যে তদ্ধনাধিকার অনিশ্চিত কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভবিষ্যতেজনিষ্যমান পিতৃদৌহিত্রের জননপর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবেক। দ্বিতীয় প্রমাণ পিতৃকৃত বিভাগবিষয়ক, তাহাতে মাতার রজোনিবৃত্তি না হইলে ক্রমাগত ধন বিভাগ করিতে পিতা এই আশঙ্কায় নষিদ্ধ যে পাছে পরে জাত পুত্রের পৈতামহ ধনে বৃত্তি লোপ হয়। কিন্তু মাতুলের ধনে ভাগিনেয়র অধিকার এরূপ বিবেচিত হয় নাই, প্রত্যুত পিতৃদৌহিত্রের অধিকার আকস্মিক তাহার অন্যথা হইলে বৃত্তিলোপ রূপ গর্হিত কর্ম্ম ঘটে না, বঙ্গদেশীয় নিবন্ধারা ধনির সহিত সম্বন্ধকে এবং তাহার মৃত্যুকে স্বত্বের কারণ বিবেচনা করিয়াছেন। তৃতীয় কারণ দর্শিত হয় যে অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারির অভাব। কোন২ গ্রন্থের মতে গোত্রাধিকার বিষয়ে জন্মই কেবল স্বত্বকারণ। এই জন্ম দুই প্রকার—অর্থাৎ গর্ভস্থাবস্থা ও ভূমিষ্ঠ হওয়া বুঝায়। কিন্তু বাদির পুত্রের দুই অবস্থার এক অবস্থাও হইয়াছিল না। এতাবতা মাতুলের ধনে তাহার কোন অধিকার হয় নাই। শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিরা অপ্রাপ্ত ব্যবহারের ধন রক্ষার নিয়ম করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা অথবা নিবন্ধারা অজাত পুত্রের অসীমকাল পর্য্যন্ত ধনরক্ষার বিধান করেন নাই। অতএব অজাত পুত্রের স্বত্ব নাই। এই ব্যবস্থানুসারে মে. টরনবুল সাহেব ১৮৩১ সালের ২১ মার্চ তারিখে তজবিজ সানি মঞ্জুর করিয়া রেস্‌পণ্ডেণ্টের স্থানে জওয়াব তলব করিলেন।

বৈদ্যনাথ মিশ্রের ব্যবস্থায় রেস্পণ্ডেণ্ট দোষারোপ করিয়া আপত্তি করিল যে মনুর বচনের প্রয়োগ উক্ত পণ্ডিতের কথনানুসারে সঙ্কীর্ণরূপে হয় নাই। এবং রাজেশ্বরী প্রভৃতির বিরুদ্ধে রামদুলাল নাগের মকদ্দমায় পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের দত্ত ব্যবস্থা যথার্থ বলিয়া দৃঢ়তাপূর্ব্বক আপত্তি করিল— বৈদ্যনাথ মিশ্র তর্ক করেন যে স্বত্ব এক বার জন্মিলে পরে অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী জন্মিলেও যে অধিকার করিয়াছে তাহার স্বত্ব ধ্বংস হয় না। কিন্তু প্রব্রজিত রূপে মৃত ব্যক্তির যে পুত্র জন্মে তাহার অধিকারে এই মতের ভ্রম প্রকাশ, ঐ পুত্র পৈতৃকধনে অধিকারী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের স্থানে ন্যায্য রূপে বিভাগের দাওয়া করিতে পারে। এতদতিরেকে রেস্পণ্ডেণ্ট বিজয়া দেবী ও সুলক্ষণা দেবীর মকদ্দমা (দ্রষ্টব্য স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ১৬২ ও ৩২৪) এবং উপরিউক্ত রাজেশ্বরীর পুত্র কৃষ্ণলোচন বসু প্রভৃতির মকদ্দমা (উপরি লিখিত ২০ নং দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করিয়া কহিলেক যে এই সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি বৈদ্যনাথ মিশ্রের মতের বিরুদ্ধ এবং আমার দাবীর পোষক। অনন্তর সে ১৮৩১ সালের ১ আগষ্ট তারিখে গঙ্গাচরণ সেনের বিরুদ্ধে কমলাকান্ত রায় প্রভৃতির মকদ্দমায় বৈদ্যনাথ মিশ্রের দত্ত ব্যবস্থা দাখিল করিলেক।

এই ব্যবস্থার অবিকল মর্ম্ম উক্ত পণ্ডিত কর্ত্তৃক বর্ত্তমান মকদ্দমায় যে দ্বিতীয় ব্যবস্থা দত্ত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ পাইবে, ঐ ব্যবস্থা নিম্নে প্রকটিত হইয়াছে। এস্থলে ইহাই উল্লেখ করা যথেষ্ট যে উক্ত ব্যবস্থায় পিতৃব্যগণকে নিরাশপূর্ব্বক ভগিনী যে পিতৃদৌহিত্র প্রসব করিতে সম্ভাবিতা তাহার অধিকার বলিয়া অধিকারিণী। এই ব্যবস্থা বিবেচনান্তে মে. টরনবুল সাহেব বৈদ্যনাথ মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮৩১ সালের ৯ মার্চের ব্যবস্থায় আপনি গোরাচাঁদের ভগিনী চন্দ্র মালার এরূপ স্বত্ব উল্লেখ করেন নাই কেন? বৈদ্যনাথ বুঝাইয়া দিলেন যে কোর্ট আপীলের পণ্ডিতের দত্ত ব্যবস্থা যথাশাস্ত্র কি না ইহাই আমাকে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। ঐ পণ্ডিত চন্দ্র মালার পুত্র লালমোহনের স্বত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু সে পুত্র চন্দ্র মালার ভ্রাতার মরণকালীন বর্ত্তমান ছিল না, অতএব তাহার স্বত্ব হয় নাই, এমতে আমি (বৈদ্যনাথ মিশ্র) উক্ত পণ্ডিতের মতকে অযথার্থ কহিয়াছিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে চন্দ্র মালা নিজ ভ্রাতার মরণান্তে পিতৃদৌহিত্রের জননাকর রূপে অধিকারিণী। এবং কমলাকান্ত রায়ের মকদ্দমায় দত্ত ব্যবস্থাতেও এই মত প্রকাশ করিয়াছি। অনন্তর মে. টরনবুল সাহেব উক্ত পণ্ডিতের স্থানে এই বিষয়ক লিখিত ব্যবস্থা তলব করিলেন যে গোরাচাঁদের মরণকালে তাহার ভগিনী ও পিতৃব্যপুত্রেরা জীবিত থাকাতে, তাহাদের মধ্যে কে তদ্বিষয়াধিকারী?

Voida Náth Misra, the pandit of the Court, to deliver a written opinion, in regard to the two *vyavasthás* justified by Hirá Nanda Misra. This he did on the 9th March, in a most elaborate exposition, in which he pronounced those *vyavasthás* inaccurate; and declared that the proprietary right to the estate of the plaintiff's brother, on his death, had immediately vested in his surviving heir (the existing) nearest in the defined order of succession. The pandit in particular combated the opinion of his predecessors above mentioned. The first authority (*vide supra* case 20) adduced by them established, that the father's daughter's son took deceased's estate,—if existing at the time of his death; but not that the ownership in the estate should remain in abeyance, and at the end of an indefinite time, the succession vest in a posthumous sister's son. As for the second proof, that regarded the case of a paternal partition, and prohibited the father from dividing a lineally descended property (*kramágata*) amongst his sons, while the mother was yet fecund, lest the patrimonial support (*vritti*) of the after born should fail. Now the estate of the maternal uncle was not considered such, in respect to his sister's son; on the contrary, the succession of the latter was casual, and, by its diversion from the sister's son, the condemned act of deprivation of subsistence did not arise. The writers of the Bengal school recognised as causes of property,—relation to the owner—and his death. A third cause was added,—the defect of preferable heirs. According to the doctrine of some books, in regard to lineal male issue, birth alone was a cause. Now this was two-fold. It might be referred to the period of conception, or to actual production. Either condition was wanting in the case of plaintiff's son; who therefore, under this view, could have no property in his maternal uncle's estate. Again, inspired legislators had made provision for the custody of the estate of minors; but neither they, nor any writer, had provided for the charge of the estate of the unborn, during an indefinite time: therefore the unborn could have no property. On this opinion, on the 21st March, 1831, Mr. Turnbull admitted a review, requiring the respondent to reply.

The respondent, accordingly, controverted the opinion of Voidya Náth Misra. He contended, that the text of MANU had not the contracted application argued by that pandit, and insisted on the accuracy of the opinion given by the former pandits in the case of Rám Dulál Nág *versus* Rájeshwarí and another. Voida Náth Misra had argued, that a succession, once devolved, was indefeasible by the subsequent birth of a preferable heir. The error of this doctrine was apparent from the case of a son born to a man, who had become an ascetic, and was thus civilly dead. Such son could validly claim partition of his elder brothers, who had succeeded to the patrimony. The respondent further referred to the cases of—Bijayá Debí, Appellant,—Sulakkhná, Appellant, (*vide* Reports, Vol. I. pages 162 and 324)—and Krishna Lochan Bose and others, the sons of Rájeshwarí above named (*vide supra* case 20)—as opposed to the doctrine of Voida Náth Misra, and supporting his case. He also subsequently adduced the *vyavasthá* given on 1st August, 1831, by Voida Náth Misra, in the case of Kamalákánta Ráy and another *versus* Gangá Charan Sen.

The exact tenor of this (*vyavasthá*) will appear from his second *vyavasthá*, (subsequently delivered by the pandit in this case,) which will be presently recited. It is sufficient here to notice that, to the exclusion of paternal uncles, it upheld the succession of the sister, in right of her male issue (the father's daughter's sons) which she might produce. Considering this, Mr. Turnbull asked Voida Náth Misra, why in his first *vyavasthá* of the 9th March, 1831, he had omitted mention of such right, in regard of Chandra Málá, the sister of Gorá Chánd. Voidya Náth explained, that it had been referred to him to declare whether the opinion of the pandit of the court of appeal, was conformable to law or not. That pandit had declared the right of Lál Mohan, the son of Chandra Málá. Now he was non-existent on the death of her brother, and therefore could then have no right. In this regard therefore he (Voidya Náth Misra) had pronounced his opinion inaccurate. In reality, on her brother's death, Chandra Málá, as the source of father's daughter's sons, was entitled to succeed; and this position he had laid down in the *vyavasthá* in the case of Kamalákánta Ráy. Mr. Turnbull now required a written opinion from the pandit, as to the succession to the estate of Gorá Chánd on his death,—the survivors being his sister and agnate cousins.

তদনুসারে ১৮৩১ সালের ২৬ নবেম্বর তারিখে উক্ত পণ্ডিত কমলাকান্ত রায়ের মকদ্দমাতে দত্ত ব্যবস্থানুরূপ ব্যবস্থা দিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে ভাগিনেয় পিতৃদৌহিত্র বলিয়া পিতৃব্যপুত্রের অপেক্ষা প্রশস্ত উত্তরাধিকারী। এক ভাগিনেয় মাতুলের ধনে অধিকারী হইলে তাহার পরে জাত ভ্রাতাকে ঐ ধনের ভাগ দিবে। ভগিনী পিতৃদৌহিত্রের জননাকর এবং মাতুলের সহিত (ভাগিনেয়র) সম্বন্ধের দ্বার স্বরূপ। যদি গোরাচাঁদের মৃত্যুকালীন তদ্ভগিনী চন্দ্র মালার পুত্র বিদ্যমান না থাকে, তথাপি (যেহেতু পিতৃদৌহিত্রের স্বত্ব সংস্থাপনের উপায়ান্তর নাই অতএব) সে ভগিনী অধিকারিণী হইয়া পুত্রজনন কাল পর্য্যন্ত দাখিলকার থাকিবে, এই অধিকার পুত্র ও পত্নী হীন মৃতব্যক্তির দুহিতার অধিকার বৎ। ভগিনী অধিকারিণী নয়, কিন্তু ভগিনীর পুত্র, যেহেতু সে পার্ব্বণ পিণ্ডদাতা (ভগিনী তাহাতে অনধিকারিণী)। এই মত দায়ভাগ এবং বঙ্গদেশচলিত আরং গ্রন্থের মতানুমত। এবং নিম্ন লিখিত পাঁচ প্রমাণ উক্ত মতের পোষক। ১ দায়ভাগে লিখিত পিতৃদৌহিত্রের অধিকার (দ্রষ্টব্য কোল. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক. ৬, পারা. ৮, পৃ. ২২৪)। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকা (দ্রষ্টব্য উপরি লিখিত পারাগ্রাফের নোট)। দায়ভাগের-বিভক্তজ-বিভাগ প্রকরণে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বচন—তাহাতে দৃশ্য বিষয় হইতে বিভক্তজদের অংশ বিধান হইয়াছে (দ্রষ্টব্য— কোল. দা. ভা. চ্যা. ৭, পারা. ২১)। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়াধিকার ক্রম তাহাতে পিতার প্রপৌত্রের পর পিতৃদৌহিত্রের অধিকার লিখিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য—কোলব্রুকের দায়ভাগানুবাদের ১১ চ্যাপ্টরে ৬ সেকসনের নিম্নে লিখিত নোট। (কোলব্রুকের) দায়ভাগের ১১ চ্যাপ্টরের ১ সেকসনের ৪ পারাগ্রাফে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বচন।

১৮৩১ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে মে. টরনবুল সাহেব উপরি উক্ত ব্যবস্থা বিবেচনায় নিজকৃত প্রথম বিচার স্থিরতর রাখিলেন। করুণাময়ী প্রভৃতি—বনাম—জয়চন্দ্র ঘোষ, মকদ্দমা নং ১৫। ১৫ জুলাই ১৮৩০ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ৪২—২৬।

রামদুলাল পাঁড়ের বিরুদ্ধে মোসম্মাৎ সুলক্ষণার মকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতেরা এই মর্ম্মে ব্যবস্থা দিয়াছেন যে রাজা যদুরামের ও তৎপুত্র কোওর নারায়ণের ও তৎপুত্র জয় নারায়ণের ক্রমে অধিকৃত জমিদারী যাহা জয় নরায়ণের মরণে তাহার বিমাতা সুগন্ধা অধিকার করিয়াছিলেন তাহা সুগন্ধার মৃত্যুর পর যদুরামের তৎকালে জীবিত দৌহিত্র শ্যামাপ্রসাদ, আনন্দলাল, নন্দলাল ও লক্ষ্মীনারায়ণকে এবং তৎপরে জাত দৌহিত্র গঙ্গানারায়ণ ও মধুসূদনকে এবং অন্য দুই জন দৌহিত্রকে সমানরূপে অর্শে, যেহেতু ঐ ছয় দৌহিত্রই এক্ষণে জীবিত আছে। উক্ত পণ্ডিতদিগকে আরো জিজ্ঞাসা করা হইল যে যদুরামের কন্যা হরিপ্রিয়ার গর্ভে এখন যদি এক বা অনেক দৌহিত্র জন্মে তবে তাহারা ঐ সংক্রান্ত ধনভাগি হইবে কি না? এতদুত্তরে পণ্ডিতেরা কহিলেন যে ইহারা যদুরামের এক্ষণে জীবিত অন্য দৌহিত্রের সহিত বিষয়ভাগি হইবে।

জিলা ও প্রবিনস্যাল কোর্টের ডিক্রীর যে অংশে সুন্দর নারায়ণের দত্তকতা ও স্বত্ব অগ্রাহ্য হইয়াছিল সেই অংশ বহাল থাকিল। কিন্তু যেহেতু এক্ষণে যদুরামের ছয় দৌহিত্র অর্থাৎ রামপ্রসাদ, আনন্দলাল, নন্দলাল, লক্ষ্মীনারায়ণ, মধুসূদন, ও গঙ্গানারায়ণ বর্ত্তমান দৃষ্ট হইল, (তন্মধ্যে শেষোক্ত দুই দৌহিত্র সুগন্ধার মৃত্যুর পরে যদুরামের কন্যা হরিপ্রিয়ার গর্ভে জন্মে) এবং যেহেতু পণ্ডিতদিগের দত্ত ব্যবস্থানুসারে এই ছয় দৌহিত্র সমানরূপে জমিদারীর ভাগি এই সরতে যে পরে যদি হরিপ্রিয়ার আরো পুত্র জন্মে তবে তাহারাও ঐ তাহাদের সহিত বিষয়ভাগি হইবে। অতএব এইরূপে তাহাদের স্বত্ব রক্ষাপূর্ব্বক বিচার হইল যে যদুরামের এই ছয় দৌহিত্র সুগন্ধার পূর্ব্বাধিকারি জয়নারায়ণের যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারি রূপে ওয়াসিলাত সমেত জমিদারী প্রাপ্ত হয়। মোস্মাৎ সুলক্ষণা—বনাম—রামদুলাল পাঁড়ে * । ২৭ মে. ১৮১১ সাল স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩২৪—৩৩০।

* এই নিষ্পত্তি পিতামহ দৌহিত্রের অধিকার জ্ঞাপক. ইহা এস্থলে ধরার কারণ এই যে যে ব্যবস্থানুসারে এই নিষ্পত্তি হয় তাহাও উপরি ধৃত প্রচলিত বিধানের বিরুদ্ধ. এবং পিতৃদৌহিত্রের স্বত্ব-কারণ আর অন্য সম্পর্কিয়ের স্বত্ব-কারণ একই। দ্রষ্টব্য— পৃ. ২৩২।

On the 26th November, 1831, the pandit accordingly delivered a *vyavásthá*, in the terms of that given in the case of Kamalá Kánta Ráy, and to this effect :—The sister's son, (considered as the father's daughter's son,) is an heir preferable to the paternal uncle's son. A single son of a sister, succeeding to his maternal uncle's estate, must share the same with his after-born brothers. The sister is the source of production of daughter's sons to the father, and the medium of their relation. If, at the death of her brother, Gorá Chánd, no son of Chandra Málá existed, still, (since the right of the father's daughter's sons could not be otherwise established,) she was entitled to enter on the succession, and hold until production of her male issue. This too was analogous to the succession of the daughter to the estate of the father, who died leaving no male issue or widow. The sister's son, and not the sister, was entitled to the property ; for he offered oblations (incompetent to the sister) at periodical obsequies. This opinion was declared to be in conformity to the *Dáyabhága*, and other works current in Bengal, and supported by five cited proofs. 1. Passage in the *Dáyabhága*, declaratory of the right of the father's daughter's son, (*vide* Colebrooke's translation, Ch. XI. Sec. 6, para. 8, page 214). 2. Gloss of SRÍKRISHNA thereon (*vide* note to *ibidem.*) 3. Text of JÁGNYAVALKYA, cited in the *Dáyabhága*, in the chapter which treats on the participation of sons born after partition. This provides for their shares, from the apparent estate, (*vide* Coleb. Dá. bhá. Ch. VII. para. 12). 4. Part of the recapitulation of SRÍKRISHNA, which declares the right of the father's daughter's son, next after the grandson of the brother, (*vide* Colebrooke's translation of *Dáyabhága*, note at the foot of Ch. XI. Sec. 6). 5. The text of JÁGNYAVALKYA as to the order of heirs, cited in *Dáyabhága*, Ch. XI. Sec. 1, p. 4.

On the 5th December, 1831, Mr. Turnbull, with reference to the above exposition, confirmed the original judgment by him past.—Karuná Mayí and others *versus* Jay Chandra Ghose. Case No. 15, 15th July 1830. S. D. A. R. Vol. V. pp. 42—46.

In the case of Musst. Sulakkhaná *versus* Rám Dulál Pánde, the pandits of the Sudder Dewanny Adawlut have given a *vyavasthá* to the following effect.- "The zemindaree in dispute, formerly held by Rájáh Jadu Rám and his son Cunwar Náráyan, and by the son of the latter, Joy Náráyan, and after Joy Náráyan's death by Sugandhá, his step-mother, (the second wife of Cunwar Náráyan,) legally devolves, after the death of Sugandhá, to Shámá Prasád, Ánanda Lál, Nanda Lál, and Lakkhí Náráyan, sons of the daughters of Jadu Rám, who were then alive, and to Gangá Náráyan and Madhu Súdan, two other sons of the daughters of Jadu Rám, who are since born, and the whole six heirs being now alive, in equal portions." The pandits being further questioned, whether supposing one or more sons to be hereafter born to Hari Priyá, the surviving daughter of Jadu Rám, they would be entitled to any share of the inheritance? and it was declared in answer ; that they would be entitled to share with the other daughters' sons of Jadu Rám, who are now living.

The decrees of the Zillah and Provincial Courts, as far as they rejected the adoption and title of Sundra Náráyan, were affirmed. But as there appeared to be now six daughters' sons of Jadu Rám viz. Rám Prasád, Ánanda Lál, Nanda Lál, Lakkhí Náráyan, Madhu Súdan, and Gangá Náráyan, (the two last born of his daughter Hari Priyá since Sugundhá's death), and according to the exposition of the Hindu law, delivered by the pandits, these six were entitled to share the zemindaree equally with reservation of the eventual birth of other sons to Hari Priyá, who would be entitled to share with the other daughters' sons ; the zemindaree was adjudged, with this reservation, to the six daughters' sons of Jadu Rám above specified, as being the heirs at law to Joy Náráyan, who held the estate before Sugandhá, with an account of mesne profits.* Musst. Sulakkhaná *v.* Rám Dulál Pánde and others, 27th May 1811. S. D. A. R. vol. I. pp. 324—330.

* This decision recognises the succession of the grandfather's daughter's son. It is put here because the *Vyavasthá* upon which it is based is repugnant to the established principles above quoted and because the origin or cause of title of the father's daughter's son and that of any other relative is the same. See page 233.

কোন অবিবাহিত মৃত হিন্দুর বিষয়ের দাবিদারের মধ্যে তিন পিতৃব্য, তিন ভগিনী, এক বিমাতা, ও এক ভাবু থাকাতে জিলা-আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতের ব্যবস্থানুসারে যে ভগিনী পুত্র প্রসব করিয়াছিল ও সম্ভাবিতপুত্রা ছিল তাহাকে এবং ঐ ভাবুকে (যাহার স্বামী ধনির মরণের ১৭ মাস পূর্ব্বে মরিয়াছিল) ১৮৪১ সালের ২০ আক্‌ট-অনুসারে সারটিফিকেট দিলেন। মৃত ধনির পিতৃব্যপুত্রেরা এই নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া আপীল করিলে সদর আদালত পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা এবং আদালতের মুদ্রিত ফয়সলার মর্ম্ম বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ নিষ্পত্তি রদ করিয়া উক্ত পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা ভগিনীকে সারটিফিকেট দিলেন। মাতুলের মৃত্যুর পূর্ব্বে যে ভাগিনেয় জন্মিয়াছে তাহার এবং যে ভাগিনেয় তৎকালে ভুমিষ্ঠ অথবা গর্ভস্থ হয় নাই কিন্তু পরে জন্মিতে পারে তাহার জিম্মাদার স্বরূপ ভগিনীর অধিকার বঙ্গদেশপ্রচলিত শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। অদ্বৈতচাঁদ মণ্ডল প্রভৃতি আবেদনকারি। ১৭ আগষ্ট ১৮৪৩ সাল, সেবেষ্টর সাহেবের রিপোর্ট, বা. ২, মোকদ্দমা ৩৩১।

এতাবতা প্রকাশ যে উপরিধৃত ভ্রমময় ব্যবস্থাতে আদালত ভ্রমেপতিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক বিচার-কর্ত্তাই যে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ কোলব্রূক সাহেব সদৃশ হইবেন যদ্যপি এমত আশা করাযাইতেপারে না,তথাপি এমত আশা করা অসঙ্গত নয় যে কোন বিচারকর্ত্তার নিকট কোন ব্যবস্থা অর্পিত হইলে তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ বা সাধারণ বিধানের বিরুদ্ধ কি না তাহা জানিতে ও নিশ্চয় করিতে পারক হয়েন—যে সকল গ্রন্থেরঅনুবাদ হইয়াছে এবং দায়শাস্ত্রবিষয়ে যে সকল গ্রন্থ ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা সকল বিচারকর্ত্তাই তাহা উত্তম রূপে জানিতে পারেন। ঐ সকল পুস্তকের সহিত উক্ত ব্যবস্থাকতিপয় ঐক্য করাগেলে, ঐ প্রকাশ্য ভ্রমাত্মক মত কতিপয় শাস্ত্রার্থ বলিয়া নিষ্পত্তি পত্রে উঠিত না। পরন্তু এই রূপ হওয়াতে বিশ্বাসার্হ যথার্থ ব্যবস্থাসকলে দোষ পড়িতেছে। উক্ত বিরুদ্ধ ব্যবস্থা সকল বিচারার্থি এবং অন্বেষক-গণকে ভ্রমে পতিত করিয়াছে এবং প্রমাণিক রূপে না দূষাগেলে বরাবর ভ্রম জন্মাইতে থাকিবে। অতএব ঐ ব্যবস্থাস্থ দোষসকল নির্ব্বিবাদ ও সন্তোষ জনক রূপে সাধারণে জানাইবার নিমিত্তে সুখ্যাত ও যথার্থবাদি বিদ্যমান প্রমাণিক স্মার্ত্তদিগের * মত প্রার্থনা করা হয়, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মত যথা—

আত্মীয়বরেষু—

আপনি যে বিষয়ে আমার মত প্রার্থনা করেন তাহাতে নিম্ন লিখিত পুর্ব্বপক্ষ থাকা বিবেচিত হইতে পারে।

পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র পত্নী পিতা মাতা অথবা পিতার প্রপৌত্র পর্য্যন্ত হীন হইয়া এক সহোদরা ভগিনী রাখিয়া কোন ধনি মরিলে তাহার ধন কি তদ্‌ভগিনীর কেবল ঐ পুত্রগণকে অর্শিবে যাহারা ধনির মরণ-কালে জীবিত ছিল, অথবা যাহারা তন্মরণের পর জন্মিয়াছে তাহাদিগকেও অর্শিবে?

দায়ভাগের † প্রথম চাপ্টরের ২৫ পারাগ্রাফ, এবং মিতাক্ষরার † প্রথম চাপ্টরের প্রথম পরিচ্ছেদের ২৩ পারাগ্রাফ বিবেচনায় স্থির হয় যে দায়ভাগের মতে ধনির মরণকালীন (উত্তরাধিকারির) জীবন এবং মিতাক্ষরার মতে ধনির জীবন কালীন জন্ম সত্বোত্পাদক। বঙ্গদেশীয় মতে বর্ত্তমান উত্তরাধিকারির উৎ-পত্তি হইতে হয় যে স্বত্বসঞ্চার তাহা তৎপরের ঘটনা-দ্বারা সম্পূর্ণ হয়। এই মত এতদ্দেশীয়তাবত্ নিবন্ধারাই স্বীকার করেন, অতএব এই মতকে দৃঢ় জানিয়া আমি বিবেচনা করি যে ধনির মরণের পর যাহারা জন্মে তা-হারা তদ্ধন-ভাগি নয়, যেহেতু ধনির মরণকালীন জীবিতদিগকে অগ্রেই সত্ব বর্ত্তিয়াছে, তৎপরে কেহ জন্মিলে তৎসত্বের অন্যথা হইতে পারে না। (উত্তর কালে জাত) কোন উত্তরাধিকারির অধিকারপক্ষে দায়শাস্ত্রীয় কোন বিশেষ বিধান না থাকিলে, উক্ত সাধারণ বিধানের অন্যথা হইতে পারে না; এবং ধনিকর্ত্তৃক এমত নিয়ম কৃত হইলে পরে জাত ব্যক্তির অধিকার স্বীকৃত হয়।

এই রূপ ভবিষ্যজ্জাত ব্যক্তির সত্বপোষকেরা স্ব২ মতের পোষকতার্থ দায়ভাগের প্রথম চাপ্টরের ৪৫ পারাগ্রাফে লিখিত (মনু) বচনের উল্লেখ করেন তদ্‌যথা—"যাহারা জাত, এবং যাহারা অদ্যাপি অজাত, ও যাহারা গর্ভে আছে, সকলেই বৃত্তির আকাঙ্খা করে; বৃত্তিলোপ বিগর্হিত কর্ম্ম"। টীকাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ তদ্‌ ব্যাখ্যায় কহেন এই বচন ক্রমাগত ধনবিষয়ক—অর্থাৎ পিতামহ অথবা অন্য পুর্ব্ব পুরুষ হইতে

* অর্থাৎ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, এবং গবর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও স্মৃতির অধ্যাপক প্রভৃতির। † দায়ভাগের ও মিতাক্ষরার—অর্থাৎ কোলব্রূক সাহেবের কৃত তত্তদনুবাদের।

Of several claimants, among whom were the sons of three paternal uncles of the deceased, an unmarried childless Hindu, his three sisters, a step-mother, and a sister-in-law, the zillah court, in conformity with the opinion of the law officer, awarded certificates, under Act XX. of 1841, to a sister who had produced male issue, as well as to the sister-in-law, whose husband had died seventeen months previous to the death of the deceased. This decree was reversed by the Sudder Dewanny Adawlut, on the appeal of the deceased's paternal uncles' sons, and the award of the certificate to the sister alone, who had borne heritable issue, affirmed, after reference to the pandit and the printed decisions of the court, the right of the sister, as trustee for her heritable issue born before the death of his paternal uncles, as well as for the future production of such issue, though not born or begotten at the time of the death of the maternal uncle, being recognised by the law of Bengal. Adwaitachánd Mandal and others, Petitioners. 17th August 1843. 2 Sev. Cases, 131.

Thus it is apparent that the erroneous *vyavasthás* above given have misled the Court. We may not look for a Colebrooke, that eminent Sanscrit scholar, in each occupant of the seat of judgment; but it is scarcely too much to expect that every judge should be able to know or ascertain whether a *vyavasthá* presented to him is repugnant to or consistent with the plain and recognised principles of law, which all have the opportunity of being acquainted with, through the published translations and treatises. Had such inquiry been made, the glaring errors of the *vyavaasthás* in question would not have been adopted in judicial expositions of the law. As it is, these *vyavasthás* have served to cast a slur upon others which are really deserving of confidence. They have mislead and must continue to mislead litigants and enquirers unless authoritatively exposed. In order to effect such exposure in a way the least open to cavil and dispute, the best living authorities and scholars of reputation* have been requested to deliver their opinions, and the following is the opinion of one of them, Babu Prasanna Kumár Thákur:—

MY DEAR SIR,

The point on which you desire my opinion may be considered to be involved in the following question.

On the death of a proprietor, without issue or widow, and leaving no parents or any lineal descendant of theirs as far as the great-grandson, but leaving a sister of the whole blood, does his property devolve on those sons only of such sister who are alive at the time of death of the proprietor, or also on those who are born subsequently to that event ?

On referring to the *Dáyabhága*,† Chap. I. paragraph 25, and the *Mitákshará*,† Chapter I. Section 1, paragraph 23, I come to the conclusion that by the former the survival at the time of the demise of the proprietor, and by the latter, birth during the life time of the proprietor, constitute the right of acquisition. In fact, according to the Bengal school, the inchoate right of an heir apparent becomes perfect by the subsequent event. Taking this as a starting point, which is admitted by all the writers of that school, I consider that those who are born subsequent to the death of the proprietor cannot be entitled to a share of the estate, as a right has already been vested in those male heirs who survived at that time, which cannot be disturbed by the subsequent birth. This is a general doctrine, which cannot be deviated from without a special rule in the laws of inheritance in favour of any after-born party; and whenever such provision is made by a proprietor, the right of the after-born is recognised.

The advocates in favour of such after-born party cite in support of their views the text inserted in paragraph 45, Chap. I. of the *Dayábhága*, viz. "They who are born, and they who are yet unbegotten, and they who are actually in the womb, all require the means of support; and the dissipation of their hereditary maintenance is *censured*." The commentator SRIKRISHNA construes the passage to be only applicable to ancestorial hereditary property, *i. e.* property which has descended from the grandfather or

* Bábu Prasanna Kumár Thákur, Ishwar Chandra Vidyáságar principal of the Government Sanscrit College, and the professor of law in that institution, and others.

† That is, Colebrooke's translation of the *Dáyabhága* and *Mitákshará*.

আগত ধনে প্রযুজ্য। এই বিবেচনার উপর নির্ভর করিলে উপরি উক্ত বচন ভগিনীর অজাত পুত্রগণের অধিকারের পোষকতায় খাটান যাইতে পারে না, যেহেতু সে ভগিনী বিবাহিতা এবং স্বামীর গোত্রান্তর্গতা হওয়াতে তাহার পুত্রেরা ধনির পরিবারের সম্পূর্ণরূপভিন্ন শাখা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আমার সর্ব্বদাই এই বিবেচনা ছিল এবং এখনও এই মত যে উক্ত বচন কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশক, অবশ্যই করিতে হইবে এমত নিয়ামক বিধান নয়, কারণ যদি উক্ত বচন দৃঢ়রূপে নিয়মবিধায়ক বিবেচিত হয় তবে বঙ্গদেশে পিতার ইচ্ছাক্রমে উইল, দান, অথবা অন্য রূপে স্বধন হস্তান্তর করিতে যে ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধ হয়। এতদ্ভিন্ন ইহা বিবেচ্য যে উক্ত বচনে অজাত পুত্রের যে বৃত্তি সংস্থাপন হইয়াছে তাহা সম্ভাব্য ভবিষ্যত্ অধিকারের সহিত সম্বন্ধ রাখে বর্ত্তমানের সহিত রাখে না। উক্ত বচনে যে বৃত্তিলোপ-বিগর্হিত কথিত হইয়াছে তাহা নিষেধীয় নিয়ম বলিয়া গণ্য নয়, যেহেতু দ্বিতীয় চাপ্টরের ২৮ পারাগ্রাফে গ্রন্থকর্ত্তা কহিয়াছেন "ব্যাসের যে নিষেধবোধক বচন তাহা স্বামিত্ববলে দুর্বৃত্ত পুরুষে বিক্রয়দানাদি করিলে পরিবারের যে ক্লেশ তজ্জন্য অধর্ম্মভাগিতা জ্ঞাপনার্থ, বিক্রয়াদির অসিদ্ধিবোধক নয়"। "যাহারা জাত ইত্যাদি" বচনের প্রকৃতার্থ এই যে যেসকল সন্তান জন্মিয়াছে, যাহারা গর্ভে আছে, এবং যাহারা অদ্যাপি জাত হয় নাই, তাহাদিগের জীবিকা সংস্থাপন করিতে বিবাহিত ব্যক্তি বাধিত, অর্থাৎ সে কেবল বর্ত্তমান পরিবারের জীবিকা সংস্থাপন করিতে বাধিত নয় কিন্তু জনিষ্যমান পরিবারের নিমিত্তেও বটে, অতএব বিষয় দানাদি করিলে যদি সন্তানের প্রতিপালনের ব্যাঘাত জন্মে তবে তাহা নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া গর্হিত কর্ম্ম, এই মত সংস্কৃত শাস্ত্রকর্ত্তারাই যে বিশেষে স্থির করিয়াছেন এমত নহে, কিন্তু সভ্য জাতি মাত্রেরই এই মত। পরন্তু উক্ত বচনকে জাতও বর্ত্তমান ব্যক্তিদের হানিপূর্ব্বক অদ্যাপি জাত অথবা গর্ভস্থ হয় নাই এমত ব্যক্তিদের সত্ব সংস্থাপক বোধ করা ঐ বচনার্থের এবং শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

যদি এমত পূর্ব্বপক্ষ হয় যে যে ধন পিতৃদৌহিত্রকে অর্শিতে পারে তাহার লোপ হইলে তাহা নীতি বিরুদ্ধ কর্ম্ম হয় কি না?—আমি তাহার নঞ্ অর্থক উত্তর প্রদানকারি। টীকাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ "যাহারা জাত ইত্যাদি" উপরিউক্ত বচন পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষের ধনে পৌত্রাদির অধিকারবোধক কহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে তাঁহার মনস্থ এই ছিল যে ধনির জীবন কালে পৌত্রাদির জন্মাধীন স্বত্ব আছে অথবা থাকিতে পারে, এবং ধনির মরণে বা পাতিত্যাদিতে অথবা উপরতস্পৃহাতে তাহারদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণ হয়। যে বস্তু এই রূপ জাত অথবা অজাত ব্যক্তিদিগকে অর্শিতে পারে তাহার লোপে বৃত্তি লোপ হয়, অতএব তাহাদের বৃত্তি লোপ করা গর্হিত কর্ম্ম। এতাবতা ঐ মত ঐ সকল পিতৃদৌহিত্রের অধিকারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না যাহার ধনির মরণ পরে জীবিত বা গর্ভস্থ হইয়া ছিল, অথবা জাত হয় নাই। অতএব পিতৃদৌহিত্রের অধিকারকে "ধনির মরণকালীন জীবনই স্বত্বের প্রতি কারণ" এই সাধারণ বিধানের অধীন বোধ করিতে হইবে। যদি আমার অবকাশ থাকিত, তবে আরো বিস্তার রূপে প্রমাণাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনাকে নিজমত লিখিতে পারিতাম, কিন্তু যাহা লিখিয়াছি তাহাই আপনকার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যথেষ্ট হইবেক।

৩০ জুন ১৮৪৬ সাল।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঠাকুর।

বিবেচনা—

দায়ক্রমসংগ্রহকর্ত্তা কহেন—পিতৃদৌহিত্রের পর ও পিতামহের অধিকারের পূর্ব্বে ভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকার, পিতামহ-দৌহিত্রের পর প্রপিতামহাধিকারের পূর্ব্বে পিতৃব্য-দৌহিত্রের অধিকার, এবং প্রপিতামহ-দৌহিত্রের পর মাতামহাধিকারের পূর্ব্বে পিতামহ-ভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকার; ও মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের দৌহিত্রেরা মাতামহাদির প্রপৌত্রের পরে ক্রমেঅধিকারি। বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা ধনির নিজের ও পিতার ও পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকার না কহিয়া কহেন—পুত্রের ও পৌত্রের দৌহিত্র এবং ভ্রাতার ও ভ্রাতৃপুত্রের দৌহিত্রাদি নৈকট্যক্রমে মাতামহের পূর্ব্বে অধিকারি; যেহেতু তাহারাও পিণ্ডদানদ্বারা উপকার করে। পরন্তু যদি কেবল উপকারকত্ব দায়াধিকারের কারণ হইত,তবে উপকারি আরো অনেকে আছে তাহারাও

দায়ক্রমসংগ্রহকৃতা—পিতৃদৌহিত্রাৎ পরতঃ পিতামহাধিকারাৎ পূর্ব্বং ভ্রাতৃদৌহিত্রস্যাধিকারঃ, তথা পিতামহদৌহিত্রাৎ পরতঃ প্রপিতামহাধিকারাৎ পূর্ব্বং পিতৃব্যদৌহিত্রস্যাধিকারঃ, এবং প্রপিতামহদৌহিত্রাৎ পরতঃ মাতামহাধিকারাৎ পূর্ব্বং পিতামহভ্রাতৃদৌহিত্রস্যাধিকারঃ; মাতামহ-প্রমাতামহ বৃদ্ধ প্রমাতামহানাং প্রপৌত্রাধিকারাৎ পরতস্তেষাং ক্রমেণ দৌহিত্রাধিকারশ্চ সংস্থাপিতঃ। বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্রা পুনঃ—ধনিনস্তৎপিতুস্তৎপিতামহস্যাচ ভ্রাতৃদৌহিত্রাধিকারমনুক্ত্বা পুত্রপৌত্র-দৌহিত্রয়োর্ভ্রাতৃতৎপুত্রদৌহিত্রাদীনামাসক্তিক্রমেণ মাতামহাৎ পূর্ব্বমধিকারস্তেষামপি পিণ্ডদানেনোপকারকত্বাদিত্যুক্তং। পরন্তু যদ্যেষামুপকারবত্তয়া দায়াধিকারঃ স্যাত্তদা উপকারিণোঽন্যে বহবঃ সন্তি তেষামপি দায়াধিকারো ভবিতুমর্হতি। বস্তুতস্তু পুরা পুত্রিকা-

অন্য মহাশয়দিগের মত সময়ে প্রাপ্তি হইলে আপেণ্ডিক্সতে প্রকাশিত হইবে

other ancestors. Relying on this construction, the authority above quoted cannot be adduced in support of the unborn male descendants of the sister, as, in consequence of her being married, and having engrafted herself on the family of her husband, her male descendants form a quite distinct and separate branch of the family. Besides, I have always held, and still hold, that this passage prescribes a moral duty rather than a legal obligation; as, were it held to have strictly legal force, it would militate against the admitted right of a Hindoo father in Bengal to dispose of his property according to his own choice by will, gift, or otherwise. Apart from this consideration, it is to be observed that the very terms of the text, providing for sons yet unbegotten, refer to a contingent and future and not to a present right. The dissipation censured in the passage is not intended to amount to a legal prohibition, as we find in Chap. II. paragraph 28, where it is said: "But the texts of VYASA, exhibiting a prohibition, are intended to show a moral offence, since the family is distressed by sale, gift, or other transfer, which argues a disposition in the person to make an ill use of his power as owner. They are not meant to invalidate the sale or other transfer." The passage, 'They who are born,' &c., quoted above, really means that a married man is bound to provide for those children who are born, those who are in conception, and those who are yet unbegotten; in other words, not only for his actual family but for those who may yet come into being; and any dissipation of property which may affect the maintenance of his offspring is justly *censurable* on moral grounds. This is a principle not peculiar to the Sanscrit legislators, but common to all civilised nations. But to construe such a passage as creating a right for the unborn or unbegotten at the expence of those that are born and *living*, is any thing but consonant to the meaning of the text or the spirit of the law.

Were it a question, whether the dissipation of property that may descend to a sister's son can be considered a moral wrong, I should reply in the negative. The commentator SRI KRISHNA, in limiting the construction of the passage, 'Those who are born,' &c., before quoted, in favour of the right of the grandson and other lineal descendants to the estate of the grandfather or direct ancestor, evidently had in view the fact that they have or may have an inchoate right by birth during the life-time of the proprietor, and that their right becomes perfect by his death, natural or civil, or his voluntary abandonment of the property. It is the dissipation of the property likely to descend to such person, whether born or unborn, and consequently the dissipation of their hereditary maintenance, that is condemned. That doctrine surely cannot be applied either to the sister's son surviving at the decease of the owner, or the sons of such sisters, who are in conception or yet unbegotten. The right therefore of the sister's son must come under the general law of inheritance, viz. *the survival of one at the time of the demise of the owner.* I might have given you my opinion at greater length, and with more illustrations, if my leisure permitted; but what I have written will, I believe, suffice for your purpose*.

*Yours sincerely,*

30th June 1856. *PROSSONNO COOMAR TAGORE.*

Remarks.

**The author of *Dáyakramasangraha* has declared that the brother's daughter's son succeeds after the father's daughter's son and before the paternal grandfather; that the paternal uncle's daughter's son inherits after the paternal grandfather's daughter's son and before the paternal great-grandfather; that the son of the daughter of the paternal grandfather's brother succeeds after the great-grandfather's daughter's son and before the maternal gandfather; and that the sons of the daughters of the maternal grandfather, great-grandfather, and great great-grandfather succeed in due order after the great-grandsons of their respective maternal grandfathers. The author of *Vivádabhangárnava*, omitting the succession of the sons of the daughters of the proprietor's own brother, father's brother, and grandfather's brother, has declared that the son of a son's and of a grandson's daughter, and the son of a brother's and of a nephew's daughter, and so forth, claim succession, in the order of proximity, before the maternal grandfather; for they also confer benefits by the oblation of funeral cakes. But had benefits**

* The opinions of the others will be given in the appendix, if received in time.

অবশ্য দায়াধিকারি হইত। ফলতঃ অতিপূর্ব্বে পুত্রিকা-পুত্র ভিন্ন অন্য দৌহিত্রের অধিকার হেয় ছিল, যাজ্ঞবল্ক্য-টীকা মিতাক্ষরাতে বিজ্ঞানেশ্বর মুলে দৌহিত্রাধিকার স্পষ্ট নাপাইয়া সমুচ্চয়ার্থক চ-কারের উপলক্ষে ও বিষ্ণুবচন সাহায্যে কেবল ধনির নিজ দৌহিত্রটীর মাত্র অধিকার লিখিয়াছেন। মৈথিলেরা—"পত্নী দুহিতরশ্চৈব" ইত্যাদি নানা বচনে বোধ্য অধিকারিগণের সকলের পশ্চাৎ দৌহিত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া পাকতো তাহার স্বত্ব অস্বীকার করিয়াছেন—যেহেতু রাজাও অধিকারিমধ্যে পরিগণিত এবং রাজার অভাব কদাপি সম্ভব নয়; শুদ্ধ বাচস্পতিমিশ্র বিবাদচিন্তামণিতে মনু-বৃহস্পতি-বচনবলে পিতা-মাতার পর ধনির স্বদৌহিত্রটীর মাত্র অধিকার কহিয়াছেন। জীমূতবাহন ধনি ভিন্ন অন্যের দৌহিত্রের অধিকার বচনে স্পষ্ট না পাইয়া, পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহের দৌহিত্রেরা উপকারক এবং মনুর বচনে তদধিকার উহ্য ইহা বলিয়া মুল পুরুষের অর্থাৎ পিত্রাদিত্রয় মাত্রের দৌহিত্রাধিকার লিখিয়াছেন, যথা—"যেমত ধনির প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে দৌহিত্রের অধিকার, তদ্রূপ পিতারও প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে পিতৃদৌহিত্রের অধিকার বোধ্য, পিতামহ ও প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানেরও পিণ্ডদাতৃত্ব সম্বন্ধের নৈকট্যক্রমে অধিকার বোধ্য। দৌহিত্রও ধনিকে পৌত্রবৎ পরিত্রাণ করে এই বচন অবিশেষে (দৌহিত্রমাত্রে) প্রযুজ্য, এবং নিজ দৌহিত্রবৎ পিতা প্রভৃতির দৌহিত্রও তদ্ভোগ্য পিণ্ডদানদ্বারা সন্তারক হওয়াতে ইহাদের অধিকার মনুকর্ত্তৃক পৃথগ্‌ রূপে দর্শিত হয় নাই। যেহেতু 'তিনপুরুষের পিণ্ড দিতে হয়.' ইত্যাদি বচনে এবং 'অনন্তর' ইত্যাদি বচনে এইসকল অধিকারি বলিয়াধৃত হইয়াছে। এতাবতা এমত অনুমান হইতেছে যে তাঁহার মতে মুল পুরুষের দৌহিত্র ভিন্ন অন্য দৌহিত্র অধিকারী নয়, যদি হইত তবে তাহা স্পষ্টতঃ অথবা ইঙ্গিতে লিখিতেন, প্রত্যুত দৃষ্ট হইতেছে যে উপকার হেতুতে যাহারদিগকে অধিকারি কহিলেন তাহাদের অধিকারেও পাছে পণ্ডিতদিগের অসম্মতি হয়, এই আশঙ্কায় কহিয়াছেন "ইহাতেও যদি পণ্ডিতদিগের অসন্তোষ জন্মে, তবে ইহা বাচনিকই জ্ঞাতব্য। তথাপি উক্ত মনুবচনদ্বয়ের যেমত অর্থকরা হইল তাহাই গ্রাহ্য"। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যও উক্ত মুলপুরুষ কয়েকের মাত্র দৌহিত্রাধিকার কহিয়াছেন।

পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক যাহা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তাহা নব্য স্মার্ত্ত ও প্রাড়্‌বিবাককর্ত্তৃক আদৃত হইয়াছে। কিন্তু বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তার উক্ত মত আদৃত বা চলিত হয় নাই।

পুত্রদ্বিনা দৌহিত্রস্যাধিকারো নাদৃত আসীৎ। যাজ্ঞবল্ক্যটীকায়াং মিতাক্ষরায়াং বিজ্ঞানেশ্বরেণ তদ্দৃষিবচনে স্পষ্টতয়া দৌহিত্রস্যাধিকারমপ্রাপ্য তদ্বচনীয় চ—শব্দাৎ বিষ্ণুবচনস্মরণাচ্চ দুহিত্রভাবে দৌহিত্রো-ধনভাগ্‌ ইত্যুক্ত্বা ধনিনঃ স্বদৌহিত্রমাত্রস্যাধিকারো লিখিতঃ। মৈথিলাস্তু পত্নীদুহিতরশ্চৈবেত্যাদি নানা বচনবোধ্যাধিকারিণাম্‌ সর্ব্বেষাং পশ্চাৎ দৌহিত্রাধিকার কথনাৎ পাকতস্তদধিকারং নস্বীকৃতবন্তঃ,—যস্মাৎ রাজ্ঞোঽপ্যধিকারিতয়া পরিগণিতত্বাৎ তদভাবস্য কদাপ্যসম্ভবঃ; কেবলং বিবাদচিন্তামণিকৃতা মনুবৃহস্পতিবচনস্মরনাৎ মাতাপিতৃতঃ পরতঃ স্বদৌহিত্রমাত্রস্যাধিকারোঽভিহিতঃ। জীমূতবাহনেনধনিভিন্নানামন্যেষাং পুরুষাণাং দৌহিত্রাণামধিকারং বচনেষু স্পষ্টমলব্ধ্বা উপকারকত্বাৎ মনুবচনদ্বয়ে পিত্রাদি মূলপুরুষ ত্রয়াণাং দৌহিত্রাণামধিকারমূহ্যং জ্ঞাত্বা তেষামেবাধিকারো লিখিতঃ, যথা—"পিতুরপি প্রপৌত্রপর্য্যান্তভাবে পিতৃদৌহিত্রস্যাধিকারো বোদ্ধব্যঃ ধনিদৌহিত্রস্যেব, এবং পিতামহ প্রপিতামহ সন্ততেরপি দৌহিত্রান্তায়াঃ পিণ্ড প্রত্যাসত্তিক্রমেণাধিকারো বোদ্ধব্যঃ। দৌহিত্রোঽপিহ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ, ইতি হেতোরবিশেষাৎ, স্বদৌহিত্রবৎ পিত্রাদিদৌহিত্রস্যাপি তদ্ভোগ্যপিণ্ডদানেন সন্তারকত্বাৎ। অতএব মনুনা পৃথগমীষামধিকারো ন দর্শিতঃ 'ত্রয়াণামিতি' 'অনন্তর' ইতি বচনদ্বয়েনৈব সংগৃহীতত্বাৎ"। এতেনৈবমনুমীয়তে যত্তন্মতে পিত্রাদি মূল পুরুষত্রয়দৌহিত্রং বিহায়ান্যো দৌহিত্রো অধিকারি শৃঙ্খলায়াং নৈবগণ্যাঃ। তথাপি উপকারহেতুতয়া অধিকারিশৃঙ্খলায়াং পরিগণিত জনানামপ্যধিকারে বিদুষামসম্মতিমাশঙ্ক্য পুংধনাধিকারশেষে তেনেদমভিহিতং—"অত্রাপ্যপরিতোষো বিদুষাং বাচনিক এবায়মর্থঃ। তথাপি যথোক্ত বচনয়োরর্থো গ্রাহ্য ইতি"। রঘুনন্দনেনাপি উক্ত মুল পুরুষত্রয়াণাং দৌহিত্রাণামেবাধিকার উক্তঃ।

পরন্তু যদ্দায়ক্রমসংগ্রহকৃদভিহিতং তদাদৃতং নব্য স্মার্ত্তৈঃ প্রাড়্‌বিবাকৈশ্চ। বিবাদভার্ণবকৃদুক্ত মতন্তু ন কেনাপ্যাদৃতং

alone been the cause of succession, many more, who also confer benefits, would have been entitled to inherit. It appears that, in ancient times, the daughter's son, unless he were a *puttriká-puttra* (see page 151,) was not admitted as an heir. VIGYA'NESHWARA, the head of the Benares school, not finding clearly the title of the daughter's son recognised in the text of JA'GNYAVALKYA, has, in his *Mitákshará*, which is a commentary on the institutes of that sage, recognised only the right of the son of the proprietor's own daughter, deducing it from the particle च *also* in the text 136, Ch. II. and quoting in corroboration thereof the text of VISHNU. (See p. 242). The followers of the *Mithilá* school assert that the daughter's son is entitled to the heritage after the whole of the heirs enumerated in the text of JA'GNYAVALKYA, and the several other texts, that is to say, they indirectly [illegible]y his title to inherit, inasmuch as a series of heirs is recounted ending with the king whose failure never occurs. The author of *Vivádachintámani* only has, on the ground of VRIH[illegible]ATI's text, recognised the right of the son of the proprietor's own daughter after succession of the parents. J'IMU'TAVA'HANA, the author of *Dáyabhága*, not finding the heritable right [illegible] of the sons of the father's daughter, grandfather's daughter, and great grandfather's daughter expressly recognised by any text, has, on the ground of benefits conferred, deduced it from the two following texts of MANU. Thus: "On failure of the heirs of the father down [illegible] the great grandson, it must be understood that the succession devolves on the father's [illegible]s son, in like manner as it descends to the owner's daughter's son. The succession of the grandfather's and great grandfather's lineal descendants, including the daughter's son must be understood in a similar manner, according to the proximity of the funeral offering: since the reason stated in the text, 'for even the son of a daughter delivers him in the next world like the son of a son,' is equally applicable; and his father's or grandfather's daughter's son, like his own daughter's son, transports his manes over the abyss, by offering oblations of which he may partake. Accordingly MANU has not separately propounded their right of inheritance: for they are comprehended under the two passages, 'to three must libations of water be made,' &c. and 'to the nearest kinsman *(Sapinda)* the inheritance next belongs.' Hence it appears to be the opinion of the said author that the son of the proprietor's own daughter, and the sons of the daughters of his father, grandfather, and great grandfather only, are entitled to inherit, and not the son of the daughter of any other relative, as otherwise he would have expressly or even implicitly recognised his title. On the contrary, being apprehensive lest the scholars be dissatisfied with his declaring the title even of those persons whom he, on the ground of benefits, has enumerated in the order of succession, he says: "If the learned be yet unsatisfied, this doctrine may be derived from the express passages of law. Still the same interpretation of both texts (of MANU) must be assumed." (See Coleb. Dá. bhá. p. 223). RAGHUNUNDANA also has recognised the heritable right of the sons of daughters of the said three ancestors only.

What has been declared by the author of *Dáyakramasangraha* is, however, respected and followed by the pandits and the courts of justice. But the opinion of the author of *Vivádabhangárnava*, as above quoted, does not seem to be supported.

বিবেচনা— বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রামাণ্য দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব ও দায়ক্রমসংগ্রহে, এবং বিবাদ ভঙ্গার্ণবে পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহের দৌহিত্রাধিকারে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভেদ নাই। প্রত্যুত দায়ক্রমসংগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার আচার্য্য চূড়ামণির মত তুলিয়া তাহাতে নিজসম্মতি ভাবে দেখাইয়াছেন। যথা "আচার্য্য চূড়ামণি কহেন সহোদর ভগিনীর পুত্রের ও বৈমাত্রেয় ভগিনীর পুত্রের তুল্য (অর্থাৎ এক কালীন) অধিকার"। বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা স্পষ্টতঃ এমত প্রভেদ অস্বীকার করিয়া কহিতেছেন "ভ্রাতৃ পুত্রাধিকারে সহোদর ও বৈমাত্রেয় সম্বন্ধ ঘটিতবিশেষ বোধ্য, কিন্তু দৌহিত্রাধিকারে সে বিশেষ নাই, ইহা বিবেচ্য। কোনং পণ্ডিত কহেন জীমূতবাহনের মতে পিতৃদৌহিত্রাধিকারে ভগিনীর সহোদরত্ব ও বৈমাত্রেয়ত্বানুসারে বিশেষ আছে, কিন্তু তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-সম্মত নহে, কেননা মাতামহের পিণ্ডে মাতামহীর ভোগবোধক শাস্ত্র দৃষ্ট হয় না। প্রপিতামহীর অভাবে প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তান অধিকারী, এস্থলেও পিতামহের পুত্র-পৌত্রাধিকারে পিতার সহোদরত্ব ও বৈমাত্রেয়ত্ব ঘটিত বিশেষ পূর্ব্ববৎ কর্ত্তব্য, কিন্তু দৌহিত্রে বিশেষ নাই। এবং প্রপিতামহের পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাধিকারে পিতামহের সহোদরত্ব ও বৈমাত্রেয়ত্ব-ঘটিত বিশেষ কর্ত্তব্য, কিন্তু দৌহিত্রের অধিকারে সে বিশেষ নাই। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকার পুংধনাধিকারক্রমের কোলব্রুক-কৃত অনুবাদেও উক্ত প্রভেদ দৃষ্ট হয় না, তদংশের অনুবাদ যথা—"ভ্রাতার পৌত্রাভাবে পিতৃদৌহিত্র— সে সহোদর বা বৈমাত্রার ভগিনীর পুত্র হউক—অধিকারী হইবে। তদভাবে পিতার সহোদর, তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয় অধিকারী। তদভাবে পিতৃসহোদরের পুত্র, পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র, পিতার সহোদরের পৌত্র, বৈমাত্রেয়র পৌত্র ক্রমে অধিকারী। তদভাবে পিতামহের দৌহিত্র— পিতার সহোদরা বা বৈমাত্রা ভগিনীর পুত্র হউক—অধিকারী। এই রূপ বক্ষ্যমাণ প্রপিতামহ দৌহিত্রেরাও (সোদরাসোদর ভেদ ব্যতিরেকে) অধিকারি। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারীয় মুদ্রিত দায়ভাগটীকায় আর হস্তে লিখিত ঐটীকার অনেক কাপিতে এবং মহেশ্বরাদির দায়ভাগটীকাতেও পিতামহেরও প্রপিতামহের দৌহিত্রাধিকারে সোদরাসোদর ভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু পিতৃদৌহিত্রের অধিকারে ঐ ভেদ স্পষ্ট পাওয়া যায় না।

যদ্যপি উপরিউক্ত গ্রন্থকর্ত্তাদের মতই প্রামাণ্য ও প্রচলিত, তথাপি সংস্কৃত টীকাতে যে প্রভেদ লিখিত হইয়াছে তাহা অকারণ এবং অসঙ্গত নয়, যেহেতু

বঙ্গদেশেঽত্যাদৃত দায়ভাগ দায়তত্ত্ব দায়ক্রমসংগ্রহেষু বিবাদভঙ্গার্ণবেচ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহদৌহিত্রাণামধিকারে সোদরাসোদরভেদো ন কৃতঃ। প্রত্যুত দায়ক্রমসংগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারৈঃ আচার্য্য চূড়ামণি-মতমুদ্ধৃত্য ভাবেন তত্র সম্মতির্দর্শিতা,—তদ্‌ যথা—"তত্র সোদর ভগিনীপুত্র বৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্রয়োস্তুল্যবদধিকার ইত্যাচার্যচূড়ামণিঃ"। বিবাদভঙ্গার্ণবকৃত্তাদৃশ ভেদমস্বীকৃত্য স্পষ্টমাচষ্টে, যথা—"ভ্রাতুষ্পুত্রাধিকারে সোদরত্বাদি কৃতবিশেষো বেদিতব্যঃ, নতু দৌহিত্রাধিকারে ইতি ধ্যেয়ং। পিতৃদৌহিত্রাধিকারেঽপি ভগিনীসোদরত্বাদিকৃতো বিশেষোঽস্তীতি জীমূতবাহনমতমিতি কেচিৎ, নৈতৎ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারসম্মতং যতোমাতামহ-পিণ্ডে মাতামহীভোগস্য শাস্ত্রং ন দৃশ্যতে। পিতামহপুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাণামধিকারে পিতৃসোদরত্বাদি কৃতবিশেষো বেদিতব্যঃ, দৌহিত্রে তু ন বিশেষঃ। প্রপিতামহ্যভাবে পূর্ব্ববৎ দৌহিত্রান্ত তৎসন্তানোধিকারী, তত্রাপি প্রপিতামহ-পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাণামধিকারে পিতামহসোদরত্বাদি কৃতো বিশেষোঽবধাতব্যঃ। নতু দৌহিত্রাধিকারে"। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারস্য দায়ভাগটীকায়াঃ পুংধনাধিকারক্রমস্য কোলব্রুকানুবাদে চ উক্ত প্রভেদো ন দৃশ্যতে, তদংশস্যানুবাদো যথা—"ভ্রাতৃপৌত্রাভাবে পিতৃদৌহিত্রোঽধিকারী—সচ সোদর ভগিনীপুত্রঃ বৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্রো বা। তদভাবে পিতুঃ সহোদরঃ, তদভাবে পিতুর্বৈমাত্রেয়ঃ অধিকারী, তদভাবে পিতৃসোদরপুত্র পিতৃবৈমাত্রেয়পুত্র পিতৃসোদরপৌত্র পিতৃবৈমাত্রেয়পৌত্রাণাং ক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে পিতামহদৌহিত্রোঽধিকারী, তত্রাপি পিতৃসোদর ভগিনীপুত্রঃ পিতৃবৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্রো বা। বক্ষ্যমাণ প্রপিতামহদৌহিত্রাধিকারেপ্যেবং"। কিন্তু মুদ্রিতেষু হস্তলিখিতেষু বা শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারীয় দায়ভাগটীকাগ্রন্থেষু মহেশ্বরাদিদায়ভাগটীকাসু চ পিতামহপ্রপিতামহয়োর্দৌহিত্রাধিকারে সোদরাসোদরভেদো দৃষ্টো ভবতি। পিতৃদৌহিত্রাধিকারেতু স ভেদঃ স্পষ্টতঃ নদৃশ্যতে।

যদ্যপ্যুক্ত গ্রন্থকর্তৃণাস্তাদৃশমতং প্রমাণংপ্রচলিতঞ্চ, তথাপি সংস্কৃতটীকাসু যোভেদো লিখিতঃ স নাকারণোনৈবাসঙ্গতঃ; যতস্তাদৃশ প্রভেদোঽসো-

Remarks.

In the *Dáyabhága*, *Dáyatatwa*, and *Dáyakramasangraha*, authorities of the greatest weight in Bengál, and in the *Vivádabhangárnava*, no distinction is made between the whole and the half blood, in the succession of the sons of the daughters of the father, grandfather, and great grandfather. On the other hand, SRI'KRISHNA in his *Dáyakramasangraha* quotes the opinion of A'CHA'RJYA CHU'RA'MANI and acquiesces therein; thus: "The son of the proprietor's own sister and the son of his half sister have an equal right of inheritance. This is the opinion of A'CHA'RJYA CHU'RA'MANI." (See W Dá. Kra. Sang. p. 19). The author of *Vivádabhangárnava* expressly denies such distinction, saying: "In the succession of a brother's sons, a distinction between the whole and the half blood must be understood, not in the case of a daughter's sons. But some lawyers consider it as the opinion of JI'MU'TAVA'HANA, that, in the succession of the sons of the father's daughters and so forth, a distinction is taken between uterine and half sisters. Herein SRI'KRISHNA TARKA'LANKA'RA does not acquiesce, because no law is found (expressly) declaring the participation of a maternal grandmother in the funeral cake offered to the maternal grandfather. In the succession of the paternal grandfather's son, grandson, and great grandson, the same distinction must be admitted as before in respect of their relation to the (late proprietor's) father, by the whole or half blood: but no distinction is taken in the case of daughter's sons. On failure of the paternal great grandmother, the descendants of the paternal great grandfather, including his daughter's son, as before, successively claim the inheritance. Here again a distinction must be admitted in the succession of the paternal grandfather's son, son's son, and grandson's son, according to their relation to the paternal grandfather by the whole or the half blood; but not in the instance of his daughter's son." In Colebrooke's translation of SRI'KRISHNA's recapitulation of the commentary on the *Dáyabhága* no such distinction is also to be found, the part being rendered thus: "On failure of the brother's grandson, the father's daughter's son is the successor, *whether he be the son of a sister of the whole blood, or the son of a sister of the half blood*. If there be none, the father's own brother is heir; or, in default of such, the father's half brother. On failure of these, the succession devolves in order on the son of the father's whole brother, on the son of his half brother, on the grandson of his whole brother, and on the grandson of his half brother. In default of these, the paternal grandfather's daughter's son inherits; and, in this instance also, whether he be the son of the father's *own* sister, or the son of the father's *half* sister: and, in like manner, (the whole blood and half blood inherit alike,) in the subsequent instance of the succession devolving on the son of the great-grandfather's daughter" (p. 225). In the printed editions and most of the manuscript copies of SRI'KRISHNA's commentary on the *Dáyabhága*, and in the commentary of *Maheswara* and others on the same work, the distinction of the whole and the half blood is however to be found in the succession of the sons of the grandfather's daughters, and of those of the great-grandfather's daughters, though not expressly made in the succession of the sons of the father's daughters.

Although the opinion of the aforesaid authors is respected and followed, yet it must be admitted that the distinction made in the commentaries above alluded to is neither unreasonable nor

তাদৃশ প্রভেদ অসোদর হইতে সোদরের নৈকট্য-জন্য উৎকর্ষ বলিয়া অথচ ধনির আপনার ও পিতার ও পিতামহের বৈমাত্রেয় ভগিনীর পুত্র হইতে সহোদর ভগিনীর পুত্র অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার করে বলিয়া হইয়াছে—যথা, সপত্নীক শ্রাদ্ধে ঐ দৌহিত্রেরা কেবল নিজমাতামহীর সহিত মাতামহের পিণ্ডদান করে, মাতামহীর সপত্নীর সহিত পিণ্ড দেয় না।

দরাৎ সোদরস্য নৈকট্যজন্যোৎকর্ষাজ্জাতঃ এবং ধনি-নস্তৎপিতৃপিতামহয়োশ্চ বৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্রাৎ সহোদর ভগিনীপুত্রস্যাপেক্ষিকাধিকোপকারদর্শনাচ্চ সংজাতঃ—যথা, সপত্নীক শ্রাদ্ধে পিতৃদৌহিত্রাদয়ঃ কেবলং নিজমাতামহ্যাসহ মাতামহায় পিণ্ডং প্রযচ্ছন্তি নতু মাতামহী-সপত্ন্যা সহ পিণ্ডং দদতি।

সাধারণ বিবেচনা— পুত্র হইতে পিতৃদৌহিত্র পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যক দায়াদের অধিকারের ক্রম এতদ্দেশে মান্য দায়ভাগে, দায়তত্ত্বে ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকাও দায়ক্রমসংগ্রহে, এবং নব্য সংগ্রহের মধ্যে অধিক চলিত বিবাদভঙ্গার্ণবে পরস্পর মিলে। ইহার পর এই কএক পুস্তকের মধ্যে অধিকারিক্রম বিষয়ে মধ্যে ২ পরস্পর ব্যতিক্রম, এবং অধিকারি সংখ্যার ন্যূনাতিরেক আছে। ঐ সমুদয় নিম্নে দর্শিত হইল, এবং প্রত্যেক গ্রন্থস্থ অধিকারি-ক্রম-বিষয়ে ও সংখ্যা-বিষয়ে যাহা বক্তব্য তাহাও তন্নিম্নে লিখিত হইল।

পুত্রমারভ্য পিতৃদৌহিত্র পর্য্যন্তং দ্বাদশসংখ্যকানাং দায়াদানামধিকারক্রম এতদ্দেশাদৃত দায়ভাগে দায়তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারস্য দায়ভাগ-টীকায়াং দায়ক্রমসংগ্রহেচ, নব্য সংগ্রহাণামধিক চলিত বিবাদভঙ্গার্ণবেচ পরস্পরমবিকল এব মিলতি। ইতঃ পরমেতেষু পুস্তকেষ্বধিকারি-ক্রমে তৎ সংখ্যায়াঞ্চ মধ্যে২ ব্যতিক্রমো ন্যূনাতিরেকশ্চ বর্ত্ততে। সচ সমুদয়ো নিম্নে প্রদর্শিত উক্ত গ্রন্থস্থাধিকারি-ক্রম-বিষয়ে সংখ্যা-বিষয়ে চ যদ্বক্তব্যং তদপি চ তন্নিম্নে লিখিতমভবৎ।

দায়ভাগ— যেমত ধনির প্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবে দৌহিত্রের অধিকার, তদ্রূপ পিতারও প্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবে পিতৃদৌহিত্রের অধিকার বোধ্য। এইরূপ পিতামহের ও প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানেরও পিণ্ড-দাতৃত্বসম্বন্ধের নৈকট্যক্রমে অধিকার বোধ্য। পিতামহদৌহিত্রের অভাবে মাতুলাদির অধিকার। এপর্য্যন্তের অভাবে সকুল্য *। সকুল্য (অর্থাৎ) বিভক্ত পিণ্ড। প্রপৌত্রের পুত্র হইতে অধস্তন তিন পুরুষ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহাদিসন্ততি—তন্মধ্যে প্রপৌত্র প্রভৃতি অতি নিকট, তাহাদের অভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি সন্ততি (অধিকারি)। এপ্রকার সকুল্যের অভাবে সমানোদকেরা (অধিকারি)। তাহাদের অভাবে আচার্য্য; তদভাবে শিষ্য; তদভাবে সব্রহ্মচারী। তদভাবে সগোত্র; তদভাবে সমানপ্রবর। উক্ত পর্য্যন্ত সকলের অভাবে ব্রাহ্মণেরা ধন গ্রহণ করিবেন, তদভাবে ব্রাহ্মণের ধন না হইলে রাজাগ্রহণ করিবেন। সমানগোত্র ও প্রবরের ও ব্রাহ্মণের অভাব পদে তথাবিধ স্বগ্রামস্থের অভাব বোধ্য, নতুবা রাজার অধিকার বলা অনর্থক হয়। পৃ. ২৩২—২৩৭।

পিতুরপি প্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবে পিতৃদৌহিত্রস্যাধিকারো বোদ্ধব্যঃ—ধনিদৌহিত্রস্যেব। এবংপিতামহ-প্রপিতামহসন্ততেরপি দৌহিত্রান্তায়াঃপিণ্ডপ্রত্যাসত্তি ক্রমেণাধিকারো বোদ্ধব্যঃ। প্রপিতামহ দৌহিত্রস্যাভাবে মাতুলাদেরধিকারঃ। এতৎ পর্য্যন্তাভাবে তু সকুল্যঃ *। সকুল্যো—বিভক্ত পিণ্ডঃ। প্রতিপ্রণপ্তৃ প্রভৃতিপুরুষত্রয়মধস্তনং, বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিসন্ততিশ্চ। তত্রাপি প্রতিপ্রণপ্ত্রাদেরানন্তর্য্যং, তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিসন্ততিঃ। এবম্বিধ সকুল্যাভাবে সমানোদকাঃ। তেষামভাবে আচার্য্যঃ; তস্যাপ্যভাবে শিষ্যঃ; তদভাবে সব্রহ্মচারী। তদভাবে চৈকগোত্রাঃ, তদভাবে চৈকপ্রবরাঃ। উক্তপর্য্যন্তানান্তু সর্ব্বেষামভাবে ব্রাহ্মণাঃ তদ্ধনং গৃহ্নীয়ুঃ। তদভাবে ব্রাহ্মণধনবর্জ্জং রাজাগৃহ্নীয়াৎ। গোত্রর্ষিসম্বন্ধানাং ব্রহ্মণানাঞ্চাভাবঃ তদ্গ্রামে বোদ্ধব্যঃ, অন্যথা রাজাধিকারস্যানির্ব্বিষয়ত্বাপত্তেঃ। পৃ. ২৩২—২৩৭।

* বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রভৃতি তিন পূর্ব্বপুরুষ, ও প্রপৌত্রের পুত্র প্রভৃতি অধস্তন তিন পুরুষ এক পিণ্ড ভোক্তা না হওয়াতে বিভক্ত দায়াদ সকুল্য কথিত হয়। দা. ভা। পৃ. ১৮১।

* বৃদ্ধ প্রপিতামহাৎপ্রভৃতয়স্ত্রয়ঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ প্রতিপ্রণপ্তৃশ্চ প্রভৃত্যধস্তনাস্ত্রয়ঃ পুরুষাঃ একপিণ্ডভোক্তৃত্বাভাবাৎ বিভক্তদায়াদাঃ সকুল্যা ইত্যাচক্ষতে। দা. ভা. পৃ. ১৮১।

inconsistent, based as it is not only on preference to the whole blood, but also on consideration of the sons of the sister, paternal aunt, and grandfather's sister of the whole blood, conferring comparatively more benefit than the sons of those of half blood. For instance, in the *Sapatnika-Sráddha*, the oblation-cake is offered by the daughter's son to his maternal grandfather jointly with his own maternal grandmother, and not with his maternal grandfather's other wife or wives.

General observation

The *Dáyabhága*, *Dáyatatwa*, SRI'KRISHNA's commentary on the *Dáyabhága*, and his *Dáyakramasangraha*, authorities of the greatest weight in this country, and the *Vivádabhangárnava*, which is more current than the other recent compilations, concur as to the order of the (first) twelve successors, from the son to the father's daughter's son; but after this, they differ in some instances in the order of successors, as well as in their number. All these are given below, with remarks on the order and number of the successors, in which each of the works differs from the others.

Dáyabhága.

"On failure of heirs of the father down to the great grandson, it must be understood that the succession devolves on the father's daughter's son, in like manner as it descends to the owner's daughter's son. The succession of the grandfather's and great-grandfather's lineal descendants, including the danghter's son, must be understood in a similar manner, according to the proximity of the funeral offering. On failure of lineal descendants of the paternal great-grandfather, down to the daughter's son, the property devolves on the maternal uncle and the rest. On failure of such kindred in this degree, the distant kinsman (*Sakulya*) * is heir.—The distant kinsman is one who shares the divided oblation,—as the grandson's grandson or other descendant within three degrees reckoned from him; or as the offspring of the grandfather's grandfather or other remoter ancestor. Among these the grandson's grandson and the rest are nearest. On failure of such, the offspring of the grandfather's grandfather and the rest inherit. If there be no such distant kindred, the *Samánodakas* or kinsmen allied by common libation of water, must be admitted to inherit. On failure of these, the spiritual preceptor is the successor; in default of him, the pupil is heir; on failure of him likewise, the fellow student. In default of these, persons bearing the same family name (*gotra*) are heirs; on failure of them, persons descended from the same patriarch (*prabara*) are the successors. On failure of all heirs as here specified, let the *Bráhmanas* take the estate. In default of them, the king shall take the property, excepting however the property of a *Bráhmana*. A failure of descendants from the same patriarch and of persons bearing the same family name, as well as of *Bráhmanas*, must be understood as occurring when there are none inhabiting the same village: else an escheat to the king could never happen." Coleb. Dá. bhá. pp. 214—219.

* Three ancestors, from the grandfather's grandfather upwards, and three descendants from the grandson's grandson downwards, are denominated *Sakulyas*, as partaking of the divided oblations, since they do not participate in the same offering. Coleb. Dá. bhá. p. 172.

বানপ্রস্থ যতি ও ব্রহ্মচারির ধনে ক্রমে ধর্ম্মভ্রাতা সৎশিষ্য ও আচার্য্য অধিকারী, তদভাবে একতীর্থী ও একাশ্রমী অধিকারী। (এস্থলে) ব্রহ্মচারীপদে নৈষ্ঠিক বোধ্য, যেহেতু সে পিত্রাদিকে পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন আচার্য্যকুলে বাস এবং নিষ্ঠাতে তৎসেবা করে। উপকুর্ব্বাণের ধনে পিতা প্রভৃতি অধিকারি।

বানপ্রস্থ-যতি-ব্রাহ্মচারিণাং ধনং ধর্ম্মভ্রাতৃ সচ্ছিষ্যাচার্য্যাঃ গৃহ্লীযুঃ, তদভাবে একতীর্থী একাশ্রমী গৃহ্লীয়াৎ। ব্রহ্মচারী চ নৈষ্ঠিকোঽভিমতঃ পিত্রাদিপরিত্যাগেন যাবজ্জীবমাচার্য্যকুলনিবাস পরিচর্য্যানিষ্ঠায়াঃ তেন কৃতত্বাৎ। উপকুর্ব্বাণস্যতু ধনং পিত্রাদিভিরেব গ্রাহ্যং।

এই অপুত্রধনাধিকার।

ইতি অপুত্রধনাধিকারঃ।

বিবেচনা— এই গ্রন্থের লেখক জীমূতবাহন বঙ্গীয় মতের স্থাপক—তিনি যে সকল মত সংস্থাপিত করিয়াছেন তৎতাবতই প্রায় এতদ্দেশে প্রচলিত, ও দেশময় মান্য, এবং আর২ গ্রন্থকর্ত্তারা তাহা নিজগ্রন্থে তুলিয়াছেন অথবা প্রমাণ দর্শাইয়াছেন।

এতদ্গ্রন্থকর্ত্তা জীমূতবাহনো গৌড়ীয় মতসংস্থাপকঃ—তেন যানি মতানি লিখিতানি প্রায়শঃ তত্তাবদেবাস্মিন্ দেশে প্রচলিতানি মান্যানি চাভবন। এবমন্যৈর্গ্রন্থকর্ত্তৃভিরপি তানি স্বগ্রন্থে লিখিতানি প্রমাণত্বেন বা প্রদর্শিতানিচ।

দায়তত্ত্ব— পিতার দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানের অভাবে পিতামহ অধিকারী, তদভাবে পিতামহী। তদভাবে (ক্রমে) পিতামহের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্র। এবং প্রপিতামহ, প্রপিতামহী, ও তাঁহাদিগের সন্তানগণও এইরূপ অধিকারি। মৃতধনির ভোগ হয় এমত পিণ্ডদানকর্ত্তার অভাবে বন্ধু অর্থাৎ মাতামহ মাতুলাদি।—তথাপি মাতামহ থাকিলে পিত্রাদির ন্যায় (প্রথমে) তিনি অধিকারী, তদভাবে মাতুলাদি। তদভাবে সকুল্য—(অর্থাৎ) বিভক্তপিণ্ড। প্রপৌত্রের পুত্র পর্য্যন্ত করিয়া তিন পুরুষ অধস্তন, এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহাদিসন্ততিও (ক্রমে অধিকারি)। বৃহস্পতিকর্ত্তৃক বান্ধব উক্ত হওয়াতে পিতার ও মাতার নিকট বান্ধবেরা যথাক্রমে ধনাধিকারি। বান্ধব যথা—আপনার পিতৃস্বসার ও মাতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা আত্মবান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়। পিতার পিতৃস্বসার ও মাতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা পিতৃবান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়। মাতার মাতৃস্বসার ও পিতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা মাতৃবান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়। পৃ. ৬১—৬৩।

দৌহিত্রান্ত পিতুঃ সন্তানাভাবে পিতামহঃ, তদভাবে পিতামহী। তদভাবে পিতামহদৌহিত্রান্ত সন্তানঃ। এবং প্রপিতামহঃ প্রপিতামহী তৎ সন্তানাঅপি। মৃতভোগ্য পিণ্ডদাত্রভাবে বন্ধুরিতি মাতামহমাতুলাদিঃ,—তত্রাপি পিত্রাদিবৎ সতি মাতামহে সএব, তদভাবে যথাক্রমং মাতুলাদিঃ। তদভাবে সকুল্যো—(অর্থাৎ) বিভক্তপিণ্ডঃ। প্রতিপ্রপৌত্রঃ প্রভৃতিপুরুষত্রয়মধস্তনং, বৃদ্ধ প্রপিতামহাদিসন্ততিশ্চ। বৃহস্পত্যুক্ত বান্ধবা ইত্যনেন যাথাক্রমং বাসন্ন পিতৃমাতৃবান্ধবা ধনাধিকারিণঃ, তেচ—আত্মপিতুঃ স্বসুঃ পুত্রা, আত্মমাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ। আত্মমাতুলপুত্রাশ্চ, বিজ্ঞেয়া আত্মবন্ধবাঃ॥ পিতুঃ পিতুঃস্বসুঃপুত্রাঃ, পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ। পিতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ, বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ॥ মাতুর্মাতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ মাতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ। মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ মাতৃবান্ধবাঃ॥ পৃ. ৬১—৬

বিবেচনা। এই গ্রন্থ সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের প্রণীত স্মৃতি তত্ত্বের একাংশ, এই পুস্তককে দায়ভাগমূলক বলিতে হইবে যেহেতু এই গ্রন্থের আদ্যন্তই প্রায় জীমূতবাহনের দায়ভাগানুসারে সংগৃহীত হইয়াছে। কেবল অত্যল্প বিষয়ে মত বৈলক্ষণ্য আছে, অর্থাৎ কোন২ স্থানে দায়ভাগে যাহা ধৃত হয় নাই তাহা লিখিয়াছেন, এবং কোন২ স্থলে দায়ভাগে লিখিত এবং প্রচলিত বিষয়ও ছাড়িয়া দিয়াছেন; যথা—জীমূতবাহনধৃত অধিকারিগণের অতিরেকে ইনি

অয়ংগ্রন্থঃ সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যপ্রণীত স্মৃতিতত্ত্বস্যৈকোভাগঃ, প্রায়শঃ সাদিমন্তমিদং পুস্তকং জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগানুসারেণ সংগৃহীতমাসীৎ। অত ইদং দায়ভাগ মূলকমেব বক্তব্যং,—কেবলমত্যল্প বিষয়ে মত-বৈলক্ষণ্যমস্তি, অর্থাৎ কস্মিন্ কস্মিন্ স্থানে তেন যানি দায়ভাগে ন ধৃতানি তানিচ লিখিতানি, কুত্রাপিচ দায়ভাগলিখিত প্রচলিত বিষয়োপি পরিত্যক্তঃ,—যথা দায়াধিকারপ্রকরণে অনেন জীমূতবাহনধৃতাধিকারিগণাতিরিক্তং মাতামহস্যা-

" The goods of a hermit, of an ascetic, and of a professed student, let the spiritual brother, the virtuous pupil, and the holy preceptor take. On failure of these, the associate in holiness, or person belonging to the same order, shall inherit. The student must be understood to be a professed one; for, abandoning his father and relations, he makes a vow of service and of dwelling for life in his preceptor's family. But the property of a temporary student would be inherited by his father and other relations."

" Thus has the distribution of the property of one who leaves no male issue been explained." Vide Coleb. Dá. bhá. pp. 214—224.

Remarks.

The writer of this work, JI'MU'TAVA'HANA, is the founder of the Bengal school, being the author of the doctrine which it has adopted; all that are laid down by him are, with a very few exceptions, respected ; and his texts are quoted and references are made to them by almost all the compilers current in this country.

*Dáyatatwa.*

On failure of heirs of the father down to his daughter's son, the paternal grandfather succeeds; failing him, the paternal grandmother; in default of her, the offspring of the grandfather, including his daughter's son ; (in their default) the paternal great grandfather, paternal great grandmother, and also their offspring succeed in like manner. On failure of persons who are givers of oblations in which the deceased may participate, the succession devolves on the *bandhu*,—that is, the maternal grandfather, maternal uncle, and so forth. Here also, as in the instance of father and paternal kinsmen, if the maternal grandfather be living, he is heir; on failure of him, the maternal uncle and other maternal kindred succeed in order. On failure of these, the distant kinsman (*sakulya*), who shares the divided oblation, is heir ; viz. the grandson's grandson, his son, and his son's son, who are *sakulyas* in the descending line ; and the offspring of the grandfather's grandfather and the rest. By the word *bándhava,* used in the text of VRIHASPATI, is meant that the near cognate kindred of the father and mother are heirs. The *lándhavas* are as follows. " The sons of his own father's sister, the sons of his mother's sister, and the sons of his own maternal uncle, must be considered as his own cognate kindred. The sons of his father's paternal aunt, the sons of his father's maternal aunt, and the sons of his father's maternal uncle must be deemed his father's cognate kindred. The sons of his mother's maternal aunt, the sons of his mother's paternal aunt, and the sons of his mother's maternal uncles, must be reckoned to be his mother's cognate kindred. Dá. T. Sans. pp. 61, 62.

Remarks.

This book, which forms part of the *Smrititatwa* compiled by the celebrated RAGHUNANDANA, has been throughout diligently consulted with, and is almost exclusively founded on, JI'MU'TAVA'HANA'S *Dáyabhága*. The author has in general strictly followed the doctrines of JI'MU'TA'VAHANA. On a few points, however, he has differed from his master; that is, he has supplied some deficiencies, added some new heirs, and omitted to mention things which are laid down in the *Dáyabhága* and are very current. Thus in the order of succession, the author has, to the heirs designated by JI'MU'TA-

মাতামহের অধিকার কহিয়াছেন। এবং বান্ধবচ্ছলে মাতৃস্বসার পুত্ত্রের ও পিতার মাতৃস্বসার পুত্ত্রের, পিতার মাতুলপুত্ত্রের ও মাতার মাতৃস্বসার পুত্ত্রের, মাতার পিতৃস্বসার পুত্ত্রের ও মাতার মাতুলপুত্ত্রের অধিকার কহিয়াছেন। কিন্তু এই কএকের মধ্যে পিতার মাতুলের ও মাতৃস্বসার পুত্ত্রের এবং মাতার মাতুলের ও মাতৃস্বসারপুত্ত্রের অধিকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। এতদতিরেকে জীমূতবাহন প্রভৃতির স্বীকৃত আচার্য্যাদি উদাসীনের অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ধিকারোধৃতঃ, বান্ধবচ্ছলেন মাতৃস্বসৃপুত্ত্রস্য পিতুর্মাতৃস্বসৃপুত্ত্রস্য পিতুর্মাতুলপুত্ত্রস্য মাতুর্মাতৃস্বসৃপুত্ত্রস্য মাতুপিতৃস্বসৃপুত্ত্রস্য মাতুর্মাতুলপুত্ত্রস্যাচাধিকার উক্তঃ। কিন্ত্বেষাং মধ্যে পিতুর্মাতুলপুত্ত্রস্য পিতুর্মাতৃস্বসৃপুত্ত্রস্য মাতুর্মাতুলপুত্ত্রস্য মাতৃস্বসৃপুত্ত্রস্যাচাধিকারঃ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননৈঃ ন স্বীকৃতঃ। অপিচ জীমূতবাহনাদিস্বীকৃতাচার্য্যাদ্যুদাসীনাধিকারো গ্রন্থকর্ত্রা ন ধৃতঃ।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকা—

ভ্রাতৃপৌত্ত্রাভাবে পিতৃদৌহিত্ত্র—সেসহোদর ভগিনীর পুত্ত্র হউক বা বৈমাত্ত্রারপুত্ত্র—অধিকারী। তদভাবে পিতামহ অধিকারী, তদভাবে পিতামহী, তদভাবে পিতার সহোদর, তদভাবে পিতার বৈমাত্ত্রেয়, তদভাবে পিতার সহোদরের পুত্ত্র পিতার বৈমাত্ত্রেয় ভ্রাতার পুত্ত্র, পিতার সহোদর ও বৈমাত্ত্রেয় ভ্রাতার পুত্ত্রেরা ক্রমে অধিকারি, তদভাবে পিতামহের দৌহিত্ত্র—তত্ত্রাপি পিতার সহোদর ভগিনীর পুত্ত্র, তদভাবে পিতার বৈমাত্ত্রেয়ভগিনীর পুত্ত্র অধিকারী, বক্ষ্যমাণ প্রপিতামহদৌহিত্ত্রাধিকারেও এই রূপ। তদভাবে প্রপিতামহ, তদভাবে প্রপিতামহী, তদভাবে পিতামহের সহোদর ও বৈমাত্ত্রেয় ভ্রাতারা ও তাহাদের পুত্ত্রপৌত্ত্রেরা এবং প্রপিতামহের দৌহিত্ত্র ক্রমে অধিকারি। এতাবত্ পর্য্যন্ত ধনির ভোগ্য পিণ্ডদাতার অভাবে ধনির দেয় পিণ্ডদাতা মাতামহ মাতুলাদির অধিকার, তত্ত্রাপি প্রথমে মাতামহ, তদভাবে মাতুল, তৎপুত্ত্র ও পৌত্ত্রেরা ক্রমে অধিকারি। তদভাবে ধনির ভোগ্য লেপদাতা প্রপৌত্ত্রের পুত্ত্রপ্রভৃতি তিন পুরুষ অধস্তন সকুল্যের ক্রমে অধিকার, তদভাবে ধনির দেয় লেপভোক্তা বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন সকুল্যের ও তৎসন্ততিগণের নৈকট্যক্রমে অধিকার। তাহাদের অভাবে সমানোদকেরা অধিকারি। তদভাবে আচার্য্য, তদভাবে শিষ্য, তদভাবে সব্রহ্মচারী অধিকারী; তদভাবে স্বগ্রামস্থ সমানগোত্র ও সমানপ্রবরেরা ক্রমে অধিকারি। উক্ত পর্য্যন্ত সকল সম্পর্কিয়ের অভাবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের ধনে রাজা অধিকারী; ব্রাহ্মণের ধন তিন বেদবেত্তা গুণযুক্ত ব্রাহ্মণেরা লইবেন।

ভ্রাতৃপৌত্ত্রাভাবে পিতৃদৌহিত্ত্রঃ—স চ সোদর ভগিনীপুত্ত্রঃ বৈমাত্ত্রেয় ভগিনীপুত্ত্রঃ। তদভাবে পিতামহঃ; তদভাবে পিতামহী; তদভাবে পিতুঃ সহোদরঃ; তদভাবে পিতুর্বৈমাত্ত্রেয়ঃ। তদভাবে পিতৃসোদরপুত্ত্র পিতৃবৈমাত্ত্রেয়পুত্ত্র পিতৃসোদরপৌত্ত্র পিতৃবৈমাত্ত্রেয়পৌত্ত্রাণাং ক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে পিতামহ-দৌহিত্ত্রঃ—তত্ত্রাপি পিতৃসোদর ভগিনীপুত্ত্রঃ তদভাবে পিতৃবৈমাত্ত্রেয় ভগিনীপুত্ত্রশ্চ। বক্ষ্যমাণপ্রপিতামহদৌহিত্ত্রাধিকারেঽপ্যেবং। তদভাবে প্রপিতামহঃ, তদভাবে প্রপিতামহী, তদভাবে পিতামহসহোদর ভ্রাতৃতদ্বৈমাত্ত্রেয় ভ্রাতৃ তৎপুত্ত্র পৌত্ত্র প্রপিতামহ-দৌহিত্ত্রাঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ। এতাবৎ পর্য্যন্তানাং ধনিভোগ্য পিণ্ডদাতৄণামভাবে ধনিদেয় পিণ্ডদাতৄণাং মাতামহ মাতুলাদীনামধিকারঃ, তত্রাপি প্রথমং মাতামহঃ, তদভাবে মাতুল তৎপুত্ত্রপৌত্ত্রাণাং ক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে চাধস্তন সকুল্যানাং ধনিভোগ্য লেপদাতৄণাং, প্রতিপ্রণপ্তৃ প্রভৃতি পুরুষত্রয়াণাং ক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে পুনরূর্দ্ধতন সকুল্যানাং ধনিদেয়লেপভুক্ বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিতৎসন্ততীনামাসত্তিক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে সমানোদকানামধিকারঃ। তেষামভাবে চাচার্য্যস্য, তদভাবে শিষ্যস্য, তদভাবে সব্রহ্মচারিণোঽধিকারঃ। তদভাবে চৈকগ্রামস্থ সগোত্রসমানপ্রবরয়োঃ ক্রমেণাধিকারঃ। উক্ত পর্য্যন্তানাং সর্ব্বেষাং সম্বন্ধিনামভাবে ব্রাহ্মণধনবর্জ্জং রাজাগৃহ্নীয়াৎ, ব্রাহ্মণধনন্তু ত্রৈবিদ্যাদি গুণযুক্তা ব্রাহ্মণাঃ গৃহ্নীয়ুঃ।

বানপ্রস্থের ধন অন্য বানপ্রস্থ এক তীর্থবাসী ধর্ম্মভ্রাতৃরূপে গ্রহণ করিবেক, যতির ধন সত্ শিষ্য, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারির ধন আচার্য্য এবং উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারির ধন তৎপিত্রাদি লইবেন, এই সংক্ষেপ।

এবং বানপ্রস্থধনং ভ্রাতৃত্বেনাভিমতোঽপরো বানপ্রস্থ একতীর্থসেবী গৃহ্নীয়াৎ। তথা যতিধনং সচ্ছিষ্যঃ; নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণোধনমাচার্য্যঃ, উপকুর্ব্বাণস্যাতু ব্রহ্মচারিণো ধনং পিত্রাদির্গৃহ্নীয়াদিতি সংক্ষেপঃ।

VA'HANA, added the maternal grandfather, and, as *bándhavas*, the sons of the proprietor's mother's sister, the sons of his father's maternal aunt, the sons of his father's maternal uncle, the sons of his mother's maternal aunt, the sons of his mother's paternal aunt, and the sons of his mother's maternal uncle. Of these, the sons of the proprietor's father's maternal uncle and aunt, and the sons of his mother's maternal uncle and aunt, are not admitted as heirs by SRI'KRISHNA and JAGANNA'THA. The author has moreover omitted the spiritual preceptor and the rest, who are declared heirs by JI'MU'TAVA'HANA and others.

SRI'KRISHNA's commentary on the *Dáyabhága*.

On failure of the brother's grandson, the father's daughter's son is the successor: whether he be the son of a sister of the whole blood, or the son of a sister of the half blood. If there be none, the paternal grandfather is heir; failing him, the paternal grandmother; in her default the father's own brother is heir; in default of such, the father's half brother. On failure of these, the succession devolves in order on the son of the father's whole brother, on the son of his half brother, on the grandson of his whole brother, and on the grandson of his half brother. In default of these, the paternal grandfather's daughter's son inherits; in this instance also, the son of the father's whole sister inherits first; on failure of him, the son of the father's half sister. Such is also the case in the succession of the sons of the great grandfather's daughters. On failure of these heirs, the paternal great grandfather is the successor. If he be dead, the paternal great grandmother inherits. If she be deceased, the paternal grandfather's own brother, his half brother, their sons, and grandsons, and the great grandfather's daughter's son are successively heirs. On failure of all such kindred who present oblations in which the deceased owner may participate, the succession devolves on the maternal grandfather and uncle and the rest who present oblations which the deceased was bound to offer. The maternal grandfather is however entitled to inherit first; on failure of him the heritage passes successively to the maternal uncle, his son, and grandson. On failure of these, the right of inheritance accrues to the remote kindred *(sakulya)* in the descending line, who present the residue of oblations to ancestors with whom the deceased owner may participate; namely to the grandson's grandson and other descendants for three generations in succession; in default of these, the inheritance returns to the ascending line of distant kindred, who enjoy the residue of the oblations offered by the deceased owner; namely, to the paternal grandfather's grandfather and other ancestors, and their offspring in the order of proximity. On failure of these, the succession devolves on the *Samánodakas* or kindred allied by a common oblation of water. In default of them, the spiritual preceptor is heir; or, if he be dead, the pupil; on failure of him, the fellow student in theology. If there be none, the inheritance devolves successively on a person bearing the family name and on one descended from the same patriarch, being in either case an inhabitant of the same village. On failure of all relatives as here specified, (the property devolves on *Bráhmanas* learned in the three *Vedas* and endowed with other requisite qualities: and, in default of such,) the king shall take the escheat, excepting however the property of a *Bráhmana*. But the *Bráhmanas*, who have read the three *Vedas* and possess other requisite qualities, shall take the wealth of a deceased *Bráhmana*.

So the goods of an anchoret shall devolve on another hermit considered as his brother and serving the same holy place. In like manner, the goods of an ascetic shall be inherited by his virtuous pupil: and the preceptor shall obtain the goods of a professed student. But the wealth of a temporary student is taken by his father or other heir. Such is the abridged statement of the law of inheritance.

বিবেচনা— জীমূতবাহন প্রণীত দায়ভাগের এই টীকা শ্রেষ্ঠা, ইহাই প্রচলিতা, এবং অন্যাপেক্ষায়ব্যবহৃতা। এবং বঙ্গদেশে মহামান্য দায়ভাগ দায়তত্ত্ব ও দায়ক্রমসংগ্রহের পরেই ইহা প্রমাণিকা। এই টীকাকর্ত্তা সুক্ষ্মদর্শী নৈয়ায়িক ছিলেন। অত্যন্ত সুক্ষ্মতাপুর্ব্বক গ্রন্থের ভাবব্যাখ্যা এবং গ্রন্থকর্ত্তার বিচারেরউপর বিচার করিয়াছেন। এবং আদি ও অন্ত পদে যাহা যাহা উহ্য তাহা প্রকাশ পুর্ব্বক এবং যে২ স্থলে গ্রন্থকর্ত্তা সোদরাসোদর মধ্যে ভেদ বিশেষ করিয়া লিখেন নাই তাহা লিখনপুর্ব্বক এবং উহ্য ও পরিত্যক্ত আর২ অনেক বিষয় প্রকাশপুর্ব্বক আদর্শের সদ্ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই প্রায় গ্রন্থকর্ত্তার মত স্থাপিত করিয়াগিয়াছেন কেবল কোন২ স্থলে মতান্তর বা সংশোধন করিয়াছেন, যথা—পিতামহের ও প্রপিতামহের সন্তানের মধ্যে সোদরসম্বন্ধীয়কে প্রকাশ্য রূপে অগ্রগণ্য করিয়াছেন। সকুল্যের অধিকারে জীমূতবাহন কহিয়াছেন "প্রপৌত্রের পুত্র প্রভৃতি অধিক নিকট, তাহাদের অভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদিসন্ততি অধিকারি"। এতাবতা বৃদ্ধ প্রপিতামহের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের এবং অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের স্বত্ব এ স্থলে লিখেন নাই। কিন্তু টীকাকর্ত্তা তাহা মতান্তর করিয়া অথবা শুধরাইয়া কহিয়াছেন "ইহাদের অভাবে অধস্তন সকুল্যের অধিকার,—অর্থাৎ প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্রও প্রপৌত্রের অধিকার, তাহাদের অভাবে ধন উর্দ্ধতন সকুল্যে উর্দ্ধগামি হয় অর্থাৎ বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি ও তৎসন্ততিকে সম্বন্ধের নৈকট্যক্রমে অর্শে"। প্রপিতামহের দৌহিত্রের পর এবং মাতুলের পুর্ব্বে টীকাকর্ত্তা মাতামহের অধিকার কহিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা মাতামহকে অধিকারি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। গ্রন্থকর্ত্তা কহেন "সমানগোত্র ও সমানপ্রবর ব্যক্তির অভাব তথা ব্রাহ্মণের অভাব সেই গ্রামেই বোধ্য, নতুবা রাজার অধিকার বলা বৃথা হয়"। কিন্তু টীকাকর্ত্তা তদগ্রমে ব্রাহ্মণের বাসাবশ্যকতার উল্লেখ না করিয়া কহিতেছেন "তদভাবে এক গ্রামস্থ সগোত্র ও সমানপ্রবরদিগের ক্রমে অধিকার, উক্তপর্য্যন্ত সকল সম্পর্কিয়ের অভাবে ব্রাহ্মণের ধন না হইলে তাহা রাজা পাইবেন"। কিন্তু ব্রাহ্মণের ধন তিন বেদবেত্তা এবং আর২ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণেরা প্রাপ্ত হইবেন *।

জীমূতবাহনপ্রণীত দায়ভাগস্য শ্রেষ্ঠেয়ং টীকা, ইয়মেব প্রচলিতা, অন্যাপেক্ষয়া ব্যবহৃতাচ। বঙ্গদেশে মহামান্য দায়ভাগ দায়তত্ত্ব দায়ক্রমসংগ্রহানন্তরমেবেয়ং প্রামাণিকা। এতট্টীকাকর্ত্তা সুক্ষ্মদর্শিনৈয়ায়িক আসীৎ। অতি সুক্ষ্মতয়া গ্রন্থস্য তাৎপর্য্যং ব্যাখ্যাতবান্,গ্রন্থকর্ত্তুর্বিচারোপরি বিচারমকরোচ্চ, এবমাদিপদেনান্তপদেনচ যদযদূহ্যং তৎপ্রকাশ্য যস্মিন২ স্থলে গ্রন্থকর্ত্তা সোদরাসোদর ভেদো বিশিষ্য ন লিখিতস্তংলিখিত্বা উহ্যমথবা পরিত্যক্তান্যানেক বিষয়ঞ্চ প্রকাশ্যাদর্শস্য সদ্ব্যাখ্যানমকার্ষীচ্চ। প্রায়শঃ সর্ব্বত্রৈব গ্রন্থকর্ত্তুর্মতং সংস্থাপিতবান্, কেবলং কুত্রচিৎ মতান্তরমথবা সংশোধনঞ্চকার, যথা—পিতামহ প্রপিতামহয়োঃসন্ততীনাং মধ্যে সোদরত্ব সম্বন্ধীয়ঃ প্রাকাশ্যেনাদৌ পরিগণিতঃ; সকুল্যাধিকারে জীমূতবাহনেনোক্তং।—"প্রতি প্রণপ্ত্রাদেরানন্তর্য্যং,তদভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদিসন্ততিরিতি" অতএবাত্র উর্দ্ধতনসকুল্যানাং অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপিতামহাতিবৃদ্ধপ্রপিতামহাত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহানামধিকারস্তেন ন লিখিতঃ। টীকাকর্ত্তাতু তৎসংশোধনং কৃত্বাকথযৎ "তদভাবে অধস্তন সকুল্যানাংপ্রতিপ্রণপ্তৃ প্রভৃতি পুরুষত্রয়াণাং ক্রমেণাধিকারস্তদভাবে পুনরূর্দ্ধতন সকুল্যানাং বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি তৎসন্ততীনামাসত্তিক্রমেণাধিকার ইতি"। প্রপিতামহ দৌহিত্রাৎ পরতোমাতুলাৎ পূর্ব্বঞ্চ তেন মাতামহোঽধিকারীতিলিখিতং কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা তমধিকারিণং নাঙ্গীগণৎ। গোত্রর্ষিসম্বন্ধানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চাভাবস্তদ্গ্রামেবোদ্ধব্যঃ অন্যথা রাজাধিকারস্য নির্বিষয়ত্বাপত্তেরিতিগ্রন্থকারেণোক্তং। কিন্তু টীকাকর্ত্তা তদ্গ্রামে ব্রাহ্মণাবাসাবশ্যকত্বং ন লিখিত্বাভিহিতং—"তদভাবে চৈকগ্রামস্থ সগোত্র-সমান প্রবরয়োঃ ক্রমেণাধিকারঃ। উক্তপর্য্যন্ত সর্ব্বেষাং সম্বন্ধিনামভাবে ব্রাহ্মণধনবর্জ্জং রাজাগৃহ্নীয়াৎ। ব্রাহ্মণধনন্তু ত্রৈবিদ্যাদি গুণযুক্তা ব্রহ্মাণাঃ গৃহ্নীয়ঃ।

* শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ-টীকার পুংধনাধিকারক্রমের কোলব্রুক সাহেব কৃতানুবাদ অত্রমুদ্রিত পুংধনাধিকার ক্রমের সহিত কোন২ বিষয়ে মিলে না—অর্থাৎ তাহাতে প্রপিতামহ প্রপিতামহীর অধিকার লিখিত নাই, এবং পিতামহদৌহিত্রের পর পিতামহ পিতামহীর অধিকার কথিত হইয়াছে। মাতুলের পর মাতুলপুত্রের পুর্ব্বে মাতামহের দৌহিত্রের অধিকার কথিত হইয়াছে। এবং আর কোন ২ বিষয়ে অনৈক্য আছে. কিন্তু তাদৃশ অনৈক্য ও ব্যতিক্রম যে হস্তলিখিত কাপি হইতে অনুবাদ হইয়াছে তাহার সহিত মুদ্রিত দায়ভাগ-টীকার পাঠের তৎস্থলে

This is the most celebrated of the glosses on the *Dáyabhága* of JI'MU'TAVA'HANA. It is of great authority in Bengal, and is ranked in general estimation next after the *Dáyabhága*, *Dáyatatwa*, and *Dáyakramasangraha*. It is the work of a very acute logician, who has interpreted his author and reasoned on his arguments with great accuracy and precision; and has well illustrated the text by expressing what was implied by the terms *ádi* (&c.,) and *anta* (as far as,) and by expressing the distinction between the relatives of the whole and the half blood, and supplying the omissions and deficiencies. He has generally confirmed its positions, but sometimes modified or amended them. For instance, among the grandfather's and great grandfather's descendants (in the male line) he expressly gives preference to those of the whole blood. In the succession of *sakulya* JI'MU'TAVA'HANA laid down: "the grandson's grandson, and the rest are nearest. On failure of such, the offspring of the paternal grandfather's grandfather inherits;" but did not explicitly recognise the heritable right of the *sakulyas* in the ascending line, *i. e.* paternal grandfather's grandfather and the father and grandfather of the latter. But the commentator has modified or amended it, saying: "On failure of these, the right of inheritance accrues to the kindred in the descending line, namely, to the grandson's grandson, and other descendants for three generations in succession. In default of these, the inheritance returns to the ascending line of the distant kindred; namely, the grandfather's grandfather and the rest, and their offspring in the order of proximity." Between the paternal great grandfather's son and the maternal uncle the commentator has interposed, as heir, the maternal grandfather, who is not designated as such by JI'MU'TAVA'HANA. The author says: "a failure of descendants from the same patriarch and of persons bearing the same family name, as well as of *Bráhmanas*, must be understood as occurring when there are none inhabiting the same village; else an escheat to the king would never happen." The commentator, leaving out the condition of a *Bráhmana* being an inhabitant of the same village, says: "the inheritance devolves successively on a person bearing the family name, and on one descending from the same patriarch, in either case being an inhabitant of the same village. On failure of all relatives as here specified, the king shall take the escheat, excepting however the property of a *Bráhmana*. But the property of a *Bráhmana* shall be taken by *Bráhmanas*, who have read the three *vedas* and possess other requisite qualities."*

Remarks.

* Colebrooke's translation of SRI'KRISHNA's recapitulation in the commentary on the *Dáyabhága* differs from the text of that recapitulation as above quoted, in omitting the succession of the paternal great grandfather, and paternal great grandmother, in inserting the succession of paternal grandfather and grandmother after their own daughter's son, and in interposing the mother's sister's son between the maternal uncle and his son, as well as in some other respects. Such difference and disagreement may be attributed to the text of manuscript copy or copies from which the translation was made, differing from that lastly printed, and here adopted. The reason why I have preferred and adopted the last edition of the *Dáyabhága* is given at page 109. The omission of the great grandfather and great grandmother, and insertion of the grandfather and grandmother in the above place are evident mistakes and corruptions, in as much as, in the original

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের লিখিত দায়ভাগটীকায় ও দায়ক্রম সংগ্রহে বিশেষ এই যে—টীকায় পিতার ও পিতামহের ভ্রাতাদের ও তৎসন্তানের মধ্যে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভেদে অধিকারের ক্রম হইয়াছে। ধনির নিজেরও তৎ পিতার ও পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্র এবং প্রমাতামহ ও তৎ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্র, তথা বৃদ্ধপ্রমাতামহ তৎ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্র অধিকারি বলিয়া ধৃত হয় নাই। এবং ব্রাহ্মণ যে স্বগ্রামস্থ হইলে তবে দায়াধিকারী হয়, ও গুণবান্ ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধন যে ভিন্ন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণও পায় ইহা লিখিত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারস্য দায়ভাগটীকা দায়ক্রম সংগ্রহয়োরয়ং বিশেষঃ—যট্টীকায়াং পিতুঃপিতামহস্য চ ভ্রাতৃণান্তৎসন্ততীনাঞ্চাধিকারক্রমঃ সোদরাসোদরত্ব ভেদেন নির্দ্দিষ্টঃ। ধনিন স্তৎপিতুঃ পিতামহস্য চ ভ্রাতৃদৌহিত্রাঃ প্রমাতামহ তৎ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্রাঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহ তৎ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্রাশ্চাধিকারিত্বয়ানধৃতাঃ। এবং ব্রাহ্মণঃ স্বগ্রামস্থশ্চেত্তদাদায়াধিকারী তথা গুণবদ্ব্রাহ্মণাভাবে ব্রাহ্মণধনে ভিন্ন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণোঽধিকারীতি ন লিখিতং।

বিবাদভঙ্গার্ণব— পিতার দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানের অভাবে পিতামহ ধনাধিকারী, তদভাবে পিতামহী অধিকারিণী, তদভাবে পিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানের অধিকার। পিতামহের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের অধিকারে পিতার সহোদর ও বৈমাত্রেয়র মধ্যে প্রভেদ কর্ত্তব্য, কিন্তু দৌহিত্রে সে বিশেষ কর্ত্তব্য নয়। তদভাবে প্রপিতামহ অধিকারী, তদভাবে প্রপিতামহী অধিকারিণী; তদভাবে পূর্ব্ববৎ প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্তের অধিকার, এস্থলেও পিতামহের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাধিকারে পিতামহের সোদরাসোদরত্ব ভেদ জ্ঞাতব্য দৌহিত্রাধিকারে সে বিশেষ নাই। তদভাবে বন্ধু অর্থাৎ মাতামহ, মাতুল, তৎপুত্র, তৎপৌত্র প্রমাতামহ, তৎপুত্র, পৌত্র প্রপৌত্র, বৃদ্ধপ্রমাতামহ তৎপুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র পূর্ব্ব পূর্ব্বাভাবে পরং অধিকারি, এবং মাতামহের, প্রমাতামহের ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের পিণ্ডদাতা তত্তৎ দৌহিত্রেরাও অধিকারি। ইহাদের নিমিত্তেই যাজ্ঞবল্ক্য বন্ধুপদের প্রয়োগ করিয়াছেন, এই ব্যবস্থা জীমূতবাহন মতানুসারি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারসম্মতা। এস্থলে বিবেচ্য এই যে—পুত্রের ও পৌত্রের দৌহিত্র এবং ভ্রাতার ও তৎপুত্রের দৌহিত্রাদি নৈকট্য ক্রমে মাতামহের পূর্ব্বে অধিকারি—যেহেতু তাহারাও পিণ্ডদানদ্বারা উপকার করে। তদভাবে সকুল্য অধিকারী—বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রভৃতি তিন পূর্ব্বপুরুষ এবং প্রপৌত্রের পুত্র প্রভৃতি তিন পুরুষ এক পিণ্ডভোক্তা না হওয়াতে বিভক্তদায়াদ সকুল্য কথিত হয়। তন্মধ্যে প্রথমে

দৌহিত্রান্ত পিতৃসন্তানাভাবেপিতামহোধনাধিকারী, তদভাবে পিতামহী, তদভাবে দৌহিত্রান্ত তৎসন্তনস্যাধিকারঃ। তত্রচ পিতামহ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাণামধিকারে পিতৃসোদরত্বাদিকৃতো বিশেষঃ পূর্ব্ববদবধাতব্যঃ দৌহিত্রেতু ন বিশেষঃ। ততঃ প্রপিতামহোধিকারী, তদভাবে প্রপিতামহী, তদভাবেপূর্ব্ববৎ দৌহিত্রান্তঃ তৎসন্তানোঽধিকারী—তত্রাপি প্রপিতামহ-পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাণামধিকারে পিতামহসোদরত্বাদি কৃতো বিশেষোঽবধাতব্যঃ, নতু দৌহিত্রাধিকারে। তদভাবে বন্ধুঃ, অর্থাৎ—মাতামহ মাতুল তৎপুত্র তৎপৌত্র প্রমাতামহ তৎপুত্র, পৌত্র প্রপৌত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ তৎপুত্র তৎপৌত্র প্রপৌত্রাণাং পূর্ব্বপূর্ব্বাভাবে পরঃপরোঽধিকারী। এবমেষাং দৌহিত্রাণামপি মাতামহ তৎপিতৃতৎপিতৃপিণ্ডদানামধিকারঃ। এতদর্থমেব বন্ধুপদং প্রযুক্তবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ইতি জীমূতবাহন মতানুসারি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারসম্মতাব্যবস্থা। অত্রেদমবধাতব্যং পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রয়োর্ভ্রাতৃ তৎপুত্র দৌহিত্রাদীনাঞ্চাসত্তিক্রমেণ মাতামহাৎ পূর্ব্বমধিকারঃ—তেষামপি পিণ্ডদানেনোপকারকত্বাৎ। তদভাবে সকুল্যঃ—অত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহাৎ প্রভৃতিত্রয়ঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ, প্রতি-প্রণতুশ্চ প্রভৃতি অধস্তনাস্ত্রয়ঃ পুরুষাঃ একপিণ্ডভোক্তৃত্বাভাবাৎ বিভক্ত দায়াদাঃ সকুল্যা ইত্যাচক্ষতে। তত্র প্রপৌত্রপুত্রস্যাদাবধিকারঃ, ততঃ প্রপৌত্রপৌত্রস্য, ততঃ প্রপৌত্রপ্রপৌত্রস্য। তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য, তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহ

অনৈক্যজন্যই হওয়া সম্ভব। এ গ্রন্থে দায়ভাগটীকার যে পুংধনাধিকারক্রম তুলা হইয়াছে তাহা শেষে মুদ্রিত দায়ভাগ হইতে লওয়া গিয়াছে; এবং তাহা লওনের কারণ ১০৮ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে। প্রপিতামহ প্রপিতামহীর অধিকার না ধরা এবং পিতামহ পিতামহীর অধিকারের উক্ত ক্রম স্পষ্ট ভ্রম ও ব্যতিক্রম—যেহেতু মূলে পিতৃদৌহিত্রের পর পিতামহ পিতামহীর অধিকার, এবং টীকায় কথিত তাহাদের অধিকারস্থলে প্রপিতামহ প্রপিতামহীর অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মাতুলপুত্রের অগ্রে মাতামহদৌহিত্রের অধিকারকে অনুবাদ-কর্ত্তা নিজেই ভ্রম স্বীকার করিয়া কহিয়াছেন যে পিতৃপক্ষীয় অধিকারির ক্রমানুসারে মাতুলের পুত্র ও পৌত্রকে মাতামহদৌহিত্রের পূর্ব্বে অধিকারি হওয়া উচিত।

**In the commentary on the *Dáyabhága*, SRI´KRISHNA differs from his original treatise *Dáyakramasangraha* in maintaining the distinction between the whole and the half blood among the brothers of the father and grandfather, and their descendants, and in not recognising as heirs the sons of the daughters of the proprietor's own brother, of his father's brother, and of his grandfather's brother; the maternal grandfather's father, his son, grandson, great grandson, and daughter's son, the maternal grandfather's grandfather, his son, grandson, great grandson, and daughter's son, who are designated as heirs in the *Dáyakramasangraha*; and in not declaring that a *Bráhmana* must be an inhabitant of the same village, that on failure of a qualified *Bráhmana*, in respect to the wealth of a *Bráhmana*, a *Bráhmana* residing in another village is the successor.**

Vivádabhangárnava.

On failure of the father's issue including daughter's son, the paternal grandfather is heir to the property; on failure of him, the paternal grandmother. On failure of them, their issue, including the son of a daughter, shall inherit; and in the succession of the paternal grandfather's son, grandson, and great-grandson, the same distinction must be admitted as before, in respect of their relation to the (late proprietor's) father by the whole or half-blood; but no distinction is taken in the case of daughter's sons. Next the paternal great grandfather is heir; in default of him the paternal great grandmother; on failure of her, the descendants of the paternal great grandfather, including his daughter's son, as before, successively claim the inheritance. Here again a distinction must be admitted in the succession of the paternal grandfather's son grandson, and grandson's son, according to their relation to the paternal grandfather by the whole or the half-blood, but not in the instance of his daughter's son. On failure of them a more distant kinsman is heir, namely, the maternal grandfather, the maternal uncle, his son, and son's son; the maternal great grandfather, his son, son's son, and grandson's son; the father of the maternal great grandfather, his son, son's son, and grandson's son. On failure of the last respectively the next in order is heir. Again, their daughter's sons have a title as givers of funeral cakes to the maternal grandfather, to his father, and to the father of the maternal great grandfather. In this sense does JA´GNYAVALKYA use the term *bandhu*. Such is the rule approved of by SRI´KRISHNA TARKA´LANKARA, who follows the opinion of JI´MU´TAVA´HANA. It should be here remarked that the son of the son's and the grandson's daughter and the son of a brother's and nephew's daughter, and so forth, claim succession in the order of proximity, before the maternal grandfather; for they also confer benefits by the oblation of the funeral cakes: on failure of them, a distant kinsman (*sakulya*) is heir. Three persons ascending from the father of the paternal great grandfather, and three descending from the son of the great grandson, do not participate in the same funeral cake: they are therefore pronounced *sakulya*, sharing divided oblations. In the first place, the son of the great grandson is heir, next the grandson of the great grandson, and after him the great grandson of the great grandson in the male line. On failure of these, the paternal grandfather's grandfather: if he be dead, his daughter's son and other descendants (to the third degree) who are givers of funeral cakes in the *Párvana* inherit in order; in default of them, the son, grandson, and

the paternal grandfather and grandmother are recognised heirs after the father's daughter's son, and the paternal great grandfather and great grandmother are put in the place where their son and daughter-in-law are inserted in the translation of the recapitulation. As to the interposition of the maternal aunt's son it is admitted to be a mistake by the translator himself, who remarks that the son and grandson of the maternal uncle ought to precede the son of the maternal aunt, by the analogy of inheritance on the father's side. (See page 220).

প্রপৌত্রের পুত্রের অধিকার, পরে প্রপৌত্রেরপৌত্রের, অনন্তর প্রপৌত্রের প্রপৌত্রের অধিকার। তদভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহের অধিকার, তদভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহের পার্ব্বণ পিণ্ডদাতা দৌহিত্রাদির ক্রমে অধিকার, তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহের লেপদাতা প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের অধিকার। তদভাবে অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ, তদভাবে তৎ পুত্র, পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্র এবং প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র ক্রমে অধিকারি। তদভাবে অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ তৎ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্র এবং এই প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র ক্রমে অধিকারি। তদভাবে সমানোদকের অধিকার—চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক ভাব।

দৌহিত্রাদীনাং তৎ-পার্ব্বণপিণ্ডদানাং ক্রমেণাধিকারঃ, তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য প্রপৌত্রস্য পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাণাং বৃদ্ধপ্রপিতামহলেপদাতৄণাং ক্রমেণাধিকার। তদভাবেঽতিবৃদ্ধপ্রপিতামহস্য, তদভাবে তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্রপ্রপৌত্রাত্মজ, তদাত্মজ তদাত্মজানাং ক্রমেণ পূর্ব্ববদধিকারঃ। তদভাবে অত্যার্য্য বৃদ্ধপ্রপিতামহ তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্র প্রপৌত্রাত্মজ তদাত্মজ তদাত্মজানাং ক্রমেণপূর্ব্ববদধিকারঃ। তদভাবে সমানোদকানামধিকারঃ—চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্তঞ্চ সমানোদকভাবঃ।

তদভাবে আচার্য্য অধিকারী, তদভাবে শিষ্য, শিষ্যাভাবে সব্রহ্মচারী, তদভাবে এক গোত্রজ, তদভাবে সমানপ্রবর অধিকারী। সমান প্রবর পর্য্যন্তের অভাবে ব্রাহ্মণেরা অধিকারি। সমানগোত্র ও সমানপ্রবর ও ব্রাহ্মণের অভাব সেই গ্রামেই বোধ্য। স্বগ্রামস্থ সদ্ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয়াদির ধনে রাজার অধিকার মনুকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ধন সামান্য ব্রাহ্মণকেও দেয়।

তদভাবে আচার্য্যঃ, তদভাবে শিষ্যঃ, শিষ্যাভাবে সব্রহ্মচারী। তদভাবে এক গোত্রজাঃ, তদভাবে একপ্রবরাঃ। সমানপ্রবর পর্য্যন্তাভাবে ব্রাহ্মণানামধিকারঃ—অত্রগোত্রঋষিব্রাহ্মণসম্বন্ধানাঞ্চাভাবস্তদগ্রামে বোদ্ধব্যঃ। স্বগ্রামস্থ সদ্ব্রাহ্মণাভাবে ক্ষত্রিয়াদিধনে রাজাধিকারমাহমনুঃ। ব্রহ্মণধনন্তু রাজ্ঞা কদাচিদপি ন গ্রহীতব্যং, তথাচ সদ্ব্রাহ্মণাভাবে ব্রাহ্মণধনং সামান্য ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি দদ্যাৎ।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারির ধন আচার্য্য গ্রহণ করিবেন, যতির ধন সৎ শিষ্যে লইবেক। অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণ ধারণ ও তদনুষ্ঠানে দক্ষ বানপ্রস্থের ধন ধর্ম্ম ভ্রাতা একতীর্থী গ্রহণ করিবেক। ধর্ম্মভ্রাতা—ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে প্রতিপন্ন। একতীর্থী—একাশ্রমী *। বি· দা· ভা· দ্বী· র· ৮।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণোধনমাচার্য্যো গৃহ্নীয়াৎ, যতের্ধনং সৎশিষ্যঃ—অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণ ধারণ তদনুষ্ঠানদক্ষঃ বানপ্রস্থধনং ধর্ম্মভ্রাত্রেকতীর্থী গৃহ্নাতি—ধর্ম্মভ্রাতা ভ্রাতৃত্বেনপ্রতিপন্নঃ। একতীর্থী—একাশ্রমী*। বি· দা· ভা· দ্বী· র· ৮।

বিবেচনা— দায়াধিকারক্রমে এই পুস্তকে দায়ক্রমসংগ্রহ হইতে প্রভেদ এই যে ইহাতে ধনির ও তৎপিতার ও পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্রেরা অধিকারি বলিযা গণিত হয় নাই, এবং শ্রীকৃষ্ণের উভয়গ্রন্থ অর্থাৎ দায়ক্রমসংগ্রহ ও দায়ভাগটীকা হইতে ইহার বৈলক্ষণ্য এই যে ইহাতে পুত্রপৌত্রেরও ভ্রাতৃপুত্রের দৌহিত্রাদি আসত্তিক্রমে মাতামহের পূর্ব্বে অধিকারি কথিত হইয়াছে, এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহের প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পূর্ব্বে অধিকারি কথিত হইয়াছে, তথা অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্রেরপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পূর্ব্বে অধিকারি কথিত হইয়াছে, এবং আর কএক বিষয়ে বৈলক্ষণ্য আছে।

দায়াধিকারক্রমে দায়ক্রমসংগ্রহাদস্য পুস্তকস্যায়ং প্রভেদোযদত্র ধনিনস্তৎ পিতুঃপিতামহস্যচ ভ্রাতৃদৌহিত্রোঽধিকারিত্বেন ন গণিতঃ। এবং দায়ক্রম সংগ্রহ দায়ভাগটীকোভয় গ্রন্থাদস্যেদং বৈলক্ষণ্যং যদত্র পুত্রপৌত্রযোর্ভ্রাতৃপুত্রস্যচ দৌহিত্রাদিরাসত্তিক্রমেণ মাতামহাৎ পূর্ব্বমধিকারিত্বেন কথিতঃ। এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহপ্রপৌত্রস্য পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রা অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহাৎ পূর্ব্বমধিকারিণোনির্দিষ্টাঃ। তথা অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহপ্রপৌত্রস্য পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রা অত্যতি বৃদ্ধপ্রপিতামহাৎ পূর্ব্বমধিকারিতয়া কথিতাঃ। এবমন্যস্মিন্ কস্মিন্২ বিষয়েঽপি বৈলক্ষণ্যমস্তি।

* দায় নির্ণয় কর্ত্তা (মাতুলাদি) দায়াধিকারের ক্রম ভিন্নরূপে কহেন, তদ্ যথা—আদৌ মাতুল, তদভাবে মাতুল পুত্র, তদভাবে মাতামহ, তদভাবে মাতামহের দৌহিত্র, তৎপরে মাতুলের পৌত্র, পরে প্রমাতামহ অধিকারী। এবং মৃত ধনিকে পিণ্ড দান জন্য উপকারের তারতম্য কারণেউক্ত রূপ ক্রম নির্ণয় হওয়া কহেন।

great grandson of the great grandson of the grandfather's grandfather in the male line have successive claims as givers of the remains of the funeral cakes to the paternal grandfather's paternal grandfather. On failure of them, the paternal great grandfather's paternal grandfather is heir; if he be dead, his son, grandson, and great grandson, his daughter's son, and the son, grandson, and great grandson of the great grandson (in the male line) have successive claims as before. On the failure of them, the paternal great grandfather's paternal great grandfather, his son, grandson, and great grandson, his daughter's son, and the son, grandson, and great grandson of the great grandson (in the male line) similarly inherit in order. On failure of all these, the *samánodakas*, or persons connected by an equal libation of water, have a right to inheritance: the relation of *samánodaka* extends to the fourteenth person.

On failure of them, the spiritual preceptor is heir; if he be dead, the pupil; in default of him, the fellow student; then the descendants from the same ancient sage claim the succession; on failure of them, men sprung from the same primitive stock. On failure of heirs including kinsmen sprung from the same branch of venerable stock, the succession devolves on *Bráhmanas*. The want of heirs descended from the same holy sage, or from the same company of *rishis*, and the failure of *Bráhmanas* must be understood to be the non-existence of any such persons in the same village or town. MANU declares that on failure of virtuous *Bráhmanas* residing in the same town, the inheritance of a *kshatriya* and the rest shall escheat to the king. But the property of a *Bráhmana* must never be taken by the king, consequently, on failure of honest *Bráhmanas*, he must give the propertyof a *Bráhmana to Bráhmanas* in general.

The spiritual preceptor shall take the property of the perpetual student in theology; the virtuous pupil, versed in the study of revelation concerning the supreme soul, and in preserving that sacred science, shall take the estate of an anchoret; and the brother by religious duties, being pupil of the same spiritual father, takes the wealth of a hermit. 'The brother by religious duties' is one familiarly known as brother of the deceased; the subsequent term '*ekatírthí*' may signify, belonging to the same order of devotion. (Vide Coleb Dig. Vol. III. pp. 528—547).

In the order of succession, this book differs from SRÍ KRISHNA'S *Dáyakramasangraha* in not recognising the heritable right of the sons of the daughter of the proprietor's own brother, his father's brother, and his grandfather's brother, and from both the works of SRÍ KRISHNA in intimating the opinion that the son of the son's and grandson's daughter, and the son of a nephew's daughter, and so forth, claim succession in the order of proximity, before the maternal grandfather, and in inserting the son, grandson, and great grandson of the great grandson of the paternal grandfather's grandfather in the male line before the paternal great grandfather's grandfather; the son, grandson, and great grandson of the great grandson of the paternal great grandfather's paternal grandfather before the paternal great grandfather of the paternal great grandfather; and in some other respects.*

* The author of *Dáya-nirnaya* states the succession differently, viz: 'First the maternal uncle; then the maternal unle's son; next the maternal grandfather; after him, the mother's sister's son; subsequently the maternal uncle's son's son; and lastly the maternal great grandfather.' He gives reasons founded on the number of oblations deemed beneficial to the deceased owner.

গ্রন্থকর্ত্তাদের মধ্যে পরস্পর এই রূপ মতবৈলক্ষণ্য হওয়াতে, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকায় কৃত পিতামহের ও প্রপিতামহের সন্তানের মধ্যে সোদরাসোদরভেদ মানিয়া দায়ক্রমসংগ্রহের ক্রমানুসারি হওয়া উচিত বিবেচিত হইল। এই বিবেচনা যাজ্ঞবল্ক্যের আদেশমূলক, তদ্ যথা—"দুই স্মৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে, যাহা ন্যায়সম্মত তাহাই ব্যবহারে প্রবল"। দায়ক্রমসংগ্রহ জীমূতবাহনানুমত দায়শাস্ত্রের সারসংগ্রহ, কেবল এদেশীয় স্মার্ত্তরাই যে আর২ গ্রন্থাপেক্ষা করিয়া এই পুস্তকানুসারি হয়েন এমত নহে, কিন্তু ইউরোপীয় যে সকল পণ্ডিত আমাদের স্মৃতির অনুবাদ করিয়াছেন অথবা তদ্বিষয়ে পুস্তক লিখিয়াছেন তাঁহারাও দায়ক্রমসংগ্রহকে তাদৃশ মান্য করিয়াছেন।—শ্রীযুক্তবাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের গৌড়ীয় দায়াবলী দায়ক্রমসংগ্রহের ক্রমানুযায়িনী। কোলব্রুক সাহেব নিজকৃত দায়ভাগানুবাদে এতদ্দেশীয় গ্রন্থসমূহ মধ্যে পরস্পর অনৈক্যসকল দেখাইয়া স্বকীয় বিবেচনাতে * কহিয়াছেন "গ্রন্থকর্ত্তাদের মধ্যে এই রূপ অনৈক্যমত দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণের দায়ক্রম সংগ্রহের মতকে আর২ গ্রন্থাপেক্ষা মান্য করা আমার মত, যেহেতু তদ্গ্রন্থে পিতৃপক্ষীয় অধিকারির ক্রম যে কারণমূলক, মাতৃপক্ষীয় অধিকারির ক্রমও সেই কারণানুযায়ী"। সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেব নিজ হিন্দুল-তে † কহেন "উপরি উক্ত চারি গ্রন্থ বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রামাণ্য; পরন্তু যে স্থলে তন্মধ্যে মতের অনৈক্য হয়, তথায় শ্রীকৃষ্ণের দায়ক্রমসংগ্রহের মত নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা যাইতে পারে"। সর্ টামস্ এষ্ট্রেঞ্জ সাহেব নিজ সংগৃহীত হিন্দু-লতে ‡ উপরি উক্ত কোলব্রুক সাহেবের বিবেচনা লিখিয়া তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। এলবর্লিং সাহেব কেবল দায়ক্রম সংগ্রহানুসারে দায়াধিকারক্রম লিখিয়াছেন।

গ্রন্থকর্তৄণাং পরস্পরমীদৃঙ্মতবৈলক্ষণ্যে দৃষ্টে, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারস্য দায়ভাগটীকায়াং পিতামহ প্রপিতামহ সন্ততিষু যঃ সোদরাসোদর ভেদঃ কৃতস্তং মত্বা দায়ক্রমসংগ্রহ-ক্রমানুসারিণাভাব্যমিতি বিবেচিতং। বিবেচনঞ্চৈতৎ যাজ্ঞবল্ক্যাদেশমূলকং, যথা—"স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারত" ইতি। দায়ক্রমসংগ্রহো জীমূতবাহনানুমত দায়শাস্ত্রস্য সার রূপেণ সংগৃহীতঃ। যত্কেবলমেতদ্দেশীয়স্মার্ত্তাএবান্য গ্রন্থাপেক্ষয়ৈতৎ পুস্তকানুসারিণো ভবন্তি নৈবং কিন্তু ইউরোপদেশীয়া যে পণ্ডিতা অস্মদ্ধর্ম্মশাস্ত্রানুবাদমকুর্ব্বন্নথবা তদ্বিষয়ক পুস্তকান্যলিখন্তেঽপি দায়ক্রমসংগ্রহং তাদৃশং মেনিরে।—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরস্য গৌড়ীয় দায়াবলী দায়ক্রমসংগ্রহস্য ক্রমানুসারিণী কোলব্রুক সাহেবনিজকৃত দায়ভাগানুবাদে বঙ্গাদৃঙ্গ্রন্থানাং মতবৈলক্ষণ্যং দর্শয়িত্বা স্ববিবেচনায়াং * কথিতবান্ "গ্রন্থকর্তৄণামীদৃঙ্মতানৈক্যে দৃষ্টে,অন্যাপেক্ষয়া শ্রীকৃষ্ণকৃত দায়ক্রমসংগ্রহমতস্য মান্যতাকরণং মমসম্মতং, যতস্তদ্গ্রন্থে পিতৃপক্ষীয়াধিকারিণাং ক্রমো যৎ কারণমূলকো মাতৃপক্ষীয়াধিকারিণাং ক্রমোঽপি তৎকারণানুযায়ী। সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবেন স্বপ্রণীত স্মৃতিগ্রন্থে † কথিতং "উপর্য্যুক্ত চত্বারোগ্রন্থা বঙ্গদেশে সাতিশয় মান্যাঃ; পরন্তু যত্রস্থলে তেষাং মতানৈক্যং তত্র শ্রীকৃষ্ণকৃত দায়ক্রমসংগ্রহমতং নিঃসন্দিগ্ধং ব্যবহর্ত্তুংযোগ্যং"। সর্ টামস্ এষ্ট্রেঞ্জ সাহেবঃ স্বীয় সংগৃহীত স্মৃতিগ্রন্থে ‡ উপর্য্যুক্তকোলব্রুক সাহেবস্য বিবেচনাং লিখিত্বা তত্রৈবসম্মতোঽভবৎ। এলবর্লিং সাহেবঃ কেবলং দায়ক্রমসংগ্রহানুসারে নৈব দায়াধিকারক্রমং লিখিতবান্।

ব্যবস্থা ৯০ পিতৃদৌহিত্রাভাবে ভ্রাতৃদৌহিত্র অধিকারী §।

৯০ পিতুর্দৌহিত্রাভাবে ভ্রাতৃদৌহিত্রোঽধিকারী §।

কারণ যেহেতু সে ধনির পিতা ও পিতামহকে পিণ্ডদান করে ও ধনি সে পিণ্ডভাগী হয়।

ধনিভোগ্য পিতৃপিতামহপিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

দ্রষ্টব্য—

* কোল্. দা. ভা. চ্যা. ১১, সেক্. ৬, পৃ. ২২৬।
† মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৩১। বা. ২, নোট. পৃ. ৩৪।
‡ বা. ২, আপেণ্ডিক্স্, চ্যা. ৭. পৃ. ২৩১।
§ দা. ক্র. সং. পৃ. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ, ১৯। এল্. ইন. পৃ.৭৯।

Amidst this disagreement of authors, it is considered proper to follow the order of SRI'KRISHNA'S *Dáyakramasangraha*, making however the distinction of the whole and the half blood among the descendants of the paternal grandfather and great grandfather, as made in his commentary on the *Dáyabhága*. This is done according to the dictum of JA'GNYAVALKYA:—"If two texts of law differ from each other, that which is consistent with reason is of force in practice." The *Dáyakramasangraha* is a good conpendium of the law of inheritance according to JI'MU'TAVA'HANA'S text, and has been preferably followed not only by the lawyers of this country but also by the European scholars who have translated or written treatises on the Hindu law. Bábú Prasanna Kumár Thákur has, in his *Table of succession* according to the Hindu law, adopted the order *Dáyakramasangraha*. Colebrooke in his translation of the *Dáyabhága*, after showing discrepancies in the authorities current in Bengal, remarks: * "Amidst this disagreement of authors, I should be inclined to give the preference to the authority of SRI'KRISHNA'S *Dáyakramasangraha*; because the order of succession on the mother's side, as there stated, follows the analogy of the rule of inheritance on the father's side." Sir William Macnaghten, in his book on Hindu law, † says: "The above cited four authorities are of the greatest weight in the province of Bengal; and where they differ, reliance may with safety be placed on the *Dáyakramasangraha* of SRI'KRISHNA." Sir Thomas Strange, in his elements of Hindu law, ‡ quotes the above remark of Colebrooke and acquiesces therein. And Mr. Elberling has followed only the order of *Dáyakramasangraha*.

90. In default of the father's daughter's son, the brother's daughter's son succeeds§. Vyavasthá.

For he presents two oblation-cakes in which the deceased owner participates,—namely, to his (the owner's) father and paternal grandfather. Reason.

Vide—

* Coleb. Dá. bhá. Ch. XI. Sect. 6, p. 226.
† Vol. I. p. 31. Vol. II. Note, p. 64.
‡ Vol. II. Appendix to Ch. VII. p. 261.
§ W. Dá. Kra. Sang. p. 19. Elb. In. p. 79.

## পিতামহ্যাদির অধিকার—

ব্যবস্থা ৯১ তদভাবে পিতামহের অধিকার * ।

কারণ যেহেতু দৌহিত্র পর্য্যন্ত স্বসন্তানের অভাবে পিতার অধিকারবৎ পিতার দৌহিত্রপর্য্যন্ত সন্তানের অভাবে পিতামহের অধিকার সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে সিদ্ধ, এবং যেহেতু পিতামহ ধনির প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করেন ও ধনি সেই পিণ্ড ভোগ করে।

ব্যবস্থা ৯২ পিতামহের অভাবে পিতামহীর অধিকার *।

প্রমাণ "অপত্যহীনপুত্রের জননী দায়গ্রহণ করিবেন, তিনিও যদি মরিয়া থাকেন তবে পিতার জননী ধনহারিণী হইবেন" এই মনুবচন-হেতু পিতার অভাবে মাতার ন্যায় সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে পিতামহের পর পিতামহীর অধিকার।

৯১ তদভাবে পিতামহাধিকারঃ * ।

দৌহিত্রান্ত স্বসন্তানাভাবে পিতুরধিকারবৎ পিতদৌহিত্রান্তাভাবে পিতামহস্য সাংদৃষ্টিক ন্যায়সিদ্ধত্বাৎ, ধনিভোগ্য প্রপিতামহপিণ্ডদাতৃত্বাচ্চ।

৯২ পিতামহাভাবে পিতামহ্যা অধিকারঃ * ।

অনপত্যস্য পুত্রস্য মাতাদায়মবাপ্নুয়াৎ। "মাতর্য্যপিচবৃত্তায়াং পিতুর্মাতা হরেদ্ধনং" ইতি মনুবচনাৎ যথা পিত্রভাবে মাতা তথা পিতামহাভাবেঽপি পিতামহীতি সাংদৃষ্টিকন্যায়েন পিতামহাৎ পরং পিতামহ্যা অধিকারঃ।

### আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। এক নাবালগ ব্যক্তি এক ভগিনী ও পিতৃব্যগণকে এবং পিতামহীকে রাখিয়া মরে, এমত অবস্থায় শাস্ত্রানুসারে উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কে ঐ মৃতের ধনে দায়াদরূপে অধিকারী?

পিতামহী থাকিতে ভগিনী ও পিতৃব্য অধিকারি নয়।

উত্তর। মৃত ব্যক্তির পিতামহী-ই কেবল তাহার ধনাধিকারিণী। পিতামহী থাকিতে ভগিনী ও পিতৃব্য অধিকারি নয়।

দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত মনুবচনের ভাব এই যে (পত্নী না রাখিয়া) কোন পুত্র নিস্সন্তান মরিলে তাহার ত্যক্ত বিষয়ে তন্মাতা অধিকারিণী, মাতাও যদি মরিয়া থাকেন তবে পিতামহী তদ্ধনাধিকারিণী হইবেন †। মেক্ হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৪, মকদ্দমা ৪ (পৃ. ৬৪)।

প্রশ্ন। পৈতৃক স্থাবর ধনাধিকারী কোন অবিবাহিত ব্যক্তি এক সধবা বয়স্থা ভগিনী রাখিয়া এবং পিতামহী ও কএক পিতৃব্য রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়। এমত অবস্থায় এই কএক দাওয়াদারের মধ্যে কে দায়াধিকারী? উপরি উক্ত কএক ব্যক্তির অগ্রে যদি পিতামহীর মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে তৎপরে জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে কে ধনাধিকারী হইবে?

পুত্রহীনা ভগিনী, ও পিতৃব্য এবং পিতামহী দাওয়াদার হইলে, পিতামহী অধিকারিণী।

উত্তর। কোন ব্যক্তি পৈতৃক স্থাবর বিষয়াধিকারী হইয়া এক ভগিনী রাখিয়া মরিলে, ঐ ভগিনী বয়স্থা হউক বা অপ্রাপ্তব্যবহারা হউক বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে না, তাহার পুত্রেরা যথাশাস্ত্র অধিকারি হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান মকদ্দমায় প্রশ্ন পাঠে দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ ভগিনীর পুত্র সন্তান নাই;

---

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৮। দা. ভ. পৃ. ৬১। বি. দা. ভা. দী. বৃ. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১৯। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫২৮। মেক্. হি. ল. পৃ. ২২, ৩০ ও ৩১। এল্. ইন্. পৃ. ৭৯।

† এই ব্যবস্থা বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুমতা, এবং শ্রীকৃষ্ণের দায়ক্রমসংগ্রহের মতানুযায়িনী। ইহা সকলেরই স্বীকৃত যে বঙ্গদেশে দায়ক্রমসংগ্রহ অত্যন্ত মান্য। মেক্. হি. ল. বা. ২. পৃ. ৩৪।

## ON THE SUCCESSION OF THE PATERNAL GRANDFATHER AND THE REST.

**91. Failing him, the succession devolves on the paternal grandfather.*** Vyavasthá.

**For, as the father is entitled to succeed on failure of the late owner's daughter's son, so by the rule of analogy the succession devolves on the grandfather in default of heirs down to the father's daughter's son; and because he (the grandfather) presents to the owner's great grandfather (one) oblation-cake in which the deceased owner participates.** Reason.

**92. In default of the paternal grandfather, the paternal grandmother is heir.*** Vyavasthá.

**For, in conformity with MANU's text:—"Of a son dying childless the mother shall take the estate, and the mother being also dead, the paternal grandfather shall take the heritage"—as the mother succeeds on the death of the father, so by the rule of analogy the succession devolves on the paternal grandmother in default of the paternal grandfather.** Reason.

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. A minor dies, leaving his sister, his paternal uncles, and his father's mother. In this case, according to law, which of these individuals is entitled to succeed him by right of inheritance?

R. His paternal grandmother is exclusively entitled to the succession. The sister and the uncles are excluded by her.

A paternal grandmother excludes a sister and uncles.

To this effect is the text of MANU cited in the *Dáyabhága* and other authorities: "Of a son dying childless (and leaving no widow), the mother shall take the estate; and the mother also being dead, the father's mother shall take the heritage." † Macn. H. L. Vol. II. Ch. I. Sect. 4, Case 4, (p. 64).

Q. An unmarried person, possessed of some immovable property, which has descended to him from his father and grandfather, died leaving an adult sister, whose husband is living; a paternal grandmother, and several paternal uncles him surviving. In this case, which of these claimants is entitled to inherit? Supposing the grandmother to have died before the other individuals specified in this case, which of the survivors is entitled to succeed to the property?

R. If any person, being in possession of certain ancestral immovable property, die, leaving a sister him surviving, whether she be a minor or an adult, and whether she have a husband living or be a widow, such sister cannot inherit. Her sons may legally inherit; but it appears from the question, in this case, that the sister is destitute of male issue; consequently the grandmother is entitled to

The claimants being a childless sister, a paternal grandmother, and paternal uncles; the grandmother is the heir.

---

* W. Dá. Kra. Sang. p. 19. Dá. T. Sans. p. 61. Coleb. Dig. Vol. III. p. 528. Elb. In. pp. 79, 80.

† This is agreeable to the law of Bengal, according to the order adopted by SRÍ KRISHNA in the *Dáyakramasangraha*, which is universally admitted to be the most eminent authority in that province. Macn. H. L. Vol. III. p. 64.

অতএব পিতামহী ধনাধিকারিণী। যদি প্রশ্নে লিখিত আরং ব্যক্তির অগ্রে পিতামহীর কাল হইয়া থাকে, তবে পিতৃব্যগণকে বিষয় অর্শিবে। এই মত দায়ভাগ, দায়ভাগ-টীকা, দায়ক্রমসংগ্রহ এবং আরং গ্রন্থানুমত। মেক্ হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৬, মকদ্দমা ১৩ (পৃ. ৯৭ ও ৯৮)।

৯২ সংখ্যক ব্যবস্থার **নজীর**

আত্মারাম ঘোষ ও কালাচাঁদ ঘোষের বিরুদ্ধে শ্রীমতী জয়মণি দাসী প্রভৃতির মকদ্দমায় এই মত স্থির হয় যে যদি গঙ্গাচরণের জীবনকালে মৃত তৎপত্নী জয়া দাসীর গর্ভজাত পুত্র শম্ভুচন্দ্র নিজ পিতার পূর্ব্বে মরিত তবে গঙ্গাচরণের জীবিতা পত্নী জয়মণি ধনাধিকারিণী হইত। কিন্তু যেহেতু শম্ভুচন্দ্র নিজ পিতার জীবনকালে মরে, অতএববিচার হইলযে তৎ পিতার বিষয় তাহাকেই অর্শে। জয়মণি শম্ভুচন্দ্রের পিতৃ পত্নী হইয়াও গর্ভধারিণী না হওয়াতে ঐ সপত্নী পুত্রের ধনে তাহার অধিকার নাই। শম্ভুচন্দ্রের পিতামহী করুণাময়ী তদ্ধনাধিকারিণী। জয়মণি নিজ পতির বিষয় হইতে কেবল ভরণ পোষণ পাইতে যোগ্যা, এবং করুণাময়ীর হস্ত হইতে তাহা পাইবার উপায় করিতে পারে। মেক্. কন্. হি. ল. পৃ. ৬৪—৬৮।

ব্যবস্থা ৯৩ পিতামহীর অভাবে পিতৃসহোদরের অধিকার *।

৯৩ পিতামহ্যভাবে পিতুঃসহোদরস্যাধিকারঃ *।

ব্যবস্থা ৯৪ তদভাবে পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার *।

৯৪ তদভাবে পিতৃবৈমাত্রেয়স্য *।

কারণ যেহেতু ইহারা ধনির পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করে, ও ধনি তৎপিণ্ডভাগী হয়।

তয়োর্ধনিভোগ্য পিতামহ প্রপিতামহ পিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

আদালতে দত্ত এবং গ্রাহ্য হওয়া, ও সর্ উইলিয়ম মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। এক ব্যক্তি পিতামহী ও দুই পিতৃব্য এবং এক সহোদরা ভগিনী রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। ঐ ভগিনীর বয়ক্রম অনুমান পঁচিশ বৎসর ও তাহার স্বামির বয়ক্রম অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর—ও তাহার দুই কন্যা, এক পঞ্চম বৎসর বয়স্কা দ্বিতীয়া তিন বৎসর বয়স্কা, এবং পুত্র সন্তান হইবার সম্ভাবনা আছে। এমত অবস্থায় উপরি উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মৃতের ধনে অধিকারী কে? ভগিনীর পুত্রজননসম্ভাবনা যদি অন্যের অধিকারের বাধক হয়, এবং যদি পিতামহী মরিয়া থাকে, তবে তদবস্থায় মধ্যব্যবহিত কালে বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ পিতৃব্যগণকে করা যাইতে পারে কি ঐ ভগিনীকে? যদি ঐ ভগিনীর পুত্র সন্তান না জন্মে, এবং যদি তাহার পুত্রজননসম্ভাবনা দূর হয়, তবে কে ধনাধিকারী হইবে।

উত্তর। ধনির মরণকালে যদি তৎপিতামহী ও দুই পিতৃব্য এবং সম্ভাবিতপুত্রা এক ভগিনী জীবিত থাকে, তবে ঐ পিতামহীর মরণে ঐ পিতৃব্যেরা ধনাধিকারি, যেহেতু তাহারা ধনির পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করিয়া উপকার করে; যদি ঐ ভগিনীর পুত্র সন্তান না হয়, তবে ঐ পিতৃব্যেরা অধিকারি, তদবস্থায় তাহাদের স্বত্ব নির্ব্যূঢ়। এতাবতা বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহারদিগকেই দেওয়া কর্ত্তব্য ভগিনীকে নয়, যেহেতু শাস্ত্রানুসারে ভ্রাতার ধনে ভগিনী অধিকারিণী নয়। কিন্তু তাহার পুত্র জন্মিলে সে ঐ ধনে অধিকারী হইবে †। এই মত দায়ভাগ দায়ক্রমসংগ্রহ ও দায়ভাগ-টীকা ও আরং গ্রন্থের মতানুমত।

* দা. ভা. টী. পৃ. ২৪৩। বি. দা. ভা. শ্রী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. পৃ. ২২৫। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫২৮।

† এই ব্যবস্থার শেষ ভাগ অর্থাৎ 'ভগিনীর পুত্র জন্মিলে সে ঐ ধনাধিকারী হইবে', এই অংশ শুদ্ধ নয়, দ্রষ্টব্য—পৃ. ২৩২—২৪৩।

the succession, and if she die before the other individuals mentioned in the question, then the succession should devolve on the paternal uncles. This opinion is consonant to the *Dáyabhága*, its commentary, the *Dáyakramasangraha*, *Vivádabhangárnava*, and other authorities. Macn. H. L. Vol. II. Ch. I. Sect. VI. Case. 13, (pp. 97, 98).

**Case** bearing on the vyavasthá No. 92.

In the case of Srímatí Joymani Dásí and others against Atmáram Ghose and Caláchánd Ghose, it seemed to be agreed that if Shambhuchandra, the son of Gángácharn by his wife Joyá Dásí, (who died before her husband,) had died in the life time of his father, then Joymani the surviving wife of Gángácharn would have been entitled to his estate; but Shambhuchandra having survived his father, it was held that his father's estate vested in him, and that Joymani (not being his mother although a wife of his father) could not take from him (Shambhuchandra); but that his father's mother Carunámoyí was his heir, and that Joymani has a right to maintenance out of her husband's estate, and may follow it for the purpose of obtaining her right into the hands of Carunámoyí. Macn. Cons. H. L. pp. 64—68.

Vyavasthá.

93. Failing the paternal grandmother, the succession devolves on the father's own brother*.

Vyavasthá.

94. In default of such, the father's half brother is heir.*

Reason.

For they present to the paternal grandfather and great grandfather of the late owner two oblation-cakes in which the owner participates.

*Legal opinion delivered in, and admitted by, the Civil Court, and selected and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. A person died, leaving his paternal grandmother, two paternal uncles, and an uterine sister, about 25 years of age, whose husband is aged about 35, by whom she has two daughters, the one five and the other three years old; and there is a probability of her having male issue. In this case, which of the abovenamed individuals is entitled to inherit the estate of the deceased? If the probability of the sister's bearing male issue be a bar to the succession of the other claimants, and the grandmother be dead; in this case, whether should the management of the estate be confided, in the mean time, to the paternal uncles, or to the sister? supposing the sister to have no male issue, and that the possibility of her having any is extinct; in this case, who is entitled to the succession?

Failing the paternal grandmother, the paternal uncles succeed; but their property is divested, should the sister subsequently have male issue.

R. Supposing the deceased to have been survived by his paternal grandmother, two paternal uncles, and an uterine sister, who is likely to have male issue, then, on the death of the grandmother, the uncles who confer benefit to the deceased on offering the funeral cake to his grandfather and great-grandfather are entitled to the property left by him; and if the sister have no male issue, they (the uncles) are the successors, the right of inheritance being then unqualified. Consequently the management should be confided to them, and not to the sister, for she cannot by law be considered as heir to her brother. But whenever a son may be born to her, he will be entitled to succeed to the property.† This opinion is conformable to the *Dáyabhága*, *Dáyakramasangraha*, the commentary on the *Dáyabhága*, and other authorities.

* Coleb. Dá. bhá. p. 225. Coleb. Dig. Vol. III. p. 528.

† This *vyavasthá* is correct except the last part, viz. 'But whenever a son be born to her, he will be entitled to succeed to the property.' Vide pp. 233—247.

প্রমাণ—

দায়ভাগ—পিতৃব্য ধনির পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ডদাতা।

দায়ক্রমসংগ্রহ—পিতামহীর অভাবে পিতৃব্য অধিকারী, যেহেতু তিনি ধনির পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ডদান করেন।

দায়ভাগটীকা—ভগিনী পিণ্ডদাত্রী নাহওয়াতে এবং স্ত্রীত্বহেতু অধিকারিণী নাহওয়াতে দায়াধিকারিণী নয়।

যাহারা জন্মিয়াছে যাহারা জাত হয় নাই এবং যাহারা গর্ভে আছে সকলেই বৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করে, অতএব বৃত্তি-লোপ বিগর্হিত কর্ম্ম। কলিকাতা কোর্ট আপীল ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক. ৬, মকদ্দমা ১৪ (পৃ. ৯৩ ও ৯৯)।

ব্যবস্থা ৯৫ তদভাবে পিতৃসহোদরের পুত্রের অধিকার *।

৯৫ তদভাবে পিতৃসোদরপুত্রস্যাধিকারঃ *।

ব্যবস্থা ৯৬ তদভাবে পিতৃবৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রের অধিকার *।

৯৬ তদভাবে পিতৃবৈমাত্রেয়পুত্রস্যাধিকারঃ *।

কারণ যেহেতু ইহারাও ধনির পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করে, ও ধনি তদ্ভাগী হয়।

তযোরপি ধনিভোগ্য পিতামহ প্রপিতামহ পিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

৯৫ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

রাজা হরিনাথের জমিদারী তৎকুলাচারানুসারে ক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রপৌত্রের পুত্র সন্তান নাহওয়াতে উক্ত জমিদারী দায়শাস্ত্রানুসারে তাহার পত্নীকে অর্শিল। এই পত্নীর মরণের পর তৎপতির পিতার ভ্রাতৃপুত্রেরা বিষয় দখল করিল। হরিনাথের দ্বিতীয় পুত্রের পৌত্র নালিষ করাতে বিচার হইল যে হরিনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পৌত্রের পত্নীর মরণে বাদী তদ্বিষয়ে অধিকারি নয়, কিন্তু উপরি উক্ত ব্যক্তিরা অতি নিকট জ্ঞাতি বলিয়া অধিকারি। বিমলাদেবী—বনাম—গোকুল নাথ, ও নবকিশোর। ২ জানুওয়ারি, ১৮০০ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ২৯—৩১।

ব্যবস্থা ৯৭ তদভাবে পিতৃসহোদরের পৌত্রের অধিকার *।

৯৭ তদভাবে পিতৃসোদরপৌত্রস্যাধিকারঃ *।

ব্যবস্থা ৯৮ তদভাবে পিতৃবৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপৌত্রের অধিকার *।

৯৮ তদভাবে পিতৃবৈমাত্রেয়পৌত্রস্য *।

কারণ যেহেতু ইহারাও ধনির পিতামহকে পিণ্ডদান করে ও ধনি সে পিণ্ডভোগী হয়।

তয়োরপি ধনি-ভোগ্য পিতামহপিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

ব্যবস্থা ৯৯ তদভাবে পিতামহের দৌহিত্রের অধিকার †।

৯৯ তদভাবে পিতামহদৌহিত্রস্যাধিকারঃ †।

কারণ যেহেতু সে ধনির পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করে ও ধনি সে পিণ্ডভাগী হয়।

ধনিভোগ্য পিতামহ-প্রপিতামহ-পিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

* দা. ভা. টী. পৃ. ২৪৩। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। কোল্. দা. ভা. পৃ. ২২৫। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫২৮।

† দা. ক্র. সং, পৃ. ৯। দা. ভা. অপু. পৃ. ২৬৩। দা. ত. পৃ. ৬১। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. প. ২০৩২১। কোল. দা. ভা. পৃ. ২১৫। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫২৮।

পিতামহের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের অধিকারে পিতৃসোদরত্বাদি বিশেষ পূর্ব্বের ন্যায় কর্ত্তব্য,—যেহেতু পিতামহীর সন্তানের দত্ত পিণ্ডে পিতামহীরও ভোগ আছে, পিতামহীর সপত্নীর সন্তানের দত্ত পিণ্ডে পিতামহীর ভোগ নাই। কিন্তু দৌহিত্রাধিকারে সে বিশেষ নাই,—যেহেতু দৌহিত্রের দত্ত পিণ্ডে মাতামহীর ভোগ নাই। বি. দা. ভা. দী. র.৮।

পিতামহপুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাণামধিকারে পিতৃসোদরত্বাদিকৃতো বিশেষঃ পূর্ব্ববদবধাতব্যঃ—পিতামহীসন্তানদত্ত পিণ্ডানাংপিতামহ্যাঅপিভোগ্যত্বাৎ,পিতামহী সপত্নী সন্তান দত্ত পিণ্ডানাঞ্চাতদ্ভোগ্যত্বাৎ। দৌহিত্রেতু ন বিশেষঃ—দৌহিত্রদত্ত পিণ্ডস্য মাতামহ্যা অভোগ্যত্বাৎ। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

*Authorities:—*

The *Dáyabhága:*—" The paternal uncle is indeed a giver of oblations to the grandfather and great-grandfather of the proprietor."

The *Dáyakramasangraha:*—" Failing the paternal grandmother, the uncle succeeds; for he present (two) oblations to the paternal grandfather and great-grandfather of the deceased owner."

The commentary on the *Dáyabhága:*—" The sister is excluded from the succession, because she is no giver of oblations at periodical obsequies, being disqualified by sex."

" They who are born, and they who are yet unbegotten, and they who are actually in the womb, all require the means of support; and the dissipation of their hereditary maintenance is censured."—Calcutta Court of Appeal, February 14th 1827. Macn. H. L. Vol. II. Ch. I. Sec. 6. case XIV. pp. 98, 9.

**95. In default of him, succession devolves on the son of the father's whole brother.*** Vyavasthá.

**96. Failing him, it devolves on the son of the father's half brother.*** Vyavasthá.

**For they present to the (deceased) owner's grandfather and great grandfather two oblation-cakes in which the owner participates.** Reason.

The zemindaree of Rajá Hari Náth had gone to the eldest sons according to the usage of the family successively, but after the great grandson, male issue failing, it went according to the Hindu law to his widow; on whose death, the sons of the brother of her husband's father took possession. At the suit of the grandson of the second son of Hari Náth, held that at the demise of the widow of the grandson of the eldest son of Hari Náth, not the plaintiff, but the above parties, as nearest relations, had right to succeed.—Bimalá Debí *versus* Gokul Náth and Naba Kishore. 2nd January 1800; S. D. A. R. Vol. I. pp. 29—31. *Case* bearing on the vyavasthá No. 95.

**97. In default of him, the right devolves on the grandson of the father's whole brother.*** Vyavasthá.

**98. After him, on the grandson of his half brother.*** Vyavasthá.

**For they also offer to the (deceased) owner's grandfather (one) oblation-cake in which the owner participates.** Reason.

**99. In default of him (the paternal uncle's grandson) the succession devolves on the grandfather's daughter's son†.** Vyavasthá.

**Because he presents to the paternal grandfather and great-grandfather of the late owner oblation-cakes, in which the owner participates.** Reason.

---

* Coleb. Dá. bhá. p. 225. Coleb. Dig. Vol. III. p. 528.

† W. Dá. Kra. Sang. p. 20. Dá. T. Sang. p. 61. Coleb. Dá. bhá. p. 215. Coleb. Dig. Vol. III. p. 528.

In the succession of the paternal grandfather's son, grandson, and great grandson, the distinction must be admitted as before, in respect of their relation to the (late proprietor's) father by the whole or half blood, because the paternal grandmother shares the funeral cakes offered by her descendants, and the wife of a paternal grandfather does not share in the oblations presented by the descendants of another wife of her husband: but no distinction is taken in the case of daughter's son, because the maternal grandmother does not share in the oblation-cake offered by her daughter's son. Coleb. Dig. Vol. III. pp. 428, 429.

যদ্যপি পিতামহদৌহিত্র ধনির ভোগ্য দুই পিণ্ড দেওয়াতে ধনির ভোগ্য এক পিণ্ডদাতা পিতৃব্যপৌত্র হইতে অধিক উপকার করে তথাপি (অগ্রে) পিতৃব্য-পৌত্রের অধিকার, যেহেতু সপিণ্ডত্ব-হেতু তাহার স্বত্ব প্রবল। দা. ক্র. সং. পৃ. ৯।

যদ্যপি পিতামহদৌহিত্রস্য ধনিভোগ্য পিণ্ডদ্বয়-দাতৃত্বেন ধনিভোগ্যৈক পিণ্ডদাতুর্পিতৃব্যপৌত্রাৎ উপকারাধিক্যং তথাপি পিতৃব্যপৌত্রস্যাধিকারঃ, সপিণ্ডত্বেনবলবত্বাৎ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৯।

আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। কোন হিন্দু এক পত্নী ও পিতাকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়, অনন্তর ঐ পিতা মৃত পুত্রের বিমাতাকে এবং অপ্রাপ্তব্যবহার এক পুত্রকে ও পিতৃদৌহিত্রকে রাখিয়া মরে। এই অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্র নিস্সন্তান মরিল, তাহার মরণের পর তৎপিতার পত্নী পতির ত্যক্ত ধনে অধিকারিণী হইল, এবং স্বামির ভাগিনেয়কে তাবৎ বিষয় উইল করিয়া দিয়া ঐ বিষয়ে দখিলকার না করিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। এমত অবস্থায় মিথিলা ও বঙ্গ দেশে চলিত শাস্ত্রানুসারে ঐ উইল সিদ্ধ এবং কার্য্যকারক কি না? পক্ষান্তরে যদি কোন উইল করা না হইয়া থাকে তবে প্রথমে মৃত পুত্রের পত্নী দায়াধিকারিণী রূপে ঐ বিষয়াধিকারিণী হইবে, অথবা তৎপিতার পিতৃদৌহিত্র?

বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়শাস্ত্রানুসারে পিতামহদৌহিত্র অষ্টাদশ সংখ্যক দায়াদ বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু মিথিলাও কাশী প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে গোত্রজ থাকিতে পিতামহদৌহিত্র অধিকারী নয়—গোত্রজ পদে চতুর্দ্দশ পুরুষীয় জ্ঞাতি পর্য্যন্ত বুঝায়।

উত্তর। প্রথমে মৃত পুত্র যদি এক পত্নী ও পিতাকে রাখিয়া মরিয়া থাকে, এবং তৎপরে ঐ পিতা যদি এক পত্নীকে অর্থাৎ উক্ত পুত্রের বিমাতাকে রাখিয়া এবং এক নাবালগ পুত্র ও পিতৃদৌহিত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে এবং ঐ নাবালগ যদি নিসসন্তান মরিয়া থাকে এবং তৎপরে যদি তৎপিতার পত্নী উক্ত বিষয় ভোগপূর্ব্বক পতির পিতৃদৌহিত্রকে এক উইল লিখিয়া দিয়া দান করিয়া থাকে, পরন্তু যদি ঐ উইলে লিখিত বিষয়ে তাহাকে দখল না দিয়া মরিয়া থাকে এমত অবস্থায় মিথিলা ও বঙ্গ দেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে উক্ত উইল সিদ্ধ এবং কার্য্যকারক বিবেচিত হইতে পারে না। ঐ বিষয়ে যে সকল ব্যক্তি অধিকারি তৎসংখ্যা যথা—উক্ত বিষয় যদি বিভক্ত হইয়া থাকে, তবে মিথিলা ও বঙ্গ দেশীয় শাস্ত্রানুসারে পিতার অগ্রে মৃত পুত্রের পত্নী নিজ পতির অংশ-ভাগিনী, কিন্তু যদি বিষয় অবিভক্ত থাকে তবে ঐ বিধবা নিজ পতির যোগ্যাংশে বঙ্গদেশের শাস্ত্রানুসারে অধিকারিণী, কিন্তু মিথিলায় প্রচলিত শাস্ত্রমতে তৎপতি যে অংশ পাইতো তাহাতে সে অধিকারিণী নয়, যেহেতু মিথিলা দেশীয় শাস্ত্র নিবন্ধারা কহেন সাধারণ বিষয় বিভক্ত হইয়া থাকিলে বিধবা তাহাতে অধিকারিণী হয়; তাঁহাদের মতে বিভাগই প্রত্যেকের স্বত্বের প্রতি কারণ। অতএব প্রথমে মৃত পুত্রের বিষয়ের যে অংশ অবিভক্ত অথবা সাধারণ ছিল তৎসমুদয় তন্মরণে মিথিলার শাস্ত্রানুসারে পত্নী থাকিতেও পিতাকে অর্শিবে, এবং যে অংশ তাহার নিজস্ব হয় নাই অথবা সাধারণ বিষয়ে তাহার যে অংশ তৎসমুদয় বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুসারে পিতা থাকিতেও পত্নীকে অর্শিবে। পিতা যে বিষয়ে অধিকারী ছিলেন তাহা তন্মরণে তাঁহার নাবালগ পুত্রকে অর্শে। এই পুত্র নিস্সন্তান মরাতে তাহার ত্যক্ত বিষয় তদুত্তরাধিকারিকে অর্শে, অর্থাৎ মিথিলাপ্রচলিত শাস্ত্রানুসারে পত্নী হইতে গোত্রজ পর্য্যন্তের অভাবে পিতার ভাগিনেয়কে অর্শে যেহেতু সে বন্ধুর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে তদগ্রে ধৃত হয় নাই, কিন্তু বঙ্গদেশে ব্যবহৃত শাস্ত্রানুসারে পত্নী হইতে পিতামহের প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাবে পিতার ভগিনীপুত্র পিতামহদৌহিত্র বলিয়া অধিকারী।

এই মত বিবাদচিন্তামণি ও মিথিলায় চলিত আর২ প্রামাণিক গ্রন্থের এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগ-আদি গ্রন্থের মতানুমত।

প্রমাণ—

১ বিবাদ চিন্তামণি ও দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত মহাভারতীয় বচন (তাহা ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

২ অপহার পদে দান বিক্রয় অথবা ইচ্ছানুসারে হস্তান্তর করণকে বুঝায়। বিবাদচিন্তামণি।

**Although the grandfather's daughter's son by presenting two oblation-cakes in which the owner participates confers greater benefit than the uncle's grandson, who presents but one oblation-cake in which the owner participates, yet nevertheless the right of succession devolves (in the first instance) on the uncle's grandson, because he has stronger claim by virtue of his relationship to the deceased owner in the degree termed '*sapinda.*' Vide W. Dá. Kra. Sang. pp. 21, 22.**

*Legal opinion delivered in, and admitted by, the Civil Court, and selected and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. A (a Hindu) died, leaving a widow and a father. Subsequently the father died, leaving a widow (B), not the mother of A, a minor son (C), and a sister's son (D). Afterwards C died childless. Subsequently to C's death, the widow (B) took possession of the property left by the father, and executed a will assigning over the entire property to her husband's sister's son (D), and died without putting the legatee into possession of the property willed away. In this case, is the will, according to the law as current in Mithilá and Bengal, valid and binding ? On the other hand, supposing no will to have been executed, does the property in question go to the sister's son of A's father, or to his widow, by right of inheritance ?

R. Supposing A to have died, leaving a widow and father, and the father to have died subsequently, leaving a widow (B), being the step-mother of the deceased A, a minor son (C), and a sister's son (D), and the minor C to have died childless, and subsequently to this, the widow of the father to have enjoyed the property in question and to have assigned it to her husband's sister's son (D) by the execution of a will in his favour, but to have died without putting D into possession of the property therein specified; in this case, according to the law as current in Mithilá and Bengal, the will cannot be held to be valid and binding. And the heirs who are entitled to succeed to the property may be thus enumerated. The widow of the first deceased, (A), who died before his father, is, according to the law as current in Mithilá and Bengal, competent to inherit her husband's property, supposing it to have been divided and separated from that of his co-heirs. If the property was held in joint tenancy, his widow, according to the law as prevalent in Bengal, is entitled to succeed to that portion which was her husband's share; but, according to the law as current in Mithilá, she would not be entitled to succeed even to this, for the law expounders of that School declare, that the widow's right of succession depends on the partition of the joint stock, partition being, according to them, the sole cause of creating individual proprietary right. Therefore of A's property, so much as was not his *vibhakta* or divided, and *asádhárana* or exclusive property, according to the law as current in Mithilá, and so much as was not his individual proportion, or his share of the joint property, according to the law as current in Bengal, will on the death of the first deceased son, (A), devolve entirely on his father, even though his widow was living. On the death of the father, the whole property to which he (the father) succeeded, should have devolved on his minor son (C.) At the death of such son, leaving no child, his property should have devolved on his next heir, that is, according to the law as current in Mithilá, in default of heirs from the widow down to gentiles, on his father's sister's son, he being ranked among the cognates; and not before: but, according to the law as current in Bengal, in default of heirs from the widow down to the grandfather's grandson, the father's sister's son is entitled to the succession, he being the grandfather's daughter's son.

According to the law of inheritance as current in Bengal, the father's sister's son is the eighteenth in the order of succession; but according to the law as current in Mithilá and Benares, he is not entitled to the inheritance so long as there is a *gotraja* or gentile, which term includes all those descended from the same primitive stock, as far as the fourteenth generation.

This opinion is conformable to the *Vivádachintámani* and other authorities, as current in Mithilá, as well as to the *Dáyabhága* and other law tracts, as prevalent in Bengal.

*Authorities :—*

1. The passage of the *Mahábhárata* cited in the *Vivádachintámani*, *Dáyabhága*, and other authorities: (See V. D. p. 29).

2. "The term 'waste' means to give, sell, or make other alienation at pleasure." *Vivádachintámani.*

৩ বিবাদচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত বিষ্ণু-বচন—"অপুত্র ব্যক্তির ধন তৎপত্নীকে অর্শে, তদভাবে দুহিতাকে, তদভাবে মাতাকে, তদভাবে পিতাকে," ইত্যাদি।

৪। এই বিধান পতির বিভক্ত বিষয়ে খাটে। বিবাদচিন্তামণি।

৫। "অতএব বিভক্ত হউক বা সংসৃষ্ট হউক অপুত্রভর্ত্তার যাবতীয় ধনে পত্নীর অধিকার—এই যে জিতেন্দ্রিয়-মত তাহা মান্য"। দায়ভাগ।

৬। গোত্রজের অভাবে বান্ধবের অধিকার; বান্ধব তিন প্রকার-আত্ম বান্ধব, পিতৃবান্ধব ও মাতৃবান্ধব, যথা নিম্ন লিখিত যাজ্ঞবল্ক্যবচনে প্রকাশ। আপনার পিতৃস্বসার ও মাতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা আত্মবান্ধববলিয়া জ্ঞেয়। পিতার পিতৃস্বসার ও মাতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা পিতৃবান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়। মাতার মাতৃস্বসার ও পিতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা মাতৃবান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়।

৭। দায়ভাগের উক্তি যথা—"পিতামহ ও প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত সন্তানেরও পিণ্ডদাতৃত্ব সম্বন্ধের নৈকট্যক্রমে অধিকার বোধ্য"।

৮। বিষয় অবিভক্ত থাকিলে বিবাদচিন্তামণিতে ধৃত সঙ্খের বচন খাটে। তদ্‌যথা—"ভ্রাতা ও পুত্রগণের অপুত্রা স্ত্রীগণ দৃঢ়রূপে বিধবা-নিয়ম রক্ষা করিলে তাহাদিগের গুরু কেবল আহার ও জীর্ণ বস্ত্রদিবেন"। সদর দেওয়ানী আদালত। ১৮ ডিসেম্বর ১৮২৬ সাল, হরিয়া বিবী—বনাম—ভবানী লাল। মেক. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ১, সেক. ৬, মোকদ্দমা ১১, (পৃ. ৯১-৯৪)।

ব্যবস্থা — ১০০ পিতামহের দৌহিত্রের অভাবে পিতৃব্যদৌহিত্রের অধিকার*।

১০০ পিতামহ-দৌহিত্রস্যাভাবে পিতৃব্য-দৌহিত্রস্যাধিকারঃ*।

কারণ — যেহেতু সে ধনির পিতামহ ও প্রপিতামহকে দুই পিণ্ডদান করে ও ধনি সেই পিণ্ডভাগী হয়।

ধনিভোগ্য তৎপিতামহ-প্রপিতাহ-পিণ্ডদ্বয়দাতৃত্বাৎ।

ব্যবস্থা — ১০১ অনন্তর প্রপিতামহের অধিকার †।

১০১ ততঃ প্রপিতামহাধিকারঃ †।

কারণ — যেহেতু প্রপিতামহকে দত্তপিণ্ডে ধনির ভোগ আছে, এবং যেহেতু তদধিকার পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে সিদ্ধ।

প্রপিতামহপিণ্ডস্য ধনিভোগ্যত্বাৎ পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ন্যায়সিদ্ধত্বাচ্চ।

ব্যবস্থা — ১০২ তদভাবে প্রপিতামহীর অধিকারা।

১০২ তদভাবে প্রপিতামহ্যাঅধিকারঃ†।

কারণ — যেহেতু তিনি প্রপৌত্রেরদত্ত পিণ্ড ভোগ করেন—ইহা জীমূতবাহন ও স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে অতএব আদরণীয়।

প্রপৌত্রদত্ত পিণ্ডভোক্তৃত্বাৎ,—জীমূতবাহন স্মার্ত্তলিখিতমিত্যাদরণীয়ং।

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৯। উ. দা. ক্র. সং. পৃ ২২। মেক্‌. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৯। এল্‌. ইন্‌. পৃ. ৮০।

† দা. ক্র. সং. পৃ ৯। দা. ত. পৃ. ৬১। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ২২। কোল্‌. ডা. বা. ৩. পৃ. ৫২৮। মেক. হি. ল. বা ১. পৃ. ২৯ ও ৩১। এল. ইন্‌. পৃ. ৮০।

"ধন যজ্ঞের নিমিত্তে বিহিত, অতএব তাহা উপযুক্ত স্থলেই বিনিযোগ কর্ত্তব্য, স্ত্রী ও মর্খ ও বিধর্ম্মিতে বিনিযোগ কর্ত্তব্য নয়,"—এইবচন হেতু বিশেষ বচনাভাবে ধন স্ত্রীকে পাইতে নিষেধ এমত বোধ কর্ত্তব্য নয়। যেহেতু শাস্ত্র-পারাবার অপার, অতএব প্রপিতামহীর অধিকার বোধক বচন নাই স্বতঃ এমত বলা যাইতে পারে না। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

নচ বিশেষ বচনাভাবাৎ—"যজ্ঞার্থং বিহিতং বিত্তং তস্মাৎ তদ্‌বিনিযোজয়েৎ। স্থানেষু ধর্ম্ম যুক্তেষু ন স্ত্রী-মূর্খ-বিধর্ম্মিষু,"—ইত্যনেন নিষেধোঽস্ত্বিতি বোধ্যং শাস্ত্রপারাবারস্যাপারত্বেন প্রপিতামহ্যধিকারে বিশেষ বচনং নাস্তীতি স্বতোবক্তুমশক্যত্বাৎ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

3. The text of *Vishnu* cited in the *Vivádachintámani* and other law tracts:—"The wealth of him who leaves no male issue, goes to his wife; on failure of her, to his daughter; failing her, to his mother; in her default, to the father, and so forth."

4. "This rule applies to the husband's divided property."—*Vivádachintámani.*

5. "Therefore the doctrine of *Jitendriya,* who affirms the right of the wife to inherit the whole property of her husband, leaving no male issue, without attention to the circumstance of his being separated from his co-heirs or reunited with them, (for no such distinction is specified,) should be respected."—*Dáyabhága.*

6. "On failure of gentiles, the cognates are heirs. Cognates are of three kinds; related to the person himself, to his father, and to his mother; as is declared by the following text of JA'GNYAVALKYA: "The sons of his own father's sister, the sons of his own mother's sister, and the sons of his own maternal uncle, must be considered as his own cognate kindred. The sons of his father's paternal aunt, the sons of his father's maternal aunt, and the sons of his father's maternal uncle, must be deemed his father's cognate kindred. The sons of his mother's paternal aunt, the sons of his mother's maternal aunt, and the sons of his mother's maternal uncle, must be reckoned his mother's cognate kindred."—*Vivádachintámani.*

7. The following is a text of the *Dáyabhága*:—"The succession of the grandfather's and great-grandfather's lineal descendants, including the daughter's son, must be understood in a similar manner according to the proximity of the funeral offering."

8. In the case of non-partition, the text of SANKHYA cited in the *Vivádachintámani* applies: "To the childless wives of brothers and of sons, strictly observing the conduct prescribed, their spiritual parent must allot mere food, and old garments which are not tattered."

Sudder Dewanny Adawlut, December 18th, 1826. Musst. Hariyá Bibí *versus* Bhavaní Lál. Macn. H. L. Vol. II. Ch. I. Sec. 6, Case XI. (pp. 91—94).

Vyavasthá.

**100. In default of the paternal grandfather's daughter's son, the paternal uncle's daughter's son succeeds.***

Reason.

**Because he presents two oblation-cakes in which the deceased owner participates, namely, the owner's paternal grandfather and great-grandfather.**

Vyavasthá.

**101. Then succeeds the paternal great grandfather.†**

Reason.

**Because the (late) owner participates in the oblation offered to the paternal great-grandfather; and also because of the analogy abovementioned.**

Vyavasthá.

**102. Failing him, the paternal great-grandmother is entitled to succeed.†**

Reason & Authority.

**Because she shares the oblation-cake offered by her great-grandson. This observation of JI'MU'TAVA'HANA and RAGHUNUNDANA should be respected. Coleb. Dig. Vol. III. p. 529.**

---

* W. Dá. Kra. Sang. p. 22. Macn. H. L. Vol. I. p. 29. Elb. In. p. 83.

† W. Dá. Kra. Sang. p. 22. Dá. T. p. 61. Coleb. Dig. Vol. III. p. 528. Macn. H. L. Vol. I. pp. 29, 31.

It must not be argued, that in the want of a positive text, the succession of the paternal great-grandmother is forbidden by the general maxim: "wealth was conferred for the sake of defraying sacrifices; therefore distribute it among honest persons, not among women, ignorant men, and such as neglect their duties." A man should not affirm, of his own authority, that no such special ordinance exists; for the occasion of the law has not been traversed. Coleb. Dig. Vol. III. p. 529.

ব্যবস্থা

**১০৩ তদভাবে পিতামহের সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রেরা ক্রমে অধিকারি * ।**

**১০৩ তদভাবে পিতামহ-সহোদর ভ্রাতৃ-তদ্বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃ-তৎপুত্র-পৌত্রাঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ * ।**

কারণ

যেহেতু তাঁহারা ধনির প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করে ও ধনি তাহা ভোগ করে।

তেষাং ধনিভোগ্য তৎপ্রপিতামহপিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

১০৩ সংখ্যা ব্যবস্থার নজীর

মৃত পতির দায়াধিকারিণী পত্নীর মরণে, তৎপতির পিতামহের সহোদরের পৌত্র জ্ঞাতিত্ব-সম্বন্ধে ঐ ধনাধিকারী। এই ব্যক্তি মকদ্দমা নিষ্পত্তির পুর্ব্বে মরাতে তাহার উত্তরাধিকারিণী কন্যাগণ ডিক্রী প্রাপ্ত হইল। মোসম্মাৎ মহোদা প্রভৃতি—বনাম—কল্যানী প্রভৃতি। ১৪ মার্চ ১৮০৩ সাল। স. দে. আ. বা. ১, পৃ. ৬২।

ব্যবস্থা

**১০৪ তৎপরে প্রপিতামহের দৌহিত্র অধিকারী * ।**

**১০৪ ততঃ প্রপিতামহদৌহিত্রোঽধিকারী * ।**

কারণ

যেহেতু সে ধনির প্রপিতামহের পিণ্ডদান করে ও ধনি তাহা ভোগ করে।

ধনিভোগ্য প্রপিতামহপিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

ব্যবস্থা

**১০৫ অনন্তর পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্র অধিকারী † ।**

**১০৫ ততঃ পিতামহভ্রাতৃদৌহিত্রোঽধিকারী † ।**

কারণ

যেহেতু সে ধনির প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করে ও ধনি সে পিণ্ডভোগ করে।

ধনিভোগ্য প্রপিতামহপিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

## মাতামহাদির অধিকার—

আভাস

প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত ধনির ভোগ্য পিণ্ডদাতা সন্তানের অভাবে মাতামহাদিকে মৃতধনির দাতব্য পিণ্ড মাতুলাদি দান করাতে পিণ্ডের অনন্তরতাহেতু মাতুলাদিকে অধিকারি সৃঙ্খলায় ধরিবার নিমিত্তে যাজ্ঞবল্ক্য বন্ধুপদ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু মনু পিণ্ডদানের নৈকট্যানুসারে অধিকার বোধক বচনে অধিকার দেখাইয়াছেন। মাতামহাদিকে মৃতের দাতব্য তিন পিণ্ড মাতুলাদিকর্ত্তৃক দত্ত হওয়াতে তদ্দ্বনে মাতুলাদির অধিকার, যেহেতু ধনব্যয়ে তাঁহারাও পিণ্ডদান করিতে পারেন ‡। তত্রাপি পিত্রাদির ন্যায় মাতামহ থাকিতে তিনিই অধিকারী, তদভাবে যথা ক্রমে মাতুলাদি §। অতএব—

প্রপিতামহসন্তানস্য দৌহিত্রান্তস্য মৃত-ভোগ্য পিণ্ডদাতুরভাবে, মৃত-দেয় মাতামহাদি-পিণ্ডদানেন পিণ্ডানন্তর্য্যাৎ মাতুলাদি গ্রহণার্থং বন্ধুপদং প্রযুক্তবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। মনুনাতু পিণ্ডদানানন্তর্য্য বচনেনৈব দর্শিতং। মৃত-দেয় মাতামহাদি-পিণ্ডত্রয়স্য মাতুলাদিভির্দীয়মানত্বাৎ মাতুলাদ্যর্থত্বং ধনস্য, ধনদ্বারেণ তস্যাপি তৎপিণ্ডদাতৃত্বাৎ ‡। তত্রাপি পিত্রাদিবৎ সতি মাতামহে স এব তদভাবে যথাক্রমং মাতুলাদিরিতি §। অতএব—

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৯ ও ১০। দা. ভা. অপ্ল. পৃ. ২৩৩। দা. ত. পৃ. ৩১। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ২২ ও ২৩। কোল. দা. ভা. পৃ. ২১৫। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫২৮। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৯—৩১। এল. ইন্. পৃ. ৮০।

প্রপিতামহের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের অধিকারে পিতামহের সহোদর ও বৈমাত্র সম্বন্ধ-বিশেষে অগ্র পশ্চাৎ অধিকার বোধ্য কিন্তু দৌহিত্রাধিকারে তাহা নয়। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

প্রপিতামহ-পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাণামধিকারে পিতামহসোদরত্বাদিকৃতোবিশেষোঽবধাতব্যঃ নতু দৌহিত্রাধিকারে। বি. দা. ভা. দী. র. ৮।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ১০। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ২৩। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৯। এল্. ইন্. পৃ. ৮০।

‡ দা. ভা. পৃ. ২৩৪। § দা. ত. পৃ. ৩১।

**103. If she be dead, the paternal grandfather's own brother, his half brother, their sons and grandsons are *successively* heirs*.** Vyavasthá.

For they offer to the owner's paternal great-grandfather an oblation-cake in which the owner participates. Reason.

At the decease of a widow who inherited her husband's estate, the grandson of the brother of the husband's grandfather, as collateral kinsman, is entitled to the estate, and he dying before the suit was decided, a decree was passed in favour of his daughters as his heirs. Musst. Mahodá *versus* Musst. Kalyání and others. 14th March 1803. S. D. A. R. Vol. I. p. 62.

*Case* bearing on the vyavasthá No. 103.

**104. Next succeeds the paternal great-grandfather's daughter's son.*** Vyavasthá.

Since he presents an oblation, in which the deceased owner participates, namely, to the owner's paternal great-grandfather. Reason.

**105. Next the succession devolves on the paternal grandfather's brother's daughter's son. †** Vyavasthá.

For he presents an oblation in which the deceased owner participates, namely, to the owner's paternal great-grandfather. Reason.

### On the succession of the maternal grandfather and the rest.

To intimate that on failure of lineal descendants of the paternal great-grandfather, down to the daughter's son, who might have presented oblations in which the deceased would participate, the maternal uncle shall inherit in consequence of the proximity of the oblations, as presenting offerings to the maternal grandfather and the rest, which the deceased was bound to offer, JA'GNYAVALKYA employs the term "cognates *(bandhu)*." But MANU indicated it only by a passage declaratory of succession according to the nearness of the oblation. Since the maternal uncle and the rest present three oblations to the maternal grandfather and other ancestors, which the deceased was bound to offer, therefore the property should devolve on the maternal uncle and the rest: for it is by means of wealth that a person becomes a giver of oblations.‡ Here also, as in the instance of father and paternal kinsmen, if the maternal grandfather be living, he is heir; on failure of him the maternal uncle and other maternal kindred succeed in order§. Consequently,—

* W. Dá. Kra. Sang. pp. 22, 23. Coleb. Dá. bhá. p. 215. Coleb. Dig. Vol. III. p. 528. Macn. H. L. Vol. I. p. 29. Elb. In. p. 80.

Here again a distinction must be admitted in the succession of the paternal great grandfather's son, son's son, and grandson's son according to their relation to the paternal grandfather by the whole or the half blood; but not in the instance of her daughter's son. Coleb. Dig. Vol. III. p. 529.

† W. Dá. Kra. Sang. p. 23. Macn. H. L. Vol. I. p. 29. Elb. In. p. 80.

‡ Coleb. Dá. bhá. p. 216. § Dá. T. Sang. p. 61.

ব্যবস্থা

১০৬ পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্রাভাবে মাতামহ অধিকারী*।

ব্যবস্থা

২০৭ তদভাবে মাতুল*।

ব্যবস্থা

১০৮ তদভাবে মাতুলের পুত্র*।

ব্যবস্থা

১০৯ তদভাবে মাতুলের পৌত্র*।

কারণ ও প্রমাণ

যেহেতু মনু—"তিন পুরুষের তর্পণ করিতে হয়, এবং তিন পুরুষকে পিণ্ডদাতব্য। ধনির নিকট সপিণ্ড যে সেই তাহার ধনাধিকারী"—উপকারের নৈকট্যক্রমে ধনাধিকার বোধক এই বচনদ্বয়-দ্বারা তাহাদের অধিকার দেখাইয়াছেন। এবং যেহেতু দায়ভাগ প্রকরণে উক্ত বচনদ্বয়ের উল্লেখের এইমাত্র প্রয়োজন যে উপকারক্রমে ধনাধিকার জন্মিবে, অন্যথা দাদায়ভাগপ্রকরণে উক্ত বচন-দ্বয়ের উপাদানব্যর্থ হয়।

ব্যবস্থা

১১০ তদভাবে মাতামহের দৌহিত্র অধিকারী*।

ব্যবস্থা

১১১ তদভাবে প্রমাতামহ অধিকারী*।

ব্যবস্থা

১১২ তদভাবে প্রমাতামহের পুত্র*।

ব্যবস্থা

১১৩ তদভাবে প্রমাতামহের পৌত্র*।

ব্যবস্থা

১১৪ তদভাবে প্রমাতামহের প্রপৌত্র*।

ব্যবস্থা

১১৫ তদভাবে প্রমাতামহের দৌহিত্র অধিকারী*।

ব্যবস্থা

১১৬ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহ*।

ব্যবস্থা

১১৭ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহের পুত্র*।

ব্যবস্থা

১১৮ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহের পৌত্র*।

ব্যবস্থা

১১৯ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহের প্রপৌত্র*।

ব্যবস্থা

১২০ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহের দৌহিত্র অধিকারী*।

১০৬ পিতামহ-ভ্রাতৃদৌহিত্রভাবে মাতামহঃ*।

১০৭ তদভাবে মাতুলঃ*।

১০৮ তদভাবে মাতুল-পুত্রঃ*।

১০৯ তদভাবে মাতুল-পৌত্রঃ*।

মনুনা "ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং ত্রিষুপিণ্ডঃ প্রবর্ত্ততে। অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্‌যস্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ"—ইত্যাভ্যাং বচনাভ্যাং উপকারানন্তর্য্য ক্রমেণ ধনাধিকার প্রতিপাদকাভ্যাং তেষামধিকার প্রতিপাদনাৎ, এতযোর্দায়ভাগ প্রকরণে কথনস্যোপকার ক্রমেণ ধনাধিকার জ্ঞাপনৈক প্রয়োজনকত্বাৎঅন্যথা দায়ভাগ প্রকরণে তদুপাদানবৈয়র্থ্যাৎ।

১১০ তদভাবে মাতামহদৌহিত্রোঽধিকারী*।

১১১ তদভাবে প্রমাতামহঃ*।

১১২ তদভাবে প্রমাতামহ-পুত্রঃ*।

১১৩ তদভাবে প্রমাতামহ-পৌত্রঃ*।

১১৪ তদভাবেপ্রমাতামহ-প্রপৌত্রঃ*।

১১৫ তদভাবে প্রমাতামহ-দৌহিত্রোঽধিকারী*।

১১৬ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহঃ*।

১১৭ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহ-পুত্রঃ*।

১১৮ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহ-পৌত্রঃ*।

১১৯ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহ-প্রপৌত্রঃ*।

১২০ তদভাবে বৃদ্ধপ্রমাতামহ-দৌহিত্রোঽধিকারী*।

### আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, ও সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত, ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। কোন ক্ষত্রিয়ের পত্নী মৃত পতির ধনাধিকারিণী হইয়া নিস্‌সন্তান মরে, দায়াদের মধ্যে তাহার মরণকালে পতির মাতুল–পুত্র মাত্র থাকে। এমত অবস্থায় অন্য উত্তরাধিকারী কিম্বা দত্তক পুত্র না থাকাতে পত্নীর ত্যক্ত ধনে উপরি উক্ত ব্যক্তি অধিকারী কি না?

মিতাক্ষরার মতে, মাতামহ-দৌহিত্রের পর মাতুল-পুত্র অধিকারী। কিন্তু দায়ক্রম-সংগ্রহমতে এবং বঙ্গ দেশে

উত্তর। যদি নিস্‌সন্তান ব্যক্তির পত্নী পতির ধনাধিকারিণী হইয়া পতির মাতুল-পুত্রকে রাখিয়া মরিয়া থাকে এবং যদি পতির মাতৃস্বসার পুত্র অর্থাৎ মাতামহ দৌহিত্র পর্য্যন্ত কোন উত্তরাধিকারী না থাকে তবে মিতাক্ষরা এবং পশ্চিম দেশে প্রচলিত আর আর গ্রন্থমতে এবং শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ-টীকার মতে, এবং যদি মাতুল পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারী না থাকে তবে বঙ্গদেশে প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের সংগৃহীত দায়ক্রম-

* দা. ক্র. সং. পৃ. ১০, ১১। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। উ দা. ক্র. সং. ২৩, ২৪। কোল. ডা. বা. ৩. প. ৫২৯। মেক. হি. ল. বা ১, পৃ. ২৯। এল. ইন্ পৃ. ৮০।

106. In default of the paternal grandfather's brother's daughter's son, the maternal grandfather (of the late owner) succeeds.* Vyavasthá.

107. In his default, the maternal uncle.* Vyavasthá.

108. Failing him, his son.* Vyavasthá.

109. If he be dead, the grandson of the maternal uncle is heir.* Vyavasthá.

Reason & Authority. For these two texts of MANU—"To three must libations of water be given at their obsequies: for three is the oblation-cake ordained," and—"to the nearest *Sapinda* the inheritance next belongs,"—which declare that succession to the estate (of the deceased) is to take place according to the order of proximity of benefits conferred on the deceased owner, propound the right of the above-named to succeed; and the sole object of the introduction of the two texts above-cited in a treatise on inheritance is to show that the right of succession to the estate occurs according to the order of benefits conferred on the deceased proprietor: otherwise the insertion of these texts in a treatise on inheritance would have been useless.

110. In default of the maternal uncle's grandson, the maternal grandfather's daughter's son succeeds.* Vyavasthá.

111. Failing him, the maternal great-grandfather.* Vyavasthá.

112. In default of him, his son (succeeds).* Vyavasthá.

113. If he be dead, the maternal great-grandfather's grandson.* Vyavasthá.

114. In his default, the maternal great-grandfather's great-grandson succeeds.* Vyavasthá.

115. Then succeeds the son of the daughter of the maternal great-grandfather.* Vyavasthá.

116. In default of him, the maternal great great-grandfather is heir.* Vyavasthá.

117. Failing him, his son,* Vyavasthá.

118. In his default, the grandson of the maternal great great-grandfather.* Vyavasthá.

119. If he be dead, the great-grandson of the maternal great great-grandfather (is heir).* Vyavasthá.

120. Next succeeds the maternal great great grandfather's daughter's son.* Vyavasthá.

*Legal opinion delivered in, and admitted by, the Civil Court, and selected and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. A widow of the *Kshatriya* tribe, who was in possession of her husband's estate, died childless, leaving, as the only claimant to the property, her husband's maternal uncle's son. In this case, is the individual above alluded to entitled to inherit the property left by the widow, by reason of there being no other natural heir or adopted son?

**The maternal uncle's son is heir after the mother's sister's son, according to the *Mitákshará*; but according to the *Dáyakramasangraha* and other Bengal authorities he**

R. If the widow of the childless man in question died possessed of her husband's estate, leaving her husband's maternal uncle's son, and there be no one of her husband's heirs surviving down to the mother's sister's son, then, according to the series of heirs enumerated in the *Mitákshará* and other authorities current in the western provinces, and if there be none surviving down to the maternal

* W. Dá. Kra. Sang. pp. 23, 24. Coleb. Dig. Vol. III. p. 523. Macn. H. L. Vol. I. p. 23. Elb. In. p. 80.

চলিত আর২ গ্রন্থমতে মাতুলের পরেই মাতুল-পুত্র অধিকারী।

সংগ্রহ এবং বিবাদার্ণবসেতু ও বিবাদভঙ্গার্ণব মতে—ঐ বিধবার ত্যক্ত সমুদয় বিষয়ে, তাহার দত্তক পুত্র না থাকিলে, উক্ত মাতুল-পুত্র অধিকারী, যেহেতু মাতুল-পুত্র আত্ম-বন্ধু বলিয়া পরিগণিত। এই ব্যবস্থা মিতাক্ষরা এবং পশ্চিম দেশে চলিত আর২ গ্রন্থানুমতা, অথচ দায়ভাগ, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগ-টীকা*, দায়ক্রমসংগ্রহ, বিবাদার্ণবসেতু, বিবাদভঙ্গার্ণব এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত আর২ গ্রন্থানুযায়িনী।

প্রমাণ—

১। উক্ত গ্রন্থসমূহে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বচন। তাহা ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২। গোত্রজের অভাবে বন্ধু অধিকারী বন্ধু তিন প্রকার, আত্ম-বন্ধু, পিতৃ-বন্ধু, ও মাতৃ-বন্ধু। যথা নিম্ন লিখিত বচনে প্রকাশ—আপনার পিতৃস্বসার ও মাতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা আত্ম বান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়। পিতার পিতৃস্বসার ও মাতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা পিতৃবান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়। মাতার মাতৃস্বসার ও পিতৃস্বসার এবং মাতুলের পুত্রেরা মাতৃবান্ধব বলিয়া জ্ঞেয়। এতাবতা মৃতধনির নিজ বান্ধবেরা নৈকট্য-নিমিত্ত প্রথমে অধিকারি, তাহাদের অভাবে ধনির পিতৃবান্ধবেরা, তদভাবে মাতৃবান্ধবেরা অধিকারি। এস্থলে অভিপ্রেত দায়াধিকারির ক্রম এই"। মিতাক্ষরা।

৩। ধনির ভোগ্য প্রপিতামহের দৌহিত্র পর্য্যন্ত পিণ্ডদাতাসন্তানের অভাবে ইহা দেখাইবার নিমিত্ত যে এতদবস্থায় পিণ্ডদানের নৈকট্যক্রমে (অর্থাৎ মাতামহাদিকে ধনির দেয় পিণ্ডদানজন্য) মাতুল অধিকারী, যাজ্ঞবল্ক্য বন্ধুপদ ব্যবহার করিতেছেন।

৪। মাতামহাভাবে মাতুল, তদভাবে মাতুল-পুত্র, তদভাবে মাতুল-পৌত্র, মাতুল-পৌত্রের অভাবে মাতামহ-দৌহিত্র অধিকারী।

৫। মৃত ধনির দাতব্য পিণ্ডদাতা মাতুলাদির অধিকার, তদভাবে মাতামহ দৌহিত্র অধিকারী, তদভাবে মাতুলের পুত্র ও পৌত্রক্রমে অধিকারি। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দাভ-টীকা*।

মোসম্মাত মন্নু বিবী—বনাম গোকুলচাঁদ। স. দে. আ. ৩০ মে. ১৮২৬ সাল। মেক্ হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৬, মকদ্দমা ১২, (পৃ. ৯৫—৯৭)।

১০৭ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

রাণী মনোমোহিনী—বনাম—জয়নারায়ণ বসু। সদর দেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্ট, মাহ আগষ্ট, ১৮৫৬ সাল।

১০৮ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

।০ রূপচরণ মহাপাত্র—বনাম—আনন্দলাল খাঁ। সদর দেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্ট, বালাম ২, পৃষ্ঠা ৩৬।

৵০ মোহনলাল খাঁ—বনাম—রাণী শিরোমণি। সদর দেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্ট, বালাম ২, পৃষ্ঠা ৩২।

৶০ মোসম্মাৎ কাশীশ্বরী দেবী ও রামকিশোর আচার্য্য—বনাম—গোলোকচন্দ্র গাঙ্গুলি প্রভৃতি। সদর দেওয়ানী আদালত রিপোর্ট ২২, জানুয়ারী ১৮৪৮ সাল, পৃষ্ঠা ২৮।

* দায়-ভাগটীকার উক্ত ক্রমে ভ্রম আছে তাহা ২৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত নোটের শেষ ভাগে দ্রষ্টব্য।

uncle, according to the series of heirs as enumerated in the *Dáyakramasangraha* of SRI´KRISHNA TARKA´LANKA´RA, *Vivádárnavasetu*, and *Vivádabhangárnava*, which prevail in Bengal, and if there be none surviving down to the mother's sister's son, according to the series of heirs as enumerated by SRI´KRISHNA TARKA´LANKA´RA in his commentary on the *Dáyabhága**, then, agreeably to these three authorities, the entire property left by the deceased widow will devolve on her husband's maternal uncle's son, he being ranked among the *A´tmabandhu*, or own cognate kindred, provided at her death she left no adopted son. This opinion is consonant to the *Mitákshará* and other authorities as current in the western provinces, as well as to the *Dáyabhága*, the commentary by SRI´KRISHNA TARKA´LANKA´RA on the *Dáyabhága*, the *Dáyakramasangraha*, *Vivádárnavasetu*, *Vivádabhangárnava*, and other law tracts as prevalent in Bengal.

ranks immediately after the maternal uncle.

*Authorities:—*

1. The text of JA´GNYAVALKYA cited in the above authorities: See page 29.

2. "On failure of gentiles, the cognates are heirs. Cognates are of three kinds; related to the person himself, to his father, or to his mother; as is declared by the following text: 'The sons of his own father's sister, the sons of his own mother's sister, and the sons of his maternal uncle, must be considered as his own cognate kindred. The sons of his father's paternal aunt, the sons of his father's maternal aunt, and the sons of his father's maternal uncle, must be deemed his father's cognate kindred. The sons of his mother's paternal aunt, the sons of his mother's maternal aunt, and the sons of his mother's maternal uncles must be reckoned his mother's cognate kindred.' Here, by reason of near affinity, the cognate kindred of the deceased himself are his successors in the first instance: on failure of them, his father's cognate kindred; or if there be none, his mother's cognate kindred. This must be understood to be the order of succession here intended."—*Mitákshará.*

3. "On failure of any lineal descendant of the paternal great grandfather, down to the daughter's son, who might present oblations in which the deceased would participate: to intimate that, in such case, the maternal uncle shall inherit in consequence of the proximity of oblations, as presenting offerings to the maternal grandfather and the rest, which the deceased was bound to offer, JA´GNYAVALKYA employs the term "cognates *(bandhu)*."

4. Failing him (the maternal grandfather), the maternal uncle; (in default of him), his son; and (on failure of him), his grandson. In default of the maternal uncle's grandson, the maternal grandfather's daughter's son succeeds.

5. The succession devolves on the maternal uncle and the rest, who present oblations which the deceased was bound to offer. In default of these, the heritage goes to the son of the owner's maternal aunt; or failing him, it passes successively to the son and grandson of the maternal uncle. The commentary by SRI´KRISHNA TARKA´LANKA´RA on the *Dáyabhága*.*

Sudder Dewanny Adawlut, May 30th 1826. Mussummaut Munnoo Beebee *versus* Gokulchund. Macn. II. L. Ch. I. Sec. VI. case 12 (pp. 95—97).

Ráni Manmohiní *versus* Joy Nárâyan Bose—Sudder Dewanny Adawlut Reports, August 1856.

*Case* bearing on the vyavasthá No. 107.

I. Rúp Charan Mahâpâtra *versus* A´nanda Lál Khán. Select Reports of Sudder Dewanny Adawlut, Vol. II. page 36.

*Case* bearing on the vyavasthá No. 108.

II. Mohan Lál Khán *versus* Ráni Shiromani. Select Reports, Vol. II. page 32.

III. Musst Káshíshwarí Debí and Rám Kishore A´chárjya *versus* Goluk Chandra Gánguli and others—Sudder Dewanny Adawlut Reports, 22nd January 1848, page 28.

* This is a mistake— See the latter part of the note at page 261.

১১০ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

মথুরানাথ ঘোষ ও শ্রীনাথ রায়ের বিরুদ্ধে দয়ানাথ রায় ও রামনাথ রায়ের মকদ্দমায় মৃত ধনির তৃতীয়াধিক পুরুষীয় জ্ঞাতি থাকিতেও তদ্বিষয় তাহার মাতামহ-দৌহিত্রকে দেওয়ান বিচার হইল। ১৪ এপ্রেল ১৮৩৫ সাল। স. দে. আ. রি. পৃ. ২৭।

## সকুল্যাদির অধিকার।

ব্যবস্থা

১২১ ধনির ভোগ হয় এমত পিণ্ডের দানকর্ত্তার অভাবে সকুল্য অধিকারী*।

১২১ ধনিভোগ্য পিণ্ডদাত্রভাবে সকুল্যোঽধিকারী*॥

প্রমাণ

তদভাবে সকুল্য, আচার্য্য অথবা শিষ্যই (অধিকারী)। মনু।

তদভাবে সকুল্যঃস্যাদাচার্য্যঃ শিষ্য এববেতি। মনুঃ।

সপিণ্ডের ও সকুল্যের বর্ণনা

সকুল্য—বিভক্তপিণ্ডকে বলাযায়। প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, স্বয়ং, সহোদর ভ্রাতা, সবর্ণাস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইহারা অবিভক্তদায়াদ সপিণ্ড কথিত, বিভক্ত-দায়াদরা সকুল্য কথিত হয়। অঙ্গজ থাকিতে অর্থতদ্গামী হয়, সপিণ্ডের অভাবে সকুল্য, তদভাবে আচার্য্য, শিষ্য, অথবা ব্রাহ্মণ অধিকারী, তদভাবে রাজা। এই বৌধায়নবচন। ইহার অর্থ এই যে—যেহেতু (চতুর্থ) সপিণ্ডনহেতু পিত্রাদি তিনকে দত্ত পিণ্ড ভোগকরে, ও পুত্রাদিত্রয় তৎপিণ্ডদান করে. এবং যে ব্যক্তি বাঁচিয়া যাহার পিণ্ডদেয় সে মরিয়া সপিণ্ডনহেতু তাহার পিণ্ড ভাগী হয়, এতাবতা (সপ্তপুরুষের) মধ্যস্থিত পুরুষ নিজ জীবনকালে পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডদাতা ও মৃত হইয়া তাঁহাদের পিণ্ডভোক্তা, এবং পরে জীবিত সন্তানদিগের পিণ্ডদানাস্পদ হয়, এবং ইহারা মরিলে ইহাদের সহিত দৌহিত্রাদির দাতব্য পিণ্ডভোক্তাওবটে। অতএব এই (মধ্যম) যাহাদের পিণ্ডদাতা অথবা যাহারা ইহার পিণ্ডদাতা তাহারা(ইহার সহিত) অবিভক্ত পিণ্ডরূপ দায়ভোজন করে.এতাবতা তাহারা (ইহার) অবিভক্তদায়াদ সপিণ্ড। মধ্যম আপন হইতে পঞ্চম স্থানীয় পূর্ব্ব পুরুষের পিণ্ডদাতা ও পিণ্ডভোক্তা হয় না, এবং ঐ মধ্যম-পঞ্চমের পিণ্ড অধস্তন-পঞ্চম দেয় না তৎপিণ্ড ভোগও করেনা। অতএব বৃদ্ধপ্রপিতামহ প্রভৃতি তিন পূর্ব্ব পুরুষ ও প্রপৌত্রের পুত্র অবধিকরিয়া অধস্তন তিন পুরুষ একপিণ্ডভোক্তা না হওয়াতে বিভক্তদায়াদ সকুল্য কথিত হয়। এই সপিণ্ডত্ব ও সকুস্যত্ব সম্বন্ধ দায়গ্রহণার্থে উক্ত হইল†। এতাবতা সকুল্য দুই প্রকার—অধস্তন এবং ঊর্দ্ধতন। প্রপৌত্রের পুত্র প্রভৃতি করিয়া তিন অধস্তন, ও বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি তিন পূর্ব্ব পুরুষ ঊর্দ্ধতন‡।

সকুল্যো—বিভক্ত পিণ্ডঃ। প্রপিতামহঃ, পিতামহঃ, পিতা, স্বয়ং, সোদর্য্যা ভ্রাতরঃ, সবর্ণায়াঃ পুত্রঃ, পৌত্রঃ, প্রপৌত্রঃএতানবিভক্তদায়াদান্সপিণ্ডানাচক্ষতে৷ বিভক্তদায়াদান্সকুল্যানাচক্ষতে। সৎস্বঙ্গজেষু তদ্গামীহ্যর্থোভবতি, সপিণ্ডাভাবে সকুল্যঃ, তদভাবে চাচার্য্যোঽন্তেবাসী ঋত্বিগ্বা হরেৎ,তদভাবে রাজা। ইতি বৌধায়নঃ। অস্যার্থঃ—পিত্রাদি পিণ্ডত্রয়ে সপিণ্ডনেন ভোক্তৃত্বাৎ পুত্রাদিভিশ্চ ত্রিভিঃ তৎপিণ্ডস্যৈবদানাৎ যশ্চ জীবন্ যৎপিণ্ডদাতা স মৃতঃ সন্ সপিণ্ডনাৎ তৎপিণ্ডভোক্তা, এবঞ্চ সতি মধ্যস্থিতঃ পুরুষঃ পূর্ব্বেষাং জীবন্ পিণ্ডদাতা, স মৃতঃ তৎপিণ্ড ভোক্তাচ, পরেষাং জীবতাং পিণ্ডসম্প্রদানভূত আসীৎ, মৃতৈশ্চ তৈঃ সহ দৌহিত্রাদিদেয় পিণ্ডভোক্তা। অতো যেষাময়ং পিণ্ডদাতা যে বাস্য পিণ্ডদাতারঃ তে অবিভক্ত পিণ্ডরূপং দায়মদন্তীত্যবিভক্তদায়াদাঃ সপিণ্ডাঃ। পঞ্চমস্যতু পূর্ব্বস্য মধ্যমঃ পঞ্চমো ন পিণ্ডদাতা নচ তৎপিণ্ডভোক্তা এবমধস্তনোঽপি পঞ্চমো ন মধ্যমস্য পিণ্ডদাতা নাপি তৎপিণ্ডভোক্তা। এতেন বৃদ্ধপ্রপিতামহাৎ প্রভৃতয়স্ত্রয়ঃ পূর্ব্ব পুরুষাঃ প্রতিপ্রণপ্তুশ্চ প্রভৃত্যধস্তনাস্ত্রয়ঃ পুরুষা এক পিণ্ডভোক্তৃত্বাভাবাৎ বিভক্তদায়াদাঃ সকুল্যাঃ ইত্যাচক্ষতে। ইদঞ্চ সপিণ্ডত্বং সকুল্যত্বঞ্চ দায়গ্রহণার্থমুক্তং†। এতাবতা সকুল্যো দ্বিবিধঃ—অধস্তন ঊর্দ্ধতনশ্চ। প্রপৌত্রপুত্রাবধয়োঽধস্তনাস্ত্রয়ো, বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিতস্ত্রয়ঃ পূর্ব্বে ঊর্দ্ধতনাঃ‡।

* দা. ক্র. সং. পৃ. ১১। দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩৭। দা. ত, পৃ. ৬১। বি. দা. ভা. মী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ২৫। কোল্. দা. ভা. পৃ. ২১৯। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫৩০।

† দা ভা. অপু. পৃ. ১৮১। ‡ দা. ক্র. সং. পৃ. ১১।

In the case of Dayá Náth Ráy and Rám Náth Ráy *versus* Mathur Náth Ghose and Srí Náth Ráy, the estate of a man deceased was awarded to the son of his maternal aunt in preference to the lineal descendants of a common ancestor beyond the third in ascent. 14th April 1835, S. D. A. Rep. p. 27.

**Case** bearing on the vyavasthá No. 110.

### On the Sakulya's right of succession.

**121. On failure of the givers of the oblation-cake which may be enjoyed by the late owner, the *Sakulya* or remote kinsman takes the inheritance*.**

Vyavasthá.

Then the distant kinsman shall be the heir, or the spiritual preceptor, or the pupil*. Manu.

Authority.

*Sapinda* and *sakulya* defined

The distant kinsman (*Sakulya*) is one who shares the divided oblation. The paternal great-grandfather and grandfather, the father, the man himself, his brothers of the whole blood, his son by a woman of the same tribe, his grandson and great-grandson: all these partaking of undivided oblations, are pronounced "*Sapindas.*" Those who share divided oblations are called "*Sakulyas.*" Male issue of the body being left, the property must go to them. On failure of *Sapindas*, or near kindred, *Sakulyas*, or remote kinsmen, are heirs. If there be none, the preceptor, the pupil, or the priest, takes the inheritance. In default of all these, the king (has the escheat). Boudháyana. The meaning of the passage is this: since (the fourth person or the proprietor) enjoys the oblation-cakes presented to the father and the two next ancestors, as being the participator in the offerings at obsequies; and since the son and other descendants, to the number of three, present oblations to the deceased; and he, who, while living, presents an oblation to an ancestor, partakes, when deceased, of oblations presented to the same person; therefore, such being the case, the middle-most (of seven) who, while living, offered food to the manes of ancestors, and when dead, partook of offerings made to them, became the object to which the oblations of his descendants were addressed in their life time, and shares with them, when they deceased, the food which must be offered by the daughter's son, and other (surviving descendants beyond the third degree). Hence those (ancestors,) to whom he presented oblations, and those (descendants,) who present oblations to him, partake of an undivided offering in the form of (*pinda*) food at obsequies. Persons, who do partake of such offerings are *Sapindas.* But one distant in the fifth degree, neither gives an oblation to the fifth in ascent, nor shares the offering presented to his manes. So the fifth in ascent neither gives oblations to the middle person who is distant from him in the fifth degree, nor partakes of the offerings made to him. Therefore three ancestors, from the grandfather's grandfather upwards, and three descendants from the grandson's grandson downwards, are denominated "*Sakulyas,*" as partaking of divided oblations, since they do not participate in the same offering. This relation of *sapindas*, as well as that of *sakulyas* has been propounded relatively to inheritance†. Thus *Sakulya* is of two kinds—I. descending, and II. ascending.—The descending *Sakulya* is the great-grandson's son and the rest down to the third degree in the descending line. The ascending *Sakulya* intends the great-grandfather, and other ancestors up to the third degree in the ascending line.‡

* W. Dá. Kra. Sang. p. 25. Coleb. Dá. bhá. p. 219. Coleb. Dig. Vol. III. p. 530.
† Coleb. Dá. bhá. p. 171. ‡ W. Dá. Kra. Sang. p. 25.

বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ লেপভোক্তা, পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ পিণ্ডভাগি, যে পিণ্ডদাতা সে সপ্তম, সাপিণ্ড সপ্ত পুরুষসম্বন্ধীয়। অশৌচ সপিণ্ডে এই ব্যবহার, কিন্তু দায়বিষয়ে পিত্রাদি তিন পুরুষ সপিণ্ড, ও পরের তিন পুরুষ সকুল্য।

লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ, পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ। পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং, সাপিণ্ডং সাপ্তপৌরুষং। ইতি অশৌচ সপিণ্ডেষ্বেব; ত্রয়ঃ পুরুষাঃ দায়সপিণ্ডাঃ ত্রয়ঃ পুরুষাঃ দায়সকুল্যা ইত্যবধাতব্যং। বি. দা. ভা. দী. র. ৮

ব্যবস্থা ১২২ সকুল্যদের মধ্যে প্রথমে প্রপৌত্রের পুত্রের অধিকার *।

১২২ সকুল্যানামাদৌ প্রপৌত্র-পুত্রস্যাধিকারঃ *।

কারণ যেহেতু সে ধনির ও তৎপিতৃপিতামহের লেপদাতা।

ধনি তৎপিতৃ তৎপিতৃলেপদাতৃত্বাৎ।

ব্যবস্থা ১২৩ অনন্তর—প্রপৌত্রের পৌত্রের*,

১২৩ ততঃ—প্রপৌত্র-পৌত্রস্য*,

কারণ যেহেতু সে ধনির ও তৎপিতার লেপদাতা।

ধনি তৎপিতৃলেপদাতৃত্বাৎ।

ব্যবস্থা ১২৪ তৎপরে—প্রপৌত্রের প্রপৌত্রের অধিকার *।

১২৪ ততঃ—প্রপৌত্র-প্রপৌত্রস্য *।

কারণ যেহেতু সে ধনির লেপদাতা।

ধনিলেপদাতৃত্বাৎ।

ব্যবস্থা ১২৫ তদভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন তিনসকুল্যর ক্রমে অধিকার *।

১২৫ তদভাবে পুনরূর্দ্ধতন সকুল্যানাং বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিত্রয়াণাং ক্রমেণাধিকারঃ *।

কারণ যেহেতু বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষকে দত্ত যে লেপ তাহাতে ধনির ভোগ আছে।

বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন ত্রয়াণাং পিণ্ডলেপস্য ধনিভোগ্যত্বাৎ।

ব্যবস্থা ১২৬ তাঁহাদের সন্ততিদেরও আসত্তিক্রমে (অ) অধিকার *।

১২৬ তৎ-সন্ততীনাঞ্চাসত্তিক্রমেণাধিকারঃ (অ) *।

কারণ যেহেতু তাহারা ধনির দাতব্য পিণ্ডলেপেরভোক্তা যে বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি তাঁহারদিগকে পিণ্ডদান করে।

ধনি-দেয় পিণ্ডলেপভুগ্‌ভ্যো বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিভ্যঃ পিণ্ডদাতৃত্বাৎ।

(অ) শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার তৎসন্ততিরা পিণ্ডদানরূপ উপকারহেতু আসত্তিক্রমে অধিকারি ইহা বলাতে বৃদ্ধপ্রপিতামহাদির ও তৎপিণ্ডমাত্রদাতা সন্ততির আসত্তিক্রমে অধিকার পাওয়া যাইতেছে,এবং আসত্তিক্রমে অধিকারক্রম এই রূপই হইতে পারে যথা—আদৌ বৃদ্ধপ্রপিতামহ, তদভাবে তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্র, ক্রমে অধিকারি। তদভাবে অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ, তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্র ক্রমে অধিকারি। তদভাবে অত্যতি বৃদ্ধপ্রপিতামহ, তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, ও দৌহিত্র ক্রমে অধিকারি।

(অ) শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারেণ তৎসন্ততীনাঞ্চ ধনিদেয় পিণ্ডলেপভুগ্‌ভ্যো বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিভ্যঃ পিণ্ডদাতৃত্বাদিতিকথনাৎ বৃদ্ধপ্রপিতামহাদেস্তৎপিণ্ডমাত্রদাতৃ সন্ততীনাঞ্চ পিণ্ডদানোপকারাদাসত্তিক্রমেণাধিকারো লভ্যতে, এবমাসত্তিক্রমেণ তেষামধিকারক্রমোহপ্যেতাদৃগ্‌ভবিতুমর্হতি, যথা আদৌ বৃদ্ধপ্রপিতামহস্তদভাবে তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্রাঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ। তদভাবে অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহস্তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্রাঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ। তদভাবে অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহস্তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্রাঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ †।

* দ. ক্র. সং. পৃ. ১১। দা. ভা. অপু. পৃ, ২৩৭। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ২৫। কোল্. দা. ভা. পৃ. ২১৯। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫৩০ ও ৩১। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২৯ও৩০। এল্. ইন্. পৃ. ৮০।

† বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা—এই ক্রমের ব্যতিক্রমে এক ঊর্দ্ধতন সকুল্যের সকুল্যপর্য্যন্তের অধিকারেরপর অন্য ঊর্দ্ধতন

† যত্তু বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতা এতৎক্রমাতিক্রমেণ একস্যোর্দ্ধতনসকুল্যস্য সকুল্য পর্য্যন্তাধিকারানন্তরমন্যোর্দ্ধতন

The fourth person and the (two) rest share the *lepa* or the remains of the oblations wiped off with *kusa* grass; the father and the (two) rest share the oblation-cakes; the seventh person is the giver of oblations; the relation of *Sapindas*, or men connected by the oblation-cake, extends therefore to the seventh person (or sixth degree of ascent or descent). It should however be noticed that these are considered *Sapindas* only in the case of impurity by reason of a kinsman's death; but in respect of inheritance, (the first) three are as *sapindas*, and (other) three as *sakulyas*. See Coleb. Dig. Vol. III. page 531.

122. Of the *sakulyas*, the son of the great-grandson is first entitled to succeed*. — Vyavasthá.

Because he offers the remains of the oblation-cake to the late proprietor, to his father, and to his grandfather. — Reason.

123. Next the grandson of the great-grandson*. — Vyavasthá.

Because he offers the remains of the oblation-cake to the late proprietor, and to his father. — Reason.

124. After him, the great-grandson of the great-grandson*. — Vyavasthá.

Because he offers the oblation-cake to the late proprietor. — Reason

125. On failure of these, the *Sakulyas*, as far as the third degree in the ascending line, inherit in due order*. — Vyavasthá.

Because the late proprietor shares the remains of the oblation-cake wiped off and offered to those ancestors. — Reason.

126. Their offspring also inherit in the order of proximity*. — Vyavasthá.

Because they present oblation-cakes to the grandfather's grandfather and the two next ancestors who are partakers of the remainder of the oblations, which it belonged to the deceased owner to make. — Reason.

Consecutive order of the *sakulyas* and their offspring.

"Their offspring inherit in the order of proximity, because they confer benefits by presenting the oblation-cake." From this declaration of SRI'KRISHNA what can be concluded is, that the paternal great-grandfather and the two next ancestors, and only those of their issue who offer the oblation-cake (and not remains of the oblation) succeed in the order of proximity. And their succession in such order can be as follows:—first, the paternal great great-grandfather; failing him, his son, grandson, great-grandson, and daughter's son succeed in order. In their default, the paternal great-grandfather's father, his (the latter's) son, grandson, and great-grandson, and daughter's son successively inherit; on failure of these, the paternal great great-grandfather's grandfather, his son, grandson, great-grandson and daughter's son inherit in consecutive order†.

* W. Dá. Kra. Sang. p. 25. Coleb. Dá. bhá. p. 219. Coleb. Dig. Vol. III. pp. 530, 531. Macn. H. L. Vol. I. pp. 29, 30. Elb. In. p. 80

† But the author of *Vivádabhangárnava*, in violation of this order, inserts the succession of the *Sakulyas* or remote kindred of the paternal great great-grandfather *before* or *in preference* to his father and grandfather who are his *sapinda* or nearer of kin. Thus:—"On failure of these (*i. e.* great-grandson's

ব্যবস্থা

১২৭ বহুজ্ঞাতি সকুল্য ও বান্ধব থাকিলে তাহাদের মধ্যে অধিক নিকট (ই) যে, সেই অপুত্র ব্যক্তির ধন লইবে। বৃহস্পতি*।

(ই) উপকারের তারতম্যানুসারে অধিক নিকট বিবেচ্য, যেহেতু এমত না হইলে পুর্ব্বোক্ত বচনদ্বয়ের সহিত মিলে না *।

১২৭ বহবোজ্ঞাতয়ো যত্র, সকুল্যা বান্ধবাস্তথা। যোহ্যাসন্নতরস্তেষাং (ই), সোঽনপত্যধনং হরেৎ। বৃহস্পতিঃ*।

(ই) আসন্নতরত্বঞ্চ উপকার-তারতম্যেন পুর্ব্বোক্ত বচনাভ্যামেকবাক্যত্বাৎ*।

ব্যবস্থা

১২৮ এ রূপ সকুল্যের অভাবে সমানোদক (উ) অধিকারী।

১২৮ এবম্বিধ সকুল্যাভাবে সমানোদকাঃ (উ) †।

কারণ

যেহেতু সকুল্যপদে সমানোদকও মন্তব্য †।

সকুল্য পদেনোপাত্তামন্তব্যাঃ †।

(উ) চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদকভাব। যেহেতু বচন এই যে সমানোদকভাব চতুর্দ্দশ পুরুষান্তে নিবৃত্তি পায় ‡।

(উ) চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্তঞ্চ সমানোদকভাবঃ। সমানোদক ভাবস্তুনিবর্ত্তেতাচতুর্দশাদিতি বচনাৎ ‡।

ব্যবস্থা

১২৯ সমানোদকদেরও সকুল্যের ন্যায় আসত্তিক্রমে (এ) অধিকার হওয়া ন্যায্য।

(এ) অর্থাৎ আদৌ অধস্তন পশ্চাৎ উর্দ্ধতন সমানোদকদিগের ক্রমে অধিকার সাংদৃষ্টিক ন্যায় সিদ্ধ।

১২৯ সমানোদকানামপি সকুল্যাধিকারবদাসত্তিক্রমেণাধিকারো (এ) ন্যায্যঃ।

(এ) অর্থাৎ আদৌ অধস্তনানাং পশ্চাৎ উর্দ্ধতনানাং ক্রমেণাধিকারঃসাংদৃষ্টিক ন্যায়সিদ্ধঃ।

সকুল্যের পুর্ব্বে ধরিয়াছেন—তদ্ যথা "অধস্তন সকুল্যের অভাবে ধনির দত্ত পিণ্ডলেপভোক্তৃত্বহেতু বৃদ্ধপ্রপিতামহের অধিকার তদভাবে তৎপুত্রাদি তিন পুরুষের ক্রমে অধিকার তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহের পার্ব্বণপিণ্ডদাতা দৌহিত্রাদির ক্রমে অধিকার। তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রের ক্রমে অধিকার, যেহেতু তাহারা বৃদ্ধপ্রপিতামহের লেপদাতা, তদভাবে অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের অধিকার, তদভাবে তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্রের ও প্রপৌত্রের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রের ক্রমে অধিকার। তদভাবে অত্যার্য্য বৃদ্ধপ্রপিতামহের ও তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্রের এবং প্রপৌত্রাত্মজ তদাত্মজ তদাত্মজের ক্রমে পূর্ব্বের ন্যায় অধিকার"। ইহা ন্যায্য নয় যেহেতু বৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র পর্য্যন্ত সপিণ্ডাধিকারের পর তৎসপিণ্ড যে অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ তাঁহার অধিকার না ধরিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহের পঞ্চম ও সকুল্য যে তৎপ্রপৌত্রের পুত্র তাহার ও তৎপুত্রপৌত্রের অধিকার অগ্রেধরা হইয়াছে। ইহা "ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং" এবং "অনন্তর সপিণ্ডাদ্য" এই মনুবচনদ্বয়ের এবং উক্ত বৃহস্পতি-বচনের বিরুদ্ধ, ও পিত্রাদির অধিকার-ক্রমের বিপরীত, যেহেতু পিত্রাদির অধিকারের সংদৃষ্টিক ন্যায়ে এবং উক্ত বচনোক্ত আসত্তিক্রমে বৃদ্ধপ্রপিতামহের দৌহিত্রের পর অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের অধিকার ন্যায্য। এই রূপ অত্যতি বৃদ্ধপ্রপিতামহের অধিকারও জ্ঞেয়।

সকুল্যাধিকারো ধৃতঃ, যথা—"অধস্তনানামভাবে ধনি দত্ত পিণ্ডলেপভোক্তৃত্বাৎ, বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য, তদভাবে তৎপুত্রাদি পুরুষত্রয়স্য ক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহ দৌহিত্রাদীনাং তৎপার্ব্বণপিণ্ডদানাং ক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য প্রপৌত্রস্য পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রণাং বৃদ্ধপ্রপিতামহলেপ দাতৃণাং ক্রমেণাধিকারঃ। তদভাবে অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহস্য, তদভাবে তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্র প্রপৌত্রাত্মজ তদাত্মজ তদাত্মজানাং ক্রমেণ পুর্ব্ববদধিকারঃ। তদভাবে অত্যার্য্য বৃদ্ধপ্রপিতামহ, তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্র প্রপৌত্রাত্মজ তদাত্মজ তদাত্মজানাং ক্রমেণাধিকারঃ"—তন্নন্যায্যং, বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য প্রপৌত্র পর্য্যন্ত সপিণ্ডাধিকারাৎ পরং তৎসপিণ্ডস্যাতিবৃদ্ধপ্রপিতামহস্যাধিকার মনুক্ত্বা বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য পঞ্চম সকুল্যস্য প্রপৌত্র পুত্রস্য তৎপৌত্রপ্রপৌত্রয়োশ্চাধিকার কথনাৎ—"ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং" "অনন্তর সপিণ্ডাৎয"—ইত্যেতয়ো র্বচনয়োঃ, উক্ত বৃহস্পতিবচনস্য পিত্রাদ্যধিকার ক্রমস্য চবিরোধাচ্চ। অতঃ পিত্রাদ্যধিকার-ক্রমদৃসাংষ্টিকন্যায়েন উক্ত বচনোক্তাসত্তিক্রমেণচ বৃদ্ধপ্রপিতামহ দৌহিত্রাৎ পরতোঽতিবৃদ্ধপ্রপিতামহাধিকারো ন্যায্যঃ। অত্যতি বৃদ্ধপ্রপিতামহস্যাধিকার এবমেব।

* দা ক্র. সং. পৃ. ১১। উ. দা. ক্র. সং পৃ. ২৬। † দা. ক্র. সং. পৃ. ১১। দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩৭। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ২৬। কোল. দা. ভা. পৃ. ২২০। মেক. হি. ল. পৃ. ২৯৩০। এল. ইন. পৃ. ৮০। ‡ বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ ৫৩২।

127. Where there are many relatives in the agnatic line, remote kindred, and cognate kindred, he of them, who is nearest of kin, shall take the property of him who dies without male issue *(i)**. VRIHASPATI. Vyavasthá.

*(i)* Propinquity of kin must be considered with reference to the greater or less benefits conferred on the deceased proprietor, as is confirmed by both the texts already cited above.

128. If there be no such distant kindred, the *Samánodakas*, or kinsmen allied by common libation of water, inherit *(u)*†. Vyavasthá.

Since they must be considered as comprehended in the term "*Sakulya**."

*(u)* The relation of *Samánodakas* extends to the fourteenth person, in conformity with the text of VRIHAT MANU "But the relation of *Samánodakas*, or those connected by an equal libation of water, ceases with the fourteenth person."‡

129. The *Samánodakas* also should, like *Sakulyas*, succeed in the order of proximity *(e)*. Vyavasthá.

*(e)*. That is, by parity of reason, the *Samánodakas* in the descending line should succeed first and then those in the ascending line in the due order of proximity.

son, and the rest ) the paternal grandfather's paternal grandfather; if he be dead, his son and other descendants to the third degree have successive claims; on failure of these, the daughter's son of the paternal grandfather's paternal grandfather, and other givers of a funeral cake in the triple set of oblations, inherit in order; in default of them, the son, grandson, and great-grandson of the great-grandson of the grandfather's grandfather, in the male line, have successive claims as givers of the remains of funeral cakes to the paternal grandfather's paternal grandfather: on failure of them, the paternal great-grandfather's paternal grandfather is heir; if he be dead, his son, grandson, or great-grandson, in the male line, his daughter's son, the son of the great-grandson in the male line, and the son of that great-grandson's son, and the son of this last mentioned descendant, have successive claims as before; on failure of them, the paternal great-grandfather's paternal great-grandfather, his son, grandson, and great-grandson, his daughter's son, the son, grandson, and great-grandson of this great-grandson, similarly inherit in order." This is not consistent with reason:—I. Because the succession of the *Sakulyas* or distant kinsmen of the great great-grandfather is recognised *before* or *in preference to*, his father, who is his *sapinda* or nearer of kin; and II. because such order is repugnant to the two texts of MANU: "To three must libation of water be offered, to three must oblation of food be presented," &c.; "To the nearest of kin the inheritance next belongs;" to the above text of VRIHASPATI, and also to the analogy of succession of the father and the rest, according to all which, the father of the great great-grandfather should succeed immediately after his (the latter's) daughter's son; and the great great-grandfather's grandfather also should succeed in the same order.

* W. Dá. Kra. Sang. p. 25. † W. Dá. Kra. Sang. p. 26. Coleb. Dá. bhá. p. 217.
‡ Coleb. Dig. Vol. III. p. 532.

## আচার্য্যাদির অধিকার—

ব্যবস্থা ১৩০ সমানোদকের অভাবে আচার্য্য অধিকারী (ও)*।

১৩০ সমানোদকাভাবে আচার্য্যোঽধিকারী (ও)*।

ব্যবস্থা ১৩১ তদভাবে শিষ্য অধিকারী (ক) *।

১৩১ তদভাবে শিষ্যঃ (ক) *।

প্রমাণ আচার্য্য অথবা শিষ্য এই বচনদ্বারা মনু উভয়ের অধিকার ক্রমে কহিয়াছেন *।

আচার্য্যঃ শিষ্য এববেতি মনুনা ক্রমেণ তয়োরধিকার প্রতিপাদনাৎ *।

(ও) উপনয়ন করিয়া যিনি বেদ শিখান তিনি আচার্য্য*।

(ও) উপনীয় দদদ্বেদমাচার্যঃ স উদাহৃতঃ*।

(ক) শিষ্য—বেদাধ্যয়নকারক। আচার্য্য—বেদাধ্যাপক। দা. ভা. টী. পৃ. ২৩৮।

(ক) শিষ্যঃ—বেদাধ্যেতা। আচার্য্যঃ—বেদাধ্যাপয়িতা। দা. ভা. টী. পৃ. ২৩৮।

ব্যবস্থা ১৩২ তদভাবে সহবেদাধ্যায়ি (গ) সব্রহ্মচারির অধিকার *।

১৩২ তদভাবে সহবেদাধ্যায়ি সব্রহ্মচারিণঃ*(গ)।

প্রমাণ যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য-বচনে শিষ্য সব্রহ্মচারী ইহারা অধিকারি কথিত *। (দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২৮।

শিষ্যঃ সব্রহ্মচারিণ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ। (দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২৮)।

(গ) এক আচার্য্য হইতে বেদাধ্যায়ী যে সে সব্রহ্মচারী। বি. দা. দ্বী. র. ৮।

(গ) একাচার্য্যাৎ বেদাধ্যায়ী সব্রহ্মচারীতি। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

ব্যবস্থা ১৩৩ তদভাবে স্বগ্রামস্থ সগোত্র অধিকারি*।

১৩৩ তদভাবে স্বগ্রামস্থাঃ সগোত্রাঃ

১৩৪ তদভাবে স্বগ্রামস্থ সমানপ্রবর অধিকারি*।

১৩৪ তদভাবে তথাবিধ সমানপ্রবরাঃ *।

প্রমাণ যেহেতু গৌতম-বচন এই যে পিণ্ড গোত্র ও প্রবর সম্পর্কীয়েরা ধনাধিকারি হইবে *।

পিণ্ডগোত্রর্ষি-সম্বন্ধা ঋক্থং ভজেরন্নিতি গোতম-বচনাৎ*।

ব্যবস্থা ১৩৫ উক্ত পর্য্যন্ত সকলের অভাবে তিন বেদবেত্তাগুণান্বিত তদ্গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা অধিকারি*।

১৩৫ উক্ত পর্য্যন্তানান্তু সর্ব্বেষামভাবে ত্রৈবিদ্যত্বাদি গুণযুক্তাঃ স্বগ্রামস্থব্রাহ্মণা অধিকারিণঃ*।

প্রমাণ যেহেতু মনু-বচন এই যে—সকলের অভাবে তিন বেদবেত্তা (জ) শুচি ও সংযত ব্রাহ্মণেরা অধিকারি, এমতে ধর্ম্মহানি (ট) হয় না*

সর্ব্বেষামপ্যভাবে তু ব্রাহ্মণাধনহারিণঃ। ত্রৈবিদ্যাঃ (জ) শুচয়ো দান্তা এবং ধর্ম্মো ন হীয়তে (ট) ইতি মনু-বচনাৎ*।

(জ) তিনবেদবেত্তা—অর্থাৎ তিন বেদ যাঁহার অভ্যস্ত তিনি। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

(জ) ত্রৈবিদ্যাঃ—বেদত্রয়াভ্যাসবন্তঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮।

(ট) ভোগদ্বারা ধর্ম্মক্ষয় হইলেও ধনে ব্রাহ্মণের অধিকার হওয়াতে যে ধর্ম্মহয় তদ্দারা পরিপূর্ণ হইয়া ধর্ম্মহ্রাস হইতে পারে না অতএব এস্থলে ধন ব্রাহ্মণগামি বলিয়া ধনির উপকারার্থেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। দা. ভা. অপু. ২৩৮।

(ট) ভোগেন ক্ষীয়মাণোঽপি ধর্ম্মস্তদীয়ধনস্য ব্রাহ্মণগামিত্বে নাপরধর্ম্ম-প্রাপ্ত্যা আপূর্য্যমাণো ন হীয়ত ইতি অত্রাপি ধনস্য তাদর্থ্যমেব পুরস্করোতি। দা. ভা. অপু. ২৩৮।

ব্যবস্থা ১৩৬ তদভাবে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্যের ধনে রাজার অধিকার *।

১৩৬ তদভাবে ব্রাহ্মণধনবর্জ্জং রাজগামি*।

* দা. ক্র. সং. পৃ. ১১, ও ১২। দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩৭, ও ২৩৮। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ২৩, ২৭,২৮। কোল্. দা. ভা. পৃ. ২২০, ও ২২১। কোল্. ভা. বা. ৩, পৃ. ৫৩৩, ৫৩৬। মেক্. হি. ল. বা. ১. পৃ. ২৯, ও ৩০। এল্. ইন্. পৃ. ৮০।

## SUCCESSION OF THE SPIRITUAL PRECEPTOR AND THE REST.

130. On failure of the *Samánodakas*, the *A'chárjya*, or spiritual preceptor, *(o)* is the successor.* Vyavasthá.

131. In default of him, the pupil *(k)*.* Vyavasthá.

For the text of Manu, "the spiritual preceptor, or pupil," propounds their succession in order.* Authority.

*(o)* The spiritual preceptor is he who instructs (his pupil) in the *vedas*, after investing (him) with the holy thread, whence is he denominated '*A'chárjya*'.*

*(k)* Pupil is he who receives instruction in the *vedas*. *A'chárjya* is he who gives such instruction.—Sri'krishna's commentary on *Dáyabhága*, Sans. p. 238.

132. On failure of him, the fellow student *(g)* in the *vedas* (is heir.)* Vyavasthá.

As named in the text of Ja'gnyavalkya: "A pupil, and fellow student," &c. (See V. D. p. 29.)

*(g)* A fellow student is he who studies the *vedas* under the same preceptor. See Coleb. Dig. Vol. III. p. 534.

133. In his default, the descendants of the same ancient sage, who are inhabitants of the same village, succeed.* Vyavasthá.

134. On failure of them, men who are descended from the same patriarch and inhabit the same village are the successors.* Vyavasthá.

According to the text of Gotama: "Persons allied by the funeral oblations, family name, and patriarchal descent shall take the heritage."* Authority.

135. On failure of all heirs as here specified, the *Bráhmanas* of the same village, endowed with learning in the three *vedas* and other qualities, are the successors.* Vyavasthá.

Manu says: On failure of these, the lawful heirs are such *Bráhmanas*, as have read the three *vedas*, (*j*) as are pure in body and mind, as have subdued their passions. Thus virtue is not lost (*t*).* Authority.

(*i*) "Have read the three *vedas*,"—*i. e.* have studied all the (three) *vedas*. Vide Coleb. Dig. Vol. III. p. 536.

(*t*) Virtue, which would be extinguished by the ample enjoyment (of its reward,) but is renewed by the acquisition of fresh merit from the circumstance of his wealth devolving on *Bráhmanas*, is not lost. Here also the author indicates the appropriation of the property for the benefit of the deceased. See Coleb. Dá. bhá. pp. 220, 221.

136. In default of them, the property goes to the king, excepting however the property of a *Bráhmana*.*

* W. Dá. Kra. Sang. pp. 26—28. Coleb. Dá. bhá. pp. 220, 221. Coleb. Dig. Vol. III. p. 533 & 536. Macn. H. L. Vol. I. pp. 29, 30. Elb. In. p. 80.

প্রমাণ ৷০ ব্রাহ্মণের ধন রাজা কখনো গ্রহণ করিবেন না এই বিধি। অন্য বর্ণের ধন সর্ব্বাভাবে * রাজা গ্রহণ করিবেন ‡। মনু।

অহার্য্যং ব্রাহ্মণ-দ্রব্যং রাজ্ঞা নিত্যমিতিস্থিতিঃ। ইতরেষাস্তু বর্ণানাং সর্ব্বাভাবে * হরেন্নৃপঃ ‡। মনুঃ।

প্রমাণ ৵০ বিষ এক জনকেই নষ্ট করে; কিন্তু ব্রহ্মস্ব পুত্র পৌত্রকেও নষ্ট করে, অতএব রাজা কখনো ব্রহ্মস্ব হরণ করিবেন না †। বৌধায়ন।

ব্রহ্মস্বং পুত্র-পৌত্র-ঘ্নং হন্যাদেকাকিনং বিষং। তস্মাদ্রাজা ব্রাহ্মণস্বং নাদদীত কথঞ্চন †। বৌধায়নঃ।

প্রমাণ ৶০ উত্তরাধিকারিহীন ব্যক্তির ধন ব্রহ্মস্ব না হইলে রাজা লইতে পারেণ, ব্রহ্মস্ব হইলে তাহা বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে দেওয়াইবেন †। দেবল।

সর্ব্বত্রাদায়কং রাজা হরেৎ ব্রহ্মস্ববর্জ্জিতং। অদায়কন্তু ব্রহ্মস্বং, শ্রোত্রিয়েভ্যঃ প্রদাপয়েৎ †। দেবলঃ।

প্রমাণ ।০ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের ধন পরিষদ্-গামি(দ)তাহা রাজাকে অর্শে না। দেবতা ও ব্রাহ্মণের সংস্থিত দ্রব্য তথা গচ্ছিত উপনিধি ও ক্রমাগতধন(ন)এবং বালক ও স্ত্রীলোকের ধনও রাজার হরণীয় নয়, যথা (বেদে) কথিত হইয়াছে—"রাজা স্ত্রীরধন ও বালকেরধনও লইবেন না, স্ত্রীলোকের ছয় প্রকারে উপার্জ্জিত ধন এবং বালকের পৈতৃক ধনও হরণ করিবেন না" †। সংখ লিখিত।

পরিষদ্ গামি (দ) বা শ্রোত্রিয়-দ্রব্যং ন রাজগামি, নহার্য্যং রাজ্ঞা দেব ব্রাহ্মণ সংস্থিতং, নিক্ষেপোপনিধি ক্রমাগতং (ন) ন বালস্ত্রীধনানিচ, এবন্ত্বাহ—"নহার্য্যং স্ত্রীধনং রাজ্ঞা তথা বাল-ধনানিচ। ভার্য্যাঃ ষড়াগমং বিত্তং, বালানাং পৈতৃকং ধনং †। সংখ-লিখিতৌ।

(দ) পরিষদ্—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ; এই বিবাদরত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণির ব্যাখ্যা †।

(দ) পরিষদঃ—ব্রাহ্মণা ইতি বিবাদরত্নাকর বিবাদচিন্তামণী †।

(ন) গচ্ছিত ইত্যাদি উপলক্ষণ—ইহার অর্থ এই যে দণ্ডাদিব্যতিরেকে দেবতা ব্রাহ্মণের ধন রাজা কখনো লইবেন না †।

(ন) নিক্ষেপেত্যাদি উপলক্ষণং—তেন দণ্ডাদিকং বিনা কথঞ্চিদপি দেব-ব্রাহ্মণধনং রাজ্ঞা ন গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ †।

বিবেচনা— স্বগোত্র ও সমানপ্রবরের ও ব্রাহ্মণের অভাব পদে তদ্গ্রামস্থ ঐ সকলের অভাব বোধ্যঃ, নতুবা রাজার অধিকার বলা ব্যর্থ হয় ‡।

গোত্রর্ষি সম্বন্ধানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চাভাবঃ তদ্গ্রামে বোদ্ধব্যঃ,অন্যথা রাজাধিকারস্য নির্বিষয়তাপত্তেঃ ‡।

ব্যবস্থা ২৩৭ গুণবান্ ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধনে ভিন্ন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণের অধিকার (প) §।

২৩৭ ব্রাহ্মণ ধনস্যতু গুণবদ্ব্রাহ্মণ পর্য্যন্তাভাবেব্রাহ্মণস্যগ্রামান্তরস্থস্যাপি অধিকারঃ(প) §।

(প) গুণবান্ ব্রাহ্মণের অভাবে গ্রামান্তরস্থ ব্রাহ্মণেরও অধিকার ইহা বলাতে বোধ্য এই যে—

(প) গ্রামান্তরস্থস্যাপীতি লিখন-স্বরসাৎ—

ব্যবস্থা ২৩৮ স্বগ্রামস্থ গুণবান্ ব্রাহ্মণের অভাবে ভিন্নগ্রামস্থ গুণবান্ ব্রাহ্মণের অধিকার।

২৩৮ স্বগ্রামস্থ গুণবদ্ব্রাহ্মণাভাবে গ্রামান্তরস্থ গুণবদ্ব্রাহ্মণস্যাধিকারঃ।

তৎসত্ত্বে স্বগ্রামস্থ সামান্য ব্রাহ্মণের অধিকার নাই।

নতু তৎসত্ত্বে স্বগ্রামস্থ সামান্য ব্রাহ্মণোঽধিকারী।

কারণ যেহেতু ভিন্ন বেদবেত্তা শুচি ও সংযত ব্রাহ্মণেরা (অধিকারি)। এমতে ধর্ম্মহানি হয় না" এই বচনে,

"ত্রৈবিদ্যাঃ শুচয়োদান্তা এবং ধর্ম্মো ন হীয়তে" ইতি বচনাৎ, "যজ্ঞার্থং বিহিতং বিত্তং তস্মাৎ তদ্বিনিযো-

* সর্ব্বশব্দে ব্রাহ্মণপর্য্যন্ত ধর্ত্তব্য। দা. ভা. পৃ. ২৪১। সর্ব্বাভাবে—অর্থাৎ সদ্ব্রাহ্মণ-পর্য্যন্তাভাবে। বি. দা. ভা. টী. র. ৮।

* সর্ব্বশব্দেন ব্রাহ্মণপর্য্যন্তস্যোপাদানং। দা. ভা. পৃ. ২৪১। সর্ব্বাভাবে—সদ্ব্রাহ্মণ পর্য্যন্তাভাবে। বি. দা. ভা. টী. র. ৮।

† বি. দা. ভা. টী. র. ৮। ‡ দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩৮। § দা. ক্র. সং. পৃ. ১২। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ২৮। মেক্ হি. ল. পৃ. ২৯ ও ৩০।

Thus MANU says: "The property of a *Bráhmana* shall never be taken (as an escheat) by the king: this is a fixed law: but the property of the other classes, on failure of all*, the king may take."‡ Authority.

BOUDHA'YANA:—Poison kills but one, a *Bráhman's* property (unduly appropriated) kills (also) the son and son's son: therefore, the king shall on no account take the property of a *Bráhmana.*† Authority.

DE'VALA:—In every case the king may take the property of a subject dying without an heir, except the estate of a *Bráhmana;* for the property of a *Bráhmana* dying without an heir must be given to learned priests.† Authority.

SANKHA and LIKHITA:—The property of a *parishad (d)* descends to *Bráhmanas*, not to the king; wealth consecrated to the gods, or allotted to priests, must not be seized by the sovereign, nor a deposit open or sealed, *(n)* nor wealth regularly inherited, nor the property of infants or women: thus the *Veda* expresses: "The inherited property of a woman must not be seized by the king, nor (acquired) effects of an infant, nor the wealth of a woman received in the six modes of acquisition, nor the patrimony of infants."† Authority.

*(d)* The term *parishad* in the above text signifies a.†

*(n)* Deposits and the rest are terms employed indefinitely: hence the property consecrated to the gods, or allotted to priests, must on no account be taken by the king, unless as a fine or the like.†

A failure of the descendants from the same patriarch or ancient sage, as well as of *Bráhmanas*, must be understood as occurring when there are none inhabiting the same village, else an escheat to the king could never happen.‡ Reason.

**137.** In respect to the property of a ***Bráhmana***, it must however be understood that, in default of a duly qualified ***Bráhmana***, even a ***Bráhmana*** of another village is the successor *(p)*.§ Vyavasthá.

*(p)* From the expression "even a *Bráhmana* of another village" it is deduced that—

**138.** In default of a virtuous ***Bráhmana*** of the same village, a like ***Bráhmana*** of another village is heir. Vyavasthá.

And not a common *Bráhmana* of the same village so long as a virtuous *Bráhmana* can be found.

Because, according to the texts: "*Bráhmanas* as have read the three *vedas*, as are pure in body and mind, as have subdued their passions: thus virtue is not lost," &c., and "wealth is ordained for Reason.

* The term 'all' intends as far as *Bráhmanas*. Vide Dá. bhá. p. 223.
That is, on failure of all (heirs) including honest or good *Bráhmanas*. Vide Coleb. Dig. Vol. III. 570.
† Coleb. Dig. Vol. III. pp. 537—539. ‡ Coleb. Dá. bhá. p. 221. § W. Dá. Sang. p. 28. Macn. H. L. Vol. I. pp. 29, 30.

এবং "যজ্ঞার্থে ধন বিহিত হইয়াছে, অতএব তাহা ধর্ম্মযুক্ত পাত্রে বিনিযোগ কর্ত্তব্য, স্ত্রীলোকে ও মূর্খে অর্পণীয় নয়" এই বচনেমূর্খ হইতে ধার্ম্মিক প্রশস্ত।

জয়েৎ। স্থানেষু ধর্ম্মযুক্তেষু ন স্ত্রী-মূর্খ-বিধর্ম্মিষ্বিতি," বচনাচ্চ গুণবতো নির্গুণাৎ প্রাশস্ত্যং।

ব্যবস্থা ১৩৯ সদ্‌ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধন সামান্য ব্রাহ্মণকেও দাতব্য *।

১৩৯ সদ্‌ব্রাহ্মণাভাবে ব্রাহ্মণ-ধনং সামান্য ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি দদ্যাৎ *।

কারণ যেহেতু ব্রাহ্মণের ধন রাজাকখন গ্রহণ করিবেন না।

ব্রাহ্মণধনস্য রাজ্ঞঃ কদাচিন্নগ্রহণীয়ত্বাৎ।

ব্যবস্থা ১৪০ তাহাতে প্রথমে স্বগ্রামস্থ সামন্য ব্রাহ্মণের অধিকার। তদভাবে ভিন্ন গ্রামস্থ সামান্য ব্রাহ্মণের অধিকার *।

১৪০ তত্রাদৌ স্বগ্রামস্থ সামান্য ব্রাহ্মণস্যাধিকারঃ, তদভাবে তথাবিধ ভিন্ন গ্রামস্থস্য*।

কারণ যেহেতু গ্রামান্তরস্থ হইতে স্বগ্রামস্থের প্রশস্ততা কথিত হইয়াছে।

গ্রামান্তরস্থেভ্যো স্বগ্রামবাসিনাং প্রাশস্ত্যাভিস্মৃতত্বাৎ।

ভিন্ন২ আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। কোন অবীরা দৃশ্যমান উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরাতে তাহার বিষয় রাজকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল যে যদি কেহ তাহার উত্তরাধিকারী থাকে তবে মেয়াদের মধ্যে উপস্থিত হয়। মেয়াদ গত হইলে এক গোস্বামী উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ের নিমিত্ত এই বয়ানে দরখাস্ত করিলেক যে মৃত বিধবা তাহার পিতার শিষ্যা ছিল, এবং চারি জন শিষ্যের সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণও করিয়াছে যে উক্ত বিধবা তৎপিতার শিষ্যা বটে; পরন্তু এ দেশের ব্যবহারে কোন গোস্বামী কখন শিষ্যের ধন পান নাই; এবং এজেলার মধ্যে এমত দৃষ্টও হয না যে কোন গোস্বামির শিষ্য উত্তরাধিকারি হীন হইয়া মরিলে ঐ গোস্বামী তাহার ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল অবস্থায় শাস্ত্রানুসারে ঐ গোস্বামী উত্তরাধিকারী কি না, এবং উত্তরাধিকারী রূপে তিনি ঐ বিধবার ধন দাওয়া করিতে পারেন কি না?

শাস্ত্রানুসারে আচার্য্য ধনাধিকারী, কিন্তু গুরু নয়। ধনি ব্রাহ্মণ না হইলে, উত্তরাধিকারির অভাবে তদ্ধন রাজগামি হয়।

উত্তর। সমানোদক পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারির অভাবে আচার্য্যের অধিকার; উক্ত গোস্বামী উক্ত বিধবার গুরুপুত্র বটে। কিন্তু গুরু আচার্য্য নহেন,যদি উক্ত বিধবা ব্রাহ্মণী না হয় তবে তাহার ধনে রাজার অধিকার। যথা মনু কহিয়াছেন—ব্রাহ্মণের দ্রব্য রাজা লইবেন না, কিন্তু আর২ জাতীয়ের ধন সকল উত্তরাধিকারির অভাবে রাজা পাইবেন। জিলা হুগলী, ৩ এপ্রেল ১৮১৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৭, মকদ্দমা ১ (পৃ. ১০০ও ১০১)।

প্রশ্ন। বলরাম সীতা দাস বৈরাগী এক গৃহ দেবপূজার নিমিত্ত স্বত্বত্যাগ করিয়া দিয়া তাহাতে এক বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিল। বলরামের মৃত্যুর পর তৎ-পুরোহিত প্রীতরামের পুত্রবধূ অর্থাৎ বাদিনী বলরামের পৌত্র থাকিতেও ঐ দেবালয়ের দাবী উপস্থিত করিল। উপরিউক্ত অবস্থায় ধনির স্বত্বত্যাগ করিয়া ঐ গৃহ পুজার্থে দেওয়াতে তৎকারণে ঐ বিষয়ে বাদিনীর দাবী বলবৎ, অথবা ঐ দেবালয়স্থাপকের উত্তরাধিকারী তদধিকারী?

উত্তর। উক্ত বিগ্রহ ও দেবালয় পুরোহিতকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে দান করা হয় নাই, প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ দেবালয়-সংস্থাপক উক্ত গৃহের স্বত্বত্যাগ করিয়া ঐ বিগ্রহকেই তাহা দিয়াছিল, এবং তাহাতে ঐ দেবতারই স্বত্ব হইয়াছিল, কেননা তিনি তাহাতে থাকিতে তাহা অন্যকে দেওয়া সম্ভব হয় না। কেবল ছাড়িয়া দেওয়াতে অন্যের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে না, অতএব উক্তপুরোহিতের নিজের কোন স্বত্ব না থাকাতে তাহার পুত্রবধূর কোন স্বত্ব জন্মিতে পারে না। ঐ গৃহ পুজার্থে তৎসংস্থাপক নির্দ্দেশ করাতে তাহার উত্তরাধিকারিও ঐ পুণ্য কর্ম্মের সহিত সম্পর্ক রাখে এবং সে তাহা ভোগকরিবার স্বত্ববান্ বটে। সহর মুরসিদাবাদ, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী—বনাম—কেবল পন্থী প্রভৃতি। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক. ৭, মোকদ্দমা ৪, (পৃ. ১০২, ১০৩)।

---

* দ্রষ্টব্য—বি দা. ভা. দী. র. ৮। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫৩৭।

defraying sacrifices; therefore distribute it among good men, not among women, ignorant men, and such as neglect their religious duties;"—a virtuous *Bráhmana* is preferable to an ignorant one.

**139. On failure of a virtuous *Bráhmana*, the property of a *Bráhmana* should be given even to a common *Bráhmana**:** Vyavasthá.

In as much as the property of a *Bráhmana* must never be taken by the king. Reason.

**140. The common *Bráhmana* of the same village should however succeed first. In his default, a like *Bráhmana* of another village.*** Vyavasthá.

Since an inhabitant of the same village is to be preferred to the inhabitant of a different village.* Reason.

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. On the death of a childless widow, who left apparently no heir, her property was seized by the ruling power, and a proclamation was issued for the appearance of her heir and representative within a certain period. After the expiration of the period fixed, a *gosáin* appeared, and presented a petition for the property, alleging that the widow was his father's disciple; and he also proved, by the testimony of his four pupils, that she was his father's follower: but, according to the established usage of this country, no *gosáin* has ever received any property of his disciple, and it does not appear, that in the instance of any disciples of a *gosáin* dying without an heir, such *gosáin* received his property under the jurisdiction of this court: under these circumstances, is the *gosáin*, according to law, entitled to succeed as her heir; and can he, as such, claim her property?

An *ácharjya* or spiritual teacher is ranked among the heirs according to the Hindu law, but not a *guru*. In default of heirs, the property of a person deceased escheats to the king, except he be of the *Brahminical* order.

R. In default of heirs down to the *Samánodakás*, or kinsmen allied by the common libation of water, the succession devolves on the spiritual teacher (*A'chárjya*). The *gosáin* is the widow's *Guruputtra*, or the son of her spiritual guide. A *Guru* is not termed an *A'chárjya*. If the widow was not of the *Bráhmanical* order, her property should escheat to the king, who alone becomes heir. So MANU directs:—"The property of a *Bráhmana* shall never be taken by the king: this is a fixed law. But the wealth of the other classes, on failure of all heirs, the king may take." Zillah Hooghly, April 3d. 1817. Macn. H. L. Vol. II. Ch. I. Sec. VII. case I. (pp. 100, 101.)

Q. Balarám Sítá Dás, (a devotee,) had appropriated a building for religious worship, and had established in it an image of the deity. On his death, the plaintiff, who is the widow of the son of Prítrám, his *Purohit*, or spiritual preceptor, preferred a claim to the temple in question; a son's son of the founder being then living. Under these circumstances, according to the Hindu law, is the claim of the plaintiff in virtue of the relinquishment or appropriation valid, or is the heir of the founder to be considered as owner of the temple?

R. The building, with the deity, was relinquished to the *Purohit*, and not given to him; indeed, the founder having relinquished a building in which he had established an image of the deity, did in fact give that building to the deity; hence it belonged to the deity solely: for the deity existing therein, it was impossible to give it to another. By mere relinquishment, proprietary right cannot be established; and, consequently, as the *Purohit* himself never possessed any proprietary right, none can possibly appertain to the widow of his son. The appropriation, which was an auspicious act, is common to the heirs of the founder, in whom the right of enjoyment is vested. City of Moorshedabad. Lakkhí Thákurání *versus* Keval Panthí and others. Macn. H. L. Vol. II. Ch. I. Sec. 7, Case IV. (pp. 102, 103.)

---

* See Coleb. Dig. Vol. III. p. 537.

## মৃত ধনির ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

আভাস ধনোপার্জনের দুই প্রয়োজন—ঐহিক ভোগ ও দানাদিজন্য পারত্রিকোপকার। এক্ষণে অর্জক মরাতে তাহার ঐহিক ভোগ হইতে পারে না, অতএব উচিত যে তাহার (ত্যক্ত) ধন তৎপারত্রিকোপকারার্থ ব্যবহৃত হয়, যথা বৃহস্পতি কহেন—"দায়রূপে ধন-প্রাপ্তি হইলে পূর্ব্ব স্বামির মাসিক ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক শ্রাদ্ধ নিমিত্তে যত্নপুর্ব্বক অর্দ্ধেক ধনপৃথক্ রাখা কর্ত্তব্য"॥ মাসিকাদি বলাতে তদ্ ভোগার্থ এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে বলাতে তদুপকারার্থ বলা হইয়াছে। তথা আপস্তম্ব ঋষি কহেন—শিষ্য অথবা দুহিতা মৃত ধনির ধন তাহার উপকারার্থে ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয় করিবে *। এতাবতা—

ধনার্জনস্যহি প্রয়োজনদ্বয়ং—ভোগার্থত্ব', দানাদ্যদৃষ্টার্থত্বঞ্চ। তত্রার্জকস্য তু মৃতত্বাৎ ধনে ভোগ্যত্বাভাবেনাদৃষ্টার্থত্বমেব শিষ্টং। অতএব বৃহস্পতিঃ—"সমুৎপন্নাদ্ধনাদর্দ্ধং তদর্থে স্থাপয়েৎ পৃথক্। মাস ষাণ্মাসিকে শ্রাদ্ধে বার্ষিকে চ প্রযত্নতঃ॥ মাসিকাদিনা তদ্ভোগার্থং ধর্ম্মকৃত্যেষ্বিতি অদৃষ্টার্থত্বে হেতুঃ। তথা আপস্তম্বঃ—অন্তেবাসী বার্থান্ তদর্থেষু ধর্ম্ম কৃত্যেষু প্রয়োজয়েৎ দুহিতা বা *। এতাবতা—

ব্যবস্থা **১৪১ প্রেতের ধনহারী তাহার ঊর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিবেক †।**

**১৪১ প্রেতধন-হারী প্রেতস্য ঊর্দ্ধদেহিকং কুর্য্যাৎ†।**

প্রমাণ ৵০ ভ্রাতা হউক বা ভ্রাতৃপুত্র, সপিণ্ড হউক বা শিষ্যই হউক ধনির শ্রাদ্ধ করিয়া উন্নতি লাভ করিবে†। বৃহস্পতি।

ভ্রাতা বা ভ্রাতৃপুত্রো বা সপিণ্ডঃ শিষ্য এব বা। সহপিণ্ডক্রিয়াং কৃত্বা, কুর্য্যদভ্যুদয়ং ততঃ†। বৃহস্পতিঃ।

৶০ ধনির ধন যে গ্রহণ করিবে সেই তাহার শ্রাদ্ধ (প) করিবেক †। স্মৃতি।

যো ধনমাদদীত স তস্য শ্রাদ্ধং (প) কুর্য্যাদিতি স্মৃতিঃ †।

(প) এস্থলে শ্রাদ্ধ পদে প্রেতের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ সকল কথিত হইয়াছে †।

(প) অত্র শ্রাদ্ধ পদেনপ্রেতৈকোদ্দিষ্টানি উচ্যন্তো।

ব্যবস্থা **১৪২ যদ্যপি এক জন ধনাধিকারী অন্যে ঊর্দ্ধদেহিকক্রিয়াধিকারী হয়, তথাপি সে ধন দিয়া ক্রিয়াধিকারির-দ্বারা ক্রিয়া করাইবেক †।**

**১৪২ যদিচ একো ধনাধিকারী অন্য ঊর্দ্ধদেহিকাধিকারী ভবতি তদা স ধনংদত্ত্বা ক্রিয়াধিকারিণা ক্রিয়াং কারয়েদিতি †।**

মৃতকোনক্ষত্রিয়ের আচার্য্য ধনাধিকারী ইহলে তিনি তাহার ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কি প্রকারে করিবেন? যথা—যে ব্রাহ্মণ অন্য বর্ণের ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করে সে ইহলোকে ও পরলোকে ঐ জাতিত্বপ্রাপ্ত হয়—এই বচনে নিষেধ আছে। না, তাহা বলা হইতে পারে না, যেহেতু উক্ত বচন অসবর্ণ ভ্রাতৃবিষয়ক, এবং এমত কহিলেও ক্ষতি নাই যে আচার্য্য সজাতীয় অধিকারি-দ্বারা ঊর্দ্ধদেহিক সম্পন্ন করিবেন †।

ননু যস্য ক্ষত্রিয়স্যাচার্য্যোধনহারী, তস্য ঊর্দ্ধদেহিকংক্রিয়াংকথংকুর্য্যাৎ? যথা—ব্রাহ্মণস্ত্বন্য বর্ণানাং, যঃ করোত্যৌর্দ্ধদেহিকং। তদ্বর্ণত্বমসৌযাতি, ইহলোকেপরত্রচ—ইত্যনেননিষেধাদিতিচেন্ন, এতদ্বচনস্য অসবর্ণ ভ্রাতৃপরত্বাৎ, আচার্য্যঃ সজাতীয়াধিকারিদ্বারা ঊর্দ্ধদেহিকং নিষ্পাদয়েদিত্যুক্তাবপি ক্ষতি-বিরহাচ্চ †।

* দা. ভা. অপু. পৃ. ২৩৪। † কোল্. দা. ভা. পৃ. ২১৬। বি. দা. ভা. দী. র. ৮। কোল্. ভা. বা. ৩, পৃ. ৫৪৫. ও ৫৪৬।

† এবং মৃত ধনির উত্তরাধিকারী দেশান্তরে থাকাতে তদ্ধনের বিনাশ সম্ভাবনা সত্ত্বে তাহার ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার্থে ও পুণ্যার্থে ঐ ধন যে কেহ ব্যয় করিলেও তাহা অযুক্ত নয়.—"স্বেচ্ছাতে প্রীতিপূর্ব্বক যেকেহ শ্রাদ্ধাদি করুক"—এই নারদ বচনে তাহারও প্রতিনিষিদ্ধ আছে। ইহা শুদ্ধিতত্ত্বে বিস্তৃত হইয়াছে। দায়ভাগকর্ত্তাও সর্ব্বত্রে মৃত ব্যক্তির ধন ম তর উপকারার্থ সন্তান কর্ত্তব্য ইহা কহাতে উহাই লিখিয়াছেন। দা. ত. পৃ. ৬৩।

† এবঞ্চ যস্য মৃতস্য ধনং দেশান্তরস্থ তদ্ধনাধিকারিসত্ত্বে তদ্ধনবিনাশসম্ভাবনায়াং তদৌর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার্থং তৎপুণ্যার্থঞ্চ যেন কেনাপি দাতুং যুক্তং—যদস্তু্যপি যঃ কুর্য্যাদার্ত্তিজ্যং প্রীতিপূর্ব্বকমিতি—নারদ-বচনে তস্যাপি প্রতিনিষিদ্ধাৎ। এতৎ প্রপঞ্চিতং শুদ্ধিতত্ত্বে। দায়ভাগকৃতাপি সর্ব্বত্রোক্ত-রীত্যা মৃতধনস্য মৃতার্থত্বমনুজ্ঞেয়মিতি বদতাপ্যেতৎ সহত্বিতমিতি। দা. ত. প. ৬৩।

### OBSEQUIES, &c. OF THE LATE PROPRIETOR MUST BE PERFORMED.

Two motives are indeed declared for the acquisition of wealth: one temporal enjoyment, the other the spiritual benefit of alms and so forth. Now, since the acquirer is dead and cannot have temporal enjoyment, it is right that the wealth should be applied to his spiritual benefit. Accordingly VRIHASPATI says: "Of property which descends by inheritance, half should carefully be set apart for the benefit of the deceased owner, to defray the charges of his monthly, six-monthly, and annual obsequies." By saying "To defray the charges of his monthly, &c. obsequies," his participation, and by directing "Religious purposes," his spiritual benefit, are stated as reasons. So A'PASTAMBA ordains: "Let the pupil or the daughter apply the goods to religious purposes for the benefit of the deceased."* Consequently,

**141. He who takes the estate of the deceased, shall perform his obsequies.†** Vyavasthá.

I. A brother, a brother's son, a *Sapinda*, or a pupil, performing rites with a funeral cake *for the deceased*, shall thence obtain increase (of prosperity).† VRIHASPATI. Reason.

II. He who takes the estate shall perform the obsequies.† *Smriti.*

**142. But if one be heir to the estate, and another be qualified to perform the *srádda, (o)* he must give sufficient property and cause the rites to be celebrated by him who is qualified to perform them.†** Vyavasthá.

The word "*Sráddha*" here signifies the obsequies performed after the death of a person.†

How can the spiritual preceptor, who takes the estate of a *Kshatriya* perform his funeral rites, since that is forbiddenof the text :—"The priest who performs funeral rites for persons of an inferior tribe, is degraded to that class in the present world and in the next?" No; for this text relates to brothers unequal in class: and the difficulty is obviated by saying, the spiritual preceptor may accomplish the funeral rites by the intervention of a qualified person equal in class with the deceased.†

* Coleb. Dá. bhá. p. 216.

† Coleb. Dig. Vol. III. pp. 545, 546.

If, in consequence of the heir of a deceased proprietor being in a different country, there be a probability of loss of the deceased's estate, then for his religious merit and spiritual benefit, any one can, with propriety, spend the money left by him, inasmuch as, according to this text of NARADA: "Whoever willingly performs the obsequies of, and religious rites for, a deceased, he also is held to be a substitute for the person, on whom it was incumbent to perform them." This has been fully laid down in the *Shuddhitatwa*. The author of the *Dáyabhága*, by saying that the estate of a deceased proprietor should in every instance be applied to religious purposes for the benefit of the deceased, has laid down the same thing. *Dáyatatwa*, Sans. p. 63.

## বানপ্রস্থাদির অধিকার।

বানপ্রস্থ যতি ও ব্রহ্মচারির ধনে ধর্ম্ম-ভ্রাতা সৎশিষ্য এবং আচার্য্য অধিকারি *।

বানপ্রস্থ-যতি-ব্রহ্মচারিণাং ধনং ধর্ম্ম-ভ্রাতৃ সচ্ছিষ্যাচার্য্যা গৃহ্নীয়ুঃ *।

বানপ্রস্থ যতি ও ব্রহ্মচারির ধনে ক্রমে (ব) আচার্য্য সৎশিষ্য ও এক তীর্থী ধর্ম্ম ভ্রাতা অধিকারি*।

বানপ্রস্থ-যতি-ব্রহ্মচারিণাং ধনহারিণঃ। ক্রমেণাচার্য্যসচ্ছিষ্য (ব) ধর্ম্ম-ভ্রাত্রেকতীর্থিনঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ*।

(ব) ক্রমে—অর্থাৎ বিপরীত ক্রমে*, এতাবতা—

(ব) ক্রমেণ—প্রতিলোমক্রমেণ*, তেন—

ব্যবস্থা ১৪১ ব্রহ্মচারির ধনে আচার্য্য অধিকারী*।

১৪১ ব্রহ্মচারিণো ধনে আচার্য্যঃ*।

ব্যবস্থা ১৪২ যতির ধনে সৎশিষ্য*।

১৪২ যতের্ধনে সচ্ছিষ্যঃ*।

ব্যবস্থা ১৪৩ বানপ্রস্থের ধনে এক তীর্থবাসী অথবা একাশ্রমবাসী রূপ ধর্ম্ম-ভ্রাতাঅধিকারী*।

১৪৩ বানপ্রস্থধনে—এক তীর্থবাসীরূপ একাশ্রম-নিবাসী রূপো বা ধর্ম্ম ভ্রাতাধিকারী*।

ব্যবস্থা ১৪৪ তদভাবে একত্রবাসী অথবা একাশ্রমী গ্রহণ করিবে*।

১৪৪ তদভাবে চৈকত্রবাসী একাশ্রমী বা গৃহ্নীয়াৎ*।

প্রমাণ ব্রহ্মচারী দুই প্রকার—নৈষ্ঠিক আর উপকুর্ব্বাণ*।

ব্রহ্মচারীচ দ্বিবিধঃ—নৈষ্ঠিকঃ, উপকুর্ব্বাণশ্চ*।

ব্যবস্থা ১৪৫ নৈষ্ঠিকের ধনে আচার্য্যের অধিকার*।

১৪৫ নৈষ্ঠিকধনে আচার্য্যস্যাধিকারঃ*।

প্রমাণ যেহেতু সে পিত্রাদিকে ত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন নিষ্ঠাপূর্ব্বক গুরুকুলে বাস ও পরিচর্য্যা করে*।

পিত্রাদিপরিত্যাগেন যাবজ্জীবমাচার্য্যকুলবাস-পরিচর্য্যা নিষ্ঠায়াঃ তেন কৃতত্বাৎ*।

ব্যবস্থা ১৪৬ উপকুর্ব্বাণের ধন পিত্রাদি লইবেন*।

১৪৬ উপকুর্ব্বাণস্যতু ধনং পিত্রাদিভিরেব গ্রাহ্যং*।

প্রমাণ যেহেতু সে কেবল পাঠের নিমিত্তে গুরুসমীপে যাওয়াতে তাহার সে রূপ অবস্থা নয়—এই দায়ভাগ মত*।

তস্য পাঠার্থমেবাচার্য্যনিকটগততয়া তাদৃশ বিরহাদিতি দায়ভাগঃ*।

### আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। এক বৈরাগী এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া অধিক বিষয় রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভাই বিষয় দাওয়া করে এবং রক্তসম্বন্ধে সম্বন্ধী নয় এমত এক ব্যক্তিও তাহা দাওয়া করিয়া যথেষ্টরূপে প্রমাণ করিলেক যে মৃত বৈরাগী গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী অর্থাৎ যতি হইয়াছিল এবং তাহাকে শিষ্য ও অনুগামি করিয়াছিল, সেই কারণে সে তাহার শ্রাদ্ধাদি করিয়াছে। এমত অবস্থায় উক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে কে ঐ মৃত ব্যক্তির ধনে অধিকারী?

উত্তর। উক্ত ব্যক্তি যদি যথার্থতঃ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়া থাকে, তবে তদবস্থায় তাহার শিষ্য এবং অনুগামী তাহার ধনাধিকারী, ভ্রাতার কিছু মাত্র স্বত্ব নাই, কেননা যে পর্য্যন্ত ধনি গৃহস্থাশ্রমে ছিল সেই পর্য্যন্তই ভ্রাতার সহিত সম্বন্ধ ছিল।

* দা. ক্র. সং. পৃ. ১৩। দা. ভা. অপ্র. পৃ. ২৪১। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ২৮, ও ২৯। কোল্. দা. ভা. পৃ. ২২৩ ও ২২৪

### Succession of the hermit and others.

The property of a hermit, an ascetic, and of a professed student, let the spiritual brother, the virtuous pupil, and the holy preceptor take.*

On failure of these, the associate in holiness, or person belonging to the same order, shall inherit.

Thus JA'GNYAVALKYA says:—The heirs of a hermit, of an ascetick, and of a professed student, are, in their order (*m*), the preceptor, the virtuous pupil, and the spiritual brother and associate in holiness.*

(*m*) "*Order*," that is, the inverse order.* Therefore,—

141. The preceptor takes the property of a professed student.* Vyavasthá.

142. The virtuous pupil inherits the property of an ascetick.* Vyavasthá.

143. The spiritual brother, that is, he who is engaged in the same pilgrimage or sojourns in the same hermitage, takes the property of a hermit*. Vyavasthá.

144. On failure of these, the associate in holiness or the person belonging to the same order inherits.* Vyavasthá.

The professed student is of two descriptions—perpetual or *Noishthika*, and *Upakurbána* or temporary.* Authority.

145. The preceptor inherits the property left by a perpetual student.* Vyavasthá.

For, abandoning his father and the rest, he makes a vow of residing for life in his preceptor's family.* Authority.

146. But the property of a temporary student would be inherited by his father and other relations.* Vyavasthá.

Since he does not enter on any such vow, but merely attends his preceptor for the purpose of instruction.* Authority.

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the Civil Courts, and selected and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. A *Boiragí*, or religious mendicant, having consecrated an idol, died, leaving considerable property; subsequently to his death, his brother claims his estate; and a person who is a stranger to him in blood also claims the estate, and adduces sufficient evidence to prove that the mendicant had left the order of a house-keeper, had become an ascetic, and had made him (the claimant) his pupil and follower; on the strength of which he had performed the exequial rites of the deceased. In this case, which of these persons is entitled to inherit the property of the defunct?

R. Supposing the mendicant to have actually left the order of a householder, and to have become an ascetic, in this case is follower and pupil is entitled to the inheritance, to the entire exclusion of his brother, whose fraternal relation can be held to have effect so long only as the proprietor continued in the order of a householder.

* See W. Dá. Kra. Sang. pp. 28, 29. Coleb. Dá. bhá. pp. 223, 224.

প্রমাণ—

কেবল শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া নিষ্পত্তি কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়*। বৃহস্পতি। ৫ আগষ্ট ১৮১৭। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্‌. ৭, মোকদ্দমা ৩, (পৃ. ১০১ ও ১০২)।

প্রশ্ন। কৌন সন্ন্যাসী উত্তরাধিকারি না রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু এক ব্যক্তি একাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া মৃতের বিষয় দাওয়া করে। সন্ন্যাসিদিগের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে এই ব্যক্তি মৃতের ভ্রাতা বলিয়া পরিগণিত কি না?

উত্তর। দায়ভাগে কিম্বা আর২ স্মৃতি গ্রন্থে এমত লিখিত নাই যে কোন সন্ন্যাসীর মরণে তাহার গুরুর শিষ্য তদ্ধনে অধিকারী হইবে। তাহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি এক গুরুর শিষ্য হয় তাহাকে সকলেই গুরু-ভাই কহে, যদি এমত ব্যক্তি ঐ মৃতের মরণকালে উপস্থিত রহিয়া থাকে আর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিয়া থাকে এবং গুরু যদি ঐ মৃত ব্যক্তির বিষয়ের সকল দাওয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে ঐ গুরু-ভাই তদ্বিষয়াধিকারী। এই মত সার্ব্বত্রিক ব্যবস্থাসিদ্ধ। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্‌. ৭, মকদ্দমা ২, (পৃ. ১০১)।

## গোবিন্দ দাস—বনাম—রামসহায় জমাদার প্রভৃতি। সুপ্রীম কোর্ট, ৩ আগষ্ট ১৮৪৩ সাল।

বাদী এই দাওয়া এই এজহারে উপস্থিত করে যে সে মৃত মাকন দাস বৈরাগির চেলা বা শিষ্য, এবং হিন্দুদের শাস্ত্র ও ব্যবহার অনুসারে সে তাহার উত্তরাধিকারী।

প্রতিপক্ষ এই দাবীর খণ্ডনার্থক জওয়াব দাখিল করিয়া আপত্তি করে যে বাদী এই নালিষ চালাইতে অনুজ্ঞা পাইতে পারে না, কেননা দাবীর বস্তুতে তাহার কোন স্বত্ব নাই, হিন্দু বৈরাগী উইল না করিয়া মরিলে তাহার চেলা তদ্ধনাধিকারী হইতে পারে না।

শ্রীযুত লিথ্‌ সাহেব ও ফুলটেন্‌ সাহেব আপত্তির পোষকতায় কহিলেন—এই মকদ্দমায় বাদানুবাদের নিমিত্তে মানিয়া লইতে হইবেক যে মৃত ব্যক্তি বৈরাগী ছিল এবং বাদী তাহার চেলা অথবা শিষ্য ছিল। ঐ বৈরাগী উইল না করিয়া মরিলে, বাদী তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। হিন্দুরা (প্রধানতঃ) চারি জাতিতে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রথম তিন দ্বিজ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য) কথিত হয়, চতুর্থ জাতি শূদ্র। দ্বিজদিগের মধ্যে তিন ধর্ম্মাশ্রম আছে যাঁহারা মরণান্তে মুক্তি প্রার্থনা করেন তাঁহারা ঐ আশ্রমত্রয়কে আশ্রয় করেন শূদ্রকে ধর্ম্মাশ্রমী হইতে নিষেধ আছে। দ্বিজাতিরা বানপ্রস্থ যতি বা সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী এই তিনের ধর্ম্মাশ্রয় করিতে পারেন। এই সকলের প্রমাণ যাজ্ঞ-বল্ক্যের বচনে প্রাপ্য; তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে বানপ্রস্থের ধনে ধর্ম্ম-ভ্রাতা এক-তির্থী অধিকারী, যতির ধনে সত্‌শিষ্য, এবং ব্রহ্মচারির ধনে আচার্য্য অধিকারী।

বৈরাগী পদে যে ব্যক্তি রাগকে নিষ্পীড়ন করিয়াছে তাহাকে বুঝায়। বৈরাগী উক্ত তিন আশ্রমির কোন আশ্রমিকে বুঝায় না যে তাহার ধনে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব অধিকারি না হইয়া অন্যে অধিকারী হইবে। দ্বিজাতি-ই হউক বা শূদ্র-ই হউক যে কোন ব্যক্তি বৈরাগী হইতে পারে, হিন্দুদিগের মধ্যে গৃহী বৈরাগী প্রসিদ্ধ। তাহার ধনে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব অধিকারী। মনুর মতে যে ব্রহ্মচারী সেই বৈরাগী। প্রকৃত প্রস্তাবে রামানন্দের অনুগামি যাহারা তাহাদিগকেই বৈরাগি বলা যায়, এবং যাজ্ঞবল্ক্যের উক্ত বচনে ব্যবহৃত যতি পদে রামানুজের মতাবলম্বী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিকে বুঝায় †।

---

* উপরি উক্ত ব্যবস্থা যে যথার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎপোষকতায় যে বচন ধরা হইয়াছে তাহা কোন রূপে প্রযুজ্য নয়। প্রশ্নের উত্তরে যে ব্যবস্থা দত্তা হইয়াছে নিম্ন লিখিত দায়ভাগোক্তি তাহার প্রমাণ, তদ্‌যথা—বানপ্রস্থ যতি ও ব্রহ্মচারির ধনে ধর্ম্ম-ভ্রাতা, সৎশিষ্য এবং আচার্য্য অধিকারি। তদভাবে একত্রবাসী অথবা একতীর্থী গ্রহণ করিবে। দা. ভা. পৃ. ২৪১।

† আসিয়াটিক রিসরস্‌ নামক পুস্তকের ১৭ বালামের ১৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

*Authority:—*

VRIHASPATI:—"Decision must not be made solely by having recourse to the letter of written codes, since, if no decision were made according to the reason of the law, there might be a failure of justice."* August 5th, 1817. Macn. H. L. Vol. II. Ch. I. Sec. VII. case III. (pp. 101, 102).

Q. A religious mendicant died, leaving no heir; but there is a person who calls himself the pupil of the same spiritual teacher with the deceased, and alleges that he is therefore entitled to the succession. Is such person recognised as a brother by the fraternity of mendicants?

R. There is no provision in the *Dáyabhága* and other works of law that, on the death of a religious mendicant, his spiritual teacher's pupil has the right of succession to his estate, and there is no relationship between them; but the person who becomes a follower of the spiritual teacher is universally termed a religious brother by the fraternity of devotees. If such person attend the deceased on the point of death, and perform his exequial rites, and if the spiritual teacher himself disclaim all right of succession, such religious brother is entitled to the inheritance. This doctrine is justified by universal usage. Macn. H. L. Vol. II. Ch. I. Sec. 7, p. 101.

GOBINDA DA'S *versus* RA'MSAHAY JAMA'DAR AND OTHERS,
*3rd August* 1843.

The promovent filed his libel, alleging that he was the *chelá* or disciple and legal representative in estate, according to the laws and usages of Hindus, of one Mákan Dás, deceased, a Hindu *Boirágí* or religious devotee.

To this libel an exceptive allegation was filed, dissenting from the promovent's being allowed to proceed further with the cause, for that he was a person having no interest in the subject matter of the suit, inasmuch as a *chelá* of a Hindu *Boirágí* does not, as such, succeed to the property of such a *Boirágí* in the event of intestacy.

*Leith* and *Fulton* in support of the allegation.—For the purposes of this argument, we must assume that the deceased was a *Boirágí* or religious devotee, and the promovent his *chelá* or disciple. Such a promovent would not succeed in the event of intestacy. Hindus are divided into four classes, of which the three higher classes (viz. *Bráhmana*, *Kshatriya*, and *Voisya*,) are called twice born classes, and the fourth *Shúdra*. For the members of the twice-born classes there are three religious orders, into which they may enter if they wish to partake of the divine essence after death. To the *Shúdra* the privilege of entering a religious order is denied. The three religious orders into which the twice-born classes may enter are those of the *Bánaprastha* (or hermit), the *Sanyásí* or *Jati* (the ascetic), and the *Brahmachárí* (religious student). The whole of the authorities refer to a passage of JA'GNYAVALKYA, where such is laid down to be the law, and clearly shew that the wealth of a *Bánaprastha* is inherited by his *dharma-bhrátreka-tírthina* (or holy brother of the same hermitage), that of a *jati* or *yati* by his *sat-shishya* (or virtuous approved pupil), and that of a *Bramachári* by his *A'chárjya* (or spiritual guide.)

Now the term *Boirágí* simply means a person who restrains his passions. It is not a name descriptive of one of the religious orders, of which a man must be a member in order that his goods may be inherited by others than his blood relations. Any one may be a *Boirágí*, be he a *Shúdra* or a member of the twice-born classes. The house-holder *Boirágí* is well known amongst the Hindus, and goods are inherited by his blood relations. *Brahmachárí* is a *Boirágí* according to MANU. When used in a more technical sense, the term *Boirágí* is applied to the followers of *Rámánanda*, whereas the *yati* referred to in the above text of JA'GNYAVALKYA is the *Tritandi Sanyásis*, a sect who follow the doctrines of *Rámánuja*, which are different from those of *Rámánanda*.

* The above opinion is doubtless correct, though the authority cited in support of it appears wholly irrelevant. The following passage of the *Dáyabhága* justifies the exposition of law as given in reply to the question. "The goods of a hermit, of an ascetic, and of a professed student, let the spiritual brother, the virtuous pupil, and the holy preceptor take. On failure of these, the associate in holiness, or person belonging to the same order, shall inherit."—*Dáyabhága*, page 223.

† Asiatic Researches, Vol. XVI. p. 134.

বৈরাগী পদে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত যতি বুঝায় এমত মানিয়া লইলেও তাহার ধনে তা'র চেলা বা তদ্রূপ শিষ্য অধিকারী হইতে পারে না, কিন্তু সংশিষ্য অধিকারী হয়, কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাতঃ যতির চেলা বা অনুগামী অথবা শিষ্য হইতে পারে, পরন্তু এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত যতির সেবা করিলে পর যদি ঐ যতি তাহাকে শিষ্যত্ব পদের উপযুক্ত বিবেচনা করেন তবে ঐ ব্যক্তি শিষ্য গণিত হয়, তৎপরে যদি সংশিষ্য হয় তবে সে ঐ যতির ধনাধিকারী হইবে। উইল্‌সন্ সাহেবের সংস্কৃত অভিধান দৃষ্টে উপলব্ধি হইতেছে যে চেড়া বা চেলা পদে সেবককে বুঝায়। সেবার নিমিত্তে কাল নির্দিষ্ট আছে—অর্থাৎ এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবা করা আবশ্যক, তাহার পরে শিষ্যত্বপদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি শিষ্যত্ব পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। শিষ্য হওনাকাঙ্ক্ষায় সেবাকারী ব্যক্তি তদবস্থায় চেলা কথিত হয়, এবং দ্বাদশ মাসের পর যদি যতির মনোনীত হয় তবে সে শিষ্য হইতে পারে, কিন্তু সে যে শিষ্য হইবেই এমত নহে। পরন্তু চেলক বা চেলা চেলকাবস্থায় কখনো অধিকারী নয়। এ মোকদ্দমায় খাটে এমত কোন নজীর সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট-বহিতে নাই, কেবল রামানন্দ মতাবলম্বি মহন্তদিগের মঠে উত্তরাধিকারী হওন বিষয়ে কএক মকদ্দমা আছে; ঐ মকদ্দমা কতিপয়ে স্পষ্ট প্রকাশ যে তাহাদিগের উত্তরাধিকারী মনোনীত হইয়া হইয়াথাকে, কেবল দায়শাস্ত্রানুসারে হয় না।

**শ্রীযুত জজ গ্রাণ্ট সাহেবের লিখিত আদালতের রায়**—আমাদের মত এই যে দাবী খণ্ডনার্থক আপত্তি অবশ্যই গ্রাহ্য; দাবীদার দাবীর পোষকতায় এবং তাহার নালিশ করিতে অধিকার থাকার বিষয়ে যে কারণাদি দর্শিত হইয়াছে তাহা হইতে তাহাকে আরো অধিক দর্শাইতে হইবেক, অতএব খণ্ডনার্থক আপত্তি গ্রাহ্য হইল, এবং প্রতিবাদিকে খরচা দেওয়ান গেল, প্রতিপক্ষকে নালিশী বিল শোধন করিতে ক্ষমতা আছে। **জজ সিটন্ সাহেব** এই মতে সম্মত হইলেন। ফুল্টন্ সাহাবের রিপোর্ট, বা. ১, পৃ. ২১৭—২২৪।

এই মকদ্দমার রিপোর্ট-লেখক বিখ্যাত বিদ্বান্ ও যশস্বি শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর হইতে উপরিউক্ত বিষয়ে যে লিপি প্রাপ্ত হয়েন তাহার সংক্ষেপ যথা—"চেলা শব্দ সেবকে প্রয়োগ করা যায়, এবং পরে লিখিত প্রমাণানুসারে উপলব্ধি হইতেছে যে যে ব্যক্তি মুখের বাক্যে, কায়মনে ও ধনে গুরুর সেবা করে এবং যাহাতে এই সকল গুণ থাকে সেই কেবল শিষ্য হইতে পারে। এতাবতা, উপরিউক্ত আকাঙ্ক্ষার সময় ব্যাপিয়া গুরুর সেবা করা আবশ্যক, এবং শিষ্য হইবার প্রধান উপযুক্ততা, তৎকালে সে ব্যক্তি চেলা অথবা সেবক ভিন্ন অন্য নামে ডাকা যাইতে পারে না"।

অতএব আমি এই স্থির করিয়াছি যে চেলা অথবা সেবক গুণযুক্ত হইলে শিষ্য হইতে পারে, কিন্তু কেবল চেলা পদে শিষ্য বুঝাইতে পারে না। হিন্দু দায়শাস্ত্রে শিষ্য ধনাধিকারী ইহাই কথিত আছে, অতএব কোন মৃত সন্ন্যাসির চেলা তাহার শিষ্য হওয়া প্রমাণ না করিলে ধনাধিকারী হইতে পারে না"।

উপরিউক্ত মহাশয় খ্রীষ্টীয় ১৫০০ শকের শেষ ভাগে অথবা ১৬০০ শকের প্রথম ভাগে কৃষ্ণানন্দের সংগৃহীত তন্ত্রসারের প্রথমাধ্যায়ের এই চুম্বক রিপোর্ট লেখককে দিয়াছেন—"উচ্যতে প্রথমং তত্র, লক্ষণং গুরু শিষ্যয়োঃ। শান্তোদান্তঃকুলীনশ্চ বিনতিঃ শুদ্ধবেশবান্। শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ, শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্। আশ্রমী ধ্যান-নিষ্ঠশ্চ, তন্ত্রমন্ত্র বিশারদঃ। নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে। ইতি গুরু-লক্ষণং। শান্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শুদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ। সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ, প্রাজ্ঞঃ সুবিনতো যতিঃ। এবমাদি গুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা। গুরুতাশিষ্যতাবোহপি, তয়োর্বৎসর বাসতঃ। তথাচোক্তং সার সংগ্রহে। সদ্গুরুঃ স্বাশ্রিতঃ শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ। ইতি তন্ত্রসারঃ। নদেয়ং যস্যকস্যাপি রহস্যং শাস্ত্রামুত্তমং। তদ্দেয়ঞ্চ সুশিষ্যায়, দুনে বৎসর বাসিনে।' ইতি শাকল্প সংহিতাধৃত বচনং"।

But, again, assuming the *Boirágí* to be a sufficient description of the *yati* of JA'GNYAVALKYA, his goods are not inherited by his *chelá* or pupil in that capacity, but by his *sat shishya* (or virtuous approved pupil.) A person may become the *chelá* or follower or pupil of a *yati* of his own accord. After he has served the *yati* for a year, if the *yati* thinks him worthy of the honor, he makes him a *shishya* (an approved pupil), and then should he be the *sat shishya* or best of the approved pupils, he would inherit. On turning to Wilson's Sanscrit Dictionary we find the word *chedá* or *chelá* to mean a servant. There is a period of servitude for a twelve-month necessary before the aspirant pupil can become a *shishya* or partake of its privileges. The pupil in this state of probation is called a *chelá*, and after a twelve-month he may become a *shishya* if approved of, but not necessarily so; but a *chelá* as such can never inherit. There is no instance in the reports of the Sudder Dewanny Adawlut applicable to this case: the only cases there relate to the succession to the Mohantship of the *Maths*, of which Rámánanda was the originator and those cases clearly shew that the succession depends on election, and not upon inheritance merely.

GRANT, J.—We are of opinion that the exceptive allegation must be allowed; that more must be shewn by the promovent on the face of the libel, than is stated, to shew his right to sue. This exceptive allegation then must be allowed and with costs, the other party having liberty to amend. SETON, J. concurred. Fulton's Reports, Vol. I. pp. 217—224.

The following is an extract from a letter upon this subject, which the editor received from Bábu Prasanno Kumár Thákur, a gentleman of well known learning and repute. "The word *chelá* is applied to a servant or one who serves another, and we find that under the authority quoted below one who serves his spiritual guide by word of mouth, with his heart, with his personal attendance and his wealth, may, when possessed of these qualities, be a *shishya*, and no one else. Hence the duty of a servant is a necessary preliminary qualification for becoming a *shishya*; during the probationary period above alluded to he cannot be called by any other name than that of a *chelá* or servant.

The conclusion I come to, therefore, is that a *chelá* or servant may, if qualified, be admitted a *shishya*, but the mere denomination of *chelá* does not necessarily imply the meaning of *shishya*. The Hindu law recognises the right of inheritance of the alter, and, consequently, no *chelá* of a deceased ascetic can inherit his property, unless the former can prove himself his *shishya* too."

The following extracts from the first section of the work by *Krishnánanda*, called *Tantrasára*, compiled some time about the end of the 15th or the beginning of the 16th century, have been furnished to the editor by the same learned gentleman:— 'Let me, in the first place, describe the respective qualities which should form the character of a spiritual guide and of his religious pupil. With regard to the former, it is necessary that he be of gentle and mild disposition, and capable of controlling his passions. He is to be descended from a respectable family, modest, neat in his dress, of pure manners, and possessing reputation for good deeds, he must be pious, clever, and a man of good sense. He must be of one of the four orders of sects, full of devotion, and well conversant with religious works, and their rites and ceremonies; capable of inflicting punishment as of doing acts of favour: a person possessing these qualities may be properly called a spiritual guide. With regard to the latter, it is necessary that he should be gentle, modest, of a pure character, full of reverence, and possessing a good memory. He is to be able, and should be descended from a respectable family. He is to be a man of good sense, humble, and able to subdue his passions.' These qualities are essentially requisite, and without these no one can become a religious pupil. A year's residence and association with each other is required to form the connection of the spiritual guide and the pupil: it is also enjoined in Sárasangraha, that a good spiritual guide should put his dependant pupil to a year's probation. A knowledge of the mysterious and excellent Shástras should not be imparted to every one without distinction, it should be imparted to a well-behaved pupil after a year's residence with him."

(অ) এস্থলে ধর্ম্ম পদে—আচার, ব্যবহার, নিয়ম, প্রথা রীতি ও নীতি বুঝায়।

(অ) অত্র ধর্ম্মপদেন—আচার ব্যবহার নিয়ম প্রথা রীতি নীতয়ো বোদ্ধব্যাঃ।

ব্যবস্থা ১৪৯ যে আচার বহুকাল হইতে ক্রমিক চলিয়া আইসে নাই তাহা তাদৃগ্ মান্য নহে।

১৪৯ য আচারো বহুকালাৎ ক্রমেণ নায়াতঃ স তাদৃগ্ মান্যো ন ভবতি।

ব্যবস্থা ১৫০ কিন্তু বলে বা অধর্ম্মাচরণে আচারের অবরোধ হইলে তাহাকে আচার-ভঙ্গ বলা যাইতে পারে না।

১৫০ কিন্তু বলেন অধর্ম্মাচরণেন বা আচারে অবরুদ্ধে তেনাচার-ভঙ্গত্বং ন গণনীয়ং।

ব্যবস্থা ১৫১ দেশাদির নিয়ম-মূলক আচার শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ হইলে তাহাও মান্য।

১৫১ দেশাদি-সময়-মূলক আচারঃ শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মাবিরুদ্ধশ্চেৎ সোঽপি মান্যঃ।

প্রমাণ নিজ ধর্ম্মের অবিরোধে লোকের নিয়ম-মূলক (শ্রুতি ও স্মৃতির অবিরুদ্ধ) যে ধর্ম্ম তাহা এবং রাজার কৃত যে নিয়ম তাহাও যত্নে পালনীয়। যাজ্ঞবল্ক্য।

নিজ ধর্ম্মাবিরোধেন যস্তু সাময়িকো ভবেৎ। সোঽপি যত্নেন সংরক্ষ্যো ধর্ম্মো রাজ-কৃতশ্চ যঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ব্যবস্থা ১৫২ যে স্থলে শাস্ত্র দৃষ্ট হয় না সে স্থলে সদাচারে শাস্ত্র কল্পনীয়। দ্রষ্টব্য—বিবাদভঙ্গার্ণব ঋণাদানদ্বীপ র. ৬।

১৫২ যত্র শাস্ত্রং ন দৃশ্যতে তত্র সদাচারেণ শাস্ত্রং কল্পনীয়ং। বিবাদভঙ্গার্ণবে ঋণাদানদ্বীপে রত্নং ষষ্ঠং দ্রষ্টব্যং।

প্রমাণ সৎ ও ধার্ম্মিক দ্বিজেরা যে মতাচরণ করিয়াছেন, তাহা দেশ কুল ও জাতির (আচারের) অবিরুদ্ধ হইলে (রাজকর্ত্তৃক) স্থাপিত হইবে। মনু. অ. ৮, ব. ৪৬।

সদ্ভিরাচরিতং যৎস্যাৎ ধার্ম্মিকৈশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। তদ্দেশ কুলজাতীনামবিরুদ্ধম্প্রকল্পয়েৎ। মনুঃ, অ. ৮, ব. ৪৬।

বিবেচনা শাস্ত্রের ফল এই যে ইদানীন্তন জাত ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় নানা প্রকার ব্যবহার না করে। নানা শাস্ত্র পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে অথবা এক শাস্ত্রের নানা অভিপ্রায় প্রকাশ পাইলে ব্যবহার-ই নিয়ামক। যে স্থলে শাস্ত্র দৃষ্ট হয় না, অথচ দৃশ্যমান শাস্ত্রের বিরোধ হয় না সে স্থলে সদাচারই নিয়ামক। তত্রাপি পণ্ডিত ধার্ম্মিক দ্বিজের আচার ই গ্রাহ্যঃ। বিবাদভঙ্গার্ণব ঋণাদানদ্বীপ র. ৬।

ইদানীন্তন জাতানাং স্বেচ্ছয়া নানা বিধ ব্যবহার নিরাকরণমেব শাস্ত্র ফলং। নানাশাস্ত্রাণাং পরস্পর বিরোধে একস্য শাস্ত্রস্য বা নানাভিপ্রায় বিরোধে ব্যবহার এব নিয়ামকঃ। যত্রতু শাস্ত্রং ন দৃশ্যতে, দৃশ্যমান শাস্ত্রস্যাপি ন বিরোধঃ তত্র সদাচার এব নিয়ামকঃ। তত্রাপি পণ্ডিত ধার্ম্মিক দ্বিজাত্যাচার এব ধর্ত্তব্যঃ। বিবাদভঙ্গার্ণবে ঋণাদানদ্বীপে রত্নং ষষ্ঠং।

ব্যবস্থা ১৫৩ কোন বংশ একদেশ হইতে দেশান্তরে বাস করিয়া যদি স্বদেশীয় শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম করে তবে ঐ শাস্ত্রানুসারে বিষয়াধিকারী হইবে নতুবা শেষ দেশের শাস্ত্রাধীন হইবে।

১৫৩ কশ্চিদ্বংশঃ স্বদেশাদ্দেশান্তরমুষিত্বা যদি স্বদেশীয় শাস্ত্রানুসারেণ ধর্ম্ম কর্ম্মাণি করোতি তদাতচ্ছাস্ত্রানুসারেণৈব দায়াদ্যধিকারী, নচেৎ শেষ দেশীয় শাস্ত্রাধীনো ভবেৎ।

১৪৭ ও ১৪৮ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর।

/০ স্বামির উত্তরাধিকারিণী বলিয়া মহামায়া (এজমালি) বিষয়ের অর্দ্ধেক দাওয়া করিলে এমত প্রমাণ হওয়াতে যে (কোম্পানির দেওয়ানি আমলের পুর্ব্বে) তাহার স্বামির ভ্রাতা কুলাচারানুসারে ঐ সমগ্র বিষয়ে অধিকারী হইয়াছে এবং ঐ আচারক্রমে তৎকুলে কেবল এক ব্যক্তিকেই সমগ্র বিষয় অর্শিয়া আসিয়াছে, মহামায়ার দাবী ডিস্‌মিস্ হইল। কিন্তু শাস্ত্রের সাধারণ বিধানানুসারে আদেশ হইল যে বাদিনী ঐ পরিবারভুক্ত হওয়াতে (পুর্ব্বে যেমত ভরণপোষণ পাইয়া আসিয়াছে সেই রূপ) বিষয় হইতে ভরণপোষণ পায়। মহামায়া দেবী—বনাম—গৌরীকান্ত চৌধুরী। ২৩ মে ১৮৮ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ২৩৬।

(*a*) The word *Dharma* here signifies usage, custom, practice, or rule.

**149. The usage which has not been invariably observed from time immemorial, should not be held to supersede the maxims of the law.** Vyavasthá.

**150. The prevention of enforcement of a custom or usage by violence or undue means should not, however, be held to be a breach of such usage.** Vyavasthá

**151. The usage of a country, &c., established by agreement of the people, and not repugnant to the *Vedas* and the codes of law *(Smriti)*, should also be respected and observed.** Vyavasthá.

The usage or practice which has its origin in the general agreement of the people should be carefully preserved, as well as that which is established by a king; provided such usage be not opposed to one's own *dharma.*—JA'GNYAVALKYA. Authority.

**152. Where no express law is found, one should be established on approved usage.—See Coleb. Dig. Vol. I. p. 95.** Vyavasthá.

What has been practised by good and virtuous men of the twice born classes, if it be not inconsistent with the legal customs of provinces or districts, of classes and families, let the king establish. MANU. Ch. VIII. V. 46. Authority.

The use of law is only to prevent multiform practices at the will of the men of the present generation. Where many texts of law are inconsistent, or many interpretations of the same text are contradictory, usage alone can be received as a rule (of conduct). But where no (positive) ordinance is found, there is nothing inconsistent with any known law, and in that case approved usage alone must regulate the proceedings. Still, however, the example of learned and virtuous *Bráhmanas* should be followed.—Coleb. Dig. Vol. I. p. 96. Remarks.

**153. A family migrating from one to another country is entitled to the benefit of the laws of the former country, provided it have uniformly observed the religious ordinances peculiar to such country, otherwise it must be subject to the laws of the latter country.** Vyavasthá.

*Cases.* bearing on the vyavasthás Nos. 147 & 148.

**Mahámáyá's claim as heir to her husband to the moiety of an estate, was dismissed, on proof that her husband's brother succeeded to the whole estate (previous to the grant of the Dewanny) under a custom by which it always devolved entire to one heir. But it was at the same time provided, in conformity with a general maxim of the Hindu law, that the plaintiff, as a member of the family, should receive (as she appeared to have before done) a maintenance from the estate. Musst. Mahámáyá Debí *versus* Gourí Kánta Choudhurí—23rd May 1808. S. D. Rep. Vol. I. p. 236.**

৵০ আনন্দলাল সিংহের বিরুদ্ধে পঞ্চকোটির মহারাজা গরুড় নারায়ণ দেবের মকদ্দমায় নিঃসন্দেহে এমত প্রকাশ পাওয়াতে যে ঐ পরিবারের বহুকালিক কুলাচারানুসারে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হয়েন, অন্যান্য পুত্রেরা ও রাজপরিবারীয় অপরাপর ব্যক্তিরা কালযাপন নিমিত্তে কেবল বর্ত্তনোপযোগি বেতন পান; পরন্তু যখন যিনি রাজা হন তিনি নিজ বিবেচনানুসারে পূর্ব্ব রাজার কৃত নিয়ম ও বন্দবস্ত রদ বা তর্ব্বমিম্ করিতে অথবা বহাল রাখিতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান্ এতদনুসারে সদরদেওয়ানীর জজ্‌দিগের অনেকে বাদী (আপিলাণ্ট) যে তৎপূর্ব্ব রাজার দত্ত এক পরগণা ফিরিয়া পাইবার দাবী করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পক্ষে ডিক্রী করিলেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ২৮২।

৶০ জুড়াওন সিংহের বিরুদ্ধে হরলাল সিংহের মকদ্দমায় বিচার হইলযে ঘাটওয়ালদিগের ব্যবহারানুসারে এবং ঘাটওয়াল শব্দের অর্থানুসারে এমত বোধ হয় না যে কোন ঘাটওয়াল মরিলে তাহার অধিকৃত ঘাটওয়ালী বিষয় উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভক্ত হইবে; প্রত্যুত ঐ বিষয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অর্থাৎ মৃত ঘাটওয়ালের অব্যবধান পরবর্ত্তি ঘাটওয়ালকে অর্শে *। ১৯ জুন ১৮৩৭ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ১৬৯।

।০ ঠাকুরাই তিলকধারি সিংহের বিরুদ্ধে ঠাকুরাই ছত্রধারি সিংহের মকদ্দমায় ছোট নাগপুরস্থ পৈতৃক বিষয় দায়শাস্ত্রানুসারে বিভাগের দাবী হইয়া ছিল; কিন্তু ঐ কুলে অগ্রজ অধিকারি হওয়ার প্রথা থাকাতে তাহাই বহাল রহিল। ২২ মে. ১৮৩৯ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ২৬০।

।/০ মানভূমের কোন জমীদারী বিষয়ক মকদ্দমাতে বিচার হইল যে উভয় পক্ষের কুলে প্রচলিত আচারানুসারে মৃত রাজার পাট রাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র (সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ না হইলে) রাজ্য পান না, কিন্তু যে কোন রাণীর গর্ভজাত কেন হউক না সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ যে পুত্র তাহাকেই রাজ্য অর্শে। রাজা রঘুনাথ সিংহ—বনাম—রাজা হরিহর সিংহ। ৮ জুন ১৮৪৩ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৭, পৃ. ১২৬।

।৵০ কোন রাজার দ্বিতীয় পুত্র অর্থাৎ কুঙর আপন জ্যেষ্ঠপুত্রের অর্থাৎ ঠাকুরের মরণে তাহার পুত্রগণকে পরগণা সোনপুর সমর্পণ করিলেন। তাহাতে ঐ কুঙরের কনিষ্ঠপুত্র ঐ বিষয়ের ভাগের নিমিত্ত নালিশ করিলে বিচার হইল যে কুলাচারানুসারে ঐ কুঙরের জ্যেষ্ঠপুত্র অর্থাৎ ঠাকুর গদি এবং সকল বিষয় পাইবার অধিকারী, অতএব কনিষ্ঠ পুত্রের দাবী ডিস্‌মিস্। লালা ইন্দ্রনাথ সাহী দেব—বনাম—ঠাকুর কাশীনাথ সাহী প্রভৃতি। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৫ সাল। সদরদেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি, পৃ. ১৭।

।৶০ কোন বিষয়ে পূর্ব্বে যাহাদের অধিকার ছিল যদ্যপি তাহাদের কুলে এমত আচার থাকে যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই সকল বিষয় পাইবে তথাপি যে বংশীয়েরা ঐ বিষয় পরে অধিকার করে তাহাদের মধ্যে তাহা বিভাগ হওনের বাধা নাই। গোপাল দাস সিঙ্গু মান্ধাতা মহাপাত্র—বনাম—নরোত্তম সিঙ্গু প্রভৃতি, ২৬ মার্চ ১৮৪৫ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৭, পৃ. ১৯৫।

॥০ ত্রিহুত রাজ্যের অর্দ্ধেকের অধিকার পাইবার দাবী উপস্থিত হইলে ঐ দাবী ডিস্‌মিস্ হইল এই হেতুতে যে ঐ রাজ্যের পূর্ব্বাধিকারী প্রতিবাদিকে যে দস্তাবেজ লিখিয়া দেন তদনুসারে ঐ রাজ্য প্রতিবাদিকে অর্শিয়াছে আর ঐ অধিকার বহুকালহইতে স্থাপিত কুলাচারানুসারেই হইয়াছে এবং তৎ কুলে রাজ্যাধিকার সমগ্ররূপে পুরুষানুক্রমে জ্যেষ্ঠকে অর্শিয়াছে। মহারাজকুমার বাসুদেব সিংহ—বনাম—মহারাজা রুদ্র সিংহ বাহাদুর। ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৭, পৃ. ২২৮।

॥/০ কোন কুলাচারানুসারে অবীরা স্ত্রীগণ বিষয়ে অনধিকারিণী হওয়াতে ও বিষয়াধিকারি চার ভ্রাতার লিখিত এবং প্রমাণার্থে প্রদর্শিত একরার নামায় উক্তরূপ কুলাচার থাকা প্রকাশ পাওয়াতে বিচার হইল যে উপরিউক্ত অবীরা নারীরা বিষয়াধিকারিণী নয়। রসিকলাল ভঞ্জ প্রভৃতি—বনাম—পরশমণি, ৯ জুন ১৮৪৭ সাল। সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি পৃ. ২০৫।

॥৵০ কোন বংশে যদ্যপি এমত কুলাচার থাকে যদ্দ্বারা সমগ্র বিষয় ধনির জ্যেষ্ঠপুত্রকে অর্শে তথাপি যদি ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র নিজ ভ্রাতাদিগকে ঐ বিষয়ের অধিকারি বলিয়া রীতিমত স্বীকার করিয়া থাকেন তবে তাদৃশ কুলাচার থাকিলেও ঐ স্বীকারানুসারে কার্য্য করিতে হইবে। রাজা বিশ্বনাথ সিংহ—বনাম—রামচরণ মজুমদার। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫০ সাল। সদরদেওয়ানী আদালতীয় নিষ্পত্তি পৃ. ২০।

কিন্তু কোন ভ্রাতা যদি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াথাকেন এবং যদি দত্তক অধিকারী না হওয়ার কুলাচার থাকার ও ঐ দত্তক অশাস্ত্ররূপে গৃহীত হওয়ার আপত্তি উপস্থিত হয় তবে উক্তরূপ স্বীকার জ্যেষ্ঠপুত্রের অনিষ্টে ঐ দত্তকের ফলজনক হইয়া ঐ আপত্তি সত্য কি না তাহার অনুসন্ধানের বাধাজনক হইবে না। ঐ।

---

* কিন্তু বোধ হইতেছে যে যদিও আর২ পুত্রকে বাদিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রই ঘাটওয়ালী ভূমিতে অধিকারী হয়, তথাপি অপর পুত্রেরা ঘাটয়ালী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে ভরণপোষণের ব্যয় পাইতে অধিকারি।

II. In the case of Mahárájá Garur Náráyan Deo of Pachete *versus* Ananda Lál Singh it being placed beyond all doubt that, by the ancient custom of this family, the reigning Rájá is succeeded by his eldest son, and that other sons as well as the minor branches of the family receive merely an, allowance for their subsistence, and further that the successor to the *ráj* has full power to annul, cancel alter, modify, or confirm the arrangements of his predecessor as to him may seem fit, the majority of the Court accordingly pronounced a decree in favour of the appellant (plaintiff,) whose claim was to recover possession of a parganá granted by his predecessor. 14th February 1840. S. D. Rep. Vol. VI. p. 282.

III. In the case of Har Lál Singh *versus* Júráwon Singh it was held that a *ghátwáli mehal* in Zillah Bírbhúm, with reference to the usual practice and meaning of the term *ghátwál*, is not divisible, on the death of an incumbent among his heirs, but should devolve entire on the eldest son, or the next *ghátwál** 19th June 1837. S. D. A. R. Vol. VI. p. 169.

IV. In the case of Thákurái Chhattradhárí Singh *versus* Thákurái Tilakdhárí Singh the succession by primogeniture to an ancestral estate in *Chhotá* Nágpore was, agreeably to the family usage, upheld against a claim for division thereof under the Hindu law of inheritance. 22nd May 1839. S. D. A. R. Vol. VI. p. 260.

V. In the case of an estate in Mánbhúm, it was held that, according to the previous family custom succession vested in the eldest son of the deceased Rájá born of any of his wives, in preference to the eldest son of his Pát Rání. Rájá Raghu Náth Singh *versus* Rájá Harihar Singh. 8th June 1843 S. D. A. R. Vol. VII. p. 126.

VI. The *Kunwor* or the second son of a Rájá, on the death of his eldest son, A. the *Thákur*, made over the *Parganá* of Sonepore to A's sons. B. the *Kunwor's* younger son sued to participate. Held, that the *Kunwor's* eldest son, the *Thákur*, was entitled, agreeably to the family usage, to succeed to the *gadí* and to the entire estate, and B's claim was dismissed. Lálah Indranáth Sáhí Deo *versus* Thákur Káshí Náth Sáhí and others. 3rd Feb. 1845. Sudder Dewanny Adawlut Decisions, page 17.

VII. It is no bar to the division amongst heirs of an estate, the property of a Hindu family, that it previously belonged to another family, in which the custom had obtained that the whole estate should pass to the eldest son. Gopál Dás Sindh Mán Datta Mahápátra *versus* Narotum Sindh and others. 26th March 1845. S. D. A. R. Vol. VII. p. 195.

VIII. In a suit for succession to a moiety of the estate of the Rájá of Tirhut, the claim was dismissed on the ground that the succession devolved upon the defendant, in virtue of a deed executed in his favor by the late incumbent, such succession being in conformity with the long established usage of the family in which the title and estate had uniformly devolved entire for many generations. Mahárúj Kunwor Básudev Singh *versus* Mahárájáh Roodra Singh Báhádur. 27th Feb. 1846. S. D. A. Vol. VII. R. p. 228.

IX. Where, by the custom of a family, childless widows took no part of the inheritance, and an *Ikrárnámah*, executed by four brothers, who at the time owned the whole property, declaring the practice of the family as stated, was produced in evidence; it was held, that such childless widows were excluded from the inheritance. Rasik Lál Bhanja and others *versus* Parashmani. 9th June 1847. S. D. A. Decisions, p. 205.

X. The existence of a family usage, by which an estate descends to the eldest son of the proprietor will not preclude an eldest son from being bound personally to his brothers, by admissions formally made to them, acknowledging their right to co-heirship along with himself. Rájá Bishwa Náth Singh *versus* Rámcharan Majumdár. 16th February 1850, S. D. A. Decis. p. 20.

But such admissions will not be valid against the eldest son, in favour of an alleged adopted son of one of his brothers, so as to bar inquiry on the pleas that there is also a family usage which precludes inheritance by adoption, and that the adoption, alleged to have been made, was otherwise not correct according to law. Ibid.

---

* But it seems that although the eldest will succeed to the *ghatwali* lands to the exclusion of the others, the latter are entitled to maintenance if they choose to stay and perform a *ghatwal's* duty.

মহন্ত এবং সন্ন্যাসিদিগের ধর্ম্মসমাজে ব্যবস্থিত আচার এই যে মহন্ত গুরুরূপে যে চেলা অথবা শিষ্যগণকে ঐ সমাজের মত বা শাস্ত্র শিখান, তন্মধ্যে একজনকে উত্তরাধিকারি মনোনীত করেন, পরে ঐ মহন্তের মরণানন্তর তৎসমাজীয় নিকটবর্ত্তি মহন্তেরা ঐ মৃত মহন্তের ভাণ্ডারা অর্থাৎ ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়া সম্পাদনার্থে আসিয়া সভাকরেন, এই সভায় মৃত মহন্ত যাহাকে উত্তরাধিকারি মনোনীত করিয়া গিয়া থাকেন সেই প্রায় তৎপদাভিষিক্ত হয়।

॥৶০ কোন মৃত মহন্তের উত্তরাধিকারী হইবার নিমিত্তেতেজ গীর সন্ন্যাসী গণেশ গীরের নামে নালিশ করিলে সদরদেওয়ানীর জজ শ্রীযুক্ত হেনরি কোলব্রুক সাহেব ও ফম্বেল সাহেব ঐ সমাজীয় পঞ্চাএতে মকদ্দমা সমর্পণ করিলেন। এই সমাজ ইহা বয়ান করিয়া যে গণেশ গীর কখনো মনোনীত হয় নাই ও বিরোধীয় মঠ দখল পায় নাই, লিখিলেক যে তৎ সমাজের ব্যবহারানুসারে মহন্তের খাস অথবা প্রধান চেলাই তাহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। প্রেম গীরের ভাণ্ডারাতে তাহার প্রধান চেলা তেজ গীর উত্তরাধিকারী মনোনীত হয় এবং তেজ গীরের মরণে তাহার প্রধান চেলাওমারাও গিরের ঐ পদ প্রাপ্য হওয়াতে সে তদনুসারে মনোনীত হইয়াছে। জিলা ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের পণ্ডিতেরা উক্ত রূপ নিষ্পত্তিকে শাস্ত্রীয় বলিয়া মানিলেন। উক্ত নিষ্পত্তি সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতদিগের নকটেও সমর্পিত হইলে, তাঁহারা রিপোর্ট করিলেন যে সন্ন্যাসি সমাজের মতানুসারে কোন সন্ন্যাসির চেলা অথবা মনোনীত শিষ্যই তাহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হয়। অনন্তর উক্ত পঞ্চাএতের নিষ্পত্তির অনুসারে এবং কএক আদালতের পণ্ডিতদিগের মতানুসারে সদর দেওয়ানী আদালত ওমরাও গীরের হক্কে ডিক্রী দিলেন *। গণেশ গীর—বনাম—ওমরাও গীর। ৯ নবেম্বর ১৮০৭ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ২১৮।

৸০ বাদী এই এজহারে অথবা বুনিয়াদে মহন্তীর দাবী উপস্থিত করে যে মৃত মহন্ত তাহাকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং সে তৎপদে রীতমত অভিষিক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার দাবী সাব্যস্ত না হওয়াতে তাহা ডিস্‌মিস্ হইল। পরন্তু যেহেতু মঠ সংক্রান্ত ভূমিতে অধিকারী প্রতিবাদী রীতিমত মনোনীত ও মহন্তের মরণে তৎপদে অভিষিক্ত হয় নাই অতএব সদর আদালতের জজ শ্রীযুক্ত হ্যারিংটন্ সাহেব আদেশ করিলেন যে প্রতিবাদী যদি মহন্ত পদ পাইতে যোগ্য হয় তবে তাহাকে মনোনীত ও পদাভিষিক্ত করণের নিমিত্তে, নতুবা যে ব্যক্তির তৎপদ প্রাপ্য, তাহাকে মনোনীত ও অভিষিক্ত করিবার জন্যে, মহন্তদিগের সভা করা যায়। গঙ্গাদাস প্রভৃতি—বনাম—তিলকদাস। ২৬ নবেম্বর ১৮১০ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩০৯।

৸৶০ মায়া গীরের বিরুদ্ধে ধনসিংহ গীরের মকদ্দমায় এমত সাব্যস্ত হওয়াতে যে মৃত মহন্ত তুলা গীর মায়া গীর প্রতিবাদিকে আপন স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিয়া আর২ শিষ্যগণকে কিঞ্চিৎ২ অংশদিয়া গিয়াছেন এই কারণে যে তাহারা তাহার বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে; এবং ভাণ্ডারাতে ঐ তেজ গীর মৃত মহন্তের উত্তরাধিকারিত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াছে, ও বাদী তৎকালে উপস্থিত থাকিয়াও তাহাতে কোন আপত্তি করে নাই বাদির দাবী ডিস্‌মিস্ হইল। ১৫ আগষ্ট ১৮০৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ১৫৩।

দ্রষ্টব্য—রামরতন দাস—বনাম—বনমালী দাস। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮০৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ১৭০।

১৪৮ ও ১৪৯ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর।

/০ খেদন সিংহ ও হরলাল সিংহের বিরুদ্ধে সমরণ সিংহ প্রভৃতি আপিলাণ্টের মকদ্দমায় রেস্পণ্ডেণ্টেরা তৎকুলে বিশেষ আচার থাকার আপত্তি করিলেক এবং জাহের করিলেক যে তদাচারানুসারেই দায়াধিকার নির্ণয় কর্ত্তব্য। এবং তাহারা দুই দৃষ্টান্ত দর্শাইলেক যাহাতে ধনির পত্নীগণের সংখ্যানুসারে বিভাগ হইয়াছিল তাহাদের গর্ভজাত পুত্রের সংখ্যানুসারে ভাগ হয় নাই। ব্যবস্থার নিমিত্তে এই মকদ্দমার কাগজপত্র পণ্ডিতদিগের নিকট সমর্পিত হইল। এবং তাঁহাদের লিখিত ব্যবস্থা পাঠে জানাগেল যে যে আচারের অনুরোধে শাস্ত্রীয় বিধানের অন্যথাচরণকে বৈধরূপে স্থিরতর রাখা উচিত তাহা বহুকাল হইতে তৎকুলে পুরুষানুক্রমে ক্রমিক প্রচলিত থাকা চাই এমত হইলে তবে তদাচার কুলাচার বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

* যে স্থলে উত্তরাধিকারী মনোনীত হয় নাই সেই স্থলে বর্ত্তমান নিষ্পত্তি নজীর বলিয়া মান্য, এবং যদ্যপি উপরিউক্ত মকদ্দমার তদারকে বোধ হইতেছে যে এই প্রকার সকল মকদ্দমাতেই মৃত মহন্তের ভাণ্ডারায় মহন্তদিগের সভা হইয়া সেই সভায় তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত ও তৎপদাভিষিক্ত হওয়া আবশ্যক তথাপি ইহাই নিশ্চিত নিয়ম বোধ করিতে হইবে যে মহন্তের খাস অথবা প্রধান চেলা তাহার উত্তরাধিকারী।

According to the established custom of the religious order of *mohantas* or *sanyásis*, it appeared that, out of the *chelás* or pupils whom the *mohanta*, in his capacity of *Guru* or spiritual teacher, instructs in the doctrine of the sect, some one is selected by him to succeed at his decease; and that, after his death, the *mohantas* of other similar institutions in the vicinage convene an assembly of the order, for performing the *bhándárá* or funeral obsequies, at which they generally confirm the nomination made by the deceased, and install the pupil he selected as his authorised successor.

XI. On a claim by Tej Gír, a *sanyási*, against Ganesh Gír, to the succession of a deceased *mohanta*, the Sudder Court (present Messrs. H. Colebrooke and J. Fombell) referred the case to a *pancháet* (or religious assembly) of the sect, who after reciting that, Ganesh was never elected, and got possession of the *math* or temple (in dispute), stated that, according to the usage of the sect, the proper successor to a *mohanta* was his *khás chelá* or principal pupil; that at the obsequies of Prem Gír, Tej Gír, his principal pupil, was elected his successor; and that (on the death of Tej Gír) Omráo Gír, the principal pupil of Tej Gír, was the person now entitled to the office, and has been elected accordingly. The pandits of the Zillah and provincial courts certified the legality of this award. The pandits of the Sudder Dewanny Adawlut having also been referred to, reported that, "by the law of the *Sanyási* sect, a *Guru* or spiritual teacher must be succeeded in his rights or possessions by his *chelá* or adopted pupil." In conformity with the award of the *pancháet* and the opinions of the law officers of the respective courts, the Sudder Court passed judgment in favor of Omráo Gír*.—Ganesh Gír *versus* Omráo Gír. 9th November 1807. S. D. A. Rep. Vol. I. p. 218.

XII. In a suit for a *mohanti*, on the ground that the plaintiff was the successor appointed by the last incumbent, and afterwards regularly installed, the case was not made out, and the claim was dismissed. But the defendant in possession of the endowed lands not having been regularly elected or installed after the death of the last *mohanta*, as required by the usage of the sect, the Court (present Mr. Harington) directed that an assembly of *mohantas* should be convened to elect and install the defendant, if entitled, or another person in whom the title might be vested. Gangá Dás and others *versus* Tilak Dás. 26th November 1810. S. D. A. Rep. Vol. I. p. 309.

XIII. In the case of Dhan Sing Gír *versus* Máyá Gír, it being proved that the late *mohanta* Tulá Gír appointed the defendant (Máyá Gír) his principal pupil, and portioned off other pupils, that they might not interfere with him; that he was installed as the successor at the celebration of the obsequies; and that the plaintiff was present at that time, and did not then set up any pretensions; the plaintiff's claim was dismissed. 15th August 1806. S. D. A. Rep. Vol. I. p. 153.

See also the case—Rám Ratan Dás *versus* Banomálí Dás. 26th September 1806. S. D. A. Rep. Vol. I. p. 170.

*Cases.* bearing on the vyavasthás Nos. 148 & 149.

I. In the case of Samran Singh and others, appellants, *versus* Khedan Singh and Har Lál Singh, the respondents pleaded the peculiar usage of their family, which, they averred, was sufficient to regulate the mode of succession: and they adduced two instances, in which the distribution had been made by the number of wives without any reference to the number of sons that they had borne respectively. The proceedings in this case were delivered to the *Pandits* for an exposition of the Hindu law, and from their written opinion, it appeared that, to legalize any deveation from the strict letter of the law, it was necessary that the usage should have been prevalent during a long succession of ancestors in the family, when it becomes known by the name of *kuláchár*. In support of these opinions the following texts of

* The present decision establishes a precedent where no successor has been nominated; and it may be considered the ascertained rule, in such cases, that "the proper successor of a *Mohanta* is his *khás* or principal pupil;" though, from the result of enquiries instituted in the case above noticed, the election or installation of the successor by an assembly of *Mohantas* at the obsequies of the deceased *Mohanta*, appears to be in all cases indispensable and conclusive.

এই মতের পোষকতায় নিম্ন লিখিত বৃহস্পতির ও কাত্যায়নের বচন ধৃত হয়,—"এক জাতীয়া দুই কিম্বা অধিক পত্নীর গর্ভজাত সম সংখ্যক পুত্র হইলে মাতৃ সংখ্যানুসারে বিভাগ হইবে, কিন্তু (ভিন্ন স্ত্রীর গর্ভজাত) পুত্রের সংখ্যা অসমান হইলে পুত্রগণের সংখ্যানুসারে বিভাগ হইবে"। "যে স্থলে কুলাচার পুরুষানুক্রমে দৃঢ়রূপে চলিয়া আসিয়াছে সে স্থলে তাহা কর্ত্তব্য কর্ম্মরূপে অভিহিত, অতএব তাহা অবশ্য মানিতে হইবে"। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রথম ও দ্বিতীয় জজ (যাঁহারা এই আপীলের বিচার করেন) উক্ত ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অদ্বৈধভাবে এইরায় দিলেন যে যেমত আচার প্রযুক্ত দায়শাস্ত্রীয় (সাধারণ) বিধানের অন্যথা হইতে পারে রেস্পণ্ডেণ্টরা তেমত আচার সাব্যস্ত করিতে পারে নাই অতএব তাহারদিগকে সাধারণ জমীদারীর দুই আনা দেওনের আজ্ঞা দিলেন। ২৭ জুন ১৮১৪ সাল। স. দে আ. রি. বা. ২ পৃ. ১১৬ ও ১১৭।

৵০ কোলাহল সিংহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে বাবু গিরিবর ধারি সিংহের মকদ্দমায় প্রমাণের দ্বারা এমত দৃষ্ট হওয়াতে মৃতধনির ত্যক্ত বিষয় সমগ্ররূপে ক্রমিক প্রধান দায়াধিকারিকে অর্শে নাই কিন্তু কখন২ সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত যে সেই পাইয়াছিল কখনো বা ভিন্ন উত্তরাধিকারিরা একত্র দখল করিয়াছিল, সদর দেওয়ানী আদালত কুলাচারানুসারে বাদির দাবী অসাব্যস্ত বিবেচনা করিলেন, এবং দায়শাস্ত্রানুসারে বিষয় বিভক্ত হইবার হুকুম দিয়া একজনে যে তাহা সমগ্র পাইবার দাওয়া করিয়াছিল তদন্যথায় ঐ দায়াদগণের মধ্যে বিভক্ত হওনের ডিক্রী সাদের করিলেন। ১৯ জানুয়ারি ১৮২৫ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৪, প. ৯।

আপিলে প্রিবিকৌন্সিল এই নিষ্পত্তিকে ১৮৪০ সালের ৮ ডিসেম্বর তারিখে স্থিরতর রাখিয়াছেন। দ্রষ্টব্য—মুর্স্ ইণ্ডিয়ান আপিল, বা. ২, পৃ. ৩৪৪।

৶০ত্রিপুরার মৃত রাজার পুত্রের বিরুদ্ধে তদ্রাজ্যাধিকারের নিমিত্তে যুবরাজের মকদ্দমাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত জে. এইচ. হ্যারিংটন ও জে. ফম্বেল সাহেব উপলব্ধি করিলেন যে যে রাজকর্ত্তৃক যুবরাজ নিযুক্ত হয়েন তাহার মরণকালীন যদি ঐ যুবরাজ জীবিত রহেন। তবে অধর্ম্ম বা বল পুর্ব্ব নিবারিত না হইলে কুলাচারানুসারে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াথাকেন। অতএব এমত কুলাচার বিষয়ে শাস্ত্রের মত কি তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতদিগের নিকট ত্রিপুরার রাজবংশাবলি সমর্পণ করণানন্তর নিম্ন লিখিত কএক প্রশ্ন করিলেন।

১ যুবরাজ পদে কি বুঝায় এবং শাস্ত্রে ঐ পদ কাহার প্রতি প্রয়োগ করা যায়?

২ ভুম্যধিকারি কোন হিন্দু রাজবংশের যদি এমত আচার থাকে যে রাজা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া স্বসম্পর্কীয় এক জনকে যুবরাজ নিযুক্ত করেন এবং রাজার মরণে ঐ যুবরাজ রাজ্যাধিকারী হয়েন, তবে এমত কুলাচার বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্র বিরুদ্ধ কি না?

৩ যদি কোন কুলে উক্ত রূপ আচার পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়া থাকে ও তাহাতে যদি রাজা রাজধর মাণিক রাজসিংহাসনারূঢ় হইয়া ধর্ম্ম মাণিকের প্রপৌত্র (রেস্পণ্ডেণ্ট) দুর্গামণিকে যুবরাজ নিযুক্ত করিয়া থাকেন, এবং অনন্তর নিজ পুত্র রাম গঙ্গা দেবকে যদি বড় ঠাকুর নিযুক্ত করিয়া থাকেন তবে শাস্ত্র অথচ কুলাচারানুসারে রাজা রাজধর মাণিকের মরণান্তে দুর্গামণি যুবরাজ বলিয়া ঐ রাজ্যাধিকারী কি রাম গঙ্গাদেব মৃত রাজার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী বলিয়া অধিকারী?

পণ্ডিতেরা উত্তর দিলেন যথা—১ যুবরাজ পদে যুবা রাজা বুঝায়। শাস্ত্রাদিষ্ট ক্রিয়া বিশেষ সম্পন্ন করিলে রাজার তনয় যুবরাজ হইতে পারেন, এবং যুবরাজ পদ যথার্থত এই রূপ ব্যক্তির প্রতি-ই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রাজার ভ্রাতা কিম্বা অন্য কুটুম্ব উক্ত ক্রিয়া নিষ্পাদন পুর্ব্বক যুবরাজ নিযুক্ত হইতে পারে এবং ব্যবহার থাকিলে শেষোক্ত ব্যক্তির প্রতিও যুবরাজ পদ প্রয়োগ করা যায়। ২ যদি কুলে ক্রমাগত রাজ্যে কোন রাজা অভিষিক্ত হইয়া নিকট সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে যুবরাজ নিযুক্ত করেন তবে রাজার মরণান্তে ঐ ব্যক্তি যুবরাজ বলিয়া রাজ্যাধিকারী হয়। যেকুলে এইরূপ আচার পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে ঐ আচার বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে বৈধ। ৩ রাজার মরণে তাঁহার পুত্র থাকিতে ও নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি যুবরাজ হইলে তিনি রাজ্যাধিকারী হয়েন। অভিযোগ সংক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে উক্ত রূপে আচার বহুপুরুষ পরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে রাজারাজধর মাণিকের মরণে তদ্রাজ্য যুবরাজ দুর্গামণির প্রাপ্য, রাম গঙ্গাদেব পুত্র বলিয়া অধিকারী নহেন।

Vrihaspati and Ka´tya´yana were cited :—"Where there are an equal number of sons borne of two or more different wives, equal in degree, the distribution is to be regulated according to the mothers; but where the number of the sons (by different wives) is unequal, the distribution is to be regulated by the number of sons." "Where a usage is hereditarily and scrupulously adhered to, it acquires the appellation of duty; and must be adhered to." On receiving the above exposition of the law, the first and second Judges of the Sudder Dewanny Adawlut, who tried the appeal, being clearly of opinion that the plaintiffs had not proved such a usage as is required to justify a deviation from the Hindu law of inheritance, awarded them a two anna share of the *Zemindaree* (in conformity with the Hindu law). 27th June 1814. S. D. A. Rep. Vol. II. pp. 116, 117.

II. In the case of Bábu Grivar Dhárí Singh *versus* Koláhal Singh and others, it appearing on evidence that the estate of the deceased had not invariably devolved entire on the chief heir, but had been taken by the most competent, and had been occasionally held by several heirs conjointly, the Sudder Court considered the plaintiff's claim under the custom of the family not established, and ordered the estate to be divisible among the heirs according to the Hindu law of inheritance, and decreed partition of the estate among the heirs in opposition to the claim of one heir to hold the same as an individual estate. 19th January 1825. S. D. A. Rep. Vol. IV. p. 9.

This decision was in appeal confirmed by the Judicial Committee of the Privy Council on the 8th December 1840. See Moore's Indian Appeals, Vol. II. p. 341.

III. In the suit instituted by the *Jubaráj* against the son of the late *Rájá* of Tiprah, for succession to the Tiprah *Zemindaree,* the Court (present J. H. Harington and J. Fombell) observed that by the usage of the family, the person appointed *Jubaráj* by the *Rajá* for the time being, if alive at the time of the *Rajá's* demise, appeared to have regularly succeeded, unless prevented by force or other undue means. To determine the Hindu law, with reference to such custom, the Court, after delivering the genealogical tables into the hands of their pandits, proposed to them the following questions:

1*st*. What is implied by the word *Jubaráj ?* And to whom does the *Shástra* apply that term ?

2*nd*. If it be the custom of a Hindu family, possessing a *ráj* and *Zemindaree,* that the *Rájá*, on succeeding to the *ráj*, appoint one of his relatives to be *Jubaráj*: and that, on the demise of the *Rájá*, the person so appointed *Jubaráj*, succeed to the *ráj* and *Zemindaree,* is such a family custom repugnant, or not, to the Hindu law of Bengal ?

3*rd*. If in a family, in which the custom above mentioned has existed for generations, *Rájá* Rájdhar Mánik on his accession to the *ráj* appointed Durgá Mani (the respondent), great-grandson of Dharma Mánik to be *Jubaráj;* and afterwards appointed his own son Rámgangá Deo (the appellant) to be *Bara Thákur;* under such circumstances, according to the law, as well as the custom of the family, whether had Durgá Mani the right to the *ráj* and *Zemindaree,* as *Jubaráj,* on the demise of Rájdhar Mánik, or Rámgangá Deo, as son and heir of the last Rajá ?

The answers delivered by the pandits were as follows. 1st. The term *Jubaráj* implies young Rajá. The son of a *Rajá* may be constituted *Jubaráj,* on performance of certain ceremonies prescribed by the *Shástra,* and the term be applied to him in its literal meaning. A *Rája's* brother, or other relative, may also be constituted *Jubaráj,* with the ceremonies above alluded to; and the term, as applied to the latter, is in a sense which usage has given it. 2nd. If a *Rájá*, on his succession to the *Ráj* of his family, constitute one of his near relations *Jubaráj,* such person, as *Jubaráj,* succeeds to the *Rájá* at his demise. The custom is legal, in families where it has subsisted for generations, according to the authorities of the *Hindu law* current in Bengal. 3rd. On the demise of the *Rája,* a near relation succeeds, as *Jubaráj,* even though there be a son of the deceased. The custom, specified above, having existed in the family of the parties for many generations, Durgá Mani, on the death of Rájá Rájdhar Manik, was entitled to succeed as *Jubaráj;* and Rámgangá Deo, as the son, had no title to the succession.

পণ্ডিতদিগের উক্ত উত্তর বিবেচনা পুর্ব্বক সদর আদালত বিচার করিলেন যে শাস্ত্রসিদ্ধ কুলাচারানুসারে রেস্পণ্ডেণ্ট যুবরাজত্বহেতু যথার্থতঃ মৃত রাজার উত্তরাধিকারী, কিন্তু যেহেতু স্থাপিত আচার ও ১৮০০ সালের ১০ আইনের ২ ধারানুসারে উক্ত জমীদারী বিভাজ্য নয় অতএব আদালত নিষ্পত্তির মধ্যে বিধান করিলেন যে রেস্পণ্ডেণ্ট জমীদারী অধিকার করিবেন কিন্তু পরিবারীয় ব্যক্তিরা যে ভরণ পোষণ পাইয়া আসিয়াছে এবং আর যে সকল নিয়মিত খরচ আছে তাহা তাঁহাকে দিতে হইবে *। রাম গঙ্গাদেব আপিলাণ্ট—বনাম—দুর্গামণি যুবরাজ—রেস্পণ্ডেণ্ট। ২৪ মার্চ ১৮০৯ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ২৭০।

নিম্ন লিখিত মকদ্দমাও দ্রষ্টব্য—

অর্জুন মাণিক ঠাকুর—বনাম—রামগঙ্গাদেব। ২৪ মার্চ ১৮২০ স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ১৩৯।

রাণী সুমিত্রা—বনাম—রামগঙ্গা মাণিক। ২৬ জুলাই ১৮২০ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ৪০।

এই আচার যদনুসারে বিনাবিভাগে বরাবর ভূম্যধিকার এক মাত্র উত্তরাধিকারিকে অর্শে, ১৮০০ সালের ১০ আইনে বৈধ কথিত হইয়াছে অতএব হিন্দুশাস্ত্র ঘটিত আইন করার আবশ্যক ছিল না, কেননা ঐ শাস্ত্রই এমত বলাতে যে বিশেষ আচার শাস্ত্রীয় সাধারণ বিধানের উপর প্রবল। "কেবল শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া নিষ্পত্তি কর্ত্তব্য নয়, যেহেতু যুক্তিহীন বিচারে † ধর্ম্মহানি হয়" † বৃহস্পতি।

এই এজহারে বিষয়াধিকারের নিমিত্তে কৃত অভিযোগে যে তদবংশের এমত কুলাচার আছে যে পুত্র থাকিতেও তাহাকে নিরাস করিয়া ভ্রাতা অধিকারী হয়, এমত প্রমাণ হইলে যে কুলাচার এরূপ ছিল না কিন্তু কেবল একবার এক ভ্রাতা অন্যায় ও বল পুর্ব্বক আপনার অধিকার স্থাপন করিয়াছিল, বাদীর দাবী অগ্রাহ্য হইল। প্রতাপদেব—বনাম—সর্ব্বদেব রায়কত। ১৯ জানওয়ারি ৮১৮ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ২৪৭।

১৫৩ সংখ্যাক ব্যবস্থার নজীর।

/০ যে স্থলে মিথিলা হইতে আসিয়া কোন বংশ পুরুষানুক্রমে বঙ্গদেশে বাস করিয়াছে এক ধর্ম্ম কর্ম্ম করণে মিথিলায় চলিত শাস্ত্রীয় বিধান বরাবর পালনকরে নাই, এবং যে বিরোধী ভূমি বঙ্গদেশে ছিল বিচার হইল যে স্থলে বঙ্গীয় দায়শাস্ত্র খাটিবে। রাজচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী—বনাম—গোকুলচন্দ্র গুহ। ২২ জুন ১৮০১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৪৩।

৵০ কিন্তু যাহারা মিথিলা হইতে আসিয়া তাবৎ বিষয়েই বরাবর তদ্দেশের আচার ও ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছে দায়াধিকারে তাহাদের কৃত দাবীতে উপরিউক্ত বিচারানুসারে বিচার হইল যে তাহাদের মকদ্দমায় মিথিলা প্রচলিত শাস্ত্র খাটিবে। গঙ্গাদত্ত—বনাম—শ্রীনারায়ণ রায় প্রভৃতি। ২৪ এপ্রেল ১৪১২ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ১১।

৶০ রাজেন্দ্র নারায়ণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে রতিপতিঝার মকদ্দমায় প্রিবিকৌন্সিলের জুডিস্যাল কমিটী ও উক্ত রূপ বিচার করিয়াছেন। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ সাল। মুরস্ ইণ্ডিয়ান আপীল বা. ২, পৃ. ১৩২। মর্লিসাহেবের ডাইজেষ্ট বা. ১, ৩৩২।

।০ বঙ্গদেশীয় কোন সদ্গোপ বংশ বহুকাল যাবৎ মিথিলাতে গিয়া বাস করে, এবং প্রমাণদ্বারা প্রতীত হইল যে তাহারা মিথিলার শাস্ত্রানুগামি হইয়াছে এবং তদ্দেশাচার পালন করিয়াছে, বিচার হইল যে তাহাদের বিষয়ে মিথিলা প্রচলিত শাস্ত্র খাটিবে। রাণীপদ্মাবতী—বনাম—বাবুদুলার সিং হ প্রভৃ। ৩০ জুন ১৮৪৭ সাল। হস্ত লিখিত প্রিবী কৌন্সলীয় রিপোর্ট দ্রষ্টব্য—মর্লিজ ডাইজেষ্ট বা. ১, পৃ. ৩৩২।

।/০ এক সদ্গোপ-ব্রাহ্মণ-বংশ মকদ্দমা উত্থাপনের বহুকাল পুর্ব্বে মেদিনীপুরে গিয়া বাস করিয়াছিল, পরন্তু এমত প্রমাণ হওয়াতে যে তাহারা স্বদেশীয় শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে বিচার হইল যে তাহারা বঙ্গদেশীয় দায়শাস্ত্রানুসারে তাহাদের মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে। রাণী শ্রীমতী দেবী—বনাম—রাণী কুন্দলতা প্রভৃতি। ডিসেম্বর ১৮৪৭। প্রিবি কৌন্সলীয় মকদ্দমার নোট। দ্রষ্টব্য—মর্লি সাহেবের ডাইজেষ্ট বা. ১, পৃ. ৩৩২।

---

* এই নিষ্পত্তি ১৮০০ সালের ১০ আইনের দুই ধারার বিধানের সহিত মিলে তাহা এই যে মেদিনীপুর ও আর জিলার জঙ্গল মহল সকলে যে আচার ব্যবস্থাপিত হইয়াছে এবং যদনুসারে কোন ভূম্যধিকারী উইল না করিয়া মরিলে তাহার ভূম্যধিকার কেবল এক জনকে অর্শে অ.র২ উত্তরাধিকারিকে অর্শে না তাহার উপর ১৭৯৩ সালের ১১ আইন প্রবল হওয়া বিবেচিত হইবে না। যুবরাজ নিযোগে ফলতঃ উত্তরাধিকার ইচ্ছানুসারে সমর্পণ বিষয়ে এই মকদ্দমায় হওয়া ডিক্রীও ১৭৯৩ সালের ১১ আইনের ৩ ধারার মর্ম্মান্তগত বিবেচিত হইতে পারে যাহাতে আদেশ আছে যে কোন ভূম্যধিকারি আপন সমগ্র ভূম্যধিকার অন্য সকলকে না দিয়া এক বা একাধিক ব্যক্তিকে উইল বা অন্য দস্তাবেজ দ্বারা অথবা বাচনীক দান করিতে পারেন যদি ঐ দান ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের আইন অথবা হিন্দু বা মহম্মদীয় শাস্ত্রের বিরুদ্ধ না হয়। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ২৭৩।

† অথবা" সনাতন আচারের উপেক্ষায় বিচারে" কেননা যুক্তি উভয়ার্থক। দ্রষ্টব্য—কোল্. ডা. বা. ২, পৃ. ১২৮।

On consideration of the above answers of their pandits, the Court held that, according to the family custom, sanctioned by the Hindu law, the respondent was the rightful successor, as *Jubaráj*, to the late Rájá; but as, according to established usage, and under the provisions of section 2, Reg. X. 1800, the *Zemindaree* is not liable to division, the Court at the same time provided in the judgment that respondent should hold the *Zemindaree*, subject to the usual charge for maintenance of members of the family and other established disbursements.* Rám Ganga Deo, appellant, *versus* Durgá Mani Jubaráj, respondent 24th March 1809. S. D. A. Rep. Vol. I. p. 270.

See also the following cases:—

Arjun Mánik Thákur and others *versus* Rám Gangá Deo. 24th March 1820. S. D. A. Rep. Vol. II. p. 139.

Raní Sumitrá *versus* Rám Gangá Mánik. 26th July 1820. S. D. A. Rep. Vol. III. p. 40.

This custom, by which the succession to landed estates invariably devolves on a single heir, without division, has been recognized and declared legal by Reg. X. of 1800. A formal enactment was not perhaps necessary as far as the Hindu law is concerned, that law itself providing for exceptions to its general rules, by declaring that particular customs shall supersede general laws. "A decision must not be made solely by having recourse to the letter of written codes, since, if no decision were made according to the reason of the law†, there might be a failure of justice." *Vrihaspati.*

IV. A claim to an estate on the plea of family usage, whereby a brother succeeds a brother to the prejudice of surviving sons, disallowed, on proof that such was not the family usage, but only in one instance the brother had seized on and maintained his title by violence. Pratáp Deb *versus* Sarbba Deb Ráykat. 19th January 1818. S. D. A. Rep. Vol. II. p. 249.

*Cases* bearing on the vyavasthá No. 153.

I. The Bengal law of inheritance was held to be applicable where a family had migrated from Mithilá and resided for generations in Bengal, and had not uniformly observed the religious ordinances of Mithilá, and the contested lands were situated in Bengal. Rájchandra Náráyan Choudhurí *versus* Goculchandrá Guha. 22nd June 1801. S. D. A. Rep. Vol. I. p. 43.

II. But claimants to an inheritance, who had migrated from Mithilá and had continually practised the usages of Mithilá in every respect, were, on reference to the decision in the above case, held to be entitled to the benefit of the laws of Mithilá. Gangá Datt Jhá *versus* Srínárayan Ráy and another. 24th April 1812. S. D. A. Rep. Vol. II. p. 11.

III. The same point was decided by the Judicial Committee of the Privy Council in the case of Ratchepatí Datta Jhá and others *versus* Rájendra Náráyan and another. 12th February 1839. 2 Moore Ind. App. p. 132.

IV. Where a family of Bengalí Shúdra Sudgops had migrated to Mithilá at a remote period, and it was proved by the evidence that they had adopted the laws and customs of Mithilá, the Mithilá law of inheritance was held to be applicable. Rání Padmávatí *versus* Bábu Dulár Singh and others. 30th June 1847. M S. Notes of P. C. Cases—See Morley's Digest, Vol. I. p. 332.

V. A family of Sudgop Bráhmans, who had, many years previously to the institution of the original suit, migrated to Midnapore, were, upon proof that they retained their laws and religious observances, held to be entitled to the benefit of the Bengal laws of inheritance. Rání Srímatí Debí *versus* Rání Kunda Latá and others. Dec. 1847. Notes of P. C. Cases—See Morley's Digest, Vol. I. p. 332.

* The principle of this decision corresponds with the rule prescribed in section 2, Reg. X. 1800, that regulation 11 1793, shall not be considered to supersede or affect any established usage, which may have obtained in the *Jangle Mahals* of Midnapore, or other districts, by which the succession to landed estates, the proprietor of which may die intestate, has hitherto been considered to devolve to a single heir, to the exclusion of the other heirs of the deceased. Regarding the appointment of a *Jubaráj*, as a virtual devise of the succession, the decree in this case may also be considered within the spirit of Section 6, regulation XI. 1793, which allows any actual proprietor of land to bequeath or transfer his or her entire landed estates to one or more persons, in exclusion of all others, by will, or other writing, or verbally; provided that the bequest or transfer be not repugnant to the regulations of the British Government, nor contrary to the Hindu or Mahomedan law. S. D. A. Rep. Vol. I. p. 273.

† Or according to immemorial usage; for the word "*Jukti*" admits both senses. See Colebrooke's Digest, Vol. II. p. 128.

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ।

### জীবিকা-বিষয়ক।

যদ্যপি বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়শাস্ত্রের বিধান এই যেযে ব্যক্তি পিণ্ডদান দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী সেই মৃত ধনির দায়াধিকারী হয়, তথাপি শাস্ত্রকর্ত্তারা ভাবি ভাবনা ভাবিয়া এমনি সকরুণ বিধান করিয়াছেন যে সঙ্গতি থাকিতে মৃতের অস্বতন্ত্র পরিবারে উপায় থাকিতে ক্লেশ পাইবে না অর্থাৎ শাস্ত্রে আদেশ করিতেছেন যে তদ্রূপ ব্যক্তিরা ধনিরত্যক্ত বিষয় হইতে জীবিকা পাইতে অধিকারি *।

যদ্যপি বঙ্গদেশ-প্রচলিত দায়শাস্ত্রস্য বিধানমেতদ্ যৎ যঃ পিণ্ডদানেন সর্ব্বাপেক্ষয়াধিকমুপকরোতি সএব মৃতস্য ধনিনো দায়াধিকারী, তথাপি শাস্ত্রকর্ত্তৃভির্ভাবি বিচিন্ত্য সকরুণমেবম্ বিহিতং যৎ সতি সম্ভবে মৃতস্যানাথ পরিবারাঃ ক্লেশম্ প্রাপস্যন্তি, অর্থাৎ তৈরিদমাদিষ্টং যত্তাদৃশ পরিবারাঃ ধনিনো ত্যক্ত বিষয়াজ্জীবিকাং লব্ধুমধিকারিণো ভবন্তি *।

জীবিকাধিকারি ব্যক্তিরা দুই প্রকার। প্রথম—যাহারা মৃত ধনির অবশ্য পোষ্য পরিবার (এবং ঃ মধ্যে অনেকে অধিকারি শৃঙ্খলা মধ্যে পরিগণিত)। দ্বিতীয়—যাহারা দায়াধিকারির সহিত তুল্যাধিকারি হইত, কেবল দোষ বা কুৎসাচার প্রযুক্ত অনধিকারি হইয়াছে।

জীবিকাধিকারিণো দ্বিবিধাঃসন্তি। প্রথমে—যে মৃতস্য ধনিনোঽবশ্য পোষ্য পরিবারাঃ, (যেষামনেকে অধিকারিশৃঙ্খলায়াং পরিগণিতাশ্চ)। দ্বিতীয়াঃ—যে দায়াধিকারিণাসহ তুল্যাধিকারিণো ভাব্যাঃ কেবলং দোষেণ কুৎসাচারেণ বা অনধিকারিণো জাতাঃ।

প্রথম শ্রেণিস্থ পোষ্যগণের অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্তির অধিকার মনু প্রভৃতির সকরুণ বচন মাত্র মূলক। তদ্যথা—

প্রথম শ্রেণিস্থ পোষ্যাণাং অন্নাচ্ছাদন-প্রাপ্ত্যধিকারঃ মন্বাদীনাম্ সানুকম্প বচনমাত্রমূলকঃ, তদ্যথা—

"মনু কহিয়াছেন, বৃদ্ধমাতাপিতা ও সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশু সুত ইহারদিগকে শত অকার্য্য করিয়াও প্রতিপালন করিবে"।

"বৃদ্ধৌচ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশু। অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ"।

"পোষ্যবর্গের প্রতিপালন স্বর্গভোগের শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহারদিগকে ক্লেশদিলে নরক হয়, অতএব ইহারদিগকে যত্নে প্রতিপালন কর্ত্তব্য"॥

"ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গ সাধনং। নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাৎ যত্নেন তম্ভরেত্ †"॥

"যাহার শক্তি থাকিতেও স্বজন দুঃখপায় ও সে পরজনকে দান করে সে প্রথমে মধুর আস্বাদন করে কিন্তু পরে তাহা বিষ হয়। এবং তাহা ধর্ম্ম নয় কিন্তু তাহার প্রতিরূপক"॥ মনু।

"শক্তঃ পরজনে দাতা, স্বজনে দুঃখ জীবিনি। মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ, স ধর্ম্ম প্রতিরূপকঃ"॥ মনুঃ।

* হিন্দুরা পরিবারের প্রতিপালনকে মুখ্য কর্ম্ম বিবেচনা করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে অগ্রে ন্যায্যকারি পরে দাতা হওয়া উচিত, অগ্রে পরিবারের মধ্যেই দাতৃত্ব প্রকাশ কর্ত্তব্য; অবশ্য পোষ্য পরিবারকে ক্লেশ দিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলেও তাহা বৃথা হয়। পরন্তু কেবল নিজ সন্তানই যে প্রতিপাল্য এমত নহে কিন্তু অন্য সম্পর্কীয় ও দাসী পুত্রাদি যে কেহ কেন পরিবারভুক্ত থাকুক না ঐ সমগ্র পরিবারই প্রতিপাল্য। যাহারা দোষ বা দৌর্ভাগ্যক্রমে দায়াধিকারে নিরাস হইয়াছে তাহারা তো অন্নবস্ত্র পাইবেই (মনুর ও যাজ্ঞ্যবল্কের মতে) পতিতও প্রতিপাল্য, কেবল ব্যভিচারিণী নয়। বড় ভাল বিধান! আমাদের আইনে কোন কালে এতদুর পর্য্যন্ত দয়াপ্রকাশ হয় নাই। যদবধি অন্য সম্পর্কীয়ের দুরে থাকুক স্ত্রী ও সন্তানের স্বাভাবিক দাওয়ার প্রতি কোন বিবেচনা না করিয়া আমারদিগকে উইলের দ্বারা বিষয় হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তদবধি আমাদের আইনে উক্ত রূপ কারুণ্য অতি অল্প। আইনের অর্থ-লেখক (বেলাক এস্টন্ সাহেব) এত ক্ষমতা দানকে দুষ্য বিবেচনা করিয়াছেন, নিজ সন্তানকে দায়াধিকার হইতে নিরাস করিতে পিতার ক্ষমতা থাকন বিষয়ে লিখনে তিনি বিবেচনা করিয়াছেন যে পিতাকে যদি নিদানে পরিবারের অত্যাবশ্যক অন্নাচ্ছাদনোপযোগি বিষয় রাখিতে বাধিত করা হইত তবে দুষ্য হইত না। উপরি উক্ত অভিপ্রায় হিন্দুদিগের মধ্যে অত্যন্ত মান্যেরাই লিখিয়াছেন, তদ্‌যথা—"যে ব্যক্তি নিজ পরিবারকে অন্নবস্ত্র হীনাবস্থায় ছাড়িয়া যায় সে প্রথমে মধুর আস্বাদন করিতে পারে কিন্তু পরে তাহা হলাহল হয়।

† এই বচন মুদ্রাঙ্কিত মনু সংহিতায় অপ্রাপ্য, পরন্তু বঙ্গদেশাদৃত জীমূতবাহন ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক মনুবচন রূপে উদ্ধৃত হওন প্রমাণে এস্থলে ইহা ধরাগেল।

# SECTION VI.

## ON MAINTENANCE.

Although the law, as current in Bengal, ordains that that relative, who, by presentation of oblations confers the greatest benefit on the deceased proprietor, is entitled to inherit his estate, yet so anxiously careful has the law been that there shall exist no ultimate distress in the dependant members of his family, while means exist to prevent it, that is, it declares such persons to be entitled to maintenance out of his estate.*

Persons entitled to maintenance are of two classes :—I. those whom the deceased proprietor was bound to support, (and who with a few exceptions are included in the series of heirs). II. those who would have succeeded together with the inheritor, had they been free from that fault or defect for which one is excluded from inheritance, or had they not been barred by custom.

The claims of the first class of dependant members of the family of the deceased proprietor are grounded on the humane provisions of the law promulgated by MANU and some others. Thus:—

"MANU declared that a mother and father, in their old age, a virtuous wife, and an infant son must be maintained even by the commission of a hundred offences."

"The support of persons who should be maintained is the approved means of attaining heaven, but hell is the man's portion if they suffer†." MANU.

"He who bestows gifts (on strangers with a view to worldly fame,) while he suffers his family to live in distress, though he has power to support them, touches his lips with honey, but swallows poison : such virtue is counterfeit." MANU.

* Maintenance by a man of his dependants is with the *Hindus* a primary duty. They hold, that he must be just before he is generous, his charity beginning at home ; and that even *sacrifice* is mockery, if to the injury of those whom he is bound to maintain. Nor of his duty in this respect are his children the objects, co-extensive as it is with his family, whatever be its number, as consisting of other relations and connexions, including (it may be) illegitimate offspring. It extends (according to MANU and JA'GNYAVALKYA) to the outcast, if not to the adulterous wife, not to mention such as are excluded from the inheritance, whether through their fault or their misfortune ; all being entitled to be maintained with food and raiment. A benevolent injunction, existing at no time ever to the same extent under our own law ; which professes little of the kind, since the time that it has been competent with us for a man to dispose by will of the whole of his property, real and personal, without regard to the natural claims of wife and issue, to say nothing of more distant ties ; a latitude, not approved by the author of the Commentaries, (Blackstone) who, in noticing the power of the parent so to disinherit his children, thought it had not been amiss, if he had been bound to leave them at least a necessary subsistence ; or, as the same sentiment has been expressed, in their peculiar manner, by the highest *Hindu* authorities, "who leaves his family naked and unfed, may taste honey at first, but shall afterwards find it poison." [illegible]

† This text is not to be found in the printed copy of MANU's Institutes : it is however cited here on the authority of JI'MUTAVA'HANA and SRI'KRISHNA TARKA'LANKA'RA, which is much respected.

ভৃত্যানামুপরোধেন যৎকরোত্যৌর্দ্ধদেহিকং। তদ্ভবত্যসুখোদর্কং জীবিতস্য মৃতস্য চ। মনুঃ।

পোষ্য বর্গকে ক্লেশ দিয়া যে ব্যক্তি পারলৌকিক ক্রিয়া করে, তাহা তাহার ইহলোকে ও পরলোকে ক্লেশকর হয়। মনু।

কুটুম্ব ভক্তবসনাদ্দেয়ং যদতিরিচ্যতে। মধ্বাস্বাদো-বিষং পশ্চাৎ দাতুর্ধর্ম্মোঽন্যথা ভবেৎ॥ বৃহস্পতিঃ।

পরিবারের অন্নবস্ত্র হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত হয় তাহা দান করিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি তদতিরিক্ত (দিয়া পরিবারকে ক্লেশ) দেয়। সে প্রথমে মধু পরে বিষ আস্বাদন করে, তাহার ধর্ম্ম বৃথা হয়। বৃহস্পতি।

কুটুম্বস্যাবশ্যম্ভরণীয়ত্বং। দা. ভা. পৃ. ৪১।

পরিবার পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। দা. ভা. পৃ. ৪১।

উপর্য্যুক্ত বচনানাময়মভিপ্রায়ঃ—যথা পরিবার-কর্ত্তুঃ পরিবারাণাং প্রতিপালনাবশ্যকত্বং তথা তন্মরণোত্তরং যস্তদ্দায়াধিকারী তস্যাপি তৎ পরিবারাণাং প্রতিপালনাবশ্যকত্বং। যতস্তেন তদ্ধনং নিজলাভায় ন প্রাপ্তং কিন্তু মৃতস্য ধনিনঃ পারলৌকিকোপকারার্থমেব *। কিঞ্চ পরিবার প্রতিপালনেন ধনিনো যাদৃগুপকারঃ কৃতো ভবতি তথা ন কেনাপি কার্য্যেণ, যতঃ পরিবারে প্রাপ্তক্লেশে (তমুদ্দিশ্য কৃতঃ) ধর্ম্মো বৃথা ভবতি, এবং স নরকং গচ্ছতি।

উপরিধৃত বচন সকলের ভাব এই যে যেমত পরিবারের কর্ত্তা পরিবার প্রতিপালন করিতে বাধিত ছিলেন তেমতি তাঁহার মরণোত্তর যে ব্যক্তি তাঁহার দায়াধিকারী হয় সেও ঐ পরিবার প্রতিপালন করিতে বাধিত, যেহেতু সে তদ্ধননিজ লাভের নিমিত্তে প্রাপ্ত হয় না কিন্তু মৃত ধনির পারলৌকিক উপকারের নিমিত্তে পায় * এবং পরিবার প্রতিপালন করিলে ধনির যেমত উপকার করা হয় তেমত আর কিছুতে হয় না, কেননা পরিবার ক্লেশ পাইলে (তদুদ্দেশে কৃত) ধর্ম্ম বৃথা হয়, ও সে নরকগামী হয়।

অপিচ মৃত ধনং মৃতার্থমেবানুসন্ধেয়মিতি দায়ভাগকারোক্ত্যা † স্পষ্টমবগম্যতে যৎ যো দায়াধিকারী স মৃতস্য ধনিনঃ পরিবার প্রতিপালনার্থং তৎ পারলৌকিকান্যোপকার করণার্থঞ্চ তদ্ধনং লব্ধবান্। স যদ্যেবং ন করোতি তদা তেন শাস্ত্রাভিপ্রায়-বিরুদ্ধ কর্ম্ম কৃতং। এতাবতা দেশাধিকারিণা কর্ত্তব্যমিদং যদ্দায়গ্রহণকারিণা স্ব কর্ত্তব্যকর্ম্মণ্যকৃতে তৎ শাস্ত্রাভিপ্রেত কার্য্যং কারয়েৎ।

অপিচ ধনির মরণোত্তর তদ্ধন তৎ পারলৌকিক উপকারার্থেই প্রযুজ্য †—দায়ভাগকারের এমত উক্তিতে স্পষ্টবোধ হইতেছে যে যে ব্যক্তি দায়াধিকারী হয়, সে ধনির পরিবার প্রতিপালন ও তৎ পারলৌকিক উপকার করণার্থেই তাহা প্রাপ্ত হয়, সে যদি তেমত করিতে ক্রটি করে তবে শাস্ত্রের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে। এতাবতা দেশাধিকারির কর্ত্তব্য যে দায়গ্রহণকারী ব্যক্তি নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে ক্রটি করিলে তাহাকে শাস্ত্রের অভিপ্রেত ঐ কার্য্য করান।

উপর্য্যুক্তাবশ্য পোষ্য পরিবারাঃ যথা—অনধিকারি পত্নী, পিতা, মাতা, বিমাতা, পিতামহী, পুত্রবধূ, নিরুপায়া দুহিতা তাদৃশী ভগিনী ইত্যাদয়ঃ ‡।

উপরি উল্লিখিত অবশ্য পোষ্য পরিবার যথা—অনধিকারিণী পত্নী, পিতা, মাতা, বিমাতা, পিতামহী, পুত্রবধূ, উপায়হীনা দুহিতা ও ভগিনী প্রভৃতি ‡।

১৫৪ এতে মৃতস্য ধনিনো ধনাৎ গ্রাসাচ্ছাদনাধিকারিণঃ।

ব্যবস্থা। ১৫৪ উক্ত ব্যক্তিরা মৃত ধনির ত্যক্ত বিষয় হইতে অন্নবস্ত্র পাইতে অধিকারি।

১৫৫ অবিবাহিতা ভগিনী কন্যা বা মৃতস্য ধনিনো ধনাদ্বিবাহ ব্যয়োপযুক্ত ধনাধিকারিণী (বিভাগপ্রকরণং দ্রষ্টব্যং)

ব্যবস্থা। ১৫৫ অবিবাহিতা ভগিনী বা কন্যা মৃত ধনির ত্যক্ত বিষয় হইতে বিবাহব্যয়োচিত ধন পাইতে অধিকারিণী।(বিভাগ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

দ্রষ্টব্য—

* দা. ভা. অপু. পৃ. ১৮[illegible] ২৩৮। এল ইন. পৃ. ৭৪।

† দা. ভা. অপু. ২৩৯।

‡ বি. দা. ভা. দ্বী. ৮। ব্য. দা. পৃ. ১০৪ ও ১০৫।

"Even what he does for the sake of his future spiritual body, to the injury of those whom he is bound to maintain, shall bring him ultimate misery, both in this life and in the next." MANU.

"A man may give what remains after food and raiment for his family; the giver of more *who leaves his family naked and unfed* may taste honey first, but shall afterwards find it poison". VRIHASPATI.

"The maintenance of the family is an indispensable obligation." Dá. bhá. p. 29.

From these it follows that the support of the family was an indispensable obligation on the late proprietor and is just such on his heir and successor, since he (or she) gets the estate not for his (or her) own benefit but for the spiritual benefit of the late proprietor*, and the act by which the greatest benefit can be conferred on the deceased is the support of his family, without which even sacrifice (performed for him) is a mockery, and he is doomed to hell.

Further,—"the wealth of the deceased proprietor should be applied to his spiritual benefit."— From such declaration of JI'MU'TAVA'HANA† it is clear that the heir who takes his estate takes it subject to the maintenance of his family and performance of other acts beneficial to his soul; and that if he neglect to do so, he frustrates the intention of the law. Now it is the province of the ruling power to compel the inheritor, if neglectful of his duties, to adhere to the law in its substance.

The dependant members, above alluded to, are the father and mother where they cannot take as heirs, stepmother, grandmother, son's widow, the daughter and sister, not otherwise provided for, and others‡.

**154. These have claims to be maintained out of the late proprietor's estate.** Vyavasthá.

**155 The uumarried sister and daughter have moreover claims to receive from the deceased's estate the expences of their marriage.** Vyavasthá.

Vide—

* Coleb. Dá. bhá. pp. 170, 174, 216, 219. Elb. In. p. 74.

† Coleb. Dá. bhá. pp. 221, 222.

‡ Coleb. Dig. Vol. III. pp. 459—462. V. D. pp. 103—107.

ব্যবস্থা

১৫৬ পত্নী বা অধীন পরিবার কেহ অনুচিত কারণে দূরীকৃত হইলে পরিবার-কর্ত্তার স্থানে এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার ত্যক্ত বিষয় হইতে অন্নবস্ত্র পাইবে।

১৫৬ যদি পত্নী বা অস্বতন্ত্রাঃ কেচন পরিবারাঃ অনুচিত কারণাৎ নির্ব্বাসিতাস্তদাতে পরিবার স্বামিনঃ শকাশাৎ গ্রাসাচ্ছাদনং লভেরন্ মৃতেতু তস্মিন্ তত্ত্যক্ত ধনাৎ গৃহ্নীয়ুঃ।

ব্যবস্থা

১৫৭ যে পোষ্য ব্যক্তি ন্যায্য কারণে পরিবারের মধ্যে থাকিতে এবং একত্র আহারাদি করিতে পারে না সে পৃথক্ থাকিয়া গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে।

১৫৭ পোষ্য বর্গীয়ো যো জনঃ পরিবারৈঃ সার্দ্ধং মিলিত্বা স্থাতুং ভোক্তুং বা ন্যায্যকারণাৎ ন শক্নোতি স পৃথক্ স্থিত্বাগ্রাসাচ্ছাদনং লব্ধুং যোগ্যঃ।

ব্যবস্থা

১৫৮ মৃত ধনির অর্থানুরূপে জীবিকার পরিমাণ অবধারণ কর্ত্তব্য।

১৫৮ ধনিনোঽর্থানুসারেণ জীবিকা নির্দ্ধার্য্যা।

ব্যবস্থা

১৫৯ কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দাতব্য এমত নহে, কিন্তু বিষয় থাকিলে আর২ আবশ্যক এবং ধর্ম্মকর্ম্মোপয়োগি ব্যয়ার্থ ধন দাতব্য।

১৫৯ ন কেবলং গ্রাসাচ্ছাদনং দেয়ং, কিন্তু সতি সম্ভবে আবশ্যকব্যয়োপযুক্তং ধর্ম্মকর্ম্মোপযুক্তঞ্চ ধনং দাতব্যং।

ব্যবস্থা

১৬০ যদি কোন স্ত্রী ব্যভিচারের মানস বিনা পিতামাতার বা তৎ কুটুম্বের গৃহে আশ্রয় লয় তথাপি সে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে।

১৬০ যদি কাচিৎ স্ত্রী ব্যভিচার বুদ্ধিং বিনা পিতুর্মাতুরন্য বান্ধবানাং বা গৃহমাশ্রয়েৎ তথাপি সা গ্রাসাচ্ছাদন-প্রাপ্তি যোগ্যা।

ব্যবস্থা

১৬১ পরন্তু পতির যদি এমত আদেশ থাকে যে পতিকুলবাসিনী হইলে তৎ পত্নী বিষয় হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, তবে সে স্থানান্তরে থাকিয়া তাহা পাইতে অধিকারিণী নয়।

১৬১ পরন্তু পত্নী পতিকুলবাসিনীচেৎ গ্রাসাচ্ছাদনাধিকারিণীতি পত্যাদেশে সা কারণং বিনা স্থানান্তরে স্থিত্বা গ্রাসাচ্ছাদনে নাধিকারিণী।

ব্যবস্থা

১৬২ ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকে অন্নবস্ত্র পাইতে অধিকারিণী নয় *।

১৬২ ব্যভিচারিণী যা স্ত্রী সা গ্রাসাচ্ছাদনাধিকারিণী ন ভবেৎ *।

দ্বিতীয় প্রকার পোষ্যবর্গ†—ক্লীব, জন্মান্ধ ও জন্ম বধির, পঙ্গু, উন্মত্ত, জড়, মুক, নিরিন্দ্রিয় (অর্থাৎ কোন

দ্বিতীয় প্রকার পোষ্য বর্গাঃ†—ক্লীবঃ জন্মান্ধঃ জন্মবধিরঃ পঙ্গুঃ উন্মত্তঃ জড়ঃ মুকঃ নিরিন্দ্রিয়ঃ (অর্থাৎ

* পিতার অংশ পাইতে পুত্র অধিকারী কিন্তু তাহার মাতা তদ্ধন হইতে অন্নবস্ত্র পাইবে। ভ্রাতার ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে প্রতিপালন করিতে ভ্রাতারা বাধিত নয়, এবং এমত প্রমাণও দৃষ্ট হয় না যদনুসারে পুত্র ব্যভিচারিণী মাতাকে প্রতিপালন করিতে আদালতে বাধিত হইতে পারে। কোলব্রুক সাহেবের বিবেচনা। দ্রষ্টব্য—এস্‌ট্রেঞ্জের হিন্দু-ল. বা. ২, পৃ. ৩৮১ ও ৩৮২।

স্ত্রী সাধ্বী হইলে তবে অপুত্রক ব্যক্তির ধনাধিকারিণী হওয়াতে বোধ হইতেছে যে অসতী স্ত্রী অন্নবস্ত্র পাইতে অনধিকারিণী।

† অন্য প্রকার অস্বতন্ত্র জনগণের দাওয়ার উল্লেখ করিতে বাকী আছে, অর্থাৎ— ঐ বহুজনগণ যন্মধ্যে কতক অদৃষ্ট বশতঃ কতক বা নানা দোষপ্রযুক্ত বিষয়ে অনধিকারি হয়, কিন্তু শাস্ত্রের সকরুণবিধানানুসারে সকলেই ঐবিষয় হইতেযথেষ্ট রূপ গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে অধিকারি, কেবল পতিত ও তদবস্থায় তাহার যে সন্তান জন্মে সে অধিকারী নয়। মনুর মতে দায়াধিকারী ব্যক্তি শক্ত্যনুসারে ঐ সকলের যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিবে তাহা না করিলে পুর্ব্বোক্ত রূপে দণ্ড্য এবং অপরাধী হইবে। পতিত ও তৎসন্তান সম্বন্ধে ভিন্ন ২ মত আছে, বিবেচ্য এই যে মনুর মতে তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনে অনধিকারি নয়, যাজ্ঞবল্ক্য-ও তাহাদের এই অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, যদ্যপি তদধিকার গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রে বই নয়, তথাপি তাহাদের তদধিকার স্বীকৃত হইলে, ব্যভিচারিণী বিধবাকে নিরাস করা কঠিন। দোষ প্রযুক্ত অনধিকারি ব্যক্তিদের স্ত্রীরা সাধ্বী থাকিলে প্রতিপালনীয়া; তাহাদের কন্যাদিগকে প্রতিপালন করা ও তাহাদের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু-ল. বা. ১, পৃ. ২৩৪ও২৩৫।

**156. The wife or any dependant member, if be expelled without a just cause, must get maintenance from the master of the family during his life, and out of his estate since his death.** Vyavasthá.

**157. Separate maintenance should be allowed to those who for a just cause could not live in, and mess together with, the family.** Vyavasthá.

**158. The amout of maintenance should be fixed with reference to the proprietor's estate.** Vyavasthá.

**159. If means allow, not only food and raiment should be supplied, but also an amount should be assigned for necessary and religious expences.** Vyavasthá.

**160. Should a woman without unchaste purposes quit the family house and live with her parents or own relations, yet still she is entitled to maintenance.** Vyavasthá.

**161. The widow however is not entitled to maintenance by residing elsewhere without a cause, if she was directed by her husband to be maintained in the family house.** Vyavasthá.

**162. An unchaste woman forfeits her right to maintenance*.** Vyavasthá.

The other class of the dependant members† of the family are:—impotent persons, persons born blind or deaf, mad men, idiots, the dumb, those who have not some one organ or have lost

* The son is entitled to take the share of his father, and his mother must be maintained out of his allotment. Brethren are not bound to maintain the unchaste widow of their childless brother; nor has any authority been found for imposing it as a civil obligation on the son to maintain his mother, if she be an adultress. Colebrooke's remark. See Strange's Hindu Law Vol. II. pp. 381, 382.

As chastity is a condition of a woman's inheriting on failure of male issue, so it would seem that for want of it she forfeits her right to maintenance. Strange's Hindu Law. Vol. II. p. 132.

† The claim of another class of dependants remains to be noticed, namely, that numerous one, excluded, some by their destiny, others by various disabilities, from inheritance, but all, by the humane provision of the law, entitled, out of it, to an abundant maintenance;—all, unless the outcast and his issue subsequently born, are to be excepted. According to MANU, the substituted heir is to provide it for life, without stint, to the best of his power, subject to penalties and consequences, that have been already stated. With regard to the outcast and his issue, authorities differ;—upon which it is observable, however, that he is not excepted by MANU, and that he is admitted by JAGNYAVALKYA. It is true, the measure is restricted to "food and raiment;" to which, if the outcast be admissible, it would seem difficult to exclude the adulterous widow. Of persons disqualified to inherit, their childless wives, continuing chaste, are moreover to be provided for, as are also the maintenance and nuptials of their unmarried daughters. Strange's Hindu Law, Vol. I. pp. 234, 235.

ইন্দ্রিয়হীন), কুষ্ঠাদি অচিকিৎস্য বা দীর্ঘতিব্র রোগগ্রস্ত, পিতার দ্বেষ্টা, লিঙ্গী বা প্রতারক প্রভৃতি *, এবং যাহারা কুলাচারাদি প্রযুক্ত অনধিকারি।

কেনাপি ইন্দ্রিয়েণহীনঃ,) কুষ্ঠাদচিকিৎস্যরোগপ্রস্তঃ দীর্ঘতীব্রাময়গ্রস্তঃ পিতৃদ্বেষ্টা লিঙ্গী (অর্থাৎ প্রতারকঃ) ইত্যাদয়ো *, যে বা কুলাচারাদিনা অনধিকারিণঃ

ব্যবস্থা

**১৬৩ এই সকলে মৃত ধনির বিষয় হইতে অন্নবস্ত্র পাইতে অধিকারি।**

**১৬৩ সর্ব্বেতে মৃতস্য ধনিনো ধনাৎ গ্রাসাচ্ছাদনং লব্ধুমধিকারিণঃ।**

প্রমাণ

ক্লীবাদির উল্লেখ করিয়া মনু কহিয়াছেন—"ন্যায্য এই যে বুদ্ধিমানেরা শক্ত্যানুসারে এই সকলকে যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদন দেন, না দিলে পতিত হইবেন"।

ক্লীবাদীনভিধায় মনুঃ—"সর্ব্বেষামপি তু ন্যায্যং দাতুং শক্ত্যা মনীষিণা। গ্রাসাচ্ছাদনমত্যন্তং পতিতো হ্যদদদ্ভবেৎ"

উক্ত বচনের অন্বয় এই যে ক্লীবাদি সকলকে যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়া ন্যায্য। বি. দা. ভা. দী. র. ৫।

সর্ব্বেষাং ক্লীবাদীনাং গ্রাসাচ্ছাদনং যাবজ্জীবনং দাতুং ন্যায্যমিত্যন্বয়ঃ। বি. দা. ভা. দী. র. ৫।

ব্যবস্থা

**১৬৪ পতিত বলাতে এই বোধ্য যে ইচ্ছায় না দিলে (রাজা) দেওয়াইবেন। ঐ।**

**১৬৪ পতিত স্বরসাৎ ইচ্ছয়া অদদতং দাপয়েদিতি বোধ্যং। ঐ।**

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"ক্লীব, পতিত ও তৎসুত, পঙ্গু, উন্মত্ত, জড়(জন্মাবধি) অন্ধ এবং অচিকিৎস্য রোগার্ত্ত—হইয়া অংশ পাইবে না কিন্তু অন্নাচ্ছাদন পাইবে।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ক্লীবোঽথ পতিতস্তজ্জঃ পঙ্গুরুন্মত্তকো জড়ঃ। অন্ধোঽচিকিৎস্য রোগার্ত্তা ভর্ত্তব্যাঃ স্যুঃ নিরংশকাঃ।

পতিতকে এবং পতিত হওনের পর তাহার যে সন্তান জন্মে তাহাকে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য গ্রাসাচ্ছাদনে অনধিকারি বলেন না কিন্তু অপরং ঋষিরা ও জীমূতবাহনাদি বলিয়াছেন, যথা—

পতিতস্য পাতিত্যদশায়ামুৎপন্নস্য তৎসন্তানস্য চ গ্রাসাচ্ছাদনং ন দেয়মিতি মনুযাজ্ঞবল্ক্যাভ্যা-নোক্তং কিন্তু ঋষ্যন্তরৈর্জীমূতবাহনাদিভিশ্চ তৌ গ্রাসাচ্ছাদনানধিকারিণৌ ইত্যুক্তং, যথা—

বৌধায়ন—"ব্যবহার বহির্ভূত ব্যক্তিদিগকে এবং অন্ধ, জড়, ক্লীব, ব্যসনযুক্ত, ও ব্যাধিতাদি অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিদিগকে, পতিত ও তৎসুত ব্যতিরেকে, গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া প্রতিপালন করিতে হইবে।

বৌধায়নঃ—"অতীত ব্যবহারান্ গ্রাসাচ্ছাদনৈর্বিভৃয়ুঃ অন্ধ জড় ক্লীব ব্যসনী ব্যাধিতাদীংশ্চাকর্ম্মিণঃ পতিত তজ্জা বর্জমিতি"।

দেবল—পতিত বর্জ্জিয়া ঐ সকলকে গ্রাসাচ্ছাদন দিতে হইবে। তাহাদের পুত্রেরা নির্দ্দোষ হইলে পিতৃযোগ্যাংশ পাইবে।

দেবলঃ—"তেষাং পতিতবর্জ্জেভ্যো ভক্তবস্ত্রং প্রদীয়তে। তৎসুতা পিতৃদায়াংশং লভেরন্ দোষবর্জ্জিতাঃ"।

জীমূতবাহন—"বিষয়ে অনধিকারি হইলেও পতিত ও তৎসুত ভিন্ন অন্যে প্রতিপালনীয়"। দা. ভা. পৃ. ১১৮।

জীমূতবাহনঃ—"নিরংশকত্বেঽপি পতিত তৎসুতব্যতিরিক্তা ভর্ত্তব্যাঃ"। দা. ভা. পৃ. ১১৮।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার—"তাহাদের পুত্রেরা নির্দ্দোষ হইলে অংশ পাইবে, পরন্তু পতিত ভিন্ন অন্যে প্রতিপাল্য"। দা. ক্র. স. পৃ. ৩০।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারঃ—"তৎ পুত্রা নির্দ্দোষা অংশভাগিনঃ, ভরণন্তু পতিত বর্জ্জং"। দা. ক্র. স. ৩০।

পতিত পদে তাহার পুত্র-ও বোধ্য, যেহেতু পতিতের ঔরসজাত হওয়াতে সেও পতিত। দা. সং. পৃ. ৩০।

পতিত পদেন তৎ সুতস্যাপ্যুপাদানং পতিতোৎপন্নত্বেন পতিতত্বাৎ। দা. সং. পৃ. ৩০।

স্মার্ত্ত ও জগন্নাথপ্রভৃতিরও এই মত।

এবমেব স্মার্ত্ত জগন্নাথাঃ।

ব্যবস্থা

**১৬৫ ইহাদের কন্যারা যে পর্য্যন্ত বিবাহিতা না হয় গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।**

**১৬৫ সুতাশ্চৈষাং প্রভর্ত্তব্যা যাবন্ন ভর্ত্তৃসাৎ কৃতাঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।**

* ইহার বিস্তার অনধিকারি প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

* বিস্তারোঽস্য অনধিকারি প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

the use thereof, those afflicted with elephantiasis, or incurable or obstinate and agonizing disease, professed enemies to their fathers, hypocrites or impostors, and the like†, as well as those who are disinherited by custom, &c.

**163. These are entitled to maintenance out of the late proprietor's estate.** Vyavasthá.

1. MANU, after premising impotent persons and the rest, says:—"But it is just that the heir who knows his duty should give all of them food and raiment for life, without stint, according to the best of his power: he who gives them nothing sinks assuredly (to a region of punishment)." Authority.

The construction of the above text is this: it is just to give all of them, namely, impotent persons and the rest, food and raiment for life. Coleb. Dig. Vol. III. p 320.

**164. From the construction of the above text it must be inferred, that he who does not willingly give (food and raiment) shall be compelled to give it. Ibid.** Vyavasthá.

JA'GNYAVALKYA:—"An outcast and his son, an impotent person, one lame, a madman, an idiot, one born blind, a person afflicted with an incurable disease, must be maintained without any allotment of shares."

The outcast and his issue subsequently born are not excepted by MANU and JA'GNYAVALAKYA, but by (some) other sages, and JI'MU'TAVA'HANA and the rest. Thus:—

BOUDHA'YANA:—"Let the inheritor supply with food and apparel those who are incapable of transacting business, as well as the blind, idiots, impotent persons, those afflicted with (incurable) disease, and calamity, and others who are incompetent to the performance of (religious) duties, *excepting* however the outcast and his issue."

DEVALA:—"Food and raiment should be given to them *excepting* the outcast. But the sons of such persons, being free from similar defects, shall obtain their father's share of the inheritance."

JI'MU'TAV'AHANA:—"Although they be excluded from participation, they ought to be maintained, *excepting* however the outcast and his son. That is taught by DEVALA." See Coleb. Dá. bhá. p. 103.

SRI'KRISHNA TARKA'LANKA'RA:—"The maintenance is directed for all, *except* the outcast."

By the term outcast, his son must also be understood, for he becomes so in consequence of having been begotten by an outcast. *Dáyakramasangraha,* p. 67.

RAGUNANDANA and JGANNA'THA are of the same opinion.

**165. Their daughters must be maintained until provided with husbands.** JA'GNYAVALKYA.

ব্যবস্থা

**১৬৬ ইহাদের অপুত্রাস্ত্রীরা সদাচারা হইলে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, ব্যভিচারিণী বা প্রতিকূলা দুরীকৃতা হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য।**

বিবেচনা

সুতারা অর্থাৎ—কন্যারা যাবৎবিবাহিতা না হয় ইহা বলাতে তাহাদের (বিবাহ) সংস্কার-ও কর্ত্তব্য ইহা বোধ হইতেছে। যে স্থলে পুত্র (পিতার) অংশ প্রাপ্ত না হয় সে স্থলেই ইহা বোধ্য, কিন্তু যে স্থলে পুত্র (পিতার) ভাগ হারী সেস্থলে সে ভগিনীর প্রতিপালন করিবে এবং তাহার বিবাহ দিবে, আর আপন পিতাকেও প্রতিপালন করিবে। বি. দা. ভা. দী. র. ৫

অপুত্রা ইত্যাদি পদে ক্লীবাদির বিবাহিত পত্নী বোধ্য এই রত্নাকরের মত। এমতে জ্ঞাতব্য এই যে পুনর্ভূ প্রভৃতি তাদৃশ হইলেও প্রতিপালনীয় নয়।

প্রতিকূলা পদে বিষপ্রয়োগাদি রূপ প্রতিকূলত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে কলহমাত্রকারিত্ব নয়। রত্নাকর। পরন্তু যে রূপ পরিণীতা স্ত্রীকে ভর্ত্তা দূর করিয়া দিতে পারে তাদৃশীকে দেবরাদিও দূর করিয়া দিতে পারে। বি. দা. ভা. দী. র. ৫।

**১৬৬ অপুত্রাযোষিতশ্চৈষাং ভর্ত্তব্যাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ। নির্ব্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈবচ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।**

সুতা—দুহিতরঃ যাবন্ন ভর্তৃসাৎকৃতা ইত্যনেন—তাসাং সংস্কারশ্চ কর্ত্তব্য ইতি প্রতীয়তে। এতচ্চ পুত্রেণ ভাগেঽক্রিয়মাণে জ্ঞেয়ং, পুত্রেণ ভাগ হরণেতু মৃতপিতৃক পুত্রবৎ তেনৈব ভগিনী-পোষণং তৎ সংস্কারশ্চ কর্ত্তব্যঃ এবং স্বপিতুর্ভরণমপি তেনৈব কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। বি. দা. ভা. দী. র. ৫।

ক্লীবাদি পরিণীত পত্নীঃ প্রত্যাহ অপুত্রা ইত্যাদি—ইতিরত্নাকরঃ। তথাচ পুনর্ভূ প্রভৃতীনাং কথঞ্চিৎ সম্ভবেঽপি ন ভর্ত্তব্যমিতি জ্ঞেয়ং।

প্রতিকূলা ইত্যত্র প্রাতিকূল্যং বিষপ্রয়োগাদি কারিত্বং বিবক্ষিতং নতু কলহমাত্রকারিত্বমিতি রত্নাকরঃ। তথাচ যাদৃশী পরিণীতা স্ত্রী ভর্ত্রানির্ব্বাস্যা তাদৃশী দেবরাদিভিরপীতি ভাবঃ। বি. দা. ভা. দী. র. ৫।

প্রশ্ন। দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠের এক পুত্র ছিল, এই পুত্র পিতার জীবনকালে এক পত্নী ও দুই কন্যা রাখিয়া মরিল। এমত অবস্থায় উক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মরণে (ও তৎ কনিষ্ঠ অসত্ত্বে) ঐ জ্যেষ্ঠের পুত্র বধূ অধিকারিণী অথবা ভ্রাতৃ-পুত্রেরা দায়াধিকারি। যদি পুত্রবধূ অধিকারিণী হয় তবে তাহার মরণকালে তাহার এক কন্যার দুই পুত্র ও দুই কন্যা থাকাতে এবং অন্য কন্যার এক পুত্র থাকাতে উক্ত পুত্র বধূকে অর্শিয়াছিল যে ধন তাহাতে ইহারদের মধ্যে কে দায়াদরূপে অধিকারী?

পুত্র বধূ থাকিতেও ভ্রাতৃ পুত্রেরা বিষয়াধিকারি, কিন্তু ঐ পুত্রবধূ তাহাদের অবশ্য প্রতিপালনীয়া।

উত্তর। ভ্রাতা পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি না রাখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মরাতে ঐ জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃ পুত্রেরাই তুল্যরূপে দায়াধিকারি, পুত্রবধূ নয়, যেহেতু তাহার পতি ধনির পুর্ব্বে মরিয়াছে।

প্রমাণ—বিষ্ণু বচন। ব্যবস্থা দর্পণের ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভ্রাতৃপুত্রেরা পিতৃব্যের বিষয়াধিকারি হইয়া তাহার পুত্রবধূকে উপযুক্তরূপ জীবিকা দিবে। ২২ মে ১৮২১ সাল, জিলাহুগলি। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৮, মকদ্দমা ২, (পৃ. ১০৫)।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি পিতার জীবনকালে মরাতে তাহার স্ত্রী শ্বশুরের বিষয়ের কিম্বা শ্বশুরের পর মরিয়াছে যে নিজ পতির দুই ভ্রাতা তাহাদের বিষয়ের কোন অংশ পাইবে কি না?

উত্তর। উক্ত মুল ধনির যদি তিন পুত্র থাকে ও তন্মধ্যে যদি একজন পিতার জীবনকালে এক পত্নীকে রাখিয়া নিস্‌সন্তান মরিয়া থাকে এবং উক্ত মুল ধনি যদি অবশিষ্ট পুত্রদ্বয়কে উত্তরাধিকারি রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে উক্ত মৃত পুত্র পিতার জীবনকালে মরাতে পিতৃধনে স্বত্ববান্ হয় নাই। এতাবতা তাহার পত্নী মৃত শ্বশুরের ধনের কোন অংশে অধিকারিণী নয়, কিন্তু অন্নবস্ত্র পাইতে যোগ্যা। পরন্তু তাহার পতি যদি কোন বিষয় অধিকার করিয়া মরিয়া থাকে তবে তদুত্তরাধিকারিণী রূপে সেই বিষয়ে অধিকারিণী। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, সেক্. ৮, মকদ্দমা ৪, (পৃ. ১০৬)।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে গৃহ হইতে খেদাইয়া দিলে সে নিজ ভ্রাতার গৃহে থাকিয়া এক্ষণে পতির স্থানে অন্নবস্ত্র পাইবার নিমিত্তে নালীশ করে। এমত অবস্থায় শাস্ত্রানুসারে ঐ স্ত্রী জীবিকা পাইবার নিমিত্ত নালীশ করিতে পারে কি না?

**166. Their childless wives who preserve chastity, must be supplied with food and apparel; but disloyal and traitorous wives shall be banished from the habitation.** JA´GNYAVALKYA.

Since it is directed that daughters must be supported so long as they be not disposed of in marriage, it appears that the expence of nuptials must be defrayed, and *that* if no share be received by a son; but if the son do take a share, his sister must be supported, and her nuptials defrayed by him alone, as (is done in common cases) by a son whose father is dead. He alone must likewise support his own father (who is disqualified).

The legislator mentions "childless wives," alluding to the married wives of the eunuchs and the rest. So the *Ratnákara*. Twice married women, and other adulterous wives, however they become so, shall not be supported.

"Traitorous wives"—This term, according to the *Ratnákara*, positively denotes treason, such as the attempt to administer poison or the like, not merely a contentious spirit, consequently the same married wife who ought to be banished from the habitation by her husband, shall in like manner be expelled by his brothers and the rest. Dig. Vol. III. p. 324.

Q. There were two brothers, the elder of whom had a son, who died during his father's lifetime, leaving a widow and two daughters. In this case, on the death of the elder brother, is his son's widow, or his brother's sons, his brother being dead, entitled to inherit from him? If the former, as on her demise there were two sons and two daughters of a daughter, and a son of another daughter living, which of these survivors are entitled to the property which devolved on the widow by right of inheritance?

R. The elder brother having died leaving no heir down to the brother, his brother's sons are equally entitled to the succession, but not his son's widow, as the son died defore him.

The widow of a son is excluded by a brothers's sons, but she must be maintained by them.

*Authorities:*—VISHNU. See V. D. p. 29.

The brothers' sons having succeeded to their uncle, will provide his son's widow with the proper maintenance. Zillah Hooghly, May 22nd, 1821. Mac. H. L. Vol. II. Chap. I. Sec. VIII. Case 2. (p. 105.)

Q. B, son of A, having died during the lifetime of his father, will his widow take any share in his property, or in that of C and D, his full brothers, who died after their father?

R. If A had three sons, B, C, and D, of whom B died without issue, leaving a widow, and if after this A died, leaving heirs, his two remaining sons him surviving, the right of B to the property left by A is barred by reason of his having died during his father's lifetime. His widow therefore is not entitled to any share in the property of her deceased husband's father. She is entitled to receive maintenance, therefore, and to take by inheritance, during her life, any property of which her husband had possession during his life. Macn. H. L. Vol. II. Chap. 1. Sec. VIII. Case 4. (p. 106.)

Q. A person turned his wife out of his house, whereupon she went and lived in the family of her own brother, and now claims her maintenance from her husband. In this case, can she, according to law, sue for the means of support?

স্বামী ন্যায্য কারণ বিনা স্ত্রীকে তাড়াইয়াদিলে অবশ্য তাহার অন্নাচ্ছাদন দিবে।

উত্তর। পত্নী যদি পতির গৃহ হইতে তাড়িতা হইয়া ভ্রাতার বাটীতে গিয়া বাস করিয়া থাকে, এবং মকদ্দমার অবস্থাতে যদি এমত বোধ হয় যে পতি তাহাকে অন্যায় করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, তবে সে পতির স্থানে জীবিকা পাইতে অধিকারিণী। এই প্রচলিত মত *। রামপ্রিয়া—বনাম—ভৃগুরাম। ঢাকা কোর্ট আপীল। ৯ সেতম্বর ১৮১৫ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ২, মকদ্দমা ১, (পৃ. ১০৯)।

প্রশ্ন। যদি কোন ব্যক্তি গৃহ হইতে আপন স্ত্রীকে তাড়াইয়া দেয়, অথবা স্ত্রী যদি ইচ্ছাক্রমে পতির গৃহ ত্যাগ করিয়া মাতার পরিবারের মধ্যে বাস করে, তবে এতদুভয়ের একতর অবস্থাতে সে অন্নাচ্ছাদন পাইবার দাবীতে আন্দাশ করিতে পারে কি না?

যে স্ত্রী পতির সম্মতি বিনা পতিকে ত্যাগ করিয়া যায় সে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী নয়।

উত্তর। পতি পত্নীকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলে সে যদি নিজ মাতার সহিত বাস করিয়া থাকে তবে সে পত্নী অন্নবস্ত্র পাইতে অধিকারিণী। কিন্তু সে যদি পতির সম্মতি বিনা পতিকে ত্যাগ করিয়া মাতার সহিত বাস করিয়া থাকে, তবে সে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী নয়। জিলা চট্টগ্রাম। ১৪ জানয়ারি ১৮২০ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ২, মকদ্দমা ২, (পৃ. ১০৯)।

প্রশ্ন। চারি ভ্রাতার মধ্যে একজন এক পত্নী রাখিয়া মরিলে এই বিধবা আপন পতির স্থাবর অস্থাবর বিষয় পতির ভ্রাতাগণকে দান করিয়া গ্রহীতাদিগের স্থানে এমত একরার লইল যে তাহারা তাহাকে অন্ন বস্ত্র দিবে। পরে সে বিধবা ব্যভিচারিণী হইয়া গর্ভবতী হওয়াতে গৃহ হইতে দূরীকৃতা হইল, এবং ঐ দান গ্রহীতারা তাহাকে প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করিল। এমত অবস্থায় ঐ গ্রহীতাগণের স্থানে ঐ বিধবার অন্নবস্ত্র পাইবার অধিকার যথা শাস্ত্র আছে কি না?

অন্নবস্ত্র পাইবার শরতে কোন বিধবা যদি দেবরাদিকে পতির বিষয় লিখিয়া দিয়া থাকে তথাপি ব্যভিচারিণী হইলে তাহাতে অনধিকারিণী হয়।

উত্তর। প্রপৌত্র পর্য্যন্ত হীন মৃত ব্যক্তির সাধ্বী পত্নী পতিধনে অধিকারিণী, কিন্তু সে ব্যভিচারিণী হইলে পতিতা হয় এবং পতিতা হইলে পতির দায়ে তাহারস্বত্ব থাকে না, ও ব্যভিচারের পূর্ব্বে নিজ প্রতিপালন বিষয়ক একরার লিখাইয়া লইলেও সে অন্নবস্ত্র পাইবার দাওয়া করিতে পারে না।

প্রমাণ—

ব্যাস বচন দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩৪। কাত্যায়ন বচন—দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৫৪। নারদ বচন—দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ১০৭।

সহর ঢাকা ২১। জানয়ারি ১৮২৩ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, মকদ্দমা ৫ (পৃ. ১১২)।

প্রশ্ন। কর্ম্মকারের কর্ম্ম ব্যবসায়ী কোন ব্যক্তির তিন পুত্র ছিল, তাহারা বয়ঃ প্রাপ্ত হওন পর্য্যন্ত পিতৃকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়, পরে তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া পিতার বিষয় অধিকার করিয়া লয়, এক্ষণে ঐ পিতা বৃদ্ধ এবং জীর্ণ তথাপি তাহারা তাহাকে অন্নবস্ত্র দেয় না। এমত অবস্থায় ঐ পিতা নিজ পুত্রগণ হইতে অন্নবস্ত্র পাইতে অধিকারী কি না?

পুত্রেরা পিতা মাতাকে অবশ্য প্রতিপালন করিবে।

উত্তর। বৃদ্ধ পিতা মাতাকে অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে †। এই মত বিবাদভঙ্গার্ণব ও আরং গ্রন্থের মতানুমত।

প্রমাণ—

বিবাদভঙ্গার্ণবে ধৃত বচন যথা—"মনু কহিয়াছেন বৃদ্ধ মাতা পিতা ও সাধ্বী ভার্য্যা এবং শিশু সুত ইহারদিগকে শত অকার্য্য করিয়াও প্রতিপালন করিবে। জিলানদিয়া। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ২, মকদ্দমা ৬, (পৃ. ১১৩ ও ১১৪)।

---

* ঐ স্ত্রী যদি ব্যভিচার দোষ অথবা তদ্রূপ অন্য দোষ প্রযুক্ত তাড়িতা হইয়া থাকে তবে সে জীবিকা পাইতে অধিকারিণী নয়।

† পিতা থাকিতে পুত্রদিগের স্বত্ব নাই স্বতন্ত্রতাও নাই যথা মনু কহেন "স্ত্রী পুত্র ও দাস এই তিন ব্যক্তির শাস্ত্রমতে নিজের ধন কিছু নাই, তাহারা যে ধন উপার্জ্জন করে তাহা তাহারা যাহার অধীন তাহার ধন"। এমত অবস্থায় পুত্র কর্ত্তৃকধন উপার্জ্জিত হইলে ও পিতা সেই ধন হইতে কেবল জীবিকা পাইতে অধিকারী এমত নহে কিন্তু ঐ ধন পিতার কায়িক শ্রমের ও ধনের সাহায্যে উপার্জ্জিত হউক বা না হউক পিতা তাহার একাংশ লইতে পারেন। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, পৃ. ১১৫।

R. The wife, having been expelled by her husband from his house, and living with her brother's family, is entitled to obtain maintenance from her husband, provided the husband was not justified in expelling her by the circumstances of the case. This is the received opinion*. Rámpriyá *versus* Bhrigu-rám. Dacca Court of Appeal, September 9th, 1815. Macn. H. L. Vol. II. Cha. II. case I. (p. 109).

A husband expelling his wife without sufficient cause is bound to maintain her.

Q. If a man expel his wife from his house. or if she wilfully elope from her husband, and live in the family of her mother; in either case, is she competent to sue for her maintenance ?

R. If the husband turned the wife out of his house, and she live with her mother; in such case, she is entitled to maintenance. But if she without her husband's sanction leave him, and live with her mother, she has no right to maintenance. Zillah Chittagong, January 14th, 1820. Mac. H. L. Vol. II. Ch. II. Case. II. (p. 109.)

By voluntary desertion of her husband, the wife loses her right to maintenance.

Q. There were four brothers, one of whom died leaving a widow, who, having assigned over to them her husband's property, movable and immovable, by gift, obtained an agreement from the donees that they would provide her with food and raiment. Subsequently she became pregnant, the fruit of an adulterous intercourse; on which she was expelled from the family house, and the donees now refuse to support her. In this case, has the widow a legal claim to her maintenance from the donees ?

R. A virtuous widow of a person who leaves no male heir down to the great grandson, succeeds her husband; and if she violate his bed, she becomes degraded: consequently the widow described has no right to her husband's heritage, and cannot claim her maintenance, even though she obtained an agreement for her subsistence previously to her offence ?

An unchaste widow is not entitled to maintenance from her husband's brothers, even though she may have resigned her right to his property in their favour, in consideration of such maintenance.

*Authorities:—*

Text of VYA'SA:—See V. D. p. 35. Text of KA'TYA'YANA:—See V. D. p. 55. Text of NA'RADA:—See V. D. p. 107.

City Dacca, 21st January, 1823. Mac. H. L. Vol. II. Cha. II. Case 5, (pp. 112, 113.)

Q. An individual, by trade a blacksmith, had three sons, whom he brought up and supported until they attained the age of majority, when they separated themselves from each other, and took possession of their father's estate: the father is now old and decrepit, and the sons do not provide him with food and raiment. In this case, is the father entitled to maintenance from his sons or otherwise?

R. The sons are bound to support their aged parents†. This is consonant to the doctrines laid down in the *Vivádabhangárnava* and other works.

Sons are bound to maintain their parents.

*Authorities:—*

The following passage is cited in the *Vivádabhangárnava.* "MANU declared, that a mother and father in their old age, a virtuous wife, and an infant son, must be maintained, even though doing a hundred times that which ought not to be done. Zillah Nuddea. Mac. H. L. Vol. II. Ch. II. Case VI. (pp. 113, 114.)

* If the wife have been turned away on account of unchastity, or a similar offence, she has no right to be maintained.

† The sons have no property, and cannot seek independency while their father exists, as MANU says: "Three persons, a wife, a son, and a slave, are declared by law to have in general no wealth exclusively their own: the wealth which they may earn is regularly acquired for the man to whom they belong." Under these circumstances, the father is not only entitled to obtain maintenance from his sons, although the property be acquired by the sons, but he may take a share of it, whether the acquisition was made with or without the personal labour or pecuniary aid of the father.

প্রশ্ন। ছয় ভ্রাতার মধ্যে চারিজন এক মাতার গর্ভজাত ছিল, তাহারা নিজ পিতার সহিত এক পরিবার রূপে বাস করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ চারি ভ্রাতার মধ্যে একজন অর্থাৎ দ্বিতীয় নিজ পিতার জীবন কালেই নয় বৎসর বয়স্কা এক পত্নী রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। অবশিষ্ট তিন সহোদরের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ স্বকীয় ধনে ও শ্রমে কিছু স্থাবর ও অস্থাবর ধন সঞ্চয় করিল। এক্ষণে ঐ দ্বিতীয় ভ্রাতার স্ত্রী পতির জ্যেষ্ঠের উপার্জ্জিত ধনের চতুর্থাংশ এবং (পতির) পৈতৃক ধনের-ও অংশ দাওয়া করে। এমত অবস্থায় ঐ বিধবা দাবীকৃত ধনের অংশ পাইতে পারে কি না?

পিতার পূর্ব্বে পুত্র মরিলে ঐ পুত্রের পত্নী কেবল অন্না-চ্ছাদনে অধিকারিণী।

উত্তর। উপরি উক্ত অবস্থায় পতির পৈতৃক ধনের অথবা পতির জ্যেষ্ঠের উপার্জ্জিত ধনের অংশ পাইতে ঐ বিধবার কোন দাওয়া নাই। কিন্তু তৎশ্বশুরের উত্তরাধিকারি ও স্বলাভিষিক্তেরা তাহাকে অবশ্য প্রতিপালন করিবে। এই মত দায়ভাগের অনুমত। কলিকাতা কোর্ট আপীল। ৪ ডিসেম্বর ১৮২১ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ২, মকদ্দমা ৮ (পৃ. ১১৬ ও ১১৭)।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি (আপনার পূর্ব্বে মৃত) এক স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্রকে এবং এক পত্নীকে ও তাহার গর্ভজাত দুই দুহিতাকে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়, তাহার মরণের পর এক পুত্র মরে। এক্ষণে প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র, এবং এক পত্নী আর দুই কন্যা বর্ত্তমান। যদি ঐ বিধবা নিজ সপত্নী পুত্র হইতে বিষয়ের কোন অংশ না পাইয়া থাকে তবে সে বিষয়ের কোন অংশ পাইতে অধিকারিণী হয় কি না; যদি হয়, তবে তাহার পরিমাণ কি?

পিতৃ দায়াধিকারী পুত্র নিজ বিমাতা ও বৈমাত্র ভগিনীকে অবশ্য প্রতিপা-লন করিবে।

উত্তর। ঐ বিধবা নিজ সপত্নী-পুত্র হইতে কেবল উপযুক্ত অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী; তাহার দুই কন্যার যদি বিবাহ না হইয়া থাকে তবে তাহারা বিবাহের ব্যয়ের নিমিত্ত পিতৃ ধনের কিয়দংশ পাইবে এবং বিবাহের পর যদি পতির প্রতিপালনের অক্ষমতা বশতঃ তাহাদের অন্নবস্ত্রের অভাব হয় তবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাহারদিগকে অন্নবস্ত্র দিবে। এই মত দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থের মতানুমত। জিলা চব্বিশ পরগণা। ২৪ জানয়ারি ১৮১৮ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চা. ২. মকদ্দমা ১০ (পৃ. ১১৭ ও ১১৮)।

প্রশ্ন। কোন বিধবা আপন শ্বশুরের ও দেবরের নামে এই বয়ানে নালীশ করে যে তাহার শ্বশুরের কিছু পৈতৃক বিষয় ছিল ও দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ তাহার স্বামী ও কনিষ্ঠ তাহারই সহোদর। বাদিনীর স্বামী নিজ পিতার ও ভ্রাতার জীবন কালে বাদিনীকে ও তাহার দুই কন্যাকে রাখিয়া মরে। ঐ কন্যাদের মধ্যে একজন তিনটি শিশু পুত্র রাখিয়া মরে, বাদিনী আপন উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্তে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া বৎসরে ষাটি টাকা দাওয়া করে। পরন্তু ঐ বিধবার স্বামী নিজ পিতার ও ভ্রাতার অগ্রে মরাতে সে শ্বশুরের ও দেবরের নামে অন্নাচ্ছাদনের দাবীতে নালীশ করিতে পারে কি না? বাদিনীর স্বামী যদি নিজ পিতার ও ভ্রাতার সহিত পৃথক্ হইয়া থাকে তবে ঐ বিধবা উক্ত ব্যক্তিদিগের স্থানে অন্নবস্ত্র পাইবার দাওয়া করিতে পারে কি না।

বিভক্ত ভ্রাতার স্ত্রীর পতি-কুলে হইতে অন্নাচ্ছাদন পা-ইবার দাওয়া নাই।

উত্তর। পিতার জীবনকালে যদি পুত্র মরিয়া থাকে এবং ঐ পুত্রের পত্নী যদি ধর্ম্মাচরণে পতিকুলের অধীনা হইয়া রহিয়া থাকে তবে সে নিজ শ্বশুর হইতে অথবা তাহার উত্তরাধিকারি হইতে অন্নবস্ত্র পাইতে অধিকারিণী; কিন্তু তাহার পতি যদি নিজ পিতা হইতে আপন যোগ্যাংশ পাইয়া পৃথক্ হইয়া থাকে তবে ঐ বিধবা শ্বশুরের স্থানে অথবা তাহার উত্তরাধিকারির স্থানে অন্নবস্ত্র পাইবার দাওয়া করিতে পারে না। এই মত বিবাদার্ণবসেতু প্রভৃতি গ্রন্থের মতানুমত। কমলমণি দাসী—বনাম—বোধ নারায়ণ মজুমদার প্রভৃতি। জিলা বিরভূমি। ১৪ আগস্ট ১৮২৩ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ২, মকদ্দমা ১১, (পৃ. ১১৮ ও ১১৯)।

প্রশ্ন। উন্মত্ত ব্যক্তি তদবস্থাপন্ন না হইলে তাহার নিজ পিতার বিষয়ে যে স্বত্ব হইতে পারিত ঐ স্বত্ব তাহার মাতার হইবে কি স্ত্রীর হইবে? এবং পিতার মৃত্যুর পর যদি ঐ উন্মত্ত ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়া মরিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় মূল ধনির ঐ পৌত্র নিজ পিতার উন্মত্ততা প্রযুক্ত তদ্ধনে অব্যবহিত অধিকারী হইবে কি না, যদি হয়, তবে তাহার মৃত্যুর পর তাহার মাতা অর্থাৎ উক্ত পাগলের স্ত্রী ঐ বিষয়ে অধিকারিণী হইতে পারে কি না?

Q. There were six brothers, four of whom were by the same mother. They lived together with their father as a joint family, and one of the four uterine brothers (the second) died before his fathers leaving a widow nine years old. Of the three surviving brothers of the whole blood, the eldest acquired some property movable and immovable, with his separate funds and exclusive labour. The widow of the second brother now claims one fourth of her late husband's eldest brother's acquisitions, and the share of his ancestral property. In this case, is such widow entitled to a share in the property claimed ?

A widow whose husband died before his father has a legal claim to maintenance only.

R. Under the circumstances stated, the widow has no right to claim any share of her husband's ancestral property, or of his brother's acquisitions, but she must be maintained by the heirs and representatives of her father-in-law. This opinion is conformable to the *Dáyabhága*. Calcutta Court of Appeal, December 4th, 1821. Macn. H. L. Vol. II. Cha. II. Case VIII. (pp. 116, 117).

Q. A person died, leaving two sons by one wife (who died before him), and a widow and her two daughters, and subsequently to his death one of the sons died. There are now surviving a son of his first wife, and a widow and her two daughters; and, supposing the widow to have received no portion of the property from her step-son,—in this case, is she entitled to any share of the estate; and if so, what is the extent of her right ?

A son, on succeeding to his father's estate, must maintain his step-mother and her daughters.

R. The widow is only entitled to a proper maintenance from her step-son; and if her two daughters have not been disposed of in marriage, they will also have some share of their father's wealth to defray their nuptial expenses. Should they, after marriage, be in want of maintenance, in consequence of their husband's inability to support them, they must be provided with food and raiment by their half brother. This is conformable to the *Dáyabhága* and other authorities. Zillah 24 Pergunnahs, January 24th, 1818. Macn. H. L. Vol. II. Ch. II. Case X. (pp. 117, 118).

Q. A widow instituted a suit against her father-in-law and her husband's younger brother, setting forth, that her said father-in-law had some acquired ancestral landed property, and that he had two sons, the elder being her deceased husband and the younger her deceased husband's full brother; that her husband died before his father and brother, leaving her and her two daughters, one of whom is since dead but is survived by three minor sons, and that she claims only sixty rupees per annum due on account of her proper maintenance, at the rate of five rupees per mensem. In this case, is the widow, whose husband died before his father and brother, competent to bring an action against her father-in-law and brother-in-law for her maintenance ? Supposing the plaintiff's husband to have been separated from his father and brother during his lifetime, in this case is the widow competent to claim her maintenance from the individuals abovementioned ?

The widow of a separated brother is not entitled to maintenance faom her late husband's family.

R. A son dying before his father, his widow, living virtuously and obediently to her husband's family, is entitled to obtain maintenance from her father-in-law or other successor to his property; but if her husband have received his share from his father, and been separated from him, she cannot in that case claim maintenance as against him or his heir. This opinion is consonant to the *Vivádárnavasetu* and other authorities. Zilla Beerbhoom, August 14th, 1823. Kamalmaní Dásí *versus* Bodhnáráyan Majumdár and another. Macn. H. L. Vol. II. Ch. II. Case XI. (pp. 118, 119).

Q. Does the right of succession which an insane person would have had to his father, provided he had been of sound mind, devolve on his mother or on his wife ? And supposing such insane person to have had a son, born subsequently to the death of his (the insane's) father, which son is since dead; in this case, was the grandson entitled to inherit immediately from his grandfather by reason of his father's insanity; and if so, on his death, has his mother any title to succeed him ?

উন্মত্ত ব্যক্তি বিষয়ে অনধিকারী। তাহার পত্নী নিজ পুত্রের মরণে বিষয়াধিকারিণী হইয়া নিজ পতি ও শাশুড়ীকে প্রতিপালন করিবে।

উত্তর। উন্মত্ত ব্যক্তির স্ত্রী শ্বশুরের বিষয়ে কোন ক্রমে অধিকারিণী নয়। ধনির স্ত্রী থাকিতে পুত্রবধূ অধিকারিণী নয়। কিন্তু ঐ স্ত্রী উক্ত পাগলকে ও তাহার স্ত্রীকে বিষয় হইতে অন্নাচ্ছাদন অবশ্য দিবে। পরন্তু যদি পিতামহের অর্থাৎ ধনির মরণের পর ঐ পাগলের একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়া মরিয়া থাকে তবে ঐ মূল ধনির পুত্রবধূ অর্থাৎ ঐ সন্তানের মাতা নিজ সন্তানের উত্তরাধিকারিণীরূপে বিষয়ে অধিকারিণী হইয়া শাশুড়ীকে ও স্বামীকে অন্নাচ্ছাদন দিবে। এই মত দায়ভাগ ও অন্যান্য গ্রন্থানুমত। জিলা চব্বিশ পরগণা। ১২ জুলাই, ১৮১২ সাল। উমা দেবী—বনাম—রামমণি দেবী। মেক্. হি. ল. ব্য. ২, চ্যা. ৪, মকদ্দমা ২, (পৃ. ১৩০)।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তি ভিন্ন২ স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া মরে। ঐ পুত্র উন্মত্ত ও গোঙ্গা, এবং তাহার ভাল হইবার ভরসা নাই। এমত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির বিষয়ে ঐ কন্যা-ই কেবল অধিকারিণী অথবা মৃতের মাতামহ উক্ত পুত্রকে প্রতিপালন করিবার শরতে অধিকারী হইবে?

উত্তর। উক্ত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পত্নীর অভাবে দুহিতাই কেবল অধিকারিণী, ঐ পুত্র নয়। উক্ত শরতে শাস্ত্রমতে বিষয়ের কোন অংশে পুত্রের মাতামহের দাওয়া নাই। কিন্তু উক্ত পুত্র বৈমাত্র ভগিনী হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইবে।

প্রমাণ—

মনু—"ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ ও জন্মবধির, উন্মত্ত, জড়, মুক, ও নিরিন্দ্রিয় ব্যক্তিরা দায়াধিকারি নয়"।

দেবল—"পিত্রাদি ধনির মরণে, ক্লীব, কুষ্ঠী, উন্মত্ত, জড়, জন্মান্ধ, পতিত, পতিতাপত্য, লিঙ্গী, ইহারা বিষয়ভাগি নয়, কিন্তু পতিত ভিন্ন আর২ ব্যক্তিরা গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে"।

জিলা বর্দ্ধমান, ১৫ জুলাই ১৮২২ সাল। চ্যা. ১, সেক্. ৩, মকদ্দমা ৩, (পৃ. ৪২ ও ৪৩)।

১৫৪ সংখ্যক ব্যবস্থার

নজীর।

/০ পদ্মমণি নিজপতির ও তদ্ভ্রাতার উত্তরাধিকারিণী রূপে বিষয়ের অর্দ্ধেক দাওয়া করিলে বিচার হইল যে যেহেতু প্রকাশ পাইতেছে বাদিনীর পতি নিজপিতার ও ভ্রাতাদের পূর্ব্বে মরিয়াছে অতএব তাহার দাওয়া ডিস্মিস্, সে কেবল গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী। মোসম্মাৎ হেমলতা চৌধুরাণী—বনাম—মোসম্মাৎ পদ্মমণি চৌধুরাণী। ১৪ ফেব্রুওয়ারি ১৮২৫ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৪, পৃ. ১৯।

৵০ শম্ভুচন্দ্র ঘোষ নিজ বিমাতা জয়মণিকে এবং পিতামহী করুণাময়ীকে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়, বিচার হইল যে শম্ভুচন্দ্রের দায়াধিকারিণী জয়মণি নয় কিন্তু করুণাময়ী, এতাবতা করুণাময়ী শম্ভুচন্দ্রের অংশ পাইতে ও জয়মণি তাহা হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী। এবং করুণাময়ীর স্থানে জয়মণি আপনার ঐ প্রাপ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে পয়রবী করিতে পারে। পরন্তু ন্যায্য কারণ থাকিলে সে এইক্ষণেই আপন প্রাপ্যের জামিন চাহিতে পারে। কন্. হি. ল. পৃ. ৬৬—৬৮।

৶০ গুরুপ্রসাদ বসু প্রভৃতির মকদ্দমায় অন্নাচ্ছাদন পাইতে বিধবার যে অধিকার তৎ প্রাপ্তির বাবৎ জামীন লওয়াতে আমার মতে আদালত তদ্বিষয়ে যথার্থ বিবেচনা করিয়াছেন। এই মকদ্দমা বিভাগ বিষয়ক ছিল। মৃত শশিমুখী মৃত মদনমোহন বসুর পত্নী এবং ঐ মদনমোহনের ছয় পুত্রের মধ্যে এক জনের জননী ছিল, অপর পত্নী অবশিষ্ট পাঁচ পুত্রের জননী আনন্দময়ী জীবিতমানা ছিল। তৃতীয়া পত্নী মাধবী দাসী নিস্সন্তান ও জীবিতা ছিল। ১৮১৩ সালের ৭ আগষ্ট তারিখে আদালত হইতে এই ডিক্রী হইল যে মৃত শশি মুখীর গর্ভজ পুত্র মদনমোহনের বিষয়ের ছয় অংশের একাংশ পাইতে অধিকারী। অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ ছয় ভাগে বিভক্ত হইবে তাহার এক ভাগ পাইতে আনন্দময়ী অধিকারিণী অন্য পাঁচ ভাগ তাহার পাঁচ পুত্রের প্রাপ্য। পরন্তু আরো আদেশ হইল যে বিভাগ হইবার পূর্ব্বে মাস্টর সাহেব অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করেন যে কত টাকা হইলে ঐ অপুত্রা বিধবা মাধবী দাসীর উপযুক্তরূপ অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্তির খাতির জমা হয়, অপিচ আদেশ হইল যে তন্নিমিত্তে প্রথমেই তৎ পরিমিত ধন পৃথক্ করিয়া রাখা হয়।

বিবেচনা

এই সকল নিষ্পত্তিতে প্রকাশ যে যে বিধবা অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী তাহাকে যাহার স্থানে ঐ অন্নাচ্ছাদন অবশ্য প্রাপ্য তাহার দয়ার অধীনা করিয়া রাখা হইবে না, কিন্তু এমত করিতে হইবে যাহাতে ঐ বিধবা ঐ ব্যক্তিকে নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে অর্থাৎ তাহার প্রাপ্য দিতে বাধিত করিতে পারে। যদ্যপি

R. The insane person's wife has no title to inherit from her father-in-law. The widow of the original proprietor excludes her daughter-in-law; but the insane person and his wife must be provided by her with the necessaries of life out of the estate. If, however, after the death of the grandfather, a son of the insane person have been born, and subsequently die, the original proprietor's daughter-in-law will, as mother of the child, take the heritage in succession to her child, and supply food and raiment to her mother-in-law and husband. This doctrine is contained in the *Dáyabhága* and other authorities. Zillah 24 Pergunnahs, 12th July, 1812. Umá Debí, *versus* Rámmani Debí. Macn. H. L. Vol. II. Cha. IV. Case II. p. 130.

Q. A person died, leaving a son and a daughter by different wives. The son is insane and dumb, and there is no hope of his recovery. In this case, is the daughter alone entitled to succeed to her father's property, or does it devolve on his maternal grandfather, subject to the condition of his maintaining the son ?

R. Under the circumstances stated, in default of his widow, the daughter of the deceased is alone entitled to the succession, to the exclusion of the son. The son's maternal grandfather has no legal claim to any share of the property subject to the condition stated, but the son must be supplied with the necessaries of life by his half sister.

*Authorities:—*

MANU:—"Impotent persons and outcasts, persons born blind and deaf, madmen, ideots, the dumb, and those who have lost a sense or a limb, are excluded from a share of the heritage."

DEVALA:—"On the death of a father or other owner of property, neither an impotent man, nor person afflicted with elephantiasis, nor a madman, nor an ideot, nor one born blind, nor one degraded for sin, nor the issue of a degraded man, nor a hypocrite or impostor, shall take any share of his heritage. For such men, except those degraded, let food and clothes be provided."

Zillah Burdwan, July 25th, 1822. Macn. H. L. Vol. II. Ch. I. Sec. III. Case III. p. 42.

*Cases* bearing on the vyavasthá No. 154.

I. Claim by Padumani Choudhuráni for a moiety of an ancestral estate, as heir to her deceased husband and his brothers, was dismissed, because it appeared that her husband died before his father and brothers. She was declared entitled to maintenance only. Musst. Hemlatá Choudhuráni *versus* Musst. Padumani Choudhuráni. 14th February 1825 S. D. A. Rep. Vol. IV. page 19.

II. Shambhu Chandra Ghose having died without issue, leaving his step-mother Joymani and grand-mother Karunámoyí, held that not Joymani but Karunámoyí was the heiress of Shambhu Chandra; that the latter inherit Shambhu Chandra's share, but the former has a right to maintenance out of it, and may follow it for the purpose of obtaining her right into the hands of Karunámoyí, and may now, if she has just cause, require security as to her rights. Con. H. L. p. 68.

III. In the case of Sib Chandra Bose against Guru Parsád Bose and others, the Court took, in my opinion, a correct view of the right which a widow, entitled to maintenance, had to security for the due receipt of it. This was a bill for partition. Shashimukhí, who was one of the three widows of Madan Mohan Bose and mother of one of his six sons, had died; another widow, Anandamoyí Dásí who was mother of the other five sons, was living. The third widow, Mádhabí Dásí, who had been childless, was also living. On the 7th of August, 1813, a partition was decreed and the son of Shashimukhí was declared entitled (his mother being dead) to one sixth part of Madan Mohan's estate. The other five parts were to be divided into six, of which Anandamoyí was declared entitled to one, and her five sons to one each;—but it was ordered that before any partition be made, the Master do enquire and report what would be a requisite sum for the purpose of securing to Mádhabí (the childless widow) a suitable maintenance, and it was ordered that in the first instance such sum be set apart for the purpose.

Remarks.

From these decisions, it clearly appears that the widow entitled to maintenance, is not to be left at the mercy of him whose duty it is to maintain her, but that she may compel him to do her justice, and

ঐ অন্নাচ্ছাদনদাতা ব্যক্তির যে ভার তাহা অনিশ্চিত তথাপি আদালত অবস্থা বিবেচনায় তাহা নিশ্চিত করিয়া দিবেন, এবং তৎ পতির দায়াধিকারি তাহাকে যাহা দিতে ধর্ম্মতঃ বাধিত তাহা ঐ বিধবা যাহাতে পায় এমত সাহায্য আদালত করিবেন। কন্. হি. ল্. পৃ. ৬২ ও ৬৩।

মাধবী দাসী যে মৃত পতির বিষয় হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী তাহাতে সন্দেহ নাই, পরন্তু ঐ বিষয় এত ব্যক্তির মধ্যে বিভাগ কালীন তাহার প্রতিপালনের নিমিত্তে ধন সংস্থাপন করা যে ন্যায্য ইহা অস্বীকারকরা যাইতে পারে না, কেননা অংশিদের কেহ একাকী তাহার আবশ্যক জীবিকা দিতে বাধিত না হওয়াতে তাহারা সাধারণে পাছে না দেয় এই নিমিত্তে তাহার খাতির জমা করিয়া লওয়া ন্যায্য। কন্. হি ল. পৃ. ৬৮, ৬৯।

।০ কোন মৃত হিন্দুর ত্যক্ত বিষয় তৎ পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ কালীন বিচার হইল যে বিভাগের পরে তৎপ্রত্যেকে পিতৃ পত্নীকে আংশিক অন্নাচ্ছাদন দিতে বাধিত। কমলমণি দাসী—বনাম—রমানাথ বসাক। সু. কো. ৩০ মার্চ ১৮৪৩ সাল। ফুল্টন সাহেবের রিপোর্ট বা. ১, পৃ. ১৮৯। মর্লির ডাইজেষ্ট, বা. ১, পৃ. ৪৪০ ও ৪৪১।

কোন ব্যক্তি উইলের দ্বারা তারদ্বিষয় পুত্রদিগকে দিয়া যায়, এবং ঐ উইলের অনুসারে পুত্রদের মধ্যে বিষয়ের বিভাগ হয়। এই বিভাগের পর আদালত মৃত ধনির পত্নীকে অন্নাচ্ছাদন দেওয়াইলেন, এবং আদেশ করিলেন যে প্রত্যেক ভাগী নিজ অংশ পরিমাণে তাহা দিবে। ঐ।

উপরি উক্ত অবস্থাতে বিধবার অধিকার অন্নাচ্ছাদনে বই নয়, এবং তৎ পরিবর্ত্তে সে বিভাগ কালে কোন অংশ দাওয়া করিতে পারে না। ঐ।

কোন হিন্দু-বিধবা নিজ অন্নাচ্ছাদনের দাবী চালাইতে গৌণকরণ রূপ দোষে দোষী হইলে গত কালের দরুন অন্নাচ্ছাদন বিষয়ক ধন পাইবে না, পরন্তু তাহার জীবিকা বিষয়ক ধন ডিক্রীর তারিখ হইতে হিসাব হইবে। ঐ।

বাদি প্রতিবাদির মধ্যে এমত তকরার উপস্থিত ছিল যে বাদিনী (হিন্দু বিধবা) মৃত পতির বিষয়ের অংশ পাইতে অধিকারিণী কি না, এবং তাহাতে দৃষ্ট হয় নাই যে তাহাতে অন্নাচ্ছাদন বিষয়ক তকরার উপস্থিত ছিল। পরন্তু আদালত বিচার করিলেন যে তাহাতে তাহার অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্তির অধিকারের ব্যাঘাত জন্মিবে না। ঐ।

কোন মৃত হিন্দুর উইলের অর্থ করিতে হইলে উহ্য বলিয়া তৎ পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদনাধিকার কথনো বারণ করা হইবে না। ঐ।

ধনি নিজ উইলে তাবৎ বিষয় অন্যকে দিলেও যদি তাহাতে স্ত্রীগণকে অন্নাচ্ছাদন দিতে স্পষ্ট বারণ নাকরিয়া থাকেন তবে তাহাতে তাহারা বঞ্চিত হইবে না। রাণী হরসুন্দরী—বনাম—কুঙর কৃষ্ণনাথ। সু. কো. ১ মার্চ ১৮৪১ সাল। ফুল্টন্ সাহেবের রিপোর্ট, বা. ১, পৃ. ৩৯৬।

।/০ সপত্নীপুত্র জীবিত থাকিতে কোন হিন্দু বিধবা সপত্নীর পৌত্রের কিম্বা সপত্নীর পুত্রবধূর স্থানে অন্নাচ্ছাদন পাইবার দাওয়া করিতে পারে না, তৎ সপত্নী পুত্রের সহিত অন্য ব্যক্তিরা যৌতরূপে তৎপতির ধনে অধিকারি হইলেও ঐ সপত্নী-পুত্রই তাহাকে প্রতিপালন করিতে বাধিত। কৃষ্ণানন্দ চৌধুরী—বনাম—মোসম্মাৎ রুক্মিণী দেবী। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ৭০।

১৫৭, ১৫৮ ও ১৫৯ সংখ্যক ব্যবস্থার।

**নজীর**

গোলোকচন্দ্র নামক একব্যক্তি নিজপিতা রামমোহনের জীবন কালে মরে, মৃত গোলোকচন্দ্রের পত্নী শিবসুন্দরী দাসী আপন ইচ্ছায় শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া, রামমোহনের আর ২ পুত্রের পুত্র ও দায়াধিকারিগণের নামে পৃথক্ অন্নাচ্ছাদন পাইবার নিমিত্তে নালিশ করিল। তিন জন সম্ভ্রান্ত হিন্দুকে—অর্থাৎ কাশীনাথ মল্লিক, গোবিন্দ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও রামমোহন নেউগীকে বাচনিক জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহাদের বিবেচনায় এই হইল যে বাটীতে থাকিতে স্থান ও আহার এবং মাসে ১২ টাকা করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।

প্রধান জজ শ্রীযুক্ত পীল সাহেবের রায়—আমাদের বিবেচনা হয় যে বাদিনী পৃথক্ জীবিকা পাইতে অধিকারিণী। শাস্ত্রে যে গ্রাসাচ্ছাদন পদ আছে তাহার অর্থ অনিশ্চিত ও দুর্জ্ঞেয়, অতএব আমরা মাস্টরকে এই বিষয়ে রিপোর্ট করিতে আদেশ করি যে বাদিনীকে যে টাকাদিতে চাওয়া হইয়াছে তাহা তাহার পদের ও অবস্থার উপযুক্ত কি না? শিবসুন্দরী দাসী—বনাম—কৃষ্ণকিশোর নেউগী প্রভৃতি। ২৫ মার্চ ১৮৫১ সাল, সু. কো. (একুইটী মকদ্দমা) টেলর ও বেল সাহেবের রিপোর্ট, বা. ২, খণ্ড ৪, পৃ. ১৯০ ও ১৯১।

although the obligation imposed upon him be indefinite, that a court of equity will define it, by adverting to circumstances, and aid her in the enforcement of such advantages, as the possessor of her husband's wealth is bound in conscience to confer. Con. H. L. pp. 62, 63.

That Mádhabí Dási had a right to be maintained out of her husband's wealth is certain; and when that wealth was to be divided, among so many, the justice of providing a fund for her support, cannot be questioned; for *no one* of the partitioners being bound to supply her with the necessaries of life, it was just to secure her against want by a joint contribution. Con. H. L. pp. 68, 69.

IV. On partition of the property of a deceased Hindu amongst his sons, it was held that, after the partition, they were each liable for a share of the maintenance of their father's widow. Kamalmani Dási *versus* Ramá Náth Basák. S. C. 30th March 1843. Fulton. Vlo. I. p. 189. Morley's Digest. Vol. 1. pp. 440, 441.

A Hindu leaves all his prroperty to his sons by will, and a partition is effected amongst them according to the terms of his will. The court will grant maintenance to his widow after the partition, and direct each of the sharers to contribute.—*Ibid.*

The right of the widow, under such circumstances, does not extend beyond maintenance, and she has no right to a share of the property in lieu of maintenance on partition.—*Ibid.*

A Hindu widow will not be entitled to arrears of maintenance if she has been guilt of delay in the prosecution of her suit, and her maintenance will be calculated from the date of the decree.—*Ibid.*

Litigation having taken place between parties in which the contest was whether the plaitiff (a Hindu widow) was entitled to a share of the estate of her deceased husband, but in which it did not appear that the question as to maitenance was directly raised; it was held that such proceedings did not act as a bar to her right of maintenance.—*Ibid.*

In the construction of a Hindu's will his widow's right to maintenance will never be barred by implication.—*Ibid.*

Hindu females cannot be deprived of their right to maintenance by a will, which does not expressly exclude them though *the whole* estate be left to others. Rání Hara Sundarí *versus* Kunwor Krishna Náth. S. C. 1st March 1841. Fulton Vol. I. p. 396.

V. A Hindu widow has no claim upon her step-grandson, or her stepson's widow, for maintenance, while she has a stepson living, who alone is bound to maintain her, even though the others are in joint possession with him of her late husband's estate. Krishnánanda Choudhurí *versus* Musst. Rukkiní Debí. 15th February 1821. S. D. A. Rep. Vol. III. p. 70.

*Cases* bearing on the vyavasthás Nos. 157, 158 & 159.

I. Shiba Sundarí Dásí widow of one Golok Chandra who died during his father Rám Mohan's life time voluntarily left the family house, and sued the defendants who were the surviving sons and representatives of the other sons of Rám Mohan, for separate maintenance: a verbal reference had been made to three respectable Hindus—Káshí Náth Mallik, Gobinda Chandra Bánarjyá, and Rám Mohun Neogí, who awarded 12 Rs. per month as a sufficient allowance to her, she being allowed appartments in the family house, and food.

Peel. C. J.—" We think that she is entitled to a separate maintenance. The words 'food and raiment' being too vague and ambiguous an expression, we must refer it to the Master to enquire and report whether the amount offered was just and proper with reference to her situation in life."—Shibasundarí Dásí *versus* Krishna Kishore Neogí and others. 25th March 1851. S. C. (in equity.) Taylor and Bell's Reports, Vol. II. part IV. pp. 190, 191.

৵০ গৌড় দেশীয় তিলকরাম পাকড়াশী নামক মৃত এক হিন্দুর দুই পত্নীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী মন্দোদরী দেবী পতির পুত্রের নামে নালিশী আর্জ্জি দাখিল করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে তিলকরাম যে ধন রাখিয়া মরিয়াছেন তাহার যথার্থ ও সম্পূর্ণ হিসাব প্রতিবাদী দাখিল করে, এবং ঐ ধনানুরূপ জীবিকা দিবার জন্যে প্রতিবাদির উপর ডিক্রী সাদরে হয়।

প্রথমবার শুননি হইয়া মকদ্দমা মাস্টরের নিকট সমর্পিত হয় এই বিষয় অনুসন্ধান ও নিশ্চয় করিবার নিমিত্তে যে (বাদি প্রতিবাদির অবস্থার প্রতি বিলক্ষণ বিবেচনা পূর্ব্বক) মৃত তিলক রাম পাকড়াশীর জ্যেষ্ঠা পত্নী মন্দোদরী দেবীর উপযুক্ত জীবিকা কি পরিমিত টাকায় হইতে পারে।

মাস্টর আপন রিপোর্টে ইহা লিখনান্তে যে উভয় পক্ষের উকীল এবং আদালতের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে (উভয় পক্ষের বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) তিনি দেখিলেন যে ২৮০ টাকা হইলে উক্ত মন্দোদরী দেবীর উপযুক্ত জীবিকা হইবে এবং তাহাতে তিনি নিজ দীন কুটুম্বগণকে, গুরুকে, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকে, পুরোহিতকে ও দরিদ্র লোককে দানাদি করিতে এবং স্বামির ও নিজের পারলৌকিক উপকারার্থ দৈনিক ধর্ম্মকর্ম্ম, এবং শাস্ত্রীয় দান, অতিথি সেবা, সেবকের বেতন, ও তীর্থদর্শনরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থা হইবেন। পরে আরো আদেশের নিমিত্তে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে এবং বাদিনীর পক্ষে মাস্টরের রিপোর্ট শুননি হইলে ও কৌন্‌সলীর বক্তৃতা শুনাগেলে ও প্রতিবাদির পক্ষে কোন ব্যক্তি হাজির না হইলে আদালত * মকদ্দমা ডিক্রী করিয়া উক্তি করিলেন যে—"বাদিনী শ্রীমতী মন্দোদরী দেবী নিজপতি তিলকরাম পাকড়াশীর মৃত্যুর দিবস হইতে জীবিকারূপে ২৮০ টাকা পাইতে অধিকারিণী। অতএব আদেশ ও ডিক্রী হইল যে বাদিনীর পতির মৃত্যুর তারিখ হইতে বর্ত্তমান মার্চ মাসের ৬ তারিখ পর্য্যন্ত মুদ্দত চারি বৎসর ও ছয় মাসের কাত তাহার জীবিকা বাবৎ যে সিক্কা ১৫১২০ টাকা প্রাপ্য হইয়াছে তাহা প্রতিবাদি জয়নারায়ণ পাকড়াশী বাদিনীকে অবিলম্বে দেয়; আরো আজ্ঞা ও ডিক্রী হইল যে উক্ত প্রতিবাদী অবিলম্বে এ আদালতের আক্কৌণ্টাণ্ট্ জেনেরাল সাহেবের হস্তে এত টাকা সমর্পণ করে যাহার সুদে মাসে সিক্কা ২৮০ টাকা করিয়া এই ডিক্রীর তারিখ হইতে জীবিকা আদায় হইতে পারে। আক্কৌণ্টাণ্ট্ জেনেরাল সাহেব ঐ টাকায় কোম্পানির কাগজ ক্রয় করেন ও তাহার সুদ বাদিনী শ্রীমতী মন্দোদরী দেবীকে যাবজ্জীবন দেওয়া যায়, ইহার মৃত্যুর পরেই ঐ মূলধন বা তাহাতে ক্রীত কোম্পানির কাগজ প্রতিবাদি জয়নারায়ণ পাকড়াশীকে অর্শিবে ও তাহাকে তাহা দত্ত ও সমর্পিত হইবে, উক্ত প্রতিবাদিকে এমত ক্ষমতা থাকিল যে বাদিনী মরিলে তিনি যেমত আবেদন করা আবশ্যক বোধ করেন তেমত করিতে পারেন। এতদতিরেকে আরো আজ্ঞা ও ডিক্রী হইল যে আদালতের মোহর যুক্ত এমত হুকুম-নামা সাদের হয় যে যে পর্য্যন্ত উপরিউক্ত সিক্কা ১৫১২০ টাকা এবং উক্ত জীবিকা উভয়ই উসুল না হয় সে পর্য্যন্ত প্রতিবাদী উক্ত তিলকরাম পাকড়াশীর স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিক্রয় বা অন্য কোন রূপে হস্তান্তর করিতে না পারে" *।

উক্ত ডিক্রীতে কোন কার্য্য না হওয়াতে মন্দোদরী দেবী পুনর্ব্বার আদ্দাশ করিলেন এই প্রার্থনায় যে তাঁহার দাবীর টাকা আদায়ের নিমিত্তে তিলকরাম পাকড়াশীর স্থাবর বিষয় বিক্রয় করা যায়। এই আদ্দাশ-পত্র সপ্রমাণ রূপেই গ্রাহ্য এবং ১৮০২ সালে ৮ জুলাই তারিখে শ্রুত হইয়া মাস্টর সাহেবের প্রতি আদেশ হইল যে তিনি তিলক রাম পাকড়াশীর যে পরিমিত স্থাবর বিষয় হইতে ১৮০১ সালের ২৩ মার্চ তারিখের ডিক্রীর টাকা পরিশোধ হয় তাহার হিসাব লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া তম্মূল্য আক্কৌণ্ট্যাণ্ট জেনেরাল্ সাহেবকে দেন।

১৮০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মৃত তিলকরাম পাকড়াশীর কনিষ্ঠা স্ত্রী কৌশল্যা দেবী নিজ পুত্র জয়নারায়ণ পাকড়াশীর নামে নালিশ করিলেন। এই নালিশী আর্জ্জি সপ্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইল। ১৮০২ সালের ২ জুলাই তারিখের কৌশল্যা দেবীর মকদ্দমা এক তরফা শুনান হইয়া ডিক্রী ও আদেশ হইল যে তিলকরাম

---

* এতাবতা স্পষ্ট প্রকাশ যে দায়াধিকারী যদি ইচ্ছায় অন্নাচ্ছাদন নাদেয় তবে শাস্ত্রানুসারে দেওয়ান যাইতে পারে, আমি বোধ করি যে পতির উত্তরাধিকারিরা বিষয় নষ্ট করিতে বা উড়াইয়া দিতে বসিলে অন্নাচ্ছাদনে অধিকারিণী বিধবা তেমত করিতে তাহারদিগকে নিবারণ করিতে পারে, নিদানে এমত অবস্থায় বিষয়াধিকারিকে তাহাদের উপযুক্ত জীবিকা দানের জন্যে জামিন দিতে বাধিত করিতে পারে। কন্ হি. ল. পৃ. ৬২।

II. Srímatí Mandodarí Debí, the eldest of the two widows of Tilak Rám Pákrásí a Hindu native of Bengal, filed a bill against his son, praying that defendant "may set forth a full, true, and perfect account of the property of which the said Tilak Rám died possessed, and that he may be compelled by a decree to pay to the oratrix a maintenance proportioned to the same."

At the first hearing, it was referred to the Master to enquire and ascertain what would be a proper and suitable maintenance (the circumstances of the parties complainant and defendant being duly adverted to and considered) to be made to Srímatí Mandodarí Debí, as one and the eldest of the widows of Tilak Rám Pákrásí deceased.

The Master by his report, after reciting that he had been attended by the solicitors on both sides and by the pandits of this court learned in the Hindu law, found Sa. Rs. 280 per month to be a proper and suitable allowance to the said Srímatí Mandodarí Debí (the estate of the said parties being adverted to) as well for her own maintenance and support as to enable her to defray the expences incumbent on her to disburse on account of gifts to her own relations in indigent circumstances, presents to her spiritual teacher, gifts to virtuous *Bráhmanas*, and to officiating priests, charity to the poor, sums necessary for the religious ceremonies requisite according to the *Hindus* to be performed daily for the benefit of her late husband's soul and her own, as well as for religious bequests, for the reception of guests, for servants' wages, and for pilgrimages to the holy places. The cause came on for further directions, whereupon and upon reading on the part of the complainant the aforesaid report of the Master, and upon hearing the counsel for the complainant, no one appearing for the defendant,—the court decreed and declared: "that the complainant Srímatí Mandodarí Debí is entitled to an annuity of Sa. Rs. 280 per month from the day of the death of her husband Tilak Rám Pákrásí, and therefore it is ordered and decreed that the defendant Joy Náráyan Pákrásí do forthwith pay to the complainant the sum of Sa. Rs. 15,120, being the amount of such annuity accrued and grown due from the day of the death of her husband to the sixth day of this present month of March, being four years and six months. And it is further ordered and decreed that the said defendant do also forthwith pay into the hands of the Accountant General of this court a sum of money sufficient to raise an annuity equal to the payment of the sum of Sa. Rs. 280 per month from the day of the date of this decree, and that the Accountant General do lay out such sum of money in the purchase of Co.'s paper the interest thereof to be paid to the complainant Srímatí Mandodarí Debí during her life time, and from and immediately after her decease, the said principal sum and the security or securities in which the same shall be then vested, shall revert to and be paid and made over to the said defendant Joy Náráyan Pákrásí, and that the said defendant be at liberty to make such application to this court on the death of the complainant as he may find necessary. And it is further ordered and decreed that an injunction do issue out of and under the seal of this court to restrain the said defendant from selling or otherwise disposing of the estates real and personal which were of, and belonging to, the said Tilak Rám Pákrásí, until the above mentioned sum of Sa. Rs. 15,120 and the aforesaid annuity are both fully provided for.*"

The above decree having proved ineffectual, Mandodarí Debí again filed her bill praying that the lands of Tilak Rám Pákrásí be sold to satisfy her demand. The bill was taken pro confesso, and upon the hearing exparte, 8th July 1802, the Master was directed to take an account of so much of the lands and heridits of Tilak Rám Pákrásí as should be sufficient to satisfy the decree of 23rd March 1801, and to sell the same and pay the proceeds to the Accountant General.

In September 1801, the younger widow, Koushalyá Debí filed her bill against her own son Joy Náráyan Pákrásí. This bill was taken pro confesso. The suit of Koushalyá Debí was heard on the 14th July 1801, exparte, when it was declared and ordered: That the said complainant Koushalyá Debí is well

* It is thus evident that a maintenance, if not voluntarily yeilded, may be enforced by law, and I conceive it will follow that widows having a right to maintenance, may restrain the representatives of their husbands from wasting, or making away with, their estates or at least compel the possessors under such circumstances, to give security for the due payment of a suitable maintenance. Con. H. L. p. 62.

পাকড়াশীর যে বিষয় ছিল ও প্রতিবাদি জয়নারায়ণ পাকড়াশীকে অর্শিয়াছে তাহা হইতে উক্ত বাদিনী কৌশল্যা দেবী জীবিকা পাইতে নাবাল্যরূপেই অধিকারিণী। এতদতিরেকে আরো আদেশ ও ডিক্রী হইল যে এ আদালতের মাস্টরকে বলাযায় যে মৃত তিলকরাম পাকড়াশীর এক স্ত্রীর উপযুক্ত জীবিকা কত হইলে হইতে পারে তাহা তদারক করিয়া স্থির করেন।

তদনুসারে মাস্টর সাহেব রিপোর্ট করিলেন যে মাসে সিক্কা ৪০ টাকা হইলে কৌশল্যা দেবীর উপযুক্ত জীবিকা হইতে পারে। মাস্টর সাহেবের রিপোর্ট পাঠে ১৮০৩ সালের ১১ জুলাই তারিখে উভয় মকদ্দমাতে চূড়ান্ত ডিক্রীর মিনিট্ লিখিত হয়, তদ্যথা—দ্বিতীয় বিধবা বিষয় হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী বিবেচনায় আদালত উক্তি করেন যে এই আদালতের আদেশানুসারে মন্দোদরী দেবীকে দিবার নিমিত্তে ২৮০ টাকা তুলিবার যে আদেশ হইয়াছে ঐ টাকার উপর ঐ দ্বিতীয় বিধবার প্রাপ্য টাকা বার হয়, অথবা তাহা ঐ টাকা হইতে দেওয়া যায়।

১৮ জুলাই তারিখে প্রথম মকদ্দমায় লিখিত মিনিটে নিম্ন লিখিত কথা লিখিয়া তাহা শুধরাণ হইল, তাহা এই যে শ্রীযুক্ত ই. লয়েড্ মাস্টর সাহেব (তিলকরাম পাকড়াশীর বিষয় বিক্রয়ের টাকা হইতে) কৌশল্যা দেবীর প্রাপ্য অন্নাচ্ছাদন-বিষয়ক মাসিক সিক্কা ৪০ টাকার খাতিরজমা করিয়া দিয়া, ১৮০১ সালের ২৩ মার্চ হইতে ১৮০৩ সালের ২১ জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসর দশ মাস ও ষোল দিবসের কাত বাদিনী মন্দোদরীর বকেয়া বাকী সিক্কা ৬৩০৯।/৫ তাঁহাকে দেন। সু. কো.। শ্রীমতী মন্দোদরী দেবী—বনাম—জয়নারায়ণ পাকড়াশী। ১৮০০, ও ১৮০১ ও ১৮০৩ সাল। শ্রীমতী কৌশল্যা দেবী—বনাম—জয়নারায়ণ পাকড়াশী। ১৮০৩ সাল। এই দুই মকদ্দমার আর২ বিবরণ মন্টি্রও সাহেবের মুদ্রিত মকদ্দমাতের রিপোর্টের ৪০৩ হইতে ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৬০ সংখ্যক ব্যবস্থার। নজীর।

জদুমণি দাসী—বনাম—ক্ষেত্রমোহন শীল। সুপ্রীম্ কোর্ট্, ২১ জুলাই ১৮৫৪ সাল।

প্রধান জজ শ্রীযুক্ত পীল সাহেবের লিখিত উক্ত আদালতের রায়—এ মকদ্দমায় বিচার্য্য কথা এই যে মৃত কোন হিন্দুর অবীরা স্ত্রী পতির মরণের কিছুকাল পরে দৌরাত্ম্য বা কুব্যবহার বিনা-ও স্বামির গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রথমে নিজ পিতার গৃহে পরে মাসির অর্থাৎ নিজ কুটুম্বের সহিত বাস করে, ঐ আবাস সর্ব্বতোভাবে তাহার উপযুক্ত এবং তাহার ব্যবহার নির্দ্দোষ ছিল, এমত অবস্থায় যে বিষয় তাহার স্বামির ছিল ও তদুত্তরাধিকারিগণকে অর্শিয়াছে তাহা হইতে ঐ বিধবার অন্নাচ্ছাদন পাইবার অধিকার নষ্ট হইয়াছে কি না? এই আদালতের অনেক নিষ্পত্তিতে এমত বিবেচিত হইয়াছে যে এমত অবস্থায় ঐ অধিকার ধ্বংস হয় না। অল্পকাল হইল সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পন্ন এক মকদ্দমায় * অধিকাংশ জজে এই বিচার করিয়াছেন যে উক্ত রূপ অবস্থায় অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্তির অধিকার ধ্বংস হয়। এই বিচারের পর ঐ আদালতে আর এক মকদ্দমায় এমত নিষ্পত্তি হইয়াছে যে যথেষ্টরূপ অন্নাচ্ছাদন না পাওয়াতে কোন বিধবা যদি শ্বশুরের গৃহ ত্যাগ করিয়া পিতার আলয়ে বাস করে তাহাতে তাহার অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্তির অধিকার ধ্বংস হয় না। নজীর সকল এই রূপ (অনৈক্য) হওয়াতে এই বিষয়ে শাস্ত্র কি মনোনিবেশপূর্ব্বক তদনুসন্ধান করিতে চেষ্টা হইল। সদর আদালতের নিষ্পত্তি যদি আমারদিগের আদালতের নিষ্পত্তি হইতে অধিক যথার্থ ও যথাশাস্ত্র দৃষ্ট হয় তবে এখানকার নিষ্পত্তি অপেক্ষা তদনুগামি হইতে আমরা সন্দেহ করি না। আমরা প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তির অনুগামি হইতে মনস্থ করিয়াছি। কোন হিন্দু বিধবা পিতৃ গৃহে গিয়া থাকিলে তাহার এই অধিকার বিষয়ে ঐ কৌন্সিলে যে সাধারণ বিধান হইয়াছে তাহার অতিক্রম করিতে ইচ্ছা হয় না। উক্ত কৌন্সিলের উক্তি এই যে—'ঐ মকদ্দমাতে বাদিনী ব্যভিচারিণী হওনের মানসে (পতিকুল ত্যাগ করিয়া) গিয়াছিল এমত আপত্তি হয় নাই। স্বামির মরণকালে তাহার বয়স কেবল চৌদ্দ বৎসর মাত্র ছিল, দেবরেরা বালক থাকাতে ঐ বিধবা বিবেচনা করিয়াছিল যে পতির মরণোত্তর তাহাদের নিকট হইতে গিয়া মাতার নিকট ও তৎ পরিবারের মধ্যে থাকিলে বিবেচনা সম্মত হয় এবং ভাল-ও দেখায়'। অতএব পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ যে দেবরদিগের নিকট হইতে যাওয়াতে তাহার বিষয়াধিকারের স্বত্ব লোপ হয় নাই। এবং মাতার আশ্রয়ে থাকিবার নিমিত্তে যাইতে না দিবার কোন অধিকার বা ক্ষমতা ঐ দেবরগণের নাই। প্রিবি কৌন্সিলে যে নিষ্পত্তি হয় তাহা অবশ্যই এখানকার সকল আদালতে আইনরূপে মান্য।

* উক্ত্ব লমণি দাসী—বনাম—জয়গোপাল পাল চৌধুরী প্রভৃতি। ১ জুন, ১৮৪৮।

entitled to a maintenance out of the estate which was of Tilak Rám Pákrásí her late husband, and which has come to the hands of the said defendant Joy Náráyan Pákrásí. And it is further ordered and decreed that it be referred to the Master of this court to enquire and ascertain what is a proper and suitable maintenance to be made to one of the widows of Tilak Rám Pákrásí deceased.

The report was accordingly made, finding Sa. Rs. 40, per month to be a proper allowance for Koushalyá Debí. The following are the minutes of the final decree, on the 11th July 1803, made upon reading the Master's reports, in both causes: The court, in consideration of the second widow being entitled to a maintenance out of the estate, declared that the sum to be paid to her be charged upon and payable out of the annuity of Rs. 280 directed to be raised for Mandodarí Debí by order of this court.

On the 18th July, the minutes were amended (in the first cause) by introducing the following, viz. That, upon securing to Koushalyá Debí the payment of her annuity of Sa. Rs. 40 per month, E. Lloyd, Esqr. the Master (out of the gross amount of sales of the estate of the said Tilak Rám Pákrásí) do pay over to the complainant (i. e. Mandodarí Debí) the sum of Sa. Rs. 6,309-5-1, being the arrears due to her, from the 23rd March 1801 to 21st January, 1803, being 1 year 10 months and 16 days. Srímátí Mandodarí Debí *versus* Joy Náráyan Pákrásí (1800-1-3). Kousahlyá Debí *versus* Joy Náráyan Pákrásí (1803). For further particulars of these two cases, See Montriou's Cases of Hindu law, pp. 403—412.

## Jadumani Dásí *versus* Khyetra Mohan Shíl. S. C. 21st July 1854.

Case bearing on the vyavasthá No. 160.

*Peel, C. J.* delivered the judgment of the Court on this question.—The question in this case is whether a Hindu childless widow, who, some short time after the death of her husband, uncompelled by cruelty or ill usage, left the house of the family of her deceased husband, to dwell at first in the house of her own father, and subsequently with her aunt, living with her own relations, the residence being in all respects a proper one and her conduct unimpeached, forfeits her right of maintenance out of the property which was that of her deceased husband in his life-time, and which has devolved on his heirs. In several decisions of this Court it has been held that under such circumstances no such forfeiture is incurred. In a recent case* in the Sudder Dewanny Adawlut it has been decided, though not unanimously, that under similar circumstances such a forfeiture is incurred. This decision has, however, been followed by another in the same court, in which it was held, that if the widow leaves the residence for that of her parents on a tender of an insufficient maintenance she does not forfeit her right to maintenance. This state of the authorities has induced us to examine closely into the law on the subject. We should not hesitate to follow the decisions of the Sudder in preference to those of our own Court, if they appeared to us to be at once more just and more conformable to the Hiudu law. We have intended to follow the Privy Council. The Privy Council has, on the subject of the right of Hindu widow to return to the home of her parents, laid down a broad rule upon which it is not desirable to infringe. That Court says: "it was not pretended that she had withdrawn herself for unchaste purposes. She was only fourteen at the death of her husband; his brothers were young men: *and she thought it more prudent and decorous* to retire from their protection and live with her mother and her family after the husband's death—therefore, it appears quite clear from the answers given by the pandits that she did not forfeit the right of succession to the husband's estate, on account of removing from the brothers of her late husband; *that they had no right to insist on her not withdrawing herself from them, in order to put herself under her mother's protection.*" The decisions of that Court must, of course, give the law to all Courts here.

* Ujjalmaní Dási *versus* Joy Gopál Pál Choudhurí and others. 1st June 1848.

প্রিবি কৌন্সিল্ পণ্ডিতদিগের যে ব্যবস্থাকে গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছেন তাহা এই যে—‘কোন বিধবা যদি ব্যভি-চারাভিলাস বিনা অন্য নিমিত্ত পতিকুলে বাস ত্যাগ করিয়া পিতৃকুলে গিয়া থাকে তাহাতে তাহার স্বত্ব ধ্বংস হইবে না’। কোন হিন্দু বিধবার উত্তরাধিকারিত্বের দাবীতে সদর আদালত উক্ত মকদ্দমার বিচারানুসারে বিচার করিয়াছেন। কিন্তু ১৮৫০ সালের আগষ্ট মাসে উক্ত আদালতে নিষ্পন্ন পরবর্ত্তি মকদ্দমাতে যে হাকি-মের মত আর২ জজের রায়ের সহিত অনৈক্য হইয়াছিল তিনি উপরি উল্লিখিত বিচারকে ঐ মকদ্দবায় প্রামাণ্য নজীর রূপে মান্য করিতে সন্দেহ করিয়াছিলেন, পরন্তু আর২ জজদিগের মত এই হয় যে বিষয়াধিকারিরা অনুপযুক্ত অন্নাচ্ছাদন দিতে চাহিলে বিধবা যদি মৃত পতির গৃহ ত্যাগ করিয়া পিতার আশ্রয়ে গিয়াথাকে তাহাতে তাহার স্বত্ব ধ্বংস হয় না। যে মকদ্দমাতে স্বত্ব ধ্বংস হওয়া উক্ত হইয়াছে তাহাতে বিচারকারি জজেরা এমত বিবেচনা করিয়াছেন যে বিধবার মৃত স্বামী কখনো বিষয় অধিকার করে নাই, এবং মকদ্দমা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন নিমিত্ত বই নয়। আমরা এরূপ প্রভেদ স্বীকার করি না। যাহা হউক সদর আদালতে উপস্থিত মকদ্দমার সহিত বর্ত্তমান মকদ্দমার প্রভেদ আছে।

এল্‌ট্রেঞ্জ সাহেব নিজ সংগৃহীত হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থে লিখেন যে উত্তরাধিকারী দায়রূপে যে বিষয় প্রাপ্ত হয় ঐ বিষয় হইতে (মৃত ধনির অবশ্য পোষ্য পরিবারের) অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্য, এ আদালত-ও সর্ব্বদা এই বিবেচনা করিয়াছেন। প্রিবি কৌন্সিলে যে কথার বিচার হইয়াছে তাহা এই যে কোন হিন্দুর উত্তরাধি-কারিণী ভ্রষ্টাচার বিনা বাসের নিমিত্তে পিতৃ-গৃহ মনোনীত করিলে সে দায়াদা হইবে কি না। পরন্তু বিবেচ্য এই যে তাহাতে পণ্ডিতেরা সাধারণ অনধিকার বিষয়ে মত দিয়াছেন এবং উক্ত কৌন্সিল্ বা আদালত সাধারণ রূপে উক্তি করিয়াছেন যে উপরি উক্ত অবস্থায় কোন বিধবা (বাসের নিমিত্তে) পিতৃগৃহ মনোনীত করিলেও তাহার স্বত্ব থাকে, স্বামির গৃহে বাস করিতে কেহ তাহাকে বাধিত করিতে পারে না। বিষয়ে অধিকারিণী ও অন্নাচ্ছাদনমাত্রে অধিকারিণী উভয় রূপ বিধবার প্রতিই বাসের এই স্বাধীনত্ব খাটে।

হিন্দু শাস্ত্রীয়প্রাচীনবচনে ও নব্যলিখনেএমত উক্তিআছেযে বিধবাকে পিতৃকুলে বাস করিতে না দিয়া পতিকুলে বাস করাইবার অধিকার পতি পক্ষকে আছে, কিন্তু নব্যগ্রন্থকর্ত্তারা তাবৎ প্রাচীন বচনকে বিধি বলিয়া ব্যবহার করেন না। এই কথা সর্ব্বদাই বিচার্য্য যে বিধবাদের প্রকৃতির ঐ অবস্থাসকল আদালতে ধর্ত্তব্য কি না, এবং বর্ত্তমান সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থানুসারে ঐ সকল কতদূর পর্য্যন্ত মতান্তর হইতে পারে। অপিচ বিবেচ্য এই যে প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা কোন ক্রমে এমত কহেন নাই যে বিধবা পতিকুল অপেক্ষা করিয়া পিতৃগৃহে বাস করত বাসের নিয়মাতিক্রম করিলে সে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অনধিকারিণী হয়। সদর আদালত মেক্‌নাটনের গ্রন্থের যে অংশের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে এমত লিখা নাই যে বাস বিষয়ক নিয়ম পালন না করিলে স্বত্ব ধ্বংস হইবে। প্রাচীন স্মৃতির বচন সকল দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে প্রিবিকৌন্সিলে নিষ্পন্ন মকদ্দমায় পণ্ডিতেরা যে মত দিয়াছেন তাহা তদনুমত। ঐ সকল বচনে উক্ত হইয়াছে যে ব্যভিচার দোষে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্তিতে অনধিকার হয়, কিন্তু তদ্ব্যতীত যে ঐ অনধিকার জন্মে তাহা উক্ত হয় নাই। নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক বচনে স্ত্রী লোকদিগকে অনেক কর্ম্ম করিতে আদেশ আছে পরন্তু তাহা না করিলে কখনো স্বত্ব ধ্বংস হয় না। বচনে অর্থ উহ্য বলিয়া স্বত্বধ্বংস হইতে পারে না। মৃত স্বামির গৃহে বাস করিতে যে আদেশ তাহা ঐ বিধবাকে প্রতিপালন করিতে অল্প ব্যয় হইবে অধিক ভারে ঠেকিতে হইবে না এনিমিত্তে নহে (কেননা তাহা অন্নাচ্ছাদনের পরিমাণ ও বাসের ধারা বিবেচনা করিয়া দিলেই হইতে পারে), কিন্তু পতিকুলে বাসের আদেশের মূল এই যে ঐ বিধবা দুষ্কর্ম্মেরতা না হয়, আপনার কুলে কলঙ্ক না করে। ঐ সকল বচনে অপরের নিকট গিয়া থাকা দুষ্য কথিত হইয়াছে, পরন্তু স্থানান্তর (অর্থাৎ পতিকুলে) বাসে বিধবা যেমত সংরক্ষিতা হয় পিতৃকুলে বাসে-ও তদ্রূপ—তথায় গেলে অপরের নিকট যাওয়া হয় না, তথায় কোন শঙ্কা নাই, অনীতির ও কলঙ্কের বিষয় নহে। সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের রীতি ও নীত্যনুসারে পিতৃ গৃহে বাস ঘৃন্য নহে, প্রত্যুত আমাদেরবোধ হয় যে হিন্দুদের এই সাধারণ ব্যবহার, এই ব্যবহারকে তাঁহারা বিরুদ্ধাচার বোধ করেন না। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোককে শাসনে রাখিতে যে কারণ ছিল তাহা বিষয়ে অধিকারিণী এবং অন্নাচ্ছাদনে অধিকা-রিণী উভয়রূপ স্ত্রীলোকের প্রতি খাটীয়াছে। প্রাচীন স্মৃতিতে বিধবার বাস-বিষয়ে যে নিয়ম আছে দৃঢ়রূপে তদনুসারিণী না হইলে যে তাহার স্বত্বধ্বংস হইবে তাহাতে এমত কিছু দৃষ্ট হয় না। বিধবার অধিকার-বিষয়ক দৃঢ় উক্তিসকল এই উক্তিতে সমাধা করিয়াছেন যে তাহার স্বত্ব সদাচার ও নিষ্ঠা মুলক,—ইহা বিধবার সকলরূপ দাওয়াতেই সমভাবে খাটান যাইতে পারে। সদর আদালতে নিষ্পন্ন মকদ্দমায় অধিক অংশ জজেরা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে হিন্দু বিধবা সর্ব্বদাই পরাধীনতাবস্থাপন্না। কিন্তু

The answer of the pandits which the Privy Council adopts is, that—'if a widow from any other cause but unchaste purposes ceased to reside in the husband's family and took up her abode in her parent's family, her rights would not be forfeited.' This was followed in the Sudder Dewanny in the case of a Hindu widow and heiress. It is to be observed, however, that in the subsequent case of August 1850 by the same Court, the case was considered by the dissentient Judge as one of doubtful authority, and the Court was of opinion that she did not forfeit her right by leaving the husband's house and seeking shelter under the roof of her own parents on an offer of an insufficient maintenance. In the case where the forfeiture was declared, the Judges who gave the decision observed that the deceased *husband had never owned the property and that it was a mere case of maintenance.* We do not adopt the distinction, but nevertheless, we regard the case before the Sudder as different from the present one.

Strange, in his book on Hindu Law treats the *right* to maintenance as a *charge* on the property *in the hands of the heir*, and it certainly has always been so considered in this Court. In the Privy Council the question was whether the Hindu heiress forfeited *her estate*, by selecting, without impropriety, her father's roof for her residence. But it is to be observed that the opinion of the pandits was generally fexpressed as to forfeiture of rights, and the Court expressed in general terms that the widow had a right under the circumstances to select that residence, *and could not be compelled to reside under the roof of her husband's family.* This freedom of choice had respect to causes as applicable to a widow not an heiress as to one who inherited.

There are certainly texts in the Hindu law both ancient and modern which speak of the *right* of the relatives of the husband to have the widow resident under their roof in preference to that of her own family. The modern text writers do not adopt as law all the ancient texts. The question must always be, are those positions in their nature capable of being applied by a Court of Justice, and how far are they to be modified with reference to the altered usages of society and the altered position of things? It is to be observed further that the ancient text writers do not state in any case that maintenance is forfeited if the widow inverts the order of residence and prefers her father's roof to that of her deceased husband. Macnaghten, in the passage of his work which is referred to in the Sudder, does not state that the consequence of non-observance of the rule as to residence is a forfeiture. We have examined the texts of the ancient law, and we think they bear out the opinions of the pandits in the case before the Privy Council. The texts say as to maintenance, forfeiture is incurred by unchaste life, but they do not say that it is incurred otherwise. There are many duties enjoined to women in the text of a moral or religious nature, the violation of which would never have involved any forfeiture. Forfeitures are not to be extended by construction. The duty to reside with the family of the deceased husband, is not enjoined for the sake of thrift, merely because it may in that way be least burdensome to maintain the widow, (that maybe always duly regarded and provided for by the exercise of discretion in the amount and mode of maintenance) but the foundation of the duty to reside is that she may be safe from being tempted to sin, and so may avoid disgracing herself and dishonouring the family. The texts speak in condemnation of her resort to "strangers" for a dwelling. But the woman is presumably as safe under her own father's or family's roof as elsewhere. It is no resort to the house of *strangers*, and there is nothing dangerous, immoral, or dishonoring in the act. It is not shown to be in any way abhorrent to the usages and customs of respectable Hindus: on the contrary we believe it to be a common practice, not disapproved of. The reasons which existed in the olden time for placing restraints on females, applied just as much to female heiresses, as to females entitled to mere maintenance. Nothing can be found in the old texts which imposes the condition of forfeiture on widows and heiresses, not acting strictly on the rules as to preferential residence. The stronger words have been controlled by the Privy Council with a declaration of the widow's right, founded on reasons of decorum and propriety which are applicable to all cases alike. The majority of the Court in the case in the Sudder declare the Hindu widow, to be always in a *depen-*

শ্রীযুক্ত ওএলবি জ্যাক্‌সন্ সাহেব দৃঢ় কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক দৃঢ় বাক্যে উক্তমতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে পূর্ব্বকালে এই রূপ অবস্থাই ছিল এবং অদ্যাপি কতক আছে। পরন্তু হিন্দু স্ত্রীলোকের অবস্থা শুধরাইয়াছে এবং শুধরিতেছে।

সুপ্রীমকোর্টে কেবল তিন বিষয়ে হিন্দুদিগের মকদ্দমা তৎ শাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন হয়—অর্থাৎ নিয়ম, উত্তরাধিকার, ও দায়াধিকার। আর২ বিষয়ে তাহারাও এই আদালতের ইংরাজি আইনের অধীন; কেবল এই মাত্র মতান্তর হয় যে তাহাদিগের কুলাচার ও পরিবারীয় কর্ত্তাদিগের যে বিশেষ অধিকার থাকে তাহা মান্য হয়। ঐ সকল অধিকার প্রচলিত রাখিতে এ আদালত বাধিত এবং সর্ব্বদাই বাঞ্ছিত। হিন্দুদের শাস্ত্রের অনেক বচনে উক্তি আছে যে কেবল শাস্ত্রাপেক্ষা করিয়া কারণ ও ন্যায়ের প্রতি অধিক মনোযোগ কর্ত্তব্য, এবং যেস্থলে সদাচার থাকে সেস্থানে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া মান্য। এক কালের আচার যে অন্য কালের আচারের সহিত অবশ্যই একরূপ হয় এমত নহে—কদাচার লোপ পাইয়া যায়, এবং মনুষ্য যেমত সভ্য ও বিদ্বান হইতে থাকে তেমনি সুশীল ও ধৈর্য্যশীল হইতে এবং অন্যের স্বাভাবিক অধিকারকে অধিক মান্য করিতে শিখে, দুর্ব্বল অত্যল্প দৌরাত্ম্য-ভাজন হয়, দাস স্বাধীন হইয়া উঠে, এবং স্ত্রীলোকের অধিকার সকল নিদানে কিয়দংশে স্বীকৃত হয়। সর্ হেনরি সিটন্ সাহেব কহেন—"আমি সর্ব্বদাই এই বুঝিয়াছি যে কোন দেশের আইন গ্রন্থে লিখিত বাক্য মাত্রে প্রাপ্য নয়, কেননা তাহা কেবল তাহার মূল বই হইতে পারে না, কিন্তু ঐ বাক্যকে আশ্রয় করিয়া যে আচার প্রচলিত হইয়াছে তাহা অধিকাংশে ঐ আইনের সঙ্গে না মিলিলে এবং কখন২ তাহার বিপরীত হইলেও তাহাই আইন বলিয়া মান্য"। সদর আদালতে অন্যরূপ বিধান স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া এ আদালতের অনেক নিষ্পত্তিতে যে বিধান স্থাপিত হইয়াছে আমরা তদ্ভিন্ন অন্য বিধান করিতে পারি না, কিন্তু বোধ হইতেছে যে ধার্ম্মিক ও সুবুদ্ধি হিন্দুদিগের মধ্যে আচরণ বিষয়ে যে ন্যায্যরূপ স্বাধীনত্ব ব্যবহার হইয়াছে (সদরের) উক্ত বিধান কিয়দংশে তাহার শাস্ত্র স্বরূপ। আমরা আরো বিবেচনা করি যে ভারতবর্ষের ধর্ম্মশাস্ত্রে যখন ধর্ম্ম-নিষ্ঠ হিন্দুদের নিকট উৎকট বলিয়া গণিত অপরাধেও স্বত্ব ধ্বংস হয় না তখন শাস্ত্রের বিধানের কিছু উল্লঙ্ঘন হইলে তাহাতে স্বত্ব ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া ডিক্রী করা ঐ শাস্ত্রের মর্ম্মানুযায়ি ধর্ম্ম নয়, বিশেষতঃ এমত বিষয়ে যাহাতে কলঙ্ক হয় না, অধর্ম্ম নাই, ও শঙ্কাও নাই।

আমরা বিবেচনা করি যে উক্ত বিধবা যে পরিমাণ দাওয়া করে তাহার কিয়দংশ তাহার প্রাপ্য। তাহাকে যে ছয় টাকা দিতে স্বীকার করা হইয়াছে তাহা তৎসম্ভ্রম ও ধনির সম্পত্তি দৃষ্টে আমাদের নিকট অত্যল্প বোধ হয়, এবং সে যে (২০) কুড়ি টাকা দাওয়া করে তাহা বিষয় থাকিলে অত্যধিক হইত না, অতএব আমরা ডিক্রী করিলাম যে সে মাসে ১০ দশ টাকা করিয়া পায়, এবং এই গ্রাসাচ্ছাদন দাবীর তারিখ হইতে প্রাপ্য। মকদ্দমা বুঝিয়া আমরা এমত আজ্ঞাও করিতে পারিতাম যে গ্রাসাচ্ছাদনের দাবীতে ওয়াশীলাত প্রাপ্য নয়, এবং পতিকুলে বাস করিলে তবে আগামি গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্য; কিন্তু বর্ত্তমান মকদ্দমায় গ্রাসাচ্ছাদনের ডিক্রীতে এমত নিয়ম করণের আবশ্যক নাই। ইংলিস্‌ম্যান সমাচার পত্র, ২৬ জুলাই ১৮৫৪ সাল।

১৭১ সংখ্যক ব্যবস্থার। নজীর।

মৃত রাজা নবকৃষ্ণের দুই পত্নী—কুঞ্জমণি দাসী ও বিলাস দাসী উক্ত রাজার দত্তক পুত্র গোপীমোহন দেবের এবং ঔরস পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণের নামে এই প্রার্থনায় নালিশ করিল যে প্রতিবাদিরা বিষয়ের হিসাব ও তাহারদিগকে পৃথক জীবিকা দেয়। রাজা রাজকৃষ্ণ আপন জওয়াব মৃত রাজা নবকৃষ্ণের উইল সম্বলিত দাখিল করিলে প্রকাশ পাইল যে ঐ মৃত রাজা আপনার প্রত্যেক স্ত্রীর মর্য্যাদানুরূপ ধন এবং অলঙ্কার দিয়া গিয়াছেন ও তিনি আরো আদেশ করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার বাটীতে বাস করিলে ঐ বিধবারা তাঁহার পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ হইতে অন্নবস্ত্র পাইবেন। প্রতিবাদিরা বয়ান করিলেন যে উক্ত বিধবারা (অর্থাৎ বাদিনীরা) বিনা কারণে পতির গৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া বাস করিয়াছেন। অপিচ রাজা রাজকৃষ্ণ স্বীকার করিলেন যে বাদিনীরা পতি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তিনি তাহাদের প্রতিপালন করিবেন। এতাবতা প্রতিবাদিরা আপন ওজর নিস্সন্দেহ রূপে সাব্যস্ত করাতে মকদ্দমা ডিসমিস্ হইল। তথাচ বিষয়ানুরূপ অন্নাচ্ছাদন পাইতে বিধবার যে অধিকার আছে তাহা অস্বীকৃত হয় নাই। প্রত্যুত তাহা স্বীকৃতই হইয়াছে, পরন্তু বাদিনীদের দাওয়া কেবল এই হেতুতে ডিসমিস্ হইল যে তাহাদের স্বামী যেরূপ অন্নাচ্ছাদন দেওয়া উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহা তাহারা পাইয়াছিল কিম্বা পাইতে পারে। কন্. হি. ল. পৃ. ৬২।

১৭২ সংখ্যক ব্যবস্থার। নজীর

কোন হিন্দু বিধবা পতিকুল হইতে বর্ত্তন পাইবার দাবী উপস্থিত করিলে এমত প্রমাণ হওয়াতে যে তিনি এমত ভ্রষ্টাচারা যে তাহাতে শাস্ত্রমতে আদালতের রায়ে পতিকুল হইতে বর্ত্তনের দাওয়া করিতে অনধিকারিণী হইয়াছেন তাহার ঐ দাবী ডিস্‌মিস্ হইল। রাণী বসন্ত কুমারী—বনাম—রাণী কমল কুমারী প্রভৃতি। ২৯ ডিসেম্বর ১৮৪৩ সাল। স. দে. আ. বা. ৭, পৃ. ১৪৪।

*dant state.* This view is, however, dissented from by Mr. Welby Jackson, with much force of argument and expression. Undoubtedly such was the ancient status, and to a limited extent it is true still. But the status of the Hindu female has improved, and is improving.

The Hindu law governs suits between Hindus in the Supreme Court in three cases only, contract, succession, and inheritance. In other cases the English law is as to them also the law of the Court; the only modification is this that the family usages and rights of Hindu fathers and heads of families are to be observed. The Court is bound and always willing to give due effect to those rights. The Hindu law says in several texts, 'reason and justice are more to be regarded than mere texts, and that wherever a good custom exists it has the force of law'. The manners of one age are not necessarily those of another. A corrupt practice dies away: mankind, as they advance in civilisation and knowledge, learn to be more mild and tolerant, and to respect more the natural rights of others. The feeble are less subject to oppression, the slave grows into a freeman, the rights of women are at least in part acknowledged. "I have always understood," says Sir Henry Seaton, "that the law of a country was to be found, not in the mere text of its code, which can never be more than the foundation of it, but in the practice which has prevailed under it, which may be often inconsistent with it, and even in some cases opposed to it. We cannot adopt in preference to our own established by several decisions, another rule if it can be said to be the rule of Sudder authorities as established there, which seems to impose something like a penalty on the exercise of a reasonable free-dom, allowed in practice amongst virtuous and intelligent Hindus. We may remark further, that as the Indian Legislature has relieved against forfeitures for even graver offences in the eyes of strict Hindus, it seems inconsistent with the spirit of that law to decree a forfeiture for a minor infraction of the strict letter of the Hindu law, in a case which brings no disgrace, and is unattended with sin or danger.

We think this lady is entitled to part of that which she asks; six Rupees per mensem, which was the sum offered her, was, we think, considering her station and the property, too little: twenty Rupees which she claims would not have been too much had the property been larger. We shall award ten Rupees per month, and the back maintenance must date only from the date of the demand. We might in a proper case say there shall be no back maintenance, and further maintenance should be enjoined only on the condition of residence with the late husband's family; but in this case, we think there is no ground for attaching any such condition to the award of maintenance." Decreed accordingly. Englishman, 26th July 1854.

*Case* bearing on the vyavasthá No. 161.

Kunjamani Dásí and Bilás Dásí, two of the widows of *Rájá* Naba Krishna, filed their bill against Gopímohan Deb the adopted son, and *Rájá* Ráj Krishna the begotten son, of *Rájá* Naba Krishna, praying an account and a separate maintenance. To the answer of *Rájá* Ráj Krishna the will of *Rájá* Naba Krishna was annexed, from which it appeared that he had given to each of his wives, money and jewels suitable to their situation in life—and that he had directed them to be maintained by his son *Rájá Ráj Krishna in the family house.* The defendants stated that the widows (complainants) *had left the family house withont any cause*, and had gone to reside elsewhere. *Rájá* Ráj Krishna offered to maintain the complainants, if they would return to the family house. The case made by the defendants could not be denied, and the bill was dismissed. The right of the widows however to a suitable maintenance was not disputed. It was indeed, on the contrary, admitted, and it was upon showing that they had, or might have, such a provision as their husband had thought proper, that the bill was dismissed. Con. H. L. p. 62.

*Case* bearing on the vyavasthá No. 162.

A claim by a Hindu widow for an allowance from her husband's family, was dismissed on proof of such impropriety of conduct on her part as, in the opinion of the court, deprived her of legal claim, according to the Hindu law, to a maintenance from them. Rání Basanta Kumárí *versus* Rání Kamal Kumárí and others. 29th December 1843. S. D. A. Rep. Vol. VII. p. 144.

# দ্বিতীয়াধ্যায়—বিভাগ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ—পিতৃকৃত বিভাগ

### অথ তদ্বিভাগ-কাল।

পিতার স্বত্ব থাকিতে—

ব্যবস্থা ১৬৭ স্বার্জ্জিত ধনে যখন তাঁহার ইচ্ছা হয় তখনই বিভাগ-কাল*।

প্রমাণ পিতা যদি পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দেন, তবে স্বোপার্জ্জিত ধন যখন ইচ্ছা তখনি বিভাগ করিতে পারেন *। বিষ্ণু।

ব্যবস্থা ১৬৮কিন্তু পৈতামহধনে মাতার রজোনিবৃত্তি (অ) হইলে পিতার যখন ইচ্ছা হয় তখনই বিভাগ-কাল*।

প্রমাণ ।০ পিতার পরে পুত্রেরা দায়রূপ ধনভাগ করিয়া লইবে। কিন্তু (নির্দ্দোষে) জীবিত থাকিতে মাতার (অ) রজোনিবৃত্তি হইলে যদি পিতা ইচ্ছা করেন (তবে বিভাগ হয়)। গোতম *

৵০ পিতামাতার অভাবে ভ্রাতাদিগের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, পিতামাতা জীবিত থাকিতেও মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে বিভাগ হইতে পারে। বৃহস্পতি।

(অ) মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে, ইহা বলাতে—অন্যপুত্রের জনন-সম্ভাবনাভাব দেখান হইয়াছে। বি. দা. ভা. দী. র. ২।

ব্যবস্থা ১৬৯ মাতাপদে বিমাতাও বোধ্য—কেননা বিমাতার গর্ভেও পিতার অন্যপুত্র জন্মিতে পারে। দা. ত. পৃ. ১২। দা. ভা. টী. পৃ. ৩২।

ব্যবস্থা ১৭০ বস্তুতঃমাতা ও বিমাতার রজোনিবৃত্তির পর কিম্বা তাঁহাদের রজোনিবৃত্তির পূর্ব্বে পিতার রতি-শক্তি নিবৃত্তি হইলে যদি পিতার ইচ্ছা হয় তবে তদিচ্ছা-কালই বিভাগ-কাল।

যদি মাতার রজোনিবৃত্তি না হইতে দৈবাৎ পৈতামহধন বিভক্ত হয়, তদ্বিষয়ে বিষ্ণু কহেন——

ব্যবস্থা ১৭১ পিতৃ-কর্ত্তৃক বিভক্ত ব্যক্তিরা বিভাগের পর উৎপন্ন ভ্রাতাকে ভাগ দিবে। দা.ত.পৃ.১৪।

মাতার রজোনিবৃত্তি না হইতে বিভাগ হইলে কি হইবে এই আশঙ্কা যদি হয়—তাহাতে বিভাগের

পিতুঃ স্বত্বে বিদ্যমানে—

১৬৭ স্বার্জ্জিত ধনে পিতুরিচ্ছা-কাল এব বিভাগকালঃ*।

পিতা চেৎপুত্রান্ বিভজেৎ তস্য স্বেচ্ছা স্বয়মুপাত্তেঽর্থে *। বিষ্ণুঃ।

১৬৮ পিতামহ ধনেতু মাতৃরজোনিবৃত্তি (অ) সহকৃত পিতুরিচ্ছাকাল এব বিভাগ-কালঃ*।

।০ ঊর্দ্ধং পিতুঃ পুত্রাঃ ঋক্থং বিভজেরন। মাতৃর্নিবৃত্তে (অ) রজসি জীবতি চেচ্ছতীতি গোতমঃ*।

৵০ পিত্রোরভাবে ভ্রাতৄণাং বিভাগঃ সম্প্রদর্শিতঃ। মাতুর্নিবৃত্তে রজসি (অ) জীবতোরপি শস্যতে †। বৃহস্পতিঃ।

(অ) মাতুর্নিবৃত্তে রজসীত্যনেন পুত্রান্তর সম্ভাবনা-রাহিত্যং সূচিতমিতি। বি. দা. ভা. দী. র. ২।

১৬৯ মাতৃপদং বিমাতৃ পরমপি—পুত্রান্তরোৎপত্তি সম্ভাবনাতৌল্যাৎ। দা. ত. পৃ. ১২। দা. ভা. টী. পৃ. ৩২।

১৭০ বস্তুতঃ মাতুর্বিমাতুশ্চ রজোনিবৃত্তৌ অথবা তয়োঃ রজসি বিদ্যমানে পিতৃরতিশক্তি নিবৃত্তৌ তদিচ্ছাকাল এব বিভাগ-কালঃ।

যদিতু অনিবৃত্তরজস্কায়াং মাতরি দৈবাৎ পিতামহ-ধনং বিভক্তং, তত্র বিষ্ণুঃ—

১৭১ পিতৃ-বিভক্তা বিভাগানন্তরোৎপন্নস্য ভাগং দদ্যুরিতি। দা. ত. পৃ. ১৪।

ননু যদিমাতৃ রজোনিবৃত্তিং বিনৈববিভাগঃ কৃতস্তত্র কিংন্যাদিতিচেৎ—কিন্তত্র বিভাগোত্তরং পুত্রোজাতঃ

* বি. দা. ভা. দী. র. ২। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫১। দ. ক্র. সং. পৃ. ৪২। উ. দা. ক্র. সং পৃ. ৯১। মেক্. হি. ল. পৃ. বা. ১,৪৩। স্বার্জ্জিত ধনবিভাগ দ্রষ্টব্য। † দা. ভা. পৃ. ৩৩। কোল্ দা. ভা. পৃ. ২৩। বি. দা. ভা. দী. র. ২। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৪৯।

# CHAPTER II.—PARTITION.

## SECTION I.—PARTITION BY A FATHER.

### TIME OF SUCH PARTITION.

While the father's right subsists :—

**167. His choice alone determines the time for making partition of his own acquired estate.*** Vyavasthá

When the father separates his sons (from himself), his will regulates the division of his own acquired property.* VISHNU. Authority

**168. But in the case of property inherited from ancestors, the father's will, associated with cessation of the mother's catamenia, determines the time of partition.*** Vyavasthá

I. After the father's death (natural or civil) let sons share his estate : or while he lives, if the mother be past child-bearing *(a)*, and he desire partition.* GOTAMA. Authority

II. On the death of both parents, partition among brothers is allowed: and even while they both are living, it is proper, if the mother be past child-bearing.† VRIHASPATI.

(a) The phrase '*if the mother be past child-bearing*' must be considered as denoting the impossibility of her bearing more sons. Coleb. Dig. Vol. III. p. 52.

**169. The term 'mother' comprehends also the step-mother; for she also can bring forth a son (to the father). Dá T. p. 12. SRI'KRISHNA'S Comment on the *Dáyabhága*, p. 32:** Vyavasthá

**170. In fact the father's choice, preceded either by the circumstance of the mother and step-mother being passed child-bearing or by that of the father being incapable of connubial intercourse, determines the time of partition.**

In case the ancestral estate be inadvertently divided before cessation of the mother's catamenia,—VISHNU says:

**171. The brothers divided by the father shall give the portion of the brother born after the division. Dá. T. p. 14.** Vyavasthá

If shares have been distributed, although the mother were not too aged to bear more sons, what should follow ?—has a son been born after partition, or not ? In the first case, the remain-

* Coleb. Dig. Vol. III. p. 51. Dá. Kraw. Sang. p. 91. Macn. H. L. Vol. I. p. 43. See partition of the self-acquired property. † Çoleb. Dá. bhá. p. 23. Coleb. Dig. Vol. III. p. 49.

পর পুত্র জন্মিয়াছে কি জন্মে নাই, এই দুই কল্প আছে, প্রথম কল্পে—ভোগাবশিষ্ট ধন মিশাইয়া পুনর্ব্বার বিভাগ কর্ত্তব্য, কেননা বিভাগের পর যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদিগের পৈতামহ ধনে আকাঙ্ক্ষা আছে। দ্বিতীয় কল্পে—পূর্ব্ববিভাগই সিদ্ধ। মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে তবে বিভাগে অধিকার হয় অতএব অনধিকারির কৃত যে বিভাগ তাহা উদাশীন কর্ত্তৃক কৃতের ন্যায় অসিদ্ধ ইহা বাচ্য নয়, কেননা মাতার রজোনিবৃত্তি ইহা বলা কেবল ভাবি পুত্রের বিভাগাশঙ্কা থাকাতে এবং উক্ত কল্পে এই উপপত্তি থাকাতে স্বতন্ত্রাধিকার কল্পনায় প্রমাণাভাব। পরন্তু দুর্বিভক্ত বিষয়ের পুনর্ব্বার বিভাগ করিবে। 'মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে' এই কথা পৈতামহ ধন বিষয়ক, এবং মাতৃ রজোনিবৃত্তি না হইলে জনিষ্যমাণ পুত্রদিগের পৈতামহ ধনে স্বত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকাতে বিদ্যমান পুত্রগণের বিভাগ না হওয়াই ন্যায্য। ইহাও পিতার রতিশক্তি নিবৃত্তির উপলক্ষণ, অন্যথা বৈমাত্র ভ্রাতার ভাগভাগিত্ব ঘটে না। তাহা নারদের বচনে স্পষ্ট প্রকাশ, তদ্‌যথা—'মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে, ভগিনীরা দত্তাহইলে, অথবা পিতার রতিশক্তিনিবৃত্তি হইলে, (অথবা) পিতা উপরতস্পৃহ হইলে (বিভাগ হয়)'। বি. দা. ভা. দী. র. ২।

'ভগিনীরা দত্তা হইলে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে পিতা মরিলেও ভগিনীর বিবাহ অবশ্য দিতেহইবে, এমত তাৎপর্য্য নয় যে তদ্ভিন্ন বিভাগে অধিকার হয় না, এই জীমূতবাহন মত। বি. দা. ভা. দী. র. ২।

বিবাদভঙ্গার্ণব কর্ত্তা ইহা কহিয়া যে 'পৈতামহ ধন বিভাগে মাতার রজোনিবৃত্তি অপেক্ষা করে কিন্তু পিতারইচ্ছাতেই বিভাগ হয়', লিখিতেছেনযে 'যথা মতে পিতা পুত্রের একের ইচ্ছাতেও বিভাগ হইতে পারে' ইহা বঙ্গদেশাদৃত নয়, প্রথমতঃ—পিতার অনুমতিতে দায়ের ভাগ হইবে—এইবৌধায়ন-বচন-বিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ—বঙ্গদেশ প্রচলিত মতে পুত্রের জন্মাধীন স্বত্ব স্বীকৃত না হওয়াতে পুত্রের ইচ্ছানিতান্ত অকর্ম্মণ্য। তৃতীয়তঃ—মাতৃরজোনিবৃত্তিপূর্ব্বক পুত্রের ইচ্ছা হইলেও পিতা যদি অন্য বিবাহ করণেচ্ছা প্রকাশে বিভাগ না করেন তবে পুত্রের ইচ্ছাতে বিভাগ হইতে পারে না। চতুর্থতঃ—পৈতামহ ধনবিভাগে কাহার ইচ্ছা প্রবর্ত্তিকা-ইহার উত্তর এই যে পিতার ইচ্ছাতেই বিভাগ হয়, যেহেতু তাঁহারই ধন-স্বামিত্ব—এই নিজ উক্তির বিরুদ্ধ।

উত ন। তত্রাদ্যকল্পে ভুক্তং বর্জয়িত্বাঽবশিষ্টং ধনং মিশ্রয়িত্বা পুনর্বিভাগং কুর্য্যাৎ বিভাগোত্তর জাতানামপি পৈতামহ ধনাকাঙ্ক্ষিত্বাৎ। দ্বিতীয় কল্পেতু—স এব বিভাগঃ সিদ্ধঃ, নচ মাতৃরজোনিবৃত্তের্বিভাগাধিকারাৎ অনধিকারিকৃতঃ স বিভাগোঽসিদ্ধঃ, উদাশীন কৃত বিভাগবদিতি বাচ্যং। মাতুর্নিবৃত্তে রজসীত্যস্য ভাবিপুত্রবিভাগাশঙ্কয়া উক্তকল্পে নৈবোপপত্তৌ স্বতন্ত্রাধিকারবাক্যত্ব কল্পনে প্রমাণাভাবাৎ। পরন্তু দুর্বিভক্তং পুনর্বিভজেৎ ইতি। মাতুর্নিবৃত্তে রজসীতি পিতামহ ধন বিষয়ং মাতৃ রজোনিবৃত্তিম্বিনা জনিষ্যমাণানামপি পিতামহ ধনে স্বামিত্বাকাঙ্ক্ষয়াবিদ্যমানানাং বিভাগানুপপত্তেঃযৌক্তিকত্বাৎ। এতচ্চ পিতৃরতিশক্তি নিবৃত্তেরুপলক্ষণং বিমাতৃ পুত্রস্য ভাগ ভাগিত্বানুপপত্তেঃ। তচ্চ—'মাতুর্নিবৃত্তে রজসি দত্তাসু ভগিনীষুচ, নিবৃত্তে বাপি রমণে পিতর্য্যুপরতস্পৃহে"—ইতি নারদ-বচনে স্ফুটমেব। বি. দা. ভা. দী. র. ২।

দত্তাসু ভাগিনীষুচেতি চ তাসাং মৃতেঽপি পিতরি অবশ্যং দানার্থং নতু ভগিনীদানংবিনা নাধিকারোভবতীতি জ্ঞাপনার্থমিতি জীমূতবাহনঃ। বি. দা. ভা. দী. র. ২।

পৈতামহেতু মাতৃরজোনিবৃত্তিরপ্যপেক্ষিতা ইচ্ছাতু পিতুরেব ইতি লিখনানন্তরং বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতা—'পিতাপুত্রয়োরন্যতরস্য বা যথা মতং বেদিতব্যং'—যল্লিখিতং তন্ন বঙ্গদেশাদৃতং। প্রথমতঃ'—পিত্রানুমত্যা দায়ভাগ ইতি বৌধায়ন বিরোধাৎ!—দ্বিতীয়তঃ—তদিচ্ছা নিতান্তমকিঞ্চিৎকরা বঙ্গদেশ প্রচলিত মতে পুত্রস্য জন্মাধীন স্বত্বস্যাস্বীকৃতত্বাৎ। তৃতীয়তঃ—মাতৃ রজোনিবৃত্তি সহকৃতা পুত্রেচ্ছা সত্যপি পিতা যদি অন্যদারপরিগ্রহেচ্ছা প্রকাশেন বিভাগং ন করোতি তদা পুত্রেচ্ছয়া বিভাগানর্হত্বাৎ। চতুর্থতঃ—পৈতামহ ধন বিভাগে কস্যেচ্ছা প্রবর্ত্তিকা অত্রোচ্যতে পিতুরিচ্ছয়ৈব বিভাগ দানং তস্য ধন স্বামিত্বাদিতিস্বোক্তবিরোধাচ্চ।

* উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা এমত মত-ও লিখিয়াছেন যে—'বিমাতা ক্লেশ দিলে পুত্রেরা রাজার নিকট আবেদন করিয়া পৈতামহধন বিভাগ করাইতে পারে, পরন্তু তাহাতেও পিতার স্বোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ হইতে পারে না'। এই মত-ও উপরিউক্ত কারণ সকলে বঙ্গদেশাদৃত নয়।

ing wealth, omitting what has been consumed, must be brought together, and a second distribution must be made: for sons, though born after partition, claim shares of the patrimony which had descended from the grandfather. But in the second case, that very partition is valid. Let it not be objected, that, since the mother's arrival at a certain period of life can alone entitle the parceners to divide (the estate), that partition, being made by persons not authorised (to do so) is void, like one which is made by a stranger. Since the phrase 'when the mother is too aged to bear sons,' may be explained as providing for the participation of a future son, there is no proof by which it can be established to propound a distinct authority for partition. However, property ill distributed must be again divided. 'If the mother is too aged to bear more sons' relates to the patrimony which had descended from the grandfather; for, unless the mother be too aged to bear more sons, partition could not be made among existing sons, since it is reasonable to reserve for those who may be hereafter born, their right to the patrimony inherited from the grandfather: and this is a mere instance of comprehending the case of a father capable of connubial intercourse, but refraining from it: else the son of another wife could have no share. This is evident from the text of NA'RADA:—'When the mother is too aged to bear more sons, and sisters have been given away (in marriage), and the father refrain from the connubial intercourse, (then shall the partition be made).' Coleb. Dig. Vol. III pp. 48, 49.

The phrase "When the sisters are given away (in marriage)' is added to show the necessity of bestowing them in marriage after the death of the father: it does not denote, says JI'MU TAVA HNA, that partition cannot take place unless the sisters have been given away (in marriage). Coleb. Dig. Vol. III. p. 52.

The author of *Vivádabhangárnava,* after declaring: "While the father's right subsists, his choice alone determines the time for (making partition of) his own acquired wealth: but, in the case of property inherited from ancestors, it is also requisite that the mother be past child-bearing;' says: "and (with this reserve), the father, or, according to another opinion, he or his son, may choose (the time)." Such opinion is not however respected in Bengal :—I. Because it is repugnant to the dictum of BOUDHA'YANA: "partition of heritage (is to take effect) by consent of the father." II. Because the son's choice is of no avail at all, the inchoate right arising from birth not being admitted in the Bengal school. III. Because the division of the estate can never take place if the father, being desirous to marry another wife, does not make the partition notwithstanding the son, after cessation of his mother's catamenia, desired to have the partition made. IV. Because it is opposed to the opinion respected and quoted by the said author himself, viz.—"In the partition of property inherited from the grandfather, whose will is consulted ? the answer is, partition is granted by the sole will of the father: for he is owner of that wealth."* (See Coleb. Dig. Vol. III. p. 42. Dá-bhá. 24.)

* The same author has likewise expressed an opinion, that sons, oppressed by a step-mother, or the like, may apply to the king, and obtain a partition from their father of the patrimony inherited from the grand father, though not a partition of the wealth acquired by the father himself. This also, for reasons above shown, is not the law as current in Bengal.

অতএব জীমূতবাহনের মতই যথা শাস্ত্র, তদ্ যথা—"পৈতামহ ধনের-ও পিতার ইচ্ছাতে বিভাগ কর্ত্তব্য, কিন্তু বিশেষ এই যে মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে তাহা হইবে। কিন্তু স্বোপার্জ্জিত ধন মাতৃ রজোনিবৃত্তি না হইতে বিভক্ত হইতে পারে *। পৈতামহাদি ধনে পিতার ইচ্ছাতেই বিভাগ, সিদ্ধ পুত্রের ইচ্ছাতে নয়, পিতার ইচ্ছা বিনা বিভাগ হয় না, যেহেতু মনু, নারদ, গোতম, বৌধায়ন, সংখ লিখিতাদি ইহা বলাতে যে—"পিতামাতা থাকিতে পুত্রেরা কর্ত্তা নয়;—তথা পিতা নির্দ্দোষে জীবিত থাকিতে পুত্রদের স্বামিত্ব নাই, পিতার জীবন কালে যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় তবে বিভাগ হয়,—পিতার অনুমতিতে দায়ভাগ হয়,—অবিশেষে দেখাইতেছেন যে পিতার জীবন কালে তাহার অনুমতি হইলে ঋকৃথ বিভাগ হইতে পারে"—পিতা বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রদের যে ধন স্বামিত্ব ও বিভাগ তাহা পিতার ইচ্ছাধীন, এবং যেহেতু উক্ত ঋষিরা পৈতামহ বিভাগের কাল পৃথক্ করিয়া বলেন নাই অতএব পুত্রের অপ্রভুত্ব ও পিতার অনুমতি বোধক ঐ বচন সকল অবশ্যই পৈতামহ ধন বিষয়ক †।

অতঃ জীমূতবাহন মতমেব যথা শাস্ত্রং, তদ্ যথা—"পিতামহ ধনস্যাপি পিতুরিচ্ছয়ৈব বিভাগঃ কার্য্যঃ, কিন্তু মাতুর্নিবৃত্তে রজসীতি বিশেষঃ স্বোপাত্তেতু র-জোনিবৃত্তি মন্তরেণাপি *। পৈতামহাদি ধনে পিতুরিচ্ছাত এব বিভাগো ন পুত্রেচ্ছয়া ইতি সিদ্ধং। নতু পিতুরিচ্ছামন্তরেণ তস্য বিভাগঃ, অনীশাস্তেহি জীবতোঃ! তথা অস্বাম্যং হি-ভবেদেষাং নির্দ্দোষে পিতরি স্থিতে! তথা জীবতি চেচ্ছতীতি! তথাপিতুরনুমত্যা দায়বিভাগঃ! তথা জীবতি পিতরি ঋকৃথ বিভাগোঽনুমতঃ, তদেবমাদি মনু নারদ গোতম বৌধায়ন সংখ লিখিতাদিভির বিশেষেণ জীবতি পিতরি পুত্রাণাং যাবদ্ধনগোচরা স্বামিত্বস্য পিতুরিচ্ছাধীন বিভাগস্য চ প্রতিপাদনাৎ পৈতামহ ধন বিভাগকালস্য চ পৃথগেভিরনভিধানাৎ পৈতামহধন গোচরত্ব মপ্যনীশত্বপিত্রনুমতি বচনানাং †।

হৃত পৈতামহ দ্রব্য পিতা উদ্ধার করিলে, তাহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিতবৎ, অনিচ্ছায় পুত্রের সহিত বিভাগ করিবেন না এই যে মনুর ও বিষ্ণুর বচন ইহার অর্থ এই যে বিভাগদানে প্রবৃত্ত পিতা স্বার্জ্জিত পৈতামহ ধন অনিচ্ছায় বিভাগ করিবেন না। অন্য ধন অনিচ্ছাতেও বিভাগ করিবেন (অ), উক্ত বচন ইহারজ্ঞাপকনয়যেপুত্রেরইচ্ছাতে(আ)বিভাগহইবে‡।

(আ) অনিচ্ছাতে—অর্থাৎ স্বারসিক ইচ্ছা না হইলেও প্রত্যবায় ভয়মাত্র জনিত ইচ্ছাতে বিভাগ হইবে। দা. ভা. টী. পৃ. ৪১।

"যচ্চ মনুবিষ্ণু—পৈতৃকন্তু পিতা দ্রব্যমনবাপ্তং যদাপ্নুয়াৎ। ন তৎপুত্রৈর্ভজেৎ সার্দ্ধং অকামঃ স্বয়মর্জ্জিতং। তত্রাপি বিভাগদান প্রবৃত্তঃ পিতা পিতামহধনং স্বার্জ্জিতং নাকামোবিভজেৎ অন্যৎ পুনরকামোপি বিভজেদিত্যস্বেচ্ছাত এবেত্যর্থঃ (আ), ন পুনঃ পুত্রেচ্ছয়া বিভাগং জ্ঞাপয়তঃ" ‡।

(আ) অস্বেচ্ছাতইতি—অস্বারসিকেচ্ছাতঃ, প্রত্যবায় ভয়মাত্রজনিতেচ্ছাত এবেত্যর্থঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ৪১।

আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা—

প্রশ্ন ১। কোন ব্যক্তির তিন পুত্র ছিল, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ গৃহ হইতে পলাইয়া গেলে তৎপিতা তদন্বেষণে বৃন্দাবনেরদিগে প্রস্থান করিলেন। অন্য দুই পুত্র বাটীতে রহিল। এমত অবস্থায় জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূমি ও আর ২ বিষয়ের উপর ধনস্বামির ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারে কি না? যদি ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র ইতি মধ্যে সালিসীর দ্বারা সাধারণ বিষয়ে নিজ পিতার অংশ স্থির করিয়া লইয়া থাকে, তবে তদ্বিভাগ সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ কি না?

পিতার সম্মতি বিনা বিভাগ অসিদ্ধ।

উত্তর ১। অনুদ্দিষ্ট পুত্রের অন্বেষণে পিতা বৃন্দাবন গেলে জ্যেষ্ঠ পুত্র সকল ভূমি ও আর ২ বিষয়ের বন্দবস্ত করিতে ক্ষমতা রাখে এবং ঐ ক্ষমতা-বলে তদ্বিষয়ে স্বামির ন্যায় কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু সাধারণ বিষয়ে সালিসের দ্বারা পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে কৃত যে বিভাগ তাহা শাস্ত্রসম্মত বিবেচিত হইতে পারে না।

* দা. ভা. পৃ. ৪৫।  † পৃ. ৩৭।  ‡ দা. ভা. পৃ. ৪০।

Consequently, the opinion of JI'MU'TAVA'HANA is correct, which is:—" a division even of wealth inherited from the grandfather must be made by the sole choice of the father. But, with this difference, that it is requisite the mother should have ceased to be capable of bearing issue: whereas, in the instance of his own acquired property, partition takes effect without that condition."* It is consequently true that a distribution takes place at the will of the father only, and not by the choice of his sons. A division of it does not take place without the father's choice: since MANU, NA'RADA, GOTAMA, BOUDHA'YANA, SANKHA, LIKHITA, and others, (in the following passages, "they have not power over it," "they have not ownership while their father is alive and free from defect," "while he lives, if he desire partition," "partition of heritage by consent of the father," "partition of the estate being authorised while the father is living," &c.) declare without restriction, that sons have not a right to any part of the estate while the father is living, and that partition awaits his choice: for these texts, declaratory of a want of power, and requiring the father's consent, must relate also to property ancestral; since the same authors have not separately propounded a distinct period for the division of an estate inherited from an ancestor.†

"If the father recover paternal wealth (seized by strangers, and) not recovered (by other sharers, nor by his own father,) he shall not, unless willing, share it with his sons: for in fact it was acquired by him." In this passage, MANU and VISHNU, declaring that he shall not, unless willing, share it, because it was acquired by himself, seem thereby to intimate a partition among sons even against the father's will *(á)*, in the case of hereditary wealth not acquired (that is, recovered,) by him. But here also the meaning is, that a father, setting about a partition, need not distribute the grandfather's wealth, which he retrieved: but must so distribute the rest of it, and not according to his own pleasure. Those authors do not thereby indicate partition at the choice of sons.‡

*(á)* *'Against the father's will'*—that is, not according to his free will, but according to will created through fear of sin. SRI'KRISHNA'S Comment on the *Dáyabhága*, Sans. p. 41.

*Legal opinions delivered in, and admitted by, Courts of Justice, and selected and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. 1. A person had three sons, the youngest of whom absconded from his family house, and the father went towards Brindában to make inquiry after him. His other two sons remained at home. In this case, is the eldest son competent to exercise proprietary right over the landed and other property? Supposing the eldest, in this interval, to have adjusted the proportion of his father's share of the joint property by means of arbitration, in this case, is the adjustment complete and binding?

Partition without the father's consent is illegal.

R. 1. In the absence of the father, who proceeded to Brindában to inquire after his missing son, the eldest son is competent to manage his assessed lands and his other property, in virtue of which he may exercise proprietary right over it. But any partition of joint property made by means of arbitration without the father's permission, cannot be considered as lawful.

* Coleb. Dá. bhá. p. 34. † Dá. bhá. p. 25. ‡ Dá. bhá. pp. 28, 29.

প্রশ্ন ২। বৃন্দাবন যাওন কালীন পিতা যদি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মৌখিক এমত আদেশ করিয়া গিয়া থাকেন যে সাধারণ স্থাবর বিষয়ে তাঁহার যে অংশ তাহা লইয়া তদ্বিষয়ক বিবাদ নিষ্পত্তি করিবে, এবং ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি পিতার প্রবাস কালীন তদনুরূপ করিয়া থাকে, ও পিতা যদি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ নিষ্পত্তিতে সন্তুষ্ট না হইয়া থাকেন, তবে ঐ নিষ্পত্তি শাস্ত্রসিদ্ধ এবং চূড়ান্ত কি না ?

পিতার অনুমতিক্রমে তাঁহার অনবস্থানকালে বিভাগ হইলেও তাহা সিদ্ধ।

উত্তর ২। ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি পিতার অনবস্থান কালে তাঁহার বৃন্দাবন যাওন কালীন দত্ত অনুমতি ক্রমে সালিস মনোনীত করিয়া সাধারণ বিষয়ে যথা-শাস্ত্র পিতার প্রাপ্য অংশ লইয়া থাকে, এবং ঐ অংশ যদি সালিসের দ্বারা বিভাগ করা হইয়া থাকে, তবে পিতা প্রত্যাগমনের পর ঐ অংশ অস্বীকার করিলেও তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ।

প্রশ্ন ৩। এক ব্যক্তির কেবল এক পুত্র ছিল সে পিতার অনবস্থানকালে সালিস মনোনীত করিয়া যে পৈতৃক স্থাবর বিষয় শরিকদিগের সহিত সাধারণে অধিকৃত ছিল তাহা বিভাগ করাইল, পরন্তু পিতা বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া পুত্রের ঐ কর্ম্ম অস্বীকার করিলেন, এবং কিছু দিন পরে লোকান্তর গত হইলেন। যে পুত্র বিভাগ করাইয়াছিল সে অদ্যাপি জীবিত আছে, এবং এক্ষণে ঐ বিভাগ অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করে। এমত অবস্থায় সে তেমত করিতে পারে কি না ?

পিতার অনুমতি বিনা পুত্র বিভাগ করিলে তাহা ঐ পুত্রের সম্বন্ধেও সিদ্ধ নয়।

উত্তর ৩। পিতার অনবস্থানকালে তাঁহার স্পষ্ট অনুমতি বিনা তাঁহার সাধারণ স্থাবর বিষয় এবং আর ২ বিষয় সালিসী নিষ্পত্তি অনুসারে বিভক্ত হইলে এবং প্রত্যাগমনের পর পিতা ঐ বিভাগে অসম্মত হইলে তাহা অসিদ্ধ ; এবং যে পুত্র ঐ বিভাগ করাইয়াছিল সে পিতার মৃত্যুর পর যদি সেই ভাগ স্বীকার না করে তবে তাহা সিদ্ধ এবং অকাট্য বিবেচিত হইতে পারে না।

জিলা মেদিনীপুর, ২৫ মে ১৮১৮ সাল। মেক. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৫, মকদ্দমা ৪ (প. ১৪৮—১৫০)।

## অথ পিতার স্বোপার্জ্জিতধন-বিভাগ।

ব্যবস্থা

**১৭২ স্বার্জ্জিত ধনের বিভাগ পিতার ইচ্ছানুসারে হইবে *।**

**১৭২ স্বোপার্জ্জিতে ধনে পিতুরিচ্ছৈব নিয়ামিকা *।**

প্রমাণ

পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন তবে স্বোপার্জ্জিত ধনে তাঁহার যেমত ইচ্ছা হয় সেই মত বিভাগ করিয়া দিবেন। কিন্তু পৈতামহ ধনে পিতার ও পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব। বিষ্ণু *। ইহার অর্থ এই যে—

পিতাচেৎ পুত্রান্ বিভজেৎ তস্য স্বেচ্ছা স্বয়মুপাত্তেঽর্থে। পৈতামহেতু পিতাপুত্রয়োস্তুল্যং স্বামিত্বং *। বিষ্ণুঃ। অস্যার্থঃ—

ব্যবস্থা

**১৭৩ স্বার্জ্জিত ধনে পিতা যত ইচ্ছা তত গ্রহণ করিতে পারেন,—অর্দ্ধেক, দুই ভাগ, কিম্বা তিন ভাগ, তৎ সকলই শাস্ত্রসম্মত ; কিন্তু পৈতামহ ধনেএমত নয় *।**

**১৭৩ স্বোপাত্তে যাবদেব গ্রহীতুমিচ্ছতি—অর্দ্ধং, ভাগদ্বয়ং, ত্রয়ং বা, তৎ সর্ব্বং তস্য শাস্ত্রানুমতং, নতু পৈতামহেঽপি *।**

প্রমাণ

পিতা জীবন কালেই বা পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া বনবাস করিবেন, অথবা বৃদ্ধাশ্রমী (অ) হইবেন, কিম্বা অল্পধন বিভাগ করিয়া দিয়া অধিক ধন লইয়া গৃহে বাস করিবেন, যদি তাহা ভুক্ত হইয়া যায় (আ), তবে পুত্রদিগের নিকট হইতে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবেন। ইহা হারীত কহিয়াছেন *।

জীবন্নেব বা পুত্রান্ প্রবিভজ্য বনমাশ্রয়েৎ, বৃদ্ধাশ্রমং (অ) বা গচ্ছেৎ, স্বল্পেন বা বিভজ্য ভূয়িষ্ঠমাদায় বসেৎ, যদ্যুপদশ্যেৎ (আ), পুনস্তেভ্যো গৃহ্ণীয়াদিতি *। হারীতঃ।

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৪২, ৪৩, ও ৪৪। দা. ভা. পৃ. ৫৮। দা. ত. পৃ. ৮। বি. দা. ভা. দী. রু. ১। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৯৩ ও ৯৪। কোল্. দা. ভা. চ্যা. ২, পৃ. ৪৪। কোল্. ডা. বা. ২, পৃ. ৫৩৮ ও ৫৩৯। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৪৪।

Q. 2. If the father, at the time of his proceeding to Brindában, verbally left directions with his eldest son to adjust the dispute regarding his share of the immovable property held in joint tenancy with his other co-heirs, and he (the eldest son) accordingly did so while he was absent, and the father upon his return be not satisfied with the adjustment, in this case, is such adjustment good and binding?

R. 2. Supposing the eldest son, in the absence of his father, but with his permission expressed at the time of his proceeding to Brindában, to have chosen an arbitrator, and to have received his legal share of the joint property, separated by means of arbitration, such partition of the estate is good and binding, even though the father after his return wish to recede from it.

But, with his consent, binds him, though absent at the time.

Q. 3. A person had an only son, who, in the absence of his father, having chosen an arbitrator, caused a partition of his father's ancestral immovable property which was held in joint tenancy with his other co-heirs; and the father having returned home dissented from the measure, and shortly after died. The son who caused the partition is still living, and wishes to recede from it. In this case, is he competent to do so, or otherwise?

R. 3. The partition of the father's joint immovable and other property made by the award of an arbitrator, during the father's absence, without his express permission, and to which the father after his return did not consent, is illegal; and on the death of the father, if the son who caused it to be made wish to recede, it cannot be considered as good and binding.

And without his consent does not bind the son who made it.

Zillah Midnapore, May 25th 1818. Macn. H. L. Vol. II. ch. V. Case IV. pp. 148—150.

### PARTITION OF THE FATHER'S SELF-ACQUIRED PROPERTY.

**172. Partition of the father's own acquired estate is regulated by his will alone.***

Vyavasthá.

When a father separates his son (from himself,) his will regulates the division of his own acquired wealth.* VISHNU. The meaning of this passage is as follows:—

Authority.

**173. In the case of his own acquired property, whatever he may choose to reserve, whether half or two shares, or three, all that is permitted to him by the law: but not so, in the case of property ancestral.***

Vyavasthá.

A father, during his life, distributing his property, may retire to the forest, or enter into the order suitable to an aged man (*a*); or he may remain at home, having distributed small allotments, and keeping a greater portion: should he become indigent (*á*) he may take back from them.* HA'RITA.

Authority.

* Coleb. Dá. bhá. Ch. II. p. 44. W. Dá. Kra. Sang. pp. 93, 94. Coleb. Dig. Vol. II. pp. 538, 539. Macn. H. L. Vol. I. p. 44.

(অ) বৃদ্ধাশ্রম—প্রব্রজ্যা। দা. ভা. পৃ. ৫৮।
(আ) ভুক্ত হইয়া যায়—অর্থাৎ সকল ধনেই খাইয়া ফেলে। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৪।

স্বোপার্জ্জিত ধনের যে পিতার-ইচ্ছাতে ন্যূনাধিক বিভাগ তাহাও (কোন পুত্রের), বহু পোষ্যত্ব অক্ষমত্ব ভক্তত্বাদি ভাবাভাব কারণে। দা. ত. পৃ. ৮। অতএব—

ব্যবস্থা ১৭৪ স্বোপার্জ্জিত ধন হইতে পিতা কোন পুত্রকে গুণি বলিয়া সম্মানার্থ অথবা অযোগ্য বলিয়া কৃপাতে কিম্বা ভক্ত বলিয়া ভক্তবৎসলতা-হেতু অধিক দনেচ্ছু হইয়া ন্যূনাধিক বিভাগ করিলে ধর্ম্মকারী হইবেন *।

তাহা যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন—পিতৃকৃত যে ন্যূনাধিক বিভাগ তাহা ধর্ম্ম্য *।

প্রমাণ /০ তথা বৃহস্পতিঃ—পুত্রেরদিগকে পিতা যে সমান অথবা ন্যূনাধিক ভাগ করিয়া দিয়াছেন তাহারা তাহাই পালন করিবে অন্যথা তাহারা দণ্ডনীয় হইবে *।

প্রমাণ ৵০ নারদ-ও কহেন—পুত্রেরা পিতা হইতে ন্যূনাধিক বিভাগ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের সেই ভাগই ধর্ম্ম্য, যেহতু পিতা সকলের প্রভু (ই) *।

(ই) প্রভুঃ—অর্থাৎ স্বেচ্ছাতে যথেচ্ছ দানাদি করিতে সমর্থ। দা. সং. পৃ. ৪৪।

পিতৃকৃত ন্যূনাধিকভাগ পিতার স্বার্জ্জিত ধনেই ধর্ম্ম্য যেহেতু তাহাতে তাঁহার সম্যক্ প্রভুত্ব আছে, পৈতামহ ধনে তাহা নাই *। তথাচ—

ব্যবস্থা ১৭৫ উক্ত ভক্তত্বাদি কোন কারণবিনা পিতা স্বার্জিত ধনে ন্যূনাধিক বিভাগ করিলে তাহা ধর্ম্ম্য নয় এই তাৎপর্য্য। দা.ভা.টী.পৃ.৬৫।

প্রমাণ যথা কাত্যায়ন কহেন—পিতার জীবনকালে বিভাগ হইলে তিনি কারণ বিনা কোন পুত্রকে বিশেষ করিবেন না, অকস্মাৎ (ঈ) কোন পুত্রকে নিরাস করিবেন না †।

অর্থাৎ—কারণ বিনা কোন পুত্রকে অধিক দিয়া বিশেষ করিবেন না, এবং কোন পুত্রকে ভাগশূন্য করিবেন না (উ)। উদ্ধারাদি যে বিশেষ সে অনেকের একের নয়। কারণ বিনা এক পুত্রকেও বিশেষ করিবেন না কিন্তু কারণ বশতঃ কর্ত্তব্যই বটে। এক পুত্রের-ও এমত অবগতি হওয়াতে এ বিশেষ বিংশোদ্ধারাদি দান-দ্বারা নয়, কিন্তু পিতার ইচ্ছাকৃত (ঊ) বিশেষ, এই ইহার অর্থ। দা. ভা. পৃ. ৬৯

(অ) বৃদ্ধাশ্রমং—প্রব্রজ্যা। দা. ভা. পৃ. ৫৮।
(আ) উপদশ্যেৎ—ভুক্তাশেষধনঃস্যাৎ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৪।

স্বোপার্জ্জিতেঽপি স্বেচ্ছয়ান্যূনাধিক বিভাগো ভক্তত্ব বহুপোষ্যত্বাক্ষমত্বাদি সত্বাসত্ব কারণাৎ। দা. ত. পৃ. ৮। অতঃ—

১৭৪ স্বোপার্জ্জিত ধনাৎ পুনর্গুণবত্ত্বেন সম্মানার্থং বহুকুটুম্বত্বেন বা ভরণার্থং অযোগ্যত্বেন বা কৃপয়া ভক্তত্বেন বা প্রসন্নতয়া অধিক দানেচ্ছুর্ন্যূনাধিক বিভাগং কুর্ব্বন্ পিতা ধর্ম্মকারী *।

তদাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ন্যূনাধিক বিভক্তানাং ধর্ম্ম্যঃ পিতৃকৃতঃ স্মৃতঃ *।

তথা বৃহস্পতিঃ—সমন্যূনাধিকাভাগাঃ পিত্রাযেষাং প্রকল্পিতাঃ। তথৈব তে পালনীয়া বিনেয়াস্তে স্যুরন্যথা *।

নারদশ্চ—পিত্রৈবতু বিভক্তা যে সমন্যূনাধিকৈর্দ্ধনৈঃ। তেষাং স এব ধর্ম্ম্যঃস্যাৎ, সর্ব্বস্যহি পিতা প্রভুঃ (ই) *।

(ই) প্রভুঃ—স্বেচ্ছয়া যথেষ্ট বিনিযোগার্হঃ। দা. সং পৃ. ৪৪।

সর্ব্ব ধন প্রভুত্বস্য হেতুত্বাৎ পৈতামহে তদসম্ভবাৎ ন্যূনাধিক বিভাগঃ পিতৃকৃতঃ পিতৃধন বিষয় এবায়ং ধর্ম্ম্যঃ *। তথাচ—

১৭৫ উক্তান্যতম কারণং বিনা স্বার্জ্জিত ধনে পুত্রাণাং বিষম বিভাগো ন ধর্ম্ম্য ইতি ভাবঃ। দা. ভা. টী. ৬৫।

যথা কাত্যায়নঃ—জীবদ্বিভাগেতু পিতা নৈকং পুত্রং বিশেষয়েৎ। নির্ভাজয়েন্নচৈবৈকং অকস্মাৎ (ঈ) কারণং বিনা †।

অর্থাৎ—নৈকমধিকদানেনবিশেষয়েৎ,নচনির্ভাজয়েৎ বিভাগ শূন্যং ন কুর্য্যাৎ কারণং বিনা (উ)। উদ্ধারাদি বিশেষোহি বহূনামেব নৈকস্য। একস্যাপিচ পুত্রস্য কারণং বিনা বিশেষো ন কার্য্যঃ, কারণ বশাত্তু কার্য্য এব। একস্যাপীত্যবগতের্নোদ্ধারাপেক্ষোবিশেষঃ কিন্তু পিতুরিচ্ছাকৃত (ঊ) এবেতি যথোক্ত এবার্থঃ। দা. ভা. পৃ. ৬৯।

* দা. ভা. পৃ. ৬০ ও ৬৪। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৪। দা. ত. পৃ. ৮। বি. দা. ভা. ষী. র. ১। কোল. দা. ভা. পৃ. ৪৯ ও ৫০। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৯৪। কোল. ডা. বা. ২, পৃ. ৫৪৭ ও ৫৪৮।
† দা. ভা. পৃ. ৬৯। বি. দা. ভা, ষী. র. ১। কোল. দা. ভা. পৃ. ৫২ ও ৫৩। কোল. ডা. বা. ২, পৃ. ৫৪০।

*(a)* '*The order suitable to an aged man:*'—that is, the state of a travelling devotee. See—*Dá. bhá.* p. 44.

*(á)* '*Should he become indigent:*'—that is, should he have spent the whole of his wealth. Dá. Kra. Sang. p. 94.

Even in the self-acquired property, the unequal distribution at the father's will should be made on the ground of piety or having a large family to maintain, or incapacity, and the like. (Dá. T. p. 8). Consequently:—

174. If the father make an unequal distribution of his own acquired wealth, being desirous of giving more to one, as a token of esteem, on account of his good qualities, or for his support on account of a numerous family, or through compassion by reason of his incapacity, or through favor by reason of his piety; the father, so doing, acts lawfully.* Vyavasthá

JA'GNYAVALKYA declares:—" A lawful distribution, made by the father, among sons separated with greater or less allotments, is pronounced (valid)."* Authorities.

So VRIHASPATI:—" Shares, which have been assigned by a father to his sons, whether equal, greater, or less, should be maintained by them. Else they ought to be chastised."*

NA'RADA—likewise:—"For such as have been separated by their father with equal, greater, or less allotments of wealth, that is a lawful distribution : for the father is lord *(i)* of all."*

*(i)* "*Lord*"—that is, possessed of the power to alienate at pleasure. Dá. Kra. Sang. p. 94.

Since the circumstance of the father being lord of all the wealth, is stated as a reason, and that cannot be in regard to the grandfather's estate, an unequal distribution made by the father, is lawful only in the instance of his own acquired wealth.* However :—

175. Should the father make unequal distribution among his sons, without any of the aforesaid reasons, such division is not moral. SRI'KRISHNA's comment on the *Dáyabhága*, Sans. p. 65. Vyvasthá

Thus KA'TYAYA'NA:—But let not a father distinguish one son at a partition made in his life-time, nor on any account exclude one from participation without cause.† Authority

That is to say: let him not distinguish one by the allotment of a greater portion, nor exclude one from participation by depriving him of his share, without sufficient cause. (This does not relate to the specific deductions :) for the distinguishing of sons by allotting to them the prescribed deductions extends to many, and is not confined to one. One son should not be distinguished without cause. But for a sufficient reason, it may be done. Since the meaning is "even one son." The distinguishing of one has no reference to specific deductoin ; but intends a distribution made according to the father's mere pleasure, as before explained.†

---

* Coleb. Dá bhá. pp. 49, 50. Dá. T. Sans. p. 8. W. Dá. Kra. Sang. p 94. Coleb. Dig. Vol. II. pp. 547, 548.

† Coleb. Dá. bhá. pp. 52, 53. Coleb. Dig. Vol. II. p. 540.

(ঈ) অকস্মাৎ কোন হেতু বিনা—অর্থাৎ ভক্তত্ব বহুপোষ্যত্ব অক্ষমত্বাদিরূপ জীমূতবাহন প্রভৃতির সম্মত কারণ বিনা—এক পুত্রকে বিশেষ করিবে না। কারণ বিনা ভাগশূন্য করিবে না। কারণ অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত পাতিত্যাদি এবং ইচ্ছাতে পরিত্যাগরূপ স্বত্বধ্বংসের কারণ। বি. দা. ভা. দী. র. ১। তর্কালঙ্কারেরও এইমত। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. টী. ৭০।

(ঈ) অকস্মাৎ কমপি হেতুং—ভক্তত্ব বহুপোষ্যত্বাক্ষমত্বাদিরূপং জীমূতবাহনাদি সম্মতং—বিনা একং পুত্রং ন বিশেষয়েৎ। কারণং বিনা ভাগশূন্যং ন কুর্য্যাৎ। কারণং—অনংশতা-কারণং শাস্ত্রোক্তং পাতিত্যাদিকং, স্বেচ্ছয়া পরিত্যাগঞ্চ। বি. দা. ভ. দী. র. ১। এবমেব শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারঃ। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. টী. ৭০।

(উ) ইচ্ছাকৃত অর্থাৎ স্বোপার্জ্জিত ধনমাত্রে পুর্ব্বোক্ত কারণ সহকারে ইচ্ছা কৃত। দা.ভা.টী.পৃ.৭০।

(উ) ইচ্ছাকৃত এবেতি—স্বার্জ্জিতমাত্রে পুর্ব্বোক্ত কারণ সহকারেণ ইচ্ছাএবেত্যর্থঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ৭০।

ব্যবস্থা

১৭৬ কিন্তু পুর্ব্বোক্ত কারণে (ঊ) ন্যূনাধিক বিভাগ শাস্ত্রীয়। দা. ভা. পৃ. ৬৯।

১৭৬ পূর্ব্বোক্ত কারণাত্তু (ঊ) শাস্ত্রীয় এব বিষম বিভাগঃ। দা. ভা. পৃ. ৬৯।

(ঊ) পুর্ব্বোক্ত কারণে—অর্থাৎ ভক্তত্ব বহুপোষ্যত্বাদি হেতুতে। দা. ভা. টী. পৃ ৬৯

(ঊ) পুর্ব্বোক্ত কারণাৎ—অর্থাৎ ভক্তত্ব বহুপোষ্যত্বাদেঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ৬৯।

ব্যবস্থা

১৭৭ অত্যন্ত ব্যাধি ক্রোধাদি জন্য আকুলচিত্ততায় কিম্বা কামাদি বিষয়ে অত্যন্ত আশক্ত চিত্ততায় পিতা যদি এক পুত্রকে অধিক কিম্বা অল্প ভাগ দেন অথবা কিছু না দেন তবে তদ্বিভাগ অসিদ্ধ*।

১৭৭ অত্যন্ত ব্যাধি ক্রোধাদ্যাকুলচিত্ততয়া কামাদি-বিষয় সেবাবশীকৃত চিত্ততয়া বা যদিতু একস্মৈ পুত্রায় অধিকং ন্যূনম্বা দদাতি কিঞ্চিন্নদদাতি বা তদা সবিভাগোঽসিদ্ধঃ*।

যেহেতু তেমত করণে তাহার প্রভুত্ব না থাকাতে তাহা অনধিকারির কৃত।

অপ্রভুত্বহেতুনা অনধিকারিকৃতত্বাৎ।

প্রমাণ

৵০ ব্যাধিত কুপিত বিষয়ে আশক্তচিত্ত (ও) এবং অযথাশাস্ত্রকারী পিতা বিভাগ করিতে প্রভু নহেন*॥ নারদ।

ব্যাধিতঃ কুপিতশ্চৈব বিষয়াশক্ত চেতনঃ (ও)। অযথাশাস্ত্রকারীচ ন বিভাগে পিতা প্রভুঃ*॥ নারদঃ।

(ও) বিষয়াশক্ততা—অর্থাৎ প্রিয়তমাস্ত্রীর পুত্রে অনুরক্ততা। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৪।

(ও) বিষয়াশক্তত্বং—সুভগা-পুত্রত্বাদিনা। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৪।

৶০ মত্ত, উন্মত্ত, আর্ত্ত, ব্যসনী (ক), বালক, ভয়াদি-যুক্ত ও নিস্‌সম্বন্ধ ব্যক্তি যে ব্যবহার অর্থাৎ বিষয়কর্ম্ম করে তাহা অসিদ্ধ*। যাজ্ঞবল্ক্য।

মত্তোন্মত্তার্ত্ত ব্যসনী (ক) বাল ভীতাদি যোজিতঃ। অসম্বন্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো (ই) ন সিদ্ধ্যতি*। যাজ্ঞবল্ক্যঃ

(ক) ব্যসনী—অর্থাৎ ক্রীড়াদিতে আশক্ত যেহেতু ব্যসনপদে অভিধানে বিপদ্ ভ্রংশ এবং কামজ ও কোপজ দোষ বুঝায়*।

(ক) ব্যসনী—ক্রীড়াদ্যাশক্তঃ। ব্যসনং বিপদিভ্রংশে দোষে কামজ কোপজে ইত্যভিধানাৎ*।

(গ) আদি শব্দে—অধীন দাস এবং পুত্রাদি বোধ্য এই স্মার্ত্তোউক্তি যথার্থ*।

(গ) আদি—শব্দাদস্বতন্ত্র দাসপুত্রাদেগ্রহণমিতি স্মার্ত্তৈরুক্তং যুক্তমেব।

(ই) ব্যবহার পদে—ঋণাদানাদি অষ্টাদশ ব্যবহার বোধ্য। এতাবতা উন্মত্তাদি পিতার কৃত দায়ভাগ অসিদ্ধ*।

(ই) ব্যবহার পদে—ঋণাদানাদ্যষ্টাদশানামেব গ্রহণাৎ—উন্মত্তাদিনা পিত্রাকৃত দায়ভাগো নসিদ্ধ্যতীতি*।

পিতা যদি ক্রোধাদিতে এক পুত্রকে সর্ব্বস্ব কিম্বা প্রায় সর্ব্বস্ব দেন অপরকে না দেন অথবা কিঞ্চিৎ দেন, তবে তাহাতে তাঁহাকে বারণ কর্ত্তব্য। প্রাগুক্ত বচনে পিতার অপ্রভুত্ব কথিত হওয়াতে বৃহস্পতি প্রভৃতির বচনে তদ্বারণ নিষেধ হইতে পারে না*।

অত্র যদি পিতা ক্রোধাদেকস্মৈ সর্ব্বস্বং কিঞ্চিদূন সর্ব্বস্বম্বাদদাতি অপরস্মৈ ন দদাতি কিঞ্চিদ্বাদদাতি তত্রতু বারণং কর্ত্তব্যমেব। বৃহস্পতি বচনানিতু তদ্বারণং নিষেদ্ধুং ন শক্নুবন্তি প্রাগুক্ত বচনে পিতুরপ্রভুত্ব কথনাৎ*।

* বি. দা. ভা. দী. র. ১। কোল্. ভা. খা. ২, পৃ. ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩ ও ৫৪৮। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৬৯। দা ক্র. সং, পৃ. ৪৪। কোল্. দা. ভা. পৃ. ৫২। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ২৫।

(*t*) '*without a cause*'—such as piety, a large family to maintain, or inability (to earn his livelihood), and the like, (as explained on the concurrent opinions of JI'MUTAVA'HANA and the rest)—he shall not prefer one son, or distinguish him by assigning to him a larger portion; nor shall he exclude one of his sons from a share, or disinherit him, without a legal cause of exclusion, such as degradation and the, like or spontaneous relinquishment of his share. Coleb. Dig. vol. II. p. 540. SRI'KRISHNA concurs in this exposition. See his Commentary on the *Dáyabhága*, Sans. p. 70.

(*u*) By the term 'mere pleasure' is meant that he can divide his self-acquired property at his pleasure, for any of the above reasons. SRI'KRISHNA'S Comment on the *Dáyabhága*, Sans. p. 70.

**176 Unequal partition is lawful, when grounded on the reasons (*u*) above mentioned. *Dá. bhá.* p. 52.** Vyavasthá

(*ú*) '*Grounded on the above reasons*'—that is, on the ground of piety, having a large family to maintain, and so forth. SRI'KRISHNA'S Comment on the *Dáyabhága*. Sans. p. 69.

**177 If the father give a greater portion to one son, and give less or none to another son, through perturbation of mind occasioned by acute disease, wrath, &c., or through the influence of excessive partiality on his mind, from love or the like, such distribution is invalid.*** Vyavasthá

Reason: Because he having no power to do so, it is made by one who is disqualified.

Authority: I. A father who is afflicted with disease, or influenced by wrath, or whose mind is engrossed by a beloved object, (*o*) or who acts otherwise than the law permits, has no power in the distribution of the estate.* NA'RADA.

(*o*) '*Engrossed by a beloved object*:'—that is, excessively partial towards the son of the favourite wife. Vide W. Dá. Kra. Sang. p. 95.

II. A contract made by a person intoxicated, or insane, or afflicted with severe illness, or *vyasaní* (*k*), by an infant, or a man agitated by fear or the like, or by a person without authority, is void. JA'GNYAVALKYA.

(*k*) '*vyasaní*'—Addicted to gaming or the like: for the word *vyasana* is explained, 'danger, or calamity, degradation or depravity, and the vice proceeding from lust or wrath.'*

(*g*) Under the term 'and the like' are comprehended, as RAGHUNANDANA observes, a man wholly dependant, a slave, a son, and the rest: and that observation is just.*

(*j*) Since the eighteen titles of administrative law are comprehended under the term, 'contract' (*vyavahára*,) partition of heritage (by a person so circumstanced) is also null.*

Should the father give his whole fortune, or nearly the whole, to one son, through partiality, and give nothing to another, or a trifle only, through resentment, such a distribution may be resisted. The text of VRIHASPATI and others cannot deny the right of opposition; for it is declared in the text above cited that "the father has no power (in such circumstances) to make a partition different from the law (of inheritance.)*

---

* Coleb. Dig. Vol. II. pp. 541, 542, 543, 548. See—Coleb. Dá. bhá. p. 52. W. Dá. Kra. Sang. p. 95.

ইহার ভাব এই যে—যেমত অশুচি ব্যক্তি দেবপূজাদি করিলে অদৃষ্টফল জনক হয় না, তেমনি উন্মত্ত ও ক্রুদ্ধাদি ব্যক্তিদের দানেচ্ছাদি পূর্ব্বের স্বত্ব নাশক হয়না। যেহেতু শুচির ন্যায় এস্থলে অক্রুদ্ধাদির অধিকার। অতএব তৎকৃত বিভাগ অসিদ্ধ হওয়াতে পুনর্ব্বার বিভাগ কর্ত্তব্য। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১

তথাচায়ংভাবঃ—যথাশুচিকৃতং দেবপূজাদিকং নাদৃষ্ট ফলজনকং, তথোন্মত্ত ক্রুদ্ধাদি কৃতং দান রূপেচ্ছাদিকং ন পূর্ব্বস্বত্ব নাশ জনকং। তত্রশৌচস্যেবাত্রাক্রোধাদেরধিকারত্বাদিতি। তস্মাৎ তৎকৃত বিভাগস্যাসিদ্ধ্যা পুনর্ব্বিভাগঃ করণীয়ঃ বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১।

অতএব এই নিষ্কর্ষ—

অতএবায়ং নিষ্কর্ষঃ—

ব্যবস্থা। ১৭৮ পিতা যদি ভক্তত্বাদি কারণে ন্যূনাধিক ভাগ দেন তবে সে বিভাগ ধর্ম্ম্য এবং সিদ্ধ, যদি ব্যাধ্যাদিতে আকুলচিত্ততায় ন্যূনাধিক বিভাগ দেন অথবা কোন পুত্রকে ভাগশূন্য করেন তবে তাহা অসিদ্ধ। পরন্তু যদি ভক্তত্বাদি কারণবিনা ও ব্যাধ্যাদিজন্য অস্থির চিত্ততা বিনা কেবল ইচ্ছাতে ন্যূনাধিক বিভাগ দেন তবে তাহা ধর্ম্ম্য নয় কিন্তু সিদ্ধ।

১৭৮ পিতা যদি ভক্তত্বাদি কারণতয়া অধিক ভাগং দদাতি তদা তদ্বিভাগো ধর্ম্ম্যঃ সিদ্ধশ্চ; যদি ব্যাধ্যাদ্যাকুলচিত্ততয়া ন্যূনাধিকং দদাতি কমপি পুত্রং ভাগ-শূন্যং-বা করোতি তন্ন সিদ্ধ্যতি। যদিতু ভক্তত্বাদি কারণম্বিনা ব্যাধ্যাদিম্বিনা চ কেবলেচ্ছয়ৈব ন্যূনাধিক ভাগং দদাতি তদা তন্ন ধর্ম্ম্যং কিন্তু সিদ্ধং।

ব্যবস্থা। ১৭৮ যদি পুত্রেরা এককালীন বিভাগ প্রার্থনা করে তখন ভক্তত্বাদি কারণে পিতা বিষম ভাগ করিবেন না *।

১৭৮ যদি পুত্রাঃ যুগপদ্বিভাগমর্থয়ন্তে তদা ভক্তত্বাদি প্রযুক্ত বিষম বিভাগং পিতা ন কুর্য্যাৎ*।

প্রমাণ অবিভক্ত ভ্রাতারা যুগপৎ বিভাগ প্রার্থনা করিলে পিতা কখনো বিষম বিভাগ করিবেন না। মনু।

ভ্রাতৄণামবিভক্তানাং যদ্যুত্থানং ভবেৎ সহ। ন তত্র ভাগং বিষমং পিতাদদ্যাৎ কথঞ্চন*। মনুঃ।

কিন্তু তখন বিংশোদ্ধারাদি পিতা অবশ্য দিবেন যেহেতু তাহা বিষম বিভাগস্বরূপ নয়, এবং ন্যূনাধিক বিভাগদানই কেবল নিষিদ্ধ*।

উদ্ধারস্তু তদাপিত্রা দাতব্য এব তস্য বিষম ভাগরূপত্বাভাবাৎ,ন্যূনাধিক বিভাগস্যৈব নিষেধাদিতি*।

প্রমাণ পিতাইবা বৃদ্ধ হইয়া স্বয়ং পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিবেন, জ্যেষ্ঠকেই বা শ্রেষ্ঠ ভাগ (ট) দিবেন, কিম্বা তাহার যেমত ইচ্ছা হয় তেমন করিবেন*। নারদ।

পিতৈব বা স্বয়ং পুত্রান্ বিভজেদ্বয়সিস্থিতঃ। জ্যেষ্ঠস্বা শ্রেষ্ঠভাগেন (ট) যথা বাস্য মতির্ভবেৎ*। নারদঃ।

(ট) শ্রেষ্ঠভাগ—অর্থাৎ মনুর উক্ত বিংশোদ্ধারাদি। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১।

(ট) শ্রেষ্ঠভাগঃ—মনূক্ত বিংশোদ্ধারাদিভাগঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১।

জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ভাগ কহিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার যেমত ইচ্ছা হয় তেমন করিবেন এইরূপে পূর্ব্বোক্ত কারণে পিতার যে প্রকার ন্যূনাধিক বিভাগ করিতে মতি হয় ইহা পৃথক্ বলাতে শ্রেষ্ঠভাগ ভিন্ন ন্যূনাধিক বিভাগ প্রতীত হইতেছে*।

জ্যেষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠভাগমভিধায় পুনর্যথা বাস্য মতির্ভবেদিত্যনেন যাদৃশে ন্যূনাধিক বিভাগে পিতুঃ পূর্ব্বোক্ত কারণাৎ কর্ত্তব্যতা মতির্ভবেদিতি পৃথগভিধানাৎ শ্রেষ্ঠভাগাদন্য এবায়ং ন্যূনাধিক বিভাগঃ প্রতীয়তে*।

* দা. ভা. পৃ. ৬৮ ও ৬৯। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১। কোল. দা. ভা. পৃ. ৫২ ও ৫৩। কোল্. ভা. বা. ২, পৃ. ৫৪৪।

এতাবতা যাহার পাঁচ পুত্র,—তন্মধ্যে ভক্ত অক্ষম বহুপোষ্য এবং অন্য এক এই চারি পুত্রে বিভাগ প্রার্থনা করে, অপর পুত্র তৎ প্রার্থনা করে না, এমত স্থলেও ভক্তত্বাদি প্রযুক্ত বিষম বিভাগ কর্ত্তব্য, যেহেতু তাবৎ ভ্রাতারা এককালে বিভাগ প্রার্থনা করে নাই বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১।

এবং যস্য পঞ্চ পুত্রাঃ তত্র ভক্তঃঅক্ষমো বহুপোষ্যঃ অপরশ্চ এতেচত্বারো বিভাগমর্থয়ন্তে, একশ্চ ন তথা, তত্রাপি ভক্তত্বাদি নিবন্ধনং বিষম বিভাগদানং কর্ত্তব্যমেব সর্ব্বেষাং ভ্রাতৄণাং উত্থানাভাবাৎ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১।

Consequently the sense is this: as the worship of deities, performed during impurity, is productive of no merit, so does the volition of one insane, wrathful, or the like, who intends to make a gift, produce no devesture of former property; for, as a pure worshipper is alone qualified for the one act, so is a wrathless man or the like for the other. Consequently, since the distribution made by him is null, partition must be made afresh. Coleb. Dig. Vol. II. p. 543.

The decision therefore is this:—

178 If the father give a greater portion to the sons who are dutiful and so forth, the partition is moral as well as valid; if he give less to one and more to another, through perturbation of mind occasioned by disease, &c. or disinherit any son, such an act is not valid; if he without any merit such as dutifulness and so forth, or without perturbation of mind, but only at his own pleasure, make an unequal distribution, it is also valid though not moral. Vyavasthá

179. When sons unanimously request partition (in the father's lifetime,) the father shall not make unequal distributions on account of (filial) piety or the like.*

Among undivided brethren if there be an exertion in common, the father shall on no account make an unequal distribution in such case.* MANU. Authorities

But he may give a deduction of a twentieth part and so forth to the eldest son and the rest; for it is not of the nature of an unequal distribution; and the allotment of greater and less shares only is forbidden.*

The father, being advanced in years, may himself separate his sons; either dismissing the eldest with the best share (t) or in any manner as his inclination may prompt.* NA'RADA.

(t) "The best share"—that is, the deduction of a twentieth part or the like ordained by MANU. Vide Coleb. Dig. Vol. II. p. 538.

The unequal distribution, here intended, appears evidently to be different from that, which consists in giving the best share to the first-born; since the author, having noticed the allotment of the best share to the eldest, again says "or as his inclination may prompt;" thereby distinctly authorising any unequal distribution, which the father, for reasons before mentioned, may think proper to make.*

* See Coleb. Dá. bhá. pp. 52, 53. Coleb. Dig. Vol. II. 544.

If a man has five sons; one dutiful, one unable to earn his livelihood, another burdened with a large family to be maintained, a fourth otherwise circumstanced. These four, but not the fifth, demand a partition. In this case unequal distribution on account of piety, duty, or the like, may be made; for there is no common exertion of all the brethren. Dig. II. p. 546.

কিন্তু পিতা যদি জ্যেষ্ঠাদি গুণবান পুত্রকে বিংশোদ্ধারাদি না দেন তথাপি সে বিভাগ অসিদ্ধ নয়.—যেহেতু বিংশোদ্ধারাদি দান ভক্তত্বাদি কারণ জন্য, আর সমান ভাগও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। পিতা জ্যেষ্ঠাদি পুত্রকে বিংশোদ্ধারাদি যুক্ত ভাগ দিলে অযথাশাস্ত্রকারী হইবেন না, কেননা বিংশোদ্ধারাদি ও শাস্ত্রানুমত এই সঙ্ক্ষেপ। বি. দা. ভা. দ্বী. র.। ১

যদিতু গুণবতে জ্যেষ্ঠাদি পুত্রায় বিংশোদ্ধারাদিকং ন দদাতি তদা তদ্বিভাগঃ অসিদ্ধো ন, বিংশোদ্ধারাদি দানস্য ভক্তত্বাদি বীজত্বাৎ সমভাগস্যাপি শাস্ত্রোক্তত্বাৎ যদিচ জ্যেষ্ঠাদিভ্যো বিংশোদ্ধারাদি যুক্তং ভাগং দদাতি, তদাপি তস্যাযথাশাস্ত্রকারিত্বং ন ভবতি বিংশোদ্ধারাদেরপি শাস্ত্রানুগতত্বাদিতি সঙ্ক্ষেপঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১।

প্রশ্ন। এক ব্রাহ্মণের কএকটী প্রতিষ্ঠাকরা বিগ্রহ এবং কিছু নিষ্কর ও পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত ভূমি ছিল, আর তিনটী পুত্র ছিল। ঐ ব্রাহ্মণ আপন মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ ভূমি ও বিগ্রহ কএকটী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বাচনিক দান করিল এবং অন্য দুই পুত্রকে নিষ্কর ভূমি দিল। এমত অবস্থায় ঐ বাচনিক দান সিদ্ধির নিমিত্তে কোন দলীল লিখনের আবশ্যক ছিল কি না? অর্থাৎ পিতা যদি দানপত্র না লিখিয়া দিয়া মরিয়া থাকেন তবে তাঁহার পুত্রেরা তদ্বিষয় সমান ভাগ করিয়া লইতে অধিকারি কি না?

উত্তর। উক্ত অবস্থায় স্বোপার্জ্জিত ধনের দান সিদ্ধির নিমিত্তে লিখিত দলীলের আবশ্যক নাই, এবং লিখিত দলীল না থাকিলেও পিতার কৃত বিভাগ অন্যথা করিতে পুত্রদিগের অধিকার নাই। পরন্তু তাহারা পৈতামহ ভূমি সমান ভাগ করিয়া লইতে অধিকারি।

প্রমাণ—

নারদ বচন—দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৩৪৮। যাজ্ঞবল্ক্য বচন—পিতা যদি বিভাগ করেন, স্বেচ্ছানুসারে পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিবেন। জ্যেষ্ঠকেই বা শ্রেষ্ঠ ভাগ দিবেন অথবা সকলকে সমান দিবেন। মিতাক্ষরা।

জিলা জঙ্গল মহল, ২৪ মে ১৮১১ সাল, মেক. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৫, মকদ্দমা ২, পৃ. ১৪৬, ১৪৭।

প্রশ্ন। পিতা আপন পুত্রগণকে বিষয় বিভাগ করিয়া দিয়া পরে তাহা ফিরিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন। এমত অবস্থায় পিতা ঐ বিভাগ অন্যথা করিতে পারেন কি না?

উত্তর পিতা যদি স্বোপার্জ্জিত ধন বিভাগ করিয়া দেওনের পর নির্দ্ধন হইয়া থাকেন, তবে তিনি ঐ বিষয় ফিরিয়া লইতে যোগ্য, যেহেতু তাহা বিবাদচিন্তামণিতে ধৃত হারিত বচনে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৩৩৬। জিলা সাহাবাদ। ১৫ জুলাই ১৮১৬। মেক্ হি. ল. বা. ২. মকদ্দমা ৩, পৃ. ১৪৮।

## পুত্রহীনা পত্নীকে ভাগ দাতব্য।

ব্যবস্থা

**১৮০ পুত্র সকলকে সমান অংশ দিলে পুত্রহীনা পত্নীদিগকে ও সমান ভাগ দাতব্য*।**

**১৮০ পিত্রাচ পুত্রেভ্যঃ সমবিভাগ দানে পুত্রহীন পত্নীনামের পুত্র সমাংশিতা কর্ত্তব্যা*।**

প্রমাণ

পিতার পুত্রহীনা পত্নীরা (অ) সমভাগিনী কথিতা হইয়াছে। ব্যাস।

অসুতাশ্চ পিতুঃ পত্ন্যঃ (অ) সমানাংশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ব্যাসঃ। দা. ভা. ৮১।

(অ) এস্থলে 'পিতার এই পদ কর্ত্তৃকারকে ষষ্ঠ্যন্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে। পিতৃকৃত বিভাগে পুত্রহীনা পত্নীদেরই কেবল অংশিত্ব পুত্রবতীদের নয়। পুত্র কৃত বিভাগে মাতাদেরই অংশিত্ব বিমাতাদের নয়' এই ব্যবস্থা। দা. ভা. টী. পৃ. ৮২।

(অ) পিতুরিতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী।—পিতৃ কৃত বিভাগে পুত্রহীন পত্নীনামেবাংশিত্বং ন পুত্রবতীনাং, পুত্রকৃতবিভাগেতু মাতৃণামেবাংশিত্বং ন বিমাতৃণামিতি ব্যবস্থেতি। দা. ভা. টী. পৃ. ৮২।

* স্বোপার্জ্জিতধন বিভাগে পুত্রহীন পত্নীকে পুত্রতুল্যাংশ পিতার দাতব্য। দা. ক্র. স. পৃ. ৪৩।

* পিত্রা স্বোর্জ্জিতধন বিভাগে পুত্রহীনপত্ন্যৈ পুত্রতুল্যাংশোদেয়ঃ। দা. ক্র. সং পৃ. ৪৩।

Should the father not give a deduction of a twentieth part and so forth to a virtuous eldest son and the rest, the partition is not therefore invalid; for the allotment of a twentieth part and the like is founded (only) on piety and other merits, and equal partition is also propounded by the law: and if he do allot a suitable portion, including a deduction of a twentieth part and so forth, to his eldest son and the rest, the partition is not different from the law of inheritance; for the law assents to a deduction of a twentieth part and the like. Coleb. Dig. II. p. 543.

Q. A Brahmin, who was possessed of some consecrated images, rent-free lands, ancestral and self-acquired lands, had three sons. Previously to his death, he verbally gave the lands and consecrated images to his eldest son, and the rent-free lands to his other two sons. In this case, is there any necessity for the execution of a document to perfect the verbal gift? In other words, should the father have died without executing a written gift, is each of his sons entitled to an equal share of his property?

R. In this case, it requires no written instrument to perfect the gift, as far as regards the self-acquired property; and the sons are incompetent to disturb the distribution made by the father, even though there be no document forthcoming. They are entitled, however, to share equally the ancestral lands.

Authorities:—

NA'RADA's Text. See V. D. p. 349. JA'GNYAVALKYA:—"When the father makes a partition, let him separate his sons (from himself) at his pleasure, and either dismiss the eldest with the best share, or (if he choose) all may be equal sharers." *Mitákshará.*

Zillah Junglemehals, May 24th, 1811. Macn. H. L. Vol. II. Ch. V. Case II. pp. 146, 147.

Q. A father distributed his property among his sons, and subsequently to that distribution he wished to take it back from them. In this case, is the distribution revocable by the father?

R. If the father have divided his self-acquisitions among his sons, and subsequently become indigent, he is competent to take back such property, as is expressly declared by a text of HA'RI'TA cited in the *Vivádachintámani*: "A father during his life distributing his property may retire to the forest, or enter into the order suitable to an aged man; or he may remain at home, having distributed small allotments, and keeping a greater portion: should he become indigent, he may take it back from them."

*Zillah Sháhábád*, July 15th 1819. Macn. H. L. Vol. II. Ch. V. Case III. p. 148.

## A SHARE MUST BE GIVEN TO THE SONLESS WIFE.

**180 If the father make an equal partition among his sons, his sonless wives must have equal shares with the sons.*** Vyavasthá

Even the childless wives of the father are pronounced equal sharers.* VYA'SA. Coleb. Dá-bhá. p. 64. Authority

The term '*of the father*' in the genitive form is put for the nominative. In the partition made by the father, his sonless wives only are entitled to shares, not those who have sons, while in the partition made by the sons, their mothers only are to have shares, and not those who are not mothers of sons. SRI'KRISHNA's comment on the *Dáyabhága*, Sans. p. 82.

* When the father makes a partition of his own acquired property, he should give a share equal to the share of a son to such of his wives, as are destitute of sons. W. Dá kra. Sang. p. 98.

ব্যবস্থা **১৮১ ভর্ত্তা প্রভৃতি স্ত্রীধন না দিয়াথাকিলে তবে (স্ত্রীদিগকে) সমানঅংশ দাতব্য*।**

প্রমাণ পিতা যদি সমানভাগ করেন তবে যে সকল (পুত্র হীনা) পত্নী স্বামি কিম্বা শ্বশুর হইতে স্ত্রীধন পায় নাই তাহারদিগকে সমান ভাগ দিবেন*। যাজ্ঞবল্ক্য। শেষার্দ্ধের ভাব এই যে—

ব্যবস্থা **১৮২ যাহারদিগকে স্ত্রীধন দত্ত হইয়াছে তাহাদের সমান ধন অপুত্রা পত্নীদিগকে পিতা দিবেন*।**

**১৮৩ তাদৃশ স্ত্রীধন না থাকিলে তাহাদিগকে পুত্রসমভাগিনী কর্তব্য*।**

পুত্রদিগকে সমান অংশ দানে এই ব্যবস্থা*।

**১৮৪ পরন্তু পুত্রদিগকে ন্যূনদিলে স্বয়ং অধিক লইলে (পুত্রহীনা) পত্নীকে নিজ অংশ হইতে সমভাগিনী কর্ত্তব্য *।**

**১৮৫ স্ত্রীধন দত্ত হইলে অর্দ্ধেক(উ) দাতব্য*।**

যেহেতু অধিবিন্ন স্ত্রী আধিবেদনিকের (এ) অর্দ্ধেক ধন প্রাপ্ত হওয়া দৃষ্ট হওয়াতে এস্থলেও সে সাংদৃষ্টিক ন্যায় আছে।

যথা যাজ্ঞবল্ক্য—অধিবিন্ন স্ত্রীকে স্ত্রীধন দত্ত না হইলে আধিবেদনিকের (এ) অর্দ্ধেক ধন দাতব্য, কিন্তু স্ত্রীধন দত্ত হইয়া থাকিলে অর্দ্ধেক দান কর্ত্তব্য†।

(উ) অর্দ্ধেক—অর্থাৎ পুত্রের ভাগের অর্দ্ধাংশ পতিদিবেন। দা. ত. পৃ. ১০।

(এ) দ্বিতীয় বিবাহেচ্ছু ব্যক্তি প্রথম স্ত্রীকে (শান্তনার্থে) যে পারিতোষিক দেয় তাহা আধিবেদনিক যেহেতু তাহা অধিক বিবাহ জন্য। তাহা দ্বিতীয় স্ত্রীকে যত ধন দেওয়া যায় তৎ পরিমিত দাতব্য এই ইহার ভাব। দায়ভাগেও এই রূপ আছে*।

যদ্যপি ইহা অধিবিন্ন স্ত্রীসম্প্রদানক দান বিষয়ক, এবং "ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসাং" ইত্যাদি পিতৃকৃত বিভাগ বিষয়ক, তথাপি এক স্থানে নির্ণীত শাস্ত্রার্থ বাধক না থাকিলে স্থানান্তরেও সেই রূপ খাটে, এই ন্যায়ে এস্থলেও ইহা খাটে। দা. ভা. টী. পৃ. ৮১ ও ৮২।

**৮১ সমানাংশদানমপি ভর্ত্রাদিতঃ স্ত্রীধনাদানে*।**

যদি কুর্য্যাৎ সমানাংশান্ পত্ন্যঃ কার্য্যাঃ সমাংশিকাঃ। ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসাং ভর্ত্রা বা শ্বশুরেণ বা*। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। শেষার্দ্ধস্যায়মভাবঃ, যৎ—

**১৮২ যাভ্যঃ স্ত্রীধনং দত্তং তৎসমানধনবত্যোঽপুত্রাঃ পত্ন্যঃ পিত্রাকার্য্যাঃ*।**

**১৮৩ তাদৃশ স্ত্রীধনাভাবে তু পুত্রসমাংশিকাঃ কার্য্যাঃ*।**

পুত্রেভ্যঃ সমাংশদানে ইয়ং ব্যবস্থা*।

**১৮৪ পুত্রেভ্যঃ ন্যূনদানে স্বয়মধিক গ্রহণেতু স্বাংশাৎ সমাংশিকাঃ কার্য্যাঃ*।**

**১৮৫ স্ত্রীধন দানেত্বর্দ্ধদানং (উ)***

অধিবিন্ন স্ত্রিয়ৈ প্রাপ্তধনাযৈ আধিবেদনিকসার্দ্ধদান (এ) দর্শনাৎ সাংদৃষ্টিকন্যায়েন

যথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অধিবিন্নস্ত্রিয়ৈদেয়মাধিবেদনিকং সমং (এ)। ন দত্তং স্ত্রীধনং যস্যৈ দত্তেত্বর্দ্ধং প্রকল্পয়েৎ*

(উ) অর্দ্ধং পুত্রাংশস্য পত্যাদেয়ং। দা. ত. পৃ. ১০

(এ) দ্বিতীয় বিবাহার্থিনা প্রথম স্ত্রিয়ৈ পারিতোষিকং যদ্ধনং দীয়তে তদাধিবেদনিকং অধিকবিবাহার্থত্বাৎ। তস্যতচ্চ দ্বিতীয় স্ত্রীয়ৈ যাবদ্দীয়তে তৎসমংদেয়মিত্যর্থঃ, দায়ভাগেঽপ্যেবং*।

যদ্যপীদমধিবিন্ন স্ত্রীসম্প্রদানক দান বিষয়ং, ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসামিতি তু পিতৃকৃত বিভাগ বিষয়ং, তথাপ্যেকত্র নির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যত্রাপি তথেতি ন্যায়াৎ অত্রাপি তথাকল্প্যত ইতি। দা. ভা. টী. পৃ. ৮১ ও ৮২।

---

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৬, ৪৭। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৯৮–১০০। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৮০ ও ৮১। দা. ত. পৃ. ১০। বি. দা. ভা. টী. ব. ২। কোল্. দা. ভা. পৃ. ৩৩ ও ৩৪। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ১১–২০। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৪৭।

† 'অর্দ্ধেক দান কর্ত্তব্য'—কথিত হওয়াতে বোধ্য এই যে আর অর্দ্ধেক স্ত্রীধনে সম্পূর্ণ হয়। নতুবা পুত্রের অংশের সমান ধন দাতব্য। মহেশ্বর।

**181 This donation of equal share (to a wife) occurs, where no *Strídhan* or peculiar property has been bestowed on (her) by her husband and the rest.***

Vyavasthá

"If he make the allotments equal, his wives, to whom no *Strídhan* has been given by their husband or their father-in-law, must be rendered partakers of like portions."* JA'GNYAVALKYA.

Authority

**182 If *Strídhan* has been given to some of the wives, the sonless wives must be rendered, by the father, partakers of property to the same amount.***

Vayavasthá

**183 But where such *Strídhan* has not been given, they must be rendered equal sharers with the sons.***

This is the law in the case where the sons are made equal sharers.

**184 Where the father has allotted lesser shares to his sons and reserved a greater portion for himself, equal shares must be made up (to his sonless wives) from his own portion.***

**185 In the case of *Strídhan* having been given, half a share *(u)* is to be given (to the sonless wife).***

By the rule of analogy, observed in the case of a wife whose husband marries a second wife, and who has received *Strídhan*, being entitled to receive only half of the *ádhivedanika*. *(e)*.*

Reason

So the text of JA'GNYAVALKYA: "To a woman, whose husband marries a second wife, let him give an equal sum, as a compensation for the suppression, provided no *Strídhan* have been bestowed on her: but if any have been assigned, let him allot half."†

*(u)* *'Half a share'* that is, half of a son's share is to be given to the wife. Dá. T. Sans. p. 10.

*(e)* The property which is bestowed on a first wife, by a man desirous of marrying a second, is termed *'ádhivedanika,'* the object of such gift being to contract a second marriage. This should be equal to what is given to the second wife.*

Although this (property) relate to the gift made to a superceded wife, and the text "to whom no *strídhan* has been given" relate to the partition made by the father, yet it may be so assumed in the present case also; conformably to the maxim, that the sense of the law ascertained in one instance, is applicable in others also, provided there be no impediment. SRI'KRISHNA's commentary on the *Dáyabhagá*, Sans. pp. 81, 82.

* W. Dá. kra. Sang. pp. 98—100. See Coleb. Dá. bhá. pp. 63, 64. Coleb. Dig, Vol. III. pp. 11—20. Macn. H. L Vol. I. p. 47.

† *'Let him allot half.'*—The allotment of a moiety implies that the other moiety is completed by the woman's separate property. Else so much only should be given as will make her allotment equal to the son's. MAHESHWARA.

জীমূতবাহন স্মার্ত্ত ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতির মত এই যে পিতৃকৃতবিভাগে অপুত্রা পত্নীকে পুত্র তুল্যাংশ দাতব্য পুত্রবতীকে নয়, ইহাতে তৎপুত্রই বিভাগযোগ্য এই বিবেচনাসিদ্ধ। কিন্তু পুত্রকৃত বিভাগে অপুত্রাবিমাতাকে অংশ দাতব্য নয়, পরন্তু বিমাতা ধনির অবশ্য পোষ্য হওয়াতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী।

জীমূতবাহনস্মার্ত্ত শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারাদীনাং মতে পিতৃকর্ত্তৃক বিভাগে অপুত্রপত্ন্যৈ পুত্রতুল্যাংশো দেয়ঃ ন তু পুত্রবত্যৈ তত্র পুত্রবিভাগযোগ্য এব বক্তব্য ইত্যানুভাবিকং। পুত্রকৃতবিভাগেতু অপুত্রায়ৈ বিমাত্রেহংশো ন দেয়ঃ কিন্তু ধনিনো অবশ্য ভর্ত্তব্যত্বাৎ গ্রাসাচ্ছাদনমেবেতি*।

"স্ত্রীধন দত্ত হইলে তৎশুদ্ধ সমভাগ পুরণ করিয়া দাতব্য"। বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তার এইমত এতদ্দেশে প্রচলিত দায়ভাগাদির অনুমত নয়; কিন্তু বক্ষ্যমাণ মত বটে, তদ্যথা—পিতা যদি ইচ্ছানুসারে সকল পুত্রকে সমভাগি করেন, তবে অপুত্রা পত্নীদিগকে সম ভাগ দিবেন, যদি তাহারা স্বামি কিম্বা শ্বশুর হইতে স্ত্রীধন না পাইয়াথাকে, কিন্তু যদি স্ত্রীধন পাইয়া থাকে তবে "দত্ত হইলে অর্দ্ধেক দাতব্য" এই বচনানুসারে তাহার দিগকে অর্দ্ধাংশ দাতব্য*।

"স্ত্রীধনে দত্তে তেন সহ সমাংশ পুরণং কর্ত্তব্যং"। বিবাদভঙ্গার্ণবকৃন্মতমিদং ন বঙ্গদেশ প্রচলিত দায়ভাগাদ্যনুমতং; পরন্তু বক্ষ্যমাণমেব, তদ্যথা—অত্র যদি স্বেচ্ছয়া পিতা সর্ব্বানেব সুতান্ সমাংশিনঃ করোতি তদাপত্ন্যঃ পুত্র সমানাংশাঃ কর্ত্তব্যাঃ ভর্ত্রা শ্বশুরেণ বা স্ত্রী ধনং ন দত্তঞ্চেৎ। দত্তেতু স্ত্রীধনে, অর্দ্ধাংশো বক্ষ্যতে—দত্তেত্বর্দ্ধং প্রকল্পয়েদিতি*।

ইহাও বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তার মত—"স্বামি বা শ্বশুর পদে—পতির পিতামহ ও মাতাদিও বোধ্য।—ইহার ভাব এইযে পতিকে অর্শিত এমত ধন যদি পত্নী কাহারো স্থানে প্রাপ্ত হয় তবে তৎশুদ্ধ পুরণ কর্ত্তব্য কিন্তু যদি স্বপিত্রাদি হইতে অথবা পতির মাতুলাদি হইতে পত্নী ধন প্রাপ্ত হয় তবে তাহাতে পতির লাভ সম্ভাবনা না থাকাতে তৎশুদ্ধ পুরণ কর্ত্তব্য নয়*"।

ইদমপি বিবাদভঙ্গার্ণবকৃন্মতং যৎ "ভর্ত্রা শ্বশুরেণ বেতি আর্য্যশ্বশুর স্বশ্রাদেরুপলক্ষণং।—তস্যায়মাবঃ যদি পতিলভ্যধনং কস্মাচ্চিৎ প্রাপ্তং তদা এব তেন পুরণং কর্ত্তব্যং যদি স্বপিত্রাদেঃ পতি মাতুলাদেশ্চ প্রাপ্তং তদাতু তস্যাধিকলাভাভাবাৎ তেন সহ পুরণং ন কর্ত্তব্যমিতি অনুভাবিকঃ পন্থাঃ"*।

পিতা শ্রেষ্ঠভাগাদি জ্যেষ্ঠাদিকে দিলে পত্নীরা শ্রেষ্ঠভাগাদি পাইবেন না, কিন্তু উদ্ধারের পর কৃত সমানাংশ পাইবেন। এবং আপস্তম্ব বচনোক্ত উদ্ধার ও পাইবেন—তদ্যথা, "গৃহের দ্রব্য এবং অলঙ্কার ভার্য্যার"*।

যদাতু শ্রেষ্ঠভাগাদিনা জ্যেষ্ঠাদীন্ বিভজতি তদাপত্ন্যঃ শ্রেষ্ঠাদি ভাগান্ ন লভন্তে কিন্তূদ্ধৃতোদ্ধারান্ সমানেবাংশান্ লভন্তে, সোদ্ধারঞ্চ, যথাহ আপস্তম্বঃ "পরিভাণ্ডঞ্চ গৃহেলঙ্কারো ভার্য্যায়াঃ"*।

ব্যবস্থা

১৮৬ ভার্য্যা অথবা মাতার লব্ধ অংশ যদি ভোগ দ্বারা ক্ষয় পায় তবে পত্যাদি হইতে পুনর্ব্বার জীবিকা পাইতে পারেন যেহেতু তাঁহারা অবশ্য পোষ্য।

১৮৬ ভার্য্যাদিভিঃ লব্ধোহংশঃ যদি ভোগেনক্ষয়ং যাতি তদাপুনঃ পত্যাদিভ্যো জীবনং গ্রহীতুং শক্যতে অবশ্য ভর্ত্তব্যত্বাৎ।

১৮৭ যদি ভোগাবশিষ্ট থাকে এবং পতির ধন ভোগে ক্ষয় পায় তবে যেমত পুত্রাদি হইতে লইতে পারেন তেমনি ভার্য্যাদি হইতেও পুনর্গ্রহণ করিতে পারেন, যেহেতু উভয়েতেই এককারণ খাটে*।

১৮৭ যদিতু ভোগাবশিষ্টংবিদ্যতে পতিধনঞ্চ ভোগেন ক্ষীয়মাণং ভবতি তদা ভার্য্যাদিতোহপি পুত্রাদি-বৎ ধনং গৃহ্নীয়াৎ, তুল্য ন্যায়াৎ*।

১৮৮ পত্নী বিভাগে প্রাপ্ত ধন ন্যায্য কারণ বিনা দান বা বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারেন না।

১৮৮ পত্নীবিভাগে প্রাপ্ত ধনস্য ন্যায্য কারণম্বিনা দানাধান বিক্রয়ান্ কর্ত্তুংনা হঁতি।

* বি. দা. ভা. স্ত্রী. র. ২। কোল্. ভা. বা. ৩, পৃ. ১৯, ২০ ও ২৭

According to JI´MU´TAVA´HANA, RAGHUNANDANA, SRI´KISHNA TARKA´LANKA´RA, and the rest, when partition is made by a father, a share equal to that of a son must be given to the wife who has no son, not to her who has male issue; her son should be considered as alone entitled to share in the partition: this, they think, agrees with common sense. But, when partition is made by sons, no share need be allotted to the step-mother who has no male issue; but food and raiment mnst be assigned, for the late owner of the property was bound to support her.*

"But if the female property have been given, an equal share completed by including that property must be allotted." This doctrine of JAGANNA´THA is found neither in the *Dáyabhága* nor in the works of the other leading authorities, all of whom have laid down the following opinion subsequently expressed by JAGANNA´THA himself. "Should the father, by his own choice, give equal shares to all his sons, his wives must have equal shares with his sons, if they have received no female property either from their lord or from his father; but if such property have been given, a moiety of a share will be ordained; according to the text: "But if any (*Strídhan*) have been given, let him allot half."*

This also is the opinion of the same author: "From her lord, or from his father," this is a mere instance, comprehending his grandfather, mother, and the rest. The meaning is this: when she has received, from any person, wealth which would ultimately have accrued to her husband, that shall be included in completing her allotment; but if she received it from her own father or other relative, or from the maternal uncle or other (collateral) kinsman of her lord, such wealth shall not be included in her allotment, because it was exclusive of his claims. Such is the method of interpretation consistent with common sense.*

If he allot an excellent share to the eldest son and so forth, his wives shall not have such excellent shares and the like; but, after setting apart the deducted allotments, they shall receive equal shares together with deduction, as ordained by A´PASTAMBA:* "The pots of the house and the ornaments shall be allotted to the wife."

**186 If the share allotted to a wife or mother (or grandmother) be consumed in her support, she is entitled to receive alimony from her husband or son; for, at all events, she must be maintained.*** Vyavasthá

**187 But if a surplus remain above the consumption, and the husband's wealth be wholly dissipated, he may, by parity of reasoning, resume property from his wife, as he might resume it from his son.***

**188 The wife cannot, without a just cause, give, sell, or mortgage the property received in partition.**

Coleb. Dig. Vol. III. pp. 13, 19, 20, 26.

পত্নী মাতা বা পিতামহী যে ধন বিভাগে প্রাপ্ত হয়েন তাহা স্ত্রীধন বৎ স্বেচ্ছানুসারে দানাদি করিতে পারেন কি ক্রমাগত ধনবৎ (শাস্ত্রোক্ত কারণবিনা) দানাদি করিতে অনধিকারিণী?—ইহাতে বিবাদ ভঙ্গার্ণবকর্ত্তা দুই কহেন, অর্থাৎ এক বার কহেন—"ভার্য্যাদিকে যে অংশদত্ত হয় তাহা পুত্রাদিকে দত্ত বৎ স্বেচ্ছানুসারে দানাদি করাযাইতে পারে, অতএব স্ত্রীধনেরন্যায় তাহার দানাদি সিদ্ধ যেহেতু তাহাতে ও পত্যাদির দত্তধনে বিশেষ নাই" *। আবার তদ্বিপরীতে কহেন "পত্নী বিভাগে যে ধন প্রাপ্ত হয় তাহা দত্ত ধন বোধে তাহাকে স্ত্রীধনতুল্য জ্ঞান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা বিভাগে প্রাপ্ত ধন সম্বন্ধাধীন লাভ হওয়াতে তাহা সম্বন্ধ-ধন তুল্য জ্ঞান করাই যুক্তি সিদ্ধ" †। কোন২ নব্য পণ্ডিত প্রথম মতে মত দিয়া কহিয়াছেন" ভার্য্যাদি বিভাগে যে ধন প্রাপ্ত হয়েন তাহা ভর্ত্তৃদত্ত স্ত্রীধন গণ্য"। পরন্তু বিবাদভঙ্গার্ণব কর্ত্তার শেষ মত প্রায় সকল সম্মত, যেহেতু ইহা শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের মতানুগত ‡ এবং অধিক ন্যায্য।

বিভাগে ধন প্রাপ্তা পত্নীর মরণে যদি তাহার গর্ভজ পুত্র নাও থাকে, সপত্নী-পুত্র থাকে তথাপি তদ্ধনে তৎ কন্যার অধিকার হইবে না, কেননা "তাহার পর দায়দরা পাইবে" এই বচনের বিনিগমনাভাবে, এই বচন যেমত পত্নী সংক্রান্ত পতিধনে খাটে তেমনি সম্বন্ধপ্রযুক্ত পত্নীর লব্ধ ধনমাত্রে খাটে; তাহাতে পতির উত্তরাধিকারিরই কেবল স্বত্ব কথিত হইয়াছে। এবঞ্চ তাহাতে নিজপুত্র ও সপত্নী-পুত্র উভয়ে তুল্য রূপে অধিকারি §। অতএব এই ব্যবস্থা যে—

ব্যবস্থা ১৮৯ ঐধন যাবজ্জীবন ক্ষান্তা হইয়া ভোগ করিবে, তাহার পর পূর্ব্বস্বামির উত্তরাধিকারিরা পাইবে।

পিতৃকৃত বিভাগকালে পিতার মাতা থাকিলেও অংশ পাইবেন না যেহেতু তখন তাঁহার অংশ শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, পুত্রদের পরস্পর বিভাগেই মাতাকে অংশদান বিধান হইয়াছে। পৌত্রদিগের মধ্যে বিভাগে পিতামহীকে অংশ দান বোধক শাস্ত্রানুসারে তদ্বোধ্য ইহাও বাচ্য নয় কেননা উক্ত বিভাগ পৌত্র কৃত বিভাগ নয় কিন্তু পুত্রকৃত স্বপুত্র বিভাগ, ইহা বিবেচ্য ¶।

পত্নী মাতা পিতামহী বা যদ্ধনং বিভাগাৎ প্রাপ্নোতি তত্র স্ত্রীধন বৎ স্বেচ্ছাতো দানাদিকং কর্ত্তুংশক্নোত্যথবা ক্রমাগত ধনবৎ শাস্ত্রোক্ত কারণংবিনা তৎ কর্ত্তুংনাধিকারিণী?—অত্র বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্রা উভয়মেবস্বীকৃতং, যথা একদাভিহিতং—"ভার্য্যাদিভ্যো দত্তোংহশঃ পুত্রেভ্যো দত্তইব তাসাং যথেষ্টং বিনিযোজ্যো ভবতি, অতএব স্ত্রীধনবৎ দান বিক্রয়াদিকমপি সিদ্ধং পত্যাদি দত্তত্বাবিশেষাদিতি"*। পুনস্তদ্বিপরীতত্বেন কথিতং—"নচ পত্নীভাগস্য দত্তপ্রায়ত্বাৎ স্ত্রীধন তুল্যতৈব যুক্তেতি বাচ্যং, অত্র সম্বন্ধপ্রযুক্তলাভেন সম্বন্ধ-ধন তুল্যত্বস্যৈব যুক্তত্বাদিতি ধ্যেয়মিতি †। অত্র কেচন পণ্ডিতাঃ প্রথম মতমাশ্রিত্যোচু "র্ভার্য্যাদিভির্বিভাগাৎ যদ্ধনংলভ্যাতে তদ্ভর্ত্রাদিদত্ত স্ত্রীধনবৎগণনীয়ং"। পরন্তু বিবাদভঙ্গার্ণবোক্তশেষ মতং প্রায়শঃ সকল-সম্মতং, শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারমতানুমতত্বাৎ ‡ অধিক ন্যায্যত্বাচ্চ।

পত্ন্যা উপরমে তাদৃশ তদ্ধনে সত্যপি সপত্নী পুত্রে গর্ভজ পুত্রাভাবে দুহিতুরেরাধিকারঃস্যাদিতিচেন্ন দায়াদাঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুরিতি বচনস্য বিনিগমন বিরহেণ পত্নীসংক্রান্ত পতিধনবৎ সম্বন্ধপ্রযুক্ত পত্নীলব্ধ ধন মাত্র পরত্বাৎ পত্যুরুত্তরাধিকারিণ এব স্বত্ববোধনাৎ। এবঞ্চ পুত্র সপত্নী-পুত্রয়োস্তুল্যোঽধিকারঃ §। অতএব ইদমেব ব্যবস্থাতব্যং যৎ—

১৮৯ ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা পূর্ব্বস্বামিদায়াদাঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ।

পিতৃকৃত বিভাগকালে যদি পিতুর্মাতা বিদ্যতে তস্যা অংশঃ শস্ত্রেণনোক্তঃ পুত্রাণাং পরস্পর এব মাতুরংশ দানবোধনাৎ নচ পৌত্রাণাং বিভাগে পিতামহ্যৈ অংশদান-বোধক শাস্ত্রেণৈব তদ্বোধ্যমিতি বাচ্যং, নায়ংহি পৌত্রকৃত বিভাগঃ কিন্তু তৎ পুত্রকৃত এব স্বপুত্রবিভাগ ইত্যবধেয়ং ¶।

* বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল্. ভা. বা. ৩, পৃ. ২৭। † বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল্. ভা. বা. ৩, পৃ. ২৪।

‡ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভার্য্যাদির কৃত দান বিক্রয়াদি সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন না। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। ‡ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারঃ ভার্য্যাদিকৃত দানবিক্রয়াদি সিদ্ধঞ্চ ন স্বীকরোতি। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২।

§ বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল্. ভা. বা. ৩, পৃ. ২৩। ¶ বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল্. ভা. বা. ৩, পৃ. ৩১।

Can the property received by a wife, mother, or grandmother, when partition is made, be disposed of by her like her *Strídhan*, or must it be held as received in right of affinity, and incapable of being alienated by her (without a legal cause)? To this, JAGANNA´THA has made conflicting replies assenting to both. In one place he says: " the share allotted to a wife and the rest, like that which is given to a son, may be disposed of at their pleasure. Hence, like female property, the gift, sale, or other alienation of that share is valid: for it is equally given her by her husband and the rest.*" In another place he affirms: " Nor should it be objected that since the share of a wife is in a manner (gratuitously) given, it ought to be held similar to female property. Being received in right of the relation of a wife to her husband, it is justly considered as similar to connected property, or wealth devolving on heirs in right of affinity†". A few of the modern lawyers, concurring in the former opinion, have said: " property obtained by a woman in partition is to be held as her *Strídhan*, given by the husband and the rest, it being more in the nature of a gift, than what she succeeds to in her own right." But most of them have concurred in the latter exposition of JAGA´NNATHA, it being grounded on the opinion of SRI´KRISNA TARKALANKA´R,‡, and more consistent with reason.

" Such being the case, would her *daughter* succeed to such wealth on her death, if she leave no male issue, although a son born of another wife " (of her husband) be living? No; for the text ' after her, let the heirs take it, ' may relate solely to property received by the wife in right of her connection (by marriage') as easily as it may relate to the property of the husband, in which the wife has an interest; since there is no argument, on which one meaning should be selected in preference to the other, and the right of the husband's heirs has been alone propounded. Again; the equal title of her own son, and of one born of another wife, is admitted§." The following therefore should be the rule of decision:

**189 She will only enjoy the property, restraining herself until her death; after her, the heirs of the former owner will take it.** Vyavasthá

When a distribution is made by a father, if his own mother be living, no share is ordained for her; since the law has only ordained the allotment of a share to the mother, when partition is made by sons with each other. It should not be argued, that her partition may be deduced from the law which ordains the allotment of a share to a grandfather, in the case of partition among grandsons. This is not partition made by her grandson, but by her sons; it is, therefore, a distribution made by her own son.¶

* Coleb. Dig. Vol. III. p. 27. † Coleb. Dig. Vol. III. p. 24.

‡ SRI´KRISHNA TARKA´LANKA´RA does not admit the validity of sale or other alienation by a wife and the rest. Coleb. Dig. Vol. III. p. 27.

§ Coleb. Dig. Vol. III. p. 23. ¶ Coleb. Dig. Vol. III. p. 31.

সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেব লিখেন—"হরিনাথের মত এই যে যদি পিতা নিজে দুই বা অধিকভাগ রাখেন তবে পত্নীদিগকে অংশ দিবার আবশ্যক নাই, কেননা পিতা যৎপরিমিত বিষয় নিজের নিমিত্তে রাখেন তাহাতেই তাহাদের অন্নাচ্ছাদন হইতে পারে। বিবাদার্ণবসেতুর মত এই যে পিতৃকর্ত্তৃক পুত্রদিগকে সমবিভাগ দানে পত্নীদিগকেও সমবিভাগ দান ব্যবস্থিত হইয়াছে। কিন্তু পিতা যদি বিষয় বিভাগ করেন এবং আপনার নিমিত্তে অধিকাংশ রাখেন, তবে আপনার গৃহীত ভাগ হইতে পত্নীদিগকে পুত্রতুল্যাংশ দিতে হইবে। স্ত্রীধন দত্ত না হইলেই কেবল পত্নীদিগকে এই ভাগ দাতব্য। কোন২ গ্রন্থকারের মত এই যে পত্নী যদি অন্য স্থান হইতে ধন পাইয়াথাকে তবে পুত্রকে দত্তঅংশের অর্দ্ধাংশ তাহাকে দাতব্য। আবার কাহারো২ মতে স্ত্রীধনদত্ত হইলে শুদ্ধ পুত্রতুল্যাংশ পূরণ করিয়া দাতব্য"। (বা. ১ পৃ. ৪৭৩৪৮)। কিন্তু এইসকল মত অত্যল্প প্রামাণ্য।

## অথ স্বার্জিত ও পৈতামহ ধন-নির্ণয়—

ব্যবস্থা

১৯০ যে ধন আদৌ পিতৃকর্ত্তৃক উপার্জ্জিত হয়, তাহাই তাঁহার প্রকৃত স্বার্জ্জিত।

১৯০ পিত্রা যদ্ধনমাদাবুপার্জ্জিতং তদেব তস্য প্রকৃত স্বার্জ্জিতং।

১৯১ পিতামহের যে ধন হৃত হইলে পর পিতা শ্রমাদিতে উদ্ধার করেন, তাহা তিনি স্বার্জ্জিতবৎ ব্যবহার করিতে পারেন

১৯১ পৈতামহং হৃতং পিত্রা শ্রমাদিনা যদুদ্ধৃতং ব্যবহারে তত্তস্য স্বার্জ্জিতমিব।

প্রমাণ

/০ হৃত পৈতামহ ধন পিতা প্রাপ্ত হইলে তাহা তাহার স্বোপার্জ্জিতই অনিচ্ছায় পুত্রদিগকে তাহার ভাগ দিবেন না *। মনু।

/০ পৈতৃকন্তু পিতাদ্রব্যমনবাপ্তং যদাপ্নুয়াৎ। নতৎ পুত্রৈর্ভজেৎ সার্দ্ধং অকামঃ স্বয়মর্জ্জিতং *। মনুঃ।

৵০ যে হৃত পৈতামহ ধন পিতা স্বশক্তিতে উপার্জ্জন করেন এবং বিদ্যা ওশৌর্য্যাদি দ্বারা যে ধন প্রাপ্ত হয়েন তাহাতে তাঁহারই স্বামিত্ব কথিত হইয়াছে। স্বেচ্ছানুসারে ঐ ধন দান ও ভোগকরিবেন। তদভাবে পুত্রেরা সমানভাগি কথিত হইয়াছে *। যাজ্ঞবল্ক্য।

৵০ পৈতামহং হৃতং পিত্রা স্বশক্ত্যা যদুপার্জ্জিতং। বিদ্যাশৌর্য্যাদিনাপ্তঞ্চ, তত্রস্বাম্যং পিতুঃ স্মৃতং। প্রদানং স্বেচ্ছয়া কুর্য্যাদ্ ভোগঞ্চৈব ততোধনাৎ, তদভাবেতু তনয়াঃ সমানাংশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ *। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

কিন্তু ভূমি বিষয়ে সংখ বিশেষ কহিয়াছেন—

ভূমৌতু বিশেষমাহ সঙ্খঃ—

ব্যবস্থা

১৯২ পূর্ব্বহৃত ভূমি একজন শ্রমে উদ্ধার করিলে, তাহাকে চারিঅংশের একাংশ দিয়া অন্যে স্ব২ ভাগ লইবে *।

১৯২ পূর্ব্বনষ্টাঞ্চ যো ভূমিমেক এবোদ্ধরেচ্ছ্রমাৎ যথা ভাগং ভজন্ত্যন্যে দত্ত্বাভাগং তুরীয়কং *।

যদ্যপি স্বকীয় ধনে ওশ্রমে উপার্জ্জন দর্শিত হয় তথাপি তাহা উদ্ধার কর্ত্তার অসাধারণ নয়, কিন্তু তাহাকে ঐ উদ্ধৃত ভূমির চতুর্থাংশ দাতব্য। কারণ বচনে ভূমিপদকথন আছে অতএব তাহার অবিবক্ষা হইতে পারে না *।

যদ্যপি অসাধারণ ধন শরীর ব্যাপারমেবকারেণ দর্শয়তি তথাপি উদ্ধর্ত্তুর্নাসাধারণ্যং কিন্তু প্রতিকৃত ভূমেশ্চতুর্থাংশোঽধিকস্তস্মৈ দাতব্যঃ ভূমি পদসামর্থ্যাৎ তদবিবক্ষাকারণাভাবাৎ *।

ব্যবস্থা

১৯৩ পৈতামহ স্থাবর ধন থাকিলে অস্থাবর পৈতামহ ধনে স্বার্জ্জিতের ন্যায় পিতাই প্রভু, ন্যূনাধিক বিভাগ করিতে পারেন।

১৯৩ সতি পৈতামহে স্থাবরে, অস্থাবরে পৈতামহে স্বার্জ্জিত ইব পিতুরের স্বাম্যং, ন্যূনাধিক বিভাগ দানার্হত্বং।

* দা. ভা. পৃ. ১৪৬। কোল্. দা. ভা পৃ. ১৩৪ ও ১৩৫।

Sir William Macnaghten writes: "But the doctrine laid down by *Harinátha* is, that if the father reserve two or more shares, no share need be assigned to the wives, because their maintenance may be supplied out of the portion reserved. It is also laid down in the *Vivádárnavashetu* that an equal share to a wife is ordained, in a case where the father gives equal shares to his sons; but that where he gives unequal portions, and reserves a larger share for himself, he is bound to allot to each of his wives, from the property reserved by himself, as much as may amount to the average share of a son. These shares to wives are allotted only in case of no property having been given to them. According to some authorities, if she had received property elsewhere, a moiety of a son's share should be allotted to them; but according to other authorities, the difference should be made up to them between what they have received and a son's share." (Vol. I. pp. 47, 48.)

These opinions are however very little respected.

## SELF-ACQUIRED AND ANCESTRAL PROPERTY DEFINED.

**190** Property originally acquired by the father is properly his own acquired property. Vyavasthá

**191** Ancestral property seized by strangers but recovered by the father with his own exertion and so forth, can be used as acquired by himself.

I. If a father recover the property of his father (seized by strangers and) which remained unrecoverd, he shall not, against his will, share it with his sons, for in fact it was acquired by himself.* MANU. Authority

II. "Over the grandfather's property which was seized (by strangers) and is recovered by the father through his own ability, and over (any thing) gained by him through science, valour, or the like, the father's full dominion is ordained. He may give it away at his pleasure, or he may defray his consumption with such wealth; but, on failure of him, the sons are pronounced entitled to equal shares."* JA´GNYAVALKYA.

SHANKHA propounds a special rule regarding land:—

**192** Land, inherited in regular succession, but which had been formerly lost, and which one shall recover solely by his own labour, the rest may divide according to their due allotments, having first given him a fourth part.* Vyavasthá

By the term 'solely' the author intimates, that neither common funds were used nor joint personal exertions made. Still it does not become the separate property of the person retrieving it: but a fourth part of the land recovered must be given to him in addition (to his regular allotment:) by force of the word '*land;*' and because there is no reason for supposing it to be vague.*

**193** Where there is ancestral real property, the father has *full* dominion over the personal property though inherited from the grandfather, and has power to distribute the same unequally just as his own acquisitions. Vyavasthá

* Coleb. Dá. bhá. pp. 134, 135.

প্রমাণ

মণিমুক্তা প্রবালাদি সকল (অস্থাবর) ধনেরই প্রভু পিতা। কিন্তু সমস্ত স্থাবরের কি পিতা কি পিতামহ কেহই প্রভু নহেন। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। (দা. ভা. পৃ. ৪০)। কিন্তু যথা ভূম্যাদি নাই শুদ্ধ মণ্যাদি আছে তথা পিতা সমস্ত ব্যয় করিতে প্রভু নহেন যেহেতু হেতুতে বিশেষ নাই, এবং তৎপ্রভুত্বজ্ঞাপক বচন উভয়রূপ ধন থাকিলে খাটে ইহা দ্রষ্টব্য। দা. ভা. টী. পৃ. ৪২।

মণিমুক্তা প্রবালানাম্ সর্ব্বস্যৈব পিতা প্রভুঃ। স্থাবরস্যতু সর্ব্বস্য ন পিতা ন পিতামহঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। (দা. ভা. পৃ. ৪০)। যত্রতু ভূম্যাদিকং নাস্তি মণ্যাদিরেবাস্তি তত্র ন সর্ব্বব্যয়ে প্রভুত্বং। হেতোরবিশেষাৎ, তৎপ্রভুত্ব বচনস্তূভয় সদ্ভাববিষয়মিতি দ্রষ্টব্যং। দা. ভা. টী. পৃ. ৪২।

ব্যবস্থা

**১৯৪ পিতা নিজ পিতা হইতে সম্বন্ধজন্য যে ভূমি, নিবন্ধ ও দ্রব্য প্রাপ্ত হয়েন তাহা ব্যবহারে পৈতামহ ধন গণ্য।—যেহেতু তাহাতে স্বার্জিতের মত পিতার প্রভুত্ব নাই।**

**১৯৪ পিতৃতঃ সম্বন্ধাধীনং প্রাপ্তং ভূনিবন্ধ দ্রব্যমেব ব্যবহারে প্রকৃত পৈতামহং ধনং।—তত্র স্বার্জ্জিতইব পিতুঃ প্রভুত্বাভাবাৎ।**

যে ভূমি নিবন্ধ ও দ্রব্য (ন) পিতামহ হইতে পিতা প্রাপ্ত হয়েন তাহাতে পিতা পুত্র উভয়েরই সমান প্রভুত্ব *। যাজ্ঞবল্ক্য।

(ন) নিবন্ধ—অর্থাৎ প্রতি কার্ত্তিক মাসে দাতব্য এই রূপ নিবন্ধ বার্ষিকাদি *।

দ্রব্য—এস্থলে ভূমির সহিত ব্যবহৃত হওয়াতে দ্বিপদ অর্থাৎ দাস বুঝায় *।

ভূর্যা পিতামহোপাত্তা নিবন্ধোদ্রব্যমেব (ন) বা। তত্রস্যাৎ সদৃশ স্বাম্যং পিতুঃ পুত্রস্যচোভয়োঃ *॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(ন) নিবন্ধঃ—ক্যার্ত্তিক্যাং কার্ত্তিক্যামিদং দাস্যামীতি যন্নিবন্ধং নিয়ত লভ্যমিতি *।

দ্রব্যং—ভূসাহচর্য্যাৎ দ্বিপদমহিতং *।

পৈতামহ ধন পদে প্রপিতামহ হইতে আগত ধন-ও যে বোধ্য ইহা নির্ব্বিবাদ। পরন্তু মাতামহ প্রভৃতি হইতে সম্বন্ধাধীন আগত ধন পৈতামহ ধনবৎ ব্যবহৃত হইবে অথবা স্বার্জ্জিতবৎ—এই পূর্ব্বপক্ষোত্তরে কেহ২ কহেন" বিষ্ণুবচনে লিখিত'যেস্বোপার্জ্জিত ধন' †, তাহার অর্থ নিজ কর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জিত ধন। কিন্তু মাতামহাদির মরণে প্রাপ্ত ধন পিতার আয়াস বিনা লব্ধ হওয়াতে তাহা স্বোপার্জ্জিত নয়, অতএব সাধারণবিধানানুসারে তিনি তাহার দুই অংশ বা অর্দ্ধেক গ্রহণ করিবেন। পরন্তু এমত বাচ্য নয় যে পৈতামহ ধনেই পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব বাচক বচন থাকাতে এমতে প্রাপ্ত ধনে তাহাদের তুল্য স্বামিত্ব নাই, কেননা পৈতামহ পদ উপলক্ষণ করা আবশ্যক। নতুবা জন্মান্ধ পুত্রের পিতা প্রপিতামহ ধনের দ্ব্যংশাদি গ্রহণ করণ নিয়ম হইত না। 'পৈতামহ ধন' পদে সম্বন্ধাধীন প্রাপ্ত ধন বোধ্য, তাহা পিতামহ হইতে প্রাপ্তি হউক অথবা মাতামহাদি হইতে হউক তাহাতে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব আছে। ইহা বাচ্য নয় যে পৈতামহ ধনপদে ক্রমাগত ধনই কেবল অভিপ্রেত, আর২ ধন অর্থাৎ মাতামহাদি হইতে লব্ধ ধন এবং প্রতিগ্রহাদিতে প্রাপ্তধন অর্জ্জকের অধিক গ্রহণবোধক ব্যবস্থানুসারে ব্যবহার্য্য, কেননা মাতামহাদি হইতে আগত ধন যে ক্রমাগত ধন নয় ইহার প্রমাণাভাব। এবং ঋষিরা এতদতিরিক্ত সঙ্ক্রান্ত ধনের বিশেষ করেন নাই"। পরন্তু বিবাদভঙ্গার্ণব কর্ত্তা কহেন "এই মত

পৈতামহ ধনপদে প্রপিতামহাদাগত ধনমপি বোধ্যমিতি নির্ব্বিবাদঃ। পরন্তু মাতামহাদিমরণোত্তরং সম্বন্ধাল্লব্ধ ধনে পৈতামহ বদ্ব্যবহারঃ অথবা স্বার্জ্জিতইব—ইতি পূর্ব্বপক্ষোত্তরে কেচিৎ 'স্বয়মুপাত্তেহর্থে, ইতি বিষ্ণু সূত্রে। স্বয়মুপাত্তে ইত্যত্র স্বয়ং কর্তৃক উপাদান বিষয় ইত্যর্থঃ, মাতামহাদি মরণানন্তরে লব্ধেতু পিতুঃ কৃতিং বিনৈবার্জ্জনাৎ ন স্বয়ং কর্তৃকমুপাদানং অত্র সামান্য প্রাপ্ত দ্ব্যংশ গ্রহণাদিকং কার্য্যং। নচ পৈতামহে তু পিতাপুত্রয়োস্তুল্যং স্বামিত্বমিতি বচনাদত্র তুল্য স্বামিত্বানুপপত্তিরিতি বাচ্যং পৈতামহ পদস্যোপলক্ষণতায়া আবশ্যকত্বাৎ অন্যথা জন্মান্ধ পুত্রস্য পিতুঃ প্রপিতামহাদাগত ধনে দ্ব্যংশাদি-গ্রহণ নিয়মো ন স্যাৎ। 'পৈতামহ' ইত্যনেন সম্বন্ধাল্লব্ধ ইত্যর্থ করণাৎ প্রপিতামহাদিতো মাতামহাদিতশ্চ লব্ধএব পিতাপুত্রয়োস্তুল্য স্বামিত্বং। নচ ক্রমাগত ধনানামেব পৈতামহ ধনেনোপদানং তদিতরেষাং মাতামহাদ্যাগত ধনানাং প্রতিগ্রহাদিলব্ধানাঞ্চ ভূয়িষ্ঠ দ্রব্যগ্রহণাদিরূপ ব্যবস্থা ইতি বাচ্যং মাতামহাদ্যাগতধনানামপি ক্রমাগতত্বাভাবে প্রমাণাভাবাৎ সঙ্ক্রান্ত ধনস্যাতিরিক্তস্য মুণিভিরপরিভাষণাৎ

* দা. ভা. পৃ. ৩৬ ও ৩৭। † দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩৪০ এবং বি. দা. ভা. ম. র. ২।

The father is master of gems, pearls, and corals, and of all (other movable) property: but neither the father nor the grandfather is so of the whole real estate. JA'GNYAVALKYA. (Dá. bhá. p. 29). But where the (grandfather's) estate consists not of land, corrody, and slaves, but only of gems and other movable property, there the father has not power to consume or dispose of all; since the reason is the same, and the text which declares the father to be *master* applies where the estate consists of both movable and immovable property. SRI'KRISHNA'S Commentary on the *Dáyabhága*, Sans. p. 42. Authority

**194 Land, corrody, and chattels, inherited from the grandfather by the father in right of affinity, are held to be properly ancestral, the father having no power to use them as his self-acquired property.** Vyavasthá

"The ownership of father and son is the same in land, which was acquired by the father's father, or in corrody, or in chattels." (k).* JA'GNYAVALKYA. Authority

(k) A "corrody" signifies what is fixed by a promise in this form: "I will give that in every month of *Kártiki*.*

By "chattels," from their association with land, slaves must be here meant.*

That the property descended from the paternal great-grandfather is to be treated as that inherited from the paternal grandfather, appears to be indisputable. But the question is, whether property inherited from the maternal grandfather and the rest is or is not to be treated just as that devolved from the paternal grandfather? To this question some reply, "that 'his own acquired wealth,' in the text of VISHNU†, signifies that which was gained by his own act; but, what is received from the maternal grandfather, being gained without any exertion on the part of the father, is not acquired by his act; he shall therefore receive two shares or the like, as suggested by the general rule. It should not be objected, that the text only ascribing to the father and son equal dominion over property left by a paternal grandfather, they have not such claims in this case. Their equal dominion is a necessary consequence of considering the term, 'property left by the paternal grandfather,' as a mere instance of a general sense; else it would not be a rule, that the father, being the son of one born blind shall take two shares or other (greater) portion of property inherited from the paternal great-grandfather. The term 'property left by the paternal grandfather,' must be explained as 'property inherited in right of affinity:' whether it be received from the paternal great-grandfather, and so forth, the father and son have equal dominion over it. Nor should it be argued, that property regularly descending from ancestors, is alone intended by the term 'estate left by the paternal grandfather;' and that any other property, whether left by a maternal grandfather, or received in a present, or the like, is regulated by the law which allows he reserve of the greatest part and so forth. There is no argument to prove that 'an estate devolving from the maternal grandfather and the rest is not considered as regularly descending

* Coleb. Dá. bhá. pp. 25, 26.

† See *ante* p. 341 & Coleb. Dig. Vol. II. p. 538.

মনোরম নয়, কেননা তাহা হইলে বন্ধুহীন ব্যক্তির ধন সহাধ্যায়ি অথবা আচার্য্যকে যখন অর্শিবে তখনো পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্বের আপত্তি থাকিবে। দৌহিত্র-পুত্রের সঙ্ক্রান্ত ধনে অধিকার না থাকাতে তাহার পিতা মরিলেও তাহার স্বত্ব নাই, তৎ পিতা বাঁচিয়া থাকিতেতো তদ্বার্ত্তাও নাই। এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহের দায়রূপ ধনও ক্রমাগত * ধন না হওয়াতে তাঁহাতেও উক্তরূপ ব্যবস্থা খাটিবে। কিন্তু প্রপিতামহের দায়রূপ ধন পিতামহাদি হইতে পরম্পরা প্রপৌত্রকে অর্শানতে তাহাতে যে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব তাহা ইহা হইতেই উহ্য। যদি পিতৃ পিতামহহীন প্রপৌত্র প্রপিতামহের ধন প্রাপ্ত হয়, তাহাতেও পিতা পুত্রের তুল্যাধিকার বোধ্য যেহেতু তাহাও ক্রমাগত হইল। এবঞ্চ পৈতামহ ধন পদে স্বর্গ-জনক জন্মরূপ সম্বন্ধাধীন লব্ধধন ব্যাখ্যা করিলে কোন দোষ নাই, যেহেতু 'পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র-দ্বারা বংশের অবিচ্ছেদ ও স্বর্গ প্রাপ্তি হয়,' এই বচনে এবং 'পুত্র-দ্বারা লোকজয়ী হয়, পৌত্র-দ্বারা অক্ষয় স্বর্গ পায়, ও প্রপৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়' †, এই বচনে পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের জন্ম দ্বারা স্বর্গলাভ বোধ হইতেছে। বি. দা. ভা. দী. র. ২। ইহাই ন্যায্য। অতএব—

ইত্যাহুঃ। পরন্তু বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্রাভিহিতং—"তন্নমনোরমং সহাধ্যায়িত্বাৎশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণাদ্বালব্ধো যো নির্ব্বন্ধুদায়স্তত্রাপি পিতাপুত্রয়োস্তুল্য স্বামিত্বাপত্তেঃ। দৌহিত্রপুত্রস্য সঙ্ক্রান্ত ধনানধিকারিত্বকল্পেতু সুতরাং পুত্রস্য ন স্বামিত্বং পিতুর্মরণেঽপি জীবনেতু তদ্বার্ত্তাপি নাস্তি। এবঞ্চ বৃদ্ধ প্রপিতামহ দায়স্যাপি ক্রমাগতত্বাভাবাৎ *। কিন্তু প্রপিতামহদায়স্য পিতামহাদি পরম্পরয়া প্রপৌত্রেণ লব্ধস্যাতু ক্রমাগতত্বমিতি তত্রপিতাপুত্রয়োস্তুল্যং স্বামিত্বমিত্যনেনৈব ব্যবস্থা উহনীয়া। যদি প্রপিতামহধনং মৃতপিতৃ-পিতামহক প্রপৌত্রঃ প্রাপ্নোতি, তদপি ক্রমাগতত্বাৎ পিতাপুত্রয়োস্তুল্যস্বামিত্বমিতি মন্তব্যং, এবঞ্চ পৈতামহে ইত্যস্য স্বর্গজনক জন্মরূপ সম্বন্ধালব্ধে ইত্যর্থইতিনকোঽপিদোষঃ। লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈরিতি বচনেন, পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণনানন্ত্যমশ্নুতে। অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি পিষ্টপং †, ইতি বচনেনচ পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র-জন্মনাস্বর্গপ্রাপ্তি বোধনাৎ। বি. দা. ভা. দী. র. ২। যুক্তঞ্চৈতৎ। তেন—

ব্যবস্থা

৩৯৫ ক্রমাগত ধন মাত্র পৈতামহ ধনের ন্যায় ব্যবহার্য্য।

৩৯৫ ক্রমাগত ধন মাত্রে পৈতামহ বদ্ব্যবহারঃ।

৩৯৬ মাতামহাদির মরণে অর্শে যে ধন তাহা স্বোপার্জ্জিতের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৩৯৬ মাতামহাদি মরণোত্তরং লব্ধ ধনং স্বার্জ্জিত বদ্ব্যবহর্ত্তুং শক্যতে।

"পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন তবে স্বোপার্জ্জিত বিষয় যেমন ইচ্ছা সেই রূপ ভাগ করিতে পারেন"। এই বিষ্ণু-বচনের পরে—'এস্থলে নিজ পিতৃ-দ্রব্যের অনুপঘাতে পিতার অর্জ্জিত যে ধন তাহাই বোধ্য'—এই চণ্ডেশ্বর মত, এবং 'পিতৃ-দ্রব্যের অনুপঘাতে যাহা অর্জ্জিত তাহার ন্যূনাধিক বিভাগ করিতে পিতা সক্ষম' এই মিশ্রমত লিখিয়া বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা কহেন " ইহাই ন্যায্য, পিতৃদ্রব্যের উপঘাতে যাহা উপার্জ্জিত হয়, তাহাতে দ্রব্যদ্বারা তৎপিতারও স্বত্ব থাকাতে সে দ্রব্য (পিতার) পৈতৃকই হওয়া ন্যায্য"। কিন্তু এই মত বঙ্গদেশাদৃত নয়, যেহেতু এতদ্দেশে জন্মাধীন স্বত্ব স্বীকৃত না হওয়াতে পিতামহ হইতে পিতাকে অর্শে যে ধন তাহা তৎকালে পিতার বলিয়াই স্বীকৃত, অতএব তাদৃশ ধনের উপঘাতে পিতার অর্জ্জিত যে ধন তাহা সুতরাং পিতারই, পৈতামহ নয়। বি. দা. ভা. দী. র. ১।

"পিতাচেৎ পুত্রান্ বিভজেৎ তস্য স্বেচ্ছাস্বয় মুপাত্তেঽর্থে"। ইতি বিষ্ণুবচনানন্তরং 'অত্র স্বপিতৃ দ্রব্যানুপঘাতেন পিত্রার্জ্জিত ধন বিষয়মেতদিতি 'চণ্ডেশ্বরমতং ; 'পিতৃদ্রব্যানুপশ্লেষেণ যদর্জ্জিতং তস্য সমবিভাগে বিষম বিভাগেচ পিতাঃ প্রভুরিতি'মিশ্র-মতঞ্চ স্মৃত্বাবিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্রাভিহিতং "যুক্তঞ্চৈতৎ, পিতৃ দ্রব্যোপঘাতেন যদর্জ্জিতং তত্র দ্রব্যদ্বারা তৎপিতুরপি অর্জ্জকত্বাৎ তৎদ্রব্যং তৎপৈতৃকমেব যুক্তং"। কিন্তুনৈতন্মতংবঙ্গদেশাদৃতং,যতোঽস্মিন্দেশেজন্মাধীনস্বত্বাস্বীকারাৎ যদ্ধনং পিতামহাৎ পিতৃগতং তৎ তদানীং পিত্রমেব স্বীকৃতং,অতস্তদুপঘাতেন পিত্রাযদর্জ্জিতংতৎসুতরাংপিতৃধনং নতু পৈতামহং। বি. দা. ভা. দী. র. ১।

---

* ধন প্রপৌত্র পর্য্যন্ত আগত হইলেই কেবল ক্রমাগত হয়, তদভাবে ধন পত্নী প্রভৃতিকে অর্শে, এবং বিশৃঙ্খল রূপে দায়াদ কএক জনের অভাবে পুনর্ব্বার গোত্র-গামি হয়।

† দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩৩৫।

from ancestors : and legislators have not distinguished property devolving eventually on collaterals or on descendants in the female line." Against this JAGANNA'THA affirms : "That reply is not satisfactory ; for, when the heritage of one who leaves no kinsman devolves on a fellow student, or on a learned priest, the father and son would have equal dominion. In the case where the son of a daughter's son does not succeed to property eventually devolving on a distant heir, by failure of the direct descent in the male line, surely that son has no dominion if his father be dead ; but, if his father be living, he is not even noticed. The very same exposition is proper in respect of the heritage devolving, from the father of the paternal great-grandfather, on the grandson of his grandson ; for that has not regularly descended* from ancestors. But the heritage of the paternal great-grandfather, successively devolving on his son and the rest until it reach the great-grandson, has regularly descended, in that case the rule of equal dominion vested in father and son must be argued : however, when a great-grandson, whose father and grandfather are both dead, succeeds to the estate of his paternal great-grandfather, he and his son have equal dominion. There is no objection to explain 'property left by the paternal grandfather' an estate inherited in right of birth whereby the ancestor attains a region of bliss ; for texts show, that a man reaches heaven by the birth of a son, of a son's son, and of the son of that grandson.†" Coleb. Dig. Vol. III. pp. 61—63.

This opinion of JAGANNA'THA is reasonable and just. Consequently,

**395** The property regularly descended is to be treated like that devolved from the paternal grandfather. Vyavasthá

**396** The property devolved from the maternal grandfather and the rest can be used as self-acquisitions.

"If a father make a partition between himself and his sons, he may give or reserve, at his pleasure, any part of his acquired wealth :" after this text of VISHNU, the author of *Vivádabhangárnava*, having cited the following opinions of CHANDESHWARA (1), and MISSRA (2):—"This concerns wealth acquired by the father without using the patrimony which had descended from his own father" (1); "what has been acquired without adventuring patrimony, a father has power to distribute in equal or unequal shares (2)"—says : "that is reasonable ; for, what is gained on the adventure of property left by his father, being considered as an acquisition of his father, by means of that property adventured, is deemed a part of his patrimony." (Dig. II. p. 539). This however is not the doctrine of the Bengal school, according to which, the inchoate right arising from birth not having been admitted, the son has no right to his grandfather's property wihile the father lives : so, any thing acquired by the use of the grandfather's property devolved on the father, and which is then held to be the father's, is of course his own acquired property, and not a part his patrimony.

* Regular descent extends only to the great-grandson ; on failure of him the estate devolves on the wife, &c. but after some deviations the line of successions reverts to the lineal kindred.

† *Ante* p. 33.

## অথ পিতৃকৃত পৈতামহধন-বিভাগ—

পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়াদেন, তবে স্বার্জ্জিত ধনে যেমত ইচ্ছা তেমনি করিতে পারেন। কিন্তু পৈতামহ ধনে পিতা পুত্রের তুল্যাধিকার (প) বিষ্ণু।

পিতাচেৎ পুত্রান্ বিভজেৎ তস্যস্বেচ্ছা স্বয়মুপাত্তেঽর্থে পৈতামহেতু পিতাপুত্রয়োস্তুল্যং স্বাম্যং (প)। বিষ্ণুঃ।

(প) পৈতামহ ধনে পিতা পুত্রের তুল্যাধিকার ইহা বলাতে—পিতা থাকিতেই তৎপিতৃধনে (পুত্রের) স্বামিত্ব কথিত হয়, কিন্তু একথা পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়াছে, অতএব পিতারই স্বত্ব, তবে যে তুল্য স্বামিত্ব উক্ত হইয়াছে সে কেবল বিভাগে ব্যতিক্রম না করেন এই নিমিত্তে *।

(প) পৈতামহেতু পিতাপুত্রয়োস্তুল্যংস্বামিত্বমিতানেন সত্যেব পিতরি তত্পিতৃধনে স্বামিত্বমুক্তং তস্য পূর্ব্বমেব নিরস্তত্বাৎ পিতুরেব স্বত্বং তত্রচ বিভাগে বৈলক্ষণ্যাভাবায় তুল্যং স্বামিত্বমিত্যুক্তং *।

অস্বামি পুত্রে স্বামিত্বারোপিত হওয়াতে স্বামিগত ধর্ম্মমাত্র অর্থাৎ সর্ব্বধন-বিভাগ-প্রার্থনা করিতে এবং বিষম বিভাগ নিবারণ করিতে ক্ষমতা লভ্য এই জীমূতবাহনাদিমত সিদ্ধ। পিতার তুল্যাংশ গ্রহণে ক্ষমতা পাওয়া যায় না যেহেতু তাহা জীমূতবাহন কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় নাই *।

অস্বামিনি পুত্রে স্বামিত্বারোপাৎ স্বামিগত ধর্ম্মএব লব্ধব্যঃ সর্ব্বধন বিভাগে স্বতন্ত্রত্বং জীমূতবাহনাদি মতসিদ্ধং বিষমবিভাগ নিবর্ত্তকঞ্চ বিনিগমনা-বিরহাৎ নতু পিতৃতুল্যাংশগ্রাহিত্বং জীমূতবাহনেন ন তথা অঙ্গীকারাদিতি *।

ব্যবস্থা **১৯৬ পিতামহের ধন পিতা বিভাগ করিলে, নিজে দুই অংশ লইয়া পুত্রদিগকে এক এক অংশ দিবেন †।**

**১৯৬ পিতৃকৃত পিতামহধন বিভাগে পিতা-স্বয়মংশদ্বয়ং গৃহীত্বা পুত্রেভ্য একৈকাংশং দদ্যাৎ †।**

কারণ ও প্রমাণ যেহেতু "পিতার জীবনকালে বিভাগ হইলে তিনি স্বয়ং দুই ভাগ লইবেন" এই বৃহস্পতি বচন পিতামহ-ধনবিষয়ক *।

জীবদ্বিভাগেতু পিতা গৃহ্ণীতাংশদ্বয়ং স্বয়মিতি পিতামহধন গোচরবৃহস্পতিবচনাৎ *।

পৈতামহ ধন পিতা বিভাগ করিলে আপনি দুই অংশ লইবেন, ইহা নারদও অবিশেষে কহিয়াছেন।

দ্ব্যংশৌ প্রতিপদ্যেত বিভজন্নাত্মনঃ পিতেতি নারদেনাবিশেষেণ প্রতিপাদনাচ্চ। দা. ভা. প. ৪৫।

"স্থাবর বা অস্থাবর পৈতামহ ধন প্রাপ্তি হইলে তাহাতে পিতাপুত্র উভয়ই সমভাগি কথিত" এই বৃহস্পতি বচনে বিভাগে সমানাধিকার হয়, স্বোপার্জ্জিত ধনের ন্যায় ইচ্ছাক্রমে পিতা ন্যূনাধিক ভাগ দিতে পারেন না, পরন্তু তাহার অর্থ ইহা নয় যে পিতা পুত্রের অংশ সমান হইবে। দা. ভা. ৫৬। অতএব—

যচ্চ বৃহস্পতিবচনং—"দ্রব্যে পিতামহোপাত্তে স্থাবরে জঙ্গমে তথা। সমমংশিত্বমাখ্যাতং, পিতুঃ পুত্রস্যচৈবহি"॥ অংশিত্বং সমং সমানং, নচ স্বেচ্ছয়া স্বোপাত্তধনবৎ ন্যূনাধিকবিভাগং দাতুমর্হতি ন পুনরংশঃ সম ইতি তস্যার্থঃ। দা. ভা. ৫৬। তেন—

ব্যবস্থা **১৯৭ ক্রমাগত ধন হইতে পিতা দুই ভাগ গ্রহণ করিবেন। তদধিক ইচ্ছা করিলেও লইতে পারিবেন না। দা. ভা. ৬৪।**

**১৯৭ ক্রমাগতধনাৎ ভাগদ্বয়ং পিতাস্বয়ং গৃহ্ণীয়াৎ। অতোঽধিকমিচ্ছন্নপি নার্হতীতি। দা. ভা. ৬৪।**

**১৯৮ পূর্ব্বোক্ত গুণবত্ত্বাদি কারণে ও ভূমি নিবন্ধ বা দ্বিপদ রূপ পৈতামহ ধনের ন্যূনাধিক বিভাগ দিতে পিতার ক্ষমতা নাই †।**

**১৯৮ পূর্ব্বোক্ত গুণবত্ত্বাদি নিমিত্তেনাপি পিতামহধনস্য ভূ নিবন্ধ দ্বিপদান্যতমরূপস্য ন্যূনাধিকদানে পিতুর্নপ্রভুত্বং †।**

* দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দী. র. ২। কোল্. ডা. বা. ৩, প. ৩৭ ও ৪১।

† দা. ক্র. সং. প. ৪৪ ও ৪৫। উ. দা. ক্র. সং. প. ২৫ ও ২৬।

## PARTITION MADE BY A FATHER OF THE PROPERTY ANCESTRAL.

When a father separates his sons, (from himself,) his will regulates the division of his own acquired wealth; but, in the estate inherited from the grandfather, the ownership (i) of the father and son is equal. VISHNU.

(i) Ownership or dominion over the father's estate during his life is not propounded by declaring the equal dominion of father and son over property inherited from the grandfather; for that inference has been already disproved. But the father alone has absolute property; and equal dominion is affirmed to show that no unequal distribution can be made in this case.*

The ownership being figuratively attributed to the son, though he be not the true owner, a right attendant on ownership is alone assumed: and that right consists, according to JI'MU'TA-VA'HANA in the power of claiming partition, and in that of resisting unequal division; for there is no ground for selecting one of these rights to the exclusion of the other. It does not consist in taking an equal share with the father; for that is not acknowledged by JI'MU'TAVA'HANA.*

**196** When the father makes a partition of the ancestral property, he may take two shares for himself, and allot to each of his sons a single share.† *Vayavasthá*

For the text of VRIHASPATI, which declares: "The father may himself take two shares at a partition made in his life-time," relates to ancestral property.† *Reason & authority*

NA'RADA also saying: "Let the father, making a partition, reserve two shares for himself;" do so ordain without restriction. Dá. bhá. p. 35.

As for the text of VRIHASPATI: "In wealth acquired by the grandfather, whether it consist of movables or immovables, the equal participation of father and son is ordained:" its meaning is, that the participation shall be equal or uniform, and the father is not entitled to make a distribution of greater or less shares at his choice, as he may do in the instance of his own acquired goods. It does not imply that the shares must be alike. (Dá. bhá. p. 42.) Consequently,

**197** A father may reserve for himself two shares of wealth which has regularly descended in succession (from ancestors:) he is not entitled to more, however desirous of it he may be. Dá. bhá. p. 49. *Vyavasthá*

**188** A father has not power to make an unequal distribution of ancestral property, consisting either of land, or a corrody, or slaves, even though (any of) the causes before mentioned, namely superior qualifications, &c. exist.†

* Coleb. Dig. Vol. III. pp. 36 and 43.
† W. Dá. kra. Sang. pp. 95, 96.

যেহেতু পিতামহের প্রাপ্ত যে ভূমি নিবন্ধ অথবা দ্রব্য, তাঁহাতে পিতাপুত্র উভয়েরই তুল্য স্বামিত্ব—এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনে পিতার যথেচ্ছা ব্যবহার নিবারণ হইয়াছে *।

ভূর্যা পিতামহোপাত্তা নিবন্ধোদ্রব্যমেব বা। তত্রস্যাৎ সদৃশং স্বাম্যং পিতুঃপুত্রস্যচোভয়োরিতি পিতুঃ স্বাচ্ছন্দ্যনিবৃত্তিপর যাজ্ঞবল্ক্য বচনাৎ *।

অতএব পিতার প্রসাদাৎ অর্থাৎ ভক্তত্ব বহুপোষ্যত্ব বা অক্ষমত্ব জন্য কৃপাতে পৈতামহ স্থাবর ধন কোন পুত্রকে বিষম বিভাগ রূপে দত্ত হইলে সে তাহা ভোগ করিতে পারিবে না, যেহেতু ইহা পিতাপুত্রের সম স্বামিত্ব সূচক বচনানুমত। বি দা. ভা. দ্বী. র. ২।

অতএব পিতুঃ প্রসাদাৎ ভক্তত্ব বহুপোষ্যত্বাক্ষমত্ব নিবন্ধন প্রসাদাৎ পৈতামহং স্থাবরং (বিষম) বিভাগরূপেণ দত্তং ন ভুঞ্জাতে পিতাপুত্রয়োস্তুল্যং স্বামিত্বমিত্যেকবাক্যত্বাৎ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২।

ব্যবস্থা ১৯৯ কিন্তু মণি মুক্তাদি পৈতামহ অস্থাবর ধন পিতার উদ্ধৃত নাহইলেও স্বার্জ্জিতের ন্যায় তাহাতে পিতারই প্রভুত্ব, তিনি তাহা ন্যূনাধিক ভাগ করিতে পারেন *।

১৯৯ মণিমুক্তাদৌতু পুনঃ পৈতামহেপিত্রনর্জ্জিতেঽপি স্বার্জ্জিতইব পিতুরেবস্বাম্যং ন্যূনাধিকদানার্হত্বং *।

কিন্তু যেস্থলে ভূম্যাদি নাই কেবল মণ্যাদি আছে সেস্থলে পিতা সমস্ত ব্যয় করিতে প্রভু নহেন যেহেতু হেতুতে বিশেষ নাই, এবং তৎপ্রভুত্ব জ্ঞাপক বচন উভয় রূপ ধন থাকিলে খাটে *।

যত্রতু ভূম্যাদিকং নাস্তিমণ্যাদিরেবাস্তি তত্র ন সর্ব্বব্যয়ে প্রভুত্বং হেতোরবিশেষাৎ তৎপ্রভুত্ববচনন্তূভয় সদ্ভাববিষয়মিতি *।

পরন্তু গুণবান্ জ্যেষ্ঠাদিকে বিংশোদ্ধারাদি দিলে বিষম বিভাগ হয় না যেহেতু তাহা বিষম ভাগস্বরূপ নয়, এবং ন্যূনাধিক বিভাগইকেবল নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পরন্তু গুণবতে জ্যেষ্ঠাদি পুত্রায় বিংশোদ্ধারাদি দানে ন বিষমবিভাগাশঙ্কা তস্য বিষমবিভাগরূপত্বাভাবাৎ, ন্যূনাধিক বিভাগস্যৈব নিষেধাদিতি †।

ব্যবস্থা **২০০ পিতা পুত্রকে যেমত তদ্‌যোগ্যাংশ দিবেন তেমনি পিতৃহীন পৌত্রকে এবং পিতৃপিতামহহীন প্রপৌত্রকে তত্তৎপিতৃ পিতামহ যোগ্যাংশ দিবেন।**

**২০০ পিত্রা যথা পুত্রায় তদ্‌যোগ্যাংশোদাতব্যস্তথা মৃতপিতৃক পৌত্রায় মৃতপিতামহক প্রপৌত্রায় চ তত্তৎ পিতৃপিতামহ যোগ্যাংশো দাতব্যঃ।**

ইহার বিস্তার ভ্রাতৃবিভাগে দ্রষ্টব্য।

এতত্ প্রপঞ্চিতং ভ্রাতৃবিভাগে।

"পৈতামহ ধনের-ও ন্যূনাধিক বিভাগ দত্ত হইলে, পুনর্ব্বার বিভাগ হইবে না, কিন্তু পিতার অধর্ম্ম মাত্র হইবে। যদ্যপি জীমূতবাহন কহিয়াছেন যে 'পিতা নিজধন ন্যূনাধিক ভাগ করিলে তাহা ধর্ম্ম্য, তথাপি তাঁহার আশয় এই বোধ হইতেছে যে পিতার নিজ ধনে প্রভুত্ব থাকাতে তাহা ন্যূনাধিক ভাগ করিলে ধর্ম্ম্য পরন্তু পৈতামহ বিষয়ের তাদৃশ বিভাগ ধর্ম্ম্য নয়।

"পৈতামহেঽপি ন্যূনাধিক বিভাগদানে ন পুনর্বিভাগঃ, কিন্তু পিতুরধর্ম্মএব। যদুক্তং জীমূতবাহনেন ন্যূনাধিকবিভাগঃ পিতৃকৃতঃ পিতৃধনএবায়ং ধর্ম্ম্য ইতি তথাচ পিতৃধনে প্রভুত্বাৎ কৃত ন্যূনাধিক বিভাগো ধর্ম্ম্যঃ পৈতামহেতু অধর্ম্ম্যইতি তদাশয়োঽবগম্যতে"।

বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা জীমূতবাহনের আশয় টানিয়া এই অভিনব মত ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা যথার্থ নয়,—কেমনা জীমূতবাহনের যদি তেমত আশয় হইত তবে যেমত "দান বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হইলেও তৎকরণে বিধ্যতিক্রম মাত্র হয় দানাদি অসিদ্ধ হয় না" লিখিয়াছেন, পৈতামহ স্থাবরধন বিভাগ বিষয়েও তদ্রূপ লিখিতেন। বস্তুতঃ কি জীমূতবাহন কি অন্য প্রামাণ্য গ্রন্থকর্ত্তারা কেহই এমত লিখেন নাই যে

বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা জীমূতবাহনস্যাশয়মাকৃষ্য ইদমভিনবমতং ব্যক্তীকৃতং, তন্নন্যায্যং—যদি জীমূতবাহনস্য তাদৃশাশয়স্থিতস্তদা যথাতেন "দান বিক্রয় কর্ত্তব্যতা নিষেধাৎ তৎকরণাৎ বিধ্যতিক্রমোভবতি নতু দানাদ্যনিষ্পত্তিরিতি" বিশেষেণ লিখিতং তথা বিভাগেঽপি লিখিতমভূৎ। বস্তুতো ন জীমূতবাহনেন নাপ্যন্যৈঃ কৈঃ প্রামাণিক নিবন্ধৃভিরেবমুক্তং যৎ পৈতামহ স্থাবর ধনস্য বিষম বিভাগোঽসিদ্ধো ন

* দ্রষ্টব্য—দা ক্র. সং, পৃ ৪৫ এবং ব্য. দ. পৃ. ৩৭২ ও ৩৭৪। † দা. ভা. পৃ. ৭৯।

**For the text of JA'GNYAVALKYA, which declares— "The ownership of the father and son is the same in land which was acquired by the father's father, or in corrody, or in chattels," is intended to restrain the exercise of the father's will.***

**Consequently, immovable property inherited from the grandfather, and given or (unequally) divided through the indulgence of the father, or through his favour, in consideration of filial piety, of a large family to maintain, or of inability to earn a livelihood, shall not be consumed nor enjoyed (as so distributed); for this coincides with the text which declares the equal dominion of father and son.** Coleb. Dig. Vol. III. p.41.

199 The father has ownership in gems, pearls, and other movables, though inherited from the grandfather, and not recovered by him, just as in his own acquisitions, and has power to distribute them unequally,† provided the estate does not consist only of these.* Vyavasthá

100 But where the (grandfather's) estate consists not of land, corrody, and slaves, but only of gems and other movable property, there the father has not power to consume or dispose of all; since the reason is the same, and the text which declares the father to be *master* applies where the estate consists of both movable and immovable property.*

But if the father give a deduction of a twentieth part and so forth, to a virtuous or qualified eldest son and the rest, it is not an unequal distribution; for it is not of the nature of an unequal distribution; and the allotment of greater or less shares only is forbidden.†

200 As the father should give to his son his proper share, so should he give to his grandson whose father is dead, and to his great-grandson whose father and grandfather are dead, shares which their father and grandfather were respectively entitled to have. Vyavasthá

"Should an unequal distribution of the property inherited from the grandfather be nevertheless made, a second partition cannot be requested, but the father is guilty of a moral offence; as is intimated by JI'MU'TAVA'HANA in these words: 'unequal distribution made by the father is only lawful, (morally considered), in respect of property acquired by himself.' Consequently, since the father has full power over wealth which he himself acquired: his unequal distribution of it is lawful; but in respect of property inherited from the grandfather, that (unequal distribution morally considered) is unlawful. This appears to be his meaning."

Thus JAGANNA'THA has expressed a new opinion on the plea of such being the meaning of JI'MU'TAVA'HANA. This is not however right. For if such had been the meaning of that author, then, as in respect of sale and gift he has said: 'since it is denied, that a gift or sale should be made, the precept is infringed by making one; but the gift or transfer is not null;" (32) so also in respect of partition of ancestral real property, he would have declared a similar opinion. But neither he nor any of the leading authorities of the Bengal school has laid down that if the precept of the law is infringed in the distribution of ancestral real property, the partition shall

* Ante, pp. 363, 365. & W. Dá kra. Sang. p. 96. † See Coleb. Dá. bhá. pp. 29 & 53.

পৈতামহ স্থাবর ধনের বিষম বিভাগ হইলেও সে বিভাগ অসিদ্ধ হইবে না। অধিকন্তু নিম্নে উল্লিখিত অভিযোগে ভূরি২ প্রমাণদ্বারা ব্যবস্থাপিত এবং বিচারে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পৈতামহ স্থাবর ধনের বিষম বিভাগ অশাস্ত্র ও অসিদ্ধ।

তবেৎ, কিঞ্চ নানা প্রমাণৈরেবং ব্যবস্থাপিতং প্রাড্বিবাকৈঃ বিচার্য্য স্থিরীকৃতঞ্চ যৎপৈতামহ স্থাবরধনস্য বিষম বিভাগোঽশাস্ত্রীয়ঃ অসিদ্ধশ্চ।

## ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপিলাণ্ট—বনাম—রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারিগণ রেস্পণ্ডেণ্ট্।

১৭৪। ১৭৫। ১৭৬। ১৭৭। ১৭৮। ১২৮ ও ১৯২ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর।

এই মকদ্দমার আপীলাণ্ট জিলা চব্বিশপরগণার দেওয়ানী আদালতে নিজ পিতা রামকান্ত ও ভ্রাতা গয়ারাম ও আনন্দচন্দ্রের এবং অন্য ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণের পত্নী মোসম্মাৎ তারামণি ও পার্ব্বতীর নামে নালিশ উপস্থিত করে। এই নালিশের অল্পকাল পূর্ব্বে রামকান্ত এক বিভাগপত্র লিখেন, তাহাতে নিজ পৈতামহ ও স্বার্জ্জিত এবং স্থাবরাস্থাবর বিষয়ের অল্প অংশ আপনার বর্ত্তন নিমিত্তে ও ধর্ম্মকর্ম্মার্থে রাখিয়া পুত্রগণের মধ্যে বিষয় অসমান ভাগ করিয়া দেন। ঐ বিভাগপত্র রীতিমত রেজিষ্টরী হইয়াছিল, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করণের উদ্যোগ হওয়াতে এই মকদ্দমা উপস্থিত হয়।

ঐ বিভাগপত্রের অসিদ্ধি বিষয়ে বাদী যে২ আপত্তি করে তাহা এই যে, ঐ পত্র তাহার অজ্ঞাতসারে লিখিত হয়, এবং যৎকালে তৎপিতা ঐ বিভাগপত্র লিখিয়া দেন তখন তাঁহার বয়স অশীতি বৎসরের অধিক হইয়াছিল ও তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। অপিচ তাহার (অর্থাৎ বাদির) ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণের জীবনকালে ঐ লক্ষ্মীনারায়ণের পত্নীদের নাম ঐ বিভাগপত্রে ধরা যাইতে পারে না, যেহেতু তাহাদের অংশ পাইতে অধিকার নাই; অধিকন্তু বাদীর অসাধারণ বিষয়ও উক্ত দলীলভুক্ত করা হইয়াছে। অপরঞ্চ ঐ দলীলে বাণিজ্যের বিষয় এবং পৈতৃক বিষয়াদি বিশেষ করিয়া লিখা হয় নাই।

প্রতিবাদী রামকান্ত আপন জওয়াবে ওজর করেন যে পুত্রগণের মধ্যে স্থাবরাস্থাবর বিষয় তিনি যেমত উপযুক্ত বোধ করেন তেমত বিভাগ করিতে তাঁহার ক্ষমতা আছে; অপরিমিতাচার ও কুব্যবহারের নিমিত্তে লক্ষ্মীনারায়ণকে নিরাশ করিয়া তদংশ তৎপত্নীদিগকে দেওয়া গিয়াছে এই আশয়ে যে সে এককালে নিস্স্ব না হয়; সমুদয় পৈতামহ ধন বিভাগপত্রে ধরা হইয়াছে; এবং অবশেষে তিনি (অর্থাৎ রামকান্ত) বাণিজ্য বিষয়ের যেমত উচিত বুঝেন তেমত বিভাগ করিবেন।

জিলার জজের এই রায় হইল যে, বাদী ভাগীরূপে বিভাগপত্রে উল্লিখিত না হওয়াতে তাহা অসিদ্ধ ও অশাস্ত্রীয়, এবং অবিভক্ত পৈতামহ ধন-বিভাগ করণের পূর্ব্বে প্রতিবাদি-রামকান্তকে সকল পুত্রের সম্মতি লওয়া উচিত ছিল। এতাবতা ঐ বিভাগপত্র অকিঞ্চিৎ ও অকর্ম্মণ্য বিবেচিত হইয়া ডিক্রী হইল যে তাহা রদ হয়; বাদী তৎকালে যে বস্তু অধিকার করিয়াছিল ও স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়াছিল তাহার দখল তাহাকে দেওয়ান যায়, এবং রামকান্তের মৃত্যুর পর সাধারণ বিষয় বিভাগ করা যায়।

প্রবিন্স্যাল্ কোর্টে আপীল উপস্থিত হইলে উক্ত ডিক্রী সর্ব্বথা ভ্রমময় বিবেচিত হইল। বাদী যে অস্থাবর বিষয় স্বার্জ্জিত স্বত্ব বলিয়া দাবী করিয়াছিল তাহা সপ্রমাণ বিবেচিত হইল না; এবং পৈতামহ ধনের তৃতীয়াংশে তাহার যে দাবী তাহা অগ্রাহ্য বিবেচিত হইল এই কারণে যে পিতার জীবনকালে পুত্র তাদৃশ ধনের বিভাগের নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে না। আপীল রুজু থাকা কালীন (বাদির) পিতা রামকান্তের মৃত্যু হওয়াতে আদেশ হইল যে তাহার উত্তরাধিকারিরা যদি অসন্তুষ্ট হয় তবে আদালতে নালিশ করিতে ক্ষমতা রাখে, ঐ নালিশ হইলে মৃতের ধনের বিভাগ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিবে।

তৎপরে এই ফয়সনার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হয়। প্রবিন্স্যাল্ কোর্টে আপীল দাএর থাকা কালীন ভবানীচরণ ঐ আদালতে এক দরখাস্ত এই প্রার্থনায় করে যে রামকান্তের বিষয় ক্রোকের হুকুম হয়, তাহা হইলে, তবে রামকান্তের মৃত্যুর পর সে (অর্থাৎ বাদী) নিজ যোগ্যাংশ পাইবার

not be invalid. Add to this, in the following case, it has been established by a mass of authorities, and determined after an ample discussion, that unequal distribution of ancestral real property is illegal and invalid.

## BHAWA'NI' CHARN BA'NARJYA' APPELLANT *versus* THE HEIRS OF RA'M KA'NTA BA'NARJYA' RESPONDENTS.

*Cases* bearing on the Vyavasth Nos. 174, 175, 176, 177, 1? 198 & 199.

The appellant in this case brought an action in the Zillah court of the 24-Pergunnahs against his father Rám Kánta, his brothers Gayárám and A'nanda Chandra, and against Musst. Táramani and Musst. Párbatí, wives of his brother Lakkhínáráyan. A short time before the institution of the suit, Rám Kánta had executed a *hissanámah* or deed of partition, allotting unequal shares of his estate, movable and immovable, ancestral and acquired, among his sons, after deducting a small portion of the estate for his own support and for charitable purposes. The deed of partition was duly registered; but on an attempt being made to carry it into effect, this suit was instituted.

The objections urged by him against the validity of the deed of partition are:—that it was written without his knowledge; that his father was more than eighty years of age when he executed it, and not in full possession of his senses; that during the lifetime of his brother Lakkhínáráyan, the wives of that person could not be legally included in the deed, as they had no right to a share; that the deed included his exclusive property; and that the deed contained no specification of the mercantile concerns or of the patrimonial estate and so forth.

The defendant Rám Kánta pleaded in answer that he had a right to make such partition among his sons, as he considered proper, of his estate real and personal; that with respect to Lakkhínáráyan, he had been excluded on account of his extravagance and bad conduct, and his share assigned to his wives, in order that he might not be left wholly destitute; that all the ancestral estate had been included in the deed of partition; and lastly, that he, Rám Kánta, would hereafter make such disposition of the mercantile concerns as he should judge proper.

The Zillah judge was of opinion that, as the plaintiff was not a party to the deed of partition, that instrument was invalid and illegal; as it was incumbent on the defendant Rám Kánta to have obtained the consent of all his sons previously to making a partition among them of joint ancestral property. A decree was therefore passed for setting aside the deed of partition as void and of no effect. Possession as usual, of what he then held and had personally acquired, was awarded to the plaintiff, the joint property to be legally distributed after the death of Rám Kánta.

On appeal to the Provincial Court of Calcutta, the above decree was considered as erroneous in every respect. The title of the plaintiff to the immovable property claimed by him, on the ground of its being his own exclusive acquisition, was considered as not being proved; and his claim to a third of the ancestral property was held to be inadmissible, because during a father's lifetime a son cannot sue for a division of such property; Rám Kánta the father, however, having demised pending the appeal, his heirs were declared to be at liberty to sue, if dissatisfied, in a court of justice, when the division of the property of the deceased would entirely depend on an exposition of the Hindu law.

This decision was appealed from to the Sudder Dewanny Adawlut. Bhawání Charan, while the appeal was pending in the Provincial Court, presented a petition to that court, praying that the property of Rám Kánta might be attached, in order that, after the death of that person, he might be able to

খাতিরজম্য পাইতে পারে। এই দরখাস্ত গ্রাহ্য হইয়া বিষয় ক্রোকের হুকুম সাদের হয়। কিন্তু রামকান্ত এই হুকুমের কার্য্য নিবারণ নিমিত্তে উচ্চ আদালতে দরখাস্ত করে এই হেতুতে যে তাঁহার লিখিত বিভাগ পত্রানুসারে কার্য্য হয় নাই; তখন পর্য্যন্ত তাঁহার বিষয় তাঁহারই দখলে আছে; এবং তিনি যে পর্য্যন্ত বাঁচিবেন সে পর্য্যন্ত কাহারো যোগ্যতা নাই যে ঐ বিষয়ের (তাহা স্থাবর বা অস্থাবর স্বার্জ্জিত বা পৈতামহ হউক) কোন অংশ দাওয়া করে। উচ্চ আদালতে এই সকল আপত্তি শাস্ত্রমূলক বোধ হওয়াতে প্রবিন্স্যাল কোর্টের প্রতি উক্ত হুকুম ফিরাইতে আদেশ হইল।

এই সকল অবস্থায় উক্ত বিভাগ পত্রের শর্ত্ত সকল আমলে না আসাতে সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বিতীয় জজ শ্রীযুক্ত কল্বেল্ সাহেব (যাঁহার নিকটে এই মকদ্দমা প্রথমে শুনানি হয়,) এই বিবেচনা করিলেন যে পণ্ডিতদিগের নিকট ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেই কেবল এই মকদ্দমার দোষ গুণ অবধারণ করা যাইতে পারে। তন্নিমিত্তে উক্ত বিভাগপত্র পণ্ডিতদিগের নিকট প্রেরিত হইল, এবং নিম্ন লিখিত প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করা গেল।

১। উক্ত বিভাগপত্রে ধৃত ধন তল্লেখক রামকান্তের পৈতৃক অথবা স্বার্জ্জিত হউক তাদৃশ বিভাগপত্র শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কি না?

২। ঐ বিভাগপত্রে লিখিত বিষয়ের দখল যদি রামকান্ত ঐ দলীলে উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে না দিয়া থাকে এবং তাহা পরিবর্ত্তন কিম্বা খণ্ডন না করিয়া অথবা তল্লিখিত বিষয় আর কোন রূপে হস্তান্তর না করিয়া যদি রামকান্ত মরিয়া থাকে তবে তাহার মৃত্যুর পর তাদৃশ বিভাগপত্র মানিতে তাহাতে লিখিত ব্যক্তিরা অথবা তাহাদের উত্তরাধিকারিরা বাধিত কি না?

৩। হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে উক্ত বিষয়ের দানাদি করিতে এবং এক পুত্রকে অংশ হইতে নিরাশ করিয়া তৎপুত্রের পত্নীদ্বয়কে অংশ দিতে উক্ত রামকান্তকে ক্ষমতা ছিল কি না?

এই সকল প্রশ্নের প্রতি পণ্ডিতেরা যে উত্তর করিলেন তদ্‌যথা—

১। পিতৃকৃত পৈতামহ ধন-বিভাগে ধর্ম্মশাস্ত্রে দুই প্রকার বিধান করিতেছেন। প্রথম এই যে ধন বিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে এক ভাগ জ্যেষ্ঠের নিমিত্তে উদ্ধার করিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট ধন তাবৎ পুত্রগণকে সমান ভাগ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয় এই যে জ্যেষ্ঠের নিমিত্তে কোন বিশেষ অংশ উদ্ধার করিয়া না রাখিয়া সকল পুত্রকে সমান ভাগ করিয়া দেওয়া*। যেহেতু শাস্ত্রমত এই যে পৈতামহ ধনে পিতা ইচ্ছানুসারে ন্যূনাধিক বিভাগ পুত্রগণকে দিতে পারেন না, অতএব উক্ত বিভাগ পত্রের যে অংশ বিষম বিভাগ-বোধক তাহা সিদ্ধ নয় এবং তাহাতে উল্লিখিত ব্যক্তিরা তাহা মানিতে বাধ্য নয়। স্বার্জ্জিত বিষয়ে শাস্ত্রের মত এই যে পিতা পুত্রদিগকে ন্যূনাধিক বিভাগ দিতে পারেন। যদি কোন পুত্রকে সদ্গুণ নিমিত্ত সম্মান-চিহ্ন স্বরূপ অধিক দিতে কিম্বা বহু পোষ্য হেতু প্রতিপালনার্থ অথবা অক্ষমত্ব প্রযুক্ত কৃপাতে কোন পুত্রকে অধিক দিতে পিতা ইচ্ছা করেন তবে এমত করিলে তিনি ধর্ম্মকারী হইবেন। অতএব বিভাগপত্রের যে অংশ স্বার্জ্জিত ধনের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহা মানিতে তল্লিখিত ব্যক্তিরা এবং তাহাদের উত্তরাধিকারিরা বাধিত যদি ঐ বিষম বিভাগবিধায়ক বিভাগ-পত্র পীড়াদি জন্য আকুল চিত্ততা অথবা কোন পুত্রের প্রতি ক্রোধ নিমিত্ত না হইয়া থাকে, কেননা তদবস্থায় ঐ বিভাগপত্র লিখিত হইয়া থাকিলে তাহা নিঃসন্দ অশাস্ত্রীয় এবং অসিদ্ধ।

২। বিভাগপত্রে লিখিত বিষয়ের দখল তাহাতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে যদি রামকান্ত নাদিয়া থাকেন, এবং ঐ বিভাগপত্র পরিবর্ত্ত কিম্বা রদ না করিয়া অথবা তাহাতে লিখিত বিষয়ের অন্যরূপে হস্তান্তর না করিয়া মরিয়া থাকেন, তবে রামকান্তের মৃত্যুর পর এমত বিভাগপত্র মানিতে তল্লিখিত ব্যক্তিরা ও তাহাদের উত্তরাধিকারিরা বাধ্য নয়।

৩। হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে রামকান্ত নিজ বিষয়ের অংশ জীবিত পুত্রকে নিরাশ করিয়া তৎপত্নীদিগকে দিতে বিশিষ্ট কারন বিনা ক্ষমতাবান নয়।

উপরি উক্ত ব্যবস্থা দৃষ্টি করিয়া দ্বিতীয় জজ বিবেচনা করিলেন যে দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রতি পণ্ডিতদিগের দত্ত উত্তরই সিদ্ধান্ত; মকদ্দমার দোষগুণবিষয়ে সকল পক্ষই স্বীকার করে যে রামকান্তের লিখিত বিভাগপত্রের কার্য্য তাহার জীবন কালে হয় নাই, এবং তিনি তদ্বিষয় অন্যরূপে হস্তান্তর করেন নাই, পণ্ডিতেরাও স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন, যে এমত অবস্থায় ঐ বিভাগপত্র অকিঞ্চিৎ ও অসিদ্ধ। অতএব দ্বিতীয় জজ্ নিজ মত

*ভ্রাতৃ বিভাগ দ্রষ্টব্য।

secure his legal share of it. This petition was complied with, and an order was issued accordingly for the attachment; but Rám Kánta petitioned the Superior Court to prevent the execution of this order, on the grounds that the deed of partition executed by him had not been carried into effect, that he still retained exclusive possession of his property, and that so long as he lived no one was competent to prefer a claim to any part of it, movable or immovable, ancestral or acquired. These objections appeared to the Superior Court to be founded on law, and the Provincial Court was directed to withdraw the order of attachment.

Under these circumstances, the provisions of the deed not having been carried into effect, Mr. Fombell, the second Judge of the Sudder Dewanny Adawlut, before whom the cause was first heard, was of opinion that the merits of the case could be ascertained only by a reference to the Hindu law officers The deed of partition was therefore referred to them, and replies were required to the following questions:

1st. Is such a deed valid according to Hindu law, whether the property specified therein was the ancestral or acquired property of Rám Kánta, the person executing the same?

2nd. In the event of possession not having been given of the property specified in the deed of partition, to the parties therein mentioned by Rám Kánta, and of his dying without altering or revoking the same, or making any other disposition of the property specified in it, is such deed binding on the parties therein mentioned and their heirs after the death of Rám Kánta?

3rd. Was Rám Kánta authorised by the Hindu law, in the disposition of the property in question, to exclude one of his sons from all participation therein, and grant shares to the two wives of the said son?

To the above interrogatories the Pandits delivered the following answers:—

1st. The Hindu law prescribes two rules for the distribution, by a father, among his sons, of ancestral property. The first is, to divide it into twenty parts, and having made a deduction of one twentieth for the eldest, equal shares of the residue are to be allotted to all his sons.* The second is, to make an equal distribution among all his sons, without deducting any specific share for the eldest. As the father cannot legally make an unequal distribution of ancestral property among his sons, according to his will, the deed of partition, as far as it goes to make such unequal distribution, is not valid, and is not binding on the parties therein mentioned. With respect to acquired property, the law permits a father to make an unequal distribution of his own acquisitions among his sons; if he be desirous of giving more to one son as a token of esteem on account of his good qualities, or for his support on account of a numerous family, or through compassion by reason of his incapacity, the father so doing acts lawfully; therefore the deed of partition, as far as it relates to the acquired property, is binding on the parties mentioned in it and their heirs, unless the deed awarding an unequal distribution was made through perturbation of mind, occasioned by disease or the like, or through irritation against any one of his sons; in which case the said deed of partition is absolutely illegal and invalid.

2nd. In the event of possession not having been given of the property specified in the deed of partition, to the parties therein mentioned by Rám Kánta, and of his dying without altering or revoking the same, or making any other disposition of the property specified in it, such deed is not binding on the parties therein mentioned and their heirs after the death of Rám Kánta.

3rd. By the Hindu law Rám Kánta was not authorised to grant shares of his property to the wives of a living son, excluding that son from all participation, unless there should be a valid reason for that measure.

After inspecting the above opinions the second judge observed, that the answer delivered by the *Pandits* to the second question was conclusive as to the merits of the case, all parties having admitted that the deed of partition executed by Rám Kánta had not been carried into effect during his life-time and that he had not made any other disposition of his property, and the law-officers having distinctly declared the deed under such circumstances to be nugatory and of no avail. The second Judge therefore

* *Vide* Partition among brothers.

লিখিলেন যে প্রবিনস্যাল্ কোর্টের ডিক্রীর ঐ অংশ বহাল থাকে যদ্দ্বারা জিলা আদালতের ডিক্রীর ঐ ভাগ রদ হইয়াছে যাহাতে বাদী তৎকালীন নিজ কথিত অধিকৃত বিষয় নিজ স্বত্বরূপে দখল পাইয়াছে (যদ্যপি প্রতিবাদিরা তদ্বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিল এবং জজসাহেবও তাহার বিচার করেন নাই), কিন্তু ঐ ডিক্রীর ঐ অংশ যদ্দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিভাগপত্র বহাল রহিয়াছে তাহা রদ হয়, এবং জিলা আদালতের ডিক্রীর যে অংশে ঐ বিভাগপত্র অগ্রাহ্য বিবেচনায় নামঞ্জুর হইয়াছে তাহা স্থিরতর থাকে। কিন্তু এই মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আর একজন জজের বিচারের অপেক্ষা রাখে। অনন্তর এই মকদ্দমা প্রধান জজের এজলাসে উপস্থিত হয়। এবং বর্ত্তমান মকদ্দমা নিষ্পত্তির কারণ যথাসাধ্য যথার্থ রূপে নির্ণয় নিমিত্তে অথচ তৎ সদৃশ আর আর মকদ্দমায় হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধান নির্ণয় নিমিত্তে পণ্ডিতদিগকে আর দুই প্রশ্ন করা হইল।

১। রামকান্তের লিখিয়া দেওয়া বিভাগপত্র যদি শাস্ত্রসম্মত এবং সিদ্ধ দলীলও হয় তথাপি উক্ত দলীলে লিখিত বিভাগ যদি বাদির বাধাসত্ত্বে রামকান্তের জীবনকালে না হইয়া থাকে তবে ঐ বিভাগপত্র অকিঞ্চিৎ ও অকর্ম্মণ্য হইবে কি না?

২। যদি রামকান্ত নিজ জীবনকালে বিভাগপত্রে লিখিত অংশসকল বাদি ভিন্ন আর আর ব্যক্তিগণকে দখল দিয়া নিজে তাবৎ সত্ত্বাধিকার-বর্জ্জিত হইয়া থাকেন তবে পৈতামহ স্থাবর ধনের বিষম বভাগ অশাস্ত্রীয় কথিত হইলেও স্থাবরাস্থাবর ও স্বার্জ্জিত বা পৈতামহ ধনে রামকান্তের কৃত তাদৃশ বিভাগ সিদ্ধ হইবে কি না?

পণ্ডিতেরা নিম্ন লিখিত কএক বিষয়ে বিভিন্ন-মত হইলেন। চতুর্ভুজ পণ্ডিত যে ব্যবস্থা দেন তন্মর্ম্ম যথা—

১। উক্ত বিভাগপত্র যদি শাস্ত্রসম্মত এবং সিদ্ধও হয় তথাপি যে দলীলের বুনিয়াদে বিষয় দখল পাওয়া হয় নাই তাহা শাস্ত্রমতে স্বত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না, এবং কেবল প্রতিপক্ষের বিপরীতাচরণ নিমিত্ত দখল না পাওয়া গেলেও শাস্ত্রের এমত বিধান নাই যে তাদৃশ দলীল কর্ম্মণ্য হইবে। শাস্ত্রে আরও কহিতেছেন যে এই দখল প্রতিপক্ষের দৃষ্টিগোচরে ও তাহার প্রতিবন্ধকতা বিনা হওয়া চাহি। প্রতিপক্ষের দৃষ্টিগোচরে ও সম্মতিতে না হইলে ক্রমিক তিন পুরুষের দখলও কার্য্যকারক নহে। বর্ত্তমান মকদ্দমায় প্রতিপক্ষরূপেস্থিত বাদির প্রতিবন্ধকতায় প্রতিবাদিরা উপরি উক্ত বিভাগপত্রে লিখিত বিষয়ের দখল যদি রামকান্তের জীবনকালে না পাইয়া থাকে তবে পূর্ব্বোক্ত কারণে (অর্থাৎ কোন দলীল তদনুসারে বিষয় দখল না হইলে স্বত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য নয় এই কারণে) ঐ দলীল সিদ্ধ ও তত্তৎব্যক্তির উপর কার্য্যকারক বিবেচিত হইতে পারে না।

এই ব্যবস্থার পোষকতায় ধৃত প্রমাণ সকলের কতিপয় যথা,—

৪। পিতামহসংহিতা—"দলীল ব্যতীত কেবল দখল প্রচুর কারণ নয়, অধিকার বা দখল বিনা উপস্থিত দলীলও স্বত্বের প্রতি প্রচুর হেতু নয়। অতএব স্থিরীকৃত হইয়াছে যে দলীল ও দখল উভয় থাক স্বত্বে জননের প্রতি নিতান্ত আবশ্যক"।

৫। বৃহস্পতি-সংহিতা—"কেবল দখল করিলে অথবা কেবল দলীল উপস্থিত করিলে ভূমিতে স্বত্ব জন্মে না, তদুভয় একত্র ঘটিলে স্বত্ব হয়, নতুবা হয় না"।

৭। নারদ—"প্রথমে দান, মধ্যে দলীল অনুসারে দখল, পরে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ক্রমিক দখল (স্বত্বের) প্রমাণ"।

৯। যাজ্ঞবল্ক্য—"যে স্থলে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তেও দখল হয় নাই সে স্থলে দলীল কার্য্যকারক নয়। কিন্তু যে স্থলে কোন অংশে দখল আছে সে স্থলে সর্ব্বাংশে দখল বলা যাইতে পারে"।

১১। বৃহস্পতি—"বিভাগ ক্রয় বা উত্তরাধিকারিত্ব দ্বারা অথবা রাজাহইতে স্থাবর বিষয় উপার্জ্জিত হইলে তাহা দখলের দ্বারা স্থিরতর থাকে, এবং অমনোযোগে নষ্ট হয়"।

চতুর্ভুজ পণ্ডিত দ্বিতীয় প্রশ্নের যে উত্তর দেন তাহার মর্ম্ম যথা—

যদি এমত বিবেচনাই করা যায় যে উক্ত বিভাগপত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিরা অর্থাৎ বাদি ব্যতিরেকে সকল দায়াদরা রামকান্তের জীবনকালে তাহার লিখিয়া দেওয়া ঐ বিভাগপত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং বাদির দখলে থাকা স্থাবর বিষয়বিশেষ ভিন্ন যদি আর আর বিষয়ে তাহারা নিজ নিজ অংশ প্রকৃত প্রস্তাবে দখল করিয়া লইয়া থাকে, এবং রামকান্ত যদি উক্ত বিষয়ে তাহার যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তথাপি উক্ত বিভাগপত্রে দুই প্রকার বিষয় লিখিত

recorded his opinion that so much of the decree of the Provincial Court, as reversed that part of the Zillah court's decree which left the plaintiff in possession of the property then alleged to be held by him in his own right (although disputed by the defendants, and not investigated by the judge), should be affirmed, but that the part of it which virtually maintains the validity of the deed of partition should be reversed, and that such part of the decree of the Zillah court as rejects the said deed as inadmissible should be affirmed: but the final decision in this case was left for the sitting of another judge. Subsequently the cause was brought before the senior judge; and two other questions were put to the *Pandits*, partly with the view to define, as accurately as possible, the grounds of decision in the present case, and partly to ascertain the provisions of the Hindu law in other analogous cases.

1st. Supposing the deed of partition, executed by Rám Kánta, to be a legal and valid instrument, would it be rendered nugatory and of no avail from the circumstance of the distribution specified in it not having been carried into effect during the life-time of Rám Kánta, although the opposition shown by the plaintiff prevented its being carried into effect ?

2nd. If Rám Kánta in his life-time had put all the parties, excepting the plaintiff, into possession of the shares alloted to them in the deed respectively, and had divested himself of all proprietory right, would such distribution of the property, movable and immovable, whether acquired or ancestral, be valid (notwithstanding the declared illegality of an unequal distribution of ancestral immovable property) ?

The *Pandits* differed from each other on these points. The answer delivered by Chaturbhuj *Pandit* was to the following effect:—

1st. Supposing the deed of partition to be a legal and valid instrument, still a title deed, in virtue of which possession has not been taken, cannot be received in law as evidence of right, and there is no provision in the law to make such deed available, even though possession had not been obtained solely by reason of the opposition shown by an adverse party. The law declares further that this possession must have been in sight of the adverse party, without let or molestation on his part, and that possession for three successive generations even is not sufficient, unless it has been maintained in sight of the adverse party and with his acquiescence. Now, if by reason of the opposition created by the plaintiff, who in this case has stood forward as the adverse party, the defendants did not, during the life-time of Rám Kánta obtain possession of the property specified in the deed above alluded to, it cannot be deemed valid or binding on the parties, for the reason before assigned; viz. that a title deed unaccompanied by possession must be disallowed as evidence of right.

Some of the authorities cited in support of the above opinion are as follow:—

4th. *Pitámaha-sanhitá*:—"Occupancy alone is not sufficient to constitute right without a title, nor will the production of a title suffice unsupported by occupancy. It is therefore determined that the existence of both is essential to constitute a right."

5th. *Vrihaspati-sanhitá*:—"The right to land does not accrue from mere occupancy, nor by the production of a title alone. From the union of both results a right, not otherwise."

7th. NA'RADA:—"For the first, gift is evidence (of right); for the second, occupancy with a title; for the third, occupancy of long and uninterrupted continuance."

9th. JA'GNYAVALKYA:—"Where there has not been possession even for a short time, a title is of little avail. But where occupancy exists in one part, it may be said to exist with regard to the whole."

11th. VRIHASPATI:—"Immovable property acquired by partition, by purchase, by descent, or from the king, is confirmed by occupancy, and lost by neglect."

The answer delivered by Chaturbhuj to the second question was to the following effect:—

Supposing the deed of partition executed by Rám Kánta to have been acceded to during his life-time by all the parceners (excepting the plaintiff) whose names were therein specified; that they obtained actual possession of their respective allotments, with the exception, however, of the particular share of immovable property in the possession of the plaintiff; and that Rám Kánta divested himself of all proprietary right in the estate, yet the said deed specifies two descriptions of property, viz. ancestral, im-

আছে অর্থাৎ পৈতামহ স্থাবর বিষয় ও স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয়। পরন্তু যেহেতু দায়ভাগে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের আর২ গ্রন্থে বিংশোদ্ধার ইত্যাদি * ব্যতীত পৈতামহ স্থাবর বিষয়ের বিষম বিভাগ শাস্ত্রীয় কথিত হয় নাই, ও যেহেতু পৈতামহ স্থাবর বিষয়ে যথেচ্ছাচার করিতে পিতার ক্ষমতা নাই, এবং যেহেতু দায়ভাগের যে স্থলে নিষিদ্ধ দান ও বিক্রয়কে সিদ্ধ বলা হইয়াছে সে স্থলে সর্ব্বদাই এই নিয়ম বুঝিতে হইবে যে দাতা তাদৃশ দানাদি করিতে ক্ষমতাবান্ অতএব (শাস্ত্রসম্মত পূর্ব্বোক্ত উদ্ধারাতিরেকে) পৈতামহ স্থাবর ধনের বিষম বিভাগ সিদ্ধ রাখা যাইতে পারেনা। পিতা যদি স্বার্জ্জিত বিষয় পুত্রগণকে ন্যূনাধিক ভাগ করিয়া দেন তবে তাদৃশ করণের প্রতি কারণ কি তাহা দেখিতে হইবে। যদি পিতা কোন পুত্রের গুণবত্ত্বপ্রযুক্ত সম্মান চিহ্নরূপে অথবা কোন পুত্রের বহুপোষ্যত্ব-প্রযুক্ত প্রতিপালনার্থে অথবা অক্ষমতাজন্য কৃপাতে অথবা ভক্তত্বজন্য স্নেহেতে তাহাকে অধিক দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাদৃশ বিভাগ সিদ্ধ এবং অবশ্য স্থিরতর থাকিবে। কিন্তু পিতা যদি রোগাদিতে ব্যাকুল চিত্ততা প্রযুক্ত অথবা কোন পুত্রের প্রতি ক্রোধপ্রযুক্ত অথবা প্রিয়তমার পুত্রের প্রতি পক্ষপাত করিয়া তাদৃশ বিভাগ করেন তবে তাহা স্থিরতর থাকিতে পারে না; তৎপ্রতি কারণ এই যে তাহা কেবল শাস্ত্রাসম্মত এমত নহে কিন্তু দায়ভাগের যে বিধানে নিষিদ্ধ দান সিদ্ধ কথিত হইয়াছে ইহা তদন্তর্গত নয়, কেননা ঐ বিধানে দাতার ক্ষমতা থাকা উপলব্ধি হয়; কিন্তু উপরি উক্ত অবস্থা সকলে কথিত হইয়াছে যে বিষয়ের তাদৃশ বিভাগ করিতে পিতার ক্ষমতা নাই।

প্রমাণ—

১। দায়ভাগ—“যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন—‘পিতামহের প্রাপ্ত যে ভূমি নিবন্ধ অথবা দ্রব্য তাহাতে পিতা পুত্র উভয়েরই তুল্য স্বামিত্ব’। ধারেশ্বরকৃত উপরি উক্ত বচনের অর্থ এই যে পিতা ইচ্ছাতে পৈতামহ বিষয় ভাগ করিতে গেলে তাহাতে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব। তাঁহার এমত ক্ষমতা নাই যে স্বার্জ্জিত ধনে যেমত বিষম বিভাগ করিতে পারেন পৈতামহ ধনের তাদৃশ করেন”।

২। বিষ্ণু। “পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন তবে স্বার্জ্জিত ধনে যেমত ইচ্ছা তেমত করিতে পারেন; কিন্তু পৈতামহ ধনে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব”।

৩। দায়ক্রম-সংগ্রহ—“পূর্ব্বোক্ত গুণবত্ত্বাদি কারণেও ভূমি নিবন্ধ বা দ্বিপদ রূপ পৈতামহ ধনের ন্যূনাধিক বিভাগ দিতে পিতার ক্ষমতা নাই,—‘যেহেতু পিতামহের প্রাপ্ত যে ভূমি নিবন্ধ অথবা দ্রব্য তাহাতে পিতা পুত্র উভয়েরই তুল্য স্বামিত্ব’ এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনে পিতার যথেচ্ছা ব্যবহার নিবারণ হইয়াছে: কেননা পৈতামহ ধন-স্বামী পিতা জীবিত থাকিতে তৎ পুত্রেরা পৈতামহ ধন-স্বামি হওয়া সঙ্গত হইলে উক্ত বচনের যথাশ্রুত অর্থের বাধা জন্মে’।

৪ দায়ভাগ। “পিতা জ্যেষ্ঠকে পৈতামহ ধনের শ্রেষ্ঠভাগ অর্থাৎ বিংশোদ্ধার * দিয়া অথবা না দিয়া পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি কোন পুত্রের গুণজন্য সম্মানার্থ অথবা বহু পোষ্যত্ব জন্য প্রতি পালনার্থ অথবা অক্ষমতা জন্য কৃপাতে অথবা ভক্তত্ব প্রযুক্ত স্নেহেতে তাহাকে অধিক দানেচ্ছু হইয়া স্বার্জ্জিত ধনের ন্যূনাধিক বিভাগ করেন তাহাতে তিনি ধর্ম্মকারী হইবেন।

৫ দায়ভাগ। “রোগগ্রস্ত ক্রোধাপন্ন প্রিয়তমাশক্ত অথবা অযথাশাস্ত্র কারী পিতা বিভাগে প্রভু নহেন’। এই নারদ বচন সেইস্থানে খাটে যে স্থলে পিতা রোগাদিতে আকুল চিত্ততা প্রযুক্ত কিম্বা কোন পুত্রের প্রতি ক্রোধ নিমিত্ত অথবা প্রিয়তমা স্ত্রীর পুত্রের প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত অশাস্ত্রীয় বিভাগ করেন”।

অন্য পণ্ডিত শোভা শাস্ত্রী প্রথম প্রশ্নের প্রতি যে উত্তর দেন তদ্যথা—

ইহা মানিয়া লওয়া গিয়াছে যে প্রতিবাদিগণের প্রতি রামকান্তের লিখিয়া দেওয়া বিভাগপত্র শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ, অথচ বলা হইয়াছে যে যেসকল ব্যক্তির নামে ঐ বিভাগপত্র লিখিত হয় তাহারা রামকান্তের জীবন-কালে স্বস্ব অংশে দখল পায় নাই। দৃষ্ট হইতেছে যে বাদির প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত রামকান্ত দখল দিতে সক্ষম না হওয়াতে এরূপ ঘটিয়াছে। বিভাগপত্রে এতদ্রূপে প্রকাশ পাইতেছে যে রামকান্ত স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছেন, এবং ঐবিষয়ে তাঁহার যে স্বত্ব ছিল তাহা লুপ্ত হইয়াছে; এতাবতা যে২ ব্যক্তির নামে বিভাগপত্র লিখিত তাহা-দিগকে ঐ স্বত্ব অর্শিয়াছে। এবং যেহেতু তাহাদের দখল না হওয়া অমনোযোগ মূলক নহে, অতএব তাহাদের

* ভ্রাতৃ বিভাগ দ্রষ্টব্য।

movable property and acquired property, real and personal: now because no mention occurs in the *Dáyabhága* or other law tracts of the legality of an unequal distribution of ancestral immovable property, beyond the authorised deductions of a twentieth, half a twentieth, &c*; because a father has not unlimited discretion with respect to ancestral immovable property, and because where the *Dáyabhága* upholds the validity of a prohibited gift or sale it is always understood as a proviso, that the donor be vested with power to make such transfer, an unequal distribution (over and above the authorised deductions before alluded to) of ancestral immovable property cannot be maintained as valid. If the father make an unequal distribution among his sons of his own acquisitions, his motive must be looked into. If he were actuated by the desire of giving more to one son as a token of esteem on account of his good qualities, or for his support on account of a numerous family, or through compassion by reason of his incapacity, or through favor by reason of his piety, such distribution is valid and must be upheld. But if such distribution were made by the father through perturbation of mind occasioned by disease or the like, or through irritation against any one of his sons, or through partiality for the child of a favourite wife, it cannot be upheld; and the reason is, because it is not only not conformable to law but it does not fall under the provision of the *Dáyabhága* making a gift valid even though prohibited, as that provision presupposes a power in the donor, and as a father under the circumstances above mentioned, has been declared to have no power in the distribution of the estate.

*Authorities*:—

1st. *Dáyabhága*:—" JA'GNYAVALKYA has declared, the ownership of father and son is the same in land which was acquired by his father, or in corrody, or in chattels. The meaning of the above is as set forth by *Dháreshwara*: A father giving allotments at his pleasure has equal ownership with his sons in the paternal grandfather's estate. He is not privileged to make an unequal distribution of it at his choice, as he is in regard to his own wealth."

2nd. VISHNU:—" When a father separates his sons from himself, his will regulates the division of his own acquired wealth; but in the estate inherited from the grandfather, the ownership of father and son is equal."

3rd. *Dáyakramasangraha*:—" A father has not the power to make an unequal distribution of ancestral property, consisting either of land, or a corrody, or slaves, even though any of the causes before mentioned, namely the superior qualifications of one particular son, &c. should exist, and the text of JA'GNYAVALKYA which declares, 'the ownership of father and son is the same in land which was acquired by his father, or in a corrody, or in chattels,' is intended to restrain the exercise of the father's will, for it is impossible that, according to the literal meaning of the text (prescribing equal ownership between father and son) sons should have ownership therein so long as the father, the owner of the ancestral property, continues to survive."

4th. *Dáyabhága*:—"Among his sons a father may make distribution, either by giving to the first born or withholding from him the deduction of a twentieth part* of the grandfather's estate. But if he make an unequal distribution of his own acquired wealth, being desirous of giving more to one son as a token of esteem, or for his support on account of a numerous family, or through compassion by reason of his incapacity, or through favour by reason of piety, the father so doing acts lawfully."

5th. *Dáyabhága*:—" But the following text of NA'RADA: 'A father who is afflicted with disease, or influenced by wrath, whose mind is engrossed by a beloved object, or who acts otherwise than the law permits, has no power in the distribution of his estate,' relates to a case where the father through perturbation of mind by disease or the like, or through irritation against any one of the sons or through partiality for the child of a favourite wife, makes a distribution not conformable to law."

The answer delivered by Shobhá Shástrí, the other *Pandit*, to the first question, was as follows:—

It is assumed that the deed of partition executed by Rám Kánta in favour of the defendants, is a legal and valid instrument: but it is at the same time stated that, during his life-time, those in whose favour it had been executed did not obtain possession of their respective allotments. This circumstance was occasioned, it appears, from Rám Kánta's inability to give possession in consequence of the opposition shown by the plaintiff. The deed of partition, however, sufficiently demonstrates the relinquishment of right on the part of Rám Kánta, and extinction of property with regard to the estate in question, the title to which became consequently vested in those in whose favour the deed of partition was executed. And as the want of possession by those persons did not proceed from neglect, their title remains

* *Vide* Partition among brothers.

স্বত্বে দোষ জন্মে নাই, এবং এমত অবস্থায় যে পরিমিত সময় কেন ব্যবহিত হউক না তাহাতে তাহাদের স্বস্ব অংশ পাইবার অধিকার ধ্বংস হইতে পারে না। অতএব উক্ত বিভাগপত্র সিদ্ধ বলিয়া স্থিরতর থাকিবে এবং তৎসক্রান্ত ব্যক্তিরা তাহা মানিতে বাধিত হইবে।

এই ব্যবস্থার পোষকতায় যে ২ প্রমাণ ধৃত হয় তন্মধ্যে এক যথা—

বৃহস্পতি—"যদি হস্তক্ষেপ না করণের বিশিষ্ট কারণ থাকে তবে প্রতিপক্ষ পুর্ব্বস্বামি বিদ্যমানে তিন পুরুষ পর্যন্ত দখল করিলেও পুর্ব্বস্বামির হস্তক্ষেপ না করা তৎস্বত্বের ব্যাঘাত জনক নয়, এবং সপিণ্ডে অথবা সকুল্যে তাবৎ কাল দখল করিলেও প্রকৃত স্বামীর স্বত্বের ব্যাঘাত হইবে না"।

শোভা শাস্ত্রি-কর্তৃক দ্বিতীয় প্রশ্নের যে উত্তর দত্ত হয় তদ্যথা—

প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত বিভাগপত্র অসিদ্ধ, ও তাহার যে অংশ পৈতামহ স্থাবর বিষয় বিভাগবোধক তাহা মানিতে তল্লিখিত ব্যক্তিরা বাধিত নয়, কিন্তু তাহার যে অংশ রামকান্তের স্বোপার্জ্জিত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহা সিদ্ধ বলিয়া অবশ্যই স্থিরতর থাকিবে এবং তৎসংক্রান্তব্যক্তিদিগকে তাহা মানিতে হইবে; কেননা নিজোপার্জ্জিত ধনে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সম্পূর্ণ প্রভুত্ব, ও তৎপ্রভুত্বের মর্ম্ম এই যে স্বেচ্ছাক্রমে তাহা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা তাহার আছে। তথাপি বিবেচনা করিতে হইবে যে স্থলে পিতা শাস্ত্রীয় কোন কারণে অর্থাৎ কোন পুত্রের অধিক ভক্তত্ব জন্য অথবা বহুপোষ্যত্ব বা অক্ষমতাদি নিমিত্ত স্বোপার্জ্জিত বিষয়ের বিষম বিভাগ করেন সে স্থলে শাস্ত্রীয় বিধান উল্লঙ্ঘনাপরাধে পিতা অপরাধী হইবেন না; পক্ষান্তরে পিতা যদি আপনার ইচ্ছামাত্রানুসারে উপরি উক্ত কোন কারণ বিনা বিষম বিভাগ করেন তবে শাস্ত্র বিরুদ্ধ দানের ন্যায় বিধ্যতিক্রম নিমিত্ত তাহার প্রত্যবায় হইবে কিন্তু বিভাগ সিদ্ধ রূপে স্থিরতর থাকিবে এবং তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে তাহা মানিতে হইবে। এই মাত্র প্রভেদ কিন্তু (উপরি উক্ত মতে) পৈতামহ স্থাবর ধনে পিতার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব নাথাকাতে তিনি তদ্ধনের অশাস্ত্র রূপে যে কোন বিভাগ কেন করুন না তাহা অসিদ্ধ বিবেচিত হইবে এবং তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা তাহা মানিতে বধিত হইবেন না।

প্রমাণ—

১। দায়ভাগ—"তথা বিষ্ণু কহেন 'পিতা যদি পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দেন তবে স্বোপার্জ্জিত বিষয়ে তিনি যেমত ইচ্ছা তেমত করিতে পারেন, কিন্তু পৈতামহ ধনে পিতা ও পুত্রের সমান প্রভুত্ব'। ইহা বিলক্ষণ স্পষ্ট। পিতা যখন আপন পুত্রগণকে পৃথক করিয়া দেন তখন স্বেচ্ছানুসারে স্বার্জ্জিত বিষয়ের ন্যূনাধিক বিভাগ দিতে পারেন, কিন্তু পৈতামহ ধনে তেমত করিতে পারেন না, যেহেতু তাহাতে উভয়ের সমস্বামিত্ব আছে।"

২। দায়ভাগ—"কিন্তু পিতা যদি কোন পুত্রের গুণবত্বনিমিত্ত সম্মানার্থ অথবা বহুপোষ্যত্ব নিমিত্ত প্রতিপালনার্থ অথবা অক্ষমত্ব নিমিত্ত কৃপাতে অথবা ভক্তত্ব নিমিত্ত স্নেহেতে তাহাকে অধিক দিতে ইচ্ছা করেন তবে পিতা ধর্ম্মকারী হইবেন। তাহা যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন—'পিতৃকৃত যে ন্যূনাধিক বিভাগ তাহা ধর্ম্ম্য'। তথা বৃহস্পতি—'পুত্রদিগকে পিতা যে সমান বা ন্যূনাধিক ভাগ দিয়াছেন তাহারা তাহাই পালন করিবে অন্যথা তাহারা দণ্ডনীয় হইবে'। নারদও কহেন—'পুত্রেরা পিতা হইতে যে ন্যূনাধিকবিভাগ প্রাপ্ত হয় তাহাদের সেই বিভাগই ধর্ম্ম্য যেহেতু পিতা সকলের প্রভু'। পিতৃকৃত ন্যূনাধিক বিভাগ পিতার স্বার্জ্জিত ধনেই ধর্ম্ম্য যেহেতু তাহাতে তাঁহার সম্যক্ প্রভুত্ব আছে পৈতামহ ধনে তাহা নাই।

৩ দায়ভাগ—"মণি মুক্তাদি অস্থাবর পৈতামহ ধন পিতার উদ্ধৃত না হইলেও স্বার্জ্জিতের ন্যায় তাহাতে পিতারই প্রভুত্ব; তিনি তাহা ন্যূনাধিক ভাগ করিয়া দিতে পারেন; যথা যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন 'মণি মুক্তা প্রবালাদি সকল (অস্থাবর) ধনেরই প্রভু পিতা, কিন্তু সমস্ত স্থাবর ধনের কি পিতা কি পিতামহ কেহই প্রভু নহেন'।

unimpeached, nor can any interval of time, under such circumstances, annul their privilege of taking possession of their repective allotments. The deed of partition must therefore be upheld as valid and binding on the parties.

The following is one of the authorities cited in support of the above opinion.

VRIHASPATI:—"The omission to interfere by the owner, even though popession has been held by the adverse party for three successive generations in his presence, will not avail against him, provided there exist some good cause for his non-interference, nor will possession held for the same length of time by a person standing within the degree of relationship (to the owner) termed the *Sapinda*, or *Sakulya*, avail against the owner.

The answer delivered by Shobhá Shástrí to the second question was to the following effect :—

The deed of partition under the circumstances specified in the interrogatory is invalid and not binding on the parties mentioned in it, as far as it goes to make an unequal distribution of the ancestral immovable property, but as far as it relates to the property acquired by Rám Kánta it must be upheld as valid and binding on the parties concerned; because a man is vested with full authority over his own acquisitions, which authority is defined to consist in the power of aliening it at pleasure. It must, however, be observed that, where a father makes an unequal distribution of his own acquired property by reason of any one of the legal causes, such as the greater filial piety of one son, his having a numerous family, incapacity, &c. &c. he (the father) does not incur the guilt attaching to a transgression of the law; but if, on the other hand, he make such unequal distribution by reason of his mere arbitrary will and uninfluenced by any one of the causes above mentioned, then (as in the case of a gift against which a prohibition exists) he incurs the guilt occasioned by an infringement of the law; but the distribution must be upheld, as valid and binding on the parties whom it concerns. This contitutes the difference. But as the father has not full authority (as defined above) over the ancestral immovable property, any distribution he may make, other than that which the law directs, must be considered invalid, and not binding on the parties concerned.

*Authorities :—*

1st. *Dáyabhága:*—"So VISHNU says: 'When a father separates his sons from himself, his will regulates the division of his own acquired wealth: but in the estate inherited from the grandfather the ownership of father and son is equal.' This is very clear. When the father separates his sons from himself, he may by his own choice give them greater or less allotments if the wealth were acquired by himself, but not so if it were property inherited from the grandfather, because they have an equal right to it. The father has not in such case an unlimited discretion."

2nd *Dáyabhága:*—"But if he make an unequal distribution of his own acquired wealth, being desirous of giving more to one as a token of esteem on account of his good qualities, or for his support on account of a numerous family, or through compassion by reason of his incapacity, or through favour by reason of his piety, the father so doing acts lawfully. JA´GNYAVALKYA declares that: 'A lawful distribution made by the father among sons, separated with greater or less allotments, is pronounced valid.' So VRIHASPATI: 'Shares which have been assigned by a father to his sons, whether equal, greater, or less, should be maintained by them; else they ought to be chastised.' NA´RADA likewise: 'For such as have been separated by their father with equal, greater, or less allotments of wealth, that is a lawful distribution; for the father is lord of all.' Since the circumstance of the father being the lord of all the weath is stated as a reason, and that cannot be in regard to the grandfather's estate, an unequal distribution made by the father is lawful only in the instance of his own acquired wealth."

3ad *Dáyabhága:*—"The father has ownership in gems, pearls, and other movables, though inherited from the grandfather and not recovered by him, just as in his own acquisitions, and has power to distribute them unequally, as JA´GNYAVALKYA intimates: 'The father is master of the gems, pearls, and of all (other movable property); but neither the father nor the grandfather is so of the whole immovable estate."

পণ্ডিতদিগের উপরি উক্ত বিভিন্ন মত সকল এবং তত্তৎ পোষকতায় ধৃত প্রমাণ সকল হইতে প্রকাশ যে তাঁহারা দুই প্রধান বিষয়ে একমত হয়েন নাই, অর্থাৎ প্রথম পণ্ডিত কহেন যে দলীল বা স্বত্ব বলে দখল হয় নাই তাহা অকর্ম্মণ্য। দ্বিতীয় পণ্ডিত আপত্তি করেন দলীল বা স্বত্বের উপার্জ্জক ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত অমনোযোগে দখল না হওয়া প্রমাণ হইলে তবে তাহাতে উক্ত রূপ হইতে পারে। প্রথম পণ্ডিত আরো কহেন যে পিতা যদি শাস্ত্রোক্ত কোন প্রচুর কারণ বিনা পুত্রগণের মধ্যে স্বার্জ্জিত ধন ন্যূনাধিক ভাগ করিয়া দেন তবে তাহা ঐ পুত্রদের সম্বন্ধে অকাট্য হইবে না। তদ্বিপরীতে দ্বিতীয় পণ্ডিত কহেন তাদৃশ ন্যূনাধিক বিভাগ অধর্ম্ম্য হইলেও সিদ্ধ হইবে, এবং তৎ সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগকে তাহা মানিতে হইবে। প্রধান জজ্ এই সকল মত বিবেচনা করিয়া উভয় পক্ষকে সমাচার দিলেন যে মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্ব্বে তাহারদিগকে দুই সপ্তাহের সময় দেওয়া যাইবেক এই নিমিত্তে যে তাহাদের পরস্পরের দাবীর পোষকতায় পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহার প্রমাণ দর্শাইতে তাহারা অবকাশ পায়।

তদনুসারে উভয় পক্ষই প্রমাণ ও আপত্তি উপস্থিত করিল।

প্রথম প্রশ্নের প্রতি পণ্ডিতেরা যে উত্তর দেন তাহাতে নিঃসন্দেহরূপে এই নিশ্চিত হওয়াতে যে রামকান্তের লিখিয়া দেওয়া বিভাগপত্র অনেক অংশে অশাস্ত্রীয়, ও তৎপরে দত্ত প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা যে পরস্পর বিপরীত মত প্রকাশ করেন তাহার যাথার্থ্যাযাথার্থ্য নির্ণয় করা এই মকদ্দমায় আবশ্যক নাই। উপরি উক্ত কারণে উক্ত প্রশ্ন সকলে কাল্পনিক রূপে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল যে ঐ বিভাগপত্র শাস্ত্রীয় এবং রামকান্তের জীবনকালে তাহার কার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু উভয় পক্ষের স্বীকার হইতে এবং প্রবিন্স্যাল কোর্টের ক্রোকী হুকুমের নারাজিতে সদর আদালতে রামকান্ত যে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহা হইতে প্রকাশ যে উক্ত বিভাগপত্রের লিখিতানুরূপ কার্য্য হয় নাই, অতএব তাহা না হওয়াতে উক্ত বিভাগপত্র অসিদ্ধ এবং তাহা তল্লিখিত ব্যক্তিদিগের প্রতি অকাট্য বিবেচনা না হইয়া প্রধান জজ দ্বিতীয়জজের মতে মত দিলেন, এবং তদনুসারে এক ডিক্রী সাদের হইল *। স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ২০২—২১৫।

* যদ্যপি সদরদেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতেরা এই মকদ্দমাতে দত্ত ব্যবস্থায় কোন ২ বিষয়ে বিভিন্ন মত দিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা এবিষয়ে একমত হইয়াছেন যে পৈতামহ স্থাবর ধন পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে গেলে বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে পিতা তদ্বিষয়ের বিষমবিভাগ করিতে পারেন না, কেবল জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিংশোদ্ধার দিতে পারেন। এবিষয়ে চতুর্ভুজ পণ্ডিত কহেন "যেহেতু বিংশতি অথবা চত্বারিংশৎ ইত্যাদি ভাগের ভাগ উদ্ধার বই পৈতামহ স্থাবর ধন বিষমবিভাগ করার কোন উল্লেখ দায়ভাগে অথবা দায়শাস্ত্রীয় আর২ গ্রন্থে নাই, ও যেহেতু পৈতামহ স্থাবর ধন বিষয়ে পিতার অসীম শক্তি নাই, এবং যেহেতু যে স্থলে দায়ভাগকর্ত্তা শাস্ত্রনিষিদ্ধ দান বা বিক্রয়কে সিদ্ধ কহেন সে স্থলেও সর্ব্বদা এই নিয়ম উক্ত যে দাতা এই রূপ হস্তান্তর করিতে ক্ষমতাবান্, অতএব উপরিউক্ত শাস্ত্রসম্মত উদ্ধার বই পৈতামহ স্থাবর ধনের বিষমবিভাগ সিদ্ধ বলিয়া মান্য যাইতে পারে না"। ঐ রূপ শোভাশাস্ত্রী এই কথা বলিয়া যে 'বর্ত্তমান মকদ্দমায় দর্শিত বিভাগপত্র সিদ্ধ নয় ও তাহার যে অংশ পৈতামহ স্থাবর ধনের বিষমবিভাগ বোধক তাহা তাহাতে বর্ণিত ব্যক্তিদিগের প্রতি অকাট্য নয়' এবং কোন ব্যক্তির স্বার্জ্জিত ধনে যে ক্ষমতা তাহা (অর্থাৎ স্বেচ্ছানুসারে হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকা) উল্লেখ করিয়া কহিতেছেন, "উপরিউক্ত মতে যেহেতু পৈতামহ স্থাবর ধনের উপর পিতার সম্যক্ প্রভুত্ব নাই, অতএব শাস্ত্রের বিধানের অন্যথায় তাহার যেরূপ বিভাগ কেন পিতা করুন না তাহা অসিদ্ধ এবং তল্লিখিত ব্যক্তিরা তাহা মানিতে বাধিত নয়"।

সদরদেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতদিগের উপরিউক্ত বিষয়ে ঐক্যমত তদ্বিষয়ে আর২ যে সকল পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে তাহার সহিত মিলে, এবং দায়ভাগ ইত্যাদি হইতে যে সকল প্রমাণ ধৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ।

এ মকদ্দমাতে পণ্ডিতদিগের দত্ত ব্যবস্থা হইতে এবং তাঁহাদিগের উল্লিখিত প্রমাণ হইতে আরো পাওয়া যাইতেছে যে পিতা স্বোপার্জ্জিত ধন পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ করণে ভক্তত্ব নিমিত্ত অথবা শাস্ত্রসিদ্ধ অন্য কোন কারণে যদি কোন পুত্রকে অধিক দেন তবে তাঁহার ঐ কার্য্য ধর্ম্ম্য এবং সিদ্ধ। কিন্তু যদি শাস্ত্রসিদ্ধ কোন কারণ বিনা কেবল স্বেচ্ছাক্রমে বিষমবিভাগ করেন তবে ঐ বিভাগ ধর্ম্ম্য নয় কিন্তু সিদ্ধ। পরন্তু যদি ব্যাকুলচিত্ততাপ্রযুক্ত অথবা শাস্ত্রে যে কারণে কোন পুত্রকে ন্যূন ও কোন পুত্রকে অধিক দিতে পিতাকে অযোগ্য কহেন অথবা তাঁহার ক্ষমতা না থাকা কহেন সেই কারণবশতঃ পিতা যদি তাদৃশ বিভাগ করেন তবে তাহার ঐ কার্য্য অধর্ম্ম্য অশাস্ত্রীয় এবং অসিদ্ধ, ও তাঁহার কৃত তদ্বিভাগ নিতান্ত অকিঞ্চিৎ।

From the above conflicting opinions of the *Pandits*, and the authorities cited in support of them respectively, it will appear that they differed in two essential points; the first *Pandit* asserting that a title under which there had not been occupancy, is of no avail; and the second contending that, to have this operation, the non-occupancy must be proved to have arisen from the wilful neglect of the party assuming the title: the first *Pandit* also holding that an unequal distribution made by a father of his own acquired property among his sons, cannot be binding on them, unless the father in making such unequal distribution had been influenced by some of the motives which the law enumerates as sufficient to authorise it; the other, on the contrary, considering such unequal distribution to be, though a sinful act, valid and binding on the parties concerned. The chief Judge, after inspecting these opinions, gave notice to the parties that a fortnight should be allowed them, previously to a final decision with a view of affording them an opportunity of adducing proofs of the accuracy of the doctrines maintained by the *Pandits* in favor of their respective claims.

Accordingly proofs and objections were filed by all parties.

It being, however, satisfactorily ascertained from the replies of the *Pandits* to the first interrogatories, that the deed of partition executed by Rám Kánta was in several respects illegal; the necessity of ascertaining the relative accuracy of the conflicting opinions of the *Pandits*, delivered in reply to the queries subsequently put to them, was in this case superseded. In those queries it was hypothetically assumed, for the reason already stated, that the deed of partition was legal, and had been carried into effect during the life-time of Rám Kánta; which, from the admission of all parties and of Rám Kánta himself in the petition presented by him to the Sudder Dewanny Adawlut against the attachment ordered by the provincial Court, was certainly not the case. Considering, therefore, the deed of partition (which was never carried into effect) to be invalid, and not binding on the parties mentioned in it, the senior Judge concurred in the opinion expressed by the second Judge; and a final decree was passed accordingly in conformity to that opinion.* S. D. A. R. Vol. II. pp. 201—215.

*Although the *Pandits* of the Sudder Dewanny Adawlut have differed upon some points in their *Vyavasthás* delivered in this case, they concur in opinion that a father, in the partition of ancestral immovable property amongst his sons, is not authorised by the authorities of Hindu Law, which are admitted to prevail in the province of Bengal, to make any unequal distribution of such property, beyond a twentieth part, in favor of the eldest son. Chaturbhuj states on this point, that "because no mention occurs in the *Dáyabhága* or other law tracts, of the legality of an unequal distribution of ancestral immovable property, beyond the authorised deductions of a twentieth, half a twentieth, &c.; because a father has not unlimited discretion with respect to ancestral immoveable property; and because where the *Dáyabhága* upholds the validity of a prohibited gift or sale, it is always understood as a proviso that the donor be vested with power to make such transfer; an unequal distribution (over and above the authorised deductions before alluded to) of ancestral immovable property, cannot be maintained as valid." In like manner Shobhá Shástrí, after declaring "that the deed of partition exhibited in this cause is invalid, and not binding on the parties mentioned in it, as far as it goes to make an unequal distribution of the ancestral immovable property;" and after defining the full authority which a person has over his own acquired property, "to consist in the power of aliening it at pleasure," adds, "as the father has not full authority (as defined above) over the ancestral immovable property, any distribution he may make, other than that which the law directs, must be considered invalid, and not binding on the parties concerned."

The above concurring opinion of the Hindu law officers of the Sudder Dewanny Adawlut, which is confirmed by other *Pandits* who have been consulted on the subject, appears to be fully established by texts cited from the *Dáyabhága*, and other authorities.

It may further be deduced from the *Vyavasthás* of the *Pandits* in this case, and the authorities cited by them, that if a father make an unequal distribution among his sons of his own acquisitions, and be influenced by the desire of giving one son a larger portion on account of his piety, or from any other motive sanctioned by the law, his act is moral, legal, and valid. If he make an unequal distribution arbitrarily, without being actuated by any of the motives which the law sanctions, his act is immoral but valid. If in making such distribution he act under perturbation of mind, or under the operation of any cause which, in the eye of the law, renders the father incompetent to give more to one of his sons than to another; or in other words, disqualifies him for such a distribution, his act is immoral, illegal, and invalid, and the partition made by him is absolutely null and void.

## অথ পুত্রার্জ্জিত ধনে পিতার অংশ-

ব্যবস্থা

**২০১ পুত্রার্জ্জিত ধনেও পিতার দুই ভাগ*।**

**২০১ পুত্রার্জ্জিতেঽপি ধনে পিতুরংশদ্বয়ং*।**

প্রমাণ

৴০ যেহেতু "বিভাগকারী পিতা আপনার (নিমিত্তে) দুই অংশ লইবেন*"। ইহা, এবং "পিতার জীবদ্দশায় বিভাগ হইলে তিনি নিজে দুই অংশ লইবেন।" ইহাও অবিশেষে শ্রুত*।

"দ্বাবংশৌ প্রতিপদ্যেত বিভজন্নাত্মনঃ পিতা" ইতি, "জীবদ্বিভাগেতু পিতা গৃহ্ণীতাংশদ্বয়ং স্বয়ং" ইতি চাবিশেষেণ শ্রুতেঃ *।

৵০ সুব্যক্তরূপে কাত্যায়ন কহিতেছেন—"পুত্রের উপার্জ্জিত ধনের দুই ভাগ অথবা অর্দ্ধেক পিতা লইবেন*"।

সুব্যক্তমাহ কাত্যায়নঃ—"দ্ব্যংশহরোঽর্দ্ধহরো বা পুত্রবিত্তার্জ্জনাৎ পিতা*।

ব্যবস্থা

**২০২ পিতৃ-দ্রব্যের উপঘাতে পুত্রের অর্জ্জিত ধনে পিতার অর্দ্ধেক, তদর্জ্জক পুত্রের দুই অংশ, এবং আর ২ পুত্রের এক ২ অংশ*।**

**২০২ তত্র পিতৃদ্রব্যোপঘাতেন পুত্রার্জ্জিত বিত্তস্যার্দ্ধং পিতুঃ†, অর্জ্জকস্য পুত্রস্যাংশদ্বয়ং, ইতরেষামেকৈকাংশিতা*।**

**২০৩ পিতৃদ্রব্যের উপঘাত বিনা অর্জ্জিত ধনে পিতার দুই অংশ, অর্জ্জকপুত্রেরও তৎসমান, আর ২ পুত্রের অংশ নাই*।**

**২০৩ অনুপঘাতেতু পিতুরংশদ্বয়ং†, অর্জ্জকস্যাপি তাবদেব, ইতরেষামনংশিত্বং*।**

পুত্রার্জ্জিত ধনে যে পিতার দুই অংশ সে পিতৃদ্রব্যের অনুপঘাতে অথবা ভ্রাতৃ-দ্রব্যের উপঘাতে অর্জ্জিত হইলে‡। দা. ত. পৃ. ২৪।

পুত্রার্জ্জিতবিত্তাৎ পিতুর্দ্ব্যংশিত্বং পিতৃধনানুপঘাত বিষয়ং, ভ্রাতৃধনোপঘাতবিষয়ঞ্চ‡। দা. ত. পৃ. ২৪।

**২০৫ অথবা বিদ্যাদিগুণযুক্ত† পিতা অর্দ্ধেক লইবেন*।**

**২০৫ যদ্বা বিদ্যাদিগুণ সম্পন্নস্য† পিতুরর্দ্ধহরত্বং*।**

কারণ

যেহেতু বিদ্যাদিতে জ্যেষ্ঠের অধিকাংশ প্রাপ্তিবিধান দৃষ্ট হইতেছে*।

বিদ্যাদিনাপি জ্যেষ্ঠস্যৈবাধিকাংশ দর্শনাৎ*।

**২০৬ বিদ্যাদি-বিহীন পিতা কেবল জনকতা মাত্র নিমিত্ত দুই অংশ পাইবেন*।**

**২০৬ বিদ্যাদি শূন্যস্য (পিতুঃ) জনকতামাত্রেণ দ্ব্যংশিত্বং*।**

এতাবতা ক্রমাগত ধনহইতেই হউক অথবা পুত্রার্জ্জিত ধনহইতেই হউক (নিগুণ) পিতা দুই ভাগ লইবেন ইহার অধিক ইচ্ছা করিলেও পাইতে যোগ্য নহেন এই বচনার্থঃ*।

তেন ক্রমাগত ধনাদ্বা পুত্রার্জ্জিত ধনাদ্বা ভাগদ্বয়ং (নির্গুণঃ) পিতা গৃহ্ণীয়াৎ, অতোঽধিকমিচ্ছন্নপি নার্হতীতি বচনার্থঃ*।

---

* দা. ভা. বি. ভা. পৃ. ৩০, ৩৩, ও ৩৪। দা ত. পৃ. ২৪। বি. দা. ভা. দী. র. ২। কোল. দা. ভা. পৃ. ৪৩ ও ৪৯। কোল. ডা. বা. ৩. পৃ. ৫৫।

যেমত পুত্র পিতার স্বোপার্জ্জিত ধন-ভাগী, তেমনি পুত্রের নিজোপার্জ্জিত ধনে ভাগ-ভাগী পিতা এই তাৎপর্য্য, এই মতই সম্পূর্ণ। বি. দা. ভা. দী. র. ২।

*পিতুঃ স্বোপার্জ্জিত ভাগভাগী যথা পুত্রস্তথা পুত্রস্যাপি স্বমাত্রোপার্জ্জিতে পিতুর্ভাগভাগিত্বং ভবিতুমর্হতীত্যবশেষং। ইদমেবমতং সাম্যক্। বি. দা. ভা. দী. র. ২।

† পিতৃদ্রব্যের উপঘাতে অর্জ্জিত হইলে অথবা (পিতা) গুণবান্ হইলে অর্দ্ধেক পাইবেন এই দায়ভাগার্থঃ। অনুপঘাতে অর্জ্জিত হইলে পিতা দুই অংশ লইবেন, অর্জ্জকত্ব নিমিত্তে অর্জ্জকপুত্রও দুই অংশ লইবে, আর ২ পুত্রেরা ভাগ পাইবে না, এই দ্ব্যংশ ও অর্দ্ধ গ্রহণের ভেদ ব্যাখ্যা। দা. ত. পৃ. ২৪।

† পিতুরর্দ্ধহরত্বন্তু পিতৃদ্রব্যোপঘাতাদ্ গুণবত্ত্বাদ্বেতি দায়ভাগঃ। অনুপঘাতে পিতা দ্ব্যংশহরঃ, অর্জ্জকত্বাৎ স্বয়মপি দ্ব্যংশ হরঃ, ইতরেষামনংশিত্বং—ইতি দ্ব্যংশার্দ্ধাংশয়োর্ভেদ কথনং। দা. ত. পৃ. ২৪।

‡ সকল ভ্রাতার সাধারণ ধনের উপঘাতে পিতৃধনের অনুপঘাতে পুত্রের অর্জ্জিত ধনেও পিতার দুই অংশ মাত্র, এই স্মার্ত্তমত। বি. দা. ভা. দী. র. ২।

‡ সর্ব্বভ্রাতৃসাধারণ ধনোপঘাতেন পুত্রেণ যদর্জ্জিতং তত্রাপি পিতুর্দ্ব্যংশমাত্র লাভ ইতি স্মার্ত্তাঃ। বি. দা. ভা. দী. র. ২।

## FATHER'S SHARE IN THE SON'S ACQUISITIONS.

**201** The father has a double share even of the property acquired by his own son*. Vyavasthá

For the expression is general : " Let him reserve two shares ;" or " he may take two shares."* Authority

KA'TYA'YANA declares it very explicitly : " A father takes either a double share, or a moiety" of his son's acquisition of wealth."*

**202** Here the father has a moiety of the goods acquired by his son at the charge of his estate†; the son, who made the acquisition, has two shares; and the rest take one share each.* Vyavasthá

**203** But if the father's property have not been used, he has two shares† ; the acquirer as many; and the rest are excluded from participation.*

The father's participation of two shares in the property acquired by his son relates to the case where the acquisitition was made without adventuring the property or by using a brother's property.‡ Dá. T. Sans. p. 24.

**205** Or else, a father, endowed with knowledge and other excellencies†, has a right to a moiety.* Vyavasthá

For an increased allotment is granted to the eldest by science and other good qualities.* Reason

**206** A father destitute of such qualities has a double share in right merely of his paternity.* Vyavasthá

Therefore, the meaning of the text is, that a father may reserve for himself two shares of wealth which has descended in succession (from ancestors,) or of that which has been acquired by his son. He is not entitled to more, however desirous of it he may be.*

---

* Coleb. Dá. bhá. pp. 46 & 49. Dá. T. Sans. p. 24. Coleb. Dig. Vol. III. pp. 55

As a son partakes of wealth acquired by his father, so a father is likewise entitled to partake of property acquired solely by his son. This is the only accurate exposition. Coleb. Dig. Vol. III. p. 55.

† Where acquisition is made without adventuring a father's property, the father takes two shares, the acquirer, as such, takes also two shares, and the rest are excluded from participation. But the father takes a moiety if the acquisition is made by the use of his estate, or if he is endowed with good qualities. This is the distinction between participation of two shares and that of a moiety. Dá. T. Sans. p. 24.

‡ A father shall take two shares out of the property acquired by his son through the use of wealth common to all the brethren, and without employing the several property of the father. RAGHUNANDANA. Coleb. Dig. Vol. III. p. 54.

এ স্থলে অর্দ্ধেক পদে সমানই বোধ্য এই ন্যায়ে যে যেস্থলে অংশের পরিমাণ নির্দ্দেশ নাই সে স্থলে সমান অংশই অভিপ্রেত। ঐ অর্দ্ধেক দ্ব্যংশের একাংশ রূপ অথবা সমুদায় ধনের অর্দ্ধেক এই পূর্ব্বপক্ষোত্তরে জীমূতবাহন কহিতেছেন 'সমুদয় ধনের অর্দ্ধেক' কেননা যদি দ্ব্যংশের অর্দ্ধেক তাৎপর্য্য হইত তবে একাংশ-গ্রাহী এমত কেন উক্ত হইল না, যেহেতু দ্ব্যংশ পদের-ও তৎসঙ্গে সম্বন্ধ আছে। কিসের দ্ব্যংশ এই আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বে পুত্রার্জ্জিত ধনেরই দ্ব্যংশ বক্তব্য *। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৬৩।

অর্দ্ধমাত্র সমমেব গ্রাহ্যং অনাদেশে সমমিতি ন্যায়াৎ। তচ্চার্দ্ধং দ্ব্যংশস্য একাংশরূপং অথবা সমুদায় ধনস্য ইতি সন্দেহে, জীমূতবাহনঃ 'সমুদায় ধনস্য অর্দ্ধং' ইত্যাহ, যতোদ্ব্যংশার্দ্ধে তাৎপর্য্য সত্ত্বে একাংশ-হরোবেতি কথং নোক্তমিতি দ্ব্যংশপদার্থস্যাপি সসম্বন্ধিত্বাৎ। কস্য দ্ব্যংশ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পুত্রার্জ্জিত বিত্তস্যৈবদ্ব্যংশোবক্তব্যঃ *। দা. ভা. পৃ. ৬৩ দ্রষ্টব্যা।

ব্যবস্থা

২০৭ যদি কোন পুত্র নিজ শ্রমে ভ্রাতার ধনের উপঘাতে উপার্জ্জন করে তবে তাহাতে পিতার দুই অংশ প্রাপ্য, এবং ঐ পুত্রদ্বয়ের এক২ অংশ। যদি কেহ ভ্রাতার ধনে ও নিজ শ্রমে ও ধনে উপার্জ্জন করে, তবে তদর্জ্জকের দুই অংশ প্রাপ্য, পিতার দুই অংশ এবং ধনদাতার একাংশ। উভয়াবস্থাতেই আর ২ ভ্রাতার অংশ নাই *।

২০৭ যদা স্বায়াসেন চ কেনচিৎ পুত্রেণ ভ্রাতৃ ধনোপঘাতেন বিত্তমর্জ্জিতং তত্র পিতুর্দ্ব্যংশিত্বং পুত্রয়োশ্চৈকৈকাংশিত্বং। যদিতু ভ্রাতৃধনেন স্বধনেন চ স্বায়াসেনার্জ্জিতং তদার্জ্জকস্যদ্ব্যংশঃ পিতুর্দ্ব্যংশঃ, ধনদাতুরেকাংশঃ। উভয়ত্রৈব ইতরেষাং ভ্রাতৃণাং অনংশিত্বং *।

" বাহন অস্ত্র অথবা (অন্য) যে কোন সাধারণ-দ্রব্য সাহায্যে কিম্বা শৌর্য্যাদিদ্বারা যে ধন উপার্জ্জিত ভ্রাতারা তদ্ভাগি॥" স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য এই ব্যাসবচন ব্যাখ্যায় কহিয়াছেন, "ভ্রাতারা' এই পদ উপলক্ষণ—এতাবতা, তাহাতে পিতৃব্যাদিও বোধ্য, মূলপুরুষের ধন তৎপুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের প্রাপ্তি সম্ভাবনায় তুল্য যুক্তি আছে, কেননা যেমত দাসের দাস প্রভুরই দাস, তেমনি পৌত্রও বীজপুরুষাধীন, প্রপৌত্রও তদ্রূপ, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। অতএব পিতামহের ধনোপঘাতে পৌত্রের অর্জ্জিত ধনেও পিতামহের অর্দ্ধেক, পিতৃব্যাদির এক এক অংশ, অর্জ্জক পৌত্রের দুই অংশ। পৈতামহ ধনের অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধনে পিতৃব্যাদির অংশ নাই, কিন্তু পিতামহের দুই অংশ *।

"সাধারণং সমাশ্রিত্য যৎকিঞ্চিৎ বাহনায়ুধং। শৌর্য্যাদিনাপ্নোতি ধনং ভ্রাতরস্তত্র ভাগিনঃ"। ইতি ব্যাস-বচন ব্যাখ্যানে স্মার্ত্তেন ভ্রাতর ইত্যুপলক্ষণং—তেন পিতৃব্যাদয়োঽপি বোধ্যাঃ, ইত্যুক্তং—বীজপুরুষ ধনপ্রাপ্তি সম্ভাবনা ভাগিত্বেন পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাণাং যুক্তি তুল্যত্বমাত্রবীজং দাসদাস ইব পুত্র-পৌত্রাণাং স্বত্বং প্রপৌত্রেঽপি ইত্যপি যুক্তির্ভবতি। তস্মাৎ পৌত্রার্জ্জিতেঽপি পৈতামহ ধনোপঘাতে সত্ত্বে পিতামহস্যার্দ্ধং, পিতৃব্যাদীনাঞ্চৈকৈকাংশিত্বং, অর্জ্জকস্য পৌত্রস্যাদ্ব্যংশিত্বং। পৈতামহধনানুপঘাতেতু পিতৃব্যাদীনামনংশিত্বং পিতামহস্য তু দ্ব্যংশিত্বং*।

দ্ব্যংশবাচক বচন পুত্রার্জ্জিত ধন বিষয়ক বাচ্য এতাবতা পিতামহ যে দুই অংশ পাইবেন ইহার প্রমাণাভাব এমত বাচ্য নয়, কেননা তাহাতে পিতামহের স্বোপার্জ্জিত ধনে পৌত্র ভাগী কিন্তু পৌত্রের অর্জ্জিত ধনে পিতামহ ভাগী নহেন এই বিষম শিষ্টব্যাপত্তি হয়, যেহেতু পুত্রপদ উপলক্ষণ মাত্র, নতুবা "ইচ্ছাতে সুতগণকে বিভাগ করিয়া দিবেন" এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনেও 'সুত' পদের উপলক্ষণ হয় না *।

নচু দ্ব্যংশ ইতি বচনং পুত্রার্জ্জিত বিত্তপরং বক্তব্যং তথাচাত্র পিতামহস্য দ্ব্যংশহরত্বে প্রমাণাভাব ইতি চেন্ন—পিতামহস্য স্বোপার্জ্জিত ধনে পৌত্রোংঽশী ভবতি পৌত্রস্য স্বোপার্জ্জিতে পিতামহোনাংশীতি বিষম শিষ্টব্যাপত্তেঃ পুত্রপদস্য উপলক্ষণত্বাদন্যথা ইচ্ছয়া বিভজেৎসুতানিতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনে সুতপদস্যোপলক্ষণং ন স্যাৎ।

* বিঃদা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল. ডা. বা. ২. পৃ. ৫৭-৫৮।

Half must here signify equalable part, by the rule which expresses that 'equal parts are intended when the proportion is not specified.' On the question whether that half be one share as the moiety of two, or half of the whole, JI'MU'TAVA'HANA says: 'half of the whole sum.' For if half of two shares were implied, why not say, or he shall receive one share, since the term 'two shares' must have some connection, therefore, to satisfy the question, two shares of what? two shares of property acquired by a son must be affirmed.*

206 When the property is acquired by any one son through his own labour on his brother's stock, the father shall in that case have two shares, and both his sons one share each. But if it were acquired on his brother's stock and on his own, by his own labour, the acquirer shall have two shares, the father two shares,* and he, who supplied funds shall have one: and in both cases the rest of the brethren shall be excluded from participation.*

Vyavasthá

"The brethren participate in that wealth which one of them gains by valour or the like, using any common property, either a weapon or a vehicle."* In expounding this text of VYA'SA, RAGHUNANDANA says: 'brethren, are merely an instance from which uncles and the rest should be also understood. There is equal reson why sons, grandsons, and great grandsons in the male line shall share in the reversion of the property belonging to the common ancestor; and so does the great grandson in the male line: for the son of a son also belongs to his ancestor, as the slave of a slave belongs to the master: this is also reasonable. If therefore property be acquired by the son of a son through supplies from his grandfather's estate, the grandfather shall have half, the uncles and the rest a share each, and the grandson, who acquired the property, two shares: but if no supplies were received from the grandfather's estate, the uncles and the rest shall not participate.*

Must not the text which ordains two shares be considered as relating to the wealth acquired by a son, and there is consequently no authority for the receipt of two shares by a grandfather? No; for it would be unequal that the son of a son should partake of property acquired by the grandfather himself, but the paternal grandfather should not participate in property acquired by his grandson. The word 'son' is a mere instance of a general sense; else the same term could not be so accepted in the text of JA'GNYAVALKYA: "If the father make a partition, let him separate his sons (from himself) at his pleasure, and either (dismiss) the eldest with the best share or let all be equal shares."*

Coleb. Dig. Vol. III. pp. 56—58.

ব্যবস্থা

২০৮ যে পৌত্রের পিতা জীবিত তদর্জ্জিত ধন পিতামহ লইবেন না, কিন্তু পিতাই লইবেন *।

২০৮ জীবৎপিতৃক পৌত্রার্জ্জিতং ন পিতামহো গৃহ্নীয়াৎ অপিতু পিতৈব *।

কারণ

কেননা সেই অর্জ্জক পুরুষের পিতারই প্রধান স্বামিত্ব *।

তস্যৈব অর্জ্জক পুরুষস্য প্রধান স্বামিত্বাৎ *।

ব্যবস্থা

২০৯ পিতামহধনের উপঘাতে অর্জ্জিত হইলে (উপঘাতিত) ধনানুসারে পিতামহ একাংশ লইবেন।

২০৯ ধনোপঘৃষ্টন্তু নিমিত্তার্জ্জনাৎ ধনানুসারেণ একাংশং পিতামহো গৃহ্নীয়াৎ।

২১০ মাতামহের ধনোপঘাতে দৌহিত্র উপার্জ্জন করিলে উপঘাতিত ধনানুসারে মাতামহ অংশ লইবেন, মাতুলাদি অংশ পাইবেন না। যদি মাতামহ ধনের উপঘাত বিনা দৌহিত্র উপার্জ্জন করে তবে মাতামহ তাহার অংশ পাইবেন না *।

২১০ দৌহিত্রার্জ্জিতেতু মাতামহ ধনোপঘৃষ্টন্তু সত্বে মাতামহস্য উপঘৃষ্টানুসারেণাংশ হরত্বং মাতুলাদীনাং নাংশিত্বং। অনুপঘৃষ্টেনার্জ্জিতেতু মাতামহস্য নাংশিত্বং *।

সদর আদালতে গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। এক ব্যক্তির চারি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ নিজ পিতার জীবনকালে দুই পুত্র রাখিয়া মরে এবং উইলের দ্বারা ঐ দুই পুত্রকে স্বার্জ্জিত বিষয় দিয়া যায়। অনন্তর মৃতের পিতা ও তিন ভ্রাতা প্রত্যেকে উইলেরদ্বারা দত্ত ঐ বিষয়ের অংশ দাওয়া করে। মৃতব্যক্তি যদি ঐ বিষয় কেবল নিজ ধনের ও শ্রমের দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া থাকে তবে উক্ত দাবিদার সকলেরই কি তদুপার্জিত ধনের অংশ প্রাপ্য হইবে; যদি হয় তবে তাহার পরিমাণ কি? পক্ষান্তরে যদি পিতার ধনের ও শ্রমের সাহায্যে ঐ বিষয় উপার্জ্জিত হইয়া থাকে তবে উক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ঐ বিষয় কি প্রণালীতে বিভক্ত হইবে? তাহারা একান্নভুক্ত ও পৃথগন্ন থাকিলেই বা বিষয়ের অংশে তাহাদের অধিকার বিষয়ক শাস্ত্র কি?

চারি ভ্রাতার মধ্যে এক জন পিতার ধনের ও শ্রমের সাহায্যে ধন উপার্জন করিলে তাহা দশভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে পাঁচ ভাগ পিতাকে দুই ভাগ অর্জ্জককে এবং এক ভাগ প্রত্যেক ভ্রাতাকে অর্শিবে; কিন্তু ঐ ধন যদি কোন সাহায্য বিনা উপার্জ্জিত হইয়াথাকে, তবে দুই ভাগ হইবে, পিতা এক ভাগ লইবেন ও অর্জ্জক এক ভাগ লইবে।

উত্তর। চারি ভ্রাতার মধ্যে এক জন (সে আর২ ভ্রাতার সহিত একান্নভুক্ত হউক বা পৃথগন্ন হউক) যদি স্বার্জ্জিত বিষয় দিয়া পিতার পুর্ব্বেই মরিয়া থাকে; এবং ঐ বিষয় যদি পিতার ধনের ও শ্রমের সাহায্যে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে তবে ঐ উপার্জ্জিত বিষয়ের অর্দ্ধেক পিতার প্রাপ্য, অন্য অর্দ্ধেক পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া তাহার দুই ভাগ অর্জ্জকের প্রাপ্য হইবেক, আর তিন ভাগ তিন ভ্রাতায় পাইবে। পরন্তু যদি ঐ বিষয় পিতার ধনের ও শ্রমের সাহায্য বিনা উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তবে উক্ত ভ্রাতাদের কোন অংশ পাইবার অধিকার নাই, কিন্তু পিতা অর্দ্ধেক পাইবেন। এবং উভয় অবস্থাতেই অর্জ্জকের পুত্রেরা নিজ পিতার প্রাপ্য অংশ পাইতে অধিকারি। এই ব্যবস্থা দায়ভাগ ও দায়তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থের মতানুগত।

প্রমাণ—

উক্ত গ্রন্থ সকলে ধৃত কাত্যায়ন-বচন, তদ্যথা—"পুত্রার্জ্জিত বিষয়ের দুই অংশ অথবা অর্দ্ধেক পিতা লইবেন"।

"এস্থলে পিতৃধনের উপঘাতে পুত্রকর্তৃক ধন উপার্জ্জিত হইলে পিতা তাহার অর্দ্ধেক লইবেন; অর্জক পুত্র দুই অংশ পাইবে; আর২ পুত্রেরা প্রত্যেকে এক ভাগ পাইবে। কিন্তু যদি পিতৃধনের উপঘাত না হইয়া থাকে তবে পিতা দুই অংশ লইবেন; অর্জক দুই অংশ লইবে; অন্যে নিরংশি হইবে"। দায়ভাগ।

সদরদেওয়ানী আদালত। মেক. হিং ল. বা. ২, চ্যা. ৫. মকদ্দমা ১৮, পৃ. ১৬৩ ও ১৬৪।

সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন সাহেব লিখেন "বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে পিতা স্বার্জ্জিত ধনের ও পৈতামহ অস্থাবর ধনের এবং যে কোন রূপ উদ্ধৃত ধনের যে পরিমিত উপযুক্ত বোধ করেন তাহা আপনার

* বি. দা. ভা. মী. র. ২।

208 **The paternal grandfather does not partake of the wealth acquired by his grandson, whose own father is living, but that father alone (does participate.)*** Vyavasthá

For he has the chief dominion over the person who makes the acquisition. Reason

209 If the acquisition was effected by the use of his funds, the paternal grandfather may take one share in proportion to the wealth (employed).* Vyavasthá

210 In the case of an acquisition made by the son of a daughter, should the property of the maternal grandfather have been employed, he shall take a share proportionate to the capital used, and the maternal uncles and the rest shall have no shares. But if the acquisition were made without such use of property, the maternal grandfather shall have no share.*

*Legal opinion admitted by the Sudder Court, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. A man had two sons, the eldest of whom died before his father, leaving two sons, to whom he bequeathed by will certain self-acquired property. The father and three brothers of the deceased severally claimed a share of the property so bequeathed. Supposing the deceased to have acquired the property solely by his own funds and personal exertions, in this case, are all the claimaints entitled to share such acquisitions; and if so, in what proportions? On the other hand, supposing the property to have been acquired with the aid of the father's funds and labour, in this case too, how will the property be divided among the individuals in question? What is the law as to their right of sharing the property, whether living together or separately in respect of food?

R. Of the four brothers, if one (whether he lived jointly with the rest or separately in respect of food) bequeathed his self-acquired property to his two sons, and died before his father; in this case, if the property have been acquired with the aid of the father's funds and personal labour, a moiety of such acquisitions belongs to the father, and the other half will be made into five parts, of which two will go to the acquirer, and one to each of the three brothers: supposing the property to have been acquired without the aid of the father's funds or labour, in such case the brothers have no right to any share, but the father is entitled to a moiety. In both cases, the acquirer's sons are entitled to the portion to which their father was entitled. This opinion is conformable to the *Dáyabhága*, *Dáyatatwa*, and other authorities.

Property acquired by one of four brothers with the aid of his father's funds and labour, will on partition be made into ten parts, of which five will go to the father, two to the acquirer, and one to each of his brothers: if acquired without any aid, into two parts, the father taking one, and the acquirer one.

*Authorities:*

The text of KA'TYA'YANA cited in the above *authorities*:—"A father takes either a double share, or a moiety, of his son's acquisition of wealth."

"Here, the father has a moiety of the goods acquired by his son at the charge of his estate; the son who made the acquisition, has two shares; and the rest take one a piece. But, if the father's estate have not been used, he has two shares; the acquirer, as many; and the rest are excluded from participation." The *Dáyabhága*.

Sudder Dewanny Adawlut. Macn. H. L. Vol. II. Case 18, pp. 163, 164.

Sir William Macnaghten writes: "According to the law of Bengal, the father may make an unequal distribution of property acquired by himself exclusively, as well as of movable ancestral

* Coleb. Dig. Vol. III. p. 59.

নিমিত্তে রাখিয়া বিষম বিভাগ করিতে পারেন, এবং তিনি যে বিভাগ করেন তাহা যদি অসমান হয়, অথবা ন্যায্য কারণ ব্যতীত যদি কোন পুত্রকে নিরাশ করেন তবে তাদৃশ বিভাগ অধর্ম্ম্য হইলেও সিদ্ধ। জীমূতবাহন, রঘুনন্দন, শ্রীকৃষ্ণ এবং আর ২ গ্রন্থকর্ত্তাদের মতে পিতৃকৃত বিভাগকালে পুত্রের সমান অংশ অপুত্রা পত্নীকে দাতব্য পুত্রবতীকে দাতব্য নয়। যে স্থলে পিতা আপনার নিমিত্তে অধিকাংশ রাখেন সে স্থলে পত্নীরা কোন বিশেষ অংশ পাইতে অধিকারিণী নয়, কিন্তু পতিকর্ত্তৃক অবশ্যই প্রতিপালিতা হইবে; যে স্থলে পুত্রদিগকে ন্যূনাধিক দেওয়া যায় সে স্থলে পুত্রদিগের অংশ একত্র করিয়া সমান ভাগ করিলে যে পরিমাণ হয় সেই পরিমাণে পত্নীদিগের অংশ নির্ণীত হইবে"। (বা. ১. পৃ. ৪৪, ৪৭ ও ৪৯)।

এই সকল বঙ্গদেশীয় মতানুসারে সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও যথার্থ নয়। যথা—১৯২, ১৯৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৩ ও ১৮৪ সংখ্যক ব্যবস্থা ও তত্তৎ পোষকতায় ধৃত প্রমাণাদিতে প্রকাশ পাইবে, কেননা এই ব্যবস্থাদি উক্ত সাহেবের উল্লিখিত গ্রন্থকর্ত্তাদের মতানুগত ও তৎসকলই প্রায় তাঁহাদের গ্রন্থহইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—ভ্রাতৃকর্ত্তৃকবিভাগ

অথ তদ্বিভাগ-কাল—

ব্যবস্থা। ২১১ মরণ পাতিত্ব বা উপরতস্পৃহাদ্বারা কিম্বা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগে পিতার স্বত্ব ধ্বংস হইলে * অথবা স্বত্ব থাকিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইলে (পিতৃধন) বিভাগে পুত্রদের অধিকার জন্মে, অতএব তদবধি করিয়া ভ্রাতৃবিভাগ কাল †।

২১১ মরণ পাতিত্যোপরতস্পৃহত্বাশ্রমান্তর গমনৈঃ পিতুঃস্বত্বধ্বংসে * সত্যপি স্বত্বে তদিচ্ছাত এব পুত্রাণাং বিভাগাধিকারঃ, তেন ততঃপ্রভৃত্যেব ভ্রাতৃবিভাগ কালঃ †।

২১২ তথাপি মাতা বিদ্যমানে বিভাগ ধর্ম্ম্য নয় (অ) ‡।

২১২ তথাপি মাতরি জীবন্ত্যাং বিভাগো ন ধর্ম্ম্যঃ (অ) ‡।

(অ) অর্থাৎ ধর্ম্মতঃ সিদ্ধ নয়, কিন্তু ব্যবহারে সিদ্ধ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩।

(অ) অর্থাৎ ধর্ম্মার্থোঽসিদ্ধঃ, অর্থার্থস্তু সিদ্ধত্যেব। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩।

প্রমাণ। পিতামাতা বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রদের একত্র থাকাই উচিত। পিতামাতার অবিদ্যমানে পৃথক্ হইলে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়॥ ব্যাস। পিতামাতার ঊর্দ্ধ গমন হইলে, পুত্রেরা জুটিয়া পৈতৃক ধন ভাগ করিয়া লইবে, যেহেতু তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রেরা প্রভু নয়॥ মনু। তথাপি—

ভ্রাতৃণাং জীবতোঃপিত্রোঃ সহবাসো বিধীয়তে। তদভাবে বিভক্তানা ধর্ম্মস্তেষাং বিবর্দ্ধতে॥ ব্যাসঃ। ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমং। ভজেরন্ পৈতৃকং ঋকৃথং অনীশাস্তেহি জীবতোঃ॥ মনুঃ। তথাচ—

* দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ ১০ ও ১২।

† পিতার স্বত্ব ধ্বংস হইলে পুত্রেরা একত্র থাকুক, অথবা পিতার ধন ভাগ করিয়া লউক। এই দুই কল্পই মনুকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, যথা, '(পুত্রেরা) এই রূপ একত্র থাকুক অথবা ধর্ম্ম কামনায় পৃথক্ হউক। পৃথক্ হইলে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়, অতএব পৃথক হওয়া ধর্ম্ম্য বটে।

† পিতৃস্বত্বাপগমে পুত্রাঃ সহবসেয়ুঃ অথবা পিত্র্যংধনং বিভজেয়ুঃ—এতৎকল্পদ্বয়ং মনূক্তং, যথা 'এবং সহবসেয়ুর্ব্বা পৃথগ্ বা ধর্ম্মকাম্যয়া। পৃথগ্ বিবর্দ্ধতে ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্ম্যা পৃথক্ ক্রিয়া।'

‡ দা. ভা. পৃ. ৭০—৭২। কোল্. দা. ভা. পৃ. ৫৪—৫৩।

property, and of property of whatever description, recovered by himself, retaining in his own hands as much as he may think fit; and should the distribution he makes be unequal, or should he without a just cause exclude any one of his sons, the act is valid though sinful. According to JI'MU'TAVA'HANA, RAGHUNANDANA, SRI'KRISHNA, and other Bengal authors, when partition is made by a father, a share equal to that of a son must be given to the childless wife, not to her who has male issue; that where he (the father) reserves a large portion for himself, his wives are not entitled to any specific share, but must be maintained by him; and that where unequal shares are given to sons, the average of the shares of the sons should be taken for the purpose of ascertaining the allotments of the wives." (Vol. I. pp. 44, 47, & 49.)

These however are not quite correct and accurate as regards the doctrine of the Bengal school, as will be found on reference to the *Vyavasthás* Nos. 192, 193, 174, 175, 176, 177, 178, 180 & 184, and their corroborative authorities and remarks, all of which are the doctrines of, and almost all of which are quoted from, the authorities alluded to by the learned gentleman.

## SECTION II.—PARTITION BY BROTHERS.

### THE PERIOD OF SUCH PARTITION.

Vyavasthá

211 If the right of property be annulled by death, degradation for sin, disregard of temporal matters, or by the quitting of the condition of a householder,* or if the father chooses while his right still subsists, the sons become entitled to partition: from that time therefore does the period of partition commence†.

212 However, partition is not lawful, while the mother lives (a)‡.

(a) That is, such partition is unlawful in respect of religious duties, and is only lawful in respect of property. See Cole. Dig. Vol. III. p. 78.

Authority

For brethren a common abode is ordained, so long as both parents live: but after their decease, religious merits of separated brethren increase. VYA'SA. After the death of the father and mother, the brothers, being assembled, will equally divide the paternal estate; for they have not power over it while they (the parents) live. MANU. However,——

* *Vide ante*, pp. 11—13.

† After the natural or civil death of the father, either let the sons live together, or let them divide the paternal estate. This alternative is pronounced by MANU:—'Either let them thus live together, or, if they desire (separately to perform) religious rites, let them live apart; since religious duties are multiplied in separate houses, their separation is therefore legal (and even laudable.)

‡ Coleb. Dá. bhá. pp. 54—56.

ব্যবস্থা।

১১৩ মাতার অনুমতিতে বিভাগ করিলে তাহা ধর্ম্ম্য। দা. ভা. পৃ. ৭৩।

'ভগিনীরা বিবাহিতা হইলে' ইহা বলাতে ভবিবাহের পর বিভাগ কাল সূচিত হয় নাই, কিন্তু তাহাদের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক, ইহাই অভিপ্রেত হইয়াছে। দা. ভা. পৃ. ৩১।

'পিতা কর্ম্মাক্ষম হইলে পুত্ত্রেরা বিভাগ করিতে স্বাধীন হয়' এই যে কথা সে তদ্বচনার্থ না বুঝাতেই উক্ত হইয়াছে। কেননা হারীত কহেন—'পিতা জীবিত থাকিতে ধন গ্রহণ ও ব্যয় এবং বন্ধক বিষয়ে পুত্ত্রেরা স্বাধীন নয়, (কিন্তু) পিতা জরাগ্রস্ত বা প্রবাসস্থ অথবা পীড়িত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্ত্র বিষয় চিন্তা করিবেন॥' শঙ্খলিখিত সুব্যক্ত রূপে কহিতেছেন—'পিতা অশক্ত হইলে জ্যেষ্ঠ (পুত্ত্র) বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, অথবা কার্য্যজ্ঞ অবরজ ভ্রাতা তদনুমতিতে তৎকার্য্য করিবেন, কিন্তু পিতা বৃদ্ধ, বিপরীত চিত্ত, অথবা দীর্ঘ রোগী হইলেও তাঁহার ইচ্ছা না হইলে বিভাগ হয় না। জ্যেষ্ঠই পিতার ন্যায় আর আর ভ্রাতার বিষয় রক্ষা করুন, (কেননা) পরিবারের পালন ধনমূলক, পিতা থাকিতে তাহারা স্বাধীন নয়, মাতা থাকিতেও নয়। এই বচনদ্বয়ে পিতা কর্ম্মাক্ষম অথবা দীর্ঘ রোগী হইলেও বিভাগ নিষিদ্ধ হইয়া কথিত হইয়াছে যে জ্যেষ্ঠ পুত্ত্রই বিষয় দেখিবেন, অথবা তৎকনিষ্ঠ কার্য্যজ্ঞ হইলে তিনিই তাহা করিবেন। অতএব 'পিতার ইচ্ছা না হইলে বিভাগ হইবে না' ইহা কথিত হওয়াতে পিতা কর্ম্মাক্ষম হইলে যে ধন বিভাগ হইবে ইহা ভ্রান্তি বশতঃ লিখিত হইয়াছে। দা. ভা. পৃ. ২৯ ও ৩০।

১১৩ মাতুরনুমত্যৈব বিভাগো ধর্ম্ম্যঃ। দা. ভা. পৃ. ৭৩।

'দত্তাসু ভগিনীষু চেত্তি' ন কালার্থং কিন্তু তাসামবশ্যং দানার্থং। দা. ভা. পৃ. ৩১।

'যচ্চ কার্য্যাক্ষমে পিতরি পুত্ত্রাণাং বিভাগে স্বাতন্ত্র্যমুক্তং' তদ্বচনানভিজ্ঞত্বেন, তথাচ হারীতঃ— 'জীবতি পিতরি পুত্ত্রাণাং অর্থাদানবিসর্গাক্ষেপেষু ন স্বাতন্ত্র্যং, কামং দীনে প্রোষিতে আর্ত্তিং গতে বা জ্যেষ্ঠোঽর্থাংশ্চিন্তয়েৎ।' সুব্যক্তমাহতুঃ শঙ্খলিখিতৌ,—'পিতর্য্যশক্তে ব্যবহারান্ জ্যেষ্ঠঃ প্রতিকুর্য্যাৎ অনন্তরো বা কার্য্যজ্ঞস্তদনুমতো নত্বকামে পিতরি ঋক্থবিভাগো বৃদ্ধে বিপরীতচেতসি দীর্ঘরোগিণি বা। জ্যেষ্ঠএব পিতৃবদর্থান্ পালয়েদিতরেষাং ঋক্থমূলং হি কুটুম্বমস্বতন্ত্রাঃ পিতৃমন্তো-মাতুরপ্যেবমবস্থিতায়াঃ।' এতদ্বচনদ্বয়ং কার্য্যাক্ষমে দীর্ঘরোগিণি চ পিতরি বিভাগং নিষিধ্য জ্যেষ্ঠ এব গৃহং চিন্তয়েৎ তদনুজো বা কার্য্যজ্ঞ ইত্যাহ। অতো নত্বকামে পিতরি ইত্যেতদেব কার্য্যাক্ষমে পিতরি ঋক্থবিভাগইতি ভ্রান্তলিখিতং। দা. ভা. পৃ. ২৯ ও ৩০।

## অথ ভ্রাতাদের অংশ-পরিমাণ।

সবর্ণ ভ্রাতাদের* বিভাগ উদ্ধারপূর্ব্বক বা সমান এই দুই প্রকার কথিত হইয়াছে। পরন্তু উদ্ধার নানা ঋষিকর্তৃক নানা প্রকার কথিত হইয়াছে। যথা

মনু—"বিংশোদ্ধার এবং সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা জ্যেষ্ঠের, তাহার অর্দ্ধেক মধ্যমের, এবং

সবর্ণভ্রাতৃণাং* বিভাগঃ উদ্ধারপূর্ব্বকঃ সমএব বেতি দ্বিবিধঃ কথিতঃ। উদ্ধারাস্তু নানা ঋষিভির্নানাবিধাঃ কথিতাঃ। যথা—

মনুঃ—"জ্যেষ্ঠস্য বিংশউদ্ধারঃ সর্ব্বদ্রব্যাচ্চ যদ্বরং। ততোঽর্দ্ধং মধ্যমস্য স্যাত্তুরীয়ন্তু যবীয়সঃ॥

---

* কলি ভিন্ন আর আর যুগে অসবর্ণ পত্নীর পুত্ত্রেরাও বিষয়ভাগি হইত। কিন্তু ইদানীং অসবর্ণা অব্যোবৃণক যেহেতু কলি যুগে ভিন্ন জাতীয়া বিবাহ প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে তদ্গর্ভজ পুত্ত্রেরও দায়াধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে।

* কলীতরযুগে অসবর্ণভ্রাতৃণামপি ভাগভাগিত্বমাসীৎ কিন্তু নদিদানীং তদ্বর্ণনেন, কলাবসবর্ণবিবাহপ্রতিষেধেন তজ্জাতস্য দায়াধিকারনিষিদ্ধত্বাৎ।

দা. ভা. পৃ. ৭৮। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫০। বি. দা. ভা. টী. বু. ১।

113 With the mother's consent, the partition is lawful. Coleb. Dá. bhá. p. 57. Vyavasthá

The condition "and when the sisters are married" does not intend a distinct period, but inculcates the necessity of disposing of them in marriage. Coleb. Dá. bhá. p. 21.

The alleged power of sons to make a partition, when the father is incapable of business (by reason of extreme age, &c.) has been asserted through ignorance of express passages of law (to the contrary.) Thus HA'RI'TA says: "While the father lives, sons have no independent power in regard to the receipt, expenditure, and bailment of wealth. But, if he be decayed, remotely absent, or afflicted with disease, let the eldest son manage the affairs as he pleases." So SANKHA and LIKHITA explicitly declare: "If the father be incapable, let the eldest manage the affairs of the family, or, with his consent, a younger brother conversant with business. Partition of the wealth does not take place, if the father be not desirous of it, when he is old, or his mental faculties are impaired, or his body is afflicted with a lasting disease. Let the eldest, like a father, protect the goods of the rest; for (the suppo (A/) the family is founded on wealth. They are not independent while they have their father living, nor while the mother survives." These two passages, forbidding partition when the father is incapable of business, or when he labours under a lasting disorder, direct that the eldest son should superintend the household, or a younger son who is conversant with business. The text last cited, therefore, runs "not if the father desire it not;" and it was by mistake that it was written "if he be incapable of business, partition of the wealth takes place, &c." Cole. Dá. bhá. pp. 19,20.

## EXTENT OF THE SHARES OF THE BROTHERS.

Two modes of partition among brothers alike by class* are propounded; namely, either with deductions or else an equal division.† The deductions are of various kinds as ordained by the different sages. They are as follows:—

MANU:—"The portion deducted for the eldest is a twentieth part (of the heritage,) with the best of all the chattels; for the middlemost, half of that, or a fortieth; for the youngest, a

* In ages other than the *Kali*, brothers born of a mother of different class from that of the father were also entitled to share. Now however it is useless to state the particulars of the same, inasmuch as the marriage with a girl of a different class having been prohibited in the *Kali* age, the heritable right of a son born of such a girl is annulled.

† Vide Coleb. Dá. bhá. p. 81.—W. Dá. kra. sang. p. 104.—Coleb. Dig. Vol. II. pp. 546.—587.

তুরীয়াংশ অর্থাৎ অশীতি ভাগের এক ভাগ কনিষ্ঠের ॥ জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ যথা কথিতরূপে লইবে। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভিন্ন যে ভ্রাতারা, তাহাদের মধ্যমরূপ উদ্ধার প্রাপ্য* ॥ সকল রূপ ধনের শ্রেষ্ঠ যাহা এবং উৎকৃষ্ট যে এক দ্রব্য তাহা ও গবাদি পশুর দশের মধ্যে যে টি শ্রেষ্ঠ তাহা জ্যেষ্ঠ লইবেন ॥ যে ভ্রাতারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে পারগ তাহাদের মধ্যে দশ বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠোদ্ধার নাই, কেবল মানবর্দ্ধনার্থ জ্যেষ্ঠকে কিঞ্চিৎ দাতব্য ॥ এইরূপে উদ্ধার উদ্ধৃত হইলে অবশিষ্টের সমান ভাগ কর্ত্তব্য। যদি উদ্ধার উদ্ধৃত না হয়, তবে এইরূপে তাহাদের অংশ কল্পনা হইবে ॥ জ্যেষ্ঠ পুত্র দুই ভাগ, ও তৎপরজ দেড় ভাগ লইবে, কনিষ্ঠেরা প্রত্যেকে এক ভাগ লইবে, এই ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা †॥ জ্যেষ্ঠাস্ত্রীর গর্ভে কনিষ্ঠ পুত্র জন্মিলে, এবং কনিষ্ঠার গর্ভে জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলে সে স্থলে কি প্রকার বিভাগ হইবে [illegible] সংশয় যদি হয়,—ঐ জ্যেষ্ঠ এক বৃষভ উদ্ধা[illegible] চিত লইবে, স্ব স্ব মাতৃক্রমে তাহা হইতে ন্যূন ভ্রাতারা অপর অশ্রেষ্ঠ যে বৃষ তাহা লইবে। জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজ জ্যেষ্ঠপুত্র এক বৃষভ ও পঞ্চদশ গবী লইবে, অনন্তর অবশিষ্ট পুত্রেরা স্ব স্ব মাতৃক্রমে লইবে‡।"

জ্যেষ্ঠশ্চৈব কনিষ্ঠশ্চ সংহরেতাং যথোদিতম্। যেন্যে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং তেষাং স্যান্মধ্যমংধনং* ॥ সর্ব্বেষাঞ্চনজাতানামাদদীতাগ্র্যমগ্রজঃ। যচ্চ সাতিশয়ং কিঞ্চিদ্দশতশ্চাপ্নুয়াদ্বরং ॥ উদ্ধারো ন দশস্বস্তি সম্পন্নানাং স্বকর্ম্মসু। যৎকিঞ্চিদেব দেয়স্তু জ্যায়সে মানবর্দ্ধনং ॥ এবং সমুদ্ধৃতোদ্ধারে সমানংশান্ প্রকল্পয়েৎ। উদ্ধারেঽনুদ্ধৃতে ত্বেষামিয়ং স্যাদংশকল্পনা ॥ একাধিকং হরেজ্জ্যেষ্ঠঃপুত্রোধ্যার্দ্ধন্ততোনুজঃ। অংশমংশং যবীয়াংস ইতিধর্ম্মোব্যবস্থিতঃ† ॥ পুত্রঃ কনিষ্ঠোজ্যেষ্ঠায়াং কনিষ্ঠায়াঞ্চ পূর্ব্বজঃ। কথন্তত্র বিভাগঃ স্যাদিতি চেৎ সংশয়ো ভবেৎ ॥ একং বৃষভমুদ্ধারং সংহরেত স পূর্ব্বজঃ। ততোঽপরেঽজ্যেষ্ঠবৃষাস্তদূনানাং স্বমাতৃতঃ ॥ জ্যেষ্ঠস্তু জাতোজ্যেষ্ঠায়াং হরেদ্বৃষভষোড়শাঃ। ততঃ স্বমাতৃতঃ শেষাভজেরন্নিতি ধারণা‡।"

মনু ও বৃহস্পতি—'দ্বিজাতিদের যে সকল পুত্র সবর্ণার গর্ভজাত তন্মধ্যে আর আর ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠকে উদ্ধার দিয়া সমান ভাগ লইবে।'

মনু-বৃহস্পতী—'সমবর্ণাসু যে জাতাঃ সর্ব্বে পুত্রাদ্বিজন্মনাং। উদ্ধারং জ্যায়সে দত্ত্বা ভজেরন্নিতরে সমং ॥'

বৃহস্পতি—'দায়াদদিগের মধ্যে দুই প্রকার বিভাগ কথিত হইয়াছে। এক বয়োজ্যেষ্ঠক্রমে অন্য সম

বৃহস্পতিঃ—'দ্বিপ্রকারো বিভাগস্তু দায়াদানাং প্রকীর্ত্তিতঃ। বয়োজ্যেষ্ঠক্রমেণৈকঃ সমাপরাংশকল্প-

* সবর্ণা মাতার ও বিমাতার তনয়দের মধ্যে যে অগ্রজ সেই জ্যেষ্ঠ, মাতার জ্যেষ্ঠতানুসারে পুত্রের জ্যেষ্ঠতা নয়। যথা মনু—সবর্ণ স্ত্রীদের গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অবিশেষে জন্মক্রমেই জ্যেষ্ঠত্ব হয়, মাতৃক্রমে নয় ॥ অতএব, সর্ব্বাগ্রজ যে সেই জ্যেষ্ঠ,—সর্ব্বশেষে জাত যে সেই কনিষ্ঠ। তদ্ভিন্ন সকলই মধ্যমোৎপন্ন—মধ্যম।

এস্থলে সমুদয় ধন চল্লিশ ভাগে বিভাজ্য বিংশোদ্ধারের পর অবশিষ্ট ধনের চল্লিশ ভাগের ভাগ উদ্ধার কর্ত্তব্য নয়, যেহেতু 'তাহার অর্দ্ধেক' ইহা বলাতে উহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। অশীতি ভাগের ভাগ উদ্ধারও এইরূপে কর্ত্তব্য।

† পরন্তু জ্যেষ্ঠ ও তদনুজ বিদ্যাদি গুণযুক্ত ও কনিষ্ঠেরা নির্গুণ হইলে এই ব্যবস্থা বোদ্ধব্য। কুল্লূকভট্ট।

‡ এতাবতা মনু চারি প্রকার বিষম বিভাগ কহিয়াছেন, পরন্তু ইহা বলিতে হইবে যে এক স্থলে চারিপ্রকার বিভাগ করণ সম্ভব না হওয়াতে স্থল বিশেষে বিভাগ বিশেষ কর্ত্তব্য, কল্লূক ভট্ট ও চণ্ডেশ্বরাদির এই মত। বি. দা. ভা. ধী. বু. ১।

* জ্যেষ্ঠত্বঞ্চ মাতৃতঃ সজাতীয় বিমাতৃতো বা জাতানাং, অগ্রজাতত্বং ন তেষাং মাতৃতোজ্যৈষ্ঠ্যং। যথা মনুঃ—সদৃশস্ত্রীষু জাতানাং পুত্রাণামবিশেষতঃ। ন মাতৃতোজ্যৈষ্ঠ্যমস্তি জন্মতোজ্যৈষ্ঠমুচ্যতে ॥ অতএব, জ্যেষ্ঠঃ সর্ব্বপ্রথমোৎপন্নঃ। কনিষ্ঠঃ—সর্ব্বশেষোৎপন্নঃ।—তদিতরে সর্ব্বএব মধ্যমোৎপন্নাঃ মধ্যমাঃ ॥

অত্র চত্বারিংশৎভাগঃ সমুদয়ধনানামেব কর্ত্তব্যঃ ন তু বিংশোদ্ধারে কৃতেঽবশিষ্টধনানামিতি। ততোঽর্দ্ধমিত্যনেন স্পষ্টমেবোক্তত্বাৎ। এবমশীতিভাগস্থলেঽপি। বি. দা. ভা. ধী. বু. ১।

† ইদন্তু জ্যেষ্ঠতদনুজযোর্ব্বিদ্যাদিগুণবত্ত্বাপেক্ষয়া কনিষ্ঠানাঞ্চ নির্গুণত্বে বোদ্ধব্যং। কুল্লূকভট্টঃ।

‡ তথাচ মনুনা চতুর্ব্বিধোবিষমবিভাগউক্তঃ—একস্থলে চতুর্ব্বিধবিভাগকরণাসম্ভবাৎ স্থলবিশেষে বিভাগবিশেষইতি বক্তব্যং। এতচ্চ কল্লূকভট্টচণ্ডেশ্বরাদীনাং মতং। বি. দা. ভা. ধী. বু. ১।

quarter of it, (or an eightieth.) The eldest and youngest respectively take their just mentioned portions; and if there be more than one between them, each of the intermediate* sons has the mean portion (or fortieth.) Of all the goods collected, let the first born take the best article, whatever is most excellent in its kind, and the best of ten (cows or the like.) But, among brothers equally skilled in performing their several duties, there is no deduction of the best in ten (or the most excellent chattle;) though some trifle, as a mark of greater veneration, should be given to the first born. If a deduction be thus made, let equal shares of the residue be ascertained (and received;) but if there be no deduction, the shares must be distributed in this manner: Let the eldest have a double share, and the next born a share and half, the younger sons must have each a share: Thus is the law settled†. A younger son being born of the first married wife, after an elder son had been born of a wife last married, it may be a doubt in that case how the division shall be made: Let the son born of the elder wife take one most excellent bull deducted from the inheritance; the next excellent bulls are for those who were born first, but are inferior on account of their mothers, (who were married last.) A son, indeed, who was first born, and brought forth by the wife first married, may take one bull and fifteen cows; and the other sons may then take, each in right of his several mother: such is the fixed rule."‡

MANU and VRISHASPATI:—"All the sons of twice born men, produced by wives of the same class, must divide the heritage equally, after the younger brothers have given the first born his deducted allotment."

VRIHASPATI:—"Two modes of partition are expressly ordained for co-heirs: one, in the order of seniority; the other, by allotment of equal shares. The eldest (or he) who is pre-eminent by birth,

* '*Eldest*'—that is, first by birth among brothers, born of mothers or step-mothers alike by class. Thus MANU:—"Between sons born of wives equal in class, and without any other distinction, there can be no seniority in right of the mother, the seniority ordained by law is according to the birth."—So the eldest is the first born of all the sons; the youngest is the last born; and all the intermediate sons are middle.

The fortieth part should be computed on the whole estate, not on the residue after deducting a twentieth part; for that is expressly declared by the term 'half of that.' The same should be also affirmed in respect of the eightieth part. Coleb. Dig. vol. II. p. 549.

† This however must be understood as applicable to the case where the eldest and the one next to him are endued with learning and other qualities, and the younger brothers are devoid of any good quality. *Kullúkabhatta.*

‡ Thus MANU delivers four modes of unequal partition; and since partition cannot be made in four ways in the same case, it must be affirmed that he intends a distinction according to circumstances. Such is the opinion of *Kullúkabhatta*, *Chandeshwara*, and others. Coleb. Dig. vol. II. 558.

অংশ কল্পনা। জন্ম বিদ্যা ও গুণে যে জ্যেষ্ঠ সে দায়রূপ ধনের দুই অংশ পাইবে। আর আর ভ্রাতারা সমাংশ ভাগি। জ্যেষ্ঠ তাহাদের পিতৃতুল্য।'

বশিষ্ঠ—'ভ্রাতৃগণের মধ্যে দায়ের বিভাগ যথা—দায়ের দুই অংশ* এবং গরু ও অশ্বের দশকের মধ্যে এক জ্যেষ্ঠ লইবেন। ছাগল ভেড়া ও এক গৃহ কনিষ্ঠের এবং কৃষ্ণলৌহ ও গৃহের উপকরণ বা দ্রব্যাদি মধ্যমের।'

বিষ্ণু—'সবর্ণাস্ত্রীর গর্ভজ পুত্রেরা সমান ভাগ লইবে, কিন্তু জ্যেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ দ্রব্য উদ্ধার করিয়া দিবে।'

হারীত—'গোসমূহ ভাগ করিতে হইলে জ্যেষ্ঠকে এক বৃষভ দিবে, অথবা শ্রেষ্ঠ ধন দিবে, এবং তাঁহাকে বিগ্রহ ও (পিতৃ) গৃহ দিয়া অন্য ভ্রাতারা বাহির হইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। এক গৃহ থাকিলে তাহার উত্তমাংশ জ্যেষ্ঠকে দিবে আর আর ভ্রাতারা পর পর (উত্তম অংশ) লইবে।'

আপস্তম্ব—'দেশ বিশেষে সুবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ গরু, ও ভূমির কৃষ্ণশস্য এবং পিতার পাত্র সকলও জ্যেষ্ঠের।'

শঙ্খলিখিত—'জ্যেষ্ঠকে এক বৃষভ, এবং কনিষ্ঠকে পিতার অবস্থান ভিন্ন অন্য গৃহ দাতব্য।'

গোতম—'(দায়ের) বিংশতি ভাগ, একযোড়া (গরু), উভয় চলে দন্ত আছে এমত পশুযুক্ত রথ ও গুর্বিণী করিবার নিমিত্ত বৃষ জ্যেষ্ঠের; এবং কাণা, বুড়া, শিঙ্গভাঙ্গা ও বেঁড়িয়া পশু মধ্যমের। যদি একরূপ পশু অনেক থাকে, ভেড়ি, ধান্য, লৌহ, গৃহ, গাড়ি, জোঁয়ালি ও প্রত্যেক চতুষ্পদের এক এক কনিষ্ঠের; অবশিষ্ট সমস্ত ধন সমভাগ হইবে॥ (সবর্ণাকনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজ) জ্যেষ্ঠপুত্র একটি বৃষভ অধিক পাইবে, (সবর্ণা) জ্যেষ্ঠাস্ত্রীর গর্ভজ পুত্র এক বৃষ ও পঞ্চদশ গবী পাইবে এবং কনিষ্ঠার গর্ভজ পুত্র যে উদ্ধার পাইবে জ্যেষ্ঠার গর্ভজ কনিষ্ঠ পুত্রও তাহাই পাইবে। জ্যেষ্ঠ ইচ্ছানুসারে প্রথমে এক দ্রব্য লইবে এবং পশুর মধ্যে দশটি লইবে।'

"সকলকে অবিশেষে সমান ভাগ দত্ত হউক, অথবা জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দ্রব্য উদ্ধার করিয়া লউক,

না॥ জন্মবিদ্যাগুণজ্যেষ্ঠো দ্ব্যংশং দায়মবাপ্নুয়াৎ। সমাংশভাগিনস্ত্বন্যে—তেষাং পিতৃসমস্তু সঃ॥'

বশিষ্ঠঃ—'অথ ভ্রাতৄণাং দায়বিভাগোদ্ব্যংশং হরেৎ জ্যেষ্ঠঃ* গবাশ্বস্য চানুদশমং অজাবয়োগৃহমেকং কনিষ্ঠস্য, কার্ষ্ণায়সং গৃহোপকরণানি মধ্যমস্য।'

বিষ্ণুঃ—'সবর্ণাপুত্রাঃ সমানংশানাদদ্যুর্জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠমুদ্ধরেযুঃ

হারীতঃ—'বিভজিষ্যমাণে গবাং সমূহে বৃষভমেকং ধনং বরিষ্ঠম্বা জ্যেষ্ঠায় দদ্যুঃ দেবতাগৃহঞ্চ ইতরে নিষ্ক্রম্য কুর্য্যুঃ। একস্মিন্নেব দক্ষিণং জ্যেষ্ঠায় অনুপূর্ব্বমস্যেতরেষাং॥'

আপস্তম্বঃ—'দেশবিশেষে সুবর্ণং কৃষ্ণাগাবঃ কৃষ্ণংভৌমং জ্যেষ্ঠস্য মিথঃ পিতুঃ পরিভাণ্ডঞ্চ।'

শঙ্খলিখিতৌ—'বৃষভোজ্যেষ্ঠায়, গৃহং যবীয়সে ঽন্যৎ পিতুরবস্থানাৎ।'

গোতমঃ—'বিংশতিভাগোজ্যেষ্ঠস্য মিথুনমুভয়তোদদ্যুক্তোরথঃ গোবৃষঃ;কাণখোরকূটবণ্ডা মধ্যমস্য। অনেকাশ্চেদবিধান্যায়সী গৃহমনোযুক্তং চতুষ্পদাঞ্চৈককং যবীয়সঃ সমমেবেতরৎ সর্ব্বং। বৃষভোঽধিকো, জ্যেষ্ঠস্য,বৃষভষোড়শাজ্যৈষ্ঠিনেয়স্য সমাভাগা জ্যৈষ্ঠিনেযেন যবীয়সা॥ একৈককং বা ধনরূপং যৎকাম্যং পুর্ব্বতঃ পুর্ব্বোলভেত দশতঃ পশূনাং॥'

"সমঃ সর্ব্বেষামবিশেষাৎ বরম্বাদ্রব্যমুদ্ধরেজ্জ্যেষ্ঠ ইতি দশানামেকমুদ্ধরেজ্জ্যেষ্ঠঃ সমমিতয়ে বিভজেরন্"

* কেবল জ্যেষ্ঠত্ব নিমিত্তই যে দুই ভাগ প্রাপ্য এমত নহে, তাহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন—'জন্ম ও বিদ্যা এবং গুণে যে জ্যেষ্ঠ সেই দুই অংশ পাইবে'। দা. ভা. পৃ. ৫২।

* দ্ব্যংশহরত্বমপি ন জ্যেষ্ঠতামাত্রেণ তদাহ বৃহস্পতিঃ 'জন্মবিদ্যাগুণজ্যেষ্ঠোদ্ব্যংশং দায়মবাপ্নুয়াৎ'। দা. ভা. পৃ. ৫২।

science, and virtuous qualities, shall receive two shares of the heritage ; the rest shall share alike : but he is venerable like their father."

VASHISHTA :—" Partition of heritage among brothers shall be thus made : the eldest shall take a double share, and the tithe of cows and horses ; the youngest shall have the goats and sheep, and one house ; the sword and other black iron, and the furniture of the house, shall belong to the middlemost."

VISHNU :—" Let sons produced by wives of equal class receive equal shares, but give the best chattle as a deducted allotment to the first born."

HA'RI'TA :—" When a herd of kine is to be divided, let the rest of the brethren give a bull to the eldest brother, or give him the best chattle, leaving to him the images of deities and the patrimonial house, let them remove and erect other habitations : or if they remain in the same court, the best apartment shall be asigned to the eldest, and successively the next best to the others."

A'PASTAMBA :—" In certain countries a *suvarna*, a black cow, and the black produce of the earth, devolve on the eldest son, together with the utensils of the common father."

SANKHA and LIKHITA :—" To the eldest son a bull shall be given ; to the youngest, a house other than the father's habitation."

GOTAMA :—" A twentieth part of the heritage, a pair (of kine), a car with beasts which have teeth in both jaws, and the bull kept for impregnation, shall belong to the eldest ; cattle blind of one eye, or old, and those of which the horns are broken, the tail hairless, shall belong to the middlemost, if there be two or more head of such cattle ; a ewe, some grain, iron, a house, a cart and yoke, and one of every sort of quadruped, shall belong to the youngest, the residue shall equally be divided. One bull shall be the additional portion of an eldest son (born of a wife last married, or if ) produced by the first married wife, he shall have a bull and fifteen cows ; or the same deduction (which is granted to an elder son born of a wife last married,) shall be received by a younger son born of an elder wife. Or the first born shall first choose and take any one chattle, and ten head of cattle, (and the rest shall successively make a similar selection)."

Citing the scripture :—" Let equall shares be given to all without distinction, or let the eldest deduct the most excellent cattle ; or let the first born take one of ten (cows and the like,) and

* The right of taking a double share, too, is not confined to the case of primogeniture. Thus VRIHASPATI says : 'The eldest by birth, by science, and by good qualities, shall obtain a double share of the heritage.' Coleb. Dá. bhá. p. 39.

জ্যেষ্ঠ দশ ভাগের ভ.গ উদ্ধার করিয়া লউক অন্যে সমান ভাগ পাউক” এই শ্রুতি গর্ভ বৌধায়ন বচনে জ্যেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ দ্রব্য ও গবাদি এক জাতীয় পশুর মধে দশ দশ হইতে এক দেওয়া কথিত হইয়াছে।

বৌধায়ন—‘পিতা অবর্ত্তমানে, চারি বর্ণের ক্রমানুসারে গো, অশ্ব, ছাগল ও ভেড়া জ্যেষ্ঠাংশ।’

নারদ—‘জ্যেষ্ঠকে অধিক ভাগ দাতব্য, কনিষ্ঠের ন্যূনাংশ কথিত হইয়াছে। আর আর ভ্রাতারা সমাংশভাগি, অবিবাহিতা ভগিনীও ঐরূপ।’

দেবল—‘সমান গুণযুক্ত ভ্রাতাদের মধ্যম ভাগ প্রাপ্য আদিষ্ট হইয়াছে, এবং জ্যেষ্ঠ ন্যায়কারি হইলে তাহাকে দশম ভাগ দেওয়াইবেন।’

এতাবতা ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তারা এমত বিভিন্নরূপ উদ্ধার বিধান করিয়াছেন যে তৎসমন্বয় দুষ্কর। যাহা হউক অবস্থাবিশেষে ঐ সকলের একরূপ উদ্ধার দানই তৎপর্য্য বোধ হইতেছে। পরন্তু ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে যে ভ্রাতারা গুণান্বিত তাহারাই উদ্ধারার্হ, বৃহস্পতি তাহা সুব্যক্তরূপে কহিয়াছেন যথা—“কথিত বিধানমতে সকল পুত্রই পিতৃধনহারি। পরন্তু তাহারদের মধ্যে যে বিদ্যাবান্ ও ধর্ম্মকর্ম্মশালী সে অধিক পাইতে অধিকারী॥ বিদ্যা,* বিজ্ঞান, শৌর্য্য, জ্ঞান, দান, ও সৎক্রিয়া এই সকল বিষয়ে যাহার কীর্ত্তি ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত, সেই পুত্রেতেই পিতৃলোক পুত্রবন্ত হয়েন।” এবং নির্গুণ দুষ্কর্ম্মশালি ভ্রাতারা কেবল বিংশোদ্ধার পাইতে অযোগ্য এমত নহে, কিন্তু দায়াধিকারিও নয়, যথা নিম্নলিখিত বিবাদ ভঙ্গার্ণবের পংক্তি কতিপয়ে প্রকাশ ‘যে জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের আচরণ করেন পিতাও তিনি মাতাও তিনি! জ্যেষ্ঠের আচরণ করেন না যে জ্যেষ্ঠ তিনি বন্ধুর ন্যায় মান্য। ইত্যাদি বচনে নির্গুণ জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন বিংশোদ্ধারাদিরূপ অধিক ভাগপ্রাপ্তি নিষিদ্ধ উক্ত হইয়াছে, তদনন্তর—কুকর্ম্মকারি ভ্রাতামাত্রেই বিষয় পাইতে যোগ্য নয়—এই বচনে গর্হিত কর্ম্মকারি জ্যেষ্ঠাদি সকল ভ্রাতাই বিষয়ে অনধিকারি এবং উদ্ধার প্রাপ্তির নিমিত্তে জ্যেষ্ঠত্ব ও গুণবত্ব দুই আবশ্যক উক্ত হইয়াছে।’ পরন্তু উপরি ধৃত সকল

ইতিচ শ্রুতিপঠিতবৌধায়ন বচনং জ্যেষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠদ্রব্যদানং গবাদীনাং সজাতীয়ানাং দশসু দশসু মধ্যে একৈকস্য দানঞ্চাহ।

বৌধায়নঃ—‘অসতি পিতরি চতুর্ব্বর্ণক্রমেণ গোঽশ্বাবয়োজ্যেষ্ঠাংশো যথাসঙ্খ্যেন।’

নারদঃ—‘জ্যেষ্ঠায়াংশোঽধিকোদেয়ঃ কনিষ্ঠায়াবরঃস্মৃতঃ। সমাংশ ভাগিনঃ শেষাঃ অপ্রত্তা ভগিনী তথা॥’

দেবল—‘পুত্রাণাং মধ্যমোদায়ঃ সমানানামপীষ্যতে। জ্যেষ্ঠস্য দশমং ভাগং ন্যায়বিত্তস্য দাপয়েৎ।’

এতাবতা ধর্ম্মশাস্ত্র কর্তৃভিরীদৃগ্বিভিন্নরূপা উদ্ধারা বিহিতা যৎ তেষাং সমন্বয়োদুষ্করঃ। কিন্তু অবস্থাবিশেষেণ তেষামন্যতর দানমেব তাৎপর্য্যমিত্যবগম্যতে। কিঞ্চ ইদং স্পষ্টং প্রকাশতে যৎ যে ভ্রাতরো গুণান্বিতাস্তএবোদ্ধারার্হাঃ এতচ্চ বৃহস্পতিনা সুব্যক্ত মুক্তং যথা—‘পিতৃঋক্থহরাঃ পুত্রাঃ সর্ব্বএব যথামতাঃ। বিদ্যাকর্ম্মযুতস্তেষামধিকং লব্ধুমর্হতি। বিদ্যা* বিজ্ঞান শৌর্য্যার্থে জ্ঞান দান ক্রিয়াসুচ। যস্যেহ প্রথিতা কীর্ত্তিঃ পিতরস্তেন পুত্রিণঃ।’ এবং নির্গুণাদুষ্কর্ম্মশালিনো ভ্রাতরো ন কেবলমুদ্ধারাযোগ্যাঃ কিন্তু দায়াদাঅপি ন ভবন্তি ইতি বিবাদ ভঙ্গার্ণবস্য কতিপয় পংক্তিষু প্রকাশতে ‘যো-জ্যেষ্ঠো জ্যেষ্ঠবৃত্তিঃ স্যান্মাতেব স পিতেব সঃ। অজ্যেষ্ঠবৃত্তির্যস্তু স্যাৎ স সম্পূজ্যস্তু বন্ধুবদিত্যাদি বচনেন নির্গুণ জ্যেষ্ঠস্য জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধন বিংশোদ্ধারাদি রূপাধিক ভাগস্য নিষেধ উক্তঃ, তদনন্তরং—সর্ব্বএব বিকর্ম্মস্থাঃ নার্হন্তি ভ্রাতরোধনমিত্যনেন—নিন্দিতকর্ম্মণাং জ্যেষ্ঠাদীনাং সর্ব্বেষামেব ভাগে নার্হত্বং জ্যেষ্ঠত্বং গুণবত্বমিতিদ্বয়মেবোক্তং।’ পরন্তূপর্য্যুক্ত সর্ব্ববচনানাং টীকাদীনাঞ্চ বিবেচনয়া স্থিরীকৃত-

বিদ্যা—অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রাভ্যাস,—ইহা ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরই সম্ভবে। বি. দা. ভা. ঘী. র. ৩।

* বিদ্যা—বেদাদি শাস্ত্রাভ্যাসঃ,—আয়ঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনাং ত্রয়াণাং বর্ণানাং। বি, দা. ভা. ঘী. র. ৩।

let the rest share equally," the text of BOUDHA'YANA directs the best chattel to be given to the eldest, and one out of ten cows or other decade of homogeneous things.

BOUDHA'YANA :—"On the death of the father, the portion of the eldest son is, in the order of the four classes, a bull, a horse, a goat, and a sheep."

NA'RADA :—"To the eldest a greater portion shall be given, a worse (or inferior) share is ordained for the youngest; the rest shall have equal allotments, and an unmarried sister shall also have a portion."

DEVALA :—"The mean portion (or fortieth part) is ordained for sons who have no pretensions; but let the tenth part of the heritage be given to the eldest who conducts himself according to law." *Vide* Coleb. Dig. vol. II. pp. 546—587.

Thus the deductions ordained by the lawgivers are so different that it is impossible to reconcile them. It appears however clear that they may be given according to special circumstances. It appears morover clear that those of the brothers who are endued with good qualities alone are entitled to deductions; as is most explicitly declared by VRIHASPATI :—"Of those sons he who is endowed with science* and good qualities is entitled to receive a greater portion: the sons shall succeed to their father's estate, as is ordained; but he who is distinguished by science and good conduct, shall take a greater share than the rest. Progenitors become truly the parents of a son, through him whose fame is spread in this world, for science*, skill in arts, courage, wealth and for knowledge, liberality, and virtuous actions." That brothers deficient in good qualities and addicted to vice are unentitled not only to deductions but also to their shares in the heritage, as is manifest from the following passage of the *Vivádabhangárnava*: "The greater share in right of primogeniture, comprising the twentieth part and so forth, is denied to an eldest son who is not virtuous, by the following text. 'All those brothers (whether first born or younger) who are addicted to (any) vice, lose their title to inheritance. Virtue as well as primogeniture is declared requisite." The conclusion arrived at on consideration of all the texts cited and commentaries, &c. is, that good qualities render brothers entitled to deductions, and that the extent or propor-

* "*Science*." —study of *Vedas* and other branches of the sacred literature: and that is peculiar to the first three classes, the *bráhmana* and the rest.

বচন ও টীকাদি বিবেচনান্তে এই স্থির হইতেছে যে ভ্রাতারা সদ্গুণে উদ্ধারার্হ হয়েন,† এবং তদুদ্ধারের পরিমাণ তাহাদের জন্মের ক্রমানুসারে নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান (কলি)যুগে উদ্ধারার্হ ভ্রাতা অতিবিরল হওয়াতে—

১১৪ অধুনা উদ্ধারদান (প্রাকৃতঃ) রহিতই হইয়াছে*।

১১৫ পরন্তু উদ্ধারার্হ‡ ভ্রাতা থাকিলেও ভ্রাতারা উদ্ধার না দিলে তিনি অভিযোগাদি-দ্বারা তাহা লইতে পারেন না।

যেহেতু উদ্ধার গুণবান্ জ্যেষ্ঠাদিকে সম্মানার্থ স্নেহেতে আর আর ভ্রাতৃকর্ত্তৃক দত্ত হয়‡।

জীমূতবাহন ইহা স্বীকার করেন যে গুণবত্ত্ব হেতু ভ্রাতা উদ্ধারার্হ হয় ও তদ্দান অন্য ভ্রাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কিন্তু শেষে জ্যেষ্ঠের বিংশোদ্ধার প্রাপ্তিমাত্রের ও তাহা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভক্তির উপর নির্ভরতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জগন্নাথ নানা-স্থানে নানাপ্রকার কহিয়াছেন। কিন্তু উপরি ধৃত বচন সমূহে প্রকাশ যে কেবল গুণবান্ জ্যেষ্ঠই যে উদ্ধারার্হ তাহা নহে, পরন্তু আর আর ভ্রাতারাও সদ্গুণশালী হইলে পূর্ব্বাপর জাতত্বানুসারে উদ্ধারার্হ হয়, তদুদ্ধার শুদ্ধ বিংশোদ্ধার নয় কিন্তু নানাপ্রকার§।

বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা সর্ব্বশেষে কহেন—'ইদানীং অস্মদ্দেশে বিংশোদ্ধারাদি ব্যবহার প্রায় নাই, কেবল কিঞ্চিৎ দ্রব্য জ্যেষ্ঠের মান রক্ষার্থ দেওয়াযায়।'

যদ্যপি জ্যেষ্ঠ পুত্‌নরকনিস্তারাদি পিতার মহোপকার করণহেতু আর আর ভ্রাতা হইতে কিছু অধিক পাইতে অধিকারী তথাপি তদ্দান কনিষ্ঠদের

মিদং যৎ ভ্রাতরঃ সদ্গুণৈরুদ্ধারার্হা ভবন্তি,† তদুদ্ধার-পরিমাণন্তু তেষাং জন্মক্রমেণৈব নির্দ্ধারণীয়ং। কিন্তু কলাবুদ্ধারার্হভ্রাতৃণাং প্রায়েণাদর্শনাৎ—

১১৪ অধুনা সোদ্ধারবিভাগঃ (প্রাকৃতো) রহিতঃ*।

১১৫ পরন্তু উদ্ধারার্হ‡ ভ্রাতরি সত্যপি যদি ভ্রাতৃভিরুদ্ধারো ন দীয়তে তদা তেনাভিযোগাদিনা গ্রহীতুং ন শক্যতে।

যতো গুণবজ্জ্যেষ্ঠাদি সম্মানার্থং স্নেহাদপর ভ্রাতৃভিরুদ্ধারস্য দেয়ত্বং‡।

জীমূতবাহনেনেদং স্বীকৃতং যৎ গুণবত্ত্বাদ্ভ্রাতা উদ্ধারার্হো ভবতি তদ্দানমপি অন্য ভ্রাতৃণামিচ্ছাসত্ত্বে ভবতীতি চ; কিন্ত্বনন্তরং জ্যেষ্ঠায় বিংশোদ্ধার দান মাত্রস্য তদ্দানস্যাপি কনিষ্ঠানামিচ্ছাধীনত্বস্য চোল্লেখঃ কৃতঃ। জগন্নাথেন নানা স্থলে নানা বিধমুক্তং। কিন্তূপরি ধৃত বচন সমূহাৎ স্পষ্টমবগম্যতে যন্নকেবলং গুণিনোজ্যেষ্ঠস্যৈব পরন্তু গুণশালীতরেষাং ভ্রাতৃণামপি পূর্ব্বাপরজত্বানুসারেণ উদ্ধারার্হত্বং, স উদ্ধারো ন কেবলং বিংশোদ্ধারঃ কিন্তু নানাপ্রকারঃ§।

বিবাদভঙ্গার্ণবকৃতা সর্ব্বশেষে 'ইদানীমস্মদ্দেশে বিংশোদ্ধারাদি ব্যবহারঃ প্রায়শোনাস্তি কিঞ্চিদেব দ্রব্যং জ্যেষ্ঠস্য মানরক্ষার্থং দীয়তে' ইত্যভিহিতং।

যদ্যপি জ্যেষ্ঠঃ পিতুঃ পুন্নামনরকনিস্তারাদি মহোপকারকরণাৎ অন্যান্ ভ্রাতৄনপেক্ষ্য কিঞ্চিদধিকং লব্ধুমধিকারী তথাপি তদ্দানং কনিষ্ঠ ভ্রাতৃণাং

* দ্রষ্টব্য—দা. ভ. পৃ. ৭১। কোল দা. ভা. পৃ. ৩২। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১১।

† বেদ বিদ্যা বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান কনিষ্ঠকে অবঞ্চনা প্রভৃতি গুণেই কেবল উদ্ধারার্হ হয়। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার। দা. ভা. টী. পৃ. ৮০।

‡ অতএব উদ্ধার প্রাপ্তি গ্রহীতার গুণ ও দাতার ইচ্ছা এতদুভয়মূলক।

§ ইহা তাঁহার নিজ উক্তিতেই প্রকাশ—"বিংশতি ভাগের ভাগ প্রভৃতি উদ্ধার করিয়া স্নেহেতে অন্য ভ্রাতৃকর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠাদির মান রক্ষার্থে দত্ত হয়, কিন্তু তাহা গুণবান্ জ্যেষ্ঠের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।" বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১।

† উদ্ধারার্হত্বং—বেদবিদ্যাবৈদিককর্ম্মানুষ্ঠান কনিষ্ঠাবঞ্চনাদিগুণবতএব। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ৮০

‡ তস্মাদুদ্ধারপ্রাপ্তিঃ ন কেবলং গ্রহীতুর্গুণমূলিকা কিন্তু দাতুরিচ্ছামূলিকাচ।

§ ইদঞ্চ বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্রা স্বোক্ত্যাব্যক্তং তদ্‌যথা—"বিংশোদ্ধারাদিস্তু জ্যেষ্ঠাদীনাং গুরুত্বাৎ মানরক্ষার্থং স্নেহেন চান্যৈর্ভ্রাতৃভির্দীয়তে, তত্তু গুণবজ্জ্যেষ্ঠ বিষয়কং।" বি. দা. ভা. দ্বী. র. ১।

tion of such deductions is ordained with reference to priority or posteriority of birth. But in this (*Kali*) age, owing to brothers endued with such qualities* as entitle one to deductions† being rare,—

114 The allotment of deductions has at present become impliedly obsolete.* Vyavasthá

115 But even if there be a brother entitled† to a deduction, he cannot compel his brother or brothers to give it to him.

Inasmuch as it is an honorific gift optional with the other brother or brothers.‡

JI'MU'TAVA'HANA admits that good qualities entitle a brother to a deduction and that the allotment thereof depends on the option of the other brother or brothers; but he only mentions the instance of the eldest being entitled to a deduction of a twentieth part, and that of its allotment depending on the veneration of the younger brothers, whereas it is manifest from the authorities cited that all or any of the brothers endowed with good qualities are entitled to deductions, and that deductions are of various kinds.§

JAGANNA'THA at last says: "At this time, in our country the practice of deducting a twentieth part or the like is almost wholly disused, but some chattel of small value is given to the eldest as a token of veneration."

Although the eldest brother deserves to get something more than the other brothers, by reason of his producing great spiritual benefits to his father by delivering him from the hell called *put* and so forth, yet the allotment thereof is dependant on the option of the

* *Vide* Coleb. Dá. bhá. p. 62. Macn. H. L. vol. I. p. 17.

† The knowledge of the *Vedas*, the practice of the religious actions ordained by the *Vedas*, not deceiving a younger brother, as well as other qualities, render one entitled to a deduction. SRI'KRISHNA'S comment on the *Dáyabhága*, p. 80.

‡ Consequently, the allotment of a deduction depends not only on good qualities of the receiver but also on the option of the giver.

§ This is affirmed by JAGANNA'THA himself thus: "a deduction of a twentieth part, &c. is allowed by other brothers through affection and to preserve due respect, because the elder brothers are venerable such deduction concerns however the elder brothers who are endued with virtue. Dig. vol. II. p. 521.

ইচ্ছার উপর নির্ভর করে কেননা কোন ঋষি এমত কহেন নাই যে কনিষ্ঠেরা তাহা না দিলে জ্যেষ্ঠ অভিযোগাদিদ্বারা তাহা লইতে পারিবেন।

ইচ্ছাধীনং যতঃ কেনাপি মুনিনা নৈবমভিহিতং যৎ তদদানে জ্যেষ্ঠোঽভিযোগাদিনা গৃহ্লীয়াৎ।

'বহির্ব্বর্ণের চরিত্রানুসারে এবং যমকের অগ্রজন্মানুসারে জ্যেষ্ঠতা নিশ্চয় হয়।'—গৌতম। বহির্ব্বর্ণের অর্থাৎ শূদ্রের। বহুবচন হেতু শূদ্রধর্ম্মগ্রাহি সঙ্করেরও সচ্চরিত্রে অর্থাৎ সুশীলতায় জ্যেষ্ঠতা হয়। অতএব তাহারা জন্মদ্বারা জ্যেষ্ঠ বলিয়া উদ্ধারার্হ হয় না। তথা বাচস্পতি কহিয়াছেন—'শূদ্রেরা জন্ম জন্য জ্যেষ্ঠাংশ ভাগি হয় না।' তথা মনুঃ—'শূদ্রের সজাতীয়া ভার্য্যাই বৈধ অন্য জাতীয়া নয়। তাহার গর্ব্ভে এক শত পুত্র জন্মিলেও তাহারা সমান ভাগ পাইবে।' এস্থলে সমান অংশ বলাতে জ্যেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত উদ্ধার প্রাপ্য নয় ইহা দেখান হইয়াছে। যদি বলাযায় তাহাদের মধ্যে বিদ্বান্ ও কর্ম্মশালী যে সে অধিক পাইতে পারে' এই বৃহস্পত্যুক্ত উদ্ধার সাধারন বিষয়ক হওয়াতে শূদ্রও গুণশালী হইলে কেন উদ্ধারার্হ হউক না, না তাহা হইতে পারে না, কেননা যে গুণে উদ্ধারার্হ হয় তেমত গুণ* শূদের হওয়া সম্ভব নয়। অতএব—

'বহির্বর্ণেষু চারিত্র্যাৎ যময়োঃ পূর্ব্বজন্মতঃ'—গৌতমঃ। বহির্বর্ণেষু অর্থাৎ শেষবর্ণেষু শূদ্রেষু। বহুবচনাৎ—শূদ্রধর্ম্মগ্রাহি সঙ্করেষুচ চারিত্রেণ সুশীলত্বেনৈব জ্যেষ্ঠত্বং। অতস্তেষাং জন্মজ্যেষ্ঠ নিবন্ধন উদ্ধারার্হাভাবঃ। তথা বাচস্পতিঃ—'জন্মজ্যেষ্ঠ নিবন্ধনাংশ ভাগিত্বমপি শূদ্রাণাং নাস্তি॥' তথাচ মনুঃ—'শূদ্রস্যতু সবর্ণৈব নান্যা ভার্য্যা বিধীয়তে। তস্যাঞ্জাতাঃ সমাংশাঃ স্যুর্যদি পুত্ত্রশতং ভবেৎ।' অত্র সমাংশা ইত্যনেন জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধনোদ্ধারাভাবঃ সূচিতঃ 'বিদ্যাকর্ম্মযুতস্তেষামধিকং লব্ধুমর্হতি'—ইতি বৃহস্পত্যুক্তোদ্ধার সামান্য বিষয়কত্বাৎ বহির্বর্ণানাং গুণ নিবন্ধনোদ্ধারার্হত্বং কথং নস্যাদিতিচেন্ন তেষাং তাদৃশ গুণস্যাসম্ভবাৎ* অতএব-

ব্যবস্থা ১১৬ "শূদ্রের কখনই উদ্ধার প্রাপ্য নয়।" এই স্মার্ত্তমত সম্যক্। দা. ত. পৃ. ৫৬।

১১৬ "শূদ্রস্য সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠাংশাভাবঃ।" ইতি স্মার্ত্তমতমেব সম্যক্। দা. ত. পৃ. ৫৬।

কলি ভিন্ন অন্য যুগে মাতৃগত বর্ণজ্যেষ্ঠতানুসারে (বিভিন্ন বর্ণমাতৃজ) ভ্রাতাদের মধ্যে অস[illegible] বিভাগ হইত। কিন্তু কলিতে অসবর্ণা স্ত্রীকে বি[illegible] নিষেধে তৎপ্রসূতের দায়াধিকার লোপ হওয়াতে [illegible] না[illegible] বিষম বিভাগ হয় না।

কলীতর যুগে মাতৃগতবর্ণজ্যেষ্ঠতানুসারাৎ ভ্রাতৃণাং (বিভিন্নবর্ণমাতৃজানাং) বিভাগস্য বৈষম্যমাসীৎ কিন্তিদানীং স বিষম বিভাগোনাস্তি কলাবসবর্ণ বিবাহ নিষেধেন তৎপ্রসূতস্য দায়াধিকার লুপ্তত্বাৎ।

"যদি এক ব্যক্তির সজাতীয় (প্রত্যেক পত্নীর গর্ব্ভে) সমান সংখ্যক বহু পুত্র হয়, তবে ঐ বৈমাত্র ভ্রাতাদের বিভাগ ধর্ম্মতঃ মাতৃ সংখ্যানুসারে কর্ত্তব্য"—বৃহস্পতি॥ "এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন পত্নীর গর্ব্ভে জাতি ও সংখ্যায় সমান যে সকল তনয় জন্মে তাহাদের মাতৃসংখ্যানুসারেই ভাগ করা প্রশস্ত"—ব্যাস। এই বচনদ্বয়ানুসারে বিভাগ করিলেও বিষম

"যদ্যেক জাতাবহবঃ সমানা জাতিসংখ্যয়া সাপত্ন্যাস্তৈর্বিভক্তব্যং মাতৃভাগেন ধর্ম্মতঃ"—বৃহস্পতিঃ॥ "সমান জাতি সংখ্যা যে জাতাস্ত্বেকেন সূনবঃ। বিভিন্নমাতৃজাস্তেষাং মাতৃভাগঃ প্রশস্যতে"—ব্যাসঃ॥ এতদ্বচনদ্বয়ানুসারেণ বিভাগেকৃতেঽপি বিষম বিভাগোন ঘটতে। যতঃ প্রত্যেক সবর্ণমাতৃজ সংখ্যাসমানত্বে তদ্বিভাগস্য কর্ত্তব্যত্বমুক্তং, পশ্চাৎ

* তদ্‌গুণযথা—বেদ বিদ্যা বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান কনিষ্ঠকে অবঞ্চনা প্রভৃতি (দা. ভা. টী. পৃ. ৮০)। পরন্তু বেদাধ্যয়নে শূদ্রদের অধিকার নাই।

* তদ্‌গুণোযথা—'বেদবিদ্যাবৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান কনিষ্ঠাবঞ্চনাদি (দা. ভা. টী. পৃ. ৮০)। পরন্তু শূদ্রাণাং বেদাধ্যয়নে নাধিকারঃ।

younger brothers, inasmuch as it is not ordained by any lawgiver that the eldest can realize it by having recourse to law in case it be not given amicably.

"In low classes (the precedence of sons is regulated) by the goodness of their disposition. Among twins, (the eldest is he) who is first actually born."—DEVALA. 'In low classes;' i. e. in servile tribes: by the term expressed in the plural number, mixed classes, which adopt the duties of the servile tribe are comprehended (in the text.) Among these precedence of seniority is regulated by conduct and good disposition. Consequently priority of birth does not entitle the *Shúdra* to deductions. Accordingly VA'CHASPATI holds that *Shúdras* have no additional portion in right of seniority of birth. MANU also says:—"For a *Shúdra* is ordained a wife of his own class, and no other: all produced by her shall have equal shares, though she have a hundred sons." From the words 'equal shares' he refers that no deduction shall be made in right of primogeniture. "Of those sons, he who is endowed with science and good qualities is entitled to receive a greater portion." If it be alleged that as this text of VRIHASPATI has a general import regarding deductions, why should not the *Shúdras* be entitled to deductions on account of good qualities? The reply is: no, they cannot be, inasmuch as they cannot be endowed with such qualities.* Consequently,—

116 Deduction is never allowed among the *Shúdras*. Vyavasthá

This opinion of RAGHUNANDANA is precise. See Dá. T. p. 56.

In ages other than the *Kali*, unequal partition was made among the brothers according to the seniority of their mothers in respect of classes. But in the present (*Kali*) age, the heritable right of a son born of a mother of a different tribe (from that of the father) having become extinct in consequence of prohibition of marriage with a girl of a different tribe, that unequal distribution is become wholly obsolete.

"If there be many from one, alike in number, and in class, but born of rival mothers, partition must be made by them according to laws, by the allotment of shares to the mothers." —VRIHASPATI. "If there be many sons of one man, by different mothers, but equal in number, and alike by class, a distribution among the mothers, is approved."—VYA'SA. The distribution if made according to these two texts cannot also be tantamount to unequal partition, inasmuch as partition is directed to be made if the number of the sons born of one mother of the same class be equal with that of the sons born of each of the (other) wives of their father: so that, after dividing the estate with

---

* The qualities which entitle one to deducted allotment, are: knowledge of the *Vedas*, practice of the religious acts ordained by the *Vedas*, not deceiving a younger brother, and the like. (Commentary on the *Dáyabhága*. Sans. p. 80.) But the *Shúdras* are not qualified or allowed to study the *Vedas*. See Coleb. Dig. vol. II. pp. 578, 579.

বিভাগ ঘটে না, যেহেতু প্রত্যেক সবর্ণা মাতার গর্ভজ পুত্রের সংখ্যা সমান হইলে তবে তদ্বিভাগ কর্ত্তব্য উক্ত হইয়াছে, পরে এক মাতৃজ পুত্রেরা পরস্পর বিভাগ করিলে চরমে সমবিভাগই হয়। পুত্রদের বিষম সংখ্যা হইলেও যদি তাদৃশ বিভাগ করণাদেশ থাকিত তবে বিষম বিভাগের আশঙ্কা ছিল বটে, কিন্তু সে আশঙ্কা স্বয়ং বৃহস্পতিই দূর করিয়াছেন, যথা—"সবর্ণাস্ত্রীগণের গর্ভজ পুত্রেরা (পরস্পর) অসমান সংখ্যক থাকিলে পুরুষগত অর্থাৎ পুত্র সংখ্যানুসারে ভাগ হইবে।"

মাতৃজ পুত্রৈঃ পরস্পর বিভাগে কৃতে চরমে সমবিভাগ এব ভবতি। পুত্রাণাং বিষম সংখ্যত্বেঽপি তাদৃশ বিভাগে আদিষ্টে বিষমবিভাগাশঙ্কাস্থিতা, সাশঙ্কা বৃহস্পতিনা স্বয়মেব দূরীকৃতা, যথা—"সবর্ণা ভিন্ন সংখ্যা যে পুন্ভাগস্তেষু বিদ্যতে।"

"মাতাদিগের সমসংখ্যক পুত্র থাকাস্থলে অতি বহুতর ভাগকরণে প্রয়াস বাহুল্য হয়, অতএব প্রয়াস লাঘব নিমিত্ত মাতৃদ্বারা পুত্রদের ভাগ করণোপদেশ হইয়াছে। এমতে পুনর্ব্বিভাগ করণে সকলেরই সমান অংশ হয়। বিভাগ করণ প্রয়াস লাঘব নিমিত্তেই বৃহস্পতি ইহা কহিয়াছেন, ফলতঃ বিশেষ নাই*।" বিবাদভঙ্গার্ণব কর্ত্তার এই উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। অতএব—

"মাতৃণাং সমসংখ্যপুত্রকত্ব স্থলে অতি বহুতর ভাগকরণে প্রয়াস বাহুল্যেন প্রয়াস লাঘবায়ৈব মাতৃদ্বারেণ পুত্রাণামেব ভাগকরণোপদেশঃ। এবঞ্চ পুনর্ব্বিভাগ করণে সর্ব্বেষামেব তুল্যাংশোভবতি। এবঞ্চ বিভাগকরণলাঘবায়ৈবোক্তং বৃহস্পতিনা, ফলতো ন বিশেষঃ*।" ইতি বিবাদ ভঙ্গার্ণবকৃদুক্তিঃ যুক্তিযুক্তোঽবগম্যতে। অতএব—

ব্যবস্থা ১১৭ অধুনা ভ্রাতাদের ভাগ সমান।

১১৭ অধুনা ভ্রাতৃণাং সমাংশিত্বং।

প্রমাণ পিতার উল্লেখপূর্ব্বক হারীত কহিতেছেন—"(পিতার) মরণে ঋক্‌থ বিভাগ সমানরূপে হইবে।" তথ্যউশনা কহেন—"সবর্ণাস্ত্রীদের পুত্রগণের মধ্যে সমান বিভাগ বিধান হইয়াছে।" তথা পৈঠীনসি—"পৈতৃক বিষয় বিভক্ত হইলে ঐ ভাগ সমান হইবে।" তথা যাজ্ঞবল্ক্য—"পিতামাতার ঊর্দ্ধগমন হইলে পুত্রেরা ধন ও ঋণ সমান ভাগ করিয়া লইবে†।"

পিতরীত্যনুবৃত্তৌ হারীতঃ—"সমানতোমৃতে রিক্‌থ বিভাগঃ।" তথোশনা—"সমত্বেনৈকজাতানাং বিভাগস্তু বিধীয়তে।" তথাচ পৈঠীনসিঃ—"পৈতৃকে বিভজ্যমানে দায়াদ্যে সমোবিভাগঃ।" তথা-যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"বিভজেরন্ সুতাঃ পিত্রোরূর্দ্ধমৃক্‌থমৃণং সমং†।"

ব্যবস্থা ১১৮ ঔরস ও দত্তক পুত্রদের মধ্যে বিভাগে ঔরসের দুই অংশ (সবর্ণ) দত্তকের একাংশ। দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. সং. পৃ. ৫২।

১১৮ ঔরসেনতু দত্তকস্য বিভাগে ঔরসস্য দ্ব্যংশিত্বং (সবর্ণ) দত্তকস্যৈকাংশিত্বং। দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. সং. পৃ. ৫২।

ইহার বিস্তার দত্তক প্রকরণে লিখিত হইল।

এতৎ প্রপঞ্চিতং দত্তক প্রকরণে।

ব্যবস্থা ১১৯ পিতৃহীন পৌত্র ও পিতৃপিতামহ হীন প্রপৌত্র ক্রমে স্ব স্ব পিতার ও পিতামহের যোগ্য অংশ ভাগি। স্ব স্ব সংখ্যানুসারে নয়

১১৯ মৃতপিতৃক পৌত্রাণাং মৃত পিতৃপিতামহক প্রপৌত্রাণাঞ্চ ক্রমেণ স্ব স্ব পিতৃ পিতামহযোগ্যাংশিত্বং। নতু স্বরূপাপেক্ষয়া।

* বি. দা. ভা. ষী. র. ২ ও ৩।
† দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৭৮।

reference to their mothers, if the sons subdivide it according to their own numbers, there is equal partition in the end. Had the above partition been directed even where the number of the sons born of each mother was unequal, then there would be apprehension of unequal partition; but such apprehension is removed by VRIHASPATI himself, thus: "Among the brothers who are equal in class, but vary in regard to the number (of sons produced by each mother) the shares of the heritage are allotted to the males, (not to their mothers.)"

JAGANNA'THA says:—'That rule directs partition to be made among the brothers through the medium of their mothers, when the number of sons by the several mothers is equal, to avoid the trouble of distributing a very great number of shares. And when the subdivision is made, every son receives an equal share. This has been ordained by VRIHASPATI, to facilitate partition: There is no real difference.'* This appears to be reasonable. Consequently,—

117 In the present age, the shares of the brothers are *equal*. Vyavasthá

After speaking of a father, HA'RI'TA says: "If he be dead, the partition of inheritance should be made equally." So USANAS says: "The distribution among brothers born of women of the same tribe is ordained to be made equally." So also POITHI'NASI says: "When the paternal inheritance is to be divided, the shares shall be equal." JA'GNYAVALKYA too declares: "Let the sons divide equally the effects and the debts, after the death of both parents†." Authority

118 In a partition made between *ourasa* and *dattaka* sons, the *ourasa* son has two shares, and the adopted son (who must be of the same class with his father) takes one share. W. Kra. sang. p. 110. Vyavasthá

119 The grandsons whose father is dead, and the great grandsons whose father and grandfather are dead, are respectively entitled to shares of their father and grandfather (whom they represent;) and not shares with reference to their number. Vyavasthá

* Coleb. Dig. vol. II. p. 575. vol. III. p. 110.
† See Coleb. Dá. bhá. pp. 61, 62.

প্রমাণ

/০ বিভাগের পূর্ব্বে পুত্র মরিলে তাহার পুত্র যদি পিতামহ হইতে জীবনোপযুক্ত বিষয় না পাইয়া থাকে, তবে সে ধনভাগী হইবে। পিতৃব্য অথবা তৎপুত্র হইতে নিজ পিতার অংশ লইবে। ঐ (পরিমিত) অংশ ন্যায়তঃ সকল ভ্রাতারই হইবে। তাহার পুত্রও অংশ পাইবে। তৎপরে (অর্থাৎ ধনির প্রপৌত্রের পরে) অধিকার নিবৃত্তি হইবে*—কাত্যায়নঃ। যদি মৃত ব্যক্তির অনেক পুত্র থাকে, তবে এক পিতৃযোগ্যাংশ তাহারদিগকে বিভাগ করিয়া দাতব্য। এইরূপ ধনির পৌত্রের স্বত্ব ধ্বংস হইলে তদংশমাত্রে প্রপৌত্রদের অধিকার। দা. ত. পৃ. ১১ ও ৫১।

অবিভক্তে মৃতে পুত্রে তৎসুতং ঋক্থ ভাগিনং। কুর্ব্বীতজীবনং যেন লব্ধং নৈবপিতামহাৎ॥ লভেতাংশং স্বপিত্র্যঞ্চ পিতৃব্যাৎ তস্য বা সুতাৎ। সএবাংশস্তু সর্ব্বেষাং ভ্রাতৃণাং ন্যায়তোভবেৎ॥ লভেত তৎসুতোবাংপি নিবৃত্তিঃ পরতোভবেৎ*—কাত্যায়নঃ। যদা বিপন্নস্যানেক পুত্রাস্তদাএকঃ পিত্র্যাংশ স্তেষাং বিভজ্য দাতব্যঃ এবং ধনিনঃ পৌত্রস্বত্বোপরমে তদংশমাত্রে প্রপৌত্রাণামংশিতা। দা. ত. পৃ. ১১ ও ৫১।

তথাচ—যদি পিতামহ হইতে প্রাপ্ত বিভাগ পৌত্রেরা থাকে, ও তৎপিতৃব্যেরা পিতার সহিত সংসৃষ্ট থাকে, তবে ইহারা পুনর্ব্বিভাগ করিলে পৌত্রেরা অংশ পাইবে না। পরন্তু পিতামহ সম্পর্কীয় যে ধন তাহার বিভাগ পৌত্রেরা পাইতে পারে। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩।

তথাচ—যদি পূর্ব্বং জীবতাপিতামহেন বিভক্তা পৌত্রাস্তিষ্ঠন্তি তৎ পিতৃব্যাঃ পিত্রাসংসৃষ্টাঃ তদা-তেষাং পুনর্ব্বিভাগ করণে পৌত্রা অংশং ন লভেরন্। পরন্তু পিতামহসম্বন্ধি যদ্ধনং তদ্বিভাগং পৌত্রাঃ প্রাপ্তুমর্হন্তি। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩।

৵০ ভিন্ন ভিন্ন পুত্রের পুত্রদের ভাগ কল্পনা† পিত্রনুসারে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য।

অনেক পিতৃকানান্তু পিতৃতোভাগ কল্পনা†। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

যে ব্যক্তি নিজ যোগ্যতার ভরসায় পিতৃ পিতামহাদির ধনের অংশে স্পৃহা রাখে না, তৎপুত্রাদির কালান্তরীয় দুরন্ততা নিবারণ নিমিত্তে তাহাকে কিঞ্চিৎ (নিদানে) তণ্ডুল মুষ্টিও দিয়া পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে। তাহা মনু কহিয়াছেন—'ভ্রাতাদের মধ্যে নিজ কার্য্যদ্বারা সমর্থ হইয়া (পৈতৃক) বিষয়ের স্পৃহা করে না যে তাহাকে তাহার নিজ অংশ

যস্তু স্বযোগ্যতা পরামর্শাৎ পিতৃপিতামহাদি ধনবিভাগে নিস্পৃহঃ স কিঞ্চিদেব দত্ত্বা তণ্ডুলপ্রস্থমপি তৎ পুত্রাদেঃ কালান্তরীয় দুরন্তত। নিরাসার্থং বিভজনীয়ঃ। তদাহ মনুঃ—'ভ্রাতৄণাং যস্তু নেহেত ধনং শক্তঃ স্বকর্ম্মণা। স নির্ভাজ্যঃ স্বকাদংশাৎ কিঞ্চিদ্দত্ত্বোপজীবনং।' তথা যাজ্ঞবলক্যঃ—'শক্তস্যা-

* অর্থাৎ—পিতার মরণোত্তর ভ্রাতারা একত্র বাস পূর্ব্বক বিভাগ করিলে ভ্রাতা অংশ পাইবে, পিতা বিদ্যমানে ভ্রাতা মরিলে তদানীং ভ্রাতুষ্পাত্র. সে মরিলে তদানীং তৎপুত্র অংশ পাইবে, তাহার মরণ হইলে তৎপুত্র অংশ পাইবে না যেহেতু সে চতুর্থ হওয়াতে অধিকারি শৃংখলা বহির্ভুত। বি. ভা. দ্বী. র. ৩।

† যে সকল পৌত্রের পিতা এক নয় তাহাদের ভাগ কল্পনা পিতৃ সংখ্যানুসারে হইবে।—সকল পুত্রেই স্ব স্ব পিতৃ যোগ্যাংশে অধিকারি। এতাবতা মূল ধনির যত পুত্র তত ভাগ করিয়া তত্তৎ পুত্রকে দিবে, তাহারা সহোদর বা বৈমাত্রেয় হউক তত্তদ্ ভাগ লইয়া একত্র থাকুক অথবা স্বভ্রাতৃ সংখ্যানুসারে পুনর্ব্বার বিভাগ করুক,—এই ইহার ভাব। এই বাচনিক ব্যবস্থা। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৭৭।

* অর্থাৎ—পিতৃমরণোত্তরং ভ্রাতৃণাং সহবাসে তদুত্তর বিভাগকালে ভ্রাতাংশং লভেত জীবত্যেব পিতরি ভ্রাতুর্ম্মরণে ভ্রাতুষ্পাত্রঃ তদানীমেব, তস্যাপি মরণে তৎপুত্রস্তদানীমেব। তস্যাপি মরণে ন তৎপুত্রশ্চতুর্থঃ বহির্ভুতত্বাৎ। বি. ভা. দ্বী. র. ৩।

† অনেকাঃপিতরো যেষাং পৌত্রাণাং তেষাং স্বপিতৃতো ভাগ কল্পনা।—পিতৃযোগ্যাংশ স্যৈব সর্ব্বেষাং পৌত্রাণামধিকারিত্বং, তথাচ মূল ধনিনঃ পুত্র সংখ্যানুসারেণ ভাগং কৃত্বা তত্তৎ পুত্রেভ্যোদদ্যাৎ তেচ তানংশান্ লব্ধ্বা সহোদর বৈমাত্রেয়াঃ সহবসেয়ুঃ পুনঃ স্বভ্রাতৃ সংখ্যয়া বিভজেয়ুরিতিভাবঃ—ইয়ংবাচনিকী ব্যবস্থা। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৭৭।

I. "Should a son die before partition, his son shall be made partaker of the estate, provided he has not received from his grandfather property sufficient for his support. He shall receive his father's share from his uncle or his (uncle's) son; and the same proportionate share shall be, according to law, allotted to all the brothers: (or if that grandson be also dead) let his son take the share; beyond him (lineal succession) stops."*—JA'GNYAVALKYA. If there be many sons of the deceased (son), their father's share only (and no more) should be subdivided and allotted amongst them. In like manner, on the extinction of right of the (late) owner's grandson, his (the latter's) share only shall be taken by his sons (the great grandsons of the late owner.) Dá. T. pp. 11, 51.

Authority

Consequently, if the grandsons, having received allotments from the paternal grandfather in his life time, reside apart, and their uncles remain united with their own father, in that case, when these make a second partition, the grandsons shall have no share. However, grandsons are entitled to obtain partition of that property which had belonged to their paternal grandfather. Coleb. Dig. vol. III. p. 82.

II. But to grandsons by different fathers shall be allotted the portions of their respective fathers.†—JA'GNYAVALKYA.

If one of the co-heirs, through confidence in his own ability, decline his share of the property inherited from his father, grandfather, or other ancestor, something should be given to him, be it only a *prastha* of rice, on his separation, for the purpose of obviating any future cavil on the part of his son or other heir. Thus MANU says: 'If any one of the brethren has a competence from his own occupation, and desires not the property, he may be debarred from his share, giving him some trifle

* Consequently, if brothren live together after the death of their father, a brother shall receive a share when partition is subsequently made; or should one of the brothers die before his father, his son shall take his share; should he also die before his grandfather, his son shall receive the share: and if this last also be dead, his son shall not take the allotment; for he is more remote than the fourth in descent. Coleb. Dig. vol. III. p. 83.

† To grandsons, of whom the fathers are different, shall be allotted portions in right of their several fathers: all the grandsons succeed to the proper shares of their respective fathers. Consequently, so many shares should be formed as there are sons of the original proprietor, and should be given to their respective sons; and let them take those shares, whether they be uterine brothers or born of different mothers, and whether they live together, or subdivide the shares according to the number of their own brothers respectively: such is the meaning of the text. This rule of adjustment is grounded on positive texts. Coleb. Dig. vol. III. pp. 6,7.

হইতে কিঞ্চিৎ উপজীবন দিয়া পৃথক্ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।’ তথা যাজ্ঞবল্ক্য—‘সক্ষম নিস্পৃহ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ দিয়া পৃথক্ করা হয়। দা. ভা. পৃ. ৭৯।

নীহমানস্য কিঞ্চিদত্ত্বা পৃথক্ ক্রিয়া।’ দা. ভা. পৃ. ৭৯।

ব্যবস্থা। ১২০ অধিকারি ভ্রাতাদের মধ্যে কেহ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত না রাখিয়া মরিলে তাহার অন্য যে কেহ উত্তরাধিকারী থাকে সেও বিভাগে তদ্‌যোগ্যাংশভাগী।

১২০ অধিকারি ভ্রাতৃণাং মধ্যে কস্যচিৎ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বিহীনস্য মরণে যোঽন্যস্তস্য দায়াদঃ সোঽপি বিভাগে তদ্‌যোগ্যাংশভাগী।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.। কোন ভূম্যধিকারির দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে এক জন চারি পুত্র রাখিয়া মরে—এই চারি পুত্রের মধ্যে দুই জন বর্ত্তমান আছে আর দুই জন আপন আপন পুত্র রাখিয়া মরিয়াছে। এমত অবস্থায় তৎপ্রত্যেকে ঐ ভূমির কি পরিমিত অংশে অধিকারী?

পিতৃহীন পৌত্র ও পিতৃ পিতামহহীন প্রপৌত্র পিতৃসংখ্যানুসারে অধিকারি, স্ব স্ব সংখ্যানুসারে নয়।

উ.। উক্ত ব্যক্তি যদি কিছু ভূমি ও দুই পুত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে, আর ঐ দুই পুত্রের এক জন যদি চারি পুত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে, এবং ঐ চারি পুত্রের মধ্যে যদি দুই জন মরিয়া থাকে আর দুই জন বিদ্যমান থাকে, তবে মুল ধনির ত্যক্ত বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত হইবে, তাহার এক ভাগ তৎপুত্রকে অর্শিবে, অবশিষ্ট ভাগ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই ভাগ জীবিত পৌত্রদ্বয়কে অর্শিবে, অন্য দুই ভাগ মৃত পৌত্রদ্বয়ের উত্তরাধিকারিদিগকে বর্ত্তিবে। মৃত পৌত্রদিগের মধ্যে যদি এক জনের বহুসংখ্যক অন্যের অল্প সংখ্যক পুত্র থাকে, তদবস্থায় তাহারা নিজ নিজ পিতৃ যোগ্যাংশ লইয়া ভ্রাতার সংখ্যানুসারে আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিবে। এই মত দায়ভাগ দায়ক্রমসংগ্রহ ও মিতাক্ষরানুমত।

প্রমাণ—

“ভিন্ন ভিন্ন পিতার পুত্রদিগের মধ্যে তাহাদের পিতৃসংখ্যানুসারে বিভাগ হইবে”। এই বচনের ভাব এই যে যদি এক ভ্রাতার অনেক সন্তান ও অন্য ভ্রাতার অল্প সন্তান থাকে, তবে তাহাদের পিতৃসংখ্যানুসারে ভাগ হইবে। যদি এক পুত্র বর্ত্তমান থাকে ও অন্য (মৃত) পুত্রের পুত্রেরা থাকে, তবে ঐ জীবিত পুত্রকে এক ভাগ অর্শে, অন্য ভাগ ঐ পৌত্রেরা অনেক হইলেও তাহাদিগকে অর্শে—যেহেতু তাহাদের ধনাধিকার স্বপিত্রধীন জন্মমূলক তাহাদের পিতা যৎপরিমিত অংশে অধিকারী ছিলেন, তদংশে মাত্র তাহাদের অধিকার, এমতে যে প্রপৌত্রের পিতা (ও পিতামহ) মৃত, সে (মুল ধনির) পুত্র ও পৌত্রের সঙ্গে তুল্যাধিকারী, কেননা সেও (পার্ব্বণ) পিণ্ড দান করে। ইহা দায়ভাগে লিখিত হইয়াছে এবং দায়ক্রমসংগ্রহানুমত বটে।

যদি অবিভক্ত ভ্রাতারা পুত্র রাখিয়া মরে ও তাহাদিগের পুত্রসংখ্যা অসমান হয়, অর্থাৎ—এক জন দুই পুত্র রাখিয়া অন্যে তিন পুত্র রাখিয়া আর এক জন চারি পুত্র রাখিয়া যদি মরে, তবে উক্ত দুই পুত্র নিজ পিতৃ স্বত্বে একাংশ পাইবে, তিন পুত্র আপন পিতৃ সম্বন্ধীয় অংশ পাইবে, এবং তদ্রূপ অবশিষ্ট চারি পুত্রও নিজ পিতৃ যোগ্য এক অংশ পাইবে। এতাবতা পুত্রদের মধ্যে যদি কতিপয় বাঁচিয়া থাকে, এবং কতিপয় পুত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে উক্ত প্রথানুসারে কার্য্য হইবে—অর্থাৎ জীবিত পুত্রেরা নিজ নিজ অংশ পাইবে, তাহাদের মৃত ভ্রাতাদের পুত্রেরা নিজ নিজ পিতৃ যোগ্যাংশ পাইবে। বচনাদিষ্ট বিধান এই। মিতাক্ষরা। কলিকাতা কোর্ট আপিল। মেক্‌ হি. ল. বা. ২. মকদ্দমা ৮, [পৃ. ১০ ও ১১]

in lieu of a maintenance.' So JA'GNYAVALKYA: 'The separation of one who is able to support himself, and is not desirous of participation, may be completed by giving some trifle.' Coleb. Dá. bhá. p. 62.

120 If any of the brothers in whom the inheritance vested die leaving no son, grandson and great grandson, still his other heir or heiress is entitled to take his share.

Vyavasthá

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several Courts of Judicature, and examined and approved of, by Sir William Macnaghten.*

Q. A landed proprietor had two sons. Of these, one died, leaving four sons, of whom two are living, and the other two dead, leaving their sons. In this case, to what proportion of the lands is each entitled?

R. Supposing the person in question to have died, leaving some landed property, and two sons, and, of the two sons, one to have died, leaving four sons, of whom two have since died, and the other two are living, then the property left by the original proprietor, should be made into two shares, of which one will devolve on his son, and the remaining one will be subdivided into four parts, of which two will go to the two surviving grandsons, and the other two portions to the heirs of the two deceased grandsons. If, of the deceased grandsons, one had many sons, and the other had less in number, they will, in that case, take their father's respective shares, and divide them, according to the numbers of the brothers, among themselves. This opinion is conformable to the *Dáyabhága*, *Dáyakramasangraha*, and *Mitákshará*.

Grandsons in the male line whose father is dead, and great grand sons whose father and grand father are dead, share with sons, and inherit *per stirpes*, not *per capita*.

*Authorities:*

"Among the issue of different fathers, the allotment of shares is according to the fathers." The purport of the text, however, is this: If there be a numerous issue of one brother, and few sons of another, then the allotment of shares is according to the fathers. If there be one son living, and sons of another son (who is deceased,) then one share appertains to the surviving son, and the other share goes to the grandsons, however numerous. For their interest in the wealth is founded on their relation by birth to their own father; and they have a right to just so much as he would have been entitled to. Accordingly, a great-grandson, whose father (as well as grand-father) is deceased, is in like manner an equal claimant with the son and grand-sons; for he likewise presents a funeral oblation." This is laid down in the *Dáyabhága*, and is conformable to the *Dáyakramasangraha.*

"If unseparated brothers die, leaving male issue, and the number of sons be unequal, one having two sons, another three, and a third four; the two receive a single share in right of their father; the other three take one share appertaining to their father; the remaining four similarly obtain one share due to their father. So, if some of the sons be living, and some have died leaving male issue, the same method should be observed; the surviving sons take their own allotments, and the sons of their deceased brothers receive the shares of their own fathers respectively. Such is the adjustment prescribed by the text. *Mitákshará.*

Calcutta Court of Appeal. Macn. H. L. vol. II. Ch. I. Case 8, (pp. 10,11.)

প্র.। চারি ভ্রাতা মাতামহ হইতে কিছু স্থাবরাস্থাবর বিষয় দান প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ (ভ্রাতা) এক পুত্রকে (অর্থাৎ বাদিকে) রাখিয়া মরে, তৎপরে তাহাদের মাতা মরে। মাতার মৃত্যুর পর জীবিত তিন ভ্রাতার দুই জন মরে, তন্মধ্যে এক জন এক পুত্রবতী কন্যাকে অন্যে এক পত্নীকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া যায়। উক্ত বিষয়ের মধ্যে কিয়দংশ সাধারণ আছে, অবশিষ্ট পৃথক্ ও স্বতন্ত্ররূপে উপরি উক্ত ব্যক্তিদের দখলে আছে। বাদী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হওয়াতে ঐ বিষয়ের অংশের নিমিত্তে নালিশ করিল, প্রতিবাদী উক্ত কয়েক ভ্রাতার মধ্যে এক জন, সে বাদির স্বত্ব স্বীকার করিয়া কহিল যে আমি (প্রতিবাদী) বাঁচিয়া থাকিতে আমার ভ্রাতৃপুত্র আমার সহিত তুল্যাংশ পাইতে পারে না। এমত অবস্থায়, চারি ভ্রাতার মধ্যে এক জন বিদ্যমান থাকিতে ঐ বিষয় বিভাগ-যোগ্য কি না, অথবা ঐ জীবিত ভ্রাতা প্রধান অংশ পাইতে অধিকারী কি না?

কোন ব্যক্তি চারি পৌত্রকে বিষয় দিলে, ও তন্মধ্যে এক জন মরিলে, ঐ মৃতের পুত্র পিতৃব্য গণের স্থানে অংশ দাওয়া করিতে পারে।

উ.। মাতামহ-দত্ত বিষয়ে সকল দৌহিত্রই সমান রূপে অধিকারি; তন্মধ্যে এক জন যদি নিজ মাতার জীবন কালে পুত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে ঐ বিষয় বিভক্ত হউক বা অবিভক্ত থাকুক তৎপুত্র তদ্বিষয়ের নিজ পিতৃ যোগ্যাংশ পাইতে সম্পূর্ণরূপে অধিকারী। মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থের মত যথা,—ভ্রাতারা সাধারণরূপে যে বিষয় উপার্জ্জন করিয়াছে তাহাতে সকল ভ্রাতাই সমভাগি হইবে। বৃহস্পতিঃ।

জিলা হুগলি, ৩ এপ্রেল ১৮২১ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৫, মকদ্দমা ৫ (পৃ ১৫০ ও ১৫১)।

প্র. ১। এক ব্যক্তির তিন পুত্র ছিল, তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পিতা হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র বাস করিতে ছিল। অনন্তর পিতা লোকান্তর গত হইলেন। এমত অবস্থায়, যে পুত্রেরা পিতার সহিত একত্র ছিল তাহারাই কেবল তদ্ধনাধিকারি, অথবা তদ্ধনে সকল পুত্রেরই সমান স্বত্ব?

তিন পুত্রের মধ্যে এক জন পিতার জীবন কালে নিজ অংশ লইয়া পরিবার হইতে পৃথক্ হইলে, বিষয়ের উপর তাহার আর দাওয়া নাই।

উ. ১। পিতা যদি উভয়ের স্বেচ্ছা ও সম্মতি ক্রমে স্বোপার্জ্জিত বিষয় হইতে জ্যেষ্ঠকে কিছু ধন দিয়া পরিবার হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়া থাকেন, তবে ঐ জ্যেষ্ঠ পিতার মরণে তদুপার্জ্জিত বিষয়ের আর কোন অংশ ভ্রাতাদিগের স্থানে পাইতে অধিকারী নয়।

প্রমাণ—

দায়ভাগে ও বিবাদ চিন্তামণিতে-ধৃত নারদ ও বৃহস্পতিবচন, তদ্যথা "পুত্রগণকে পিতা যে সমান, অধিক, বা ন্যূন ভাগ দেন, তাহাদিগকে তাহাই স্বীকার করিতে হইবেক; নতুবা তাহারা দণ্ডনীয় হইবেক"। "পিতা পুত্রগণকে যে সমান, অথবা ন্যূনাধিক ভাগ দিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম্য; যেহেতু পিতা সকলের প্রভু"।

প্র. ২। ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতা হইতে পৃথক্ না হইয়া আপন স্ত্রীর সহিত পরিবারীর আর অপর ব্যক্তির কলহ হওয়াতে যদি কেবল পরিবার ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় পিতৃধনের অংশ পাইতে ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অধিকার আছে কি না?

কিন্তু কেবল পৃথক্ বাসে বিভাগে নিরাশ হয় না।

উ. ২। পিতা যদি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোন অংশ না দিয়া থাকেন, অথবা বিষয়ের কোন বিভাগ না করিয়া থাকেন, এবং ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র যদি পৃথক্ রহিয়া থাকে, তবে উক্ত ধনির মরণে সকল পুত্রই তত্ত্যক্ত বিষয়ের ভাগি হইবেক।

প্রমাণ—

দায়ভাগে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বচন—'পিতা মাতার মরণান্তে পুত্রেরা বিষয় ও ঋণ সমান ভাগ করিয়া লইবেক'।

মনু—'পিতা মাতার স্বত্ব ধ্বংস হইলে ভ্রাতারা একত্র হইয়া পৈতৃক বিষয় সমান ভাগ করিয়া লইবেক; পিতা মাতা বিদ্যমানে পুত্রদের তাহাতে প্রভুত্ব নাই।'

Q. Of four brothers, who had received some property, movable and immovable, by gift from their maternal grandfather, the eldest died, leaving a son (the complainant), and then their mother died. Subsequently to her death, two of the surviving three brothers died, one leaving a daughter, who was mother of male issue, and the other a widow, as their heirs. A part of the property is in joint tenancy, and the other portion is separate, and in the exclusive possession of the several individuals specified. The complainant, being the son of the eldest brother, sues for partition of the estate; and the defendant, one of the brothers, admitting the inchoate right of the plaintiff, states, that while he (the defendant) is living, his brother's son cannot have an equal share with him. In this case, is the property a fit subject of partition while one of the four brothers exists, or will the surviving brother be entitled to a superior portion?

Property having been given by a man to his four grandsons, and one of them dying, the son of the deceased is entitled to claim partition from his uncles.

R. All the grandsons were equally entitled to the gift of their maternal grandfather; and should one of them die during the lifetime of his mother, leaving a son, his son has the exclusive right to the property to which his father was entitled, whether divided or undivided. The following is the doctrine in the *Mitákshará*, *Dáyabhága*, and other books of law. VRIHASPATI: "All the brethren shall be equal sharers of that which is acquired by them in concert."

Zillah Hoogly. April 3rd, 1821. Macn. H. L. vol. II. Ch. 5. case 5 (pp. 150,151.)

Q. 1. A person had three sons, the eldest of whom, having been separated from his father, lived apart. Afterwards the father died. In this case, are only those sons who lived with him, entitled to succeed him; or have all his sons an equal right of succession?

R. 1. Supposing the father, by mutual free will and consent to have given some wealth out of his self-acquisitions to his eldest son, and separated him from his family; in this case, on the death of the father, the eldest son has no right to get any additional portion of his father's acquisitions from his brothers.

One of three sons having separated himself from the family, and taken a share during his father's lifetime, has no further claim on the estate.

*Authorities.*

The text of NA'RADA and VRIHASPATI cited in the *Dáyabhága* and *Viváda-Chintámani*: "Shares which have been assigned by a father to his sons, whether equal, greater, or less, should be maintained by them; else they ought to be chastised." "For such as have been separated by their father, with equal, greater, or less allotments of wealth, that is a lawful distribution: for the father is lord of all."

Q. 2. If there had been no separation from the father, and the eldest son had left the family on account of a dispute which had taken place between his wife and the other members of the family; in this case, has the eldest son any right to share his father's estate?

R. 2. Supposing the father not to have given any property to his eldest son, or to have made any division of it, and the eldest son to have lived apart, then on the death of the father, all his sons share the inheritance.

But mere living apart does not exclude.

*Authorities:*

The text of JA'GNYAVALKYA, cited in the *Dáyabhága*: "Let sons divide equally the effects and the debts, after the death of both parents."

MANU:—"After the (death of the) father and the mother, the brethren, being assembled, must divide equally the paternal estate; for they have not power over it while their parents live."

প্র. ৩। জ্যেষ্ঠপুত্র যদি পিতার বিষয় পাইতে অধিকারী হয়, তবে স্বার্জ্জিত ধনের কি পরিমিত পৈতৃকেরই বা কত তাহাকে অর্পিবে ?

পুত্রেরা সমভাগভাগী।

উ. ৩। পিতার মরণে তাহার সকল পুত্রই তাঁহার বিষয় (তাহা স্বার্জ্জিত বা পৈতামহ হউক) সমান ভাগ করিয়া লইবে।

পিতৃ ধনের উপঘাত বিনা স্বকীয় শ্রমমাত্রে উপার্জ্জিত ধন কেবল অর্জ্জককে অর্শে।

প্র. ৪। ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি পিতাকে ছাড়িয়া পৃথক্ বাস করিয়া থাকে, তদনন্তর পিতা যদি আর আর পুত্রের সহিত একত্র রহিয়া থাকেন, এবং তদবস্থায় ঐ পুত্রেরা যদি কিছু কিছু ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে তবে ঐ ধন পুত্রগণের মধ্যে কিরূপে বিভক্ত হইবেক ?

উ. ৪। ঐ ধন যদি পিতৃধনের উপঘাতে উপার্জ্জিত না হইয়া থাকে তবে পুত্রেরা পিতার সহিত একান্নভুক্তাবস্থায় উপার্জ্জন করিলেও ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তাহাতে কোন স্বত্ব নাই।

প্রমাণ।—দায়ভাগাদি গ্রন্থে ধৃত ব্যাস-বচন—"কোন ব্যক্তি পিতৃ দ্রব্যের উপঘাত বিনা স্বশক্তিতে যাহা উপার্জ্জন করে তাহার অংশ সমদায়াদগণকে দিবে না, এবং বিদ্যাদ্বারা লব্ধধনের ভাগও দিবে না।

কিন্তু পিতা যে ধন উপার্জ্জন করেন পুত্রগণ তদুপার্জ্জনে সাহায্য করুক বা না করুক তন্মরণে তাহাতে সমানরূপে অধিকারি হয়।

প্র. ৫। জ্যেষ্ঠ পুত্র সাধারণ আবাস হইতে গেলে পর, পিতা যদি আর আর পুত্রের সহিত একত্র পরিশ্রম করিয়া কিছু ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তবে ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহার ভাগ পাইবে কিনা ?

উ. ৫। আর আর পুত্রের সহিত একত্র শ্রম দ্বারা পিতৃকর্ত্তৃক যে বস্তু উপার্জ্জিত হওয়া নিশ্চিত হইবে তাহার ভাগ ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইবে।—কেননা সকল পুত্রই পিতৃধনাধিকারি হইতে অধিকারি।

প্রমাণ।—দায়তত্ত্ব ধৃত বৌধায়ন বচন—"অগ্রজ থাকিলে অর্থ তদ্‌গামি হয়।"

জিলা নদিয়া, ৩ ডিসেম্বর ১৮১১ সাল। গৌরাঙ্গ পাডুই—বনাম—রামপ্রসাদ পাডুই। মেক্. হি. ল. বা. ২. মকদ্দমা ৫ (পৃ. ৫—৭)

প্র.। তিন সহোদরে অবিভক্তাবস্থায় একত্র বাস করে। তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ নিজ নামে কোন ভূমির সনদ হাসিল করে, কিন্তু তাহার ভ্রাতারা ঐ ভূমির উপস্বত্ব সমানরূপে ভোগ করে। এমত অবস্থায় ঐ সকল ভ্রাতাই সাধারণ রূপে ঐ ভূমির স্বামি বিবেচিত হইবে অথবা যে ব্যক্তি ঐ সনদ উপার্জ্জন করিয়াছে সেই কেবল তাহা দখল করিবে ? যদি সকল ভ্রাতাই মরিয়া থাকে, এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাদ্বয়ের পুত্রসন্তান না থাকে কিন্তু সর্ব্ব জ্যেষ্ঠের এক দৌহিত্র থাকে, তবে ঐ দৌহিত্র উক্ত বিষয়ের কোন অংশ পাইতে অধিকারী হইবে, অথবা দ্বিতীয় ভ্রাতার পত্নী ও সনদ হাসিলকারির পুত্র উক্ত দৌহিত্রকে নিরাস করিয়া আপনারাই সকল বিষয় লইবে ?

উ.। সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি কেবল নিজ ধনে ও শ্রমে আপন নামে সনদ হাসিল করিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় সেই (কনিষ্ঠ ভ্রাতাই) কেবল যথা শাস্ত্র ধনস্বামী হইবে।

ঐ বিষয় সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতার নামে হাসিল হইয়া থাকিলেও যদি তাহা সকল ভ্রাতার সাধারণ ধনে ও শ্রমে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তবে তিন ভ্রাতায় সমান ভাগ-ভাগি হইতে অধিকারি। তাহারা সকলেই যদি মরিয়া থাকে, তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের পুত্রাভাবে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠের দৌহিত্র ও দ্বিতীয় ভ্রাতার পত্নী, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র ঐ বিষয় সমান ভাগ করিয়া লইবে, যেহেতু তাহা সাধারণ ধনে ও শ্রমে উপার্জ্জিত হইয়াছে। এই মত বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্র সম্মত। জিলা ত্রিপুরা। ২৯ জুন ১৮১৫ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ১., মকদ্দমা ৪. (পৃ. ৪)।

১১৬ ও ১১৭ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

৴০ ভৈরবচন্দ্র রায়—বনাম—রসমণি। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৭৯৯ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ২৭। দ্রষ্টব্য—বা. ম. পৃ. ২৯।

Q. 3. Should the eldest son be entitled to inherit from his father, what portion of the self-acquisitions and of the ancestral property will devolve on him?

R. 3. On the death of the father, all the sons will equally divide their father's property, whether it consist of self-acquisitions or patrimony.

Sons share equally.

*Authorities :*

The text of MANU. See Reply 2.

Q. 4. Supposing the eldest son to have left his father and to have lived apart, and, subsequently to such separation, the father to have lived in a joint state with his other sons, who acquired some property while they were living with their father; in this case, how will such acquisitions be distributed among the sons?

Property aquired by exclusive labour, without using the patrimony, goes to the acquirer solely.

R. 4. The eldest brother has no right to the acquisitions of his brethren, provided they were made without the use of the patrimony, even though they were acquired while the sons were living with their father.

*Authorities :*

The text of VYA'SA, cited in the *Dáyatatwa* and other law books: "What a man gains by his own ability without relying on the patrimony, he shall not give up to the co-heirs; nor that which is acquired by learning."

Q. 5. Subsequently to the eldest son's departure from the family house, the father, joining his labour to that of his other sons, acquired some property; in this case, will the eldest son share in the acquisition?

But property acquired by a father is on his death inherited equally by all his sons, whether they aided in the acquisition or not.

R. 5. Whatever property may be ascertained to have been the father's acquisitions made with the assistace of his other sons, his eldest son is entitled to a share in it, because all the sons have a right to inherit from the father.

*Authorities :*

The text of BOUDHA'YANA, laid down in the *Dáyatatwa*: "Male issue of the body being left, the property must go to them."

Zillah Nuddea, December 3rd, 1811. Macr H. L. vol. II. Chap. 1. case 5 (pp. 5—7.) Gourunga Párui *v.* Rám Prasád Párui

Q. Three uterine brothers lived in a joint and undivided state. The youngest of them obtained a grant of certain lands in his own name, but his brothers participated equally with him in the enjoyment of the produce. In this case, should all the brothers be considered joint proprietors of the land, or will the person who obtained the grant possess it exclusively? Should all the brothers be dead, the two elder leaving no son, but there being a daughter's son of the eldest, is such grandson in the female line entitled to receive any share of the property, or will the widow of the second brother and son of the person who acquired the grant exclude him, and take the entire state to themselves?

A. Should the youngest brother have acquired the grant in his own name, by means of his own funds and labour exclusively in this case, he (the youngest brother) is the sole legal proprietor.

If the property have been earned by means of the common funds and labour of all the brethren, though granted in the name of the youngest brother, then the three brothers will be entitled to equal participation. Should all of them be dead, on failure of sons of the two elder brothers, the grandson in the female line of the eldest brother, and the widow of the second and son of the youngest brother will participate in the estate equally, it having been acquired by means of common funds and labour. This opinion is conformable to the law as current in Bengal. Zillah Tipperah, June 29th, 1815. Mac. H. L. vol. II. Chap. I. Case 4 (p. 4).

*Cases* bearing on the Vyavásthás Nos. 114 & 117.

I. Bhoirab chandra Ráy *versus* Rasamani. 18th September 1799. S. D. A. R. vol. 1. p. 27—See *ante*, p. 23.

৭০ ঈশ্বরচন্দ্র কারফরমা প্রভৃতি—বনাম—গোবিন্দ চন্দ্র কারফরমা প্রভৃতি। সু. কো.। জানওরি ১৮২৩ সাল। কন্. হি. ল. পৃ. ৭৪ ও ৭৫। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ২২।

জয়নারায়ণ মল্লিক প্রভৃতি—বনাম—বিশ্বম্ভর মল্লিক প্রভৃতি।

১১৭ ও ১১১ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

৮০ রাধাচরণ উইল না করিয়া, চারি পুত্র রাখিয়া—অর্থাৎ হলধর, বিশ্বম্ভর, গোবর্দ্ধন, ও জয়নারায়ণকে রাখিয়া—মরে। রাধাচরণের গোকুলচন্দ্র নামে আর এক পুত্র ছিল কিন্তু সে নিজ পিতার জীবন কালেই—গৌরপ্রিয়া নাম্নী পত্নীকে এবং রামধন ও বৃজমোহন নামে দুই পুত্রকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। হলধর নিজ পিতার মরণ কালে জীবিত ছিল, পরে রামনারায়ণ নামে পুত্রকে ও প্যারী নাম্নী পত্নীকে রাখিয়া লোকান্তর গত হইল।

প্রকাশ হইল যে উক্ত ব্যক্তি সকলে এক অবিভক্ত পরিবার রূপে এক গৃহে একত্র বাস করিত।—শাস্ত্র বিষয়ে আদালতের এরূপ হৃদ্ বোধ হইবাতে যে ব্যক্তিরা এরূপ একত্র থাকিলেও পৃথক্ ধন উপার্জ্জন করিতে পারে, এবং তদ্রূপে উপার্জ্জিত ধন পৃথক্ রূপে ভোগ করিতে তাহাদিগের অধিকার আছে, বৃত্তান্ত নির্ণয়ার্থ ইষু করিতে আদেশ করিলেন, অর্থাৎ—উক্তরূপ পৃথক্ ধনের দাবীকারি ব্যক্তিরা ঐ ধন যথার্থতঃ নিজ নিজ পরিশ্রমে উপার্জ্জন করিয়াছিল কি না? (এই ইষু করিতে আদেশ করিলেন)।

যে ইষু হইয়াছিল তাহা ভিন্ন ভিন্ন দাবীদার ব্যক্তিদিগের অনুকূলেই বটে, ও তাহাতে এক চূড়ান্ত ডিক্রী হইয়া এই আদেশ হয় যে এক বাটী ও ২৭০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ পৃথক্ রূপে নাবালগ রামনারায়ণের প্রাপ্য,—তিন খান বাটী ও ১১৭০০ টাকার কোম্পানির কাগজ বিশ্বম্ভরের প্রাপ্য।—অপর আদেশ হইল যে বক্রী ভূমি বিক্রীত হইয়া তাহার মূল্য ও ৯০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে বিশ্বম্ভর রামনারায়ণ জয়নারায়ণ ও গোবর্দ্ধন* প্রত্যেকে এক ভাগ, বৃজমোহন ও রামধন উভয়ে এক ভাগ পায়*। সু. কো.। কন্. হি. ল. পৃ. ৪৮—৫০।

৯০ গদাধর শর্ম্মা ও কালিদাস শর্ম্মা—বনাম—অযোধ্যারাম চৌধুরী। ৩০ আক্‌টোবর ১৭৯৪ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৬। ব্য. দ. পৃ. ১৮০ ও ১৮২।

## সাধারণ ধনোপঘাতে অর্জ্জিত বিষয়-বিভাগ।

ব্যবস্থা

১২১ সাধারণের উপঘাতে অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জকের দুই ভাগ, অন্যের এক ভাগ†।

ইহা ন্যায্য বটে, যেহেতু অর্জ্জকের সাধারণ ধন-ব্যবহারে ও শরীরের শ্রমে, অন্যের কেবল সাধারণ ধন ব্যবহারে (সে ধন উপার্জ্জিত)।

১২১ সাধারণ ধনোপঘাতেনার্জ্জিত ধনে অর্জ্জকস্য ভাগদ্বয়ং, ইতরেষামেকাংশিত্বং†।

যুক্তঞ্চৈতৎ, অর্জ্জকস্য সাধারণ ধন ব্যাপারেণ শরীরায়াসেনচ অনর্জ্জকানান্তু কেবল সাধারণ ধন-ব্যাপারেণার্জ্জিতত্বাৎ।

* দৃষ্ট হইবে যে আমি এই মকদ্দমার রিপোর্ট শুদ্ধ ইহা দেখাইবার নিমিত্তে লিখিলাম যে আর সকল বিষয়ে অবিভক্ত এমত হিন্দু পরিবারীয় নানা ব্যক্তির স্বোপার্জ্জিত বিষয়ে আদালত কত দূর পর্য্যন্ত বিচার অর্থাৎ কিরূপ বিচার করিয়াছেন। রাধাচরণের ধন ও তদ্‌বৃদ্ধি তাহার পুত্রদের ও তৎস্থলাভিষিক্তদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে আজ্ঞা এবং অর্জ্জকদিগকে তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় উপার্জ্জন দিতে আদালত আজ্ঞা করিয়াছেন—অর্থাৎ (আদেশ করিয়াছেন যে) বিশ্বম্ভরকে তাহার নিজ উপার্জ্জন ও রামনারায়ণকে তাহার পিতা হলধরের উপার্জ্জন দেওয়া যায়। এস্থলে দৃষ্ট হইতেছে যে রাধাচরণের মরণ কালে বিদ্যমান পুত্রেরা অর্থাৎ বিশ্বম্ভর গোবর্দ্ধন ও জয়নারায়ণ প্রত্যেকে এক অংশ লইল; হলধরের এক পুত্র রামনারায়ণ নিজ পিতৃ স্বত্বে এক অংশ লইল, গোকুলচন্দ্রের দুই পুত্র অর্থাৎ রামধন ও ব্রজমোহন উভয়ে পিতৃ যোগাংশ লইল। সর ফ্রন্সিস্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের কন্‌সিডরেন্‌স্ অন্ দি. হিন্দু ল. (পৃ ৫০ ও ৫১)।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ৩১। দা. ভা. পৃ. ১২৩। কোল্. দা. ভা. পৃ. ১১১। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৭১। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ৫২।

II. I'shwar Chandra Kárfarmá and others *versus* Gobinda Chandra Kárfarmá and others. S. C. January 1823. Cons. H. L. pp. 74, 75. See *ante*, p. 23.

*Joynárayan Mallik and others V. Bishwambhar Mallik and others.*

I. Ra'dha' Charan died intestate, leaving four sons, viz. Haladhar, Bishwambbar, Gobardhan, and Joy Na'ra'yan.—Gokul Chandra was another of Ra'dha' Charan's sons, but died in the lifetime of his father, leaving Gourpriyá his widow, and Ra'mdhan and Brajamohan his sons, surviving him. Haladhar survived his father, and died leaving Ra'm Na'ra'yan his son, and Piya'rí his widow.

*Cases* bearing on the Vyavasthás Nos. 117 & 119.

It appeared that the parties had all lived together in the same house as a joint and undivided family: and the Court having been satisfied as to the law, viz. *that parties so living together are capable of acquiring separate property, and have a right to enjoy property so acquired in severalty*, directed issues to try the facts, namely, whether or not the claimants of such separate property had actually acquired it by their *own several exertions*.

The issues were favorable to the claimants, severally; and the result was a final decree, declaring the infant Ra'm Náráyan entitled to a house, and Company's securities to the amount of 27,000 Rupees in severalty,—declaring Bishwambhar entitled to three houses and Company's securities to the amount of 11,700 Rupees in severalty,—ordering the remainder of the landed property to be sold, and decreeing that the purchase money, together with 9,000 Rupees in Company's securities, should be divided into five parts or shares; of which Bishwambhar, Ra'm Náráyan, Joy Na'ra'yan, and Gobardhan should each take one share, and Brajamohan and Ra'mdhan should take one between them.* S. C. Cons. H. L. pp. 48—50.

II. Gada'dhar Sarma' *versus* Ajodhya' Ra'm Choudhurí. 30th October 1794. S. D. A. R. vol. I. p. 6. See *ante*, pp. 181,183.

## PARTITION OF THE ACQUISITIONS MADE BY USING THE COMMON STOCK.

121. The acquirer has two shares of the property acquired by the use of the joint stock†.

Vyavasthá

This is reasonable; for the acquisition is made on the part of the acquirer both by the use of the common property, and by personal labour; but on the part of the rest, simply by means of the joint stock.

* It will be observed, that I have given this report of the case, merely for the purpose of showing how far the Supreme Court has gone in adjudicating self-acquired property, to the *several* members of a *Hindu* family, in *all other respects joint and undivided*. It was the property of Rádhá Charan, and the increase of that property, which was ordered to be equally divided among his sons, and their representatives—giving their own acquisitions to the acquirers, i. e. those of Bishwambhar to himself, and those of Haladhar to his son Rám Náráyan. Here it will be seen that Bishwambhar, Gobardhan, and Joy Náráyan, the surviving sons of Rádhá Charan, each took *per capita*; that Rám Náráyan the only son of Haladhar, took a share in right of his father;—and that Rámdhan and Brajamohan, the two sons of Gokul Chandra, took *per stirpes* his share between them. Sir Francis Macnaghten's Considerations on the Hindu Law. pp. 50,51.

† W. Dá. Kra. Sang. p. 70. Coleb. Dá. bhá. p. 111. Macn. H. L. vol. I. p. 52.

প্রমাণ

যৎকিঞ্চিৎ সাধারণ বস্ত্র (অ) বাহন বা অস্ত্র ব্যবহারে শৌর্য্যাদিদ্বারা (কেহ) ধন প্রাপ্ত হইলে (ই) ভ্রাতারা (উ) তাহার অংশ ভাগি ॥ তাহাকে (ও) দুই ভাগ দাতব্য, অবশিষ্টেরা সমভাগ ভাগি। ব্যাস।

(অ) এই ধন ব্যবহারে—ভোজনাচ্ছাদনাতিরিক্ত ধন-ব্যবহার বুঝায়, কেননা ভোজনার্থে ধনব্যবহার গৃহস্থিত ব্যক্তির অবশ্যই করিতে হয়। দা. ভা. টী. পৃ. ১২৪।

(ই) শৌর্য্যেপ্রাপ্ত ধনে—সাধারণ ধনের উপঘাতে শৌর্য্যদ্বারা অর্জ্জিত ধন বোধ্য;—যেহেতু সাধারণ-ধনের অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধন বিভাজ্য নয় ইহা পরে কথিত হইবে। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৩।

শৌর্য্যাদিদ্বারা অর্জ্জিতধনের বর্ণন। কাত্যায়ন করিয়াছেন—"সংশয়কে তুচ্ছ করিয়া (কোন সেনা) দুঃসাহসীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে সেই কর্ম্মে তুষ্ট হইয়া প্রভু যে পারিতোষিক দেন, সেই পারিতোষিকরূপে লব্ধ যে কিছু তাহাই শৌর্য্যার্জ্জিত ধন।

(উ) ভ্রাতারা এই পদ উপলক্ষণ—ইহাতে পিতৃব্য প্রভৃতিও বুঝায়। দা. ত. পৃ. ২৭।

(ও) তাহাকে অর্থাৎ অর্জ্জককে। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩১।

যেস্থলে এক জনের কেবল সাধারণ ধনোপঘাতমাত্র ব্যাপার, অন্যের (সাধারণ) ধন ও স্বকীয় শরীর দ্বারা ব্যাপার, সে স্থলে ঐ একজনের এক ভাগ, অন্যের দুই ভাগ ন্যায়পূর্ব্বকই নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে—

ব্যবস্থা

**১২২ সাধারণ ধনের উপঘাত হইলে যাহার যদংশ বা যৎপরিমিত ধনের (তাহা অল্প বা অধিক হউক) উপঘাত হয় তদনুসারে তাহার ভাগ কল্পনা কর্ত্তব্য। দা. ভা. পৃ. ১২৫।**

ব্যবস্থা

**১২৩ অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে কাহারো শ্রমে সাধারণ ধন বৃদ্ধি হইলে, তাহাতে তাহার দুই অংশ প্রাপ্য নয়।**

ব্যবস্থা

**১২৪ দায়াদগণের মিশ্রিত ধনে ও শ্রমে কোন বিষয় উপর্জ্জিত হইলে, যদি তত্তদ্দত্ত ধনের ও শ্রমের পরিমাণ জানাযায় তবে তাহারা তদনুসারে ভাগভাগি, নতুবা সমভাগি।**

সাধারণং সমাশ্রিত্য (অ), যৎকিঞ্চিদ্বাহনায়ুধং। শৌর্য্যাদিনাপ্নোতি (ই) ধনং ভ্রাতরস্তত্র (উ) ভাগিনঃ। তস্য [ও] ভাগদ্বয়ং দেয়ং, শেষাস্তু সমভাগিনঃ। ব্যাসঃ।

(অ) এতচ্চ ভোজনাচ্ছাদনাতিরিক্ত ধনাশ্রয় পরং, তদর্থ ধনোপঘাতস্য গৃহস্থিতেনাবশ্য কর্ত্তব্যত্বাৎ। দা. ভা. টী. পৃ. ১২৪।

(ই) শৌর্য্যপ্রাপ্তং—সাধারণ ধনোপঘাতেন শৌর্য্যার্জ্জিত ধন বিষয়ং;—সাধারণানুপঘাতার্জ্জিত ধনস্যাবিভাজ্যতয়া বক্ষ্যমাণত্বাৎ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৩।

শৌর্য্যাদিধনমাহ কাত্যায়নঃ—"আরুহ্য সংশয়ং যত্র, প্রসভং কর্ম্মকুর্ব্বতে। তস্মিন্ কর্ম্মণি তুষ্টেন প্রসাদঃ স্বামিনাকৃতঃ ॥ তত্র লব্ধন্তু যৎকিঞ্চিৎ ধনং শৌর্য্যেণ তদ্ভবেৎ। দা. ভা. পৃ. ১৪৩।

(উ) ভ্রাতর ইত্যুপলক্ষণং—পিতৃব্যাদয়োঽপি বোদ্ধব্যাঃ দা. ত. পৃ. ২৭।

(ও) তস্য—অর্জ্জকস্য। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩১।

যত্র সাধারণধনমাত্রেণৈকস্য ব্যাপারোঽপরস্য ধন-শরীরাভ্যাং তত্রৈকস্যৈকো ভাগোঽপরস্য ভাগদ্বয়ং ন্যায়াবগতমেব নিবদ্ধং। এতেন চৈতদপি সিধ্যতি, যৎ—

**১২২ সাধারণ ধনোপঘাতে সতি যস্য যাবতো ঽংশস্য স্বল্পস্য মহতোবোপঘাতঃ তস্য তদনুসারেণ ভাগকল্পনা কার্য্যা। দা. ভা. পৃ. ১২৫।**

**১২৩ অবিভক্ত দায়াদানাং কস্যাপ্যায়াসেন সাধারণ ধনে প্রবৃদ্ধে, ন তস্য দ্ব্যংশিত্বং।**

**১২৪ দায়াদানাং মিশ্রিত ধনায়াসাভ্যাং অর্জ্জিতবিত্তে, ধনায়াস পরিমাণ নির্ণয়ে তেষাং তদনুসারেণাংশিত্বং, অনির্ণয়ে সমাংশিত্বং।**

"The brethren (u) participate in that property which one of them gains by valour (i) or the like, using some common property (a) either a weapon or a vehicle. To him (o) two shares should be given: but the rest should share alike." VYA'SA. Dá. bhá. p. 111. Authority

(a) *The using of common property* must however be other than that of eating and clothing; inasmuch as a householder must use property for that purpose. SRI'KRISHNA'S comment on the *Dáyabhága*. Sans. p. 124.

(i) "*Gained by valour*"—refers (here) to what is acquired by valour by using the joint-stock; for it will be hereafter declared, that wealth acquired without the use of the joint stock is indivisible. Dá. Kra. Sang. p. 73.

KA'TYA'YANA propounds the gain of valour, &c.—"When (a soldier) performs a gallant action, despising danger; and favour is shown to him by his lord pleased with that action; whatever property is then received by him, shall be considered as gained by valour. Coleb. Dá. bhá. p. 131.

(u) The term '*brethren*' is merely illustrative, it comprehends also paternal uncles and the rest. Dá. T. Sans. p. 17.

(o) '*To him.*' That is to the acquirer. Dá. Kra. Sang. p. 70.

Where the exertion of one is merely through the joint property, and the other contributes to the acquisition by his person and wealth, it is a rule suggested by reason, that the one shall have a single share, and the other two. Hence like-wise it follows, that—

22. If the joint stock be used, shares should be assigned to each person in proportion to the amount of his allotment, be it little or much, which has been used.—Coleb. Dá. bhá. p. 114. Vyavastha

123 Should one member of an undivided family augment the joint stock by his sole exertions, he is not therefore entitled to a double share of the augmentation. Vyavastha'

124 Where several coparceners contribute means and labour in the acquisition, there they share in proportion to their contribution, if known; otherwise, in equal shares. Vyavastha

ব্যবস্থা · ১২৫ এক ভ্রাতার ধনোপঘাতে অন্য ভ্রাতার পরিশ্রমে ধন উপার্জ্জিত হইলে তদুভয়ে সমভাগি;—কিন্তু একের ধনে অপরের ধনে ও শ্রমে উপার্জ্জিত হইলে ধনমাত্র দাতার এক অংশ, অপরের দুই অংশ—উভয় অবস্থাতেই অন্য ভ্রাতাদের অংশ নাই।

১২৫ যদা একস্য ভ্রাতুরসাধারণ ধনোপঘাতেন অপরস্য ভ্রাতুরায়াসেনচ বিত্তমর্জ্জিতং তত্র তয়োঃসমাংশিত্বং; যদিতু একস্য ধনেন অপরস্য ধন শরীরাভ্যাঞ্চার্জ্জিতং তদা কেবল ধনদাতুরেকাংশঃ, অপরস্য দ্ব্যংশঃ—উভয়ত্রৈব ইতরেষাং ভ্রাতৃ্ণাং অনংশিত্বং

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম মেকনাটন সাহেবের
পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.। তিন হিন্দু (সহোদর ভ্রাতা) অবিভক্তাবস্থায় বাস করতঃ পিতৃ দ্রব্যের উপঘাত বিনা কিছু স্থাবরাস্থাবর বিষয় উপার্জ্জন করে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর আর ভ্রাতা হইতে পৃথক্ হইয়া ভ্রাতাদিগকে কিছু ভাগ নাদিয়া তাবত্ বিষয় আপনি লইল। দৃষ্ট হইতেছে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপার্জ্জন আর আর ভ্রাতা হইতে অধিক। এমত অবস্থায় ঐ বিষয়ের কিরূপ বিভাগ হইবেক?

পৈতৃক ধনের উপঘাতে ধন উপার্জ্জিত হইলে বিভাগে অর্জ্জক দুই অংশ পায়।

উ.। এমকদ্দমাতে তিন ভ্রাতায় একত্র বাস করিয়া পৈতৃক ধনের আশ্রয় বিনা স্ব স্ব ধনে স্থাবরাস্থাবর বিষয় উপার্জ্জন করিয়াছে, অতএব প্রত্যেক ভ্রাতা ঐ বিষয় উপার্জ্জনের নিমিত্তে নিজ দত্ত পৃথক্ ধনের পরিমাণানুসরে ভাগ পাইতে অধিকারী। যদি তন্মধ্যে এক জন পৈতৃক সাধারণ দ্রব্যের সাহায্যে তাহা উপার্জ্জন করিয়া থাকে তবে ঐ উপার্জ্জক অন্য হইতে দ্বিগুণ পাইবে, অর্থাৎ দুই ভাগ পাইবে, যদি এক জনে সাধারণ ধনের সাহায্য বিনা স্বকীয় ধনে কোন বিষয় উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তবে উপার্জ্জিত সকল বিষয় সেই উপার্জ্জক লইবেক। এই মতের প্রমাণ দায়ভাগে ধৃত ব্যাসের ও যাজ্ঞবল্কের বচন—"যদি সাধারণ ধন ব্যবহৃত হয়, তবে ব্যাবহৃত ঐ ধন অল্প হউক বা অধিক, প্রেত্যেক ব্যক্তিকে তাহার দত্ত ধনের পরিমাণানুসারে অংশ দাতব্য। কোন ব্যক্তি পৈতৃক দ্রেব্যের আশ্রয় বিনা আপন ক্ষমতায় যাহা উপার্জ্জন করে তাহা শরীকদিগকে দিবে না, এবং বিদ্যাদ্বারা উপার্জ্জিত ধন ও দিবে না॥ কোন সমদায়াদ পৈতৃক দ্রব্যের উপঘাত বিনা আপনি যে কিছু উপার্জ্জন করে—যথা বন্ধু হইতে প্রাপ্ত উপঢৌকন, অথবা বিবাহে প্রাপ্ত দান—তাহা সমদায়াদদিগের সহিত সম্বন্ধ রাখে না॥ সাধারণ ধনের আশ্রয়ে আর্থাৎ শস্ত্র বা যান ব্যবহারে কোন ব্যক্তি শৌর্য্যাদি দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করে ভ্রাতারা তাহার অংশি; পরন্তু ঐ অর্জ্জকে দুই ভাগ দাতব্য, অবশিষ্ট ভ্রাতারা সমান ভাগভাগি। সহর ঢাকা, ১২ মে ১৮১৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৫. মকদ্দমা ১২ (পৃ. ১৫৮—১৫৯)।

প্র.। এক ব্যক্তি চারি পুত্র ও কিছু স্বার্জ্জিত ভূমি রাখিয়া মরে। তাহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্রেরা অবিভক্তরূপে একত্র বাস করতঃ প্রেত্যেকে আপন আপন উপার্জ্জন দ্বারা কিছু কিছু ভূমি ক্রয় করিয়া সাবেক বিষয়ে যোগ করে। এমত অবস্থায়, ঐ চারি ভ্রাতা সমুদয় বিষয়ের সমান ভাগ পাইবে অথবা অন্যরূপ অংশে অংশি হইতে অধিকারি?

Vyavasthá

125 Where a property is acquired by the use of one brother's money and by another brother's labour, there they both share it equally; but where it is acquired by one's money and another's money and labour, there the brother who supplied funds shall have one share, and the other shall have two shares: and in both cases the rest of the brethren shall be excluded from participation.

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. Three Hindus (being uterine brothers) live as a joint and undivided family, and acquire some property real and personal, without relying on the patrimony. The eldest brother separates himself from his brothers, and takes the whole of the property exclusively, without coming to any division with his brethren. It appears that the acquisitions of the eldest exceeded those of his brothers. Under these circumstances, how should the property be distributed?

The acquirer takes a double share on partition, where ancestral property has been used in making the acquisition.

R. In this case, three brothers living in a joint state, acquired the property real and personal by their own respective funds, without relying on the patrimony, and therefore each brother is entitled to a share coresponding to the extent of his separate funds applied by him towards the acquisition. If one of them had acquired it, relying on ancestral joint stock, the acquirer shall have twice as much as the rest; in other words, a double share. Should any one acquire property by dint of his own funds without using the common stock, the acquirer takes the whole acquisition. The authority for this opinion is the following doctrine of VYA'SA and YA'JNYAVALKYA laid down in the *Dáyabhága*, &c.

"If the joint stock be used, shares should be assigned to each person in proportion to the amount of his allotment, be it little or much, which has been used." "What a man gains by his own ability, without relying on the patrimony, he shall not give up to the co-heirs; nor that which is acquired by learning." "Whatever else is acquired by the coparcener himself, without detriment to the father's estate, as a present from a friend, or a gift at nuptials, does not appertain to the co-heirs." "The brethren participate in that wealth, which one of them gains by valour or the like, using any common property, either a weapon or a vehicle, to him two shares should be given: but the rest share alike." City Dacca. May 12th 1817. Macn. H. L. vol. II. Ch. V. case 12 (pp. 158,159).

Q. A person died, leaving four sons, and some self-acquired landed property. After the father's death, his sons lived together as a joint and undivided family, and they each purchased with their respective acquisitions some lands, which they annexed to the original estate. Under such circumstances, are the four brothers entitled to share the whole property equally, or otherwise?

প্রত্যেক ভ্রাতার কৃত শ্রম ও দত্ত ধনের পরিমাণানুসারে তাহাদের উপার্জ্জিত বিষয় বিভাজ্য।

উ.। পিতার মরণোত্তর ভ্রাতারা একত্র বাসকালীন আপন আপন শারীরিক শ্রমে ও ধনে যে বিষয় উপার্জ্জন করিয়া পৈতৃক বিষয়ে মিসাইয়াছে, তৎক্রয়ের নিমিত্তে প্রত্যেক ভ্রাতা কত টাকা দিয়াছে ও শ্রম করিয়াছে তাহা যদি নিশ্চয় করিবার উপায় থাকে তবে ঐ বিষয় ভ্রাতাদের দত্ত ধনের ও শ্রমের পরিমাণে ভাগ হইবে। পরন্তু পৈতামহ বিষয় তাহাদের মধ্যে সমান ভাগ হইবে। রামচন্দ্র দাস—বনাম—গঙ্গাধর মহতী। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৫, মকদ্দমা ১৪ (পৃ. ১৬০)।

প্র.। রেস্পণ্ডেণ্ট ও আপিলাণ্ট সহোদর ভ্রাতা হওয়াতে বাঙ্গালা ১২১০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত একত্র বাস করিয়াছিল। রেস্পণ্ডেণ্ট অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তহসিলদারী ও ইজারদারী এবং তদ্রূপ আর আর কর্ম্ম দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিয়াছিল, আপিলাণ্টও গমস্তাগিরি মোক্তারি, ইজারদারী এবং আর কর্ম্ম দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিয়াছিল। তাহারা একান্নভুক্ত থাকন কালীন আপন উপার্জ্জন দ্বারা অন্য ব্যক্তির নামে ভূমি ক্রয় করে। ঐ ভূমি ক্রয় করিতে কে কি পরিমিত টাকা দিয়াছিল তাহা নিশ্চয় রূপে দর্শাইবার কোন দলীল ছিল না; কিন্তু ইহা স্পষ্টরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে যে রেস্পণ্ডেণ্ট যে টাকা দেয় তাহা আপিলাণ্টের দেওয়া টাকা হইতে অনেক অধিক। এমত অবস্থায় পিতৃধনের উপঘাত বিনা নিজ উপার্জ্জনে ভ্রাতারা যে বিষয় ক্রয় করিয়াছে তাহা তাহাদের মধ্যে সমান রূপে বিভক্ত হইবে অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ধনে অধিকাংশ বিষয় ক্রীত হওয়াতে তিনি জ্যেষ্ঠাংশ পাইতে অধিকারী হইবেন;—যদি হয়েন, তবে তাহার পরিমাণ কি?

বিষয় উপার্জ্জন নিমিত্ত অবিভক্ত ভ্রাতাদের প্রত্যেকে যৎপরিমিত ধন দিয়া থাকে তৎপরিমাণে তাহার ভাগ পাওয়া উচিত।

উ.। ভ্রাতার সহিত আপিলাণ্ট একত্র বাস করতঃ পিতৃধনের উপঘাত বিনা যে বিষয় উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহার অসাধারণ ধন; এবং উপরিউক্ত অবস্থায় রেস্পণ্ডেণ্ট যে বিষয় ক্রয় করিয়াছে, তাহা তাহার অসাধারণ ধন। একত্র বাস কালীন রেস্পণ্ডেণ্ট যদি বিষয় ক্রয় করিতে আপিলাণ্ট অপেক্ষা অধিক টাকা দিয়া থাকে তবে ঐ বিষয় ক্রয় করিতে যে পরিমিত টাকা দিয়াছে সে বিষয়ের সেই পরিমিত অংশ পাইতে অধিকারী; প্রত্যেক ব্যক্তি যে পরিমিত বিষয় ক্রয় করা সাব্যস্ত হইবে সে তাহা পাইতে অধিকারী এবং সেই পরিমিত বিষয় তাহার অসাধারণ ধন বিবেচিত হইবে; কিন্তু যে স্থলে (বিষয় ক্রয় করিতে) কে কত টাকা দিয়াছে তাহা স্থির হয় না সে স্থলে শাস্ত্রে এমত কোন বিধান নাই যদ্দ্বারা কাহার কি পরিমিত অংশ তাহা নির্ণয় করিতে পারা যাইতে পারে।

## প্রমাণ—

দায়ভাগাদি গ্রন্থে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন—"পিতৃ ধনের ক্ষয় বিনা কোন সমদায়াদ স্বয়ং যে কিছু উপার্জ্জন করে,—যথা বন্ধু হইতে প্রাপ্ত উপঢৌকন, কিম্বা বিবাহে প্রাপ্ত দান,—তাহাতে তৎসমদায়াদদিগের অধিকার নাই।" "যে ব্যক্তি যৎপরিমিত ধন দিয়াছে, তাহা অল্প হউক বা অধিক হউক, ব্যবহৃত সেই পরিমিত ধনের পরিমাণে তাহাকে অংশ দাতব্য।" ইহা দায়ভাগ ও দায়রহস্য এবং আর আর গ্রন্থে লিখিত আছে। সদরদেওয়ানী আদালত, ২৮ মে, ১৮১১ সাল। কুশলচক্রবর্ত্তী—বনাম—রাধানাথ চক্রবর্ত্তী। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৫. মকদ্দমা. ৮, (পৃ. ১৫৩ ও ১৫৪)।

প্র.। দুই ভ্রাতায় পৈতৃক শিকমী তালুকের আট আনা অংশ দখল করিত এবং ঐ বিষয় এজ্‌মালিতে দখলিকার থাকিয়াও তাহারা পৃথক্ বাস করিত। এই শিকমী তালুকের জমিদার অন্য আট আনা রকমের খাজানা বাকীর নিমিত্তে তালুক দখল করিয়া লইল। উক্ত ভ্রাতাদ্বয়ের জ্যেষ্ঠ এক স্ত্রীকে ও জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর এক দৌহিত্রকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। অনন্তর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুই পুত্র রাখিয়া মরিল। উক্ত দুই ভ্রাতার মরণের পরও ঐ তালুক জমিদারের দখলে ছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার এক পুত্র এবং অন্য আট আনা রকমের শরীকদারেরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী বাঁচিয়া থাকিতে ঐ তালুক ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে নালিশ করিল; এবং জমিদারের সহিত আপোস করিয়া পুনর্ব্বার ঐ বিষয় দখল পাইল,

R. The property acquired by the personal labour and funds of each of the brothers, and annexed to the original estate while they, after the death of their father, were living in a state of union, should there be any means of discriminating how much, either of funds or labour, was contributed by each of the brothers, will be distributed among them, according to their respective contributions. The ancestral property should however be distributed among them equally. Rám Chandra Dás *v.* Gangádhar Mahtí. Macn. H. L. vol. II. Ch. V. case 14 (p. 160).

Property acquired by brothers should be distributed among them according to the labour and funds employed by each.

Q. The respondent and appellant, being uterine brothers, lived jointly till the month of September 1210, B. S. The respondent (the elder brother) had acquired money by acting as *tehsildár* or collector, *ijárádár* or farmer, and the like capacities ; and the appellant also had earned money by acting as a *gomáshta* or agent, farmer, and in other employments. They purchased landed property, some in the names of other persons, with their acquisitions, while they were living in a joint state in respect of food. There were no documents to show, with any accuracy, the proportions in which the parties had respectively contributed to the purchase of the lands in question ; but it was clearly established, that the proportion contributed by the respondent was much the more considerable. Under these circumstances, will the estate which had been purchased by both the brothers, without the aid of patrimony, but with that of their own acquisitions, be equally divided among them, or is the elder brother, with whose money the greater part of the estates was purchased, entitled to any superior share ; if so, to how much ?

R. Property acquired by the appellant, living jointly with his brother, without using the paternal estate, becomes his exclusive property : and that purchased by the respondant, earned under the circumstances stated, becomes his own estate. If the property was purchased with a greater share of the respondent's funds, the less sum being contributed by the appellant, while they were living together, each of them is entitled to share the estate, in proportion to the funds respectively contributed by them to the purchase of the property. Whatever property may be ascertained to have been purchased by each of the parties, each is entitled to, and such portion should be considered the exclusive property of each ; but where the proportionate contribution of each may not be determined, there is no rule in the law by which the respective shares to which each is entitled, can be ascertained.

Brothers living jointly are entitled to share their acquisitions to the amount of the funds contributed by them respectively.

*Authorities :*

YA'JNYAVALKYA, cited in the *Dáyabhága* and other tracts : " Whatever else is acquired by the coparcener himself without detriment to the father's estate, as a present from a friend, or a gift at nuptials, does not appertain to the co-heirs." " Shares should be assigned to each person in proportion to the amount of his allotment, be it little or much, which has been used." This is laid down in *Dáyabhága*, *Dáyarahasya*, and other authorities. Sudder Dewanny Adawlut, May 28th, 1811. Kushal Chakravarttí *v.* Rádhánáth Chakravarttí. Macn. H. L. vol. II. Ch. V. case 8 (pp. 153,154).

Q. Two brothers possessed an eight-anna share of an ancestral dependant *talook*, and lived apart, though the estate continued to be held by them in joint tenancy. The *Zemindar* or proprietor of the dependant *talook* seized the whole estate for the arrears due from the other eight-anna share. The elder brother died, leaving a daughter's son by one of his wives, and a widow. The second brother next died, leaving two sons. After the death of two brothers, the *talook* was still in the *Zemindar's* possession. One of the younger brother's sons, and the proprietors of the other eight-anna share, brought an action against the *Zemindar* to recover the property in question, while the elder's widow was alive ; and afterwards settling the matter by compromise

কিন্তু যে আট আনা উক্ত দুই ভ্রাতার বিষয় ছিল তাহা এক্ষণে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রেরা অসাধারণরূপে দখল করিল, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে দিয়া তৎপতির অংশ দানপত্র আপনাদিগের নামে লিখাইয়া লইল। প্রমাণ হইয়াছে যে ঐ দলীল লিখনের অল্পদিন পূর্ব্বে ঐ স্ত্রীলোক ক্ষিপ্তাবস্থায় থাকে এবং উক্ত দানপত্র লিখিত পড়িত হওনের আট কিম্বা নয় দিবস পরে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি কনিষ্ঠ ভ্রাতার এক পুত্র করে। ঐ স্ত্রীলোকে দান করিবার পূর্ব্বে তাহার স্বামির দৌহিত্র তাহাতে আপত্তি করে এবং আপন আপত্তি সকল লিখিয়া হাকিমের নিকট এক দরখাস্ত গুজরায়। উক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীর মৃত্যুর পর তদ্দৌহিত্র ঐ শিকমী তালুকে তাহার যে অংশ ছিল তাহা দাওয়া করিল। এমত অবস্থায়, ঐ দৌহিত্র কোন অংশ পাইতে অধিকারী কি না? যদি হয়, তবে তাহার পরিমাণ কি? ঐ বিধবাকে নিজ পতির তাবত্ অংশ তদ্ভ্রাতৃপুত্রকে দিতে ক্ষমতা আছে কি না?

উদ্ধৃত ভূমির সিকি অংশ নিজাংশাতিরেকে উদ্ধারকর্ত্তাকে অর্শে।

উ.। উপরিউক্ত অবস্থায় ঐ শিকমী তালুকের আট আনার অর্দ্ধেক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এবং অন্য অর্দ্ধেক কনিষ্ঠ ভ্রাতার ছিল; আর বোধ হইতেছে যে অন্য আট আনা রকমের দরুন খাজানা বাকীর জন্য জমিদার উক্ত দুই ভ্রাতার অংশ সমেত ঐ আট আনা দখল করিয়াছিল, পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র ঐ বিষয় দখল করে। এমত সকল অবস্থায়, বিষয় বিভাগ কালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চারি আনা অংশের এক আনা ঐ অর্জ্জককে তাহার নিজ অংশের অতিরেকে অর্শিবে, এবং বক্রী তিন আনা ঐ দৌহিত্রকে বর্ত্তিবে। উক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রকে যে দান করিয়াছিল তাহা সিদ্ধ নয়। ইহা দায়ভাগ ও আর আর গ্রন্থসম্মত। সহর ঢাকা, ২৫ জুন, ১৮১১ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২. মকদ্দমা ১১ (পৃ. ১৫৭ ও ১৫৮)।

প্র.। অবিভক্ত রূপে একত্র বাসকারি দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ চারি পুত্র রাখিয়া মরে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তাহার পুত্র অদ্যাপি জীবিত আছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মরণে তাহার চারি পুত্র ও জীবিত ভ্রাতা ও তৎপুত্র পৃথগন্ন হইল কিন্তু বিষয় এজমালিতে রহিল। সাধারণ বিষয়ের উপস্বত্ব দ্বারা এবং ঐ সকলের শারীরিক চেষ্টায় সাধারণে কর্জ্জ করা টাকা দিয়া কোন ভূমি জীবিত ভ্রাতার পুত্রের নামে ক্রয় করিল। উক্ত রূপে যে টাকা কর্জ্জ করা হইয়াছিল তাহা সাধারণ বিষয়ের উপস্বত্ব দ্বারা পরিশোধ হইল, এবং নূতন ক্রীত বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার জীবিত ভ্রাতার পুত্রের উপর থাকিল। এমত অবস্থায় উপরিউক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি বিষয়ের কি পরিমিত অংশে অধিকারী?

কোন ব্যক্তি ভ্রাতার চারি পুত্রের সহিত সাধারণ ধনের উপঘাতে বিষয় উপার্জ্জন করিলে, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইবে, এক ভাগ পিতৃব্য আপনি লইবে. অন্য ভাগ চারি ভ্রাতৃপুত্রে সমান অংশ করিয়া লইবে।

উ.। অবিভক্ত দুই ভ্রাতার মধ্যে এক জন যদি চারি পুত্র রাখিয়া মরিয়া থাকে, ও অন্য ভ্রাতা যদি পুত্রের সহিত বর্ত্তমান থাকে, এবং অনন্তর যদি ঐ পরিবার কেবল ভোজন বিষয়ে পৃথক্ হইয়া থাকে, আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর যদি তাহারদের বিষয় অবিভক্ত রহিয়া থাকে, এবং ঐ ভূমি যদি তাহাদের সাধারণ ধনে ও শ্রমে জীবিত ভ্রাতার পুত্রের নামে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, এবং ঐ পুত্র যদি তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে এক ভাগ মৃত ভ্রাতার চারি পুত্রকে তাহাদের পিতৃ স্বত্ব বলিয়া অর্শিবে, অবশিষ্ট ভাগ ঐ জীবিত ভ্রাতাকে বর্ত্তিবে; উক্ত মৃত ভ্রাতার চারি পুত্রকে যে অংশ অর্শিবে তাহা তাহারা সমান রূপে ভাগ করিয়া লইবে, এইমত দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব, ও আর আর গ্রন্থ মতানুমত*। কলিকাতা কোর্ট আপিল। ১৩ জুন ১৮১৪ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২. চা. ৫. মকদ্দমা ১৭ (পৃ. ১৬২ ও ১৬৩)।

* কিন্তু এই মকদ্দমায় ইহা বোধ করিতে হইবে যে মৃত ভ্রাতার পুত্রেরা প্রত্যেকে ঐ বিষয় উপার্জ্জনের নিমিত্তে কিছু দেয় নাই। ঐ বিষয়ে তাহাদের যে স্বত্ব তাহা তাহাদের পিতার ধন দেওয়াতে তদ্দ্বারা হইল।

with the *Zemindar*, were reinstated in the possession of the property, but the whole eight anna-share which belonged to both the brothers, was retained exclusively by the younger brother's son, who caused the widow of the elder brother to draw up a deed of gift of her husband's share in their favour. It has been proved, that a few days prior to her executing that document, she was in a state of insanity, and that she died eight or nine days after the execution of the deed of gift. Her exequial rites were performed by one of the younger brother's sons. Previously to her making the gift, her husband's grandson in the female line made objections thereto, and presented a petition to the ruling power, setting forth his objections. On the death of the elder brother's widow, his grandson claims his share of the dependant talook. In this case, is the grandson entitled to any share; if so, to what portion? Was the widow competent to give away her husband's entire share to his brother's son or not?

One fourth over and above his own share of a recovered family estate, goes on partition to him who recovered it.

R. Of the eight-anna share of the dependant talook, in this case, one moiety belonged to the elder, and the other half to the younger brother; and the *Zemindar*, it appears, seized their shares, together with the other eight-anna share, for the rent due from the latter, and the younger brother's son recovered the property. Under these circumstances, a one-anna share out of the four anna-share which appertained to the elder brother will go, on partition of the estate, to the recoverer, over and above his own share, and the remaining three-anna share to the grandson. The gift which was made by the widow of the elder brother to her husband's younger brother's son, has no validity. This is conformable to the *Dáyabhága* and other authorities. City Dacca. June 25th, 1811. Macn. H. L. vol. II. Ch. V. case 11 (pp. 157,158).

Q. Of two brothers, who lived together as a joint and undivided family, the elder died, leaving four sons, and the younger brother and his son still living. On the death of the elder brother, his four sons and the surviving brother and his son separated in respect of food, but the property continued in joint tenancy. Certain landed property was purchased with the proceeds of the joint estate, as well as with money, which was jointly borrowed, by means of the personal exertions of the parties, in the name of the surviving brother's son. The debt so contracted was liquidated by the proceeds of the joint property, and the management of the estate newly purchased was wholly confined to the surviving brother's son. In this case, to what proportions of the property is each of the above individuals entitled?

Acquisitions made by a man jointly with his brother's four sons, by means of joint funds, will be divided into two portions, of which one will be taken by the man himself, and the other be shared equally by the four sons of his brother.

R. Supposing one of the two undivided brothers to have died, leaving four sons, and the other brother to be living, with a son, and the family to have subsequently separated in respect of food only, and after the elder brother's death, their property to have been undivided, and landed property to have been acquired by means of their joint funds and labour, in the name of the surviving brother's son, and that son to have managed the estate; in this case, the property will be made into two shares, of which one will go to the four sons of the deceased brother in right of their father, and the remaining one to the surviving brother. The portion which will go to the four sons of the deceased brother will be equally shared by them. This opinion is consonant to the *Dáyabhága*, *Dáyatatwa*, and other authorities.* Calcutta Court of Appeal, June 13th 1814. Macn. H. L. vol. II. Ch. V. case 17 (pp. 162,163).

---

* But it must be understood in this case, that the sons of the deceased brother did not individually contribute any thing to the acquisition. The right they derived was from their father, and in virtue of his contribution.

১২১ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

গদাধর শর্ম্মা ও কালিদাস শর্ম্মা—বনাম—অযোধ্যারাম চৌধুরী। ৩০ আক্টোবর ১৭৯৪ সাল। সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট বা. ১, পৃ. ৬। দ্রষ্টব্য বা. দ. পৃ. ১৮০ও১৮২।

মোসম্মাৎ দ্রৌপদী আপিলান্ট—বনাম—হারাধন সরকার প্রভৃতি রেস্পণ্ডেন্ট।

১২২ও১২৪ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

৵৹ আপিলান্ট ও (নাবালগ্ রামচাঁদের নিযুক্ত ওসী) নন্দকিশোর নন্দী মুরসিদাবাদের প্রবিন্স্যাল কোর্টের নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া সদরদেওয়ানী আদালতে আপীল করে। আপীল মঞ্জুর হওয়ার অল্পকাল পরে, নাবালগ্ (রামচাঁদ) মরাতে, মোসম্মাৎ দ্রৌপদী ঐ মৃতের অব্যবহিত দায়দা ও স্থলাভিষিক্তা বলিয়া আপীল চালাইতে ক্ষমতা প্রাপ্তা হয়। এই আপীল (উক্ত আদালতের) চতুর্থ জজ ও প্রতিনিধি জজ (শ্রীযুক্ত এস্. টি. গোড্ ও ডব্লিউ ডোরিন্) সাহেবের হুজুরে শুনানি হয়, তাঁহারা যে প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া তদুপলক্ষে যে রায় লিখিলেন তদ্যথা—বাচনিক ও লেখ্যপ্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে রেস্পণ্ডেন্টরা যে বিষয়ের অর্দ্ধেক দাওয়া করে তাহা কেবল ভগন্ত (অর্থাৎ ভক্ত) রামের নিজ শ্রমে ও ধনে মাত্র উপার্জ্জিত হয় নাই। যৎকালে চারি ভ্রাতাই (অর্থাৎ রামগোপালের চারি পুত্রই) অবিভক্ত পরিবার রূপে একত্র বাস ও সাধারণ ধনে বাণিজ্য করিত তৎকালে মহাল হাণ্ডিয়াল, জয়াসন, ও ছত্রহাটি উপার্জ্জিত হয়।—এই উপার্জ্জন ১২০৭ কিম্বা ১২০৮ সালে হইয়াছিল, তৎকালে তাহারা সকলেই অংশাধিকারি রূপে ঐ ভূমিতে দখিলকার ছিল। তদ্রূপ ১২১১ ও ১২১৯ সালের মধ্যে চন্দ্রহাটি, বামন গাঁও (বা গ্রাম) ও কৈবকল এই তিন মহাল শরীকদিগের সাধারণ ধন দ্বারা কেনা যায়। বিষয়ের যে অংশ নিলামে খরিদ করা হইয়াছিল তাহা পরে কাল্পনিক ক্রেতা বাস্তবিক ক্রেতাকে লিখিয়া দেয়। উভয় পক্ষীয় সাক্ষির সাক্ষ্যে এবং দলীলের দ্বারা স্পষ্ট জানাগেল যে উক্ত ভূমি সকল সাধারণ ধনে ক্রীত হয়, বিশেষতঃ ভক্তরামের উইলের দ্বারা—যাহাতে আনন্দিরামের অংশ পাইতে অধিকার স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বতন এক মকদ্দমাতে উক্ত ব্যক্তি যে জওয়াব দিয়াছে ও যাহাতে উক্ত কথা অদ্বৈধভাবে স্বীকৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা—উক্তরূপ ক্রয়স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে। ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে (রামগোপালের) তৃতীয় পুত্র রামকুমার মহাল হাণ্ডিয়াল জয়াসন ও ছত্রহাটি খরিদের পর বাঙ্গলা ১২০৮ সালে এক পত্নী রাখিয়া নিস্সন্তান মরে, ঐ বৎসরে চতুর্থ পুত্রও এক পত্নী রাখিয়া নিস্সন্তান মরে; অবশেষে আনন্দিরামও ঐ বৎসরে তিন পুত্র (অর্থাৎ রেস্পণ্ডেন্টদিগকে এবং আপিলান্টের স্বামি) নিজ ভ্রাতা ভক্তরামকে রাখিয়া মরে। ১২২২ সালে ভক্তরাম নিজ পত্নী ও দত্তক পুত্র রামচাঁদকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়, ভক্তরাম মরণকালীন নিজ ভ্রাতুপুত্রদিগের (অর্থাৎ রেস্পণ্ডেন্টদিগের) সহিত অবিভক্তাবস্থায় ছিল। অনন্তর ঐ দত্তক পুত্র মরিয়াছে। রামগোপালের পরিবারের মধ্যে আনন্দিরামের তিন পুত্র (অর্থাৎ রেস্পণ্ডেন্টরা), ভক্তরামের পত্নী (অর্থাৎ আপিলান্ট), এবং রামকুমারের ও রাধামোহনের পত্নীরা বিদ্যমান থাকাতে এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে কি রূপে বিষয় বিভক্ত হইবে তদ্বিষয়ে জজেরা পণ্ডিতদিগের মত জিজ্ঞাসা করা উচিত বিবেচনা করিলেন। তদনুসারে পণ্ডিতদিগকে আদেশ করিলেন যে এবিষয়ে বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রের বিধান কি তাহা তাঁহারা জানান। পণ্ডিতেরা উত্তরে লিখিলেন যে অবিভক্ত পরিবারের উপার্জ্জিত বিষয় বিভাগের প্রকৃত পদ্ধা এই যে ঐ পরিবারের প্রত্যেকে (বিষয় ক্রয়ার্থে) কি পরিমিত ধন দিয়াছে ও শ্রম করিয়াছে তাহা নিশ্চয় করা, ও তদনুসারে অংশের পরিমাণ করা; কিন্তু যে স্থলে উক্ত কথার নিশ্চয় হইতে পারে না সে স্থলে বিধান এই যে শরীকদিগের মধ্যে বিষয় সমান রূপে বিভক্ত হয়; আনন্দিরামের তিন পুত্র, ভক্তরামের পত্নী, এবং রামকুমারের ও রাধাচরণের পত্নীরা যাহাদের দায়াদ এই বিধানানুসারে তত্তদ্‌যোগ্যাংশ পাইতে অধিকারি। উক্ত ব্যবস্থা পাঠান্তে ১৮২১ সালের ২০ ফেব্রুআরি তারিখে জজেরা যে রায় লিখিলেন তদ্যথা—যেহেতু প্রত্যেক ভ্রাতায় কত শ্রম করিয়াছে ও কি পরিমিত ধন দিয়াছে তাহা কিয়দংশেও নিশ্চিত করা অসাধ্য, এতাবতা পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থায় লিখিত বিধানানুসারে বিদ্যমান দায়াদগণের মধ্যে বিষয় ভাগ করিয়া দেওয়া ন্যায্য। অতএব তদনুসারে নিম্ন আদালতের ডিক্রী শোধন পূর্ব্বক চূড়ান্ত ডিক্রী করিয়া বিষয়ের এক অংশ আপিলান্টকে ভক্তরামের পত্নী বলিয়া দেওয়াইলেন,

Gadádhar Sarmá and Kálidás Sarmá *versus* Ajodhyá Rám Choudhurí. 30th October 1794. Sudder Dewanny Adawlut Reports, vol. I. p. 6.

Cases bearing on the Vyavasthá No. 121.

*Musst. Droupadí, Appellant, v. Háradhan Sarkár and others, Respondents.*

Case bearing on the Vyavasthás Nos. 122 & 121.

I. The appellant and Nanda Kishor Nandí (who had since been appointed guardian to the minor Rámchánd) being dissatisfied with the decree passed by the provincial Court of Moorshedabad, appealed from it to the Court of Sudder Dewanny Adawalut. Shortly after the admission of the appeal, the minor (Rámchánd) deceasing, Musst. Droupadí was allowed to conduct the appeal, as his next heir and representative. The fourth and officiating Judges (S. T. Goad and W. Dorin) before whom the appeal was heard, made the following comments on the evidence adduced: It has been established both by oral and documentary evidence, that the estate of which the respondents claim one moiety was not acquired by Bhagatra'm by his own exclusive industry and his own exclusive funds. The *Mehals* of Hándiál, Joyásan, and Chhattarhátí, were acqured at a time when all the four brothers (sons of Rámgopál) were living together as a joint and undivided family, and were trafficking with joint stock. This was about the year 1207 or 1208 B. S.; and at that time they were all in possession of lands as coparceners. In like manner, the three other *Mehals* of Chandrahátí, Báhman-gáon, and Koibakal, were purchased between the years 1211 and 1219 by means of the joint funds of the copartners. Such parts of the estate as had been purchased at public auction were afterwards reconveyed by the nominal to the real purchasers. That the lands were purchased with the joint funds is clear from the evidence of the witnesses of both parties, as well as from the documentary evidence: especially from the will of Bhagatra'm, in which there is a distinct admission of A'nandira'm's right of participation, as well as from the answer of the same individual in a former suit, in which the same admission is unequivocally made. It also appears that Rámkumár, the third son (of Rámgopál,) died childless, leaving a widow, in the year 1208 B. S., after the purchase of the *Mehals* Hándiál, Joyásan, and Chhattarhátí; that in the same year Rádhámohan, the fourth son, also died childless, leaving a widow; and lastly, that A'nandirám died in the same year, leaving three sons, (the respondents,) and his brother Bhagatra'm, the husband of the appellant. In the year 1222, Bhagatrám died, leaving his widow and an adopted son, Rámcha'nd, he, at the period of his death, living with his nephews (the respondents) as a joint and undivided family. The adopted son has since died. There surviving, of Ra'mgopa'l's family, the three sons of A'nandira'm, who are the respondents, the widow of Bhagatra'm, who is appellant, and the widows of Ra'mkuma'r and Ra'dha'mohan, the Judges deemed it advisable to consult the pandits as to the mode in which the estate should be distributed among these survivors. They were accordingly desired to expound the law on this point, according to the doctrine current in Bengal. The pandits replied by stating that the proper mode of distributing an estate acquired by a joint and undivided family, was to ascertain the quantity of funds and labour supplied by each individual member of the family, and to apportion the shares accordingly; but that where this fact was not to be ascertained, the rule is, that the property should be equally divided among the coparceners; according to which rule, the three sons of A'nandira'm, the widow of Bhagatra'm, and the widows of Ra'mkuma'r and Ra'dhámohan, were entitled to the portions of those whom they represented respectively. After perusing the above opinion, the Judges, on the 20th of February 1821, recorded their judgment, that as it was impossible to ascertain with any degree of accuracy the quantum of labour and funds supplied by each of the brothers, it was equitable to

রেস্পণ্ডেণ্টদিগকে আনন্দিরামের পুত্র বলিয়া এক ভাগ দেওয়াইলেন, এবং রামকুমারের পত্নীকে ও রাধামোহনের পত্নীকে এক এক অংশ দেওয়াইলেন; অপিচ আদেশ করিলেন যে উভয় পক্ষে রামকুমার ও রাধামোহনের পত্নীদিগের নিকট তাহাদের বেদখলী কালের তত্তদংশীয় ওয়াসিলাতের দায়ি হয়; ঐ রূপ আপিলাণ্টের প্রতিও আদেশ হইল যে সে রেস্পণ্ডেণ্টদের নিকট তাহাদের অংশের ওয়াসিলাতের দায়ি হয়। ২০ ফেব্রুআরি ১৮২১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ৭৪—৭৭।

কৃপাসিন্ধু পাটজুসী প্রভৃতি—বনাম—কানাইয়া আচার্য্য প্রভৃতি।

৶০ এই মকদ্দমায় সদরদেওয়ানী আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতের মত গ্রহণব্যতিরেকে বিচার করিলেন যে যেস্থলে অবিভক্ত অনেক ভ্রাতায় বিষয় উপার্জ্জনে অসমানরূপে ধন দেয় ও শ্রম করে, সেস্থলে তন্মধ্যে যে ভ্রাতা বিষয় উপার্জ্জনে অধিক ধন দিয়া থাকে বা শ্রম করিয়া থাকে সে আচার ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অধিক অংশ পাইবে। ১ ডিসেম্বর ১৮৩৩. সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৫, পৃ. ৩৩৫।

কুশল চক্রবর্ত্তী আপিলাণ্ট (বাদী)—বনাম—রাধানাথ চক্রবর্ত্তী রেস্পণ্ডেণ্ট (প্রতিবাদী)।

৶০ সাক্ষির সাক্ষ্যে ও দলীল দস্তাবেজের দ্বারা প্রকাশ যে উভয় পক্ষের পিতা মৃত্যুকালীন কোন বিষয় রাখিয়া যান নাই; বাদী ও প্রতিবাদী তদবধি ১২১০ সাল পর্য্যন্ত একত্র বাসে ও শরীকরূপে বিরোধীয় ভূমি সাধারণে দখল করে। এই ভূমির কতক বাদির নামে কতক প্রতিবাদির নামে ও কতক অন্যের নামে ক্রীত হয়; এবং উভয়ে গমস্তাগিরি প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া ধন উপার্জ্জন করে, ও নিজ পিতার মরণের আর বিরোধীয় ভূমি ক্রয় করণের মধ্য সময়ে অনেক নিষ্কর ভূমি সাধারণে জমা বিলি করে। উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ সময়ে যে চিঠি লিখালিখি হয় তদ্দ্বারা আরো প্রকাশ যে তাহারা শরীকরূপে একত্র কার্য্য করিয়াছে। এমত কোন দলীল নাই যদ্দ্বারা ইহা প্রকাশ হইতে পারে যে বিরোধীয় ভূমি ক্রয়ের নিমিত্তে কে কত দিয়াছে; কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে প্রতিবাদী যে পরিমিত দিয়াছে তাহা (বাদির দত্ত অংশ হইতে) অনেক অধিক। কথিত হইয়াছে যে প্রতিবাদির বিষয় কর্ম্ম আত্যন্তিক লাভ জনক ছিল। পক্ষান্তরে বাদী প্রধানতঃ সাধারণ ভূমির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল এবং নিজ ভ্রাতার সহায়তায় ও অধীনে প্রাপ্ত কর্ম্মান্তরেও নিযুক্ত থাকিত।

কুশল চক্রবর্ত্তী সদর দেওয়ানী আদালতে খাস্ আপীল করিলে ঐ আদালতের পণ্ডিত ব্যবস্থা দিলেন যে—“ দুই ভ্রাতায় একত্র বাস করতঃ পৈতৃক ধন বিনা সাধারণে উপার্জ্জিত নিজ ধন দ্বারা ভূমি ক্রয় করিলে, জ্যেষ্ঠত্ব বিবেচনা ব্যতিরেকে প্রত্যেকে তাহাতে নিজ দত্তধনের পরিমাণানুসারে অংশভাগী, পরন্তু যেস্থলে দত্ত ধনের পরিমাণ নিশ্চিত না হয় সেস্থলে হিন্দু দায়শাস্ত্রে এমত বিধান নাই যদ্দ্বারা প্রত্যেকে কি পরিমিত অংশ ভাগী তাহা স্থির হইতে পারে।

অনুসন্ধানানুসারে পণ্ডিত আরো কহিলেন যে বিরোধীয় ভূমি যদি রেস্পণ্ডেণ্টের ধনে ও আপিলাণ্টের শ্রমে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তবে তদবস্থায় প্রত্যেকে অর্দ্ধেক পাইতে অধিকারী; অথবা ঐ ধন যদি রেস্পণ্ডেণ্টের ধনে ও শ্রমে এবং আপিলাণ্টের কেবল শ্রমে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় ঐ ভূমির দুই তেহাই পাইতে রেস্পণ্ডেণ্ট অধিকারী এবং এক তেহাইতে আপিলাণ্ট অধিকারী।

পণ্ডিতের দত্ত উপরি উক্ত ব্যবস্থা এবং মকদ্দমার সকল অবস্থা ন্যায্যরূপে বিবেচনায়, বিশেষতঃ সাক্ষ্যে অনুভূত এই কথায়—যে যে ধন দ্বারা ভূমি ক্রীত হয় তাহা প্রায় রেস্পণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃকই দত্ত হয়, কিন্তু আপিলাণ্ট ভ্রাতার ও নিজের সাধারণ লাভের নিমিত্তে নিজ সময় ও শ্রম ব্যয় করিয়াছে,—আদালতের জজ শ্রীযুক্ত হ্যারিংটন ও কম্বেল সাহেব জিলা ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের ডিক্রী শোধন করিয়া নাতক ডিক্রী করিলেন, ও তদ্দ্বারা আপিলাণ্টকে ঐ ভূমির তৃতীয় অংশ এবং তৎপরিমিত ওয়াসিলাৎ বেদখলির তারিখ হইতে ডিক্রীজারির তারিখ পর্য্যন্ত দেওয়াইলেন। ১১ জুন ১৮১১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩৩৫—৩৩৭।

distribute the property agreeably to the rule laid down by the *pandits* among the survivors. A final decree was accordingly passed amending that of the court below, and awarding one share of the estate to the appellant, as widow of Bhagatrám, one share to the respondents as sons of A'nandiràm, and one share each to the widows of Rámkumár and Rádhámohan. Both parties were ordered to account to the widows of Rámkumár and Rádhámohan for the mesne profits of their shares during the period of their dispossession, and the appellant was ordered in like manner to account to the respondents for the mesne profits of their shares. 20th February 1821. S. D. A. R. vol. III. pp. 74—77.

*Kripá Sindhu Pátjushí and others* v. *Kánkáyá Achárjya and others.*

II. In this case the Sudder Court, without reference to its Pandit, adjudged that where property was acquired by several joint brothers, who contributed unequally the means and labour, in the acquisition, the brother who contributed most to the acquisition should by usage and Hindu law receive a larger share. 1st December 1833. S. D. A. R. vol. V. p. 335.

*Kushal Chakrabartti, Appellant, (plaintiff,)* v. *Radhánáth Chakrabartti, Respondent, (defendant.)*

III. From the evidence of the witnesses, and documents, it appeared that the father of the parties had not left any property at his death; that the plaintiff and defendant had continued to live jointly from that time till the year 1210, and had held the lands in dispute, which had been purchased, some in the name of the plaintiff, some in that of the defendant, and some in that of other persons as common parceners; that they had both earned money by acting as *gomáshtahs*, and in other service, and had, in common, rented sundry lands, in the interval between their father's death and the purchase of the lands in dispute. From the tenor of the letters which had passed between the parties, during that time, it further appeared that they had acted together on terms of partnership. There were no documents to show, with any accuracy, the proportion in which the parties had contributed to the purchase of the lands in question; but it was clearly established that the proportion of the defendant was much the most considerable. His professional employments were stated to have been greatly the most lucrative. The plaintiff, on the other hand, had been chiefly engaged in the management of the joint lands, and in other employments, procured through his brother's means, or subordinate to him.

On a special appeal to the Sudder Dewanny Aawlut by Kushal Chakrabartti, the pandit of the Court delivered a *vyavasthá*, reciting that, "of lands purchased by two brothers, living together in common without any paternal fortune, from their joint earnings, *(Sádhárańopárjan,)* each was entitled to share in proportion to what he had contributed without regard to seniority; and that where the proportionate contribution of each was not determined, there was no rule in the Hindu law by which the respective shares, to which each was entitled, could be settled."

On enquiry by the Court, the pandits further stated that, if it should appear that the disputed lands were acquired partly by the capital of the respondent and partly by the labour of the appellant, in that case each would be entitled to a half share; or that if they were acquired with the joint labour and capital of the respondent, and of the labour only of the appellant, in this case the respondent was entitled to 2–3rds, and the appellant to 1–3rd of the land.

Upon the above opinions of the law officer, and on an equitable consideration of all the circumstances of the case, especially the presumption arising from the evidence, that the respondent had contributed chiefly the money by which the lands were purchased, but that the appellant gave his time and labour to the improvement of them, for the joint benefit of his brother and himself, the Court (present Harington and Fombelle) passed a final decree, amending the decrees of the Zillah and Provincial Courts, and adjudging to the appellant a third portion of the lands, with a proportionate share of the mesne profits from the date of his being ousted to the period of the execution of the decree. 11th June 1811. S. D. A. R. vol. I. pp. 335—337.

গুরুচরণ দাস প্রভৃতি—বনাম—গোকুলমণি দাসী।

১২১ ও ১২৩ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

এই মকদ্দমায় বিচার হয় যে—অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের সাধারণ বিষয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ, ঐ সাধারণ ধন তাহার অসাধারণ শ্রমে প্রবৃদ্ধ হইয়া থাকিলেও নিজ পরিশ্রম নিমিত্তে বাড়তি অংশের দুই ভাগ পাইতে অধিকারী নয়। অবিভক্ত (হিন্দু) পরিবারের মধ্যে কোন ব্যক্তি সাধারণ ধনের উপঘাত বিনা অথবা সাধারণের শ্রম সাহায্য বিনা পৃথক্ বিষয় উপার্জ্জন করিলে তাহাতে তাহার স্বতন্ত্র স্বত্ব, ও তাহা তাহার অসাধারণ ধন। সাধারণ ধনে ও শ্রমে পৃথক্ ধন উপার্জ্জিত হইলে অর্জ্জক তজ্জনের দুই অংশ পায়। এমত সাধারণ ধনের সহিত যাহা পৃথক্ রূপে অধিকৃত হইতে পারিত ধন মিশ্রিত হইলে তাহা সাধারণ ধন গণ্য, পৃথক্ নয়। সু. কো.। ফুলটনের রিপোর্ট বা. ১, পৃ. ১৬৫ ও ১৬৬।

## কাহার ইচ্ছায় বিভাগ ভবিতব্য।

ব্যবস্থা

১২৬ সমুদয় দায়াদের ইচ্ছা হইলেই যে বিভাগ হইবে এমত নহে, কিন্তু এক জনের ইচ্ছাতেও বিভাগ ভবিতব্য*।

১২৬ ন কেবলং সর্ব্বেষাং দায়াদানামিচ্ছয়া কিন্তু একস্যেচ্ছয়াপি বিভাগো ভবিতব্যঃ*।

কারণ ও প্রমাণ

যেহেতু এক জন দায়াদেরও স্বধনে স্বামিত্ব থাকাতে একের ইচ্ছাতেও বিভাগ দৃষ্ট হওয়াতে “পিতামাতার (স্বত্বনাশ) পরে ভ্রাতারা জুটিয়া ইত্যাদি” বচনে যে সহিতত্ব কথিত তাবহুত্বেরও বোধ হওয়াতে দুই জনের মধ্যে বিভাগ হইতে পারিত না, যেহেতু দুয়ের মধ্যে বিভাগ জ্ঞাপক শাস্ত্র নাই। দা. ভা. পৃ. ২৫ও২৬।

একস্যাপি স্বধনে স্বাম্যাদেকেচ্ছয়াপি বিভাগ প্রাপ্তেঃ‘সমেত্যেতি’ সহিতত্বং পক্ষ প্রাপ্তমনূদ্যতে। অন্যথা সাহিত্যবৎ বহুত্বস্যাপ্যবগতে দ্বয়োর্বিভাগো ন স্যাদেব—দ্বয়োর্ব্বিভাগ প্রতিপাদক শাস্ত্রাভাবাৎ দা. ভা. পৃ. ২৫ও২৬।

ব্যবস্থা

১২৭ তথাচ জননী কি পিতামহীর ইচ্ছাতে বিভাগ হইবে না।

১২৭ তথাচ ন জনন্যা নচ পিতামহ্যা ইচ্ছয়া বিভাগো ভবিতব্যঃ।

কিন্তু পুত্রদের বা পৌত্রদের ইচ্ছাতে অথবা তাহাদের কাহারো ইচ্ছাতে কিম্বা (মৃত) এক জনের

কিন্তু পুত্রাণাং পৌত্রাণামেচ্ছয়া, অথবা তেষাং কস্যাপীচ্ছয়া, একস্য (মৃতস্য) দায়াদস্যেচ্ছয়া বা

* ইহার বিস্তার সর্ ফ্রান্সিস্ মেকনাটন সাহেব-কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে, তদ্‌যথা—

১ কোন সাধারণ বিষয়াধিকারিদের মধ্যে যে কেহ তাহা অংশ করাইতে পারে,—যথা পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে এক জন অন্য চারি ভ্রাতাকে তাহার নিজ অংশ পৃথক্ করিয়া দিতে বাধিত করিতে পারে, কিম্বা এক ভ্রাতার পুত্রেরা পিতৃব্য দিগকে (তাহাদের) অংশ দিতে বাধিত করিতে পারে, অথবা (মৃত) এক ভ্রাতার পত্নী নিজ পতির অংশ পৃথক্ করিয়া দিতে পতির ভ্রাতাগণকে বাধিত করিতে পারে। কন্. হি. ল. পৃ. ৪৫।

২ অবিভক্ত পরিবারীয় দশ ভ্রাতার মধ্যে একজন পুত্র না রাখিয়া কিন্তু কন্যা-প্রসবিনী তিন বা ততোধিক পত্নী রাখিয়া মরিলে, ঐ বিধবারা নিজ পতির বিষয়ে অবশ্যই অধিকারিণী ; পরন্তু ঐ বিধবাদের যে কেহ সপত্নীদের অনিচ্ছাতে নিজ (মৃত) পতির নয় ভ্রাতা হইতে পৃথক্ হইতে পারে। ঐ পৃ. ৪৩।

৩ বিষয় পৈতৃক বা সাধারণে উপার্জ্জিত হউক তাহার স্থাবর ভাগ যেমত অংশ করান যাইতে পারে অস্থাবর ভাগও সেইরূপ অংশ করান যাইতে পারে। ঐ পৃ. ৪৩।

*Gurucharan Dás and others* versus *Gokúlmani Dási.*

In this case, it was held that the sole manager of the joint stock of a joint Hindu family, supposing that joint stock to be augmented by his sole exertions, is not entitled to a double share of the amount of the augmentation for his trouble. The acquisition of a distinct property by a member of a joint Hindu family without the aid of the joint funds or of joint labours gives a separate right, and creates a separate estate. The acquisition of a distinct property with the aid of joint funds and joint labours gives the acquirer a double share thereof. The union with the joint fund of that which might otherwise have been held in severalty, gives it the charracter of a joint and not a separate property. S. C. Fulton's Reports, vol. I. pp. 165,166.

*Case* bearing on the Vyavasthás Nos. 121 & 123.

## BY WHOM PARTITION CAN BE ENFORCED.

126 Partition is to take place not only when all the parceners choose, but even at the instance of any one* of them.

Vyavastha'

Since any one parcener is proprietor of his own wealth, partition at the choice even of a single person is thence deducible; and concurrence of heirs, suggested as one case of partition, is recited explanatorily in the text:—"After the (natural or civil death of the) father and mother, the brethren, *being assembled,* &c." Else, since assemblage implies many, there could be no distribution between the two: for no passage of law expressly propounds a division between two co-heirs. Coleb. Dá. bhá. p. 16.

Reason & Authority

127. The mother or grandmother however cannot enforce a partition.

Vyavastha'

But her right to a share will accrue on a division being made by the agency of her sons or

* This is illustrated by Sir Francis Macnaghten as follows:—

I. Any one of the parties possessing or inheriting a joint estate, may enforce a partition of it. One of five brothers, for instance, may compel the other four to give him a separate share, or the sons of a brother, may compel their uncles to give them a separate share, or the widow of a brother may compel the brothers of her husband to give her a separate share. Cons. H. L. p. 45.

II. If out of ten brothers of an undivided family, one shall die, leaving three or more childless widows or any number of widows having daughters only, and shall not leave a son, the widows will of course succeed to their husbands' estates; any *one* of these may then, against the will of her co-widows, separate herself from the nine surviving brothers of her deceased husband. *Ibid.* p. 46.

III. Partition may be enforced as well of the immovable as of the movable property, whether it be ancestral or jointly acquired. *Ibid.* p. 46.

উত্তরাধিকারির ইচ্ছাতে বিভাগ হওন সময়ে জননী বা পিতামহী যথা সম্ভব অংশাধিকারিণী*।

বিভাগে ক্রিয়মাণে জনন্যাঃ পিতামহ্যা বা যথা সম্ভবমংশিত্বং*।

১২৭ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

শ্রীমতী জয়মণি দাসী ও দাসী দাসী—বনাম—অত্মারাম ঘোষ ও কালাচাঁদ ঘোষ।

এই মকদ্দমাতে মৃতপতির অংশাধিকারিণী পত্নীর প্রার্থনায় অবিভক্ত বিষয় বিভাগ করিতে আদালত আদেশ করিলেন। সু. কো.। ১০ ডিসেম্বর ১৮২৩ সাল। কন্. হি. ল. পৃ. ৬৪—৬৬।

## জননী অংশাধিকারিণী।

ব্যবস্থা ১২৮ যদি মাতা বিদ্যমানে পুত্রেরা বিভাগ করে, তবে মাতা স্বপুত্র তুল্যাংশ লইবেন†।

১২৮ যদি জীবন্ত্যাং মাতরি (ই) বিভাগং কুর্ব্বন্তি তদা মাতা (ই) স্বপুত্রতুল্যাংশহারিণী†

প্রমাণ পতি মরিলে মাতা পুত্রসমাংশহারিণী (ই)।
পিতা মরিলে মাতাও পুত্র তুল্যাংশহারিণী (ই)†

সমাংশহারিণীমাতা (ই) পুত্রাণাংস্যান্মৃতেপতৌ।
মাতাঽপি (ই) পিতরি প্রেতে পুত্রতুল্যাংশহারিণী†

(ই) এস্থলে মাতৃপদ জননী বোধক হওয়াতে বিমাতার অংশ নাই, কিন্তু প্রতিপালনীয়া।

(ই) অত্র মাতৃপদস্য জননীপরত্বাৎ বিমাতুর্নাংশিতা, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদিনাভর্ত্তব্যেতি।

ব্যবস্থা ১২৯ এক সমাংশ স্বামি প্রভৃতি স্ত্রীধন না দিলে প্রাপ্য, দিলে কিন্তু অর্দ্ধেক বই প্রাপ্য নয়†

১২৯ সমাংশতাচ মাতুর্ভত্রাদিভিঃ স্ত্রীধনাদানে, দত্তেতুপুনরর্দ্ধং†।

---

* আনন্দ বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্রের পিতা যদি ইহাদের জননী দয়াময়ীকে রাখিয়া মরে—অনন্তর আনন্দ বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্র যদি বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুত্র রাখিয়া মরে; তবে আনন্দ বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্রের পুত্রদের মধ্যে বিভাগে ঐ আনন্দ বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্রের মাতা দয়াময়ী পৌত্র তুল্যাংশ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু (মৃত) আনন্দ বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্রের পত্নীরা তাহাদের নিজ নিজ পুত্রগণ মধ্যে বিভাগ না হইলে অংশ পাইতে অধিকারিণী হইবে না। যদি আনন্দের পুত্রেরা (আপনাদের মধ্যে) বিভাগ করে, তবে তাহাদের জননী অর্থাৎ আনন্দের পত্নী নিজ (এক) পুত্রের তুল্যাংশ পাইবে। তদ্রূপ বৈকুণ্ঠের পুত্রেরা যদি (পরস্পর) বিভাগ করে তবে বৈকুণ্ঠের পত্নী ভাগাধিকারিণী হইবে;—কিন্তু চন্দ্রের পুত্রেরা যদি অবিভক্তাবস্থায় থাকে তবে তাহাদের মাতা অংশে অধিকারিণী হইবে না। কন্. হি. ল. পৃ. ৫৩ ও ৫৪।

† দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৮। দা. ভা. পৃ. ৮০। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১০২ ও ১০৩। কোল. দা. ভা. পৃ. ৩৩। দ, ত, পৃ. ৩।
সর্ উইলিয়ম মেক্নাটন সাহেব (নিজ লিখিত হিন্দু ল'র ১ বালামের ৫০ পৃষ্ঠায়) বিভাগে মাতার অংশাধিকার লিখিয়াছেন, কিন্তু যাহা তৎকর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ নয়, যথা এই পুস্তকে লিখিত ব্যবস্থা ও প্রমাণাদি দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে।

মাতার যে অধিকার সে আশঙ্কনীয় পতির ধন বিভাগে তিনি তাহা প্রবল করিতে পারেন। তাঁহার মূলাধিকার অন্নাচ্ছাদনে মাত্র,—তাঁহার পতি যে পরিমিত বিষয় অধিকার করিয়া লোকান্তর গত হয়েন তদনুসারে ঐ অন্নাচ্ছাদন যথা যোগ্য হওয়া চাই; পরন্তু তিনি অন্যের কার্য্য দ্বারা কোন বিশেষ অংশে অধিকারিণী হয়েন। ইহার প্রতি যে কারণ দর্শিত হইয়াছে তাহা যদিও নব্যের তথাপি সন্তোষ জনক বটে। তাঁহার পরিবারে অবিভক্তাবস্থায় যে সকল সুখভোগ করিয়াছে তাহার ভাগি ও ভোগি হইতে তাঁহার অধিকার আছে,এবং তাহার সন্তানেরা একত্র থাকিলে তিনি যে প্রকার আশ্রয়াশ্রিত থাকিতেন তদ্রূপ আশ্রয় পাইতে ধর্ম্মতঃ ও স্বভাবতঃ তাঁহার অধিকার আছে। অতএব তিনি যদি এমত লাভে বঞ্চিতা হয়েন তবে ন্যায় সম্মতই বটে যে তিনি যাহাতে আত্মরক্ষায় সমর্থা হয়েন ও প্রাণ ধারণের নিমিত্তে তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে না হয় এমত কর্ত্তব্য। এই মত ন্যায়সম্মত, এবং ইহার বিরুদ্ধ আমি কোথাও দেখিতে পাই নাই। সর্ ফ্রান্সিস্ মেকনাটন সাহেবের বিবেচনা। পৃ. ৫১।

দৃষ্ট হইবে যে যাহারা বিভাগ করে বিভাগে তাহাদের উপরই মাতার অধিকার নির্ভর করে।—ঐ বিভাগ, তাঁহার নিজ সন্ততিগণ কর্ত্তৃক হওয়া চাই, এতাবতা স্বামির সন্ততিরা তদ্বিষয় বিভাগ করিলে অপুত্রা কিম্বা কন্যামাত্র-প্রসবিনী বিধবা অংশাধিকারিণী হয়েন না। ঐ. পৃ. ৫১।

grandsons, or any one of them, or by the heir of any of them (since deceased) as the case may be.*

*Srimati Joymani Dasi and Dasi Da'si v Atma'Ra'm Ghose and Kalachand Ghose.*

*Case* bearing on the Vyavasthá No. 126

In this case, partition was ordered upon the prayer of a widow who succeeded by her husband's death to his share of an undivided estate. S. C. 10th December 1823. Cons. H. L. pp. 64—66.

## THE MOTHER ENTITLED TO A SHARE.

Vyavastha'

128 If, however, partition be made during the lifetime of the mother, then she will get a share equal to that of her (each) son.†

Authority.

I. The mother on the death of her husband takes a share equal to that of (each of) her sons.† —VRIHASPATI.

II. The mother also, on the demise of the father, takes a share equal to her son's.- KA'TYAYANA.

(i) Here since the term mother relates to natural parent, the stepmother does not participate, but she must be maintained with food and raiment†.

Vyavastha'

129 The equal participation of the mother with the brethren takes effect, if no separate property have been given her by her husband and the rest : but if any have been given, she has half† (a share.)

---

* If the father of A, B, and C be dead, leaving their mother D surviving—If A, B, and C, shall then severally marry and die, each leaving a widow and sons, surviving ; upon a partition between the sons of A, the sons of B, and the sons of C, the mother of A, B, and C, (i. e. D,) shall take a grandson's share. But the widows of A, B, C will not be entitled to any share, unless their sons shall come to a partition among themselves. If the sons of A shall divide, then their mother (the widow of A) shall take a share equal to that of one of her sons. In like manner the widow of B will be entitled, if her sons shall divide ; —but if the sons of C shall continue undivided, their mother will not be entitled to any share. Cons. H. L. pp. 53,54.

† W. Da. Kra. Sang. pp. 102, 103. Coleb. Da. bha. p. 63. Da'. T. p. 16.

Sir William Macnaghten (in his book on the Hindu Law, vol. I. page 50) treats of the right of the mother in partition ; but what he has written is insufficient and inaccurate as will be found by reference to the *Vyavastha's* and authorities herein contained.

The mother has a contingent right which may be enforced by her upon a partition of her husband's estate being made. Her original right is to maintenance only—which is to be suitable to the wealth of which her husband died possessed ; but it is by the *act of others* that she becomes entitled to any specific share. The reason given for this is modern but satisfactory. She has a right to participate in all the comforts which are enjoyed by her family in its undivided state, and a legal as well as natural claim to that protection which may be derived from a union of her descendants. If therefore she is deprived of such advantages, it is but just that she should be enabled to take care of herself, and not be obliged to go from door to door for her support. The doctrine is rational, and I have not been able to discover that it is any where contested. Sir Francis Macnaghten's Considerations on the Hindu Law, p. 57.

It will have been seen that in cases of partition, the mother's right depends upon the parties by whom the division may be made ; that it must be made by her own descendants ; and that the childless widow, or the widow who had borne daughters only, will not be entitled to participate in the event of her husband's descendants coming to a partition of his estate. *Ibid.* p. 57.

কারণ

যেহেতু পূর্ব্বে উক্ত বচনে এমত কথিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩৫৬।

জীমূতবাহন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারাদির মতে—পিতৃকৃত বিভাগে অপুত্র পত্নীগণকে পুত্রতুল্যাংশ দাতব্য, পুত্রবতীকে নয়, সেস্থলে পুত্রই বিভাগ পাইবার যোগ্য ইহা বক্তব্য। পুত্রকৃত বিভাগে অপুত্রা বিমাতাকে অংশ দাতব্য নয়; কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন দাতব্য যেহেতু তিনি ধনির অবশ্য পোষ্যা*।

ব্যবস্থা

১৩০ যদি পুত্রেরা জননীর অংশ দিতে ইচ্ছা না করে, তবে জননী বলেও লইতে পারেন†।

নতুবা শাস্ত্র ব্যর্থ হয়।

ব্যবস্থা

১৩১ যেস্থলে একপুত্রক ব্যক্তির ভার্য্যা থাকে সে স্থলে অগত্যা গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দাতব্য†।

কারণ

যেহেতু তৎকালীন অংশ দানবোধক শাস্ত্র নাই। পুত্রদের মধ্যে বিভাগ হইলেই মাতাকে অংশ দান শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

যদি কাহারো দুই ভার্য্যা থাকে তন্মধ্যে একের দুই পুত্র অন্যের চারি পুত্র, ধনি মরিলে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের মধ্যে বিভাগ যুক্তিযুক্ত। পরন্তু তাহাদের মাতারা কি প্রকার বিভাগ পাইবে, এস্থলে চণ্ডেশ্বরাদি কহেন—'আট ভাগ কর্ত্তব্য, দুই ভাগ দুই মাতাকে দাতব্য, যেহেতু তাঁহারা উভয়েই পিতৃপত্নী; এবং ছয় ভাগ ছয় ভ্রাতার প্রাপ্য'। কিন্তু

প্রমাণ

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার জীমূতবাহনের কৃত (দায় ভাগ) গ্রন্থ টীকাতে কহিয়াছেন "তদুভয়েরই অংশ নাই যেহেতু তাঁহারা সকলের জননী নহেন, জননী মাত্রের অংশ বাদি জীমূতবাহনাদির মতে তাঁহারা অংশ পাইতে অধিকারিণী নয়"†। অতএব—

ব্যবস্থা

১৩২ সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে বিভাগ হইলে মাতারা অংশভাগিনী নয়।

ব্যবস্থা

১৩৩ কিন্তু তখন বা তদনন্তর যদি সহোদর ভ্রাতারা পরস্পরে বিভাগ করে তবে

প্রাগুক্ত বচনাৎ। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩৫৬।

জীমূতবাহন স্মার্ত্ত শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারাদীনাং মতে—পিতৃকৃত বিভাগে অপুত্রবত্যৈ পুত্রতুল্যাংশো দেয়ঃ নতু পুত্রবত্যৈ তত্র পুত্রো বিভাগ যোগ্য এব বক্তব্যঃ। পুত্রকৃত বিভাগে অপুত্রায়ৈর্ব্বিমাত্রেংশো ন দেয়ঃ; কিন্তু ধনিনাবশ্যং ভর্ত্তব্যত্বাৎ গ্রাসাচ্ছাদনমেবেতি*।

১৩০ যদি পুত্রাঃ জনন্যংশং দাতুং নেচ্ছন্তি তদা জননী বলাদপি হর্ত্তুং শক্নোতি†।

অন্যথা শাস্ত্রবৈয়র্থ্যাৎ।

১৩১ যত্র এক পুত্রকস্য ভার্য্যা বর্ত্ততে তত্র গ্রাসাচ্ছাদনমেব অগত্যা দাতব্যং†।

তদানীং অংশদান বোধকশাস্ত্রাভাবাৎ। পুত্রাণাং বিভাগ করণএব মাতুরংশ দানস্য শাস্ত্রেণোক্তত্বাদিতি।

অত্র যদি কস্যচিৎ দ্বেভার্য্যে, তত্রৈকস্যা দ্বৌ পুত্রৌ অন্যস্যাশ্চত্বারঃপুত্রাঃ, তস্মিন্ মৃতে তত্রভ্রাতৄণাং সহোদর বৈমাত্রেয়াণাং যুক্তোবিভাগঃ। তন্মাত্রোস্তু কিদৃশ বিভাগঃ, অত্র চণ্ডেশ্বরাদয়ঃ—'অষ্টভাগাঃ কর্ত্তব্যাঃ দ্বৌভাগৌ মাতৃভ্যাং দ্বয়োপিতৃপত্নীত্বাবিশেষাৎ ষট্চ ভ্রাতরঃ ষড্ভাগানিত্যাহুঃ'। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারস্তু জীমূতবাহন গ্রন্থ (দায়ভাগ) টীকায়ামুক্তবান্—" দ্বয়োরেব সর্ব্বজননীত্বাভাবাৎ জননীমাত্রস্যাংশ হারিত্ব বাদি জীমূতবাহনাদীনাং মতে নাংশাধিকার" ইতি†। অতএব—

১৩২ সোদরাসোদরাণাং বিভাগে মাতরো নাংশভাগিন্যঃ।

১৩৩ কিন্তু তদানীং তদনন্তরং বা যদি সোদরাঃ পরস্পরং বিভাগং কুর্ব্বন্তি তদা

* বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল. ভা. বা. ৩, পৃ. ১৩।

† বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। কোল. ভা. বা. ৩, পৃ. ৩০৩১,২৯। দ্রষ্টব্য—কল. হি. ল. পৃ. ৫৪, পারা. ৩৩।

According to the texts already cited. See *ante*, pp. 357. Reason.

According to JI'MU'TAVA'HANA, RAGHUNANDANA, SRI'KRISHNA TARKA'LANKA'RA, and the rest, when partition is made by a father, a share equal to that of a son must be given to the wife who has no son, not to her who has male issue; her son should be considered as alone entitled to (share in) the partition: this agrees with common sense. But, when partition is made by sons, no share need be allotted to the stepmother, who has no male issue, but food and raiment (must be assigned;) for the late owner of the property was bound to support her.*

130 If the sons refuse to deliver the share of their natural mother, she may exact it even by forcible means.† Vyavastha'

For the ordinance would be otherwise nugatory. Reason

131 When the father of an only son leaves one wife, then food and vesture only shall of course be allotted to her.† Vyavastha'

Since no text propounds the immediate appropriation of a share; and the law has only ordained the allotment of a share to the mother or stepmother when partition is made among sons. Reason

If a man leave two wives, and by one two sons, and by the other four, partition shall be made as above mentioned, among the brothers of the whole blood and half blood; but what shares shall be allotted to their respective mothers? To this CHANDESHWARA and the rest would reply, the estate must be divided into eight shares, and two must given to the mothers, for they are equally wives of the father; and the six brothers take six shares. However, SRI'KRISHNA TARKÁLANKÁRA observes in his commentary on the *Da'yabha'ga*, both are not entitled to shares, since both are not natural mothers of all the sons; and the natural mother, according to JI'MU'TAVA'HANA and the rest, is alone entitled to a share.† Hence— Authority

132 If the uterine brothers separate from their half brothers, their respective mothers will not be entitled to share. Vyavastha'

133 But when one set of uterine brothers shall come to a partition *among* Vyavastha'

* Coleb. Dig. vol. III. p. 13

† Coleb. Dig. vol. III. pp. 30, 31, 29. See Cons. H. L. p. 54. para. 33.

তজ্জননীও অংশহারিণী, নতুবা গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র পাইতে অধিকারিণী*।

তেষাং জননী পুত্র সকাশাদংশহারিণী, অন্যথা গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রাধিকারিণী*।

ব্যবস্থা ১৩৪ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের সহিত বিভাগ কালে যদি সহোদরেরা অথবা তাহাদের মধ্যে এক জনও যদি আপন অংশ পৃথক্ করিয়া লয়, তবে তজ্জননীও অংশাধিকারিণী*।

১৩৪ সোদরাসোদরাণাং বিভাগকালে যদি সোদরাঅপি পরস্পরং বিভক্তাভবন্তি, অথবা তেষামেকোঽপি স্বাংশংগৃহ্নাতি তদা তজ্জননীচাংশাধিকারিণী*।

কারণ যেহেতু ঐকালে তাহার নিজ পুত্রদের মধ্যেও বিভাগ হইল।

তদানীং তত্তনয়ানাং মধ্যেঽপি বিভাগকৃতত্বাৎ।

ব্যবস্থা ১৩৫ যদি পুত্রদের মধ্যে এক জন অথবা কোন (মৃত) পুত্রের উত্তরাধিকারী আর আর সকল হইতে পৃথক্ হয় তখনো মাতা পুত্র তুল্যাংশ পাইতে অধিকারিণী†।

১৩৫ পুত্রাণাং যদ্যেকঃ একস্য (মৃত) পুত্রস্য দায়াদো বা বিভক্তো ভবতি তদা জনন্যপি পুত্রতুল্যাংশাধিকারিণী†।

ব্যবস্থা ১৩৬ পৈতৃক ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত বিষয়ের অংশ পাইতে যেমত ভ্রাতা অধিকারী তেমত মাতাও অধিকারিণী‡।

১৩৬. পিতৃদ্রব্যোপঘাতার্জ্জিত ধনাংশে জননী ভ্রাতৃবদধিকারিণী‡।

ব্যবস্থা ১৩৭ মাতা যদি কোন মৃতপুত্রের উত্তরাধিকারিণী হয়েন তবে তদ্‌যোগ্যাংশাধিকারিণী

১৩৭ জননী যদ্যেকস্য মৃত পুত্রস্য দয়াদা তদা বিভাগে তদ্‌যোগ্যাংশ হারিণী, মাতৃ-

দৃষ্টান্ত—

* আনন্দ যদি তিন পত্নী রাখিয়া মরে—তন্মধ্যে এক জন—বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র, ও দামোদরের মাতা;—এক জন ইন্দু, ফকির ও গোবিন্দের মাতা;—অন্যে হর, ঈশ্বর ও কালীর মাতা। এই তিন দল সহোদর ভ্রাতাগণের মধ্যে পরস্পর বিভাগে তাহারা অবিভক্ত তিন পরিবার হইবে, তাহাদের নিজ নিজ মাতারা পৃথক্ অংশ পাইতে অধিকারিণী হইবে না। কিন্তু যদি এক দল সহোদরেরা আপনাদের মধ্যে বিভাগ করে, তখন তাহাদের মাতা পৃথক্‌রূপে তাহাদের বিষয়ের সিকি অংশ পাইবেন। যদি আর এক দল সহোদরেরা (যথা ইন্দু, ফকির ও গোবিন্দ) বিভাগ না করিয়া মরে, ও যদি ইন্দু কএক পুত্রকে রাখিয়া, ফকির পৌত্রগণকে রাখিয়া, এবং গোবিন্দ প্রপৌত্রগণকে রাখিয়া মরে—তবে ইন্দুর পুত্রেরা ফকিরের পৌত্রেরা ও গোবিন্দের প্রপৌত্রেরা অবিভক্ত পরিবার হইবে, এবং ইন্দু ফকির ও গোবিন্দের মাতা পৃথক্ অংশ পাইতে অধিকারিণী হইবে না। কন্ হি. ল. পৃ. ৪২।

যদি তিন বিধবা থাকে—তন্মধ্যে এক জন তিন পুত্রের জননী, এক জন চারি পুত্রের জননী—অন্যে পাঁচ পুত্রের জননী—তবে তাহাদের সম সংখ্যক পুত্র থাকিলে যে নিয়মে বিভাগ হইত এস্থলে সেই নিয়মে বিভাগ হইবে;—অর্থাৎ সহোদর ভ্রাতারা যদি বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের হইতে পৃথক্ হয় এবং আপনারা পরস্পর একত্র থাকে, তবে তাহাদের নিজ নিজ মাতা পৃথক্ অংশ পাইতে অধিকারিণী নয়;—কিন্তু ঐ সহোদরেরা যদি আপনাদের মধ্যে বিষয় বিভাগ করে তবে পৃথক্‌রূপে তিন পুত্রের জননী চারি ভাগের ভাগ পাইতে—চারি পুত্রের জননী পাঁচ ভাগের ভাগ পাইতে ও পাঁচ পুত্রের জননী ছয় ভাগের ভাগ পাইতে অধিকারিণী ঐ, পৃ. ৪৩।

দ্রষ্টব্য—কোল. ডা. বা. ৩ পৃ. ২৯ ও ৩০।

† যদি কতিপয় সংখ্যক পুত্র থাকে, ও তন্মধ্যে এক জন যদি তাহাদের কাহারো অসম্মতিতে অথবা সকলের অনিচ্ছাতে কোন পতিকে অন্য হইতে পৃথক্ হয়, যদি হাকিমের হুকুম ক্রমেও পৃথক্ হয়, তবে মাতা নিজ পৃথক্ অংশে অধিকারিণী। কন. হি. ল. পৃ. ৪৭। দ্রষ্টব্য—ঐ পৃ. ৪৩।

‡ কোন পুত্র স্বকীয় অসাধারণ শ্রমে অথবা সকল পুত্রে সাধারণ শ্রমে ধন উপার্জ্জন করিলে জননী তাহার অংশভাগিনী নহেন—কিন্তু সে ধন যদি পিতৃধনের উপঘাতে অর্জ্জিত হইয়া থাকে তবে বিভাগে জননী ঐ প্রবৃদ্ধ ধনভাগিনী। কন্. হি. ল. পৃ. ৫১।

*themselves,* then their mother will be entitled to a share equal to that of one of her sons: otherwise not.*

134 At the time of partition with half brothers, if the uterine brothers also separate from each other, or any of them from the rest, taking their shares or his share in severalty, in that case the mother of these is entitled to an equal share out of her own son's shares.* Vyavastha'

Inasmuch as at the same time partition takes place amongst her own sons themselves.

135 If any of the sons or the heir of a son (deceased) be separated from the rest, then also the mother shall be entitled to a share equal to (that of one of) her sons.† Vyavastha'

136 Like a brother the mother also is entitled to a share of the property acquired by the use of the patrimonial wealth.‡ Vyavastha'

137 If the mother happen to be the heiress of a son deceased, she shall, as such, Vyavastha'

* If A shall leave three widows, one the mother of B, C, and D; one the mother of E, F, and G; and one the mother of H, I, and K; upon a separation of these three sets of uterine brothers from *each other*, they will form three joint and undivided families, and their respective mothers will not be entitled to a separate share, but if one set shall come to a partition *among themselves, then their* mother will be entitled in severalty to a fourth part of their estate. If another set (E, F, & G for instance,) shall all die without having come to a partition; E leaving sons, F leaving grandsons, and G leaving great grandsons—then the sons of E, the grandsons of F, and the great-grandsons of G, will form a joint and undivided family, and the mother of E, F, and G will not be entitled to any separate share. Cons. H. L. p. 42.

If there be three widows, one the mother of three, one the mother of four, and one the mother of five sons; the rule as to partition will be the same as it is when they are mothers each of an equal number of sons; that is, if the uterine brothers separate from their half-brothers, and continue united among themselves, their respective mothers will not be entitled to any several share;—but if they come to a partition *among themselves,*—then the mother of the *three* sons will be entitled to a fourth—the mother of the *four* sons to a *fifth,* or the mother of the *five* sons to a sixth part in severalty. *Ibid.* p. 43.

See Coleb. Dig. vol. III. pp. 29,30.

† If there be any number of sons, and one be by any means separated from the others; even if he should be separated by authority of the magistrate, without the consent of any one of them, or against the will of all, the mother shall be entitled to her several share. Cons. H. L. p. 47. See *Ibid.* p. 43.

‡ The mother shall not be entitled to share in the property acquired by the individual exertions of one of her sons, nor in the property acquired by the joint exertion of them all, unless it shall appear that such acquisitions were made out of the patrimonial wealth,—in which case, she shall be entitled to share in the *increase* of the patrimonial wealth, upon partition. Cons. H. L. p. 51.

হইবেন, অথচ বিভাগে মাতা বলিয়া (এক পুত্রের অংশ পরিমিত) অপরাংশ পাইবেন।

নচাপরাংশ ভাগিনী

ব্যবস্থা ১৩৮ জননী যে এক পুত্রের অংশ পরিমিত অংশভাগিনী সে কেবল স্বয়ং পুত্রগণের মধ্যে বিভাগেই নয় কিন্তু পুত্রের ও পুত্রের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভাগেও বটে*।

১৩৮ ন কেবলং পুত্রাণাং স্বয়ং বিভাগে জননী পুত্র তুল্যাংশ ভাগিনী, কিন্তু পুত্রস্য (মৃত) পুত্র দায়াদস্যচ মধ্যে কৃত বিভাগেঽপি*

ব্যবস্থা ১৩৯ যদি এক ভ্রাতা কিম্বা কোন ভ্রাতার উত্তরাধিকারী স্থাবর বা অস্থাবর বিষয়ের

১৩৯ যদ্যেকো ভ্রাতা ভ্রাতৃদায়াদো বা স্থাবরাস্থাবরৈকতর ধনে স্বাংশমাদদীত তদা

* শিবচন্দ্র বসুপ্রভৃতির বিরুদ্ধে গুরুপ্রসাদ বসুর মকদ্দমাতে আদালত আরো অনুসন্ধান করিয়া অত্যুত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন;—অবশেষে আমাদের হৃদ্‌বোধ হইয়াছে যে পুত্রদের মধ্যে বিভাগ হইলে খঞ্জমনি যেমত ভাগ ভাগিনী হইতেন পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বিভাগেও সেইরূপ অংশভাগিনী। কন্. হি. ল. পৃ. ২৯।

আনন্দের যদি এক স্ত্রীর গর্ভজ বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র ও দামোদর (নামক) তিন পুত্র থাকে, এবং আনন্দ যদি বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্র নামক পুত্রকে এবং ইন্দু, ফকীর ও গোবিন্দ নামক পৌত্রদিগকে অর্থাৎ দামোদরের পুত্রদিগকে, এবং নিজ পত্নী অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র, ও দামোদরের মাতাকে রাখিয়া মরিয়া থাকে. তাহাতে বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র, ইন্দু, ফকীর ও গোবিন্দের মধ্যে বিভাগে—বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র, ও দামোদরের মাতা (অর্থাৎ আনন্দের পত্নী) তদ্বিষয়ের সিকি ভাগ লইবেন অথবা সেই পরিমিত লইবেন যাহা (দামোদরের পুত্র) ইন্দু, ফকীর ও গোবিন্দ আপনাদের মধ্যে যৌতরূপে লইবে। যদি ঐ পত্নীর দুই পুত্র মরিত, এবং জীবিত পুত্রের ও মৃত দুই পুত্রের পুত্রদের মধ্যে বিভাগ হইত তথাপি ঐ রীতিতে কার্য্য হইত;—যথা চন্দ্র ও দামোদর যদি মরিয়া থাকে তবে এমত অবস্থাতেও ঐ পত্নী আনন্দের বিষয়ের চারি ভাগের ভাগ লইবেন—অর্থাৎ তিনি এক ভাগ লইবেন, তাঁহার জীবিত পুত্র বৈকুণ্ঠ এক ভাগ লইবে, চন্দ্রের পুত্রেরা একত্রে এক ভাগ লইবে, এবং দামোদরের পুত্রেরা আপনাদের মধ্যে এক ভাগ লইবে। কন্. হি. ল. পৃ. ৫২।

ইহা বিলক্ষণরূপে স্থাপিত হইয়াছে যে ঐ বিধবার পুত্রেরা, কিম্বা পৌত্রেরা অথবা পুত্রেরা ও পৌত্রেরা বিষয় ভাগ করিলে তিনি এক অংশ পাইতে অধিকারিণী।—এবং যেহেতু ঐ বিভাগে আরো দূর কোন সন্তান অংশী থাকিলেও উক্ত বিধবা কোন ক্রমে অনধিকারিণী হয় না, অতএব আমি বোধ করি যদি এমত ঘটে যে তাদৃশ ব্যক্তি ঐ বিভাগকারিদের মধ্যে এক জন হয় তথাপি ঐ বিধবার অংশ প্রাপ্তি কারণাধীন ও ন্যায্য। সর্. ফ্রান্সিস্ মেকনাটন্ সাহেবের বিবেচনা পৃ. ৩০।

যদি আনন্দ এক বিধবাকে ও তৎপুত্র বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র ও দামোদরকে রাখিয়া মরে, এবং এই পুত্রেরা পিতার মরণকালে বিদ্যমান থাকে, পরে যদি ইন্দু, ফকীর ও গোবিন্দ নামক তিন পুত্র রাখিয়া বৈকুণ্ঠ মরে, এবং হরি, ঈশ্বর, কমল ও লক্ষ্মণ নামক চারি পুত্র রাখিয়া চন্দ্র মরে, ও মদন ও নন্দ নামক দুই পুত্র রাখিয়া লক্ষ্মণ মরে, তৎপরে যদি ঐ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অর্থাৎ আনন্দের জীবিত পুত্র দামোদর; বৈকুণ্ঠের পুত্র ইন্দু, ফকীর ও গোবিন্দ; চন্দ্রের পুত্র হরি ঈশ্বর ও কমল; ও লক্ষ্মণের পুত্র মদন ও নন্দ এই সকলের মধ্যে বিভাগ হয় তবে আনন্দের বিষয় প্রথমতঃ চারিভাগে বিভক্ত হইবে—তন্মধ্যে তাহার পত্নী এক ভাগ লইবে; তাহার জীবিত পুত্র দামোদর এক ভাগ লইবে; বৈকুণ্ঠের পুত্র—ইন্দু, ফকীর ও গোবিন্দ এক ভাগ লইবে, ও চন্দ্রের সন্ততিরা—অর্থাৎ পুত্রেরা ও পৌত্রেরা এক ভাগ লইবে; অথবা যদি এই সকল ব্যক্তি পরস্পর পৃথক্ হয়, তবে আনন্দের বিষয় আটচল্লিশ ভাগে বিভক্ত হইয়া তাহার পত্নী বার ভাগ লইবে, দামোদর বার ভাগ লইবে; ইন্দু, ফকীর ও গোবিন্দ প্রত্যেকে চারি ভাগ পাইবে; হর, ঈশ্বর ও কমল প্রত্যেকে তিন ভাগ পাইবে; মদন ও নন্দ প্রত্যেকে দেড় ভাগ অথবা দুই জনে তিন ভাগ পাইবে। কন্. হি. ল. পৃ. ৪০।

আমরা দেখিয়াছি শেষোক্ত অবস্থাতে প্রথম বিভাগে আনন্দের পত্নী ঐ বিষয়ের চারি ভাগের ভাগ পাইতে অধিকারিণী হইবে; তাহার জীবিত পুত্র দামোদর চারিভাগের ভাগ পাইতে অধিকারী হইবে; বৈকুণ্ঠের পুত্রেরা চারি ভাগের ভাগ পাইতে অধিকারি হইবে; এবং চন্দ্রের সন্ততিরা চারি ভাগের ভাগ পাইতে অধিকারি হইবে। এক্ষণে অনুভব করা যাউক যে যৎকালে বৈকুণ্ঠ চন্দ্র ও লক্ষ্মণের পুত্রেরা আপনাদের মধ্যে বিভাগ করে তৎকালে বৈকুণ্ঠ চন্দ্র ও লক্ষ্মণের পত্নীরা জীবিত ছিল, তাহাতে ইন্দু ফকীর ও গোবিন্দের অংশ চারি ভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠের পত্নী এক ভাগ লইবে, এবং ইন্দু, ফকীর ও গোবিন্দ প্রত্যেকে এক ভাগ লইবে; হর, ঈশ্বর ও কমলের অংশ চারিভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে চন্দ্রের পত্নী এক ভাগ লইবে, এবং হর, ঈশ্বর ও কমল প্রত্যেকে এক ভাগ লইবে। মদন ও নন্দের অংশ তিন ভাগে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে লক্ষ্মণের পত্নী এক ভাগ লইবে, এবং মদন ও নন্দ প্রত্যেকে এক ভাগ লইবে। কিন্তু প্রথম বিভাগে কেবল আনন্দের পত্নীই এক অংশে অধিকারিণী হইবে। যেপর্য্যন্ত আর আর বিধবাদের পুত্রেরা ভাগ না করে সে পর্য্যন্ত ঐ বিধবাদের দাওয়া জন্মিবে না। কন্. হি. ল. পৃ. ৪০।

inherit his share, and also on partition she shall, as mother, get another share equal to that of one of her sons.

138 The mother is entitled to a share equal to that of a son not, only on partition between her sons themselves, but also between her son and the heir of a son deceased.* Vyavastha'

139 If one of the brothers or the heir of a deceased brother shall take his share of either of the movable or immovable property, this will give the mother a right Vyavastha'

* In the case of Guruprasád Bose *v.* Shibchandra Bose &c. the court made further enquiry, and obtained the best information;—we were ultimately satisfied that, upon a partition by her *son* and *grandsons, Khanjani* was entitled to share, as she would have been had the partition been made by her sons. Cons. H. L. p. 29.

If A shall have three sons B, C, and D, by one wife, and if A shall die, leaving his sons B & C, and his grandsons E, F, and G, by his son D, and his widow, the mother of B, C, & D, surviving, then upon partition made between B, C, E, F, and G, the mother of B,C, and D (i. e. the widow of A) shall take one fourth of his (A's) estate, or as much as E, F, and G (sons of D) shall take among them jointly. The same rule will hold, if two of her sons had died, and if partition had been made between her living son and the sons of her two deceased sons;—as, if C & D had died, she will in this case also take one fourth of A's estate—she shall take one share—her living son B shall take one share—the sons of C shall take one share among them, and the sons of D shall take a share among them.—Cons. H. L. p. 52.

It is well established that she is entitled to a share, if her sons, her grandsons, or her sons and grandsons should divide the estate.—As there is nothing to exclude her in the case of a more remote descendant being a party to the partition; it is, I think both reasonable and just that she should have her share, although such a person should chance to be one of the partitioners.—Cons H. L. p. 30.

If A shall die leaving a widow, the mother of B, C, and D, and these three sons surviving him; if B then shall die leaving three sons, E, F, and G,—and C die leaving four sons H, I, K, and L,—and L die leaving two sons M and N, and a partition then take place between the several parties, i. e. D the surviving son of A; E, F, and G, the sons of B; H, I, and K, the sons of C; and M and N, the sons of L; the estate of A shall in the first instance, be divided into four parts, of which his widow will take one; D his surviving son will take one; E, F and G, the sons of B, will take one; and the descendants, the sons and grandsons of C, will take one; or if all the parties separate from each other, then the estate of A being divided into forty-eight parts, his widow will take twelve, D will take twelve; E, F, and G, four each; H, I and K, three each; and M and N, one and a half each or three between them.—Cons. H. L. p. 40.

We have seen that on a primary partition in the last mentioned case, the widow of A will be entitled to a fourth part of his estate; that his surviving son D will be entitled to a fourth part; that the sons of B will be entitled to a fourth part; and that the descendants of C will be entitled to a fourth part. Now let us suppose the widows of B, C, and L, to be living when their sons respectively come to a partition among themselves; then the proportion of E, F, and G shall be divided into four parts, of which the widow of B will take one, and E, F, and G one each. The proportion of H, I, and K shall be divided into four parts, of which the widow of C will take one, and H, I, and K one each. The proportion of M and N shall be divided into three parts, of which the widow of L will take one, and M and N one each. But upon the primary partition, A's will be the only widow entitled to a share. The claims of the other widows will not arise, until partition be made among their own sons.—Cons. H. L. p. 40.

নিজ অংশ লয় তবে তাহাতে মাতাও ঐরূপ ধনে অংশ পাইতে অধিকারিণী*।

জনন্যপি তাদৃশ ধনাংশাধিকারিণী*।

ব্যবস্থা

১৪০ বিভাগে মাতা যে অংশ প্রাপ্ত হয়েন তাহা যাবজ্জীবন উপভোগের নিমিত্তে মাত্র —ঐ ধনের উপর মাতার যে ক্ষমতা সে পতি সংক্রান্ত ধনাধিকারিণী পত্নীর ন্যায়†।

১৪০ বিভাগে মাতা যমংশংপ্রপ্নোতি স আমরণাদুপভোগার্থমেব,—তাদৃশ ধনেতস্যা অধিকারঃ পতি সংক্রান্ত ধনে পত্ন্যধিকারবৎ†

ঈশ্বরচন্দ্র কারফরমা প্রভৃতি—বনাম—গোবিন্দচন্দ্র কারফরমা প্রভৃতি।

১২৮ও১৪০ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

এই মকদ্দমায় কৃত ডিক্রীতে আদেশ হয় যে উইলকারি গোবিন্দচন্দ্র কারফরমার উইলের যে ভাগে তাহার বিমাতা গৌরমণি দাসীর সম্বন্ধে দান লিখা আছে তদ্ব্যতীত ঐ উইল সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্মণ্য; অনন্তর আদেশ হয় যে প্রতিবাদিরা অর্থাৎ গোকুলচন্দ্রের প্রথম পত্নী রাসমণির গর্ভজ গোবিন্দচাঁদ, নির্ম্মলচাঁদ ও কানাইচাঁদ এবং ঐ গোকুলচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী রাধামণির গর্ভজ দুই পুত্র দয়ালচাঁদ ও (তদানীং মৃত) শরৎচাঁদ আর বাদিরা অর্থাৎ গোকুলচন্দ্রের তৃতীয়া পত্নী প্রতিবাদিনী নারায়ণীর গর্ভজ ঈশ্বরচন্দ্র ও (তদানীং মৃত) সুব্রত—গোকুলচন্দ্রের নিধন কালে জীবিত থাকাতে—গোকুলচন্দ্র মরণ কালীন যে স্থাবরাস্থাবর বিষয়ে দখলিকার ছিলেন তাহাতে এই সাত পুত্র অধিকারি, এবং সাত পুত্রেরই (পরস্পর) সমান ভাগ প্রাপ্য। তদনন্তর ঐ ডিক্রীতে আদেশ হয় যে শরচ্চাঁদের পত্নী অথচ উত্তরাধিকারিণী প্রতিবাদিনী রমণী নিজ পতির অংশের অস্থাবর বিষয়ে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী‡ ও স্থাবর বিষয়ে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী; আর বাদিনী নারায়ণী সুব্রতের জননী ও উত্তরাধিকারিণী রূপে তাহার অংশে উক্ত রূপে অধিকারিণী; ও গোবিন্দচাঁদ নির্ম্মলচাঁদ ও কানাইচাঁদের জননী রাসমণি তৎপুত্রেরা যে সাত ভাগের তিন ভাগ পাইয়াছে তাহারই চারি আনা রকমের অস্থাবরে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী‡ ও স্থাবরে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী‡; আর দয়ালচাঁদ ও শরৎচাঁদের জননী রাসমণি তৎপুত্রেরা বিষয়ের সাত ভাগের যে দুই ভাগ পাইয়াছে তাহার তিন অংশের এক অংশ পাইতে উক্তরূপে অধিকারিণী।

---

* যদি অবিভক্ত ভ্রাতাদের স্থাবর অস্থাবর উভয়রূপ বিষয় থাকে, এবং তন্মধ্যে এক ভ্রাতা যদি অস্থাবর বিষয়ের নিজ অংশ পৃথক্ করিয়া লয়, এবং স্থাবর ধন ভ্রাতাদের সহিত সাধারণে ভোগ করিতে থাকে; তবে তাহাতে অস্থাবর ধনের অংশ পৃথক্ করিয়া লইতে মাতাকে অধিকার জন্মিবে। কন্. হি. ল. পৃ. ৪৩।

† ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ও ৪১ সংখ্যক ব্যবস্থা ও তদ্বিষয়ক টীকা ও নজীর সকল দ্রষ্টব্য।

আমার বিবেচনায় ইহা এক্ষণে শাস্ত্র বলিয়া লিখা যাইতে পারে যে বিভাগে মাতা যে অংশ পায়েন তাহা যাবজ্জীবন ভোগের নিমিত্তই পায়েন, এবং এমত বিষয়ের উপর তাঁহার যে ক্ষমতা তাহা পতির বিষয়ে অধিকারিণী পত্নীর ন্যায়। ইহা কথিত হইয়াছে বটে যে বিভাগে মাতা যে অংশ প্রাপ্ত হয়েন তাহা পতির মরণে পত্নীর অধিকৃত (সংক্রান্ত) ধনের ন্যায় না হইয়া বরং তাহা দানের ন্যায় গণ্য।(কিন্তু)যদি সকল পুত্রে বিভাগ করিতে সম্মত হয় তবে তাহা(একপ্রকার) দানের ন্যায় বলা যাইতে পারে, কেননা তাহারা সকলেই ঐ কার্য্যে সম্মতি দেয় যদ্দ্বারা তাহাদের মাতা বিষয়ের এক অংশে অধিকারিণী হয়েন—পরন্তু যদি দশ পুত্র থাকে তন্মধ্যে যে কোন ব্যক্তির চেষ্টায় বিষয় বিভাগ হইতে পারে, এবং যদিও অন্য নয় জনে অবিভক্ত রূপে বাস করিতে থাকে ও যদিও দশম তাহাদের অমতে তাহাদের হইতে পৃথক্ হয় তথাপি সে পৃথক্ হওয়াতেই বিষয়ের একাদশ ভাগের ভাগ পাইতে মাতার অধিকার জন্মিবে। এমত অবস্থায় মাতা যাহা প্রাপ্ত হয়েন তাহা প্রায় দান বলা যাইতে পারে না—যেহেতু (তখন) তাহা পুত্রদের হইতে দান প্রাপ্তি হইল না কেননা তাহাদের দশের মধ্যে নয় জন তাঁহাকে ঐ বিষয় না দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল যাহা তিনি এক পুত্রের সহকারিত্বে অন্য পুত্রগণ হইতে বলে লইতে সক্ষম হইলেন; কিন্তু হেতু যাহা কেন হউক না এবিষয়ে যে শাস্ত্র তাহা নির্ব্বিবাদ। যদিও অধিক সংখ্যক পুত্র বিভাগ করিতে অসম্মত হয় তথাপি বিভাগ হইলে মাতার অধিকার আছে। মাতা বিভাগে যে বিষয় পায়েন ও পতির মরণে পত্নী যে বিষয় প্রাপ্ত হয় এই দুয়ের মধ্যে সুপ্রীমকোর্ট এপর্য্যন্ত কোন প্রভেদ্ করেন নাই। কন্, হি, ল, পৃ, ৪৩, ৪৪।

‡ অস্থাবর বিষয়েতেও যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী—যেহেতু শাস্ত্রে স্থাবরাস্থাবর ধনের মধ্যে প্রভেদ্ নাই। দ্রষ্টব্য—পৃ, ১০০।

to her separate share of the same description of property*.

140 The mother who gets a share upon partition gets it *for life* only: with respect to dominion over the property, she stands upon the same footing with the widow who succeeds to her husband's rights.† Vyavasthá

*I'shwar Chandra Ka'rfarma' and another v. Gobinda Chandra Ka'rfarma' and others.*

*Case* bearing on the Vyavasthas Nos. 128 & 140.

In this case, it was declared by the decree, that the *will* of the testator Gokul Chandra Ka'rfarmá was wholly inoperative, except as to a disposition therein contained, in favour of Gourmani Da'sí, the step mother of the testator. It was then declared that the defendants Gobinda Cha'nd, Nirmal Cha'nd, and Ka'na'i Cha'nd, the sons of Gokul Chandra by the defendant Ra'smani, his first wife, together with the defendants Doyál Cha'nd and Sharat Cha'nd, (Sharat Cha'nd being then dead) two sons of Gokul Chandra by the defendant Ra'dha'mani, his second wife, together also with the complainants I'shwar Chandra and Su'rat, (Súrat being then dead,) two sons of Gokul Chandra by the complainant Na'ra'yani', his third wife, as the seven sons who survived Gokul Chandra, became entitled to his real and personal estate, of which he was seised or possessed at the time of his death; and that the said seven sons were so entitled in equal parts or shares.

The decree then declares, that the defendant Ramani, widow and heir of Sharat Cha'nd, is entitled absolutely to his share of the personal estate‡; and to his share of the real estate for her life: that the complainant Na'ra'yaní, as the mother and heir of Su'rat, is in the same manner entitled to his share: that Ra'smani, mother of Gobinda Cha'nd, Nirmal Cha'nd' and Ka'na'i Cha'nd, is entitled absolutely to one fourth of their three seven parts of the personal estate—and for her life to one fourth of their three seven parts of the real estate‡;–and that Ra'dha'mani, the mother of Doya'l Cha'nd and Sharat Cha'nd, is in the same manner entitled to one third of their two seven parts of the estate.

* If brothers of an undivided family, shall possess immovable as well as movable property, and if one brother shall take his share of the movable property to his own separate use, continuing to possess the immovable property joint and undivided, with his brothers; this will give the mother a right to her separate share of the movable, but not of the immovable property. Cons. H. L. p. 46.

† See *Vyavasthàs* Nos. 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, & 41, and commentaries and cases in illustration there of :—*Ante* pp. 55-103.

I believe it may now be laid down as the law, that mothers who take a share upon partition, take an estate *for life* only,—and with respect to dominion over the property, stand upon the same footing with widows who succeed to their husbands' right.—It has been said that what is taken by a mother upon partition, is more in the nature of a gift than that which is taken by widow on the death of her husband. If *all* the sons agreed to divide, it might indeed be said to be in the nature of a gift, because they would all have concurred in the act by which their mother became entitled to a share of the estate—yet if there be ten sons, any one of them may enforce partition; and although the other nine continue living in an undivided state, and although the tenth separated himself from them against their will, his separation alone will give the mother a right in severalty to one eleventh part of the estate. In such a case, what she takes can hardly be said to be in the nature of a *gift*—certainly it is not a gift from her sons; nine of them out of ten being desirous of withholding from her, that which one enables her to take by compulsion from the rest;—but whatever the reason may be, the law is conclusive upon the subject. She has a right on partition being made, although the greater number of her sons may have been unwilling to divide. The Supreme Court has not hitherto made any distinction between the interest taken by a mother upon partition, and that taken by a widow upon the death of her husband. Cons. H. L. pp. 43, 44.

‡ The extent of the right of a woman, so succeeding, in the personal estate is the same as that in the real estate, the Hindu law making no difference between the two sorts of property. See *Ante*. p. 101.

দৃষ্ট হইবে যে গোকুলচন্দ্রের তিন পুত্রের জননী রাসমণি ও দুই পুত্রের জননী রাধামণি বিভাগে ভাগাধিকারিণী হইল অর্থাৎ—প্রথমা নিজ তিন পুত্রের সহিত বিভাগে ভাগাধিকারিণী, দ্বিতীয়া এক পুত্র ও (মৃত) অন্য পুত্রের পত্নীর সহিত বিভাগে ভাগাধিকারিণী হইল; এবং শরতচাঁদের পত্নী রমণী ও সুরতের জননী নারায়ণী (ক্রমে) নিজ পতির ও পুত্রের উত্তারাধিকারিণী রূপে বিষয়াধিকারিণী হইল; জননী ও পত্নী এইরূপে বিষয়াধিকারিণী হইলে আদেশ হয় যে তাহারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে যে বিষয়ে অধিকারিণী হইয়াছে তাহাতে তাহাদের উভয়েরই একরূপ ক্ষমতা অর্থাৎ অস্থাবরে নির্ব্ব্যূঢ় স্বত্ববতী ও স্থাবরে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী*। সু. কো.। কন্. হি. ল. পৃ. ৭৪ ও ৭৫।

১২৮, ১৩২, ১৩৭ও১৩৮ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

জয়মণি দাসী ও দাসী দাসী—বনাম—আত্মারাম ঘোষ ও কালাচাঁদ ঘোষ।

কৃষ্ণমোহন ঘোষ দুই পত্নী রাখিয়া অর্থাৎ করুণাময়ী দাসী ও লক্ষ্মীপ্রিয়া দাসীকে রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণমোহনের করুণাময়ীর গর্ভজাত গঙ্গাচরণ ঘোষ বদনচাঁদ ঘোষ ও কালাচাঁদ ঘোষ নামক তিন পুত্র থাকে, এবং লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভজাত আত্মারাম ঘোষ নামক এক পুত্র থাকে। গঙ্গাচরণ দুই বিবাহ করে, প্রথমা—জয়া দাসী যে শম্ভুচন্দ্র ঘোষ নামক এক পুত্র রাখিয়া কালপ্রাপ্তা হয়; গঙ্গাচরণের দ্বিতীয়া স্ত্রী বাদিনী জয়মণি দাসী—জয়মণির এক কন্যা ছিল কিন্তু সে তদনন্তর কালপ্রাপ্তা হইয়াছে। দাসী দাসী নাম্নী এক পত্নীকে অর্থাৎ বাদিনীকে রাখিয়া বদনচাঁদ কালপ্রাপ্ত হয় তাহার গর্ভে বদনচাঁদের এক কন্যা, হইয়াছিল মাত্র। কৃষ্ণমোহনের করুণাময়ীর গর্ভজাত অন্য পুত্র কালাচাঁদ, এবং লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভজাত এক মাত্র পুত্র—আত্মারাম, এই দুই জন প্রতিবাদি।

প্রথমতঃ হুকুম হয় যে কৃষ্ণমোহনের ওয়ারিস সূত্রে অন্য দাওয়াদার ব্যক্তিদের ও আত্মারামের মধ্যে বিষয়ের হিসাব ও অংশ হয়—যেহেতু আত্মারাম কৃষ্ণমোহনের চারি পুত্রের মধ্যে এক পুত্র বলিয়া ঐ বিষয়ের চারি অংশের এক অংশে অধিকারী। আত্মারাম কৃষ্ণমোহনের বিষয়ের চারি অংশের এক অংশে পৃথক্‌রূপে অধিকারী হওয়াতে ইহা বুঝাগিয়াছিল যে তাহার জননী লক্ষ্মীপ্রিয়া নিজ একক পুত্রের ও

---

* উক্ত ডিক্রীর যে অংশে জননীর অধিকার আদিষ্ট হইয়াছে তাহা অবশ্যই বোধ করিতে হইবে যে তৎপুত্রগণের মধ্যে বিভাগ কালে প্রাপ্য। রাধামণি দয়ালচাঁদের ও শরতচাঁদের জননী ছিলেন, শরতচাঁদ মরাতে তাহার পত্নী রমণী তদ্‌যোগ্যাংশে অধিকারিণী ইহা উক্ত হয়—অনন্তর দয়ালচাঁদ ও রমণীর মধ্যে বিভাগে শরতচাঁদের জননী রাধামণি এক অংশ পাইতে অধিকারিণী হয়। এই ডিক্রীর এই পর্য্যন্ত (আর) সকল নিষ্পত্তি পুত্রের সহিত ঐক্য হয়, কিন্তু ১৮২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আত্মারাম ঘোষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে শ্রীমতী জয়মণি দাসী প্রভৃতির মকদ্দমাতে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহার সহিত এই ডিক্রী এক বিষয়ে মিলে না। ঐ মকদ্দমাতে করুণাময়ী দাসী পৌত্রের দায়াদা বলিয়া তাহার অংশ পাইতে এবং পৌত্রের দায়াদ রূপে এজমালিতে বিভক্ত বিষয়ের (আংশিক) মালিক্ হইয়াও বিভাগকালে জননী বলিয়া আর এক অংশ পাইতে অধিকারিণী ইহা কথিত হয়। বর্ত্তমান মকদ্দমাতে নারায়ণীর দুই রূপ দাওয়ার প্রতি আদালতের উপেক্ষা হইয়া থাকিবেক। নারায়ণী ঈশ্বরচন্দ্রের ও সুরতের মাতা ছিলেন; সুরতের মৃত্যু হওয়াতে নারায়ণী তাহার উত্তরাধিকারিণী রূপে তাহার অংশাধিকারিণী ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এতাবতা যদি ১৮২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ডিক্রী যথার্থ হয় তবে নারায়ণী যাহা পাইয়াছিলেন তাহা হইতে অধিক পাইতে অধিকারিণী। আত্মারাম প্রভৃতির বিরুদ্ধে জয়মণি প্রভৃতির মকদ্দমাতে যেরূপ ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে তদনুসারে নারায়ণীকে সুরতের দায়াদা বলিয়া তাহার অংশ লওয়া উচিত ছিল, অনন্তর ঈশ্বরচন্দ্র ও সুরতের জননী বলিয়া বিভাগ কালে অংশ লওয়া উচিত ছিল। আত্মারামের বিরুদ্ধে জয়মণির মকদ্দমায় পণ্ডিতেরা স্পষ্ট মত দিয়াছিলেন যে পৌত্রের দায়াদারূপে করুণাময়ী বিষয়াংশ লইতে অধিকারিণী ছিলেন, এবং তদবস্থায় তাঁহার ও তৎপুত্রের ও পুত্রবধূর মধ্যে বিভাগকালে জননী বলিয়া বিষয়ের সিকি অংশ পাইতে অধিকারিণী হইয়াছিলেন; তিনি তৎপুত্র ও তাঁহার মৃত পুত্রের পত্নী প্রত্যেকে তিন ভাগের ভাগ লইলেন, এবং বিভাগে তিনি সমুদায় বিষয়ের সিকি অংশ লইলেন। উক্ত মকদ্দমাতে পণ্ডিতেরা যে মত দেন বোধ হইতেছে যে তাহা যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং পরে অনুসন্ধানে আমার হৃদ্‌বোধ হইয়াছে যে ঐ মত যথাশাস্ত্র বটে। উক্ত ব্যবস্থানুসারে বারো ভাগের মধ্যে আট ভাগ নারায়ণীর পাওয়া উচিত ছিল। প্রথমতঃ বিভাগে তাঁহার ছয় ভাগ অর্থাৎ অর্দ্ধেক পাওয়া উচিত ছিল; অনন্তর জননী বলিয়া তিন ভাগের ভাগ অর্থাৎ সমুদায় বারো ভাগের চারি ভাগ পাওয়া তাঁহার উচিত ছিল, এই চারি ভাগ পূরণ নিমিত্ত তাঁহার নিজ অংশ হইতে দুই ভাগ দাতব্য ছিল, এবং ঈশ্বরচন্দ্রের অংশ হইতে দুই ভাগ প্রাপ্য ছিল। এই দুই ভাগ পাইলে তিনি পূর্ব্বে যে ছয় ভাগ পাইয়াছিলেন এক্ষণে তাহাতে আর দুই ভাগ বৃদ্ধি হইয়া তাঁহার আট ভাগ পাওয়া হইত, এবং ঈশ্বরচন্দ্রের চারি ভাগ থাকিত। সর্ ফ্রান্সিস্ মেক্‌নাটন সাহেবের বিবেচনা। পৃ. ৭৬৩৭৭।

It will be observed that Ra'smani, the mother of three, and Ra'dha'mani. the mother of two, sons of Gokul Chandra, came in upon partition made, the first by her three sons, the second by one son, and the widow of her deceased son; and also that Ramani', the widow of Sharat Cha'nd, and Na'ra'yani, the mother of Su'rat, came in as heirs, one of her husband, and the other of her son; and that the mothers and widows so taking were all declared to have the same interest in the estates which they severally took, i. e. an absolute interest in the personal, and an estate for life in the real property.* Cons. H. L. pp. 74,75.

*Joymani Dási and Dási Dási v. Attá Rám Ghose and Kálá Cha'nd Ghose.*

Case bearing on the Vyavasthás Nos. 128,137,138.

Krishnamohan Ghose died leaving two widows, viz. Karuna'moyí Da'si' and Lakkhyí Priyá Da'si. By Karuna'moyí Krisnamohan left three sons, viz. Gangá Charan Ghose, Badan Cha'nd Ghose, and Kálá Chánd Ghose; and by Lakhyí Priyá he left Attá Rám Ghose. Ganga' Charan had married two wives, first Joya' Da'si, who died leaving a son Shambhu Chandra Ghose. The other wife of Ganga' Charan is the complainant Joymani Da'si. She had a daughter, who is since dead. Badan Cha'nd Ghose left one widow, the complainant Da'si Da'si, by whom he had one daughter only. Ka'la' Cha'nd the other son of Krisnamohan by Karunámoyí, and Attá Ra'm, the only son of Krishnamohan by Lakhyí Priya', are the two defendants.

An account and partition of the estate of Krishnamohan was in the first place ordered as between the other claimants under Krishna mohan, and (him) Atta' Ra'm, he being declared entitled to one fourth part or share thereof as one of the four sons of Krishnamohan. Atta' Ra'm, then, being solely entitled to a fourth separate part of the estate of Krishnamohan, it was understood and admitted, that his mother Lakkhyí Priya' was not entitled to any separate property upon

* That part of the decree which declared the rights of the mothers, proceeded, of course, upon the partition made by their sons. Rádhámani was the mother of Doyál Chánd and Sharat Chánd. Sharat Chánd had died, and his widow Rámani was declared entitled to his share—and then, on a partition between Doyál Chánd and Ramani, Radhamani, the mother of Doyál Chánd and Sharat Cha'nd was entitled to a share.

So far this decree is consistent with all the decisions; but there is one point in which it differs from the decree that was pronounced in December, 1823, in the cause of Sri'matí Joymani Dasí and others *versus* Atta Ram Ghose and others, in which Karunamoyí Dasí was declared entitled, as heir to her grandson, to his share—and also as parent, to a share upon partition; although as heir of her grandson, she had been joint owner of the property divided. In the present case, the double claim of Na'ra'yaní Da'si may have been overlooked. Na'ra'yaní was mother of I'shwar Chandra and Súrat. Súrat had died, and Narayani was declared, as his heir, to be entitled to his share. Thus then, if the decree of December, 1823, was right, Narayani was entitled to more than she received. According to the law as it was declared in the case of Joymani and others *versus* Attá Ra'm and others, Na'ra'yaní ought to have taken the share of Súrat, as his heir; and she ought then upon partition to have shared as the mother of I'shwar Chandra and Súrat, In the case of Joymani *versus* Atta' Ra'm, the *pandits* were clearly of opinion that Karunamoyi was entitled to take as *heir* of her grandson, and when in that capacity she came to a partition with her son and a son's widow, she was entitled as parent to one fourth of the estate; she and the son, and the deceased son's widow, each took one third; and upon partition she took one fourth of the whole. The correctness of the opinions which the *pandits* gave on this occasion, seemed to have been admitted; and from subsequent inquiry, I am satisfied that they were consistent with law; according to that principle Narayaní ought to have had eight shares out of twelve. First, upon partition, she ought to have had six parts, or one half; then as mother she was entitled to one third, or four parts of the whole, her own contributing to make up the four. This would have taken two parts from *Ishwar* Chandra, which would have increased her own six to eight and left him four. Sir Francis Macnaghten's Considerations. pp. 76,77.

তদ্বৈমাত্রেয় তিন ভ্রাতার মধ্যে বিভাগে বিষয়ের পৃথক্ অংশ পাইতে অধিকারিণী নয়। পরন্তু তিনি আপন অন্নাচ্ছাদন তাঁহার (অর্থাৎ নিজ পুত্রের) স্থানে পাইতে আশা রাখিবেন।

গঙ্গাচরণের ও জয়া দাসীর পুত্র শম্ভুচন্দ্র নিজ পিতার জীবনকালে মরিলে বোধ হইতেছে ইহা স্বীকৃত হইত যে (জয়াদাসী নিজ পতির পূর্ব্বে মরাতে) গঙ্গাচরণের মৃত্যুকালীন জীবিত তাহার (অন্যা) স্ত্রী জয়মণি তদ্বিষয়ের অধিকারিণী হইত, কিন্তু শম্ভুচন্দ্র নিজ পিতার জীবনকালে বাঁচিয়া থাকাতে স্থির হইল যে তৎপিতার অংশ তাহাকেই অর্শে এবং জয়মণি (তৎপিতার পত্নী হইয়াও শম্ভুর জননী না হওয়াতে) তাহার অর্থাৎ শম্ভুর বিষয় লইতে পারে না, কিন্তু তাহার পিতার মাতা (করুণাময়ী) তাহার দায়াদা; আরো আদেশ হইল যে (বদনচাঁদ পুত্র না রাখিয়া যাওয়াতে) তাহার পত্নী দাসী দাসী তাহার উত্তরাধিকারিণী বলিয়া তদ্বিষয়ের অধিকারিণী; এবং তাহার স্বত্বে কৃষ্ণমোহনের বিষয়ের চারি অংশের এক অংশে অধিকারিণী; এতাবতা আদেশ হইল যে কৃষ্ণমোহনের বিষয় সমান চারি ভাগে বিভক্ত হয়,ও কৃষ্ণমোহনের লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত আত্মারাম নামক একক পুত্র ঐ চারি ভাগের এক ভাগ পৃথক্‌রূপে লয়, অন্য তিন ভাগ সম্বন্ধে আদেশ হইল যে করুণাময়ী নিজ পৌত্র শম্ভুচন্দ্রের উত্তরাধিকারিণী রূপে এক ভাগ লয়, ও দাসী দাসী নিজ পতি বদনচাঁদের উত্তরাধিকারিণী রূপে এক ভাগ লয়, আর কালাচাঁদ কৃষ্ণমোহনের শেষ বিদ্যমান পুত্র বলিয়া এক ভাগ লয়। এইরূপ বিভাগ হইলে আরো আদেশ হইল যে উক্ত রূপে বিভক্ত তিন ভাগের সিকি অংশ পাইতে করুণাময়ী অধিকারিণী, তিনি বিভাগে যে তিন ভাগের ভাগ পাইয়াছেন তাহা হইতে ঐ সিকি অংশ পুরণ হইবে। অনন্তর এইরূপ দাঁড়াইল যে শম্ভুচন্দ্রের উত্তরাধিকারিণী করুণাময়ী আর বদনচাঁদের উত্তরাধিকারিণী দাসী দাসী ও কৃষ্ণমোহনের বিদ্যমান পুত্র কালাচাঁদের মধ্যে বিভাগ উপস্থিত হইলে শম্ভুচন্দ্রের পিতার ও দাসী দাসীর স্বামির আর কালাচাঁদের জননী বলিয়া করুণাময়ী ঐ অংশিদের তুল্য অংশে অধিকারিণী। অতএব উপরিউক্ত তিন অংশ পুনর্ব্বার একত্রিত হইয়া চারি অংশে বিভাজ্য তন্মধ্যে জননী বলিয়া করুণাময়ীর এক অংশ প্রাপ্য—এবং পৌত্রের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া ঐ করুণাময়ীর আর এক অংশ প্রাপ্য ; নিজ পতির উত্তরাধিকারিণী রূপে দাসী দাসীর এক অংশ প্রাপ্য ; এবং নিজ স্বত্বে কালাচাঁদের এক অংশ প্রাপ্য।

নিজ পতির বিষয় হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতে জয়মণির অধিকার আছে এবং করুণাময়ীর স্থানে তাহা পাইবার নিমিত্তে তিনি চেষ্টা করিতে পারেন। মু: কো.। কন. ছি. ল. পৃ. ৬৪—৬৮।

## গুরুপ্রসাদ বসু—বনাম—শিবচন্দ্র বসু প্রভৃতি।

১২৮৩ ১৩৮সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

এই মকদ্দমাতে কোন স্ত্রিলোকের নিজ পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বিভাগে অংশ পাইতে অধিকার আছে কি না এই বিষয়ের বিতর্ক হয়। উক্ত বিষয়ক মকদ্দমার অবস্থা সংক্ষেপতঃ এই যে কৃষ্ণরাম বসু দুই পুত্র রাখিয়া অর্থাৎ বাদি গুরুপ্রসাদকে ও মদনগোপালকে রাখিয়া মরে। মদনগোপাল এই নালিশি আর্জি দাখিল হওনের পূর্ব্বে ছয় পুত্র রাখিয়া মরে। কৃষ্ণরাম খঞ্জনী দাসী নাম্না এক পত্নী রাখিয়া মরে এই খঞ্জনী গুরুপ্রসাদ ও মদনগোপালের জননী। গুরুপ্রসাদ ও মদনগোপালের পুত্রদের মধ্যে (অর্থাৎ খঞ্জনীর পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে) বিভাগ প্রার্থিত হইলে উক্ত তকরার উপস্থিত হয়। সকল পণ্ডিতেই স্বীকার করিলেন যে নিজ পুত্র গুরুপ্রসাদ ও মদনগোপালের মধ্যে বিভাগ হইলে খঞ্জনী কৃষ্ণরামের (অর্থাৎ নিজপতির বিষয়ের) তিন অংশের এক অংশে অধিকারিণী। বর্ত্তমান মকদ্দমার বিচার্য্য বিষয়ে কোন কোন পণ্ডিতে উক্তি করিলেন যে মদনগোপালের মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত বিভাগ না হওয়াতে খঞ্জনী কোন অংশে অধিকারিণী নয়, আর আর পণ্ডিতে উক্তি করিলেন যে মদনগোপালের জীবদ্দশায় খঞ্জনীর দুই পুত্রের মধ্যে বিভাগ হইলে খঞ্জনীর যেরূপ অধিকার জন্মিত তৎপুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বিভাগেও তাহার সেইরূপ অধিকার। আরো অনুসন্ধানে এ বিষয় আদালতের অত্যুত্তম রূপে জানা হইল। অবশেষে আমা-

a partition made between her *only* son and his three half brothers, and that she was to look to him for her maintenance.

If Shambhu Chandra, the son of Gangá Charan and Joyá Dásí, had died in the lifetime of his father, it seemed to be agreed, (Joyá Dásí having died before her husband,) that Joymani, the surviving wife of Gangá Charan, would have been entitled to his estate; but Shambhu Chandra having survived his father, it was held that his father's estate vested in him, and that Joymani (not being his mother although the wife of his father) could not take from him, (Shambhu Chndra,) but that his father's mother (Karunámoyí) was his heir. It was also declared that Dásí Dásí, the widow of Badan Chánd, (he not having left a son,) succeeded as his heir, and was in his right entitled to one fourth part of Krishnamohan's estate. It was therefore ordered that the estate of Krishnamohan be divided into four equal parts or shares, and that Attá Ra'm, the only son of Krishnamohan by Lakkhyí Priya', do take one of the said four parts or shares in severalty. Of the other three parts it was ordered that Karuna'moyí do take one as the heir of her grandson Shambhu Chandra, that Da'sí Da'sí do take one as the heir of her husband Badan Cha'nd—and that Ka'la' Cha'nd do take one as the survivor of Krishnamohan's sons.

This partition having been made, it was farther declared that Karuna'moyí was entitled to a fourth part of the three parts which had been so divided, the third part which she had taken upon partition contributing to make up the said fourth part. It then stood thus,—Karuna'moyì the representative of Shambhu Chandra, Da'sì Da'sì the representative of Badan Cha'nd, and Ka'la' Cha'nd the surviving son of Krishnamohan, having come to a partition—Karuna'moyì, as mother of Shambhu Chandra's father, as mother of Da'sì Da'sì's husband, and as mother of Ka'la' Cha'nd, became, upon a partition, entitled to a share equal to that of the several partitioners. The three parts were therefore again to be consolidated and then divided into four, of which Karunámoyì as mother was to have one,—the same Karunámoyì as representing her grandson, one—Da'sì Da'sì as representing her husband, one—and Ka'la' Cha'nd in his own right, one.

As to Joymani, she has a right to maintenance out of her husband's estate, and may follow it for the purpose of obtaining her right into the hands of Karuna'moyí. S. C. Cons. H. L. pp. 64—68.

*Guru prasád Bose* v. *Shib Chandra Bose and others.*

*Case* bearing on the Vyavasthá Nos. 128 & 138.

In this case, the right of a woman to come in for a share upon partition made by her son and grandsons was questioned. The case, so far as it relates to the present point, was shortly this. Krishna Rám Bose died leaving two sons, viz. Guru Prasa'd, the complainant, and Madan Gopál, who before the filing of this bill had died, leaving six sons.—Krishna Ra'm left a widow, named Khanjaní Da'sí, who was the mother of Guru Prasád and Madan Gopa'l.—Upon a partition prayed as between Guru prasa'd, and the sons of Madan Gopa'l, (that is, between Khanjaní's son and grandsons,) the question arose. It was admitted by all the *Pandits,* that she would have been entitled to one third of Krishna Ram's (her husband's) estate, if the partition had been made by her sons Guru Prasa'd and Madan Gopa'l. As to the point at issue, some Pandits declared, the partition having been postponed until after the death of Madan Gopa'l, that Khanjaní was not entitled to any share. Others declared that her right was the same, partition having been made between her son and grandsons, as it would have been had the partition been made, in the life-time of Madan Gopa'l, between her two sons. The Court made further inquiry, and obtained the best information;—we were ultimately satisfied that, upon a partition by her son and grandsons, Khanja-

দিগের হৃদ্বোধ হইল যে পুত্রদের বা পৌত্রদের মধ্যে বিভাগে খঞ্জনী যেমত অংশ পাইতে অধিকারিণী হইতেন পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বিভাগেও সেইরূপ*। সু. কো.। কন. হি. ল. পৃ. ১৯।

প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ও শঙ্করী দাসী—বনাম—মতিসুন্দরী দাসী। সু. কো.। ১২ ফেব্রুওরি ১৮৪১ সাল। ফুল্‌টনের রিপোর্ট বা. ১, পৃ. ৩৮৯।

১২৮, ১৩৫, ও ১৪০ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

শিবচন্দ্র বসু—বনাম—গুরুপ্রসাদ বসু প্রভৃতি।

কৃষ্ণরাম বসু (যিনি এক্ষণে লোকান্তর গত হইয়াছেন) মদনগোপাল বসুর ও গুরুপ্রসাদের পিতা ছিলেন —মদনগোপাল বসু নিজ পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরে ছয় পুত্রকে অর্থাৎ বাদি শিবচন্দ্রকে এবং ভৈরবচন্দ্র, গোপীনাথ, বৃন্দাবন, নীলমাধব ও নবীনচন্দ্র এই পাঁচ প্রতিবাদিকে রাখিয়া মরে। মদন গোপালের এক স্ত্রী শশিমুখী কেবল এক পুত্রকে অর্থাৎ বাদি শিবচন্দ্রকে রাখিয়া লোকান্তর গতা হয়। মদনগোপালের দুই স্ত্রী—অর্থাৎ অবীরা মাধবী এবং ভৈরবচন্দ্র, গোপীনাথ, বৃন্দাবন, নীলমাধব ও নবীনচন্দ্র এই পাঁচ প্রতিবাদির জননী আনন্দময়ী বিদ্যমানা ছিলেন। এই দুই বিধবা এই মকদ্দমাতে প্রতিবাদিনী। এবং অন্য পক্ষে (প্রতিবাদিনী) খঞ্জনী; ইনি কৃষ্ণরামের পত্নী, এবং তাহার দুই পুত্র মদনগোপাল ও গুরুপ্রসাদের জননী।

১৮১৩ সালের ৭ আগষ্ট তারিখে আদালত ডিক্রী করিয়া আদেশ করেন যে কৃষ্ণরামের পত্নী খঞ্জনী তদ্‌ বিষয়ের তিন অংশের এক অংশে অধিকারিণী এবং ঐ অংশের অস্থাবর ভাগে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী ও স্থাবরভাগে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী। প্রতিবাদী গুরুপ্রসাদ বিষয়ের এক তেহাইতে পৃথক্‌ ও স্বতন্ত্র ভোগাধিকারী অন্য তেহাইতে মদনগোপালের উত্তরাধিকারিরা অধিকারি—ইহাতে মষ্টরের উপর আদেশ হইল যে তিনি অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করেন যে অবীরা মাধবীর উপযুক্ত যাবজ্জীবন অন্নাচ্ছাদনের খাতিরজমার নিমিত্তে কত টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে উপযুক্ত হয়। অনন্তর আদেশ হয় যে শেষোক্ত এক তেহাইর ছয় ভাগের ভাগ পাইতে শিবচন্দ্র অধিকারী—আর বক্রী পাঁচ ভাগ ছয় ভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে ভৈরবচন্দ্র, গোপীনাথ, বৃন্দাবন, নীলমাধব ও নবীনচন্দ্র প্রত্যেকে এক ভাগ লয়, ও তাহাদের জননী আনন্দময়ী এক অংশ লয়েন—ঐ অংশের স্থাবর ভাগে তিনি যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী ও অস্থাবর ভাগে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী। তদনন্তর তজবিজ্‌ সানিরূপে এক আর্জি দাখিল হইলে হরসুন্দরী দাসীর বিরুদ্ধে কাশীনাথ বশাক ও রমানাথ বসাকের মকদ্দমাতে যেরূপ হইয়াছিল সেইরূপ এ মকদ্দমাতেও আদালত ১৮১৩ সালের ৭ আগষ্টের হওয়া ডিক্রী পরিবর্তন করিলেন এবং তাহাতে লিখিত—'খঞ্জনী দাসী অস্থাবর ধনে নির্ব্যূঢ় স্বত্বতী ও স্থাবর ধনে যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী'—এই আদেশের পরি-

* উক্ত সময়াবধি সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিতদিগের সহিত আমার বারম্বার কথোপকথন হয় এই বিষয়ে যে কোন স্ত্রীলোকের প্রপৌত্র বিভাগ কারিদের মধ্যে এক জন হইলে ঐ বিভাগে ঐ স্ত্রীলোকের অংশ পাইতে অধিকার থাকিবে কিনা, তাহাতে তাঁহারা বরাবর একরূপ কহিয়াছেন যে—এবিষয়ে কোন শাস্ত্র নাই। কিন্তু হেতু ও যুক্তি বলে তাঁহার অংশ পাওয়া উচিত, এবং যদি এমত তকরার উপস্থিত হয় তবে আমরা বিবেচনা করি এই নিষ্পত্তি হইবে যে ঐ স্ত্রীলোকের এক অংশ প্রাপ্য। তথাচ বোধ হইতেছে যে স্ত্রীলোককে অংশ পাইতে হইলে যে কয়েক জনের মধ্যে বিভাগ হয় তাহাদের মধ্যে এক জন প্রপৌত্র হইতে নিকট সম্পর্কীয় হওয়া চাই কেননা বিভাগকারি ব্যক্তিরা যদি সকলেই প্রপৌত্রবৎ দূর সম্পর্কীয় হয় তবে বিবেচনা হয় না যে ঐ স্ত্রীলোকের দাওয়া কোন ক্রমেই বজায় থাকিতে পারে। পণ্ডিতদের মত এই যে, ঐ স্ত্রীলোকের কোন পুত্র যদি বিভাগকারিদের এক জন হয় তবে পুত্রতুল্যাংশ তাহার প্রাপ্য, যদি তাহার পুত্রেরা সকলেই মরিয়া থাকে ও কোন পৌত্র বিভাগকারিদের এক জন হয় তবে পৌত্র তুল্যাংশ তাহার প্রাপ্য। এই মত বিভাগ বিধানের অনুমত;—কেননা কোন স্ত্রীলোকের পুত্র ও প্রপৌত্রদের মধ্যে বিভাগে তিনি অবশ্যই পুত্রতুল্যাংশে অধিকারিণী হয়েন।

ইহা বিলক্ষণ রূপে সাব্যস্ত হইয়াছে যে কোন স্ত্রীলোকের পুত্রেরা (কিম্বা) পৌত্রেরা অথবা পুত্রেরা ও পৌত্রেরা বিষয় বিভাগ করিলে তিনি অংশ পাইতে অধিকারিণী। এবং যেহেতু আরো দূর সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি বিভাগকারিদিগের মধ্যে এক জন হইলে ঐ স্ত্রীলোক নিরাশ হইতে পারেন এমত কিছু দেখা যায় না অতএব আমি বোধ করি যে তাদৃশ দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তি ঘটিলেও ঐ স্ত্রীলোকের নিজ অংশ পাওয়া ন্যায্য ও কারণাধীন। সর ফ্রান্সিস্‌ মেকনাটন সাহেবের বিবেচনা—পৃ. ৩০।

aní was entitled to share, as she would have been, had the partition been made by her sons.* S. C. Cons. H. L. pp. 29.

Pra'n Krishna Mittra and Shankarí Da'si *versus* Matisundarí Da'si.—S. C. 12th February 1841. Fulton I. p. 389.

*Shib Chandra Bose* versus *Guru Prasa'd Bose* & *others.*

*Case* bearing on the Vyavasthás Nos. 128, 134 & 140.

Krishna Rám Bose (now dead) had been the father of Madan Gopal Bose and of the defendant Guru prasád—Madan Gopal died shortly after his father, leaving six sons, viz. Shib Chandra, the complainant, and Bhoirab Chandra, Gopí Náth, Brindában, Nílmádhab, and Nabí'n Chandra, five of the defendants. Shashimukhí Da'sí one of the wives of Madan Gopál was dead, and she left an only son, Shib Chandra the complainant. Two widows of Madan Gopál were living,—they were, Madhabí who was childless, and A'nandamoyí who was mother of Bhoirab Chandra, Gopí Na'th, Brinda'ban, Nílma'dhab, and Nabín Chandra, five of the defendants. These two widows were defendants to the suit,—and the other party was the defendant Khanjaní, who was the widow of Krishna Ra'm, and mother of his two sons Madan Gopa'l and Guru Prasa'd.

On the 7th of August, 1813, the Court pronounced a decree declaring Khanjaní, the widow of Krishna Rám, entitled to one third part of the estate, the movable absolutely, and the immovable for her life; the defendant Guru Prasa'd was declared entitled to one third part to his own several and separate use;—the other third part was declared to belong to the representatives of Madan Gopa'l; —and as to it, the Master was ordered to inquire and report what would be an adequate sum to set apart for the purpose of securing to Ma'dhabí, the childless widow, a suitable allowance for her life. It was then declared that Shib Chandra was entitled in severalty to one sixth of the last mentioned third part,—and that the remaining five-sixths be divided into six parts, of which Bhoirab Chandra, Gopí Náth, Brinda'ban, Ní'lma'dhab, and Nabí'n Chandra, should each take one, and their mother A'nandamoyí', one —the immovable part of which she was to take for life only, and the movable absolutely.† Subsequently on a bill having been filed in the nature of a bill of review, the Court, as it had done in the case of Káshi' Na'th Basák and Ramá Náth Basa'k against Hara Sundari' Da'si', varied the decree made on the 7th of August 1813, and instead of declaring that Khanjani' Da'si' was entitled to the *movable* property *absolutely*, and to the *immov-*

* Since that time I have had several conferences with the Supreme Court pandits on the subject of a woman's right to a share, if one of the partitioning parties should be a great-grandson. They have invariably said that the law is silent; but that from reason and analogy, she ought to have a share, and if such a question arose, they supposed it would be decided that she should have one. Yet it would seem to entitle her to a share, that there must be some more proximate descendant than a great grandson, party to the partition —for if the partitioning parties be all so remote as great-grandsons, it does not appear that her claim can, in any manner, be supported. The pandits are of opinion, if one of her sons be a party, that she ought to have a son's share—and if her sons are all dead, and one of her grandsons be a party, that she ought to have a grandson's share. This is conformable to the principle of partition:—for in a division between her son and grandsons, she will undoubtedly be entitled to the share of a son.

It is well established that she is entitled to a share, if her sons, her grandsons, or her sons and grandsons should divide the estate. And as there is nothing to exclude her in case of a more remote descendant being a party to the partition, it is, I think, both reasonable and just that she should have her share although such a person should chance to be one of the partitioners.—Sir Francis Macnaghten's Considerations on the Hindu Law, p. 30.

বর্ত্তে আদেশ করিলেন যে হিন্দুশাস্ত্রের বিধানানুসারে স্থাবরাস্থাবর বিষয়ের এক তেহাইতে তিনি অধিকারিণী*। সু. কো.। কন. হি. ল. পৃ. ৬৯—৭২।

১৪০ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

হরসুন্দরী দাসীর বিরুদ্ধে কাশীনাথ বসাক ও রমানাথ বসাকের মকদ্দমায় এবং শিবচন্দ্র বসু প্রভৃতির বিরুদ্ধে গুরুপ্রসাদ বসুর মকদ্দমায় এই (সুপ্রীম) কোর্টকে বিবেচনা করিতে হইয়াছিল যে অস্থাবর বিষয়ে পত্নী ও মাতার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব আছে কি না। এই দুই মকদ্দমাতে তাদৃশ স্বত্ব থাকা উক্তিতে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহা সংশোধনে ঐ কথা উঠাইয়া দেওয়া হয়। জজেরা বিনা দ্বিধায় রায় দিলেন, এবং তাহাতে কৌন্সলী প্রভৃতি বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিলেন যে পতির স্বত্বাধিকারিণী পত্নী ও পুত্রকৃত বিভাগে অংশহারিণী জননী অস্থাবর বিষয়ে কেবল যাবজ্জীবন উপভোগাধিকারিণী বই নয়†। দ্রষ্টব্য—কন্. হি. ল. পৃ. ৪৪ ও ৪৫।

## পিতামহী অংশভাগিনী।

ব্যবস্থা

১৪১ পিতামহের ধন পৌত্রেরা বিভাগ করিলে পিতামহীও পৌত্রতুল্যাংশ ভাগিনী‡।

১৪১ পিতামহ ধনে পৌত্রৈর্ব্বিভজ্যমানে পিতামহ্যপি পৌত্রতুল্যাংশভাগিনী‡।

প্রমাণ

পিতার অপুত্রা পত্নীরা সমাংশভাগিনী। এবং সকল পিতামহীরা মাতৃতুল্যা কথিতা‡॥ ব্যাস।

মাতৃতুল্যা কথিতা হওয়াতে—যেমত ভর্ত্তার ধন নিজ পুত্রকর্ত্তৃক বিভক্ত হইলে মাতা পুত্রতুল্যাংশ ভাগিনী তেমনি পিতামহের ধন পৌত্রগণকর্ত্তৃক বিভক্ত হইলে পিতামহীও পৌত্রতুল্যাংশভাগিনী‡।

অসুতাস্তু পিতুঃপত্ন্যঃ সমানাংশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। পিতামহ্যশ্চ সর্ব্বাস্তা মাতৃতুল্যাঃপ্রকীর্ত্তিতাঃ‡। ব্যাসঃ।

মাতৃতুল্যা ইত্যনেন যথা স্বপুত্রকৃত স্বভর্ত্তৃধনবিভাগে মাতুঃ পুত্রতুল্যাংশিত্বং তথা পিতামহধনে পৌত্রৈর্ব্বিভজ্যমানে পিতামহ্যা অপি পৌত্রতুল্যাংশিত্বমিতি‡।

---

* এই উপলক্ষে আদালতের পণ্ডিতদিগের মত জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহারা স্পষ্ট প্রকাশ করিলেন যে—মাতা বিভাগে যে ধন প্রাপ্ত হয়েন ও পত্নী স্বামির উত্তরাধিকারিণী রূপে যে ধন প্রাপ্ত হয়েন তাহাতে তাঁহাদের একই রূপ অধিকার। ফলতঃ (তদুভয়ের) অধিকারের সীমা বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই, এবং আমার বিশ্বাস হইতেছে না যে হিন্দু শাস্ত্রে এই প্রভেদের কোন কারণ পাওয়া যাইতে পারে।

সুপ্রিমকোর্ট সর্ব্বদাই বিবেচনা করিয়াছেন যে মাতা বিভাগে ধন প্রাপ্ত হইলে এবং পত্নী উত্তরাধিকারিণী রূপে বিষয় পাইলে তাহাতে তাহাদের একইরূপ অধিকার। খেদের বিষয় এই যে দুই মকদ্দমার ডিক্রীতে এ বিষয়ে আদালতের যে চূড়ান্ত মত তাহা আদালত লিখেন নাই অর্থাৎ আদালত এমত প্রকাশ করেন নাই যে পত্নী ও মাতা যে বিষয় প্রাপ্ত হয়েন তাহা অস্থাবর হউক বা স্থাবর তাহাতে তাহারা যাবজ্জীবন উপভোগে মাত্র অধিকারিণী। নিশ্চয় হইয়াছে যে যে সকল ডিক্রীতে অস্থাবর ধনে উক্তরূপ ব্যক্তিদিগকে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী বলা হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত (উক্ত বিষয়ে) জজদিগের মত জানা হইয়াছে এবং প্রকাশও পাইয়াছে, এবং যেহেতু হিন্দুশাস্ত্রে এমত প্রমাণ নাই যদ্বারা মাতার কিম্বা পত্নীর অধিকৃত ধনের স্থাবর অস্থাবর ভাগের মধ্যে বিশেষ করা যাইতে পারে, অতএব আমি বোধ করি এই বিবেচনা করাই উপযুক্ত যে শাস্ত্রে যে বিধান ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তদনুসারে চলাই শ্রেয়, এবং ভবিষ্যতে এই বিচার হওয়া উচিত যে কি পতিসংক্রান্ত ধনাধিকারিণী পত্নী কি বিভাগে অংশভাগিনী জননী কেহই অস্থাবর ধনে যাবজ্জীবন উপভোগিনী হওয়া অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা পাইবেন না। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ব্যয়ের ক্ষমতা বিশেষরূপে দেওয়া যাইতে পারে। সর ফ্রান্সিস্ মেক্‌নাটন সাহেবের বিবেচনা। পৃঃ ৭৩ও৭৪।

† স্থাবর বিষয়েতেও ঐরূপ অধিকার যেহেতু শাস্ত্রে স্থাবরাস্থাবর ধনের মধ্যে প্রভেদ করেন নাই। দ্রষ্টব্য—পৃ.১০০

আমি এমত প্রমাণ বাহির করিতে পারিলাম না (এবং আমার বিশ্বাস হইতেছে যে এমত প্রমাণ নাই) যদ্বারা পতির মরণে পত্নী ধনাধিকারিণী হইলে অথবা নিজ সন্তানদিগের মধ্যে বিভাগে কোন স্ত্রীলোক ধন প্রাপ্ত হইলে তদ্ধনের স্থাবরাস্থাবর ভাগের মধ্যে বিশেষ কোন রূপে বজায় থাকিতে পারে, এবং এমত প্রমাণ থাকা আমার বিশ্বাস হয় না যদ্দ্বারা বলা যাইতে পারে যে স্ত্রীলোকে ধন প্রাপ্ত হইলে সে কি স্থাবরে কি অস্থাবরে যাবজ্জীবন উপভোগ করণাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা রাখে। কন্. হি. ল. পৃ. ৩২।

‡ দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৮ ও ৪৯। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ৮১। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১০৩। কোল. দা. ভা. পৃ. ৩৪। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ২৭।

*able* property *for her life*, declared her entitled to one third of the estate, real and personal, according to the rules of the Hindu law.* S. C. Cons. H. L. pp. 69—72.

Case bearing on the Vyavastha' No. 140.

In the case of Ka'shí Náth Basa'k and Rama' Náth Basa'k *versus* Hara sundari' Dási', and in that of Guru Prasa'd Bose *versus* Shib Chandra Bose and others, the (Supreme) Court was called upon to consider, whether or not, the widow and the mother had a right to an absolute estate in the movable property. In each case, the decree by which such a right had been declared, was *amended*, and the declaration was expunged. The opinions delivered by the Judges were unequivocal, and it was well understood by the profession, that no more than an estate *for life* in *movable* property could be taken by a widow in right of her husband, or by a mother upon partition made among her sons.† Cons. H. L. pp. 44, 45.

## THE PATERNAL GRANDMOTHER TAKES A SHARE.

Vyavastha

141 When the paternal grandfather's estate is divided by grandsons, the grandmother takes a share equal to that of a grandson.‡

Authority

Even childless wives of the father are pronounced equal sharers; so are all the grandmothers: they are declared equal to mothers VYA'SA.

By the exqression *'equal to mothers'* it is shown that as the mother is entitled to an equal share in the partition of her husband's property made by her own sons, so in the partition of the grandfather's property made by the grand sons, the grand mother has an equal share with them.‡

---

* Upon this occasion the Court *pandits* were consulted, and they expressly declared that the mother who took upon partition, and the widow who succeeded to the husband's property, stood upon the *same footing* with regard to *their interests* in the estates. There is not in fact any distinction as far as the right extends, nor do I believe that any ground of distinction can be found in the Hindu Law.

The Supreme Court has always considered the mother who takes upon partition, and the widow who succeeds to the estate of her husband, as *possessed of equal interests*. And it is to be lamented, when two opportunities occurred, that the Court did not insert, in its decrees, the decided opinion which it entertained upon the subject; that it did not declare the *widow* and the *mother* entitled to an estate for life only, whether the property of which they came into possession was movable or immovable.

That the Court thought the decrees, which declared such parties entitled to an absolute estate in movable property, ought to be altered, is certain. The opinions of the judges were known and even declared; and as we have not any authority in the books of Hindu law, by which a distinction between movable and immovable property in the possession of a mother or a widow can be justified, it will, I trust, be thought proper to abide by the rule which may be said to have been laid down, and to hold in future that neither widow succeeding to her husband, nor mother sharing upon partition, shall be entitled to more than a life interest in movable property. The power of expenditure may be especially given in particular cases.—Sir Francis Macnaghten's Considerations on the Hindu Law. pp. 73, 74.

† Such is also the case with immovable property—the Hindu law making no distinction between the movable and immovable parts of an estate inherited by a woman or received by her on partition. See *ante*, p. 101.

I have been unable to discover the authority, (and I believe there is not any) upon which a distinction between movable and immovable property coming to a widow by the death of her husband, or to a woman by partition made among her descendants, can possibly be supported;—nor do I believe there is any authority for saying that a female who so takes, shall have more than a life interest in either. Sir Francis Macnaghten's Considerations on the Hindu Law. p. 82.

‡ W. Da'. Kra. Sang. p. 103.—See Coleb. Da'. bha'. p. 64. Coleb. Dig. vol. III. p. 27.

বিবেচনা— ।০ এস্থলেও পিতামহীর সপত্নীদের অংশ নাই, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ন্যায়ে তাঁহারা প্রতিপালনীয়া, যেহেতু পিতামহী পদ ও পিতৃ জননী মাত্রের বোধক—এই সম্প্রদায় মত। কিন্তু বস্তুতঃ 'সকল পিতামহীরাও মাতৃতুল্যা কথিতা'—ইহাতে সকল শব্দ ব্যবহার হেতু ও বহুবচন হেতু পিতামহীর সপত্নীরাও তদংশভাগিনী, এই ন্যায্য*। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৯।

।০ অত্রাপি পিতামহীসপত্নীনাং নাংশিত্বং কিন্তু ভর্ত্তব্যমাত্রং পূর্ব্বোক্ত ন্যায়েন পিতামহী পদস্যাপি পিতৃজননীমাত্র বাচকত্বাদিতি সম্প্রদায়ঃ। বস্তুতস্তু—পিতামহ্যশ্চ সর্ব্বাস্তা মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা ইত্যত্র সর্ব্বাপদোপাদানাৎ বহুবচনাচ্চ পিতামহীসপত্নীনামপি তত্রাংশিত্বমিতি যুক্তং*। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৯।

৵০ পৈতামহ ধন বিভাগ করণে পিতামহীদের অংশ প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে, সে স্থলে অপুত্রা পিতামহী দিগকে ভাগদাতব্য, এই নব্য মত*। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২।

৵০ পিতামহ ধন বিভাগ করণে পিতামহীনাং ভাগভাগিত্বোক্তেঃ, তত্রাপুত্র পিতামহীভ্যোঽপি ভাগোদেয় ইতিনব্যানাং মতং*। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২।

ব্যবস্থা ১৪২ পিতামহী যদি কোন মৃত পৌত্রের উত্তরাধিকারিণী হয়েন তবে তৎসম্বন্ধে তদ্‌যোগ্যাংশ পাইবেন অথচ বিভাগে পিতামহী বলিয়া নিজ যোগ্যাংশ পাইবেন†।

১৪২ পিতামহী যদ্যেকস্য পৌত্রস্য দায়াদা তদা বিভাগে তদ্‌যোগ্যাংশহারিণী, পিতামহীত্বেনাপরাংশ ভাগিনীচ†।

ব্যবস্থা ১৪৩ পৌত্রদের স্বয়ং বিভাগেই যে পিতামহী ভাগহারিণী এমত নহে কিন্তু পৌত্র ও মৃত পৌত্রের উত্তরাধিকারির মধ্যে বিভাগেও তিনি পৌত্র তুল্যাংশে অধিকারিণী‡।

১৪৩ ন কেবলং পৌত্রাণাং স্বয়ং বিভাগে পিতামহী অংশভাগিনী কিন্তু পৌত্রস্য মৃত পৌত্রদায়াদস্য চ মধ্যে বিভাগেঽপি পৌত্র তুল্যাংশাধিকারিণী‡।

ব্যবস্থা ১৪৪ যদি পৌত্রদের মধ্যে কেহ অথবা কোন মৃত পৌত্রের দায়াদ (নিজ) অংশ লয় তবে তখন পিতামহীও অংশ পাইতে অধিকারিণী।

১৪৪ যদ্যেকঃ পৌত্র একস্য মৃত পৌত্রস্য দায়াদো বা বিভক্তো ভবতি তদা পিতামহ্যপি পৌত্রতুল্যাংশাধিকারিণী।

---

* প্রগুক্ত যুক্তিতে কেহ কেহ কহেন এস্থলে পিতামহীপদে পিতার জননীমাত্র বুঝায়। অন্যে কহেন—বহুবচন হেতু এবং সকল পদ ব্যবহার হেতু পিতামহীর সপত্নীরা অংশ ভাগিনী। দা. ভা. টী. পৃ. ৮২।

* অত্র পিতামহীপদং পিতৃজননীমাত্র পরং প্রাগুক্ত যুক্তেরিতি কেচিৎ। অপরেতু বহুবচনাৎ সর্ব্বাইত্যুপদানাচ্চ সর্ব্বাসামেব পিতামহী সপত্নীনামংশিত্বমিতি প্রাহুঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ৮২।

† ১৩৭ সংখ্যক ব্যবস্থা ও তৎপ্রমাণে ধৃত যে কিছু তাহা দ্রষ্টব্য।

‡ সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিতেরা কহেন,—কোন স্ত্রীলোকের পুত্র এবং প্রপৌত্রদের মধ্যে যদি বিভাগ হয় তবে ঐ স্ত্রীলোকের পুত্র তুল্যাংশ পাওয়া উচিত, এবং যদি পৌত্র ও প্রপৌত্রদের মধ্যে বিভাগ হয় তবে তাহার পৌত্র তুল্যাংশ পাওয়া উচিত। যদ্যপি ইহা শাস্ত্রে স্পষ্ট উক্ত হয় নাই তথাপি তাঁহারা বিবেচনা করেন যে শাস্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে এই মত ন্যায্য। কন্‌. হি. ল. পৃ. ৫২।

সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিতদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে যে ইন্দু ফকীর ও গোবিন্দের মাতা বিদ্যমান থাকন কালে ইন্দুর পুত্রেরা ফকীরের পৌত্রেরা ও গোবিন্দের প্রপৌত্রেরা যদি বিভাগ করে ও তাহাতে যদি ইন্দু ফকীর ও গোবিন্দের মাতা ভাগাধিকারিণী হয়েন তবে তাঁহার ভাগ কি পরিমিত হইবে ঐ বিভাগ তাহার পৌত্র প্রপৌত্র ও বৃদ্ধ প্রপৌত্রের মধ্যে হইবে। পণ্ডিতেরা আমাকে কহিলেন যে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র এমত স্থলে কোন বিধান করেন নাই। আমি তাঁহারদিগকে স্মরণ করিয়া দিলাম যে শাস্ত্রে পৌত্রদের মধ্যে বিভাগে পিতামহীকে পৌত্রযোগ্যাংশ দান এবং পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বিভাগে পুত্রতুল্যাংশ দান বিধান হইয়াছে। অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলাম যে পৌত্রদের কিম্বা আরো দূর সন্ততিদের মধ্যে বিভাগে পৌত্রতুল্যাংশ দেওয়ান শাস্ত্র কিনা? এমত হওয়া যে ন্যায্য তাহা স্বীকার করিয়া তাঁহারা কহিলেন যে যদি এমত মকদ্দমা উপস্থিত হয় তবে আমরা বিবেচনা করি তাহা উক্তরূপে নিষ্পন্ন হইবে। এবং ঐ স্ত্রীলোকে পৌত্র তুল্যাংশ পাইবে। সর ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেবের বিবেচনা। পৃ. ৪২ ও ৪৩।

I. In this instance likewise the contemporary wives of the grandmother are not entitled to participate; they need only be maintained. For the reason above stated, the term grandmother refers exclusively to the natural parent of the father. This is the received opinion. But in truth, the word *'all'* being used in the text above quoted, and the word *'grandmothers'* being in the plural number, it is reasonable that the contemporary wives of the grandmother be also entitled to participate.* — Remarks

II. When the patrimony left by the paternal grandfather is divided, the allotment of a share to the wives of that ancestor is ordained. Modern lawyers hold, that shares must in that case be allotted even to those wives of the paternal grandfather who have no sons.* Coleb. Dig. vol. III. p. 24.

142 If the grandmother happen to be the heiress of a grandson deceased, she will, as such, inherit his share, and also on partition, she will, as grandmother, get her proportionate share.† — Vyavasthá

143 The grandmother is entitled to take a grandson's share, not only on partition between her grandsons themselves but also between her grandson and the heir or heirs of a grandson deceased.‡ — Vyavasthá

144 If any of the grandsons or the heir of a (deceased) grandson take his share from the rest, even then the grandmother is entitled to her share. — Vyavasthá

* Some say that the grandmother here signifies the father's natural mother, for the reasons before explained. But others infer from the use of the plural number, and the mention of 'all', that all the wives of the grandfather shall have shares. SRI'KRISHNA's commentary on the *Dáyabhága*, Sans. p. 82.

† See *Vyavasthá* No. 137 and whatever is quoted in illustration thereof.

‡ The Supreme Court Pandits say, 'if a son be one of the partitioning parties, with great grandsons, that she ought to take a son's share; and if a grandson be such a party, that she ought to take a grandson's share.' They think themselves justified in this opinion by the principles of law, although the law itself is not expressly declared. Cons. H. L. p. 52.

The following case was put by me to the Supreme Court Pandits: 'Supposing the mother of E, F, and G to be living, when the sons of E, the grandsons of F, and the great grandsons of G come to a partition—what share, if any, will the mother of E, F, and G take upon that partition?' It will be between her *grandsons*, her *great* grandsons, and *great great* grandsons. I was told that the Hindu law did not make any provision for such a case. I reminded them that the Hindu law gave a grandson's share to the grandmother upon a partition made among her grandsons—and a son's share upon a partition made among her sons and her grandsons. This they admitted to be the law. I asked them if it was not reasonable that she should take a grandson's share upon a partition made among her grandsons, and her more remote descendants. The reasonableness of the thing they acquiesced in, and said, if such a case arose, they supposed it would be so decided, and that she would get a grandson's share. Sir Francis Macnaghten's Considerations, pp. 42,43.

ব্যবস্থা। ১৪৫ স্থাবর ও অস্থাবর মধ্যে একরূপ ধন বিভক্ত হইলেও পিতামহী তাদৃশ ধনে নিজ অংশ পাইবেন।

১৪৫ যদোক্তঃ পৌত্রঃ পৌত্রদায়াদো বা স্থাবরাস্থাবরৈকতর ধনে স্বাংশমাদদীত তদা পিতামহ্যপি তাদৃশ ধনভাগিনী।

১৪৬ মাতার ন্যায় পিতামহীও শাস্ত্রীয় কারণ বিনা বিভাগে প্রাপ্ত ধন দানাদি করিতে পারেন না*।

১৪৬ মাতৃবৎ পিতামহ্যপি শাস্ত্রোক্তং কারণং বিনা বিভাগপ্রাপ্ত ধনস্য দানাদিকং কর্ত্তুংনার্হতি*।

"পিতা সমান ভাগ করিলে পত্নীদিগকে সমান ভাগ দিবেন"—এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনে যথা স্বোপার্জ্জিত ধন বিভাগে পুত্রহীনা পত্নীদিগকে পুত্র তুল্যাংশ পিতার দাতব্য, তথা তৎসাংদৃষ্টিকন্যায়ে—

"যদি কুর্য্যাৎ সমানাংশান্ পত্ন্যঃ কার্য্যাঃসমাংশিকাঃ" ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনাৎ—যথা পিত্রর্জ্জিত ধনবিভাগে পুত্রহীন পত্ন্যৈ পুত্রতুল্যাংশোদেয়ঃ তথা তৎসাংদৃষ্টিক ন্যায়েন—

১৪৭ পিতামহের অর্জ্জিত ধন বিভাগে পিতামহীকে তথা পিতার অর্জ্জিত ধন বিভাগে জননীকে অংশ দাতব্য†।

১৪৭ পিতামহার্জ্জিত ধনবিভাগে পিতামহ্যৈ পিত্রর্জ্জিত ধন বিভাগে জননৈ অংশোদাতব্যঃ†।

কারণ একস্থলে নির্ণীত শাস্ত্রার্থ বাধা না থাকিলে স্থানান্তরেও সেইরূপ (খাটে), এই ন্যায়ে এস্থলেও পিতামহের ও পিতার কেবল অর্জ্জিত ধন বিভাগে ক্রমে পিতামহীকে ও জননীকে ভাগদান ন্যায্য হয়।

একত্র নির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যত্রাপি তথেতি ন্যায়াৎ—অত্রাপি কেবলং পিতামহার্জ্জিত পিত্রর্জ্জিত ধন বিভাগে ক্রমেণ পিতামহ্যৈ জনন্যৈ চ ভাগদানং যুক্তং।

বিবেচনা— "পিতামহের ধন পৌত্রকর্ত্তৃক বিভজ্যমান হইলে পিতামহীও পৌত্র তুল্যাংশভাগিনী" (দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৮)। "পিতা বিভাগ করিলে অপুত্রা পত্নীদিগকে পুত্রতুল্যাংশ দিবেন; পুত্র বা পৌত্রগণের মধ্যে বিভাগ হইলে তাহারা জননী বা পিতামহীকে স্ব স্ব তুল্যাংশ দিবে" (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ২।) বঙ্গদেশে প্রচলিত স্মৃতি গ্রন্থের মধ্যে এই পংক্তি কতিপয়েতে বিভাগে পিতামহীর অধিকার অধিক স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে, এবং ইহাতে ইহাও স্পষ্ট ও নির্ব্বিবাদ বোধ হইতেছে যে একক পুত্রের পুত্রগণকর্ত্তৃক বিভাগ হইলে পিতামহী পৌত্রতুল্যাংশভাগিনী। কিন্তু যখন ভিন্ন ভিন্ন পুত্রের বিষম সংখ্যক পুত্রেরা পৈতামহ ধন বিভাগ করে তখন তদবস্থায় পিতামহীর কি পরিমিত অংশ হইবে ইহা ঐ সকল গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট নাই—অর্থাৎ যে পৌত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম পায় তাহার তুল্যাংশ পিতামহী পাইবেন অথবা যে ন্যূনতম পায় তাহার অংশ তুল্য পাইবেন ইহা নির্ণীত হয় নাই।—যথা এক পুত্র যদি এক পুত্র রাখিয়া, দ্বিতীয় দুই পুত্র রাখিয়া ও তৃতীয় নয় পুত্র রাখিয়া যায়, তবে এই পৌত্রেরা প্রথমে পিতৃসংখ্যানুসারে বিভাগ করিবে, অনন্তর উক্ত দুই সহোদরে স্বপিতৃযোগ্যাংশ দুই ভাগ করিয়া লইবে, এবং নয় সহোদরে নিজ পিতৃযোগ্যাংশ নয় ভাগ করিবে, এমত অবস্থায় পিতামহী একক পৌত্রের অংশ তুল্য ভাগ পাইবেন কি দুই সহোদরের একের ভাগ পরিমিত ভাগ লইবেন অথবা নয় সহোদরের মধ্যে কাহারো অংশ তুল্য ভাগ পাইবেন?—সর ফ্রান্সিস মেক্‌নাটন্ সাহেব কহেন—"যদি আনন্দের পুত্র—বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র ও দয়াল বিভাগ না করিয়া মরে,

* দ্রষ্টব্য—পৃ. ৪৩৮ ও ৪৪৩।

† যে বিভাগে মাতা অংশাধিকারিণী তাহা পৈতৃক ধনের অথবা তদুপঘাতে অর্জ্জিত ধনের হওয়াচাই—এতাবতা যদি বৈকুণ্ঠ চন্দ্র ও দয়ালের পিতা আনন্দের উপার্জ্জিত ধন ঐ বৈকুণ্ঠ চন্দ্র ও দয়াল কর্ত্তৃক বিভক্ত হয় তবে তাহাদের মাতা (অর্থাৎ আনন্দের পত্নী) অংশ পাইবেন, তাহাদের পিতামহী পাইবেন না; এবং যদি ঐ ধন বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্র ও দয়ালের স্বোপার্জ্জিত হয় তবে বিভাগে কি পিতামহী কি জননী কেহই অংশ পাইতে অধিকারিণী হইবেন না। কম্. হি. ল. পৃ. ৫৫।

145 Of the immovable and movable property, if only one kind be divided, the grandmother will get her share in the same. Vyavasthá

146 Like the mother, the grandmother is not, without a legal cause, competent to dispose of the property received on partition.* Vyavastha´

" If he (the father) make the allotments equal, his wives must be made partakers of like portions." According to this text of JA'GNYAVHLKYA as the father on making a partition of his *own* acquired property should give a share equal to that of a son to such of his wives as are destitute of sons, so by parity of reasoning—

147 The grandmother should have a share on partition of the *grandfather's acquired* property, and the mother should have a share on partition of the *father's acquired* property.† Vyavastha

According to the maxim "the sense of the law ascertained in one instance, is applicable in others also, provided there be no impediment"—it appears to be reasonable that on partition the grandmother or the mother should have a share only of the estate acquired by her own husband. Authority

" In like manner, in a partition about to be made of the grandfather's wealth by the grandsons, the grandmother must be made an equal sharer." (Da´. Kra. Sang. p. 103). "When partition is made by a father, he must give to such of his wives as have no male issue an equal share with his sons; and when partition is made among sons or grandsons, they must allot to their natural mother or grandmother an equal share with themselves." (Coleb. Dig. vol. III.p. 27)—These are the passages of two of the law tracts prevalent in Bengal that speak with perspicuity of the grandmother's right to a share on partition; and from these it also appears to be clear and unquestionable that when the grandfather's property is divided by the sons of his only son, the grandmother is entitled to a share equal to that of any of the grandsons. But when the gradfather's property is divided by such grandsons as are sons of several fathers and each set of brothers is unequal in number with the sons of each of their uncles, the books do not lay down what should in that case be the extent of the gandmother's share—is she to receive a share equal to that of that grandson who receives the largest or who receives the smallest portion? For instance, if one son left an only son, another two sons, and a third nine, they at first divide *per stirpes*, and then the set composed of two brothers subdivide their joint portion into two shares, and the set composed of nine subdivide their joint share into nine shares: in this case, is the grandmother to get a share equal to that of the single grandson, or that of one of the two, or that of one of the nine grandsons? Sir Francis Macnaghten says: "If B, C, D, the sons of A, shall have died before Remark

* See *Ante*, pp. 139 & 147.

† Partitions, to entitle the mother to a share, must be made of ancestorial property or of property aquired by means of ancestorial wealth. Therefore if the property have been acquired by A, the father of B, C, and D, and B, C, and D come to a partition of it, their mother (the widow of A,) shall, but their grandmother shall not, take a share; and if the estate shall have been *acquired* by B, C, and D. themselves, then neither the grandmother, nor the mother, will be entitled to a share upon partition of it. Cons. H. L. p. 54

তাহারা সকলেই পুত্র রাখিয়া মরে, তবে বৈকুণ্ঠ চন্দ্র ও দয়ালের পুত্রগণের মধ্যে বিভাগে তাহাদের পিতামহী (অর্থাৎ আনন্দের পত্নী) ঐ বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র, বা দয়াল বিভাগ কালে বাঁচিয়া থাকিলে যেমত চারি ভাগের ভাগ পাইতে অধিকারিণী হইতেন সেইরূপ চারি ভাগের ভাগ পাইতে অধিকারিণী হইবেন না—পৌত্রেরা পিতৃযোগ্যাংশে অধিকারি হইলেও তিনি পৌত্রসংখ্যানুসারে কৃত ভাগসমুহের এক ভাগ পাইবেন, যথা—বৈকুণ্ঠ যদি দুই পুত্র রাখিয়া, চন্দ্র তিন পুত্র রাখিয়া, ও দয়াল চারি পুত্র রাখিয়া মরে, তবে আনন্দের বিষয় দর্শ ভাগে বিভক্ত হইবে,—তন্মধ্যে তাহার পত্নী (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ চন্দ্র ও দয়ালের মাতা) এক ভাগ লইবে,—বৈকুণ্ঠের দুই পুত্রে তিন ভাগ, চন্দ্রের তিন পুত্রে তিন ভাগ, ও দয়ালের চারি পুত্রে তিন ভাগ লইবে" (কন্. হি. ল. পৃ. ৫২ ও ৫৩)। পরন্তু উক্ত মতে কোন কোন পৌত্রের অংশ পিতামহীর অংশাপেক্ষা অনেক অধিক হওয়াতে অথচ শাস্ত্রে কোন ক্রমে এমত বিধান না থাকাতে যে উপরি দর্শিত বা তৎসদৃশ অবস্থায় যে পৌত্র সর্ব্বাপেক্ষা ন্যুন অংশ পায় পিতামহী তাহার অংশ তুল্য অংশ পাইবেন—এতদ্বিষয়ে বিদ্যমান প্রামাণিক স্মার্ত্তদিগের পরামর্শ বা মত জিজ্ঞাসিত হয়,—তাঁহাদের বিলক্ষণ বিবেচনার পর যাহা স্থির হইল তাহা এই যে যেস্থলে পৌত্রেরা নিজ সংখ্যানুসারে অধিকারি এবং অংশগ্রাহি হয় সে স্থলে (অর্থাৎ এক পুত্রের অনেক পুত্রস্থলে) পিতামহী এক পৌত্রের অংশ তুল্যাধিকারিণী, আর যে স্থলে পৌত্রেরা পিতৃ সংখ্যানুসারে (অর্থাৎ মূলধনির পুত্রসংখ্যানুসারে) অধিকারি এবং (আদৌ) তদনুসারে অংশগ্রাহি হয় সে স্থলে পিতামহী এক পুত্রের অংশ তুল্যাংশে অধিকারিণী। বর্ত্তমান বিষয়ে সে কতিপয় মহাশয়ের মত জিজ্ঞাসা করা হয় তৎপ্রমুখ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের লিখিত মতের সার যথা,—

"কোন মৃত ধনির পুত্রেরা সকলেই যদি তাঁহার জীবনকালে মরে, অথবা পিতার মরণকালে বিদ্যমান থাকিয়া যদি পিতৃত্যক্ত বিষয়ে অবিভক্ত রূপে অধিকারি হইয়া মরে, তবে এই দুয়ের যে কোন অবস্থাতে (ধনির) পৌত্রগণকর্ত্তৃক বিভাগ হইলে (তাহাদের) পিতামহী কোন অংশাধিকারিণী হয়েন কি না—যদি হয়েন, তবে বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে কি পরিমিত অংশে অধিকারিণী ? দায়ভাগ কর্ত্তা লিখেন—

'পিতার পুত্রহীনা পত্নীরা (অর্থাৎ বিমাতারা পুত্রের) তুল্যাংশভাগিনী, পুত্রবতীরা নয়। যথা ব্যাস কহিতেছেন—'পিতার পুত্রহীনা পত্নীরা সমানাংশভাগিনী উক্ত হইয়াছে। এবং পিতামহীসকলেও (এইরূপ;)—তাঁহারা মাতৃতুল্যা কথিতা'। তথা বিষ্ণু—'মাতারা পুত্রভাগানুসারে ভাগহারিণী, অবিবাহিতা দুহিতারাও বটে।'

উক্ত গ্রন্থের টীকাকর্ত্তারা বোধ হয় অনাবশ্যক বিবেচনায় অথবা অমনোযোগ প্রযুক্ত—'পিতামহী সকলেও (এইরূপ;) তাঁহারা মাতৃতুল্যা কথিতা'—এই বচনের ভাব ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় সম্যক্ মৌনাবলম্বন করিয়াছেন।

বিবাদভঙ্গার্ণবের দায়ভাগদ্বীপে কেবল উক্ত কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্যথা,—'যখন পুত্রদের অথবা পৌত্রদের মধ্যে বিভাগ হয়, তখন তাহারা নিজ জননী বা পিতামহীকে নিজ অংশের তুল্য অংশ দিবে।'

এস্থলে পিতামহীর পতি ধন বিভাগ কালে এক অংশ পাইতে অধিকার স্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট; কিন্তু ঐ অংশের পরিমাণ পুত্রের কি পৌত্রের অংশ তুল্য হইবে তাহা তাদৃশ স্পষ্ট বোধ হইতেছে না। পৌত্রদের অংশ ভাগিত্ব স্বপিত্রধীন জন্মমূলক—অর্থাৎ তাহারা নিজ নিজ পিতৃযোগ্যাংশ আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়।

উক্ত বিষয়ক শাস্ত্রের অর্থ নির্ণয় নিমিত্তে উপরি উক্ত বিধানানুসারে যদি সর্ ফ্রানসিস মেকনাটন সাহেবের উল্লিখিত পণ্ডিতদিগের দত্ত মত শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে বিবেচনা করা যায়, তবে তাঁহাদের মত যে ভ্রমময় তাহা প্রকাশ পাইবে। বোধ হইতেছে যে—'পিতামহী সকলেও ঐরূপ (অংশভাগিনী)—তাঁহারা মাতৃতুল্যা কথিতা'—দায়ভাগেধৃত এই বচন গত শাস্ত্রের যে মর্ম্ম তাহা ছেদ করিয়া পণ্ডিতেরা স্বমত পালন করিয়াছেন। বিবাদ ভঙ্গার্ণবে লিখিত এই বচনে যে—'তাহাদের নিজ অংশ তুল্যাংশ পিতামহীদিগকে দাতব্য'—

partition made, and each of them have left sons; then upon a partition of these sons of B, C, and D, their grandmother (the widow of A), shall not be entitled to one *fourth*, as she would have been, had either B, C, or D, been living at the time of partition—but she shall share with grandsons *per capita*, although they will share *per stirpes*. Thus if B shall have left two, C three, and D four, sons;—the estate of A shall be divided into *ten* parts,—of which his widow (the mother of B, C, and D) shall take one,—the two sons of B shall take three,—three sons of C shall take three,—and the four sons of D shall take three. (Cons. H. L. pp. 52, 53). As in the above case the shares of some of the grandsons would be much larger than the portion of the grandmother and as the law does by no means provide that in a case like the above the share of the grandmother, must be equal to that grandson's share who receives the smallest portion, the best living authorities were consulted on the point; and after a mature consideration the conclusion arrived at by them is that the grandmother should get a grandson's share where the grandsons inherit and divide *per capita*, and a son's share where the grandsons inherit *per stirpes* and (originally) divide according to the number of their fathers (sons of the late proprietor). The following is the abstract of the written opinion of Bábu Prosanna Kumár Thákur, the first of the authorities consulted on the occasion :—

"If the sons of a deceased owner all died in his lifetime, or having survived their father, all died as joint and undivided owners of an estate left by their deceased father, in either case, on the occasion of partition of such estate by the grandsons, is the grandmother entitled to any, and if so what share according to the Hindu law prevalent in Bengal? The author of the *Dáyabhága* in Chapter III. Section 2, Page 64. paragraph32, states as follows :

"Wives of the father (meaning step-mothers) who have no male issue, not those who are mothers of sons (must be rendered) equal sharers (with the son). So Vyása ordains : 'Even childless wives of the father are pronounced equal sharers; and so are all the paternal grandmothers they are declared equal to mothers.' Visnu likewise says, 'Mothers receive allotments according to the shares of sons; and so do unmarried daughters.'

The commentators on the above work, perhaps thinking it unnecessary or from oversight, are entirely silent as to the purpose and intent of the passage, viz. 'and so are all the paternal grandmothers : they are declared equal to mothers.'

The Digest of Hindu Law, Book V. Chapter II. page 27, states only on the above point that 'when partition is made among sons or grandsons, they must allot to their natural mother or grandmother an equal share with themselves.'

Here the right of the grandmother to a share on the partition of her husband's estate is clear and positive, but it is not equally clear whether the amount of that share will be equal to the share of the sons or grandsons. The latter take *per stirpes*, i. e. divide among themselves the shares of their respective fathers.

If, following the preceding rules for the construction of the law in question, the *pandits'* opinion cited by Sir F. Macnaghten be examined with the reason of the law, the fallacy of their dictum will be evident. The *Pandits*, it is supposed have supported their views by torturing the letter of the law,—as by the passage in the *Dáyabhága* 'so are all the paternal grandmothers : they are declared equal to mothers.' In the passage of the Digest of Hindu Law,—'To allot to

'তাহাদের নিজ অংশের তুল্যাংশ' সমষ্টিরূপে অন্বিত নয়, কিন্তু পৃথগ্রূপে,—অর্থাৎ পৌত্রদের একের অংশ তুল্য। পরন্তু যদি তেমত অর্থ স্বীকার করা যায় তবে নিম্নলিখিত আপত্তিসকল ঘটে।

যদি পুত্রদের সমসংখ্যক পুত্র না থাকে অর্থাৎ তন্মধ্যে এক জনের যদি এক পুত্র থাকে, আর এক জনের যদি চারি পুত্র থাকে, তবে পৌত্রেরা স্ব স্ব সংখ্যানুসারে অধিকারি না হইয়া পিত্রনুসারে অধিকারি হওয়াতে তাহাদের অংশ আত্যন্তিক অসমান হইতে পারিবে। যথা এক জনের একক পুত্র এক ভাগ পাইবে, ও তাহার পিতৃব্যপুত্রদের প্রত্যেকে ঐ অংশের সিকি অংশ পাইবে। এমত অবস্থায় পিতামহী ঐ বিষয়ের কি পরিমিত অংশ পাইবেন? তাঁহার অংশ কাহার অংশের তুল্য হইবে?

পণ্ডিতদিগের কৃত অর্থানুসারে পিতামহীর অংশ সংস্থান নিমিত্তে যদি মৃত ধনির বিষয় পৌত্রদের সংখ্যানুসারে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়, ও প্রত্যেক পৌত্রের অংশ হইতে পাঁচ ভাগের ভাগ লইয়া যদি পিতামহীর অংশ পূরণ করা যায়, তবে এমত অবস্থায় ঐ এক পুত্রের একক পুত্র যে নিজ অংশে বিষয়ের অর্দ্ধেক পাইয়াছে আপন অংশের সিকি অংশ পাঁচ ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ ঐ (পিতামহীর) অংশ বিষয়ে নিজ দাতব্য পরিমাণ বলিয়া দিবে, অন্য চারি পৌত্রের প্রত্যেকে বিষয়ের আট ভাগের ভাগমাত্র পাইয়া ঐ অংশের পাচ ভাগের ভাগ দিতে বাধিত হয়, ইহা হইলে ইহাদের উপর অন্যায় হয়, কেননা পিতামহীর প্রতি পৌত্রসকলের কর্ত্তব্যতার বিশেষ নাই, কিন্তু তাহারদিগকে যাহা দিতে হইল তাহা তাহাদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত ধন পরিমাণে নিতান্ত বিষম।

পৌত্রেরা পিতৃসংখ্যানুসারে তদ্যোগ্যাংশে অধিকারি হয়, কিন্তু ঐ পণ্ডিতদিগের কৃত অর্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পুত্রেরা বিষম সংখ্যক সন্ততি রাখিয়া গেলে তাহারা স্ব স্ব সংখ্যানুসারে পিতামহীর অংশ পূরণ করিয়া দিতে পারে। তাহারা এক নিয়মানুসারে অধিকারি অন্য নিয়মানুসারে পিতামহীকে অংশদাতা হওয়া শাস্ত্রের মর্ম্মের বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ যখন ইহা বিবেচিত হইয়াছে যে পিতামহীর যে স্বত্ব সে তাঁহার পতির বিষয়ে, ও পৌত্রেরা ঐ স্বত্ব স্থিরতর রাখিয়া অধিকারি হয়।

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থ করণের সাধারণ ধারা বৃহস্পতি কহিয়াছেন, তদ্যথা—

'কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া মীমাংসা কর্ত্তব্য নয়, যেহেতু যুক্তির অনুসারে (কিম্বা সনাতন আচারানুসারে) বিচার না হইলে ধর্ম্ম হানি হয়।'

মাতার ও পিতামহীর অংশ বিষয়ে শাস্ত্রে যে সকল কারণ লিখিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে কেবল এই বই স্থির হইতে পারে না যে তাঁহারা স্ব স্ব পুত্রের অংশ তুল্যাংশে অধিকারিণী।

প্রপিতামহীর অংশাধিকার

প্রপিতামহের ধন বিভাগে প্রপিতামহীর অংশাধিকার বিষয়ে বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা ঐ গ্রন্থের এক স্থলে কহেন—'প্রপিতামহীকে প্রপৌত্র প্রভৃতি অংশ দিবে এমত যুক্তি নাই ইহা অবধেয়। প্রপিতামহীকে অংশ দাতব্য নয়, এই জীমূতবাহনাদির মত।' আর এক স্থলে বলেন—'যদি আশঙ্কা করাযায় যে প্রপিতামহ ধন বিভাগে প্রপিতামহীকে (এক) অংশ দাতব্য কিনা?—তাহা দাতব্য, কেননা তদ্দানের যে যুক্তি তাহা (জননী প্রভৃতিকে অংশ দানের যুক্তি) তুল্য।'

প্রপিতামহ ধনবিভাগে প্রপিতামহ্যা অংশাধিকার বিষয়ে বিবাদ ভঙ্গার্ণবকর্ত্তা তদ্গ্রন্থে একত্রস্থলে প্রাহস্ম যৎ 'প্রপিতামহ্যৈ প্রপৌত্রাদিভিরংশদানে যুক্তির্নাস্তীত্যবধেয়ং। প্রপিতামহ্যৈ অংশোনদেয় ইতি জীমূতবাহনাদীনাং মতং'।—স্থলান্তরেতুক্তবান্—'প্রপিতামহ্যৈ অপি ভাগোদীয়তামিতি চেদিষ্টাপত্তিঃ, যুক্তি তৌল্যাৎ'

উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার শেষ মত যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে, কারণ যদ্যপি ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্টতঃ লিখিত হয় নাই যে প্রপিতামহের ধন প্রপৌত্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক

উক্ত গ্রন্থকর্ত্তুঃ শেষোক্ত মতং যুক্তি সিদ্ধমবগম্যতে। যদ্যপি প্রপিতামহ ধনস্য প্রপৌত্র প্রভৃতিভির্বিভাগে ক্রিয়মাণে প্রপিতামহ্যা অংশাধিকারো

grandmothers an equal share with themselves,' the words 'equal share with themselves' are construed separatively instdead of collectively, so as to mean according to the share of each grandson. If such construction be adopted, it will be liable to the following objections.

The several sons may not have left an equal progeny, i. e. one of them may have left one son and another four sons; and since grandsons succeed to the estate of the grandfather *per stirpes*, and not *per capita*, their shares may be very unequal. For instance, the only son of his father will receive one share, and each of the four sons of his uncle will obtain but a fourth of that share. In what proportion then is the grandmother to share in the estate? or with whose share is hers to be co-equal?

Supposing that, to comply with the *pandits'* construction, the estate of the deceased is divided, according to the number of grandsons, into five shares, for the purpose of creating a share for the grandmother, by taking a fifth from each of the grandsons to make up the said share. In this case, as the grandson who is the only son of his father, takes a moiety of the property and gives one-fifth of the fourth (part of his share) as his portion to the said share, each of the other four grandsons who take but an eighth of the estate, is obliged to contribute in the same proportion, which is an obvious hardship on these—the obligations of all the grandsons being the same, but their contributions very unequal in proportion to the benefits received by them severally.

The grandsons inherit the estate *per stirpes*, but, according to the *pandits'* construction, when the several sons have left an unequal progeny, they contribute to the grandmother's share *per capita*. It is inconsistent with the reason of the law that they should inherit according to one rule, and contribute according to another to the grandmother's share, especially when it is considered that the grandmother's right is on the estate of her husband and the grandsons inherit it subject to that charge.

The usual rule for the construction of the Hindu law is thus declared by VRIHASPATI:— 'A decision must not be made solely by having recourse to the letter of written codes (*Sha'stra*) since if no decision were made according to the reason of the law (or according to immemorial usage, for the word *jukti* admits both senses) there might be a failure of justice.'

When the reasons laid down in the *Sha'stra* for the share of the mother and the grandmother, are taken into consideration, there cannot be any other conclusion than that they are respectively entitled to a share equal to that of their sons.

The great grandmother's right to a share.

Regarding the great-grandmother's right to a share on partition of the great-grandfather's property, JAGANNA'THA in one place of his Digest (*Viva'dabhanga'rnava*) says: "However there is no reasoning which can show it incumbent on the great-grandsons, and the rest, to allot a share to their great-grandmother. No allotment shall be given to a great-grandmother. Such is the opinion of JI'MU'TAVA'HANA and the rest;", and in another he affirms: "When property left by the paternal great-grandfather is divided, should not a share be allotted to his wife?—that is admissible from parity of reasoning."

The latter opinion of the author seems to be consistent with reason; for although the Hindu law does not expressly recognise any right of the great-grandmother upon partition made by her great-grandsons and the rest, yet if the mother and grandmother can be entitled to

বিভাগে প্রপিতামহীর অংশাধিকার আছে, তথাপি যদি জননীর ও পিতামহীর স্ব স্ব স্বামির ধন বিভাগে অংশাধিকার হইতে পারে তবে প্রপিতামহীকে তৎপতির ধন বিভাগে অংশ হইতে নিরাশ করা হয় না। প্রভুাত 'এক স্থানে নির্ণীত শাস্ত্রার্থ বাধা না থাকিলে স্থানান্তরেও সেইরূপ (প্রযুজ্য)'—এই ন্যায়ে উচিত যে প্রপিতামহী নিজ পতির ধন বিভাগে এক অংশ পায়েন। তথাচ বিবেচ্য এই যে যখন তাঁহার পতির ধন প্রপৌত্রগণ বা প্রপৌত্রাদি কর্ত্তৃক বিভক্ত হয় তখনই কেবল তিনি ভাগাধিকারিণী, অন্য ধনির বিষয় উক্ত ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক বিভক্ত হইলে তিনি ভাগাধিকারিণী নহেন

কুমারী ভগিনীকে বিবাহোচিত ধন দাতব্য।

'মাতারা তাহাদের সমাংশভাগিনী। এবং (ধনির) অবিবাহিতা দুহিতারা চতুর্থভাগ ভাগিনী'॥ বৃহস্পতি। 'অবিবাহিতা দুহিতাদের চতুর্থ ভাগ অনুমত, পুত্রদিগের তিন ভাগ (কিন্তু) অল্প ধনে স্বামিত্ব কথিত হইয়াছে'।—কাত্যায়নঃ। ভ্রাতারা স্ব স্ব অংশের চতুর্থভাগ (ধনির) অবিবাহিতা দুহিতাদিগকে প্রদান করুক, তাহা দিতে অস্বীকার করিলে তাহারা পতিত হইবে'॥†—মনু।

এই সকল বচনানুসারে (ভ্রাতৃ বিভাগে ধনির) পুত্রদের তিন ভাগপ্রাপ্য, এবং অবিবাহিতা কন্যাদিগের এক ভাগ, অথবা ভ্রাতাদের নিজ নিজ অংশ হইতে আকর্ষন করিয়া তাহাদিগেকে চতুর্থ ভাগ দাতব্য। পরন্তু বঙ্গদেশাদৃত নিবন্ধৃদের মতে তাদৃশাধিকার তাহারদিগের বিবাহোচিত ধন দান মাত্র প্রতিপদক এই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে,—যথা জীমূতবাহন উপরি উক্ত মনুবচন উল্লেখপূর্ব্বক কহিতেছেন—"প্রদান করুক' এই বাক্যে প্রদান শ্রুত হওয়াতে এবং না দিলে

ধর্ম্ম শাস্ত্রে স্পষ্টতো নোক্তস্তথাপি যদি জনন্যাঃ পিতামহ্যাশ্চ স্ব স্ব ভর্ত্তৃধন বিভাগে অংশাধিকারঃ স্যাৎ তদা প্রপিতামহ্যাঃ স্বপতি ধন বিভাগে নিরংশিত্বং ন যুক্তিসিদ্ধমিতি। প্রভ্যুত একত্র নির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনাঽন্যত্রাপিতথেতি ন্যায়াদুচিতং যৎ প্রপিতামহী স্বভর্ত্তৃ ধন বিভাগে একাংশাধিকারিণীতি। তথাপ্যেতদ্বিবেচনীয়ং যৎ তৎপতি ধনং প্রপৌত্রগণৈঃ প্রপৌত্রাদিভির্ব্বা যদা বিভক্তং ভবেৎ তদৈব সা ভাগাধিকারিণী নত্বন্যস্যধনে তৈর্বিভজ্যমানে*।

'সমাংশা মাতরস্তেষাং, তুরীয়াংশাশ্চ কন্যকাঃ'॥—বৃহস্পতিঃ। 'কন্যাকানান্ত্বদত্তানাঞ্চতুর্থোভাগ ইষ্যতে। পুত্রাণাঞ্চ ত্রয়োভাগাঃ স্বাম্যং স্বল্পধনে স্মৃতং'॥—কাত্যায়নঃ। স্বেভ্যোংশেভ্যস্তু কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতরঃ পৃথক্। স্বাৎ স্বাদংশাচ্চতুর্ভাগং, পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ'।—মনুঃ†

এতদ্বচনানুসারেণ পুত্রাণাং ভাগত্রয়ং (ভ্রাতৃবিভাগে) কন্যকানাং একোভাগঃ প্রাপ্যঃ, অথবা ভ্রাতৄণাং স্বাৎ স্বাদংশাৎ চতুর্থভাগমাকৃষ্য তাসাম্ দাতব্যঃ। পরন্তু বঙ্গদেশাদৃত নিবন্ধৄণাং মতে তাদৃশাধিকারস্তাসাং বিবাহোচিত ধনদানমাত্র প্রতিপদক ইতি ব্যবস্থাপিতং, যথা জীমূতবাহন উপর্য্যুক্ত মনুবচনমনুস্মৃত্যেদম্ প্রাহস্ম—"প্রদদ্যুরিতি প্রদানশ্রুতেরদানেচ পতিতত্ব শ্রুতের্নকন্যাভিরধিকারি

* বোধ হয় উক্ত ন্যায় ও সূক্ষ্মতা জ্ঞাত না থাকা প্রযুক্তই সর্ ফ্রান্সিস্ মেক্নাটন সাহেব বিবেচনা করিয়াছেন যে—"যদি বিধবারা, পুত্রেরা, ও পৌত্রেরা সকলেই বিভাগ না করিয়া মরিয়া থাকে, অনন্তর প্রপৌত্রেরা যদি আপনাদের মধ্যে বিষয় বিভাগ করে তবে ঐ বিষয় যদ্যপি পিতামহীর পুত্রেরা অথবা তাঁহার পৌত্রেরা বিভাগ করিলে কিম্বা পুত্র বা পৌত্র আরো দূর সম্পর্কীয়ের সহিত বিভাগ করিলে তিনি নিজ ভাগাধিকারিণী হইতেন তথাপি প্রপৌত্র কর্ত্তৃক এমত বিভক্ত বিষয়ের কোন অংশ পাইতে তিনি (অর্থাৎ ঐ প্রপিতামহী) অধিকারিণী নহেন। তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে তাঁহার প্রপৌত্রেরা ধর্ম্মতঃ বাধিত;—এবং সুপ্রীম কোর্টে যেমত ঘটনা হইয়াছে তাহাতে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে তথায় এই ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে আইন দ্বারা বাধিত করা যাইতে পারে। কন্. হি. ল. পৃ. ৫১ ও ৫২।

† জীমূতবাহনের মতে যে স্থলে ধন অল্প সেই স্থলে শেষোক্ত বচন খাটে কেননা তিনি স্পষ্টতই কহিয়াছেন —"অল্প ধন স্থলে পুত্রেরা স্ব স্ব অংশ হইতে আকর্ষন করিয়া (ধনির) কন্যাদিগকে দিবে।" দা. ভা. পৃ. ৮২

† জীমূতবাহনমতে যত্রাল্পধনং তত্রৈব শেষোক্ত বচনং প্রযুজ্যং যতস্তেনৈব স্পষ্টমুক্তমিদং —"অল্পধনে পুত্রৈঃস্বাৎ স্বাদংশাদাকৃষ্য কন্যাভ্যশ্চতুর্থোংশোদাতব্যঃ। দা. ভা. পৃ. ৮২।

shares on partition of their respective husbands' estates, then it is inconsistent with reason that she should be deprived of a share on partition of her husband's estate: on the contrary, according to the general maxim 'the sense of the law ascertained in one instance, is applicable in others also, provided there be no impediment,' it is proper that she have a share on partition of *her* husband's estate.* It is however to be observed that her claim to a share arises only when her husband's property is divided by her great-grandsons or these and other descendants, and not when any other ancestor's estate is partitioned by them.

The unmarried sister should have a sum sufficient for her nuptial ceremony.

"Mothers are equal sharers with them (i. e. the sons;) and daughters are entitled to a fourth part"—VRIHASPATI. "For the unmarried daughter a quarter is allowed; and three parts belong to the son. But the right of the owner (to exercise discretion) is admitted when the property is small."—KA'TYA'YANA. "To the maiden sisters let their brothers give portions out of their own allotments respectively: let each give a fourth part of his own distinct share: and they who refuse to give it, shall be degraded."†—MANU.

According to these texts sons are entitled to three quarters, and the unmarried daughters (on partition made by their brothers) to one quarter or to a deduction of one fourth out of their each brother's share. But the authorities prevalent in Bengal do however conclude that that right entitles the maiden daughters only to sums enough for their marriage. Thus JI'MU'TAVA'-HANA alluding to the above text of MANU declares: "From the mention of giving, and denunciation of the penalty of degradation if they refuse, it appears, that portions are not taken by daughters as having a title to the succession. For one brother does not give a portion out of his own allotment to another brother who has a right of inheritance. Thus JA'GNYAVALKYA, saying, 'Uninitiated brothers should be initiated by those for whom the ceremonies have

* Unaware of the above maxim, and nicety, Sir Francis Macnaghten has, it seems, made the following remark:—"If the widows, sons, and grandsons shall *all* have died without having came to a partition, and *then* the *great*-grandsons shall divide the estate among them; their great-grandmother will not be entitled to any share of the estate so partitioned by her great-grandsons; although she would have been entitled to her proportion if her sons, or her grandsons, had divided, or if a son or grandson had been dividing with more remote descendants. Her great-grandsons are *morally* bound to maintain her;—and from what has occurred in the Supreme Court, I venture to say, that there, a performance of this *moral* obligation, may be *legally* enforced. Cons. H. L. pp. 51, 52.

† According to JI'MU'TAVA'HANA the last text applies to the case where the funds may be small, for he expressly says: "if the funds be small, sons must give a fourth part to daughters, deducting it out of their own respective shares." Dá. bhá. p. 65.

পত্তিত হইবে ইহা শ্রুত হওয়াতে কন্যারা স্বত্বাধিকারিণী বোধে তাহা গ্রহণ করিবে না,—কেননা অধিকারি ভ্রাতাকে অন্য ভ্রাতা নিজ অংশ হইতে (উদ্ধার করিয়া) দেয় না। যথা যাজ্ঞবল্ক্য ইহা বলাতে যে—'পূর্ব্বসংস্কৃত ভ্রাতারা অসংস্কৃত ভ্রাতাদের সংস্কার করিবে, এবং নিজ নিজ অংশ হইতে চতুর্থ ভাগ দিবে' ভগিনীদের যে সংস্কার কর্ত্তব্য ইহাই কহিয়াছেন তাহারা ধনাধিকারিণী ইহা বলেন নাই। এবং বহুতর ধন থাকিলে বিবাহোচিত ধন দাতব্য চতুর্থাংশ দান নিয়ম নয়, এই সিদ্ধ হয়। ইহাও কন্যাপুত্রের সংখ্যা সমান হইলে জ্ঞাতব্য, তৎসংখ্যা অসমান হইলে কন্যারই বা অধিক ধন হইবে অথবা পুত্র নির্দ্ধন হইবে, কিন্তু ইহা ন্যায্য নয়, কেননা পুত্রের প্রাধান্য আছে (দা. ভা. পৃ. ৮৩)।

তথা শ্রীকৃষ্ণও কহেন—'ইহাদের (অর্থাৎ ভ্রাতাদের) অবিবাহিতা ভগিনীরা স্ব স্ব বিবাহার্থ স্ব স্ব ভ্রাতার অংশের চতুর্থ ভাগ ভাগিনী, অর্থাৎ বিবাহোপযুক্ত ধন ভাগিনী হয়' (দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৯)।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যও কহিয়াছেন—'চতুর্থাংশ দান প্রতিপাদক বচনও বিবাহোচিত ধন দান বোধক (দা. ত. পৃ. ১৯)। দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩।

ব্যবস্থা

১৬০ ধনার্জ্জনার্থগত ভ্রাতার পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ ভারাপিত ভ্রাতা তদুপার্জ্জন ভাগী†।

প্রমাণ

বিদ্যোপার্জ্জনার্থে গত ভ্রাতার পরিবারকে যে (ভ্রাতা) প্রতিপালন করে, সে মূর্খ হইলেও বিদ্যার্জ্জিত ধনের ভাগ লইবে। নারদঃ।

বুদ্ধ্যা গ্রহীতব্যং নহ্যধিকারিণে ভ্রাত্রেঽপরোভ্রাতা স্বাদংশাদ্দদাতি। যথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'অসংস্কৃতাস্তু সংস্কার্য্যা ভ্রাতৃভিঃ পূর্ব্ব সংস্কৃতৈঃ। ভগিন্যশ্চ নিজাদংশাদ্দত্ত্বাংশন্তুরীয়কং'—ভগিনীনাং সংস্কার্য্যতামাহ নাধিকারিতাম্। এবঞ্চ বহুতর ধনে বিবাহোচিত ধনং দাতব্যং, ন চতুর্থাংশনিয়ম ইতি সিদ্ধতি। এতচ্চ কন্যাপুত্রয়োঃ সমসংখ্যত্বে জ্ঞাতব্যং বিষম সংখ্যত্বেচ কন্যায়া এব বহুতর ধনং বা স্যাৎ পুত্রস্য বা নির্দ্ধনতা স্যাৎ ন চৈতদুচিতং পুত্রস্য প্রাধান্যাৎ" (দা. ভা. পৃ. ৮৩)।

তথা শ্রীকৃষ্ণঃ—"এষাং (ভ্রাতৄণাং) ভগিন্যশ্চাবিবাহিতা বিবাহার্থং স্ব স্ব ভ্রাত্রংশতুরীয়াংশভাজঃ, বিবাহোচিত ধন ভাগিন্যোভবন্তীতি বদতি (দা. ক্র. সং. পৃ. ৪৯।)

তথা রঘুনন্দনোঽপি—"তুরীয়াংশদান প্রতিপাদকমপি বিবাহোচিত দ্রব্যদানপরম্।" (দা. ত. পৃ. ১৯)। দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩।

১৬০ ধনার্জ্জনার্থমধিগচ্ছতো ভ্রাতুঃকুটুম্বরক্ষাবেক্ষণ ভারার্পিত ভ্রাতা তদুপার্জ্জন ভাগী*।

কুটুম্বং বিভৃয়াদ্ ভ্রাতুর্যোবিদ্যামধিগচ্ছতঃ। ভাগং বিদ্যাধনাৎ তস্মাৎ স লভেতাশ্রুতোঽপিসন্। নারদঃ

* আমি এমত নজীর জ্ঞাত নহি যাহাতে বিভাগে ভগিনীরা অংশভাগিনী হইয়াছে, অথবা কখনো এমত [illegible]ও হই নাই যে ভ্রাতৃগণকর্তৃক বিষয় বিভাগ কালে ভগিনীর দাওয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমার বিবেচনা হয় যে বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ভগিনীর অধিকার নাই। বোধ হয় তাহাকে এককালে নিরাশ করিলে ভাল হয়; কেননা যদি তাহার অধিকার স্বীকার করা যায় তবে তৎপরিমাণ নির্ণয় (সম্ভব হইলেও) দুষ্কর হইবে। সর্. ফ্রান্সিস্ মেক্‌নাটন সাহেবের বিবেচনাঃ পৃ. [illegible]৮।

ভগিনীদিগের যথাযোগ্য রূপে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং বোধ হইতেছে কুলের গৌরবরক্ষার্থ এই কর্ম্ম সম্পন্নতার খাতির জমা করিয়া রাখা হয়, ভগিনীর অধিকার বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য সেই এই মাত্র। ঐ, পৃ. ৫৩। এবং এই পুস্তকের ১০২ হইতে ১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সংক্ষেপতঃ কুলের গৌরব রক্ষার্থ ভগিনীদের সংস্থান যে লিখিত হইয়াছে সে অধিকার জ্ঞাপক নয় বরং আদরার্থক। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৫১।

† দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, প্রিলিমিনরি রিমার্কস্ অর্থাৎ অগ্রসূচনা পৃ. ১৩ ও ১৪।

been already performed; but sisters should be disposed of in marriage, giving them as an allotment, a fourth part of a brother's own share;' declares the obligation of disposing of them in marriage, not their right of succession. Thus, (since the daughter takes not in right of inheritance,) if the wealth be great, funds sufficient for the nuptials should be allotted. It is not an indispensable rule, that a fourth part shall be assigned. This (allotment of a fourth part if funds be small) must be understood as applicable only, where the number of sons and daughters is equal. For if the number be unequal, either the daughter would have a greater portion, or the son would be entirely deprived of property. But that cannot be proper, since the son is principal in relation to the inheritance." (Dá. bhá. pp. 65, 66.)

Sri'krishna observes: "The sisters also of these sharers must be rendered participators to the amount of a fourth share receivable by their brothers respectively, *for the purpose of marriage.*" (Dá. Kra. Sang. p. 105.)

Raghunandana too affirms: "The text which ordains the allotment of a fourth part (to the unmarried sisters) intends the appropriation of a sufficient sum for the nuptial ceremony.* (Dá. T. p. 19.) See. Coleb. Dig. vol. III. p. 91.

160 The brother left to support or protect the family of a brother gone abroad for acquisition, is to have a share of such acquisition.† Vyavasthá

"He, who maintains the family of the brother studying science, shall take, be he ever so ignorant, a share of the property gained by science." Narada. Authority

* I know not of an instance in which sisters have shared upon partition, nor did I ever hear of a sister's claim having been brought forward when her brothers divided the estate. I conclude, therefore, that her right does not exist by the *Hindu* law *as it is prevalent in Bengal.* Perhaps it is better that she should be entirely excluded; for if the right were admitted, it would be difficult, if possible, to ascertain its extent. Cons. H. L. p. 98.

It is a duty however, and one, the performance of which, is I believe, generally secured by family pride, to bestow the sisters suitably in marriage—and this is all I can say for the *rights* of sisters.—*Ibid.* p. 56. See also *ibidem*, pp. 102—105.

In fine, this provision for the sisters, intended to uphold the general respectability of the family, is accorded rather as a matter of indulgence, than prescribed as a matter of right. Macn H. L. vol. I. p. 51.

† See Macn. H. L., preliminary remarks, pp. XIII, XIV.

যদ্যপি এই বচন বিদ্যার্থগত ভ্রাতার বিদ্যার্জ্জিত ধন ভাগ বিষয়ক,তথাপি এক স্থানে নির্ণীত শাস্ত্রার্থ বাধা না থাকিলে স্থানান্তরেও সেইরূপ (থাটে) এই ন্যায়ে উক্ত বচন এস্থলেও খাটে।

যদ্যপীদং বচনং বিদ্যামধিগচ্ছতঃ ভ্রাতুর্বিদ্যার্জ্জিত ধন ভাগ বিষয়কং তথাপ্যেকত্র নির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যত্রাপি তথেতি ন্যায়াৎ অত্রাপি তথা কল্প্যত ইতি।

ব্যবস্থা। ১৬১ যেস্থলে ভাগের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই সেস্থলে সমান ভাগই কর্ত্তব্য।

১৬১ অংশস্য পরিমাণে ননির্দ্দিষ্টে সমভাগ এব কর্ত্তব্যঃ।

যেহেতু যেস্থলে বিশেষ শুনা যায় নাই সে স্থলে সমান হয় এই ন্যায় আছে।

সমংস্যাদশ্রুতত্বাদ্বিশেষস্যেতি ন্যায়াৎ।

## বিভাজ্যাবিভাজ্য নির্ণয়ঃ

### অথ বিভাজ্যনির্ণয়ঃ-

ব্যবস্থা। ১৬২ পৈতামহ ও পিতার অর্জ্জিত ও সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত এই তিন প্রকার ধন সকল-দায়াদের বিভাজ্য*।

১৬২ পৈতামহং পিত্রর্জ্জিতং সাধারণ ধনোপঘাতেনার্জ্জিতঞ্চ ইতি ত্রিবিধং ধনং সর্ব্বৈরেব বিভাজ্যং*।

প্রমাণ। পৈতামহ ধন ও পৈতৃক ধন এবং অন্য যাহা স্বকীয়ার্জ্জিত দায়াদগণের মধ্যে বিভাগে এই সকল বিভজনীয়*॥ কাত্যায়নঃ।

পৈতামহঞ্চ পিত্রঞ্চ যচ্চান্যৎস্বয়মর্জ্জিতম্। দায়াদানাম্ বিভাগেতু সর্ব্বমেতদ্বিভজ্যতে। কাত্যায়নঃ।*

যচ্চান্যং (অন্য যাহা) এস্থলে চ-কার ব্যবহৃত হওয়াতে তদর্জ্জন সাধারণ ধন (কিম্বা আয়াস) দ্বারা এই ভাবার্থ। দা. ভা. পৃ. ১২১।

যচ্চান্যদিতি—চকারাদন্যস্যাপি তদর্জ্জনং সাধারণ ধনদ্বারেণ (আয়াসেন বা) ইত্যর্থঃ। দা. ভা.- পৃ. ১২১।

ব্যবস্থা। ১৬৩ অন্য ব্যাপারে অর্জ্জিত ধন ঐ ব্যাপারকারির সহিতই কেবল বিভাজ্য*।

১৬৩ অন্য ব্যাপারেণার্জ্জিতধনস্তু ব্যাপারিণৈব সহ বিভাজ্যম্*।

ব্যবস্থা। ১৬৪ পূর্ব্বহৃত ভূমি এক জনে শ্রমে উদ্ধার করিলে তাহাকে চারি ভাগের ভাগ দিয়া অন্য দায়াদরা যোগ্যাংশ লইবে*।

১৬৪ পূর্ব্বনষ্টাস্তু যোভূমিমেক এবোদ্ধরেৎ শ্রমাৎ। যথা ভাগং ভজন্ত্যন্যে দত্ত্বাভাগং তুরীয়কং*।

ব্যবস্থা। ১৬৫ বিদ্যা উপাধি দ্বারা প্রাপ্ত ধন সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত† না হইলেও সমান আর অধিক বিদ্বানের সহিত বিভাজ্য— ন্যূনবিদ্য এবং অবিদ্য ব্যক্তিদের সহিত নয়।*

১৬৫ বিদ্যোপাধিনা লব্ধ ধনং সাধারণ ধনানুপঘাতেনার্জ্জিতমপি† সমাধিক বিদ্যৈঃসহ বিভাজ্যং,— নতু ন্যূনবিদ্যাবিদ্যৈঃ *।

* দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. সং. পৃ. ৩১, ৩২ ও ৩৩। দা. ভা. পৃ. ১২১ ও ১৪৩। বি. দা. ভা. দ্বী. ব্র.৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ.৩১,৭০, ৭১ ও ৭২। কোল. দা. ভা. পৃ. ১০৮ ও ১৩৫। কো. ল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৩৩২—৩৮৫। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৫২।

† ১৭৩ সংখ্যক ব্যবস্থা ও তৎপ্রমাণাদি দ্রষ্টব্য।

Although this text relate to the share of the property gained by science, it may be applied to the present case also, conformably to the maxim that 'the sense of the law ascertained in one instance, is applicable in others also, provided there be no impediment. See *ante*, p. 357.

161 Shares are to be equal when the proportion is not specified. — Vyavastha'

Because of the rule which directs equality where no (other) proportion is specified. See Coleb. Dig. vol. III p. 61.

## EFFECTS LIABLE OR NOT LIABLE TO PARTITION.

### EFFECTS LIABLE TO PARTITION.

162 These three descriptions of property, viz. ancestral, acquired by the father, and acquired by the use of the joint stock, are partible among all.* — Vyavastha'

What belonged to the paternal grandfather, or to the father, and any thing else (appertaining to the co-heirs having been) acquired (a) by themselves, must all be divided at a partition among co-heirs.* KA'TYA'YANA. — Authority

(a) And any thing else]—By the conjunctive particle 'and' is meant that the acquisition must have been made through the common property; (or else by joint personal labour).

163 But property acquired by individuals through their own exertions, must be shared exclusively by the acquirers.* — Vyavasthá

164 Land (inherited in regular succession, but) which had been formerly lost, and which one shall recover solely by his own labour, the rest may divide according to their due allotments, having (first) given him a fourth part*. — Vyavasthá

165 Property gained by science, and such other means, without the use even of the joint funds†, should be shared with the parceners equally or more learned : not with less learned or unlearned parceners.* — Vyavasthá

* Vide W. Dá. Kra. Sang. pp. 70, 71. Coleb. Dá. bhá. pp. 108, 135. Coleb. Dig. vol. III. pp. 332- 385. Macn. H. L. vol. I p. 52.

† See *Vyavasthá* No. 173 and the authorities relative to the same.

ব্যবস্থা ১৬৬ উপঘাতে অর্জ্জিত বিদ্যা-ধনে সকল দায়াদই অংশি*।

১৬৬ উপঘাতার্জ্জিত বিদ্যাধনে সর্ব্বেষামংশিত্বং*।

প্রমাণ ।৵০ বিদ্বান্ বিদ্যার্জ্জিত কোন ধন অবিদ্বান্‌কে দিবে না; কিন্তু সমবিদ্বান্ আর অধিক বিদ্বানকে ঐ ধন দিবে*। কাত্যায়ন।

।৵০ না বিদ্যানাস্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্বচিৎ। সমবিদ্যাধিকানাস্তুদেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনং*। কাত্যায়নঃ

৵০ যদি পিতৃ (অ) ধনকে আশ্রয় করিয়া উপার্জ্জিত না হইয়া থাকে তবে ইচ্ছা না হইলে বিদ্বান্ অবিদ্বান্‌কে স্বকীয় ধনের অংশ দিবে না*।

(অ) পিতৃ ধন পদে সাধারণ ধন বোধ্য তদুপঘাত বিনা অর্জ্জিতধন বিদ্বান্ ইচ্ছা না হইলে মুর্খকে দিবে না, কিন্তু তাহা সাধারণ ধনের উপঘাত বিনা অর্জ্জিত হইলেও বিদ্বানকে দিতে হইবে*।

*৵০ বৈদ্যোঽবিদ্যায় না কামো দদ্যাদংশং স্বতোধনাৎ। পিত্র্যং (অ) দ্রব্যং সমাশ্রিত্য নচেত্তেন তদর্জ্জিতং*। নারদঃ।

(অ) পিত্র্য—পদং সাধারণ ধনপরং তদনাশ্রিত্যার্জ্জিতং বৈদ্যোঽবিদ্যায় অনিচ্ছন্ ন দদ্যাৎ, বৈদ্যায় বিদুষে পুনঃ সাধারণমন্তরেণাপ্যর্জ্জিতং দদ্যাদেব*।

৶০ স্বার্জ্জিত (আ) ধন বিদ্বান ইচ্ছা না হইলে অবিদ্বানদিগকে দিবে না*। গৌতম।

(আ) অসাধারণ ধন ও শ্রম দ্বারা যাহা অর্জ্জিত তাহাই স্বার্জ্জিত তাহা ইচ্ছা না হইলে অবিদ্বানদিগকে দিবে না, কিন্তু বিদ্বান্‌দিগকে দিতে হইবে।*

৶০ স্বয়মর্জ্জিতমবিদ্যেভ্যো (আ), বৈদ্যঃকামং ন দদ্যাৎ*। গৌতমঃ।

(আ) অসাধারণ ধনশরীর ব্যাপারার্জ্জিতং স্বয়মর্জ্জিতং অবিদ্যেভ্যো দাতুমনিচ্ছন্ ন দদ্যাৎ বিদ্বদ্ভ্যঃ পুনর্দ্দদ্যাদেব*।

ব্যবস্থা ১৬৭ কুল হইতে (ই) বা পিতা হইতে শিক্ষিত ভ্রাতাদের উপার্জ্জিত ও শৌর্য্যদ্বারা (উ) প্রাপ্ত ধন বিভাজ্য ইহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন*।

১৬৭ কুলোপার্জ্জিত (ই) বিদ্যানাং ভ্রাতৃণাং পিতৃতোঽপি বা। শৌর্য্যপ্রাপ্তন্তু (উ) যদ্বিত্তং তদ্বিভাজ্যং বৃহস্পতিঃ*।

(ই) কুল অর্থাৎ নিজ কুল, পিতামহ পিতৃব্যাদি হইতে শিক্ষিত ভ্রাতাদের বিদ্যা বা শৌর্য্যদ্বারা প্রাপ্ত ধন বিভজনীয়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ধৃত কল্পতরু ও রত্নাকর। দা. ত. পৃ. ২৪।

(ই) কুলে—স্বকুলে, পিতামহ পিতৃব্যাদিভ্যঃ পিতৃতএব বা শিক্ষিত বিদ্যানাং ভ্রাতৃণাং যৎবিদ্যাশৌর্য্যপ্রাপ্ত ধনং তদ্বিভজনীয়মিতি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যধৃত কল্পতরুরত্নাকরৌ*। দা. ত. পৃ. ২৪।

নিজ কুল হইতে অর্থাৎ পিত্রাদি হইতে শিক্ষিত বিদ্যাদ্বারা অর্জ্জিত ধনে পণ্ডিত ও মুর্খ সকলেই অংশি*।

স্বকুলাৎ—পিত্রাদিতো লব্ধ বিদ্যার্জ্জিত ধনে সর্ব্বেষামেবামুর্খমুর্খানামংশিত্বং*।

(উ) শৌর্য্যদ্বারা প্রাপ্ত ধনে (এস্থলে) সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত ধন বোধ্য। সাধারণ ধনের উপঘাত বিনা অর্জ্জিত ধন বিভাজ্য নয় তাহা পরে কথিত হইবে*। অতএব—

শৌর্য্যপ্রাপ্তং—সাধারণ ধনোপঘাতার্জ্জিত ধন পরং। সাধারণ ধনানুপঘাতার্জ্জিত ধনস্যাবিভাজ্যতয়া বক্ষ্যমাণত্বাৎ*। তেন—

* দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. সং. পৃ. ৩২ ও ৩৩। দা. ভা, পৃ, ১২৪,১২৩ বি, দা, ভা, টী, র, ১। উ, দা, ক্র, সং, পৃ, ৭১ ও ৭২ কোল, দা, ভা, পৃ,১১২ । কোল, ভা, বা, ৩, পৃ, ৩৩২—৩৮৫।

166 Property gained by science with the use of the joint stock, must, however, be shared with all the parceners.* Vyavasthá

I. No part of the property, which is gained by science, need be given by a learned man to his unlearned co-heir: but such *property should be yielded by him to those who are* equal or superior in science.* KA'TYA'YANA. Authority

II. A learned man need not give a share of his own acquired property, without his assent, to an unlearned co-heir: provided it were not gained by him using the paternal (á) estate.* NA'RADA. Authority

(á) The word paternal intends joint property.—What has been gained by him without using that, a learned man need not give up, against his will, to an unlearned co-heir: but to a learned or instructed co-heir, he must give a share of any thing acquired by him even without the use of joint property.

III. His own acquired wealth, a learned man need not give up, against his inclination, to unlearned co-heirs.* GOUTAMA. Authority

What is gained by his personal labour or his separate funds, being his own acquired property, he need not give up, if he be unwilling to surrender it, unto unlearned co-heirs: but he must yield it to the learned brethren.*

167 Whatever property has been earned through valour by brothers, who have derived science from their family (i), or even from their father, is partible: this is declared by VRIHASPATI.* Vyavasthá

(i) 'From the family'—that is, from their own family: the meaning is, that the property earned through valour by brothers, who were taught in science by their paternal grandfather, uncle, and the rest, is partible. *Kalpataru* and *Ratna'kara* cited by RAGHUNANDANA. See Dá. T. Sans. p. 24.

*'Earned through valour'*—that is, the gains of valour acquired by means of the expenditure of the joint stock; for it will be hereafter declared that property acquired without the expenditure of the joint-stock is indivisible*.

* *Vide* Coleb. Da'. bha'. p. 112. W. Da'. Kra. Sang. pp. 71,72. Coleb. Dig. vol. III. pp. 332—385.

ব্যবস্থা ১৬৮ পিতা ও পিতৃব্যাদি ভিন্ন(অন্যহইতে) শিক্ষিত যে কোন বিদ্যাদ্বারা সাধারণ ধনের উপঘাতবিনা যাহা অর্জ্জিত তাহা সমবিদ্বান্ ও অধিক বিদ্যাবানের সহিত বিভাজ্য। ন্যুনবিদ্বান্ ও অবিদ্বানের সহিত নয়*।

১৬৮ পিতৃ পিতৃব্যাতিরিক্ত প্রাপ্তয়া যয়াকয়াচিদ্বিদ্যয়া সাধারণ ধনোপঘাতমন্তরেণ যদর্জ্জিতং তৎসমবিদ্যবিদ্যাধিকৈরেব বিভাজ্যং নতু ন্যূন বিদ্যাবিদ্যৈরিতি*।

ব্যবস্থা ১৬৯ যদি বিদ্যার্জ্জনকালে তাহার পরিবারকে অপর ভ্রাতা স্বয়ং নিজ ধনে প্রতিপালন করে তবে তদ্বিদ্যার্জ্জিত ধনে অন্য ভ্রাতা মুর্খ হইলেও অংশী*।

১৬৯ যদি বিদ্যার্জ্জনকালে তদীয় কুটুম্বমপরো ভ্রাতা স্বয়মসাধারণ ধনেন বিভর্ত্তি তদা তদ্বিদ্যার্জ্জিত ধনে মুর্খস্যাপ্যপরস্য ভ্রাতুরংশিত্বং*।

প্রমাণ বিদ্যার্জ্জনার্থে গত ভ্রাতার পরিবারকে যে(ভ্রাতা) প্রতিপালন করে সে মুর্খ হইলেও বিদ্যার্জ্জিত ধনের ভাগ লইবে*।

কুটুম্বং বিভৃয়াদ্ভ্রাতুর্যো বিদ্যামধিগচ্ছতঃ। ভাগং বিদ্যাধনাৎ তস্মাৎ সলভেতাশ্রুতোঽপি সন্। নারদঃ*

ব্যবস্থা ১৭০ দুই অথবা তিন মুর্খ ভ্রাতায় প্রতিপালন করিলে (তাহারা) সকলেই অংশি।

১৭০ অশ্রুতাভ্যাং দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা ভরণে সর্ব্বেষামেব তেষামংশিত্বং*

এতৎ সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে—

এতৎ সাংদৃষ্টিক ন্যায়েন—

ব্যবস্থা ১৭১ ধনার্জ্জনার্থগত ভ্রাতার পরিবার রক্ষণাবেক্ষণভারার্পিত ভ্রাতা তদুপার্জ্জনভাগী†

১৭১ ধনার্জ্জনার্থমধিগচ্ছতো ভ্রাতুঃ কুটুম্বরক্ষণাবেক্ষণভারার্পিত ভ্রাতা তদুপার্জ্জনভাগী†।

যদ্যপি উক্ত নারদ বচন বিদ্যার্জ্জনার্থগত ভ্রাতার বিদ্যার্জ্জিত ধন ভাগ বিষয়ক, তথাপি এক স্থানে নির্ণীত শাস্ত্রার্থ বাধা না থাকিলে তাহা স্থানান্তরেও সেইরূপ(খাটে)এই ন্যায়ে উক্ত বচন এস্থলেও প্রযুজ্য

যদ্যপ্যুক্ত নারদ বচনং বিদ্যামধিগচ্ছতো ভ্রাতুর্বিদ্যার্জ্জিত ধনভাগ বিষয়কং, তথাপ্যেকত্র নির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যত্রাপি তথেতি ন্যায়াৎ অত্রাপি তথা কল্পত ইতি।

ব্যবস্থা ১৭২ যে স্থলে ভাগের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই সেস্থলে সমান ভাগই কর্ত্তব্য।

১৭২ অংশস্য পরিমাণে ন নির্দ্দিষ্টে সমভাগ এব কর্ত্তব্যঃ।

কারণ যেহেতু যেস্থলে বিশেষ শুনাযায় নাই সে স্থলে সমান হয় এই ন্যায় আছে।

সমং স্যাদশ্রুতত্বাদ্বিশেষস্যেতি ন্যায়াৎ।

## অথ অবিভাজ্য নির্ণয়ঃ।

ব্যবস্থা ১৭৩ অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধন অর্জ্জকেরই অন্যের নয় এই সিদ্ধ*।

১৭৩ অনুপঘাতার্জ্জিতমর্জ্জকস্যৈব নেতরেষামিতি সিদ্ধং*।

সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত ধনে অন্য ভ্রাতার ভাগ দৃষ্ট হওয়াতে অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধনে ভাগ না থাকা নগর্য্য*।

সাধারণধনব্যাপারেণ ভ্রাত্রন্তরস্য ভাগ দর্শনাৎ তদভাবে ভাগাভাবএব যুক্তঃ*।

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৩২, ৩৫ ও ৩৬। দা. ভা. পৃ. ১২১ ও ১২৭। বি. দা. ভা. যী. র. ৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৭৭ ও ৭২। কোল. দা. ভা. পৃ. ১১১ ও ১১৩। কো.ডা. বা. ৩. পৃ.৩৩২—৩৮৫।

† দ্রষ্টব্য—মেক. হি. ল. বা, ১, প্রিলিমিনরি রিমার্কস্ অর্থাৎ অগ্রসূচনা পৃ. ১৩ ও ১৪।

168 An acquisition made through any science imparted by others than a father, an uncle, and the rest (of the acquirer's own family,) and without the use of the joint stock, must (however) be shared with co-heirs equally or more learned;—but not with those who are less so, or who are ignorant.* Vyavasthá

169 If, during the period of acquisition of science (by one brother,) another brother should, through his personal exertions and by means of his own funds, support his (the student's) family, then the other brother, even though ignorant, is entitled to a share of the property gained (by the learned) through science.* Vyavastha'

He, who maintains the family of the brother studying science, shall take, be he ever so ignorant, a share of the property gained by science.*. NA'RADA Authority

170 If the support were afforded by two, or by three unlettered co-heirs, then all these shall participate.* Vyavastha'

By parity of reasoning—

171 The brother left to support or protect the family of a brother gone abroad for acquisition, is to have a share of such acquisition.† Vyavasthá

Although the above text relate to the property gained by science, it may be applied to the present case also, conformably to the maxim that 'the sense of the law ascertained in one instance is applicable in others also, provided there be no impediment. See *Ante*, p. 357.

172 Shares are to be equal when the proportion is not specified. Vyavastha'

Because of the rule which directs equality where no (other) proportion is specified. See Coleb. Dig. vol. II. p. 61. Reason

## EFFECTS NOT LIABLE TO PARTITION.

173 Wealth gained without the use of the joint-stock belongs to the acquirer alone, not to the rest of the co-parceners.* Vyavastha'

As the rest of the brethren participate [in one case] on account of the employment of the common stock, it is fit that their participation should be null [in another case] where that does not exist.*

* See W. Da'. Kra. Sang. pp. 77, 72. Coleb. Dá. bha'. pp. 111 & 116. Coleb. Dig. Vol. III. pp. 332 — 335.

† See Macn. H. L. Vol. I. preliminary Remarks pp. 13, 14.

প্রমাণ ১/০ পিতৃদ্রব্যের অনুপঘাতো শ্রমে যাহা উপার্জ্জিত তাহা অনিচ্ছাতে দিতে যোগ্য হয় না, যেহেতু তাহা নিজ চেষ্টায় লব্ধ (ই)*। মনু ও বিষ্ণু।

(ই) পৈতৃক ধনের উপঘাতাভাবে দ্রব্যদ্বারা অন্য ভ্রাতার ব্যাপার নাই, এবং অর্জ্জকের স্বকীয় চেষ্টায় লব্ধ হওয়াতে অন্যের শারীরিক ব্যাপারও হইল না—অতএব (তাদৃশ ধন) অর্জ্জকেরই অসাধারণ।*

১/০ অনুপঘ্নন্ পিতৃদ্রব্যং শ্রমেণ যদুপার্জ্জয়েৎ স্বয়মীহিতলব্ধং (ই) তন্নাকামো দাতুমর্হতি*। মনু. বিষ্ণু.

(ই) পিতৃদ্রব্যোপঘাতাভাবেন দ্রব্যদ্বারেণ নেতরেষাং ব্যাপারঃ স্বচেষ্টালব্ধত্বেন শারীরোঽপি ব্যাপারো নেতরেষামিতি অর্জ্জকস্যৈব তদসাধারণং*।

প্রমাণ ৵০ পিতৃদ্রব্যের ক্ষয় বিনা অন্য যাহা স্বয়ং উপার্জ্জন করে এবং মিত্র হইতে লব্ধ আর ঔদ্বাহিক (ও) যাহা তাহা দায়াদদিগের নয়*। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(ও) ঔদ্বাহিক—অর্থাৎ জামাতৃত্ব হেতু শ্বশুরাদি হইতে লব্ধ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৫।

মৈত্রাদি গ্রহণ কেবল প্রদর্শনার্থে যেহেতু এইরূপ উপার্জ্জন প্রায় অনুপঘাতেই সম্ভব।

৵০ পিতৃদ্রব্যাবিরোধেন যদন্যৎ স্বয়মর্জ্জিতং। মৈত্রমৌদ্বাহিকঞ্চৈব (ও) দায়াদানাং ন তদ্ভবেৎ*। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(গ) ঔদ্বাহিকং—জামাতৃতয়া শ্বশুরাদিতো-লব্ধং। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৫।

মৈত্রাদি গ্রহণং প্রদর্শনার্থং এবমাদিষু প্রায়েণানুপঘাত সম্ভবাৎ। দা. ভা. পৃ. ১২২।

প্রমাণ ১/০ বিদ্যাদ্বারা প্রাপ্ত ও শৌর্য্যদ্বারা উপার্জ্জিত যে ধন এবং যাহা সৌদায়িক (ক) বিভাগ কালে তাহা তদর্জ্জকের সমদায়াদরা চাহিতে পারিবেন না*। ব্যাস

(ক) পিতা ও পিতৃব্যাদি সুদায় সম্পর্কীয় হইতে অনুগ্রহেতে লব্ধ যাহা তাহা সৌদায়িক*।

১/০ বিদ্যাপ্রাপ্তং শৌর্য্যধনং যচ্চ সৌদায়িকং (ক) ভবেৎ। বিভাগকালে তত্তস্য নান্বেষ্টব্যং স্বরিকিথভিঃ*। ব্যাসঃ

(ক) পিতৃপিতৃব্যাদিভ্যঃ সুদায়সম্বন্ধিভ্যঃ প্রসাদাদিনা লব্ধং সৌদায়িকং*।

প্রমাণ ।০ পিতৃদ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া স্বশক্তিতে যাহা উপার্জ্জন করে তাহা দায়াদগণকে দিবে না, বিদ্যার্জ্জিত ধনও দিবে না*। ব্যাস।

।০ অনাশ্রিত্য পিতৃদ্রব্যং স্বশক্ত্যাপ্নোতি যদ্ধনং। দায়াদেভ্যো ন তদ্দদ্যাৎ বিদ্যালব্ধন্তু যদ্ভবেৎ*। ব্যাসঃ।

* দ্রষ্টব্য—দা. ভা, পৃ, ১২১ ও ১২২। দা, ক্র, সং, পৃ, ৩১—৩৬। বি. দা. ভা, দী, র, ৫।

† পরন্তু ভক্ষণাদি উপভোগার্থ ধনোপঘাত গৃহস্থিতের অবশ্যই কর্ত্তব্য হওয়াতে, তদর্থে যে উপঘাত তাহা ধনার্জ্জনার্থ নয়, ধনার্জ্জন নিমিত্তে যে উপঘাত তাহাই প্রয়োজক তাহা হইলে অতি প্রশক্তি হইল না। এই হেতু বিশ্বরূপ কহিয়াছেন যদি পিতৃ দ্রব্য দিয়া ধন উপার্জ্জিত না হয় তবে তাহা তদর্জ্জকের অসাধারণধন—বৈবাহিক ধনের ন্যায় উক্ত. কেবল ভক্ষণাদি উপভোগমাত্রে সাধারণ হয় না যেহেতু তাহা স্তন্য পানাদির তুল্য। অতএব পুত্রের উপনয়নে ও বিবাহে পিতা উৎসুক হইয়া বহুতর ধন ব্যয় করিলেও ব্রহ্মচর্য্য ও সমাবর্ত্তন ভিক্ষাতে ও বিবাহে প্রাপ্ত ধন সাধারণ নয় যেহেতু তাহাতে ধনপ্রাপ্তির আশায় ধন ব্যয় করা হয় নাই—এতাবতা ধনপ্রাপ্তির উদ্দেশে সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত ধনই সাধারণ, অন্য নয় এই সিদ্ধ। দা, ভা, পৃ, ১৩৩।

* কিন্তু ভক্ষণাদ্যুপভোগার্থ ধনোপঘাতস্য গৃহগতেনাবশ্যং কর্ত্তব্যত্বাৎ ন ধনার্জ্জনার্থত্বমুপঘাতস্য তাদর্থ্যমেব চ তৎপ্রয়োজকমিতি নাতি প্রশক্তিঃ। অতত্রবোক্তং বিশ্বরূপেণ পিতৃদ্রব্যংদত্ত্বা যদি নোপার্জ্জিতং ধনং তদা তস্যৈবাসাধারণং বৈবাহিক বদেবোক্তং নতু ভক্ষণাদ্যুপভোগ মাত্রেণ তস্য স্তন্যপানাদি তুল্যত্বাদিত্যন্তেন। অতএব পুত্রোপনয়ন বিবাহয়োঃ সোৎসুক সব্যয় পিতৃকৃত বহুতর ধন ব্যয়েঽপি নব্রতভিক্ষাদিলব্ধস্য বৈবাহিকস্য বা সাধারণ্যং ধনপ্রেপ্সয়া ধনব্যয়স্যাকৃতত্বাৎ তস্মাদ্ধনোদ্দেশেনৈব সাধারণ ধনোপঘাতেনার্জ্জিতং সাধারণং নান্যদিতি সিদ্ধং। দা, ভা, পৃ. ১৩৩

তথাচ দ্রব্য গ্রহণোদ্দেশে কৃতধন ব্যয়ে পৈত্রিক দ্রব্যের উপঘাতে অথবা পৈতৃক বিদ্যাদ্বারা যাহা অর্জ্জিত তাহাতেই অন্য ভ্রাতাদের অংশ অতএব জীমূতবাহন যে কহিয়াছেন —যদুদ্দেশে উপঘাতে অর্জ্জিত তাহা সাধারণ ইহা ন্যায্য। বি, দা, ভা, দী, র, ৫।

তথাচ দ্রব্য গ্রহণমুদ্দিশ্য ধনব্যয়ঃ কৃতঃ পৈতৃক দ্রব্যোপঘাতনতয়া পৈতৃক্যা বা বিদ্যয়া যদর্জ্জিতং তত্রেতরেষাং ভ্রাতৃণামংশিত্বং অতএব জীমূতবাহনেনাপি—তস্মাৎ যদুদ্দেশেনৈব উপঘাতেনার্জ্জিতং তৎসাধারণং ন্যায় সিদ্ধমিত্যুক্তং। বি. দা. ভা, দী, র, ৫।

অনুপঘাতে প্রতিগ্রহার্জ্জিত ধনের যে বিভাগ শিষ্টদের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে তাহা স্বভ্রাতৃস্নেহেই হউক বা পৌরুষবোধেই হউক অযোগ্য নয়। দা. ভা. পৃ. ১৩৮।

যশ্চানুপঘাতপ্রতিগ্রহার্জ্জিত ধনস্য বিভাগঃ শিষ্টানাং দৃশ্যতে স্বভ্রাতৃস্নেহেন পৌরুষবুদ্ধ্যা বা নানুপপন্নঃ। দা. ভা. পৃ. ১৩৮।

I. "What a brother has acquired by his labour, without using the patrimony, he need not give up without his assent; for it was gained by his own exertion (e).* MANU and VISHNA. Authority

(e) Since the patrimony is not used, there is no exertion on the side of the others, through the means of the common property: and, since it was obtained by the man's own labour, there is no corporal effort on the part of the rest: it is, therefore, the separate property of the acquirer alone.

II. Whatever else is acquired by the co-parcener himself, without detriment to the father's estate, as a present from a friend, or a gift at nuptials (o), does not appertain to the co-heirs. JA'-GNYAVALKYA. Authority

(o) '*Gift at nuptials*'—that is, received from the parents-in-law by reason of having become their son-in-law. W. Dá. Kra. Sang. pp. 77, 78.

Here the mention of "a present from a friend" and so forth is intended for illustration only; since it is in such modes that acquisitions are usually made without expenditure.

III. Wealth gained by science, or earned by valour, or what is *soudáyika* (k), belongs, at the time of partition, to him (who acquired it); and shall not be claimed by the co-heirs. VYA'SA. Authority

(k) What is obtained through favour or the like, from a father, uncle, or other kind relations, is *souda'yika*.

IV. What a man gains by his own ability, without relying on the patrimony, he shall not give up to the co-heirs; nor that which is acquired by learning. VYA'SA. Authority

* See Coleb. Da'. bha'. pp. 109, 110. See W. Da'. Kra. Sang. pp. 69.—83. Coleb. Dig. vol. III. pp. 332—385.

An expenditure of wealth for nourishment or other use, must however necessarily be made even by a person remaining at home; and such expenditure is not designed for the acquisition of wealth: but its having been actually intended for that purpose is a requisite (to its being the cause of gain:) consequently the supposition does not go too far. Accordingly VISHWARU'PA has said: "When wealth is not acquired by giving (or using) paternal property, it is declared not to be common, merely because property may have been used for food or other necessaries; since that is similar to the sucking of the (mother's) breast." Hence though much wealth belonging to the father have been expended in festivity at the son's initiation, or at his wedding, what is obtained by him in alms during austerities as a student, or received on account of his marriage, is not common; for that expenditure of wealth was not made with a view to gain. Da' bha'. p. 124.

The rest of the brethren can only claim shares of that wealth, for the acquisition of which money was expended (out of the family estate), or which was acquired by learning attained through the instructions of the father with a maintenance provided out of the patrimony. Accordingly it is remarked by JI'MU'TAVA'HANA, that wealth acquired by the use of the common stock employed for that very purpose, is justly considered as joint property. Coleb. Dig. III. p. 341.

The practice of dividing wealth gained by receipt of presents without expenditure of the joint property, which is observed to prevail among virtuous people, is not however unsuitable, whether founded on the mutual affection of the brethren, or on a manly sentiment. *Ibid.* p. 125.

'স্বশক্তিমাত্রে যাহা প্রাপ্ত'—ইহা সামান্যতঃ কথিত হওয়াতে এইরূপে অর্জ্জিত সকল ধনই স্বকীয় অসাধারণ ধন। বিদ্যার্জ্জিত ধন স্বশক্তিতে প্রাপ্ত হইলেও সমবিদ্বান আর অধিক বিদ্বানের সহিত সাধারণ হওয়াতে, 'বিদ্যাতে লব্ধ' এই কথা ন্যূন বিদ্বান আর অবিদ্বানকে নিরাশ করণার্থ ব্যবহৃত*।

স্বশক্তিমাত্রেণ যৎপ্রাপ্তমিতি—সামান্যোনাভিধানাৎ সর্ব্বমেবৎবিধৎ স্বীয়মসাধারণৎ দ্রব্যৎ। স্বশক্তিপ্রাপ্তস্যাপি বিদ্যাসমস্য সমাধিক বিদ্যৈঃ সাধারণত্বাৎ ন্যূন বিদ্যাবিদ্য নিরাকরণার্থৎ বিদ্যালব্ধপদৎ*।

১৭৪ ক্রমাগত বিষয় অন্যে হরণ করিলে যদি দায়াদদিগের এক জন সাধারণ ধনের উপঘাত বিনা এবং অন্যের সাহায্য বিনা উদ্ধার করে তবে তাহা অন্যের সহিত বিভাজ্য নয়*।

১৭৪ ক্রমাদভ্যাগতং দ্রব্যং অন্যেন হৃতং যদি দায়াদানামেকতমঃ সাধারণ ধনানুপঘাতেন ইতর ব্যাপারনৈরপেক্ষ্যেণচ সমুদ্ধরতি তন্নবিভাজ্যমিতরৈঃ*।

ক্রমাগত দ্রব্য হৃত হইলে যে উদ্ধার করে (গ) সে তাহা দায়াদদিগকে দিবে না এবং বিদ্যাদ্বারা লব্ধ ধনও দিবে না*।

ক্রমাদভ্যাগতৎদ্রব্যৎ হৃতমভ্যুদ্ধরেত্তু যঃ (গ)। দায়াদেভ্যো ন তদ্দদ্যাদ্বিদ্যয়ালব্ধমেবচ*॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ

(গ) উদ্ধার করে এইপদ একবচন হওয়াতে অন্যের কায়িক শ্রমেরও অভাব উক্ত হইয়াছে।

(গ) উদ্ধরেদিত্যেক বচনেন অন্যেষাৎ কায়িক ব্যাপারস্যাভাব উক্তঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ১২৯।

এতাবতা পূর্ব্বসম্বন্ধলেশ থাকিলেও উদ্ধৃত বলিয়া তাহাতে অবিভক্তদের সম্বন্ধ অপহ্নব করাতে, আদৌ উপার্জ্জিত ধনে অন্যের সম্বন্ধ এককালে ছেদ করিতেছেন। দা. ভা. পৃ. ১৩১।

তেন পূর্ব্বসম্বন্ধলেশে সত্যাপি অবিভক্তানামপ্যভ্যুদ্ধারকত্বেন তত্র সম্বন্ধৎ নিরাকুর্ব্বন্ অপূর্ব্বত্বেন স্বার্জ্জিতে সুদূরমেবানোষাৎ সম্বন্ধৎ নিরস্যতি। দা. ভা. পৃ. ১৩১।

অবিভক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অর্জ্জিত হইলেই ধনকে সাধারণ বলা প্রমাণ মূলক নয়। দা. ভা. পৃ. ১৩০।

অবিভক্তার্জ্জিতত্বমাত্রেণ ধনস্য সাধারণত্বাভিধানমপ্রামাণিকৎ। দা. ভা. পৃ. ১৩০।

এবঞ্চ অক্রমাগত স্বার্জ্জিতের ন্যায় ভূমিব্যতিরিক্ত—ক্রমাগত ধনেও এইরূপ বোধ্য। কিন্তু ভূমিতে বিশেষ আছে, তাহা বিভাজ্য নির্ণয় প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩৬২ ও ৪৬০।

এবঞ্চ স্বার্জ্জিতাক্রমাগত দ্রব্যবদেব ক্রমাগতেহপ্যেবৎরূপেণ ভূমিব্যতিরিক্তে ব্যবস্থা বোদ্ধব্যা (দা. ভা. পৃ. ১৪৬)। ভূমৌতু বিশেষোঽস্তি তদুক্তৎ বিভাজ্য নির্ণয় প্রকরণে। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৩৬২ও৪৬০

অতএব এই বচনাদির নিষ্কর্ষ এই যে—বিভক্ত বা অবিভক্ত কর্ত্তৃক সাধারণ ধনের অনুপঘাতে এবং অপরের সাহায্য বিনা (ভূমি ব্যতিরিক্ত) যাহা অর্জ্জিত হয় তাহা তদর্জ্জকেরই, তাহাতে অন্যের ভাগ নাই*।

তদেবমাদি বচনানাময়ৎ নিষ্কর্ষঃ—বিভক্তেন অবিভক্তেন বা সাধারণানুপঘাতেন অপরব্যাপার নৈরপেক্ষ্যেণচ (ভূমিব্যতিরিক্তৎ) যদর্জ্জিতৎ তদর্জ্জকস্যৈব তদবিভাজ্যমিতরৈঃ*।

কেবল বিদ্যার্জ্জিত ধনে বিশেষ আছে, তদ্‌যথা—

বিদ্যাধনমাত্রেতু বিশেষোঽস্তি, তদ্‌যথা—

১৫৭ পিতৃপিতৃব্যাদি ভিন্ন অন্য হইতে প্রাপ্ত যে কোন বিদ্যা দ্বারা সাধারণ ধনের অনুপঘাতে যাহা অর্জ্জিত হয় তাহার ভাগী ন্যূন বিদ্বান্ আর অবিদ্বান্ নয়।—কিন্তু সমান বিদ্বান্ আর অধিক বিদ্বান্ বটে*।

১৭৫ পিতৃ পিতৃব্যাদ্যতিরিক্ত প্রাপ্তয়া যয়া কয়াচিদ্বিদ্যয়া সাধারণ ধনানুপঘাতেন † যদর্জ্জিতৎ তন্নবিভাজ্যৎ ন্যূনবিদ্যাঽবিদ্যৈঃ। —সমবিদ্যাধিকবিদ্যৈস্তু বিভাজ্যমেব*।

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৩২—৩৬। দা. ভা. পৃ. ১২১—১২৩। বি. ভা. বী. ব্র. ৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১৮, ১৯, ৭১ ও ৭২। কোল. দা, ভা, পৃ, ১১৭ ও ১২০। কোল. ডা, বা, ৩, পৃ, ৩৩২—৩৮৫।

† ১৩৩, ১৩৭ ও ১৩৮ সংখ্যক ব্যবস্থা ও তৎসম্বন্ধ প্রমাণাদি দ্রষ্টব্য।

Since it is expressed in general terms, "what he gains solely by his own ability," all property, so acquired, being his own, is not common. But as the gains of science, though obtained by the man's own ability, are shared by parceners equally or more proficient in knowledge, the phrase 'nor that which was acquired by learning', is subjoined for the sake of excluding illiterate or less learned parceners.

174 If one of the co-heirs, without expenditure of the joint funds or unaided by the exertions of the other co-heirs, recover ancestral property usurped (before), such property is not divisible among them.* Vyavasthá

He who recovers (g) hereditary property, which had been usurped, shall not give it up to the co-parceners: nor what has been gained by science*. JA'GNYAVALKYA. Authority

(g) The word "recovers" being used in the singular number, it is meant that the recovery must be even without the corporal aid of another. SRI'KRISHNA's commentary on the *Da'yabhaga*, Sans. p. 120.

Thus the author, denying the right of unseparated co-heirs, in the property, because it has been recovered, although a trace of the former right exist, denies the remoter title of the rest to wealth originally gained by the man himself*.

The declaring of property common, merely because it was gained by an unseparated co-parcener, is not (therefore) grounded on authority

The rule must be understood in the instance of any such hereditary property, other than land, exactly as in the case of property not hereditary, but acquired by the man himself. (Dá. bhá. p. 135). Regarding land there is an especial rule. See *ante*, pp. 363 & 461.

This therefore is ascertained from the above and other texts:— What has been acquired by a separated or an unseparated parcener without adventure of the joint stock, and without the corporal aid of another, belongs exclusively to the acquirer, and is indivisible with the rest.*

There is only a distinction in regard to the gains of science, which is as follows:—

175 What is gained through any science not acquired from a member of the family, and without the use of the joint-stock,† is not liable to partition among the less learned and ignorant co-heirs, although divisible among the parceners of equal or superior learning. Vyavastha'

* See W. Da'Kra. Sang. pp. 78, 79, 71 & 72. Coleb. Da'. bha'. pp. 117 & 120. Coleb. Dig. vol, III. pp. 332—385.

† See *Vyavastha's* Nos. 166. 167 & 168 and the authorities relative there to.

৶৹ বিদ্বান্ বিদ্যার্জ্জিত কোন ধন অবিদ্বান্‌কে দিবে না। কিন্তু সমান আর অধিক বিদ্বান্‌কে ঐ ধন দিবে। কাত্যায়ন।

৶৹ না বিদ্যানান্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্বচিৎ। সমবিদ্যাধিকানান্তু দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনং। কাত্যায়নঃ।

৶৹ বিদ্যাদ্বারা যে ধন উপার্জ্জিত তাহা কেবল তদর্জ্জকের, (জ) এবং মিত্র হইতে প্রাপ্ত, ও মাধুপার্কিক (ট) ধনও তত্তদর্জ্জকের। মনু।

৶৹ বিদ্যাধনন্তু যদ্‌যস্য তত্তস্যৈব (জ) ধনং ভবেৎ। মৈত্রমৌদ্বাহিকঞ্চৈব মাধুপর্কিকমেবচ (ট)। মনুঃ।

(জ) সে ধন কেবল তদর্জ্জকেরই—ইহা বলাতে ন্যূন বিদ্বান্ আর অবিদ্বান্‌কে নিরাশ করা হইয়াছে। দা. ভা. টী. পৃ. ১২৩।

(জ) তত্তস্যৈবেত্যেবকারাৎ—ন্যূনবিদ্যাবিদা ব্যবচ্ছেদঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ১২৩।

(ট) মাধুপর্কিক—অর্থাৎ যাজনকার্য্যে লব্ধ। দা. ভা. টী. পৃ. ১২৩।

(ট) মাধুপর্কিকং—আর্ত্বিজ্যলব্ধং। দা. ভা. টী. পৃ. ১২৩।

মাধুপর্কিক—মধুপর্ককালে পূজ্যতা প্রযুক্ত লব্ধ।

মাধুমর্কিকং—মধুপর্ককালে পূজ্যতয়া লব্ধং। কুল্লূকভট্টঃ।

* অতএব বিদ্যাধন বিষয়ে ব্যবহৃত অবিভাজ্য পদ কেবল ন্যূন বিদ্বান আর অবিদ্বানের প্রতি খাটে, কেননা যে বিদ্যাধন অবিভাজ্য কথিত হইয়াছে তাহাও সমবিদ্বান্ আর অধিক বিদ্বানের সহিত বিভাজ্য।

তেন বিদ্যাধন বিষয়ে ব্যবহৃতাবিভাজ্য পদং কেবলং ন্যূন বিদ্যাবিদায়ৌ প্রতি প্রযুজ্যং—যদ্বিদ্যাধনমবিভাজ্যমুক্তং তস্যাপিসমবিদ্যাধিকবিদ্যৈঃসহ বিভাজ্যত্বাৎ।

বিদ্যার্জ্জিত ধনের বর্ণনা কাত্যায়ন করিয়াছেন, তদ্‌যথা—পণযুক্ত কোটি বিদ্যাতে উদ্ধার করিলে যাহা লব্ধ হয় তাহা বিদ্যার্জ্জিত ধনজ্ঞেয়, তাহা বিভাজ্য নয়। শিষ্য হইতে, যাজনদ্বারা, প্রশ্নের (উত্তরকরণ) দ্বারা, সন্দিগ্ধ প্রশ্নের নির্ণয়দ্বারা, নিজ জ্ঞান প্রকাশ দ্বারা, বাদ (বিষয়ে জয়) দ্বারা, ও উত্তমরূপ পাঠদ্বারা লব্ধ যাহা তাহাকে বিদ্যার্জ্জিত ধন কহিয়াছেন, তাহা বিভাজ্য নয়। শিল্পেতেও এই নিয়ম, মূল্য হইতে অধিক যাহা প্রাপ্ত হয়, এবং ক্রীড়া বিষয়ে পরকে বিদ্যাদ্বারা পরাজয় করিয়া যাহা লব্ধ হয় তাহা বিদ্যার্জ্জিত ধন জানিবে, তাহা বিভাজ্য নয়, ইহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন। দা. ভা. পৃ. ১৩৯ ও ১৪০।

বিদ্যাধনমাহ কাত্যায়নঃ—উপন্যস্তে তু যল্লব্ধং বিদ্যয়াপণপূর্ব্বকং। বিদ্যাধনন্তু তদ্বিদ্যাৎ বিভাগে ন নিযোজয়েৎ। শিষ্যাদার্ত্বিজ্যতঃ প্রশ্নাৎ সন্দিগ্ধ প্রশ্ননির্ণয়াৎ। স্বজ্ঞান শংসনাৎ বাদাৎ লব্ধং প্রাধ্যয়নাচ্চ যৎ। বিদ্যাধনন্তু তৎপ্রাহুর্বিভাগে ন নিযুজ্যতে। শিল্পেম্বপি হি ধর্ম্মোঽয়ং মূল্যাদ্‌যচ্চাধিকং ভবেৎ। ‘পরং নিরস্য যল্লব্ধং বিদ্যয়া দ্যূত পূর্ব্বকং। বিদ্যাধনন্তু তদ্বিদ্যান্নবিভাজ্যং* বৃহস্পতিঃ। দা. ভা. পৃ. ১৩৯ ও ১৪০।

* কোটিউদ্ধার—অর্থাৎ কেহ এমত পণ করিলে যে যদি উত্তমরূপে কোটিউদ্ধার করিতে পারেন, তবে আপনাকে এত দিব, সেই কোটি উদ্ধার করাতে যাহা লাভ হয় তাহা বিভাজ্য নয়। শিষ্য হইতে—অর্থাৎ অধ্যাপিত হইতে যাহা প্রাপ্ত; অথবা তান্ত্রিক মন্ত্রাধ্যেতা শিষ্য স্বদেব পূজানিমিত্ত যাহাদেয় কিম্বা বেদপাঠার্থ আগত শিষ্য গুরু পূজা নিমিত্তে যাহাদেয়। যাজনদ্বারা—অর্থাৎ যজমান হইতে দক্ষিণাদিরূপে যাহা লব্ধ হয়;—দক্ষিণা প্রতিগ্রহ নয়, কেননা তাহা বেতনস্বরূপ; এবং

* উপন্যস্তে—অর্থাৎ যদি ভবান্ ভদ্রকমুপন্যস্যতি তদাভবতে ময়া এতাবদ্দেয়মিতি পণিতং ভদ্রোপন্যাসংনিস্তীর্য যল্লব্ধং তন্ন বিভাজ্যং। শিষ্যাৎ—অধ্যাপিতাৎ যৎপ্রাপ্তং অথবা শিষ্যোঽয়ং তান্ত্রিক মন্ত্রাধ্যেতা স্বদেবপূজাদ্যর্থং যদ্দদাতি যদ্বা বেদপাঠার্থমাগতঃ শিষ্যো গুরুপূজাদ্রব্যং যদ্দদাতি। আর্ত্বিজ্যতঃ—যজমানাৎ দক্ষিণাদিনা যল্লব্ধং,—দক্ষিণাচ ন প্রতিগ্রহো, বেতনরূপত্বাৎ তস্যাঃ, এবং যাজন সময়ে দেবপূজার্থং দ্রব্যং ঋত্বিক্ পূজাদ্রব্যং বা। প্রশ্নাৎ—যৎ-

I No part of the property, which is gained by science, need be given by a learned man to his unlearned co-heir: but such property should be yielded by him to those who are equal or superior in sicence. KA'TYA'YANA.

Authority

II The gains of science do, however, belong exclusively (g) to him who acquired the same, and so does any thing given by a friend, received on account of marriage, and what is obtained as *ma'dhuparkika* (j). MANU.

Authority

(g) By the use of the term *'exclusively'* an illiterate person and one of inferior learning are excepted. SRI'KRISHNA's commentary on the *Da'yabha'ga.* Sans. p. 123.

Hence the term *'impartible'* as used in the present instance affects only an illiterate co-heir and one of inferior learing; inasmuch as the gains of science which are declared impartible are in fact divisible among the brothers of equal or superior learning.

(j) *'Ma'dhuparkika'*] Obtained by officiating as a priest. SRI'KRISHNA's commentary on the *Da'yabha'ga.* Sans. p. 123.

As a mark of respect at the time of giving a *madhuparka.* KULLU'KA.

The gains of science are explained by KA'TYA'YANA, thus: "what is gained by the solution (of a difficulty,) after a prize has been offered, must be considered as acquired through science, and is not included in partition (among co-heirs). What has been obtained from a pupil, or by officiating as a priest, or for (answering) a question, or for determining a doubtful point, or through display of knowledge, or by (success in) disputation, or for superior (skill in) reading (*the Vedas,*) the sages have declared to be the gains of science, and not subject to distribution. The same rule likewise prevails in the arts; for the excess above the price (of the common goods), and what is gained through skill by winning from another a stake at play, must be considered as acquired by science, and not liable to partition: so VRIHASPATI has ordained*."

* '*By the solution (of a difficulty*')—As where one agrees with another, 'If you solve this well, I will give you so much money': after such an offer, if one solve the difficulty and obtain the prize, it is not subject to distribution. '*From a pupil*'—that is, what is received from one to whom instruction has been afforded; or what the pupil, studying the texts of *Tantras,* gives for the worship of the gods, or similar purposes; or what a student, coming to read the *Vedas,* gives as a mark of respect to his preceptor. '*By officiating as priest*'—that is, what is received as a fee or gratuity from a person employing him to officiate at a sacrifice: these are fees, not presents; for they are similar to wages or hire; or what is given during sacrifice as a pious oblation to the gods, or as a mark of respect for the officiating priest. '*For (answering) a question*'—that is, a question relative to science being solved, if any one, through satisfaction, give any thing which had not been previously offered. '*For determining a doubtful point*'—that is, for determination on a question, proposed with a view to the removal of doubt, and in this

কাত্যায়ন আরো কহেন—পরকর্ত্তৃক প্রতিপালন হওনাবস্থায় অন্য হইতে শিক্ষিত যে বিদ্যা তদ্দ্বারা উপার্জ্জিত যে ধন তাহা বিদ্যাদ্বারা লব্ধ কথিত হয়*।

পুনঃ কাত্যায়নঃ—পরভক্তোপযোগেন বিদ্যা প্রাপ্তান্যতস্তু যা। তয়ালব্ধং ধনং যত্তু বিদ্যালব্ধং তদুচ্যতে*।

## ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.। পাঁচ ভ্রাতা ছিল, তন্মধ্যে এক জন পিতৃ মরণোত্তর একখানি নিষ্কর গ্রাম আপন নামে ও অন্য এক ভ্রাতার নামে হাসিল করে, এবং উপর্য্যুক্ত চারি ভ্রাতাকে আর এক পত্নীকে রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। এই গ্রামে সকল ভ্রাতার অধিকার, অথবা যে২ ভ্রাতার নামে দলীল লিখা গিয়াছে তাহাদেরই অধিকার?

শুদ্ধ নিজ ধনে ও শ্রমে উপার্জ্জিত ধন ভ্রাতাদের মধ্যে বিভাজ্য নয়।

উ.। পৈতৃক বিষয়ের উপঘাত বিনা কোন শারিকে স্থাবর অস্থাবর বিষয় উপার্জ্জন করিলে তাদৃশ উপার্জ্জিত বিষয়ে তাহারই কেবল অধিকার, তাহা দাওয়া করিতে তদ্‌-ভ্রাতাদের কোন অধিকার নাই। যদি তাহারা সাধারণে শ্রম করিয়া ও ধন দিয়া থাকে তবে উপার্জ্জিত ঐ বিষয় ভ্রাতাদের মধ্যে সমানরূপে বিভক্ত হইবে, যথা মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন—" পৈতৃক দ্রব্যের উপঘাত বিনা কোন ব্যক্তি আপন ক্ষমতায় যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা সে সমদায়াদদিগকে দিবে না, এবং বিদ্যাদ্বারা যাহা উপার্জ্জিত হয় তাহাও দিবে না "। " পৈতৃক ধন ক্ষয় বিনা কোন সমদায়াদ যাহা স্বয়ং উপার্জ্জন করে, যথা বন্ধু হইতে প্রাপ্ত উপঢৌকন, অথবা বিবাহে প্রাপ্ত দান, তাহার সহিত সমদায়াদের সংশ্রব নাই "। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৫. মকোদ্দমা ১৬. (পৃ. ১৬১ ও ১৬২)।

---

যাজন সময়ে দেবপূজার্থে অথবা পুরোহিত পূজার্থে দত্ত দ্রব্য। প্রশ্নের (উত্তরকরণ) দ্বারা—অর্থাৎ বিদ্যাবিষয়ক কৃত কোন প্রশ্নের সদুত্তর করিলে পণ বিনাও পরিতোষ হেতু যে যৎকিঞ্চিৎ দত্ত হয়। সন্দিগ্ধ প্রশ্নের নির্ণয়দ্বারা—সন্দিগ্ধ বিষয়ের নির্ণয়ার্থে প্রশ্নকৃত হইলে তন্নির্ণয়করণ দ্বারা, যথা যে এই শাস্ত্রার্থে আমার সংশয় দূর করিবে তাহাকে এই সুবর্ণাদিদিব এইরূপ উপস্থিত সংশয় দূরকরণ দ্বারা যাহা লব্ধ হয়, অথবা বিবাদ নিষ্পত্যর্থে আগত দুই বাদির সম্যক্ সিদ্ধান্ত দ্বারা যে ষষ্ঠাংশাদি লাভ হয়। নিজজ্ঞান প্রকাশ দ্বারা—অর্থাৎ শাস্ত্রাদিতে নিজ প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রকাশ দ্বারা যাহা লব্ধ হয়। বাদ (বিষয়ে জয়) দ্বারা—অর্থাৎ দুই জনের শাস্ত্র জ্ঞান বিবাদে অথবা জ্ঞান বিষয়ে অন্য যে কোন পরস্পর বিবাদে জয়ী হইলে যাহা লব্ধ হয়। তথা দাতব্য এক বস্তুর অনেকে প্রার্থক হইলে উত্তম পাঠ জন্য যাহা লব্ধ হয়। শিল্প বিদ্যাদ্বারা—অর্থাৎ চিত্রকর স্বর্ণকারাদি কর্ত্তৃক যাহা লব্ধ। মূল্য হইতে অধিক যাহা প্রাপ্তি হয়—অর্থাৎ সাধারণ সুবর্ণাদি আনিয়া কুণ্ডলাদি নির্ম্মাণে স্বর্ণাদির মূল্য হইতে শিল্পগুণে অধিক যাহা লাভ হয়, অপিচ দ্যূত ক্রীড়ায় অন্যকে হারাইলে যাহা লাভ হয়, সেই সমস্ত বিদ্যার্জ্জিত ধন, তাহা অন্যের সহিত বিভাজ্য নয়। দা. ভা. পৃ. ১৪০। দা. ক্র, সং, পৃ, ৭৪। দা, ভা, টী, ১৪০। বি, দা, ভা, দী, র, ৫।

কিঞ্চিৎ বিদ্যায়াং প্রশ্নে নিস্তীর্ণে অপণিতমপি যদি কশ্চিৎ পরিতোষাদ্দদাতি। সন্দিগ্ধ প্রশ্ননির্ণয়াৎ—সন্দিগ্ধার্থে নিশ্চয়ার্থং প্রশ্নেকৃতে তন্নির্ণয় জননাৎ—যোহস্মিন্ শাস্ত্রে মমসংশয়মপনয়তি তস্মৈ সুবর্ণাদিকমিদং দদামীত্যুপস্থিস্য সংশয়মপনীয় যল্লব্ধং, বাদিনোর্ব্বা সন্দেহ ন্যায়করণার্থমাগতয়োঃ সম্যঙ্ নিরূপণেন যল্লব্ধং ষষ্ঠাংশাদিকং। স্বজ্ঞান সংশনাৎ—শাস্ত্রাদিষু প্রকৃষ্ট জ্ঞানং প্রকাশ্য প্রতি গ্রহাদিনা যল্লব্ধং। বাদাৎ—দ্বয়োঃ শাস্ত্রজ্ঞান বিবাদে অন্যত্রাপি যত্র কুত্রচিদন্যোন্য জ্ঞানবিবাদে নির্জ্জিত্য যল্লব্ধং, তথৈকস্মিন্ দেয়ে (বস্তুনি) বহূনামুপস্থাপে যেনপ্রকৃষ্টমধীত্য যল্লব্ধং। শিল্পবিদ্যয়া—চিত্রকর সুবর্ণকারাদিভির্যল্লব্ধং। মূল্যাৎ যচ্চাধিকং ভবেৎ—অর্থাৎ সাধারণ স্বর্ণাদিকমাদায় কুণ্ডলাদিকং নির্ম্মায় স্বর্ণাদি মূল্যাৎ শিল্পগুণেন যদধিকং মূল্যং লব্ধং; দ্যূতেনাপি পরং নির্জ্জিত্য যল্লব্ধং, তৎসর্ব্বং বিদ্যাধনং অবিভাজ্যমিতরৈঃ সহেতি। দা. ভা. পৃ. ১৪০। দা. ক্র. সং. পৃ. ৭৪। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪০। বি. দা. ভা. দী, র. ৫।

* পরন্তু জীমূতবাহনাদির মতে পরকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়া বিদ্যার্জ্জিত ধনের অবিভাজ্যতার প্রতি আবশ্যক নিয়ম নয়, যেহেতু ভক্ষণাদির নিমিত্তে সাধারণ ধনের যে ভোগ তাহা ধনার্জ্জনার্থ উপঘাত নয়।

* পরন্তু জীমূতবাহনাদীনাং মতে বিদ্যাধনস্যাবিভাজ্যত্বে পরভক্তোপযোগস্যাবশ্যকতাভাবঃ ভক্ষণাদ্যর্থং সাধারণ ধনভোগস্য ধনার্জ্জনার্থমুপঘাতত্বাভাবাৎ।

KA'TYA'YANA further says: "Weatlh gained through science, which was acquired from a stranger, while receiving a foreign maintenance, is termed acquisition through learning."*

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several courts of judicature, and examined and approved by Sir William Macnaghten.*

Q. There were five brothers, one of whom, subsequently to the father's death, obtained a rent-free *Mouza* in his own name and in the name of one of his brothers, and died, leaving the four brothers above alluded to and a widow. Does the *Mouza* in question belong to all the brothers, or only to those in whose names the grant of it was drawn out?

The aquisition of a man made by own his means alone is not divisible among his brothers

R. Whenever property, movable or immovable, may have been gained by a co-parcener without detriment to the paternal estate, such acquisition becomes his sole property, and the other brothers have no right to claim it. Should there have been joint labour and joint funds used, the acquisition must be equally divided among the brothers, as declared by MANU and JA'GNYAVALKYA: "What a man gains by his own ability, without relying on the patrimony, he shall not give up to the co-heirs, nor that which is acquired by learning." "Whatever else is acquired by the co-parcener himself, without detriment to the father's estate, as a present from a friend, or a gift at nuptials, does not appertain to the co-heirs." Macn. H. L. vol. II. Ch. 2. Case 16 (pp. 161, 162).

form: 'I will give this gold or other consideration to him who dispels my doubts on this point of the *sha'stra*; or a fee such as the sixth part or the like received for a correct decision between two litigant parties who apply for the determination of a dubious and contested point. '*Through display of knowledge*'—[illegible]eived in a present or the like for luminously displaying his knowledge in the sacred [illegible]orth. '*By (success in) disputation*'—that is, what is gained by surpassing the opponent in a contest between two persons respecting their knowledge of sacred ordinances, or in any other controversy whatsoever concerning their respective attainments. '*For superior* [illegible] what is recieved for reading in a superior manner where a single article is to be given, and there are many competitors. '*In arts*'—that is, what is gained by painters, goldsmiths, and other artists, through skill in the arts and so forth, '*For the excess above the price*,'—that is, what is gained by getting common gold &c. and making earrings, &c. above the value of the gold &c. by the exercise of art. And also what is won by beating another at play: all these are gains of science, and indivisible with the rest. *Vide* Coleb. Dá. bha'. pp. 127-129. W. Da'. Kra. Sang. pp. 173—176. Coleb. Dig. Vol. III. pp. 336.—339. SRI'KRISHNA's commentary on the *Da'yabha'ga*, Sans. pp. 140,141.

*. According to JI'MU'TAVA'HANA and the rest, the circumstance of receiving foreign maintenance while tought by a stranger is not however a requisite condition for the wealth gained through science being indisivible, inasmuch as an expenditure for food and so forth is not considered as being designed or used for the acquisition of wealth. See *ante* p. 467.

প্র.। এক ব্যক্তি বৈমাত্র ভ্রাতার সহিত অবিভক্তরূপে একত্র বাস করতঃ অবিভক্তাবস্থায় দেশান্তরে গেল, এবং সেখানে বিষয় কর্ম্ম করিয়া কিছু ভূমি ক্রয় করিল। এমতে ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিষয় উপার্জ্জন কালে অর্জ্জকের সহিত কেবল অবিভক্ত থাকা হেতু ঐ বিষয়ের কোন অংশে অধিকারী হইবে কি না; যদি হয়, তবে তাহাদের মধ্যে কিরূপে বিষয় বিভাগ হইবে?

কোন ব্যক্তি অবিভক্ত ভ্রাতার স্বোপার্জ্জিত ধনের ভাগী নয়।

উ.। উপরিউক্ত অবস্থায় দায়ভাগাদি গ্রন্থে লিখিত মতানুসারে বিষয় উপার্জ্জন কালে উপার্জ্জকের সহিত অবিভক্ত থাকন কারণে ঐ বিষয়ের ভাগ লইতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার কোন অধিকার নাই। ১৭ এপ্রেল ১৮১৫ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৫. মকদ্দমা ১৫. (পৃ. ১৬১)।

প্র.। দুই জন হিন্দু একান্নভুক্ত থাকিয়া এজমালিতে তালুকের উপস্বত্বভোগ করিতেছিল। তন্মধ্যে এক জন ধার করা টাকা দিয়া কিছু ভূমি ক্রয় করিল। এমত অবস্থায় উক্তরূপে ক্রীত ভূমির অংশ পাইতে অন্য ব্যক্তি অধিকারী কি না?

এক শরীকে যদি ধার করা টাকা দিয়া ভূমি ক্রয় করিয়া থাকে তবে অন্য শরিকে তদ্ব্যাপারে অসংসৃষ্ট থাকিলে তাহা দাওয়া করিতে পারে না।

উ.। এই মকদ্দমাতে এমত দৃষ্ট হইতেছে যে উপরিউক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন নিজ সমদায়াদের সহিত পৈতৃক স্থাবর বিষয় এজমালিতে দখল এবং একান্নভুক্ত রূপে বাস করণাবস্থায় ধার করা টাকা দিয়া কিছু ভূমি ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু স্পষ্ট রূপে এমত লিখিত হয় নাই যে উক্ত শরিকের সম্মতি পূর্ব্বক অথবা বিনা সম্মতিতে ঐ টাকা ধার করিয়া বিষয় ক্রয় করা হয়। উক্ত অন্য শরিকের সম্মতিতে যদি ঐ কর্ম্ম করা হইয়া থাকে তবে সে ভাগ পাইতে অধিকারী, কিন্তু সে অংশমত ঋণ পরিশোধ করিবে; পরন্তু উক্ত ব্যাপারে যদি সে সংসৃষ্ট না রহিয়া থাকে তবে যে ব্যক্তি ঐ বিষয় ক্রয় করিয়াছে সেই কেবল তাহাতে অধিকারী, এবং তাহাকেই কেবল ঐ ঋণ শোধ দিতে হইবে। শহর ঢাকা, ২১ জুন ১৮১০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৫, মকদ্দমা ৬ (পৃ. ১৫১)

প্র. ১। রেস্পণ্ডেন্টের পিতামহ জমিদারি ক্রয় ও গৃহ নির্ম্মাণ করণ-কালীন আপিলান্টদের পিতা তাহার সহিত কেবল একান্নভুক্ত ছিল, ঐ ব্যয়ের কোন অংশ দেয় নাই, এবং পৈতৃক সাধারণ ধনও ছিল না, এমতে কেবল একান্নভুক্ত থাকা কারণে শাস্ত্রমতে ঐ বিষয়ের ও বাটীর কোন অংশে আপিলান্টদের কোন দাওয়া ছিল কি না?

কোন ব্যক্তি অসাধারণ রূপে বিষয় উপার্জ্জন করিলে তদ্ভ্রাতা একান্নভুক্ত থাকিলেও তাহার ভাগী নয়। এবং এক ব্যক্তি সাধারণ ভূমির উপর বাটী নির্ম্মাণ করিলে তাহাতে অন্যের ভাগ নাই, কেবল স্থানান্তরে তৎপরিমিত ভূমি দাওয়া করিতে পারে।

উ. ১। রেস্পণ্ডেন্টের পিতামহ যদি পৈতামহ বা পৈতৃক ধনের কোন সাহায্য বিনা নিজ স্বতন্ত্র শ্রমার্জ্জিতধনের উপস্বত্ব দিয়া একাকী ঐ জমীদারি ক্রয় করিয়া থাকে তবে তাদৃশ জমিদারী তাহারই স্বকীয় বিষয় তাহার অংশ লইতে অন্যকে অধিকার নাই। আর যদি সে আপনার নিজ নামে ব্রহ্মোত্তর ভূমির সনদ্ হাসিল করিয়া থাকে (এবং দৃষ্টও হইতেছে যে সে করিয়াছে) তবে অন্য ব্যক্তি তাহার ভাগ লইতে পারেনা। অপিচ সে যদি আপন স্বতন্ত্র ধনের দ্বারা পৈতামহ ভূমির উপর পাকা বাটী নির্ম্মাণ করিয়া থাকে তবে তদবস্থাতেও ঐ বাটী এমত বিষয় হইবে না যাহার দাবী সমদায়দেরা করিতে পারিবে; ভূমির শরিকদের স্ব২ অংশ পরিমাণে কেবল তদ্রূপ অন্য ভূমি পাইতে তাহার উপর দাওয়া থাকিবে। এই রীতি, অর্থাৎ অলিখিত শাস্ত্র এই, কেবল একান্নভুক্ত থাকিলেই বিষয় ভাগি হয় না।

প্র. ২। যদি উক্ত ব্যক্তিদের দাওয়াই থাকে, তবে তৎপ্রত্যেকের অংশের পরিমাণ কি? এবং রেস্পণ্ডেন্টের পিতামহ ও পিতা ৩৮ বৎসর পর্য্যন্ত দখলিকার থাকার পর পৃথক্ অংশ পাইতে আপিলান্টদিগের দাওয়া গ্রাহ্য কি না?

উ. ২। আপিলান্টরা যদি আদৌ অংশে অধিকারি হইয়া থাকে, তবে তাহারা ঐ অংশ আটত্রিশ বৎসর পরে অথবা অধস্তম চারি-পুরুষ পর্য্যন্ত যে কোন কালে লইতে পারে।

Q. A person, living with his half-brother as a joint and undivided family, without having come to a separation, proceeded to a foreign country, where he held an official situation, and purchased some landed property. In this case, is the half-brother, from the circumstance of his living in copartnership with the acquirer while the acquisition was made, entitled to any portion of the estate; if so, how will the property be shared between them?

A man has no title to share in acquisitions exclusively made by his unseparated brother.

R. Under the circumstances above stated, according to the doctrine contained in the *Dáyabhága* and other law books, the brother of the half blood has no title to participate in the property, from the circumstance of his continuing with the acquirer as a joint and undivided family when the acquisition was made. April 17th, 1815. Macn. H. L. vol. II. Ch. 5. Case 15 (p. 161.)

Q. Two Hindus were living undivided in respect of food, and in joint enjoyment of the produce of their ancestral *talook*. One of them, by means of borrowed money, purchased some lands. In this case, is the other individual entitled to participate in the lands so purchased?

Land purchased by one co-parcener with borrowed money, can not be claimed by another who was not joining in the transaction.

R. It appears in this case, that one of the individuals above alluded to, while he and his co-parcener were living in the joint possession of their patrimonial real property, and jointly in respect of food, purchased some land with borrowed money; but it is not distinctly stated whether the debt was contracted, and the purchase was made, with or without the consent of the co-parcener. Supposing the transaction to have happened with the consent of the other partner, then he is entitled to participate, and must pay the debt proportionally; but, on the other hand, if he was no party to the transaction, the purchaser has an exclusive right to the property, and he is alone bound to liquidate the debt. City Dacca. June 21st, 1810. Macn. H. L. vol. II. Ch. 5. Case 6. (pp. 151).

Q. 1. Whether, by reason of the father of the appellants having messed jointly with the grandfather of the respondent, at the time he purchased the *Zemindaree* and built the house, but without paying any part of the cost, and without there being any joint hereditary funds, the appellants had any claim in law to share in the estate or house?

Property exclusively acquired by one man is not to be shared by his brethren, though messing with him.

R. 1. If the grandfather of the respondent purchased the *Zemindaree* singly, with the produce of his separate industry, and without any aid from funds ancestral or paternal, such *Zemindaree* is property exclusively his, in which no other can have a right to participate. And if he obtained a *brohmottur sunud* for land in his own name, (which it appears he did,) no one else can participate in it. And supposing him to have built a brick house on ancestral land, with separate funds of his own, even in that case such house would not be property in which shares might be claimed by any co-parcener he might have: co-parceners in the land would only have a claim on him for other similar land, equal to their respective shares. Such is the custom, or unwritten law. From the mere circumstance of messing conjointly, co-partnership in property does not follow.

Q. 2. Supposing them to have a claim, what would be the share of each? and whether after the lapse of thirty eight years, during which the respondent's grandfather and father had been in possession, a claim on the part of the appellants, for separate shares, was maintainable?

R. 2. Had the appellants been originally entitled to shares, they could have taken them after thirty eight years, or after any length of time as far as the fourth in descent.

প্রমাণ।

দায়ভাগ-ধৃত মনুর ও বিষ্ণুর বচন—"কোন ভ্রাতা পিতৃধনের উপঘাত বিনা যাহা আপনি শ্রমে উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা স্বেচ্ছা বিনা দেওয়ার আবশ্যক নাই, যেহেতু তাহা তাহার নিজ চেষ্টায় উপার্জ্জিত"।

শংখ ও লিখিত।—"কোন পুত্র আপনার নিমিত্তে যে বাটী বা বাগান প্রস্তুত করে তাহা এবং জলপাত্র, অলঙ্কার, ভোজনাদির পাত্র, অবরুদ্ধা, বস্ত্র, জলাশয়ের বা কূপের জল, পশুচরণ স্থান ও পথ বিভাজ্য নহে; প্রজাপতি এইরূপ কহিয়াছেন"। দেবল—"অবিভক্ত দায়াদদিগের মধ্যে বিভাগ এবং বিভাগান্তে সংসৃষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে পুনর্ব্বিভাগ অধস্তন চারি-পুরুষ পর্য্যন্ত হইতে পারে; এই ব্যবস্থা"।

সদরদেওয়ানী আদালত। ৪ সেপ্টেম্বর ১৮০১ সাল। খুদিরাম শর্ম্মা ও উদ্ধবানন্দ শর্ম্মা—বনাম—ত্রিলোচন। মেক, হি, ল, বা, ২, চ্যা, ৫, মকদ্দমা ৭ (পৃ, ১৫১—১৫৩)॥

প্র.। দুই ভ্রাতায় নিজ পিতার জীবন-কালে এবং আপনারা এক পরিবার রূপে একত্র বাস করণ কালে আপন২ স্বতন্ত্র ধনে কিছু ভূমি ক্রয় করিয়া তাহা পৃথক্ রূপে দখলে রাখে; পিতার মরণে তাহার বিষয় দুই পুত্রে সমান ভাগ করিয়া লয়। তন্মধ্যে এক ভ্রাতা (যে এক্ষণে মৃত হইয়াছে) আপন পত্নীর ধন দিয়া পিতার জীবন কালীন এবং আপনারা একত্র বাস করণ কালীন যে বিষয় নিজ পুত্রের নামে ক্রয় করিয়াছিল তাহাই (এক্ষণে) বিবাদাস্পদ। এমত অবস্থায়, মৃত ব্যক্তি কর্ত্তৃক এরূপে ক্রীত বিষয়ের কোন অংশ দাওয়া করিতে জীবিত ভ্রাতার অধিকার আছে কি না?

কোন ভ্রাতা নিজ ধনে ও শ্রমে বিষয় করিলে অন্য ভ্রাতা অবিভক্ত থাকিলেও তাহাতে অধিকারী নয়।

উ.। উপরিউক্ত অবস্থায়, এমত বোধ হইতেছে না যে বিরোধীয় বিষয় পিতার অথবা জীবিত ভ্রাতার ধনে ও শ্রমে উপার্জ্জিত হইয়াছে; অতএব ঐ ভ্রাতা অর্জ্জকের সহিত একত্র থাকিলেও তদুপার্জ্জিত বিষয়ের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

প্রমাণ—

দায়ভাগে ও মিতাক্ষরাতে ধৃত নিম্ন লিখিত বচন—"পৈতৃক ধন ব্যবহার বিনা কোন ভ্রাতা নিজ পরিশ্রমে যে কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে তাহা সমদায়াদদিগকে দিবার আবশ্যক নাই, এবং বিদ্যাদ্বারা যাহা উপার্জ্জিত হইয়াছে তাহাও দিবার আবশ্যক নাই॥ পৈতৃক দ্রব্যের ক্ষয় বিনা কোন দায়াদ যে কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে—যথা বন্ধু হইতে প্রাপ্ত উপঢৌকন অথবা বিবাহে প্রাপ্ত দান—তাহার সহিত দায়াদের সংশ্রব নাই"।

ঢাকা কোর্ট আপিল, ১৮ জানুয়ারি ১৮২০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৫. মকদ্দমা ১০. (পৃ ১৫৬)।

প্র.। এক বালক অন্নপ্রাশন-কালে কিছু অলঙ্কার ও আর২ দ্রব্য যৌতক* পায়, তাহার মাতা ঐ সকল বিক্রয় করিয়া সেই টাকা দিয়া তাহার নামে এক স্থাবর বিষয় ক্রয় করে, এমত অবস্থায় তাহার সহোদর ভ্রাতা ঐ বিষয়ে তাহার সহিত ভাগী হইতে অধিকারী কি না?

কোন বালকের যৌতুক ধনে ক্রীত ভূমি বিভাজ্য নয়।

উ.। যে কোন বস্তু তাহা অলঙ্কার বা অন্য পদার্থ হউক কোন বালককে যদি যৌতক রূপে দত্ত হয় অর্থাৎ তাহার কোন সংস্কার কালে তাহাকে দেওয়া যায়, তাদৃশ দান নিতান্তই তাহার অসাধারণ সম্পত্তি, অতএব তাহার ধন দিয়া তাহার মাতা যে বিষয় ক্রয় করিয়াছেন তাহাতে তৎসহোদর ভ্রাতার কোন অধিকার নাই। জিলা মেদিনীপুর, ২৫ নবেম্বর ১৮১৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৫, মকদ্দমা ৩, (পৃ ১৫৯—১৬০)।

---

* বিবাহ কালে প্রাপ্ত যাহা তাহার নাম যৌতক। মিশ্রণ বোধক যু-ধাতুতে প্রত্যয় যোগে—বর ও কন্যাদ্বের মিলন বোধক—যৌতক পদ নিষ্পন্ন; তৎকালে যাহা প্রাপ্তি হয় তাহার নাম যৌতক; কিন্তু প্রত্যেক সংস্কার কালে যাহা দত্ত হয় তাহা বুঝাইতে সচরাচর যৌতক পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

*Authorities.*—The text of MANU and VISHNU, *laid down* in the *Da'yabha'ga*: "What a brother has acquired by his labour, without using the patrimony, he need not give up without his assent; for it was gained by his own exertion."

SANKHA and LIKHITA:—"There is no division of a house or garden made by one son for himself; nor of water-pots, ornaments, utensils for food, and the like, nor of concubines or clothes, nor of water in pools or wells, nor of pasture grounds and roads: so said the lord of created beings."

DEVALA:— "Partition of heritage among undivided parceners, and a second partition among divided relatives living together after re-union, shall extend to the fourth in descent: this is a settled rule."

Sudder Dewanny Adawlat. September 4th 1801. Khudira'm Sarmá and Uchchhabánanda Sarmá *v.* Tirlochan. Macn. H. L. (vol. II.) Ch. 5, Case 7 (pp. 151—153).

Q. There were two brothers who during the life-time of their father, and while they were living together as an united family, purchased some landed property with their respective separate funds, and retained their respective acquisitions severally, not jointly. On the death of the father, his property was shared equally by his two sons. The property in dispute is that which one of the brothers, since deceased, purchased in the name of his son with his wife's money, while his father was alive, and while they were living in a state of union. In this case, is the surviving brother entitled to claim any share of the property so purchased by the deceased?

One brother, though of an united family, has no claim to the property of another, if acquired with separate funds and labour.

R. Under the circumstances above stated, it does not appear that the property in question was acquired either with the funds or labour of the father or of the surviving brother; consequently the brother, though living in a state of union with the acquirer, has no concern with his acquisition.

*Authorities.*—

The following texts are laid down in the *Da'yabhag'a* and *Mita'kshara'*: "What a brother has acquired by his labour without using the patrimony, he need not give up to the co-heirs; nor what has been gained by science."

"Whatever else is acquired by the co-parcener himself, without detriment to the father's estate, as a present from a friend, or a gift at nuptials, does not appertain to the co-heir." Dacca Court of Appeal. January 18th. 1820. Macn. H. L. vol. II. Ch. 5, Case 10 (p. 156).

Q. A boy received some jewels and other articles as *joutuka* * at the time of his *anna-pra'suna*; and his mother having sold those presents, purchased a landed estate with the produce of the sale in his name. In this case, is his other uterine brother entitled to share it with him?

Land purchased for a boy by means of his *joutuka* is not liable to partition.

R. Whatever property (whether consisting of ornaments or other effects) is given as *joutuka* to a boy, that is to say, presented to him at the period of one of his initiatory ceremonies, such gift is his exclusive and absolute property; consequently his uterine brother has no title to share the property which was purchased by his mother with his funds. Zillah Midnapore, November 25th, 1817. Macn. H. L. vol. II. Ch. 5, Case 13 (pp. 159, 160).

* The term "*joutuka*" signifies any thing received at the time of marriage. It is derived from the verb *ju* (to mix) by adding the neuter suffix, as an union of bride and bridegroom takes place at the time of marriage. What is then received is called *joutuka*; but the term is generally used to signify donations given at the time of each of the *Sanska'ras* or ceremonies.

রাধাচরণ রায় (প্রতিবাদী) আপিলান্ট—বনাম—কৃষ্ণচরণ রায় ও গুরুচরণ রায় রেস্‌পণ্ডেন্ট্‌।

১৭৩ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

প্রতিবাদী সদর দেওয়ানী আদালতে প্রধানতঃ যে সকল ওজরে আপিল করে তদ্‌যথা, প্রথমতঃ—'যেহেতু বিরোধীয় বিষয় আমি নিজ চেষ্টায় উদ্ধার করিয়াছি অতএব রেস্‌পণ্ডেন্টদের অপেক্ষা অধিক অংশ আমার পাওয়া উচিত; দ্বিতীয়তঃ—মৃত রামদুলালের পত্নী যে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৩ ধারা ক্রমে দাবীদার হইয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহার অন্নাচ্ছাদনের অতিরিক্ত পাইতে অধিকার নাই; যদি কস্মিন্‌ কালে তাহার কোন অধিকার হইয়াও থাকে, আমি (আপিলান্ট) সাক্ষিদ্বারা প্রমাণ করিতে পারি যে সে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে'। এই মকদ্দমাতে রায় দেওনে আদালত বিবেচনা করিলেন যে আপিলান্ট (১৭৭৮ সালে যে মকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি হয় তাহাতে) পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়া সন্তোষ রায়ের অপহৃত ঐ বিষয় উদ্ধার করিয়াছে বলিয়া যে নিজ ভ্রাতাদের অপেক্ষা অধিকাংশ দাওয়া করে তাহা টিকিতে পারে না—কেননা ঐ দাওয়া যদি ন্যায়মূলক হইত তবে যৎকালে ১৭৭৮ সালে নিষ্পন্ন মকদ্দমা দায়ের ছিল তৎকালেই সে তাহা উপস্থিত করিত, তাহাতে যে কারণের উপর এক্ষণে নির্ভর করে তদ্দ্বারা আর ২ দাওয়াদার অপেক্ষা সমুদয় জমিদারির অধিকাংশ পাইতে যোগ্য হইত—প্রত্যুত যে ডিক্রীর উপর বর্ত্তমান মকদ্দমাতে উভয় পক্ষের অধিকার স্থির করে সেই ডিক্রি অনুসারেই জমীদারী সমান ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উক্ত বিধবার অধিকার বিষয়ে আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতদিগের প্রতি প্রশ্ন করিলেন তাঁহাদের দত্ত উত্তর অথচ বিবাদ ভঙ্গার্ণবের অনুবাদ দৃষ্টে প্রকাশ হইল যে সে নিজ পতির সমুদয় বিষয়ে অধিকারিণী; এবং অপিলান্টের এই এজহার যে ঐ বিধবা নিজ স্বত্ব বাচনিক রূপে পরিত্যাগ করিয়াছে আদালতের বিবেচনায় বিশ্বাস যোগ্য নহে কেননা উক্তরূপ মকদ্দমা সকলে বাচনিক প্রমাণ গ্রাহ্য হইলে অনেক ক্লেশ ও অন্যায়ের সোপান হইবে। এতাবতা সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুক্ত স্পেকি সাহেব জিলার ডিক্রী স্থিরতর রাখিলেন, অধিকন্তু আদেশ করিলেন যে ঐ বিধবাকে তৎপতির অংশে অর্থাৎ কুশল রায়ের অংশের চারি ভাগের ভাগে দখল দেওয়ান উচিত হয়।* ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮০১ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৩৩ ও ৩৩৪।

মৃত গদাধর সেনের পত্নী কিশোরীমণি দাসী (বাদিনী) আপিলান্ট—বনাম—শ্রীকান্ত সেন ও পার্ব্বতি দাসী (প্রতিবাদি) রেস্‌পণ্ডেন্ট।

১৭৩ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর

জিলার জজ শ্রীযুক্ত রবর্ট টরেন্স্‌ সাহেব নিম্ন লিখিত মর্ম্মে বিচার করিলেন—প্রকাশ যে বাদিনির স্বামী ও প্রতিবাদিরা এক অবিভক্ত পরিবার ছিল; এবং ইহাতেও সন্দেহ নাই যে বিরোধীয় বিষয় নিলামে শ্রীকান্ত সেনের নামে খরিদ হয়। যে কথার নির্ণয় আবশ্যক তাহা এই যে ঐ খরিদ সাধারণ ধনে হয় কি বাদিনীর স্বামির ধনে, অথবা রেজেষ্টরি বহিতে লিখিত খরিদার শ্রীকান্ত সেনের ধনে হয়। প্রমাণেরদ্বারা সাব্যস্ত যে খরিদের নিমিত্তে যে টাকা দেওয়া হয় তাহা শ্রীকান্ত সেনের, এমত অবস্থায় হরিবংশ লাল প্রভৃতির বিরুদ্ধে সুবংশ লালের মকদ্দমায়, ও তিলকধারি সিংহের বিরুদ্ধে প্রতাপ বাহাদুর সিংহের মকদ্দমায় হয় যে নজীর (যাহা সদর দেওয়ানী আদালতীয় রিপোর্টের প্রথম বালামের ৯১ ও ১৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) তদনুসারে সে (অর্থাৎ শ্রীকান্ত সেন) একাকী উক্ত বিষয়ে অধিকারী। অপিচ ঐ খরিদ ১২৩১ সালের ২৮ ফালগুন মোতাবেক ১৮২৫ সনের ১০ মার্চ তারিখে হয় এবং এই মকদ্দমা ১২৪৪ সালের ২২ বৈশাখ মোতাবেক্‌ ১৮৩৭ সালের ৩ মে তারিখে হয়। এতাবতা যেহেতু সাক্ষ্যদ্বারা সাব্যস্ত যে

---

* এই মকদ্দমাতে পৈতৃক বিষয় নিজ চেষ্টায় উদ্ধার করণের জন্য পুরস্কার স্বরূপ অধিকাংশ পাইবার যে দাবী তাহা এই মকদ্দমার বিশেষ অবস্থা জন্যই নামঞ্জুর হয়, শাস্ত্রানুসারে অগ্রাহ্য বলিয়া হয় নাই, কেননা কোন দায়াদ সাধারণ বিষয় উদ্ধার করিলে শাস্ত্রে বিধান করিয়াছেন যে সে নিজ অংশাতিরেকে চতুর্থাংশ পাইবে। দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ১৫৩।—উক্ত ফয়সলার নীচে লিখিত মন্তব্য কথা।

*Rádhá Charan Ráy, (Defendant,) Appellant,* versus *Krishna Charan Ráy and Guru Charan Ráy, Respondents.*

Case bearing on the Vyavasthá No. 163.

The defendant appealed to the Sudder Dewanny Adawlut, insisting, chiefly, 1st, that as the estate was recovered to the family by his exertions, he was entitled to a larger portion of it than the respondents; 2nd, that the widow of Rámdulál (who had come forward with a claim under section 13, Regulation III of 1793) had no right to more than a maintenance; and that if she ever had any such right, she, as the appellant could prove by witnesses, had relinquished it. In passing judgment on the case, the Court remarked that the claim of the appellant to hold a larger share of the family estate than his brothers, on the ground of his having undertaken the trouble and expence of recovering it from the usurpation of Santosh Ráy (by suit in which judgment was obtained in 1778) could not now be supported, for that were it founded on justice, it would have been brought forward by him when the cause, determined in 1778, was depending; as it would have entitled him, on the principle now insisted on, to a larger portion of the whole *Zemindaree* than the other claimants; whereas by that decree on which the rights of both parties in this case were grounded, the *Zemindaree* was divided into six equal portions. With respect to the right of the widow, the Court put a question to their *pandits*, by whose answer, as well as by a reference to the Digest of Hindu Law, it appeared, that she was entitled to the whole estate of her deceased husband; and the Court considered that the assertion of the appellant, that the widow had verbally relinquished her right, was not entitled to any weight, inasmuch as the admission of oral testimony in cases of this nature would open a door to much fraud and injustice. The Sudder Dewanny Adawlut (present P. Speke) therefore affirmed the zillah decree, further directing that the widow should be put into possession of her husband's fourth share of the portion of Kushal Ráy*. 25th February 1801. S. D. A. vol. I. pp. 33, 34.

*Kishori mani Dási, widow of Gadádhur Sen, (plaintiff,) appellant,* versus *Srikánta Sen and Párbatí Dási, (Defendants,) Respondents.*

Cases bearing on the Vyavasthá No. 173.

I. The zillah judge, Mr. R. Torrens, gave judgment to the following effect.—It is clear that the plaintiff's husband and the defendants formed a joint undivided family and there is no doubt that the property in dispute was purchased at public sale in the name of Srikánta Sen. The question to be cleared up is whether the purchase was made with joint funds or with money belonging to the plaintiff's husband or to Srikánta Sen, the recorded purchaser. The evidence goes to the proof, that the money paid for the purchase belonged to Srikánta Sen, under such circumstances he is exclusively entitled to the property under the precedent of Subans Lál *versus* Harbans Lál and another; and of Pratáp Bahádur Singh *versus* Tilokdhárí Singh, at pages 91 and 187, vol I. Sudder Dewanny Adawlut Reports. Further, the sale took place on 28th Phalgun 1231, corresponding with 10th March 1825 B. S., and this suit was instituted on the 22nd Bysack 1244, corresponding with the 3rd May 1837. As Srikánta

* The rejection of the appellant's claim in this case to a remuneration, which would consist in the allotment of a superior portion for his exertions in the recovery of his patrimony, was founded on special circumstances in this case, and did not proceed on the legal inadmissibility of that claim, the Hindu law sanctioning the allotment for an additional portion in such cases, with one quarter to the heir who retrieves the common property. *Dáybhága,* Ch. VI· Sect. II. p. 29. Coleb. Note on the above decision.

শ্রীকান্ত নিজ ক্রয়ানুসারে নালিশ উপস্থিতির পূর্ব্বে ১২ বৎসর দখিলকার ছিল, অতএব ইহা শুনা যাইতে পারে না। এতাবতা প্রধান সদর আমিনের ডিক্রীর যে অংশে উক্ত ক্রয় সাধারণ ধনে হওয়া কথিত হইয়াছে এবং যাহাতে বাদিকে সরেনও নালিশ করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা অবশ্য রদ হইবে।

অনন্তর আসল বাদির আবেদনক্রমে সদর আদালতে খাস আপীল মঞ্জুর হয়।

উক্ত আদালতের জজ মে. রবর্ট বারলো সাহেব জিলার জজের ডিক্রী বহাল রাখিলেন। ৪ জানুআরি ১৮৪২ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৭. পৃ. ৬৭ ও ৬৮।

কালী প্রসাদ রায় প্রভৃতি আপিলান্ট—বনাম—দিগম্বর রায় রেস্পণ্ডেন্ট।

৶০. পরগণা বিনোদ নগরের অন্তর্গত মৌজে গহরির ১১ আনা অংশ যাহা কৃষ্ণদেব রায়ের জমীদারি বটে তদ্বিষয়ে আদালতে ইহা সাব্যস্ত হওয়া বোধ হইতেছে যে তাহার মৃত্যুর পর ঐ বিষয় তৎপুত্র কাশীনাথের ও রাজচন্দ্রের ও বাদির যৌত দখলে ছিল; কাশীনাথ ও রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাহা বাদির ও প্রতিবাদিগণের ও রাজচন্দ্রের স্ত্রী মোসম্মাৎ গৌরমণির দখলে ছিল; এবং ঐ পরিবারীয় ব্যক্তিরা পৃথক্ হইয়া ছিল। লাট মোস্তলের বিষয়ে আর পত্তনি তালুক নিজগহরি—যাহার অর্দ্ধেক রেস্পণ্ডেন্ট এই এজাহারে দাওয়া করে যে তাহা তৎকর্ত্তৃক পরিবারের এজমালি ধনে রামসুন্দর রায়ের নামে খরিদ হইয়াছে—তদ্বিষয়ে আদালত বিবেচনা করেন সাবুদের দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে ঐ সকল জমী যৎকালে রামসুন্দর রায় পরিবারের সহিত একত্রিত ছিল তৎকালে সে তাহার নিজ নামে ও এক চাকরের নামে খরিদ করে; ঐ বিষয় পরিবারের যৌত ধনের দ্বারা যে সে ক্রয় করিয়াছে ইহার কোন প্রমাণ নাই; প্রত্যুত, প্রকাশ পাইতেছে যে ঐ সকল ভূমির উপস্বত্ব সে (অর্থাৎ রাম সুন্দর) একাকী ভোগ করিয়াছে; এবং সমস্ত প্রমাণের দ্বারা প্রকাশ যে সে ঐ ভূমি নিজ ধনে ক্রয় করিয়াছে। অতএব মকদ্দমার অবস্থানুসারে শাস্ত্র কি তাহা নির্ণয় নিমিত্ত আদালত নিযুক্ত পণ্ডিতদিগের প্রতি নিম্ন লিখিত প্রশ্ন করিলেন।

১। যদি কোন অবিভক্ত পরিবারের মধ্যে রামসুন্দর রায় নামক এক জন স্বকীয় পরিশ্রমার্জ্জিত ধনের দ্বারা পরিবারের যৌত ধনের সাহায্য বিনা লাটমস্তোল ও পত্তনি তালুক নিজগহরি খরিদ করিয়া থাকে, তবে ঐ সকল ভূমির অংশ পাইতে পরিবারীয় অন্য ব্যক্তিরা অধিকারি কি না?

২। অবিভক্ত পৈতৃক বিষয়ের কোন অংশে মোসম্মাৎ গৌরমণি অধিকারিণী কি না, যদি হয়, তবে কি পরিমিত অংশে অধিকারিণী?

৩। উপরি উক্ত অবস্থায়, রামসুন্দরের ক্রীত বিষয়ের অংশে গৌরমণির যথা শাস্ত্র কোন অধিকার আছে কিনা?

পণ্ডিতেরা যে উত্তর করিলেন তাহা এই যে—যদি রামসুন্দর নিজ পরিশ্রমার্জ্জিত পৃথক্ ধনে পরিবারের সাধারণ ধনের সাহায্য বিনা লাট মস্তোল ও পত্তনি তালুক নিজ গহরি ক্রয় করিয়া থাকে তবে ঐ সকল ভূমি কেবল তাহার, এবং তৎপরিবারের আর কাহারো তদংশ লইতে অধিকার নাই। মোসম্মাৎ গৌরমণির পতি বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে পৈতৃক বিষয়ের যে এক তেহাই অর্শিত তাহাতে গৌরমণি যাবজ্জীবন অধিকারিণী, কিন্তু রামসুন্দরের নিজ ধনে অর্জ্জিত বিষয়ের অংশ লইতে তাহার অধিকার নাই।

পণ্ডিতদিগের এই মত বিবেচনা করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুক্ত আর. কর সাহেব ও জি. অস ওয়াল্ড্ সাহেব স্থির করিলেন যে কৃষ্ণদেব রায়ের পৈতৃক বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত হওয়া

was in possession, as proved by the evidence, under the purchase made by him, for a period of 12 years prior to the institution of the suit, it cannot be heard. So much of the Principal Sudder Ameen's decree, therefore, as declares that the purchase was made with the joint funds and gives the plaintiff leave to sue *de novo*, must be reversed.

A special appeal was then admitted by the Sudder Dewanny Adawlut on the application of the original plaintiff.

The Court (present Mr. R. Barlow) confirmed the decree of the Zillah judge. 4th January 1842. S. D. A. R. vol. VII. pp 67,68.

*Ka'li'prasa'd Ra'y and others, Appellants* versus *Digambar Ra'y, Respondent.*

II. With respect to 11 annas share of mouza Guhree, &c., situated in purgunnah Binodnagar, which formed the Zemindaree of Kishen Deb Ra'y, it appeared to the Court to be established that, on his death, it was held in co-partnership by his sons Káshi' Na'th, Ra'j Chandra, and the plaintiff, and, on the death of Ka'shi' Na'th and Ra'j Chandra by the plaintiff, the defendants, and Musst. Gourmani, the widow of Ra'j Chandra; and that there had been a separation of the family. Whith respect to Lot Mustole and the *putnee talook* Nij Guhree, of which a moiety was claimed by the respondent, as having been purchased by him in the name of Ra'm Sundar Ra'y with money advanced from the joint funds of the family, the Court observed, that it had been established by the evidence, that these lands were purchased by Ra'm Sundar Ra'y, in his own name and in that of his servant, at a time when he was a member of an undivided family; but that there was no proof whatever of the fact of his having purchased them with money advanced from the joint funds of the family; that, on the contrary, it appears the profits of these lands had been enjoyed solely and exclusively by him; and that the whole evidence went to show that he had purchased the said lands with his own money. In order, therefore, to determine the law, as connected with the circumstances of the case, the Court proposed the following questions to their Hindu law officers.

1st. If Lot Mustole and the *putnee talook* Nij Guhree were purchased by Rám Sundar Ráy a member of an undivided family, with money realized from his separate industry, without aid, from the joint funds of the family, will the other members of the family be entitled to share in the said lands?

2nd Is *Mussummat* Gourmani entitled to any, and what, share of the undivided ancestral estate?

3rd Has she a legal right to share the property purchased by Ra'm Sundar Ra'y, under the above mentioned circumstances?

The *pandits* returned the following answer :—If Ra'm Sundar Ra'y purchased Lot Mustole and *putnee talook* Nij Guhree, with the produce of his exclusive and separate industry, and without aid from the joint funds of the family, these lands belong exclusively to him and none of the other members of the family have a right to participate therein. *Mussummat* Gourmani is entitled (during her life) to one third share of the ancestral property, which, had her husband been alive, would have fallen to him; but she has no right to participate in the acquisition of Ra'm Sundar Ra'y from his separate funds.

On considering this opinion of the *pandits*, the Court of Sudder Dewanny Adawlut (present R. Ker and G. Oswald) determined, that the ancestral estate of Krishna Deb Ra'y should be divided into three shares, whereof *Mussummat* Gourmani, in right of succession to her husband

উচিত, তন্মধ্যে গৌরমণি নিজপতি রাজচন্দ্র রায়ের উত্তরাধিকারিণী সুত্রে, এবং কাশীনাথ রায়ের উত্তরাধিকারি ও রেস্পণ্ডেন্ট দিগম্বর রায় প্রত্যেকের এক ভাগ পাওয়া উচিত, কিন্তু রামসুন্দরের নিজ ধনে অর্জ্জিত বিষয়ের অংশ রেস্পণ্ডেন্টদের প্রাপ্য নয়, তাহা সমদায়াদদিগের মধ্যে অবিভাজ্য কথিত হইয়াছে। তদনুসারে সদর দেওয়ানী আদালত রেস্পণ্ডেন্টের হকেক হওয়া প্রবিন্স্যাল কোর্টের ডিক্রী সংশোধন পূর্ব্বক চূড়ান্ত ফয়সলা করিয়া আদেশ করিলেন যে পৈতৃক বিষয় উপরি উক্ত বিভাগ ক্রমে অগৌণে বিভক্ত হয়। ১৮ মে ১৮৫৭ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ২. পৃ. ২৩৭—২৪০।

## অবিভাজ্য বস্তু।

ব্যবস্থা

১৭৬ শৌর্য্যদ্বারা অর্জ্জিত ধন ও ভার্য্যাধন* ও বিদ্যার্জ্জিত ধন এই তিন এবং পিতৃপ্রসাদাৎ লব্ধধন বিভাজ্য নয়†। নারদ।

১৭৬ শৌর্য্য ভার্য্যা ধনে* হিত্বা যচ্চ বিদ্যাধনং ভবেৎ। ত্রীণ্যেতান্যবিভাজ্যানি প্রসাদো যশ্চ পৈতৃকঃ†। নারদঃ।

ইহার অর্থ এই যে শৌর্য্যদ্বারা প্রাপ্ত ধন, বিবাহ করণ নিমিত্ত শ্বশুরাদি হইতে লব্ধ ধন, বিদ্যাদ্বারা অর্জ্জিত ধন ও পিত্রাদি হইতে প্রসাদরূপে লব্ধ ধন যেহেতু এই চারি বিভাজ্য নয়, অতএব এই সকল ভিন্ন অন্য বিষয় ভাগ করিবেক।

অস্যার্থঃ—শৌর্য্যধনং ভার্য্যাপ্রাপ্তি নিমিত্তং শ্বশুরাদিভ্যো লব্ধধনং বিদ্যাধনং পিত্রাদিতঃ প্রসাদ-রূপেন লব্ধধনং এতানি চত্বারি অবিভাজ্যানি, যতোঽতস্তানি হিত্বা অন্যদ্বিভজেদিতি॥

ব্যবস্থা

১৭৭ পিতামহ বা পিতা স্নেহ পূর্ব্বক যাহা দিয়াছেন অথবা মাতা যাহা দিয়াছেন তাহা তদ্গ্রহীতা হইতে লইবে না†। ব্যাস।

১৭৭ পিতামহেন যদ্দত্তং পিত্রা বা প্রীতি পূর্ব্বকং। তস্য তন্নাপহর্ত্তব্যং মাত্রাদত্তঞ্চ যদ্ভবেৎ†॥ ব্যাসঃ।

ব্যবস্থা

১৭৮ বস্ত্র, পত্র, অলঙ্কার, কৃতান্ন, উদক, স্ত্রীগণ, যোগক্ষেম প্রচার, যাজ্য, ও ক্ষেত্র বিভাজ্য নয়†।

১৭৮ বস্ত্রং, পত্রং, অলঙ্কারং, কৃতান্নং, উদকং, স্ত্রিয়ঃ, যোগক্ষেম প্রচারং, যাজ্যং, ক্ষেত্রঞ্চাবিভাজ্যং†।

প্রমাণ

বস্ত্র, পত্র, অলঙ্কার, স্ত্রীলোক, আর যোগক্ষেম প্রচার (অ) অবিভক্ত কথিত হইয়াছে। মনু ও বিষ্ণু।

বস্ত্রং পত্রমলঙ্কারং কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ। যোগক্ষেম প্রচারঞ্চ (অ) ন বিভাজ্যং প্রচক্ষতে॥ মনু বিষ্ণু।

(অ) বস্ত্র—অর্থাৎ অঙ্গযোজিত, এবং সভায় পরিধানার্থও বটে।
পত্র—অশ্বাদি বাহন।
অলঙ্কার—অঙ্গুরীয়কাদি।
কৃতান্ন—লড্ডুকাদি।

(অ) বস্ত্রং—অঙ্গযোজিতং, পংক্তি পরিচ্ছদার্থঞ্চ।
পত্রং—বাহনং অশ্বাদি।
অলঙ্কারং—অঙ্গুরীয়কাদি।
কৃতান্নং—লড্ডুকাদি।

---

* ভার্য্যা প্রাপ্তিকালে লব্ধ যে ধন তাহা ভার্য্যাধন বলাযায়—অর্থাৎ বিবাহ সম্বন্ধীয় ধন, এই সকল ভিন্ন অন্য ধন বিভাজ্য ইহা বাক্যান্তরে অনুবৃত্ত। দা. ভা. পৃ. ১২২।

* ভার্য্যা প্রাপ্তিকালে লব্ধং ভার্য্যাধনং ঔদ্বাহিক মিত্যর্থঃ। এতানিবর্জ্জয়িত্বা অন্যদ্বিভজেদিত্যনুবর্ত্ততে বাক্যান্তরীয়ং। দা. ভা. পৃ. ১২২।

† দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ১২২ ও ১৪৪। দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৫—৩৭। বি. দা. ভা. ষী. র. ৫। কোল. দা. ভা. পৃ. ১১০ ও ১৩২। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ৭৭ ও ৮০। কোল. ডা. বা. ৩. পৃ. ৩৪৪।

Ra'j Chandra Ráy, the heir of Ka'shi' Na'th, and the respondent Digambar Ráy should each receive one share, but that the respondent should not participate in the acquisitions of Ra'm Sundar Ra'y, from his own funds, which were declared not liable to partition among the co-parceners. Final judgment was given by the Sudder Dewanny Adawlut accordingly amending the decree passed in favour of the respondent by the provincial Court, and directed an immediate partition to be made of the ancestral estate, according to the distribution above determined on. 28th May 1817. S. D. A. R. vol. II. pp. 237—240.

## PROPERTY NOT LIABLE TO PARTITION

176 Excepting what is gained by valour, the wealth of a wife*, and what is acquired by science, which are three sorts of property exempt from partition; and any favour conferred by a father."†—NA'RADA. Vyavastha'

The meaning of this text is, that since the gains of valour, what has been obtained from the parents in law, &c. on account of having espoused a wife, the gains of science, and what has been received through affection from a father and others, are indivisible; therefore, setting these four aside, the rest (of wealth) is divisible†.

177 What is given by a paternal grandfather, or by a father, as a token of affection, belongs to him who receives it; neither that, nor what is given by a mother, shall be claimed by co-heirs†.—VYA'SA. Vyavastha'

178 Clothes, vehicles, ornaments, prepared food, water, women, furniture for repose or for meals, a place of sacrifice, and a field, are not divisible†. Vyavatha'

I. "Clothes, vehicles, ornaments, prepared food, water, women, and furniture for repose or for meals (a), are declared not liable to distribution."—MANU & VISHNU†. Authority

(a) '*Clothes*'—personal apparel and raiment intended to be worn at assemblies.

'*Vehicles*'—carrsiges or horses and the like

'*Ornaments*'—Rings and so forth.

'*Prepared food*'—sweetmeats, &c.

* What was received at the time of obtaining a wife is here called the "wealth of a wife;" meaning effects obtained on account of marriage. Excepting these acquisitions let him divide other property; for this phrase is here understood, as expressed in another sentence. Coleb Da'. bha'. p. 111.

† Vide Coleb. Da'. bha'. pp. 110, 182. W. Da'. Kra. Sang. p. 76, 77 & 80. Coleb. Dig. vol. III. d. 344.

উদক—পিত্রাদি সম্পর্কীয় কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি স্থিত জল, অন্য ধনবৎ বিভাজ্য নয়, কিন্তু স্ব২ ব্যয়ানুসারে গ্রহীতব্য,—'যেহেতু বৃহস্পতির বচন এই যে কূপ ও বাপির জল কার্য্যানুসারে তুলিয়া লইবে।*'

যোগক্ষেমপ্রচার—স্বস্ব ব্যবহার যোগ্য শয্যাসন ভোজন আচমনাদির উপযুক্ত পাত্রাদি।*

স্ত্রীগণ—দাসীব্যতিরিক্ত, যেহেতু 'এক স্ত্রীকে (অর্থাৎ দাসীকে) সমাংশে গৃহে গৃহে কর্ম্ম করাইবে' এই বৃহস্পতি বচনে দাসী-বিভাগ কথিত হইয়াছে*।

৵০ যাজ্য (আ) ক্ষেত্র, বাহন, মিষ্টান্ন, জল ও স্ত্রীলোক সগোত্রের মধ্যে সহস্র পুরুষ হইতে আগত হইলেও বিভাজ্য নয়। ব্যাস।

(আ) যাজ্য—যাগস্থান বা দেব-প্রতিমা, যাজনে প্রাপ্ত বস্তু নয়, যেহেতু তাহা বিদ্যার্জ্জিত ধনান্তর্গত।

ব্যবস্থা ১৭৯ গরুর পথ, গাড়ির পথ, পরিধেয় বস্ত্র, প্রয়োজ্য (এ), বাস্তু, জলপাত্র, অলঙ্কার, অনুপযুক্ত, (ও) স্ত্রীলোক ও জলপ্রণালী বিভাজ্য নয়।

প্রমাণ ৴০ গরুরপথ, ও গাড়ির পথ, পরিধেয় বস্ত্র ও প্রয়োজ্য (ই), এবং শিল্পার্থ দ্রব্য বিভাজ্য নয়, ইহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন *।

(ই) প্রযোজ্য—যাহার যাহা প্রয়োজনার্হ যথা শ্রুত প্রভৃতির গ্রন্থাদি তাহা মূর্খের সহিত বিভজনীয় নয়, তথা শিল্পোপযোগি দ্রব্য কেবল শিল্পজ্ঞের তদনভিজ্ঞের নয় †। অতএব—

ব্যবস্থা ১৮০ মূর্খে পুস্তক লইবে না তাহা কেবল পণ্ডিতের গ্রহণীয়, কিন্তু তদন্তর্গত নিজ অংশের তুল্য মূল্য অন্য দ্রব্য অথবা মূল্য পণ্ডিতের স্থানে তাহার প্রাপ্য।†

উদকং—পিত্রাদি সম্বন্ধি কূপ বাপ্যাদি গতং জলং, নান্য ধনবৎ বিভাজ্যং, কিন্তু স্বস্ব ব্যয়ানুসারেণ গ্রহীতব্যং,—'উদ্ধৃত্য কূপবাপ্যাম্ভস্তু নুসারেণ গৃহ্যত' ইতি বৃহস্পতি বচনাৎ *।

যোগক্ষেমপ্রচারং—স্বস্ব ব্যবহারোপযুক্ত শয্যাসনভোজনাচমনাদ্যুপযুক্ত ভাজনাদীনি*।

স্ত্রিয়ো—দাসীব্যতিরিক্তাঃ—'একাংস্ত্রীং কারয়েৎ কর্ম্ম সমাংশেন গৃহে গৃহে' ইতি বৃহস্পতিনা দাসী বিভাগোক্তত্বাৎ *।

৵০ অবিভাজ্যং সগোত্রাণামাসহস্র কুলাদপি। যাজ্যং (আ) ক্ষেত্রঞ্চ পত্রঞ্চ কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ *। ব্যাসঃ।

(আ) যাজ্যং—যাগস্থানং দেব-প্রতিমা বা, নতু যাজন লব্ধং—তস্য বিদ্যাধনত্বেনৈব গতার্থত্বাৎ*।

১৭৯ গোপ্রচারঃ রথ্যা বস্ত্রং অঙ্গযোজিতং প্রযোজ্যং (এ), বাস্তু, উদকপাত্রালঙ্কারানুপযুক্তং (ও) অপাংপ্রচারঃ ন বিভাজ্যাঃ।

৴০ গোপ্রশ্চারশ্চ রথ্যাচ বস্ত্রং যচ্চাঙ্গযোজিতং। প্রযোজং (ই) নবিভাজ্যন্তু শিল্পার্থঞ্চ বৃহস্পতিঃ*।

(ই) প্রযোজ্যং—যদ্যস্য প্রয়োজনার্হং যথা শ্রুতাদৌ পুস্তকাদি ন তন্মূর্খৈর্বিভজনীয়ং। শিল্পোপযুক্তঞ্চ শিল্পিনামেব নাতদ্বিদাং†। তেন—

১৮০ পুস্তকং মূর্খৈর্নগ্রাহ্যং, পণ্ডিতানামেবতৎ, তদন্তর্গত স্বাংশস্য তুল্য মূল্যদ্রব্যান্তরং মূল্যমেব বা পণ্ডিতাত্তেন গ্রাহ্যং †।

* দ্রষ্টব্য—দা. ক্র. সং. পৃ. ৩১ ও ৩৮। দা. ভা. পৃ. ১৪৪ ও ১৪৫। দা. ভা. টী, পৃ, ১৪৫। বি,দা. দ্বী. র. ৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ, ৮০—৮২। কোল. দা. ভা. পৃ. ১৩২ ও ১৩৩। কোল. ডা. বা. ৩. পৃ. ৩৭৩—৩৮৫।

† পুস্তকের তুল্যমূল্য দ্রব্য থাকিলে পণ্ডিত পুস্তক লইবেন মূর্খে অন্য দ্রব্য লইবে এই তাৎপর্য্য। নতুবা কেবল পুস্তক মাত্র পৈতৃক ধন থাকিলে ও তাহাতে মূর্খে অনধিকারী হইলে ইহার বৃত্তি লোপাপত্তি ঘটে। দা.ভা.টী.পৃ.১৪৫।

† এতচ্চ পুস্তক তুল্যমূল্য দ্রব্যান্তর সত্ত্বে, পুস্তকং পণ্ডিতেরেব মূর্খৈস্তু দ্রব্যান্তরং গ্রাহ্যমেব ইত্যেতৎপরং। অন্যথা ক্রমাগতস্য পুস্তকমাত্র ধনস্য সত্ত্বে তত্র মূর্খাণামনধিকারে তেষাংবৃত্তি লোপাপত্তিরিতি বোধ্যং। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৫।

'*Water*'—That is, water contained in wells or tanks, which has all along belonged to the father and the rest, is not divisible like other property: but must be taken by each co-heir according to his exigency; for the text of VRIHASPATI declares: 'the water of wells and tanks must be drawn up and used by turns.'

'*Furniture for repose or for meals*'—Beds and vessels used for eating or sleeping (or drinking) on and similar purposes.

'*Women*'—other than female slaves; since the partition of a female slave is (thus) directed by VRIHASPATI—'A single female slave should be employed in labour, in the houses of the several co-heirs successively, &c.' SRI'KRISHNA's commentary on the *Da'yabhaga*, Sans. p. 145.

II. A place of sacrifice (á), a field, a vehicle, dressed food, water and women, are not divisible among kinsmen, though (transmitted) for a thousand generations.—VYA'SA. Authority

(á) '*A place of sacrifice*'—The spot, where sacrifices are performed; or else an idol: not wealth obtained by sacrificing; for that has been noticed as being the earning of science.

179 A path for cows, the carriage road, clothes or any thing worn on the boby, dwelling house, water-pots, ornaments, things not of general use, and channels for draining water are not divisible.* Vyavastha

I. A path for cows, a carriage road, clothes, and any thing which is worn on the body, should not be divided; nor what is requisite for use (i), or intended for arts: so VRIHASPATI declares. Authority

(i) '*Requisite for use.*' What is fit for each person's use, as books and the like in the study of the *Vedas*, &c. that shall not be shared by ignorant brethren.† So what is adapted to the arts, belongs to the artists; not to persons ignorant of the particular art.

180 Therefore, books must not be taken by the ignorant parceners; they belong to those of them who are learned. But the ignorant parcener must recieve from the learned parcener some other article, equivalent to the share of the books, to which he is (otherwise) entitled, or else the value itself thereof.† Da'. Kra. Sang. p. 81. Vyavastha'

* W. Dá. Kra. Sang. pp. 80, 81. Coleb. Dá. bhá. pp. 132, 133. Coleb. Dig. vol. III. pp. 373--385.

† As books, &c.—That is, if there be other effects of equal value with the books, these shall be retained by the learned brethren; and other chattles shall be taken by the illiterate co-heirs, this must be inferred. Else, if the hereditary property consist in books only, the illiterate heirs might be deprived of subsistence, if they had no right of participation.—SRI KRISHNA's comment on the *Dáyabhága*. Sans. p. 145.

নতুবা পুস্তকে মূর্খের অনধিকার বিবেচিত হওয়াতে যে স্থলে সাধারণ দ্রব্য পুস্তক মাত্র থাকে সে স্থলে বিভাগে মূর্খের ভাগ লোপাপত্তি হয়, কিন্তু ইহা—'যাহারা জাত, যাহারা (অদ্যাপি) অজাত,ও যাহারা গর্ব্ভেস্থিত তাহারা (সকলেই) বৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করে, বৃত্তিলোপ গর্হিত কর্ম্ম'—এই বচনের বিরুদ্ধ হয়*।

অন্যথা মূর্খস্য পুস্তকানধিকর ত্যুপগমে যত্র পুস্তক মাত্র সাধারণমস্তি তত্র বিভাগে মূর্খস্য ভাগলোপত্তিঃ—'যে যাতা যেপ্যজাতা যে চ গর্ব্ভে ব্যবস্থিতা বৃত্তিংতেঽপিকাঙ্ক্ষন্তি বৃত্তি লোপাবিগর্হিত' ইত্যনেন বিরোধাৎ*।

এইরূপ শিল্পোপযোগি দ্রব্য শিল্পি দায়াদের অশিল্পির নয়।

এবং শিল্পোপযুক্তং শিল্পিনামেব না শিল্পিনাং।

ইহাতেও তাদৃশ ব্যবস্থা*।

তত্রাপীদৃশ ব্যবস্থেতি*।

প্রমাণ ৵০ বাস্তু, জলপাত্র, অলঙ্কার, অনুপযুক্ত (ক), স্ত্রীলোক, বাস, জলপ্রণালী ও গাড়ির পথ বিভাজ্য নয় ইহা প্রজাপতি কহিয়াছেন*। শংখ লিখিত।

৵০ন বাস্তু বিভাগো নোদক পাত্রালঙ্কারানুপযুক্ত(ক) স্ত্রী বাসসামপাং প্রচার বথ্যানাং বিভাগশ্চেতি প্রজাপতিঃ*। শংখলিখিতৌ।

(ক) অনুপযুক্ত—যথা মূর্খের পুস্তকাদি।

(ক) অনুপযুক্তং—মূর্খানাং পুস্তকাদি।

অতএব যতে যাহার নির্ব্বাহ হয় সে তত লইবে এস্থলে সমাংশ নিয়ম নয় এই ভাবার্থ।

তেন যাবদ্ভির্যস্য নির্ব্বাহ তেন তাবন্ত্যেব গ্রাহ্যাণি নতু তত্র সমাংশ নিয়ম ইতিভাবঃ।

ব্যবস্থা ১৮১ পিতার জীবদ্দশায় যে বাস্তুতে যে (পুত্র) গৃহোদ্যানাদি করে তাহা তাহার বিভাজ্য নয়।

১৮১ পিতরি জীবতি যস্মিন্ বাস্তৌ যেন গৃহোদ্যানাদিকংকৃতং তত্তস্যাবিভাজ্যং।

যেহেতু পিতা নিষেধ না করাতে তাহা তাঁহার অনুমতিক্রমে বলিতে হইবে।*

পিতুরপ্রতিষেধেনানুমতত্বাৎ।*

## বিভাগের পর গর্ভস্থ পুত্রের ভাগ।

ব্যবস্থা ১৮২যদি পিতা পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া আপনিও যথা শাস্ত্র (গ) ভাগ লইয়া পুত্রদের সহিত অসংসৃষ্টাবস্থায় মরেন,তবে বিভাগের পর জাতপুত্র পিতৃ ধনই লইবে,-তাহাই তাহার অংশ †।

১৮২ যদি পিতা পুত্রান্ বিভাজ্য স্বয়ঞ্চ যথা শাস্ত্রং (গ) ভাগং গৃহীত্বা পুত্রৈরসংসৃষ্টএব মৃতঃ, তদা বিভাগানন্তরং জাতঃ পিতৃধনমেব গৃহ্নীয়াৎ†—সএবতস্যভাগঃ

প্রমাণ বিভক্তজ (জ) পিতার ধনই লইবে। গোতমঃ।

বিভক্তজঃ (জ) পিত্র্যমেব। গোতমঃ।

(গ) 'যথা শাস্ত্র' এই কথা বলাতে ইহাই বলা হইয়াছে যে শাস্ত্র না জানিয়া পিতা যদি অল্প লইয়া বিভক্ত হয়েন তবে বিভক্তজ ভ্রাতাদের স্থানে ভাগ লইবে।

(গ) যথা শাস্ত্রমিত্যনেন শাস্ত্রানভিজ্ঞতয়া যদি পিতা স্বয়ং স্বল্পং গৃহীত্বা বিভক্তঃ, তদাবিভক্তজস্য ভ্রাতৃভ্যোভাগ গ্রহণং ধ্বনিতং।

(জ) বিভাগের পর যাহার গর্ভাধান হয় সেই বিভক্তজ—অর্থাৎ বিভক্তের জনিত,—কেননা গর্ভাধান না হইলে জনকের জনন কার্য্য হয় না।

(জ) বিভাগানন্তরং যস্য গর্ভাধানং স বিভক্তজঃ—বিভক্তেন জনিতঃ, গর্ভাধানাদৃতে জনকস্য জনন-ব্যাপারাভাবাৎ।

* দা. ক্র. সং. পৃ. ৩৮। দা. ভা. পৃ. ১৪৫। বি. দা. ভা. ষী. রূ. ৫। কোল. দা. ভা, পৃ. ১৩৩ ও ১৩৪। ক্র. দা. ক্র. সং পৃ, ৮২ ও ৮৩। কোল, ভা, বা, ৩, পৃ ৩৭৩—৩৮৫।
† দা, ভা, পৃ, ১৪৩ ও ১৪৭। বি, দা, ভা, ষী, রূ, ৫। কোল, দা, ভা, পৃ, ১৩৩। কোল, ভা, বা, ৩, পৃ, ৪৩৪—৪৪০।

For, if it be assumed that the ignorant parcener has no right whatever in the books, then, supposing books only to constitute the common property, when a partition took place the ignorant parcener would entirely be deprived of his share. This is however inadmissible, since it would be at variance with the text which declares: " They who are born, they who are yet unbegotten, and they who are actually in the womb, all require the means of support: and the dissipation of their hereditary maintenance is censured.*" *Ibid.*

In like manner, whatever is adapted to the exercise of the arts, should belong to those of the heirs who are artists, and not to the unskilled.*

The rule above stated holds equally good in this instance.

II. "No division of a dwelling takes place; nor of water-pots, ornaments, and things not of general use (k), nor of women, clothes, and channels for draining water: PRAJA'PATI has so ordained."* SHANKHA and LIKHITA. Authority.

(k) *Things not of general use*] As books for illiterate persons and so forth.*

Therefore, as much should be taken by each person as will supply his wants. There is not, in this instance, a restriction of equal shares.*

181 A house, garden or the like, which one of the co-heirs had constructed within the site of the dwelling place, during the father's lifetime, remains his indivisible property.* Vyavastha'

For his father has assented by not forbidding the construction of it.

PARTICIPATION OF SONS BEGOTTEN AFTER PARTITION.

182 If the father, having separated his sons, and having reserved for himself a share according to law (g), die without being reunited with his sons; then a son, who is born after the partition, shall alone take the father's wealth; and that only shall be his allotment.† Vyavastha'

Thus GOTAMA:—"A son, begotten after partition (j), takes exclusively the wealth of his father."* Authority.

(g) By the term 'according to law' it is thus hinted that, if the father, through ignorance of the law, have made a partition in which he took a very small share for himself, his son, afterwards begotten, shall receive a due allotment from the brethren.†

(j) He, of whom the conception was subsequent to the division of the estate, is a son begotten after partition; being procreated by a person, who is separated (from coparceners:) for, without conception there is no procreation.†

* Coleb. Da'. bha'. pp. 133, 134. W. Da'. Kra. Sang. pp. 182, 183. Coleb. Dig. vol. III. 373—385.

† Coleb. Da'. bha'. p. 136. Coleb. Dig. vol. III. pp. 434—440.

ব্যবস্থা

১৮৩ বিভাগের পর জাত এক পুত্রই যে কেবল পিতৃধন পাইবে এমত নহে কিন্তু অনেক হইলেও পাইবে*।

১৮৩ ন কেবলমেকএব কিন্তু বহবোঽপি বিভক্তজাতাঃ পিত্র্যমেব ধনং গৃহ্নীয়ুঃ*।

প্রমাণ

পিতা হইতে বিভক্ত যে বৈমাত্রেয় বা সহোদর গণ তাহাদের জঘন্যজেরা (ট) পিতার ভাগ লইবে*। বৃহস্পতি।

পিত্রা সহ বিভক্তা যে সাপত্না বা সহোদরাঃ জঘন্যজাশ্চ (ট) যে তেষাং পিতৃভাগহরাস্তু তে *। বৃহস্পতিঃ।

(ট) বিভাগের পর পিতা যাহাদিগকে জন্ম দেন তাহারা জঘন্যজ*।

(ট) জঘন্যজাঃ—বিভাগানন্তরং পিত্রোৎপাদিতাঃ*।

ব্যবস্থা

১৮৪ যদি কোন২ পুত্রের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া পিতা মরেন তবে (সেই) সংসৃষ্টদের স্থানেই বিভক্তজ ভাগ লইবে*।

১৮৪ অথ যদি কৈশ্চিৎ পুত্রৈঃসহ সংসৃষ্টঃ পিতা মৃতঃ, তদা সংসৃষ্টিভ্যো ভাগং গৃহ্নীয়াৎ*।

প্রমাণ

বিভাগের পর জাত যে সে পিতৃ-ধনই লইবে। অথবা পিতার সহিত যাহারা সংসৃষ্ট তাহাদের স্থানে সে ভাগ লইবে*।

ঊর্দ্ধং বিভাগাজ্জাতস্তু পিত্র্যমেব হরেদ্ধনং। সংসৃষ্টাস্তেন বা যে স্যুর্বিভজেত স তৈঃসহ॥ মনুনারদৌ *।

ব্যবস্থা

১৮৫ পুত্রেদের সহিত বিভক্ত পিতা যাহা স্বয়ং উপার্জ্জন করেন (ড) তৎসমুদায় (ন) বিভক্তজের তাহাতে অগ্রজেরা অধিকারি নয়। যেমন ধনে তেমনি ঋণ, দান, বন্ধক ও ক্রয়েতেও (প) অধিকারি নয়। বৃহস্পতি*।

১৮৫ পুত্রৈঃসহ বিভক্তেন পিত্রা যৎ স্বয়মর্জ্জিতং (ড)। বিভক্তজস্য তৎসর্ব্বমনীশাঃ (ন) পূর্ব্বজাঃ স্মৃতাঃ। যথা ধনে তথার্ণেঽপি দানাধান ক্রয়েষুচ (প)*॥ বৃহস্পতিঃ।

(ড) স্বয়ং উপার্জ্জন করেন—ইহা বলাতে বলা হইয়াছে যে বিভক্ত হইয়া অন্য পুত্রের সহিত সংসৃষ্টাবস্থাতেও পিতা স্বকীয় ধনে ও শ্রমে যাহাউপার্জ্জন করেন তাহাও বিভক্তজের সংসৃষ্ট পুত্রেরে নয়*।

(ড) স্বয়মর্জ্জিতমিত্যনেন—পুত্রান্তরেণ বিভক্ত সংসৃষ্টিনাপি পিত্রা অসাধারণ ধন ব্যয় শরীরায়াসাভ্যাং যদুপার্জ্জিতং তদপি বিভক্তজস্যৈব ন সংসৃষ্টিনামিত্যুক্তং*।

(ন) 'সমুদয়' শব্দের অর্থ এই যে পিতা বহুতর ধন উপার্জ্জন করিলেও তাহা কেবল বিভক্তজের।

(ন) 'সর্ব্ব' শব্দাৎ বহুতরমপিধনং পিত্রার্জ্জিতং বিভক্তজস্যৈব।

অশৌচ আর উদক্রিয়া ভিন্ন (অন্য বিষয়ে) তাহারা পরস্পর অনধিকারি।

পরস্পর মনীশাস্তে মুক্তাশৌচোদকক্রিয়াঃ*।

অশৌচ আর উদক ক্রিয়া দর্শানতে ধনাধিকার একান্ত নিরাস করিতেছেন*।

অশৌচোদক ক্রিয়ামাত্র প্রদর্শনেন সুদূরমেব ধনাধিকারং নিরস্যতি

(প) বিভক্তজ, যেমত বিভাগের পর অর্জ্জিত ধন লইবে তেমনি বিভাগের পর পিতার কৃত ঋণও পরিশোধ করিবে। এবং তাদৃশ (অর্থাৎ বিভক্ত)

(প) বিভাগানন্তর লব্ধ-ধন গ্রহণবৎ বিভক্ত পিতৃ ঋণপরিশোধনমপি বিভক্তজস্যৈব কার্য্যং, এবমেতাদৃশেন পিত্রা যদ্দাতুং প্রতিশ্রুতং যচ্চাহিতং বন্ধক-

* দা, ভা, পৃ, ১৪৩—১৪৮। বি, দা, ভা, বী, র, ৭। কো, দা, ভা, পৃ, ১৩৩—১৩৮। কোল, ভা, বা, ৩, পৃ, ৪৩৪—৪৪০।

183 Not one only, but even many sons, begotten after a partition, shall take exclusively the paternal wealth.* — Vyavasthá

"The after born (t) brothers of those, who have made a partition with their father, whether children of the same mother or of other wives, shall take their father's share.* VRIHASPATI.

(t) 'After-born'—that is, begotten by the father after partition. SRI'KRISHNA'S commentary on the *Da'yabha'ga*. Sans. p. 147.

184 But, if the father die after re-uniting himself with some of his sons, then the son born after partition shall receive his share from the re-united co-heirs.* — Vyavasthá

"A son, born after a division, shall alone take the paternal wealth; or he shall participate with such (of the brethren) as are reunited (with the father)." MANU sand NA'RADA. — Authority

185 All (d) the wealth, which is acquired by the father himself (n), who has made a partition with his sons, goes to the son begotten by him after the partition. Those born before it, are declared to have no right, as in the wealth, so in the debts likewise, and in gifts, pledges, and purchases (p)*. VRIHASPATI. — Vyavasthá

(n) 'Which is acquired by himself':—it is thus intimated that what is acquired, through personal labour, on separate funds, by the father who united after partition with another son, belongs also to the son begotten after partition, and not to the re-united parceners. SRI'KRISHNA'S commentary on the *Da'yabha'ga*. Sans. p. 148.

(d) Under the term 'all'—wealth however considerable, which is acquired by the father, goes to the son begotten by him after partition*.

They have no claims on each other, except for acts of mourning and libations of water.

By specifying 'acts of mourning and libations of water' only, the author excludes the pretensions to a participation in weatlh*.

(p) The meaning is, that, as the son begotten after partition is to receive the property of his father, acquired after partition, so also he is to liquidate his father's debts contracted after partition. In like manner, whatever the father had promised to give, whatever he had deposited

* Coleb. Da'. bha'. pp. 136—138. W. Da'. Kra. Sang. pp. Coleb. Dig. vol. pp. 434—448.

পিতা যাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া থাকেন, অথবা তিনি যাহা আহিত রাখিয়া বা বন্ধক দিয়া থাকেন কিম্বা বিক্রয় করিয়া মূল্য না দিয়া থাকেন তৎসমুদয় বিভক্তজই সমাধান করিবে*।

ব্যবস্থা

১৮৬ যদি ধনির স্ত্রীর অজ্ঞাতগর্ভাবস্থায় পুত্রেরা বিভক্ত হয়, তবে তাহার পর জাত পুত্র ভ্রাতাদের স্থানেই ভাগ লইবেক (ব)*।

(ব) যে স্থানে পিতা নিজ যোগ্যাংশ লইয়া অবশিষ্ট পুত্রদিগকে দিয়া বিভক্তরূপে থাকেন সেই স্থানেই ইহা বোধ্য*।

কিন্তু পিতা মরিলে পিতার ও ভ্রাতার ভাগ একত্র করিয়া সকলে যথাশাস্ত্র ভাগ করিয়া লইবে*।

ব্যবস্থা

১৮৭ ধনির স্ত্রীর গর্ভ প্রকাশ পাইলে যদি তদ্গর্ভস্থের ভাগ পূর্ব্বেই রাখিয়া দেওয়া গিয়াথাকে তবে বিভাগের পর পুত্রোৎপন্ন না হইলে পিতার অংশ সকলেই ভাগ করিয়া লইবে*।

ব্যবস্থা

১৮৮ পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া কোন পুত্রের সহিত সংসৃষ্ট্যবস্থায় আর এক পুত্র উৎপন্ন করিয়া পিতা মরিলে তদ্ধনে বিভক্তজেরই অধিকার*।

প্রমাণ

প্রাগুক্ত মনুনারদ বচনানুসারে।

বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য কহেন—বিভক্তজ ভ্রাতা হইতে ভাগ পাইবে। মনু বৃহস্পতি ও গোতম কহেন—বিভক্তজ ভ্রাতা হইতে ভাগ প্রাপ্ত হইবে না এই পরস্পর বিরোধ। এস্থলে প্রকাশকার চণ্ডেশ্বর বাচস্পতি মিশ্র ও শূলপাণি কহেন—বিভাগকালে অস্পষ্ট গর্ভস্থিত বালক ভ্রাতৃগণ হইতে ভাগ পাইবে, বিভাগের পর যাহার গর্ভাধান হয় সে পিতার ধন মাত্র পাইবে। প্রকাশকার ও চণ্ডেশ্বর কহেন—গর্ভ স্পষ্ট প্রকাশ পাইলে বিভাগ করা নয়। যদি দায়াদরা ততদীর্ঘকাল সহিষ্ণুতা করিতে না পারে তবে

বিধ্যায়ত্তং বা ক্রীত্বা মূল্যং ন দত্তং বা তৎসর্ব্বং তস্যৈব সমাধেয়মিত্যর্থঃ*।

১৮৬ যদ্যজ্ঞাত গর্ভায়ামেব স্ত্রিয়াং বিভক্তাঃ পুত্রাঃ, তদনন্তরং জাতো ভ্রাতৃভ্য এবভাগং গৃহ্নীয়াৎ (ব)*।

(ব) এতচ্চ যদা পিতা স্বগ্রাহ্যং গৃহীত্বা অবশিষ্টং পুত্রেভ্যো দত্বা বিভক্তএব তিষ্ঠতি তদাবোধ্যং*।

পিতৃমরণেতু পিতৃ ভ্রাতৃ ভাগানেকত্রীকৃত্য যথাশাস্ত্রং সর্ব্বৈর্বিভাজ্যমিতি*।

১৮৭ জ্ঞাতগর্ভায়াঃ যদি গর্ভস্থস্য ভাগঃ প্রাগেব রক্ষিতঃ,তদা পিত্র্যভাগং বিভক্তজাভাবে সর্ব্বএব বিভজেযুঃ*।

১৮৮ পুত্রান্‌বিভজ্য কেনচিৎ পুত্রেণসহ সংসৃষ্টী ভূয়তিষ্ঠতঃ পুত্রান্তরমুৎপাদ্য পিতুর্মরণে তদ্ধনে বিভক্তজস্যৈবাধিকারঃ*।

প্রাগুক্তমনুনারদ বচনাৎ।

বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্যাভ্যাং ভ্রাতৃতো বিভাগ লাভ উক্তঃ। মনু বৃহস্পতি গোতমৈঃ ভ্রাতৃতো বিভক্তজস্য ভাগালাভ উক্ত ইতি বিরোধঃ। অত্রচ প্রকাশকার চণ্ডেশ্বর বাচস্পতি শূলপানয়ঃ—বিভাগকালেঽস্পষ্ট গর্ভস্থিতস্য ভ্রাতৃভ্যোঽংশপ্রাপ্তিঃ বিভাগানন্তরং গর্ভাধানেন উৎপন্নস্য পিত্র্যধনমাত্র প্রাপ্তিরিতি প্রাহুঃ। স্পষ্ট গর্ভায়াস্তু বিভাগ এব নাস্তীতি প্রকাশকার চণ্ডেশ্বরৌ। অত্যন্ত কালাসহিষ্ণুত্বে এক ভাগস্তদর্থং স্থাপয়িতুং যুক্তঃ, যশ্চানপত্যাস্তাসামাপুত্র লাভাদিতি বশিষ্ঠোক্তবঃ। যদিচ তদগর্ভাৎ

* দা, ভা, পৃ, ১৪৭ও১৪৮। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৭ও১৪৮। বি, দা, ভা, দ্বী, র. ৭ ও ৮। কোল, দা, ভা, পৃ. ১৩৭ও১৩৮। কোল, ভা, বা ৩, পৃ, ৪৩৪—৪৪০।

mortgaged, or whatever price he did not pay after purchasing (a thing,) all these should be performed by him only. SRÍKRISHNA's Comment on the *Dáyabhága*. Sans. p. 149.

186 If the sons were separated [from the father] while his wife was pregnant but not known to be so, the son, who is afterwards born [of that pregnancy,] shall receive his share from his brothers (b). Vyavasthá

(b) 'Shall receive his share from his brothers'—This must be understood where the father remains separate, having reserved for himself what ought to be reserved by him, and having given the residue to his sons.*

But if the father be dead, the shares of him and of the brethren must be thrown together, and divided, according to law, by all the brothers.*

187 If a share were previously set apart for the child in the womb, the wife's pregnancy being known, all shall participate in the father's allotment (after his demise), provided there be no son begotten after the partition. Vyavasthá

188 If a man, having made a partition whith his sons, and again residing with any one of them as a re-united percener, die after begetting another son, this last born child shall be sole heir of his estate. Coleb. Dig. vol. III. p. 553. Vyavastha'

According to the text of MANU and NA'RADA above cited.

VISHNU and JA'GNYAVALKYA have directed, that an allotment shall be received (by the son born after partition) from his brothers; MANU, VRIHASHPATI, and GOTAMA, have ordained, that the son born after partition shall not receive it from them. On this seeming contradiction, the author of the *Praka'sha*, CHANDESHWARA, MISRA, and SHU'LPA'NI remark, 'if the pregnancy was not certainly known at the time of the distribution, in that case, (should a son, who was then in the womb, be born after it,) he shall obtain his share from the brothers; but a son begotten subsequently to the partition shall only obtain the estate of his father.' But if the pregnancy be manifest, no partition can be made: so the author of the *Praka'sha*, and CHANDESHWARA. Yet, if the co-heirs cannot wait so long a time, one share ought to be set apart for the child,

* Coleb. Da'. bha'. p. 138. SRI'KRISHNA'S Commentary on the *Dáyabhága*, Sans. p. 147. Coleb. Dig. vol. III. pp. 434—440.

গর্ভস্থের এক ভাগ রাখিয়া দেওয়া (৬ পৃষ্ঠায় লিখিত) বশিষ্ঠের উক্তানুসারে কর্ত্তব্য, যদি তদ্‌গর্ভে কন্যা জন্মে তবে সে অংশ তাহারাই ভাগ করিয়া লইবে এই বোধ্য। বি. দা. ভা. স্রী. র. ৭।

কন্যা জায়তে তদা সোংশস্তাভিরেব বিভজনীয় ইতি বোধ্যং। বি. দা. ভা. স্রী. র. ৭।

ব্যবস্থা ১৮৯ পরন্তু পিতাই যদি স্ত্রীর গর্ভ নিশ্চয় করিয়াও প্রভুত্ব হেতু পুত্রদিগকে ভাগ দেন, তবে তাহাদের স্বামিত্ব জন্মানতে তাহাতে গর্ভস্থের অধিকার নাই, পিতৃধনেই কেবল তাহার অধিকার, পরন্তু বিভাগের পর পুত্রোৎপন্ন হইলে তাহার সহিত সে তুল্যাংশী হইবে*।

১৮৯ অথ পিত্রৈব চেদ্‌গর্ভস্থং নিশ্চিত্যাপি প্রভুতয়া পুত্রেভ্যো ভাগো দত্তঃ, তদা তেষামেব তত্রস্বাম্যাৎ ন তত্র গর্ভস্থস্যাধিকারঃ, কিন্তু পিত্র্য এবেতি; বিভক্তজ সত্ত্বেতু তেন সহ তুল্যাংশিতেতি*।

এই সকল পিতার স্বার্জ্জিত ধন মাত্র বিষয়ক*।

ইদঞ্চ পিত্রুপাত্ত ধন মাত্র বিষয়ং*।

ব্যবস্থা ১৯০ যদি ভূম্যাদি (প) পৈতামহ ধনও বিভক্ত হয়, তবে বিভক্তজ তদ্ধনের ভাগ ভ্রাতৃগণ হইতে লইবে*।

১৯০ যদিতু পৈতামহ-ধনমপি ভূম্যাদিকং(প) বিভক্তং, তদাতদ্ধন বিভাগং ভ্রাতৃভ্য এব গৃহ্ণীয়াৎ*।

যেহেতু বিধান এই যে মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে তাদৃশ ধন বিভাগ হইবে।

মাতুর্নিবৃত্তে রজসি তদ্বিভাগ বিধানাৎ।

প্রমাণ পিতৃকর্ত্তৃক বিভক্তেরা বিভাগের পর উৎপন্ন পুত্রকে ভাগ দিবে*। বিষ্ণু।

পিতৃ-বিভক্তা বিভাগানন্তরোৎপন্নস্য বিভাগং দদ্যুরিতি*। বিষ্ণুঃ।

ব্যবস্থা ১৯১ ঐতাবতা সে বিভাগ অশাস্ত্রীয় হওয়াতে তাহা নিবর্ত্তনীয়। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৯।

১৯১ তথাচ তদ্বিভাগস্য অশাস্ত্রীয়ত্বাৎ নিবর্ত্তনীয়ত্বমিতি। দা. ভা. টী. পৃ.. ১৪৯।

(প) ভূম্যাদি পদে নিবন্ধ ও দ্বিপদও বোধ্য*।

(প) ভূম্যাদিকমিত্যনেন নিবন্ধদ্বিপদয়োর্গ্রহণং*।

(প্রাগুক্ত মনুনারদ বচনে) পিতৃ ধনই লইবে এই বিরোধ হেতু উক্ত যুক্তিতে ইহা ক্রমাগত ধন বিষয়ক†।

(প্রাগুক্ত মনুনারদ বচনে) পিত্র্যমেব হরেদ্ধনমিতি বিরোধাৎ উক্ত যুক্তেশ্চ ক্রমাগত ধনবিষয়মিদং†।

এস্থলে বিবেচ্য এই যে—যদি বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া অদৃষ্টবশতঃ প্রোষিত হইয়া পিতা স্ত্রীসংসর্গে পুত্রোৎপাদন করেন ও তৎপূর্ব্বে ধন পুত্র-

অত্রেদং বিচারণীয়ং—যদি বিষয়মুপেক্ষ্য বর্ত্তমান প্রাক্তনাদৃষ্টাৎ প্রোষিতঃ স্ত্রিয়ং সংসৃজ্য পুত্রং জনয়তি তৎপূর্ব্বঞ্চ পুত্রৈর্ধনং বিভক্তং তত্রকিং

---

* দা. ভা. পৃ. ১৪৭ ও ১৪৮। দা. ক্র. সং. পৃ. ৪১ ও ৪২। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৭ ও ১৪৮। বি. দা. ভা. স্রী. র. ৭। কোল. দা. ভা. পৃ. ১৩৮ ও ৩৩৯। কোল. ডা. স্রা. ৩, পৃ. ৪৩৪—৪৪০।

† উক্ত যুক্তি—অর্থাৎ মাতৃরজোনিবৃত্তি হইলে এই যুক্তি। তথাচ গর্ভ জানা যাউক বা না জানা যাউক মাতার রজো নিবৃত্তি বিনা পৈতামহ ধন বিভাগ অশাস্ত্রীয় হেতু তাহা নিবর্ত্তনীয়, অতএব শেষোক্ত দুই বচন পৈতামহ ধন বিভাগ বিষয়ক। পূর্ব্বোল্লিখিত মন্বাদির বচন পিতার স্বার্জ্জিত ধন বিষয়ক. এতাবতা বিরোধ বিবেচনা কর্ত্তব্য নয়। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৯।

† উক্ত যুক্তেরিতি—মাতুর্নিবৃত্তে রজসীত্যুক্ত যুক্তেরিত্যর্থঃ। তথাচ জ্ঞাতেঽজ্ঞাতে বা গর্ভে মাতৃরজোনিবৃত্তিং বিনা বা কৃত পিতামহ ধন বিভাগস্যাশাস্ত্রীয়তয়া নিবর্ত্তনীয়ত্বেন তদ্ধন বিভাগ বিষয়ত্বমেব অনন্তরোক্ত বচনয়োরিতি পূর্ব্বোক্তানাং মন্বাদি বচনানাং পিতৃস্বার্জ্জিত বিষয়ত্বমেবেতি ন বৈপরিত্যাশঙ্কাকর্ত্তব্যেতি ভাবঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৯।

as directed by VASHISHTHA (in the case of pregnant widows, *ante* p. 7). But should a daughter be produced from that conception, the share (which had been set apart) shall be subsequently distributed among those (brothers).*

199 But, if the father himself, though apprised of the pregnancy, have given shares to his sons, in virtue of his power as owner; the child in the womb has no right to participate, since their property in those shares is complete: he has a right only to the father's allotment; and, if there be a son begotten after the partition, he is entitled to partake equally with him.* — Vyavastha'

This is applicable only to the case of wealth acquired by the father.*

190 But, if property inherited from the grandfather, as land or the like (p), had been divided, he may take a share of such property from his brothers.* — Vyavasthá

For partition of it is authorized (only) when the mother becomes incapable of bearing more children*

"Sons, with whom the father has made a partition, should give a share to the son born after the distribution".* VISHNU. — Authority

Since it disagrees with the ordinance (of MANU and NA'RADA) that 'he shall alone take the paternal wealth, it must relate to the heriditary property, for the reason above mentioned †.

(p) The term 'land and the like' comprehends corrody and bipeds. SRI'KRISHNA'S Comment on the *Da'yabha'ga*. Sans. p. 149.

191 Consequently since the partition is illegal, having been made in other circumstances, it ought to be annulled. SRI'KRISHNA'S Comment on the *Da'ya'bha'ga*, Sans. 148. — Vyavasthá

A question may be here propsed for disqhisition: if a man surviving his resignation of worldly concerns, and urged by his fate, co-habit with his wife and beget a son after his property has been divided among his children, what would be the consequence? It is answered: the father's

* Coleb. Da'. bha'. pp. 138, 139. W. Da'. kra. sang. pp. 89, 90. Coleb. Dig. vol. III. pp. 434--440. SRI'KRISHNA'S Commentary on the *Dáyábhága* pp. 147, 148.

† '*For the reason above mentioned*']—That which was stated; because the distribution is authorised when the mother becomes incapable, &c. Therefore whether pregnancy were known or not, the partition being illegal, which has been made, of the grandfather's estate, without the mother's being incapable of bearing children, it ought be annulled; and the two cited passages will relate to the distribution of such property: but the preceding texts of MANU and the rest regard the father's own acquired wealth. The contrary must not be supposed. SRI'KRISHNA'S commentary on the *Da'yabka'ga*, Sans. p. 149.

দের মধ্যে বিভক্ত হইয়া থাকে, সে স্থলে কি হইবে। এতদুত্তরে বাচ্য এই যে দায়ভাগ উপেক্ষাতে পিতার স্বত্বনাশ ও পুত্রদের চেষ্টা বিনা স্বত্ব হওয়াতে ধন বিভক্ত হওয়ার পর জাতপুত্র কোন প্রকারে অধিকারী হইতে পারে না যেহেতু তাহা (আর) তৎপিতৃধন নয়। বি. দা. ভা. দ্বী. রু. ৭।

ন্যায়িতি অজ্ঞাতমতে দায়ভাগোক্ত্যা পিতুঃ স্বত্ব নাশিতে পুত্রাণাং চেষ্টাং বিনৈব স্বত্বে জাতে বিভক্তে বা ধনে অনন্তরং জাতঃপুত্রঃ কথমধিকর্ত্তুং ন শক্নোতি তৎপিতৃধনত্বাভাবাৎ। বি. দা. ভা. দ্বী. রু. ৭।

মাতার অজ্ঞাতগর্ভাবস্থায় পিতার মরণান্তর যদি ভ্রাতারা বিভাগ করে তবে পরে ভূমিষ্ঠ ভ্রাতা অগ্রজেদের স্থানে অংশ লইবে।

অজ্ঞাতগর্ভায়াং মাতরি যদি পিতৃমরণানন্তরং ভ্রাতরঃ বিভাগং কুর্ব্বন্তি তদা পশ্চাদ্ ভূমিষ্ঠ ভ্রাতা অগ্রজেভ্যোঽংশং গৃহ্ণীয়াৎ।

মাতার জ্ঞাতগর্ভাবস্থায় পিতা মরিলে যদি তদ্গর্ভস্থের জননাপেক্ষা না করিয়া ও তাহার নিমিত্তে এক ভাগ না রাখিয়া ভ্রাতারা বিভাগ করে তবে সে বিভাগ অসিদ্ধ, তদগর্ভে পুত্র জন্মিলে তাদৃশ বিভাগ অন্যথা করিয়া নিজ অংশ লইবে।

জ্ঞাতগর্ভায়াস্তু মাতরি পিতুর্মরণে যদি ভ্রাতৃভিঃ তদ্গর্ভস্থস্য জননাপেক্ষাং ন কৃত্বা তদর্থং ভাগং ন রক্ষিত্বাচ বিভাগঃ কৃতঃ স বিভাগোঽসিদ্ধঃ, তদ্গর্ভে পুত্রেজাতে তাদৃশ বিভাগমন্যথা কৃত্বা স্বাংশং গৃহ্ণীয়াৎ।

ব্যবস্থা ১৯২ পরন্তু বিভক্তজ আয় ব্যয় পরিশোধান্তে থাকে যে ধন তাহারই ভাগ পাইবে*।

১৯২ পরন্তু বিভক্তজঃ আয় ব্যয় বিশোধিতাৎ দৃশ্যাদ্ধনাদেবাংশংপ্রাপ্নুয়াৎ*।

প্রমাণ পুত্রেরা পৃথক্ হইলে পর (ধনির) সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে সে আয় ব্যয়ান্তে স্থিত বস্তুরই বা (য) বিভাগ পাইবে †। যাজ্ঞবল্ক্য।

বিভক্তেষু সুতোজাতঃ সবর্ণায়াং বিভাগভাক্। দৃশ্যাদ্বা (য)তদ্বিভাগঃ স্যাদায়ব্যয় বিশোধিতাৎ †॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(য) বা শব্দ অবধারণার্থে, এতাবতা ভুক্ত বর্জিত হইয়াছে। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৯।

(য) বা শব্দোঽবধারণার্থঃ তেনভুক্ত ব্যবচ্ছেদঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ১৪৯।

## সংসৃষ্ট ধন বিভাগ।

ব্যবস্থা ১৯৩ বিভক্ত ব্যক্তিরা সংসৃষ্ট হইয়া যদি পুনর্ব্বার বিভাগ করে, তবে সে স্থানে সমান ভাগ (অ) হইবে, তাহাতে জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠাংশিত্ব নাই‡। মনু ও বিষ্ণু।

১৯৩ বিভক্তাঃ সহজীবন্তো বিভজেরন্ পুনর্যদি। সমস্তত্র (অ) বিভাগঃস্যাৎ জ্যৈষ্ঠ্যং তত্র ন বিদ্যতে॥ মনু-বিষ্ণূ।

(অ) ‘সেস্থলে সমান ভাগ হইবে’—ইহা সজাতীয় সংসৃষ্টভ্রাতৃপ্রায়ে ভ্রাতাদের পূর্ব্বকিঞ্চ জ্যেষ্ঠাংশের নিষেধ মাত্র বুঝায়‡।

(অ) সমস্তত্রেতি—সবর্ণ ভ্রাতৃসংসর্গাভিপ্রায়েণ পূর্ব্বকিঞ্চ জ্যেষ্ঠাংশনিষেধ মাত্র পরং হি সমবচনং‡।

---

* দা, ভা, পৃ, ১৪৮। বি, ভা, দী, রু, ৭। কোল, দা, ভা, পৃ, ১৭৮। কোল, ডা, বা, ৩ পৃ, ৪৩৪—৪৪০।

† অর্থাৎ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এবং ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক যাহা ভুক্ত হইয়াছে তদ্ব্যতিরেকে। বি, দা, ভা, দী, রু, ৭।

† অর্থাৎ বৃদ্ধিরহিতাৎ বহুভ্রাতৃভির্ভুক্তং তদ্রহিতাচ্চ। বি, দা, ভা, দী, রু, ৭।

‡ দা, ভা, পৃ, ২৪৪। দা. ক্র. সং, পৃ, ৬৯। বি, দা, ভা, দী রু, ৭। কোল, দা, ভা, পৃ, ২২৭। উ, দা, ক্র, সং, পৃ, ৮৫। কোল ডা, বা, ৩, পৃ, ৫৫২—৫৫৩।

property being divested by abdication, which is a virtual gift, and the property being vested in his sons without any effort on their part, how can a child born afterwards have any claim thereon, whether it be or be not divided, since it does not belong to his father? Coleb. Dig. vol. III. p. 52.

Should the mother be pregnant, but not known to be so, at the time of partition made by brothers after the death of their father, and should a son be subsequently born of that pregnancy, he shall take his share from his brothers.

But if the father die while the mother was pregnant, and known to be so, and then if the brothers divide the estate without waiting for the birth of the child, and without keeping a share for it, such partition is illegal, and the issue of that pregnancy, if a son, shall take his share by having the partition cancelled.

192 The son born after partition shall however receive a share of the then existing estate, exclusive of the income and expenditure.* — Vyavastha'

"When the sons have been separated, one, afterwards born of a woman equal in class, shares in the distribution. His allotment must positively be made, out of the visible estate corrected (y) for income and expenditure.† JA'GNYAVALKYA. — Authority

(y) '*Must positively*']—The particle *Va'* is affirmative; and what has been consumed, is consequently excepted. SRI'KRISHNA's Comment on the *Da'yabha'ga*. Sans. p. 149.

## PARTITION OF PROPERTY OF RE-UNITED PARCENERS.

193 If persons once divided and living again together (e) make a second partition the shares must in that case be equal (a) : there is not in this instance any right of primogeniture‡. MANU and VISHNU. — Vyavastha'

(a) 'The shares in that case must be equal'—This supposes re-union of brothers belonging to the same tribe; for the text is intended only to forbid an elder brother's superior portion as before allotted to him‡.

* Coleb. Da'. bhá. p. 138. Coleb. Dig. vol. III. pp. 434—440.

† That is, without including the subsequent increase, nor what has been consumed by the brethren. Coleb. Dig. vol. III. p. 436.

‡ Coleb. Da'. bha. p. 227. W. Da. Kra. Sang. p. 85. Coleb. Dig. vol. III. pp. 449—456.

তথা বৃহস্পতি কহিতেছেন—‘যে ভ্রাতারা বিভক্ত হইয়া প্রীতিতে একত্র বাস করে, পুনর্ব্বার বিভাগে তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠাংশিত্ব নাই’*।

কেবল ভ্রাতারা নয়, কিন্তু পিতা পুত্র পিতৃব্য ভ্রাতৃ-পুত্রাদিও সংসৃষ্ট হইতে পারে। তাহা ২০৬† ও ২০৮ পৃষ্ঠায় সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

‘জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠাংশিত্ব নাই’—এই উক্তিতে বোধ্য এই যে সংসৃষ্টিদের মধ্যে বিভাগে যেমত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠাংশাধিকারিত্ব নাই তেমনি পিতারো দ্ব্যংশ পাইতে, এবং অন্য কাহারো অধিক ভাগ পাইতে অধিকার নাই। অতএব—

ব্যবস্থা ১৯৪ সংসৃষ্টিদের মধ্যে বিভাগের ব্যবস্থা এইযে পূর্ব্ব ক্লৃপ্ত* ভাগানুসারে ভাগ হইবে।

ব্যবস্থা ১৯৫ যদি সংসৃষ্টদের এক জন নিকটতর উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরে তবে তৎসংসৃষ্টের তুল্যরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট অন্য দায়াদ থাকিতেও সংসৃষ্টই তদ্ধনাধিকারী‡।

কারণ যেহেতু এস্থলে তুল্যরূপ সম্বন্ধির সমবায়ে—‘সংসৃষ্টির ধনে সংসৃষ্টি অধিকারী’—এই বচন বলে সংসৃষ্টী-ই প্রশস্ত।

কোন ভ্রাতার সহিত সংসৃষ্ট ব্যক্তির যদি কিছু অবিভক্ত বিষয় থাকে, তবে তন্মরণে সংসৃষ্ট ভ্রাতাই ঐ বিষয়াধিকারী।

যেহেতু সংসৃষ্টির ধনে সৃষ্টির অধিকার এই বচনে সংসৃষ্টি পুরুষের ধনে সংসৃষ্টিদের অধিকার সূচিত হইয়াছে। বি. দা. দ্বী. র. ৭।

তথা বৃহস্পতিঃ—‘বিভক্তা ভ্রাতরো যেতু সম্প্রীত্যৈকত্র সংস্থিতাঃ। পুনর্বিভাগ করণে তেষাং জ্যৈষ্ঠ্যং ন বিদ্যতে’*॥

ন কেবলং ভ্রাতরঃ, কিন্তু পিতা পুত্র পিতৃব্য ভ্রাতৃপুত্রাদযোঽপি সংসৃষ্টিনো ভবিতুমর্হন্তি তৎ প্রপঞ্চিতং ২০৬,†২০৮ পৃষ্ঠয়োঃ।

‘জ্যৈষ্ঠ্যং ন বিদ্যতে’—ইত্যুক্তি স্বরসাৎ সংসৃষ্টিনাম্ বিভাগে যথা জ্যেষ্ঠভ্রাতুর্জ্যৈষ্ঠাংশাধিকারিত্বং নাস্তি, তথা পিতুরপি দ্ব্যংশহরত্বং নাস্তি, নচ কস্যাপ্যন্যস্যাধিক ভাগাধিকারিত্বমস্তীত্যবগম্যতে। তেন—

১৯৪ সংসৃষ্টি বিভাগে পূর্ব্ব কৢপ্ত ভাগানুসারেণ* ভাগ ব্যবস্থা।

১৯৫ যদি সংসৃষ্টিনামেকতম আসন্নতর দায়াদ বিহীনঃ মৃতস্তদা তদ্ধনে তুল্যরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্টে অসংসৃষ্টে দায়াদে সত্যপি সংসৃষ্ট দায়াদস্যৈবাধিকারঃ‡।

অত্র তুল্যরূপ সম্বন্ধি সমবায়ে সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টীতি বচনেন সংসৃষ্টস্য প্রাশস্ত্যাৎ।

ভ্রাত্রন্তরেণ সংসৃষ্টস্য যদি কিঞ্চিদ্দ্রব্যমবিভক্তমেবাসীৎ তদা তন্মরণে সংসৃষ্ট ভ্রাতাএব তদধিকারী।

সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টীতি বচনেন সংসৃষ্টি পুরুষ ধন এব সংসৃষ্টিনামধিকারবোধনাৎ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৭।

---

* দা, ভা, পৃ, ২৩৪। দা, ক্র, সং, পৃ, ৩৯ ও ৪০। বি, দা, ভা, দ্বী, র, ৭। কোল_দা, ভা, পৃ, ২২৮। উ, দা, ক্র, সং, পৃ, ৮৫ ও ৮৬। কোল, ভা, বা, ৩ পৃ. ৫৪৯—৫৫৩।

† কিরূপে সংসৃষ্ট হয় তাহাও ১০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

* পূর্ব্বকৢপ্ত ভাগানুসারে,—অর্থাৎ পূর্ব্বে যৎপরিমিত ভাগ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তদনুসারে বা তদ্রূপে(ভাগ হইবে) যেহেতু পূর্ব্ববিভাগে ও সংসৃষ্ট বিভাগে বিশেষ নাই (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৭)। এতাবতা যদি প্রথম বিভাগে জ্যেষ্ঠ উদ্ধারযুক্ত ভাগ, অথবা পিতা দুই অংশ না পাইয়া থাকেন তবে সংসৃষ্ট বিভাগেও পাইবেন না।

† কথং সংসৃষ্টত্বমুৎপদ্যতে তদপি প্রপঞ্চিতং ১০৩ পৃষ্ঠায়াং।

* পূর্ব্বকৢপ্ত বিভাগানুসারেণেত্যস্য পূর্ব্বস্মিন্ ব্যবস্থাপিতো যো বিভাগঃ তদনুসারেণ তদ্রূপেণেত্যর্থঃ, অস্যাপি বিভাগস্যাবিশেষাৎ বিভাগঃ (বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৭)। এতাবতা ন জ্যেষ্ঠস্য সোদ্ধারাংশিত্বং নচ পিতুর্দ্ব্যংশহরত্বং যদি প্রথমবিভাগে তেন তাদৃশ ভাগো ন গৃহীতঃ।

‡ দ্রষ্টব্য—ব্য, দ, পৃ, ১৮৬—২০৮। কোল, ভা, ব, ৩, পৃ, ৫৫৪—৫৫৬।

Thus VRIHASPATI: 'Among brethren who being once separated, again live together through mutual affection, there is no right of primogeniture, when partition is again made.'

Not only brothers, but also the father and son, paternal uncle and nephew, and other parceners can be mutually re-united. See *ante*, pp. 207,† 209.

From the term 'there is no right of primogeniture, it is deducible that, in the partition after re-union, as the eldest brother has no right to a deduction in addition to his share, so a father has no title to the double share, nor is any one else entitled to a larger portion: concequently,—

194 The rule of distribution after re-union must conform with the original allotment of shares.* Vyavasthá

195 If a person die leaving no relative nearer than his re-united parcener, then the latter succeeds to his property in preference to the un-reunited parceners, though in the same degree of affinity.‡ Vyavasthá

Because here the claimants being in an equal degree of affinity, the re-united parcener is held in preference to those not re-united, according to the text "a re-united parcener is heir of a re-united one".

If a re-united parcener die possessed of any undivided property, the right thereto devolves on his re-united parcener only.

For the text: 'a re-united parcener is heir of a re-united one' shows that the brethren who have renewed co-parcenary exclusively inherit the wealth of a re-united parcener.' Coleb. Dig. vol. III. p. 554.

* Coleb. Da. bha'. p. 228. W. Da'. Kra. Sang. pp. 85, 86. Coleb. Dig. vol. III. pp. 549—556.

The meaning of the phrase: "The distribution must conform with the original allotment of shares or their allotments follow the proportions before ordained," is, that the division shall be made in that proportion and mode which were observed in the first instance; for this is no less a partition (than the former distribution was). Coleb. Dig. vol. III p. 550.

So the eldest brother shall not get a deduction (in excess of his equal share) nor shall the father have the double share, if he did not get the same in the first partition.

† How re-union is effected is also stated at page 207. *q. v.*

‡ See *ante*, pp. 187—209. See Coleb. Dig. vol III. pp. 554—556.

ব্যবস্থা

১৯৫ আর আর বিশেষ বিধান (ই) ভ্রাতার অধিকার নিরূপণ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে তাহা এস্থলেও প্রযুজ্য। দা. ভা. পৃ. ২৪৫।

(ই) আর২ বিধান—অর্থাৎ অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধন অর্জ্জকেরই, অন্যের নয়, অনুপঘাতে অর্জ্জিত বিদ্যাধনে সমান বিদ্বান্ আর অধিক বিদ্বান্ অংশি, কিন্তু উপঘাতে অর্জ্জিত ধনে সকলেরই অংশিত্ব, ইত্যাদি যে সকল বিশেষ বিধান ভ্রাতার অধিকার প্রকরণে উক্ত হইয়াছে তাহা সংসৃষ্টি বিভাগেও প্রযুজ্য*।

'সংসৃষ্টদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যা শৌর্য্যাদি-দ্বারা ধন প্রাপ্ত হয়, তাহাকে দুই অংশ দিয়া আর সকলে সমান (একং) অংশ লইবে'—এই বৃহস্পতি বচনের অর্থ জীমূত বাহনাদির মতে করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বেই প্রকটিত হইয়াছে। পরন্তু বিবাদভঙ্গার্ণ-র কর্ত্তা কহেন—'জীমূতবাহনাদির মতে যেকোনরূপে সাধারণ ধনের উপঘাতাদিতে অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জকের দুই অংশ, অন্যের একং অংশ, সাধারণ ধনে প্রতিপালনোপযোগে বিদ্যার্জ্জনদ্বারা ধন উপার্জ্জন করিলে সাধারণ ধনের উপঘাত না থাকিলেও তাহাতে যথা বিহিতরূপে সকলের অংশিত্ব আছে; বিদ্যাধনার্জ্জনকালে সাধারণ ধনে প্রতিপালনোপযোগ না হইলেও সমান বিদ্বান্ আর অধিক বিদ্বানের অংশাধিকার, সাধারণ ধনে প্রতিপালিত হইয়া যদি কৃষি কর্ম্মাদি দ্বারা সাধারণ ধনের অনুপঘাতে ধন উপার্জ্জিত হয়, তবে তাহা কেবল সেই অর্জ্জকের, ইহা পূর্ব্বেকথিত হইয়াছে'। এই মত সম্যগ্‌রূপে জীমূতবাহনাদির অনুমত নয়—যেহেতু তাঁহাদের মতে সাধারণ ধনে প্রতিপালন উপঘাৎ রূপে গণ্য না হওয়াতে বকুলে প্রতিপালিত হইয়া উপার্জ্জিত বিদ্যাধনে ন্যূনবিদ্বান্ আর অবিদ্বানের অংশ নাই।

১৯৬ অপরেচ বিশেষা (ই) ভ্রাতৃধিকার নিরূপণ প্রকরণোক্তা অনুসন্ধেয়াঃ। দা. ভা. পৃ. ২৪৫।

(ই) অপরে বিশেষাঃ—অর্থাৎ অনুপঘাতার্জ্জিত-মর্জ্জকস্যৈব নেতরেষাং, অনুপঘাতার্জ্জিত বিদ্যাধনে সমাধিক বিদ্যানামংশিত্বং, উপঘাতার্জ্জিতে তু সর্ব্বেষামংশিত্বমিত্যাদয়ো যে বিশেষা ভ্রাত্রধিকার প্রকরণোক্তাঃ তেঽত্রাপি সংসর্গবিভাগেঽপ্যনুসন্ধেয়া ইত্যর্থঃ*।

'বিভক্তানান্তু যঃ কশ্চিৎ বিদ্যা শৌর্য্যাদিনা ধনং, প্রাপ্নোতি তস্য দাতব্যো দ্ব্যংশঃশেষাঃসমাংশিনঃ।' ইতি বৃহস্পতি বচনস্যার্থো জীমূতবাহনাদীনাং-মতানুসারেণৈব জ্ঞাতব্যঃ তৎপ্রকটিতং প্রাগেব। বিবাদভঙ্গার্ণবকৃত্তু—জীমূতবাহনাদীনাংমতে, যথাকথঞ্চিৎ সাধারণ ধনোপঘাতাদ্যর্জ্জিত ধনেঽর্জ্জকস্যদ্ব্যংশিত্বং ইতরেষামেকৈকাংশিত্বং, সাধারণ ভক্তোপযোগেন বিদ্যার্জ্জনেন তু ধনার্জ্জনে, সাধারণ দ্রব্যানুপঘাতেঽপি সর্ব্বেষাং যথাবিহিতমংশিত্বং, বিদ্যা ধনার্জ্জন কালে সাধারণ ভক্তমনুপযোগেঽপি সমবিদ্যাধিকবিদ্যয়োরংশিত্বং, সাধারণ ভক্তপুষ্ট বপুষা কৃষ্যাদিনা সাধারণ ধনানুপঘাতার্জ্জিতেঽর্জ্জকস্যাসাধারণ্যং ইতি প্রাগুক্তমিত্যভিহিতং। পরন্তু তৎসর্ব্বং ন জীমূতবাহনাদীনাং মতং, যতস্তেষাং মতে সাধারণ ধনেন ভক্তোপযোগস্য সাধারণ ধনোপঘাতত্বাভাবাৎ স্বকুল ভক্তোপযোগেনার্জ্জিত বিদ্যাধনে ন্যূন বিদ্যাবিদ্যানাং নাংশিত্বং।

* ইহা বরং জীমূতবাহনই স্থানান্তরে ভিন্নরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্‌যথা, "কিন্তু 'ভ্রাতারা পিতৃ বিষয় ভাগ করিয়া লইয়া যদি একত্র বাস করতঃ (আবার) বিভাগ করে, তবে যাহা হইতে উপার্জ্জন করে সে দুই অংশ লইবে'। এই কাত্যায়ন বচনের ব্যাখ্যা শ্রীকরাচার্য্য করিয়াছেন যে সংসৃষ্টদের কোন ব্যক্তি সাধারণ ধনের উপঘাতে উপার্জ্জন করিলে দুই ভাগ পাইবে, আর আর ব্যক্তিরা এক এক ভাগ পাইবে। অতএব মুনি ও ব্যাখ্যাতা উভয়েরই অভিপ্রায় এই বোধহইতেছে যেসংসৃষ্টাবস্থাতেও সাধারণের অনুপঘাতে অর্জ্জিত ধন অর্জ্জকেরই।

* এতচ্চ বরং জীমূতবাহনেনৈব স্থানান্তরে ভিন্নরূপেণ অভিহিতং তদ্‌যথা,—"কিন্তু কাত্যায়ন বচনং বিভক্তাঃ পিতৃবিত্তাদেকৈকত্র প্রতিবাসিনঃ। বিভজন্তঃ পুনর্দ্ব্যংশং স লভেতোদয়ো যতঃ। ইদং সংসৃষ্টানাং সাধারণ ধনোপঘাতেনার্জ্জকস্য তাদিষ্বং ইতরেষামেকৈকোভাগ ইতি শ্রীকরেণ ব্যাখ্যাতং। তেনানুপঘাতার্জ্জিতমর্জ্জকস্যৈব ধনং সংসৃষ্টত্বেঽপি ন পুনস্তদ্ধনং সাধারণমিত্যভিপ্রায়ো মুনে-র্ব্যাখ্যাতুশ্চ লক্ষ্যতে"। দা. ভা. পৃ. ১২০।

Vyavasthá

196 Other particular rules (i) which have been setforth under the head of partition among brothers, must be observed in this case also. Coleb. Da'. bha'. p. 228.

(i) 'Other particular rules'—That is, wealth acquired without use of the joint stock, belongs to the acquirer exclusively, and is not shared by the rest: but, in the instance of the gains of science, such of the brethren as are equally or more learned participate; and in the case of the wealth acquired with the use of the joint stock, all partake. These and other special rules, setforth under the head of partition among brethren, must be observed also in the case of partition after re-union.* SRI'KRISHNA's Comment on the *Da'yabha'ga*, Sans. p. 228.

As to VRIHASPATI's text:—'But if one of the re-united brethren acquire wealth by learning or valour, or the like, two shares of it must be given to him (on a second partition,) and the rest shall have each one share:' it must be applicable to the same case in which JI'MU'TAVA'HANA and the rest, have ordained a double share to be given to the acquirer. (See *ante*, pp. 438—439). JAGANNA'THA, in interpreting this text, says: "But according to JI'MU'TAVA'HANA and others, the acquirer shall have a double allotment, and the rest shall have each one share of wealth any how gained with the supplies from the joint stock and so forth; if the learning were acquired after a maintenance provided out of the common stock, all the parceners shall have the shares ordained for them, although the joint property were not employed during the acquisition of the wealth; but even though the common funds of support be not used during the acquisition of science, nor during that of wealth, they who are equal or supirior in learning participate; if the money be earned without use of joint property, through agreculture or the like by the labour of a body nourished on the joint funds of support, it nevertheless becomes the several property of the acquirer, as before explained" (Coleb. Dig. III. p. 551).. One part of this is not however in conformity with their opinion; that is to say, they do not maintain that receipt of maintenance from the family is equivalent to the use of the common stock. So according to their opinion, wealth gained through learning acquired by receiving maintenance from the family is not divisible among the less learned or unlearned parceners.

* These have been partly stated in another place by JI'MU'TAVA'HANA himself, thus: "Morover the text of KA'TYA'YANA (is similarly founded on reason.) 'When brethren, separated in regard to the patrimony, and subsequently living anew together, make a (second) partition, he from whom an acquisition has proceeded, shall again take a double share.' This is expounded by SRI'KARA as signifying that 'a re-united parcener, who has made an acquisition with the use of the joint stock, shall have two shares; and the rest one apiece'. Hence it appears to be the opinion both of the saint and commentator, that wealth, gained with no use of the common funds, appertains exclusively to the acquirer, even in the instance of a re-union of parceners; and such wealth is not joint property." Coleb. Da'. bha'. p.114.

সংসৃষ্টাসংসৃষ্টাধিকার বিষয়ে যে বিশেষ তাহাও ভ্রাত্রাদির অধিকার-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য পৃ. ১৮৬—২০৮।

সংসৃষ্টাসংসৃষ্টাধিকার বিষয়ে যে বিশেষ্যাস্তেইপ্যুক্তা ভ্রাত্রাদ্যধিকার প্রকরণে। দ্রষ্টব্যা পৃ. ১৮৬—২০৮।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র. ১। তিন সহোদর ভ্রাতা ছিল, পিতার জীবন কালেই তাহারা পিতাকে দিয়া তৎ-সমুদয় সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে বিভাগ করাইল; তদবধি এক ভ্রাতা পৃথক্ রহিল, অন্য দুই জন একত্র এক পরিবার রূপে থাকিল। পিতার মৃত্যুর পর একত্রিত দুই ভ্রাতার একজন অপুত্রক মরিল, ও তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সংসৃষ্টী ভ্রাতা করিল। এমত অবস্থায় জীবিত ভ্রাতারা উভয়েই সমান রূপে তাহার ধনাধিকারি, অথবা যে ভ্রাতা পৃথক্ ছিল তাহাকে নিরাস করিয়া সংসৃষ্টী ভ্রাতা একাকী মৃতের ধনে অধিকারী?

অসংসৃষ্ট ভ্রাতাকে সম্যক্ নিরাস করিয়া সংসৃষ্ট ভ্রাতা অধিকারী।

উ. ১। ভ্রাতারা পৃথক্ হইলে তন্মধ্যে একজন যদি উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরে*, ও মৃতব্যক্তি যে ভ্রাতার সহিত মরণপর্য্যন্ত একত্র ছিল তাহার সহিত সংসৃষ্টী হওনের যদি বিশেষ প্রমাণ না থাকে, তবে তাহার ধন তদ্ভ্রাতাদের মধ্যে সমানভাগে বিভক্ত হইবে। এই মত দায়ভাগাদি গ্রন্থে লিখিত আছে।

প্র. ২। যদি প্রকাশ্য ও স্পষ্টরূপে সংসৃষ্ট হওনের প্রমাণ থাকে, এবং সংসৃষ্টি ভ্রাতাদের মধ্যে যদি একজন মরে, তবে সংসৃষ্টী ভ্রাতাই কি একাকী তদ্বিষয়াধিকারী অথবা অসংসৃষ্টী ভ্রাতা তাহার সহিত ভাগী হইবে?

উ. ২। উপরি উক্ত অবস্থাতে, অসংসৃষ্টি ভ্রাতাকে নিরাস করিয়া সংসৃষ্টী ভ্রাতাই কেবল দায়াদ।

প্রমাণ—

যাজ্ঞবল্ক্য—সংসৃষ্টী (ভ্রাতা) সংসৃষ্টির দায়াদ।

জিলা হুগলী। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৫, মকদ্দমা ২৪ (পৃ. ১৭৩ ও ১৭৪)।

প্র.। এক ব্যক্তি স্বার্জ্জিত স্থাবর বিষয়ের অর্দ্ধেক এক স্ত্রীর গর্ভজ পুত্রদিগকে দিয়া তাহাদের হইতে আপনি পৃথক্ হইল, এবং অন্য অর্দ্ধেক লইয়া অন্য স্ত্রীর গর্ভজ পুত্রের সহিত সংসৃষ্টাবস্থায় একত্র থাকিল। পিতার মৃত্যুর পর তত্ত্যক্ত ধনে পুত্রেরা সমান ভাগ-ভাগি কি না?

যে পুত্রেরা পিতা হইতে যথাশাস্ত্র পৃথক হইয়া থাকে, তাহারা সংসৃষ্ট পুত্রের সহিত পিতৃবিষয়ে অধিকারি নয়।

উ. উপরি উক্ত অবস্থায়, ঐ বিভাগ যদি ব্যাধ্যাদি ব্যাকুল চিত্ততা কিম্বা কোন পুত্রের প্রতি রাগ বশতঃ অথবা সুভগার পুত্র প্রতি স্নেহ বশতঃ হইয়া থাকে, তবে এই কএকের যে কোন অবস্থায় প্রত্যেক পুত্রে বিষয়ের সমভাগী হইবে; অন্যথা যে পুত্রেরা পিতার জীবনকালে তাঁহা হইতে পৃথক্ হইয়াছে তাহারা তন্মরণে তদ্বিষয়াধিকারি নয়।

জিলা জঙ্গল মহাল। ১৯ জানওরি ১৮২০ সাল। মেক. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১, মকদ্দমা ১২ (পৃ. ১৬)।

---

* উত্তরাধিকারি না রাখিয়া মরে—এই কথার অর্থ এস্থলে জননী পর্য্যন্ত না রাখিয়া মরা বুঝিতে হইবে।

The particular rules that respect the right of associated and unassociated parceners have also been set forth in the sections treating of inheritance of brothers and the rest. See *ante*, pp. 187—209.

*Legal opinions delivered in, and admitted by, several Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. 1. There were three uterine brothers, who during the lifetime of their father caused him to make a partition of his entire estate among them, and from that time one brother lived apart, and the other two lived together as an united family: subsequently to the father's death, one of the united brothers died, leaving no male issue, and his exequial rites were performed by his united brother. In this case are the surviving brothers equally entitled to his property; or is the brother who lived in a state of union with the deceased alone entitled to the succession, to the exclusion of the other brother who lived separated?

R. 1. The brothers having separated, if one of them die without heirs,* his estate shall be equally shared by his brothers, provided there be no particular evidence of a re-union having taken place between the deceased and the brother with whom he resided till his death. The doctrines for this are laid down in the Dáyabhága and other authorities.

A Re-united brother entirely excludes an unassociated one.

Q. 2. If there be evidence of an express and distinct re-union, and one of the re-united brothers die, is the associated brother alone entitled to his estate, or will the unassociated brother share with him?

R. 2. Under the circumstances above stated, the associated brother is alone entitled to the succession, to the entire exclusion of the unassociated brother.

*Authorities—*

JA'GNYAVALKYA:—"A re-united (brother) should keep the share of his re-united (coheir), who is deceased."

Zillah Hooghly. Macn. H. L. vol. II. ch. 5, Case 24 (pp. 173, 174).

Sons legally separated from their father, have not, on his death, any claim to inherit with a son not separated.

Q. A person having assigned a moiety of his self-acquired landed estate to his sons by one wife, separated himself from them, and with the other half continued to live in a state of union with his son by anorther wife. On the death of the father, are the sons entitled to an equal portion of the estate left by him?

R. Under the circumstances stated, the disposition of the estate made by the father will hold good, if not made through perturbation of mind occasioned by disease or the like, or through irritation against any one of his sons, or through partiality for the child of a favourite wife, in either of which cases each of his sons would be entitled to an equal share of the estate; otherwise, on his death, the sons who were separated from him during his lifetime have no claim to the inheritance.

Zillah Jangal Mehals. January 19th 1820. Macn. H. L. vol. II. ch. 1, Case 12 (p. 16).

---

* Here by the mention of 'without heirs,' it must be understood, that the person died leaving no heir down to the mother.

## বিভাগকালে নিহ্নুত, পশ্চাৎ প্রকাশিত ধনের বিভাগ।

গৃহ, ক্ষেত্র ও চতুষ্পদ প্রকাশ পাইলে বিভাগ করিবে। দ্রব্য গোপনের সন্দেহ হইলে, দিব্য করাণ বিধান হইয়াছে। মনু কহিয়াছেন—ঘর কর্ণার সামগ্রী, বাহক পশু, দোহনীয় পশু ও দাস প্রকাশ পাইলে বিভাগ করা যাইবে। আর দ্রব্য গোপনের সন্দেহ হইলে কোষ* দ্বারা বাহির করিতে হইবে।

দৃশ্যমানং বিভজ্যেত গৃহক্ষেত্রং চতুষ্পদং। গূঢ় দ্রব্যাভিশঙ্কায়াং প্রত্যয়স্তত্র কীর্ত্তিতঃ॥ গৃহোপস্কর বাহ্যাশ্চ দোহ্যাভরণ কার্ম্মিণঃ। দৃশ্যমানা বিভজ্যন্তে কোষং* গূঢ়েঽব্রবীন্মনুঃ। কাত্যায়নঃ।

ব্যবস্থা ১৯৬ কেবল উপরি উক্ত দ্রব্যের নয়, কিন্তু পশ্চাদবগত যে কোন সাধারণ বিষয়ের সমান বিভাগ দায়াদের মধ্যে হইবে।

১৯৬ ন কেবলং উপর্য্যুক্তদ্রব্যানাং কিন্তু যেষাং কেষামপি পশ্চাদবগত সাধারণ দ্রব্যানাং দাযাদ মধ্যে সম ভাগো ভবিতব্যঃ।

প্রমাণ সকল ঋণ ও ধন যথা বিধি (ই) বিভক্ত হইলে পর, যে কিছু পশ্চাৎ প্রকাশ পায় তৎসমুদয় সমান রূপে বিভাজ্য (অ)†। মনু।

ঋণে ধনেচ সর্ব্বস্মিন্ প্রবিভক্তে যথা বিধি (ই)। পশ্চাদ্দৃশ্যেত যৎকিঞ্চিৎ তৎসর্ব্বং সমভাং নযেৎ (অ)†। মনুঃ।

(অ) সমানরূপে—অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহার যেমত ভাগ হইয়াছিল তৎসমানই কর্ত্তব্য অপহর্ত্তাকে অপহরণ নিমিত্তে অল্প ভাগ দেওয়া কিম্বা নিরংশি কর্ত্তব্য নয়।

(অ) সমতাং নয়েদিতি—পূর্ব্বং যথাযস্য বিভাগকল্পনা কৃতা তৎ সমানৈব কার্য্যা ন পুনরপহর্ত্তুরপহর্ত্তৃতয়া অল্প ভাগো দাতব্য এবং।

(ই) যথা বিধিবলার ভাব এই যে অবিহিত ভাগ হইয়া থাকিলে গোপন করার ব্যপদেশ না থাকিলেও পুনর্ব্বার বিভাগ হইবে, কিন্তু যথা বিধি ভাগ হইলে, গোপন বিনা আর বিভাগ হইবে না†। অতএব—

(ই) যথাবিধীতি—অবিহিত বিভাগেতু অপহ্নবানুপন্যাসেপি পুনর্ভাগকরণং, যথা বিধিভাগেতু অপহ্নুতং বিনা ন বিভাগ ইতি ভাবঃ†। অতএব—

ব্যবস্থা ১৯৭ দুর্বিভক্ত বিষয়েরো পুনর্বিভাগ কর্ত্তব্য।

১৯৭ দুর্বিভক্তমপি পুনর্ব্বিভজিতব্যং।

প্রমাণ ৴০ ভৃগু কহিয়াছেন পরস্পর অপহৃত দ্রব্য ও যাহা অযথাশাস্ত্র বিভক্ত (উ) তাহা পশ্চাৎ প্রাপ্ত হইলে (ও) সমভাগে বিভাগ করিবে। কাত্যায়ন।

৴০ অন্যোন্যাপহৃতং দ্রব্যং দুর্ব্বিভক্তঞ্চ (উ) যদ্ভবেৎ। পশ্চাৎ প্রাপ্তং (ও) বিভজ্যেত সমভাগেন তদ্ভৃগুঃ†। কাত্যায়নঃ।

(উ) দর্ব্বিভক্তের অর্থ এই যে—ভ্রমাদি বশতঃ যে ধনের অশাস্ত্রীয় বিভাগ হইয়া থাকে তাহার পুনর্ব্বার যথাশাস্ত্র বিভাগ কর্ত্তব্য। 'সকৃদংশ নিপততি' অর্থাৎ অংশ একবারই হয়—এই বচনের তাৎপর্য্য এই যে কোন বস্তু যথাশাস্ত্র বিভক্ত হইলে পর তাহার আর বিভাগ হইবে না†।

(উ) দুর্বিভক্তমিত্যনেন—ভ্রমাদিনা কৃতাশাস্ত্রীয় বিভাগ ধনস্য পুনঃশাস্ত্রীয় বিভাগঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ। সকৃদংশোনিপততীতি চ শাস্ত্রীয় বিভাগানন্তরং ন পুনর্ব্বিভাগ ইত্যেতৎপরং†।

---

* কোষ—প্রচণ্ড দেবতার স্নানোদকপানাদি। বি. দা. ভা. দী. র. ৭।

* কোষ—উগ্রদেবতা স্নানোদকপানাদিঃ। বি. দা. ভা. দী. র. ৭।

† বি. দা. ভা. দী. র. ৬। দা. ভা. পৃ. ২৪০। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৪। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৩২৫—৩২৭। কোল. দা. ভা. পৃ. ২৩৫। উ. দা. ক্র. সং. পৃ. ১১৩—১১৪।

## DISTRIBUTION OF EFFECTS CONCEALED AT THE TIME OF PARTITION AND SUBSEQUENTLY DISCOVERED.

A house, arable land, or quadrupeds, discovered (after partition) must be divided: if it be justly suspected that effects are concealed, a discovery by ordeal is prescribed by law. Thus MANU declared, that household utensils, beasts of burden, or milch cattle, ornaments, and slaves, must be divided, when discovered (among the heirs); and that, if effects be suspected to be hidden, a discovery must be obtained by *kosha*.* KA'TYA'YANA.

196 Not only the articles above specified, but any thing discoverd after partition, as being joint property, must be equally divided among the co-heirs. Vyavasthá

When all the debts and wealth have been justly distributed according to law (i), any thing, which may be afterwards discovered, shall be subject to an equal distribution (a)†. MANU. Authority

(a) 'Shall be subject to an equal distribution'—that is, the division of it should be precisely similar to that which had been previously made; and a less share is not to be given, nor no share, to the person who concealed the property as a punishment for his concealment†.

(i) 'According to law'—that is, if the distribution were illegal, a second partition must be made, even though concealment be not alleged; but if the distribution had been made according to law, no second partition shall be granted unless effects were secreted†. Consequently,—

197 Effects ill distributed shall be divided again. Vyavasthá

I. Effects, which are withheld by them from each other, and property which has been ill distributed (u), being subsequently discovered (o), let them divide in equal shares: so BHRIGU has ordained†. KA'TYA'YANA. Authority

(u) 'The property which has been ill distributed:'—intending, that property of which a distribution has been made contrary to law,—through error and the like, must be again divided according to law, for that part of the text of MANU, which declares: "once is the partition of inheritance made, &c." is intended to forbid a partition after the first has been *legally* made.†

* *Kosha*—is a trial by touching or drinking water in which the image of a ferocious deity has been bathed. Coleb. Dig. vol. III. p. 396.

† Coleb. Dig. vol. III. pp. 395—397. Coleb. Da'. bha'. pp. 229, 230. W. Da'. Kra. Sang. pp. 113—115.

(ঙ) পশ্চাৎ প্রাপ্তি হইলে—ইহা বলাতে অপহৃত দ্রব্যেরই বিভাগ হইবে যাহা বিভক্ত হইয়াছে তাহার আর বিভাগ হইবে না এমত দর্শিত হইয়াছে।

পশ্চাৎ প্রাপ্ত হইলে বলাতে—তন্মাত্র বস্তুরই বিভাগ কর্ত্তব্য পূর্ব্ব বিভক্তেরও বিভাগ কর্ত্তব্য নয় ইহাজ্ঞেয়, সম ভাগে বিভাজ্য বলা অপহরণ প্রযুক্ত অপহর্ত্তাকে ভাগ না দেয় বা অল্প ভাগ দেয় তাহা নিবারণার্থ এই স্মার্ত্তমত। বি. দা. ভা. দী. র. ৬।

(ঙ) পশ্চাৎপ্রাপ্তমিত্যনেনাপহৃতদ্রব্যস্যৈব বিভাগো নতু পুনর্ব্বিভক্তস্যাপি পুনর্ব্বিভাগ ইতি দর্শিতং।

পশ্চাৎপ্রাপ্তমিত্যনেনৈতন্মাত্রস্যৈব বিভাগো ন পূর্ব্ববিভক্তমপি বিভজনীয়মিত্যবগম্যতে, সমভাগেনেতি অপহর্ত্তৃতয়া ভাগো ন দেয়োঽল্প ভাগো বা দেয় ইতি নিরাসার্থমিতি স্মার্ত্তাঃ। বি. দা. ভা. দী. র. ৬।

ব্যবস্থা ১৯৭ বিভক্তেরা পরস্পরের অপহৃত দ্রব্য দেখিতে পাইলে তাহারা তাহা সমান ভাগে বিভাগ করিবে* এই ব্যবস্থা†। যাজ্ঞবল্ক্য।

১৯৭ অন্যোন্যাপহৃতং দ্রব্যং, বিভক্তৈর্যত্তুদৃশ্যতে। তৎপুনস্তে সমৈরংশৈর্ব্বিভজেরন্নিতি* স্থিতিঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ†।

ব্যবস্থা ১৯৮ কেবল ভ্রাতা নয়, কিন্তু তদভাবে তৎসুত তৎপ্রপৌত্র পর্য্যন্ত নিহ্নুত ধনভাগি।

১৯৮ ন কেবলং ভ্রাতা, কিন্তু তদভাবে তৎসুতাঃ তৎপ্রপৌত্র পর্য্যন্তাঃ নিহ্নুত ধনস্বভাগিনঃ।

প্রমাণ কোন দায়াদ কর্ত্তৃক যে বস্তু প্রচ্ছাদিত হয় তাহা পুনঃপ্রাপ্তি হইলে ভ্রাতাদের সহিত তদভাবে তৎপুত্রদের সহিত ভাগ করিবে†। যাজ্ঞবল্ক্য।

প্রচ্ছাদিতন্তু যদ্যেন পুনরাগত্য তৎসমং। ভজেরন্ ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধমভাবেঽপি হি তৎসুতাঃ†। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ইহার অর্থ এই যে বিভাগিদের অভাবে তৎপুত্রেরা অর্থাৎ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত অন্যভাগি ভ্রাতাদের সহিত সমান ভাগ করিয়া লইবে।

বিভাগিনোঽভাবে তৎসুতাঃ তৎপ্রপৌত্র পর্য্যন্তাঃ তৎপ্রচ্ছাদিতং ধনং ভ্রাতৃভির্ভাগান্তরৈঃ সহ সমং ভজেরন্নিত্যর্থঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ২৪৭।

ব্যবস্থা ১৯৯ বন্ধুর অপহৃত দ্রব্য বল পূর্ব্বক দেওয়াইবে না। অবিভক্ত বন্ধুরা যাহা ভোগ করিয়াছে তাহাও দেওয়াইবে না†। কাত্যায়ন।

১৯৯ বন্ধুনাপহৃতং দ্রব্যং বলান্নৈব প্রদাপয়েৎ। বন্ধূনামবিভক্তানাং ভোগং নৈব প্রদাপয়েৎ† ॥ কাত্যায়নঃ।

সামাদি দ্বারা দেওয়ান কর্ত্তব্য, বলে নয়‡ অবিভক্ত ব্যক্তি স্বাংশাতিরেকে যাহা ভোগ করিয়া থাকে তাহাও তাহাকেদিয়া দেওয়াইবে না।

সামাদিনাদাপ্যো ন বলাৎ‡, অবিভক্তেনতু যদধিকং ভুক্তং তদসৌ ন দাপ্যঃ†।

---

* এস্থলে সামান্যতঃ বিভাগ প্রাপ্তিহেতু বচনারম্ভ বলে সাধারণ দ্রব্যাপহরণে চৌর্য্যদোষ হয় না ইহা জানান হইতেছে—হলায়ুধ, বিশ্বরূপ, চণ্ডেশ্বর, জীমূতবাহন ও স্মার্ত্ত প্রভৃতির এই মত। বি. দা. ভা. দী. র. ৩।

* অত্র উৎসর্গ সিদ্ধভাগে প্রাপ্তে বচনারম্ভ বলেন সাধারণ দ্রব্যাপহারেস্তেয়দোষো ন ভবতীতি বিজ্ঞাপ্যতে ইতি হলায়ুধ, বিশ্বরূপ, চণ্ডেশ্বর, জীমূতবাহন স্মার্ত্ত প্রভৃতয়ঃ। বি, দা. ভা, দী, র. ৩। দ্রষ্টব্যঃ—দা, ভা, পৃ, ২৪৭—২৫৪

† দ. ভা. পৃ, ২৪৩। দা. ক্র, সং, পৃ, ৫৪। বি, দা, ভা, দী, র, ৩। কোল, দা, ভা, পৃ, ২৩০ ও ২৩১। উ, দা ক্র, সং, পৃ, ১১৩—১১৫। কোল, ভা. বা, ৩, পৃ, ৩৯৭—৪০২।

‡ এস্থলে বিবেচ্য এইযে যদি সামাদিতে না দেয় তবে বল ব্যবহার কর্ত্তব্য কি না—বল পূর্ব্বক দেওয়াইবে না' এই মুনি বাক্যে যে তথাপি বলব্যবহার করিবে না এমত আপত্তি কর্ত্তব্য নয়। বি. দা. ভা. দী. র. ৩।

‡ অত্রেদমবধেয়ং যদিসামাদিনা ন দদাত্যেব তদা বলং কুর্য্যান্নবা নচ বলান্নৈব প্রদাপয়েদিতি মুনিবচনাৎ বলং ন কুর্য্যাদেবেতি বাচ্যং। বি, দা, ভা, দী, র, ৩

(o) 'Subsequently discovered'—By this it is shown, that partition is to take place of the concealed effects alone, and not that a second partition is to be made of what has already been once divided.

On a subsequent discovery, there must be an equal division of what is restored: hence it appears, that a distribution of that only shall be made; what had been already distributed shall not be again divided. An equal partition is (mentioned) to remove the doubt, whether no share, or a less allotment, shall be given to the concealer, because he had secreted the effects. RAGHUNANDANA. Coleb. Dig. vol. III. p. 400.

Authority

II. Effects, which have been withheld by one co-heir from another, and which are discovered by the divided co-heirs, let them again divide in equal shares*: this is a settled rule†. JA'GNYAVALKYA.

Vyavasthá

198 Not only a brother, but on his death his male issue as far as the great grandson, is also entitled to share the property concealed.

Authority

What has been concealed by one of the co-heirs, and is afterwards discovered, let the sons, if the father be deceased, divide equally with their brethren.† KA'TYA'YANA.

The meaning of the text is, that in default of a co-heir, let his male issue as far as the great grandson (in the male line) equally divide the concealed property with the other sharers, (i. e.) the brothers of the deceased. SRI'KRISHNA'S Commentary on the *Da'yabha'ga*. Sans. p. 247.

Vyavastha'

199 Effects which have been taken by a kinsman, he shall not be conpelled by violence to restore‡: and the consumption of unseparated kinsmen, they shall not be required to make good†. KA'TYA'YANA.

By gentle means, and not by violence‡, a kinsman shall be made to restore the effects taken by him: But what has been consumed by a co-heir during co-parcenery over and above his due portion, he shall not be required to make good†.

---

* Partition being suggested as a matter of course, it is intimated, by the enunciation of this text, that the crime of theft is not committed by concealing effects held in co-parcenery. So HALA'YADHA, VISHWARU'PA, CHANDESHWARA, JI'MU'TAVA'HANA, RAGHUNANDANA, and the rest. Coleb. Dig. vol. III. p. 397. See Coleb. Dá. bha'. pp. 231—235.

† Coleb. Da'. bha'. pp. 230, 231. W. Dá. Srng. pp. 113—115. Coleb. Dig. vol. III. pp. 397—402.

‡ It may be asked, if he restore them not after friendly expostulation or the like, may the co-heir use compulsion or not? It should not be argued, from the words of the legislature "let not a co-heir use violence to make him restore," that it shall not (even then) be used. Coleb. Dig. vol. III. p. 402.

## বৃত্তবিভাগ সন্দেহ নির্ণয়

ব্যবস্থা

**২০০ বিভাগ হইয়াছে কিনা এমত সন্দেহ হইলে জ্ঞাতি বা বন্ধুগণের অথবা অপর লোকের সাক্ষ্য দ্বারা কিম্বা লিখিত দ্বারা তাহার নির্ণয় কর্ত্তব্য।**

**২০০ বিভাগ সন্দেহে জ্ঞাতীনাং বন্ধূনাম্বা তদভাবে উদাশীনানাম্বা সাক্ষ্যেণ, অথবা লিখিতেন, তস্য নির্ণয়ঃ।**

প্রমাণ

৴০ বিভাগ অস্বীকৃত হইলে জ্ঞাতি বন্ধু সাক্ষি দ্বারা (অ) অথবা গৃহক্ষেত্রের পার্থক্যদ্বারা বিভাগ জ্ঞাতব্য*। যাজ্ঞবল্ক্য।

(অ) প্রথমে জ্ঞাতি (অর্থাৎ) সপিণ্ড সাক্ষি, তদভাবে বন্ধুপদে আখ্যাত সম্বন্ধ বিশিষ্টেরা, তদভাবে অপর লোক সাক্ষি, কেননা যদি সাক্ষিপদে তাহারা সমানরূপে বুঝায় তবে জ্ঞাতি বন্ধু পদের ব্যবহার ব্যর্থ হয়। অতএব শংখ কহিয়াছেন—'সগোত্রের ধন বিভাগে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, যদি গোত্রজেরা তাহা জ্ঞাত না থাকে তবে তৎকুলের ব্যক্তিরা সাক্ষ্য দিতে পারে'॥ গোত্রজেরা—অর্থাৎ জ্ঞাতিরা; তাহারা জ্ঞাত না থাকিলে বন্ধুকুল সাক্ষ্য দিতে পারে। নিস্সম্পর্কীয়েরা পারে না। ইহারাও জ্ঞাত না থাকিলে তবে অন্যে সাক্ষ্য দিতে পারে, এই তাৎপর্য্যার্থ, অতএব জ্ঞাতি-ই মুখ্য (সাক্ষি) রূপে নারদকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে*।

তথা লিখিত দ্বারা নির্ণয় কর্ত্তব্য,—সাক্ষি হইতে লিখিত বলবৎ—এই বচনে সাক্ষী হইতে লিখিত গুরুতর কথিত হইয়াছে*।

৴০ বিভাগ নিহ্নবে জ্ঞাতি বন্ধু সাক্ষ্যভিৰ্লেখিতৈঃ (অ)। বিভাগ ভাবনাজ্ঞেয়া গৃহ ক্ষেত্রৈশ্চযৌতকৈঃ*। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(অ) প্রথমং জ্ঞাতয়ঃ সপিণ্ডাঃ সাক্ষিনঃ, তদভাবে বন্ধুপদোপনীতাঃ সম্বন্ধিনঃ, তদভাবে উদাসীনা অপি সাক্ষিণঃ;—তুল্যবদ্ভাবে সাক্ষিপদেনৈবোপাত্তত্বাৎ, জ্ঞাতিবন্ধু পদানর্থকতাপত্তেঃ। অতএব শংখঃ—'গোত্রভাগ বিভাগেঽর্থে সন্দেহে সমুপস্থিতে, গোত্রজৈশ্চাপরিজ্ঞাতে কুলং সাক্ষিত্বমর্হতি'॥ গোত্রজৈর্জ্ঞাতিভিরিত্যর্থঃ, তৈরজ্ঞাতে কুলং বন্ধুঃ সাক্ষিত্বমর্হতি ন পুনরসম্বন্ধী, তেনাপ্যপরিজ্ঞাতে অন্য সাক্ষীত্যর্থঃ, অতএব মুখ্যভূতা জ্ঞাতয়এব নারদেন নির্দ্দিষ্টাঃ*।

তথা লিখিতেন বা নির্ণয়ঃ—লিখিতন্তু সাক্ষিভ্যোবলবদেবেত্যুক্তং*। সাক্ষিভ্যো লিখিতং গুর্ব্বিতিবচনাৎ।

প্রমাণ

৵০ দায়াদদের মধ্যে বিভাগে সন্দেহ হইলে, তাহার নির্ণয় জ্ঞাতির সাক্ষ্য বা ভাগের লেখ্য† অথবা পৃথক্ কার্য্য প্রবর্ত্তন দ্বারাহইবে*। নারদ।

৵০ বিভাগধর্ম্ম সন্দেহে দায়াদানাং বিনির্ণয়ঃ। জ্ঞাতিভির্ভাগলেখ্যেনা† পৃথক্ কার্য্যপ্রবর্ত্তনাৎ*। নারদঃ

ব্যবস্থা

**২০১ পৃথক্ কার্য্যে প্রবর্ত্তন অথবা পৃথক্ ধন বা অধিকার দ্বারা বিভাগ নির্ণয় হয়।**

**২০১ পৃথক্ কার্য্যপ্রবর্ত্তনেন পৃথগ্ ধনেনাধিকারেণ বা বিভাগ নির্ণয়ঃ।**

---

*• দা. ভা. পৃ. ২৫৫। কোল. ভা. পৃ. ২৩৩ ও ২৩৭। দ্রষ্টব্য—দা. ত. পৃ. ৩১—৩৪। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৩। কোল. ভা. বা. ৩. পৃ. ৩২৫—৩২৮।

এস্থলে বিবেচ্য এই যে রাজা কিম্বা রাজপুরুষেরা সকল হইতে প্রবল হওয়াতে তৎসন্নিধানে কৃত বা তৎসাক্ষিযুক্ত পত্র অধিক বলবৎ ইহা কথিত হইয়াছে। বি, দা, ভা, দ্বী, র, ৩

অত্রেদমবধেয়ং রাজ্ঞঃ তৎপুরুষানাঞ্চ সর্ব্বতোবলবত্ত্বাৎ তৎসন্নিধানে কৃতং তৎসাক্ষিযুক্তং পত্রমধিক বলবত্তবতীত্যাহুঃ। বি, দা, ভা, দ্বী, র, ৩

† ভাগ লেখ্যের বর্ণনা বৃহস্পতি করিয়াছেন, তদ্যথা—ভ্রাতারা পরস্পর সম্মতিতে বিভাগ করিয়া যে বিভাগ পত্র লিখে তাহা ভাগলেখ্য বলা যায়। বি, দা, ভা, দ্বী, র, ৩।

† ভাগলেখ্য স্বরূপমাহ বৃহস্পতিঃ—ভ্রাতরঃ সন্বিভক্তা যে স্বরুচ্যাত পরস্পরং। বিভাগ পত্রং কুর্ব্বন্তি, ভাগলেখ্যং তদুচ্যতে॥ বি, দা, ভা, দ্বী, র, ৩।

## ON THE ASCERTAINMENT OF A DUBIOUS PARTITION.

101 If a doubt arise regarding the fact of a partition having been made, it should be ascertained by the evidence of kinsmen, relatives, or other witnesses, or by written proof. Vyavasthá

I. When partition is denied, the fact of it may be ascertained by the evidence of kinsmen, relatives, and witnesses, and by written proof (a); or by separate possession of house or field*. JA'GNYAVALKYA. Authority

(a) In the first place 'kinsmen,' or persons allied by community of funeral oblations, are witnesses. On failure of them, relatives, as signified by the term *bandhu*. In default of these, strangers may be witnesses: for, if they were equally admissible, the specific mention of 'kinsmen' and 'relatives' would be unmeaning; since they are comprehended under the term 'witnesses.' Hence SHANKHA says: 'Should a doubt arise on the susject of a partition of the wealth of kindred, the family may give evidence, if the matter be not known to the relations sprung from the same race.'—'Relations sprung from the same race' are 'kinsmen.' If the matter be not known to them, 'the family' or relatives may give evidence: but not a stranger. But if these also be uninformed, any other person may be a witness. Accordingly, kinsmen are stated by NA'RADA as the chief evidences*.

Next the proof is by written evidence: but written proof is superior to oral testimony, being so declared (by a text:—'a writing is better than oral evidence'.*)

II. If a question arise among co-heirs in regard to the fact of partition, it must be ascertained by the evidence of kinsmen, by the record of distribution†, or by the separate transaction of affairs*. NA'RADA. Authority

102 The fact of partition should also be ascertained by separate transaction of affairs or separate property or possession. Vyavasthá

---

* Coleb. Da'. bha'. pp. 286, 237. Coleb. Dig. vol. III. 395—398.

* It should be here remarked that, the king and his officers being superior in power to all others, an instrument executed in their presence and attested by them is most authentic. Coleb. Dig. vol. III. p. 416.

† VRIHASPATI explains the nature of a written record of partition thus: 'that record of partition which brothers or other co-heirs execute after making a just division by mutual consent, is called the written memorial of the distribution.' Coleb. Dig. vol. III. p. 408.

প্রমাণ

৵৹ দান, প্রতিগ্রহ, পশু, অন্ন অর্থাৎ শস্য, গৃহ, ক্ষেত্র, দাস্যাদি, পাক, ধর্ম্মকর্ম্ম, আগম ও ব্যয় বিভক্তদের পৃথক্ জ্ঞেয়। অবিভক্ত ভ্রাতারা নয় কিন্তু বিভক্ত ভ্রাতারা পরস্পরের সাক্ষি ও প্রতিভূ হইতে পারে, পরস্পর দান ও প্রতিগ্রহ করিতে পারে, সমদায়াদের সহিত যাহারা লোকে এই সকল কর্ম্ম করে, লেখ্য না থাকিলেও তাহারদিগকে বিভক্ত জানিবে। অবিভক্ত ভ্রাতাদের ধর্ম্মকর্ম্ম একত্র হয়, বিভক্ত হইলে তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম পৃথক্২ হয়*। নারদ।

৵৹ দান গ্রহণ পশ্বন্ন গৃহক্ষেত্রপরিগ্রহাঃ। বিভক্তানাং পৃথক্ জ্ঞেয়াঃ পাক ধর্ম্মাগমব্যয়াঃ॥ সাক্ষিত্বং প্রাতিভাব্যঞ্চ দানং গ্রহণমেবচ। বিভক্তা ভ্রাতরঃ কুর্য্যুর্নাবিভক্তাঃ পরস্পরং॥ যেষামেতাঃ ক্রিয়ালোকে প্রবর্ত্তন্তে স্বরিক্থতঃ। বিভক্তানবগচ্ছেযুর্লেখ্যমপ্যন্তরেণতান্॥ ভ্রাতৄণামবিভক্তানামেকোধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে। বিভাগে সতিধর্ম্মোঽপি ভবেদেষাং পৃথক্ পৃথক্*। নারদঃ।

প্রমাণ

৶৹ সাহস অর্থাৎ উৎকট অপরাধ, স্থাবর বিষয়, গচ্ছিত, এবং সমদায়াদদের মধ্যে পূর্ব্ববিভাগ পত্র ও সাক্ষি না থাকিলে অনুমান দ্বারা জ্ঞেয়। বল ব্যবহার, আঘাত ও লুট উৎকট অপরাধের প্রমাণ হইতে পারে, স্থাবর বিষয়ে স্বকীয় ভোগ ও পৃথক্ ধন থাকা বিভাগের প্রমাণ। যাহাদের আয়, ব্যয় ও ধন পৃথক্, ও যাহারা পরস্পর ঋণদানাদান ও বাণিজ্য কার্য্য করে তাহারা বিভক্ত ইহাতে সন্দেহ নাই†। বৃহস্পতি।

৶৹ সাহসং স্থাবরং ন্যাসঃ প্রাগ্‌বিভাগশ্চ রিক্থিনাং। অনুমানেন বিজ্ঞেয়ং ন স্যাত্তাৎ পত্রসাক্ষিণৌ॥ বলানুবন্ধ ব্যাঘাতহোঢ়ৎ সাহস ভাবকং। স্বস্য ভোগঃ স্থাবরস্য বিভাগস্য পৃথগ্‌ধনং। পৃথগায়ব্যয়ধনাঃ কুসীদঞ্চ পরস্পরং। বণিক পথঞ্চ যে কুর্য্যুর্বিভক্তাস্তে ন সংশয়ঃ†। বৃহস্পতিঃ।

এক ভ্রাতা দান করে অন্য গ্রহণ করে, অথবা তাহাদের গৃহাদি ও আয় ব্যয় ও স্থিতি পৃথক্ পৃথক্ হয়, একজন ঋণাদি করিলে অন্যে তাহার সাক্ষী বা প্রতিভূ হয়, অথবা পরস্পর ঋণদানাদান ব্যবহার করে, কিম্বা একজন কিঞ্চিৎ দ্রব্য অন্য ব্যক্তি হইতে ক্রয় করিয়া বাণিজ্যের নিমিত্তে ভ্রাতার নিকট বিক্রয় করে, এই রূপ এক এক ক্রিয়াও বি-

একো ভ্রাতা দদাতি অপরশ্চ গৃহ্নাতি, গৃহাদিকং আয় ব্যয় স্থিতিশ্চ পৃথক্২, একেন ঋণাদিষু ক্রিয়মাণেষু অপরশ্চ সাক্ষীপ্রতিভূর্ব্বাক্রিয়তে পরস্পরম্বা ঋণাদিক ব্যবহারঃ, একো যৎকিঞ্চিদ্দ্রব্যং অন্যতঃ ক্রীত্বা বাণিজ্যার্থং ভ্রাতরি বিক্রীণীতে, এবমাদিকা একৈকাপি ক্রিয়া পরস্পরং বিভক্তানামেব সম্ভবতি, তয়া বিভাগানুমানং ধীমদ্ভিরনুসন্ধেয়মিতি। নচ

---

* পৃথক্ রূপে কৃষ্যাদি কর্ম্ম করণকে ও পৃথক্ রূপে পঞ্চমহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকে নারদ বিভাগ চিহ্ন কহিয়াছেন। পঞ্চমহাযজ্ঞ যথা—"বেদ অধ্যাপন ও অধ্যয়ন ব্রহ্মযজ্ঞ, জলপিণ্ডদান পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, জীবকে আহারদান ভূত-যজ্ঞ, অতিথী সেবা নৃ যজ্ঞ। এই পাঁচ মহাযজ্ঞ করিতে শক্তি থাকিতে যে ত্রুটি না করে"। মনু। অ, ৩, ব, ৭০ ও ৭১।

* পৃথক্ কৃষ্যাদি কার্য্য প্রবর্ত্তনং, পৃথক্ পঞ্চমহাযজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ নারদেন বিভাগলিঙ্গমুক্তং, পঞ্চমহাযজ্ঞো যথা—অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং। হোমোদৈবোবলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনং। পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ নহাপয়তি শক্তিতঃ। মনুঃ অ, ৩, ব, ৭০ ও ৭১।

† যাহাদের আয় ব্যয় ও ধন পৃথক্, ও যাহারা পৃথক্ রূপে ধন উপার্জ্জন করে, যাহারা পৃথক্ রূপে দান ও যজ্ঞাদি করিয়া, ও যাহারা পরস্পর সুদিক্রম দানাদান করে তাহারা বিভক্ত, ও যাহারা পরস্পর ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্য করে, তাহারা বিভক্ত। এই সকল পৈতৃকাদি ধনে বোধ্য। বি, দা, ভা, টী, প্র, ৩।

† যে পৃথগায় ব্যয় ধনাঃ পৃথগর্জ্জয়ন্তি পৃথগ্‌দানং কুর্ব্বন্তি, পৃথগ্ ধনন্যায় যাগযজ্ঞাদিকং কুর্ব্বন্তি তে বিভক্তা, এবং যে পরস্পর কুসীদ ঋণদান গ্রহণে কুর্ব্বন্তি এবং বণিকপথং পরস্পরং ক্রয়বিক্রয়ৌ কুর্ব্বন্তি তে বিভক্তাঃ। এতৎসর্ব্বং পৈতৃকাদি ধনে। বি, দা, ভা, টী, প্র, ৩।

I. Gift and acceptance of gift, cattle, grain, house, land, and attendants, must be considered as distinct among separated brethren, and also diet, religious duties, income, and expenditure. Separated, not unseparated, brethren may reciprocally bear testimony, become securities, bestow gifts and accept presents. Those, by whom such matters are publicly transacted with their co-heirs, may be known to be separate even without written evidence. The religious duty of unseparated brethren is single. When partition indeed has been made, religious duties become separate for each of them*. NA'RADA.

Authority

II. A violent crime, immovable property, deposite, and a previous patition among co-heirs, may be ascertained by presumptive proof, if there be neither writing nor witnesses. The exertion of force, a blow, or the plunder may be evidence of a violent crime; possession of the land may be proof of property; and separate wealth is an argument of partition. They, who have their income, expenditure, and wealth, distinct, and have mutual transactions of money-lending and traffic, are undoubtedly separate.† (VRIHASHPATI).

Authority

One brother gives and another accepts, or they have separate house and land, or their income and expenditure (of wealth) and abode are separate; or, when a loan or other affair is transacted by one, another is made witness to it, or becomes surety; or they have mutual transactions of money-lending or the like; or one, having bought certain goods from another person, sells it for traffic to his brother; in these and similar instances, since any such act can only place

* The practice of agriculture or other business pursued apart from the rest, and the observance of the five great sacraments and other religious duties performed separately from them, are pronounced by NA'RADA to be tokens of partition. (*Mitákshará* p. 376) The five great sacraments are as follows—"Teaching and studying the scripture is the sacrament of the *Veda*; offering cakes and water, the sacrament of the manes; an oblation to fire, the sacrament of the deities; giving rice and other food to living creatures, the sacrament of spirits; receiving guests with honour, the sacrament of men. Whoever omits not those five great sacraments or cerimonies, if he have ability (to perform them). MANU, Ch. III. v. 70 & 71.

† Those (co-heirs) whose income, expenses, and wealth are separate, who severally acquire property, and make distinct gifts and separate bailments of their effects, are disunited. Again, they who mutually lend money at interest, (who reciprocally give or receive loans,) are disunited: all this relates to wealth inherited from the father or other ancestor. Coleb. Dig. III. p. 428.

ভক্তদেরই পরস্পর সম্ভব হয়, ধীমানেরা তদ্দ্বারা বিভাগের অনুমান করিবেন। 'যাহারা লোকে এই সকল কার্য্য করে' এই বাক্যে বহুবচন ব্যবহার হেতু এমত বাচ্য নয় যে বিভাগ নির্ণয়ার্থে ঐ সমুদয় ঘটনা ঘটা চাই, যেহেতু এই সকল বচন ন্যায়মূলক হওয়াতে অবিশেষে তৎপ্রত্যেকেতেই সমকারণ প্রযুজ্য। দা. ভা. পৃ. ২৫৭।

যেষামেতাঃ ক্রিয়াইত্যেতদ্বহুবচনেন বহ্বীনামুপাদানাৎ মিলিতানামেব গমকত্বং বাচ্যং ন্যায়মূলত্বাৎ বচনানাং একৈকত্রাপি চ তারতম্যাবিশেষাবিশেষাৎ। দা. ভা. পৃ. ২৫৭।

ব্যবস্থা ২০৩ পত্র ও সাক্ষী না থাকিলে ইহা বলাতে—পত্র ও সাক্ষির অভাবে আনুমানিক প্রমাণ প্রামাণ্য ইহা উক্ত হইয়াছে। দা. ভা. পৃ. ২৫৭।

২০৩ নস্যাতাং পত্রসাক্ষিণাবিত্যনেন—পত্রসাক্ষিণোরভাবেঽনুমানমনুসরণীয়মিত্যুক্তং। দা. ভা. পৃ. ২৫৭।

বিবাদ ভঙ্গার্ণব কর্ত্তার মতে পার্থক্যের অভিসন্ধি পূর্ব্বক পাকপার্থক্যই বিভাগের সম্যক্ লক্ষণ—তৎকথিত কতিপয় পংক্তি যথা—"যেস্থলে অবিভক্ত বহুপরিজনে একত্র পাকে ক্লেশ দৃষ্টে পৃথক্ রূপে অন্ন পাক করে, সেস্থলে ঐ পৃথক্ পাক নিজ সুগমতা মাত্র নিমিত্ত, তাহা দেবতা অতিথি ও ভৃত্য ভরণার্থে অপৃথক্ রূপেই হয়। কিন্তু বস্তুতঃ যাহারা পরিবার কুটুম্ব আর অতিথি প্রভৃতির নিমিত্তে অর্থাৎ অশেষ সাধারণ কারণে পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ পাক করে তাহারাই বিভক্ত, তহাদেরই ধর্ম্মকর্ম্ম পৃথক্ রূপে করা উচিত। এতাবতা অবশিষ্ট ধন অবিভক্ত থাকিলে তাহা অপার্থক্যের প্রতিপাদক নয়, যেহেতু বিভক্তদেরও অনেক ধন সাধারণে থাকা দৃষ্ট হয়"।

বিবাদভঙ্গার্ণবকৃন্মতে পার্থক্যাভিসন্ধিপূর্ব্বক পাকপার্থক্যং বিভাগস্য সম্যক্ লক্ষণং, তৎকথিত কতিপয় পংক্তয়ো যথা—"যত্রচ বহুপরিজনানাং একত্রান্নপাকে দুঃখদর্শিনাং পৃথক্ পৃথগন্ন পাকোঽপ্যবিভক্তানাং দৃশ্যতে তত্র স্বার্থমাত্র পাকোহি স, দেবতাতিথিভৃত্যভরণাদ্যর্থং পাকস্তত্রাপ্যপৃথগেব ভবতি; বস্তুতস্তু যেষাং কুটুম্ব সম্বন্ধ্যতিথ্যাদ্যর্থং সাধারণাশেষ পাকাঃ পৃথক্ পৃথগন্যোন্য নিরপেক্ষেণ প্রবর্ত্তন্তে তে বিভক্তা এব, তেষাং ধর্ম্মক্রিয়া পৃথগেব কর্ত্তুমুচিতা। ততশ্চাবিভক্তানি অবশিষ্টধনানি সন্ত্যপি নাবিভাগ প্রতিপাদকানি,—বিভক্তানামপি সাধারণ ধনস্য বহুশোদর্শনাৎ"।

"ইহাতে বিভাগ পদার্থ কি এই জিজ্ঞাসা নিবৃত্তিও হয়,—যেহেতু বিভাগ পদের অর্থ পিতৃ ধন বিভাগ নয়, কেননা তাহা হইলে যাহাদের পিতৃ ধন নাই তাহাদের মধ্যে বিভাগ হইতে পারে না, তবে কি যৎকিঞ্চিৎ ধন ভাগই বিভাগ বাচ্য—'ক্ষমতাবান্ নিস্পৃহ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ দিলে পৃথক্ করা হয়,' এই যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত বিভাগ বিনা পৃথক্ ধর্ম্মকর্ম্মের আবশ্যকতাভাব ইহাও বাচ্য নয়, কেননা তাহা হইলে যাহাদের কিছু নাই তাহাদের মধ্যে পার্থক্য হইতে পারে না। এতাবতা বিভাগ পদের অর্থ এই যে সম্পর্কীয় ব্যক্তি ও অতিথি প্রভৃতির নিমিত্তে আর সাধারণ কার্য্য নিমিত্তে যে

"এবঞ্চ বিভাগপদার্থ এব ক ইতি জিজ্ঞাসা নিবৃত্তিশ্চ ভবতি, যতো ন পিত্রধনবিভাগো বিভাগ পদার্থঃ,—পিত্রধনশূন্যানামবিভাগ প্রসঙ্গাৎ, অথ যৎকিঞ্চিদ্ধন বিভাগঃ,—'শক্তস্যানীহমানস্য কিঞ্চিদ্দত্ত্বা পৃথক্ ক্রিয়া' ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তং বিভাগং বিনা পৃথক্কৃত্যভাব ইতিচেন্ন—যেষাং কিঞ্চিদপি নাস্তি তেষামবিভাগ প্রসঙ্গাৎ, তস্মাৎ সাধারণ সম্বন্ধ্যতিথ্যাদ্যর্থপাক বিভাগ এব বিভাগ পদার্থঃ। নতু যেষাং সম্বন্ধ্যাগমনং অতিথ্যাগমনঞ্চ নাস্তি কথং তেষাং বিভাগ ইতি চেৎ,—অদ্যাবধি বয়ং বিভক্তা

among divided brethren, a presumption of partition is deduced from it by the intelligent. It is not to be concluded from the use of the plural number in the phrase "by whom such matters are transacted," that the concurrence of all those circumstances is required. For these texts are founded on reason; and the reason is equally applicable in every several instance. Coleb. Da´. bha´. pp. 238, 239.

203 By saying, "if there be neither writing nor witnesses," it is intimated that presumptive proof is to be admitted only in default of written and oral evidence. Coleb. Da´. bha´. p. 239.

Vyavasthá

JAGANNA´THA considers the distinct preparation of food after an agreement purporting separation is the sufficient proof of separation. Some of his observations are as follow:—"When it is observed that undivided co-heirs having large families, and perceiving inconvenience in preparing their food together, dress their victuals apart, that separate cookery is merely intended for their own convenience: but preparation of grain for oblations to deities, for the entertainment of guests, (and) for the support of servants, is not in that case separate. In fact they only are divided co-heirs who dress victuals separately, (and without consulting any other,) for all purposes common (to undivided co-heirs,) for their families, connexions, guests, and the like: they only ought to perform separate acts of religion. Hence, although the remainder of an estate may be undivided, it is not considered as proof that partition has not taken place; for it frequently happens that disunited co-heirs have joint property."

"What then is the meaning of the term 'partition?' This question might be proposed, and is thus answered; for it does mean division of the patrimony, since it would follow, that no partition could take place among those who are destitute of inherited wealth. Does it not mean the division of any property whatsoever? Accordingly JA´GNYAVALKYA has said, 'One who is able to earn a livelihood, and claims not a share of the joint property, may be disunited from the family, on giving him some trifle? as a consideration to prevent future strife;' and there can be no necessity of separate acts of religion without partition. (It bears) not (that meaning;) for it might be supposed that no separation could take place between those who have no property whatsoever. Consquently, the meaning of partition is separation in respect of food prepared for the entertainment of guests and relatives, and for other purposes which are common (among united co-heirs.) How then can separation take place between those who are

পাকপার্থক্য তাহাই বিভাগ। যদি এমত বলাযায় —যাহাদের গৃহে সম্পর্কীয়েরা ও অতিথি আইসে না তাহাদের বিভাগ কি প্রকারে হয়—তবে, অদ্যাবধি আমরা পৃথক এই নিয়ম পূর্ব্বক যে পাকপার্থক্য তাহাই বিভাগ। তৎপরে তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম ও পিতৃসম্বন্ধে লব্ধ ধনাদি পৃথক্ হয়, তৎপূর্ব্বে এক থাকে"।

"এবং বর্ষকৃত্য ও লক্ষ্ম্যাদি দেবতাপূজাদি দ্বারা-ও বিভাগ নির্ণয় হয়"।

অনন্তর উপরি প্রকটিত—জীমূতবাহনাদির মত স্মরণ করিয়াছেন।

ইতি নিয়ম পূর্ব্বক পাকপার্থক্যমেব বিভাগঃ, তদুত্তরং ধর্ম্মক্রিয়া পিত্র সম্বন্ধাল্লব্ধধনাদিকঞ্চ পৃথগেব ভবতি তৎপূর্ব্বঞ্চৈকমিতি"।

"এবং বর্ষকৃত্য লক্ষ্ম্যাদি দেবতা পূজাদিভ্যোঽপি নির্ণয়োভবতীতি দিশা"।

অনন্তরং তেন উপর্য্যুক্ত জীমূতবাহনাদিমতমনুস্মৃতং।

রাজ কিশোর রায় ও (কালী চরণ রায়ের পুত্র) অন্য চারি ব্যক্তি আপিলান্ট—
বনাম—(জয়কৃষ্ণ রায়ের পুত্র) মৃত শান্ত দাসের পত্নী রেস্‌পণ্ডেন্ট্।

কালী চরণ, জয়কৃষ্ণ ও শোভারাম ইহারা পরস্পর ভ্রাতা ছিল। রাধানাথ নামক এক পুত্র রাখিয়া শোভারাম মরে। অনন্তর শান্তদাস নামক এক পুত্র রাখিয়া জয়কৃষ্ণ মরে। অনন্তর এই মকদ্দামার আদি প্রতিবাদি রাজ কিশোর রায় প্রভৃতি পাঁচ পুত্রকে রাখিয়া কালী চরণ কাল প্রাপ্ত হয়। কালী চরণ নিজ জীবন কালে রোকোড়ের কুঠী চালাইয়াছিল, তাহার মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ কিশোর ভ্রাতৃগণের সহযোগে এই কুঠী চালায়। ইহাদের পিতৃব্য (জয় কৃষ্ণের) পুত্র শান্ত দাস কখনো কখনো রাজ কিশোরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইত, এবং তাহার পিতা এবং সে কালী চরণের ও রাজ কিশোরের স্থানে নিজ খরচের নিমিত্তে টাকা পাইত; কিন্তু ঐ কারবারের যে কোন বিশেষ অংশ পাইত; অথবা হিসাব নিকাসির সময় উপস্থিত থাকিত; কিম্বা লাভ নোকসান জ্ঞাত ছিল এমত দৃষ্ট হয় না। খাতা পত্রে তাহাদের নাম নাই, কেবল খসড়া বা রোজনামচা বহিতে শান্ত দাস ও রাধা নাথের মাসিক খরচ সুদ্ধ নিজ খরচের টাকা খরচ পড়িয়াছে; তৎকালে রাধানাথ পৃথক্ কর্ম্ম কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত তৎ কার্য্যের সহিত তৎপিতৃব্য পুত্রদের কোন সংশ্রব ছিল না। কালী চরণ জয়কৃষ্ণ ও শোভারাম তিন ভ্রাতাই পৃথগন্ন ছিল; তাহাদের নিজ নিজ উত্তরাধিকারিরাও তদবস্থ ছিল; কিন্তু শান্তদাস ও রাধানাথ নিজ নিজ পিতার মৃত্যুর পর বিংশতি বৎসরের অধিক কাল আপনাদের নিজ খরচের নিমিত্তে রাজ কিশোরের স্থানে টাকা পাইত; অনন্তর বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তৎপ্রত্যেকে কালী চরণ ও রাজ কিশোর যে কারবার চালাইয়াছিল তাহার তিন ভাগের ভাগ ও রাজ কিশোরের দখলে যে গৃহ দ্রব্যাদি ও টাকা ও জেওরাৎ ছিল তাহারও তিন ভাগের ভাগ দাওয়া করিল—এই এজহারে ঐ সকল বিষয় পরিবারীয় সাধারণ ধনরূপে রাজকৃষ্ণের ও তৎ পিতার দখলে ছিল; ও তাহারা নিজ দাবীর নির্ভর এই কথার উপর করিল যে তাহাদের অথবা তাঁহাদের পিতাদের ও রাজ কিশোরের বা তৎ পিতার মধ্যে বিষয় বিভাগ হয় নাই, রাজ কিশোর ও তদ্‌ভ্রাতৃগণ সাধারণ ধনে যে বিষয়-কর্ম্ম করে তাহা হইতে তাহারা (অর্থাৎ বাদিরা) নিজ নিজ খরচের নিমিত্তে টাকা পাইয়াছিল। রাজকিশোর ও তদ্‌ভ্রাতারা কহে জয়কৃষ্ণ ও শোভারামের কিম্বা তত্তৎ পুত্র শান্তদাস ও রাধা নাথের কালী চরন ও তৎ পুত্রদের সহিত কোন বিষয়ে সমদায়াদত্ব নাই, অথবা ইহাদের সহিত উহারা কখনো কোন বিষয় যৌতরূপে অধিকার করে নাই; এবং ঐ রাজকিশোর প্রভৃতি আপত্তি করে যে যে বিষয় তাহাদের দখলে আছে তাহা তৎ পিতার ও তাহাদের স্বকীয় পরিশ্রমার্জ্জিত। মকদ্দমার অবস্থা এইরূপ হওয়াতে, সদর দেওয়ানী আদালতের জজেরা শ্রীযুক্ত পণ্ডিতদের স্থানে এই জিজ্ঞাসা করিলেন যে হিন্দুদের দায় ও বিভাগ বিষয়ক শাস্ত্রানুসারে রাজকিশোর রায় ও তদ্‌ভ্রাতৃগণের উপর এ মকদ্দমার আদি বাদি শান্তদাসের দাবী গ্রাহ্য কিনা? তাহাতে পণ্ডিতেরা সংক্ষেপে উত্তর

not visited by relatives or guests? *Distinct preparation of food, after an agreement in these words: 'hence forward we are disunited,' is partition.* Afterwards their acts of religion, and wealth, or the like, received on some consideration relative to the father, are separate; before that agreement they are single." Coleb. Dig. vol. III. pp. 420, 421.

In like manner, the question may be determined by their annual obsequies (for a deceased ancestor) and by their (separate) worship of LAKSHMI' and other deities, and the like. *Ibid.* p. 429.

After this the author quotes the latter paragraph of the *Da'ya'bha'ga* above cited, viz.—" These and similar instances," &c.

*Ra'jkishor Ra'y and four others (sons of Ka'li Charan Ra'y), Appellants,*
versus *Widow of Sa'nta Da's (son of Joykrishna Ra'y), Respondent.*

Káli Charan, Joykrishna, and Shobhá Rám, were brothers. Shobhá Rám died, leaving a son, Ra'dha' Na'th. Then died Joykrishna, leaving a son Sánta Dás. Then died Kálicharan, leaving five sons Rájkishor Ráy, &c. the original defendants in suit. Káli Charn during his life conducted a banking house, which after his death was carried on by his eldest son Rájkishor, in concert with the other brothers. Sánta Dás, the cousin of these, (son of Joykrishna), was occasionally employed in transacting business for Rájkishor, and he, as well as his father, received money for his private expenses from Ka'licharn and Ra'jkishor; but does not appear to have received any specific share of the profits in trade; or to have been present at the balancing of the accounts; or to have been made acquainted with the profit or loss. The account books contain no mention of the parties, except that, in the *bahi khasra'*, or day book, disbursements for private expenses are entered, which include the monthly expenses of Sa'nta Da's and Ra'dha' Na'th; the latter of whom was at the time engaged in a separate business, independent of his cousins. The three brothers, Ka'licharan, Joykrishna, and Shobha' Ra'm, all messed apart; as did also their respective heirs; but Sa'nta Da's and Ra'dha'na'th continued to receive money for their private expenses from Ra'jkishor, for more than twenty years after the decease of their fathers; until disputes arising, they each claimed a third share of the trade which had been managed by Ka'licharn and Ra'jkishor, together with a third of the household effects, money, and jewels, possessed by Ra'jkishor, alleging, that these were held by him and his father as joint and common property of the family; and resting their claim on the circumstance of no separation of property having taken place between them or their fathers and Rajkishor or his father, and on their having continued to receive money for their expenses from the common fund managed by Ra'jkishor and his brothers. That Joykrishna and Shoba'ra'm, or their sons Sa'nta Da's and Ra'dha' Na'th, had any co-parcenery with Ka'licharan or his son, or ever possessed any property jointly with them, was denied by Ra'jkishor and his brothers; who pleaded, that the property, in their possession, was the produce of the exclusive and separate industry of their father and themselves. These being the circumstances, the Sudder Dewanny Adawalut consulted their *pandits*, whether, according to the *Hindu* law of succession and partnership, the claim of Sa'nta Da's, the original plaintiff in this suit against Ra'jkishor Ra'y and his brothers, was, or was not maintenable;

করিলেন যে—উপরি উক্ত অবস্থায়, বাদী প্রতিবাদিদের হইতে পৃথগন্ন হওয়াতে, ও কারবারের মুনফার অংশ নাপাইয়া কেবল অন্নাচ্ছাদন পাওয়াতে, এবং এপর্য্যন্ত কখনো দাবী উপস্থিত নাকরাতে, বিভাগ পত্র লিখিত না হইয়া থাকিলেও পরিবার পার্থক্য বিষয়ে তাহারদিগকে শাস্ত্রানুসারে বিভক্ত বোধ করিতে হইবে; অপিচ বর্ত্তমান মকদ্দমায় কৃত দাবী গ্রাহ্য হইতে পারে না।

এই মতানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের জজ পি. স্পেকি সাহেব ও ডব্লিউ কৌপর সাহেব দাবীর বিরুদ্ধে বিচার নিষ্পত্তি করিলেন। ২৬ আক্টোবর ১৭৯৬ সাল, স. দে. আ. বি. বা. ১. পৃ. ১৩ ও ১৪।

দ্রষ্টব্য—রাজকুমার বিশ্বেশ্বর কুমার সিংহ আপিলান্ট—বনাম—মোসম্মাৎ সুখনন্দন কুঙর রেস্পণ্ডেন্ট। ৯ এপ্রেল ১৮৪২ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৭, পৃ. ৮৭ ও ৮৮। ও মোসম্মাৎ দ্বীপু—বনাম—গৌরীশঙ্কর। স. দে. আ. বি. বা. ৩, পৃ. ৩১০।

## বিভাগের পর আগত দায়াদের ভাগ

ব্যবস্থা। ২০৪ বিভাগ করা যাউক না যাউক যে স্থলে দায়াদ উপস্থিত হয়, সে স্থলে যাহা সাধারণ থাকে সে তাহার ভাগ লইবে। ঋণ ক্ষেত্র গৃহ ও লেখ্য যাহা পৈতামহ হয় চিরকাল প্রবাসে থাকিয়াও যদি আগত হয় তবে তদ্ভাগভাগী হইবে। দা. ভা. পৃ. ১৪৯।

২০৪ কৃতেঽকৃতে বিভাগে বা ঋক্থী যত্র প্রদৃশ্যতে। সামান্যঞ্চেদ্ ভবেদ্ যত্তু তত্র ভাগ হরস্তু সঃ। ঋণং ক্ষেত্রং গ্রহং লেখ্যং যস্ত পৈতামহং ভবেৎ। চিরকালপ্রোষিতোঽপি ভাগভাগাগতস্তু সঃ। বৃহস্পতিঃ। দা. ভা. পৃ. ১৪৯।

ব্যবস্থা। ২০৫ কেবল সেই যে ভাগ্ভাগী এমত নহে, কিন্তু তৎসন্তানেরাও বটে।

২০৫ ন কেবলং স এব ভাগভাক, অপিতু তৎসন্ততযোঽপি ভাগভাজঃ।

পরন্তু বিশেষ এই যে-

অত্রায়ং বিশেষঃ—

ব্যবস্থা। ২০৬ কোন ব্যক্তি অবিভক্তাবস্থায় দেশান্তরে* গিয়া বহুকাল পরে সমাগত হইলে সে এবং সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত তৎসন্ততিরাও পুরুষানুক্রমে তদ্দেশবাসিদের ও প্রতিবাসিদের পরিচিত হইলে পর যথাশাস্ত্র অংশ পাইবে—এই ব্যবস্থাপিত। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৫ ও ৫৬।

২০৬ অবিভক্ত দশায়াং দেশান্তর* গতস্য চিরকালানন্তরং সমাগতস্য তৎসপ্তমপর্য্যন্ত সন্ততেরপি মৌলসামন্তাদি দ্বারা স্বজ্ঞান পূর্ব্বকং ক্রমাগতস্য ধনাৎ যথাশাস্ত্রমংশিত্বমিতি স্থিতং। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৫ ও ৫৬।

প্রমাণ। জ্ঞাতিবর্গকে ত্যাগ করিয়া যে অন্য দেশে* বাস করে, তাহার বংশ আগত হইলে তাহাকে অংশ

গোত্র সাধারণং ত্যক্ত্বা যোঽন্য দেশং* সমাশ্রিতঃ। তদ্বংশস্যাগতস্যাংশঃ প্রদাতব্যো ন

* দেশান্তর নির্ণয় বিষয়ে বৃহৎমনু কহিতেছেন—"যে স্থলে ভাষার ভেদ কিম্বা পর্ব্বত বা মহানদী ব্যবধান থাকে,

* দেশান্তর পরিভাষায়াং বৃহন্মনুঃ—"বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্বা ব্যবধায়কঃ। মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্য-

to which the *pandits* replied, in substance, that, under the circumstances stated, the claimant having messed apart from the defendants, and having received maintenance, but no share of the profits in trade, and never having advanced a claim till now, must in law be deemed separate, as respected family partnership, though no written declaration of separation should have been made; and that the claim in the present suit could not be maintained.

In conformity with this opinion, the Sudder Dewanny Adalut (present P. Speke and W. Cowper), gave judgment against the claim. 26th October 1796. S. D. A. R. vol. I. pp. 13,14.

*Vide* Ráj Kumár Bishweshwar Kumár Singh, appellant, *versus* Sukhnandan Cunwor respondent. 9th April 1842. S. D. A. R. vol. VII. pp. 87,88. And Musst. Dípú *versus* Gourí Sankar. S. D. A. R. vol. III. p. 310.

ON THE ALLOTMENT OF A SHARE TO A COPARCENER APPEARING AFTER PARTITION.

Vyavasthá

204 Whether partition have or have not been made, whenever an heir appears, he shall receive a share of whatever common property there is. Be it debt or a writing, or house, or field, which descended from his paternal ancestor, he shall take his due share of it, when he comes, even though he have been long absent. VRIHASPATI. Coleb. Dá. bhá. p. 140.

Vyavasthá

205 Not only he, but his descendants also shall take his share.

There is however a distinction in the participation of descendants:

Vyavasthá

206 It is a settled point, that one who travelled into a foreign country*, at a period when no partition had taken place, and returned after a long lapse of time, as well as his descendants, as far as the seventh in degree, after they shall have made themselves recognized by the inhabitants, whose family from generation to generation resided in that country, and neighbours, shall obtain a lawful share of the heritable wealth. See W. Dá. Kra. Sang. p. 117.

Authority

If a man leave the common family and reside in another country*, his share must no doubt be given to his male descendants when they return. Be the descendant third, or fifth, or even

* A different country is thus defined by VRIHAT MANU: "Where language differs, or a mountain or great river intervenes, it is called a different country. However near, a country which has a different

দাতব্য ইহাতে সংশয় নাই। তদ্বংশীয় ব্যক্তি তৃতীয় পঞ্চম বা (অ) সপ্তম পুরুষীয়ই হউক, তাহার জন্ম নামের পরিজ্ঞান হইলে সে ক্রমাগত ধনের অংশ পাইবে। যাহাকে পুরুষানুক্রমে তদ্দেশবাসিরা ও প্রতিবাসিরা বিষয়স্বামি কহিবে তাহার বংশ আগত হইলে জ্ঞাতিরা ভূমি দিবে। বৃহস্পতিঃ। দা. ভা. পৃ. ১৭৯।

(অ) বা শব্দ সপ্তম পর্য্যন্ত সমুচ্চয়ার্থক, এতাবতা—দেশান্তর হইতে আগত সপ্তম পর্য্যন্তেরই ভাগ প্রাপ্য, অষ্টমাদির নয়, অতএব 'সপ্তমের পর ধনাধিকার লোপ হয়' এই বচনও এই বিষয়ে প্রযুজ্য। দা. ভা. টী. পৃ. ১৫০

শংসয়ঃ। তৃতীয়ঃ পঞ্চমশ্চৈকসপ্তমো বাপি (অ) যোভবেৎ। জন্মনাম পরিজ্ঞানে লভেত্তাংশং ক্রমাগতং। যংপরম্পরয়া মৌলাঃ সামন্তাঃ স্বামিনং বিদুঃ। তদন্বয়স্যাগতস্য দাতব্যা গোত্রজৈর্মহী। বৃহস্পতিঃ। দা. ভা. পৃ. ১৪৯।

(অ) বা শব্দঃ সপ্তমান্তর্গতানুক্ত সমুচ্চায়কঃ, তেন—সপ্তম পর্য্যন্তানামেব দেশান্তরাদাগতানাং ভাগিতা নত্বষ্টমাদেঃ। অতএবাসপ্তমাদূর্দ্ধং বিচ্ছিত্তির্ভবতীতি বচনমপ্যেতদ্বিষয়মিতি। দা. ভা. টী. পৃ. ১৫০।

ব্যবস্থা ২০৭ কিন্তু দেশস্থ হইলে ধনির চারিপুরুষ পর্য্যন্ত তদ্ধনভাগি।

কারণ পঞ্চমাদি পার্ব্বণপিণ্ড দানে অনধিকার হেতু উপকারি না হওয়াতে ধনহারি নয় ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৬।

২০৭ দেশস্থ বিষয়েতু ধনিনশ্চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত এব তদ্ধন ভাগার্হতা।

পঞ্চমাদেঃ পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্বাভাবেনানুপকারকত্বাদিতি প্রাগেবোক্তং। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৬।

অতএব চুম্বক এই যে—

ব্যবস্থা ২০৮ পিতার পিতামহের ও প্রপিতামহের ধনে তাঁহাদের মরণের পর পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের অধিকার, স্বদেশে থাকিয়া যদি তিন পুরুষ ভাগ না লইয়া থাকে তবে তৎ সন্তানদের স্বত্ব হানি হইবে। বিদেশে থাকিলে সাত পুরুষ পর্য্যন্ত ভাগ না লইলে স্বত্ব হানি হইবে। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৭।

তদয়ংসংক্ষেপঃ—

২০৮ পিতুঃ পিতামহস্য প্রপিতামহস্যচ ধনে তন্মরণোত্তরং পুত্রপৌত্র প্রপৌত্রাণামধিকারঃ, স্বদেশস্থিতেন পুরুষত্রয়েণ ভাগাগ্রহণে তৎ সন্তানানাং স্বত্বহানিঃ। বিদেশস্থেন তু পুরুষ সপ্তকেনাগ্রহণে ইতি। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৭।

---

তাহাকে দেশান্তর বলাযায়। স্বয়ং স্বয়ম্ভু কহিয়াছেন দেশের নাম ও নদীভিন্ন হইলে নিকট দেশও দেশান্তর। অথবা যেথানকার বার্ত্তা দশ রাত্রিতে শুনিতে পাওয়া যায় না (সেস্থান) দেশান্তর। বৃহস্পতি কহেন—'কেহ ষাটি যোজন আয়ত স্থানকে কেহ চল্লিশ যোজন আয়ত স্থানকে কেহ ত্রিশ যোজন আয়ত স্থানকে দেশান্তর কহেন'। মুনিদ্বয়ের বচনে উক্ত ভাষাদি ভেদের সামঞ্জস্য নিমিত্ত ব্যাখ্যা হইয়াছে যথা—তিনের ভেদ বিশিষ্ট স্থল ত্রিশ যোজনের অভ্যন্তরেই দেশান্তর, দুয়ের ভেদ বিশিষ্ট স্থানে তাহার পর চল্লিশ যোজনের অভ্যন্তরেই দেশান্তর, একের ভেদ বিশিষ্ট স্থান চল্লিশ যোজনের উপর ষাটি যোজনের অভ্যন্তরেই দেশান্তর, ষাটি যোজনের পর স্থান বাণী গিরি ও মহানদী ব্যবধান না থাকিলেও বিদেশ। শুদ্ধিচিন্তামণির এই মত। উদ্বাহ তত্ত্ব।

তে।। দেশনামনদীভেদান্নিকটোঽপি ভবেদ্ যদি। তত্তু দেশান্তরং প্রোক্তং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। দশরাত্রেণ যা বার্ত্তা যত্র ন শ্রূয়তেঽথবা'। বৃহস্পতিঃ—'দেশান্তরং বদন্ত্যেকে ষষ্টি যোজনমায়তং। চত্বারিংশদ্বদন্ত্যেকে ত্রিংশদেকে তথৈবচ'। মুনিদ্বয় বচনোক্ত বাগাদি ভেদানাং সামঞ্জস্যার্থমেবং ব্যখ্যায়তে—ত্রিতয় বৈশিষ্টে ত্রিংশদ্যোজনাভ্যন্তরে, দ্বিতয় বৈশিষ্টে তদুপরি চত্বারিংশদ্যোজনাভ্যন্তরে, এক বৈশিষ্টে চত্বারিংশদ্যোজনোপরি ষষ্টি যোজনাভ্যান্তরে, ষষ্টি যোজনোপরি বাণীগিরি মহানদ্যন্তরিতত্ব ভেদাভাবেঽপি বৈদেশ্যমিতি শুদ্ধিচিন্তামণিঃ। উদ্বাহ তত্ত্বং।

seventh (a) in degree, he shall receive his hereditary allotment, on proof of his birth and name. To the lineal descendants, when they appear, of that man, whom the neighbours and old inhabitants know by tradition to be the proprietor, the land must be surrendered by his kinsmen. VRIHASPATI. Coleb. Da'. bha'. pp. 140, 141.

(a) *Or even seventh.*] the particle or (*va'*) connects this with other degrees not mentioned but included within the seventh. Therefore, descendants, as far as the seventh in degree, returning from a foreign country, participate: not so the eighth or other remoter descendants. Accordingly, the text, which expresses, that "The right to participation ceases with the seventh person," relates to this subject. SRI'KRISHNA's Comment on the *Da'ya'bha'ga.* Sans. p. 150.

207 But descendants only, as far as the fourth degree, of one who had remained all along in his own country, are entitled to share his wealth. Da'. Kra. Sang. p. 118. Vyavastha'

For it has been formerly declared, that the fifth in descent and the rest confer no benefits on a deceased owner; since they are not competent to present funeral oblations to him at solemn obsequies. *Ibid.* p. 118. Reason

The law may be thus briefly recapitulated:

208 A son, a grandson, and a great grandson, succeed to the estate of a father, of a paternal grandfather, and of a paternal great grandfather, on their decease; if co-heirs, residing in their own country, take not their shares during three generations, the right is lost to their descendants; but it is lost to the posterity of coheirs residing in a foreign country, if the seventh in descent claim not (the share). Coleb. Dig. vol. III. p. 449. Vyavastha

name and parted by river is called different country by the SELF-EXISTENT himself: and so is the place whence intelligence cannot be received in ten nights." VRIHASPATI says: 'Some call a space of sixty *yojanas* or *jojanas* a distinct country, some the space of forty *jojanas*, others again the space of thirty *jojanas*.' The discrepancies regarding language, &c, as in the text of the two sages, are thus reconciled: if three circumstances (of difference) exist, the country is distinct (*even*) within thirty *jojanas*; if two exist it is a different country beyond thirty and (*even*) within forty *jojanas*; and where but one exists, it is a different country beyond forty *jojanas* and (*even*) within sixty. A region beyond sixty *jojanas* is a foreign country, though it may not have a different language; or may not be intervened by a mountain or great river. Thus *Shuddhi Chintámani. Udbáhatatwa.*

অবিভক্ত বন্ধুরা যাহা ভোগ করিয়াছে তাহা দেওয়ান যাইবে না, বা আয় ব্যয় বিশোধান্তে দৃশ্য বস্তুরই বিভাগ হইবে,—এই নারদ বচনে বা শব্দ নিশ্চয়ার্থ, অতএব—

বন্ধূনামবিভক্তানাং ভোগং নৈব প্রদাপয়েত্। দৃশ্যাদ্বাতদ্বিভাগঃ স্যাদায়ব্যয় বিশোধিতাত্। ইতি নারদ বচনে বা শব্দ এবার্থে, তেন—

ব্যবস্থা ২০৯ অবিভক্তাবস্থায় যত ধন বৃদ্ধি যত বা ব্যয় হইয়াথাকে তৎ সমুদয় মিলাইয়া যাহা দৃশ্য বা বিদ্যমান তাহারই বিভাগ কর্ত্তব্য। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৩।

২০৯ অবিভক্ত দশায়াং যাবদ্ধনমুপচিতং যাবচ্চ ব্যয়িতং তৎ সর্ব্বং বুদ্ধ্বা যদ্দৃশ্যং বিদ্যমানং তস্মাদেব বিভাগকার্য্যঃ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৩।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।—দায়াদের কর্ত্তব্য

দায়গ্রাহির ভার তিন প্রকার। প্রথম—মৃত ধনির ঋণাদি পরিশোধন। দ্বিতীয়—তাহার শ্রাদ্ধাদি ও তৎপুত্র কন্যার সংস্কার করণ। তৃতীয়—তাহার অবশ্য পোষ্য প্রতিপালন। যাহারা দায়রূপ ধন পায় তাহাদের এই সকল অবশ্য কর্ত্তব্য।

দায়াদানাং ভারাস্ত্রিবিধা সন্তি। প্রথমঃ—মৃতস্য ধনিনঃ ঋণাদি পরিশোধনং। দ্বিতীয়ঃ—তচ্ছ্রাদ্ধাদি তৎপুত্র কন্যয়োঃ সংস্কার করণঞ্চ। তৃতীয়ঃ—তদবশ্য পোষ্য প্রতিপালনম্। যে চ দায়ং গৃহ্ণন্তি তৈরেবৈতানি অবশ্য কর্ত্তব্যানি।

### ঋণাদিশোধন

ব্যবস্থা ২১০ পিতৃ ঋণ পরিশোধ করিয়া তদবশিষ্ট থাকে যে ধন তাহাই বিভাজ্য। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫২।

২১০ বিভাগস্তু পিতৄণং (অ) পরিশোধ্য তদবশিষ্টধনস্য করণীয়ঃ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫২।

প্রমাণ পিতৃঋণ (অ) শোধ দিয়া পিতৃ ধনের যাহা অবশিষ্ট থাকে ভ্রাতারা তাহাই বিভাগ করিবে, যাহাতে পিতা ঋণী না থাকেন (ই)। নারদ।

যচ্ছিষ্টং পিতৃদায়েভ্যো (অ) দত্তর্ণং পৈতৃকং ততঃ। ভ্রাতৃভিস্তদ্বিভক্তব্যং ঋণী নস্যাৎ (ই) যথা পিতা*। নারদঃ। দা. ভা. পৃ. ৩১।

(অ) এস্থলে পিতৃ শব্দ পূর্ব্বস্বামি মাত্রের উপলক্ষক। অতএব—

(অ) অত্র পিতৃ শব্দঃ পূর্ব্বস্বামি মাত্রোপলক্ষকঃ, তেন—

ব্যবস্থা ২১১ পিতামহের পিতৃব্যের অথবা অপরের দায়রূপ ধন প্রাপ্ত হইলে তাহার ঋণ পরিশোধ কর্ত্তব্য*।

২১১ পিতামহস্য পিতৃব্যস্যাপরস্য বা দায় গ্রহণে তস্য ঋণং পরিশোধনীয়ং*।

প্রমাণ ৵০ (অধিকার যোগ্য) পুত্রহীন ধনির যে দায়রূপ ধন লয় সে অবশ্য ঋণ দিবে, তথা (তদভাবে) যে তাহার স্ত্রী লয় সে তদৃণ দিবে। পিতৃ ধন অন্যগত হইলে পুত্রে পিতৃ ঋণ দিবে না॥ যাজ্ঞবল্ক্য। বি. রি. র. ৮।

৵০ ঋক্থগ্রাহ ঋণং দাপ্যো যোষিদ্গ্রাহস্তথৈব চ। পুত্রোঽনন্যাশ্রিত দ্রব্যঃ পুত্রহীনস্য ঋক্থিনঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। বি. রি. র. ৮।

* অত্যন্ত সাধারণ নিয়ম এই যে মৃত ধনির ত্যক্ত বিষয় যাহার হস্তে কেন যাউক না ঋণ তদ্বিষয়ানুগামি। এস ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ১, পৃ. ২২৩।

"Among unseparated kinsmen, let not one restore what has been expended. Or partition should take place of the visible wealth, corrected for income and expenditure." The particle *va* (*va*) in this text of NA'RADA is affirmative: consequently,—

209 Having compared the amount of the wealth which had accumulated at a time when no partition had taken place, with the amount expended, a division should be made of the balance actually remaining. Da'. Kra. Sang. pp. 111, 112. Vyavastha'

## SECTION III.—CHARGES ON THE INHERITANCE.

The charges to which the inheritance is liable, are of three kinds. First,—discharge of debts and other obligations. Secondly,—the performance of the obsequies, &c. of the late proprietor and the initiation of his son and daughter. Thirdly,—maintenance of such members of his family as are absolutely entitled to it. Those who take the heritage must discharge these duties.

### PAYMENT OF DEBTS, &c.

210 A partition should be made by sons of the wealth of their deceased father, which remains after discharging his debts. Da'. Kra. Sang pp. 110, 111. Vyavastha'

What remains of the paternal inheritance (a) over and above the father's obligations and after payment of his debts, may be divided by the brethren; so that their father continue not a debtor (i). NA'RADA Coleb. Da'. bha'. p. 21. Authority

(a) Here the term paternal is merely illustrative: it in general indicates the late owner of a heritage. Consequently,—

211 When an heir takes the inheritance of his paternal grandfather, uncle, or any one else, he must pay his debt.* Vyavastha'

I. He who has received the estate of a proprietor leaving no son (competent to inherit) must pay (his) debts, or, on failure of him, the person who takes the wife (of the deceased); but not the son whose (father's) assets are held by another. JA'GNYAVALKYA. See Coleb. Dig. vol. I. p. 278. Authority

* The most general position respecting it is, that debts follow the assets into whosesoever hands they come. Strange's H. L. vol. I. p. 226.

৶০ অপুত্র ব্যক্তির দায়রূপ ধন-গ্রাহী অবশ্য তাহার ঋণ পরিশোধ করিবে। বিষ্ণু।

৶০ অপুত্রস্যচ ঋক্থগ্রাহী ধনং দদ্যাৎ বিষ্ণুঃ। বি. রি. র. ৮।

৶০ অপুত্রা বিধবা ভগিনী কর্ত্তৃক আদিষ্টা হই-লে তাহার ঋণ দিবে। কিম্বা যে তাহার দায়রূপ ধন লয় সে তাহার ঋণও দিবে। নারদ। ঐ. র. ৮।

৶০ যদ্যাদপুত্রা বিধবা নিযুক্তা বা স্বয়ম্বরং। যো বা তদৃক্থমাদদ্যাৎ দদ্যাৎ তস্যা ঋণঞ্চ সঃ। না-রদঃ। ঐ. র. ৮।

ব্যবস্থা ২১২ ঐ রূপ মাতৃ-ধনেরও ঋণ শোধের পর অবশিষ্ট থাকে যাহা তাহাই বিভাজ্য। দা, ভা, পৃ, ৩২।

২১২ এবঞ্চ মাতৃধনস্যাপি ঋণাবশিষ্ট-স্য বিভাগঃ। দা, ভা, পৃ, ৩২।

প্রমাণ মাতার ঋণ-শোধাবশিষ্ট ধন দুহিতারা লইবে, তাহাদের অভাবে পুত্রে লইবে। যাজ্ঞবল্ক্য। ঐ।

মাতুর্দুহিতরঃ শেষমৃণাৎতাভ্যঋতেঽন্বয়ঃ। যাজ্ঞ-বল্ক্যঃ। ঐ।

(ই). 'পিতা ঋণী না থাকেন' ইহা বলাতে অ-পারক হইলে পরিশোধ করিব এই স্বীকার মহাজ-নের নিকট কর্ত্তব্য। স্মার্ত্ত ভটাচার্য্য। দা. ত পৃ.১৬।

(ই) ঋণী ন স্যাদিত্যনেন অশক্তৌ পরিশোধ-নীয়মিত্যুত্তমর্ণস্থানে স্বীকর্ত্তব্যং। রঘুনন্দনঃ। দা. ত. পৃ. ১৬।

'যাহাতে পিতা ঋণী না থাকেন' ইহা বলাতে বিভাগের পরও ঋণ পরিশোধ কর্ত্তব্য ইহা দর্শিত হইয়াছে; অতএব—

'ঋণী নস্যাৎ যথা পিতা' ইত্যনেন বিভা-গমন্তরমপি ঋণ শোধনং দর্শিতং, অন্যথা তদ্ব্য-র্থংস্যাৎ; অতএব—

ব্যবস্থা ২১৩ দায়-বিভাগ কর্ত্তারা উত্তমর্ণের অনু-মতিক্রমে পিত্রাদির ঋণ বিভাগ করিয়া লই-বে অথবা পরিশোধ করিবে। দা,ভা,পৃ,৩২।

২১৩ বিভাগ কর্ত্তৃভিরুত্তমর্ণানুমত্যৈব পিত্রাদি ঋণং বিভজনীয়ং পরিশোধ্যম্বা। দা, ভা, পৃ, ৩২।

প্রমাণ পিতা মরিলে পুত্রেরা বিভক্ত বা অবিভক্ত হউক স্ব স্ব অংশানুসারে তাঁহার ঋণ দিবে, কিম্বা যে পুত্র যে ভার লইয়াছে সেই দিবে। নারদ।

পিতর্য্যুপরতে পুত্রাঃ ঋণং দদ্যুর্যথাংশতঃ*। বি-ভক্তা অবিভক্তা বা যো বা তামুদ্বহেৎধুরং। নারদঃ।

কিঞ্চ পিতার দায়রূপ ধন প্রাপ্ত না হইলেও তাঁ-হার ঋণ পরিশোধ ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ কর্ত্তব্য,কেন-না "উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ হইতে পুত্র আমাকে মুক্ত ক-রিবে এই স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তে পিতৃলোক পুত্রকামনা করেন, অতএব পুত্র জন্মিয়া যাহাতে পিতা নরকে না যান (তন্নিমিত্তে) স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক পিতাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিবে॥ তপস্বী হউন বা অগ্নিহোত্রী হউন যদি ঋণী হইয়া মরেন তবে তাঁহার তপস্যা ও অগ্নিহোত্র উত্তমর্ণের হয়।"— নারদ॥ "যে ব্যক্তি ঋণাদি লইয়া উত্তমর্ণকে না দেয় সে তাহার দাস, ভৃত্য, স্ত্রী বা পশু হইয়া তদগৃহে জন্মে"—বৃহস্পতি।

কিঞ্চ পিতুর্দায়ে ন গৃহিতেঽপি তস্য ঋণম্ ধর্ম্মতঃ ন্যায়তশ্চাবশ্যং পরিশোধনীয়ং, যতঃ—" ইচ্ছন্তি পিতরঃ পুত্রান্ স্বার্থহেতোর্যতস্ততঃ। উত্তমর্ণাধমর্ণে-ভ্যো মাময়ং মোক্ষয়িষ্যতি॥ অতঃ পুত্রেণ যত্নেন স্বার্থমুৎসৃজ্য যত্নতঃ। ঋণাৎ পিতা মোচনীয়ো যথা নো নরকং ব্রজেৎ॥ তপস্বী বাগ্নিহোত্রী বা ঋণবান্ ম্রিয়তে যদি। তপশ্চৈবাগ্নিহোত্রঞ্চ তৎসর্ব্বং ধনি-নাং ভবেৎ।"—নারদঃ॥ "উত্তমর্ণাদিকমাদায় স্বা-মিনে ন দদাতি যঃ [illegible] তস্য দাসো ভৃত্যঃ স্ত্রী পশুর্ব্বা জায়তে গৃহে"—বৃহস্পতিঃ।

* যথা পিতার ঋণ [illegible] সুবর্ণ (মোহর) হয়, তাহ [illegible] চোরি পুত্র থাকে ] পঞ্চ বিংশতি সুবর্ণ আমার ঋণ এই রূপ অংশ গ্রহণক্রমে স্বীকার কর্ত্তব্য। বি, দা, ভা, বী, ৪।

* যথা পিতুঃ [illegible] শতসুবর্ণাধিকং [illegible] পঞ্চবিংশতি সুবর্ণ মম ঋণং ইতি ভাগহর [illegible] স্বীকর্ত্তব্যং। বি,দা,ভা,বী,র, ৪।

II. He, who takes the assets of a man leaving no male issue, must pay the sum due (by him). VISHNU. Coleb. Dig. vol. I. p. 329.

III. A childless widow must pay the debt of her sister enjoining payment; or whoever receives the assets left by that sister, must pay her debts. NA'RADA. Coleb. Dig. vol. I. p. 323

212 Accordingly, of the mother's wealth too, only what remains over and above her debts is to be divided. Vyavasthá

Daughters share the residue of their mother's property, after payment of her debts: and the male issue, in default of daughters. JA'GNYAVALKYA. Coleb. Da'. bha'. p. 22. Authority

(i) 'So that their father continue not a debtor'—On this phrase RAGHUNANDANA remarks—that if they cannot (immediately pay the debts,) they must promise the creditor to pay it, (at a subsequent time),

From the expression *'So that the father may not continue a debtor'*—it appears, that the debts may be cleared off subsequent to the partition: otherwise it would be unmeaning. (W. Da'. Kra. Sang. p. 111.) Consequently,—

213 Coheirs, making a partition, may apportion the debts of their father or other predecessor, with the consent of the creditors, or must immediately discharge the debts. Coleb. Da'. bha'. p. 22. Vyavasthá

A father being dead, his sons, whether after partition or before it, shall discharge his debt in proportion to their shares,* or that son alone, who has taken the burthen upon himself. NA'RADA. Coleb. Dig. vol. I. p. 275. Authority

But even if the son did not inherit his father's property, still it is his sacred obligation and moral duty to pay his debts; for,—"Fathers desire male offspring for their own sake, (reflecting,) this son will redeem me from every debt whatsoever due to superior and inferior beings: therefore, a son, begotten by him, should relinquish his own property, and assiduously redeem his father from debt, lest he fall to a region of torment. If a devout man, or one who maintained sacrificial fire, die a debtor, all the merit of his devout austerities, or of his perpetual fire, shall belong to his creditors."—NA'RADA. "He, who, having received a sum lent or the like, does not repay it to the owner, will be born (hereafter) in his creditor's house, a slave, a servant, a woman, or a quadruped." VRIHASPATI.

* For instance, if the debt of the father amount to a hundred *suvarnas*, (four brothers must severally declare,) "twenty five *suvarnas* thereof constitute a debt due from me." Coleb. Dig. vol. III. p. 89.

পরন্তু অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রেরা পিতৃ ঋণ দিতে ধর্ম্মতঃ বাধিত নয়, কিন্তু প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে অবশ্য দিবে, নতুবা নরকস্থ হইবে, তাহা কাত্যায়ন কহিয়াছেন, যথা—"পিতার মৃত্যু হইলে অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রেরা পিতৃঋণ কোন মতে দিবে না, কিন্তু প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে দিতে হইবে, নতুবা নরকবাসি হইবে।" বি. রি. র. ৮।

অপ্রাপ্ত-ব্যবহার পুত্রাস্তু পিতৃ-ঋণ শোধনে ন ধর্ম্মতো বাধিতাঃ, পরন্তু কালে তেষামবশ্যমেব দেয়ং, তদাহ কাত্যায়নঃ—"নাপ্রাপ্ত ব্যবহারশ্চ পিতর্য্যুপরতে ক্বচিৎ। কালেতু বিধিনা দেয়ং, বসেন্নরকেঽন্যথা।।" বি. রি, র, ৮।

এবং পিতামহের ঋণও পরিশোধ কর্ত্তব্য, তাহা বৃহস্পতি কাত্যায়ন ও নারদ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, যথা—"প্রথমে পিতার পরে আপন ঋণ পরিশোধ কর্ত্তব্য, এতদুভয়ের অগ্রে পিতামহের ঋণ পরিশোধনীয়"—বৃহস্পতি ॥ "ভৃগু কহেন পিতামহ হইতে ক্রমে আগত ও পিতা কর্ত্তৃক স্বীকৃত ঋণ নির্দ্দোষ কার্য্যে কৃত হইয়া পুত্রগণ কর্ত্তৃক পরিশোধ না হইয়া থাকিলে পৌত্রেরা তাহা পরিশোধ করিবে। পিতামহের যে ঋণ দৃষ্ট, অথবা কতক শোধা গিয়া অবশেষ থাকে তাহা পরিশোধ কর্ত্তব্য কিন্তু সদোষ কার্য্যে অথবা তৎপিতৃকর্ত্তৃক কৃত হইয়া থাকিলে তাহা পৌত্রের দাতব্য নয়, পিতার মৃত্যুর পর পৌত্রে পিতামহের ঋণ যত্ন পূর্ব্বক পরিশোধ করিবে, কিন্তু চতুর্থের অর্থাৎ প্রোপৌত্রের তাহা পরিশোধনীয় নয়"—কাত্যায়ন ॥ "পিতামহের যে ঋণ বিনা আপত্তিতে ক্রমাগত হয় ও যাহা পুত্রগণ কর্ত্তৃক পরিশোধ না হইয়া থাকে তাহা পৌত্রে দিবে, চতুর্থে রহিত হইবে"—নারদঃ।

এবং পিতামহঋণমপি শোধনীয়ং, তদুক্তং বৃহস্পতি কাত্যায়ন নারদৈঃ—"পিত্রমেবাদ্যতো দেয়ং পশ্চাৎ আত্মীয়মেবচ। তয়োঃ পৈতামহং পূর্ব্বং দেয়মেবং ঋণংসদা"—বৃহস্পতিঃ ॥ "পিত্রাদৃষ্টমৃণং যত্ত ক্রমায়াতং পিতামহাৎ। নির্দোষেণোদ্ধৃতং পুত্রৈর্দেয়ং পৌত্রৈস্তু তদ্ভৃগুঃ ॥ যদ্দৃষ্টং দত্তশেষং বা দেয়ং পৈতামহস্ত তৎ। সদোষং ব্যাহতং পিত্রা নৈব দেয়ং ঋণং ক্বচিৎ॥ পিত্রভাবে তু দাতব্যং ঋণং পৌত্রেণ যত্নতঃ। চতুর্থেন যদাদত্তং তস্মাত্তন্নিবর্ত্তয়েৎ"—কাত্যায়নঃ। ক্রমাদব্যাহতংপ্রাপ্তং পুত্রৈর্যন্নর্ণমুদ্ধৃতং। দেয়ং পৈতমহং পৌত্রৈস্তচ্চতুর্থান্নিবর্ত্ততে"—নারদঃ।

বস্তুতঃ—পিতামহের যে ঋণ তাহা পিতারই,—পিতামহের ঋণ আদৌ পিতাকে পরে তৎপুত্রকে অর্শে। বি. দা, ভা, ধী, র, ৪।

বস্তুতস্তু পৈতামহ ঋণংপিত্র্যমেব,—পৈতামহঋণং আদৌ পিতরং ভজতে, ততঃ পুত্রমিতি। বি, দা. ভা, ধী, র, ৪।

পুত্রে যদি পিতৃ ঋণ শোধ না করে তবে তৎপৌত্রও তাহা শোধ করিবে, যেহেতু তাহা তৎ পিতৃঋণ, যে ঋণ এরূপ ক্রমাগত নয় তাহা পুত্রের পৌত্রে অনিচ্ছুক হইলে পরিশোধ করিবে না।

পিতৃঋণস্য পুত্রেণাপরিশোধনে তৎ পৌত্রেণাপি শোধনীয়ং তৎপিতৃ ঋণত্বাৎ। যত্রত্বেবং ঋণ সঙ্ক্রমণং, নাস্তি তত্রতু পুত্রস্য পৌত্রেণ অকামতঃ ন শোধনীয়ং।

প্রপিতামহের ঋণ প্রপৌত্রে শোধ দিবে না, কিন্তু যদি তাহার দায়রূপ ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। বি. রি. র. ৮।

প্রপিতামহ ঋণন্তু প্রপৌত্রেণ ন শোধনীয়ং, তদ্দায়গ্রহণে যদি প্রপৌত্রো গৃহ্ণাতি তদানুশোধনীয়মেব। বি, রি, র, ৮।

Sons,[1] while minors, are not, however, under the religous obligation to pay their ancestor's debts, but it has been enjoined that they shall pay the same at their full age: otherwise, they shall be doomed to hell. Thus KA'TYA'YANA :—"On the death of a father, his debt shall in no case be paid by his sons incapable from nonage of conducting their own affairs; but at their full age, they shall pay it in proportion to their shares: otherwise they shall dwell hereafter in a region of horror." Coleb. Dig. vol. I. p. 298.

The paternal grandfather's debts also ought to be paid.—This is declared by VRIHASPATI, KATYA'YANA, and NA'RADA:—"The father's debt must be first paid, and next a debt contracted by the man himself; but the debt of the paternal grandfather must even be paid before eitheir of those."—VRIHASPATI. "BHRIGU ordains that a debt, devolving from the grandfather, which was proved, and acknowleged by the father, must be discharged by grandsons, if it were not contracted for immoral uses, nor (already) paid by the sons. A debt of the paternal grandfather, which is proved, or which is partly liquidated, must be discharged (by the grand son;) but never shall a debt, contracted for immoral uses, or which was contested by his father, be paid (by the grandson). After the death of his father, debts (of his grandfather) must be carefully discharged by the grandson; but a debt contracted by an ancestor is not recoverable from the fourth in descent."—KA'TYA'YANA. "An undisputed debt of the grandfather, which has been successively due by him and his sons, but has remained undischarged by them, shall be paid by his grandsons; but it is not recoverable from a person, who is fourth (in descent from the debtor)."—NA'RADA. *Ibid.* pp. 307—309.

In fact, debts of the paternal grandfather become debts of the father; they are chargeable on him in the first place; next on his son. *Ibid.* vol. III. p. 87.

If the son did not pay his father's debt, the son's son ought to pay it, because it became his father's debt; where the debt did not descend so regularly, the great grandson ought not to pay it, if unwilling to do so.

The great grandson of the original debtor shall not be compelled to pay his debts, unless he take the assets. Coleb. Dig. vol. III. p. 87.

প্রপৌত্রের দায়রূপ ধন প্রাপ্তি কি প্রকার—যে স্থলে পুত্র পৌত্রের মৃত্যুর পর বীজপুরুষ মরে সে স্থলে প্রপৌত্র তাহার দায়াদ হয়, কি যেস্থলে বীজ পুরুষের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ধন পায় তাহার মরণে পৌত্র পায় পরে তম্মরণে প্রপৌত্র পায়? ইহার উত্তর এই যে—বীজপুরুষ ও তৎপুত্র পৌত্র ক্রমে মরাতে প্রপৌত্রকে ধন অর্শিলে প্রপৌত্র প্রপিতামহের ধনাধিকারী হয় না কিন্তু নিজ পিতার ধনাধিকারী হয়; পরন্তু যে যাহার সম্বন্ধাধীন ধনগ্রাহী হয় সেই তাহার দায়াদ। বি. দা. দ্বী. ভা. র. ৪.॥

ঋক্‌থগ্রাহিত্বং কিদৃশং—যত্র বীজপুরুষস্য পুত্র পৌত্র মরণান্তরং নাশস্তত্র তদৃক্‌থগ্রাহীপ্রপৌত্রঃ অথবা যত্র বীজপুরুষস্য মরণোত্তরং তৎপুত্রমায়াতি ঋক্‌থং ততস্তন্মরণে পৌত্রং তন্মরণে প্রপৌত্রং ইত্যত্রাপি, অত্রোচ্যতে—বীজপুরুষস্য তৎপুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ক্রমেণ যত্র প্রপৌত্রমাগতং তত্র প্রপৌত্রো ন প্রপিতামহ ঋক্‌থগ্রাহী, পরন্তু স্বপিতুরেব; তথাচ যৎসম্বন্ধেন যো যস্য ঋক্‌থং গৃহ্নাতি স তস্যৈব ঋক্‌থগ্রাহীতি ফলিতার্থঃ। বি, দা, ভা, দ্বী, র, ৪।

ঋণকারিপিতার অভাব হইলে অর্থাৎ তিনি মরিলে প্রব্রজিত হইলে, অথবা বিদেশ গমন করিলে সবৃদ্ধি তদৃণ পুত্রের পরিশোধ কর্ত্তব্য, পৌত্রদেরও পরিশোধ কর্ত্তব্য কিন্তু বৃদ্ধির সহিত নয়। তাহা বৃহস্পতি বিষ্ণু যাজ্ঞবল্‌ক্য ও কাত্যায়ন কহিয়াছেন, যথা—"পিতৃ ঋণ সপ্রমাণ হইলে পুত্রেরা আপন ঋণের ন্যায় তাহা পরিশোধ করিবে, পিতামহের ঋণ পৌত্রে বৃদ্ধি ব্যতিরেকে দিবে, কিন্তু তাহা প্রপৌত্রের পরিশোধনীয় নয়"—বৃহস্পতি ॥ "ঋণগ্রাহী ব্যক্তি মরিলে, প্রব্রজিত অথবা বিংশতি বৎসর প্রবাসি হইলে তাহার পুত্রে বা পৌত্রে ঋণ পরিশোধ করিবে, প্রপৌত্র ইচ্ছুক না হইলে করিবে না" —বিষ্ণু॥ পিতা মরিলে, প্রবাসী বা বিপদগ্রস্ত হইলে তৎ পুত্র পৌত্রে ঋণ পরিশোধ করিবে, কিন্তু সে ঋণের অপহ্নব হইলে সাক্ষি দ্বারা সপ্রমাণ হওয়া চাই"—যাজ্ঞবল্‌ক্য॥ পিতামহের যে ঋণ (অন্য) পৌত্রে বা তাঁহার (নিজ) পুত্রে না দিয়া থাকে তাহাতেও ঐ রূপ নিয়ম, কিন্তু পিতামহের ঋণ পৌত্রে বৃদ্ধিব্যতিরেকে দিবে"—কাত্যায়ন। বি. রি. র. ৮।

ঋণকর্ত্তুঃ পিতুরভাবে অর্থাৎ মরণে প্রব্রজ্যায়াং বিদেশ গমনে বা সুতৈঃ ঋণং সবৃদ্ধিকমেব দেয়ম্, এবং পৌত্রেণাপি নির্ব্বৃদ্ধিকং দেয়ং,—তদাহ-বৃহস্পতি বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য কাত্যায়নাঃ—"ঋণমাত্মীয় বৎপিত্র্যং পুত্রৈর্দেয়ং বিভাবিতং। পৈতামহং সমং দেয়ং ন দেয়ং তৎসুতস্য তু"—বৃহস্পতিঃ॥ "ঋণগ্রাহিণি প্রেতে প্রব্রজিতে দ্বিশাঃ সমাঃ প্রবসিতে বা তৎপুত্র-পৌত্রৈর্ঋণং দেয়ং নাতঃপরমনিপ্সুভিঃ"—বিষ্ণুঃ॥ "পিতরি প্রোষিতে প্রেতে ব্যসনাভিপ্লুতেঽপি বা। পুত্র-পৌত্রৈর্ঋণং দেয়ং, নিহ্নবে সাক্ষিভাবিতং"—যাজ্ঞবল্ক্যঃ। "তথা পৈতামহন্তু যৎ পৌত্রৈর্নদত্তং বাপি তৎসুতৈঃ। তৎস্যাদেবং বিধং পৌত্রৈর্দেয়ং পৈতামহং সমং"—কাত্যায়নঃ॥ বি. রি. র. ৮।

তথা—"পিতা গৃহে থাকিয়া দীর্ঘরোগী হইলে, অথবা স্বদেশ হইতে দেশান্তরে থাকিলে, পুত্রেরা পিতৃ কৃত ঋণ বিংশতি বৎসরের পর* দিবে" —কাত্যায়নঃ॥ "পিতা জন্মান্ধ (বা জন্মবধীর) পতিত বা উন্মত্ত অথবা ক্ষয় ও শ্বিত্রাদি রোগগ্রস্ত হইলে, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রেরা তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবে"—বৃহস্পতি॥

তথা—"বিদ্যমানেতু রোগার্ত্তে, স্বদেশাৎ প্রোষিতে তথা। বিংশাৎ সম্বৎসরাদ্দেয়ং*, ঋণং পিতৃকৃতং সুতৈঃ"—কাত্যায়নঃ॥ "সান্নিধ্যেঽপি পিতুঃপুত্রৈ ঋণং দেয়ং বিভাবিতং। জাত্যন্ধ পতিতোঽন্মত্ত ক্ষয়শ্বিত্রাদি-রোগিণঃ"—বৃহস্পতিঃ॥

---

* রোগার্ত্ত ব্যক্তির পীড়া সারিবার সম্ভাবনা থাকিলে, ও বিদেশগত ব্যক্তির প্রত্যাগমনের আশা থাকিলে উক্ত

* এতচ্চ রোগার্ত্তস্য শক্যপ্রতিক্রিয়ত্ব সম্ভাবনায়াং, প্রোষিতস্য পুনরাগমন সম্ভাবনায়াঞ্চ জ্ঞেয়ং। যদিতু

In what circumstances is he considered as holding the assets? Is it only when he becomes the *(immediate)* heir of his ancestor, who has survived his own son and grandson? or (is he) likewise (considered as such) when the son succeeded to the estate on the death of the proprietor, and after him the grandson; and on his demise the great grandson? The answer is, when the estate of the ancestor passes successively to his son, grandson, and great grandson, this last is not the (immediate) heir of his grandfather, but of his own father. But he who succeeds to the estate of another in right of his relation to him, is considered as holding assets of that person. Coleb. Dig. vol. III. pp. 87, 88.

On failure of the father, who contracted the debt;—that is, if he die, or be secluded from the world, or go to a foreign country; the debt must be paid by his sons with interest. It must be paid even by his son's son (but) without interest. So said VRISHASPATI, VISHNU, JA'GNYAVALKYA, and KA'TYA'YANA:—"The sons must pay the debt of their father, when proved, as if it were their own; the son's son must pay the debt of his grandfather, (but) without interest; and his son (or the great grandson) shall not be compelled to discharge it."—VRIHASPATI. "If he, who contracted the debt, should die, or become a religious anchoret, or remain abroad for twenty years, that debt shall be discharged by his sons or grandsons, but not by remotor descendants against their will."—VISHNU. "The father being gone to a foreign country, or deceased (naturally or civilly) or wholly involved in distress, the sons, or their sons, must pay the debt; but, if disputed, it must be proved by witnesses."—JA'GNYNAVALKYA. "The rule shall be the same in regard to the debts of the grandfather, which have not been discharged by (other) grandsons, nor by his (own) sons: but a debt of the grandfather shall be paid by his grandsons without interest."—KA'TYA'YANA. See Coleb. Dig. vol. I. pp. 273—320.

"If the father be at home, but afflicted with a chronic disorder, or live in a foreign land, his debt shall be paid by his sons after a lapse of twenty years."*—KATYA'YANA. "A debt of the father being proved, it must be discharged by his sons, even in his life time, if he were blind (or deaf) from his birth, or be degraded, insane, or afflicted with phthisis or leprosy, or other hopeless disorder."—VRIHASPATI. *Ibid.* pp. 285, 286.

* This must be understood when the cure of the deceased is possible, or when the return of the absent (parent) may be expected. But when the distemper is deemed incurable, or the return of the absent

এই রূপ পিতা যাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া থাকেন, অথবা তিনি যাহা আহিত রাখিয়া বা বন্ধক দিয়া থাকেন কিম্বা ক্রয় করিয়া মূল্য না দিয়া থাকেন তৎ সমুদায় সমাধান পুত্রের কর্ত্তব্য,—কেননা, "যে বস্তু বাক্য দ্বারা প্রতিশ্রুত কিন্তু কার্য্যে দত্ত হয় নাই তাহা ইহ লোকে ও পরলোকে ঋণই ॥ যে প্রতিশ্রুত না দেয় ও দিয়া পুনর্হরণ করে সে বিবিধ নরকগামী হয়, এবং তির্যগ্যোনিতে জন্মে" হারীতঃ ॥ "কোন ব্যক্তি সুস্থ বা আর্ত্তাবস্থায় ধর্ম্মার্থ প্রতিশ্রুত হইলে তাহা অবশ্য দাতব্য, না দিয়া মরিলে তৎপুত্রে দিবে ইহাতে সন্দেহ নাই" —কাত্যায়ন ॥

এবং পিত্রাবদ্ধাভুং প্রতিশ্রুতং যচ্চাহিতং বন্ধক বিধয়া দত্তং বা ক্রীত্বা মুল্যং ন দত্তং বা তৎসর্ব্বং পুত্রস্য সমাধেয়মেব, যতঃ—"বাচা যচ্চপ্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণানোপপাদিতং তদ্ধনং ঋণসংযুক্তং ইহলোকে পরএচ। প্রতিশ্রুত্যাপ্রদানেন দত্তস্যোচ্ছেদনেন চ॥ বিবিধান্ নরকান্ যাতি, তির্য্যগ্ যোনৌচ জায়তে"—হারীতঃ। সুস্থেনার্ত্তেন বা দেয়ং শ্রাবিতং ধর্ম্ম-কারণাৎ। অদত্ত্বাতু মৃতেদাপ্যস্তৎসুতো নাত্রসংশয়ঃ"—কাত্যায়নঃ ॥

পরন্তু—"মদ্যপান ও ক্রীড়া বিষয়ক দেনা, ও বৃথাপ্রতিশ্রুত, ও কাম ক্রোধ ঘটিত প্রতিশ্রুত*, কিম্বা প্রতিভূ হওন বিষয়ক দেনা, দণ্ড শুল্ক অথবা উভয়ের বক্রী পুত্রেরা দিবে না"—বৃহস্পতি ॥ "প্রতিভূ হওন বা বাণিজ্য বিষয়ক দেনা, শুল্ক, মদ্যের মূল্য, খেলার হারি ও দণ্ড পুত্রকে অর্শেনা"—গোতম ॥ "দণ্ড বা দণ্ডের শেষ শুল্ক বা শুল্কের শেষ, এবং নীতি বিরুদ্ধ কার্য ঘটিত যে দেনা তাহা পুত্রের দাতব্য নয়"—ব্যাসঃ ॥ মদ্যপানে কাম কেলিতে ও দ্যূত ক্রীড়ায় পিতার কৃত যে ঋণ এবং যে দণ্ড ও শুল্ক পিতা দেন নাই কিম্বা যাহা বৃথা প্রতিশ্রুত হইয়া থাকেন তাহা ইহ লোকে পুত্রের দাতব্য নয়"—যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥

পরন্তু—"সৌরাক্ষিকং বৃথাদানং কামক্রোধ প্রতিশ্রুতং*। প্রাতিভাব্যং দণ্ড শুল্কং শেষং পুত্রান্ন দাপয়েৎ"—বৃহস্পতিঃ॥ "প্রতিভাব্য বণিক্শুল্ক মদ্যদ্যূতদণ্ডাঃ পুত্রান্ নাধ্যাবহেয়ুঃ"—গোতমঃ॥ "দণ্ডংবা দণ্ড শেষো বা, শুল্কং তৎ শেষএব বা। নদাতব্যস্তু পুত্রেণ যচ্চ ন ব্যবহারিকং"—ব্যাসঃ॥ সুরাকাম দ্যূতকৃতং, দণ্ডশুল্কাবশিষ্টকং। বৃথাদানং তথৈবেহ, পুত্রো দদ্যান্নপৈতৃকং"—যাজ্ঞবল্ক্যঃ। বি. রি. র. ৮।

কিন্তু এতদ্দেশে অধুনা ব্যবহারে এই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, যে—

কিন্ত্বধুনা এতদ্দেশে ইদমেব ব্যবহারে ব্যবস্থাপিতং, যৎ—

ব্যবস্থা জ্ঞেয়া। কিন্তু যদি এমত অবধারণ হয় যে ঐ রোগ সারিবে না ও প্রবাসী ব্যক্তি পুনরাগমন করিবে না তবে তাদৃশ পিতা জীবিত থাকিতেও তাঁহাকে মৃতবৎ জ্ঞানে পুত্রে তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবে। বিংশতি বৎসর প্রতিক্ষা কর্ত্তব্য নয়। বি. রি. র. ৮।

অসাধ্যত্বেনৈব রোগাবধারণং প্রবাসিনশ্চ পুনরাগমনব্যতিরেকাবধারণঃ তদা জীবতোঽপি মৃতস্যেব পিতুঃ পুত্র এব ঋণং দাতুমর্হতি। বিংশতি বর্ষাণি যাবৎ প্রতীক্ষা ন কর্ত্তব্যা। বি. রি. র. ৮।

* "পূর্ব্বে যাহার অন্য পতি ছিল এমত স্ত্রীকে লিখিত দ্বারা অথবা বাচনিক যাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া থাকে তাহাকে [প্রাড়বিবাক] কামকৃত ঋণ জানিবেন॥ [কোহারো] হিংসা করিয়া অথবা ক্রোধভরে দ্রব্য নষ্ট করিয়া যাহা তুষ্টিকররূপে বলা যায় তাহা ক্রোধকৃত ঋণ জ্ঞেয়"—কাত্যায়ন।

* "লিখিত্বাউক্তকং বাপি, দেয়ং যত্তু প্রতিশ্রুতং। পরপূর্ব্বস্ত্রিয়ৈযত্তু বিদ্যাৎ কামকৃতং ঋণং॥ যত্রহিংসাংসমুৎপাদ্য ক্রোধাৎ দ্রব্যং বিনাশ্য বা। উক্তং তুষ্টিকরং যত্তু বিদ্যাৎ ক্রোধকৃতন্তুতৎ"—কাত্যায়নঃ।

In like manner, whatever the father had promised, whatever he had deposited, mortgaged, or whatever price he did not pay after purchasing (a thing,) all these should be discharged by the son. *(ante* 491*)*. For, "a promise made in words, but not performed in deed, is a debt (of conscience) both in this world and in the next. He who gives not what he has promised, and he who takes what he has given, sinks to various regions of torment, and springs again to birth from the womb of some brute animal"—NA'RADA. "What a man has promised, in health or in sickness, for a religious purpose, must be given; and if he die without giving it, his son shall doubtless be compelled to deliver it."—KA'TYA'YANA. Coleb. Dig. vol. I. pp. 299—307.

However,—"The sons are not compellable to pay sums due by their father for spirituous liquors, for losses at play, for promises made without any consideration or under the influence of lust or wrath*; or sums for which he was a surety, or a fine, or a toll, or the balance of either."—VRIHASPATI. "Money due by a surety, a commercial demand, a toll, the price of spirituous liquors, a loss at play, and a fine, shall not involve the sons (of the debtor)"—GOTAMA. "Neither a fine, nor a toll, nor the balance due for either, shall be (necessarily) paid by the son of the debtor; nor any debt for a cause repugnant to good morals."—VYASA. "A son need not pay in this world money due by his father for spirituous liquors, for lustful pleasures, for losses at play; nor what remains unpaid of a fine or toll; nor any thing idly promised."—JA'GNYAVALKYA. Coleb. Dig. vol. I. pp. 312—318.

But in this country it is now a settled point that,-

parent is impracticable, the son shall pay the debt of his father, though living, as if he were dead. The creditor need not wait twenty years. Coleb. Dig. vol. I. p. 285.

* What a man has promised, with or without a writing, to give to a woman who had another husband before, let the judge consider as a debt contracted under the influence of lust. But what has been promised to gratify resentment by hurting (another) or destroying his property, let the judge consider as (a debt) incurred under the influence of wrath."—KA'TYA'YA'NA. Coleb. Dig. vol. I. p. 316.

ব্যবস্থা ২১৪ পিতার বা পিতামহের অথবা অন্য কোন পূর্ব্ব স্বামির দায়রূপ ধন প্রাপ্ত না হইলে তাঁহার ঋণ শোধনে বাধিত নয়*

২১৪ পিতুঃ পিতামহস্য কস্যাপ্যন্যস্য পূর্ব্ব স্বামিনো বা দায়াগ্রহণে তদৃণ শোধনে ন বাধিতঃ

ব্যবস্থা ২১৫ পূর্ব্বস্বামির ঋণ তাঁহার ত্যক্ত ধনের পরিমাণানুসারে পরিশোধ কর্ত্তব্য†।

২১৫ পূর্ব্ব স্বামিনঃ ঋণং দায়স্য পরিমাণানুসারেণ পরিশোধনীয়ং†।

ব্যবস্থা ২১৬ মৃত ধনির ত্যক্ত ধন অনেকে গ্রহণ করিলে তৎ প্রত্যেকের নিজ অংশ পরিমাণে পূর্ব্ব স্বামির ঋণ পরিশোধনীয়।

২১৬ মৃতস্য ধনিনো দায়ে বহুন্য গৃহীতে তৎ প্রত্যেকস্য স্বাংশ পরিমাণেন পূর্ব্ব স্বামিনো ঋণং শোধনীয়ং।

ব্যবস্থা ২১৭ পিতামহের জীবনকালে পিতার মরণ হেতু পৌত্রেরা পৈতামহ ধনাধিকারি হইলে আদৌ পিতামহের ঋণ পরিশোধ করিবে, অনন্তর দায়রূপ ধন যদি অবশিষ্ট থাকে তবে পিতার ঋণও পরিশোধ কর্ত্তব্য‡।

২১৭ পিতামহ জীবনকালে পিতুঃ মরণাৎ যদা পৌত্রাঃ পৈতামহ ধনাধিকারিণস্তদা আদৌ তস্যৈব ঋণং পরিশোধনীয়ং অনন্তরং গৃহীতদায়ে অবশিষ্টে সতি পিতৃ ঋণমপি শোধনীয়ং‡।

যেহেতু স্বপিত্রাধীন জাত হওয়াতে পিতৃদ্বারাই তাহাদের অধিকার।

যতঃ স্বপিত্রাধীন জন্মমূলত্বাৎ পিতৃদ্বারেণৈবতেষামধিকারঃ।

উক্ত কারণে এবং উক্ত প্রকারে—

উক্ত কারণেনোক্তপ্রকারেণচ—

ব্যবস্থা ২১৮ অনধিকারি পিতার ঋণ তাঁহার জীবনকালেই পৈতামহ ধনাধিকারি পুত্রদের পরিশোধ কর্ত্তব্য।

২১৮ অনধিকারিণঃ পিতুর্ঋণং তৎসান্নিধ্যেঽপি পিতামহ ধনাধিকারি পুত্রৈঃ পরিশোধনীয়

* পিতৃ ঋণ দিতে পুত্র ধর্ম্মতঃ বাধিত ইহা সর্ব্বত্রই অনেক কথিত হইয়াছে, কিন্তু বোধ হইতেছে বঙ্গদেশে এই নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে দায়রূপ ধন প্রাপ্ত না হইলে পূর্ব্বস্বামির ঋণ ব্যবহারে শোধনীয় নয়। এস্ ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল, বা, ১. পৃ, ২২৭।

† কোলব্রুক্ সাহেব নিজ প্রণীত—"ট্রিটিস্ অন্ অব্লিগেসন্ এণ্ড কন্ট্রাক্ট্স্" নামক গ্রন্থের ২ অধ্যায়ের ৫১ পারেগ্রাফে কহিয়াছেন—'পূর্ব্বস্বামির ঋণাদি তত্ত্যক্ত ধনের সমপরিমিত কিনা তাহার প্রতি দৃষ্টি ব্যতিরেকে উত্তরাধিকারিরা দায়রূপ ধন গ্রহণ করে, অতএব পূর্ব্ব স্বামির ঋণাদি শোধনে অস্বীকৃত হইলে দায়াধিকারিত্ব পরিত্যাগ কর্ত্তব্য'। সুপণ্ডিত সাহেবের এই মতই ধর্ম্ম শাস্ত্রের মর্ম্মানুযায়ি।

‡ যদি পিতার ধন না থাকে, সমস্তই পিতামহের হয়, তথাপি পিতামহের ধনও পিতৃধন হওয়াতে পিতৃ-ঋণ শোধ করিয়া বিভাগ কর্ত্তব্য (বি, দা, ভা, ধী, র, ৩)। পরন্তু ইহা যেস্থলে পিতামহের স্বত্ব নাশান্তে তদ্ধনে পিতার স্বত্ব জন্মে তদ্বিষয়ক।

‡ যদিতু পিত্র্যধনং নাস্তি সর্ব্বমেব পৈতামহধনমস্তি, তথাপি পৈতামহস্যাপি পিত্র্যধনত্বাৎ তদৃণং সংশোধ্য বিভাগঃ কর্ত্তব্যঃ [বি, দা, ভা, ধী, র, ৩]। ইদন্তু পরতে পিতামহেপিতুরধিকার জাতস্থল বিষয়কং।

214 One is not legally bound to pay the debts of his ancestor or any relation unless he inherit his property.* Vyavastha'

215 The heir of a deceased proprietor is liable for his debts to the extent of the property inherited†. Vyavasthá

216 Where the property of a deceased debtor is inherited by several persons, each of them is bound to pay his debts in proportion only to the property received. Vyavasthá

217 If the father die before the grandfather, and the sons (of the deceased) inherit from their grandfather, they must first pay the grandfather's debt, and then, if assets remain, pay the father's debt also‡. Vyavasthá

Because begotten by the father, they received that estate through him.

For the same reason, and in the same manner—

218 Persons inheriting the grandfather's property by reason of their father's incompetency to inherit should pay the debts of the father even in his lifetime. Vyavastha'

* Much as is said every where of the religious tie the son is under to pay the debts of his ancestor it seems settled at Bengal that it has no legal force independant of assets. Strange's Hindu Law. vol. I. p. 227.

† Colebrooke in his Treatise on Obligations and Contracts, (Ch. II. para. 51,) has laid it down that "heirs succeed to the obligations of ancestors without any reference to the adequacy of the property, and the rights of inheritance must be relinquished, when its obligations are repudiated. This opinion of that eminent scholar is in accordance with the letter of the law.

‡ "If there be no property acquired by the father, and the whole estate were left by the paternal grandfather, since it became property of the father, his debts must be paid before partition can take place." (Coleb. Dig. vol. III. p. 87). This must relate to the case where the father died after inheriting the grandfather's property.

প্রমাণ

৵০ জন্মান্ধ, উন্মত্ত, বা ক্ষয় শ্বিত্রাদি রোগগ্রস্ত পিতার ঋণ তাঁহার জীবনকালেই পরিশোধ কর্ত্তব্য। বৃহস্পতিঃ।

৵০ সান্নিধ্যেঽপি পিতুঃ পুত্রৈঃ ঋণং দেয়ং বিভাবিতং। জাত্যন্ধ পতিতোন্মত্ত ক্ষয়শ্বিত্রাদি রোগিণঃ॥ বৃহস্পতিঃ।

৶০ দীর্ঘপ্রবাসি নির্ব্বন্ধু জড় উন্মত্তাদির* ও প্রব্রজিতের ঋণ সে বাঁচিয়া থাকিতেই তাহার স্ত্রী বা ধনগ্রাহী ব্যক্তি দিবে॥ কাত্যায়ন। বি. রি. র. ৮।

৶০ দীর্ঘপ্রবাসি নির্ব্বন্ধু জড়োন্মত্তাদি* লিঙ্গিনাং। জীবতামপি দাতব্যং তৎস্ত্রীদ্রব্যসমাশ্রিতৈঃ॥ কাত্যায়নঃ॥ বি. রি. র. ৮।

ব্যবস্থা

২১৯ ঋণগ্রাহী ব্যক্তি বিংশতি বৎসর যাবৎ প্রবাসী হইলে তৎপুত্র পৌত্র অথবা ধনহারী বিংশতি বৎসরের পর তাহার ঋণ দিবে।

২১৯ ঋণগ্রাহিণি দ্বিদশাঃ সমাঃ প্রবসিতে তৎকৃত ঋণং পুত্র পৌত্রৈঃ ঋক্থগ্রাহিণা বা বিংশাৎ সম্বৎসরাদ্দেয়ং॥

প্রমাণ

৵০ ঋণগ্রাহী মরিলে প্রব্রজিত হইলে কিম্বা বিংশতি বৎসর প্রবাসে থাকিলে তাহার পুত্র পৌত্র ঋণ দিবে, প্রপৌত্রাদি (বিষয় না পাইলে) অনিচ্ছাতে দিবে না। বিষ্ণু।

৵০ ঋণগ্রাহিণি প্রেতে প্রব্রজিতে দ্বিদশাঃ সমাঃ প্রবসিতে বা তৎপুত্রপৌত্রৈঃ ঋণং দেয়ং নাতঃ পরমনিচ্ছুভিঃ॥ বিষ্ণুঃ।

৶০ পিতা রোগার্ত্ত হইলে অথবা স্বদেশ হইতে প্রবাসে থাকিলে (অ) তাহার ঋণ তৎপুত্রেরা বিংশতি বৎসরের পর দিবে। কাত্যায়ন।

৶০ বিদ্যমানেতু রোগার্ত্তে স্বদেশাৎ প্রোষিতে (অ) তথা। বিংশাৎ সম্বৎসরাদ্দেয়ং ঋণং পিতৃকৃতং সুতৈঃ॥ কাত্যায়নঃ।

(অ) যে স্থলে প্রোষিতের প্রত্যাগমন সম্ভাবনা থাকে সেই স্থলেই উক্ত ব্যবস্থা খাটে, কিন্তু যদি এমত অবধারণ হয় যে প্রোষিত ব্যক্তি আর আসিবে না, তবে পিতা বাঁচিয়া থাকিতেই মৃত কল্পনায় পুত্রে তাহার ঋণ দিবে, বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে না। বি. রি. র. ৮।

(অ) এতচ্চ প্রোষিতস্য পুনরাগমন সম্ভাবনায়াং জ্ঞেয়ং। যদিতু প্রবাসিনঃ পুনরাগমন ব্যতিরেকাবধারণং তদা জীবতোঽপি মৃতস্যেব পিতুঃ পুত্রএব ঋণং দাতুমর্হতি, বিংশতি বর্ষাণি যাবৎ প্রতীক্ষা ন কর্ত্তব্যা। বি. রি. র. ৮।

যে স্থলে বিদেশগত ব্যক্তির দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বার্ত্তা না শুনা যায়, সেস্থলে অনন্তর তাহার পুত্র তাহার মরণ অবধারণ করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবে, এই ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধি, তদানীং যদি বিংশতি বৎসর সমাপ্তির অপেক্ষায় ঋণ শোধ না করে তবে অনুভব ও যুক্তির বিরুদ্ধ হয়। বি. রি. র. ৮।

যত্র বিদেশগতস্য কস্যচিৎ দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্তং বার্ত্তা ন শ্রূয়তে ততস্তৎপুত্রস্তস্য মরণমবধার্য্য শ্রাদ্ধাদিকং কুর্য্যাদিতি ধর্ম্মশাস্ত্রং, তদানীঞ্চেৎ বিংশতি বর্ষ সমাপ্তি পর্য্যন্তাপেক্ষয়া ঋণং ন পরিশোধয়তি তদানুভববিরোধঃ যুক্তিবিরোধশ্চ স্যাদিতি। বি. রি. র. ৮।

ব্যবস্থা

২২০ বার্দ্ধক্য বা দীর্ঘ রোগার্ত্ততা জন্য কর্ম্মাক্ষম ব্যক্তির ঋণ তদ্ধনরক্ষণাবেক্ষণকারি পুত্রাদি পরিশোধ করিবে।

২২০ বার্দ্ধকেন দীর্ঘ রোগার্ত্তত্বেন বা কর্ম্মানর্হস্য ঋণং তদ্ধনরক্ষকাবেক্ষক পুত্রাদিনাবশ্যং পরিশোধনীয়ং।

* আদিপদে আর আর অনধিকারিরা বোধ্য। অনধিকার প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

* আদিপদেনান্যেঽনধিকারিণঃ বোধ্যাঃ। অনধিকারি প্রকরণং দ্রষ্টব্যং।

I. A debt of the father being proved, it must be discharged by sons, even in his lifetime, if he were blind from his birth, or be degraded, insane, or afflicted with phthisis or leprosy, or other hopeless disorder. VRIHASPATI. Authority

II. The debts of men long absent in a foreign country, of idiots, mad men, and the like,* who have no male kindred, and of religious anchorets, must be paid, even during their lives, by such as have the care of the (debtors') wives and goods. KA'TYA'YANA. Coleb. Dig. vol. I. pp. 286, 338.

219 If a person after contracting a debt remain abroad for twenty years, his debt shall, after that period, be paid by his son grandson, or the person who held his property. Vyavastha'

I. If he, who contracted the debt, should die, or become a religious anchoret or remain abroad for twenty years, that debt shall be discharged by his sons or grandsons, but not by remoter descendants against their will, VISHNU. *Ibid.* p. 274. Authority

II. If the father be at home, but afflicted with a chronic disorder, or live in a foreign land (a), his debt shall be paid by his sons after the lapse of twenty years. KA'TYA'YANA.

(a) This must be understood when the return of the absent (parent) may be expected. But, when the return of the absent parent is impracticable, the son shall pay the debt of his father though living, as if he were dead. The creditor need not wait twenty years.

If no intelligence be received, during twelve years, concerning any man who has travelled to a foreign country, the law requies his son to perform obsequies and the like, presuming his death; if the son did not *then* pay the debt until twenty years had elapsed, that would be inconsistent with common sense, and with the reason of the law. Coleb. Dig. vol. I. pp. 285, 286.

220 If a person be incapacitated by extreme old age, or by chronic disease, his son or another who holds or manages his estate, must pay his debts. Vyavasthá

* The term 'and the like' comprehends the other persons incompetent to inherit. See the Chapter treating of exclusion from inheritance.

প্রমাণ ১/০ ব্যাধিত উন্মত্ত বৃদ্ধ(ই) তথা দীর্ঘপ্রবাসি ব্যক্তিদের ঋণ তাহারা বাঁচয়া থাকিতেই তৎপুত্রদের দিয়া দেওয়াইবে। কাত্যায়ন।

(ই) বৃদ্ধ—অর্থাৎ জরা প্রযুক্ত কর্ম্মাক্ষম।

১/০ ব্যাধিতোন্মত্ত বৃদ্ধানাং (ই) তথা দীর্ঘপ্রবাসিনাং। ঋণমেবংবিধং পুত্রান্ জীবতামপি দাপয়েৎ॥ কাত্যায়নঃ।

(ই) বৃদ্ধেতি জরয়াকর্ম্মানর্হঃ॥ বি. রি. র. ৮।

৶০ "পিতা জীবিত থাকিতে ধন গ্রহণ ও ব্যয় এবং বন্ধক বিষয়ে পুত্রেরা স্বাধীন নয়, (কিন্তু) পিতা জরাগ্রস্ত বা প্রবাসস্থ অথবা পীড়িত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষয় দেখিবে"—হারীত। পিতা অশক্ত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, অথবা কার্য্যজ্ঞ অন্য ভ্রাতা তদনুমতিতে কার্য্য করিবে, কিন্তু পিতা বৃদ্ধ, বিপরীত চিত্ত, অথবা দীর্ঘরোগী হইলেও তাঁহার ইচ্ছা না হইলে বিভাগ হয় না। জ্যেষ্ঠই পিতার ন্যায় আর আর ভ্রাতার বিষয় রক্ষা করিবেন। ব্য. দ. পৃ. ৩৯২।

৶০ "জীবতি পিতরি পুত্রাণাং অর্থাদান বিসর্গাক্ষেপেষু ন স্বাতন্ত্র্যং, কামং দীনে প্রোষিতে আর্ত্তিং গতে বা জ্যেষ্ঠোঽর্থাংশ্চিন্তয়েৎ॥"—হারীতঃ। "পিতর্য্যশক্তে ব্যবহারান্ জ্যেষ্ঠঃ প্রতিকুর্য্যাৎ, অনন্তরো বা কার্য্যজ্ঞস্তদনুমতো, নত্বকামে পিতরি ঋক্থ বিভাগো, বৃদ্ধে বিপরীত চেতসি দীর্ঘরোগিনি বা জ্যেষ্ঠএব পিতৃবদর্থান্ পালয়েদিতরেষাং। ব্য, দ, পৃ, ৩৯২।

ব্যবস্থা ২২১ যদি পিতা পুত্রদের মধ্যে নিজধন ও ঋণ বিভাগ করিয়া দিয়া আপনি নিজ অংশ লইয়া অন্য পুত্র উৎপন্ন করেন, তবে বিভাগের পর জাত পুত্র পিতার গৃহীত ও পরে উপার্জ্জিত ধন লইবে, ও ঋণ দিবে।

২২১ যদি পিত্রা পুত্রাণাং মধ্যে স্বধনং ঋণঞ্চ বিভজ্য স্বয়ঞ্চ স্বাংশং গৃহীত্বা পুত্রান্তর উত্পাদিতস্তদা ভিগানন্তরোৎপন্ন পুত্রঃ পিতুর্গৃহীতমনন্তরার্জ্জিতঞ্চ ধনং গৃহ্নীয়াত্, ঋণঞ্চ দদ্যাত্।

কারণ যে হেতু পূর্ব্বজ ভ্রাতারা পিতৃকৃত বিভাগে স্ব২ স্বীকৃত ঋণাপেক্ষা অধিক পরিশোধ করিতে বাধিত নয়।

পিতৃ কৃতবিভাগে স্বীকৃত ঋণাদধিক পরিশোধনে পূর্ব্বজ ভ্রাতৃণামবশ্যস্তাবাভাবাৎ।

প্রমাণ বিভাগের পূর্ব্বে জাতপুত্র পিতার ধনে অধিকারি নয়, এবং বিভাগের পর জাত পুত্র ভ্রাতার প্রাপ্ত ভাগে অধিকারী নয়, যেমত ধনে তেমনি ঋণেও নয়, কেবল অশৌচ আর উদকক্রিয়াতে পরস্পর সংসৃষ্ট।

অনীশঃ পূর্ব্বজঃ পিত্রে ভ্রাতৃভাগে বিভক্তজঃ। যথা ধনে তথার্ণেঽপি মুক্ত্বাশৌচোদকক্রিয়াং॥ বৃহস্পতিঃ। বি. রি. র. ৮। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৪৮৮, ৪৯০।

ব্যবস্থা ২২২ দর্শনে প্রত্যয়ে ও দানে প্রতিভূ হওয়ার বিধান আছে, উপস্থিতি ও প্রত্যয় বিষয়ে অন্যথা হইলে আদ্যদ্বয়কে নিজ২ স্বীকৃত ধন নিজেইদিতে হইবে, কিন্তু দানপ্রতিভূর দায়াদকেও দিতে হইবে।

২২২ দর্শনে প্রত্যয়ে দানে প্রাতিভাব্যং বিধীয়তে। আদ্যৌতু বিতথে দাপ্যাবিতরস্য সুতা অপি॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

দ্রষ্টব্য—মনু—অ. ৮, ব. ১৫৮, ১৬০, ১৬১ ও ১৬২। এবং ৫০৩ পৃষ্ঠার নীচে প্রকটিত নোট দ্রষ্টব্য।

I. A creditor may enforce payment of such debts from the sons of his debtors, who though alive,* are incurably diseased, mad, or extremely aged (i), or have been very long in a foreign country, (provided the sons have assets of the debtor.) KA'TYA'YANA. Authority

(i) 'Extremely aged'—that is incapcitated by old age for (the management of) affairs. Dig. I. p. 286.

II. "While the father lives, sons have no independent power in regard to the receipt, expenditure, and bailment of wealth. But, if he be decayed, remotely absent, or afflicted with disease, let the eldest son manage the affairs as he pleases."—HA'RITA. "If the father be incapable, let the eldest manage the affairs of the family, or, with his consent, a younger brother conversant with business: partition of the wealth does not take place, if the father be not desirous of it: when he is old, or his mental faculties are impaired, or his body is afflicted with a lasting disease, let the eldest, like a father, protect the goods of the rest.—SANKHA & LIKHITA. Coleb. Dá. bhá. pp. 19, 20.

221 If a person, after dividing his estate and debts amongst his sons, be separate from them, taking his portion, and beget, another son, then the son begotten after partition shall inherit the father's property both reserved and subsequently acquired, and pay his debts. Vyavastha

The sons born before partition being responsible for no more of the debts than the portions undertaken by them in partition. Reason.

A son born before partition has no claim on the paternal estate, nor a son born after it on the portion of his brother, whether in respect of property or debts; nor have they any claims on each other except to purification and oblation of water (if either of them die.) VRIHASPATI. Coleb. Dig. vol. I. p. 287. See *Ante* pp. 489 491. Vyavasthâ

222 Suretiship is ordained for appearance, for honesty, and for payment; the two first (sureties, and not their sons,) must pay the debt, on failure of their engagements, but even the sons of the last (may be compelled to pay it). JA'GNYAVALKYA. Coleb. Dig. vol. I. p. 246. Vyavastha

* *Vide* MANU, Ch. VIII. V. 158, 160, 161, and 162. See also the note under page 537.

ভিন্ন২ আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত, ব্যবস্থা।

প্র.—ঋণগ্রস্ত এক ব্যক্তি কিছু বিষয় রাখিয়া মরে, কিন্তু তাহা তৎসমুদায় ঋণ পরিশোধে কুলায়না। ঐ মৃত ব্যক্তির তিন অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্র ও স্ত্রী তত্ত্যক্ত বিষয় অধিকার করে। এমত অবস্থায় এই ব্যক্তিরা মৃত ধনির ঋণ পরিশোধ করিতে বাধিত কি না?

মৃতব্যক্তির ত্যক্ত ধনগ্রাহি উত্তরাধিকারিরা তাহার ঋণ অবশ্য পরিশোধ করিবে।

উ.—মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত বিষয় যদি তাহার স্ত্রী ও পুত্রেরা লইয়া থাকে তবে তদৃণ তাহারা অবশ্যই পরিশোধ করিবে। পুত্রের কর্ত্তব্য যে পিতৃঋণ শোধদিয়া পিতাকে মুক্ত করে, এবং ইহা পিতৃধন পুত্রদের মধ্যে বিভাগের পূর্ব্বেই কর্ত্তব্য। অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রেরা প্রাপ্ত ব্যবহার নাহওয়া পর্য্যন্ত পিতৃত্যক্ত বিষয়ের উপরকর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না বটে, পরন্তু তাহাদেরও পিতৃঋণ পরিশোধ অবশ্য কর্ত্তব্য। পত্নী যদি ঐ ধন অধিকার করিয়া থাকে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে ঐ ঋণ পরিশোধ করে; কিন্তু বিষয়ের পরিমাণ হইতে ঋণ যদি অধিক হয়, তবে মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সমুদায় বিষয় উত্তমর্ণকে দিতে হইবে, তাহা দিলে পর উত্তরাধিকারিরা সকল দাওয়া হইতে বিমুক্ত বিবেচিত হইবে।

রাম রতন দাস—বনাম—রাজু প্রভৃতি। মেক্. হি ল. বা. ২, চ্যা. ১০. মকদ্দমা ১ (পৃ. ২৭৭)।

প্র.—কোন ঋণী ব্যক্তি মরিলে তাহার উত্তমর্ণ তদুত্তরাধিকারিদিগের নামে অর্থাৎ, তৎপত্নী ও ভ্রাতাদের নামে অভিযোগ করে; কিন্তু ঋণপত্রে এমত নিয়ম লিখিত হয় নাই যে ঋণির উত্তরাধিকারি ও স্থলাভিষিক্তেরা ঐ ঋণ পরিশোধ করিবে। এমত অবস্থায়, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিরা ঐ ঋণ দিতে বাধিত কি না?

মৃতব্যক্তির ত্যক্ত ধনগ্রাহি উত্তরাধিকারিকে গৃহীত ধনের পরিমাণে ঋণ দিতে হইবে।

উ.—ঋণপত্রে লিখিত ঋণ যদি মৃত ব্যক্তি যথার্থতঃ লইয়া থাকে, তবে তাহার পত্নী ঐ ঋণাদানে সংসৃষ্ট থাকিলে কিম্বা তৎশোধনে স্বীকৃত হইয়া থাকিলে, অথবা তাহার ত্যক্ত ধনাধিকারিণী হইলে—উত্তরাধিকারী ঋণের দায়ী এমত কথা ঋণপত্রে না থাকিলেও—ঐ ঋণ পরিশোধ করিবে। অপৃথক্ ভ্রাতাদের মধ্যে এক জনে যৌত পরিবার পালন নিমিত্তে ঋণ করিলে অন্য অংশিরা ঐ ঋণ অবশ্য পরিশোধ করিবে। এই মত শাস্ত্র সম্মত।

জিলা যশোহর। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ১০, মকদ্দমা ৬ (পৃ. ২৮৩)।

প্র.—এক ব্যক্তি এক পত্নী রাখিয়া মরে, ঐ পত্নী—মরণ পর্য্যন্ত ক্ষান্তা হইয়া ভোগ করিবে দান বা বিক্রয় করিতে পরিবে না—এই শাস্ত্রাধীন তদ্বিষয়াধিকারিণী হইয়া পতিরত্যক্ত বিষয় রক্ষার্থে অথবা অন্য কর্ম্মে ঋণ করিয়া ঐ ঋণে ঋণগ্রস্তাবস্থায় পতির ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্রকে দায়াদ রাখিয়া মরে। তাহার পতির ভ্রাতা ঐ বিষয় অধিকার করে, এবং অন্য ভ্রাতৃপুত্র তাহার অর্দ্ধেকের ডিক্রী প্রাপ্ত হয়। এমত অবস্থায় ঐ ঋণ পরিশোধ তৎপতির ভ্রাতার ও ভ্রাতৃপুত্রের কর্ত্তব্য কি না?

যে অবস্থায় (দায়াদ) পত্নীর কৃত ঋণ ধনির উত্তরাধিকারিদের শোধনীয় তাহা।

উ.—ঐ ধনির ধনাধিকারিণী পত্নী যদি রাজকর দিবার নিমিত্তে কিম্বা বিষয় রক্ষার্থে আর আর আবশ্যক ব্যয় নিমিত্তে অথবা পতির পারলৌকিক উপকারার্থে কিম্বা পরিবার পালনার্থে অথবা পতির কৃত নিয়ম যথাযোগ্য রূপে নিষ্পাদনার্থে ঋণ করিয়া ঐ ঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে কালপ্রাপ্ত হইয়া থাকে তবে ধনির উত্তরাধিকারিরা অর্থাৎ তদ্ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্রেরা ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে বাধিত। কিন্তু যদি উপরি উক্ত কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্মে ব্যয় নিমিত্ত ঐ টাকা ধার করা হইয়া থাকে তবে যে ব্যক্তি ঐ পত্নীর অলঙ্কার এবং অন্য অস্থাবর ধন লইয়া থাকে সেই ঐ ঋণ দিবে। এই মত দায়ভাগ, মিতাক্ষরা, বিবাদ চিন্তামণি, দীপকলিকা ও আর২ গ্রন্থানুমত।

*Legal opinions delivered in, and admitted by, several courts of judicature, and selected and approved of by Sir William Macnaghten*

Q. A person died involved in debt, leaving some property, but not sufficient to answer all legal demands. His three minor sons and his widow took possession of the assets of the deceased's estate. In this case, are the individuals in question bound to liquidate the debts contracted by him?

The heirs who take the assets, are bound to discharge the debts of the deceased.

R. If the assets of the estate of the father have been taken by the widow of the deceased and his sons, they are bound to pay his debts. It is incumbent on a son to exonerate his father by liquidating his debts, and this should be done before any partition of the paternal estate among the sons. The minor sons cannot exercise any power over the patrimony until they come of age, but then the liquidation of the father's debts becomes incumbent on them also. If the widow succeed to the estate, she should discharge the debts; but if the amount of the debt be larger than the property is capable of satisfying, the whole property which the deceased left must be given to the creditors, and then his heirs must be considered as absolved also from all claims.

Ba'mratan Da's v. Raju and others. Macn. H. L. vol. II. Ch. 10, case 1, p. 277.

Q. A creditor, on the death of a debtor, sues his heirs, namely, his widow and brothers; but it is not conditioned in the bond that the debtor's heirs and representatives shall discharge the debt. In this case, are the heirs of the debtor bound to liquidate that debt or not?

The heir who takes the assets of a deceased debtor, must satisfy his creditors, as far as the assets go.

R. If the deceased debtor should have *bona fide* borrowed the sum mentioned in the obligation, his widow must fulfil the conditions, provided she was a party to the contract, or promised to discharge the debt, or provided she received his assets, even though there be no mention of the heir's responsibility for the payment. If one of the associated brothers contract debts for the support of the joint family, the other parceners must discharge them. This opinion is consonant to law.

Zillah Jessore. Macn. H. L. vol. II. ch. 10, case 6 (p. 283).

Q. A person died, leaving a widow, who succeeded to his estate subject to the law which allows her only to enjoy the property with moderation until her death, but not to give or sell it; and having contracted a debt either to save the property left by her husband or for other purposes, died without liquidating such debt, leaving her husband's brother and brother's son claimants to the property. Her husband's brother took possession of the property, and the other brother's son attained a decree for a moiety of the same. In this case, will the liquidation of the debt rest with the brother and the brother's son of her husband?

Circumstances under which the husbands heirs are lible for a debt contracted by his widow.

R. Supposing the proprietor's widow, who succeeded him, to have contracted the debt for the payment of rent due to Government, or other necessary disbursements, to save the estate, or for the purpose of promoting her husband's spiritual welfare, or for the support of the family, or for the due execution of any conditions made by her husband, and to have died prior to the liquidation of such debt, the proprietor's heirs, that is, his brother and brother's son, are bound to discharge the debt. And if the amount was borrowed for the purpose of being appropriated to any other purposes than those specified, such debt must be satisfied by him who becomes possessed of her jewels and other movable property. This opinion is conformable to the *Da'yabha'ga, Mita'kshara', Vivada'chinta'mani, Di'pakalika'*, and other legal authorities.

**প্রমাণ—**

দায়ভাগধৃত নারদ বচন—দ্রষ্টব্য বা. দ. পৃ. ৫১৮।

ঋণশোধের আবশ্যকতা মিতাক্ষরাধৃত গৌতম বচনে উক্ত হইয়াছে, তদ্‌যথা "যে অপুত্রকের ধন গ্রহণকরে সে অবশ্য তাহার ঋণ পরিশোধ করিবে"; এবং বিবাদচিন্তামণি ধৃত বৃহস্পতি বচনেও কথিত আছে, তদ্‌যথা—"পিতা মরিলে, তৎপুত্রেরা বিভাগের পরে বা পূর্ব্বে স্ব স্ব অংশানুসারে পিতৃঋণ পরিশোধ করিবে, কিম্বা যে পুত্রে সে ভার গ্রহণ করিয়া থাকে সেই কেবল তাহা দিবে"*।

দীপকলিকাধৃত মনু বচন, তদ্‌যথা—"ঋণী যদি মরে ও তদৃণ যদি পরিবারের নিমিত্তে ব্যয় হইয়া থাকে তবে ঐ পরিবারে বিভক্ত বা অবিভক্ত হউক নিজ বিষয় হইতে ঐ ঋণ দিবে"। এই সকল বচনে ব্যবহৃত পিতৃপদে পিতা এবং অন্য ব্যক্তি বোধ্য।

যেরূপ ঋণ পরিশোধনীয় নয় তাহা বিবাদচিন্তামণিতে উক্ত হইয়াছে, তদ্‌যথা—"মদকপানীয় দ্রব্যে কামকেলিতে ও খেলার হারিতে পিতার যে দেনা হয় অথবা দণ্ডের বা শুল্‌কের বক্রী ও বৃথা প্রতিশ্রুত যাহা তাহাইহালোকে পুত্রের দাতব্য নয়"॥

ঢাকা কোর্ট আপীল, ২৯ মে ১৮২০ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ১০, মকদ্দমা ৭ (পৃ. ২৮৩—১৮৫)।

প্র.। এক ব্যক্তি শূদ্র টাকা ধার লওনে স্বজাতীয় এক জন তাহার প্রতিভূ হইয়া এই টাকা পরিশোধের পূর্ব্বে কালপ্রাপ্ত হয়। এমত অবস্থায়, এই উত্তমর্ণ মৃতপ্রতিভূর বিষয় হইতে ঐ ঋণের টাকা আদায় করিতে পারে কি না?।

কাহারো জামিন হইয়া মরিলে তাহার দেনা মৃত প্রতিভূর বিষয় হইতে পরিশোধনীয় নয়।

উ.। ঋণি ব্যক্তি টাকা পরিশোধ না করিয়া থাকিলেও মৃত প্রতিভূর বিষয় হইতে উত্তমর্ণ ঐ ঋণ আদায় করিতে পারে না। এই প্রচলিত মতা।

জিলা চট্টগ্রাম, ২৫ সেপ্‌টেম্বর ১৮২০ সাল। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১০, মকদ্দমা ৮. (পৃ. ২৮৫).

প্র.। এক ব্যক্তি কিছু টাকা ধার করিয়া ঐ টাকার এক বিপণি করণান্তে কাল প্রাপ্ত হয়। তাহার মৃত্যুর-পর তৎপিতা ও ভ্রাতারা ঐ দোকানে যেং দ্রব্য ছিল তৎসমুদায় গ্রহণ করে। এমত অবস্থায় ঐ মৃতব্যক্তির কৃত ঋণ তৎপিতার ও ভ্রাতৃগণের অবশ্য শোধনীয় কি না? এবং ঐ ঋণী ব্যক্তি যদি এক পত্নী রাখিয়া গিয়াথাকে ও সে যদি ঐ বিপণিতে স্থিত দ্রব্যের কোন অংশ না লইয়া থাকে তথাপি সে ঐ ঋণের দায়িনী কি না?

মৃত ব্যক্তির বিষয় গ্রাহিরা তাহার ঋণ পরিশোধ অবশ্য করিবে।

উ.। উপরি উক্ত অবস্থায়, ঐ ঋণির পিতা ও ভ্রাতৃগণ তদৃণ পরিশোধ করিতে বাধিত, তৎপত্নী তাহার দায়িনী নয়।

---

* ডাই জেষ্টের ১ বালামের ২৭৫ পৃষ্ঠাতে ইহা নারদের বচন বলিয়া ধৃত হইয়াছে, বৃহস্পতির নয়।

† যদিও প্রশ্নের মজ্‌মুনে বোধ হইতে পারে যে ব্যবহৃত প্রতিভূপদে ঋণের প্রতিভূ-ই অভিপ্রেত তথাপি উত্তরে কোন্‌ প্রতিভূ অভিপ্রেত ইহা স্পষ্ট লিখিতহয় নাই। যদি ঋণের প্রতিভূ হয়, তবে উত্তরাধিকারিরা তাহার দায়ি. ও প্রশ্নের উত্তর ভ্রমময়। হিন্দুদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে তিনপ্রকার প্রতিভূ আছে.—'প্রত্যয় প্রতিভূ. দানপ্রতিভূ, ও দর্শনপ্রতিভূ'—তন্মধ্যে প্রথম বিশ্বাসম্বন্ধিরক প্রতিভূ বুঝায়. এবং ইহার কার্য্য. যথা কোল ব্রুকসাহেব বর্ণনা করেন, এই যে—"কাহারো উপকারার্থে অন্যকে বলা যে তাহাকে বিশ্বাস করে. টাকা ধার দেয়, ধারে দেয়, তাহার কার্য্য চালায়, অথবা তাহার ক্রুটির দায়ী হয়"। দ্বিতীয় যথা [তিনি কহেন]—এক ব্যক্তির স্থিত ঋণ পরিশোধ করিতে স্বীকার করিয়া ভবিষ্যতে তাহার দায়ী হওয়া" [কোলব্রুকের 'অব্‌লিগেসন্‌ ও কন্‌ট্রাক্ট' নামকগ্রন্থ, চ্যা. ১০, পরিচ্ছেদ ২৮২]। ইহা দেনার প্রতিভূ বুঝায়। তৃতীয়, উপস্থিতির প্রতিভূ বুঝায়, ইহা পারস্য হাজির জামিন্‌ পদের সমান,—এইরূপে বাধিত ব্যক্তি আসামী গরহাজির হইলে তাহাকে হাজির করিয়া দেওনের ভার গ্রহণকরে বা দায়ী হয়। প্রথম ও শেষোক্ত বিষয়ে ভার গ্রহণকারি ব্যক্তির নাশে তাহার ভরেরও নাশ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় রূপ বিষয়ে ঐ ভার প্রতিভূ মরিলে তাহার উত্তরাধিকারিকে বর্ত্তে। এষ্ট্রেঞ্জ-সাহেবের হিন্দু ল-র ১০ সংখ্যক আপেণ্ডিক্সের ৪৭৩ ও ৪৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

*Authorities* :—

The text of NA'RADA cited in the *Da'ya'bhaga*. See *ante*, p. 519.

The necessity of liquidating the debt is recognised by the text of GOUTAMA cited in the *Mita'kshara* :—" He who takes the assets of a man leaving no male issue, must pay the sum due by him ; " and by the text of VRIHASPATI laid down in the *Viva'dachinta'mani* :—" A father being dead, his sons, whether after partition or before it, shall dicharge his debt, in proportion to their shares ; or that son alone, who has taken the burthen upon himself."*

In the *Di'pakalika'* MANU :—" If the debtor be dead, and if the money borrowed was expended for the use of his family, it must be paid by the family, divided or undivided, out of their own estate." By the term " father," mentioned in all the texts, must be understood the father and others.

The debts which are not chargeable are noticed in the *Viva'dachinta'mani* :—" A son need not pay in this world money due by his father for spirituous liquors, for lustful pleasures, for loss at play ; nor what remains unpaid of a fine or toll ; nor any thing idly promised."

Dacca Court of Appeal. May 29th, 1830. Macn. H. L. vol. II. Ch. 10, case 7 (pp. 283—285).

Q. A *Su'dra* became surety for a person of his own class, to whom a sum of money had been lent, and died previously to the liquidation of the debt. In this case, is the creditor entitled to realize the debt out of the deceased surety's property?

The estate of a deceased surety is not liable for the debts of his principal : but quere ?

R. The creditor cannot realize his debt out of the deceased surety's property, even though payment should not have been made by the debtor. This is the received opinion.†

Zillah Chittagong, September 25th 1820. H. L. vol. II. Ch. 10, case 8 (p. 285).

Q. A person having borrowed a sum of money, established a shop with the said money, and then died : subsequently to his death, his father and brothers appropriated all the goods that were in the shop. In this case, is the satisfaction of the debt, contracted by the deceased, incumbent on his father and brothers, or not ? and supposing the debtor to have left a widow, who took no part of the property left in the shop, is she nevertheless responsible for his debt, or otherwise ?

Those who take the property of the deceased are bound to liquidate his debts.

R. Under the circumsatnces stated, the debtor's father and brothers are bound to liquidate his debt, but his widow cannot be held liable for it.

---

* This is not the text of *Vrihaspati* but of *Na'rada*, in Digest vol. I. page 275.

† It is not distinctly stated what description of surety was meant, though from the terms of the question it may be apprehended that security for the loan was intended. Supposing this to be the case, the heirs are answerable, and the reply to the question is erroneous. According to the Hindu law, there are three sorts of accessary obligations, the PRATYA PRATIBHU', DA'NA PRATIBHU', and DURSHANA PRATIBHU'. The first signifies a security for the purpose of confidence, and his undertaking is that which has been described by Mr. Colebrooke as a " mandate, or precedent undertaking of a mandate, for another's benefit, bidding one trust another, lend him money, allow him credit, manage business for him, or become answerable for his default." The second is that which he terms " *constitute*, or subsequent undertaking of a person, who engages to pay a subsisting debt, or fulfils an existing obligation of a third party."—Colebrooke Obl. and Cont. Chap X. Section 282. It signifies a surety for payment. The third signifies a surety for appearance, and answers to the Persian term *Házirzámin*, the obligor undertaking to produce the person of the principal, in the event of his not being forthcoming. In the first and last mentioned sorts of engagement, the death of the contracted party extinguishes the obligation ; but in the second case, the obligation devolves on the representatives of the deceased surety. See Colebrooke, cited in *Elem. Hindu Law.* Appendix X. pp. 463, 464.

প্রমাণ—

মিতাক্ষরাতে ও আর২ গ্রন্থে ধৃত যাজ্ঞবলক্য বচন, তদ্যথা—"দুই বা অধিক অংশিদের অথবা অবিভক্ত দায়দদের মধ্যে এক জন যদি পরিবার পালনার্থে ঋণ করিয়া মরে, অথবা অতিদীর্ঘকাল প্রবাসী হয়, তবে অন্য দায়াদেরা অথবা অবিভক্ত অংশিরা তাহা পরিশোধ করিবে"।

মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ১০, মকদ্দমা ১০ (পৃ. ২৮৬ ও ২৮৭)।

প্র.। এক ব্যক্তি ঋণ করিয়া প্রব্রজিত হয়, অর্থাৎ সন্ন্যাস ধর্ম্মাশ্রয় করে। ও তাহার পৈতৃক ভূমিসম্পত্তি ভ্রাতার উত্তরাধিকারিগণকে অর্শে। এমত অবস্থায় উত্তমর্ণ ঐ বিষয় হইতে নিজ পাওনা আদায় করিতে পারে কি না?

প্রব্রজিত ব্যক্তির ঋণ তদ্বিষয়গামি, যে তাহার বিষয়-গ্রাহী সেই তাহার ঋণের দায়ী।

উ.। ঐ ব্যক্তি যদি টাকা ধার করিয়া জ্ঞাতির হস্তে পৈতৃক স্থাবর বিষয় রাখিয়া গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে তাদৃশাবস্থায় তাহার বিষয়াধিকারি জ্ঞাতারা ঐ ঋণের দায়ি; যদি তাহারা ঐ টাকা পরিশোধ না করে, তবে উত্তমর্ণকে ক্ষমতা আছে যে অধমর্ণের বিষয় হইতে নিজ প্রাপ্য টাকা আদায় করে, যথা যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন "যে ব্যক্তি অধিকার যোগ্য পুত্র হীন ধনির ধন প্রাপ্ত হয়, সে তদ্বিষয়ের উপর যে দেনা তাহা দিবে, অথবা তদভাবে যে ব্যক্তি (ঐ মৃতের) স্ত্রীলয় সেই দিবে, কিন্তু সে পুত্রে দিবে না যাহার পিতৃবিষয় অন্যে অধিকার করিয়াছে"। মিতাক্ষরা ও আর২ গ্রন্থের ঋণ শোধন প্রকরণে এতদ্বিষয়ক বিধান অধিক স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। সহর চুঁচুড়া। ১৩ জুন ১৮ ১৫ সাল। মেক্ হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১০, মকদ্দমা ১২ (পৃ. ২৮৮ ও ২৮৯)।

প্র.। এক ব্যক্তি ভ্রাতাদের সহিত একত্র এক পরিবার রূপে বাস করতঃ কিছু টাকা ধার লইয়া এক ঋণপত্র লিখিয়া দেয়, তাহাতে কিস্তি২ করিয়া ঐ ঋণ শোধদিবার নিয়ম করে। পরে ঋণী তদ্রূপ পরিশোধ না করিয়া পরিবার অবিভক্ত থাকন কালে দূর দেশে গমন করে, এবং নয় বৎসর পর্য্যন্ত তাহার বর্ত্তা পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে ঐ ঋণির ভ্রাতৃগণ ও পত্নী পরিবারীয় স্থাবরাস্থাবর বিষয় যৌতরূপে ভোগ করিতেছে। এমত অবস্থায় ঋণির বিষয়াধিকারিদের স্থানে উত্তমর্ণ নিজ প্রাপ্য টাকা দাওয়া করিতে পারে কি না; অথবা যে দিবস ঐ ঋণী গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়াছে সেই দিবস হইতে বারবৎসর পর্য্যন্ত দাওয়া স্থগিত থাকিবে?

অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ঋণ তাহার বিষয়া-কারিদিগকে দিতে হইবে, বার বৎসর পর্য্যন্ত তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করা হইবে না।

উ.—কোন ব্যক্তি ভ্রাতাদের সহিত একত্র একপরিবার রূপে বাস করণকালীন ঋণ করণান্তে যদি অনুদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহার বিষয়াধিকারি ভ্রাতারা ও পত্নী অবশ্য তাহার ঋণ শোধ করিবে, বারবৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করিবেনা।

প্রমাণ—

যাজ্ঞবল্ক্য বচন, দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৫৪০ ও ৫৪২॥ নারদ—"উত্তমর্ণের বিশেষ কালপর্য্যন্ত অপেক্ষা করার আবশ্যকতা নাই; কারণ (তাদৃশ আশঙ্কার) প্রমাণাভাব।

জিলা ত্রিপুরা, ৯ই জুলাই ১৮ ১২ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ১০, মকদ্দমা ৫ (পৃ. ২৮২)

যমুনা বিধবা—বনাম—মদন দে প্রভৃতি। ২০ জানওরি ১৭৮৫ সাল। হাইড্ সাহেবের নোট্। সু. কো. রি. ১৪৩।

বারানসী ঘোষ—বনাম—রামতনু দত্ত প্রভৃতি। ২০ নবেম্বর ১৭৮৮ সাল। চেম্বর সাহেবের নোট্। সু. কো' রি. ১৪৪।

*Authorities—*

The text of YA'GNYAVALKYA, cited in the *Mita'kshara'* and other books of law:—"If one of two or more parceners or undivided kinsmen contract a debt for the support of his family, and either die, or be very long absent abroad, the other parceners or joint tenants shall pay it.

Macn. H. L. vol. II. Ch. 10, case 10, (pp. 286, 287).

Q. A person having contracted a debt, becomes a recluse; that is, enters into the order of an ascetic. His ancestral landed property falls into the hands of his brother's representatives. In this case, can the creditor realise his debt out of such property?

R. If the individual in question borrowed a sum of money, and relinquished the order of a house keeper, leaving a patrimonial immovable estate in the possession of his relatives, in this case, those relatives who are in the enjoyment of his property are liable for the debt, and if they do not liquidate it, the creditor is competent to recover his money due from the debtor out of his property, as JA'GNYAVALKYA propounds; "He who has received the estate of a proprietor leaving no son capable of business, must pay the debts of the estate, or, on failure of him, the person who takes the wife of the deceased; but not the son whose father's assets are held by another."

The debts of an ascetic follow his assets in the hands of his representatives.

The law on this subject is more distinctly laid down in the *Mita'kshara'* and other authorities, in the chapter treating of the payment of debts.

City Chinsurah, June 13th 1815. Macn. H. L. vol. II. ch. 10, case 12 (pp. 288, 289).

Q. A man, living with his brothers as a joint and undivided family, borrowed a certain sum of money, and executed a bond, obliging himself to pay the debts by instalments. He (the debtor) proceeded to a distant country without liquidating the debt, while the family was undivided, and for the period of nine years no intelligence of him has been received. Now the debtor's brothers and wife are in the joint enjoyment of the family property, movable and immovable. In this case, can the creditor claim payment of his debt from the occupiers of the debtor's estate, or must the claim be deferred until the expiration of twelve years from the date on which the debtor departed from his family house?

R. If a man contract a debt while he lives with his brothers, as an undivided and united family, and subsequently become missing, the debtor's brothers and wife who possess his estate must pay his debts, without waiting for the expiration of twelve years.

The debts of a missing person must be paid by those in possession of his estate, without waiting twelve years for his reappearance.

*Authorities—*

The texts of JA'GNYAVAKYA cited in this and in the next page.

NA'RADA:—"The creditor need not wait a specific time; for there is no authority (for such a supposition)."

Zillah Tipperah, July 16th 1812. Macn. H. L. vol. II. ch. case 5, (p.) 282.

A Hindu possessing himself of the land of his father is bound to pay his debts. Jamuna Raur *versus* Muddun Day. 20th January 1785. Hyde's Notes, S. C. R. 143.

Banarussy Ghose *versus* Ram Tunnoo Dutt and others. 20th November 1788. Chambers' Notes, S. C. R. 144.

## পরিবারের নিমত্তে কৃতঋণ পরিশোধ বিষয়ক।

ব্যবস্থা ২২৩ অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে এক জনেও পরিবারার্থে ঋণ করিলে তাহা সকলে শোধদিবে, অথবা সাধারণ বিষয় হইতে শোধ যাইবে।

২২৩ অবিভক্ত দায়াদানামেকেনাপি কুটুম্বার্থেকৃতঋণং সর্ব্বৈরের সাধারণধনাদ্বা শোধনীয়ং।

প্রমাণ অবিভক্ত পিতৃব্য ভ্রাতা বা মাতা পরিবারার্থে যে ঋণ করেন তৎসমুদায় দায়াদে পরিশোধ করিবে॥ নারদ। বি. রি. র. ৮।

পিতৃব্যেনাবিভক্তেন ভ্রাত্রা বা যদৃণং কৃতং। মাত্রাবাপি কুটুম্বার্থে দদ্যুস্তৎ সর্ব্বমৃথিণঃ॥ নারদঃ। বি. রি. র. ৮।

পরিবারার্থে—অর্থাৎ পরিবারের পালনার্থে, প্রেতক্রিয়ার্থে, কন্যার বিবাহার্থে, ও তদ্রূপ অবশ্য কর্ত্তব্যকার্য্যার্থে*। পরে ধৃত কাত্যায়ন বচনদ্বয় দ্রষ্টব্য।

কুটুম্বার্থে—অর্থাৎ কুটুম্বস্যভরণার্থে প্রেতকার্য্যার্থে কন্যায়া বিবাহার্থে এবমন্যাবশ্যকর্ত্তব্যার্থেচ*। বক্ষমাণ কাত্যায়ন বচনদ্বয়ং দ্রষ্টব্যং।

ব্যবস্থা ২২৪ অবিভক্তদের একজন পরিবারের নিমিত্ত ঋণ করিয়া মৃত বা প্রোষিত হইলে, অন্য ঋকথিরা ঐ ঋণ পরিশোধ করিবে।

২২৪ অবিভক্তানামেকশ্চেৎ কুটুম্বার্থে ঋণংকৃত্বাপ্রেতঃ প্রোষিতো বা, তদান্যৈঃ ঋকথিভিস্তদৃণং পরিশোধনীয়ং।

কুটুম্বার্থে পদ—কুটুম্ব অর্থাৎ পরিবার এবং অর্থে অর্থাৎ নিমিত্তে—এই দুই শব্দ যোগে নিষ্পন্ন। এই পদ উপরি উক্ত বিষয়ক অনেক বচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোলব্রুক সাহেব ডাইজেষ্ট নামক নিজ অনুবাদগ্রন্থে ঐ পদকে কখনো 'পরিবার পালনার্থে' শব্দে (১), কখনো 'পরিবারের ব্যবহারার্থ' শব্দে (২), কখনো 'পরিবারের উপকারার্থ' শব্দে (৩), কখনো বা 'পরিবারের লাভার্থ' শব্দে (৪) অনুবাদ করিয়াছেন; বোধ হইতেছে তাঁহার ডাইজেষ্ট বিবাদভঙ্গার্ণবের অনুবাদ হওয়াতে তৎকর্ত্তা জগন্নাথের অনুরূপেই প্রায় তাদৃশ অনুবাদ করিয়াছেন। সর উইলিয়ম জোনস সাহেব মনুসংহিতার অনুবাদে টীকাকর্ত্তা কুলূক ভট্টের অনুগামী না হইয়া এক বচনে উক্তপদকে 'পরিবারের ব্যবহারার্থ' শব্দে (৫), এবং বচনান্তরে 'পরিবারের উপকারার্থ' শব্দে (৬) অনুবাদ করিয়াছেন,—কুলূক ভট্ট উক্ত পদের অর্থ প্রথম বচন টীকায় 'কুটুম্ব সম্বর্দ্ধনার্থং' ও দ্বিতীয় বচন টীকায় 'কুটুম্ব ব্যয় নিমিত্তং' লিখিয়াছেন। এতাবতা উক্ত অনুবাদক মহাশয়দ্বয় প্রতি বিহিত সম্মান পূর্ব্বক ঐ সকল বিভিন্ন অনুবাদকে 'পরিবারের নিমিত্তে' এই পদদ্বয়ে পরিবর্ত্তন করা অত্যুত্তম বিবেচিত হইল, যেহেতু ইহা ঐ সংযুক্ত পদদ্বয়ের যথাযথঅর্থ হওয়াতে অত্যন্ত অবিকল অনুবাদ, এবং অবশেষে কোলব্রুক সাহেবও মিতাক্ষারতে এই অর্থব্যবহার করিয়াছেন (৭)।

---

* এই রূপ কর্ম্মে যে ব্যয় হয় তাহা তৎপরিবারের প্রথা ও সঙ্গত্যনুসারে সঙ্গত হওয়া চাই। পরিবারের মধ্যে অনিষিদ্ধ যে কোনব্যক্তি তৎপরিবারের ব্যবহার নিমিত্ত যথার্থতঃ ঋণ করিলে তত্তৎশোধনে সকলে বাধিত। এসটে সাহেবের হিন্দু ল. ব. ১ পৃ. ২২৭।

(১) যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, ও বৃহস্পতি বচন। কোল. ডা. বা. ১, পৃ. ২৯০, ২৯২, ৩০১, ৩০৫ ও ৩২১।

(২) নারদ বচন। ঐ. পৃ ৩০২।

(৩) কাত্যায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্য বচন। ঐ ৩০২, ৩২০, ও ৩২৭।

(৪) কাত্যায়ন বচন। ঐ ৩০৩।

(৫) মনু. অ. ৮, শ্লো ১৬৬।

(৬) মনু. অ. ৮, ব. ১৬৭

(৭) নারদ বচন, মিতাক্ষরা পৃ. ২৫৭।

ON THE PAYMENT OF DEBTS CONTRACTED FOR THE FAMILY.

223 A debt contracted by one member of an undivided family, for the sake of the same, is payable by all the co-parceners or out of their estate. Vyavastha'

A debt contracted before partition by an uncle, or brother, or a mother, for the sake of the family, all the parceners or joint tenants shall discharge. NA'RADA. Coleb. Dig. vol. I. p. 292. Authority

'For the family'—that is, for its support, for the funeral obsequies of its members, nuptials of girls, and other necessary acts.* See the two texts of KA'TYA'YANA cited at page 543.

224 If one of undivided kinsmen contract a debt for the use of the family, and either die or be very long absent abroad, the other parceners or joint tenants shall pay the same. Vyavastha'

The term '*Kutumba'rthe*' which is composed of '*Kutumba* (family) and *arthe*, (for *or* for the sake of) is used in many texts on the above subject. Colebrooke in his Digest has sometimes translated it by 'for the support of the family' (1), sometimes by 'for the use of the family' (2), sometimes by 'for the behoof of the family' (3), and sometimes by 'for the benefit of the family' (4), and in doing so he seems to have followed JAGAN NA'THA whose compilation is the original of his Digest. Sir William Jones, in one text of MANU, translates it by 'for the use of the family' (5), and in another by 'for the behoof of the family' (6), with out following the Commentator KULLU'KA BHATTA who in one text (5) has interpreted it by '*Kutumba-sambarddhana'rtham* (for the support of the family)', and in another (6) by '*Kutumba byaya nimittam* (for the expenses of the family).' With due deference to the the two great translators, I have deemed it best to change those translations all along into 'for the sake of the family,' a signification consistent with the component parts of the term, and most accurate of all, and which has been afterwards adopted by Colebrooke in his translation of *Mita'kshara'* (7).

* The expense attending them must have been reasonable according to the usage and means of the family. Contracted fairly for the use of the family, by whatever member of it not forbidden, it binds the whole. Strange's book on the Hindu Law, vol. I. p. 227.

(1) JA'GNYAVALKYA, NA'RADA, and VRIHASPATI. Dig. vol. I. pp. 290, 292, 301, 305, 321.
(2) NA'RADA, *Ibid*, p. 302.
(3) KA'TYA'YANA and JA'GNYAVALKYA *Ibid* pp. 302, 320, 327.
(4) KA'TYA'YANA, *Ibid*. p. 303.
(5) Ch. VIII. v. 166.
(6) Ch. VIII. v. 167.
(7) NA'RADA, *Mita'kshara'*, p. 257

প্রমাণ

৵০ পরিবারার্থে অবিভক্ত ব্যক্তি যে ঋণকরে, তাহা সে মৃত বা প্রোষিত হইলে তৎসমদায়াদরা দিবে। যাজ্ঞবল্ক্য *।

৵০ অবিভক্তে কুটুম্বার্থে যদৃণন্তাকৃতন্তবেৎ। দদ্যুস্তদৃক্‌থিনঃ প্রেতে প্রোষিতে বা কুটুম্বিনি॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ *।

৶০ পরিবারার্থে ব্যয় করিয়া ঋণগ্রহীতা যদি নষ্টহয় (অ) তবে তাহার বান্ধবেরা বিভক্ত হইলেও স্বং বিষয় হইতে ঐ ঋণ দিবে *। মনু।

৶০ গ্রহীতা যদি নষ্টঃস্যাৎ (অ) কুটুম্বার্থেকৃতো ব্যয়ঃ। দাতব্যং বান্ধবৈস্তৎস্যাৎ প্রবিভক্তৈরপি স্বতঃ*। মনুঃ।

ব্যবস্থা

(অ) নষ্টপদ—উপলক্ষণ।

(অ) নষ্ট ইত্যুপলক্ষণং।

২২৫ অবিভক্তদিগের কৃত ঋণ তাহার মধ্যে একজন (উপস্থিত) থাকিলেও তাহাকে দিতে হইবে, এবং ভ্রাতারা অবিভক্ত থাকিলে পিতৃঋণ এই রূপে দিবে, কিন্তু বিভক্ত হইলে স্ব স্ব (প্রাপ্ত) দায়ানুরূপ অংশ দিবে *। বিষ্ণু।

২২৫ অবিভক্তৈঃ কৃতমৃণং তদেকোঽপি যস্তেষাং মধ্যে তিষ্ঠেৎ স দদ্যাৎ, পৈতৃকমপ্যবিভক্তানাং ভ্রাতৄণাং বিভক্তাশ্চদায়ানুরূপং অংশং * ॥ বিষ্ণুঃ।

ব্যবস্থা

২২৬ (কর্ত্তা) অশক্ত বা ব্যাধিত সত্তে পরিবারার্থে এবং উপপ্লবনিমিত্তে যাহা গৃহীত হয় তাহা আপৎকালে কৃতঋণ (কর্ত্তার) পরিশোধনীয়; এবং কন্যার বিবাহে ও শ্রাদ্ধে যে ঋণ পরিবারের কাহারো কর্ত্তৃক কৃত হয় তৎসমুদায় কর্ত্তার দিতেহইবে *। কাত্যায়ন।

২২৬ কুটুম্বার্থমশক্তেন গৃহীতং ব্যাধিতেন বা উপপ্লবনিমিত্তঞ্চ দদ্যাদাপৎ কৃতঞ্চতৎ;। কন্যাবৈবাহিকঞ্চৈব, প্রেতকর্য্যেচ যৎকৃতং, এতৎসর্ব্বংপ্রদাতব্যং কুটুম্বেন কৃতং প্রভোঃ *। কাত্যায়নঃ।

অর্থাৎ কর্ত্তা অশক্ত হইলে পরিবার পালনার্থে রাজোপদ্রব নিবারণার্থে ব্যাধিমোচনার্থে উপপ্লব শান্ত্যর্থে কন্যার বিবাহ নিষ্পন্নার্থে ও পিত্রাদির শ্রাদ্ধসম্পন্নার্থে পরিবারের মধ্যে যে কেহ ঋণ করিলে তাহা কর্ত্তাকে পরিশোধ করিতে হইবে *

তথাচ প্রভবশক্তৌ কটুম্ব ভরণার্থং রাজোপদ্রবনিবারণার্থং ব্যাধিমোচনার্থং উপপ্লবশান্ত্যর্থং কন্যাবিবাহনিষ্পত্ত্যর্থং পিত্রাদিশ্রাদ্ধসম্পন্নার্থং যেনকেনাপি সম্বন্ধিনা কৃতং ঋণং তৎপ্রভুনা শোধনীয়মিতি ভাবঃ *।

ইহা উপলক্ষণ মাত্র—ধনসাধ্য যেং কর্ম্ম অকরণে দরিদ্রেরও প্রত্যবায় হয় তৎকর্ম্ম সম্পন্নার্থ যে ঋণ করাযায় এই তাৎপর্য্য* ।

এতদুপলক্ষণং—দরিদ্রস্যাপি ধনসাধ্য যৎযৎকর্ম্মাকরণে প্রত্যবায়ঃ অনর্থসম্পত্তির্বা তত্র তৎকর্ম্মসিদ্ধার্থং যদৃণং কৃতমিতি ভাবঃ*।

এস্থলে অনুসন্ধেয় এই যে—কন্যার বিবাহ দিতে যৎপরিমিত ব্যয়ে কর্ত্তার কুলাচার ভঙ্গ না হয় তৎপরিমিতই অন্যে ঋণ করিতেপারে মহাসমারোহে বিবাহ সম্পন্নার্থে পারে না। অনভিমত ব্যয়ার্থে যে ঋণ করে তৎসমুদায় ঐ ঋণকর্ত্তাকেদিতে হইবে। কিন্তু কুলাচারোপযুক্ত ব্যয় হইলে সমর্থকর্ত্তাকে অবশ্য তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে *।

অত্রেদং তত্ত্বং—কন্যাবিবাহাদার্থে যাবৎ ব্যয়েন প্রভোঃ কুলাচার ভঙ্গো ন ভবতি তাবৎ মাত্রব্যয়ার্থমেব ঋণং কুর্য্যাদন্যঃ নতু উৎকৃষ্ট বিবাহ সিদ্ধার্থং, অনভিমতব্যয়ার্থং যাবদৃণং কৃতং তাবৎ সমুদায়স্তেন শোধনীয়ঃ। কুলাচারোপযুক্ত ব্যয়স্তু সমর্থেন প্রভুনাঽবশ্যস্বীকার্য্য এবেতি *।

* বি. রি. রু. ৮। কোল. ড. ব. ১. পৃ. ২৭০—৭৩০।

Authority

I. If one of undivided kinsmen contract a debt for the sake of his family, and either die or be very long absent abroad, the other parceners or joint-tenants shall pay it. JA'GNYAVALKYA. Coleb. Dig. vol. I. p. 290.

II. If the debtor be dead (a), and if the money borrowed was expended for the use of his family, it must be paid by that family, divided or undivided, out of their own estate. MANU.

(a) The word "dead" is illustrative (of civil death and the like). *Ibid.* p. 297.

Vyavastha'

225 A debt, contracted by undivided parceners shall be paid by any one of them, who is present and amenable; and so shall the debt of the father (by any one of) the brothers before partition, but, after partition they shall severally pay according to their shares of the inheritance. VISHNU. *Ibid.* p. 296.

Vyavastha'

226 What has been borrowed for the sake of the family, or during distress while (the principal) was disabled, seized (by the king,) or afflicted with disease, or in consequence of a foreign invasion, or for the nuptials of his daughter, or funeral rights; all such debts contracted by (one of) the family, must be discharged by the chief (of that family). KA'TYA'YANA. *Ibid.* p. 303.

The chief of the family being disabled, a debt, contracted by any person connected with him for the support of that family, for guarding against the violence of a king, for the cure of a distemper, for relief from a general calamity, for the celebration of a daughter's nuptials, or for the performance of obsequies for a parent or the like, must be paid by that chief of the family. Such is the sense*.

It is illustrative of a general meaning, and intends any debt contracted for the accomplishment of some business, which being omitted even in consequence of poverty, sin or calamity must ensue*.

The principle of the law should be noticed: in the case of a daughter's nuptials, for so much expense only, as preserves from infraction the usage of the principal's family, may another contract debts; not for the celebration of splendid nuptials: the whole of what is borrowed for unauthorised expenses, must be paid by the borrower; but expenses which are suitable to the usage of his family, must nessarily be admitted by a master able to discharge them*.

---

* Coleb. Dig. vol. I. 304.

তথা* কর্ত্তা ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তদনুজ্ঞাতে, বা দেশান্তরে গেলে পাঁচ জনের বিবেচনায় তৎকার্য্য নির্ব্বাহার্থে সম্পর্কীয়দের মধ্যে যে কেহ ঋণ করিতে পারে *।

ব্যবস্থা

**২২৭ পরিবার সম্বন্ধীয় যে কেহ অনুপস্থিত কর্ত্তার অমতেও পরিবারের নিমিত্তে ঋণ করিলে কর্ত্তার তাহা অবশ্যশোধনীয়।**

প্রমাণ

/০ কাহারো পূর্ব্বে স্বীকৃত অথবা পরিবারের নিমিত্তে কৃত (অ) পরিশোধনীয়* । বিষ্ণু ।

(অ) অর্থাৎ—ঋণ।

৵০ শিষ্য অন্তেবাসি দাস ও স্ত্রী ও কর্ম্মকারী পারিবারের নিমিত্তে যে ঋণ করে তাহা তৎ পরিবার কর্ত্তার দাতব্য*। নারদ ॥

৶০ ভৃগু কহিয়াছেন—দাস স্ত্রী মাতা বা শিষ্য কিম্বা পুত্রে প্রোষিত কর্ত্তার অমতেও পরিবারের নিমিত্তে ঋণ করিলে কর্ত্তাকে তাহা দিতে হইবে।

।০ পিতৃব্য ভ্রাতৃপুত্র স্ত্রী দাস শিষ্য আর অনুজীবিরা পরিবারের নিমিত্তে যে ঋণ গ্রহণ করে তাহা তদ্ গৃহির পরিশোধনীয়* । বৃহস্পতি ।

তথাচ—আদ্যর্থক বহুবচন ব্যবহৃত হওয়াতে মাতুলাদি এবং অন্যেও বোধ্য, এই ভাবার্থ ।

এস্থলে শাস্ত্রের মর্ম্ম বক্তব্য এইযে—যোগ্য পুত্র সত্ত্বে বিভক্ত ভ্রাতাদের কৃত ঋণ সিদ্ধ নয় । অবিভক্ত স্থলে পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে যদি কেহ ঋণ করিতে নিষেধ করে এবং অন্য প্রকারে পরিবার পালন করিতে পারে, তবে অন্য ভ্রাতা ঋণ করিলে তাহা তাহাকেই দিতে হইবে নিষেধকর্ত্তাকে দিতে হইবে না। কিন্তু যদি সমুদয় পরিবার অথবা নিজ পরিবার পালনার্থে ঐ নিষেধক টাকা যোগাইতে অশক্ত হইয়া সে কিম্বা তাহার পরিবার ঐ ধার করা টাকা ভোগ করে তবে তাহাকে শোধ-দিতে হইবে*।

।/০ পিতার অনুজ্ঞাক্রমে কিম্বা পরিবার পালনার্থে, অথবা আপৎকালে কৃত পুত্রের ঋণ পিতা দিবেন *। নারদঃ।

তথা ব্যাধিগ্রস্তে প্রভৌ তদনুজ্ঞয়া বিদেশ গতেচ প্রভৌ পঞ্চ জন বিবেচনয়া তৎ কার্য্যনির্ব্বাহার্থং যেন কেনচিৎ সম্বন্ধিনা ঋণং কর্ত্তব্যমিতি * ।

**২২৭ পরিবার সম্বন্ধীয়েন যেন কেনাপি কটুম্বার্থং অনুপস্থিত প্রভোরমতেনাপি যদৃণং কৃতং স্বামিনা তদবশ্যমেব শোধনীয়ং ।**

/০ প্রাক্ প্রতিপন্নং দেয়ং কস্যচিৎ কুটুম্বার্থং কৃতস্বা ( অ)*। বিষ্ণুঃ।

( অ ) ঋণমিতি শেষঃ ।

৵০ শিষ্যান্তেবাসি দাস স্ত্রী বৈয়াপৃত্যকরৈশ্চ যৎ। কুটুম্বহেতোরুচ্ছিন্নং দাতব্যন্তু কটুম্বিনা * ॥ নারদঃ ।

৶০ প্রোষিতস্যামতেনাপি কুটুম্বার্থং ঋণং কৃতং। দাসস্ত্রীমাতৃশিষ্যৈর্বা দদ্যাৎ পুত্রেণ বা ভৃগুঃ *॥ কাকাত্যায়নঃ ।

।০ পিতৃব্য ভ্রাতৃপুত্র স্ত্রী দাস শিষ্যানুজীবিভিঃ । যদ্গৃহীতং কুটুম্বার্থে তদ্গৃহী দাতুমর্হতি* ॥ বৃহস্পতিঃ ।

তথাচ বচনস্থ বহুবচনেন আদ্যর্থকেন মাতুলাদীনাং অন্যেষাঞ্চ গ্রহণমিতিভাবঃ ।

অত্রেদং তত্ত্বং—যোগ্য পুত্রসত্ত্বে তদ্বিগতং বিভক্ত ভ্রাত্রাদি কৃতমৃণং ন সিধ্যতীতি । অবিভক্ত স্থলে তু পঞ্চভ্রাতৄণাং মধ্যে যঃ কশ্চিন্ যদি ঋণগ্রহণং নিষেধতি অন্য প্রকারেণ কুটুম্ব ভরণং কর্ত্তুং শক্নোতি তদা অন্যেন ভ্রাত্রাকৃতং তদেব ঋণং তেনৈব শোধনীয়ং, নতু নিষেধকেন । যদি তু সর্ব্ব পরিবার ভরণোপযুক্তং স্বপরিবারার্থং বা ধনমুপস্থাপয়িতুমশক্তকেন নিষেধকেন তৎ পরিবারেণ বা তদৃণী কৃতং ধনং ভুক্তং, তদাতু শোধনীয়ং* ।

।/০ পিতুরেব নিয়োগাদ্বা কুটুম্বভরণায়বা কৃতং বা যদিবাকৃচ্ছে দদ্যাৎ পুত্রস্য তৎপিতা * ॥ নারদঃ ।

* বি. রি. র. ৮। কোল. ডা. বা. ১. পৃ. ৩০১—৩০৫।

Should he be seized with a distemper, or unwarily go to a foreign land, a debt may be contracted by any person connected (with him), to defray the expenses required for such a purpose, as estimated by five persons*.

227 A debt contracted for the sake of the family, by any person whomsoever connected with that family, must be paid by the head of the family, even if it were without his consent. Vyavastha

I. A (debt of which payment has been previously promised), or which (a) was contracted by any person for the sake of the family, must be paid by the housekeeper*. VISHNU. Authority

(a) "A debt" must be here supplied.

II. Whatever debt has been contracted for the sake of the family by a pupil, an apprentice, a slave, a wife, or an agent, must be paid by the head of the family*. NA'RADA.

III. BHRIGU ordained, that a man shall pay a debt contracted in his remote absence, even without his assent, by his servant, his wife, his mother, his pupil, or his son: (provided it were contracted for the sake of the family.) KA'TYAYA'NA. Coleb. Dig. vol. I. p. 17.

IV. A housekeeper shall discharge a debt contracted by his uncle, brother, son, wife, servant, pupil, or dependants, for the sake of the family (during his absence)*. VRIHASPATI.

The meaning therefore is, that, since the terms conclude in the plural number, which conveys the sense of 'and the like,' (therefore) maternal uncles and the rest, as well as other persons, are comprehended in the text*.

The principle of the law may be here stated: should a son competent to affairs be at hand, a debt, contracted by divided brethren or the like unauthorised by him, is not valid: but, in the case of parceners, if any one of five brothers forbids the contracting of the debt, and is able to support the family by other means, the debt contracted by another brother, is due by the borrower alone, and shall not be paid by him who opposed the debt. Yet, if the money (so) borrowed be used by him who opposed the debt, or by his dependant, being unable to supply sufficient funds for the support of the whole family, or of his immediate dependants, it must be discharged by him*.

V. A father must equally pay the debt of his son, contracted either by his own appointment, or for the support of his family, or in a time of distress*. NA'RADA.

* Coleb. Dig. vol. I. pp. 301—305.

ব্যবস্থা

২২৮ কর্ত্তা বিদেশাদিতে থাকিতে তৎ পরিবার পালনার্থে দাসেও যদি ঋণাদি করে তৎ সমুদয় প্রভুকে সমাধা করিতে হইবে। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৯।

২২৮ স্বামিনো বৈদেশ্যাদৌ তৎকুটুম্বভরণার্থং দাসেনাপি যদৃণাদিকং কৃতং তৎ সর্ব্বং স্বামিনা সমাধেয়ং। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৯।

প্রমাণ

কর্ত্তা স্বদেশে বা বিদেশে থাকিতে পরিবারের নিমিত্তে অধীনও অর্থাৎ দাসও* যে ব্যবহার (উ) করে, প্রভু তাহা অপহ্নব করিবেন না। মনু।

(উ) ব্যবহার অর্থাৎ ঋণাদি।

কুটুম্বার্থেঽধ্যধীনোঽপি (ই) ব্যবহারং যমাচরেৎ। স্বদেশে বা বিদেশে বা তং জ্যায়ান্ন বিচালয়েৎ ॥ মনুঃ।

(উ) ব্যবহারং—ঋণাদিকং।

ব্যবস্থা

২২৯ পরিবারার্থে গৃহীত না হইলে স্ত্রী পতি ও পুত্রের এবং পিতা পুত্রের কৃত ঋণ দিবে না, পতিও স্ত্রীর কৃত ঋণ দিবে না। যাজ্ঞবল্ক্য।

২২৯ ন যোষিৎ পতিপুত্রাভ্যাং, ন পুত্রেণ কৃতং পিতা। দদ্যাদৃতে কুটুম্বার্থান্ন পতিঃ স্ত্রীকৃতং তথা ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ব্যবস্থা

২৩০ আপৎকালে গৃহীত না হইলে পত্নীকৃত ঋণের পতি দায়ী নয়,—পুরুষে পরিবার পালনে নিতান্ত বাধিত। নারদ। বি.রি.র. ৮।

২৩০ ন ভার্য্যয়া কৃতমৃণং কথঞ্চিৎ পত্যুরাভবেৎ। আপৎ কৃতাদৃতে,—পুংসঃ কুটুম্বার্থোঽহিতুস্তরঃ। নারদঃ। বি. রি. র. ৮।

ভিন্ন২ আদালতে দণ্ড ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং, সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

মৃত কোন অংশির ধার করা টাকা যদি আর২ অংশির ব্যয়ে লাগিয়া থাকে তবে জীবিত অংশিরা তাহার দায়ি।

প্র.—পাঁচ পুত্রের সহিত পিতা একান্ন ভুক্ত থাকিয়া যৌতরূপে বাণিজ্যকার্য্য করিতেন। তম্মধ্যে এক পুত্র সাধারণ কার্য্যসম্ক্রান্ত নয় কিন্তু আপনার নিমিত্তে টাকা ধার করিল। টাকা পরিশোধের নিমিত্তে কৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে উত্তমর্ণ অধমর্ণের নামে অভিযোগ করিল, অনন্তর অধমর্ণ পিতা ও চারি ভ্রাতা বর্ত্তমানে এক পত্নী রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। মৃত ব্যক্তির পিতা ও ভ্রাতারা সাধারণ বিষয় ভোগ করিতেছে। এমত অবস্থায়, সে ঋণ ঐ সাধারণ বিষয়ের তহবিল হইতে পরিশোধনীয় কি না?

উ.—ঋণী যদি নিজ পিতা ও ভ্রাতাদের সহিত এক পরিবার রূপে বাস এবং একত্র কারবার করণাবস্থায় আপনার নিমিত্তে ঐ ঋণ করিয়া থাকে, এবং ধারের টাকা দিয়া ক্রীত ভূমির ও অন্য বিষয়ের উপস্বত্ত

* দাস পঞ্চদশ প্রকার, যথা নারদ—"[দাসীর গর্ভে] গৃহেজাত, ক্রীত, দানে লব্ধ, দায়রূপে প্রাপ্ত, দুর্ভিক্ষকালে প্রতিপালিত, (পূর্ব্ব) স্বামি কর্ত্তৃক আহিত, গুরুতর ঋণ হইতে উদ্ধৃত, যুদ্ধে প্রাপ্ত, পণে জীত, 'তোমার আমি' ইহা বলিয়া উপাগত, প্রব্রজ্যা হইতে অবসিত, কৃত, ভক্ত, দাসী বিবাহ জন্যকৃত, ও স্বয়ং বিক্রীত, শাস্ত্রে এই পঞ্চদশ প্রকার দাস উল্লিখিত হইয়াছে"। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৯।

* দাসাঃ পঞ্চদশভেদাঃ, যথা নারদঃ—"গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধোদায়াদুপাগতঃ ॥ অনাকাল ভৃতস্তদ্বদাহিতঃ স্বামিনাচ যঃ। মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাৎ যুদ্ধে প্রাপ্তঃ পণেজিতঃ ॥ তবাহমিত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ। ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ তথৈব বড়বা কৃতঃ। বিক্রেতাচাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশস্মৃতাঃ" ॥ দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৯।

† প্রশ্নের এই উত্তর অসম্যক্ অথবা অর্দ্ধেক বোধ হইতেছে; কেননা মৃত ব্যক্তি ঐ টাকা কেবল আপন ব্যবহারের নিমিত্তে কর্জ করিয়া থাকুক অথবা তাহা সাধারণ পরিবারের উপকারার্থে ব্যয় করিয়া থাকুক যে ভ্রাতারা তাহার ত্যক্ত বিষয় লইয়াছে তাহারা যে তাহার ঋণ দিবে ইহা নির্ব্বিবাদ।

228 The debt incurred by a slave for the support of the family of his master, while in a foreign country, or elsewhere, must be entirely discharged by the master. W. Da'. Kra. Sang. p. 126.

Vyavastha'

Should even a slave* make a contract (a) (in the name of his absent master) for the sake of the family, that master, whether in his own country or abroad, shall not rescind it. MANU.

(a) *Contract*—debt, &c.

Authority

229 Neither shall a wife or mother (be in general compelled to) pay a debt contracted by her husband or son, nor a father (to pay a debt) contracted by his son, unless it were for the sake of the family; nor the husband to pay a debt contracted by his wife. JA'GNYAVALKYA. Dig. Vol. I. p. 320.

Vyavastha'

230 A debt, contracted by the wife, shall by no means bind the husband, unless it were (for necessaries) at a time of great distress: a man is indispensably bound to support his family. NA'RADA. *Ibid.* p. 321.

Vyavastha'

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several Courts of Judicature, and examined and approved by Sir William Macnaghten.*

Q. A father with his five sons lived jointly in respect of food and in the conduct of mercantile affairs. One of the sons contracted a debt for his own private use, and not on account of the joint concern. On the expiration of the period agreed upon for the discharge of the debt, the creditor brought an action against the debtor, who subsequently died before his father and four brothers, leaving a widow. The father and brothers of the deceased are enjoying the joint property. In this case, should the debt be liquidated out of the joint funds of the concern?

The survivers are answerable for a debt contracted by their deceased part-[illegible]r, if the sum [illegible]rrowed was [illegible]lied to their

R. Supposing the debtor, living with his father and brothers as a joint family, and having joint dealings with them, to have contracted the debt for his private use†, and that the produce of the land or other estate purchased with the sum borrowed was expended for the use of the

* Slaves are of fifteen descriptions, and are thus described by NA'RADA: "One born (of a female slave) in the house of her master; one bought, one received (by donation;) one inherited; one maintained in a famine; one pledged by a former master; one relieved from a great debt: one made captive in war; a slave won in a stake; one who has offered himself in this form, "I am thine;" an apostate from religious mendicity; a slave for a stipulated time; one maintained in consideration of service; a slave for the sake of his bride; and one self sold; are fifteen slaves declared by law." Da'. Kra. Sang. p. 127.

† This appears to be only half an answer to the query; for it is unquestionable, that the brothers who took the estate are liable for the debts, as far as there may be assets, whether the money was borrowed by the deceased brother for his private use alone, or was expended for the benefit of the family at large.

যদি যৌত পরিবারের নিমিত্তে অথবা যৌত কারবারে ব্যয় হইয়া থাকে, তবে পৈত্তামহ ও স্বার্জ্জিত বিষয়ে যৌতরূপে অধিকারি পিতা ও ভ্রাতাদিগকে ঐ ঋণ পরিশোধকরা উচিত হয় । জিলা জঙ্গল মহল, ৭ মে, ১৮২২ সাল। মেক. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ১০, মকদ্দমা ৩, ( পৃ. ২৭৯ ও ২৮০ ) ।

প্র.—বিবাহিতা এক নারী অপর এক ব্যক্তির স্থানে কিছু টাকা ধার করিয়া স্বামির বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্তে যে অভিযোগ করিয়াছিল তাহা ঐ ধার করাটাকা দিয়া নির্ব্বাহ করে, এবং ঐ বিষয়ের এক ডিক্রী আদালত হইতে প্রাপ্ত হয়। ধারকরা ঐ টাকা সম্বন্ধে সে উত্তমর্ণকে এই শরতে এক ঋণপত্র লিখিয়া দিয়াছিল যে ধারকরা যে টাকার দ্বারা ঐ বিষয় উদ্ধৃত হয় ঐ টাকা পরিশোধ না হইলে সে আপন নামে যে বিষয়ের ডিক্রী হাসিল করিয়াছে তৎপতি ঐ বিষয়ের দখল উত্তমর্ণকে দিবে। যৎকালে এই ঋণপত্র লিখিয়া দেওয়া হয় তৎকালে তাহার পতি অনুপস্থিত ছিল, অনন্তর উত্তমর্ণ ঐ খতের বুনিয়াদে ঐ ঋণ গ্রাহিণীর নামে এবং খতে বর্ণিত বিষয়ের দখিলকার তৎস্বামির নামে নালিষ করিল। ঋণগ্রাহিণী আপন জওয়াবে খত লিখিয়া দেওয়া ও টাকা পাওয়া স্বীকার করিয়া ওজর করিল যে বিরোধীয় বিষয় তৎপতির দখলে আছে, অন্য প্রতিবাদী নিজ জওয়াবে ঐ দাওয়া সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া কহিলেক যে বাদির সহিত সেজনার পত্নীর প্রসক্তি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে এই মকদ্দমা উপস্থিতির পূর্ব্বে বাদির নামে ফৌজদারি আদালতে এক দরখাস্ত করা হইয়াছে, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেজনার অনুকূলে মকদ্দমা নিষ্পত্তিকরিয়া হুকুম দিয়াছেন যে সেজনার স্ত্রী সেজনাকে দেওয়াযায়, পরন্তু সেজনার হক্ বিষয় ফাকি দিয়া লইবার নিমিত্তে ঐ স্ত্রী বাদির সহিত সাজস করিতেছে। এমত অবস্থার শাস্ত্রানুসারে ঐ ঋণকারিণী ও তৎপতি উভয়ের যৌত রূপে ঐ টাকা দেনা, অথবা কেবল ঐ ঋণকারিণীর দেনা ?

পতির বিষয় ব্যাপার নির্ব্বাহে পত্নী যে ঋণ করে পতি তাহার দায়ী।

উ.—মিতাক্ষরা এবং আর২ গ্রন্থে লিখিত আছে যে পতির অনুমতি ক্রমে পত্নী পরিবার সম্বন্ধীয় বিষয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করণে ঋণ করিলে তাদৃশ ঋণ পতির পরিশোধনীয়, অন্যপ্রকার নয়। বকসীরাম—বনাম—মোসম্মাৎ দ্রবু প্রভৃতি । জিলা মুরাদাবাদ, ২৪ আগষ্ট ১৮১০ সাল, মেক. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১০. মকদ্দমা ৪ (পৃ. ২৮০ ও ২৮১)।

## পূর্ব্ব স্বামির শ্রাদ্ধাদি।

পূর্ব্ব স্বামির পারলৌকিক উপকারার্থে তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য পৃ. ২৯৪

পূর্ব্বস্বামিনঃ পারলৌকিকোপকারার্থং ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তব্যতা প্রাগেবোক্তা । দ্রষ্টব্যা পৃ. ২৯৪।

## অসংস্কৃত পুত্র কন্যার সংস্কার

ব্যবস্থা

২৩১ যে ভ্রাতাদের সংস্কার হইয়াছে তাহারা পিতৃ ধনদ্বারা অসংস্কৃত ভ্রাতা ও ভগিনীর সংস্কার অবশ্য করিবেন।

২৩১ অসংস্কৃত ভ্রাতৃভগিনীনাং সংস্কারঃ পিতৃধনেন সংস্কৃতানামবশ্য কর্ত্তব্যঃ।

প্রমাণ

৴০ যাহাদের সংস্কার হয় নাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা পৈতৃক ধন দিয়া তাহাদের সংস্কারকরিবে, এবং (মুল ধনির)কন্যাদেরও সংস্কার যথা বিধি করিবে। ব্যাস।

৴০ অসংস্কৃতাশ্চ যে তত্র পৈতৃকাদেব তদ্ধনাৎ। সংস্কার্য্যাঃ ভ্রাতৃভির্জ্যেষ্ঠৈঃ কন্যকাশ্চ যথাবিধি। ব্যাসঃ ।

joint family or joint trade, then the father and brothers, who jointly possess the ancestral and acquired property, should liquidate the debt. Zillah Junglemehauls, May 7th, 1822. Mac. H. L. Vol. II. Chap. 10. Case 3 (279, 280).

Q. A married woman, having borrowed some money from a stranger, appropriated the sum so borrowed to defray the expenses of an action instituted by her for the recovery of her husband's property, and obtained a decree for the same in a court of justice. She executed a bond in favour of the lender for the sum borrowed, conditioning that "her husband should make over to him possession of the property for which she had obtained a decree in her own name, in the event of non-payment of the money borrowed by means of which it had been recovered." When this bond was executed, her husband was absent. Subsequently the lender, in virtue of the bond, brought an action against the borrower of the money, and against her husband, the possessor of the property specified in the bond. The borrower, in her reply to the plaint, acknowledged her execution of the bond and her receipt of the money, but pleaded that the property in question was in her husband's possession; and the other defendant answered by a total denial of the claim, and stated, that his wife had formed a connection with the plaintiff, in consequence of which he had, previously to the institution of this suit, filed a complaint against the plaintiff in the Foujdaree court; that the magistrate had passed a decision in his favour, ordering his wife to be delivered up to him; and that she was conspiring with the plaintiff to defraud him of his lawful property. In this case, according to law, will the liquidation of the debt be incumbent both on the borrower and on her husband jointly, or only on the former?

When a wife manages her husband's affairs, he is liable for the debts she contracts.

R. It is laid down in the *Mita'kshara'* and other authorities, that when a wife, who, with the consent of her husband, assumes the management of his family affairs, contracts a debt, the liquidation of such debt rests with the husband; otherwise he is not answerable for it.

Zilla Moradabad. August 24th, 1810.

Buksheeram, *versus* Musst. Durboo and another. Mac. H. L. Vol II. Chap. 10. case 4, (pp. 280, 281).

## THE PERFORMANCE OF OBSEQUIES, &c.

The performance of the obsequies, &c of the late owner, has been already treated of. See *ante*, p. 295.

### INITIATION OF THE LATE OWNER'S SON AND DAUGHTER.

Vyavasthá

231 The initiatory ceremonies of the uninitiated brother and sister must be performed out of the patrimony.

Authority

I. For any of the brothers, whose investiture and other ceremonies have not been performed, the other brothers, of whom the sacraments have already been completed, shall perform those ceremonies (at the expense of the paternal estate); and for (unmarried) sisters, the sacraments shall be completed by their elder brothers, as the law requires. VYA'SA. Coleb. Vol. I. pp. 96, 97.

প্রমাণ

৷৹ পিতা যাহাদের সংস্কার বিধি করেন নাই, ভ্রাতারা তৎপৈতৃক ধন দিয়া তাহাদের সংস্কার করিবে*। নারদ।

৷৹ যেষাস্তু ন কৃতাঃ পিত্রা সংস্কার বিধয়ঃ ক্রমাৎ। কর্ত্তব্যা ভ্রাতৃভি স্তেষাং পৈতৃকাদেব তদ্ধনাৎ*॥ নারদঃ।

৶৹ তন্মধ্যে যে কনিষ্ঠদের সংস্কার* হয় নাই অগ্রজেরা (অ) পৈতৃক সাধারণ ধন দিয়া (তাহাদের) সংস্কার করিবে*। বৃহস্পতি।

৶৹ অসংস্কৃতাভ্রাতরস্তু যেস্যু স্তত্র যবীয়সঃ। সংস্কার্য্যাঃ পূর্ব্বজৈস্তৈবৈ (অ) পৈতৃকান্মধ্যকাদ্ধনাৎ*। বৃহস্পতিঃ।

(অ) অগ্রজেরা অথাৎ পূর্ব্ব সংস্কৃত জ্যেষ্ঠেরা। পৈতৃক সাধারণ ধন বলাতে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উভয়ের সাধারণ ধন দ্বারা তৎ সংস্কার নির্ব্বাহ হইবে*।

(অ) পূর্ব্বজৈঃ—অথাৎ পূর্ব্বসংস্কৃতৈঃ জ্যেষ্ঠৈঃ। পৈতৃকান্মধ্যকাদ্ধনাদিত্যনেন—জ্যেষ্ঠানাং কনিষ্ঠানাঞ্চ সাধারণ ধনদ্বারেণ তৎ সংস্কারঃ নির্ব্বাহয়িতব্যঃ*।

ব্যবস্থা

২৩২ (ধনির) অবিবাহিতা কন্যাদের সংস্কার নিজ বৃত্তানুসারে করিবে। বিষ্ণু। দা. ত. পৃ. ১৯।

২৩২ অনূঢ়ানাস্তু কন্যানাং স্ববৃত্তানুসারেণ সংস্কারং কুর্য্যাৎ। বিষ্ণুঃ। দা. ত. পৃ. ১৯।

তথা যাজ্ঞবল্ক্য—পূর্ব্বসংকৃত ভ্রাতারা অসংস্কৃতের সংস্কার করিবে। নিজ অংশ হইতে চতুর্থ অংশ দিয়া ভগিনীদের সংস্কার করিবে। চতুর্থাংশ দান প্রতিপাদক বচনও বিবাহোচিত দ্রব্যদান বিষয়ক (দা. ত. পৃ. ১৯)। তাহা দেবল ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন তদ্‌যথা—'পিতৃধন হইতে (তৎ) কন্যাদিগেকে বিবাহোপযুক্ত ধনদিবে'।

তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অসংস্কৃতাস্তু সংকার্য্যাঃ ভ্রাতৃভিঃ পূর্ব্বসংস্কৃতৈঃ। ভগিন্যশ্চ নিজাদংশাৎ দত্ত্বাংশন্তু তুরীয়কং। তুরীয় দান প্রতিপাদকমপি বিবাহোচিত দ্রব্যদান পরং (দা. ত. পৃ. ১৯)। তদ্ব্যক্তী কৃতং দেবলেন—'কন্যাভ্যশ্চ পিতুর্দ্রব্যাৎ দেয়ং বৈবাহিকং বসু'।

ব্যবস্থা

২৩৩ পরন্তু গ্রন্থকারেদের অভিপ্রায় এই যে আবশ্যক সংস্কারার্থেই ধন দাতব্য*।

২৩৩ পরন্তু আবশ্যক সংস্কারার্থমেব ধনদানমিতি গ্রন্থকারাণামভিপ্রায়ঃ*।

ভ্রাতাদের অবশ্য কর্ত্তব্য সংকার যথা,—জাত কর্ম্ম (১); নাম করণ (২); নিষ্ক্রমণ (৩); অন্ন প্রাশন (৪); চূড়া করণ (৫); উপনয়ন (৬); বিবাহ (৭);।

ভ্রাতৄণামবশ্য কর্ত্তব্য সংস্কারা যথা,—জাত কর্ম্ম (১); নাম করণং (২); নিষ্ক্রমণং (৩); অন্নপ্রাশনং (৪); চূড়া করণং (৫); উপনয়নং (৬); বিবাহঃ (৭)।

এতৎ সমুদায় সংস্কার দ্বিজাতিদেরই আবশ্যক, শূদ্রের নয়।

দ্বিজাতীনামেব সর্ব্বেতে সংস্কারাঃ আবশ্যকাঃ, নতু শূদ্রস্য।

* বি. দা. ভা. দ্বী. বৃ. ৮। দা. ভা. পৃ. ৮৩ ও ৮৪।

(১) জাত কর্ম্ম—অর্থাৎ পুত্র সন্তান জন্মিলে নাড়ী কাটার পুর্ব্বে বিহিত ক্রিয়া—ইহাতে স্বর্ণ হাতায় ঘৃত চাকিতে দিতে হয়।

(২) নাম করণ—অর্থাৎ জন্ম দিনের পর একাদশ, দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ অথবা একশত এক দিবশের পরে বালকের নাম রাখা।

(৩) নিষ্ক্রমণ—অর্থাৎ জন্মদিন হইতে তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয় দিবসে চন্দ্র দর্শণ, অথবা তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে সূর্য্য দর্শন।

(৪) অন্নপ্রাশন—ছয় মাসে বা আটমাসে অথবা দাঁত উঠিলে বালককে অন্ন খাওয়ান।

(৫) চূড়াকরণ—ইহা জন্মের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে হয়।

(৬) উপনয়ন—ব্রাহ্মণের গর্ব্ভ কাল অবধি অষ্টম বৎসরে হয়, পরন্তু ইহা পঞ্চম বৎসরেও হইতে পারে, অথবা ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণ করা যাইতে পারে।

II. For younger brothers, whose investiture and other ceremonies have not been performed, their elder brothers (a) shall perform them out of the collected wealth of the father.* VRIHASPATI. Authority

III For those, whose forms of initiation have not been regularly performed by the father, these ceremonies must be completed by the brethren out of the patrimony".* NA´RADA.

(a) "Elder brothers"—that is, those elder brothers of whom the sacraments have been completed. By the term "out of the collected wealth of the father" it is meant that the ceremonies must be performed out of the estate of the father in which both elder and younger brothers have interest. Consequently all the brothers, whether elder or younger, whether their sacraments have or have not been completed, shall contribute money for the ceremony (to be performed).*

232 The marriage and other ceremonies of unmarried daughters must be defrayed in proportion to the wealth (inherited).* VISHNU. Da´. T. p. 19. Vyavasthá

Thus also JA´GNYAVALKYA—"Uninitiated brothers should be initiated by those for whom the ceremonies have been already performed; but sisters should be disposed of in marriage, giving them as an allotment a fourth part of a brother's own share." The text which ordains the allotment of a fourth part (to the unmarried sisters) intends the appropriation of a sufficient sum for the nuptial ceremony (Dá. T. p. 19,) as is plainly declared by DEVALA: "A nuptial portion shall be given to (unmarried) daughters out of their father's estate."

233 Authors consider the portion assigned as intended only for indispensable srcraments.* Vyavasthá

The sacraments or initiatory ceremonies that must be performed by brothers are as follows: —*Ja´takarma* (1); *Na´makarna* (2); *Nishkramana* (3); *Annapra´shana* (4); *Chu´ra´karana* (5); *Upanayana* (6); and *Viva´ha* (marriage).

All of these ceremonies concern men of twice-born classes: they do not concern men of the fourth class. i. e, the *Shu´dras*.

* Coleb. Dig. vol. III. pp. 93—103. Coleb. Da´. bha´. pp. 65—67.

(1) A ceremony ordained on the birth of a male, before the section of the naval string, and which consists in making him taste clarified butter out of a golden spoon.

(2) Ceremony on giving a name, performed on the eleventh, twelfth, or even the hundred and first day.

(3) Carying the child out of the house to see the moon, on the third lunar day of the third light fortnight from his birth; or to see the sun in the third or fourth month.

(4) Feeding the child with rice in the sixth or eighth month, or when he has cut teeth.

(5) The ceremony of tonsure, performed in the second or third year after birth.

(6) Investiture with the marks of the class, performed in the eighth year from the conception of a *bráhmana*; but it may be anticipated in the fifth, or be delayed to the sixteenth year.

শূদ্রের কেবল বিবাহ, তাহা ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, যথা—"শূদ্রেও বিবাহ মাত্র সংস্কার সদা লাভ করে"*।

শূদ্রস্যতু বিবাহ মাত্রমেব, যথা ব্রহ্মপুরাণে—"বিবাহ মাত্র সংস্কারং শূদ্রোঽপি লভতে সদা"*।

বিবাহ পদেযুক্ত সদা পদ নিত্যত্ব বোধক। এস্থলে অবধেয় এই যে সৎ শূদ্রত্ব প্রতিপাদন নিমিত্তেও শস্তু শূদ্রবংশের অন্য সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য*।

বিবাহ পদে নিত্যত্ব বোধকং সদা পদ শ্রবণং। অত্রেদনবধেয়ং সৎ শূদ্রত্ব প্রতিপাদনায়াপি সত্ শূদ্র বংশ্যেন অন্যে সংস্কারাঃ অবশ্য কার্য্যাঃ*।

ব্যবস্থা ২৩৪ ভ্রাতা ভগিনীদেরই পৈতৃক সাধারণ ধনে সংস্কার প্রাপ্ত হওনে অধিকার আছে তৎ সন্তানাদির নাই†।

২৩৪ পরন্তু ভ্রাতৃভগিনীনামেব সাধারণ পৈতৃক ধনাৎ সংস্কারাধিকারঃ নতু তৎ সন্তানাদীনাং†।

ব্যবস্থা ২৩৫ যেস্থলে এক জন মাত্র দায়াদ, সেস্থলেও পূর্ব্ব স্বামির শ্রাদ্ধাদি ও কন্যার সংস্কার তদ্ধন হইতে কর্ত্তব্য‡।

২৩৫ যত্রতু এক মাত্র দায়াদ স্তত্রাপি পূর্ব্বস্বামিনঃ শ্রাদ্ধাদি কন্যাসংস্কারশ্চ তদ্দায়াদেব কার্য্যঃ‡।

ব্যবস্থা ২৩৬ পিতৃধন নাথাকিলে স্বধনেও তাহাদের সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য§।

২৩৬ পিতৃধনাভাবে স্বধনেনাপি তৈরবশ্যং সংস্কার্য্যাঃ§।

প্রমাণ পিতৃধন নাথাকিলে নিজ২ অংশ হইতে উদ্ধার করিয়া পূর্ব্ব সংস্কৃত ভ্রাতারা (অসংস্কৃতদের) সংস্কার অবশ্য করিবে§॥ নারদ।

অবিদ্যমানে পিত্রর্থে স্বাংশাদুদ্ধৃত্য বা পুনঃ। অবশ্য কার্য্যাঃ সংস্কারা ভ্রাতৃভিঃ পূর্ব্ব সংস্কৃতৈঃ§॥ নারদঃ।

দ্রষ্টব্য—

* বি. দা. ভা. দী. র ৮। কোল. ডা. বা. ৩, পৃ. ৯৫ ও ১০০।

† এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল বা. ১, পৃ. ২৩০; বা. ২ পৃ. ৩৫৯।

‡ ঐ. বা. ১, পৃ. ২২৩।

§ দা. ক্র. সং, পৃ. ৫৩ ও ৫৪। উ. দা. ক্র, সং পৃ. ১১২। দা. ভা. পৃ. ৮৩।

Marriage is the only sacrament for a man of the servile class. Thus *Brahmapura'na*: "A man of the servile class universally (e) obtains marriage as his only sacrament."*

(e) The word "universally" denotes that marriage alone is constantly required.*

It should however be observed, that, to acquire the rank of *Sat-Shu'dra*, it is necessary for the offspring of a respectable *Shu'dra* to perform the investiture and other ceremonies.*

234 However, brothers and sisters only, and not their children, are entitled to be initiated out of the undivided paternal wealth.† Vyavastha

235 The *Sra'ddha*, &c. of the late proprietor and the initiatory (nuptial) ceremony of his daughter should be provided out of the inheritance where it has descended to a single heir.‡ Vyavastha'

236 If there be no patrimony, they should perform the initiatory ceremonies with their own funds.§ Vyavastha'

If no wealth of the father exist, the ceremonies must without fail be defrayed by brothers already initiated, contributing funds out of their own portions.§ *Na'rada*. Authority

*Vide* --
* Coleb. Dig. vol. III. pages 95 and 100.
† Strange's Hindu Law, vol. I. page 230; and vol. II. p. 359.
‡ *Ibid*, vol. I. page 226.
§ W. Da'. Kra. Sang. p. 112; Coleb. Da'. bha'. p. 66.

# তৃতীয় অধ্যায়।

## অপ্রাপ্তব্যবহারকাল ও নিস্থষ্টার্থ বিষয়ক

### প্রথম পরিচ্ছেদ।—অপ্রাপ্তব্যবহার বিষয়ক।

ব্যবস্থা ২৩৭ বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে পঞ্চদশ বৎসরের শেষপর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালত্ব*।

প্রমাণ ৵০ বালক অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত শিশু সংজ্ঞিত এবং গর্ভস্থ সদৃশ জ্ঞেয়, ষোড়শ বর্ষ অবধি সে বাল (অ) এবং পোগণ্ড কথিত, পরে ব্যবহারজ্ঞ হয়। নারদ ও কাত্যায়ন। ব্যবহার তত্ত্ব পৃ. ৬৪। বি. রি. র. ৮।

(অ) ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ তৎ পর্য্যন্ত সীমা, এতাবতা পঞ্চদশ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত বালক বা অপ্রাপ্তব্যবহারকাল।

৶০ পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত কুমারত্ব, দশমপর্য্যন্ত পোগণ্ডত্ব, পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত, কিশোরত্ব, তাহার পর যৌবন। শ্রীধর স্বামি ধৃত বচন। প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব। বি. রি. র. ৮।

পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত বালক অপ্রাপ্ত ব্যবহারকাল ও বাল সংজ্ঞিত ইহাতে সকলেই একমত, পরন্তু এতৎ কালাভ্যন্তরে বিশেষ সময়ে তাহার বিশেষ নামকরণে গ্রন্থকর্ত্তারা একমত নহেন, যথা নারদ কাত্যায়ন বচনে বালক অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত শিশু সংজ্ঞিত, ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বাল এবং পোগণ্ড কথিত হয়। শ্রীধর স্বামি ধৃত বচনে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত কুমার, দশম বর্ষ পর্য্যন্ত পোগণ্ড, পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কিশোর, তৎ পরে যুবা কথিত হইয়াছে। এবিষয়ে উক্ত কাত্যায়ন বচনোপলক্ষে জগন্নাথ যাহা লিখিয়াছেন তদ্ যথা।—"অষ্টম বর্ষ অবধি অর্থাৎ অষ্টম বর্ষ পর্য্যন্ত শিশু, বালকও বটে;

২৩৭ বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারেণ পঞ্চদশ বৎসরান্তপর্য্যন্তং অপ্রাপ্ত ব্যবহারকলত্বং*

৵০ গর্ভস্থৈঃ সদৃশোজ্ঞেয়ঃ, আষ্টমাৎ বৎসরাৎ শিশুঃ। বাল আষোড়শাদ্বর্ষাৎ (অ) পোগণ্ডো৷ ঽপি নিগদ্যতে॥ পরতো ব্যবহারজ্ঞঃ। নারদকাত্যায়নৌ। ব্যবহার তত্ত্বং পৃ. ৬৪। বি. রি. র. ৮

(অ) আষোড়শাৎ বর্ষাৎ মর্য্যাদায়াং আংমর্য্যাদা সীমা ইতি পর্য্যায়ঃ, তেন পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্তং বালক ইতি ভাবঃ।

৶০ কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। কৈশোরমাপঞ্চদশাদ্ যৌবনন্তু ততঃ পরং। শ্রীধরস্বামি ধৃত বচনং। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং। বি. রি. র. ৮।

পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্তং বালকোঽপ্রাপ্তব্যবহার বাল সংজ্ঞিতোঽত্র সর্ব্বেষাং মতৈক্যং, পরন্তু এতৎ কালাভ্যন্তরে বিশেষ সময়ে বিশেষ নামকরণে ন তেষাং মতৈক্যং, যথা নারদ কাত্যায়ন বচনে অষ্টম বৎসর পর্য্যন্তং বালকঃ শিশু সংজ্ঞিতঃ, ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্তংস বালঃ, পোগণ্ডশ্চাভিহিতঃ। শ্রীধর স্বামি ধৃত বচনে পঞ্চমাব্দান্তং কৌমারং, দশমাবধি পৌগণ্ডং, পঞ্চদশ বর্ষান্ত পর্য্যন্তং কৈশোরং, ততঃ পরং যৌবনমভিহিতং। অত্রবিষয়ে উক্ত কাত্যায়ন বচনোপলক্ষেণ জগন্নাথেন যল্লিখিতং তদ্ যথা।—"আষ্টমাদিতি আ-অষ্টমাদিতি সন্ধিঃ শিশুরিতি, অয়মপি বালক ভেদঃ; অপরোঽপি পঞ্চ বর্ষ পর্য্যন্তং

* দ্রষ্টব্য—শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকা পৃ. ৭৩। মেক্. হি. ল. বা. ১. পৃ. ১০৩।
এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে গবর্ণমেণ্টের আইন মতে অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালত্ব। দ্রষ্টব্য—১৭৯৩ সালের ২৬ আইনের ২ ধারা।

# CHAPTER III.

## ON MINORITY AND GUARDIANSHIP.

### SECTION—1. ON MINORITY.

237 Agreeably to the law as current in Bengal, the end of the fifteenth year is the limit of minority.* Vyavasthá

I. An infant *(shishu)*, before his eighth year, must be considered as similar to a child in the womb; until his sixteenth year (a) he is called *ba'la* (minor) and also *poganda* (adolescent) · afterwards (he is considered as) acquainted with civil affairs (or adult in law). NA'RADA and KA'TYA'YANA. *Vyavaha'ratatwa. Vide* Coleb. Dig. vol. II. p. 125. Authority

(a) "Until his sixteenth year," signifies to the nearest limit of his sixteenth year: consequently he is a minor until the close of his fifteenth year. *Ibid*, vol. I. p. 300.

II. Infancy extends to the fifth year; childhood is limitted to the tenth; adolescence continues to the sixteenth year, when puberty commences. *A text cited by Sri'dhara Swa'mi'. Ibid*, p. 300.

Authors agree that minority extends to the end of the fifteenth year; and that until that time the minor is called '*ba'la*'; but they differ in giving him the other names at particular of periods of his age during minority. Thus in the text of *Na'rada* and *Ka'tya'yana* he is denominated '*shishu*' to the eighth year; and he is called '*ba'la*,' as well as '*poganda*' till the sixteenth year of his age. In the text cited by *Sri'dhara Swa'mi'* he is called '*cuma'ra*' till the fifth year, *poganda* till the tenth, and *kishora* to the end of the fifteenth year: after that his puberty commences. *Jaganna'tha* alluding to the text of *Ka'tya'yana* above cited, says as follows: "Under eight years, or before the commencement of his eighth year, he is an infant *(shisu)*: and he is also a *minor*, (but) dis-

* *Vide Sri'krishna's* Comment on the *Da'ya'bha'ga* (Coleb), p. 58. Macn. II. L. vol. I. p. 103.

It may be here mentioned that, agreeably to the Regulations of Government, the state of minority is held to extend to the end of the eighteenth year. See Section 2, Regulation XXVI. of 1793.

অপর ভেদও আছে—পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত বালক কুমার সংজ্ঞিত, যেহেতু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ধৃত বচনে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত কুমার। এই সকল বিশেষের প্রয়োজন প্রায়শ্চিত্তাদিতে জ্ঞেয়, এস্থলে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহার কাল গ্রাহ্য, পরন্তু ইহা ভূমিষ্ঠ হওনের দিবস হইতে সাবন বর্ষ গণণায় জ্ঞেয়, তাহার পর ব্যবহারজ্ঞ ইহা কাত্যায়ন কর্ত্তৃকই স্পষ্ট কথিত হইয়াছে*।

কুমার নামা বালকঃ,—কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং ইতি স্মার্ত্তধৃত বচনাৎ। এতেষাং বিশেষ প্রয়োজনন্তু প্রায়শ্চিত্তাদৌ জ্ঞেয়ং। অত্রতু পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্তং বালো গ্রাহ্যঃ, এতত্তু প্রসবাবধি সাবন বর্ষ গণনয়া জ্ঞেয়ং, ততঃ পরন্তু ব্যবহারজ্ঞ ইতি কাত্যায়নেন স্ফুটমেব লিখিতং*।

ব্যবস্থা

২৩৮ অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি ব্যবহারকার্য্য করিতে অযোগ্য, তৎকর্ত্তৃক তাদৃশ কার্য্য কৃত হইলে তাহা অসিদ্ধ ও নিবর্ত্তনীয়†।

২৩৮ অপ্রাপ্তব্যবহারকালো ব্যবহারমাচরিতুমযোগ্যঃ, তেনতস্মিন কৃতে তদসিদ্ধং নিবর্ত্তনীয়ঞ্চ†।

প্রমাণ

/০ মত্ত উন্মত্ত পীড়িত অধীন বালক বৃদ্ধ বা ক্ষমতা প্রাপ্ত নয় এমত ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে ব্যবহার কার্য্য কৃত হয় তাহা অসিদ্ধ। মনু।

/০ মত্তোন্মত্তার্ত্তাধ্যধীনৈর্বালেন স্থবিরেণ বা। অসম্বন্ধ কৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যতি ॥ মনুঃ।

৵০ মত্ত উন্মত্ত আর্ত্ত ব্যসনি বালক ভয়াদিযুক্ত বা ক্ষমতা প্রাপ্ত নয় এমত ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত ব্যবহার অসিদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্য।

৵০ মত্তোন্মত্তার্ত্ত ব্যসনি বালভীতাদি যোজিতঃ। অসম্বদ্ধ কৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

৶০ ক্রুদ্ধ অত্যন্ত হৃষ্ট প্রমত্ত আর্ত্ত বালক উন্মত্ত ভয়াতুর, মত্ত অতিবৃদ্ধ, জ্ঞাতি কুটুম্ব বর্জ্জিত, অত্যন্ত মূঢ় শোকি বা রোগি কর্ত্তৃক যাহা দত্ত অথবা ক্রীড়াতে যাহা দত্ত হয় তাহা অদত্ত কথিত হইয়াছে। বৃহস্পতি।

৶০ ক্রুদ্ধাহৃষ্ট প্রমত্তার্ত্ত বালোন্মত্ত ভয়াতুরৈঃ। মত্তাতিবৃদ্ধ নির্দ্ধূতৈঃ সম্মূঢ়ৈঃ শোক রোগিভিঃ। নর্ম্মদত্তং তর্থৈতৈর্যত্তদদত্তং প্রকীর্ত্তিতং। বৃহস্পতিঃ।

।০ ভয় ক্রোধ কাম শোক বা রোগযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক যাহা দত্ত হয় তাহা অদত্ত। এবং উৎকোচ রূপে বা পরিহাসে যাহা দত্ত ও যাহা পরস্পর দত্ত তাহাও অদত্ত। অপিচ বালক মূঢ় পরাধীন পীড়িত মত্ত বা উন্মত্ত কর্ত্তৃক যাহা দত্ত তাহা অদত্ত অর্থাৎ তদ্দান সিদ্ধ নয়।

।০ অদত্তন্তু ভয়ক্রোধ কাম শোক রুজান্বিতৈঃ। তথোৎকোচ পরিহাস ব্যত্যাস চ্ছল যোগতঃ ॥ বাল মূঢ়াস্বতন্ত্রার্ত্ত মত্তোন্মত্তাপবর্জ্জিতং। কর্ত্তামমেদং কর্ম্মেতি, প্রতিলাভেচ্ছয়াচ যৎ ॥ নারদঃ।

* কোল্ ব্রুক্ সাহেব কহেন—"এই সকল প্রভেদ এই রূপে অনুস্মরণ করা যাইতে পারে, যথা—"বাল চতুর্থ বর্ষান্ত পর্য্যন্ত কুমার কথিত, স্মৃতি শাস্ত্রে সপ্তম বর্ষান্ত বয়স পর্য্যন্ত সে শিশু সংজ্ঞিত হয়, পঞ্চম হইতে নবম বর্ষ পর্য্যন্ত পোগণ্ড নামিত, এবং দশম বৎসর হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কিশোরাখ্যাত হয়" ।ডা. বা. ১, পৃ. ৩০০

† নারদ বচন ও আরং অনেক প্রমাণানুসারে অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তি নিজে অভিযোগাদি করিতে পারে না, এবং অন্যের অভিযোগাদিতে ধৃতও উত্তর দিতে আহূত হইতে পারে না। এবং যে মকদ্দমাতে অপ্রাপ্তব্যবহার কোন ব্যক্তি (স্বয়ং) বাদী কিম্বা প্রতিবাদী তাহার বিচার অবিধি কথিত হইয়াছে। কোল্ ব্রুক সাহেবের মত। দ্রষ্টব্য এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল, বা. ২, পৃ. ২১০।

tinguished ( from an adolescent ). Another is also distinguished, called a young infant *(cuma'ra)* to the commencement of his fifth year ; agreeably to the same text cited by *Raghunandana*, infancy extends to the fifth year. The use of this distinction regards penance or expiation and the like. But here minority must be taken to the end of the fifteenth year ; and this must be understood of a computation by vulgar or *sa'vana* time from the day of his birth. Afterwards he is adult or competent to ( manage ) affairs.*

238 A minor is incompetent to do any civil act : such, if done by him, is void and revocable.† Vyavasthá

Authorities

I. 'A contract made by a person intoxicated, or insane, or grievously disordered, or wholly dependent, by an infant, or a decrepit old man, or ( in the name of another ) by a person without authority, is utterly null. MANU. Coleb. Dig. vol. II. p. 193.

II. 'A contract made by a person intoxicated, or insane, or grievously disordered, or disabled, by an infant, or a man agitated by fear or the like, or ( in the name of another ) by a person without authority, is utterly null. JA'GNYAVALKYA. *Ibid.* p. 193.

III. 'What is given by a person in wrath or excessive joy, or through inadvertence, or during disease, minority, or madness, or under the impulse of terror, or by one intoxicated or extremely old, or by an outcast or an idiot, or by a man afflicted with grief or with pain, or what is given in sport ; all this is declared ungiven, or void. VRIHASPATI. *Ibid*, 197.

IV. What has been given by men agitated with fear, anger, lust, grief, or ( the pain of ) an incurable disease, or as a bribe, or in jest, or by mistake, or through any fraudulent practice must be considered as ungiven ; so must any thing given by a minor, an idiot, a ( slave or, other ) person not his own master, a diseased man, one insane, or intoxicated, or in consideration of work unperformed. NA'RADA. *Ibid.* p. 181.

* Mr. Colebrooke says :—"The distinctions may be thus recapitulated : a minor *(bála)* is in early infancy to the end of his fourth year, and called *cuma'ra* ; in law he is an infant to the end of his seventh year, and in this period of his life is called *shishu* ; he is called a boy *(poganda)* from his fifth to the end of his ninth year ; and his adolescence as *kishora* continues from the tenth to the end of the fifteenth year. Dig. vol. I. p. 300.

† According to NA'RADA and many other authorities a minor can neither be arrested, nor summoned to answer a suit : and a trial in which a minor is plaintiff, or defendant, is pronounced to be wrong. Colebrooke's remarks. *Vide* Strange's H. L. vol. II. p. 210.

।/০ কাম বা ক্রোধবশে যাহা দত্ত, তথা অধীন আর্ত্ত ক্লীব উন্মত্ত বা প্রমত্ত কর্ত্তৃক যাহা দত্ত এবং যাহা পরস্পর দত্ত বা পরিহাসে দত্ত তাহা ফিরিয়া লইবে। কাত্যায়ন।

।/০ কামক্রোধাস্বতন্ত্রার্ত্ত ক্লীবোন্মত্ত প্রমোহিতৈঃ। ব্যত্যাস পরিহাসাভ্যাং যদ্দত্তং তৎ পুনর্হরেৎ॥ কাত্যায়নঃ।

এতাদৃশ অযোগ্যতা প্রযুক্তই—

এতাদৃশাযোগ্যতানিমিত্তাদেব—

ব্যবস্থা

২৩৯ অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তি সঙ্ক্রান্তধন প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্ব স্বামির ঋণ দিতে বাধিত নয়, কিন্তু প্রাপ্তব্যবহারকালে অবশ্য দিবে।

২৩৯ প্রাপ্তধনোঽপিঅপ্রাপ্তব্যবহারঃ পূর্ব্বস্বামিনঃ ঋণং দাতুং ন বাধিতঃ, প্রাপ্ত ব্যবহারকালেতু অবশ্যং দদ্যাৎ।

প্রমাণ

।/০ পিতা মরিলে অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রেরা কোন ক্রমে (তাঁহার ঋণ) দিবে না, কিন্তু প্রাপ্তব্যবহার হইলে অংশানুসারে দিবে, নতুবা নরকস্থ হইবে* ॥ কাত্যায়ন।

নাপ্রাপ্ত ব্যবহারৈশ্চ পিতর্য্যুপরতে ক্বচিৎ। কালেতু বিধিনা দেয়ং বসেয়ুর্নরকেঽন্যথা* । কাত্যায়নঃ।

৵০ অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইলেও (তৎকালে) ঋণের দায়ী নয়*। নারদ।

অপ্রাপ্ত ব্যবহারশ্চ স্বতন্ত্রোঽপিহি ন র্ভাক্*। নারদঃ।

(অ) স্বতন্ত্র অর্থাৎ বিভক্ত,—তথাপি ইহাতে তদৃণ পরিশোধে যোগ্য অবিভক্ত ভ্রাতাদিরূপ অন্য ব্যক্তি না থাকার অবস্থাও সূচিত হইয়াছে। মাতা পিতৃহিনকেও স্বতন্ত্র বলাযায়*।

(অ) স্বতন্ত্রো বিভক্তঃ, তথাচ অবিভক্ত ভ্রাত্রাদি রূপ তদৃণ শোধন যোগ্য জনান্তরাভাবোঽপি সূচিতঃ। স্বতন্ত্রো মাতা পিতৃহীনশ্চ*।

তাদৃশ অযোগ্যতাজন্য ইহাও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে—

তাদৃগযোগ্যতাহেতোরিদমপি ব্যবস্থাপিতং যৎ—

ব্যবস্থা

২৪০ বালকের প্রাপ্তধন বিনাব্যয়ে তাহার বয়ঃ প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত তদ্বন্ধু মিত্রের স্থানে ন্যস্ত থাকিবে।

২৪০ বালকস্য প্রাপ্তধনং ব্যয়বিবর্জ্জিতং তদ্বন্ধুমিত্রেষু তস্যবয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্তং ন্যস্তং স্যাৎ।

অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তিদের ধন ব্যয় বিবর্জ্জিত রূপে বন্ধু মিত্রে ন্যস্ত থাকিবে, প্রোষিতদের ধন ও ঐ রূপে থাকিবে†। কাত্যায়ন।

অপ্রাপ্তব্যবহারাণাং ধনং ব্যয় বিবর্জ্জিতং ন্যসেয়ুর্বন্ধুমিত্রেষু প্রোষিতানাস্তথৈব চ†। কাত্যায়নঃ॥

তথা—ব্যয়ঃ প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত বালকের অর্থ রক্ষণীয়†।

তথা—রক্ষ্যং বালধনমাব্যবহার প্রাপ্তেঃ†।

ব্যবস্থা

২৪১ বালকের অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ ও আবশ্যাক ব্যবহারকার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিস্ৃষ্টার্থ নিযুক্ত হইবে

২৪১ বালকার্থ রক্ষণাবেক্ষণনিমিত্তং আবশ্যক ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহার্থঞ্চ নিসৃষ্টার্থো নিযুক্তো ভবেৎ।

* বি. রি. র. ৮। † দা. ভা. পৃ. ৭৫।

V. What has been given by men under the impulse of lust, or anger, or by such as are not their own masters, or by one diseased, or deprived of virility, or inebriated, or of unsound mind, or through mistake, or in jest, may be taken back. KA´TYA´YANA. *Ibid*, p. 197.

It is owing to this civil incompetency that—

239 One is not bound to pay, during his minority, the debt of his ancestor even though he inherit his assets, but he must pay it on attaining majority. Vyavastha´

I. On the death of a father, (his debt) shall in no case be paid by his sons incapable from nonage of conducting their own affairs; but at their full age (of fifteen years,) they shall pay it in proportion to their shares; otherwise they shall dwell hereafter in a region of horror. KA´TYA´YANA.* Authorities

II. Even though he be independent (a), a son incapable from nonage of conducting his affairs is not (immediately) liable for debts.* NA´RADA.

(a) 'Independent;' separate. It is consequently intimated, that there is no other person, such as undivided brothers and the rest, amenable for the payment of that debt. He, who has neither father nor mother, is also deemed independent.*

Owing to the same incompetency it has also been ordained, that—

240 The property received by a minor should be deposited, free from disbursement, in the hands of his kinsmen and friends. Vyavastha

Let them deposit, free from disbursement, in the hands of kinsmen and friends, the wealth of such as have not attained majority; as well as of those who are absent.† KA´TYA´YANA. Authorities

So a text expresses, "The property of minors should be so preserved until they attain their full age."†

241 A guardian should be appointed for taking care of his property and managing the necessary affairs. Vyavastha´

* Coleb. Dig. vol. I. pp. 298, 299.

† Coleb. Da´ bha´. p. 58.

## আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.—এক ব্যক্তি ঋণগ্রস্থাবস্থায় দুইটী অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্র রাখিয়ামরে,—জ্যেষ্ঠ পুত্র কেবল তের বৎসর বয়স্ক, ও মৃত ব্যক্তির বয়ঃপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারী কেহ নাই। যদি ঐ অপ্রাপ্ত ব্যবহারদিগের উপর কেহ নালিশ করে, সে নালিষ গবর্ণমেন্টের আইনের ও দেশের ব্যবস্থাপিত রীতির অনুসারে গ্রাহ্য হইতে পারে না; এবং বিধান হইয়াছে যে বয়স আটার বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহার থাকে, তৎ পরে প্রাপ্ত ব্যবহার হয়। এমত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে যে নালিশ হইয়াছে তাহা হিন্দু স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে গ্রাহ্য কি না? এবং পিতার কৃত ঋণ পরিশোধ ঐ পুত্রের আবশ্যক কি না?

উ.—মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র কেবল তের বৎসর বয়স্ক হওয়াতে তাহার উপর যে নালিশ হইয়াছে তাহা শাস্ত্রানুসারে গ্রাহ্য নয়। অপ্রাপ্ত ব্যবহার (পুত্র) প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে পিতার কৃত ঋণ অবশ্য পরিশোধ করিবে, তৎ পূর্ব্বে করিবে না*। জিলা মেদিনীপুর। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১০, মকদ্দমা ১১ (পৃ. ২৮৭ ও২৮৮)।

## দ্বিতীয়পরিচ্ছেদ।—নিসৃষ্টার্থ বিষয়ক।

ব্যবস্থা। ২৪২ আপনাকে ও আপনধন রক্ষণাসমর্থ ব্যক্তিদের রাজা সর্ব্বাধ্যক্ষ†।

২৪২ আত্মানং ধনঞ্চ রক্ষিতুমসমর্থানাং রাজা সর্ব্বাধ্যক্ষঃ†।

অতএব—

তস্মাৎ—

ব্যবস্থা। ২৪৩ অধ্যক্ষরূপে রাজা বালকের ধন তদ্বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন†।

২৪ অধ্যক্ষরূপেণ রাজা বালস্যাব্যবহার প্রাপ্তেস্তদ্ধনং পরিপালয়েৎ†।

প্রমাণ ১০ বালকের ও স্ত্রীর পুরুষের ধন (পুরুষ প্রোষিত হইলে) রাজা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন†। বিষ্ণু।

১০ বালধনানি স্ত্রীপুংধনানি রাজা পরিপালয়েত্†। বিষ্ণুঃ।

৶০ অপ্রাপ্তব্যবহার বালকদের, এবং শ্রোত্রিয়ের ও বীরের পত্নীদের ধন রাজা রক্ষা করিবেন, স্বামিহীন ধন রাজগামি†। শংখ ও লিখিত।

৶০ রক্ষেদ্রাজা বালানাং ধনান্যপ্রাপ্তব্যবহারাণাং শ্রোত্রিয় পত্নী বীরপত্নীনাং, প্রহীনস্বামিকানি রাজগামীনি†। শঙ্খলিখিতৌ।

৷৶০ দায় রূপ যে ধন বালককে অর্শিয়াছে, তাহা রাজা তাবৎ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন যাবৎ সে অতীত শৈশব না হয়†॥ মনু। বি. দ অ.।

৷৶০ বালদায়াগতং ঋক্থং তাবদ্রাজানুপালয়েৎ। যাবত্ সস্যাৎ সমাবৃত্তো যাবদ্বাতীতশৈশবঃ। মনুঃ। বি. দ. অ.।

---

* যেকাল পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহার থাকে তাহা উত্তীর্ণ হইলে কোন মৃত ব্যক্তির পুত্র ও পৌত্র পূর্ব্ব পুরুষের দেনা পরিশোধ করিতে বাধিত, এবং আর আর উত্তরাধিকারি ও তদ্রূপ, যদি তাহারা মৃতের ত্যক্ত বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে; পরন্তু কোন অবস্থাতে অপ্রাপ্তব্যবহার এমত দেনার দায়ী নয়; এবং মৃত ব্যক্তি যে কোন ঋণ কেন করিয়া থাকুক না উত্তরাধিকারী যে পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহার থাকে সে পর্য্যন্ত মৃতের ত্যক্ত বিষয় তাহার ঋণ পরিশোধে বিক্রয় হইতে পারে না।

পরন্তু সদরদেওয়ানী আদালত এইমতের বিপরীত নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা পরে দৃষ্ট হইবে।

† দ্রষ্টব্য—বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। কোল. ডা. বা. ১, ৫০৪। এসট্রেঞ্জসাহেবের হিন্দু ল. বা. ১, পৃ. ১০৩ ও ১০৪। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১০৪।

*Legal opinion delivered in, and admitted by a court, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. A man dies involved in debt, and is survived by two minor sons, the elder of whom is only thirteen years of age, and there is no adult representative of the deceased. If any person bring an action against the minors, that action, according to the privileges conferred by the regulations of Government, and to the established usage of the country, cannot be admitted, and it has been provided, that minority continues until the completion of eighteen years of age, after which period majority commences. In this case, according to the Hindu law, is an action brought against the elder son of the deceased debtor admissible or not? And does the liquidation of the debt contracted by the father become incumbent on him?

R. According to the law, the action for debt brought against the elder son of the deceased debtor, who is only thirteen years old, is not admissible. When the minor may attain the age of majority, he must discharge the debt contracted by the father, and not previously.*

Zillah Midnapore. Macn. H. L. vol. II. ch. 10, Case 11 (pp. 287, 288).

## SECTION II—ON GUARDIANSHIP.

242 The sovereign (a) is the universal superintendant of those who cannot take care of themselves.† Vyavasthá

243 In this capacity, he (a) is to take care of, and to look after, the property of a minor until he attain majority.† Vyavasthá

(a) The sovereign or the court representing the sovereign. *Ibid*, 202.

Authorities

I. The king should guard the property of an infant, and the effects of the husband and wife (in the absence of the husband). VISHNU.

II. Let the king protect the effects of infants who are incapable from nonage of conducting their own affairs, and the goods belonging to widows of learned priests and of valiant soldiers; but effects of which there are no owners escheat to the king. SANKHA and LIKHITA.

III. The king should guard the property which descends to an infant by inheritance, until he return from the house of his preceptor, or until he have passed his minority. MANU.

* At the expiration of the term of minority, the son and son's son of a person deceased are bound to discharge the obligations of their ancestor; and other heirs are so, provided they take his assets: but under no circumstances is a *minor* answerable for such obligation: and so long as the minority continues, the property left by the deceased cannot be sold for the liquidation of any debt he may have contracted The Sudder Court, however, has, decided against this opinion, as will be presently seen.

† *Vide* Coleb. Dig. vol. III. p. 504; Strange's Hindu Law. vol. I. pp. 103, 104; Macn. H. L. vol. I. p. 104.

অর্থাৎ—অপ্রাপ্তব্যবহার বালককে বঞ্চনা করিয়া যাহাতে অন্য দায়াদরা সর্ব্বস্ব গ্রহণ না করে (রাজা) তাহা করিবেন। অথবা দায়াদদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে ঐ বালকের অংশ সমর্পণ করিবেন। যাবৎ সমাবৃত্ত না হয়—ইহা বলা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণাভিপ্রায়ে—যেহেতু সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাহারা ব্যবহার কার্য্যে অনধিকারি। এবং যাবৎ বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় ইহা বলা শূদ্রাভিপ্রায়ে। অতীত শৈশব ষোড়শ বর্ষের অন্যূন বয়স্ক। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। এতাবতা—

অপ্রাপ্তব্যবহারং বালং বঞ্চয়িত্বা যথা অন্যেদায়াদাঃ সর্ব্বং ন গৃহ্নীয়ুস্তথা কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যদ্বা-দায়াদে এব কস্মিংশ্চিৎ অন্যস্মিন্ বা তদংশং বা নিক্ষেপেদিত্যর্থঃ। যাবৎ সমস্যাদিতি বর্ণত্রয়াভিপ্রায়েণ, তেষাং সমাবর্ত্তনাৎ প্রাক্ ব্যবহারানধিকারাৎ। যাবদ্বেতি শূদ্রাভিপ্রায়েণ। অতীতশৈশবঃ ষোড়শ বর্ষান্যূন বয়াঃ। বি. দা. ভা. দ্বী. র. ৮। এতাবতা—

ব্যবস্থা ২৪৪ বালকের ও তদ্ধনের রক্ষণাবেক্ষণ অথবা দতর্থে নিস্থৃষ্টার্থনিযোগ রাজারই কার্য্য*।

২৪৪ বালস্য তদ্ধনস্য চ রক্ষণাবেক্ষণং তদর্থে নিসৃষ্টার্থ নিযোগোবা রাজ্ঞাএব কার্য্যঃ*।

ব্যবস্থা ২৪৫ পরন্তু বালকের জ্ঞাতিকুটুম্বের মধ্যে যে যোগ্য সেই নিসৃষ্টার্থ হইবে।—তথাচ জ্ঞাতি বন্ধু ও স্ত্রীদের মধ্যে জ্ঞাতি প্রশস্ত*।

২৪৫ নিসৃষ্টার্থস্তু বালস্য কুটুম্বানাং যো যোগ্যঃ সএব ভবিতব্যঃ। তথাচ গোত্রজ বন্ধুস্ত্রীণাং মধ্যে গোত্রজ এব প্রশস্তঃ*।

তৎ ক্রম যথা—

তৎক্রমো যথা—

ব্যবস্থা ২৪৬ আদৌ পিতাই স্বভাবতঃ ও শাস্ত্রতঃ বালক সন্তানের রক্ষক ও নিসৃষ্টার্থ†।

২৪৬ আদৌ পিতা এব স্বভাবতঃ ধর্ম্মতশ্চ বাল সন্তানস্য রক্ষকো নিসৃষ্টার্থশ্চ†।

মাতা স্বভাবতঃ বালকের রক্ষিকা অতএব তিনি স্ত্রীগণ মধ্যে পরিগণিতা নহেন, পরন্তু পিতার পরেই তাহার প্রাশস্ত্য থাকাতে—

স্বভাবেন মাতা বালস্য রক্ষিকা, অতঃসা ন স্ত্রীণাংমধ্যে পরিগণিতা, পরন্তু পিতুঃ পরত এব তস্যাঃ প্রাশস্ত্যাৎ—

ব্যবস্থা ২৪৭ পিতার অভাবে মাতা (অ) নিসৃষ্টার্থ হইতে পারেন†।

২৪৭ পিত্রভাবে মাতা (অ) নিসৃষ্টার্থা ভবিতুমর্হতি†।

(অ) এস্থলে মাতৃপদে‡ বিমাতাও বোধ্য

(অ) অত্র মাতৃপদং‡ বিমাতৃপরমপি।

*, দ্রষ্টব্য—বি. দা. দ্বী. র. ৮। কোল্. ডা. বা. ৩, পৃ. ৫৪৪। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১০৩ ও ১০৪। এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ১. পৃ. ১০৪।

† দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১. পৃ. ১০৪।

‡ ইহাতে (অর্থাৎ মাতৃপদে) বিমাতাও বুঝাইবে ইহা বিচরিত হইয়াছে, যেহেতু নিস্ষ্টার্থ হওনে বিমাতার অধিকার পিতৃব্য হইতে প্রশস্ততর কথিত হইয়াছে। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১০৩।

সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন সাহেব কহেন—"কিন্তু যে স্থলে নিসৃষ্টার্থের ও রক্ষকের কার্য্য একত্র হয়," সে স্থলে মাতা নিসৃষ্টার্থতা সম্পাদনে অবশ্যই পতিপক্ষের অধীনা। এবং অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রের দৈহিক কোনং কার্য্য অর্থাৎ সংস্কার করণেও মাতা অধিকারিণী নয় কিন্তু জ্ঞাতি অধিকারী (বা. ১, পৃ. ১০৩)।

যদ্যপি এইমত আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমত বটে, তথাপি আধুনিক প্রাড়বিবাকেরা এমত নির্ণয় না করাতে যে অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রের বিষয়ব্যাপার নির্ব্বাহে মাতাকে পতিপক্ষের অধীনা হইতেই হইবে এক্ষণে ব্যবহারে দৃষ্ট হইতেছে যে বিষয় ব্যাপার নির্ব্বাহ কার্য্যে পতিপক্ষের অধীনা হওয়া না হওয়া তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

The meaning is, let him act in such a manner that other heirs may not take the whole, defrauding the infant, who is incapable from nonage of conducting his own affairs; or the sense may be, let him commit the share of the minor in trust to any one co-heir or other guardian. Until he return from "the house of his preceptor;" this alludes to the (first) three classes, for persons of those tribes are not qualified to conduct their own affairs before they return home. "Or until he have past his minority;" this alludes to the servile class: a young man has past minority when his age is not less than sixteen years, (that is, when he has completed his fifteenth year).Coleb. Dig. vol. III. p. 512. Thus,—

244 It rests with the sovereign to take care of the infant and his property, or to appoint a guardian for the purpose.* Vyavastha'

245 The guardian should be a fit person from amongst the infant's relations, the paternal male kindred being always preferred to the maternal relations and females.* Vyavastha'

The order is as follows:—

246 The father is recognised as the natural as well as legal guardian of his minor children.† Vyavastha'

The mother, being the natural guardian of her infants, is not included among the females, but is ranked next to the father. Consequently,—

247 The mother (a) assumes the guardianship on failure of the father.† Vyavasthá

(a) The term 'mother' ‡ comprehends also the step-mother.

* *Vide* Coleb. Dig. vol. III. p. 544. Macn. H. L. vol. I. pp. 103, 104.

† See Macn. H. L. vol. I. p. 104.

‡ And this has been held to include the step-mother, whose right of guardianship was declared to be superior to that of the minor's paternal uncle. Mac. H. L. Vol. I. p 104.

Sir William Macnaghten says: "But where the duties of manager and guardian are united, she is, in the exercise of the former capacity, necessarily subject to the control of her husband's relations: and with respect to the minor's person likewise, there are some acts to which she is incompetent, such as the performance of the several initiatory rites, the management of which rests with the paternal kindred." (Vol. I. p 103).

Although this is according to the spirit of our law, yet the necessity of a mother's being subject to the control of her husband's relations in the management of her minor son's affairs not being recognized by the present courts of justice, it has in practice become quite optional with her to be or not to be under the control of the husband's relations in the exercise of her capacity as manager.

ব্যবস্থা

২৪৮ তদভাবে বালকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিসৃষ্টার্থ; তদভাবে জ্ঞাতিরা তদভাবে কুটুম্বরা নিকটতরতা ও যোগ্যতানুসারে নিসৃষ্টার্থ হইতে পারে*।

২৪৮ তদভাবে বালস্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা নিসৃষ্টার্থঃ; তদভাবে জ্ঞাতয স্তদভাবে বন্ধব আসন্নতরত্বেন যোগ্যতানুসারেণচ নিসৃষ্টার্থাঃ ভবিতুমর্হন্তি*।

তথাচ নিসৃষ্টার্থ নিয়োগের ক্ষমতা রাজারই আছে*।

তথাচ নিসৃষ্টার্থ নিয়োগযোগ্যতা রাজন্যেব বর্ত্ততে*।

ব্যবস্থা

২৪৯ যাবৎ বিবাহিতা না হয় পিতাই কন্যার রক্ষক ও নিসৃষ্টার্থ, তদভাবে পিতার নিকটতর জ্ঞাতিকুটুম্ব। বিবাহান্তে ভর্ত্তাদি*।

২৪৯ যাবন্ন ভর্ত্তৃসাৎ কৃতা পিতা এব কন্যায়াঃ রক্ষিতা নিসৃষ্টার্থশ্চ, তদভাবে আসন্নতর পিতৃকুটুম্বঃ। বিবাহান্তেতু ভর্ত্রাদিঃ*।

ফলতঃ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকের স্বাধীনত্ব কখনো নাই।—"কুমারীকালে পিতা রক্ষাকরেন, যৌবনে স্বামী রক্ষা করেন, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষাকরে, স্ত্রীলোক স্বাধীনা হইতে পারে না" (মনু)। "ভর্ত্তা মরিলে অপুত্রা নারীর পতিপক্ষই রক্ষক, এবং দানাদি ও অর্থরক্ষাতে ও ভরণ পোষণেও তাহারাই কর্ত্তা। যদি পতিকুল ক্ষয়পায় নির্ম্মনুষ্য বা নিরাশ্রয় হয়, এবং ভর্ত্তার সপিণ্ডও না-থাকে, তবে ঐ বিধবার পিতৃপক্ষ রক্ষক" (নারদ)।

বস্তুতস্তু অস্মদ্ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ স্ত্রীণাং ন ক্বাপি স্বাতন্ত্র্যং।—"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তারক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" (মনুঃ)। "মৃতে ভর্ত্তর্য্যপুত্রায়াঃ পতিপক্ষঃ প্রভুঃ স্ত্রিয়াঃ। বিনিয়োগেঽর্থ রক্ষাসু ভরণেচ স ঈশ্বরঃ॥ পরিক্ষীণে পতিকুলে নির্ম্মনুষে নিরাশ্রয়ে। তৎ সপিণ্ডেষু চা সৎসু পিতৃপক্ষঃ প্রভুঃস্ত্রিয়াঃ" (নারদঃ)।

অপ্রাপ্ত ব্যবহার ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয়ান্বিত ও সকল বিষয়েই তৎস্বকীয় লাভার্থ অনুগ্রহপাত্র হওয়াতে, এবং অলাভার্থ প্রতিকূলতার ভাজন না হওয়াতে—

অপ্রাপ্ত ব্যবহারস্য ধর্ম্মশাস্ত্রাশ্রিতত্বাৎ সর্ব্বস্মিন বিষয়ে তৎ স্বকীয় লাভায়ানুগ্রহপাত্রত্বাৎ অলাভায় প্রাতিকূল্যাভাজনত্বাচ্চ—

ব্যবস্থা

২৫০ কোন অপ্রাপ্ত ব্যবহারের নিসৃষ্টার্থ তাহার ক্ষতিকর কর্ম্মকরিতে পারেনা, পরন্তু যাহা তাহার লাভজনক তাহাই তৎ কর্ত্তব্য।

২৫০ অপ্রাপ্তব্যবহারস্য নিসৃষ্টার্থ স্তৎ ক্ষতিকরকর্ম্ম কর্ত্তুং নার্হতি, পরন্তু তল্লাভজনক কার্য্যমেব তেন কর্ত্তব্যং।

---

* দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১০৩, ১০৪।

স্বাভাবিক ও শাস্ত্রসম্মত রক্ষক জীবিত থাকুক বা না থাকুক অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুরুষ বা স্ত্রী মাত্রেরই বিষয়ের রাজা যথাশাস্ত্র ও সর্ব্বোপরি সর্ব্বথা রক্ষকাবেক্ষক। মেক্. হি. ল. বা. ১. পৃ. ১০৪।

এমতে, স্ত্রী লোকের ও বালকের ধন রাজার ক্ষমতাধীন হইলে তিনি তাহা স্বয়ং অধিকারী বলিয়া লইবেন না. ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে অপ্রাপ্তব্যবহারের ধন তাহার সম্মতিতে কিম্বা সে নিতান্ত বিবেচনাশক্তিহীন হইলে তাহার নিকট অথচ নির্দ্দোষ আত্মীয়ের (যথা মাতা প্রভৃতির) সম্মতিতে নিযুক্ত সমদাধাদ প্রভৃতির হস্তে ন্যস্ত রাখা কর্ত্তব্য। বি. দা. তা. স্বী. র. ৮।

† দ্রষ্টব্য—কোলব্রুকের অব্লিগেশন ও কন্ট্রাক্টস্ নামক গ্রন্থ। চ্যা. ১০, পারা ৫৮৫।

248 In default of the mother the elder brother of a minor is competent to assume his guardianship: in default of such brother, the relations of the same race are entitled to hold the office of the guardian, and failing such relatives, the guardianship devolves on other relations according to fitness and the degree of proximity.* Vyavastha'

But the appointment of a guardian universaslly rests with the ruling power.*

249 The guardianship of a female until she be disposed of in marriage rests with her father: if he be dead, with her nearest paternal relations. After her marraige, her husband and the rest are her guardians.* Vyavastha'

In point of fact, females, according to our law, are kept in a continual state of pupilage. "Their fathers protect them in childhood, their husbands protect them in youth, their sons protect them in age: a woman is never fit for independence" (MANU). "When the husband is deceased, his kin are the guardians of his childless widow. In disposal and preservation of property, as well as in her maintenance, they are her *I'shawara* (lord). But if the husband's family be extinct, or contain no male, or be helpless, the kin of the widow's father are her guardians, if there be no relations of her husband within the degree of a *sapinda*." (NA'RADA).

Minors being under the protection of the law; favoured in all things which are for their benefit; and not prejudiced by any thing to their disadvantage,†

250 The guardians of minors cannot do any thing injúrious to the interest of their wards, but may do what is advantageous to them. Vyavasthá

* See Macn. H. L. vol. I. pp. 103, 104.

The ruling power is in every instance, whether the natural or legal guardians be living or dead, recognised to be the legitimate and supreme guardian of the property of all minors, whether male or female. Macn. H. L. vol. I. p. 104.

Thus the property of a woman and the goods of a minor, falling into the king's power, should not be taken by him as owner: this has been already noticed. But it may be here remarked, that the property of a minor should be entrusted to co-heirs and the rest appointed with his concurrence; or if the infant be absolutely incapable of discretion, with the consent of a near and unimpeachable friend such as his mother and the rest. Coleb. Dig. vol. III. pp. 543, 544.

† *Vide* Colebrooke on Obligations and Contracts. Ch. X, para 585.

ব্যবস্থা

| | |
|---|---|
| ২৫১ বালকের ও অবশ্য পোষ্য পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নিমিত্ত আবশ্যক হইলে, অথবা অনিবার্য্য কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিসৃষ্টার্থ বিষয়ের কিয়দংশ বিক্রয় করিতে পারে। | ২৫১ অপ্রাপ্ত ব্যবহারস্য অবশ্যপোষ্য পরিবারস্যচ গ্রাসাচ্ছাদনার্থমাবশ্যকে সতি অথবানিবার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহার্থং নিসৃষ্টার্থস্তদ্বিষয়স্যাংশিক বিক্রয়ং কর্ত্তুমর্হতি। |

সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন সাহেবের হিন্দু লতে বক্ষ্যমাণ মকদ্দমা ধৃত হইয়াছে—"আনন্দ নামক বঙ্গদেশস্থ কোন হিন্দু জমীদার নিজ জমীদারির কিয়দংশ সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠের নিকট কবালা লিখিয়া দেয়; বৈকণ্ঠ এই শর্ত্তে এক পৃথক্ একরার দেয়যে এক বৎসর মেয়াদের মধ্যে সুদ শুদ্ধ টাকা দিলে বিক্রীত বিষয় ফিরিয়াদিবে। ঐ মেয়াদ পুর্ণ নাহওয়ার পুর্ব্বে ঐ জমীদার এক পত্নী আর অপ্রাপ্ত ব্যবহার এক দত্তক পুত্র রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। উক্ত মেয়াদপূর্ণ হওনের অর্থাৎ ঐ বিক্রয় নাস্তক হওনের অল্পদিন থাকিতে ঐ বিধবা তদ্বালকের নিসৃষ্টার্থরূপে স্থানান্তরে চন্দ্রনামক এক ব্যক্তির স্থানে ঐ ভূমি দ্বিতীয় বার এই শর্ত্তে বিক্রয় করতঃ যে নিরূপিত মেয়াদের মধ্যে (টাকা দিলে) খালাস্ হইতে পারে টাকা ধার করিল এবং এই টাকার দ্বারা বৈকুণ্ঠের ঋণ পরিশোধ করিয়া ঐ বিষয় খালাস্ করিল; পরন্তু এ মেয়াদও গত হইল টাকা দিতে পারিল না। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রথমতঃ—প্রথম বিক্রয়ের মেয়াদ যদি টাকা পরিশোধ বিনা গত হইত তবে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন বিধানমতে ঐ বিষয় বৈকুণ্ঠের হওয়ার বাধা ছিল কি না? দ্বিতীয়তঃ; যদি এমত কোন বিধান নাথাকে আর ঐ বিধবা যদি দ্বিতীয় শর্ত্তী বিক্রয়ের দ্বারা ঐ ভূমি কিছুকালের নিমিত্তে রক্ষা করিয়া থাকে তবে তৎকরণের এমত আবশ্যকতা হইয়া ছিল কি না যদ্দ্বারা নিজবালকের নিমিত্তে কৃত তাহার ঐ কার্য্য তদ্বালকের নিতান্ত উপকারি বোধে তাহা করা উচিত ছিল ইহা বলা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ—পিতা যদি আপন ভূমি সম্পত্তির কিয়দংশ খালাস্ করিবার শর্ত্তে বিক্রয় করেন আর তাঁহার (বালক) উত্তরাধিকারী অথবা ইহার নিসৃষ্টার্থ যদি তাহা খালাস্ নাকরে, তবে ঐ ভূমি এককালে যায় কি না? চতুর্থতঃ,—(মৃত) পিতার বিষয় তাঁহার (অপ্রাপ্ত ব্যবহার) উত্তরাধিকারির হস্তে থাকিলেও তাঁহার ঋণ নিসৃষ্টার্থের স্থানে দাওয়া করাগেলে তাহা তদ্বিষয় হইতে পরিশোধনীয় কি না? এবিষয়ে নিযুক্ত পণ্ডিতদিগের মত জিজ্ঞাসিত হওয়াতে তাঁহারা যে উত্তর দিলেন তাহার চুম্বক এই যে—বিক্রয়ের আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না, যেহেতু বালক অপ্রাপ্তব্যবহার থাকা পর্য্যন্ত তৎ পুর্ব্ব-পুরুষের ঋণের নিমিত্তে মৃত ধনির (ত্যক্ত) বিষয় শাস্ত্রমতে হস্তান্তর করা যাইতে পারিত না। পরন্তু মকদ্দমা ক্রেতারই পক্ষে ডিক্রী হইল ও তাহা যে যে হেতুবাদে হইল তদ্‌যথা—নিয়মিত মেয়াদ গত ও রীতিমত ইশ্‌তেহার জারি হইলে পর যদি ঐ শর্ত্তী বিক্রয়ের মুল্যের টাকা পরিশোধ নাহইয়া থাকিত তবে ঐ ভূমি অবশ্যই প্রথম উত্তমর্ণের হস্তে পড়িত; কিছু কাল রক্ষার নিমিত্তে এবং আরো সময় প্রাপ্তির নিমিত্তে মাতার কৃতঐ কার্য্যকে স্পষ্টতঃ বালকের উপকারি বিবেচনায় গ্রাহ্য না হওয়ার আপত্তিকরা পাগলামি মাত্র, কেননা তিনি নিসৃষ্টার্থরূপে আবার টাকাধার করিয়া নুতন করিয়া বন্ধক না দিলে ঐ শর্ত্তী বিক্রয় উত্তমর্ণের পক্ষে নাস্তক হইত অত্র সন্দেহ নাস্তি; অপিচ আদালতসকল বরাবর যেরূপ করিয়া আসিতেছেন তদনুসারে বালকতার আপত্তি শুনা যাইতে পারে না; এবং 'বঙ্গদেশীয় কোন হিন্দু মরিলে তাহার ত্যক্ত বিষয় হইতে তাহার যথার্থ ঋণ পরিশোধনীয়' এই মত ভিন্ন আর কোন মত স্বীকার করা যাইতে পারে না; বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তি যখন ঐ ঋণের প্রতিভূ রূপে নিজ ভূমি বন্ধক দিয়া যায় এবং শাফ অথবা শর্ত্তীরূপে নিজ ভূমির কিয়দ্দংশ বা সমুদয় বিক্রয় করণে তাহার যে ক্ষমতা (ছিল) তাহা নির্ব্বিবাদ (তখন উক্ত আপত্তি আদিগ্রাহ্য নয়)। অপিচ আদালত যে মত স্থির রাখিলেন টীকাকর্ত্তা জগন্নাথের মত তাহার পোষক দৃষ্ট হইতেছে, এবং শাস্ত্রে পরস্পর বিপরীত মত থাকিলেও সংস্থাপিত প্রথা ও ব্যবহার প্রবল হওয়া উচিত। সঙ্ক্ষেপতঃ তদ্বিষয়ে হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রের যথার্থ মত যাহা কেন হউক না,

Vyavasthá

**251 The guardian can dispose of a portion of his ward's estate, to meet a necessity arising for the subsistence of him and of those members of the family who must be supported out of the estate; and also for any act the performance whereof is unavoidably necessary.**

Sir William Macnaghten cites a case which is as follows:—"A, a Hindu *Zemindar* of Bengal, executed a deed of sale for a portion of his estate to B; B executing a separate engagement that the sale should be redeemable by payment of the money with interest within the term of a year. Before the term expired, the *Zemindar* A died, leaving a widow and an adopted minor son. Within a few days of the completion of the term when the sale would have become absolute and irrevocable, the widow, as guardian of the minor, borrowed money of C, with which she paid the debt of B, and freed the land, executing to the lender a similar second sale of the same land, redeemable within a given term; which term, however, expired without repayment on her part. The question then here was, First, Could any rule of Hindu law prevent the land from becoming the property of B, on the term of the sale expiring without repayment? Secondly, If there be no such rule, and the widow saved the land for a time by the second conditional sale, was it not a case of necessity, such as to justify her act in behalf of her ward, as clearly beneficial to him? Thirdly, If a father sell a portion of his land, with a condition for redemption, and his heir (a minór), or the guardian on the part of the heir do not redeem, is not the land gone irrevocably? And Fourthly, Do not the debts of a father become payable out of his assets even in the hands of his heir (who is a minor), on demand from the guardian? The substance of the reply of the Hindu law officers consulted on this occasion was, that no necessity for the sale had been made out, inasmuch as the estate of the deceased could not have been legally alienable for his ancestor's debts until after the minor had attained majority. Judgment was, however, given in favor of the purchaser; and the following arguments were used on the occasion: That supposing the ancestor's conditional sale to have remained unredeemed after the expiration of the period stipulated, and the usual term of notice, the land would, of necessity, have fallen to the former creditor: That it was mere folly to urge that the act of the mother, in saving it for a time and obtaining a further period, was not to be held good as an act evidently for the benefit of the minor, inasmuch as, but for her renewal by a fresh loan in her capacity of guardian, the conditional sale must undoubtedly have become absolute to the creditor: That according to the invariable practice of the courts, no plea of minority could be listened to, or any other doctrine recognized than that the estate of a Hindu of Bengal becomes liable at his death for the satisfaction of his just debts, especially where he has pledged his land as security for those debts, and that his power of selling outright, or conditionally, any part of or all his landed property, could not be questioned: That the doctrine maintained by the court appeared to be supported by the opinion of the commentator *Jagannátha*, and that, though there should prove to be conflicting opinions as to the law, the established usage and practice ought to prevail: And, in short, that whatever might be the real doctrine of the Hindu law on the subject, the court was bound to follow that law in

দায়াধিকার, বিবাহ, জাতি ও শাস্ত্রীয় আচার বিষয়েই কেবল আদালত ঐ শাস্ত্রানুগামী হইতে বাধিত, ঋণাদানাদি বিষয়ে নয়, যৎ প্রকরণীয় বর্ত্তমান অভিযোগ বোধ হইতেছে"।

বিজ্ঞবর সংগ্রহকর্ত্তা সাহেবে উক্ত নিষ্পত্তিতে দোষারোপে অনেক ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কতিপয় হেতুবাদ যথা—"ইহা অনুভব করা যাইতে পারে যে ঐ বালকের বিষয় যদি ঋণের দায়ি নাহইত তবে শরতী বিক্রয় করণে ঐ বিধবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। ইহাও ধরা যাইতে পারে যে আমাদের আপন (অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের) আইনমতে বালকের বিরুদ্ধে বয়বাত সিদ্ধ হয় না, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে খালাস করিবার ক্ষমতা তাহাকে দেওয়া যায়। অতএব বন্ধকের মেয়াদ গত হওয়ার অল্প বক্রী থাকুক বা নাথাকুক তাহাতে কিছু আইসে যায় না। যে বন্ধকে ঋণকর্ত্তার স্বত্ব মেয়াদ গত হওয়ার পূর্ব্বেই যাইতে পারে সেস্থলে বন্ধক গ্রহীতা আপন ঝুঁকিতে বন্ধক লয়"। অনন্তর বিজ্ঞবর সংগ্রহ-কর্ত্তা উক্ত বিষয়ে শাস্ত্র কি তাহার অনুসন্ধান সংক্ষেপতঃ করিয়া কহিতেছেন "জগন্নাথের টীকা হইতে শাস্ত্রকে অনাবৃত করিলে তাহা পরিষ্কার বোধ হয়, জগন্নাথের উক্তি দেববাণী নয় এবং কোন বিষয়ে অখণ্ডনীয়ও নয়, বিশেষতঃ যেস্থলে তদ্বিরুদ্ধে নির্ব্বিবাদ ও নিস্সন্দেহ রূপে প্রামাণিক বচন থাকে (সেস্থলে তাহা আদর-ণীয় নয়)"। অনুসন্ধানানন্তর উক্ত সাহেব যে উক্তিতে ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন তদ্‌যথা—"এতাবতা যেস্থলে পুত্রের বালকতা প্রযুক্ত পিতার ত্যক্ত বিষয় অন্য ব্যক্তি রক্ষণাবেক্ষণার্থে গ্রহণ করে, সে স্থলে সে ব্যক্তি ঐ বিষয়ের কোন অংশ (বালকের) পিতৃ ঋণ শোধে শাস্ত্রমতে প্রয়োগ করিতে পারে না। যে স্থলে কোন ব্যক্তি নিজ স্বত্বে ধনাধিকারী হয় সে স্থলেই কেবল তাহার ক্ষমতা আছে যে তদ্বিষয়ের দ্বারা পিতৃপুরুষের ঋণ পরিশোধ করে। বালকের জীবন ধারণার্থ আবশ্যক হইলে নিসৃষ্টার্থ বিষয়ের কিয়দংশ বিক্রয় করিতে পারে বটে, কিন্তু তৎপিতৃঋণ পরিশোধের নিমিত্তে কোন আবশ্যকতা ঘটিতে পারেনা, যেহেতু ঐ বালক প্রাপ্তব্যবহার না হইলে (তাহার) দায়ী নয়। এবং এমত নিয়ম অধিক কঠিনও বোধ হয় না। ইংলণ্ডীয় আইনের বিধান ইহা হইতেও কঠিন; কেননা তাহাতে, উইলে লিখিত নাহইলে সাদা লেনা দেনা স্থাবর বিষয় হইতে পরিশোধনীয় নয়। বোধ হইতেছে ন্যায্য এই যে দেনা দেওয়া সেই পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হয় যেপর্য্যন্ত ঐ বালক জ্ঞানাপন্ন হইয়া আপনার কিছুমাত্র ক্ষতি বিনা উত্তমর্ণের প্রাপ্য পরিশোধের উপায় করিতে পারে। বা. ১, পৃ. ১০৮—১১১।

কিন্তু যখন আদালত ঋণাদান বিষয়ে শাস্ত্রানুগামী হইবেন না, তখন তদ্বিষয়ে যে শাস্ত্র কি তাহার অনুসন্ধান বৃথা বোধ হইতেছে। পরন্তু উক্ত সাহেব যে লিখেন—"যেস্থলে পুত্রের বালকতা প্রযুক্ত তৎ পিতার ত্যক্ত বিষয় অন্য ব্যক্তি রক্ষণাবেক্ষণার্থে গ্রহণ করে সেস্থলে সে ব্যক্তি ঐ বিষয়ের কোন অংশ তৎ পিতার ঋণ শোধে শাস্ত্রমতে প্রয়োগ করিতে পারে না। যে স্থলে কোন ব্যক্তি নিজ স্বত্বে ধনাধিকারী হয় সেস্থলেই কেবল তাহার ক্ষমতা আছে যে তদ্বিষয়ের দ্বারা পিতৃ পুরুষের ঋণ পরিশোধ করে। নিসৃষ্টার্থ বিষয়ের কিয়দংশ বালকের পালনার্থে বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু পিতৃ ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে বিক্রয়ের আবশ্যকতা ঘটিতে পারে না, যেহেতু ঐ বালক প্রাপ্তব্যবহার না হইলে (তাহার) দায়ী হয় না"—এই মত সর্ব্বাবস্থায় ন্যায্য বোধ হইতেছে না, কারণ যখন নিসৃষ্টার্থ বালকের কেবল ভরণ পোষণের যোগাড় নিমিত্তে নিযুক্ত নয়, কিন্তু তাহার বিষয় রক্ষা নিমিত্তে এবং তাহার লাভজনক যত কর্ম্ম তাহা করিতেও নিযুক্ত বটে, তখন যদি বিষয়ের কিয়দংশ বিক্রয় করিলে তৎপিতৃ ঋণ পরিশোধ হয় ও তাহা না করিয়া বালকের বয়ঃপ্রাপ্তি কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে ঐ ঋণের প্রবৃদ্ধ লাভ শোধ দিতেই বক্রী অংশ শুদ্ধ যাওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে তখন ঐ বালককের বক্রী বিষয়কে ও তাহাকে হৃতসর্ব্বস্ব হওন হইতে বাঁচাইবার জন্যে বিষয়ের কিয়দংশ বিক্রয় আবশ্যকতা জন্যই বটে ও নিসৃষ্টার্থের কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা ঐ বালকের শুদ্ধ লাভের নিমিত্তে। বিজ্ঞবর সংগ্রহকর্ত্তা আরো কহেন "যেহেতু নিসৃষ্টার্থ নিজ

matters of inheritance, marriage, caste, and religious usages only, and not in matters of contract, of which nature the case in question appeared to be." Macn. H. L. vol. I. pp. 106—108.

The learned compiler has very ably impeached the above decision. Some of his arguments are as follows :—" It may be observed that, supposing the minor's estate not to be liable, there did not exist any necessity for the widow's making a conditional sale. It may be assumed too, that, according to our own regulations, a mortgage would not be foreclosed against a minor, and that he would be allowed his equity of redemption on coming of age. It did not, therefore, signify whether the term of the mortgage was near expiring or not. It was at the lender's own risk to take a mortgage, in which the borrower's interest might expire before expiration of the term." The learned compiler then makes a brief inquiry as to the law of the case, and says that the law appears to be quite clear, when disencumbered of the commentary of *Jaganna'tha*, whose authority cannot be held to be oracular and incontrovertible in any instance, especially where it is opposed by texts of unquestionable weight and indubitable import. And after finishing the inquiry, he concludes thus : " It follows, that where, owing to a son's minority, the father's assets are taken in charge by another person, such person cannot legally apply any portion of the assets to the payment of the father's debts ; and that it is only where a person succeeds to property in his own right, that he is at liberty to pay the debts of the ancestor by means of such property. A guardian may, indeed, dispose of a portion to meet a necessity arising for the minor's subsistence ; but no necessity can by possibility arise for disposing of any portion to pay the minor's father's debts, for he must cease to be a minor before he can be liable. Nor does there appear to be much of hardship in this rule. The provisions of the English law savour of much more hardship ; for, according to it, real estates are not subject at all to the payment of debts by simple contract, unless made by will. It may be, perhaps, but just, that the period for exacting payment should be postponed, until he comes to years of discretion sufficient to enable him to realise the means of satisfying the creditors with the least detriment to himself." vol. I. 108—111.

But his inquiry as to the law of the case appears however to be useless when the court would not follow that law in matters of contract. As to his opinion " that where, owing to a son's minority, the father's assets are taken in charge by another person, such peson cannot legally apply any portion of the assets to the payment of the father's debts ; " and that " a guardian may, indeed, dispose of a portion to meet a necessity arising for the minor's subsistence ; but no necessity can by possibility arise for disposing of any portion to pay the minor's father's debts, for he must cease to be a minor before he can be liable," it does appear to be equitable in every case ; for, when a guardian is appointed not only to provide for his ward's subsistence, but also take care of and save his property and to do every thing for his benefit, then, if the sale of a portion of the estate could liquidate the father's debts and save the remainder, which, on waiting till the minor's full age, would very probably be lost in satisfaction of the accumulating interest, the sale of such portion was certainly warranted by the necessity of saving the remaining estate and the minor from deprivation and ruin, and consequently it is the duty of a guardian to do so, as such an act would be evidently for the benefit of the minor. The learned compiler further

স্বত্বে বিষয় অধিকার করে না, অতএব তদধিকৃত বিষয়ের দ্বারা ঐ বালকের পূর্ব্ব পুরুষীয় ঋণ পরিশোধ করিতে তাহার ক্ষমতা নাই, কেননা ঐ বালকপ্রাপ্ত ব্যবহার না হইলে (তাহার) দায়ী নয়"। কিন্তু আদালত তাহাদের কাহাকেও দায়ি করিতেছেন না, শুদ্ধ ঋণির ত্যক্ত বিষয়কে তদ্ঋণের দায়ি করিয়া কহিতেছেন—"আদালত সকল বরাবর যেরূপ (আচরণ) করিয়া আসিয়াছেন তদনুসারে বালকতার আপত্তি শুনা যাইতে পারে না, অপিচ বঙ্গ দেশীয় কোন হিন্দু মরিলে তাহার ত্যক্ত বিষয় হইতে তদ্ঋণ শোধনীয়—এইমত ভিন্ন আর কোন মত স্বীকার করা যাইতে পারে না"। পরন্তু এই উক্তির যদি এমত অভিপ্রায় হয় যে যেস্থলে কোন বালক নিসৃষ্টার্থহীন নিরুপায় থাকে সেস্থলেও বালকতার আ-পত্তি শুনা যাইবে না, এবং অধমর্ণের ত্যক্ত বিষয়ের বিরুদ্ধে উত্তমর্ণের নালিশী মকদ্দমাতে ঐ ঋণ যথার্থ কি অযথার্থ তদ্বিষয়ে বালকের পক্ষেকোন উত্তরাদি দত্ত না হইলেও যদি মৃতের ত্যক্ত বিষয় দায়ী বিচরিত হয় তবে এমত বিচার বা বিধান নিতান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর বটে, কেননা আদালত যে আইনের অনুসারে কর্ম্ম করিতে বাধিত তাহাতে কখনো এমত বিধান নাই, প্রত্যুত এতাদৃশ মকদ্দমা সকলে (আইনের) বিধি এই যে বালকতার ওজর শুনিতেই হইবে। কিন্তু যেস্থলে বালকের বিষয় রক্ষণা-বেক্ষণ ও অভিযোগাদি ব্যাপার নির্ব্বাহ নিমিত্ত রীতিমত নিসৃষ্টার্থ নিযুক্ত হইয়া থাকে সেস্থলে ঐ বালক নিরুপায় রূপে গণিত নয়, যেহেতু অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তি নিসৃষ্টার্থ দ্বারা অথবা নিকট বন্ধু দ্বারা অভিযোগ করিতে কিম্বা অভিযোগে উত্তর দিতে পারে,* অতএব সেস্থলে উক্ত বিচার বা বিধান প্রযুজ্য, তাহাতে নিষ্ঠুরতার ও অবৈধ বিচারের দোষস্পর্শে না।

ব্যবস্থা

৫৫২ বালকেদের বান্ধবেরা তৎপক্ষে অভিযোগ করিতে এবং উত্তরদিতে পারে।

৫৫২ বান্ধবাঃ বালানাং পক্ষে অভিযোগং কর্ত্তুং উত্তরং দাতুঞ্চার্হাঃ।

প্রমাণ

কুলস্ত্রী বালক উন্মত্ত জড় ও রোগার্ত্তদিগের বান্ধবেরা (তন্নিমিত্তে) অভিযোগ করিতে এবং উত্ত-রদিতে পারে†। ব্যবহারতত্ত্বধৃত ব্যাস বচন। পৃ. ৭।

কুলস্ত্রী বালকোন্মত্ত জড়ার্ত্তানাঞ্চ বান্ধবাঃ। পূ-র্ব্বপক্ষোত্তরে ব্রূয়ুর্নিযুক্তো ভৃতকস্তথা†॥ ব্যবহার-তত্ত্বধৃত ব্যাসবচনং॥ পৃ. ৭।

ব্যবস্থা

২৫৩ নিসৃষ্টার্থ স্ব সমর্পিত বিষয়ের আয় ব্যয় ও হ্রাস বৃদ্ধির নিকাশ দিবে, নিজ কৃত কর্ম্মের দায়ী হইবে, এবং অবি-শ্বাসের কর্ম্মকরিলে পদচ্যুত করাযাইবে।

২৫৩ নিসৃষ্টার্থঃ স্বসমর্পিত বিষয়স্যায়ব্যয়ৌ হ্রাস বৃদ্ধীচ প্রদর্শয়েৎ, হানিশ্চেৎ স্বীয়-দোষেণ তাং শোধয়েৎ, এবমবিশ্বাসার্হে ক-র্ম্মণি কৃতে স্বপদাৎ প্রচ্যুতো‡ ভবেৎ॥

ভিন্ন২ আদালততে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম মেক্ নাটেন সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.—এক বিধবা নিজ অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রের আবশ্যক ব্যয় নিমিত্তে কিছু টাকা ধার করিয়া (আ-পন সহি সহিত) তদপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রের নামে উত্তমর্ণকে ঐ ঋণের এক খত লিখিয়া দেয়। এমত অবস্থায়, শাস্ত্রানুসারে ঐ ঋণপত্র সিদ্ধ এবং তদপ্রাপ্ত ব্যবহারের অবশ্য মান্য কি না?

---

* কোলব্রুক সাহেবের মত. দ্রষ্টব্য—এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ২. পৃ. ২০৯।

† টীকাকর্ত্তারা বিবেচনা করেন—তারপ্রাপ্ত না হইলেও তাদৃশ অক্ষম ব্যক্তিদের হিতৈষিরা তাহাদের পক্ষে অ-ভিযোগাদি করিতে পারে। দ্রষ্টব্য—এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ২, পৃ. ২০৯।

‡ দ্রষ্টব্য—এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ১. পৃ. ১০৪।

observes that, because a guardian does not hold in his own right, he is not at liberty to pay the debts of his ward's ancestor by means of the property he holds, and that the minor must cease to be a minor before he can be liable. But the court held neither the minor nor his guardian liable, but the property left by the debtor, declaring—" that, according to the invariable practice of the courts, no plea of minority could be listened to, or any other doctrine recognised than that the estate of a Hindu in Bengal becomes liable at his death for the satisfaction of his just debts." By this if the court meant that no plea of minority could be listened to even where a minor is left helpless without a guardian, and that the estate left by a deceased debtor must be held liable to satisfy his debts even in a suit by the creditor against such estate, without any defence on behalf of the minor as to the justness or otherwise of the demand, then, indeed, there is hardship and want of equity in the rule: a rule not at all supported by the Regulations which the court was bound to follow; and which in such cases enjoins that the plea of minority must be listened to. But where a minor has a regularly appointed guardian for taking care of his estate and managing his law affairs, there the minor should not of course be taken in the light of a helpless one; inasmuch as a minor can institute or defend suits through his guardian or *procein amy*.* and there and then the decision or rule in question can apply without complaint of severity or illegality.

552 A kinsman or next friend may institute and defend suits for a minor. Vyavasthá

Kinsmen may institute or defend suits for women, minors, idiots, and sick men: servants, appointed, may do the same.† VYA'SA cited in *Vyavaha'ratatwa*. p. 7. Authority

253 A guardian must render an account regarding the property he was in charge of, is responsible for his acts, and removable for abuse of his trust.‡ Vyavastha'

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several courts of judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. A widow borrowed some money to defray the necessary expenses of her minor son, and executed a bond in the name of her son (with her own signature) to the creditor for the debt. In this case, according to law, is the bond valid and binding on the son?

* Colebrooke's opinion, *apud* Strange's Hindu Law, vol. II. p. 209.

† Upon this the commentators have observed that whether delegated or not, a well wisher of persons so incapacitated may plead on their parts. See Strange's H. L. vol. II. p. 209.

‡ *Vide* Strange's Hindu Law, vol. I, p. 104.

বালকের নিমিত্তে আবশ্যক কার্য্যে কৃত ঋণ তাহাকে অবশ্য শোধ দিতে হইবে।

উ.—অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রের প্রতিপালন নিমিত্তে তাহার মাতা ঋণ করিয়া ঐ বালক পুত্রের নামে উত্তমর্ণকে যে খত লিখিয়া দিয়া থাকে তাহা বিবাদরত্নাকর, বিবাদচিন্তামণি, দায়তত্ত্ব ও আর২ গ্রন্থ ধৃত বৃহস্পতি প্রভৃতির বচনানুসারে সিদ্ধ ও মান্য।

প্রমাণ—

"বিভাগের পূর্ব্বে পিতৃব্য কিম্বা ভ্রাতা অথবা মাতা পরিবার পালনের নিমিত্তে যে ঋণ করেন তাহা সকল দায়াদের বা যৌতরূপে অধিকারিদের পরিশোধনীয়।

গৃহির (অনুপস্থিতি কালে তাহার) পিতৃব্য, ভ্রাতা, পুত্র, পত্নী, শিষ্য, বা অধীনেরা পরিবার পালন নিমিত্তে যে ঋণ করে গৃহী তাহা অবশ্য দিবে"।

জিলা বর্দ্ধমান, ৪ ডিসেম্বর ১৮১৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১০, মকদ্দমা ১৩ (পৃ. ২৮৯।

প্র.। এক ব্যক্তি এক পত্নী ও পুত্র রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়। এই বিধবা নিজ পুত্রের জীবনকালে এক ব্যক্তির উপর পতির কোন স্থাবর বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ করে। এমত অবস্থায়, তাহার কৃত নালিশ সাস্ত্রানুসারে গ্রাহ্য কি না?

পুত্র বালক থাকিলে মাতা মৃত পতির বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ করিতে পারেন।

উ.। যেস্থলে মৃত ধনির পুত্র জীবিত থাকে সেস্থলে সে বালক না হইলে তাহার ধনের দাবীতে তদ্বিধবার কৃত নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারেনা, অর্থাৎ ঐ বালক যোল বৎসরের ন্যূন বয়স্ক হইলে নিসৃষ্টার্থ রূপে তাহার পক্ষে কৃত ঐ বিধবার নালিশ গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

মুরসিদাবাদের কোর্ট আপীল, ১৫ ফেব্রুওরি ১৮১৪ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৭, মকদ্দমা ৫ (পৃ ২০৫)।

প্র.। এক ভূম্যধিকারী দুই বালক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গত হয়। এই বালক দ্বয়ের মাতা ও পিতৃব্য বর্ত্তমান। এমত অবস্থায় ঐ বালকদের ও তদ্বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ভার তাহাদের মাতাকে অথবা পিতৃব্যকে অর্শে?

নিজ সন্তানদের নিসৃষ্টার্থ হইতে পিতৃব্যগণ অপেক্ষা মাতা প্রশস্ত অধিকারিণী।

উ.। ঐ বালকেদের ও তদীয় বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ ভার তাহাদের মাতাকে অর্শে। কিন্তু আবশ্যক কার্য্য নিমিত্ত (যথা ভরণ পোষণ যাহা না হইলে নয় তাহার নিমিত্ত) ব্যতিরেকে যদি মাতা বিষয় বিক্রয় অথবা অন্য রূপে হস্তান্তর করেন, তবে ঐ বিষয় ব্যাপার নির্ব্বাহের ভারচ্যুতা হইবেন, এবং তাহা ঐ পিতৃব্যকে অর্পিত হইবে—যদি তিনি যোগ্য ও সদ্ব্যক্তি বিবেচিত হয়েন।

জিলা ২৪ পরগণা, ১০ মে ১৮১০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৭ মকদ্দমা ৪ (পৃ ২০৫।

প্র.। এক ব্যক্তি কিছু পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় এবং এক বালিকা স্ত্রী রাখিয়া মরে। এমত অবস্থায় তাহার শ্বশুর (অর্থাৎ ঐ বিধবার পিতা) অথবা পিতামহের ভ্রাতা (তিনি তাহার সহিত একত্র বা তাহা হইতে পৃথক্ থাকুন) ঐ বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অধিকারী?

বালিকা বিধবার বিষয় ব্যাপার নির্ব্বাহের ভার তৎ পতিপক্ষকে অর্শে, তদভাবে পিতৃপক্ষকে অর্শে।

উ। ঐ বালিকা বিধবার বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ ভার প্রথমতঃ তৎ পতির জ্ঞাতিকে অর্থাৎ পিতামহের ভ্রাতাকে অর্শে, তাদৃশজ্ঞাতি থাকিতে বিধবার নিজ পিতাকে অর্শে না। পতিপক্ষের অভাবে তাহার পিতা নিসৃষ্টার্থ হয়, যথা দায়ভাগধৃত নারদ বচনে ব্যবস্থাপিত (দ্রষ্টব্য—বা. দ. পৃ. ১০৬)

জিলা হুগলি। ৮ জুলাই ১৮১৫ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৭, মকদ্দমা ১ (পৃ. ২০৩)।

প্র.। কোন অবীরা বালিকা বিধবার পিতা ও পতির ভাগিনেয় বর্ত্তমান থাকিলে তাহাদের কে ঐ বিধবার বিষয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করণে অধিকারী?

R. Any bond which a mother, having contracted a debt for the maintenance of her minor son, may have executed in the name of such minor son in favour of the creditor, is valid and binding, according to the texts of *Vrihaspati* and other sages, cited in the *Vira'daratna'kara*, *Viva'dachinta'mani*, *Da'yatatwa*, and other authorities.

Necessary debts contracted for an infant are binding on him.

*Authorities.*

" A debt contracted before partition by an uncle, or a brother, or a mother, for the support of the family, all the parceners or joint tenants shall discharge. "

" A housekeeper shall discharge a debt contracted by his uncle, brother, son, wife, servant, pupil, or dependants, for the support of the family (during his absence). "

Zillah Burdwan, December 4th, 1817. Mac. H. L. vol. II. Chap. IX. p. 289.

Q. A person died, leaving a widow and son. The widow, during the life-time of her son brings an action against an individual for some of her husband's immovable estate. In this case, should the action by her, according to law, be held to be admissible, or not?

R. Where the son of the deceased proprietor is living, the suit instituted by his widow claiming his property cannot be admitted unless the son be a minor, that is, unless he be under sixteen years old, in which case the action by her on his behalf should be held to be admissible, she acting the part of his guardian.

A widow having a son may sue for her husband's property, if her son be a minor.

Moorshedabad court of appeal, February 15th, 1814. Macn. H. L. V. II. Chap. VII. Case 5, (p. 205).

Q. A landed proprietor died, leaving two minor sons. The mother and paternal uncle of the minors are living. In this case, does the guardianship of the minors' persons and estate rest with their mother, or with their paternal uncle?

R. The guardianship of the infants in respect of their persons and property, rests with their mother; but if the mother sell or otherwise alienate their property, excepting always a case of necessity, as if food and raiment be absolutely requisite, she should be divested of the management of the estate, and it should be confided to their uncle, supposing him to be competent and honest.

The mother is entitled to the guardianship of her minor children, in preference to their uncles.

Zillah 24 Pergunnahs, May 20th, 1810. Macn. H. L. Vol. II. Chap VII. Case 4, (p 205).

Q. A person died possessed of some real and personal property, partly ancestral and partly acquired, leaving a widow under age. In this case, is his father-in-law (the father of his widow,) or his grandfather's brother (whether he lived with the deceased in union or separated from him), entitled to manage the estate?

R. The management of the estate of the infant widow first rests with her husband's relation, that is, his grandfather's brother, but not with her own father, while such relation exists: in default of the husband's relations, her father becomes her guardian; as is laid down in the text of NA'RADA quoted in the *Da'yabha'ga* (*Vide ante*, p. 107).

The management of an estate which devolved on a minor widow rests with her husband's relations, and with her own relations only in their default.

Zillah Hoogly, July 8th, 1815. Macn. H. L. V. II. Chap. VII. Case 1. (p 203).

Q. In the case of a childless widow who is a minor, and whose father and husband's sister's son are both living, which of the individuals in question is entitled to the management of her property?

পতির ভাগিনেয় বাঁচিয়া থাকিতে বালিকা বিধবার পিতা ওসী হইতে পারেন না।

উ.। উপরি উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অর্থাৎ বিধবার পিতা ও পতির ভাগিনেয় এই দুয়ের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিই ঐ বিধবাকে প্রতি পালন করিতে ও তদ্বিষয়ের দানাদিতে ও তাহার আত্ম রক্ষাতে যথা-শাস্ত্র প্রভু বা অভিভাবক যেহেতু ঐ বিধবার মরণে সেই তদ্ধনাধিকারী। এইমত দায়ভাগ, দায়ক্রমসংগ্রহ, দায়তত্ত্ব ও আর২ গ্রন্থ সম্মত।

জিলা জঙ্গল মহাল, ২ জুলাই ১৮২২ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চা. ৭, মকদ্দমা ৩ (পৃ. ২০৪)।

২৩৮ সংখ্যক ব্যবহার নজীর

৴০ কাশীনাথ বসাক ও রামনাথবসাকের বিরুদ্ধে হরসুন্দরী দাসী ও কমল মণিদাসীর মকদ্দায় সুপ্রীম্-কোর্টে বিচার হইয়াছে যে বিশ্বনাথ বসাক মরণ কালীন ষোল বৎসরের ন্যূন বয়স্ক অপ্রাপ্ত ব্যবহার থাকাতে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তাহার ক্ষমতা ছিলনা যে উইল করিয়া নিজ মৃত্যুর পর স্বীয় বিষয় বিভব প্রতি বাদি-দগকে দেয়। ক্লার্ক সাহেবের রিপোর্ট পৃ. ৯২। কন্. হি. ল. পৃ. ৮৩।

৵০ কমলা পত (পতি) ঝা প্রভৃতির বিরুদ্ধে কল্পনাথ সিংহের মকদ্দমায় বিচার হইয়াছে যে অপ্রাপ্ত ব্যবহার ব্যক্তি পাট্টা দিতে পারে না অথবা বিষয় সম্বন্ধে আর কোন দলিল লিখিয়া দিতে পরে না। ১২ মে ১৮২৯ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৪, পৃ. ৩৩৯।

২৪১ ও ২৪৭ সং-ব্যবস্থার নজীর

কাশীনাথ বসাক ও রামনাথ বসাকের বিরুদ্ধে হরসুন্দরী দাসীর মকদ্দমায় এই বালিকা বিধবার (অর্থাৎ হরসুন্দরীর) মাতা তাহার ওসী নিযুক্ত হইলেন, এবং আজ্ঞা হইল যে সে যেপর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্তা না হয় সে পর্য্যন্ত তৎ পতির ত্যক্ত বিষয় হইতে উপযুক্ত মসহরা তাহার ভরণ পোষণার্থে দেওয়া যায়। ১৮১৫ সাল। কন্ হি. ল. পৃ. ৮৭।

২৫১ সংখ্যক ব্য-বস্থার নজীর

দ্রষ্টব্য—বিশ্বনাথ দত্ত—বনাম—দুর্গাপ্রসাদ রায় ও শিবচন্দ্র রায়। ৪ জুলাই ১৮১৫ সাল। সু. কো. (সর্ এড্ওয়ার্ড্ হাইড্) ইষ্ট্ সাহেবের নোট ন. ৩৪। ব্য. দ. পৃ. ৭৪—৭৮।

২৫২ ও ২৫৩ সং-খ্যক ব্যবস্থার নজীর

বিভাগের নিমিত্তে কোন বিধবার কৃত নালিশ দায়ের থাকিতে সে (মৃত) পতির অনুমত্যনুসারে এক দত্তক গ্রহণ করিল, তাহাতে শাস্ত্রানুসারে বিষয়ে বিধবার স্বত্ব লোপ হইয়া তাহা ঐ দত্তক পুত্রে বর্ত্তিল, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে ঐ বিধবার অধিকার রহিল। পরন্তু দত্তক গ্রহণ করাতেও (উক্ত) মকদ্দমা ঐ বিধবার নামেই চলিল এবং তাহাকে দখল দিবার হুকুমে ডিক্রী হইল। প্রিবি কৌন্সিলের জুডিস্যাল কমিটি বিচার করিলেন যে এমত অবস্থায় ঐ বিধবা দত্তক পুত্রের নিসৃষ্টার্থ অর্থাৎ ওসী স্বরূপে মকদ্দমা চালাইয়াছে, ও সে ঐ পুত্রের ট্রস্‌টী অর্থাৎ জিম্মাদার রূপে বিষয়ে দখল পাইতে অধিকারিণী, এবং তাহার পক্ষে এইরূপে যে বিষয়ে ডিক্রী করাগেল সে তাহার মুনফার নিকাস্ ঐ পুত্রকে দিবে। ধর্ম্মদাস পাঁড়ে প্রভৃতি—বনাম—মোসম্মাৎ শ্যামাসুন্দরী দেবী। ৮ডিসেম্বর ১৮৪৩ সাল। মুর্স ইণ্ডিয়ান আপীল বা. ৩, পৃ. ২২৯।

R. Of the individuals above specified, that is, the widow's father and her husband's sister's son, the latter is her proper guardian in respect of her maintenance, and in the disposal of the property and care of herself, as, on her death, he is the successor to the property. This opinion is conformable to the *Da'yabha'ga*, *Da'yakramasangraha*, *Da'yatatwa*, and other authorities.

Zillah Junglemehals; July 2nd 1822. Macn. H. L. Vol. II. Chap. VII. Case 3, p. 204).

The father can not act as guardian to a minor widow, while her husband's sister's son is living.

I. In the case of Ka'shí Na'th Basák and Rama' Na'th Basák *versus* Hara Sundarí Da'si' and Kamal mani Da'si', it was ruled by the Supreme Court that Bishwa Na'th Basák, being at the time of his death, an infant under sixteen years, could not by the Hindu law make a will, bequeathing his estate and property to the defendants after his death. Clarke's Notes of Decided Cases, p. 92. Cons. H. L. p. 83.

*Cases* bearing on the vyavastha' No. 238.

II. In the case of Kalp Na'th Singh *versus* Kumla'pat Jha' and others it was determined that an infant cannot execute a lease, nor enter into any other engagement. 21st May 1829. S. D. A. R. vol. II. p. 333.

In the case of Ka'shí Na'th Basa'k and Rama' Na'th Basa'k *versus* Hara Sundarí Dási' and Kamal mani Das'si', the mother of the infant widow Hara Sundari' was appointed her guardian, and a competent monthly allowance was ordered to be paid out of her husband's estate for her support during her infancy. Cons. H. L. p. 83.

*Case* bearing on the vyavastha's No. 241 & 247.

*Vide* Bishwa Na'th Datta *versus* Durga' Prasa'd Dey and Shib Chandra Dey. 4th July 1815. S. C. (Sir Edward Hyde) East's Notes No. 34. *Ante*, pp. 75 -79.

*Case* bearing on the vyavastha' No. 251.

Pending a suit for partition by a widow, she adopted a son by the direction of her late husband; by the Hindu law the act of adoption diverted the property from the widow and vested it in the adopted son subject to the maintenance of the widow. Notwithstanding the adoption, however, the suit was prosecuted in the widow's name, and a decree was made directing her to be put in possession. It was held by the Judicial Committee of the Privy Council, that, in such circumstances, she prosecuted the suit as guardian of the adopted son, and that she was entitled to possession as his trustee, and accountable to him for the profits of the property so decreed to her. Dharma Da's Pánde and others *versus* Shya'má Sundari' Debi'. 8th December 1843. Moore's Indian Appeals, vol. III. p. 229.

*Case* bearing on the vyavastha's No. 252 & 253.

# চতুর্থ অধ্যায়।

## ধনির ক্ষমতার সীমা বিষয়ক।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।—অবিভক্ত বা একের অধিকৃত ধন বিষয়ে।

বিভাগ বিষয়ক শাস্ত্রীয় মতের কোন পরিবর্ত্তন না হওয়াতে, বিভাগে পিতার বা ধনির ক্ষমতা পূর্ব্বে যেমত ছিল অদ্যাপি সেই রূপ আছে*। কিন্তু পৈতামহ বা স্বোপার্জ্জিত স্থাবর ধনের দানাদিতে অধুনা তাঁহার ক্ষমতার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কেননা পূর্ব্বে (ধর্ম্মশাস্ত্রের) ব্যবস্থা এই ছিল যে, পুত্রের অনুমতি বিনা পিতা উক্তরূপ বিষয়ের দানাদি করিতে পারিতেন না, যথা নিম্ন ধৃত বচন কতিপয়ে প্রকাশ—

"ভূর্যা পিতামহোপাত্তা নিবন্ধো দ্রব্যমেব বা। তত্রস্যাৎ সদৃশস্বাম্যং পিতুঃপুত্রস্য চোভয়োঃ" ॥ অর্থাৎ—পিতামহের অর্জ্জিত যে ভূমি নিবন্ধ বা দাসাদি তাহাতে পিতা পুত্র উভয়ের সমান স্বামিত্ব। যাজ্ঞবল্ক্য।

"মণিমুক্তা প্রবালানাং সর্ব্বস্যৈব পিতা প্রভুঃ। স্থাবরস্যতু সর্ব্বস্য ন পিতা ন পিতামহঃ"+ ॥ অর্থাৎ—মণিমুক্তা প্রবালাদি অস্থাবর বস্তুসমস্তেরই প্রভু পিতা; কিন্তু কি পিতা কি পিতামহ কেহই সমস্ত স্থাবরের প্রভু নহেন ॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

"স্থাবরং দ্বিপদঞ্চৈব যদ্যপি স্বয়মর্জ্জিতং। অসম্ভূয় সুতান্ সর্ব্বান্ নদানং নচ বিক্রয়ঃ" ॥ অর্থাৎ—স্থাবর ও দাসাদি স্বয়ং উপার্জ্জন করিলেও সকল পুত্রের একত্রতা (অর্থাৎ সম্মতি) বিনা তাহার দান বিক্রয় হইবে না। "যে জাতা যে প্যজাতাশ্চ যেচ গর্ব্ভে ব্যবস্থিতা। বৃত্তিঞ্চ তেহভি কাঙ্ক্ষন্তি ন দানং নচ বিক্রয়ঃ" ॥ অর্থাৎ—যাহারা জন্মিয়াছে, যাহারা জন্মে নাই, আর যাহারা গর্ব্ভে আছে তাহারা (সকলেই) জীবিকা চায়, অতএব বৃত্তির দান বিক্রয় হইবে না॥ মিতাক্ষরাদি গ্রন্থ ধৃত ব্যাস বচন।

স্থাবর বিষয় দানাদি করিতে নিষেধের কারণ এই যে পরিবার জীবিকাভাবে ক্লেশ না পায়—যেহেতু স্থাবরাদি পরিবার পালনের উপায়, ও পরিবার পালন অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, এবং পরিবারের জীবিকা লোপ অতি গর্হিত কর্ম্ম। যথা মনু—"ভরণং পোষ্য বর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনং। নরকং পীড়নেচাস্য তস্মাদ্ যত্নেন তং ভরেত্"। অর্থাৎ—পোষ্য বর্গের পালন স্বর্গ ভোগের প্রশস্ত উপায়, তৎ পীড়নে নরক (হয়), অতএব যত্নে পরিবার পালন করিবে। "শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখ জীবিনি। মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ

---

* বিভাগে ধনির যে ক্ষমতা তাহা ১৬৭, ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪ ১৭৭, ১৭৮, ১৮০, ১৮৭, ১৯২, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৫, ২০৬, এবং ২০৭ সংখ্যক ব্যবস্থা পাঠে, এবং রামকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারিদের বিরুদ্ধে ভবানী চরণ বন্দোপাধ্যায়ের মকদ্দমা পাঠে জ্ঞাতব্য। দ্রষ্টব্য বিভাগ প্রকরণ, পৃ. ৩৪০—৩৮৮।

+ পিতামহ শ্রুতেস্তৎজ্ঞান বিষয়কং বচনং। মণি মুক্তাদ্যুপাদায় পুনঃ সর্ব্বস্যেত্যুপাদানাৎ সর্ব্বেষাং ভূম্যাদি ব্যতিরিক্তানাং দানাদিষু পিতুঃ প্রভুত্বং ন স্থাবর নিবন্ধ দ্রব্যাণাং—অর্থাৎ পিতামহের উল্লেখ হওয়াতে তাঁহার ধন বিষয়ক এই বচন। মণি মুক্তাদির উল্লেখ করিয়া পুনঃ সর্ব্ব শব্দের উল্লেখ করাতে ভূম্যাদি ব্যতিরিক্ত বিষয়ের দানাদিতে পিতার প্রভুত্ব (আছে) কিন্তু স্থাবর নিবন্ধ দ্রব্য (অর্থাৎ দাসাদি) দানাদিকরিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই। দা. ভা. ৪১।

‡ পরন্তু যেস্থলে পুত্রেরা (বা মৃতপিতৃক পৌত্রেরা) সকলেই তৎকালে বালক থাকে ও দানাদিতে সম্মতি দিতে অশক্ত হয় এবং পরিবারের ক্লেশ (নিবারণ) নিমিত্ত কিম্বা পরিবারের পালন নিমিত্ত অথবা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিমিত্ত (যথা পিতৃ প্রেত ক্রিয়াদি নির্ব্বাহ নিমিত্ত) বিষয় হস্তান্তর করা নিতান্ত আবশ্যক হয়, সেস্থলে তাহাদের সকলের সম্মতির অনাবশ্যক। কারণ বৃহস্পতি কহিয়াছেন—"আপত্ কালে ও কুটুম্বার্থে এবং বিশেষতঃ ধর্ম্মার্থে এক জনও স্থাবর বিষয় দান বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে পারে"। দ্রষ্টব্য—মিতাক্ষরা পৃ. এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ১, পৃ. ১৯।

## CHAPTER IV.

### ON THE EXTENT OF A PROPRIETOR'S POWER

### SECTION 1.—IN DIVIDED OR SOLE PROPERTY.

In partition the power of a father or proprietor is still the same as it was before,* no change having taken place in that branch of the law. But the doctrine regarding his power of making a gift or other disposition of real property ancestral or self-acquired has, of late, undergone a great change. For, anciently the doctrine of the law was, that a father could not make a gift or other disposition of such property without the consent of his sons, as is clear from the following texts :—

"The ownership of father and son is the same in land which was acquired by his (the father's) father, or in a corrody, or in chattels." JA'GNYAVALKYA.

"The father is master of the gems, pearls, and corals, and of all (other movable property :) but neither the father nor the grandfather is so of the whole immovable estate."† JA'GNYAVALKYA.

"Though immovables and bipeds have been acquired by a man himself, a gift or sale of them *should* not *be made* without convening all the sons.‡ They, who are born, and they who are yet unbegotten, and they who are still in the womb, require the means of support : no gift or sale should, therefore, be made." VYA'SA as cited in the *Mita'kshara'* and other compilations.

The reason for prohibiting the disposition of real property was that the family may not suffer for want of maintenance, since immovables and similar possessions are means of supporting the family, and the maintenance of the family is an indispensable obligation, and the dissipation of the means of subsistence is censured. Thus MANU :—"The support of persons who should be maintained is the approved means of attaining heaven. But hell is the man's portion if they suffer. Therefore let (a master of a family) carefully maintain them." "He who bestows

* The extent of his power in this respect will be known on perusal of *Vyavastha's* Nos. 167, 168, 172, 173, 174, 177, 178, 180, 187, 192, 193, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 205, 206, and 207 ; and the Case of Bhawa'ni' Charan Ba'narjya' *versus* the heirs of Ra'm Ka'nta Ba'narjya'. See Partition, pp. 341—389.

† Since the grandfather is (here) mentioned, the text must relate to his effects. By again saying "all" after specifiying "gems, pearls, &c." it is shown, that the father has authority to make a gift or any similar disposition of all effects other than land, &c. but not of immovables, a corrody, and chattels (i. e. slaves). Coleb. Da'. bha'. p. 29.

‡ The concurrence of all the sons (and fatherless grandsons) in the disposition of real property is however dispensed with in the case where they happen to be all minors (at the time) and incapable of giving their consent to the disposition, and a calamity affecting the family require it, or the support of the family render it necessary, or indispensable duties, such as the obsequies of the father or the like, make it unavoidable. For *Vrihaspati* ordains : "Even a single individual may conclude a donation, mortgage, or sale of immovable property, during a season of distress, for the sake of the family, and especially for pious purposes. See *Mita'kshara'*, p. 257. Strange's H. L. vol. I. p. 19.

সধর্ম্ম প্রতিরূপকঃ"। অর্থাৎ—যাহার শক্তি থাকিতেও স্বজন দুঃখ পায় ও সে পরজনকে দান করে, সে প্রথমে মধুরআস্বাদন করে কিন্তু পরে তাহা বিষ হয়, এমত কর্ম্ম ধর্ম্ম নয় কিন্তু ধর্ম্মের প্রতিরূপক। যে জাতা যেপ্যজাতাবা যেচ গর্ভে ব্যবস্থিতাঃ। বৃত্তিং তেঽপিহি কাঙ্ক্ষন্তি, বৃত্তি লোপো বিগর্হিতঃ"। অর্থাৎ—যাহারা জন্মিয়াছে, যাহারা জন্মে নাই, এবং যাহারা গর্ভে আছে, তৎ সকলেই জীবিকার আশা করে, অতএব (তাহাদের পৈতৃক) বৃত্তি লোপ অতি গর্হিত কর্ম্ম।

যাজ্ঞবল্ক্যও কহিয়াছেন দানের প্রতি নিষেধ যে কথিত হইয়াছে সে কেবল পাছে পরিবারের জীবিকাভাব ক্লেশ হয় এই নিমিত্ত।

এমতে সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক বিধান হয় যে কোন ব্যক্তি দানাদি করিলে যদি তাহার পরিবার যথেষ্ট জীবিকাভাবে কষ্ট পায় তবে সে দানাদি করিতে পারে না। পরন্তু পরিবারের প্রচুর জীবিকা সংস্থান করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা সে দিতে পারে, যথা—

বৃহস্পতিঃ—"কুটুম্ব ভক্ত বসনাদ্দেয়ং যদতিরিচ্যতে। মধ্বাস্বাদো বিষং পশ্চাৎ দাতুর্ধর্ম্মোঽন্যথা ভবেৎ"। অর্থাৎ—পরিবারের অন্ন বস্ত্র হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা দিতে পারে, কিন্তু যে তদতিরিক্ত (দিয়া পরিবারকে অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ) দেয়, সে প্রথমে মধু পরে বিষ আস্বাদন করে॥

কাত্যায়নঃ—"সর্ব্বস্ব গৃহবর্জন্তু কুটুম্ব ভরণাধিকং। যৎদ্রব্যং তৎস্বকং দেয়মদেয়ং স্যাদতোঽন্যথা"॥ সমুদায় বিষয় ও বসৎ বাটী ব্যতিরেক, পরিবারের অন্নাচ্ছাদন হইয়া স্বকীয় যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা দিতে পারে, উদ্বৃত্ত না থাকিলে দিতে পারে না।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"স্বংকুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারসুতাদৃতে। নান্বয়ে সতি সর্ব্বস্বং যচ্চান্যস্মৈ প্রতিশ্রুতং"। অর্থাৎ—নিজ পরিবারের কষ্ট না হইলে স্ত্রী পুত্র ব্যতিরেকে দান করিতে পারে, কিন্তু সন্তান থাকিলে সর্ব্বস্ব দিতে পারে না, এবং যাহা অন্যকে প্রতিশ্রুত হইয়াছে তাহাও দিতে পারে না।

জীমূত বাহনও পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচনস্থ 'সর্ব্ব' পদ লক্ষ করিয়া কহিয়াছেন—"অত্রাপি সর্ব্বস্বোভ্যুপাদানাৎ সর্ব্বস্য কুটুম্ব বর্ত্তন হেতোর্দ্দানাদি নিষেধঃ, কুটুম্বস্যাবশ্যং ভরণীয়ত্বাৎ। অল্পস্যাতু কুটুম্ব বর্ত্তনাবিরোধিনো ন দানাদি নিষেধঃ, সর্ব্বস্যোত্যানর্থক্যাপত্তেঃ।

এই সকল হিতার্থক ও দুরদর্শিতা সম্পন্ন বিধান অধুনা নিতান্ত অমান্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইতি পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় মত এই ছিল যে—ধনি স্বোপার্জ্জিত ও উদ্বৃত অস্থাবর বা স্থাবর বিষয়ের দানাদি করিতে সক্ষম, এবং সমুদয় স্থাবর বিক্রয়াদি বিনা পরিবার পালন নির্ব্বাহ না হইলে তাহাও করিতে পারিত,* কিন্তু অন্য কারণে পুত্রেদের সম্মতি বিনা সমুদয় পৈতামহ স্থাবর অথবা পৈতামহ বিষয় কেবল অস্থাবর হইলে তৎ সমুদায় দানাদি করিতে পিতার ক্ষমতা ছিল না।

অনন্তর জীমূত বাহনের ঐ প্রসিদ্ধ বিবেচনাতে (যাহা উপরিলিখিত বচনাদিস্থ নিষেধ ও বিধি উলাটিয়া দিবার নিমিত্তে ধূর্ত্ত শিরোমণি স্মার্ত্তদের বিলক্ষণ এক কারণ বা উপায় বটে) যো পাইয়া জগন্নাথ প্রভৃতি তদবলম্বি হইলেন। তদ্বিবেচনা যথা—"ব্যাস বচনন্তু স্বামিত্বেনদুর্ব্বৃত্ত পুরুষ গোচর বিক্রয় দানাদিনা কুটুম্ব বিরোধাৎ অধর্ম্ম ভাগিতা জ্ঞাপনার্থং নিষেধ রূপং নতু বিক্রয়াদ্যনিষ্পত্ত্যর্থং। এবঞ্চস্থাবরং দ্বিপদঞ্চৈব যদ্যপি স্বয়মর্জ্জিতং। অসম্ভূয় সুতান্ সর্ব্বান্ ন দানং ন চ বিক্রয় ইত্যেবমাদিকং তদপ্যেবমেব বর্ণনীয়ং। তথাহি কর্ত্তব্য পদমবশ্যমত্রাধ্যাহার্য্যং তেন দান বিক্রয় কর্ত্তব্যতা নিষেধাৎ তৎকরণাৎ বিধ্যতি ক্রমো ভবতি নতু দানাদ্যনিষ্পত্তিঃ; বচন শতেনাপি বস্তুনোঽন্যথা করণাশক্তেঃ; ইহার অর্থ এই যে কিন্তু ব্যাসের বচন স্বামিত্ব হেতু দুর্ব্বৃত্ত পুরুষস্থানে বিক্রয়াদি করিলে পরিবারের ক্লেশ জন্য অধর্ম্ম ভা-

gifts (on strangers with a view to worldly fame) while he suffers his family to live in distress, though he has power to support them, touches his lips with honey, but swallows poison: such virtue is counterfeiet." VYA´SA:—"They who are born, they who are (yet) unbegotten, and they who are (actually) in the the womb, all require the means of support; and the dessipation of their hereditary maintenance is censured."

The prohibition as to gifts is declared by JA´GNYAVALKYA to be made, lest by alienation the family may suffer for want of maintenace.

Accordingly it was wisely ordained that a man could not make a gift or other disposition, if by such disposition his family may suffer for want of sufficient maintenance, but he could alienate what remained aftar providing sufficiently for the family. Thus—

VRIHASPATI:—"A man may give what remains after food and clothing of his family: the giver of more may taste honey at first, but shall afterwards find it poison."

KA´TYA´YANA:—"Except his whole estate and his dwelling house, what remains after food and clothing of his family a man may give away, whatever it be, (whether fixed or movable;) otherwise it may not be given."

JI´MU´TAVA´HANA too, in expounding the text of JA´GNYAVALKYA already cited (p. 577), after remarking, "Since here also it is said 'the whole,' has laid down—"this prohibition forbids the gift or other alienation of the whole. The prohibition is not against a donation or other transfer of a small part not incompatible with the support of the family. For the insertion of the word 'whole' would be unmeaning (if the gift of even a small part were forbidden.)"

These salutary and prudent precepts have of late been rendered totally inoperative and ineffectual. It was already the Bengal doctrine that a proprietor was at liberty to make a gift or other disposition of his self-acquired or recovered property, real as well as personal; and that he could sell the whole of the immovable and other property, if the family could not otherwise be supported; but that for any other cause he had no power to dispose of the whole of the ancestral real property, nor even that movable property which alone formed the ancestral estate.

But lately the famous observation of JI´MU´TAVA´HANA, which furnished a fine ground to subtle lawyers to baffle the efficacy of the ordinances inculcated by the texts above cited, was taken advantage of and followed by JAGANNA´THA and the rest. That observation is as follows:—"But the texts of VYA´SA exhibiting a prohibition, are intended to show a moral offence: since the family is distressed by a sale, gift, or other transfer, which argues a disposition in the person to make an ill use of his power as owner. They are not meant to invali-

পিতা জ্ঞাপনার্থক নিষেধরূপ, তাহা বিক্রয়াদির অসিদ্ধি বোধক নয়। এবঞ্চ—"স্থাবর ও দ্বিপদ স্বয়ং-উপার্জ্জন করিলেও সকল পুত্ত্রের সম্মীলন অর্থাৎ সম্মতি বিনা তাহার দান বিক্রয় নাই" ইত্যাদি বচনেরও ঐ রূপ অর্থ করিতে হইবে, কারণ এস্থলেও কর্ত্তব্য পদ অবশ্য ঊহ্য করিতে হইবে। এতাবতা দান বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হওয়াতে তাহা করিলে বিধির অতিক্রম হয় কিন্তু দানাদি অসিদ্ধ হয় না, যেহেতু শত বচনেও বস্তুর অন্যথা করা যাইতে পারা যায় না"*।

এই উক্তি বলে বঙ্গস্থলে তৎকালীন বিরাজিত কতিপয় পণ্ডিত মহোদয় ব্যবস্থা দেন যে সমুদয় পৈতামহ বিষয়ের দানাদি অশাস্ত্রীয় ও অধর্ম্ম্য হইলেও সিদ্ধ, ও তাৎকালিক বিচারপতিরা পণ্ডিতদিগের ঐ ব্যবস্থা গ্রাহ্য ও তদনুসারে কার্য্য করেন, (পরন্তু তৎকালে পণ্ডিতদিগের অধীন না হইয়া কার্য্য করণে তাঁহাদের উপায়ান্তরও ছিল না)। এই রূপে—'যাহা কর্ত্তব্য নয় তাহা কৃত হইলে স্থিরতর থাকিবে'—এই মত পুরুষকর্ত্তৃক পৈতামহ ও স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর যে কোন রূপ বিষয়ের দানাদিতে চলিত হইল, এবং তদবধি প্রবল আছে। এতাবতা অধুনা ব্যবস্থাপিত ও প্রবল মত এই যে—

ব্যবস্থা

৩৫৪ বঙ্গদেশে পুত্ত্রবান্ পুরুষ পৈতামহ বা স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় পুত্ত্রদের সম্মতি বিনা দান বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারে, অপিচ পুত্ত্রদের সম্মতি বিনা উইলের দ্বারা সে ঐ বিষয়ে তাহাদের অধিকার বারণ বা পরিবর্ত্তন করিতে অথবা তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে†।

৩৫৪ বঙ্গদেশে পুত্ত্রবান্ পুরুষঃ স্বার্জ্জিতং পৈতামহঞ্চ স্থাবরমস্থাবরঞ্চ ধনং পুত্ত্রাণাং সম্মতিং বিনা বন্ধক দান বিক্রয়ান্ কর্ত্তুং শক্নোতি, অপিচ স পুত্ত্রাণাং সম্মতিমন্তরেণৈব উইলপত্রদ্বারেণ তদ্ধনে তেষামধিকারং নিবারয়িতুং পরিবর্ত্তয়িতুং ব্যাঘাতয়িতুঞ্চ শক্নোতি†।

প্রমাণ

/০ পিতারই স্বত্ব, তবে বিভাগে বৈলক্ষণ্য না থাকাহেতু তুল্য স্বামিত্ব উক্ত হইয়াছে। এতাবতা স্বামিকৃত দান সিদ্ধ যেহেতু তাহা উন্মত্তাদি কৃত নয়। এবঞ্চ পিতার প্রভুত্ব নাই ইহা বলার দ্বারা তাঁহাকে বিষম বিভাগ করিতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে। অপিচ

/০ পিতুরেব স্বত্বং, তত্রচ বিভাগ বৈলক্ষণ্যাভাবায় তুল্যংস্বমিত্বমিত্যুক্তং, তথাচ স্বামিকৃতং দানং সিদ্ধ্যেত স্বামিনউন্মত্তাদি ভিন্নত্বাদিতি। এবঞ্চ ন প্রভুরিত্যনেনাপি বিষম বিভাগ নিবৃত্তিরেব কৃতা। এবং দান বিক্রয় করণ নিষেধশ্চ অধর্ম্ম জ্ঞাপনার্থং

* "শত বচনেও বস্তুর অন্যথা করিতে পারা যায় না" যথা—যদি এক ব্রাহ্মণ হত্যা হয়, তবে "ব্রহ্মহত্যা কর্ত্তব্য নয়" এই বচনে সে হত্যা আর ফিরে না, এবং ব্রহ্মহত্যা করাও অসাধ্য হয় না; তবে এই যে—তাহা পাপের জ্ঞাপক হয়। রঘুনন্দনের দায়ভাগ টীকা।

† এই আদালতের নিষ্পত্তি ও লোকের আচার ও ব্যবহারানুসারে সদরদেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক যে মত স্থিরীকৃত ও স্থাপিত হইতে পারে, তাহা এই যে—'পুত্ত্রবান্ হিন্দু (পুরুষে) পুত্ত্রদের সম্মতি বিনা বঙ্গদেশস্থিত পৈতামহ স্থাবর বিষয় বিক্রয় বা দান করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারে; অপিচ পুত্ত্রদের সম্মতি বিনা উইলের দ্বারা সে ঐ বিষয়ে তাহাদের অধিকার বারণ বা পরিবর্ত্তন করিতে অথবা তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের জজদিগের প্রার্থনানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের দত্ত মত। দ্রষ্টব্য—ক্লার্ক সাহেবের প্রকটিত নিষ্পন্ন মকদ্দমাতের রিপোর্ট, পৃ. ১০৪ ও ১০৫।

বঙ্গদেশীয় হিন্দু (পুরুষে) নিজ অধিকৃত বিষয় তাহা সঙ্ক্রান্ত বা স্বার্জ্জিত হউক উইল বা দান পত্রদ্বারা দিয়া যাইতে পারে, এবং ঐ দান বা লিগাসি তাহা পুত্ত্রের বা অপরের প্রতি হউক শাস্ত্রীয় বিধানের বিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দিত বা সদোষ হইলেও স্থিরতর থাকিবে। কোলব্রুক্ সাহেবের মত। ঐ, পৃ. ১১১। দ্রষ্টব্য—এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ২, পৃ. ৪২৩।

date the sale or other transfer. So likewise other texts (as this 'though immovables or bipeds have been acquired by a man himself, a gift or sale of them *should* not be *made* by him, unless convening all the sons,') must be interpreted in the same maner. For here the words "should be made" must necessarily be understood. Therefore, since it is denied that a gift or sale should be made, the precept is infringed by making one. But the gift or transfer is not null: for a fact cannot be altered by a hundred texts.*"

It was on the ground and plea of this passage that gift or other disposition of the whole of ancestral property, though illegal and sinful, was declared valid by some *pandits* who flourished at that time, and their opinion was followed by the then dispensers of justice, who had no means of acting independantly of the *pandits*. Thus the doctrine of '*factum valet quod fieri non debuit*' was introduced into our country with regard to alienation by males of any description of property, whether ancestral or acquired, real or personal; and it has been prevailing since. So now the settled and prevalent rule is, that—

Vyavasthá

354 A man, who has sons, can give, sell, or pledge, without their consent, his possessions, whether inherited or acquired, real or personal, and that, without the consent of the sons, he can, by will, prevent, alter, or affect their succession to such property.†

Authority

1. The father alone has absolute property; and equal dominion is affirmed to show that no unequal partition can be made in this case. Consequently, a gift made by the owner is valid, for he is not insane nor otherwise incapacitated. In like manner, by declaring that "the father has no power" &c. he is prevented from making an unequal division without a sufficient cause.

* 'A fact cannot be altered by a hundred texts:'—If a *bra'hmana* be slain, the precept "slay not a *bra'hmana*" does not annul the murder, nor does it render the killing of a *bra'hmana* impossible. What then? it declares the sin. RAGHUNANDANA on *Dáyabha'ga*, p. 32.

† "The only doctrine that can be held by the Sudder Dewanny Adawlut, consistently with the decisions of the Court, and with the customs and usages of the people, is, that a *Hindu*, who has sons, can sell, give, or pledge, without their consent, immovable ancestral property situate in the province of Bengal; and that, without the consent of the sons, he can, by will, prevent, alter, or affect their succession to such property." Opinion of the Sudder Dewanny Adawlut given on the requisition of the Supreme Court. See Clarke's Notes of the Decided Cases, pp. 104, 105.

A *Hindu* in Bengal may leave by will, or bestow by deed of gift, his possessions, whether inherited or acquired; and the gift or the legacy, whether to a son or to a stranger, will hold, however reprehensible it may be as a breach of an injunction and precept. Colebrooke's opinion. *Ibid*, p. 111. *Vide* Strange's Hindu Law. vol. II. p. 426.

দান বিক্রয় করণ নিষেধও অধর্ম্ম জ্ঞাপনার্থ দানাদির অসিদ্ধি নিমিত্ত নয়। ইহা জীমূতবাহনাদি মতে ব্যক্ত হইবে। বিবাদ ভঙ্গার্ণব।

৵ যে পিতা শাস্ত্রবিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন পুত্রকে অথবা অন্যকে নিজ পৈতৃক বা স্বার্জ্জিত সমস্ত বা অর্দ্ধেক স্থাবর দান করেন তাঁহার ঐ দান সিদ্ধ হইবে যদি তাহা কাম ক্রোধচ্ছলাদিতে না হইয়া থাকে, পরন্তু শাস্ত্র বিধান উল্লঙ্ঘন জন্য দুরদৃষ্ট হইবে। জীমূত বাহনাদির মতানুসারে পরে আরো বলা যাইতেছে। ঐ।

৶৹ এস্থলে সমস্ত স্থাবর দানে পরিবার পালনাভাবরূপই অধর্ম্মের কারণ দানাদি অসিদ্ধ নয় যেহেতু তাহা উন্মত্তাদি দোষ বর্জ্জিত স্বামিকৃত কর্ম্ম। জীমূতবাহন ধৃত (ব্যাস) বচন দ্বয়ও অধর্ম্ম জ্ঞাপনার্থ, বিক্রয়াদির অসিদ্ধ নিমিত্ত নয়। ঐ।

।৹ পৈতামহ সঙ্ক্রান্ত ধন অসিদ্ধ দান প্রকরণান্তর্গত না হওয়াতে—'মণিমুক্তা প্রবলানাং ইত্যাদি'—যাজ্ঞবল্ক্য বচন তাদৃশ দানে অধর্ম্ম ভাগিতা জ্ঞাপনার্থ নিষেধরূপ বিবেচিত। ঐ।

।৴৹ কেহই স্পষ্ট কহেন নাই যে পুত্রাদির সম্মতি বিনা পৈতৃক স্থাবর বিষয় দত্ত হইলে তদ্দান সিদ্ধ হইবে না। ঐ।

।৵৹ সর্ব্বস্ব দত্ত হইলে তদ্দান সিদ্ধ যেহেতু তাহা স্বামি কৃত, পরন্তু নিষেধ না মানার নিমিত্তে দাতার অধর্ম্ম হয়। স্মৃতি সার।

নতু দানাদ্যনিষ্পত্ত্যর্থং, এতচ্চ জীমূতবাহনমতে ব্যক্তী ভবিষ্যতি। বিবাদ ভঙ্গার্ণবঃ।

৵৹ যঃ কশ্চিত্ পিতা শাস্ত্রমুল্লঙ্ঘ্য কস্মৈচিৎ পুত্রায় অন্যস্মৈ বা পৈতৃকং স্বার্জ্জিতং বা সমস্তমর্দ্ধম্বা স্থাবরং দদাতি তত্তু দানং সিদ্ধ্যত্যেব, ইদং কাম ক্রোধচ্ছলাদি বিমুক্তত্বে সত্যেব, পরন্তু শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন জন্য দুরদৃষ্টং ভবতি। অধিকমগ্রে জীমূতবাহনাদিমতে বক্ষ্যতে। ঐ।

৶৹ অত্রচ সমস্ত স্থাবর দানে কুটুম্ব ভরণাভাব এবাধর্ম্মবীজংনতু দানাদ্যনিষ্পত্তিঃ উন্মত্তাদি ভিন্ন স্বামিকৃতত্বাৎ। জীমূতবাহন ধৃত (ব্যাস) বচন দ্বয়মপি অধর্ম্ম জ্ঞাপনার্থং নতু বিক্রয়াদ্যনিষ্পত্ত্যর্থং। ঐ।

।৹ 'মণিমুক্তা প্রবালানামিত্যাদি' যাজ্ঞবল্ক্য বচনংদানস্যাধর্ম্মভাগিতা জ্ঞাপনার্থং নিষেধ রূপমিতি বিবেচিতং—পৈতামহ সঙ্ক্রান্ত ধনস্যাদত্ত প্রকরণান্তর্গতত্বাভাবাৎ। ঐ।

।৴৹ কেনাপি ন স্পষ্টমভিহিতং যৎ পুত্রাদীনাং সম্মতিং বিনা পৈতৃক স্থাবরে দত্তে তদ্দানং ন সিদ্ধ্যেদিতি। ঐ।

।৵৹ সর্ব্বস্বে দত্তে তদ্দানং সিদ্ধ্যেৎ স্বামিকৃতত্বাৎ তস্য, পরন্তু নিষেধাতিক্রমাৎ দাতুরধর্ম্ম ইতি স্মৃতি সারঃ।

সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেব হিন্দু ল বিষয়ক নিজ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে পাঁচটি মকদ্দমা তুলিয়াছেন, তাহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মকদ্দমাতে উক্তমত আদৃত ও স্থাপিত হইয়াছে। ঐ তিন মকদ্দমাতে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা দানাদি বিষয়ে প্রধান নজীর। অতএব ঐ তিন মকদ্দমা এস্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল, এবং তৎ প্রতি উক্ত বিজ্ঞবর সাহেব ও সর্ টামস্ এস্ট্রেঞ্জ সাহেব যে বিবেচনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তত্তন্নিম্নে লিখাগেল। প্রথম মকদ্দমা চৈতন্য চরণ দত্তের বিরুদ্ধে মদন মোহন দত্তের উইলের এক্জিকিউটর রসিক লাল দত্তের ও হরলাল্ দত্তের (উপস্থিত)। এই মকদ্দমা সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেব সর্ টামস্ এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের কৃত (এলিমেন্ট্স্ অব্ দি হিন্দু ল নামক) গ্রন্থ হইতে তুলিয়া লয়েন। শেষোক্ত সাহেব লিখিয়াছেন—'অনুমান ১৭৮৯ সালে এই মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়; উইল কর্ত্তা হিন্দু জাতীয় ও চারি পুত্রের পিতা ছিল, এবং পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত উভয় রূপ বিষয় তাহার ছিল; সে নিয়োগের দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্রের সংস্থান করিয়া দিয়া এবং নিজ জীবন কালেই কনিষ্ঠ পুত্রের নিয়মিত ব্যয়ের

নজীর

**Again : donation and sale are forbidden, to show the immorality of the act, not to annul the gift or alienation ; and that is evident on the exposition of JI'MU'TAVA'HANA and the rest. Coleb.** Dig. vol. III. pp. 36, 37.

II. If any father, infringing the law, absolutely give away the whole or part of the immovable property acquired by himself, or inherited from his own father, that gift is valid, provided he be not impelled by lust, (or) wrath, (nor act with) guile, or the like. However, he commits the moral offence of violating the law. More on this subject will be subsequently delivered with the opinion of JI'MU'TAVA'HANA and the rest. *Ibid.* p. 37.

III. If the whole immovable property be given away, the consequent distress of the family, through want of subsistence, is the sole cause of moral guilt : the gift or alienation is not annulled ; for it is made by an owner, who is neither insane nor otherwise incapacitated. The two texts (of VYA'SA) cited by JI'MU'TAVA'HANA are also intended to show the immorality of the act, not to annul the sale or other alienation. *Ibid.* p. 39.

IV. The gift of wealth inherited from a grandfather not being included under the title of VOID GIFTS, the text of JA'GNYAVALKYA ('the father is master of gems,' &c.) is considered as a moral prohibition of such gifts. *Ibid.* vol. II. p. 118.

V. No one has expressly said, that the immovable patrimony, given without the assent of sons and the rest, is not a valid gift. *Ibid.* p. 159.

VI. The gift of a man's whole estate is valid, for it is made by the owner : but the donor commits a moral offence, because he observes not the prohibition. The *Smritisa'ra*. *Ibid.* p. 118.

Five cases have been cited by Sir William Macnaghten in the first chapter of his book on the Hindu law, in the first, second, and third of which the doctrine in question was held and inculcated. The decisions in those cases are the leading ones on the subject in question. They are therefore briefly noticed here with the able remarks thereon by the learned gentleman aforesaid and Sir Thomas Strange. The first case (on record) is that of Rasik La'l Datta and Hari La'l Datta, executors of the will of Madan Mohan Datta *versus* Choitanya Charan Datta. This case was taken by Sir William Macnaghten from the Elements of the Hindu Law by Sir Thomas Strange, who states that the case was decided about the year 1789 ; that the testator, a Hindu, the father of four sons, and possessed of property of both descriptions, ancestral and self-acquired, having provided for his eldest son by appointment, and advanced to the three younger ones in his life-time

Precidents

উপায় করিয়া দিয়া, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রকে দায়াধিকারে নিরাশ পূর্ব্বক তৎ কনিষ্ঠদিগকে স্বাধিকৃত সর্ব্বস্ব দিয়া যাওয়া উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। নিরাশকৃত পুত্র দ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ঐ উইলের প্রতি আপত্তি উপস্থিত করিল; পরন্তু আদালতের পণ্ডিতদিগের মত গৃহীত হইলে ঐ উইল্ স্থিরতর থাকিল। তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে ঐ উইল সিদ্ধ ইহা বলিয়া সঙ্ক্ষেপে উত্তর দিলেন,* এবং সর্ রবর্ট চেম্বরস্ ও সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেব এই মতানুসারি হইয়া নিষ্পত্তি করিলেন†। এস্ ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ১, পৃ. ২৬২। মেক্. হি. ল. বা. ১ পৃ. ৬।

দ্বিতীয় [illegible]দমা রেস্পণ্ডেন্ট্ (রাজা) ঈশ্বর চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে আপিলান্ট্ ঈশান চন্দ্র রায়ের উপস্থিতী কৃত। তদ্ যথা—

১৭৮১ সালে নদিয়ার জমীদার কৃষ্ণ চন্দ্র নিজ মৃত্যুর অল্প কাল পূর্ব্বে এক দান পত্র এই বয়ানে লিখিয়া যে তিনি স্থবিরাবস্থ ও আসন্ন মৃত্যু হইয়াছেন, তাঁহার জমীদারী (যাহাকে তিনি রাজ্য কহিয়া থাকেন) কখোন বিভক্ত হয় নাই, এবং তাঁহার বাঞ্ছা এই যে তাঁহার মরণান্তর পুত্রদের মধ্যে তদ্বিষয়ে বিরোধ নাহয়—ঐ দান পত্রদ্বারা সমুদায় জমীদারী তদীয় সত্ত্বাদি সম্বলিত ব[illegible]রি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিব চন্দ্রকে দিয়া কনিষ্ঠ তিন পুত্রের এবং অন্য দুই (মৃত) পুত্রের পোষ্য সন্তানদিগের জীবিকার্থ জমীদারীর আয় হইতে টাকা দেওয়ার নিয়ম করিয়া দিলেন। তদনুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তদ্বিষয়ে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার মরণে তৎপুত্র ঈশ্বর চন্দ্র তদুত্তরাধিকারী হইলেন। ১৭৮৯ সালের আগষ্ট মাসে কৃষ্ণ চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্রদের মধ্যে ঈশান চন্দ্র আপনাকে কৃষ্ণ চন্দ্রের পুত্রদের মধ্যে এক জন করার দিয়া ঐ জমীদারীর চারি ভাগের ভাগ পাইবার নিমিত্তে নিজ ভ্রাতৃ পুত্র ঈশ্বর চন্দ্রের নামে জিলা নদিয়ার আদালতে এই নালিশ উপস্থিত করিলেন—এই হেতুবাদে যে হিন্দুর দায়শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক পুত্র অংশ পাইতে অধিকারী। কৃষ্ণ চন্দ্র যে রূপ হস্তান্তর করিয়াছেন তাহা দান নয়, এবং একান্ত পক্ষে দান করিতে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। এতদ্বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নিজ পিতাকে লিখিয়া দেওয়া দলীলের অনুসারে সমুদায় বিষয়ে তাঁহার অধিকার থাকা এজাহার করিলেন। (বিরোধীয় জমীদারী বিভাজ্য কি না এই কথার অতিরেক) এ মকদ্দমাতে এই কথা বিচারের বিষয় হইল যে প্রতিবাদীর এজহারী দান করিতে শাস্ত্রানুসারে উক্ত জমীদারের ক্ষমতা ছিল কি না। ইহাতে এতদ্দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থ বহু পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা করাহয়; এবং তাঁহাদের অধিকাংশের মতে—ঐ জমীদারী পূর্ব্বে বিভক্ত হইয়া থাকুক বা না থাকুক—উক্ত জমীদার কনিষ্ঠ পুত্রদিগের বর্ত্তনোপায় করিয়া দিয়া জ্যেষ্ঠপুত্রকে জমীদারী অর্পণ রূপে যে দান করিয়াছেন তাহা যথাশাস্ত্র উক্ত হইল। নদিয়ার জজ ঐ দান এবং তাহাতে জাত যে অধিকার তাহা সিদ্ধ বলিয়া সমুদায় জমীদারী প্রতিবাদির হক্কে ডিক্রী করিলেন—এই নিয়মে যে বাদী মুদ্রারূপ জীবিকা পাইবেন। অনন্তর আপীলে সদর দেওয়ানী আদালতের জজেরা —শ্রীযুক্ত সি. ইষ্টুয়ার্ট সাহেব, এফ্. এসপিক সাহেব ও ডবলিউ কৌপর সাহেব—ঐ ডিক্রী স্থিরতর রাখিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত দ্বয় জগন্নাথ ও কৃপারাম যেসকল হেতুবাদে ব্যবস্থা দেন তদ্ যথা—প্রথম (হেতু) এই যে পিতা স্নেহ বশতঃ (কোন) পুত্রকে যাহা দান করেন তাহার অংশ ভ্রাতারা পাইবে না। দ্বিতীয় এই যে—দায়াধিকার প্রভৃতি

* কিন্তু উইল্ যে কিরূপ লেখ্য শাস্ত্র তাহা জানেন না। পণ্ডিতেরা যে কারণে ঐ ব্যবস্থা দেন বোধ হয় তাহা (ঐ স্বকীয় বিধান অর্থাৎ) এইযে কোন কর্ম্ম যদ্যপি দায়শাস্ত্রীয় বিধানুযায়ি না হয় এবং ব্যক্তিদের শাস্ত্রানুসারে অধিকার থাকে তথাপি কৃত হইলে তাহা যে সিদ্ধ ইহা নির্ব্বিবাদ। সর্ টামস্ এস্ট্রেঞ্জ্ সাহেবের বিবেচনা। দ্রষ্টব্য এলিমেন্ট্স অব্ দি হিন্দু ল. বা. ১, পৃ· ২৭২।

† ইহার (অর্থাৎ উক্ত ব্যবস্থার) উত্তর কেবল ইহাই দেওয়া যাইতে পারে যে সকল কারণ [illegible]তেরা ঐ ব্যবস্থা [illegible] ও জজেরা নিষ্পত্তি করিতে রত হইয়াছিলেন তাহা স্পষ্টতঃ আনুমানে মাত্র কথিত হইয়া[illegible] যদি তাদৃশ [illegible] প্রবল [illegible] কর্ম্মণ্য হইতে পায় তবে শাস্ত্রসমস্তের দফা রফা হইবে, ‘কৃত হইলে সিদ্ধ’ এই [illegible]রে সকল [illegible]ই সিদ্ধ হইবে। সর্ উইলিয়ম মেক্নাটন্ সাহেবেরবিবেচনা, দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৩ ও ৭।

the means of their establishment, thought proper to leave the whole of what he possessed to his younger ones, to the disherision of the two elder, of whom the second disputed the will; but it was established on reference to the *pandits* of the Court. Their answers were short; simply affirming the validity of the instrument according to the *Sha´stra.** Sir Robert Chambers and Sir William Jones concurred in this determination.† Strange's Hindu Law, vol. I. p. 262.

The second case is that of Eshan Chand Roy (Isha´n Chandra Ra´y) Appellant *versus (Ra´ja)* Eshor Chand Roy (I´shwar Chandra Ra´y) Respondent, which is as follows:—

In the year 1781, Kishen Chand, *Zemindar* of Nuddea, by a deed of gift executed shortly before his decease, reciting, that he was infirm and approaching to his end; that his *Zemindaree* (termed by him his *ra´j* or principality) had never been divided; and that he wished to prevent quarrels respecting it among his sons, after his death; settled the whole *Zemindaree* with its honours on Sheo Chand, the eldest of his four surviving sons, with pecuniary provision for the three younger, and for the adopted chidren of two other (deceased) sons, payable out of the proprietary income of the *Zemindaree.* The eldest son was accordingly put in possession of the estate; and at his demise was succeeded by Eshor Chand, his son. In August 1789, Eshan Chand, one of the younger sons of Kishen Chand, brought this suit in the Zillah Court at Nuddea, against his nephew Eshor Chand, for a fourth share of the *Zemindaree,* as one of the sons of Kishen Chand, on the ground that by the Hindu law of inheritance, each of the sons was entitled to a portion; that the disposition made by Kishen Chand was not a gift, and at all events that he had not by law power to make one; against which the defendant pleaded his title to the whole estate, under the deed in his father's favour: and the question in the case (independently of the point as to whether the *Zemindaree* was or was not subject to division) was whether the *Zemindar* was legally empowered, or not, to make the gift pleaded by the defendant. Numerous *pandits,* of different parts of the country, were consulted; and, according to the majority of their opinions, by which whether the *Zemindaree* had been previously exempt from division or not, the gift made by the *Zemindar,* settling the *Zemindaree* on the eldest son, with a provision for the younger ones, was declared legal. The Judge of Nuddea, maintaining the validity of the gift, and of the title derived from it, decreed the whole *Zemindaree* to be the right of the defendant, subject to a pecuniary provision for the plaintiff. And the Sudder Dewany Adawlut, in appeal, (present C. Stuart, F. Speke, and W. Cowper,) affirmed his decree. The opinion delivered by the two distinguished *pandits, Jaganna´th* and *Kripa´ra´m,* was founded on the following reasons: 1st, that, according to law, a present made by a father to his son through affection, shall not be shared by the brethren: 2nd, that, what has been acquired by

* Now the *Sha´stra* knows no such instrument as a will. The ground with the *pandits* probably was (the Bengal maxim) that however inconsistent the act with the ordinary rules of inheritance and the legal pretensions of the parties, *being* done, its validity was unquestionable. Remark by Sir Thomas Strange. See Elements of the Hindu Law vol. I. p. 262.

† To this it can only be answered, that the motives which actuated the *Pandits* in their exposition of the law and the judges in their decision, are avowedly stated on conjecture only; and that if such motives be allowed to operate, there must be an end to all law, the maxim of *factum valet* superseding every doctrine and legalising every act. Remark by Sir William Macnaghten. See his work on the Hindu Law, vol. I. . 6, 7.

পরিগণিত ধর্ম্ম্য উপায় কয়েকের যে কোন উপায়দ্বার যাহা উপার্জ্জিত হয় তাহা দানোপযুক্ত বিষয় বটে। তৃতীয় এই যে—সমদায়াদ অবিভক্ত বিষয়ের নিজ অংশ দানাদি করিতে পারে। চতুর্থ এই যে—যদিও পিতা ভূমি দিতে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন তথাপি যদি তিনি তাহা দেন তবে কেবল তাহার অধর্ম্ম হয় মাত্র কিন্তু দান সিদ্ধ হয়। পঞ্চম এই যে—রঘুনন্দন দায়তত্ত্বে পুত্রদের মধ্যে এক জনকে ভূমি দান নিষেধকরিয়া কেবল বস্ত্রালঙ্কার (দেওনের বিধান করিয়াছেন) তাঁহার এই মত তিনি যে জীমূতবাহনের মতানুসারী তন্মতের সহিত অনৈক্য—কেননা জীমূতবাহন কেবল ইহাই কহিয়াছেন যে তাহা করিলে পিতার গর্হিত কর্ম্ম করা হয়। ষষ্ঠ এই যে—রাজ্য ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেওয়া যাইতে পারে*। ২৩ ফেব্রুওরি ১৭৯২। স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ২ ও ৩।

* পৈতামহ ধনাধিকারী পিতা জ্যেঃ পুত্রকে বিষয় দিলে তাহা যদিও পিতার অকর্ত্তব্য কর্ম্ম স্বীকার করাযায় তথাপি পিতা প্রকৃত প্রস্তাবে দান করিলে তাহা জীমূত বাহন কর্ত্তৃক সিদ্ধ কথিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য কোল দা. ভা. চ্যা. ২. পারা ২৯. ও ৩০)। কেননা যেহেতু অপরকে সমুদয় বিষয় দান করিলে (তাহা দাতার নিন্দিত কর্ম্ম হইলেও) সিদ্ধ, অতএব অন্য পুত্রদের জীবিকা সংস্থান করিয়া দিয়া এক পুত্রকে বিষয় দিলে তাহা বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে সমভাবে সিদ্ধ বোধ্য। শাস্ত্র বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া দানাদি করাগেলেও তৎসিদ্ধি বিষয়ক জীমূতবাহনের মত যেমত উদাসীনের প্রতি তেমনি পুত্রদের প্রতি খাটনর পর ঐ মতের সঙ্গতি নিমিত্ত আবশ্যক হইতেছে যে তাহা পিতৃ কৃত বিভাগে তৎ পৈতামহ ধনের বিষম বা শাস্ত্র নিষিদ্ধ বিভাগ করণেও সমভাবে স্থাপিত হইয়া তাদৃশ বিভাগ পিতার পক্ষে অধর্ম্ম্য হইলেও সিদ্ধ বিচরিত হয়। এমকদ্দমাতে সদর কোর্টে নিযুক্ত পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু ইহা নজীর স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে, ও ইহাতে শাস্ত্র বিধানের বিপরীতে দান বা উইল দ্বারা অথবা বিভাগ রূপে বিষয় যথার্থতঃ দিতে পিতার ক্ষমতা বিষয়ক কথার নিস্পত্তি হইয়াছে। ঐ।

এই নোটে পৈতামহ ধন বিষম বিভাগ করিতে পিতার যে ক্ষমতা উক্ত হইয়াছে তাহা (সদর) আদালতের নিষ্পত্ত্যাদি মতে অশুদ্ধ ও ভ্রম ময় বোধ হইতেছে। স র টামস এস ট্রেঞ্জ সাহেবের প্রতি কোলব্রুক সাহেবের লিখিত চিঠী (যাহা এলিমেণ্টস অব দি হিন্দু ল. নামক গ্রন্থের ২ বালামের ৪২৩ ও ৪২৮ পৃষ্ঠায় প্রকটিত) এবং রাম কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারিদের বিরুদ্ধে ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকদ্দমা (যাহা সদর আদালতের রিপোর্ট বহির ২ বালমের ২০১ পৃষ্ঠায় প্রকটিত) দৃষ্টি করিলে বোধ হইবে যে পৈতামহ বিষয়ের বিষম বিভাগ করিতে পিতার ক্ষমতা নাই। পিতা তাদৃশ বিভাগ করিলে তাহা অসিদ্ধ ও নিবর্ত্তনীয়।

উক্ত হইয়াছে যে পণ্ডিতেরা উক্ত মতের প্রতি ছয় কারণ দর্শান, তাহার শেষ কারণ ভিন্ন অন্য কোন কারণ কোন ক্রমে আদরণীয় নয়। ঐ শেষ কারণ এই যে—রাজ্য ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেওয়া যাইতে পারে, ইহা যে যথার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই. এবং জমীদারীকে রাজ্য বলিয়া ধরিলে ঐ কারণ ইহাতেও প্রযুজ্য ও বিরোধীয় দান সিদ্ধির নিমিত্তে যথেষ্ট ছিল। অবিভক্ত বস্তু সমুহের মধ্যে রাজ্যও পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু আর যেসকল কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার উত্তর সঙ্ক্ষেপে এই রূপে দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম (কারণ) এই যে—'পিতা স্নেহ বশতঃ (এক) পুত্রকে যাহা দান করেন তাহার অংশ ভ্রাতারা পাইবে না'। ইহার প্রতি আপত্তি এই যে ঐ মত পৈতামহ ভিন্ন অন্য বস্তু বিষয়ক যাহার উপর পিতার প্রভুত্ব থাকা স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় এই যে—'দায়াধিকার প্রভৃতি পরিগণিত ধর্ম্ম্য উপায় কয়েকের যে কোন উপায় দ্বারা যাহা উপার্জ্জিত হয় তাহা দানের উপযুক্তবস্তু'—পরন্তু ইহা ঐ রূপ উপার্জ্জন যাহার ভাগী হইতে অন্য ব্যক্তি অধিকারী নয়, কিন্তু ইহা পৈতামহ বিষয়ে খাটেনা—যাহাতে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব কথিত হইয়াছে। তৃতীয় এই যে—'সমদায়দ অবিভক্ত বিষয়ের নিজ অংশ দানাদি করিতে পারে'—(উত্তর) তাহার এই ক্ষমতাস্বীকৃত হইয়াছে বটে. কিন্তু ইহাতে তাহার এমত ক্ষমতা পাওয়া যায় না যে সে অন্যের অংশও দানাদি করিতে পারে। চতুর্থ এই যে—'যদিও পিতা ভূমি দিতে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন তথাপি যদি তিনি তাহা দেন তবে কেবল তাঁহার অধর্ম্ম হয় মাত্র কিন্তু দান সিদ্ধ হয়'—এই উক্তি সেই বস্তুর প্রতি খাটে যাহাতে পিতার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। পরন্তু শাস্ত্রে যে উক্ত হইয়াছে যে পৈতামহ ধনে পুত্রাপেক্ষা পিতার ক্ষমতা অধিক নাই ইহা তাহার বাধক হইতে পারেনা। পঞ্চম এই যে—'রঘুনন্দন [illegible] তত্ত্বে পুত্রমধ্যে এক জনকে ভূমি দান নিষেধ করিয়া কেবল বস্ত্রালঙ্কার (দেওনের বিধান করিয়াছেন) তাঁহার [illegible] যে জিমূতবাহনের মতানুসারী তন্মতের সঙ্গেঐক্য হয় না—কেননা জীমূতবাহন কেবল ইহাই কহিয়াছে যে তাহা করিলে পিতার গর্হিত কর্ম্ম করা হয়'। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে (উভয় মতের মধ্যে) তাদৃশ অনৈক্য নাই। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭ ও ৮।

any of the enumerated lawful means, among which inheritance is one, is a fit subject of gift: 3rd, that a co-heir may dispose of his own share of undivided property: 4th, that although a father be forbidden to give away lands, yet, if he nevertheless do so, he merely sins, but the gift holds good: 5th, that RAGHUNANDANA, in the *Da'yatatwa*, restricting a father from giving lands to one of his sons, but clothes and ornaments only, is at variance with JI'MU'TAVA'HANA, whose doctrine he espouses, and who only says that a father acts blamably in so doing: 6th, that a principality may lawfully and properly be given to an eldest son.* 23rd February 1792. S. D. A. R. vol. I. pp. 2, 3.

* Admitting the father's disposition of his estate in favour of his eldest son to have been an improper exercise of power on his part, as possessor of the hereditary patrimony, still the validity of a gift actually made by a father is affirmed by JI'MU'TAVA'HANA (Ch. 2, paras. 29 and 30). For since the gift of the entire estate to a stranger would have been valid, (however blamable the act of the giver might be), the donation in favour of one son, with provision for the support of the rest, would seem to be equally valid according to the doctrine received in the province of Bengal. And after extending to the case of sons, no less than to that of strangers, JI'MU'TAVAHANA's position, respecting gifts valid, though made in breach of the law, it becomes necessary to the consistency of the doctrine equally to maintain, that a father's irregular distribution of the patrimony at a partition made by him in his life time, in portions forbidden by the law, shall in like manner be held valid, though on his part sinful. No opinion was taken from the law officers of the Sudder Court in this case. But it has been received as a precedent, which settles the question of a father's power to an actual disposition of his property, even contrary to the injunctions of the law, whether by gift, or by will, or by distribution of shares. *Ibid.*

According to the (Sudder) Court's decisions &c. this note seems to be erroneous and incorrect, as far as it regards the father's power of making irregular or unequal distribution of ancestral property. See Colebrooke's letter to Sir Thomas Strage (Elements of the Hindu Law, vol. II. pp. 223, 224,) and Bhowani' Charan Ba'narjya' *versus* the heirs of Ram Ka'nta Ba'narjya' (S. D. A. R. vol. II. p. 201, from which it will be seen that the father has no power to make unequal distribution of ancestral property, and that such distribution, if made, is invalid and revokable.

In this case the *Pandits* are stated to have assigned six reasons for this opinion, not one of which, except the last, appears entitled to any weight. The last reason assigned, namely, that a principality may lawfully and properly be given to an eldest son, is doubtless correct, and taking a *zemindaree* in the light of a principality, is applicable, and would alone have sufficed to legalize the transaction. . A principality has indeed been enumerated among things not partible. But with respect to the other reasons assigned, they may be briefly replied to as follows. To the first, that, "according to law, a present made by a father to his son, through affection, shall not be shared by the brethren," it may be objected, that this relates to property other than ancestral, over which the father is expressly declared to have control. To the second, "That what has been acquired by any of the enumerated lawful means, among which inheritance is one, is a fit subject of gift," that this supposes an acquisition in which no other person is entitled to participate, and not the case of an ancestral estate, in which the right of the father and son has been declared equal. To the third, "That a coheir may dispose of his own share of undivided property," that his right to do so is admitted; but this does not include his right to alienate the shares of others. To the fourth, "That although a father be forbidden to give away lands, yet if he nevertheless do so, he merely sins, and the gift holds good," that the precept extends only to property over which the father has absolute authority, and cannot affect the law, which expressly declares him to have no greater interest than his son in the ancestral estate. And to the fifth, "That *Raghunandana* in the *Da'yatatwa*, restricting a father from giving lands to one of his sons, but clothes and ornaments only, is at variance with JI'MU'TAVA'HANA, whose doctrine he espouses, and who only says that a father acts blamably in so doing," that no such variance in reality exists. Macn. H. L. vol. I. pp. 7, 8.

উক্ত রিপোর্টে তাবদ্বৃত্তান্ত না থাকাতে তৎসমুদায়ের অবগতি নিমিত্তে সর্ টামস্ এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের প্রকটিত রিপোর্ট যোগ করা গেল, তদ্যথা—

রেস্পণ্ডেণ্ট নবদ্বীপের বর্ত্তমান রাজা, আপিলাণ্ট তাঁহার পিতৃব্য হয়েন, এবং তাঁহার স্থানে জমীদারীর চারি ভাগের ভাগ দাওয়া করেন—এই হেতুবাদে যে তিনি (রেস্পণ্ডেণ্টের পিতামহ) রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের চারি পুত্রের মধ্যে এক জন, এবং তাহা হওয়াতে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তিনি ঐ রাজার (ত্যক্ত) ভূমি সম্পত্তির চারি ভাগের ভাগ পাইতে অধিকারী। প্রকাশ যে (এক বঙ্গ ভাষায় আর এক পারস্য ভাষায় লিখিত এই) দুই উইলের দ্বারা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আপনার সমুদয় জমীদারী জ্যেষ্ঠ পুত্র শিব চন্দ্রকে দিয়া যান, এবং ইনি তদনুসারে ঐ জমীদারী অধিকার করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়ানী সনদ হাসিল করেন। রাজা শিব চন্দ্রও উইলের দ্বারা আপনার সমুদয় জমীদারী জ্যেষ্ঠ পুত্র (রাজা) ঈশ্বর চন্দ্রকে অর্থাৎ রেস্পণ্ডেণ্টকে দিয়া যান। ঐ দুই উইলের সত্যতা সপ্রমাণ হইল, এবং পণ্ডিতদিগের অধিকাংশে উক্তি করিলেন যে তাহা শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ। অপিচ কানুনগোদিগের দাখিল করা ঐ রাজবংশাবলিপত্র হইতে প্রকাশ যে নদিয়ার জমীদারী কথনো বিভক্ত হয় নাই; এবং আইনের ১৩৭ আর্টিকেলে আদিষ্ট হইয়াছে যে জমীদারীর উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক মকদ্দমাতে জজসাহেবের উচিত যে যে পরগনাতে বিরোধীয় ভূমি থাকে তৎ পরগনার রীত্যনুসারে অথবা বাদির পরিবারের বিশেষ কুলাচারানুসারে তাহা স্থিরীকৃত হইয়া আসিয়াছে কিনা তাহা তদারক করিয়া নিশ্চয় করেন, এবং এ বিষয়ে যে প্রমাণ প্রাপ্ত হয়েন তাহা যে কেমত প্রামাণ্য তাহা নিজ বিচারপত্রে বিবেচনা করেন। এতাবতা আপিলণ্টের দাওয়া শাস্ত্র ও জমীদারীর আচার উভয়ের বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে।

পরন্তু আপিলাণ্ট জীবিকা পাইতে অধিকারী; এবং তিনি পূর্ব্বে যে মাসিক ২৫০ টাকা করিয়া পাইতেন তদতিরেকে (জিলার) জজ তাঁহাকে (আর) ২৫০ টাকা জমীদারী হইতে দেওয়ার আদেশ করিয়াছেন—এই হেতুতে যে পূর্ব্ব নিয়মিত সংখ্যা তাঁহার পদ ও অবস্থার উপযুক্ত নয়*। ২৩ ফেব্রুওরি ১৭৯২ সাল। জি. এইচ্ বার্লো (সাহেব) সদর দেওয়ানী আদলতের পরীক্ষক ও রিপোর্ট লেখক। দ্রষ্টব্য—এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু. ল. বা' ২, পৃ. ৪৩৫ ও ৪৩৬।

---

* এই মকদ্দমা এতদ্দেশের বৃহৎ জমীদারী সকলের মধ্যে এক জমীদারী বিষয়ক। উইলকর্ত্তা রাজা নিজ পিতার উইল অনুসারে তিন ভ্রাতাকে নিরাশ পূর্ব্বক যাবজ্জীবন তাহা ভোগ করিয়া নিজ পুত্রকে উইল করিয়া দিয়া যান. তাঁহার বিরুদ্ধে তৎপিতৃব্য ত্রয়ের এক জন চারি ভাগের ভাগ পাইবার নিমিত্তে নালিশ উপস্থিত করেন—এই আপত্তিতে যে পৈতামহ বিষয় এরূপে হস্তান্তর করিতে (প্রতিবাদির) পিতামহের ক্ষমতা ছিলনা। প্রতিবাদির পিতামহের কৃত উইল লইয়া তর্ক বিতর্ক হইল, ঐ দলীল মৃত্যুর আশঙ্কায় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে (অর্থাৎ বাদির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে) দান রূপে অর্পন করা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে আর আর পুত্রের বর্ত্তনের উপায় কিয়দংশে করা হয়, কিন্তু ঐ পুত্রেরা নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ পাইলে যৎ পরিমাণে অধিকারি হইতেন তাহার সহিত মিলাইলে তাহা অত্যল্প ছিল। উক্ত দুই উইলের শেষখানাতে লিখিত আছে যে ঐ জমীদারী কথনো বিভক্ত হয় নাই; দেশাচারানুসারে জ্যেষ্ঠপুত্রই তাহা বরাবর ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তদ্বিবেচনায় উইলকর্ত্তা নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে জ্যেষ্ঠপুত্রকে তাহা দিয়া যান, এবং ঐ দানের সাক্ষি হইবার নিমিত্তে ঐ ব্রাহ্মণদিগের সমাগম করান। তদনুসারে উইলের অতিরেক প্রতিবাদী হেতুবাদ করিলেন যে বিরোধীয় বিষয় যে প্রকার তাহাতে তাহা দায়াধিকারসূত্রে তাঁহারই, এবং মকদ্দমাতে ইহা বস্তুতঃ সপ্রমাণ হইয়াছে যে আর আর পুত্রকে নিরাশ করিয়া এক পুত্রই বরাবর তাহাতে ভোগবান্ হইয়া আসিয়াছেন, পরন্তু বরাবর জ্যেষ্ঠই যে ভোগবান্ এমত নহে কিন্তু (তদ্বিষয়ক) ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে কথনো তাদৃশ বিষয় রক্ষণাবেক্ষণে পুত্রদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য যে পুত্র তিনিই হইয়াছেন। এবিষয়ে শাস্ত্র কি তাহা জানিবার নিমিত্তে আপিল আদালতে যে সকল উপায় চেষ্টা হইয়াছিল তাহা যত দূর হইতে পারে সেই পর্য্যন্তই বটে; উভয়পক্ষে যে বহুপণ্ডিতের নাম করিয়াছিলেন কেবল তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল এমত নহে কিন্তু প্রদেশস্থ আদালতের পণ্ডিতদিগকে এবং সদরমোকামের পণ্ডিত দিগকেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে (কোলব্রুকের অনুবাদিত) ডাইজেষ্টের সংগ্রহকর্ত্তা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ছিলেন। এবং যদ্যপি জগন্নাথ লইয়া অধিকাংশ পণ্ডিতে বিষয় কিপ্রকারের—তাহা পৈতামহ বা স্বার্জ্জিত সাধারণ বা কাহারো স্বকীয়—তৎ প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কোন হিন্দু স্বেচ্ছাক্রমে তাহার বিষয় দান করিতে পারে—এই সাধারণ কারণের উপর উভয় উইলকর্ত্তার পক্ষে মত দিলেন, তথাপি (সদর) আদালত্ প্রতিবাদির পক্ষে হইয়াছিল যে ডিক্রী তাহা স্থিরতর রাখিয়া, ঐ বিষয় যে প্রকারের এবং যে প্রকারে তাহা দেশাচারানুসারে বরাবর ভোগ হইয়া আসিয়াছে

The above report does not give all the details: the report published by Sir Thomas Strange is therefore added to supply the deficiency. This is as follows;—

Appellant is the uncle of respondent, the present *Ra'ja'* of Nuddea; and claims from him one-fourth of that *zemindaree*, upon the ground of his being one of the four sons of *Ra'ja'* Krishna Chandra (the grandfather of respondent,) and therefore entitled to one-fourth of his landed property, agreeably to the Hindu law. It appears that *Ra'ja'* Krishna Chandra bequeathed by two wills (the one in the Bengalee, and the other the Persian language) the whole of the *zemindaree* to his eldest son *(Ra'ja')* Shib Chandra, who accordingly succeeded to the *zemindaree*, and obtained a *Dewanny Sunud* from Government. *Ra'ja'* Shib Chandra also bequeathed the whole of the *zemindaree* by will to his eldest son *(Ra'ja')* Ishwar Chandra, the respondent. The authenticity of the above wills is established; and a majority of the *Pandits* referred to have declared them valid according to the Hindu law. It further appears from the genealogical table of the family, dilivered in by the Ka'nu'ngos, that the *zemindaree* of Nuddea has never been divided; and by the 137th article of the Regulations, it is directed that, in cases of succession to *zemindarees*, the judge do ascertain whether they have been regulated by any general usage of the pergunnah where the disputed land is situated, or by any particular usage of the family suing; and do consider in his decision the weight due to the evidence on this head. It appears therefore that the appellant's claim is contrary both to law and the usage of the *zemindaree*

The appellant, however, is entitled to a maintenance; and the judge has awarded to him the further sum of Sicca Rupees 250 per month, to be paid from the *zemindaree*, in addition to the sum of 250 Rupees before received by him; upon the ground that the former sum was inadequate to his situation and circumstances.* 23d February 1792. (Strange's H. L. vol. II. pp. 435, 436). G. H. Barlow, *Examiner and Reporter to the Sudder Dewanny Adawlut.*

---

* It was the case of one of the great *zemindarees* of the country, which the testator, the *Ra'ja'*, having enjoyed during his life under the will of his father, to the exclusion of his three brothers, left by will to his son; against whom one of his uncles instituted a suit for the recovery of his fourth share, disputing the right of the grandfather, so to dispose of property that was ancestral. The question was discused upon the will of the grandfather of the defendant, which appears to have been an assignment in trust, by way of gift to his eldest son, the elder brother of the plaintiff, in contemplation of death; providing to a certain degree for his other sons, but very inadequately, compared with what they would have been entitled to had they been allowed to succeed to their legal shares. The latter of the two wills recited that the *zemindaree* never had been divided; but that, pursuant to the custom of the country, it had always been enjoyed by the eldest son; in consideration of which the testator had left it to his eldest son, in the presence of the Brahmins of Nuddea, whom he had assembled to be witnesses of the gift. Accordingly, the defendant contended, independent of the will, that the estate in question, according to the nature of it, was his, in right of inheritance; and it was proved in the cause in point of fact, that it had alwas been enjoyed by one son, in exclusion of the rest, though not uniformly by the eldest; but sometimes by the one deemed the fittest to manage a property of that description, pursuant to the spirit of the Hindu law in that respect. The means resorted to by the Court of Appeal, for information as to the the law, appears to have been as extensive as possible; references having been made, not only to numerous *Pandits* named by either party, but to the *Pandits* of the several courts in the provinces, as well as to those at the Presidency; among which latter was JAGANNA'TH TARKAPANCHA'NAN the compiler of the Digest. And, though a great majority, including JAGANNA'TH, were in favour of the acts of the two testators, upon the general ground of the competency of a Hindu to dispose of his property as he pleases, without regard to the nature of it, whether ancestral or acquired, public or private, yet the Court, affirming the decree which had been in favour of the defendant, expressly made the nature of the property, and the course in which it had always

তৃতীয় মকদ্দমা কৃষ্ণ কিঙ্কর তর্কভূষণের বিরুদ্ধে রামকুমার ন্যায়বাচস্পতির। তাহার নিষ্পত্তি ১৮১২ সালের ২৪ নবেম্বর তারিখে সদর দেওয়ানী আদালতে হয়। ঐ মকদ্দমাতে বিচরিত হয় যে আর আর পুত্রকে নিরাশ করিয়া পিতা এক পুত্রকে সমুদয় পৈতামহ বিষয় দিলে অথবা অপরকে দান করিলে (ঐ দান অধর্ম্ম্য হইলেও) বঙ্গদেশে স্বীকৃত মতানুসারে সিদ্ধ*। দ্রষ্টব্য—স. দে. আ. রি. বা. ২, পৃ. ৪২।

'কন্‌সিডরেসন্‌স্ অন্ দি হিন্দু ল' নামক পুস্তকে অনেক মকদ্দমা উল্লিখিত হইয়াছে, যাহাতে হিন্দুদের কৃত উইল সুপ্রীম কোর্ট কর্ত্তৃক স্থিরতর রহিয়াছে। উল্লিখিত মকদ্দমা সকলের মধ্যে নিম্ন ধৃত কএক মকদ্দমা বিশেষে মনোযোগার্হ।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতির বিরুদ্ধে নবকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতির মকদ্দমায় উইল-কর্ত্তা গোকুলচন্দ্র মিত্র নিজ উইল পত্রে ৺ মদন মোহন-জী প্রভৃতি বিগ্রহের সেবার নিমিত্তে বিশেষ বিষয় দেবোত্তর দানের পর স্পষ্টতঃ এমত উক্তি† করাতেও যে তাঁহার বিষয় অবিভক্ত থাকিবে আর্জি দাবীতে ঐ বিষয় বিভাগের প্রার্থনা করা হয়।

ডিক্রীতে উইল সাব্যস্ত হইল, এবং উইল-কর্ত্তা বিগ্রহের নিমিত্তে যেসকল নিয়ম করিয়াছিলেন তৎপ্রতি বিশেষ বিবেচনা করা হইল, কিন্তু বিষয় বিভাগ নাহওন বিষয়ে তাঁহার সুব্যক্ত অভিপ্রয়ের বিরুদ্ধে তাঁহার উইলে লিখিত অংশ পরিমাণে বিভাগ করিতে আদেশ করা হইল।

সর্ ফ্রান্সিস্ মেকনাটন্ সাহেব বিবেচনা করেন—"যদি উইলের অনুরোধে না হইত তবে অবশ্যই ভাগ সকল সমান হইত। এতাবতা আমার অনুমানে এই স্থির হয় যে যদিও সুপ্রীমকোর্ট পিতাকে

---

এই মোরাভিবকে বিচারের এক অঙ্গ করিয়া নিষ্পত্তি করিলেন, যথা উপরি প্রকটিত (আপেণ্ডিক্‌সে লিখিত) আবেস্ ট্রাক্ট-দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে)। আর এক বিষয় দেখা কর্ত্তব্য, তাহা এই যে উক্ত দুই উইলের প্রথম খানাতে বাদির জীবিকা সরূপ (মাসিক কেবল ২৫০ টাকা) যাহা লিখিত ছিল আদালত তাহাতে সন্তুষ্ট নাহইয়া তাহা বাড়াইয়া ৫০০ টাকা করিতে স্বয়ং ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন—এই হেতুবাদে যে পূর্ব্ব নিয়মিত সংখ্যা বাদির পদের ও অবস্থার উপযুক্ত নয় (যথা ডিক্রীতেই লিখিত আছে)। ইহাতে এক প্রকার দেখান হইয়াছে যে বঙ্গদেশেও আধুনিক ব্যবহারানুসারে পিতা পরিবারকে এককালে নিরাশতো করিতে পারেন না, পরন্তু নিজ সন্ততির পরিমাণে অনুপযুক্ত জীবিকা দিয়া যাইতেও পারেন না। এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ১, পৃ. ২৭২—২৭৫।

* ঐ মকদ্দমায় পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তৎ খণ্ডনার্থ তাঁহাদের ধৃত প্রমাণ কয়েকটি মাত্র লিখা আবশ্যক, ঐ প্রমাণ সকল তদ্বিপরীত মতের পোষকতাতেই বরং প্রযুজ্য। উক্ত ব্যবস্থার পোষকতায় যে সকল প্রমাণ ধৃত হয়, তদ্ যথা—১ দায়ভাগধৃত বিষ্ণু বচন—"পিতা যদি পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দেন, তবে স্বোপার্জ্জিত ধন যখন ইচ্ছা তখনি বিভাগ করিতে পারেন"। দায়ভাগে লিখত আছে—"মণিমুক্তা প্রবালাদি অস্থাবর ধন পিতামহ হইতে দায়রূপে প্রাপ্ত হইলে এবং উদ্ধৃত না হইলেও তাহাতে স্বার্জ্জিত ধনের ন্যায় পিতার প্রভুত্ব আছে, আর তাহা বিষম বিভাগ করিতে পিতার ক্ষমতা আছে; যথা যাজ্ঞবল্ক্য কহেন,—'মণিমুক্তা প্রবালাদি অস্থাবর বস্তু সমস্তেরই প্রভুপিতা, কিন্তু কি পিতা কি পিতামহ কেহই সমস্ত স্থাবরধনের প্রভু নহেন'। এস্থলে পিতামহের উল্লেখ হওয়াতে তাঁহার ধন বিষয়ক এই বচন। মণিমুক্তার উল্লেখ করিয়া পুনঃ সমস্ত শব্দের উল্লেখ করাতে ভূম্যাদি ব্যতিরিক্ত বিষয়ের দানাদিতে পিতার প্রভুত্ব (আছে) কিন্তু স্থাবর নিবন্ধ ও দ্রব্য (অর্থাৎ দাসপ্রভৃতি) দানাদি করিতে তাহার ক্ষমতা নাই। যেহেতু এস্থলে 'সমস্ত' কথিত হইয়াছে অতএব এই নিষেধে সমস্তবিষয়ের দানাদি প্রতিষেধ করা হইয়াছে যেহেতু (স্থাবরাদি বিষয়) পরিবারের পালনোপায়, যথা মনু নিশ্চয়রূপে কহিয়াছেন—'পোষ্যবর্গের পালন স্বর্গ ভোগের প্রশস্ত সাধন, পরিবারকে ক্লেশ দিলে নরক হয়, অতএব যত্নে পরিবার পালন করিবে'। পরিবারের ভরণ পোষণে ব্যাঘাত না হয় এমত অল্পবিষয় দানাদির বাধক ঐ নিষেধ নয়; কেননা (তদ্দ্বারা অল্প বিষয়েরও দান নিষিদ্ধ) হইলে 'সমস্ত' শব্দের উক্তি ব্যর্থ হইবে। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন—"যে ব্যক্তি শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম্ম নাকরে, ও যাহা দুষ্কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তাহা করে, এবং ষড়রিপুকে বশে নারাখে, সে পরলোকে শাস্তি পাইবে"। উক্ত মকদ্দমাতে পণ্ডিতেরা যে সকল প্রমাণ তুলিয়াছেন বিবেচনা করিলে স্পষ্টতঃ বোধ হইবে তাহা যে মতের পোষকতায় প্রয়োগ করার মনস্থ করা হইয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ কিছু মাত্র নয়। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৯ ও ১০।

† অর্থাৎ—উপরিস্থ লিখনানুসারে স্থাবরাদি বিষয় যাহা বিগ্রহদিগকে দিয়াছি তদ্ভিন্ন আমার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত স্থাবরাদি সকর ও নিষ্কর জমীদারী ও তালুক ও বাগান ও বাজার ও বাটী ও ভূমি প্রভৃতি স্থাবরাদি বিষয় যাহা আছে

The third case is that of Ra'm Kuma'r Nya'yaba'chaspati *versus* Krishna Kinkar Tarkabhú-shan, decided by the Sudder Dewanny Adawlut on the 24th of November 1812. In that case it was maintained that the gift by a father of the whole ancestral estate to one son, to the prejudice of the rest, or even to a stranger is a valid act, (although an immoral one,) according to the doctrine received in Bengal.*

Various cases have been cited in the "Considerations on the Hindu Law," in which wills made by Hindus have been upheld by the Supreme Court. The following perhaps are the most remarkable of the cases cited :—

In the case of Nabakrishna Mittra and others *versus* Harish Chandra Mittra and another, the bill of complaint prayed a partition notwithstanding the testator Gokul Chandra Mittra in his will, after giving certain property as *devottar* for the worship of the deity *Madan Mohan Ji'* and other idols, declared in the most express terms that his estate should remain undivided.†

By the decree the will was established, and the provisions which the testator made for his idols were particularly considered, but inspite of his express intention a partition was ordered according to the proportions directed by him in his will.

Sir Francis Macnaghten remarks : 'had it not been for the will, it (the partition) must of course have been equal. Hence, I think, we may conclude, although a father may be allowed by the

---

been enjoyed, according to the custom of the country, an ingredient in their determination ; as may appear from the extract inserted in the appendix. Another thing to be remarked is, that the Court, not satisfied with the sum specified in the former of the two wills, as a provision for the plaintiff, (being only 250 rupees per month), took upon itself to increase it to 500, upon the ground, as the decree declares, that the former sum was inadequate to his "situation and circumstances." This tends to show that even, in Bengal, under the modern practice, the father of a family, according to his means, cannot leave it inadequately provided for, much less entirely destitute. Strange's Hindu Law, vol. I. pp. 262—265.

* To refute the opinion declared by the *Pandits* on that occasion, it is merely necessary to state the authorities quoted by them, which would have been more applicable to the maintenance of the opposite doctrine. The following were the authorities cited in support of the above opinion. 1st. The text of *Vishnu*, cited in the *Da'yabha'ga* : "When a father separates his sons from himself, his will regulates the division of his own acquired wealth." 2nd. A quotation also from the *Da'yabha'ga* : "The father has ownership in gems, pearls, and other movables, though inherited from the grandfather, and not recovered by him, just as in his own acquisitions ; and has power to distribute them unequally ; as JA'GNYAVALKYA, intimates : The father is master of the gems, pearls, and corals, and of all (other movable property,) but neither the father nor the grandfather is so of the whole immovable estate. Since the grandfather is here mentioned, the text must relate to his effects. By again saying, "all" after specifying 'gems, pearls,' &c. it is shown, that the father has authority to make a gift or any similar disposition of all effects other than land, &c. but not of immovables, a corody, and chattels, (i. e. slaves ; ) since here also it is said 'the whole,' this prohibition forbids the gift or other alienation of the whole, because (immovables and similar possessions are) means of supporting the family. For the maintenace of the family is an indispensable obligation, as MANU positively declares : 'The support of persons who should be maintained, is the approved means of attaining heaven : but hell is the man's portion if they suffer. Therefore (let a master of a family) carefully maintain them. The prohibition is not against a donation or other transfer of a small part, not incompatible with the support of the family : for the insertion of the word 'whole' would be unmeaning (if the gift of even a small part were forbidden.) The text of JA'GNYAVALKYA, cited in *Pra'yashchitta-viveka* : "From the non-performance of acts which are enjoined, from the commission of acts which are declared to be criminal, and from not exercising a control over the passions, man incurs punishment in the next world." An examination of the authorities above quoted, as given by the law officers in the case in question, will make it evident that they are totally insufficient for the support of the doctrine to which they were intended to apply. Macn. H. L. vol. I. pp. 8—10.

† Namely ; 'Exclusive of the fixed &c. property, which I give to the deities as written above, my paternal and self-acquired fixed &c. property, subject to rent and rent-free zemindarees and talooks,

তাঁহার বিষয় অসমান বিভাগ করিতে ক্ষমতা দিতে পারেন, তথাপি তৎ সন্তানদিগকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অংশ পরিমাণানুসারে বিভাগ করণে নিবৃত্ত করিতে ক্ষমতা দিবেন না। যদিও ইহা সত্য বটে যে অসমান অংশ-পরিমাণের ও বিভাগের প্রতি আপত্তি উপস্থিত হয় নাই, তথাপি ইহাও সত্য যে অসমান বিভাগে যে যে ব্যক্তির ক্ষতি হয় তাহারা তাহাতে সম্মত হইলে আদালত ন্যায়্যরূপেই ঐ বিভাগ জারি করিতে পারেন, এবং উইল-কর্ত্তা যে দৃঢ়রূপে বিভাগ নিষেধ করিয়াছিলেন যদি তাহা করণে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার অধিকার থাকিত তবে বিভাগ করণে কোনক্রমে আদালত ন্যায়্যতঃ আদেশ করিতে পারিতেন না, অধিকারি ব্যক্তিরা নিজ নিজ অধিকার বিষয়ে ন্যূনতা স্বীকার করিতে সক্ষম বটে, কিন্তু উইল-কর্ত্তা যথাশাস্ত্র কোন নিয়ম করিলে তাহা রহিত করিতে আদালত সক্ষম নহেন।

কোন হিন্দুর মৃত্যুর পর তৎপুত্রেরা অথবা সন্ততিরা আপনাদের মধ্যে যে ভাগ করে তাহা উইলদ্বারা নিবারণ করিতে ঐ ব্যক্তির ক্ষমতা আছে কি না তাহা নিশ্চয় করা নিতান্ত আবশ্যক, পরন্তু (উইলের শেষ ভাগ যাহা আমি তাহা হইতে তুলিয়া লইলাম তাহার যে প্রকার অর্থ কেন করা যাউক না তদ্দ্বারা) আমার বোধ হইতেছে যে তেমত করিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই। কন্. হি. ল. পৃ. ৩২৩—৩২৮।

রামগোপাল মল্লিকের ও রামরতনু মল্লিকের বিরুদ্ধে রামতনু মল্লিক প্রভৃতি কর্ত্তৃক উপস্থিত তাহাদের পিতা মৃত নিমাই চরণ মল্লিকের কৃত উইল বিষয়ক মকদ্দমাতে সুপ্রীম কোর্টের জজেরা নিযুক্ত পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণ না করিয়া উইল বিষয়ক মত পূর্ব্বেই ব্যবস্থাপিত বিবেচনায় ঐ উইল মঞ্জুরি বিষয়ে সকলেই ঐক্যমত হইয়া যে ডিক্রী করিলেন তদ্যথা—"এই আদালত এই রূপ হুকুম দেওয়া ও ডিক্রী করা উচিত বোধ করেন (যথা তদনুসারে ডিক্রী ও উক্তি করা হইল) যে এই মকদ্দমার আর্জ্জী জওয়াব ইত্যাদিতে উল্লিখিত মৃত নিমাই চরণ মল্লিক হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিজ স্থাবরাস্থাবর পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত বিষয় সমুদায় উইলের দ্বারা দানাদি করিতে পারিতেন ও সক্ষমছিলেন।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে—উইল-কর্ত্তার উইলের ভাবার্থানুসারে এবং তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে তাৎপর্য্য গ্রহণাশয়ে আদালতের নিষ্পত্তি হয় যে—উইল-কর্ত্তা যত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে আদেশ করিয়াছেন ঐ সকলের সম্পন্নতার নিমিত্তে তাঁহার বিষয় হইতে তদুপযুক্ত টাকা দিতে হুকুম হইল; তিনি উইলের দ্বারা যাহাকে যাহা দিয়াছেন তৎসমুদয় দান স্থিরতর থাকিল; এবং নিমাই চরণ মল্লিক উইল না করিয়া মরিলে যেরূপে তাঁহার ধন বিলি হইত আর আর বিষয়ে তাহা তদ্রূপে বিলি হইল। অপিচ উইলের দ্বারা পৈতৃক স্থাবর বিষয় দানাদি করিতে হিন্দুর যে অধিকার তাহা আদালত স্পষ্টতঃ স্বীকার করিলেন; আমার বোধ হয় ইহার ভাবার্থ এই যে তাহা ইচ্ছানুসারে করিতে পারে। সর্ ফ্রান্সিস্ মেক্নাটন্ সাহেবের বিবেচনা। ঐ. পৃ. ৩৪০—৩৪৮।

উইল-কর্ত্তা দর্পনারায়ণ শর্ম্মার বহুতর স্থাবরাস্থাবর বিষয় ছিল। ঐ সমুদায় (যথা তৎকর্ত্তৃকই কথিত হইয়াছে) তাঁহার স্বোপার্জ্জিত। তাঁহার উইলে যেসকল নিয়ম লিখিত হয় তদ্যথা—"যেহেতু আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরাধামোহন বাবু ও তৃতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন বাবু গুরু ত্যাগ করিয়াছেন এবং মদ্য পান করেন ও আমাকে শাসাইয়াছেন যে হত্যা করিবেন, অতএব আমি তাঁহারদিগকে ত্যাজ্য করিলাম, আর

তাহা অবিভক্ত থাকিবে। তাহা দান বা বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর করিতে আমার উত্তরাধিকারিদের অধিকার থাকিবে না। এবং তাহা বিভাগ করিতে বা অংশ করিয়া লইতে তাহাদের কখনো ক্ষমতা থাকিবে না, তাহা বন্ধক দিতেও কাহারো ক্ষমতা থাকিবে না,—তাহা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে অবিভক্ত ও সাধারণ রহিবে"। অনন্তর তিনি নিজপুত্র জগমোহনকে নিজ বিষয়ের অধ্যক্ষ করিলেন, এবং উক্তি করিলেন যে তিনি যাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তাহারই হইবে, এবং ভাগের অসমানতা বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কোন দাওয়া হইবে না। কন্. হি. ল. পৃ. ৩২৪ ৩২৫।

Supreme Court to make an unequal distribution of his estate, that it will not allow him to restrain his descendants from partitioning according to the distribution he has made. It is true that the unequal distribution was not objected to, and that partition was not opposed, but it is also true that an acquiescence in the unequal partition by those parties whom it affected, would be sufficient to justify the Court in carrying it into effect, and that the Court could not be justified, under any circumstances, in directing a partition, the testator having peremptorily prohibited it, if he had had a right to prohibit it according to law, that the parties were competent to a surrender of their own rights, but that the Court was not competent to annul a provision which the testator might lawfully make.

It is certainly of importance to ascertain, whether or not a *Hindu* can, by his will, prevent his sons or descendants from making partition amongst themselves, after his death; and it appears to me (whatever construction may be put upon the last clause which I have quoted from the will) that he cannot do so. Cons. H. L. pp. 323—328.

In the case of Ra'm Tanu Mallik and others *versus* Ra'm Gopa'l Mallik and Ra'm Ratan Mallik, regarding the will made by their father Nima'i Charan Mallick, deceased, the Supreme Court, without referring to their Pandits, were unanimous in its favour, considering the point as already settled, and decreed as follows: "This Court doth think fit to order and decree, and it is accordingly decreed and declared, *that by the Hindu Law Nima'i Charan Mallik, deceased, in the pleadings of this cause mentioned, might and could dispose, by will, of all his property, as well movable as immovable, and as well ancestral as otherwise.*"

It is now to be observed, that the Court's decision was founded upon a construction of the testator's will, and an intention to construe it according to his meaning; that a sum sufficient for effectuating all the acts of piety he directed was ordered to be provided out of his estate for the purpose; that the legacies were all confirmed; that the estate was in other respects disposed of as it would have been had Nima'i Charan Mallik died intestate; and that the Court expressly declared the right of a *Hindu* to dispose of his ancestral immovable property by his will; which, as I conceive, meant according to pleasure. Sir Francis Macnaghten's Consideration, pp. 340—348.

The testator Darpa Na'ra'yan Sarmano *(Sharma')* was possessed of very large property, both movable and immovable. It was all, as he recited, self-acquired. His will contained the following provisions: "As my eldest son Sri' Ra'dha' Mohan Bábu and third son Sri' Krishna Mohan Ba'bu have discarded their *guru* (spiritual teacher,) and drink sprituous liquors, and

and gardens, bazars, and houses, and lands, and so forth, immovable, &c. property whatever, the same shall all remain undivided. My heirs shall not have or hold the right of disposing thereof by gift or sale, nor shall my heirs ever have power to divide and share the same, nor shall any one have power to mortgage the same, and the same shall in the succession of sons, grandsons, &c. remain undivided in common concern." He then makes his son Jaga Mohan, the manager of his property, and declares that what he has given to any one, shall be his, and there shall not be any claim among them on account of disproportion therein. Cons. H. L. pp. 324, 325.

তাঁহারদিগকে আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাধিকারে বর্জ্জিত করিলাম"। পরন্তু তাঁহাদের প্রতিপালন ও জীবিকার্থে তৎপ্রত্যেককে তিনি ১০০০০ টাকা দিলেন, এবং জ্যেষ্ঠাপত্নীর গর্ভজাত কনিষ্ঠপুত্র প্যারী মোহন বাবুকে (যিনি কালা ও গোঙ্গা ছিলেন) তাঁহার ভরণ পোষণার্থে ২০০০০ টাকা দিলেন।।

ত্যাজ্য পুত্রদ্বয়ের এক জন (অর্থাৎ) কৃষ্ণমোহন লোকান্তর গত হইলে তৎপিতা (অর্থাৎ) দর্প-নারায়ণের বিষয়ে তাঁহার যোগ্যাংশের নিমিত্তে ইজেক্‌ট্‌মেন্টের এক মকদ্দমা হয়। তাহাতে (দর্পনারায়ণ শর্ম্মার আর আর পুত্র অর্থাৎ) বাবু গোপীমোহন, হরিমোহন, লাডলি মোহন ও মোহিনী মোহন জওয়াব দাখিল করিলেন, এবং দর্প নারায়ণ প্রকৃত রূপে উইল করিয়াছেন ইহা সপ্রমাণ হওয়াতে প্রতিবাদিদের হকে ডিক্রী হইল। কন্. হি. ল. পৃ. ৩৪৯।

রামকৃষ্ণ মল্লিকের দুই পুত্র ছিলেন,* নামতঃ—বৈষ্ণব দাস ও সোনাতন, এবং নীলমণি নামক এক ভ্রাতৃপুত্র ছিলেন তিনি ঐ পুত্রদ্বয়ের জ্যেষ্ঠ। বাঙ্গালা ১২০০ সালের বৈশাখ মাসে অথবা ইংরাজি ১৭৯৩ সালের এপ্রেল মাসে (যৎকালে নীলমণি ষোল কি সতের বৎসর বয়স্ক ছিলেন) রামকৃষ্ণ উইলরূপে এক কাগজ লিখিত পঠিত করিয়া দেন ও তাহাতে তিনি উক্তি করেন যে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র (নীলমণি) ও পুত্রেরা সমুদয় বিষয়ের সমভাগে (অর্থাৎ প্রত্যেকে তিন ভাগের ভাগে) অধিকারি, এবং তাঁহার (অর্থাৎ রামকৃষ্ণের) মরণান্তর তিন জনে এইরূপে বিষয়ে ভোগবান্ হইবে। এই কাগজে রাম কৃষ্ণের দুই পুত্র ও ভ্রাতৃপুত্র নীলমণি স্ব স্ব সম্মতি লিখিয়া দিলেন।

সোনাতন মল্লিক এক পত্নী ও দুই দুহিতা রাখিয়া মরেন, তিনি এক উইল করেন যদ্দ্বারা নিজ স্থাবরাস্থাবর তাবদ্রূপ বিষয় ভ্রাতাকে দিয়া যান। সোনাতনের মৃত্যুর ষোল সতের বৎসর পরে ঐ পত্নী এই এজহারে যে তাহার স্বামী উইল করেন নাই নালিশ করিয়া তদ্বিষয় দাওয়া করিল, কিন্তু ঐ উইল সাব্যস্ত হইল।

নীলমণি নিজ মৃত্যুর প্রায় আটার মাস পূর্ব্বে রাজেন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করিলেন, পরন্তু রামকৃষ্ণ যে বিভাগ করিয়া ছিলেন তাহাতে এবং সোনাতনের উইলেও তিনি সম্মত হইয়া বৈষ্ণব দাসের সহিত একত্র থাকিতে লাগিলেন; উক্ত দুই দান দ্বারা ঘরাও বিষয়ের দুই তেহাইতে বৈষ্ণব দাস এবং এক তেহাইতে নীলমণি অধিকারি হইলেন।

রাজেন্দ্র ও বৈষ্ণব দাসের মধ্যে যে মকদ্দমা ও পালটা মকদ্দমা হয় তাহার ইশু হওয়ার পর ১৮২৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে আরো আদেশের নিমিত্তে দর পেশ হইল; এবং তখন (আদালতের) উক্তি হইল যে আরবা কাগজে লিখিত স্থাবরাস্থাবর বিষয়ের দুই তেহাইতে বৈষ্ণব দাস অধিকারী। কন্. হি. ল. পৃ. ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩ ৩৬৬, ৩৩৬৯।

এই মকদ্দমার কতক কাগজ (যাহা সোনাতনের অংশ সম্বন্ধীয় তাহার) দ্বারা অনুভব হইতে পারে যে কোন হিন্দু উইলের দ্বারা নিজ স্থাবরাস্থাবর পৈতৃক বিষয় হস্তান্তর করিতে পারে। এবং উইলের দ্বারা যে ব্যক্তিকে বিষয় দত্ত হইয়া থাকে তদপেক্ষা পত্নী ও দুহিতারা তৎসমুদয় বিষয়ে নির্ব্বিবাদ রূপে প্রশস্ততর অধিকারি হইলেও ইহারদিগেকে নিরাশ করিয়া তাদৃশরূপে দানাদি করিতে পারে। সর্ ফ্রানসিস্ মেকনাটন্ সাহেবের বিবেচনা।

অপিচ সাধারণ বিষয় পৈতৃক স্থাবরাস্থাবর উভয়রূপ উইলেও কোন হিন্দু অর্দ্ধেকের পরিবর্ত্তে এক তেহাই লইতে স্বীকার করিলে উইল দ্বারা সে নিজ দত্তক পুত্রকে ঐ স্বীকারে বদ্ধ করিতে পারে। সর্ ফ্রান্সিস্ মেকনাটন্ সাহেবের বিবেচনা। ঐ, পৃ. ৩৬৯।

রাজা নবকৃষ্ণের—রাজা রাজকৃষ্ণ নামক ঔরস ও গোপীমোহন দেব নামক দত্তক পুত্র থাকিতেও, তিনি উইলের দ্বারা একখান পৈতৃক তালুক ভ্রাতৃপুত্রদিগকে দিলেন। এবং উইলের এক ভাগে নির্দ্দ

have threatened to murder me, I have discarded them, and debar them from performing the ceremonies of burning my body and *sra´ddha*." He then gives to each of them 10,000 rupees, for their support and maintenance, and bequeaths to his youngest son, by his first wife, Pya´rí Mohan Ba´bu, he being deaf and dumb, 20,000 rupees for his maintenance.

An action of ejectment was brought upon the demise of Krishna Mohan, one of the discarded sons, for his share of Darpa Na´ra´yan's (his father's) estate. To this Ba´bus Gopi´ Mohan, Hari Mohan, La´dli Mohan, Mohani Mohan (the other sons of Darpa Ná´ra´yan Sarma´) took defence, and upon proof of Darpa Na´ra´yan's will being duly made, there was a verdict for the defendants. Cons. H. L. p. 349.

Ra´mkrishna Mallik had two sons,—namely, Boishtam Da´s and Sona´tan Da´s, and one nephew named Nîlmani, who was elder than the sons. In the month of Boisák, Bengal year 1200 or April 1793, (Ni´lmani then being sixteen or seventeen years of age,) Rám Krishna executed a paper in the nature of a will, by which he declared his nephew (Nîlmani) and his sons entitled in equal shares (each one third) to the whole of the property, and that it was to be so enjoyed by the three upon the death of him (Ra´m Krishna.) To this paper the two sons of Rám Krishna and his nephew Nîlmani signified their assent in writing.

Sona´tan Mallik, who left a widow and two daughters surviving him, made a will by which he left his property, which consisted of every description, to his brother. Nearly sixteen years after the death of Sonátan, the widow filed her bill, alleging her husband's intestacy, and claiming his estate, but the will was established.

Nîlmani, about eighteen months before his death, adopted Ra´jendra as his son, but he continued to live with Boistam Da´s, acquiescing in the apportionment of the estate which had been made by Ra´m krishna, and also in the will of Sona´tan; by which two dispositions, Boishtam Da´s became entitled to two-thirds, and Nîlmani entitled to one-third of the family estates.

The cause and cross cause, between Ra´jendra and Boistam Da´s, after the finding of the issue, came on for further directions upon the 8th of February, 1824; when it was declared that Boistam Da´s Mallik was entitled to two-thirds of the property, movable and immovable, in the pleadings mentioned. Cons. H. L. pp. 361, 362, 363, 366, & 369.

It may be inferred from the part of this proceeding, which relates to Sonatan's share of the estate, that a Hindu may by will dispose of his ancestral immovable, as well as movable property, and that he may do so to the prejudice of his wife and daughters, although they were unquestionably entitled, by the Hindu law, to the whole of his estate in preference to the person to whom it was given by will.

And further, that a *Hindu* may by his will bind his adopted son to an agreement, into which he himself had entered, to receive one-third, instead of one half, of the joint family estate; although it consists of ancestral immovable as well as movable property. Sir Francis Macnaghten's Considerations, p. 369.

Ra´ja´ Nabakrishna, although he had a begotten son Ra´ja´ Ra´jkrishna, and an adopted son Gopi´ Mohan Deb, left by his will an ancestral *ta´look* to the sons of his brother; and in one

রূপে দান করিয়া পুনরায় তৎপর ভাগে ইহা কহিয়া যে—'এই উইলে বাদি প্রভৃতি যাহাকে যাহা দত্ত হইল যদি তাহারা কেহ কিম্বা তদুত্তরাধিকারিরা রাজকৃষ্ণের স্থানে [illegible]রিক্ত দাওয়া করে তবে এই উইল অনু-সা[illegible]হার যে স্বত্ব তাহা ধ্বংস হইবে'—ঐ দানকে শরত্তি ও প্রত্যাহার্য্য করিলেন। এমত করিতে তাঁহার অধিকার থাকার বিষয়ে কেহ কোন আপত্তি করিলেক না; এবং (গোপীমোহন দেব ও রাজা রাজকৃষ্ণ আপোসে বিরোধ নিষ্পত্তি করণের পর) [illegible] সালের জুন মাসে কৃত ডিক্রীতে উক্তি হইল যে তাঁহারা যৌত অধিকারি রূপে রাজা নবকৃষ্ণের বিষয় লইবেন,—তথাচ রাজা নবকৃষ্ণ নিজ শেষ উইলে যে সকল নিয়ম করিয়াছেন তন্মধ্যে যাহা গোপীমোহন দেবের ও রাজা রাজকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ রাখে তদ্ব্যতিরেকে আর সকল নিয়ম তাঁহারদিগকে পালন করিতে হইবে। দ্রষ্টব্য কন্. হি. ল. পৃ. ৩৫৬। মর্লি্তর সংগ্রহীত হিন্দু ল. ঘটিত মকদ্দমাং পৃ, ৩৯৯।

পরে উপস্থিত দান[illegible] উইল বিষয়ক সকল মকদ্দমাতেই প্রায় উক্ত রূপে বিচার হইয়াছে, তন্মধ্যে কতিপয় নিষ্পত্তির ম[illegible]

সৎবংশী প্রভৃতির বিরুদ্ধে রামনারায়ণ দত্ত প্রভৃতির মকদ্দমাতে বিচরিত হইয়াছে যে দানপত্রে বিশেষ শরত্ থাকিলেও তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে। এবং দানপত্রে এমত নিয়ম করিয়াও যে গ্রহীতা দাতাকে যাবজ্জীবণ প্রতিপালন করিবে, এবং ঐ দান জন্য গ্রহীতা দাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবে, কোন ব্যক্তি অন্যকে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারে। ২৩ জুন ১৮৪২ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ৩৭৭।

মোসম্মাৎ দাসী দাসীর বিরুদ্ধে তারিণী চরণের মকদ্দমাতে বিচরিত হইয়াছে যে বঙ্গদেশীয় কোন হিন্দু পত্নী জীবিত থাকিতেও আপনার সমুদায় বিষয় দানপত্র দ্বারা যথা শাস্ত্ররূপে ভ্রাতাকে দিতে পারে। ৩১ জুলাই ১৮৩২ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৩ পৃ. ৩৯৭।

শ্রীমতী নিমু দাসীর বিরুদ্ধে জগমোহন রায়ের মকদ্দমাতে বিচরিত হইয়াছে যে কোন হিন্দু তৎপুত্রেরা জীবিত থাকিতে তাহাদের সম্মতি বিনা পৈতামহ স্থাবর বিষয় উইল দ্বারা দানাদি করিতে পারে। ২১ জুন ১৮৩১ সাল। নিষ্পন্ন মকদ্দমাৎ বিষয়ক ক্লার্কের নোট, পৃ. ১০১—১১৯।

(মৃত) সূর্য্যকুমার ঠাকুরের পত্নী পতির উত্তরাধিকারিণী করায়ে এবং যে উইলের দ্বারা তিনি পত্নীকে কিছু টাকা দিয়া বকী সমুদায় স্থাবরাস্থাবর পৈতামহ ও স্বার্জ্জিত বিষয় ভ্রাতাদিগকে দিয়া যান সেই উইল অস্বীকার পূর্ব্বক নালিসী আর্জি দাখিল করিলেন, পরন্তু উক্ত উইল উত্তম রূপে সাব্যস্ত হইল এবং আর কোন আপত্তি উপস্থিত হইল না। কন্. হি. ল. পৃ. ৩৬০ ও ৩৬১।

রঘুনাথ পালের উইল বিষয়ক মকদ্দমাতে বিচরিত হইয়াছে যে পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মাসিক অল্প বরাদ্দ করিয়া দিয়া স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় কনিষ্ঠ পুত্রদের মধ্যে অসমান ভাগ করিয়া দিতে পারেন। কন্. হি. ল. পৃ. ৩৭৯, ৩৭৯।

রামহরি বিশ্বাস উইলের দ্বারা ভূমিরূপ স্থাবর বিষয়ের বারআনা প্রাণকৃষ্ণ (বিশ্বাসকে) ও চারিআনা জগমোহনকে দেন। এই উইল সাব্যস্ত ও সিদ্ধ হইল, রামহরি উইলের দ্বারা স্থাবর বিষয়ের অসমান বিভাগ করিতে পারেন কি না এ আপত্তি উপস্থিত হইল না। কন্. হি. ল. পৃ. ৩৭০ ও ৩৭১।

অনেক উইলে দেবসেবার বৃত্তি ও ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যয় বিধান করা হইয়াছে এবং তৎসমুদায় আদালত কর্ত্তৃক প্রতিপালিত ও নিষ্পাদিত হইয়াছে। কন্. হি. ল. পৃ ৩২২।

শ্রীমতী সোনা দেবী প্রভৃতির বিরুদ্ধে রামদুলাল সরকার ও চৈতন্য চরণ সেটের মকদ্দমাতে রাধাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উইল সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হয়, ধর্ম্ম কর্ম্ম করণের ও পরিবারীয় দেবসেবার উপায় বিধান করিতে কোন হিন্দুকে যে ক্ষমতা আছে ইহা আদালত সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কন্. হি. ল. পৃ. ৩৩১—৩৩৫।

part of the will he made an absolute gift, and again in a subsequent part he made it conditional and retractable, declaring "plaintiff and the other legatees or their respective heirs to forfeit all right under the will respectively, in case of making any claim upon Rajkrishna for more than is bequeathed by the will." His right to do so was not questioned by any one; and by a decree passed in June 1800, (after Gopi' Mohan Deb and Ra'ja' Ra'jkrishna had settled their disputes,) it was declared that they should take the estate and property of Ra'ja' Nabakrishna as tenants in common; subject neverthless, to *all the provisions, made by the last will and testament of Ra'ja' Nabakrishna,* except only as to those provisions which respect Gopì Mohan Deb and Ra'já Ra'jkrishna. See Cons. H. L. p. 356. And Montriou's Cases of the Hindu Law, p. 399.

Similar judgments have been passed in almost all the subsequent cases regarding gift or will. Some of them in substance are as follows :—

In the case of Ra'm Na'ra'yan Datta and others *versus* Satbansi' and others, it was held that a deed of gift may be valid though clogged with certain conditions, and a person may convey all his property to another, though there be stipulations in the deed, that the donor should be maintained by the donee during his life-time, and that the exequial ceremonies of the former should be performed by the latter in consideration of the gift. 23rd June 1842. S. D. A. R. vol. III. p. 377.

In the case of Ta'riní Charan *versus* Mussumat Da'sí Da'sí, it was held that a *Hindu* of Bengal may lawfully convey all his property, by a deed of gift, to his brother, notwithstanding that he has a wife living. 31st July 1842. S. D. A. R. vol. III. p. 397.

In the case of Jaga Mohan Ra'y *versus* Sri'matì Nímu Da'sí, it was held that a Hindu having sons living may dispose of immovable ancestral estate by will, without their consent. 21st June 1831. Clarke's Notes of decided Cases, pp. 101—119.

Shúrja Kuma'r Tha'kur's widow filed a bill claiming as her husband's heir, and denying the existence of the will, by which he left a sum of money to his wife, and all the rest of his property, movable and immovable, ancestral and self-acquired, to his brothers: the will was well proved and no further question was raised. Cons. H. L. pp. 360, 361.

In the case of Raghu Na'th Pa'l's will it was held that a father may distribute self-acquired property, movable and immovable, by will unequally among younger sons, leaving his eldest son a small monthly allowance. Cons. H. L. pp. 369, 370.

The will of Ra'm Hari Bishwa's, by which he left Pra'n Krishna three-fourths, and Jaga Mohan one-fourth, of his landed or immovable property, was established and held valid, no objection being raised whether Ra'm Hari could not make an unequal distribution of immovable property by his will. Cons. H. L. pp. 370, 371.

Many of the wills made a provision for idols' establishments, and directed an expenditure for superstitious purposes; and they all have been carried to effect. Cons. H. L. p. 322.

In the case of Ra'm Dula'l Sarka'r and Choitanya Charan Set *versus* Srimatì Sona' Debí and others, the will of Ra'dha' Ka'nta Chattopa'dhya'y was completely established as to all its provisions, and the court most fully recognised the right of a Hindu to make provision by his will for the performance of religious ceremonies and the maintenance of his family idols. Cons. H. L. pp. 313—335.

প্যাট্রিক ট্রেল্যাণ্ড ও হেনরি ভোজ সাহেবের বিরুদ্ধে দেবনাথ সান্যাল প্রভৃতির মকদ্দমাতে দৃষ্ট হইবে যে ৩৩৫৫০১ সংখ্যক টাকার বিষয়ের মধ্যে হইতে ২২৬২৫০ টাকার অর্থাৎ দুই লক্ষের অধিক টাকা উইলকর্ত্তা নিজ উইলে যেমত ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয় করিতে কহিয়াছিলেন তদনুসারে আদালত ঐ টাকা তত্তৎ কর্ম্মে ব্যয় করিতে আদেশ করিলেন। কন্. হি. ল. পৃ. ৩৭৬।

এইরূপে যে কোন রূপ উইল ও দানপত্র আদালতে গ্রাহ্য হইতে থাকিল। তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও অন্যায় হওন বিষয়ে কেহ কথাটিও কহিল না। পরে সদরের বেঞ্চ সংস্কৃতশাস্ত্র বিসারদ বিখ্যাত কোলব্রুক সাহেবে সুশোভিত হইলে ইনি সর্ টামস্ এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের প্রেরিত প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গাদি দেশ প্রচলিত শাস্ত্রের যথার্থ মত লিখিয়া নিজ মত প্রকাশ করিলেন, তদ্যথা—"কিয়ৎ বৎসর গত হইল এই প্রশ্ন আন্দোলিত হইয়া তৎকালে তৎপ্রতি অনেক বিবেচনার পর এখানে ব্যবস্থাপিত হয় যে (যদ্যপি সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেবের উক্তিমতে হিন্দুদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে উইলের প্রসঙ্গ মাত্র নাও থাকে তথাপি) হিন্দুর মকদ্দমাতে উইল অবশ্য গ্রাহ্য ও সিদ্ধ হইবে—কেননা তাহা বস্তুতঃ মৃত্যুর আশঙ্কায় কৃত দান মাত্র, যদিও হিন্দুদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে তদ্বিষয়ে অনুমতি নাই তথাপি তদ্বিষয়ে কোন নিষেধও নাই; অতএব তাহা এমত দান বিবেচনা করিয়া যাহা বিশেষ ঘটনায় (অর্থাৎ দাতার মরণে) ভবিষ্যতে কার্য্য কারক হইবে, আমি বোধকরি তাহা দান বিষয়ক সাধারণ বিধানের অধীন হইবে"। এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ২, পৃ. ৪১৯।

উক্ত উত্তর দেওনের অল্পদিবস পরে তিনি আরো প্রচুররূপে উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রের মর্ম্ম প্রকাশ পূর্ব্বক নিজমত লিখিলেন, তদ্যথা—

"অল্প দিবস হইল লিখনে ব্যক্ত করিয়াছি যে আমার বিবেচনায় হিন্দুদের উইল অবশ্যই দান বিষয়ক সাধারণ বিধানের অধীন হইবে। আমি বিবেচনা করি যে যে বিষয় কোন ব্যক্তি জীবন কালে দান করিলে দান সিদ্ধ হয় সেই সেই বিষয়ে ইহাও সিদ্ধ থাকিবে, অন্যতঃ থাকিবে না। আমার আরো বক্তব্য এই যে পিতা জীবনকালে বিভাগ করণের (অর্থাৎ পিতৃকৃত বিভাগের) যে সকল বিধান আছে উইলকর্ত্তা নিজ পরিবারকে যে সকল লিগাসি দেন তাহা অবশ্য ঐ সকল বিধানান্তর্গত হইবে। আমি যে ব্যবস্থা করি তাহা এই যে—কোন ব্যক্তি দানপত্র দ্বারা অথবা পৈতৃক বিষয় বিভাগে যাহা দিতে পারে না তাহা উইলের দ্বারা (যাহা আমার বিবেচনায় মৃত্যুর আশঙ্কায় দান বই নয়) অপরকে অথবা স্বসম্পর্কীয়কে দিতে পারে না। এবিষয়ে যতদুর বলা যাইতে পারে তাহা এই যে—কোন ব্যক্তি বিভাগে অথবা জীবিত অবস্থায় দান রূপে যাহা দিতে বা করিতে পারে উইলের দ্বারা তাহাই দিতে বা করিতে পারে। যাহা দিতে উইলকর্ত্তার ক্ষমতা আছে উইলকে তদ্বিষয়ক দান বিবেচনা করিয়া, এবং সে যাহা বিভাগে ভাগ করিয়া দিতে পারে কিন্তু দান করিতে পারে না উইলকে তদ্বিভাগ রূপ জ্ঞান করিয়া, উইলের যত শক্তি হইতে পারে তাহা স্বীকার পূর্ব্বক ইহা লিখিত হইল।

আমি যে ব্যবস্থা কহিলাম তদনুসারে বঙ্গদেশস্থ হিন্দু স্বোপার্জ্জিত সমুদয় দিয়া যাইতে পারে; কিন্তু পুত্র সত্ত্বে পৈতামহ ধন স্বেচ্ছানুসারে দিতে প্রতিষিদ্ধ হইবে। যে যে প্রদেশে মিতাক্ষরার মত প্রবল তাহাতে কোন হিন্দু স্থাবর ধন দিতে এবং স্বাধিকৃত ধন শাস্ত্রের বিধান ভিন্ন অন্য রূপে পুংসন্ততির মধ্যে বিভাগ করিতেপ্রতিষিদ্ধ। এতাবতা শাস্ত্রবিরুদ্ধ রূপে স্থাবর ধন বিভাগ করিলে সে নিবারিত হইবে। কিন্তু স্বাভাবিক স্নেহ বশতঃ অস্থাবর ধন শাস্ত্রের অনুমতানুসারে দিতে পারে, তথাচ তৎ সর্ব্বস্ব দিতে পারে না।

সংক্ষেপতঃ, যদি পুত্র অথবা পুংসন্ততি না থাকে, এবং বিষয় সমদায়াদগণের সহিত ভাগে না থাকে, তবে কোন ব্যক্তি স্বাধিকৃত সকল ধন (তাহা পৃথক্ ও ভিন্ন হওয়াতে) ইচ্ছানুসারে উইলের দ্বারা দিতে পারে। সমদায়াদ থাকিলে যৌত বিষয়ের নিজ অংশ সমুদয় দান করিতে পারে না; এবং পুত্র থাকিলে স্বাধিকৃত সমস্ত বিষয় দান করিতে পারে না। এস্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ২, পৃ. ৪২৩ ও ৪২৪।

In the case of Deb Na'th Sa'ndyál and others *versus* Patrick Maitland and Henry William Doz, it will be seen that out of an estate amounting to 335,501 rupees, the Court ordered the sum of 226,250 rupees, or upwards of two *laks* of the whole, to be applied to religious purposes, as the testator had directed by his will. Cons. H. L. pp. 371—376.

Thus the courts of justice went on upholding wills and deeds of gift of any description, and no one said a word againt the legality and propriety of the same, until the Sudder bench was graced by Mr. Henry Colebrooke, that emiment Sanscrit scholar, who, in reply to the questions sent by Sir Thomas Strange, gave his opinion on the subject, stating the true doctrine of the Hindu law as current in Bengal and elsewhere, which is as follows:—"After much consideration of the question, when agitated some years ago, it was here settled, that a will (though this disposal of property be unknown to the law, as was remarked by Sir William Jones) must neverthless be held valid in the case of a Hindu; being in fact a gift made in contemplation of death, which the Hindu law, if it do not directly sanction, contains at least nothing to prohibit. Considering it then as a gift to take effect at a future time, determinable by a certain event, (decease of the giver.) I apprehend it must be governed and controlled by the general rules regarding gift." Strange's Hindu Law, vol. II. p. 419.

Then in a letter written a few days after the above, he gives an ampler exposition of the law, with his own opinion on the subject, as follows:—

"When writing a few days ago, I stated that I thought a Hindu's will and testament must be governed and controlled by the general rules respecting gifts. It will hold good, I think, for the same things for which a gift made in his life-time would do so, and no otherwise. I should have added, however, that his legacies to his family must be controlled by the rules regarding partition made in his life-time by him, as father of the family. The principle I would lay down is, *that a man cannot confer on a stranger, or his own kin, by will, (which I consider to be a donation in contemplation of decease,) what he could not bestow by deed of gift, or partition of patrimony*. The utmost that can be said, is, that he may do that by testament, which he could have done by partition or donation between living persons. This is allowing all the force that can be given to a will, by taking it as a gift, in regard to what the testator has power to give; and, as a partition to inheritance, in regard to what he can distribute, but not give away."

"Upon the principle which I have stated, *a Hindu in Bengal may leave by will all his own acquisitions: but would be restricted, if he have sons, from distributing ancestral property according to his mere pleasure.* In provinces, in which the authority of *Mita'kshara'* prevails, a Hindu is restrained from giving away immovables, and from making any other partition of his possessions among his male descendants, than such as the law has sanctioned. Consequently, he would be withheld from distributing immovables in a mode unauthorised by the law, but may bestow movables of which the law permits him to make gifts on motives of natural affection: not, however, to the extent of his whole property."

"In short, if there be no sons, or male descendants, and the property be not shared by a co-heir, the whole of his possessions, being his separate and distinct property, may be disposed of by will, as he pleases. If he have a co-parcener, he cannot give away his entire share of the joint property; nor the whole of his possessions, if he have sons." Strange's Hindu Law, vol. II. pp. 423, 424.

এই ব্যবস্থা যথার্থতঃ শাস্ত্রসম্মত, এতদনুসারেই কার্য্য হওয়া উচিত ছিল; পরন্তু তাহা হওয়ার সময় বহিয়া গিয়াছিল। পৈতামহ ও স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় দান বিষয়ক অনেক দানপত্র ও উইল তৎপূর্ব্বে গ্রাহ্য ও সিদ্ধ হইয়া তদ্দ্বারা—"কৃত হইলে সিদ্ধ"—এই মত এমত প্রগাঢ় রূপে বদ্ধমুল হইয়াছিল যে তাহা তখন লড়ান দুষ্কর, এমত যে কোলব্রুক সাহেব নিজেই ইহা দেখিয়া যে তাঁহার ব্যবস্থাপিত মত পুনঃ স্থাপিত হওয়া অতি কঠিন, অনন্তর সর্ টামস এস্ট্রেঞ্জ সাহেবকে লিখিত লিখনে তৎকালীন প্রচলিত আচার ব্যবহারের ও নিষ্পত্তিপত্রের অনুসারে নিজ মত মতান্তর করিলেন, উক্ত লিখনের সঙ্ক্ষেপে যথা—

"নিষ্পন্ন মকদ্দমা সকল বিবেচনায় ও তাহা হইতে যাহা নিষ্কর্ষ হইতে পারে তাহা বিবেচনায় এবং ঐসকল নিষ্পত্তিপত্রেতে যে মত স্থিরীকৃত হইয়াছে তদ্বিবেচনায় হিন্দুদের উইল বিষয়ে আমার লিখিত চিঠির ঐ অংশ শোধন করার আবশ্যক দৃষ্ট হইতেছে যাহাতে আমি কহিয়াছি যে বঙ্গদেশস্থ কোন হিন্দু স্বার্জ্জিত সমস্ত বিষয় উইলের দ্বারা দিয়া যাইতে পারে, কিন্তু যথেচ্ছাচারে পৈতামহ বিষয় সন্তানদিগের মধ্যে ভাগবিলি করিতে তাহাকে নিষেধ আছে। দায়রূপ ধন সন্তানদের মধ্যে রীতিমত বিভাগ করিতে গেলে তাহাকে ঐ নিষেধ মানিতে হইবে ইহা যথার্থ, এবং প্রকাশ্য কোন বিচার-নিষ্পত্তি দ্বারা তদ্বিষয়ক শাস্ত্রবিধান নির্ম্মূল হয় নাই। কিন্তু যে দানপত্র দ্বারা পৈতামহ বিষয় অসমান রূপে দেওয়া হয় (অথবা আর আর পুত্রকে অত্যল্প জীবিকা দিয়া এক পুত্রকে দেওয়া হয়) তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের পূর্ব্বজজেরা প্রগাঢ় ফয়সালা দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন; এবং অবগতি হইয়াছে যে ভুয় ভুয় মকদ্দমাতে হিন্দুদের কৃত উইল (যদ্দ্বারা পৈতামহ ও স্বার্জ্জিত ধন উইলকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে দত্ত হইয়াছে) সুপ্রীমকোর্ট স্থিরতর রাখিয়াছেন"।

"ইহা আমার নিকট অসঙ্গত বোধ হইতেছে যে কোন পুরুষ বিভাগে যাহা করিতে পারে না, তাহা দান বা উইলের দ্বারা করিতে পারে। এবং যদি (বিষম বিভাগকে) বিভাগ না বলিয়া দান ছলে সহজে বিভাগ বিষয়ক সমস্ত বিধান এড়ান যাইতে পারিত তবে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তারা পিতৃকৃত বিভাগ বিষয়ক বিধানসকল করিতে কষ্ট স্বীকার করিতেন না। পরন্তু যেহেতু একথা এখানে স্থির হইয়া গিয়াছে, অতএব তদ্বিষয়ে আমি যাহা কহিয়াছি তাহা মতান্তর করা আবশ্যক;—বঙ্গদেশীয় হিন্দু (পুরুষ) নিজ অধিকৃত বিষয় তাহা সঙ্ক্রান্ত বা স্বার্জ্জিত হউক উইল বা দানপত্র দ্বারা দিয়া যাইতে পারে; এবং ঐ দান বা লিগাসি, তাহা পুত্রের বা অপরের প্রতি হউক, শাস্ত্রীয় বিধানের বিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দিত বা সদোষ হইলেও স্থিরতর থাকিবে। ২২ জুলাই, ১৮১২ সাল। দ্রষ্টব্য এষ্ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ২ পৃ. ৪২৫ ও ৪২৬।

যদ্যপি কোলব্রুক সাহেব উক্ত মতের বিরুদ্ধে বিশিষ্ট হেতুবাদ পূর্ব্বক উক্তি করিয়া পরে কেবল নিষ্পত্তিপত্র সকলের অনুরোধে মাত্র ঐ মতে সম্মতি দেন, তথাপি তৎসম্মতিতে ঐ মত নির্ব্বিবাদ রূপেই প্রায় স্থাপিত হইয়া গেল। অনন্তর সর্ উইলিয়ম্ মেকনাটন্ সাহেব বিশিষ্ট হেতু বাদে শাস্ত্রের অর্থবাদ পূর্ব্বক উক্ত মত দুষিয়া তাহা অশাস্ত্রীয় জানাইয়াছেন বটে,* কিন্তু তাহা বৃথা হইয়াছে; তৎকালে ঐ মত এমত

* মেকনাটন সাহেবের কতিপয় হেতুবাদ ও তৎকথিত শাস্ত্রার্থ যথা—'পৈতামহ স্থাবর ধনে পিতার যে স্বত্ব তাহা সর্ব্বদা সঙ্কুচিত; (শাস্ত্রের) উক্তি এই যে বর্ত্তমান অধিকারির পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র যদি অধিকারের ধ্বংসক শারীরিক ও মানসিক দোষে দুষ্ট না হয় তবে তদ্দ্বারা ঐ বর্ত্তমানাধিকারির সহিত তাহাদের তুল্য স্বামিত্ব; এমত যে বিশেষ ও আবশ্যক অবস্থায় ভিন্ন তাহাদের অনুমতি বিনা ঐ বিষয় হস্তান্তর করিতে অথবা এক সন্তানকে অন্যাপেক্ষা অধিকাংশ দিতে পিতার ক্ষমতা নাই। তাবৎ প্রকার অস্থাবর, বিষয় তাহা স্বার্জ্জিত বা পৈতামহ হউক, এবং ধনির স্বার্জ্জিত বা উদ্ধৃত স্থাবর বিষয়, ধনী যেমত উচিত বিবেচনা করে তদ্রূপে হস্তান্তর বা বিলি করিতে পারে, কেবল তাহাতে ধর্ম্মের দ্বারে দায়ী হইতে হয় মাত্র। যেহেতু পৈতামহ স্থাবর বিষয়ে পিতার অধিকার এই রূপে সঙ্কুচিত আছে, এবং হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে উইলের প্রসঙ্গ মাত্র নাই, অতএব (শাস্ত্রের) সঙ্গতির নিমিত্তে এই হইতে পারে যে যেস্থলে তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ সে স্থলে তাহা সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্মণ্য ও তল্লিখিত নিয়ম সকল অগ্রাহ্য হইবে; নতুবা কোন ব্যক্তি জীবন কালে যে দানাদি করিয়া সিদ্ধ করিতে পারে না

These are true expositions of the law and ought to have been acted upon; but it was too late. Numbers of wills and deeds of gift relative to the transfer of entire estates, movable and immovable, acquired and ancestral, had already been admitted and affirmed, and thereby the doctrine of '*factum valet*' was too deeply rooted to be shaken, so much so that Mr. Colebrooke, seeing it too difficult to re-establish the doctrine laid down by him, at length wrote a letter to Sir Thomas Strange modifying his expositions in accordance with the prevalent practice and the decisions then in existence. The following is an extract of this letter:—

"Upon reference to adjudged cases, and upon consideration of the inferences to be drawn from them, and principles held to have been settled by these judgments, I find occasion to correct that part of my letter on the subject of wills by *Hindus*, in which I said that a *Hindu* in Bengal may leave by will all his own acquisitions, but is restricted from distributing ancestral property among his children, according to his own pleasure. It is true that, if he make a formal partition of heritage, he is subject to restrictions; and no express decision has weakened the strict rule of law on this point. But a deed of gift, by which the ancestral property was unequally distributed, (or was given to one son with a very inferior provision for the rest,) has been held valid by a solemn decision of the former Court of Sudder Dewanny Adawlut; and I understand that, in numerous instances, wills of *Hindus*, disposing of the ancestral as well as acquired property, according to the testators' pleasure, have been allowed by the Supreme Court.

"It appears to me an inconsistency, that a man may do that by gift or will which he may not do by a formal partition; and the *Hindu* legistators might have saved themselves the trouble of providing rules to regulate a father's distribution, if the whole may be evaded by the easy expedient of calling the distribution a gift, instead of a partition. But since the point is here a settled one, what I said on the subject may require modification. *A Hindu in Bengal may leave by will, or bestow by deed of gift, his possessions, whether inherited or acquired; and the gift or legacy, whether to a son or stranger, will hold, however reprehensible it may be, as a breach of an injunction and precept.* July 22, 1812. See Strange's Hindu Law, vol. II. pp. 425, 426.

This ultimate acquiescence of Mr. Colebrooke in the doctrine in question, although it was after a remonstrance against it, and merely to accord with the adjudged cases, rendered the point almost unquestionable. In vain did Sir William Macnaghten afterwards contest the doctrine and declare it illegal, giving expositions of the law, and showing reasons for the same:*

* Some of his reasons and expositions are as follows:—"In ancestral real property, the right is always limited; and the sons, grandsons, and great grandsons of the occupant, supposing them to be free from those defects, mental or corporeal, which are held to defeat the right of inheritance, are declared to possess an interest in such property equal to that of the occupant himself; so much so that he is not at liberty to alienate it, except under special and urgent circumstances, or to assign a larger share of it to one of his descendants than to another. With respect to personal property of every description, whether ancestral or acquired, and with respect to real property acquired or recovered by the occupant, he is at liberty to make any alienation or distribution which he may think fit, subject only to spiritual responsibility. The property of the father being thus restricted in respect of ancestral real property, and wills and testaments being wholly unknown to the Hindu law, it follows, for the sake of consistency, that they must be wholly inoperative, and that their provisions must be set aside, where they are at variance with the law; otherwise a person would be competent to make a disposition to take effect after his death, to which he could not have given effect during his life-time. A will is nothing more or less than "the legal declaration

তাহা মৃত্যুর পর কার্য্যকারক করাইতে যোগ হইবে। উইল কেবল কোন ব্যক্তির বাসনা বোধক বৈধ উক্তি মাত্র, যাহা সে বাঞ্ছা করে যে তাহার মৃত্যুর পর কার্য্যে পূর্ণ হয়। কিন্তু যাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ তাহা বাসনা করিলে তদুক্তিকে ঐ ব্যক্তির বাসনার বৈধ উক্তি বলা যাইতে পারে না। মৃত্যুর আশঙ্কায় দান হইতে পারে, কিন্তু ইংরাজের আইনে উইলের যে অর্থ বুঝায় তাহা হিন্দুদের ব্যবহারে মোটে জানিত নয়; এবং তাদৃশ দান সেই সেই অবস্থাতেই কেবল সিদ্ধ হইতে পারে যে যে অবস্থাতে সাধারণ দান সিদ্ধ বিবেচিত হয়। যাহা জীবিতদের মধ্যে হইতে পারে না, তাহা উইলের দ্বারাতেও হইতে পারে না। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ২—৪।

রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারিদের বিরুদ্ধে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকদ্দমাতে (যাহা ১৮১৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পন্ন হয়) পিতার ক্ষমতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করা হইয়াছে। সদর দেওয়ানী আদালতে নিযুক্ত পণ্ডিতদের মধ্যে মতের অনৈক্য হওয়াতে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত তারাপ্রসাদ ও মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট ও কলিকাতার প্রবিন্‌স্যাল কোর্টের পণ্ডিত নরহরির নিকট এবং ফোর্ট উইলিয়ম্ কালেজের পণ্ডিত রামজয়ের নিকট এই প্রশ্ন করা হয় যে—"এক ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবিত থাকিতে সমস্ত স্থাবরাস্থাবর পৈতামহ ও স্বার্জ্জিত বিষয় কনিষ্ঠ পুত্রকে দান করে। বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে এমত দান সিদ্ধ কিনা; যদি অসিদ্ধ হয় তবে তাহা রদ হইবে কি না?"

এতদ্বিষয়ে উপরি উক্ত চারি পণ্ডিতের স্বাক্ষরে যে উত্তর প্রাপ্তি হইল, তদ্ যথা—জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবিত থাকিতে পিতা যদি কনিষ্ঠ পুত্রকে আপনার সমস্ত স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় এবং পৈতামহ সমস্ত অস্থাবর বিষয় দেন, তবে ঐ দান সিদ্ধ, কিন্তু তিনি অধর্ম্ম করেন। যদি জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবনকালে পিতা নিজ কনিষ্ঠ পুত্রকে পৈতামহ স্থাবর বিষয় সমুদায় দেন, তবে তাদৃশ দান সিদ্ধ নহে; অতএব যদি তাহা দেওয়া হইয়া থাকে তবে তদ্দান অবশ্য রদ হইবে। পণ্ডিতদিগের পরামর্শ এই যে তাহা অবশ্য রদ হইবে যেহেতু তাদৃশ দান আদৌ অসিদ্ধ কেননা তিনি অর্থাৎ (পিতা) পুত্রদের মধ্যে পৈতামহ স্থাবর ধনের বিষম বিভাগও করিতে পারেন না,—কারণ তিনি সমস্তের প্রভু নহেন; যেহেতু শাস্ত্রের বিধান এই যে পিতা অনিচ্ছুক হইলেও তাঁহার উদ্ধৃত নয় এমত পৈতামহ ধন পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে হইবে, যেহেতু মাতার রজোনিবৃত্তি না হইলে তাদৃশ ধন পুত্রদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই, পাছে অনন্তর জাত পুত্র আপনার অংশে বঞ্চিত হয়; এবং যেহেতু সন্তান জীবিত থাকিলে পৈতামহ বিষয়ে তাঁহার প্রভুত্ব নাই।

উক্ত মতের পোষকতায় ধৃত প্রমাণ—১ দায়ভাগ ধৃত বিষ্ণু বচন—"স্বার্জ্জিত বিষয় বিভাগ তাঁহার ইচ্ছানুসারি"। ২ দায়ভাগ ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন—"মণিমুক্তা প্রবালাদি সমস্ত অস্থাবর বিষয়ের প্রভু পিতা। ৩ দায়ভাগ—'মণিমুক্তা প্রবালাদি অস্থাবর বিষয় পিতামহ হইতে অধিকৃত হইলে এবং পিতৃ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত না হইলেও স্বার্জ্জিত ধনের ন্যায় তাহাতে পিতার প্রভুত্ব আছে'। ৪ দায়ভাগ—'কিন্তু তাহা যদি পিতামহ হইতে অধিকৃত স্থাবর ধন হয় তবে তাহাতে তাদৃশ প্রভুত্ব নাই—যেহেতু তাহাতে পিতা পুত্রের সমান স্বামিত্ব। এমত অবস্থায় পিতার যথেষ্ট বিনিযোগার্হত্ব নাই। যথেষ্ট বিনিযোগার্হত্বের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কহেন ইচ্ছানুসারে দানাদির যোগ্যতা। ৫ দায়ভাগ—'যেহেতু সমস্ত ধনে পিতার প্রভুত্ব এক কারণ কথিত হইয়াছে; এবং (যেহেতু) তাহা পৈতামহ ধনে হইতে পারে না, অতএব পিতৃকৃত বিষম বিভাগ তাঁহার স্বার্জ্জিত বিষয়েই কেবল ধর্ম্ম্য। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কৃত উক্ত উক্তির টীকা যথা—যদিও পিতামহ সক্রান্ত সকল ধনের যথার্থতঃ (স্বত্ববান্) প্রভুই পিতা, তথাপি ঐ স্বত্বের এস্থলে অভিপ্রেত অর্থ শুদ্ধ স্বামিত্ব নয়; কিন্তু ইচ্ছাক্রমে ধন দানাদি করিতে যোগ্যতা; পরন্তু পৈতামহ বিষয়ে পিতার তাদৃশ প্রভুত্ব নাই। পৈতৃক বিষয় অপর কর্ত্তৃক হৃত হইলে এবং অন্য দায়াদ বা তাঁহার নিজ পিতৃকর্ত্তৃক উদ্ধৃত না হইলে যদি পিতা তাহা উদ্ধার করেন তবে ইচ্ছা না হইলে তাহার ভাগ পুত্রাদিগকে দিবেন না যেহেতু বস্তুতঃ তাহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত। এস্থলে মনু ও বিষ্ণু ইহা বলাতে যে—"ইচ্ছা না হইলে তাহার ভাগ দিবেন না যেহেতু তাহা তাঁহার স্বার্জ্জিত"—বোধ হয় তদ্দারা ইঙ্গিত করিয়াছেন যে স্বার্জ্জিত নয় (অর্থাৎ উদ্ধৃত নয়) যে পৈতামহ ধন তাহার বিভাগ পিতার অনিচ্ছাতে পুত্রদের মধ্যে হইবে। ৭ দায়ভাগ—"মাতার রজো নিবৃত্তি হইলে" এই কথা পৈতামহ ধন বিষয়ক; যেহেতু রজো নিবৃত্তি হইলে তদ্‌গর্ভে আর সন্তান জন্মিতে পারে না, অতএব তৎকালে পুত্রেদের মধ্যে বিভাগ হইতে পারে; তথাচ তাহা পিতার ইচ্ছাতে হয়। কিন্তু মাতার পুত্র জনন সম্ভাবনা থাকিতে যদি পৈতামহ বিষয় বিভাগ হয়, তবে তৎপরে জাত পুত্র বৃত্তিতে বঞ্চিত হইবে, তাহা উচিত নয়, কেননা বচন আছে যে—"যাহারা জাত, যাহারা অদ্যাপি অজাত, এবং যাহারা গর্ভস্থিত, সকলেই জীবিকা আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের বৃত্তিলোপ বিগর্হিত কর্ম্ম"। শ্রীকৃষ্ণ কহেন বৃত্তিলোপের অর্থ পৈতামহ ধনের অংশে বঞ্চিত হওয়া। দ্বৈতনির্ণয়—যদি (পুং) সন্ততি থাকে তবে পৈতামহ ধনে পিতামাতার প্রভুত্ব নাই; এবং 'তাঁহাদের প্রভুত্ব নাই' এই কথা বলাতে, তাঁহারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে। মেধাতিথি ধৃত বিজ্ঞানেশ্বরের উক্তি—"স্বামিত্ববিহীনের কৃত বিক্রয় ও স্বামির বিনা অনুমতিতে কৃত দানাদি প্রভু বিবাক কর্ত্তৃক অসিদ্ধ হইবে"। স্বামিত্ব বিহীন এই কথার অর্থ—যথেষ্ট বিনিযোগে যোগ্যতাহীন। নারদ বচন—"অপ্রাপ্ত ব্যবহার কর্ত্তৃক অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত নয় এমত ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে কর্ম্ম কৃত হয় তাহা অবশ্যই অকৃত বিবেচনা করিতে হইবে"। স্মৃতি বিসারদেরা এই রূপ উক্তি করিয়াছেন।

of a man's intentions, which he wills to be performed after his death:" but willing to do that which the law has prohibited, cannot bé held to be a legal declaration of a man's intentions. There may be a gift in contemplation of death, but a will, in the sense in which it is understood in the English law, is wholly unknown to the Hindu system; and such gift can only be held valid under the same circumstances as those under which an ordinary gift whould be considered valid. What may not be done *inter vivos*, may not be done by will. Of this description is the unequal distribution of ancestral real property. Macn. H. L. pp. 2—4.

In the case of Bhowa'ni' Charan Ba'narjya' *versus* the heirs of Ra'm Ka'nta Ba'narjya', which was decided by the Sudder Dewanny Adawlut on the 27th of December, 1816, the question as to the father's power was thoroughly investigated. There being a difference of opinion between the Pandits attached to the Sudder Dewanny Adawlut, the following question was proposed to the Pandits of the Supreme Court, Ta'ra'prasad and Mrityunjoy, to Naraharri, Pandit of the Calcutta Provincial Court, and Ra'mjoy, a Pandit attached to the College of Fort William: "A person whose elder son is alive, makes a gift to his younger, of all his property, movable and immovable, ancestral and acquired. Is such a gift valid, according to the law authorities current in Bengal, or not? and if it be invalid, is it to be set aside?

The following answer, under the signatures of the four Pandits above mentioned, was received to this reference:—"If a father, whose elder son is alive, make a gift to his younger, of all his acquired property, movable and immovable, and of all the ancestral movable property, the gift is valid, but the donor acts sinfully. If during the life time of an elder son, he make a gift to his younger of all the ancestral immovable property, such gift is not valid. Hence, if it have been made, it must be set aside. The learned have agreed that it must be set aside, because such a gift is *a fortiori* invalid; inasmuch as he (the father) cannot even make an unequal distribution among his sons of ancestral immovable property; as he is not master of all; as he is required by law, even against his own will, to make a distribution among his sons of ancestral property not acquired by himself (i. e. not recovered); as he is incompetent to distribute such property among his sons until the mother's courses have ceased, lest a son subsequently born should be deprived of his share; and as, while he has children living, he has no authority over the ancestral property.

"Authorities in support of the above opinion:—1st. *Vishnu*, cited in the Da'yabha'ga:—"His will regulates the division of his own acquired weatlh." 2nd. Ja'gnyavalkya, cited in the Da'yabha'ga:—"The father is master of the gems, pearls, corals, and of all other movable property." 3rd. Da'yabha'ga:—"The father has ownership in gems, pearls, and other movables, though inherited from the grandfather, and not recovered by him, just as in his own acquisitions." 4th Da'yabha'ga:—"But not so, if it were immovable property, inherited from the grandfather, because they have an equal right to it. The father has not in such case an unlimited discretion." Unlimited discretion is interpreted by *Sri'krishna Tarka'lanka'ra* to signify a competency of disposal at pleasure. 5th Da'yabha'ga:—"Since the circumstance of the father being lord of all the wealth is stated as a reason, and that cannot be in regard to the grandfather's estate, an unequal distribution made by the father is lawful only in the instance of his own acquired wealth." Commentary of Sri'krishna on the above texts:—"Although the father be in truth lord of all the wealth inherited from ancestors, still the right here meant is not merely ownership, but competency for disposing of the wealth at pleasure; and the father has not such full dominion over property ancestral." 6th. Da'yabha'ga:—"If the father recover paternal wealth seized by strangers, and not recovered by other sharers, nor by his own father, he shall not, unless willing, share it with his sons; for in fact it was acquired by him." In this passage, *Manu* and *Vishnu*, declaring that, "he shall not, unless willing, share it, because it was acquired by himself," seem thereby to intimate a partition amongst sons, even against the father's will, in the case of hereditary wealth not acquired (that is, recovered) by him. 7th Da'yabha'ga;—"When the mother is passed childbearing," regards wealth inherited from the paternal grandfather; since other children cannot be born by her when her courses have ceased, partition among sons may then take place; still, however, by the choice of the father. But if the hereditary estate were divided while she continued to be capable of bearing children, those born subsequently would be deprived of subsistence: neither would that be right; for a text expresses: "They who are born, and they who are yet unbegotten, and they who are actually in the womb, all require the means of support; and the dissipation of their hereditary maintenance is censured." Srikrishna has interpreted "the dissipation of heriditary maintenance" to signify the being deprived of a share in the ancestral wealth. *Dwaitanirnaya*:—"If there be offspring, the parents have no authority over the ancestral wealth; and from the declaration of their having no authority, any unauthorized act committed by them is invalid." Text of *Vigya'neshawara*, cited in the Medha'tithi:—"Let the judge declare void a sale without ownship, and a gift or pledge unauthorized by the owner." The term "without ownership," intends incompetency of disposal at pleasure. Text of *Na'rada*:—"That act which is done by an infant, or by any person not possessing authority must be considered as not done. The learned in the law have so declared."

প্রবলরূপে প্রচলিত হইয়াছিল যে তাহা বিচলিত করা দুঃসাধ্য; প্রত্যুত তিনি ঐ মতকে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলাতে তাহা সদরদেওয়ানীর ও সুপ্রীম্ কোর্টের জজদিগের লেখনী দ্বারা আরো দৃঢ় ও প্রবল হইল। সুপ্রীম্ কোর্টে এমত দৃষ্ট হওয়াতে যে মেক্‌নাটন্ সাহেবের উক্ত উক্তি আদালতের নিষ্পত্তিপত্রসমূহে সংস্থাপিত মতের বিপরীত, এবং তজ্জন্য উক্ত মত যথাশাস্ত্র হওন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, সুপ্রীম্ কোর্টের জজেরা সদর্ আদালতের জজদিগেকে এক চিঠী লিখিয়া তাহাতে নিম্ন লিখিত (দুই) প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করেন—

প্রথম। সদর দেওয়ানী আদালতের (স্থিরীকৃত) মতানুসারে পুত্রবান্ হিন্দু পুত্রদের সম্মতি বিনা বঙ্গদেশস্থিত পৈতামহ স্থাবর বিষয় বিক্রয় বা দান করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারে কি না?

দ্বিতীয়। পুত্রদের সম্মতি বিনা উইলের দ্বারা কোন ক্রমে তদ্বিষয়ে তাহাদের অধিকার বারণ বা পরিবর্ত্তন করিতে অথবা তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইতে পিতা সক্ষম কি না?

এই প্রশ্নের উত্তরে সুপ্রীম্ কোর্ট যে লিপি প্রাপ্ত হইলেন, তদ্ যথা—

"হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিশেষ বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের স্থিরীকৃত মত জিজ্ঞাসাত্মক লিপি প্রাপ্তে আমারা সম্মানিত হইলাম।"

"জিজ্ঞাসিত বিষয়ে বিলক্ষণ বিবেচনান্তে আমাদের সকলের রায় এই যে এ আদালতের নিষ্পত্তির ও লোকের আচার ব্যবহারের অনুসারে সদর দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক যে মত স্থিরীকৃত ও স্থাপিত হইতে পারে তাহা এই যে—পুত্রবান্ হিন্দু (পুরুষ) পুত্রদের সম্মতি বিনা বঙ্গ দেশস্থিত পৈতামহ স্থাবর বিষয় বিক্রয় বা দান করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারে; অপিচ পুত্রদের সম্মতি বিনা উইলের দ্বারা সে ঐ বিষয়ে তাহাদের অধিকার বারণ বা পরির্ত্তন করিতে অথবা তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে।"

"অপিচ আপনকারদের চিঠীতে উল্লিখিত ১৮১৬ সালে নিষ্পন্ন মকদ্দমাসম্বন্ধে আমাদের বাচ্য এই যে উক্ত মকদ্দমাতে জজেরা যে রায় লিখিয়াছেন তাহা পূর্ব্বপূর্ব্ব নিষ্পত্তি যে মত-মূলক আমাদের বিবেচনায় তাহার বাধক বা বিপরীত নয়*। ২ সেপ্‌টেম্বর ১৮৩১ সাল।

স্বাক্ষর— এ. রাস, সি. টী. সিলী,
আর্. এইচ্. রাট্রে,
এইচ্ শেকস্‌পিয়র,
এস্. এইচ্. টরনবুল্ (সাহেবান)।

ক্লার্ক সাহেবের প্রকটিত নিষ্পন্ন মকদ্দমাতের রিপোর্ট, পৃ. ১১১।

---

উক্ত ব্যবস্থা তৎ পোষকতাতে ধৃত প্রমাণসমূহ সম্বলিত সম্পূর্ণ রূপে এই কারণে লিখিলাম যে উক্ত বিষয়ে যত মত লিখিত হইয়াছে ইহা তৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্ট হইতেছে। পৈতামহ স্থাবর বিষয়ের দানাদি অসিদ্ধ ও অশাস্ত্রীয় বলাতে শাস্ত্রকে অকর্ম্মণ্য লেখ্য রূপ অপবাদ হইতে রক্ষাকরা হইয়াছে, এবং যে বিষয়ে শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ ও স্পষ্ট রূপে পিতা পুত্র উভয়ের সমান স্বামিত্ব থাকা কহিয়াছেন তাহাতে পিতার যথেচ্ছাচারের অধীনত্ব হইতে পুত্রকে রক্ষা করা হইয়াছে। সমুদয় দৃষ্টে বোধ করি যে দায়ভাগের উক্তি যাহা এতদ্ বিষয়ে উত্থিত সকল সন্দেহের ও দ্বিধার আকর তদ্দারা যেস্থলে দানাদি করণে ক্ষমতা অন্য বচনে স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ হয় নাই সেস্থলেই কেবল বিবেচনা হয় যে বিষয় দানাদিতে যথাশাস্ত্র ক্ষমতা হইতে পারে। এতাবতা বঙ্গদেশে কোন পুরুষ স্বোপার্জ্জিত অথবা পৈতামহ স্থাবর ধনের বিষম বিভাগ পুত্রদের মধ্যে করিতে পারে, কেননা যদ্যপি উক্ত হইয়াছে যে নিজ জীবন কালে কৃত বিভাগে পিতা যথেষ্ট কারণ বিনা এক পুত্রকে বিশেষ অথবা বিভাগে নিরাশ করিবেন না তথাপি যেহেতু স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে যে পিতা সমস্ত অস্থাবর ধনের ও স্বার্জ্জিত ধনের প্রভু, অতএব "কোন কর্ম্ম কৃত হইলে তাহা শত বচনেও পরিবর্ত্তিত হয় না" এই কথা বিধির ব্যতিক্রমে কৃত কর্ম্ম সিদ্ধ বিষয়ে এই স্থলে খাটে, যেহেতু যেমত প্রামাণ্য বচনে তাদৃশ কর্ম্ম গর্হিত উক্ত হইয়াছে তাদৃশ প্রামাণ্য বচনেই পিতার অসীম ক্ষমতা থাকা কথিত হইয়াছে। ভারত বর্ষের আর আর দেশে যাহাতে "কৃত হইলে সিদ্ধ" এই মত চলে না তথায় ঐ নিষেধ সম্পূর্ণ রূপে প্রবল, কোন রূপ নিষিদ্ধ হস্তান্তর শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবেচিত হইবে। মেক্. হি. ল. পৃ. ১০—১৪।

* এই উপলক্ষে উক্ত আদালতের চতুর্থ জজ শ্রীযুক্ত হেন্‌রি সেক্‌সপিয়র সাহেব শাস্ত্র বিরুদ্ধ [illegible] মতের বিস্তাররূপ এক

it was then too prevalent to be stopped. On the contrary, it received further and stronger corroboration from the pens of the Sudder and Supreme Courts in consequence of his declaring the doctrine illegal. It being seen in the Supreme Court that Sir William Macnaghten's dictum was in opposition to the doctrine affirmed in the decisions, and consequently there arising a doubt as regards its legality, a letter was addressed by the judges of the Supreme Court to the judges of the Sudder Dawanny, requesting an answer to the following questions :—

1st. Whether according to the doctrines of the Sudder Dewanny Adawlut, a *Hindu* who has sons can sell, or give, or pledge, without their consent, immovable ancestral property situated in the province of Bengal?

2ndly. Whether without the consent of the sons, he can by will prevent, alter, or affect in any way their succession to such property?

To these questions the following letter was received in reply :—

"We have the honor to acknowledge the receipt of your letter, requesting our opinion as to the doctrine entertained by the Court of Sudder Dewanny Adawlut on certain points of Hindu law."

"On mature consideration of the points referred to us, we are unanimously of opinion that the only doctrine that can be held by the Sudder Dewanny Adawlut, consistently with the decisions of the Court, and with the customs and usages of the people, is, that a *Hindu*, who has sons, can sell, give, or pledge, without their consent, immovable ancestral property situate in the province of Bengal; and that without the consent of the sons, he can, by will, prevent, alter or affect their succession to such property.

"We beg leave to add, with reference to the case adverted to in your letter, decided in 1816; that we do not consider the opinions of the Judges, as recorded in that case, to affect or contravene the principle on which the previous decisions of the Court were founded.* 2rd. September, 1831.

(Signed)

A. Ross, C. T. Sealy,
R. H. Rattray,
H. Shakspear,
M. H. Turnbull.

Clarke's Notes of Decided Cases. pp. 104, 105.

I have given the above opininon, together with the authorities cited in its support, at full length, from its being apparently the most satisfactory doctrine hitherto recorded on the subject. By declaring void any illegal alienation of the ancestral real property, it preserves the law from the imputation of being a dead letter, and protects the son from being deprived by the caprice of the father, of that in which the law has repeatedly and exppeessly declared them both to have equal ownership. Upon the whole, I conclude that the text of Da´yabha´ga, which is the ground-work of all the doubts and perplexity that have been raised on this question, can merely be held to confer a legal power of alienating property, where such power is not expressly taken away by some other text. Thus in Bengal a man may make an unequal distribution among his sons of his personally acquired property, or of the ancestral movable property; because, though it has been enjoined to a father not to distinguish one son at a partition made in his life-time, nor on any account to exclude one from participation without sufficient cause, yet, as it has been declared in another place that the father is master of all movable property and of his own acquisitions, the maxim that a fact cannot be altered by an hundred texts here applies to legalise a disregard of the injunction, there being texts declaring unlimited discretion, of equal authority with those which condemn the practice. In other parts of India. where themaxim in question does not obtain, the injunction applies in its full force, and any prohibited alienation would be considered illegal. Macn. H. L. vol. I. pp. 10—14.

* On this occasion Mr. Henry Shakspear, the fourth Judge of the said Court, drew up a minute

এই চিঠী প্রাপ্তে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ গ্রে সাহেব যে মত লিখিলেন তদ্যথা—

"আমাদের সম্মুখে ভারি এক দলীল—অর্থাৎ হিন্দু-ল-র এই বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের যে সকল নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা লিখনের প্রার্থনায় উক্ত আদালতের জজদিগকে এ আদালতের জজেরা যে চিঠী লিখেন তদুত্তরে তথাকার পাঁচ জন জজের স্বাক্ষরিত লিখন—উপস্থিত হইয়াছে। সদর দেওয়ানীর জজদিগের ঐ লিখন প্রাপ্তির পর আমরা এমত বলিতে পারি না যে মেস্তর উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পুস্তকে এ বিষয়ে যে মত লিখিত আছে তাহা বঙ্গদেশপ্রচলিত শাস্ত্র বলিয়া উক্ত আদালতে ব্যবহৃত হইবে। ঐ মত যে হিন্দুদের সাধারণ শাস্ত্রসম্মত অত্র সন্দেহ নাস্তি; পরন্তু বঙ্গদেশে অন্য আচরণ প্রবল হইয়াছে, তথাচ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পুস্তককে আমি যেরূপ প্রামাণ্য জ্ঞান করি তাহার ন্যূনতা কোনক্রমে হয় নাই, ঐ পুস্তকে বিস্তর অনুসন্ধান আর অত্যন্ত পাকা মত পাওয়া যায়, এবং তাহা অত্যন্ত উপকারি বলিয়া সর্ব্বদা আদৃত হইবে"।

"জজ ফ্রাঙ্কস্ সাহেব প্রধান জজের মতে মত দিলেন।

জজ রায়ন সাহের রায় লিখিলেন যথা—"আমি এ আদালতের মতে সম্মত। এ বিষয়ে যে শাস্ত্রীয়বিধান তাহা এক্ষণে চূড়ান্ত রূপে সংস্থাপিত বিবেচনা করা উচিত। এই মতের সংস্থাপন কাল হইতে মেক্‌নাটন্ সাহেবের পুস্তক প্রকাশ পর্য্যন্ত এ আদালতের নিষ্পত্তিসকল একরূপই হইয়া আসিয়াছে, এবং ইহাও আশ্চর্য্য নয় যে কিয়ৎ কাল আমরা তাঁহার উক্তি ক্রমে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। অগ্রে আমি-ই ভ্রমে পতিত হইয়া ইজেক্টমেন্ট্ মকদ্দমায় এক ব্যক্তিকে কেবল তাহারই শাস্ত্রোক্তির উপর নন্সুট্ করিয়াছি। কিন্তু অনন্তর বিবেচনায় বোধ হইল যে আমি ভ্রম করিয়াছি। তাঁহার পুস্তক হইতে এই সকল সন্দেহ উত্থিত হওয়ার কিঞ্চিত্ কাল পরে এই মকদ্দমা দরপেশ হয়। এবিষয়ে আদালত উভয় পক্ষের কৌন্সলিদের কর্ম্মণ্য ও পরিশ্রমসম্পন্ন বাদানুবাদের ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং জজেরা অত্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক এবিষয়ে প্রনিধান করিয়াছেন, ও তাঁহারা এ আদালতের পূর্ব্ব নিষ্পত্তি সমুদায় বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন; এবং ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধান আদালতের পাঁচ জন জজের ঐক্যীকৃত মত প্রাপ্ত হইয়াছেন; এই সকল অবস্থাতে এই আদালতের জজেরা ঐক্যমতে স্থির করিতেছেন যে মেস্তের উইলিয়ম্ মেক্‌নাটনের পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে এ আদালতের যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা আর নাই, এবং এ আদালতের সংস্থাপনাবধি যেমত প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে আদালত ফিরিয়া সেই মতাবলম্বী হইলেন। অতএব ভরসা করি যেএ বিষয়-এক্ষণে চূড়ান্ত রূপে স্থিরীকৃত হইল। ক্লর্ক সাহেবের প্রকটিত নিষ্পন্ন মকদ্দমাতের নোট, পৃ. ১১৮।

গ্রে, ফ্রাঙ্কাস্, ও রায়ন জজ (সাহেবান্)।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। এক শূদ্রের পুত্রসন্তান ছিলনা, সে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়া, অবিবাহিতা অন্য কন্যা ও পত্নী জীবিতা থাকিতে আপনার সমুদায় স্থাবরাস্থাবর বিষয় ঐ জ্যেষ্ঠ দুহিতাকে দান করিয়া কাল প্রাপ্ত হয়। এমত অবস্থায়, ঐ দানপত্রদ্বারা দত্ত বস্তু গ্রহিত্রী সম্পূর্ণ অধিকারিণী রূপে ব্যবহার করিতে যোগ্যা কি না?

মিনিট লিখিলেন। এই মিনিটের শেষভাগে উপরি প্রকটিত ১৮১২ সালের ২২ জুলাই তারিখের চিঠির শেষ পারাগ্রাফে কোলব্রুক সাহেবের লিখিত মত তুলিয়া উক্ত জজ সাহেব সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবেরপ্রতি ইঙ্গিতপূর্ব্বক করিয়াছেন—"এক্ষণে আমি বিবেচনা করি যে মেস্তর হেনরি কোলব্রুক সাহেবের মত হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে ইরোপীয়দের মধ্যে অত্যন্ত প্রামাণিক; পরন্তু যদি বোধ করা যায় যে অন্য ব্যক্তিরাও তত্তুল্য উত্তমরূপে অধীত, তথাপি শাস্ত্র জ্ঞান অথচ এত বৎসর এই আদালতের প্রধান জজ থাকাতে জাত অনুশীলন ও অনুভব কোলব্রুক সাহেবের এই দুই গুণের প্রতিযোগী কেহই হইতে পারে না। ক্লার্ক সাহেবের প্রকটিত নিষ্পন্ন মকদ্দমাতের নোট, পৃ. ১১১।

On receipt of the above letter, GREY, C. J., recorded his judgment as follows :—

"We have before us a most important document, I mean the letter signed by the five judges of the Sudder Dewanny, in reply to a letter addressed to them by the judges of this Court, requesting a statement from them of what the decisions of the Sudder Dewanny had been on this point of Hindu law. It is impossible to say, after the communications we have received from the judges of the Sudder Dewanny, that the doctrine on this point laid down in Mr. William Macnaghten's book, would be acted upon in that Court as the Hindu law of Bengal; but it is undoubtedly the general law of the *Hindus*, but in Bengal a different usage prevails. This in no degree alters the very high opinion which I entertain of Mr. Macnaghten's work; it is a work which evinces the greatest research and soundest judgment, and must always be esteemed as a very valuable authority.

FRANKS, J. concurred in the judgment of the Chief Justice.

RYAN, J. "I concur in the judgment of the Court. Surely the law on this subject ought now to be considered as finally set at rest. The decisions of this Court were uniform from the time of its establishment, until the publication of Mr. Wm. Macnaghten's book; and it can be a matter of no wonder that we were for a short time misled by his authority. I myself was the first to fall into the error, and nonsuited a party in a suit in ejectment, entirely on his statement of the Hindu law, but on further consideration, I think I was wrong. Shortly after his book had raised these doubts, the present case was brought forward, and the Court have had the advantage of an able and elaborate argument by the bar on both sides of the question; the Judges have most deliberately considered the matter; they have examined all the former decisions of this Court, and they have the unanimous opinion of the five Judges of the highest native Court in India. It is under these circumstances that the Court now unanimously determine, that the doubts, which they did entertain in consequence of Mr. Wm. Macnaghten's work, no longer exist, and they return to those doctrines which have universally prevailed in this Court since its establishment. I therefore hope the question is now finally settled. Clarke's Notes of Decided Cases, pp. 115—118.

GREY, FRANKS & RYAN, JUDGES.

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several courts of judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. A Shúdra, having no male issue, and having disposed of his eldest daughter in marriage, makes a gift of his whole property, movable and immovable, while his maiden daughter and wife are living, to such eldest daughter, and then dies. In this case, is the donee entitled

as explanatory of his view of the law: in the latter part whereof he quoted Colebrooke's opinion as contained in the last paragraph of his letter of 22nd July 1812 above quoted, and thus remarked, alluding to Sir William Macnaghten. "Now I imagine Mr. Henry Colebrooke to be the highest European authority on matters of Hindu law; but supposing others to be equally well read, no one can be placed in competition with him as to the two qualifications, a knowledge of the law and of the practice and observances of this Court, in which he was so many years the chief judge." Clarke's Notes of Decided Cases, p. 111.

যদি যোগ্য, তবে ঐ বিষয়ের কিয়দংশ নিজ ভগিনীকে দান করিতে ক্ষমতা রাখে কি না, ও তাদৃশ দান শাস্ত্রসিদ্ধ কি না?

পত্নী ও অবিবাহিতা কন্যা জীবিতা থাকিতেও বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে স্থাবরাস্থাবর সমুদয় বিষয় বিবাহিতা দুহিতাকে কৃতদান শাস্ত্র সিদ্ধ।

উত্তর। ঐ পুত্রসন্তানহীন শূদ্র এক অবিবাহিতা কন্যা ও পত্নী থাকিতে যদি বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা দুহিতাকে ভূম্যাদি সমুদায় বিষয় দিয়া থাকে, তবে ঐ দান সিদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত বিবেচনা করিতে হইবে। এই মতের প্রমাণ দায়ভাগে লিখিত আছে। —"এক পুরুষ হইতে জাত অনেক ব্যক্তির যদি ক্রিয়া ও কর্ম্ম পৃথক্ হয় এবং তাহাদের কর্ম্ম কার্য্য ও ব্যবহার পৃথক্ হয়, এবং তাহারা যদি বিষয় কর্ম্মে এক মত না হয়, তবে তাহারা নিজ নিজ অংশ দান বা বিক্রয় যেমত ইচ্ছা তেমনি করিতে পারে, কেননা তাহারা নিজ ধনের প্রভু॥ নারদ*।

ঐ গ্রহীত্রী যদি দানে প্রাপ্ত বিষয়ের কিয়দংশ তাহার অবিবাহিতা ভগিনীকে দিয়া থাকে তবে তদ্দানও সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রমাণ—দায়ভাগ ধৃত কাত্যায়ন বচন—"বিবাহিতা বা অবিবাহিতা দুহিতা নিজ পতির বা পিতার গৃহে কিম্বা পতির অথবা পিতামাতার স্থানে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহা সৌদায়িক দান কথিত হইয়াছে। যে স্ত্রীরা তাদৃশ দান প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের স্বাধীনত্ব আছে, যেহেতু তাহা তাহাদের ভুক্তি এবং অন্নাচ্ছাদন নিমিত্তে তৎকুটুম্ব কর্ত্তৃক দত্ত, সৌদায়িক রূপে দানপ্রাপ্ত বিষয় স্থাবর হইলেও তাহা ইচ্ছাক্রমে দান ও বিক্রয় করিতে স্ত্রীদের সর্ব্বদা অধিকার থাকা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

উপরি লিখিত মত হইতে প্রকাশ যে ঐ গ্রহীত্রী পিতা হইতে প্রাপ্ত ধন অবিবাহিত ভগিনীকে দিতে ক্ষমতাবতী ছিল। এই মত দায়ভাগ ও দায়তত্ত্বের, এবং শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতির মতানুমত।

জিলা মৈমনসিংহ। ১৮ জানওরি ১৮২৩ সাল। মেক্ হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ১৯, (পৃ. ২২৭ ও ২২৮)।

প্র.। কোন ব্যক্তি (পুত্রবতী অথবা সন্তানহীনা) ভগিনী থাকিতে, বঙ্গদেশপ্রচলিত শাস্ত্রানুসারে পৈতামহ স্থাবর বিষয় জ্ঞাতিকে দান করিতে পারে কি না? ঐ ধনি যদি নিজ বিষয় দানাদি না করিয়া এবং পুত্রসন্তান না রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় তদ্বিষয় তাহার ভগিনী ও ভাগিনেয় এবং জ্ঞাতির মধ্যে কিরূপে বিভক্ত হইবে?

ভগিনী ও ভাগিনেয় থাকিতেও সমুদয় বিষয় দান করা যাইতে পারে। ভগিনীর অধিকার নাই, কিন্তু ভ্রাতার পৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারী না থাকিলে ভাগিনেয় অধিকারী হয়।

উ.। ভগিনী বা ভগিনীর পুত্র থাকিতে পৈতৃক স্থাবর বিষয় দানাদি করিতে ধনিকে শাস্ত্রে নিষেধ নাই; এতাবতা ঐ দাতা নিজ জ্ঞাতিকে দান করিতে সক্ষম ছিল, এবং তদ্দান সিদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত। সন্তানহীন ধনী যদি দানাদি না করিয়া ভগিনী ও ভগিনীর পুত্র ও জ্ঞাতি রাখিয়া মরিয়া থাকে, তবে ঐ ভগিনী অবিবাহিতা হইলে বিবাহোপযুক্ত ধন পাইতে অধিকারিণী, ইহা বই মৃত ভ্রাতার বিষয়ে তাহার

---

* যদ্যপি বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে, পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র না থাকিলে পিতা নিজ বিষয় সমুদায় দানাদি করিতে যোগ্য, তথাপি যদি অসংস্কৃত অর্থাৎ অবিবাহিতা কন্যা থাকে অথবা তৎপরিবার যদি অন্নাচ্ছাদন ও আবশ্যক দ্রব্যাভাবে ক্লেশ পায় তবে তাহাতে অধর্ম্ম হয়। সন্তানের সংস্কার ও পরিবারের পালন গৃহির অবশ্য কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করে সে অধর্ম্ম ভাগী হয়, তাহা মনু স্পষ্টতঃ কহিয়াছেন—" যে ব্যক্তি যথাকালে কন্যার বিবাহ না দেয় সে নিন্দিত, যে ব্যক্তি যথা কালে স্ত্রী সংসর্গ না করে সে নিন্দিত; এবং পিতার মরণান্তে যে মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করে সেও নিন্দিত।

to exercise exclusive proprietory right over the property assigned by virtue of the deed of gift? and if so, is she at liberty to make a gift of a part of the property to her sister, and is such gift legal?

R. Supposing the *Shu'dra*, who is destitute of male issue, but having a wife and a maiden daughter, to have given his whole estate, consisting of lands and other property, to his married eldest daughter, the gift must be considered good and legal. The authorities for this opinion are laid down in the *Da'yabha'ga.* "When there are many persons sprung from one man, who have duties apart, and transactions apart, and are separate in business and character, if they be not accordant in affairs, should they give or sell their own shares, they do all that as they please, for they are masters of their own wealth."* NA'RADA.

According to the law of Bengal, a gift of the entire property, movable, and immovable, to a married daughter, is legal, even though a wife and maiden daughter are in existence.

Should the donee have bestowed a portion of the gift on her unmarried sister, that gift also must be considered complete and binding.

*Authorities* :—The texts of *Ka'tya'yana,* cited in the *Da'yabha'ga*: "That which is received by a married woman or a maiden in the house of her husband or of her father, from her husband or from her parents, is termed the gift of affectionate kindred. The independence of women who have received such gifts, is recognised in regard to that property; for it was given by their kindred to soothe them, and for their maintenance. The power of women over the gifts of their affectionate kindred is ever celebrated, both in respect of donation and of sale, according to their pleasure, even in the case of immovables."

From the doctrine quoted, it is clear that the donee was competent to make a gift of the property received from her father to her maiden sister. This is conformable to the *Da'yabha'ga, Da'yatatwa, Sri'krishna Tarka'lanka'ra,* and other legal authorities.

Zillah Mymansing, January 18th, 1823.—Mac. H. L. Vol. II Chap. 8, Case 19, pp. 227, 228.

Q. A person having a sister (mother of male issue or childless,) can he, according to the law as current in Bengal, dispose of his ancestral landed estate by gift, to a person paternally related to him? Supposing the proprietor to have died without making any alienation of his property, leaving no male issue, in this case how will his property be distributed among his sister, sister's son, and his paternal relations?

R. There is no disabling provision in the law against a proprietor's alienation of his patrimonial immovable property while his sister or sister's son exists; consequently the donor was competent to give his property to his paternal relation, and the gift is good and legal. Supposing the childless proprietor to have died without making any gift, leaving his sister, his sister's son, and his paternal relations; the sister, provided she be a maiden, is entitled to wealth sufficient to defray her nuptial expenses, but with exception to such allotment, she has no claim on her deceased brother's property. If there be no heir of the deceased down to his brother's grandson,

The whole estate may be given away, though there is a sister and sister's son. The sister has no right of inheritance, but her son will inherit in default of heirs down to the brother's grandson.

* Though according to the law as current in Bengal, the father is competent to dispose of his whole property, provided there be neither son, nor son's son, nor son's grandson, yet he acts sinfully if he do so while a maiden daughter exists, whose initiatory ceremony (that is, marriage) is unperformed, or if his family suffer for the necessaries of life. It is incumbent on a housekeeper to initiate his children and to support his family; and he who does not perform these duties is culpable, as expressly declared by MANU: "Reprehensible is the father who gives not his daughter in marriage at the proper time, and the husband who approaches not his wife in due season: reprehensible also is the son who protects not his mother after the death of her lord."

আর দাওয়া নাই। ঐ মৃত ব্যক্তির যদি ভ্রাতার পৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারী না থাকে, তবে ভাগিনেয় তদ্ধনাধিকারী, যেহেতু সে পার্ব্বণ পিণ্ডদানদ্বারা ঐ মৃতের পূর্ব্ব পুরুষের উপকার করে।

প্রমাণ—

নারদঃ—"তাহারা নিজ নিজ অংশ দিউক বা বিক্রয় করুক যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে, যেহেতু তাহারা স্বস্ব ধনের প্রভু॥

"স্থাবর ও দ্বিপদ স্বোপার্জ্জিত হইলেও" ইত্যাদি।

এতাবতা, যেহেতু দান বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, (অতএব) তাহা করিলে বিধির অতিক্রম হয়; কিন্তু দানাদি অসিদ্ধ হয় না; যেহেতু শত বচনেও বস্তুর অন্যথা করা যাইতে পারা যায় না"।

ভগিনীর অধিকার নিম্ন লিখিত বচনে অস্বীকৃত হইয়াছে।

"ধন যজ্ঞার্থে বিহিত, অতএব তাহা ধর্ম্মযুক্ত পাত্রে প্রযুজ্য, স্ত্রীতে ও মূর্খে ও বিধর্ম্মিতে প্রযুজ্য নয়"।

স্ত্রী—পদে অপুত্র মৃত ব্যক্তির পত্নী, দুহিতা, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী ব্যতিরিক্ত স্ত্রীমাত্র বোধ্য।

ঢাকা কোর্ট আপীল, ২১ জুন, ১৮২৩ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা ৮, মকদ্দমা ২০ (পৃ. ২২৮—২৩০)।

প্র.। এক ব্যক্তি কোন ভূমি সম্পত্তির ক্রেতার নামে এবং ঐ বিষয়ের বিক্রেতা নিজ ভ্রাতার নামে তদ্বিষয়ের এক তেহাইর দাবীতে নালিশ করিয়া ঐ মকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে বিরোধীয় বিষয়ে আপনার যে স্বত্ব তাহা এক দানপত্র দ্বারা অপ্রাপ্তব্যবহার ভ্রাতৃপুত্রকে অর্থাৎ বিক্রেতা ভ্রাতার পুত্রকে দান করিল। এমত অবস্থায়, উক্ত দানপত্র সম্পূর্ণ ও কর্ম্মণ্য কি না; এবং ঐ দানপত্র বলে উক্ত অপ্রাপ্তব্যবহারের ওসী বাদির মত ঐ বিষয়ের নিমিত্তে মকদ্দমা চালাইতে ক্ষমতান্বিত কি না?

বাদী যে বিষয়ের নিমিত্তে অভিযোগে প্রবৃত্ত তাহা দান করিতে পারে, এবং গ্রহীতার ওসী ঐ অভিযোগ চালাইতে ক্ষমতাবান্।

উ.। যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ বাদী সম্পূর্ণ জ্ঞানাপন্নাবস্থায় বিরোধীয় বিষয়ে আপনার যে স্বত্ব তাহা অপ্রাপ্তব্যবহার ভ্রাতৃপুত্রকে দান করিয়া ও দানপত্র লিখিয়া দিয়া পরে কালপ্রাপ্ত হইয়াছে, তবে তদ্দানপত্র শাস্ত্রানুসারে নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ; ঐ দানপত্র বলে অপ্রাপ্তব্যবহার গ্রহীতার ওসী তাহার বিষয়াধ্যক্ষ রূপে বিরোধীয় বিষয়ের নিমিত্তে মকদ্দমা চালাইতে পারে।

কলিকাতা কোর্ট আপীল। ৩১ মে, ১৮২১ সাল। প্রেমচাঁদ—বনাম—রামচন্দ্র ভূর্জ। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ২২ (পৃ. ২৩১)।

প্র.। সহোদর ভগিনী থাকিতে কোন ব্যক্তি পৈতামহ ভূম্যাদি অপরকে দান করিতে যোগ্য কি না, যদি হয়, তবে ঐ ভগিনী তদ্দত্ত বিষয় হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী কি না?

কোন ব্যক্তি আপনার ভগিনী জীবিত থাকিতেও অপরকে সমুদয় বিষয় দান করিতে পারে।

উ.। সহোদর ভগিনী থাকিতেও কোন ব্যক্তি পৈতৃক স্থাবরাস্থাবর বিষয় দান করিতে যোগ্য। ঐ ভগিনী যদি বিবাহিতা হইয়া থাকে তবে তদ্দত্ত বিষয় হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী নয়।

সহর চুঁচুড়া। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা ৮, মকদ্দমা ২৪ (পৃ. ২৩২।

প্র.। এক ব্যক্তি তাহার ভ্রাতারা ও পিতা একান্নভুক্ত একত্র থাকিতে অভিযোগ দ্বারা পিতার স্বার্জ্জিত পূর্ব্বহৃত নিষ্কর ভূমি সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হয়, এবং পিতা তাদৃশ উদ্ধৃত বিষয় তদুদ্ধারকারক পুত্রকে

the sister's son is entitled to inherit from him, for he confers a benefit on the deceased's ancestors by performing the double rites.

*Authorities :—*

*Nar'ada :*—"Should they give or sell their own shares, they do all that as they please, for they are masters of their own wealth."

"Though immovables or *bipeds*," &c.

"Therefore, since it is denied that a gift or sale should be made, the precept is infringed by making one. But the gift or transfer is not null: for a fact cannot be altered by a hundred texts."

The right of a sister is denied by the following text.

"Riches were ordained for sacrifice. Therefore they should be allotted to persons who are concerned with religious duties, and not to be assigned to women, to fools, and to people neglectful of holy obligations."

By the mention of "women," must be understood all females, except the wife, daughter, mother, paternal grandmother, and father's grandmother of a person dying childless.

Dacca Court of Appeal, June 21st, 1823. Macn. H. L. vol. II. Ch. 8, Case 20, pp. 228—230.

**Q.** A person brought an action, claiming a third part of a certain landed estate, against the purchaser of the land, and his brother who had sold it; and previously to the decision, the complainant assigned his interest in the property in dispute by a deed of gift to his minor nephew, who was the son of the selling brother. In this case, is the deed of gift complete and binding; and in virtue of the same, is the minor donee's guardian authorised to carry on the suit for the estate, as the complainant was to do?

A plaintiff may make a gift of the property he is suing for, and the guardian of the donee is thereby empowered to carry on the suit.

R. If it be proved that the complainant, in the full possession of his intellectual faculties, executed the deed of gift, disposing of his entire interest in the property in dispute, in favour of his minor nephew, and subsequently died, the deed of gift is, according to law, good and valid; and by virtue of such deed the minor donee's guardian, as manager of his affairs, may carry on the suit for the property in question.

Calcutta Court of Appeal, May 31st, 1821. Prem Cha'nd *versus* Ra'm Chandra Bhurja. Macn. H. L. vol. II. Ch. 8, Case 22, pp. 231.

**Q.** Is a person, having an uterine sister, competent to dispose of his ancestral landed and other property by gift, in favour of a stranger? and if so, is his sister entitled to get her maintenance out of the property given?

Though his sister be living, a man may give away all his property to a stranger.

R. It is competent to a person to give away his patrimonial property, movable and immovable, though his uterine sister be living. If the sister be married, she has no right to have maintenance out of the gift.

City Chinsurah. Macn. H. L. vol. II. Ch. 8, Case 24, p. 232.

**Q.** A person, by recourse to law, recovered some of his father's acquired rent-free landed property which had been formerly lost, while his other brothers were living together with him and his father as an undivided and joint family, and the father verbally gave the pro-

বাচনিক দান করেন, ও দাতা তাহা দখল করিয়া লয়। এমত অবস্থায়, ঐ দান শাস্ত্রানুসারে নির্দোষ ও সিদ্ধ কি না?

বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্র মতে পিতা স্বয়ং স্বাজির্ত বিষয় এক পুত্রকে দিতে পারেন।

উ.। পরিবার অবিভক্তাবস্থায় থাকিতে এক ভ্রাতা যদি পূর্ব্বহৃত অথবা অন্যের অধিকৃত পৈতৃক স্থাবর বিষয় উদ্ধার করে, তবে অন্য ভ্রাতারা তদুদ্ধারকর্ত্তাকে তাহার প্রাপ্যাংশাতিরেকে উদ্ধৃত ভূমির চারি অংশের এক অংশ অবশ্য দিবে। এস্থলে ঐ উদ্ধৃত বিষয় পিতার স্বোপার্জ্জিত, এবং পিতা তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক তদুদ্ধারকর্ত্তাকে দিয়াছেন, অতএব তদ্দান শাস্ত্রসম্মত। এইমত দায়তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থের মতানুযায়ী।

জিলা জঙ্গল মহাল; ১৯ জুন১৮২১সাল। মেক্. হি. ল. বা.২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ২৮, (পৃ. ২৩৬, ২৩৭)।

প্র.। এক ব্যক্তি সহোদর ভ্রাতা থাকিতে পত্নীকে এক দলীল লিখিয়া দেয় এবং তাহাতে সে ইচ্ছা করে যে তাহার মৃত্যুর পর ঐ পত্নী তাহার স্বার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় দান বা বিক্রয় করিতে ক্ষমতা প্রাপ্তা হইবে, পরে সে নিঃসন্তান মরে। এমত অবস্থায় ঐ বিধবা দানপত্রে লিখিত বিষয় দান বা বিক্রয় করিতে যোগ্যা কি না?

বঙ্গদেশে কোন বিধবা পতির ভ্রাতা জীবিত থাকিতেও পতির লিখিত অনুমতিক্রমে তৎস্বোপার্জ্জিত স্থাবর বিষয় দানাদি করিতে পারে।

উ.। মৃত ব্যক্তি সহোদর ভ্রাতা থাকিতে যদি স্বোপার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় দান বা বিক্রয় করিতে নিজ পত্নীকে এক দলীলের দ্বারা ক্ষমতা দিয়া প্রপৌত্র পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারিহীন রূপে কাল প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তবে ঐ পত্নী (মৃত) পতির দত্তানুমতিক্রমে ঐ বিষয় দান বা বিক্রয় করিতে যোগ্যা। এই প্রচলিত মত।

কলিকাতা কোর্ট আপীল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৩১ (পৃ. ২৩৮)।

প্র.। এক ব্যক্তির এক পত্নী ও দুই দুহিতা ছিল, সে তন্মধ্যে এক জনকে আপনার সমুদায় পৈতামহ ভূমি সম্পত্তি এবং অন্য বিষয় বাচনিক দান করিল। এমত অবস্থায় ঐ দান শাস্ত্রসম্মত কি না?

পত্নীকে ও অন্য কন্যাকে নিরাস পূর্ব্বক এক দুহিতাকে সমস্ত বিষয় দিতে পারে।

উ.। উপরি উক্ত অবস্থায় যৎকালীন পিতা এক কন্যাকে বাচনিক দান করেন তৎকালীন তাঁহার পত্নী ও আর এক কন্যা জীবিত থাকিলেও ঐ দান শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ।

জিলা বর্দ্ধমান ১৪ এপ্রেল ১৮২১ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৩৫ (পৃ. ২৪৩।

প্র.। এক ব্রাহ্মণের কিছু নিষ্কর ভূমি ও অন্য বিষয় ছিল, সে আনন্দ বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্র এই তিন পুত্রকে ও এক কন্যা (দয়াকে) রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। ঐ পুত্রেরা কিছু কাল যৌতরূপে পিতৃবিষয় ভোগ করিল। তাহাদের জ্যেষ্ঠ আনন্দ এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। আনন্দের পুত্র নিজ পিতার অংশে অধিকার করিয়া অল্পকাল পরে কাল প্রাপ্ত হইল এবং তাহার মরণে তদ্বিষয় তাহার ভাগিনেয়কে অর্শিল। দ্বিতীয় পুত্র বৈকুণ্ঠ কেবল এক পত্নীকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া মরিল, ও কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্র বৈকুণ্ঠের পত্নীকে প্রতিপালন করতঃ দুই অংশ—অর্থাৎ নিজের এক অংশ এবং মৃত ভ্রাতা বৈকুণ্ঠের এক অংশ অধিকার করিল। এমত অবস্থায় চন্দ্র এবং (মৃত) বৈকুণ্ঠের পত্নী গুরুকে ও কুলপুরোহিতকে এবং দয়ার পুত্রকে নিজ অংশের কিঞ্চিৎ দান করিয়া বক্রী বিষয় আনন্দের দৌহিত্রকে দিতে পারে কি না? এবং তাহারা যদি লিখিত দলীলের দ্বারা আপন আপন২ অংশ দিয়া থাকে, তবে ঐ দানপত্র শাস্ত্র সিদ্ধ কি না? যদি না হয়, তবে ঐ বিষয় পাইতে কে অধিকারী?

দায় শাস্ত্রানুসারে ভাগিনেয় প্রশস্ততর অধিকারী হইলেও তাহাকে নিরাস পূর্ব্বক ভ্রাতৃ দৌহিত্রকে বিষয় দেওয়া যাইতে পারে।

উ.। উপরি উক্ত অবস্থাতে, কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্র ও (মৃত) বৈকুণ্ঠের পত্নী আপন আপন অংশের কিঞ্চিৎ গুরুকে ও কুলপুরোহিতকে ও দয়ার পুত্রকে দিয়া অবশিষ্ট দানপত্রদ্বারা আনন্দের দৌহিত্রকে দিতে পারে, ঐ দানপত্রকে শাস্ত্রসিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু এই ব্যক্তিদ্বয় যদি তাদৃশ দান না করিয়া মরিয়া থাকে তবে ঐ বিষয় ভাগিনেয়কে (অর্থাৎ দয়ার পুত্রকে) অর্শে।

perty so recovered to the son who had recovered it, and the donee took possession of the same. In this case, is the donation, according to law, valid and good, or otherwise?

According to the law of Bengal, a father may give all his self-acquired landed property to one of his sons.

R. Should one of the brothers recover the patrimonial immovable property which had been formerly lost or seized by strangers while the family was in an undivided state, the other brothers must give a fourth part of the land so recovered to him who retrieved it, in addition to his regular allotment. Here the property recovered was the father's self-acquisition, and the father voluntarily gave it to the recoverer: therefore the gift is legal. This opinion is conformable to the *Dáyabhága* and other authorities.

Zillah Jungal Mehals; June 19th, 1821. Macn. H. L. vol. II. Ch. 8, Case 28, pp. 236, 237.

Q. A person, having an uterine brother, executes an instrument in favor of his wife, in which he desires that she, on his death, should be allowed to make a gift or sale of his self-acquired property, movable and immovable, and dies without issue. In this case, is the widow entitled to dispose of the property mentioned in the deed, by gift or sale?

A widow in Bengal may, with the recorded permission of her husband, alienate immovable self-acquired property, although his brother be living.

R. Supposing the deceased to have left authority with his wife by a written instrument to make a gift or sale of his self-acquisitions, consisting of movable and immovable property, while his uterine brother was living, and to have died leaving no heir down to the great-grandson, the widow, according to her husband's permission, is competent to give or sell the property in question. This is the received opinion.

Calcutta Court of Appeal. Macn. H. L. vol. II. Ch. 8, Case 31, p. 238.

Q. A person, having a wife and two daughters, made a verbal gift in favour of one of them of his whole ancestral landed and other property: in this case, is the gift legal and otherwise?

A man may give his whole property to one daughter, to the exclusion of his wife and another daughter.

R. Under the above circumstances, the gift orally made by the father to one of his daughters, though when he made the gift there were his wife and another daughter living, is legal and valid.

Zillah Burdwan, April 14th, 1821. Macn. H. L. vol. II. Ch. 8, Case 35, p. 243.

Q. A. Brahmin, who had some rent-free lands and other property, died, leaving three sons A, B, & C, and a daughter, D. The sons jointly enjoyed their father's property for some time and the eldest of them (A) died, leaving a son and daughter. The son of A took possession of his father's share, and died shortly afterwards, and on his death it devolved on his sister's son. The second son B died, leaving only a widow as his heir; and the younger son C, having supported B's widow, took possession of two shares; that is, one for himself, and the other for his deceased brother B. In this case, are C and B's widow competent, having assigned a small portion of their shares of the property in favour of their spiritual teacher, family priest, and D's son, to give the remainder to the grandson of A; and if they have given their shares by a written instrument, is the deed of gift legal? and if not, who is entitled to succession?

Property may be given to a brother's daughter's son, to the exclusion of a sister's son; though according to the law of inheritance, the latter would exclude the former

R. Under the circumstances stated, the younger son C, and B's widow, were competent, having assigned a small portion of their respective shares to their spiritual teacher, family priest, and D's son, to give the remainder to A's grandson in the female line by a deed of gift, which deed must be considered legal. But if those persons had died without making such gift, then the property would have devolved on the sister's son (D's son).

কলিকাতা কোর্ট আপীল। নন্দরাম—বনাম—রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৩৮ (পৃ. ২৪৫ ও ২৪৬)।

প্র.। এক ব্যক্তি পুত্র ও পত্নীর মৃত্যুর পর পূর্ব্ব পুরুষ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূমির কিয়দংশ [illegible] ও ভগিনীর পুত্রদের অন্নাচ্ছাদনার্থে রাখিয়া বক্রী অংশ এক দানপত্র দ্বারা নিজ [illegible] অথবা তাঁহার পুত্রকে দান করে; ঐ দানপত্র তদ্ভগিনীদের সম্মতিতে ও সাক্ষেতে লিখিত পঠিত [illegible] ভাগিনেয়দের সম্মতিতে ও সাক্ষেতে লিখিত পঠিত হয় না, এমত অবস্থায় ঐ দানপত্র শাস্ত্রসম্মত কি না?

ভাগিনেয়দের সম্মতি বিনা পৈতৃক বিষয়ের দান সিদ্ধ।

উ.। উপরি উক্ত অবস্থাতে ঐ দানকে অবশ্যই নির্দোষ ও শাস্ত্রসিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবেক।

পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র হীন ব্যক্তির আর আর জ্ঞাতি কুটুম্ব থাকিতেও শাস্ত্রানুসারে সে মাতামহ [illegible] দান করিতে যোগ্য। এমত অবস্থায় ভগিনীদের অথবা তৎ পুত্রদের সম্মতি বাহুল্য মাত্র।

জিলা বর্দ্ধমান, [illegible] ১৮২৩ সাল। মেক্‌. হি. ল, বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৪৪, (পৃ. [illegible])।

প্র.। বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র থাকিতে তাহার সম্মতি বিনা এক ব্যক্তি নিজ মাতামহের অর্জ্জিত ভূমি সম্পত্তি (যাহা হইতে জমিদার তাহাকে বেদখল করিয়াছিল) অপর ব্যক্তিকে দান করিয়া দানপত্রে এই শরত লিখিয়াছে যদি সে (অর্থাৎ গ্রহীতা) ঐ বিষয়ের পুনর্ব্বার দখল পাইতে পারে তবে সে ঐ বিষয় মালিক রূপে ব্যবহার করিবে, এবং তাহাতে তাহার (অর্থাৎ দাতার) কোন এলাকা থাকিবে না। পরে গ্রহীতা ঐ বিষয় হাসিল করিল, এমত অবস্থায় ঐ দানপত্র [illegible] ও শাস্ত্রসিদ্ধ কি না? যদি হয়, তবে ঐ দানে তদ্দাতার স্বত্ব ধ্বংস হইয়াছে, অথবা দাতার মরণান্তে তাহার পুত্রের তাহাতে স্বামিত্ব জন্মিবে?

পুত্র থাকিতে কোন ব্যক্তি মাতামহ হইতে প্রাপ্ত অন্য কর্তৃক অপহৃত ভূমি এই শরতে দান করিতে পারে যে গ্রহীতা তাহা উদ্ধার করিয়া লইবে।

উ.। উক্ত অবস্থায় মাতামহ হইতে যে স্থাবর বিষয় উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ দাতাকে অর্শিয়াছিল তাহা সে অন্যকে দান করিতে যোগ্য, এবং ঐ (দানজন্য) স্বত্ব সম্পূর্ণ ও কর্ম্মণ্য; এমত শাস্ত্র নাই যে দৌহিত্রের পুত্র অধিকারী হইবে, অতএব ঐ দান অসিদ্ধ করিতে দাতার পুত্রের অধিকার নাই। এই মত দায়ভাগ ও বিবাদচিন্তামণি, ও দায়রহস্য এবং আর আর স্মৃতিগ্রন্থ সম্মত।

প্রমাণ—

বিবাদ চিন্তামণিধৃত বৃহস্পতি বচন—"সপ্ত প্রকার উপার্জ্জনোপায়ের যে কোন উপায় দ্বারা গৃহ বা ভূমি উপার্জ্জিত হইলে তন্মধ্যে যাহা দত্ত হয় তাহা সমর্পণ কর্ত্তব্য; (কেবল) পিতৃত্যক্ত ও অর্জ্জকের স্বয়ং উপার্জ্জিত ভূমিতে বিশেষ কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি যাহা স্বয়ং উপার্জ্জন করে তাহা সে আপন ইচ্ছানুসারে দান করিতে পারে"।

দায়ভাগে লিখিত আছে—"দান ও বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হওয়াতে তাহা করিলে বিধির অতিক্রম হয়, কিন্তু দানাদি অসিদ্ধ হয় না, যেহেতু শত বচনেও বস্তুর অন্যথা করা হইতে পারে না"।

দায়রহস্যধৃত শঙ্খ বচন—"ক্রমাগত কিন্তু পূর্ব্বাহৃত ভূমি এক জন (দায়াদ) নিজ শ্রমে উদ্ধার করিলে তাহাকে (অগ্রে) চারি ভাগের ভাগ দিয়া আর আর দায়াদরা অবশেষে ভাগ ভোগি হইবে।

মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৩৭ (পৃ. ২৫৫ ও [illegible])।

প্র.। কোন ভূমি সম্পত্তির দশ আনা অংশাধিকারীর এক পুত্র ছিল, সে পিতার জীবন কালে এক পত্নী ও তিন কন্যা রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়। উক্ত ভূম্যধিকারী কোন স্থান হইতে আপিলাণ্টকে আনিয়া তাহার সহিত পৌত্রীত্রয়ের একের বিবাহ দিয়া আপন অংশের বিষয় তাহাকে এক দানপত্র দ্বারা যৌতক দিল; আর ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে তদনন্তর দত্ত [illegible] ঐ আপিলাণ্ট দখল করিয়া নিজ স্ত্রীর সম্মতি ক্রমে তাহার দুই আনা অংশ বিক্রয় করিয়াছে; এবং জিলা ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের বিচারে ঐ দান

Calcutta Court of Appeal. Nanda Ra'm *versus* Ra'mtanu Mukarjya'. Macn. H. L. vol. II. Ch. 8, Case 38, pp. 245, 246.

**Q.** A person, on the death of his son and wife, having reserved some landed property which descended to him from his forefathers, for the maintenance of his sisters and their sons, disposed of the remaining portion, by a deed of gift in favour of his spiritual teacher or his son, the deed being executed with the consent, and in the presence, of his sisters, but not of their sons. In this case, is the gift legal?

The gift of a paternal estate is valid without the consent of sisters' sons.

**R.** Under the circumstances stated, the gift must be considered good and valid.

According to the Hindu law, a man who has neither a son, nor a son's son, nor a great grandson, is competent to give away his ancestral real estate, even though there be his other relations living: in this case, the sisters' or their sons' consent is superfluous.

Zillah Burdwan, July 25th, 1823. Macn. H. L. vol. II. Cha. 8, Case 44, pp. 252, 253.

**Q.** A person having an adult son, without that son's consent disposed of by gift to a stranger a part of his maternal grandfather's dependant landed estate, the zemindar or proprietor of which had dispossessed him, conditioning in the deed, that if he (the donee) could recover possession of the property, he might exercise proprietory right over it, and (the donor) would have no concern with it. The donee having recovered the estate, in this case is the deed of gift binding and legal? and if so, is the donor's son's property divested in virtue of the gift? or on the death of the donor, will his son acquire the right of ownership?

A person having a son may make a gift of his maternal grandfather's landed property, which had been usurped, on condition of the donee's recovering it.

**R.** Under the circumstances stated, the donor was competent to give his maternal grandfather's immovable property, which devolved on him by succession, to a stranger, and the right is complete and binding. There is no law that the daughter's son's son shall inherit, consequently the donor's son has no right to annul the gift. This opinion is conformable to the *Da'yabha'ga*, *Viva'dachinta'mani*, *Da'yarahashya*, and other works of law.

*Authorities:—*

The text of *Vrihaspati*, cited in the *Viva'dachinta'mani*: "Of houses and of land acquired by any of the seven modes of acquisition, whatever is given away should be delivered, distinguishing *land* as *it was* left by the father, or gained by the occupier himself. At his pleasure he may give what himself acquired."

It is laid down in the *Da'yabh'aga*, that "therefore, since it is denied that a gift or sale should be made, the precept is infringed by making one. But the gift or transfer is not null: for a fact cannot be altered by a hundred texts."

The passage of *Shankha*, quoted in the *Da'yarahashya*: "Land inherited in regular succession, but which had been formerly lost, and which a single (heir) shall recover solely by his own labour, the rest may divide according to their due allotments, having first given him a fourth part."

Macn. H. L. vol. II. Cha. 8, Case 47, pp. 255, 256.

**Q.** A proprietor of a ten-anna share of a landed estate had a son, who died before him, leaving a widow and three daughters. The said proprietor having brought the appellant from a certain place, gave him in marriage to one of his three granddaughters, and presented him with his entire share of the property as a *joutak* gift (property given at a marriage), by a deed; and it is also proved that the appellant took possession of the property so given, and sold a two-

নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ বিবেচিত হইয়াছে। এমত অবস্থায়, ঐ দাতার বিধবা পুত্রবধূ বক্রী আটআনার কোন অংশ বিক্রয় করিতে ক্ষমতা রাখে কি না?

পুত্রবধূ এবং আর আর পৌত্রীকে নিরাশ পূর্ব্বক কোন ব্যক্তি মৃত পুত্রের এক দুহিতার স্বামিকে আপনার সমুদয় বিষয় যৌতক দিতে পারে।

উ.। এ মকদ্দমাতে যে প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে ঐ ভূম্যধিকারী সমদায়াদদের হইতে নিজ অংশ পৃথক্ করিয়া আপন পুত্রের নামে রেজিষ্টরি করিয়া লইয়াছে। এবং আপন পত্নী, পুত্রবধূ ও দুই অবিবাহিতা পৌত্রী বাঁচিয়া থাকিতে আপিলান্টকে দূরস্থান হইতে আনয়ন করিয়া পৌত্রীত্রয়ের একের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে আপনার সমুদায় বিষয় যৌতক দিয়াছে, আর নিজ পুত্রবধূকে প্রতিপালন করিতে আপিলান্টকে আদেশ করিয়া কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। এমত অবস্থায় ঐ দানপত্রে লিখিত বস্তু শাস্ত্রানুসারে আপিলান্টের বিষয় হওয়াতে তাহাতে ঐ ব্যক্তির বিধবা পুত্রবধূর স্বত্ব নাই, ও সে তাহা বিক্রয় করিতে পারে না। অপিচ ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে দানপত্রে তিন জন সাক্ষি ছিল, অতএব তদ্দানপত্রে লিখিত বিষয়ে দাতার স্বত্ব এরূপে সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাতে তৎ পুত্রবধূর স্বত্ব নাই, এতাবতা তাহার দাওয়া অগ্রাহ্য।

প্রমাণ—

মনু—"পিতামাতার (মরণ) পরে, ভ্রাতারা যুটিয়া পৈতৃক বিষয় সমান ভাগ করিয়া লইবে; পিতামাতা বাঁচিয়া থাকিতে তাহাতে তাহাদের প্রভুত্ব নাই"।

বিষ্ণু—"পিতা যখন পুত্রগণকে পৃথক্ করিয়া দেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাই স্বার্জ্জিত বিষয় বিভাগের নিয়ামক"।

দেবল—"যেহেতু পিতা নির্দ্দোষরূপে বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রদের স্বত্ব নাই"।

যে ধন স্ত্রীর সহিত প্রাপ্ত তাহা বিবাহ প্রযুক্ত পাওয়া বিবেচিত হইয়াছে"।

ঢাকার কোর্ট আপিল, মে মাস, ১৮২০ সাল। জগন্নাথ দাস—বনাম—মদন মোহন ঘোষ প্রভৃতি। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৫০, পৃ. ২৬২—২৬৪।

"কিন্তু যেস্থলে পুত্রদের সম্ভাব্য কলহ নিবারণার্থ পিতা তত্তদংশ অবধারণ করিয়া তাহা আবার স্বয়ং অধিকার করেন সে স্থলে তাহা বিভাগ নয়, যেহেতু তাহাতে পিতার উপেক্ষা না হওয়াতে স্বত্ব বিদ্যমান থাকে, অতএব সেস্থলে বিভাগ পদের প্রয়োগ ভাক্ত মাত্র অর্থাৎ অনিশ্চিত"* (দা. ভা. টী. পৃ. ২৯)। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের এমত লিখনদ্বারা বোধ্য এই যে—

"যত্রতু পুত্রাণাং সম্ভাব্যমানানুভাবিক কলহ নিরাকরণার্থং পিতা তত্তদংশানবধার্য্য পুনস্তেষু স্বয়মধিকরোতি ন তত্র বিভাগঃ, পিতুরুপেক্ষাবিরহেণ তৎ স্বত্বস্যৈব বিদ্যমানত্বাৎ, তেন তত্র বিভাগ প্রয়োগো ভাক্ত এব"* (দা. ভা. টী. পৃ. ২৯)। ইতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারস্য লিখন স্বরসাৎ—

ব্যবস্থা

৩৫৬ ধনী নিজ মরণোত্তর স্বধন বিভাগের নিয়ম করিতে ক্ষমতাবান্।

৩৫৬ ধনিনো নিজ মরণাদুত্তরং স্বধন বিভাগ নিয়ম করণে ক্ষমতা বর্ত্ততে।

* এমত লিখনে ইহাও অনুভূত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার উইল করণে অর্থাৎ মৃত্যুর আশঙ্কায় ভাবি দান করণে ধনির ক্ষমতা এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন।

anna share of it with the consent of his wife, which sale was admitted as good and valid by the decisions of the zillah and Provincial courts. In this case, has the widow of the son of the donor a right to sell any protion of the remaining eight-anna share?

R. It appears from the evidence adduced in this case, that the landed proprietor in question separated his portion of the estate from that of his co-parceners, and caused it to be registered in his son's name; and that having brought the appellant from a distant place, he gave him in marriage to one of his three granddaughters, presenting him with his entire state as a *joutaka*, or nuptial gift, while his own wife and his son's widow and two unmarried daughters were living; and that he died, leaving directions with the appellant to support his son's widow. Under these circumstances, the property which is specified in the deed of gift, according to law being the appellant's estate, the deceased son's widow has no right over it, and cannot sell it. It also appears that the deed of gift was attested by three witnesses; consequently the donee's proprietory right to the estate specified in the deed being so established, the son's widow has no right to it, and therefore her claim is inadmissible.

A man may give his entire property to the husband of one of the daughters of his deceased son as a *joutaka*, or nuptial present, to the exclusion of his son's widow and other daughters.

*Authorities:—*

Manu:—"After the (death of) father and mother, the brethren, being assembled, must divide equally the paternal estate: for they have not power over it while their parents live."

Vishnu:—"When a father separates his own sons from himself, his will regulates the division of his own acquired wealth."

Devala:—"For sons have not ownership while the father is alive and free from defect."

"But wealth received on account of marriage is considered to be that which has been accepted with a wife."

Dacca Court of Appeal, May, 1820. Jaganna'th Da's *versus* Madan Mohan Ghose and others. Macn. H. L. vol. II. Ch. 8, Case 50. pp. 262—264.

"But when the father, for the sake of obviating disputes among his sons, determines their respective allotments, continuing however the exercise of power over them, that is not partition: for his property still subsists, since there has been no relinquishment of it on his part. Therefore the use of the term partition, in such an instance, is lax and indeterminate."* (Coleb. Da'. bha'. p. 17). From this passage of Sri'krishna Tar ka'lanka'ra it appears that—

356 The proprietor of an estate has power to determine the allotments of his heirs to take effect after his death.

Vyavasthá

* From this it is also inferred that Sri'krishna Tarka'lanka'ra has in a manner recognised the power of a proprietor to make a will, which in fact is a gift made in contemplation of death.

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### অবিভক্ত বিষয়ে কোন সমদায়াদের কর্তৃত্বের সীমা।

মিথিলাদি প্রদেশাদৃত নিবন্ধৃদের মতে অবিভক্ত বিষয় এক জন দানাদি করিতে পারে না, যেহেতু—"সাধারণ বিষয়, পুত্র, পত্নী, বন্ধকের দ্রব্য, সর্ব্বস্ব, গচ্ছিত দ্রব্য, (ব্যবহারের নিমিত্তে) যাচিত দ্রব্য, এবং অন্যকে প্রতিশ্রুত দ্রব্য (এই) আট বস্তু অদেয় কথিত"—এই বৃহস্পতি বচনানুসারে সাধারণ দ্রব্য অদেয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং যেহেতু—"এক জন পরস্পর সম্মতি বিনা সমস্ত স্থাবর অথবা গোত্রের মধ্যে সাধারণ বিষয় ক্রয় বা দান করিবে না॥ বিভক্ত বা অবিভক্ত হউক সপিণ্ডেরা স্থাবর বিষয়ে সমান (অধিকারি)। এক জন সর্ব্বস্ব দান বা বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে প্রভু নয়"॥এই ব্যাস বচনদ্বয়ানুসারে এক জন দানাদি করিতে প্রভু নয়।

মিথিলাদিপ্রদেশাদৃত নিবন্ধৃণাং মতে সাধারণমেকেনাদেয়মেব,—"সামান্যং পুত্রদারাধি সর্ব্বস্বং ন্যাস যাচিতং। অদেয়ান্যাহুরষ্টৈব যচ্চান্যস্মৈ প্রতিশ্রুতম্"॥ ইতি বৃহস্পতি বচনে সামান্যস্যাসাধারণস্যাদেয়ত্ব প্রতিপাদনাৎ। "স্থাবরস্য সমস্তস্য গোত্রসাধারণস্যচ। নৈকঃ কুর্য্যাৎ ক্রয়ং দানং পরস্পরমতং বিনা॥ বিভক্তা অবিভক্তাবা সপিণ্ডাঃ স্থাবরে সমাঃ। একোহনীশঃ সর্ব্বত্র দানাধমন বিক্রয়ে" ॥ ইতি ব্যাস বচনাভ্যামেকস্য দানাদ্যনীশত্বাচ্চ।

সামান্য স্বত্ববাদিত্বহেতুতে তাঁহাদের আশয় এই যে সকল ধনে সকলের স্বত্ব থাকাতে একের ইচ্ছাতে কৃত দান বিক্রয়াদি অসিদ্ধ। পরন্তু প্রাদেশিক স্বত্ববাদী জীমূতবাহন কহেন ঐ মত অযথার্থ, যেহেতু সাধারণ স্বত্বের প্রমাণ নাই। অপিচ তদ্ব্যাস বচনদ্বয় লিখিয়া তিনি সমাধা করিয়াছেন—"তদ্ব্যাসবচনদ্বয়ে ইহা বাচ্য নয় যে বিক্রয়াদি করিতে এক জনের অধিকার নাই, যেহেতু অন্য বস্তুর মত এস্থলেও 'অবিশেষে* যথেষ্ট বিনিয়োগার্হত্বরূপ স্বত্ব আছে, এতাবতা ব্যাসের বচন স্বামিত্বহেতু দুর্ব্বৃত্ত পুরুষস্থানে বিক্রয়দানাদি করিলে পরিবারের ক্লেশজন্য অধর্ম্মভাগিতা জ্ঞাপনার্থক নিষেধরূপ, তাহা বিক্রয়াদির অসিদ্ধি জ্ঞাপক নয়। অতএব নারদ কহিয়াছেন—"এক ব্যক্তি হইতে জাত অনেকের যদি পৃথক্

এতেষাং সামান্য স্বত্ববাদিত্বাত্ সর্ব্বধন এব সর্ব্বেষাং স্বত্বসত্বাৎ একেচ্ছয়া কৃতদান বিক্রয়াদাসিদ্ধমিত্যাশয়ঃ। পরন্তু প্রাদেশিক স্বত্ববাদি জীমূতবাহনেন তদশদিত্যভিহিতং সমান্য স্বত্বস্য প্রমাণাভাবাৎ। এবঞ্চ তদ্ ব্যাস বচনদ্বয়ং বিলিখ্য তেনৈব সমাহিতং যথা "নচৈতদ্বচনদ্বয়েন একস্য বিক্রয়াদ্যনধিকার ইতি বাচ্যং যথেষ্ট বিনিযোগার্হত্ব লক্ষণস্য স্বত্বস্য দ্রব্যান্তর বদত্রাপ্যবিশেষাৎ*। ব্যাস বচনন্তু স্বামিত্বেন দুর্ব্বৃত্ত পুরুষ গোচর বিক্রয় দানাদিনা কুটুম্ববিরোধাদধর্ম্মভাগিতা জ্ঞাপনার্থং নিষেধ রূপং নতু বিক্রয়াদ্যনিষ্পত্ত্যর্থ মিতি*। অতএব নারদঃ—'যদ্যেক জাতা

---

* অন্য বস্তুর মত,—অর্থাৎ সাধারণ নয় এমত বস্তুর মত। এস্থলেও—অর্থাৎ সাধারণ স্থাবরেও। অবিশেষে—অর্থাৎ স্বামিত্বের অবিশেষে। সামান্য স্বত্ব না থাকাতে নানাস্বামিকত্বরূপ যে সাধারণত্ব তাহা হইল না, অতএব সাধারণত্বকে অবিভক্তত্বই বুঝিতে হইবে। এই রূপ সাধারণ বিষয়ে বিভাগের পূর্ব্বেই স্বত্ব থাকাতে তৎকালেও আপন অংশদানাদি করিলে তাহার বাধক নাই। প্রাদেশিক স্বত্ববাদি দায়ভাগকর্ত্তার এই মত। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৭. ও ৫৮।

* দ্রব্যান্তর বৎ—সাধারণ দ্রব্যান্তর বৎ। অত্রাপি—সাধারণ স্থাবরাদাবপি। অবিশেষাৎ—স্বামিত্বাবিশেষাদিত্যর্থঃ। সামান্যস্বত্বাভাবেন সাধারণত্বস্য নানাস্বামিকরূপস্যালীকতয়া সাধারণত্বমবিভক্তত্বমেব, তত্রচ সাধারণে স্বত্বস্য বিভাগাৎ প্রাগেব জাতত্বেন তদানীমপি স্বাংশদানাদৌ বাধকাভাবইতি প্রাদেশিক স্বত্ববাদিনো দায়ভাগ কর্ত্তুরাশয়ঃ। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৭ও৫৮।

## SECTION II.

### EXTENT OF A CO-PARCENER'S POWER IN UNDIVIDED PROPERTY.

The authors of the law books respected in the *Mithila'* and other schools maintain, that joint property may not be given away by one (parcener,) because joint or common property is mentioned in the text of *Vrihaspatti,* ("The prohibition of giving away, is declared to be eight-fold : a man shall not give joint property, nor his son, nor his wife, nor a pledge, nor all his wealth, nor a deposite, nor a thing borrowed for use, nor what he has promised to another,") among things unalienable. Therefore, according to the two texts of *Vya'sa:* viz. "A single parcener may not, without the consent of the rest, make a sale or gift of the whole immovable estate, nor what is common to the family," and "Separated kinsmen, as those who are unseparated, are equal in respect of immovables ; for one has not the power over the whole, to give, mortgage, or sell it ;" a single parcener has not power to make a gift or other alienation.

The notion of these (authors) is that a sale or other transfer made by the will of a single parcener is invalid, because all have property in the whole wealth ; for they maintain a common right to the whole, vested in all. But JI'MU'TAVA'HANA, who maintains a several right to a part vested in each, declares such opinion to be wrong, because there is no proof of it, and citing the above two texts of *Vya'sa,* he concludes saying : "It should not be alleged that, by the texts of *Vya'sa,* one person has not power to make a sale or other transfer of such property : for here also, as in the case of other goods, there equally exixts a property consisting in the power of disposal* at pleasure ;" and adds, "But the texts of *Vya'sa* exhibiting a prohibition are intended to show a moral offence : since the family is distressed by a sale, gift, or other transfer, which argues a disposition in the person to make an ill use of his power as owner. They are not meant to invalidate the sale or other transfer." Accordingly, (since there is not in such case a nullity of gift

* "As in the case of other goods,"—meaning good, which are not common. "Here also :" i. e. in the very instance of land &c. held in common. "Equally exists :" intending that there is no distinction of ownership. Since therefore there is no general property of parceners in the whole estate, it is fallacious to suppose, that a plurality of owners constitutes community, and community must therefore be considered as meaning the state of not being separated. For as propriety exists in the common property, even before partition, there is nothing to prevent the gift or other alienation, by a parcener, of his own share, even at that time. This is the opinion entertained by the author of the *Da'yabha'ga,* who maintains a partial right to a certain portion (of the estate ascertainable by partition) vested in each individual owner. W. Da'. Kra. Sang. pp. 123, 124.

ধর্ম্ম ও পৃথক্ ক্রিয়া, এবং পৃথক্ কর্ম্ম ও চরিত্র হয়, ও তাহারা বিষয় ব্যাপারে (পরস্পর) সম্মত না হয়, তবে যদি তাহারা স্ব স্ব ভাগ দান বা বিক্রয় করে, তাহারা তৎ সমুদায় যেমত ইচ্ছা তেমনি করিতে পারে, যে হেতু তাহারা নিজ নিজ ধনের প্রভু"*।

বহবঃ পৃথগ্ধর্ম্মাঃ পৃথক্ ক্রিয়াঃ। পৃথক্ কর্ম্ম গুণোপেতাঃ নচেত্ কার্য্যেষু সম্মতাঃ॥ স্বভাগান্ যদি দদ্যুস্তে বিক্রীণীযুরথাপি বা। কুর্য্যুর্যথেষ্টং তৎ সর্ব্বমীশাস্তে স্বধনস্যবৈ"*।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতিরও এই মত। অতএব বঙ্গদেশপ্রচলিত মতে—

এবমেব শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারাদয়ঃ। তস্মাৎ বঙ্গদেশ প্রচলিত মতে—

ব্যবস্থা

৩৫৭ দায়াদদের মধ্যে একে বা অনেকে সাধারণ বিষয়ে নিজ প্রাপ্য অংশ দানাদি করিলে তাহা বৈধ ও সিদ্ধ†।

৩৫৭ যদিকশ্চিত্ কেচন দায়াদা বা সাধারণ বিষয়েষু স্বকীয় প্রাপ্যাংশস্য দানাদিকং করোতি বৈধমেব তৎ সিদ্ধঞ্চ†।

প্রমাণ

৴০ সাধারণ বিষয়ে নিজ অংশ দান, তাহা বিভাগের পূর্ব্বে বা পরে হউক, সিদ্ধ, এই নিষ্কর্ষ। দা. ক্র. সং, পৃ. ৫৮।

৴০ বিভক্তাবিভক্তসাধারণ স্বাংশদানং সিধ্যতেবেতিসিদ্ধং। দা. ক্র. সং. পৃ. ৮৫।

৵০ কোন দায়াদ যদি আপন অংশ সামান্যতঃ এইরূপে দান করে যে—"তোমাকে আমার অংশ দিলাম"—তাহাতে নিষেধ নাই। কেননা তদানীং গ্রহীতা বিভাগে ঐ দায়াদ স্বরূপে গৃহীত

৵০ যদি কশ্চিৎ দায়াদঃ সামান্যতস্ত্বা স্বাংশমিত্থং প্রযচ্ছেত্—"যন্ময়া ভুজ্যতাং স্বকীয়াংশোদত্তঃ" তত্র ন নিষেধঃ। যতস্তদানীং বিভাগে গ্রহীতা তদ্দায়াদ স্বরূপ তয়া গৃহীতো ভবিতুমর্হেৎ, পরন্তু

* এই নারদ বচনে উক্ত হইয়াছে যে এক ব্যক্তির ক্রিয়মাণ কার্য্যে অন্যের সম্মতি না থাকিলেও সে স্বকীয় ভাগ দানাদি করিতে প্রভু। দা. ক্র. সং. পৃ. ৫৮।

ইহা বিভক্ত স্থলেই যে বাচ্য তাহা নয়, কেননা সেস্থলে অন্যের স্বামিত্ব না থাকা নিশ্চয় হওয়াতে (বিভক্ত বিষয় দানাদিতে অন্যের সম্মতি কেবল ছাগির গল দেশস্থ স্তন তুল্য (নিরাবশ্যক)। অতএব পূর্ব্ব লিখিত বৃহস্পতি বচনে সাধারণ দ্রব্য যে অদেয় মধ্যে গণনা তাহা শুদ্ধ নিষেধ বোধক মাত্র, তাহাতে দানাদি অসিদ্ধ হয় না। স্মৃতিসার প্রভৃতিরও এই মত। ঐ পৃ. ৫৮।

* ইতি নারদ বচনে—একেন ক্রিয়মাণ কার্য্যেষু অন্যেষামসম্মতিত্বেহপি সভাগদানাদাবীশত্বমুক্তং। দা. ক্র. সং পৃ. ৫৮।

নচ বিভক্ত বিষয়মেতদিতি বাচ্যং তত্রান্যেষামস্বামিত্ব নিশ্চয়েন তৎ সম্মতেরজাগল স্তন ন্যায়মানত্বাৎ। ইত্থঞ্চ পূর্ব্ব লিখিত বৃহস্পতি বচনে যৎ সামান্যস্যাদেয় মধ্যে গণনং তন্নিষেধ পরমেব নতু দানাদ্যনিষ্পত্তি পরমিতি। এবমেব স্মৃতিসার প্রভৃতয়ঃ। ঐ পৃ. ৫৮।

† বঙ্গদেশপ্রবল শাস্ত্রমতে অবিভক্ত দায়াদগণের যে ক্লেহ যৌত বিষয়ের মধ্যে আপন অংশ পরিমাণে দানাদি দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারে,; এবং আমি বোধকরি উইলের দ্বারা তাহার বিষয়ের তৎ কৃত দান এস্থলে অর্থাৎ এইদেশের সীমার মধ্যে জীমূতবাহনের এই মতানুসারে যে—'কোন অবিভক্ত সমদায়াদের কৃত দানাদি অধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু অসিদ্ধ নয়'—সিদ্ধ থাকিবে।

বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্তদের মত এই যে অবিভক্ত বিষয় দান অদেয় মধ্যে পরিগণিত, তাহা অধর্ম্ম্য, এবং দণ্ডনীয়ওবটে, কিন্তু অসিদ্ধ নয়, নিবর্ত্তনীয়ও নয়; পরন্তু অন্য প্রকার দানাদি যাহা "অদত্ত" কথিত হইয়াছে তাহা অসিদ্ধ এবং দণ্ডনীয়। কোলব্রুক সাহেবের মত। দ্রষ্টব্য এসট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু ল. বা. ২, পৃ. ৪১৯৩৪২০।

কোন দায়াদ অবিভক্ত পৈতামহ স্থাবর বিষয়ে নিজ অংশ দানাদি করিতে নিষিদ্ধ, এবং মিতাক্ষরাকর্ত্তা বিভাগের পূর্ব্বে প্রাদেশিক স্বত্ব না মানাতে, এবং "কৃত হইলে সিদ্ধ"—এই মতও অস্বীকার করায় যেস্থলে মিতাক্ষরা প্রবল সে স্থলে যে তাদৃশ কার্য্য শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও অসিদ্ধ অত্র সন্দেহ নাস্তি। পরন্তু যেহেতু দায়ভাগকর্ত্তা উক্ত মত, এবং বিভাগের পূর্ব্বে প্রত্যেক দায়াদের প্রাদেশিক অনিশ্চিত স্বত্ব স্বীকার করেন এতাবতা তন্মতে বিভাগের পূর্ব্বে কৃত বিক্রয়াদি তদ্বিক্রয়াদিকারকের অংশ পরিমাণে সিদ্ধ ও কর্ম্মণ্য। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৫।

or alienation,) NA'RADA says: "When there are many persons sprung from one man, who have duties apart, and transactions apart, and are separate in business and character, if they be not accordant in affairs, should they give or sell their own shares, they do all that as they please, for they are masters of their wealth."*

Such is also the opinion of SRI'KRISHNA TARKA'LANKARA and the rest. So according to the doctrine of Bengal,

357 If one or some of the parceners dispose of by gift or other transfer his or their share or shares in joint property, the disposition is good and valid.† Vyavasthá

I. Therefore, a gift by a parcener of his own share of the common property is valid, whether such gift have been made antecedent or subsequent to partition. W. Da'. Kra. Sang. p. 25. Authority

II. A parcener is not forbidden to give his own share generally in this form: "I give you my share;" for then the donee may be admitted, like a parcener, to a distribution: but, even in

* By this text of NA'RADA it is shown that in transactions about to be concluded by one parcener, he has the power to give or therwise dispose of his own share, without the consent of the rest. W. Da'. Kra. Sang. p. 121.

It should not be said, that this text refers to a state of separation, for since the want of ownership (by one parcener in the portion allotted to another) is in that case clearly determined, the consent of either to the transactions of the other is totally out of the question. Such being the case, the text (of *Vrihaspati* above cited) which enumerates common property as not being a subject of donation, must be considered merely in the light of a prohibition, and not as meant to invalidate the transfer. It is thus stated in the *Smritisa'ra* and other books. *Ibid.* pp. 124, 125.

† According to the authorities of Hindu law, which prevails in Bengal, a member of an undivided family may give away, or otherwise alien property, to the extent of his own share of the joint wealth: and I conceive his disposal of his property by will would be here maintained, i. e. within the limits of that province, in conformity with JI'MU'TAVA'HANA'S doctrine, that the gift or other alienation, by an unseparated co-heir, may be an immoral act, but is not an invalid one.

Lawyers of Bengal hold that an unfit gift, *(adeya,)* to which class this of undivided property belongs, is immoral, and even punishable, but not void, nor voidable; while one of the other class, termed void donation, *(adatta,)* is null, and also punishable. Colebrooke's opinion. See Strange's H. L. vol. II. pp. 419, 340.

A co-parcener is prohibited from disposing of his share of joint ancestral property; and such an act, where the doctrine of the *Mita'kshara* prevails, (which does not recognise any several right until after partition, or the principle of *'factum valet,'*) would undoubtedly be illegal and invalid. But according to the *Da'yabha'ga*, which recognises this principle, and also a several though unascertained right in each co-parcener, even before partition, a sale or other transfer under such circumstances would be valid and binding, as far as concerned the share of the transferring party. Macn. H. L. vol. I. p. 5.

পরন্তু তাহা হইলেও স্থাবর বিষয়ের দানাদিতে সমদায়াদ দিগের সম্মতি আবশ্যক* । বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তার এই মত।

• স্থাবর দানাদৌ সমদায়াদানাং সম্মতেগ্র্হণাবশ্যকমিতি" বিবাদ ভঙ্গার্ণব মতং ॥

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা—

প্র.। যদি কোন ব্যক্তি সাধারণ বিষয়ে যথাশাস্ত্র নিজ প্রাপ্যাংশ পরিমাণের অধিক দান করে, তবে এমত অবস্থায় ঐ দানপত্র অশাস্ত্রীয়, অথবা দাতা যে অংশে অধিকারী ছিল গ্রহীতা সেই অংশ পাইবে কি না?

(বঙ্গদেশে) দাতারা অংশ পরিমাণে সাধারণ বস্তুর দান সিদ্ধ।

উ.। সাধারণ বিষয়ে যে পরিমিত অংশ দাতার প্রাপ্য তাহা হইতে অধিক যদি ঐ দাতা দানপত্র দ্বারা দিয়া থাকে তবে তদ্দানপত্র অশাস্ত্রীয় ও অসিদ্ধ হয় না; পরন্তু অবিভক্ত বিষয়ে দাতার যে অংশ ছিল সেই অংশ পাইতে গ্রহীতা অধিকারী। এই মত দায়ভাগ দায়তত্ত্ব ও বিবাদার্ণবসেতু প্রভৃতি গ্রন্থের অনুমত।

জিলা জঙ্গল মহাল, ২৬ মে, ১৮২৬ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৫, পৃ. ২১২।

প্র.। পিতা হইতে দায়রূপে অর্শিয়াছে যে স্থাবরাদি বস্তু তাহা কোন নারী নিজ পুত্রকে দান করিতে যোগ্যা কি না? তৎ পিতৃবিষয় যদি সমদায়াদদের সহিত যৌত থাকে, তবে ঐ নারী নিজ পিতার অংশ পরিমিত বিষয় দিতে পারে কি না?

বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে সমদায়াদা নারী নিজ অংশ পরিমাণে দান করিলে তাহা সিদ্ধ।

উ.। যদি তাহার পিতার (আর) দুহিতা ও দৌহিত্র না থাকে, তবে ঐ নারী পিতা মাতা হইতে দায়রূপে প্রাপ্ত বিষয় নিজ পুত্রকে দিতে যোগ্যা; এবং যদি তাহা দেওয়া হইয়া থাকে, তবে ঐ বিষয় যৌত ও অবিভক্ত থাকিলেও তদ্দানকে নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবেক। এই মত দায়ভাগ ও দায়তত্ত্বানুমত।

প্রমাণ—

দক্ষ—"মাতাপিতাকে ও গুরুকে এবং বন্ধুকে ও ধার্ম্মিককে ও উপকারিকে আর দরিদ্র বা নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে এবং বিদ্বান্‌কে যে দান করা যায় তাহাতে ফলোদয় হয়"।

নারদ—"যদি তাহারা পৃথক্ রূপে আপনাদের অবিভক্ত অংশ দান বা বিক্রয় করে তবে তৎ সকল প্রকার বিষয় তাহারা যেমত ইচ্ছা তেমনি করিতে পারে, যেহেতু তাহারা সকলেই নিজ নিজ ধনের প্রভু"।

জিলা নদিয়া, ৭ জুন ১৮১৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ১৩, ২২০।

প্র.। তিন ভ্রাতার পৈতৃক স্থাবর বিষয় যৌত ও অবিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে দুই জনে তাহার কিয়দংশ অর্থাৎ আপন আপন অংশ অবিভক্ত ভ্রাতার অনুমতি বিনা বিক্রয় করিল, যৎকালে ক্রেতা বিক্রয়পত্র রেজিষ্টরি করায় এবং কালেক্টারিতে তাহার নাম দাখিল খারিজ করিয়া লয় তৎ কালে ঐ ভ্রাতা কোন আপত্তি করে না। এমত অবস্থায় ঐ বিক্রয় নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ কি না?

*"কিন্তু বস্তুতঃ বিভক্ত স্থলে (সম দায়াদদের) যে অনুমতি গ্রহণ সে বিভক্তাবিভক্ত ও সীমাদি নির্ণয়ার্থে, তাহা গ্রামস্থের ও প্রতিবাসির অনুমতি গ্রহণের ন্যায়, যথামিতাক্ষরাতে কথিত হইয়াছে" (দা. ত. পৃ. ২৭)। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের এই মত এস্থলেও প্রযুজ্য—যেহেতু এক স্থলে নির্ণীত, শাস্ত্রার্থ বাধা না থাকিলে অন্য স্থলেও সেই রূপ খাটে এই ন্যায় আছে।

• "বস্তুতস্তু বিভক্তেষ্বনুজ্ঞাগ্রহণং বিভক্তাবিভক্ত সীমাদি সংশয় ব্যুদাসায় গ্রামসামন্তাদ্যনুমতি গ্রহণবত্তদুক্তং মিতাক্ষরায়াং" ইতি রঘুনন্দনমতং (দা. ত. পৃ. ২৭) অত্রাপি প্রযুজ্যং একত্র দৃষ্ট শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যাত্রাপি তথা কল্পতে ইতি ন্যায়াৎ।

that case, the assent of co-heirs is required for the alienation of immovable property.* *Vide* Coleb. Dig. vol. II. p. 104.

*Legal opinions delivered in, and admitted by the several Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. If a person make a gift of joint property in a proportion exceeding his legal share, in this case, is the deed of gift illegal? or will the donee receive the share to which the donor was entitled?

The gift of joint property, to the extent of the donor's share is valid (in Bengal.)

R. Supposing the donor to have disposed of property appertaining to the joint stock to a greater extent than his own share by a deed of gift, that deed does not become illegal and void; but the donee is entitled to so much as may be found to be the donor's property in the undivided estate. This is consonant to the *Da'yabha'ga*, *Da'yatatwa*, *Viva'da'rnavasetu*, and other authorities.

Zillah Jungle Mehals, May 26th, 1826. Mac. H. L. vol. II. Ch. 8, Case 5, p. 212.

Q. Is a woman competent to make a gift to her son of her father's estate, consisting of lands and other property, which devolved on her by inheritance? Supposing her father's property to be in a state of joint tenancy with his co-parcener, can she dispose of the property to the extent of her father's interest?

The gift by a co-parcener of her share of the joint estate is valid according to the law of Bengal.

R. If there be neither daughter nor daughter's son of her father, the woman is competent to give the property which she inherited from her parents to her son; and if given, the gift must be considered good and valid, even though the property given be joint and undivided. This opinion is conformable to the *Da'yabha'ga* and *Da'yatawa*.

*Authorities:—*

DAKSHA:—"Presents given to a mother, a father, a spiritual teacher, a friend, a moral man, a benefactor, an indigent or unprotected person, and a learned man, are productive of benefit."

NA'RADA:—"If they severally give or sell their own undivided shares, they may do what they please with their property of all sorts; for they have dominion over their own."

Zillah Nuddea, June 7th, 1817. Mac. H. L. Vol. II. Chap. 8, Case 13, p. 220.

Q. Of three brothers, whose patrimonial estate, consisting of real property, was joint and undivided, two sold a certain portion, being their own shares, without the consent of their associated brother, who, however, urged no objection at the time when the purchaser got the deed of sale registered and the estate transferred to his name in the records of the collector's office. In this case, is the sale good and valid, or otherwise?

* "In fact, the requiring of the assent of co-heirs in the case of separated brethren, is for the purpose of ascertaining the fact of partition and settling the limits, like the consent of townsmen and neighbours, as has been shown in the *Mita'kshara*" (Da'. T. p. 27). This dictum of RAGHUNANDANA is applicable to this instance also, according to the maxim: "the sense of the law ascertained in one instance, is applicable in others also, provided there be no impediment."

বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে অবিভক্ত দায়াদরা পৈতৃক বিষয়ের নিজং অংশ বিক্রয় করিতে পারে।

উ.। যখন ঐ দুই ভ্রাতা অবিভক্ত স্থাবর বিষয়ে আপনাদের ভাগের কিয়দংশ বিক্রয় করে, এবং ঐ বিষয় হস্তান্তর করণ কালে যখন অন্য ভ্রাতা তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করে নাই, তখন অনুভব করা যাইতে পারে যে সে তাহাতে সম্মত ছিল, পরন্তু সে সম্মতি নাদিলেও অন্য ভ্রাতারা আপন আপন অংশ বিক্রয় করিতে যোগ্য, যেহেতু তাহারা নিজং সম্পত্তির প্রভু। দায়ভাগ, দায়তত্ব এবং বঙ্গদেশপ্রচলিত আর আর গ্রন্থানুসারে এই বিক্রয় নির্দোষ ও সিদ্ধ।

প্রমাণ—দায়ভাগ ধৃত নারদ বচন—"এক ব্যক্তি হইতে জাত অনেকের পৃথক্ ধর্ম্ম ও পৃথক্ ক্রিয়া হইলে এবং পৃথক্ কর্ম্ম ও চরিত্র হইলে আর বিষয় ব্যাপারে পরস্পরের সম্মতি না হইলে যদি তাহারা স্ব স্ব অংশ দান বা বিক্রয় করে। তাহারা তৎ সমুদয় যেমত ইচ্ছা তেমনি করিতে পারে, যেহেতু তাহারা নিজ নিজ ধনের প্রভু"।

ঢাকা কোর্ট আপীল, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ সাল। সদানন্দ শর্ম্মা—বনাম—রামচন্দ্র দত্ত। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ১, পৃ ২৯১ও২৯২।

বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রানুসারে একজন দায়াদ কর্ত্তৃক সাধারণবিষয়ের নিজ অনিশ্চিত অংশ বিক্রয় নির্দোষ ও সিদ্ধ।

প্র.। দুই ভ্রাতা এক বাটীতে বাস করে এবং অবিভক্ত বিষয়ের যৌতরূপে ভাগি। তন্মধ্যে এক জন আপনার ঐ অনিশ্চিত অংশ এক বিক্রয়পত্র দ্বারা অপর ব্যক্তিকে বিক্রয় করে এমত বিক্রয় অন্য ভ্রাতার উত্তরাধিকারিদের বিরুদ্ধে সিদ্ধ কি না? বঙ্গদেশপ্রচলিত শাস্ত্রানুসারে এই প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক।

উ.। এমত বিক্রয় নির্দোষ ও সিদ্ধ।

প্রমাণ-

যদ্যপি দায়ভাগে ব্যাসের দুই বচন ধৃত হইয়াছে, যথা—"এক জন অন্যের সম্মতি বিনা সমস্ত স্থাবর অথবা গোত্রের সাধারণ বিষয় ক্রয় বা দান করিবে না। বিভক্ত বা অবিভক্ত হউক সপিণ্ডেরা স্থাবর বিষয়ে সমান অধিকারি; এক জন সমুদয় দান বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে প্রভু নয়"—তথাপি তদ্-গ্রন্থকর্ত্তা কহিয়াছেন—"ইহা বাচ্য নয় যে তদ্বচনানুসারে বিক্রয়াদি করিতে এক জনের অধিকার নাই; যেহেতু অন্য বস্তুর ন্যায় এস্থলেও অবিশেষে যথেষ্ট বিনিয়োগর্হত্ব রূপ স্বত্ব আছে। পরন্তু ব্যাস বচন স্বামিত্ব হেতু দুর্বৃত্ত পুরুষের নিকট বিক্রয় দানাদি করিলে পরিবারের ক্লেশজন্য অধর্ম্মভাগিতা জ্ঞাপানার্থক নিষেধরূপ, তাহা বিক্রয়াদির অসিদ্ধি জ্ঞাপক নয়"। দায়ভাগ।

"যদি তাহারা স্ব স্ব অংশ দান বা বিক্রয় করে, তাহারা তৎসমুদায় যেমত ইচ্ছা তেমনি করিতে পারে, যেহেতু তাহারা নিজ নিজ ধনের প্রভু"। দায়ভাগ ধৃত নারদ বচন।

স্থাবর বিষয় বিভক্ত বা অবিভক্ত হউক তাহার দানাদি সিদ্ধ যেহেতু পশ্চাৎ অক্ষপাতাদি দ্বারা অংশ নির্দ্দেশ সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ভাগটীকা।

সদরদেওয়ানী আদালত, ৮ এপ্রেল ১৮১৫। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপিলান্ট—বনাম—শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেন্ট। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ২৪, পৃ. ৩১৩ ও ৩১৪।

৩৫৭ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর।

৴৹ মোসম্মাৎ তারামণির বিরুদ্ধে ভবানীপ্রসাদ গুহের মকদ্দমাতে সদরদেওয়ানী আদালত বিচার করিয়াছেন যে বঙ্গদেশপ্রচলিত শাস্ত্রানুসারে কোন সমবায়ীর পৈতৃক অবিভক্ত ভূমি সম্পত্তির মধ্যে নিজ অংশ দুহিতা ও দৌহিত্র থাকিলেও দানাদি করিতে পারে (স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ১৩৮)। কনিষ্ঠে অনুমান

R. When the two brothers sold a portion of their shares of the undivided immovable property, and when the property was transferred, the other brother expressed no objection to the transaction. It may therefore be inferred that he was a consenting party thereto, but, even without his sanction, they were competent to sell their own shares, for they are masters of their own wealth. According to the doctrines of the *Da'yabha'ga*, *Da'yatatwa*, and other law books current in Bengal, the sale is good and valid.

According to the law of Bengal, unseparated co-heirs may sell their own portions of an ancestral estate.

*Authoritiy:*—The text of NA'RADA, as laid down in the *Da'yabha'ga:* "When there are many persons sprung from one man, who have duties apart, and transactions apart, and are separate in business and character, if they be not accordant in affairs, should they give or sell their own shares, they do all that as they please, for they are masters of their own wealth."

Dacca Court of Appeal, February 22nd, 1820. Sadánanda Sarmá *versus* Ra'm Chandra Datta. Macn. H. L. vol. II. Chap. 11, Case 1, pp. 291, 292.

Q. Two brothers are living in the same house, and joint sharers of an undivided estate. One of them disposes of his unascertained share of the estate by a deed of sale to a stranger. Is such sale good against the heirs of the other? An answer to this question is required to be delivered according to the law of Bengal.

According to the law of Bengal, the sale by one parcener of his own undefined share of an estate is good and valid.

R. Such sale is good and valid.

*Authorities:*—

1. Although the two texts of *Vya'sa* are quoted in the *Da'yabha'ya:*—"A single parcener may not, without consent of the rest, make a sale or gift of the whole immovable estate, nor of what is common to the family;" and "separated kinsmen, as those who are unseparated, are equal in respect of immovables: for one has not power over the whole, to give, mortage, or sell it," yet the author proceeds to state "it should not be alleged that by those texts oné person has no power to make a sale or other transfer of such property. For here also (in the very instance of land held in common), as in the case of other goods, there equally exists a property consisting in the power of disposal at pleasure. But the texts of *Vya'sa* exhibiting a prohibition are intended to show a moral offence: since the family is distressed by a sale, gif t, or other transfer, which argues a disposition in the person to make an ill use of his power as owner. They are not meant to invalididate the sale or other transfer." *Da'yabha'ga.*

2nd. Should they give or sell their own shares, they do all that as they please, for they are masters of their own wealth. Text of *Na'rada*, cited in the *Da'yabha'ga.*

3rd. The gift or other transfer of immovable property even, whether divided or undivided, is valid, because it is practicable to ascertain the respective shares at a subsequent period by the casting of lots or other means. Commentary of *Sri'krishna Tarka'lanka'ra* on the *Da'yabha'ga.*

Sudder Dewanny Adawlut, April 8th, 1815. Boidya Na'th Ba'narjyá, Appellant, *versus* Shambhu Chandra Ba'narjyá, Respondent. Mac. H. L. vol. II. Chap. 11, Case 24, pp. 313, 314.

*Cases* bearing on the vyavastha' No. 357.

**I. In the case of Bhava'ni' Prasád Goh *versus* Musst. Ta'rámani, it was determined by the Sudder Dewanny Adawlut that, according to the Hindu law as current in Bengal, a co-parcener may dispose of, by gift or otherwise, his own undivided share of the ancestral landed property, notwithstanding he may have a daughter and a daughter's son living (S. D. R. vol. III. 138.)**

প্রভৃতির মকদ্দমাতে বিচরিত হইয়াছে যে বেহার অর্থাৎ মিথিলা প্রদেশপ্রচলিত শাস্ত্রানুসারে অবিভক্ত যৌত দ্রব্য স্থাবর বা অস্থাবর হউক তন্মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজ অংশ দান করিলেও তাহা অসিদ্ধ (স. দে. আ. রি. বা. ৩, পৃ. ২৩২)।

৵০ বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রামকানাই রায় প্রভৃতির মকদ্দমাতেও ঐরূপ বিচার হইয়াছে (ঐ. পৃ. ১৭)। কোলব্রুক সাহেব এক নোটে আরো প্রচুর রূপে এবিষয় বিবেচনা করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য—স. দে. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৪৭ ও ১১৭।

ব্যবস্থা

৩৫৮ অবিভক্ত সমদায়াদেরা অপ্রাপ্ত ব্যবহারতাপ্রযুক্ত বিক্রয়াদিতে অনুমতি দিতে অসমর্থ থাকনস্থলে সকল পরিবারের বিপদাপন্নাবস্থায় তৎপালনার্থে বা পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ প্রভৃতি আবশ্যক কার্য্যে যোগ্য এক জনও স্থাবর দান বিক্রয় করিতে পারে।

৩৫৮ অপ্রাপ্ত ব্যবহারেষু অবিভক্ত সমদায়াদেষু বিক্রয়াদাবনুজ্ঞাদানাসমর্থেষু সর্ব্বকুটুম্ব ব্যাপিন্যামাপদি তৎপোষণে অবশ্য-কর্ত্তব্যেষু পিত্রাদ্যশ্রাদ্ধাদিষু বা যোগ্যো-কোঽপি স্থাবরস্য বিক্রয়াদিকম্ কর্ত্তুমর্হতি।

প্রমাণ

আপৎ কালে কুটুম্বার্থে এবং বিশেষতঃ ধর্ম্মার্থে এক জনও স্থাবর বিষয় দান বিক্রয় করিতে ও বন্ধক দিতে পারে।

একোঽপি স্থাবরে কুর্য্যাদ্দানাধমন বিক্রয়ং আপৎকালে কুটুম্বার্থে ধর্ম্মার্থে চ বিশেষতঃ*।

ব্যবস্থা

৩৫৯ যেস্থলে সমদায়াদরা প্রাপ্তব্যবহারতাদি প্রযুক্ত অনুমতি দানে সমর্থ অথচ অনুপস্থিত নয় সেস্থলে উক্ত কারণাদিতে দানাদি কৃত হইলেও তৎসিদ্ধি নিমিত্তে তাহাদের সম্মতি আবশ্যক।

৩৫৯ যত্র তু সমদায়াদাঃ প্রাপ্তব্যবহারাদি-প্রযুক্তত্বাৎ অনুমতিদানে সমর্থাঃ নানুপস্থিতাশ্চ তত্র উক্ত কারণ বশাৎ দানাদৌ কৃতেসত্যপি তৎসিদ্ধ্যর্থং তেষাং সম্মতেরাবশ্যকং।

কারণ

সকলের ইচ্ছাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার ন্যায় সকলকে প্রতিপালন করিবে, সমর্থ কনিষ্ঠই বা তাহা করিবে, যেহেতু পরিবারের পালন শক্তি অপেক্ষা করে। এই বচনে যখন জ্যেষ্ঠের বা কনিষ্ঠের অধ্যক্ষতা সকলের ইচ্ছাধীন শ্রুত,† তখন পরিবার পালনার্থেও সর্ব্বসাধারণ বস্তু বিক্রয়াদিতে অনুমতি দানে সমর্থ সমদায়াদের সম্মতি গ্রহণ আবশ্যক।

বিভৃয়াদিচ্ছতঃ সর্ব্বান্ জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যথা পিতা। ভ্রাতা শক্তঃ কনিষ্ঠো বা শক্ত্যপেক্ষা কুলেস্থিতিরিতি বচনাৎ যদা সর্ব্বেচ্ছাধীন জ্যেষ্ঠস্য শক্ত কনিষ্ঠস্য বা অধ্যক্ষতাধিকারঃ† শ্রুতস্তদা কুটুম্বার্থমপি সর্ব্ব সাধারণ দ্রব্যদানাদৌ অনুমতি দানসমর্থানাং সমদায়াদানাং সম্মতেগ্র হণং আবশ্যকমেব।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিম্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.। এক পরিবারীয় পাঁচ সহোদর ভ্রাতার মধ্যে দুই জন প্রাপ্তব্যবহার আর তিনজন অপ্রাপ্তব্যবহার। এমত অবস্থায়, তাহাদের জ্যেষ্ঠ বিক্রয়পত্রে আপন নিজে স্বাক্ষর করিয়া এবং অন্য চারি ভ্রাতার

---

* এই বচন বিবাদভঙ্গার্ণবে ব্যাসের বলিয়া উল্লিখিত, কিন্তু রত্নাকরাদি গ্রন্থে বৃহস্পতির বলিয়া ধৃত হইয়াছে। কোলব্রুকের মিতাক্ষরানুবাদ পৃ. ২৫৭।

† দ্রষ্টব্য—দা. ভা. পৃ. ২৭।

While in the case of Nanda Ra´m and others, it was determined that, according to the law as current in Behar, a gift of joint undivided property, whether real or personal, is not valid, even to the extent of the donor's own share (S. D. A. R. vol. III. p. 232).

II. The same doctrine was held in the case of Ra´mka´na´i Ra´y and others *versus* Banga Chandra Ba´narjyá, (*Ibid.* p. 17;) and the subject is more fully discussed by Mr. Colebrooke, in a Note to vol. I. pp. 47 & 117.

358 While unseparated co-parceners are minors and incapable of giving their consent to an alienation, even one person, who is capable, may conclude a sale and the like, of the joint property (including others' shares,) if a calamity affecting the whole family require it, or the support of the family render it necessary, or indispensable duties, such as the obsequies of the father and the like, make it unavoidable. Vyavasthá

"Even a single individual may conclude a donation, mortgage, or sale of immovable property, during a season of distress, for the sake of the family, and especially for pious purposes."* Authority

358 But where co-parceners are not incapacitated by minority and the like to give consent, and are not absent, there their consent to an alienation of the joint property, though made for any of the allowable causes as above, is necessary for the validity of the transaction. Vyavasthá

For when the right of the eldest or a younger brother, if capable, to take charge of the whole family is pronounced dependant on the will of the rest, as declared by Narada: "Let the eldest brother, by consent, support the rest, like a father; or let a younger brother, who is capable, do so: the prosperity of the family depends on ability,"†—then the consent of all, who are capable of giving consent, is certainly necessary in an alienation of the joint property though it may be for the behoof of the whole family. Reason

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. There is a family, consisting of five uterine brothers, of whom two are adult, and the others under age. Is the eldest brother, in this case, competent to sell the ancestral landed

* Vya´sa as cited in the *Viva´dabhanga´rnava;* and Vrihaspati as cited in the *Ratna´kara, &c. Vide* Coleb. Dig. vol. II. p. 189, and *Mita´kshara´*, p. 257.

† See Coleb. Da´. bha´. p. 17.

নামও স্বাক্ষর করিয়া পৈতৃক স্থাবর বিষয় বিক্রয় করিতে যোগ্য কি না? এবং সে যদি ঐ বিষয় বিক্রয় করিয়া থাকে তবে তদ্বিক্রয় যথাশাস্ত্র কি না?

যেং অবস্থায় ভ্রাতৃগণের অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৈতৃক বিষয় বিক্রয় করিলে তাহা সিদ্ধ।

উ.। ভ্রাতাদের মধ্যে যদি কতক প্রাপ্তব্যবহার ও কতক অপ্রাপ্তব্যবহার থাকে, তবে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপ্রাপ্তব্যবহার ভ্রাতাদের প্রতিপালন ও সংস্কার এবং পিতার শ্রাদ্ধাদি করণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ নিমিত্তে পৈতৃক স্থাবর বিষয় বিক্রয় করিতে যোগ্য; কিন্তু এই সকল কার্য্য ব্যতিরেকে সে আপন অংশের অধিক বিক্রয় করিতে পারে না। এই কার্য্য কএক ভিন্ন যদি অন্য কারণে বিক্রয় করিয়া থাকে তবে তাহা অবশ্য অসিদ্ধ।

জিলা বীরভূম, ২০ আগষ্ট ১৮১৮ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ৬, পৃ. ২৯৬, ২৯৭।

প্র.। তিন সহোদর ভ্রাতা যৌতরূপে পৈতৃক ভূমিতে অধিকারি। তন্মধ্যে এক জন পরিবারীয় বিষয় ব্যাপার নির্ব্বাহ ও বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত বাটীতে থাকে, অন্য দুই ভ্রাতা কর্ম্মের চেষ্টায় দেশান্তরে গমন করে। এমত অবস্থায়, যে ভ্রাতা বাটীতে থাকিয়া বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করে, সে অন্য ভ্রাতাদ্বয় দূরস্থানে থাকিতেও ঐ বিষয় বিক্রয় করিতে অথবা কোন মেয়াদে বন্ধক দিতে যোগ্য কি না?

আবশ্যক কার্য্যে অধ্যক্ষ দায়াদ কর্ত্তৃক সমগ্র বিষয়ের কৃত বিক্রয় সিদ্ধ।

উ.। যৌত তিন ভ্রাতার মধ্যে এক জনকে যৌত বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাটীতে রাখিয়া অন্য দুই জন যদি দূরদেশে কর্ম্মের চেষ্টায় গমন করিয়া থাকে, তবে ঐ অধ্যক্ষ ভ্রাতা ভ্রাতাদের অনুমতি বিনা যেমত নিজ পরিবার পালনার্থে নিজ অংশ বিক্রয় করিতে পারে তেমনি নিজ সনদায়াদদিগের সম্মতি না থাকিলেও পরিবার পালন এবং ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্পাদন নিমিত্তে পৈতৃক অবিভক্ত বিষয়ের সমুদয় অথবা কিয়দংশ বন্ধক দিতে এবং বিক্রয় করিতে পারে। এই মত দায়ভাগ দায়ক্রমসংগ্রহ এবং আর আর ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থসম্মত।

প্রমাণ—

"কিন্তু সমুদয় স্থাবর বিষয় বিক্রয় বিনা যদি পরিবার প্রতিপালন না হয় তবে সমুদয়ও বিক্রয় অথবা অন্য রূপে হস্তান্তর করা যাইতে পারে"। বৃহম্মনু—"পোষ্য বর্গের পালন স্বর্গ ভোগের প্রশস্ত উপায়, পরিবার পীড়নে নরক (হয়), অতএব যত্নে পরিবার পালন করিবে"। দায়ভাগের এই মত।

"কর্ত্তা স্বদেশে বা বিদেশে থাকিতে পরিবারের নিমিত্তে দাসও যে ব্যবহার অথবা ঋণাদি করে প্রভু তাহা অপহ্নব করিবেন না"। দায়ক্রমসংগ্রহ।

"আপৎ কালে ও পরিবারের নিমিত্তে এবং বিশেষতঃ ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষ্পাদন নিমিত্তে এক জনও স্থাবর বিষয় দান বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারে"।

"প্রভুর পরিবার পালন নিমিত্তে দাসে যদি ঋণ করে প্রভুকে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে"। বিবাদচিন্তামণিকর্ত্তার এই মত।

কলিকাতা কোর্ট আপীল। ১৩ জেনওরি ১৮১৭ সাল। গোপীকান্ত ঠাকুর—বনাম—কমলাকান্ত ঠাকুর প্রভৃতি। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা ১১, মকদ্দমা ১০, পৃ. ৩০০—৩০৩।

estate which is in common, himself signing for his four brothers, as well as his own name, in the deed of sale? and supposing him to have sold it, is the sale legal or otherwise?

R. If of the brothers some are adult and others minors, the eldest is competent to sell the paternal immovable property for the maintenance of his minor brothers, for the performance of their initiatory ceremonies and so forth, for the exequial rites of his father, and for the discharge of the debts incurred by the father; but excepting under these circumstances, he cannot sell any portion exceeding his own share. If he should have made the sale, excepting under those circumstances, it must be considered void.

**Circumstances under which a sale of the paternal estate by the eldest son, during the minority of his brothers, is valid.**

*Zillah Beerbhoom, August* 20th, 1818. Macn. H. L. vol. II. Ch. 11. Case 6, pp. 296, 297.

Q. There were three uterine brothers in joint possession of some ancestral landed property; one of them staid at home to conduct the affairs of the family, and superintend the estate, and the other two proceeded to a foreign country to obtain office. In this case, is the brother who manages the estate, entitled to sell or mortgage the property for a certain term, while the other brothers are at a distance?

R. If two of the three associated brothers, having left a brother at home to manage their joint property, proceeded to a distant country to obtain office, the managing brother may mortgage and sell the whole or a part of the undivided patrimonial property for the support of the family and religious purposes, even though there be no consent on the part of his co-parceners; in like manner as he may, without his brothers' sanction, dispose of his own share for the maintenance of his own dependants. This is conformable to the *Da'yabha'ga, Da'yakramasangraha,* and other legal authorities.

**The sale by the managing parcener of an entire estate is valid in a case of necessity.**

*Authorities:—*

"But if the family cannot be supported without selling the whole immovable and other property, even the whole may be sold or otherwise disposed of." VRIHAT MANU:—"The support of persons who should be maintained, is the approved means of attaining heaven: but hell is the man's portion if they suffer. Therefore (let the master of a familly) carefully maintain them." This is the doctrine contained in the *Da'yabha'ga.*

"Should even a slave make a contract (in the name of his absent master) for the behoof of the family, that master, whether in his own country or abroad, shall not rescind it." *Da'yakramasangraha.*

"But in time of distress, for the support of his household, and particularly for the performance of religious duties, even a single co-parcener may give, mortage, or sell the immovable estate."

"If a debt be incurred by a slave for the support of the family of his master, it must be discharged by the master." This is the opinion of the author of the *Vira'duckinta'mani.*

*Calcutta Court of Appeal, January* 13, 1817. Macn. H. L. vol. II. Ch. 11. Case 10, pp. 300—303.

# পঞ্চম অধ্যায়।

## দত্তাপ্রদানিক প্রকরণ

অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার পদের মধ্যে দত্তাপ্রদানিক পঞ্চম। চারি প্রকার দানমার্গই দত্তাপ্রদানিক পদান্তর্গত। ঐ দানমার্গ চতুষ্টয় বক্ষ্যমাণ নারদ বচনে ব্যক্ত—"ব্যবহারে দানমার্গ চারি প্রকার জ্ঞাতব্য—"অদেয়, দেয়, দত্ত, অদত্ত,"।

অষ্টাদশ ব্যবহার পদানাং পঞ্চমমিদং দত্তাপ্রদানিকং। দানমার্গ চতুষ্টয়মেব দত্তাপ্রদানিক পদান্তর্গতং। তদ্দানমার্গচতুষ্টয়ং বক্ষ্যমাণ নারদ বচনাদ্ব্যক্তং—"অদেয়মথদেয়ঞ্চ দত্তঞ্চাদত্তমেবচ। ব্যবহারেষু বিজ্ঞেয়ো দানমার্গশ্চতুর্বিধঃ"।

### দান সিদ্ধির নিমিত্তে যাহা যাহা আবশ্যক তাহা-

ব্যবস্থা ৩৬০ ব্যবহারে দান সিদ্ধি নিমিত্তে দাতার ক্ষমতা ও তদ্দান তাহার স্থিরচিত্তে কৃত হওয়ার প্রমাণ মাত্র আবশ্যক*।

৩৬০ ব্যবহারে দান সিদ্ধ্যর্থং দাতুঃ ক্ষমতায়াঃ স্থিরচিত্ততয়া কৃতস্য তদ্দানস্যচ প্রমাণস্যাবশ্যকত্বমেব*।

"প্রতিগ্রহ—বিশেষতঃ স্থাবরে প্রতিগ্রহ—প্রকাশ্য রূপে (অ) হইবে। যাহা প্রতিশ্রুত তাহা দাতব্য ও যাহা দত্ত তাহা আর অপহরণ কর্ত্তব্য নয়"। যাজ্ঞবল্ক্য।

"প্রতিগ্রহঃ প্রকাশঃ (অ) স্যাৎ স্থাবরস্য বিশেষতঃ। দেয়ং প্রতিশ্রুতঞ্চৈব দত্ত্বানাপহরেৎ পুনঃ"। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(অ) "প্রকাশ্য রূপে" অর্থাৎ সাক্ষির সম্মুখে। তথাচ মৎকর্ত্তৃক দত্ত হয় নাই কিন্তু ভোগার্থে সমর্পিত ইহা উত্তরকালে যাহাতে না বলে তাহা করিবে এই তাৎপর্য্য। বি. দ.।

(অ) "প্রকাশঃ"—সাক্ষিসমীপে ইত্যর্থঃ। তথাচ ময়ৈতন্নদত্তং কিন্তু ভোগায় সমর্পিতমিতি উত্তরকালং যথা ন ব্রূয়াৎ তথা কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। বি. দ.।

লেখ্য ভুক্তি ও সাক্ষি প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এতদভাবে দিব্যকে প্রমাণ বলা যায়। মিতাক্ষর ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন।

"প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতং। এষামন্যতমাভাবে দিব্যান্যতমমুচ্যতে"॥ মিতাক্ষরাধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন।

"গ্রামস্থ ও স্বজাতি ও প্রতিবাসির আর দায়াদগণের সম্মতি এবং সুবর্ণ ও জল দান এই ছয় উপকরণে ভূমি ত্যাগ করা যায়"। যদ্যপি ভূমি ত্যাগ কি প্রকারে কর্ত্তব্য তাহা এই বচনে উক্ত তথাপি ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠানে কৃত দান বিষয়ক।

যদ্যপি—গ্রাম স্বজ্ঞাতি সামন্ত দায়াদানুমতেনচ। হিরণ্যোদক দানেন ষড্ভির্গচ্ছতি মেদিনীতিবচনে ভূমিত্যাগঃ কথং কর্ত্তব্যস্তদাভিহিতং, তথাপি তৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান মার্গেণৈব কৃতত্যাগপরং।

ব্যবস্থা ৩৬১ দান যেমত লেখ্যদ্বারা তেমনি বাক্যদ্বারা হয়।

৩৬১ যথা লেখ্যেন তথা বাক্যেনাপি দানং ভবতি।

কারণ যেহেতু লেখ্য দানের এক প্রমাণ বই নয়। এবং দানপত্র সপ্রমাণ হইলে যেমত লিখিত দান সাব্যস্ত তেমনি দাতার দানবাক্য সপ্রমাণ হইলে বাচনিক দান সাব্যস্ত হয়।

যতো লেখ্যং দানস্যৈক প্রমাণমেব নান্যৎ। এবঞ্চ যথা দানপত্রস্য সপ্রমাণত্বে লিখিত দানং সপ্রমাণং, তথা দাতুর্দানবাক্যস্য সপ্রমাণত্বে বাচনিক দানং সপ্রমাণং ভবতি।

ব্যবহারে দান লেখ্যদ্বারাই যুক্তিযুক্ত, অভাবে সাক্ষ্য যোগে (হওয়া চাই)। দ্রষ্টব্য—বি. দ.।

অত্রচ দানং লেখ্যেনৈব যুক্তং, অভাবে সাক্ষ্যেণ। দ্রষ্টব্য—বি. দ.।

* ইহার প্রমাণাদি পরে দৃষ্ট হইবে।

## CHAPTER V.

### ON SUBSTRACTION OF WHAT HAS BEEN GIVEN.

This is the fifth of the eighteen titles of (our) law: it comprises the four kinds of alienations, which are thus declared by NA'RADA:—"In civil affairs, the law of gift is four-fold; what may or may not be given (i. e. what is a fit or unfit gift,) and what is or is not a valid gift." See Coleb. Dig. vol. II. pp. 94, 95.

### WHAT IS REQUIRED FOR THE VALIDITY OF A GIFT.

360 For civil purposes all that is required to render a gift valid is, the proof of the donor's having power to make such gift and of his being of a sound disposing mind when he made the gift.* Vyavasthá

"Let the acceptance be public (a), especially of immovable property: and delivering what may be given and has been promised, let not a wise man resume the donation." JA'GNYAVALKYA.

(a) "Public;"—i. e. in the presence of witnesses; let him so act that he may not afterwards say, 'this was not given by me,' but intrusted for use. Coleb. Dig. vol. II. p. 160.

"Evidence is said to consist of written proof, possession, and witnesses. In the absence of all these, one of the divine tests is prescribed." JA'GNYAVALKYA, cited in the *Mitákshara'*. See Macn. H. L. vol. I. p. 195.

"Land is conveyed by six formalities, by the assent of townsmen, of kindred, of neighbours and of heirs, and by the delivery of gold and of water." Although it is ordained by this text how to make a gift of land, yet that regards a donation for religious uses.

361 A gift by word of mouth is as good as a gift by a deed. Vyavasthá

Inasmuch as a deed is nothing but a proof of the gift made. And as a written gift is established on proof of the deed of gift, so a verbal gift is established on proof of the donor's declaration to that effect.

For civil purposes, a written contract of gift is proper; in the want of that, the donation should be attested. *Vide* Coleb. Dig. vol. II. p. 160.

* The authorities &c. for this will be subsequently given.

ব্যবস্থা

৩৬২ গ্রহীতার গ্রহণ না হইলে শুদ্ধ দান মাত্রে দত্ত বস্তুতে দাতার স্বত্ব ধ্বংস হয় না।

৩৬২ গ্রহীতুঃ গ্রহণাভাবে কেবলং দান মাত্রেণ দত্ত বস্তুনি দাতুর্ন স্বত্ব ধ্বংসঃ।

প্রমাণ

ত্যাগজন্য দাতার স্বত্ব নিবৃত্ত হইলেও গ্রহীতা গ্রহণ না করিলে অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত তাঁহার অদান প্রভৃতিহেতু দাতার স্বত্ব পুনরায় উৎপন্ন হয়। যথা নারদ বচন—“অসম্পূর্ণরূপ দান করিয়া পুনর্ব্বার যে গ্রহণেচ্ছা করে সেই গ্রহণ দত্তাপ্রদানিক ব্যবহার পদ নামিত”। শুদ্ধিতত্ত্ব।

ত্যাগান্নিবৃত্তমপি দাতুঃ স্বত্বং সম্প্রদানা গ্রহণাদসম্যকত্বেন তস্যাদান প্রভৃতের্দাতুঃ পুনঃ স্বত্বমুৎপদ্যতে। তথাচ নারদঃ—“দত্ত্বাদ্রব্যমসম্যকযঃ পুনরাদাতুমিচ্ছতি। দত্তাপ্রদানিকং নাম ব্যবহার পদং হি তৎ”। শুদ্ধিতত্ত্বং।

দত্ত হইলে ইনি গ্রহণ করিবেন এমত নিশ্চয়তাপূর্ব্বক তদুদ্দেশে দাতা ত্যাগ করিলে তাঁহার স্বত্বোদয় হয়, (কিন্তু) প্রতিগ্রহে বিমুখ জানাগেলে ঐ স্বত্ব জন্মিবে না এই ভাবার্থঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ২১।

দত্তেসত্যয়ং প্রতিগৃহ্লাতীতাবধারণ এব তদুদ্দেশেন দাতুস্ত্যাগাৎ তৎ স্বত্বোদয়াৎ প্রতি গ্রহবৈমুখ্য জ্ঞানে তদ্ব্যতিরেকাচ্চেতি ভাবঃ। দা. ভা. টী. পৃ. ২১।

ব্যবস্থা

৩৬৩ কোন নিয়মপূর্ব্বক দানে ঐ নিয়ম পালিত নাহইলে দাতার স্বত্ব যায় না গ্রহীতারও স্বত্ব হয় না।

৩৬৩ কস্মিংশ্চিৎ নিয়মপূর্ব্বক দানে তস্মিন্নিয়মে অপালিতে দাতুঃ স্বত্বংনগচ্ছেৎ গ্রহীতুশ্চ নোৎপদ্যতে।

ব্যবস্থা

৩৬৪ দানে প্রাপ্ত বলিয়া দুই জনে এক বস্তুর প্রার্থি হইলে ও কাহার আগম (অ) পূর্ব্বকার তাহা ব্যক্ত না হইলে যাহার ভুক্তি প্রমাণ হয় তাহারই অধিকার; পরন্তু কাহারো আগম পূর্ব্বকার প্রমাণ হইলে তাহার ভুক্তি না থাকিলেও সেই অধিকারী।

৩৬৪ প্রতিগ্রহ লব্ধমিত্যুক্ত্বা একস্মিন্ বস্তুনিবিবদমানয়োর্দ্বয়োঃ আগমস্ত (অ) পৌর্ব্বাপর্য্যাপরিজ্ঞানে যস্ত ভুক্তিঃ প্রমীয়তে তস্যৈব তত্রাধিকারঃ; ভুক্ত্যভাবেঽপি যস্মৈ আদৌ দত্তং প্রমীতং তেনৈব লব্ধব্যং।

প্রমাণ

/• অক্রমাগত ভোগ হইতে আগম (অ) অধিক বলাবন্। যে স্থলে কিছু ভুক্তি নাই সে স্থলে আগম বলবান্ নয়। যাজ্ঞবলক্য। ২৭

/• আগমো (অ) ঽভ্যধিকো ভোগাদ্বিনা পূর্ব্ব ক্রমাগতাৎ। আগমেঽপি বলং নৈব ভুক্তি স্তোকাপি যত্র নো *। যাজ্ঞবলক্যঃ ২৭

• কিন্তু ইহা সেই স্থলে খাটে যেস্থলেউভয়ের আগমের পূর্ব্বাপর কাল না জানা যায়। অগ্র পশ্চাৎ কাল জানা গেলে পূর্ব্ব কালীন আগম ভুক্তি যুক্ত না হইলেও বলবত্তর। অথবা উক্ত বচনের অর্থ এই যে—আদ্য পুরুষ সম্বন্ধে সাক্ষ্যদ্বারা সপ্রমাণ আগম ভোগ হইতে অধিক বলবান্। চতুর্থ পুরুষ সম্বন্ধে পূর্ব্ব ক্রমাগত ভোগ লিখিত দ্বারা সপ্রমাণ আগমাপেক্ষা বলবান্; কিন্তু মধ্যম পুরুষ সম্বন্ধে ভোগ বিহীন আগম হইতেঅল্প পরিমাণে ভোগ যুক্ত আগমও বলবত্তর। ইহা নারদ স্পষ্ট কহিয়াছেন —“অদ্য পুরুষে দান স্বত্বের কারণ, মধ্যম পুরুষে ভোগ যুক্ত আগম। কিন্তু চিরকাল ব্যাপিয়া যে ভোগ স্বচ্ছ তাহাই (স্বত্বের প্রবল) কারণ হয়”। মিতাক্ষরা ব্যবহার মাতৃকা। ব্যবহার তত্ত্বেও এই রূপ লিখিত।

• এতচ্চ দ্বয়োঃ পূর্ব্বাপর কালাপরিজ্ঞানে। পূর্ব্বাপর কালজ্ঞানেতু বিগুণেঽপি পূর্ব্বকালাগমএব বলীয়ানিতি। অথবা অয়মর্থঃ—আদ্যে পুরুষে সাক্ষিভিস্তাবিত আগমো ভোগাদভ্যধিকো বলবান্। ‘পূর্ব্ব ক্রমাগতাদ্ভোগাদ্বিনা’ সপুনঃ পূর্ব্বক্রমাগতো ভোগশ্চতুর্থে পুরুষে লিখিতেন ভাবিতাদাগমাদ্বলবান্, মধ্যমেতু ভোগরহিতাদাগমাত্ স্তোক ভোগ সহিতোপ্যাগমো বলবানিতি। এতদেব নারদেন স্পষ্টীকৃতং—“আদৌতু কারণং দানং মধ্যে ভুক্তিস্তু সাগমা। কারণং ভুক্তিরেবৈকা সন্ততা যা চিরন্তনী। মিতাক্ষরা ব্যবহার মাতৃকা।এবমেব ব্যবহারতত্ত্বং।

362 The donor's right in the property, given, does not cease to exist unless it be accepted by the donee. Vyavasthá

I. Although the donor's right may cease by relinquishment, yet as the gift is incomplete without acceptance by the donee, and as in such case it is said to be void, the donor's right again accrues. So NA'RADA :—" When a man desires to recover a thing which was not duly given, it is called 'subtraction of what has been given;' (and this is) a title of administrative justice." RAGHUNANDANA in *Shuddhitatwa*. Authorities

II. When a donor makes a gift to a person (absent) with assurance that the donation will be accepted by him, the donee's right accrues thereto, but if it be known that the gift would not be accepted by the donee, the donor's right is not extinguished. *Sri'krishna's* Comment on the *Da'yabha'ga*.

363 In the case of a conditional gift the right of the donor is not extinguished nor does that of the donee accrue unless the condition made be fulfilled. Vyavasthá

364 If two (adverse) parties claim a property upon the allegation of gift, and if it be not known whose title is of prior date, then he of them is entitled (to it) who proves his possession ; but if there be no possession of either of the parties, then he is entitled to it to whom the gift is proved to have been previously made. Vyavastha'

I. " A title (a) is more powerful evidence than possession unaccompanied by hereditary succession. Where there is not the least possession, there a title is not weighty." JA'GNYAVALKYA. See Macn. H. L. vol. I. pp. 212—217. Authority

* But such is the case only, when of these two the priority is undistinguishable ; but when it is ascertained which is first in point of date, and which posterior, then the simple prior title affords the stronger evidence. Or the interpretation of the text, " A title is more powerful than possession unaccompanied by hereditary succession : where there is not the least possession, there a title is not weighty," may be as follows :—In the case of the first acquirer, if a title be proved by witnesses, it is of greater weight than possession unaccompanied by hereditary succession. Again, possession accompanied by hereditary succession, vested in the fourth descendant, is more weighty than a title proved by document ; but in the case of an intermediate (claimant,) a title accompanied with even a small degree of possession is better than a title destitute of possession. This has been expressly declared by NA'RADA : " For the first, gift is a cause ; for an intermediate (claimant,) possession with a title ; but long and hereditary possession alone, is also a good cause." *Mi'ta'kshara'*. See Macn. H. L. vol. I. p. 219. Such is also the opinion of RAGHUNANDANA. See *Vyavaha'ratatwa*.

(অ) "আগম"—প্রতিগ্রহ ক্রয়াদি (যাহা) স্বত্বের কারণ। মি. পৃ. ৫৮।

(অ) স্বত্বহেতুঃ প্রতিগ্রহ ক্রয়াদিরাগমঃ। মি-পৃ. ৫৮।

৵০ সর্ব্বপ্রকার অর্থবিবাদে পরে কৃত যাহা তাহাই বলবতী; কিন্তু বন্ধক প্রতিগ্রহ ও ক্রয়ে পূর্ব্বে কৃত ক্রিয়া বলবত্তরা॥ যাজ্ঞবলক্য, ব. ২৩।

৵০ সর্ব্বেষ্বর্থ বিবাদেষু বলবত্যুত্তরাক্রিয়া। আধৌ প্রতিগ্রহে ক্রীতে পূর্ব্বাতু বলবত্তরা॥ যাজ্ঞবলক্যঃ ব. ২৩।

ব্যবস্থা

৩৬৫ যে যে বিধান দান বিষয়ক তাহা বিক্রয়ে এবং বন্ধকেও সমভাবে প্রযুজ্য।

৩৬৫ যদ্যদ্বিধানং দানবিষয়কং তৎ বিক্রয়ে আধমনেচ সমং প্রযুজ্যং।

যেহেতু সাধারণ বিষয়ের কিয়দংশ দান অথবা কাহারো সমগ্র বিষয় দান নিষেধক যে যে বচন তাহাবিক্রয় ও বন্ধকেরও নিষেধ জ্ঞাপক। কেননা তাহা পরিবারের ক্লেশাশঙ্কা মূলক, ও তৎ ক্লেশ সম্ভাবনা যেমত দানে তেমনি বিক্রয়াদিতেও আছে।

যতঃ সাধারণধনস্য কিয়দংশ দান নিষেধকং বিভক্ত সমগ্রধনদান নিষেধকঞ্চ যদ্যদ্বচনং তদাধমন বিক্রয় পরমপি, তেষাং বচনানাং পরিজন ক্লেশাশঙ্কা মূলকত্বাৎ, এবং যথাদানে তথা বিক্রয়াদাবপি তৎ ক্লেশসম্ভাবিতত্বাচ্চ।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়্ মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র. ১। কোন বিভক্ত হিন্দু, জনসমূহের বৈঠকে বাচনিক রূপে বাদিকে তদন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি করণে ও তৎ সমগ্র বিষয় গ্রহণে যোগ্য পাত্র মনোনীত করে। এমত অবস্থায়, তাহার মৃত্যুর পর বাদী তদুত্তরাধিকারী হইতে অধিকারী কি না?

অবিভক্ত কোন হিন্দু এই নিয়মে বাচনিক দান করিলে যে গ্রহীতা তাহার শ্রাদ্ধাদি করিবে ঐ দান দাতার মরণান্তে সিদ্ধ।

উ. ১। মৃত ব্যক্তি যদি নিজ কুটুম্বের পুত্রকে (অর্থাৎ বাদিকে) তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করিতে নিযুক্ত করিয়া তাহাকে বাচনিক দান করিয়া থাকে; এমত অবস্থায়, বাদী যদি ঐ মৃত ব্যক্তির আবশ্যক শ্রাদ্ধাদি করে, তবে সে ঐ বিষয় পাইতে অধিকারী।

প্র. ২। ঐ মৃত ব্যক্তির যদি সহোদর ভ্রাতা প্রভৃতি জ্ঞাতি জীবিত থাকে, তবে তাহারা তদ্দায়রূপ ধনভাগি হইতে অধিকারি কি না?

উ. ২। ভ্রাতাদের এবং অন্যান্য সম্পর্কীয়দের ঐ বিষয়াধিকারি হইতে অধিকার নাই যেহেতু ঐ মৃত ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার নিজ ধনের প্রভু ছিল।

জিলা শ্রীহট্ট, ৬ জুন ১৮১২ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ২১, পৃ. ২৩০ ও ২৩১।

প্র. ১। কোন্ কোন্ অবস্থায় দান অদত্ত এবং অসিদ্ধ?

যেং অবস্থায় দান অসিদ্ধ তাহা।

উ. ১। কোন কামাতুর বা রাগাতুর অথবা অধিকার বা স্বামিত্ব বিহীন কিম্বা অত্যন্ত ব্যাকুল, বা অস্থির চিত্ত, কিম্বা মত্ত বা উন্মত্ত অথবা পীড়ার্ত্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃতদান, অথবা ভ্রমে বা পরিহাসে বা ভয়ে কৃত দান, অথবা শোকাদিতে আর্ত্ত ব্যক্তির কৃত দান অদত্ত এবং অসিদ্ধ বিবেচিত হইয়াছে।

প্রমাণ—কাত্যায়ন বচন, "কামার্ত্ত বা রাগার্ত্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক যাহা দত্ত, তথা অধীন, রুগ্ন, নপুংসক, মত্ত বা বিকলচিত্ত কর্ত্তৃক যাহা দত্ত, কিম্বা যাহা ভ্রম বা পরিহাস ক্রমে দত্ত তাহা ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারে"।

প্র. ২। কোন ব্যক্তি যে রোগে কালপ্রাপ্ত হয় সেই রোগাবস্থায় যদি নিজ বিষয় দান করিয়া থাকে, তথাচ যদি তৎকালে তাহার মানস ইন্দ্রিয় অবিকল থাকে, তবে ঐ দান শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ কি না?

(a) A title arises from gift, sale, or other cause of right, *Ibid.* p. 212.

II. "In all other matter, the latest act shall prevail; but in the case of pledge, gift, or sale, the prior contract has the greatest force." JA'GNYAVALKYA, cited in the *Mita'kshara'*. See Macn. H. L. vol. I. pp. 199, 200.

365 The rules which respect the gift of a property equally apply to the sale or mortgage of it.

Vyavastha'

For the texts which prohibit gifts of any portion of joint property, or of the whole of a man's sole property, equally forbid the sale and mortgage of it; because such prohibition is grounded on the appprehension of the family being distressed, and the family may be distressed by sale and mortgage as well as by gift. See St. H. L. vol. II. p. 421.

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the several Courts of judicature, and examined and approved by Sir William Macnaghten.*

Q. 1. An unassociated Hindu, before a large assembly of persons, verbally nominated the plaintiff as a fit subject to perform his exequial rites, and to take his entire property. In this case, is the plaintiff, after his death, entitled to succeed him ?

A verbal gift of property by an unassociated Hindu, on condition that the donee will perform his exequial rites, is good, on the death of the donor.

R. 1. Supposing the deceased to have appointed his relation's son (the plaintiff) to perform his exequial rites, and to have verbally made a gift in his favour; in this case, the plaintiff, if he offer up the requisite oblations to the manes of the deceased, is entitled to succeed to his property.

Q. 2. If there be the deceased's brothers of the whole blood or other relations living, have they any right to share the inheritance ?

R. 2. The brothers and other relations have no right to the succession, because the deceased was master of his own wealth of all sorts.

Zillah Sylhet, June 6th, 1812. Macn. H. L. vol. II. Ch. 8, Case 21, pp. 230, 231.

Q. 1. What are the circumstances which render a gift null and void ?

Circumstances under which a gift is invalidated.

R. 1. If a gift is made by a person under the influence of lust or anger, or having no title or ownership, or being grievously disordered or disturbed in mind, or intoxicated, or during madness, or in pain, through mistake, or in jest, under impulse of fear, or afflicted with grief, or the like, such gift is considered null and void.

*Authority* :—KA'TYA'YANA :—"What has been given by a man under impulse of lust, or anger, or by such as are not their own masters, or by one diseased, or deprived of virility, or inebriated, or of unsound mind, or through mistake, or in jest, may be taken back."

Q. 2. If a person, while afflicted by a sickness from which he died, made a gift of his property, being however at the time in full possession of his mental faculties, in this case, is the gift legal and valid ?

মরণ কালীন কৃত দান সিদ্ধ।

উ. ২। সাজ্যাতিক পীড়িতাবস্থায় দান কৃত হইলেও যদি দাতা দান করণকালে স্থিরচিত্ত রহিয়া থাকে তবে সে দান শাস্ত্র সম্মত ও সিদ্ধ*।

প্র. ৩। স্ত্রীলোকের অপ্রাপ্তব্যবহারতা কতকাল পর্য্যন্ত?

উ. ৩। পোনের বৎসর সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক নাবালগ থাকে।

জিলা দিনাজপুর, ২৬ মার্চ ১৮১৪ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, পৃ. চ্যা. ৮, মকদ্দমা ১২, পৃ. ২১৮—২২০।

প্র.। কোন হিন্দু সহোদর ভগিনীর পুত্র জীবিত থাকিতে নিজপরিশ্রমার্জিত সমুদয় স্থাবরাস্থাবর বিষয় দানপত্র দ্বারা অবরুদ্ধা রূপে রাখা এক স্ত্রীকে দান করিল। দানপত্র লিখিত পঠিত হওনকালে দাতা পীড়িত ছিল ও সেই পীড়াতে দুই দিবস পরে কালপ্রাপ্ত হইল। এমত অবস্থায়, ঐ দান যথাশাস্ত্র কি না; যদি তাহা অদত্ত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবেচিত হয়, তবে তাহার সমগ্র বিষয় কি তদ্ভগিনীর পুত্রকে অর্শিবে?

স্বার্জিত বিষয় মৃত্যুকালীন দান করিলেও তাহা সিদ্ধ হয় যদি তৎকালে দাতা স্থির-চিত্ত থাকে।

উ.। প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি যদি সহোদর ভগিনীর পুত্র জীবিত থাকিতে স্বোপার্জিত স্থাবরাস্থাবর বিষয় অবরুদ্ধাকে দান করিয়া থাকে, এবং ঐ দানপত্র লিখিত পঠিত হওন কালে দাতা যদি স্থিরচিত্ত থাকা বিবেচিত হয়, তবে তদবস্থায় ঐ দান নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ; নতুবা অসিদ্ধ, এবং ঐ ভগিনীর পুত্র অধিকারী হইবে†।

মনু কহেন—“সে এইরূপ ধন ইচ্ছানুসারে দিতে পারে, অথবা তদ্দ্বারা নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে”।

নারদ—“(সচরাচর) নিজ প্রভু হইলেও কোন ব্যক্তি মনের বিকলাবস্থায় যাহা করে বুধেরা তাহা অকৃত কহিয়াছেন, যেহেতু তৎকালে সে নিজ প্রভু নয়”।

পাটনা কোর্ট আপীল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৩৯, পৃ. ২৪৬ ও ২৪৭।

প্র.। এক ব্যক্তির এক পত্নী ও দুই দুহিতা ছিল, সে তন্মধ্যে এক জনকে আপনার সমুদয় পৈতামহ ভূমি সম্পত্তি এবং অন্য বিষয় বাচনিক দান করিল। এমত অবস্থায় ঐ দান শাস্ত্রসম্মত কি না?

কোন ব্যক্তি পত্নী ও এক দুহিতাকে নিরাশ পূর্ব্বক অন্য দুহিতাকে নিজ সমস্ত বিষয় দিতে পারে।

উ.। উপরি উক্ত অবস্থায় যৎকালীন পিতা এক কন্যাকে বাচনিক দান করেন তৎকালীন তাঁহার পত্নী ও আর এক কন্যা জীবিত থাকিলেও ঐ দান শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ।

জিলা বর্দ্ধমান, ১৪ এপ্রেল ১৮২১ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৩৫, পৃ. ২৪৩।

প্র.। এক ব্যক্তি নিজ দৌহিত্রদিগকে কিছু স্থাবর বিষয় দান করে, ঐ দৌহিত্রেরা (তদানীং) অপ্রাপ্তব্যবহার ও তাহার অধীন থাকে, এবং দাতা আপনার দত্ত বিষয় আপন দখলেই রাখে। এমত অবস্থায় ঐ দান সিদ্ধ ও বলবৎ কি না?

অপ্রাপ্তব্যবহারকে কিছু দত্ত হইলে সে যদি প্রাপ্তব্যবহার হইয়া ঐ বিষয়ে স্বামিত্ব করে তবে তদ্দান সিদ্ধ।

উ.। ঐ দাতা যদি অপ্রাপ্ত ব্যবহার দৌহিত্রগণকে বিষয় দিয়া থাকে এবং তাহারা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও আশ্রয়াধীন থাকে, আর ঐ দাতা যদি গ্রহীতাদের অপ্রাপ্তব্যবহার থাকা পর্য্যন্ত ঐ বিষয় আপন দখলে রাখিয়া থাকে, এমত অবস্থায় ঐ দান সিদ্ধ। কিন্তু যদি গ্রহীতারা প্রাপ্তব্যবহার হইলে পর দাতা

* ৩১ সংখ্যক মকদ্দমার নোট অর্থাৎ নিম্ন নোট দেখ।

† এই ব্যবস্থা এবং এতৎ পূর্ব্ববর্ত্তি এইরূপ ব্যবস্থাকে কিছু বিবেচনা পূর্ব্বক স্বীকার করিতে হইবে। অবলিগেশনস্ ও কন্ট্রাক্টস্ বিষয়ক নিজ প্রণীত গ্রন্থে (বুক্ ৪, পরিচ্ছেদ ৩৪৫) কোল্‌ব্রুক সাহেব সাধারণ বিধান রূপে লিখিয়াছেন যে—“হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অচিকিৎস্য রোগার্ত্ত ব্যক্তি কোন দান বা ইচ্ছানুযায়ি নিয়ম বা ব্যবহার কার্য্য করিলে তাহা অসিদ্ধ। যেহেতু তাহার চিত্তের স্থৈর্য্য না থাকাতে, নিজ বিষয় শাস্ত্রসিদ্ধ রূপে দানাদি করিতে যেপর্য্যন্ত আত্মধৈর্য্য আবশ্যক তাহা তাহার থাকেনা”। এতাবতা মৃত্যু শয্যায় অর্থাৎ মরণের প্রাক্‌কালীন কৃত দান স্থিরতর রাখিতে হইলে দাতার স্থির চিত্ততার অত্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ থাকা আবশ্যক যে তদ্বিপরীতে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে দূরকরা যাইতে পারে।

R. 2. Notwithstanding the fact that the gift was made during a mortal illness, if the donor, at the time of his making the donation, was of sound mind, this gift is legal and valid.*

A death-bed gift is valid.

Q. 3. How long does the minority of the female continue?

R. 3. The minority of a female continues until she has attained fifteen complete years of age.

Minority extends to the end of fifteen year.

Zillah Dinagepore, March 26th 1814, Macn. H. L. Vol. II. Ch. 8, Case 12, pp. 218—220.

Q. A *Hindu*, having an uterine sister's son living, made over his entire estate, consisting of movable and immovable property, which he had acquired by dint of his own industry, by gift to a woman whom he kept as a concubine. At the time when the deed of gift was executed, he was afflicted by illness, which terminated in his death two days afterwards. In this case, is the gift legal; or supposing it to be void and illegal, will his entire property devolve on his sister's son?

R. Supposing the person alluded to in the question to have made over his self-acquired real and personal estate by gift to his concubine, while his uterine sister's son was living, and presuming him to have been, at the time when the deed was executed, of sound disposing mind, in that case, the alienation is good and valid; otherwise it has no validity, and the sister's son will inherit.†

The gift of a man's own acquisitions is valid, though made on his death-bed if he was of sound disposing mind at the time.

MANU says:—"He may give it away at his pleasure, or he may defray his expenses with such wealth.*"

NA'RADA:—"Though generally his own master, what a man does while disturbed from his natural estate of mind, the wise have declared not done, because he is not then his own master."

Patna Court of Appeal. Macn. H. L. vol. II. Ch. 8, Case 39, pp. 246, 247.

Q. A person having a wife and two daughters, made a verbal gift in favour of one of them of his whole ancestral landed and other property: in this case, is the gift legal or otherwise?

R. Under the above circumstances, the gift orally made by the father to one of his daughters, though when he made the gift there were his wife and another daughter living, is legal and valid.

A man may give his whole property to one daughter, to the exclusion of his wife and another daughter.

*Zillah Burdwan, April* 14th, 1821. Macn. H. L. Vol. II. Ch. 8. Case 35, p. 243.

Q. 1. A person makes a gift of some immovable property to his daughter's sons, who are under age, and live under his control. The donor keeps the property given in his own possession. Under these circumstances, should the gift be considered valid and binding, or otherwise?

R. 1. Supposing the donor to have bestowed the estate on the minor sons of his daughter, who are under his care and protection, and that he retained the property in his own possession during the donees' minority, in this case the gift is legal; but if, on the expiration of the donees'

A gift to a minor is valid, provided on his coming of age he exercise ownership over it.

* But see note to case 39.

† This opinion, and the one which preceded it to the like effect, must be received with some degree of qualification. It has been laid down as a general principle by Mr. Colebrooke, in his treatise on Obligations and Contracts (book IV. §§. 645,) that, "by the Hindu law, a gift or gratuitous contract made by a person afflicted with an incurable distemper, is void. His equanimity being disturbed, he does not possess the self-control requisite to a valid act and legal disposal of his property." It follows that, to uphold a gift made on a death bed, there should be the clearest proof of sound disposing mind, to repel any presumption which might exist to the contrary.

ঐ বিষয় আপন দখলে রাখিয়া থাকে, আর গ্রহীতারা যদি কোন রূপে ঐ বিষয়ের উপর স্বামিত্বাচরণ করিয়া থাকে, তবে তদবস্থায় ঐ দান সিদ্ধ ও বলবত্ নয়।

প্র. ২। উক্ত দাতা যদি পৈতামহ স্থাবর বিষয়ের অল্প অংশ নিজ পুত্রদের সম্মতি বিনা দৌহিত্রদিগকে দান করিয়া থাকে, তবে তাদৃশ বিষয়ের দান সিদ্ধ কি না?

পুত্রদের সম্মতি বিনা কোন পুরুষ নিজ বিষয়ের অল্পাংশ দৌহিত্রদিগকে দিতে পারে।

উ. ২। দাতার পুত্রেরা যদি ঐ দানে সম্মতি নাও দিয়া থাকে তথাপি দাতা দায়রূপে প্রাপ্ত ভূমির অল্পাংশ দৌহিত্রদিগকে দিতে ক্ষমতাবান্; অতএব ঐ দান নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ।

জিলা ২৪ পরগণা, ৩১ জানওরি, ১৮১০ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৩৬, পৃ. ২৪৩ ও ২৪৪।

প্র. ১। তিন ভ্রাতায় পৈতৃক স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিভাগ করিয়া পরস্পর পৃথক্ হইয়া আপন আপন অংশ ভোগ করে। এমত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে এক ভ্রাতা এক পত্নী, দুহিতা, দৌহিত্র ও অবীরা পুত্রবধূ থাকিতে তাহাদের সম্মতি বিনা নিজ স্থাবর বিষয় দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দিতে যোগ্য কি না? যদি এমত অবস্থায় সম্মতি আবশ্যক হয়, তবে কাহার সম্মতি আবশ্যক?

বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রমতে কোন ব্যক্তি পত্নী ও দুহিতাকে নিরাশ পূর্ব্বক পৈতামহ বিষয়ের নিজ অংশ সমুদায় হস্তান্তর করিতে পারে।

উ. ১। অবিভক্ত ভ্রাতারা যদি পরস্পর বিভক্ত হইয়া পৈতৃক বিষয়ের নিজ নিজ অংশ ভোগ করতঃ পৃথক্ বাস করে, ও তন্মধ্যে এক জন যদি পত্নী, দুহিতা, দৌহিত্র এবং অবীরা পুত্রবধূর জীবন কালে তাহাদের সম্মতি বিনা নিজ অংশ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়কে দিয়া থাকে, তবে তাহা দিতে সে যোগ্য বটে; যেহেতু সে স্বকীয় অংশের প্রভু, এবং কোন মতে ঐ বিষয়ে অস্বাধীন নয়। এই মত বঙ্গদেশ প্রচলিত দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থ সম্মত।

প্রমাণ—দায়ভাগধৃত নারদ বচন। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৬২৪।

প্র. ২। যদি দানপত্রে এমত নিয়ম করা হইয়া থাকে যে দাতার মরণ কালে গ্রহীতারা তাহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার ব্যয় দিবে, এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদির ব্যয় আর তাহার অবীরা পুত্রবধূর অন্নাচ্ছাদন দিবে, ও সকল ঋণ পরিশোধ করিবে, আর ঐ গ্রহীতারা যদি কতিপয় নিয়ম পালিয়া অবশিষ্ট নিয়ম পালন না করিয়া থাকে, তবে তদবস্থায় ঐ দানপত্র সিদ্ধ কি অসিদ্ধ?

দাতা যে যে নিয়ম পূর্ব্বক দান করে গ্রহীতা সেই সকল নিয়ম পালন না করিলে ঐ নিয়ম পূর্ব্বক দান অসিদ্ধ।

উ. ২। দাতা যদি দানপত্রে এমত নিয়ম করিয়া থাকে যে তাহার মরণ কালে গঙ্গাতীরে নীত হইবার ব্যয় গ্রহীতারা দিবে, এবং তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদির ব্যয় ও অবীরা পুত্রবধূর অন্নাচ্ছাদন দিবে, আর তাহার ঋণ পরিশোধও করিবে, ও গ্রহীতারা যদি দানপত্রে লিখিত তাবৎ নিয়ম পালন করিয়া থাকে, তবে ঐ দলীল বলবৎ; কিন্তু যদি সকল নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া থাকে, তবে ঐ দানপত্র সিদ্ধ নয়। দান বিষয়ে দাতার ইচ্ছাই বলবতী; এবং যে স্থলে দানপত্রে তৎকৃত সকল নিয়ম গ্রহীতারা প্রতিপালন না করে, তবে দানহেতু যাহাতে তাহাদের স্বত্ব জন্মে তাহা করা হইল না, যেহেতু নিয়মপূর্ব্বক দান ঐ নিয়মের প্রতি পালন অপেক্ষা করে, যখন ঐ নিয়ম সকল প্রতিপালিত হয় তখন ঐ দান সম্পূর্ণ হইল।

প্রমাণ—"যেহেতু দাতার ইচ্ছাই স্বত্বের কারণ"। দায়ভাগ। "প্রজা যদি কর না দেয়, তবে নিয়মমূলক যে পট্টক তাহা নিয়মের অপালনে অসিদ্ধ হয়" বিবাদভঙ্গার্ণবাদি প্রামাণিক গ্রন্থ।

minority, the donor continued to retain possession of the property, and the donees had not in any manner exercised onwership over it, the gift in such case is not valid or binding.

Q. 2. Supposing the donor above mentioned to have disposed of a small portion of his ancestral landed property also by a gift to his daughter's sons without the consent of his own sons, is the gift of such property legal, or otherwise?

A man, without the consent of his sons, may give a small portion of his property to his daughter's sons.

R. 2. Though the donor's sons may not have consented to the gift, yet he was authorised to give a small portion of the landed estate which descended to him, to his grandsons in the female line: consequently the gift is good and valid.

*Zillah 24-Pergunnahs, January* 31st 1810. Macn. H. L. vol. II. Ch. 8, Case 36, pp. 243, 244.

Q. 1. A family, consisting of three brothers, having come to a division of their ancestral movable and immovable property, separated themselves from each other, and enjoyed their respective shares. Under these circumstances, is one of the brothers having a wife, a daughter, a daughter's son, and a childless widow of his son, without their consent, competent to give his landed estate to his two younger brothers? If consent be necessary in this case, whose consent is required?

According to the law of Bengal, a person may dispose of his entire portion of ancestral property, to the exclusion of his wife and daughters.

R. 1. If the associated brothers, having separated themselves from each other, live apart in the enjoyment of their respective shares of the patrimony, and one of them, during the life time of his wife, daughter, daughter's son, and son's childless widow, without their consent, give his own share to his two younger brothers, he is competent to do so, because he is master of his own share, and is by no means dependent in respect of it. This opinion is conformable to the *Da'yabha'ga* and other authorities current in Bengal.

*Authorities:*—The text of NA'RADA, cited in the *Da'yabha'ga*, &c. See *Ante* p. 625.

Q. 2. If it were conditioned in the deed of gift, that the donees should supply the expense attendant on the donor's being carried to the river side, when at the point of death, also the expense attendant on his exequial rites, the maintenance of his son's childless widow, and should discharge all his debts; and if the donee fulfilled some of the conditions, leaving others unperformed, in this case, has the deed of gift validity or other wise?

A conditional gift is rendered null and void by the omission of the donee to perform all the conditions stipulated by the donor.

R. 2. Supposing the donor to have conditioned in the deed of gift, that the donees should defray the necessary expenses of his being carried to the river side at the point of death, of his exequial rites, of the subsistence of his son's childless widow, and should also satisfy his debts, and the donees to have fulfilled the whole of the conditions as mentioned in the deed, then the instrument becomes binding; but not so, if the whole of the conditions are not fulfilled, in which case the deed of gift has no validity. In the case of a gift, the donor's will is predominant; and where all the conditions made by him in the deed of gift are not fulfilled by the donees, it is not followed by the creation of their property in the gift, as a conditional gift depends on the performance of its conditions, and when those are fulfilled, it becomes complete.

*Authorities:*—"For the will of the giver is the cause of property." *Da'yabha'ga.* "If the subject pay not revenue, the grant, being conditional, is annulled by the breach of the condition." *Viva'dabha'nga'rnava* and other authorities.

মৃত্যু শয্যায় লিখিয়া দেওয়া দানপত্র সিদ্ধ।

প্র. ৩। ঐ দাতা যদি পীড়িতাবস্থায় কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞানসত্ত্বে দানপত্র লিখিয়া দিয়া থাকে; তবে এমত অবস্থায় তাহা সম্পূর্ণ ও বলবৎ কি না?

উ. ৩। উক্ত অবস্থায় ঐ দানপত্র অবশ্যই নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ বিবেচিত হইবে।

প্রমাণ। বিবাদ ভঙ্গার্ণবাদি গ্রন্থে লিখিত আছে যে—"ভয়ার্ত্ত, কামার্ত্ত, শোকার্ত্ত বা অচিকিৎস্য রোগার্ত্তাদি ব্যক্তি কর্ত্তৃক যাহা দত্ত তাহা অদত্ত বিবেচনা করিতে হইবে"।

জিলা। বীরভূম। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ১৫, পৃ. ২২১—২২৩।

প্র.। এক বৈরাগী অথবা প্রব্রজিত তৎ পথাবলম্বি অন্য ব্যক্তির প্রতি এক দানপত্র লিখিয়া দিয়া তদ্দ্বারা তাহাকে নিজ সমস্ত স্থাবরাস্থাবর বিষয় সমর্পণ করে, এবং ঐ দানপত্রে এই নিয়ম করে যে তাহার (অর্থাৎ দাতার) মরণান্তে সে তদ্দত্ত বস্তুর উপর স্বামিত্ব করিবে। পরন্তু দাতার পূর্ব্বেই গ্রহীতার মৃত্যু হইল, এবং দাতা ঐ বস্তু যাবজ্জীবন ভোগ করতঃ কিছুকাল পরে কালপ্রাপ্ত হইল। এক্ষণে ঐ গ্রহীতার শিষ্য শাস্ত্রানুসারে তাহার উত্তরাধিকারী বিবেচিত হওয়াতে সে ঐ দত্ত বিষয় দাওয়া করে। এমত অবস্থায়, গুরুর প্রতি লিখিত দানপত্রানুসারে তৎ শিষ্য ঐ বিষয়ে অধিকারী কি অনধিকারী?

গ্রহীতা দাতার মরণান্তে অধিকারী হইবে এমত নিয়ম পূর্ব্বক দান কৃত হইলে ও গ্রহীতা দাতার পূর্ব্বে মরিলে গ্রহীতার উত্তরাধিকারী তদধিকারের নিয়ম লিখিত না থাকিলে ঐ দত্ত বস্তুতে অধিকারী হয় না।

উ.। ঐ দাতা যদি গ্রহীতা বৈরাগিকে নিজ স্থাবরাস্থাবর বিষয় এই রূপে দান করিয়া থাকে যে "আমার মরণে আমার বিষয়ে তোমার স্বত্বাধিকার জন্মিবে," এবং দাতার পূর্ব্বে যদি গ্রহীতা মরিয়া থাকে, তবে দত্ত বস্তুতে গ্রহীতার স্বত্ব হয় নাই; এবং দানপত্রে যদি এমত বিশেষ নিয়ম না থাকে যে গ্রহীতা দাতার পূর্ব্বে মরিলে গ্রহীতার উত্তরাধিকারী ঐ বিষয় পাইবে, তবে তাদৃশ বিষয়ে গ্রহীতার শিষ্যের যথা শাস্ত্র কোন অধিকার নাই।

জিলা জঙ্গলমহাল, ২৭ মার্চ ১৮১৯ সাল। মেক. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ১১, পৃ. ২১৮।

প্র. ১। এক ব্যক্তি আপন সমুদয় বা কতক বিষয় লেখাদ্বারা অন্যকে দান করে, এবং ঐ দানপত্রে লিখে যে তাহার ও তৎস্ত্রীর জীবন পর্য্যন্ত ঐ দত্ত বস্তু তাহারা আপন দখলে রাখিবে, এবং তাহাদের মৃত্যুর পর সে (অর্থাৎ গ্রহীতা) তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করিয়া ঐ বিষয় ভোগ করিবে; কিন্তু কিছুকাল পরে সে (অর্থাৎ দাতা) তদ্দত্ত বিষয়ের কিয়দংশ অন্য ব্যক্তিকে দিয়া তাহাতে তাহাকে দখল দেয়। এমত অবস্থায়, শেষের দান সিদ্ধ, অথবা তাহা প্রথম দানের বলবত্তা জন্য অসিদ্ধ হইবে?

কোন বস্তু ধর্ম্ম কর্ম্মার্থে ব্রাহ্মণকে দত্ত হইলে তাহা ঐ গ্রহীতার সম্মতি বিনা (অন্যকে) শাস্ত্রমতে দেওয়া যাইতে পারে না।

উ. ১। ঐ ব্যক্তি যদি বিগ্রহ সেবা এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে এক ব্রাহ্মণকে বিষয় দিয়া থাকে, এবং গ্রহীতা যদি আবশ্যক নিয়ম সকল পালন করিয়া থাকে, তবে শেষের দান নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ বিবেচিত হইতে পারে না; কিন্তু দাতা যদি ঐ বিষয় পূর্ব্ব গ্রহীতার সম্মুখে দান করিয়া থাকে, ও শেষ গ্রহীতা যদি তাহা নির্ব্বিবাদে ভোগ করিয়া থাকে, তবে শেষের দান অনিবর্ত্তনীয়।

প্র. ২। আপন হস্তে রাখন কালীন ঐ দাতা যদি বিষয়ের কিয়দংশ আর এক জনকে দানপত্র দ্বারা দিয়া ইহাকে (অর্থাৎ শেষ গ্রহীতাকে) দত্ত বস্তুতে দখল দিয়া থাকে, এবং পুনশ্চ যদি তাহাকে তাহা হইতে বেদখল করিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় ঐ দানপত্র বলে শেষ গ্রহীতা দাতার নামে অভিযোগ করিতে পারে কি না?

দাতার নামে গ্রহীতার অভিযোগ করিতে পারে।

উ. ২। উপরি উক্ত অবস্থায় শেষ গ্রহীতা দান প্রাপ্ত বস্তুর দখলের নিমিত্তে দাতার নামে নালিশ করিতে অধিকারী, এবং ঐ দাতা অবশ্য তাহার দাবী বুঝিয়া দিবে।

প্র. ৩। প্রথম গ্রহীতা দাতার মৃত্যুর পর অর্পণপত্রে লিখিত ক্রিয়া সকল নিষ্পাদনান্তে শেষ গ্রহীতার ভোগ করা বস্তু দাওয়া করে, এমত অবস্থায় তাদৃশ বিষয় পাইতে সে অধিকারী কি না?

দত্ত বস্তুতে ভোগবান্ গ্রহীতা পূর্ব্ব গ্রহীতার নিকট দায়ী নয়।

উ. ৩। ঐ দাতা যদি নিজ অধিকৃত স্থাবরাদি বিষয় অন্যকে দান করিয়া থাকে, এবং গ্রহীতাকে যদি ঐ বিষয়ে দখল দিয়া থাকে, তবে, দাতার মরণে (পূর্ব্ব) গ্রহীতা শাস্ত্রমতে শেষ গ্রহীতার নামে নালিশ

Q. 3. Supposing the donor, during his illness, but in the full enjoyment of his faculties, to have executed the deed of gift; in this case, is it complete and binding?

R. 3. Under the circumstances stated, the deed of gift must be considered good and valid.

*Authorities*:—The following passage is cited in the *Viva'davanga'rnava* and other tracts; "What has been given by men agitated with fear, lust, grief, or the pain of an incurable desease, &c. must be considered as ungiven."

Zillah Beerbhoom. Macn. H. L. vol. II. Chap. 8, Case 15, pp. 221—223.

Q. A *Boira'gi'*, or religious mendicant, executed a deed of gift in favour of a person of his own order, by which he assigned over to him his entire property, movable and immovable, stipulating in the deed, that on his (the donor's) death, the donee should exercise proprietary right over the property given. The donee died before the donor, who continued in possession of the property during his life-time, and some time afterwards died. Now the donee's pupil, who is by law considered as his heir, claims the property assigned. In such case, is such pupil entitled to the property in virtue of the deed drawn out in favour of his preceptor, or otherwise?

A gift conditioned to take effect after the death of the donor, does not go to the heir of the donee, if the latter died before the former, unless expressly stipulated.

R. Supposing the donor to have assigned his property, movable and immovable, to the mendicant (the donee) in this form, "you will derive the right of ownership over my property after my death," and the donee to have died previously to the death of the donor, the donee's property had not accrued over the thing given, and if there was no particular provision in the deed that the donee's heir should take, in case he died before the donor, the donee's pupil has no legal claim to such property.

Zillah Jungle Mehals, March 29th, 1819. Macn. H. L. Vol. II. Ch. 8. Case, II. p. 218.

Q. 1. A person assigns his whole property, or a part of it, by a written instrument, to another, mentioning in the instrument that, during his and his wife's lifetime, they should retain the property assigned in their own possession, and that, after their death, he (the assignee,) having performed their exequial rites, should enjoy it; but some time afterwards he gives a part of the property so assigned to another person, and delivers the gift into the latter donee's possession. Under these circumstances, has the last gift validity, or will it be annulled on the strength of the former one?

Property having been assigned to a Brahmin for spiritual purposes, cannot legally be given away without the assignee's consent.

R. 1. Supposing the person to have assigned the property in favour of a *Bra'hmana* for performing religious ceremonies, as the worship of idols, solemnization of obsequies, and the like, and the assignee should perform the required conditions, the latter gift cannot be considered good and valid, but if he have bestowed it in the presence of the former assignee, and the latter donee have enjoyed it without molestation, then the last gift is irrevocable.

An action for dispossession will lie by a donee agaist the donor.

Q. 2. If the assignor, during the time he retained the property in his hand, transferred a part of it to another person by deed of gift, and put him (the latter donee) into possession of the gift, and again dispossessed him therefrom, in this case, can the latter donee bring an action against the donor for the gift in virtue of the deed?

R. 2. Under the circumstances stated, the latter donee is authorised to sue the donor to obtain possession of the gift, and the donor is bound to satisfy his claim.

And a donee in actual possession is not accountable to a previous assignee.

Q. 3. The former assignee, on the death of the assignor, having performed the acts required in the deed of assignment, claims the property occupied by the latter donee; in this case, is the assignee entitled to such property?

R. 3. Supposing the assignor to have bestowed immovable or other property which he had in his own possession to another person, and to have put the donee into possession of

করিতে পারে না। গ্রহীতা যদি দলিলে লিখিত আদেশ সকল প্রতিপালন করিয়া থাকে, তবে শেষ গ্রহীতাকে যে বস্তু দত্ত হইয়াছে তদ্ভিন্ন দাতার সমুদায় বস্তুতে সে অধিকারী।

প্র. ৪। এক ব্যক্তি নিজ স্থাবরাস্থাবর বিষয় অন্যকে দান করিল, তদ্বিষয়ক এক দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিল, এমতাবস্থায়, সে (অর্থাৎ ঐ দাতা) তদ্দত্ত বিষয় পনেরো কিম্বা বিশ বৎসর পর্য্যন্ত নিজ দখলে রাখিতে যোগ্য কি না?

দাতা দত্ত বস্তু স্বহস্তে রাখিতে পারে না।

উ. ৪। দাতা ঐ দত্ত বস্তু নিজ দখলে রাখিতে যোগ্য নয়। এই প্রচলিত মত।

কলিকাতা কোর্ট আপিল। ৩ মার্চ ১৮০৩ সাল। গোবিন্দরাম মিশ্র—বনাম—কিশোরি লাল শুকল। মেক্‌. হি, বা, ২, চ্যা, ৮, মকদ্দমা ১, পৃ. ২০৭ ও ২০৮।

প্র.। এক শূদ্রজাতীয়া অপুত্রা বিধবা স্বামির ত্যক্ত স্থাবর বিষয়ের মধ্যে নিজ অন্নাচ্ছাদনের নিমিত্তে কিছু রাখিয়া অবশিষ্ট এক দানপত্র দ্বারা স্বামির ভ্রাতৃপুত্রদিগকে দান করিল, তৎকালে তাহার নিজ দৌহিত্র উপস্থিত ছিল সে তাহাতে আপত্তি করে নাই। এই দানের পনেরো বৎসর পরে সে (অর্থাৎ ঐ বিধবা) তৎ (পূর্ব্বদত্ত) বস্তু অপর এক জনের নিকট বিক্রয় করে, এবং এই বিক্রয়পত্র তদ্দৌহিত্রকর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। এমত অবস্থায় এই দুই কার্য্যের মধ্যে কোন্‌টি স্থির থাকিতে পারে?

পূর্ব্ব দান দ্বারা পনেরো বৎসর পরে কৃত বিক্রয় অসিদ্ধ।

উ.। অনুভব করা যাইতে পারে যে দাত্রীর দৌহিত্র তৎকালে ও তৎপরে পনেরো বৎসর পর্য্যন্ত আপত্তি না করাতে ঐ দানে সম্মত ছিল, অতএব ঐ দান সিদ্ধ ও বলবৎ বিবেচনা কর্ত্তব্য। দৌহিত্রে যে বিক্রয়ের সাক্ষী হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বিবেচিত হইতে পারে না, যেহেতু ঐ বিক্রীত বিষয়ে ঐ বিধবার স্বত্ব ছিল না। দান ও বিক্রয় উভয়ই স্বত্ব ধ্বংসের হেতু। এস্থলে প্রথম কার্য্য, অর্থাৎ দান, প্রবল হইবে।

প্রমাণ—

নারদ কাত্যায়ন ও বৃহস্পতির বচন—"যদি কোন ব্যক্তি এক জনের নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত বা বন্ধক রাখিয়া তাহা আর এক জনের কাছে বন্ধক রাখে বা বিক্রয় করে, তবে প্রথম কার্য্য বলবৎ হইবে"॥ আর আর সমস্ত বিবাদীভূত বিষয়ে শেষ কার্য্য বলবৎ; কিন্তু বন্ধক কিম্বা দান বা বিক্রয়ে পূর্ব্ব কার্য্যই প্রবল"।

মেক্‌. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ২৫, পৃ. ৩১৫।

প্র.। কোন ভূম্যধিকারী আপন বিষয় বাদির পিতার নিকট বিক্রয় করিয়া ঐ ক্রেতাকে তদ্বিষয়ক বিক্রয়পত্র লিখিয়া দেয়, কিন্তু যখন ঐ বিক্রয় করা হয়, তখন তাহা বন্ধক ছিল, তন্নিমিত্তে বিক্রেতা তদ্বিক্রীত বিষয়ে ক্রেতাকে দখল দিতে পারে নাই। এই ব্যাপারের পাঁচ বৎসর পরে বিক্রেতা ঐ বিষয় প্রতিবাদির নিকট বিক্রয় করিল এবং মূল্যের টাকার দ্বারা বিষয় খালাস করিয়া তাহা প্রতিবাদিকে (অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্রেতাকে) সমর্পণ করিল, সে অদ্যাপি ঐ বিষয়ভোগী। এমত অবস্থায়, উক্ত বিষয় প্রথম ক্রেতাকে অর্শিবে অথবা দ্বিতীয় ক্রেতার থাকিবে?

বন্ধক দেওয়া বিষয়ের বিক্রয় সিদ্ধ এবং তাহা ঐ বন্ধকের দেনা শোধ গেলে সম্পূর্ণ হয়।

উ.। যদি কোন ব্যক্তি এক জনকে নিজ ভূমি বিক্রয় করিয়া, তাহা আবার অন্য ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে, তবে প্রথম ক্রেতা ঐ বিষয় পাইতে অধিকারী। এই মত শাস্ত্রীয় সাধারণ মতানুমত*।

* আর আর সমস্ত বিবাদীভূত বিষয়ে শেষের ব্যাপার বলবৎ, কিন্তু বন্ধক, দান বা বিক্রয়ে পূর্ব্ব ব্যাপার প্রবল"। এমত আপত্তি করা যাইতে পারে যে এই মতানুসারে বন্ধকের দ্বারা প্রথম বিক্রয়ের অন্যথা হইতে পারে যেহেতু ঐ বন্ধক

it, then, on the death of the assignor, the assignee cannot legally sue the latter donee for the property. Should the assignee have fulfilled the injunctions prescribed in the deed, he is entitled to the assignor's whole property, excepting that part which was given to the latter donee.

Q. 4. A peson having made a gift of his real and personal property to another, executed a deed to that effect. In this case, is he (the donor) competent to retain the gift in his own possession for the period of fifteen or twenty years?

A gift cannot be retained in the hands of the donor.

R. 4. The donor is incompetent to keep the gift in his own possession. This is a received maxim.

Calcutta Court of Appeal, March 3rd, 1803. Govindra'm Misra *versus* Kishore La'l Sukal. Mac. H. L. Vol. II. Ch. 8, Case 1. pp. 207—208.

Q. A widow of the fourth class who had no son, having reserved some immovable property left by her husband for her own maintenance, disposed of the remainder by a deed of gift in favour of her husband's brother's sons, her own daughter's son being present at the time, and not objecting. Fifteen years after the gift, she sold the property (which had been already given) to a stranger, and the deed of sale was attested by her daughter's son. In this case, which of these transactions should be upheld?

Prior gift invalidates subsequent sale after the lapse of fifteen years.

R. It may be inferred that the donor's daughter's son consented to the gift, from his making no objection at the time, or during the period of fifteen years subsequently to the gift. The gift, therefore, should be consided valid and binding. The sale which was witnessed by the daughter's son cannot be considered complete, for there existed no right in the widow over the property sold. Both gift and sale are the means of the extinction of property. Here the first act, in other words, the gift, shall prevail.

*Authorities:—*

The following are the texts of NA'RADA, KA'TYAYANA, and VRIHASPATI:—"If a man, having bailed or pledged a thing to one person, pledge or sell it to another, the first act shall prevail." "In all *other* contested matters, the latest act shall prevail; but in the case of a pledge, a gift, or a sale, the prior contract has the greatest force."

Macn. H. L. Vol. II. Ch. 11. Case 25, p. 315.

Q. A landed proprietor sold his estate to the plaintiff's father, and he executed a deed of sale for the same in the purchaser's favour; but, when the sale was contracted, the estate was under a mortgage, on which account the seller was unable to deliver the property sold into the purchaser's possession. Five years after the transaction, the vendor sold the same estate to the defendant, and, having redeemed the mortgage with the purchase money, delivered it to the defendant (the second vendee), who is still in possession of the estate. In this case, will the property in question revert to the first purchaser, or will it remain with the second one?

A sale of mortgaged property is valid, and becomes complete on discharging the incumbrance.

R. If a person having sold his lands to one individual, again sell the same property to another person, the first purchaser is entitled to the property. This is consistent with the general opinion.*

* "In all other contested matters, the latest act shall prevail; but, in the case of a pledge, a gift, or a sale, the prior contract has the greatest force." It may be objected that, according to this doctrine,

জিলা চট্টগ্রাম, ৩০ জুলাই ১৮১৩ সাল। মাগণ দাস—বনাম—মদনমোহন প্রভৃতি। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ১১, পৃ. ৩০৩।

৩৭০ সংখ্যক ব্যবস্থার। নজীর।

বিচরিত হইয়াছে যে অষ্টাদশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন হিন্দু কর্ত্তৃক নিজ মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সম্পূর্ণ জ্ঞান সত্ত্বে কৃত বাচনিক দান সিদ্ধ। গোসাঁই চাঁদ কবিরাজ—বনাম—কৃষ্ণমণি প্রভৃতি। ৮ জুলাই ১৮-৩৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৬. পৃ. ৭৭।

৩৭১ সংখ্যক ব্যবস্থার। নজীর।

সদর দেয়ানী আদালতের জজ হেনরি কোলব্রুক সাহেব ও ইষ্টুয়ার্ট সাহেব কর্ত্তৃক বিচরিত হইয়াছে যে মিথিলা প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে* দশ বৎসরের নিমিত্তে স্থাবর বিষয়ের বাচনিক বন্ধক সিদ্ধ হইবে যদি ঐ বিষয় বন্ধক গ্রহীতার হস্তে থাকে। শ্যাম সিংহ—বনাম—মোসম্মাৎ ওমারাওতী। ২৮ জুলাই ১৮১৩ সাল। স, দে, আ, রি, বা. ২, পৃ, ৭৪।

মিথিলা প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে* স্থাবর বিষয়ের বাচনিক দান অসিদ্ধ হইবে যদি ঐ দত্ত বস্তু গ্রহীতা কখনো অধিকার না করিয়া থাকে। ঐ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।—অদেয় প্রকরণ।

(অর্থাৎ অদেয় বিষয়ের দানাদি বিষয়ক প্রকরণ)।

যাহা যাহা অদেয় তাহা বৃহস্পতি কাত্যায়ন নারদ ও দক্ষ কর্ত্তৃক কথিতহইয়াছে, যথা—

অদেয়মাহুর্ব্বৃহস্পতি কাত্যায়ন নারদ দক্ষাঃ, তদ্যথা—

বৃহস্পতি—"সাধারণ বিষয়, পুত্র, দারা, বন্ধক গৃহীত, সর্ব্বস্ব, গচ্ছিত, ব্যবহারার্থ যাচিত, এবং অন্যকে প্রতিশ্রুত এই অষ্ট প্রকার বস্তু অদেয় কথিত।

বৃহস্পতিঃ—"সামান্যং পুত্রদারাধি সর্ব্বস্বং ন্যাস যাচিতং। প্রতিশ্রুতং তথান্যস্য নদেয়ন্ত্বষ্টধা-স্মৃতং"॥

কাত্যায়ন—"দারা, পুত্র ও সর্ব্বস্ব অনিচ্ছাতে (অ) বিক্রয় বা দান করবে না, আপনার কাছে রাখিবে, কিন্তু আপৎকালে দান বা বিক্রয় কর্ত্তব্য, অন্যথা তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেনা, এই শাস্ত্র নির্ণয়" † ॥

কাত্যায়নঃ—"বিক্রয়ঞ্চৈব দানঞ্চ ননেয়াঃ স্যুরনিচ্ছয়া (অ)। দারাঃপুত্রশ্চ সর্ব্বস্বমাত্মন্যেব প্রয়োজয়েৎ। আপৎকালেতু কর্ত্তব্যং দানং বিক্রয়এব বা। অন্যথা ন প্রবর্ত্তেত ইতিশাস্ত্র বিনির্ণয়ঃ"†।

(অ) "অনিচ্ছাতে"—অর্থাৎ পুত্র দারা ও সন্ততি প্রভৃতির (অনিচ্ছাতে)।

(অ) "অনিচ্ছয়া"—পুত্রদারান্বয়াদীনামিতি শেষঃ বি. দ.।

নারদ—"অনাহিত, যাচিত, বন্ধক গৃহীত, সাধারণ বা গচ্ছিত যাহা এবং পুত্র, দারা, ও যাহা অন্যকে প্রতিশ্রুত তাহা ও সন্ততি থাকিলে সর্ব্বস্ব, আচার্য্যেরা কহিয়াছেন কষ্টজনক আপদেও দেহির অদেয়"॥

নারদঃ—"অন্বাহিতং যাচিতকমাধিসাধারণঞ্চ যৎ। নিক্ষেপঃ পুত্রদারাশ্চ স্বর্ব্বস্বঞ্চান্বয়েসতি॥ আপৎস্বপিহি কষ্টাসু বর্ত্তমানেন দেহিনা। অদেয়ান্যাহুরাচার্য্যাঃ যচ্চান্যস্মৈ প্রতিশ্রুতং"॥

---

বিক্রয়ের পূর্ব্বে হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বচনের অর্থ এই যে যে স্থলে এক ব্যক্তি স্বমূল্যে এক জনের কাছে নিজ বিষয় বন্ধক দিয়া ঐ বস্তু আবার অন্যের নিকট বন্ধক দেয় সেই স্থলে প্রথম বন্ধক সিদ্ধ; কিন্তু যেস্থলে কোন ব্যক্তি নিজ বিষয় বন্ধক দিয়া পরে তাহা বিক্রয় করে সেস্থলে ঐ বন্ধক দিয়া যে ঋণ করা হয় তৎ পরিশোধান্তে সর্ব্বশেষ ব্যাপার বলবত্তর হইবে অর্থাৎ পূর্ব্ব বন্ধক দ্বারা পরের বন্ধক অন্যথা হইবে, কিন্তু পূর্ব্ব বন্ধকে পরের দান বা বিক্রয় অন্যথা হইবে না।

* বাচনিক দানাদিতে বিষয়ে মিথিলা ও বঙ্গদেশ প্রচলিত শাস্ত্রে প্রভেদ নাই।

† কাত্যায়নের এই বচনে—অনিচ্ছাতে ও আপৎকালে পুত্র বা দারার দান বিক্রয় প্রবৃত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু দান বিক্রয় অসিদ্ধ ইহা প্রতিপাদিত হয় নাই। বি. দ.।

† ইতি কাত্যায়ন বচনে অনিচ্ছাবাপৎ কাল যাঃ পুত্রাদি দান বিক্রয় প্রবৃত্তিরেব নিষিদ্ধা নতু দান বিক্রয়াসিদ্ধিঃ প্রতিপাদিতা। বি. দ.।

*Zillah Chittagong, July* 30th, 1813. Ma'gan Dáss, *versus* Madanmohan and others. Macn. H. L. vol. II. Ch. 11, Case 11. p. 303.

It has been held by Messrs Colebrooke and Stewart, Judges of the Sudder Dewanny Adawlut, that, according to the law as current in *Mithila'*,* a verbal mortgage of immovable property for a period of ten years is valid, provided such property remain in the hands of the mortgagee. Sha'm Singh *versus Musst.* Umráoti', 28th July 1813. S. D. A. Rep. vol. II. p. 74.

*Case* bearing on the Vyavasthá No. 360.

According to the law as current in *Mithila'*, a verbal gift of immovable property is invalid, where the donee has never been in the possession of property.* *Ibid.*

A verbal gift by a *Hindu*, who was upwards of eighteen years of age, made the day before his death, he being at the time in full possession of his senses, is held to be valid. Gosáín Chánd Kabiráj *versus* Musst. Krishnamani and another. 8th July 1836. S. D. A. Rep. vol. VI. p. 77.

*Case* bearing on the Vyavasthá No. 361.

## SECTION 1.—ON UNFIT GIFTS.

*(That is on gifts and other transfers of property inalienable.)*

Inalienable things enumerated by VRIHASPATI, KA'TYA'YANA, NA'RADA, and DAKSHA, are as follows :—

VRIHASPATI :—"The prohibition of giving away is declared to be eight fold : a man shall not give joint property, nor his son, nor his wife, nor a pledge, nor all his wealth, nor a deposit, nor a thing borrowed for use, nor what he has promised to another."

KA'TYA'YANA :—"A wife, or a son, or the whole of a man's estate, shall not be given away or sold without the assent of the persons interested (a) ; he must keep them himself ; but, in extreme necessity, he may give or sell them ; otherwise, he must attempt to do no such thing : this has been settled in codes of law.†"

(a) "Without the assent of the persons interested,"—that is, of the son, wife, kinsmen, and so forth. Coleb. Dig. vol. II. p. 106.

NA'RADA :—"What is bailed for delivery, what is lent for use, a pledge, joint property, a deposit, a son, a wife, and the whole estate of a man who has issue living, the sages have declared inalienable even by a man oppressed with grievous calamities, and (of course) what has been promised to another." Coleb. Dig. vol. II. p. 97.

the first sale should be avoided by the mortgage, from its having been made previously to the sale. The meaning of the text, however, is, that where a person mortgages his property for a valuable consideration to one person, and mortgages the same property to another, the first mortgage shall hold good ; but in a case where a man mortgages his property, and subsequently makes a sale of the same property, the latest contract will have superior force, on the satifaction of the debt for which the property was mortgaged : in other words, that a prior pledge shall avoid a subsequent pledge, not that a prior pledge shall avoid a subsequent gift or subsequent sale.

* In the matter of verbal gift, &c. there is no difference between the *Hindu* law current in *Mithila'* and that in *Bengal.*

† In this text of KA'TYA'YANA the gift or sale of a son or wife, without the assent of the parties interested, and without extreme necessity, is forbidden : it is not said that the gift or sale is void. Coleb. Dig. vol. II. p. 105.

"কষ্টজনক, আপদাপন্নাবস্থাতেও দেহির অদেয়, ইহা আচার্য্যেরা কহিয়াছেন" এই নারদ বচনে অত্যন্ত আপদেও দান বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়াতে কাত্যায়ন বচনের বিরোধরূপ আপত্তি হয়,—অতএব আপৎ কালে পুত্রাদির অনুমতিতে দান কর্ত্তব্য বিনা অনুমতিতে আপৎ কালেও দান কর্ত্তব্য নয় এই ব্যবস্থা সিদ্ধ। বি. দ.।

"আপৎ স্বপিহি কষ্টাসু বর্ত্তমানেন দেহিনা অদেয়ান্যাহুরাচার্য্যা" ইতি নারদেন মহত্যামপ্যাপদি দানবিক্রয়নিষেধাৎ কাত্যায়নবিরোধাপত্তেঃ,—তস্মাৎ আপদি পুত্রাদীনামনুমত্যা দানং অননুমতৌ তদাপি ন দানমিতি সিদ্ধা ব্যবস্থা। বি. দ.।

দত্তক পুত্র করণার্থে যে পুত্রদান তাহা গ্রহীতার পুত্রাভাবরূপ আপৎ নিবারণ নিমিত্তে ধর্ম্মবোধে কৃত অতএব তাহাতে দণ্ড নাই।

দত্তক পুত্রার্থং পুত্রদানমপি গ্রহীতুঃ পুত্রাভাবরূপাপন্নিবৃত্ত্যর্থমেব স্বধর্ম্মবুধ্যা অতোনাত্র দণ্ডঃ।

প্রতিষেধ না হইলেই অনুমতি হইল, যেহেতু অপ্রতিষেধে অনুমতি হয় এই ন্যায় আছে*। ঐ।

অনুমতিঃ—প্রতিষেধাভাবঃ, অপ্রতিষিদ্ধমনুমতম্ভবতীতি ন্যায়াৎ*। ঐ।

দক্ষ—"সাধারণ, যাচিত, ন্যাসরূপে গচ্ছিত ও বন্ধকের দ্রব্য এবং স্ত্রী ও স্ত্রীধন, আর আহিত ও নিঃক্ষেপ এবং সন্ততি† থাকিলে সর্ব্বস্ব—এই নয় বস্তু আপৎ কালেও দাতব্য নয় ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন; যে দেয় সে মূঢ়াত্মা সে নর প্রায়শ্চিত্ত করিবে"॥

দক্ষঃ—"সামান্যং যাচিতং ন্যাস আধির্দারাশ্চ তদ্ধনং। আহিতঞ্চৈব নিক্ষেপঃ সর্ব্বস্বঞ্চান্বয়ে সতি†॥ আপৎস্বপি ন দেয়ানি নব বস্তূনি পণ্ডিতৈঃ। যো দদাতি সমূঢ়াত্মা প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥

এস্থলে নয় বস্তু অদেয় উক্ত হইয়াছে; কিন্তু পুত্র লইয়া দশ বস্তু অদেয় হয়। বৃহস্পতি কর্ত্তৃক আট বস্তু অদেয় উক্ত, তাহাতে ন্যাসপদে নিক্ষেপ সংগৃহীত ইহা বলিলেও স্ত্রীধন ধরা হইল না। নারদ প্রতিশ্রুত ধরেন নাই। কিন্তু বৃহস্পতি তাহা ধরিয়াছেন, এই পরস্পর বিরোধে চণ্ডেশ্বর কহিতেছেন—অদেয় গণনায় প্রবৃত্ত মুনিরা স্ব স্ব উক্তিদ্বারা অন্যের উক্তির ব্যবচ্ছেদক নহেন তথাচ তাবার্থ।

অত্র নবানামদেয়ত্বমুক্তং, কিন্তু পুত্রস্য তেনসহ দশানামদেয়ত্বং স্যাৎ। বৃহস্পতিনাচ অষ্টানামদেয়ত্বমুক্তং তেনচ ন্যাস পদেনৈব নিক্ষেপস্য সংগ্রহঃ কৃত ইত্যুক্তাবপি স্ত্রীধনস্য সংগ্রহো ন ভবতি। নারদেনচ প্রতিশ্রুতস্য সংগ্রহো ন কৃতঃ বৃহস্পতিনাচ তৎ সংগৃহীতমিতি পরস্পর বিরোধে আহ—অত্রচ অদেয় পরিগণন প্রবৃত্তানাং মুনীনাং স্বস্বোক্তাবচ্ছেদেন তাৎপর্য্যমিতি চণ্ডেশ্বরঃ।

* এতাবতা পঞ্চম বর্ষের ন্যূন বয়স্ক পুত্র দান করিলে তাহা সিদ্ধ। ইহাতে (অধিকারি) ব্যক্তিদের বিমতেও দান সিদ্ধ ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

* তেন—পঞ্চম বর্ষোনবয়স্ক পুত্রস্যাপি দান সিদ্ধিরিতি। এতেনাপি বিমতয়োর্দানং সিদ্ধ্যতীতি প্রতিপাদিতং।

তথাপি পুত্র দান বশিষ্ট বচনানুসারে কর্ত্তব্য, তদ্‌যথা—"শুক্র শোণিত সম্ভূত পুত্র মাতাপিতার নিমিত্তে। তাহা দান বিক্রয় বা ত্যাগে মাতাপিতা প্রভু। (পরন্তু) একক পুত্র দিবে না বা গ্রহণ করিবে না (যেহেতু) সে পূর্ব্বপুরুষের বংশ রক্ষার নিমিত্তে, এবং নারী ভর্ত্তার অনুজ্ঞা ব্যতিরেক পুত্র দান বা প্রতিগ্রহ করিবে না"।

তথাচ পুত্রদানং বশিষ্ট বচনানুসারেণৈব কর্ত্তব্যং, তদ্‌যথা—"শুক্রশোণিত সম্ভবঃ পুত্রোমাতাপিতৃ নিমিত্তকঃ, তস্য প্রদান বিক্রয় ত্যাগেষু মাতাপিতরৌ প্রভবতঃ; নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা, সহি সন্তানয় পূর্ব্বেষাং নতু স্ত্রীদদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা অন্যত্রানুজ্ঞানাদ্ভর্ত্তুঃ"॥

† "সন্ততি থাকিতে"—অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র রূপ তুল্য স্বামিত্ববিশিষ্ট সন্তান থাকিতে। নারদাদি বহু ঋষি কহিয়াছেন সর্ব্বস্ব অদেয়, যদি কেহ সন্ততি থাকিতে দেয় সে দণ্ডনীয় ইহা ব্যক্ত। বি. দ.।

† 'অন্বয়ে'—সন্তানে, পুত্র পৌত্র প্রপৌত্ররূপে তুল্য স্বামিত্ব ভাগিনি সতি। সর্ব্বস্বং অদেয়মিতি নারদাদিভির্বহুভির্মুনিভিরুক্তিভিঃ যদিচ কোহপি তথাভাবেহপি দদাতি তদা সদণ্ডনীয়ইতি ব্যক্তং। বি. দ.।

NA'RADA, forbidding (such a) gift or sale even in extreme distress would contradict KA'TYA'-YANA. Therefore, in the utmost distress, a son and the rest may be given away, with the assent of the persons interested; but even in such circumstances, the gift may not be made without their assent. Such is the demonstrated rule. Coleb. Dig. vol. II. p. 106.

A son is also given for the purpose of adoption; (this being done) as an act of duty to relieve the adoptor's distress arising from the want of male issue, no penalty is incurred.

The assent (required) is (found in) the want of opposition; for it is a rule that not to forbid is to assent.* Coleb. Dig. Vol. p. 106.

DAKSHA:—"Joint property, deposits for use, bailments in the form called *Nya'sa*, pledges, a wife, her property, deposits for delivery, bailment (in general,) and the whole of a man's estate, if he have issue alive,† are things which the learned have declared inalienable even in times of distress: the man who gives them away is a fool, and must expiate (the sin) by penance." Coleb. Dig. Vol. II. p. 106.

Here nine things are declared inalienable; but a son is not mentioned: including a son, ten things (and persons) may not be given. VRIHASPATI declares the prohibition of giving away to be eight-fold: though deposits may be considered as comprehended in his text under the term "*nya'fa*," still female property is not included in that text; and what is promised, not included by NA'RADA (in the number of eight unalienable things,) is included in that number by VRIHASPATI. On this mutual contradiction CHANDESHAWARA remarks: "it is not implied, that the enumeration of inalienable things, as delivered by other sages, is curtailed by what each himself

* Therefore the gift of a son under the age of five years may be valid; and it appears that donations may have force, even without the assent (of the persons interested). Coleb Dig. Vol. p. 106.

The gift of a son should however be according to the text of VASHISHTA:—"A son formed of seminal fluids and of blood proceeds from his father and mother, as an effect from its cause: both parents have power (for just reasons,) to give, to sell, or to desert him; but let no man give or accept an only son, since he must remain to raise up a progeny for (the obsequies of) ancestors. Nor let a woman give or accept a son, unless with the assent of her lord." See Coleb. Dig. vol. II. p. 108. See also the chapter treating of adoption.

† "If there be issue alive:"—if there be a son, grandson, or great grandson, who have equal dominion (over the property,) it is ordained by NA'RADA and many other sages, that the whole of a man's estate may not be given away: and if any person, though he have issue living, do give away his whole estate, he shall be fined. Coleb. Dig. vol. II. p. 111.

এই যে নয় বস্তু অদেয় হইলে তাহাতে অষ্ট বস্তু ও অদেয় হইল, এই রূপ দশ বা একাদশ বস্তু অদেয় হইলে নয় বা আট বস্তুও অদেয়। বি. দ.

যদ্যপি দক্ষ বচনে আপৎকালেও স্ত্রীধন অদেয় কথিত হইয়াছে তথাপি আর আর ঋষির বচনানুসারে ভর্ত্তা আপৎকালে স্ত্রীধন গ্রহণ ও বিক্রয়াদি করিতে পারে ইহা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। স্ত্রীধন প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদেশীয় নিবন্ধৃদের মতে অদেয় বস্তুসমুহের মধ্যে কতিপয়ের দানাদি অসিদ্ধ, তদবশিষ্টের দানাদি সিদ্ধ। অর্থাৎ স্বামিত্বাভাবে অথবা ক্ষমতাভাবে যাহা যাহা অদেয় কথিত তাহার দানাদি অবশ্য অসিদ্ধ, কিন্তু যে সকল বস্তু উক্ত কারণ বিনা সামান্যতঃ অদেয় উক্ত হইয়াছে তাহার দানাদি সিদ্ধ, পরন্তু অবস্থাবিশেষে তাহা ধর্ম্ম্য বা অধর্ম্ম্য হয়*। তদ্বিশেষ যথা—

ব্যবস্থা। ৩৬৬ নিক্ষেপ ন্যাস গচ্ছিত বন্ধক যাচিত ও ন্যায্য কারণ বিনা স্বাংশাতিরিক্ত সাধারণ আর অনাপৎ কালে স্ত্রীধন দানাদি অসিদ্ধ।

যেহেতু তাহাতে স্বামিত্বাভাব।

মনু—"মত্ত, উন্মত্ত, আর্ত্ত, অধীন, বালক, স্থবির বা সম্বন্ধহীন ব্যক্তি যে ব্যবহার করে তাহা অসিদ্ধ।

যাজ্ঞবলক্য—মত্ত উন্মত্ত আর্ত্ত ব্যসনী বালক ও ভয়াদিযুক্ত এবং সম্বন্ধহীন ব্যক্তি যে ব্যবহার করে তাহা অসিদ্ধ"। বি. দ.।

ব্যবস্থা। ৩৬৭ বিনা নিষেধে ধর্ম্ম কামনাবিনা স্ত্রী পুত্র দান ও পুত্রাদি থাকিতে সর্ব্বস্বদান এবং শাস্ত্রীয় কারণ বিনা সাধারণ বিষয়ের নিজ অংশ দানাদি সিদ্ধ কিন্তু অধর্ম্ম্য।

তথাচ নবানাং অদেয়ত্বে অষ্টানাং সিদ্ধত্বেব, এবং দশানাং একাদশানাম্বা তত্বাত্বে নবানাং অষ্টানাং তথোক্তিঃ সম্ভবতীতি ভাবঃ। বি. দ.।

যদাপি দক্ষবচনে আপৎকালেঽপি স্ত্রীধনস্যাদেয়ত্বমভিহিতং তথাপি অন্যেষাং মুণীনাং বচনানুসারেণ ভর্ত্তা আপৎকালে স্ত্রীধন গ্রহণ বিক্রয়াদিকং কর্ত্তুমর্হতীতি ব্যবস্থাপিতং। স্ত্রীধন প্রকরণং দ্রষ্টব্যং।

বঙ্গদেশীয় নিবন্ধৄণাং মতানুসারেণ অদেয়ানাং বস্তূনাং কতিপয়স্য দানাদ্যসিদ্ধং তদবশিষ্টানাং সিদ্ধং, অর্থাৎ স্বামিত্বাভাবাৎ ক্ষমতাভাবাদ্বা যদদেয়মভিহিতং, তদ্দানাদিকমবশ্যমসিদ্ধং কিন্তু যেষামুক্তকারণম্বিনা সামান্যতঃ অদেয়ত্বমাত্রমুক্তং তেষাং দানাদিকং সিদ্ধং পরন্তু অবস্থা বিশেষেণ তদধর্ম্ম্যং ধর্ম্ম্যং বা ভবতি*। তদ্বিশেষো যথা—

৩৬৬ নিক্ষেপস্য ন্যাসস্যাধেঃ যাচিতস্যন্যায্যকারণম্বিনা স্বাংশাতিরিক্ত সাধারণস্য অনাপদি স্ত্রীধনস্যচ দানাদিকং অসিদ্ধং।

স্বামিত্বাভাবাৎ।

মনুঃ—"মত্তোন্মত্তার্ত্তাধ্যধীনৈর্ব্বালেন স্থবিরেণ বা। অসম্বন্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যতি।"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"মত্তোন্মত্তার্ত্তব্যসনী বাল ভীতাদি যোজিতঃ। অসম্বন্ধ কৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যতি"। বি. দ.।

৩৬৭ বিনাপ্রতিষেধং ধর্ম্মকামনাম্বিনাচ স্ত্রীপুত্রয়োঃ পুত্রাদি সদ্ভাবে সর্ব্বস্বস্য শাস্ত্রীয়কারণম্বিনা স্বাংশস্যচ দানাদিকং সিদ্ধং কিন্তুধর্ম্ম্যং।

* কোলব্রুক সাহেব কহেন—"বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্তেদের মত এই যে অদেয় বিষয়ের দান (যন্মধ্যে অবিভক্ত ধন দানও পরিগণিত) অধর্ম্ম্য, এবং দণ্ডনীয়ও বটে, কিন্তু অসিদ্ধ নয়। পরন্তু অন্য প্রকার দানাদি যাহা "অদত্ত" কথিত হইয়াছে তাহা অসিদ্ধ (দ্রষ্টব্য এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেবের হিন্দু. ল. বা. ২, পৃ. ৪১৯ ও ৪২০)। কিন্তু এ ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ বোধ হইতেছে না। দর্শিত হইয়াছে যে যেসকল বস্তুতে স্বামিত্বাধিকার নাই যথা অদেয় প্রকরণান্তর্গত গচ্ছিত দ্রব্য প্রভৃতি তাহার দানাদি সুতরাং অসিদ্ধ। এইমত উক্ত সাহেব নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য এস্‌ট্রেঞ্জ সাহেবের হি. ল. বা. ২, পৃ. ৪২১)। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সমগ্র বিষয় বা সাধারণ বিষয়ের নিজ অংশ শাস্ত্রীয় কারণে দানাদি এবং আপৎকালে স্ত্রীধন বিক্রয়াদি সিদ্ধ অথচ ধর্ম্ম্য।

declares." Consequently, where nine things are (declared) inalienable, it is true of eight; and if ten or eleven things be so, the same is affirmed of nine or eight. Coleb. Dig. Vol. II. p. 110.

Although it is said by DAKSHA that *Stri'dhan* is inalienable even in the time of distress, yet according to the texts of the other sages it has been established that the husband is competent to take his wife's *Stri'dhan* and to make a sale or the like of the same in the time of distress. See the Chapter treating of *Stri'dhan*.

Remark

The lawyers of Bengal hold that, of things inalienable, the alienation of some of them is invalid, and that of the rest is valid. That is to say, gifts unfit by reason of the want of proprietory right, are necessarily null and void; but that gifts unfit, because they are prohibited by general rules, may be valid, though the alienation thereof is immoral or moral according to special circumstances.* They are as follows:—

Vyavasthá

366 The alienation of deposits for delivery or use, bailments in the form of *nya'sa*, pledges, things borrowed for use, and without a legal cause the alienation of joint property exceeding one's own share, and of *Stri'dhan* without distress, are invalid.

Because of the want of proprietory right.

Authority

I. MANU:—"A contract made by a person intoxicated, or insane, or grievously disordered or wholly dependent, by an infant, or a decrepit old man, or by a person without authority, is utterly null."

II. JA'GNYAVALKYA:—"A contract made by a person intoxicated, or insane, or grievously disordered, or disabled, by an infant, or a man agitated by fear or the like, or by a person without authority, is utterly null." Coleb. Dig. Vol. II. p. 193.

Vyavasthá

367 The gratuitous gift of a wife and son without (their) opposition, and the gratuitous alienation of the whole of one's own share in the joint property, and of his sole estate if he have issue alive, are valid but immoral.

* Mr. Colebrooke says: "Lawyers of Bengal hold, that an unfit gift, *(adeya.)* to which class this of undivided property belongs, is immoral, and even punishable, but not void, nor voidable. (See Str. H. L. vol. II. p. 420). There appears, however, exceptions to this rule. It has been shown that alienation by a man, of the property in which he has no proprietory right,—such as deposits, &c. which are comprehended in the class of gifts unfit, is necessarily void: this has been maintained by the learned gentleman himself, (See Str. H. L. Vol. II. p. 421) while on the other hand the alienation of one's sole property or his share in the joint estate, for legal causes, and of his wife's *Stri'dhan* in distress, is held to be both moral and valid.

ব্যবস্থা

৩৬৮ দত্তক পুত্র করণার্থে পুত্র দান পরিজন ব্যাপ্ত বিপদে পরিজন পালনার্থে আবশ্যক ধর্ম্মার্থে সাধারণ বিষয়ে স্বীয়াংশাতিরিক্তের ও বিভক্ত স্বকীয় সমুদায়ের ও স্ত্রীধনের দানাদি সিদ্ধ অথচ ধর্ম্ম্য।

৩৬৮ দত্তক পুত্রকরণায় পুত্রস্য পরিজন ব্যাপিন্যামাপদি কুটুম্ব ভরণার্থম্ আবশ্যক ধর্ম্মার্থয়া সাধারণ ধনস্য স্বীয়াংশা তিরিক্তস্যাপি বিভক্ত স্বকীয় সমুদায়স্য স্ত্রীধনস্যচ দানাদিকংসিদ্ধং ধর্ম্ম্যঞ্চ।

প্রমাণ

/০ আপৎ কালে কুটুম্বার্থে এবং বিশেষতঃ ধর্ম্মার্থে এক জন স্থাবর দান বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারে। দ্রষ্টব্য—পৃ. ৬২৬।

/০ একোঽপি স্থাবরে কুর্য্যাৎ দানাধমন বিক্রয়ং। আপৎকালে কুটুম্বার্থে ধর্ম্মার্থেচ বিশেষতঃ। দ্রষ্টব্য পৃ.—৬২৬।

৵০ যদি সকল স্থাবরাদি বিক্রয় ব্যতিরেকে পরিবার পালন নাহয়, তবে সর্ব্বস্ব. বিক্রয়াদিও ব্যবহারতঃ সিদ্ধ। দা. ভা. পৃ. ৪১।

৵০ যদি পুনঃ সর্ব্বস্থাবরাদি বিক্রয়মন্তরেণ কুটুম্ববর্ত্তনমেব ন ভবতি, তদাসর্ব্বস্যাপি বিক্রয়ণাদিকমর্থাৎ সিদ্ধ্যতি। দা. ভা. পৃ. ৪১।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া, এবং সর্ উইলিয়ম মেক্‌নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র. এক ব্যক্তি কিছু ভূমি সম্পত্তি যৌতরূপে অধিকার করিয়া এক পত্নী ও পুত্র রাখিয়া মরিল। তাহার মরণানন্তর তাহার পুত্র নিস্‌সন্তান মরিল ও যৌত বিষয়ে তাহার যে অংশ তাহা তাহার পিতৃব্য পুত্র অন্যায় রূপে অধিকার করিয়া লইল। ঐ বিধবা উক্ত বিষয় নিজ দৌহিত্রকে দান করিল এবং তাহার সহিত (অর্থাৎ ঐ গ্রহীতার সহিত) যোগ দিয়া ঐ বিষয় তৃতীয় এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিল। এমত অবস্থায় ঐ বিক্রয় শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ কি না?

অব্যবহীত উত্তরাধিকারির সম্মতিতে বিধবার কৃত দান সিদ্ধ।

উ.। উপরি উক্ত অবস্থায়, ঐ বিধবা যে নিজ উত্তরাধিকারি দৌহিত্রের সম্মতিতে সাধারণ বিষয় বিক্রয় করিয়াছে তাহা সিদ্ধ। এই মত স্মৃতিশাস্ত্র সম্মত।

প্র.। ঐ বিধবা যদি অপ্রাপ্ত ব্যবহার দৌহিত্রের সম্মতিতে ঐ বিষয় বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে তদবস্থায় তদ্বিক্রয় শাস্ত্রসম্মত কি না?

উ.। ঐ বিধবা যদি জীবন ধারণার্থে আবশ্যক দ্রব্যাহরণ নিমিত্ত, অথবা ঐ বিষয় রক্ষণাবেক্ষণে অসামর্থ্য প্রযুক্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহার দৌহিত্রের সম্মতিতে বা বিনা সম্মতিতে বিষয় বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ, কিন্তু তদ্ভিন্ন কারণে যদি সে বিনা আবশ্যকে ঐ অপ্রাপ্তব্যবহারের সম্মতি বা অসম্মতিতে ঐ বিষয় বিক্রয় করিয়া থাকে এবং ঐ দৌহিত্র যদি ঐ হস্তান্তর অন্যথা করিতে ইচ্ছা করে তবে সে তাহা করিতে পারে, এবং ঐ বিধবার কৃত বিক্রয় অন্যথা হইবে। সহর মুরসিদাবাদ, ২৩ আগষ্ট ১৮২২ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ১৯, পৃ. ৩০৯ ও ৩১০।

উন্মত্ত পতির বিষয় পত্নী কি অবস্থায় বিক্রয় করিলে সিদ্ধ হয় তাহা—

প্র.। কোন স্ত্রী নিজ পতির জীবনকালে শাশুড়ির আদ্যশ্রাদ্ধাদির নিমিত্তে পতির ভূমি সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করে। এমত অবস্থায়, শাস্ত্রানুসারে এই বিক্রয় সম্পূর্ণও সিদ্ধ কি না?

উ.। অপুত্রক যথার্থ উন্মত্ত ব্যক্তির পত্নী যদি উপরি উক্ত কর্ম্মের নিমিত্তে স্বামির বিষয়ের কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে তাদৃশ বিক্রয় শাস্ত্রসম্মত।

জিলা শ্রীহট্ট। ২৬ নবেম্বর ১৮১৭ সাল। শিবপ্রসাদ—বনাম—সুবর্ণ দাসী। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ১১, মকদ্দমা ২১, পৃ. ৩১১।

Vyavastha

365. The gift of a son for adoption, and the alienation of property exceeding even one's own share in the joint estate or of his sole estate, and of the wife's property in a calamity affecting the family, for the support of the family or performance of indispensable duties are moral as well as valid.

Authority

I. NA'RADA:—"Even a single individual may conclude a donation, motgage, or sale of immovable property, during a season of distress, for the sake of the family, and especially for pious purposes." *Ante* p. 627.

II. But, if the family cannot be supported without selling the whole immovable or other property, even the whole may be sold or otherwise disposed of. Coleb. Dá. bhá. p. 30

*Legal opinions delivered in, and admitted by, the sevral Conrts of Judicature, aud examined and approved of by* Sir *William Macnaghten.*

Q. A person leaving a widow and a son, died possessed of some landed property in joint tenancy. Subsequently to his death, his son died childless, and his share of the joint property was illegally taken possession of by his father's brother's sons. The widow made a gift of the property in question to her daughter's son, and, having joined with him (the donee,) sold it to a third person. In this case, is the sale legal and valid?

Sale by a widow, with consent of next heir, is valid.

R. Under the circumstances stated, the sale of the joint property by the widow with the consent of her heir, being the grandson in the female line, is good and valid. This is consonant to the *Smriti Sha'stra.*

Q. Supposing the widow, with the assent of her daughter's *minor* son, to have contracted the sale, in this case is the sale legal or otherwise?

R. If the widow have sold the property for the purpose of procuring the necessaries of life, or from being uuable to manage the estate, with or without the assent of her minor, unless such heir was a minor grandson in the female line, the sale is valid; but under other circumstances, if she have sold the property unnecessarily, with or without the minor's assent, should he be desirous to nullify the alienation, he may do so, and the sale made by her will become void.

*City Moorshedabad, August* 23rd. 1822. Macn. H. L. Vol. II. Ch. 11. Case. 19. pp. 309, 310.

Sale by a wife, of her insane husband's estate, when valid.

Q. A woman, during the life-time of her insane husband, sells a portion of his landed property for the purpose of performing the funeral obsequies of her mother-in-law. In this case, according to law, is the sale complete and binding?

R. Should a wife sell a portion of her husband's estate, he being childless, and of confirmed insanity, for the purpose above stated, such sale is good in law.

*Zillah Sylhet, November* 20th, 1817. Sibprasád *versus* Subarna Da'si. Macn. H. L. Vol II. Ch. 11. Case 21. p. 311.

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—[illegible] প্রকরণ।

### (অর্থাৎ স্থাবর বস্তুর দানাদি বিষয়ক প্রকরণ)

[illegible] বৃহস্পতি কর্ত্তৃক ইহা উক্ত হইয়াছে, যথা—"পরিবারের অন্নাচ্ছাদন হইতে অতিরিক্ত হয় যাহা তাহা দেয়, তদ্ভিন্ন দিলে দাতৃ ব্যক্তি(প্রথমে) মধুর আস্বাদন করে কিন্তু পরে তাহা বিষ হয়, তাহার সে ধর্ম্ম বৃথা॥ সপ্তপ্রকার আগমদ্বারা যে গৃহ ক্ষেত্র উপার্জ্জিত,* তন্মধ্যে পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত(স্বাবস্তুরবিভাগ করিয়া)যাহা দেওয়া হয় তাহা দাতব্য কথিত হইয়াছে। যাহা স্বোপার্জ্জিত তাহা স্বেচ্ছাক্রমে দেয়, যাহা বন্ধক তাহা বন্ধকের রীত্যনুসারে দেয়। যাহা বিবাহে প্রাপ্ত বা ক্রমাগত তৎ সমুদায় দাতব্য নয়। (কিন্তু) যাহা সৌদায়িক, ক্রমাগত, ও শৌর্য্যদ্বারা প্রাপ্ত তাহা স্ত্রীর ও জ্ঞাতির ও রাজার অনুমতিতে দত্ত হইলে সিদ্ধ"॥

বৃহস্পতিঃ—"কুটুম্ব[illegible] [illegible] বাসসাচ্ছাদনাদ্যদতিরিচ্যতে। মধ্বাস্বাদো বিষং পশ্চাৎ দাতুর্ধর্ম্মোঽন্যথা ভবেৎ॥ সপ্তাগমাৎ গৃহক্ষেত্রাৎ [illegible] ক্রমং* প্রদীয়তে। পিত্র্যং বা যেন যৎ প্রাপ্তং তদা[illegible]কাং বিবক্ষিতং। স্বেচ্ছাদেয়ং স্বয়ং প্রাপ্তং বন্ধাচারেণ বন্ধকং। বৈবাহিকে ক্রমায়াতে সর্ব্বদানং ন বিদ্যতে॥ সৌদায়িকং ক্রমায়াতং শৌর্য্যপ্রাপ্তঞ্চ যদ্ভবেৎ। স্ত্রী জ্ঞাতি স্বাম্যনুমতং দত্তং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ"

কি দেয় কি অদেয় তাহা কাত্যায়ন কহিয়াছেন, যথা—"সর্ব্বস্ব ও বসতবাটী ভিন্ন পরিবারের ভরণ পোষণাতিরিক্ত স্বকীয় যে দ্রব্য তাহা সিদ্ধ পারে, অন্যথা [illegible] নয়"॥ অতএব—

কাত্যায়নঃ দেয়াদেয়ে আহ—"সর্ব্বস্ব গৃহ বর্জ্জং কুটুম্ব ভরণাধিকং। যদ্দ্রব্যং তৎস্বকং দেয়[illegible]ং স্যাদতোঽন্যথা"† ॥ বি. দ.॥ অতএব—

৩৬৯ পরিবারের পালন হইতে অতিরিক্ত যে স্থাবরাস্থাবর ধন তাহার দানাদি অসিদ্ধ নয়, অধর্ম্যও নয়†।

৩৬৯ কুটুম্ব ভরণাতিরিক্ত স্থাবরাস্থাবরস্য দানাদিকং নাসিদ্ধং নাধর্ম্ম্যঞ্চ†।

৩৭০ পরিজন পালনের ব্যাঘাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অথবা কাম্য ধর্ম্ম কামনায় যে বিষয় দানাদি তাহা সিদ্ধ হইলেও ধর্ম্ম্য নয়।

৩৭০ কুটুম্ব ভরণ বিরোধি বিষয়স্য স্বেচ্ছয়া কাম্য ধর্ম্মকামনয়া বা দানাদিকং সিদ্ধমপি ন ধর্ম্ম্যং।

যেহেতু তাহা অদেয়, ও পরিজন অবশ্য পোষ্য।

তদ্যাদেয়ত্বাৎ, কুটুম্বস্যাবশ্য ভরণীয়ত্বাচ্চ।

৩৭১ কিন্তু যদি সর্ব্বস্ব বিক্রয়াদি বিনা বিপদ হইতে ত্রাণ, পরিবার পালন, অথবা অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষ্পাদন না হয়, তবে যাহার অধিকারে বিষয় থাকে তাহার কিম্বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিবারসম্বন্ধীয় যে কোন ব্যক্তির তাহা কর্ত্তব্য।

৩৭১ কিন্তু যদি সর্ব্বস্ববিক্রয়াদ্যন্তরেণ বিপত্ত্রাণং পরিজন পালনং অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্পাদনং বা ন ভবতি তদা তদপি বিষয়স্বামিনঃ তদনুপস্থিতৌ পরিবার সম্বন্ধীয় যেন কেনাপি করণীয়ং।

---

* সাত প্রকার ধনাগম ধর্ম্ম্য অর্থাৎ দায়রূপে প্রাপ্তি, লাভ, ক্রয়, জয়, কুসীদ, কৃষি বাণিজ্য এবং প্রতিগ্রহ।

* সপ্ত বিত্তাগমা ধর্ম্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ। প্রয়োগঃ কর্ম্মযোগশ্চ সৎপ্রতিগ্রহ এব চ। মনুঃ।

† ইহার অর্থ এই যে পরিজন পালনাতিরিক্ত সর্ব্বস্ব গৃহ ভিন্ন দেওয়া যাইতে পারে। এস্থলে স্থাবরাস্থাবরে বিশেষ নাই, ইহা জ্ঞাপনার্থ সর্ব্বস্ব পদ ব্যবহৃত। স্বকীয় পদে নিক্ষেপাদির ব্যাবৃত্তি,—স্বকীয় অর্থাৎ যাহাতে নিজ স্বত্ব থাকে তাহা, এই তাৎপর্য্য। বি. দ.।

† তথাচ কুটুম্বভরণাধিকং গৃহবর্জ্জং সর্ব্বস্বং দেয়মিত্যর্থঃ তত্র স্থাবরজঙ্গমে বিশেষো নাস্তীতি জ্ঞাপনায় সর্ব্বেতি প্রোক্তং স্বকীয়েনেন নিক্ষেপাদি ব্যাবৃত্তিঃ, স্বকং স্বমাত্র স্বত্বাস্পদীভূতমিত্যর্থঃ। বি. দ.।

SECTION II.—ON FIT GIFTS

*(That is, on gifts or other transfers of property alienable.)*

These are enumerated by *Vrihaspati* :—" A man may give what remains after the food and clothing of his family : the giver of more may taste honey at first, but shall afterwards find it poison. Of houses and land, acquired by any of the seven* modes of acquisition, whatever is given away, should be delivered, distinguishing (land) as (it was) left by the father, or gained by the occupier himself. At his pleasure he may give what himself acquired. A pledge must be disposed of by the law of pledges, (or subject to redemption.) But of property acquired by marriage, or inherited from ancestors, the whole ought not to be alienated. (But) if what is acquired by marriage, what has descended from an ancestor, or what has been gained by valour, be given with the assent of the wife, of the co-heirs, or of the king, the gift has validity." Coleb. Dig. vol. II. p. 131.

KA'TY'AYANA declares what may and what may not be given :—" Except his whole estate and his dwelling house, what remains after the food and clothing of his family, a man may give away†, whatever it be ; otherwise it may not be given." *Ibid.* p. 133.

Therefore,—

369 The gift or other alienation of that portion of property which may remain after the food and clothing of the family, is neither invalid nor immoral. Vyavastha'

370 The alienation of any portion of one's property, thereby distressing his family, is immoral though valid. Vyavastha'

Because in such case it is inalienable, and the maintenance of the family is an indispensable obligation. Reason

371 But if the calamity of the family cannot be got over, or if the family cannot be supported, or indispensable duties cannot be performed without alienation of the whole property, even that should be done by the occupier, and, if he be absent, by any person belonging to the family. Vyavastha'

* There are seven virtuous means of acquiring property ; succession, occupancy or donation, and purchase or exchange, conquest, lending at interest, husbandry or commerce, and acceptance of presents from respectable men. *Manu.*

† Consequently the whole of his own property (except his dwelling house) that remains after the food and clothing of his family, a man may give away ; such will be the sense *of the text.* "The whole" is here mentioned to show that movables and immovables are not distinguished. "His own ;" by this term, deposits and the like are excepted. Coleb. Dig. vol. II. p. 134,

কারণ

/• ব্যাস বচন। দ্রষ্টব্য—পৃ. ৬২৬।

/• ব্যাসবচনং। দ্রষ্টব্য—পৃ. ৬২৬।

৶• যদি সকল স্থাবরাদি বিক্রয় ব্যতিরেকে পরিবার পালন না হয় তবে সর্ব্বস্ব বিক্রয়াদিও ব্যবহারতঃ সিদ্ধ। দা. ভা. পৃ. ৪১।

৶• যদি পুনঃ সর্ব্বস্থাবরাদি বিক্রয়মন্তরেণ কুটুম্ববর্ত্তনমেব ন ভবতি তদাসর্ব্বস্যাপি বিক্রয়ণাদিকমর্থাৎ সিদ্ধ্যতি। দা. ভা. পৃ. ৪১।

ব্যবস্থা

৩৭২ রক্ষণাবেক্ষণেঅশক্ততাদি ন্যায্য কারণে যদি কোন স্ত্রী তাৎকালিক মুখ্য দায়াদকে স্বাধিকৃত সংক্রান্তধন দেয়, তবে তাহা সিদ্ধ।

৩৭২ রক্ষণাবেক্ষণাশক্তত্বাদি ন্যায্য কারণাৎ যদি কাপি স্ত্রী তাৎকালিক মুখ্য দায়াদায় স্বাধিকৃত সঙ্ক্রান্ত ধনং দদ্যাৎ তত্ সিদ্ধং।

ব্যবস্থা

৩৭৩ যেস্থলে আবহমান সনাতন আচার বলবান্ থাকে সেস্থলে তদনুসারে দায়াদগণের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিকে বিষয় দাতব্য।

৩৭৩ যত্রাবহমানঃ সনাতনাচারো বলবান্ তত্র তদনুসারেণ দায়াদানাং মধ্যে বিশেষ জনায় বিষয়ো দেয়ঃ।

কারণ

যেহেতু তদবস্থায় তাহা দেয় রূপে গণ্য, এবং আচার পরম ধর্ম্ম হওয়াতে তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রীয় সামান্য বিধানের উপর প্রবল। দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩০২—৩১৪।

তদবস্থায়াং তস্য দেয়ত্বেন পরিগণনীয়ত্বাৎ। আচারস্য পরমধর্ম্মত্বেন ধর্ম্মশাস্ত্রস্য সামান্য বিধানাৎ বলবত্তরত্বাচ্চ। দ্রষ্টব্য পৃ. ৩০২—৩১৪।

ব্যবস্থা

৩৭৪ রাজ্য যে অবিভাজ্য তাহা সনাতন আচারদ্বারা প্রতিপাদিত, যদনুসারে যোগ্য হইলে জ্যেষ্ঠই অন্যথা যোগ্য অন্য ভ্রাতা সমুদায় রাজ্য প্রাপ্ত হয়*।

৩৭৪ রাজ্যস্যাবিভাজ্যত্বং সনাতনাচারেণৈব প্রতিপাদিতং যদনুসারেণ যোগ্যশ্চেৎ জ্যেষ্ঠএব, অন্যথা তথাবিধ ভ্রাত্রন্তরো বা নিখিল রাজ্যং লভতে*।

/• তাহা বাল্মীকি কৈকেয়ী প্রতি মন্থরার উক্তিতে কহিয়াছেন—"হে ভাবিনি, রাজাদিগের সকল পুত্রে রাজ্য পায়না। কিন্তু অনেক পুত্রের মধ্যে একই রাজ্যে অভিষিক্ত হয়। সকলে রাজা হইলে অত্যন্ত অনীতি ঘটে, অতএব, হে সুন্দরি, জ্যেষ্ঠ পুত্রে অথবা অন্য গুণবান্ পুত্রে রাজারা রাজ্য সমর্পণ করেন, সেই জ্যেষ্ঠ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সমগ্র রাজ্য সমর্পণ করেন, ভ্রাতাকে

/• তদাহ বাল্মীকিঃ কৈকেয়ীং মন্থরামুখেন—"নহি রাজ্ঞঃ সুতাঃসর্ব্বে রাজ্যেতিষ্ঠন্তি ভাবিনি। বহূনামপি পুত্রাণাং একোরাজ্যেঽভিষিচ্যতে॥ স্থাপ্যমানেষু সর্ব্বেষু সুমহাননয়ো ভবেৎ। তস্মাজ্জ্যেষ্ঠেষু পুত্রেষু রাজ্যতন্ত্রাণি পার্থিবাঃ। আসজ্জন্ত্যনবদ্যাঙ্গি গুণবৎস্বিতরেষু বা। তেচ জ্যেষ্ঠাঃ স্বপুত্রেষু জ্যেষ্ঠেষ্বেব ন সংশয়ঃ। আসজ্জন্ত্যখিলং রাজ্যং, ন ভ্রাতৃষু কথঞ্চন। অত্যোঽত্যন্তং ন পূজ্য-

* নদিয়ার রাজার সমগ্র রাজ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দান সিদ্ধ বিষয়ে জগন্নাথ ও কৃপারাম পণ্ডিত ছয় কারণ দর্শাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ কারণ এই যে—রাজ্য ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেওয়া যাইতেপারে। মেক্‌নাটন্ সাহেব কহেন "প্রদর্শিত শেষ কারণ যে যথার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং জমিদারিকে রাজ্য বলিয়া ধরিলে ঐ কারণ ইহাতেও প্রযুজ্য, ও বিরোধীয় দান সিদ্ধির নিমিত্তে যথেষ্ট ছিল। অবিভাজ্য বস্তুর মধ্যে রাজ্যও পরিগণিত হইয়াছে"। দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ৭।

রাজ্যের ও বিশাল জমিদারির অধিকারে সনাতন কুলাচার শাস্ত্র রূপে মান্য, এবং তদনুসারে অন্য দায়াদগণকে নিরাশ পূর্ব্বক এক পুত্রকে বিষয় অর্শিবে। কোলব্রুক সাহেব ডাইজেষ্টের দ্বিতীয় বালামের ১১৯ পৃষ্ঠায় এক নোটে লিখিয়াছেন যে—বিশাল ভূম্যধিকার যাহা ব্যবহার ভাষায় জমিদারি বলাযায় তাহা নব্য স্মার্ত্তগণকর্ত্তৃক সকল রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। মেক্. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১৮।

যে আচারানুসারে ভূম্যধিকার বিভক্ত না হইয়া অনবরত এক দায়াদকে অর্শে তাহা ১৮০০ সালের ১০ আইনে শাস্ত্রীয় কথিত হইয়াছে; অতএব শাস্ত্র সম্বন্ধে তদ্বিষয়ে রীতি মত আইন করার আর আবশ্যক নাই, কেননা ঐ শাস্ত্রেই তদীয় সামান্য ব্যবস্থার অতিক্রমে বিধান হইয়া উক্ত হইয়াছে যে বিশেষ আচার শাস্ত্রীয় সামান্য বিধানের উপর প্রবল হইবে। রাজা রুদ্রসিংহ বাহাদুরের বিরুদ্ধে রাজকুমার বসুদেব সিংহের মকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্রে লিখিত নোট। স. দে. আ. রু. বা. ৩। পৃ. ৪১।

I. The text of VYA'SA. *Ante*, p. 627. — Authority

II. But if the family cannot be supported without selling the whole immovable or other property, even the whole may be sold or otherwise disposed of. Dá. bhá. p. 30.

372 If, by reason of being unable to preserve or manage, or of any other justifiable cause, a woman make over the property inherited by her to the next reversioner, the transfer is good and valid. — Vyavastha'

373 Wherever a long existing usage is prevalent, there the making over of property in conformity to that usage to a certain heir, to the disinherison of the rest, assumes the character of a fit gift and is held to be a valid one. — Vyavasthá

For usage or custom is a branch of the Hindu law, which, wherever it obtains, supersedes the general maxim of the law. See the chapter treating of usage, *ante*, pp. 303—315. — Reason

374 A *ra'j* or principality appears to be indivisible according to the immemorial custom of the country: the eldest succeeds to the entire *ra'j*; unless he be unfit, when the next qualified brother would succeed.* — Vyavastha'

I. This is manifest from the words of *Ba'lmiki*, put in the mouth of *Manthara'* when addressing (queen) *Koikei'*. "It is not that all the sons of a king enjoy the kingdom: one amongst many sons is vested with the *ra'j*, (for) if all the sons be in (possession of) the *ra'j*, great disorder shall ensue; therefore, spotless beauty, kings give their kingdoms (respectively) to their eldest or some other well qualified of their sons, which eldest sons (respectively) deliver their kingdoms

* Jaganna'th and Kripa'ra'm pandits assigned six reasons regarding validity of the gift of the entire *zemindaree* of Nuddea by the reigning ra'ja' to his eldest son. The last of which reasons is that 'a principality may lawfully and properly be given to an eldest son.' Sir William Macnaghten says: "The last reason assigned is doubtless correct, and taking a *zemindaree* in the light of a principality, is applicable, and would alone have sufficed to legalise the transaction. A principality has indeed been enumerated among things impartible." Macn. H. L. vol. I. p. 7.

In the succession to principalities and large landed possessions, long established *Koolachar* will have the effect of law, and convey the property to one son to the exclusion of the rest. It has been stated by Mr Colebrooke, in a note to the Digest (Vol. II. p. 119,) that the great possessions, called *zemindarees* in official language, are considered by modern Hindu lawyers as tributary principalities. Macn. H. L. vol. I. p. 18.

This custom by which the succession to landed estates invariably devolves on a single heir, without a division of the property, has been recognised and declared legal by Regulation, 10 of 1800, a formal enactment was not perhaps necessary as far as the Hindu law is concerned, that law itself providing for exception to its general rules, declaring that particular customs shall supersede the general law. Note to the Case of Raj Koomar Basdeb Singh *v.* Rajah Rooder Singh Bahadoor. February 27th, 1846. S. D. A. R. vol. VI. p. 41.

কখনো দেন না, এতবতা তোমার পুত্র অত্যন্ত পুজ্য হইবে না। কিন্তু অনাথবৎ অসুখী ও শাশ্বত রাজ বংশচ্যুত হইবে"॥ রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

ইস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি। অনাথবৎ সুখাদ্ধিনো রাজবংশাচ্চ শাশ্বতাৎ। রামায়ণং—অযোধ্যাকাণ্ডং।

"অনেক পুত্রের মধ্যে একই রাজ্যে অভিষিক্ত হয়, সকলে রাজা হইলে অত্যন্ত অনীতি ঘটে॥ অতএব হে সুন্দরি পার্থিবেরা জ্যেষ্ঠ পুত্রদিগকে অথবা গুণবন্ত অপর পুত্রদিকে রাজ্য সমর্পণ করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা জ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন কখনই সমগ্র রাজ্য ভ্রাতাদিগকে দেন না"। বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা এই কএক বচন ব্যাখ্যায়, "এস্থলে কি মধ্যমাদির রাজ্যাভিষেক হইবে না"? এই পূর্ব্বপক্ষ করিয়া স্বয়ং সিদ্ধান্তরূপে উত্তর দিয়াছেন, যথা, "প্রথমোপস্থিত জ্যেষ্ঠের অভিষেক না করা অকর্ত্তব্য, যদি জ্যেষ্ঠ গুণহীন হয় তবে গুনবান্ অপর পুত্র রাজ পায়।"

"বহূনামেব পুত্রাণামেকোরাজ্যেঽভিষিচ্যতে। স্থাপ্যমানেষু সর্ব্বেষু সুমহাননয়ো ভবেৎ॥ তস্মাজ্জ্যেষ্ঠেষু পুত্রেষু রাজ্যতন্ত্রাণি পার্থিবাঃ। আসজ্জন্ত্যনবদ্যাঙ্গি গুনবৎস্বিতরেষুবা॥ রাজ্যাভিষেকং কুর্ব্বন্তি তেচ জ্যেষ্ঠে ন সংশয়ঃ।। আসজ্জন্ত্যখিলং রাজ্যং ন ভ্রাতৃষু কথঞ্চন"॥ এতেষাং বচনানাং ব্যাখ্যানে বিবাদ ভঙ্গার্ণবকৃতা "ননু অত্রকিং মধ্যমাদেঃ ন রাজ্যাভিষেক ইতিচেৎ" ইতি পূর্ব্বপক্ষয়িত্বা স্বয়মেব সিদ্ধান্তরূপেণ উত্তরং দত্তং তদ্যথা "জ্যেষ্ঠস্য প্রথমোপস্থিতস্য ত্যাগানর্হত্বাৎ তস্যৈবাভিষেকইতি, যদি জ্যেষ্ঠো নির্গুণস্তদা গুণবদিতরো রাজ্যভাগী।"

৵০ ইক্ষ্বাকু বংশীয়দের জ্যেষ্ঠ (ভ্রাতা) রাজা হয়েন, রাম তুমি সেই জ্যেষ্ঠ, অতএব রাজ্যে অভিষিক্ত হও। রঘুবংশের সনাতন সৎকুল ধর্ম্ম একণে ত্যাগ করিতে যোগ্য নও। ঐ।

৵০ ইক্ষ্বাকূনাঞ্চ সর্ব্বেষাং রাজা ভবতি পূর্ব্বজঃ। স ত্বং রাজ্যেঽভিষিচ্যস্ব পূর্ব্বজো হ্যদ্য রাঘব স রাঘবে সৎকুলধর্ম্মমাত্মনঃ সনাতনং নাদ্যবিহাতুমর্হসি॥ ঐ।

এস্থলে কেহ কেহ অযোধ্যারাজ্যের অবিভাগ দৃষ্টে বিশেষ মুনি বচনাভাবেও কেবল আচার বলে রাজ্যকে বিভাজ্য বলেন*। বি. দ.।

অত্রকেচিৎ। অযোধ্যারাজ্যস্যাবিভাগদর্শনাৎ বিশেষ মুনিবচনাভাবেপি আচারবলাদ্রাজ্যমবিভাজ্যমিতি*: বি. দ.।

৶০ পাণ্ডু বনে গেলে ধৃতরাষ্ট্রের রক্ষিত পাণ্ডু রাজ্য দুর্য্যোধন শাসন করিয়াছিলেন। ভীমাদি ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইলেও যুধিষ্ঠিরই রাজা হইয়াছিলেন। ভ্রাতারা বিভাগ করিয়া লয়েন নাই।

অতএব রাজ্য বিভাজ্য নয়। বি. দ.।

৶০ পাণ্ডুরাজ্যং পাণ্ডৌ বনংগতে ধৃতরাষ্ট্রেণ পাল্যমানং দুর্য্যোধনেন স্ববশীকৃতং, ভীমাদিভির্ভ্রাতৃভিরুদ্ধৃতমপি যুধিষ্ঠিরেণৈব লব্ধং নতৈর্ব্বিভক্তং।

অতো রাজ্যস্যাবিভাজ্যতৈব। বি. দ.।

।৹ একণেও অনেকানেক রাজ পুত্রেরা ভ্রাতৃসত্ত্বে প্রত্যেকে অখণ্ড রাজ্য ভোগ করিতেছেন এই রূপ আচার দেখা যাইতেছে*। বি. দ.।

।০ ইদানীমপি বহুভিঃ রাজপুত্রৈর্ভ্রাতৃ সত্ত্বেপি একৈকেরপি রাজ্যং অখণ্ডং ভুজ্যতে, ইত্যাচারো দৃশ্যতে*। বি. দ.।

।৵০ রাজা যদি দোষ বর্জিত অপর রাজ পুত্রগণ বিদ্যমানে যোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সমুদায় রাজ্য দেন তাহা অনুম্মত্তাদি অবস্থায় করিলে সিদ্ধ হইবে। যেহেতু সে দান পিতা ও পুত্রগণের নির্দ্দোষ তায় পুরাণ বিদিত লোক বিদিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজ ব্যবহার দৃষ্টে কৃত। যথা ভরতাদি দোষ শূন্য পুত্রাদি

।৵০ রাজা যদি রাজপুত্রেষু অপরেষু নির্দোষেষু সৎস্বপি যোগ্যায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় সমুদায় রাজ্যং দদাতি তদানুম্মত্তাদি কৃতে সিদ্ধিরেবান্যেষাং পুত্রাণাং পিতুশ্চ দোষং বিনাপি,—পুরাণবিদিত লোকবিদিত পূর্ব্বপূর্ব্ব রাজ ব্যবহার দর্শনেন কৃতত্বাৎ। তথাহি সৎস্বপি ভরতাদিষু পুত্রেষু নির্দ্দো-

* এইরূপ অধিকারব্যতিক্রম এক কালে অসঙ্গত নয় যেহেতু বিশাল ভূম্যধিকার যাহা ব্যবহার ভাষায় জমিদারি বলা যায় তাহা স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক সকর রাজ্য বিবেচিত হইয়াছে। কোলব্রুক্ সাহেবের নোট। দ্রষ্টব্য—ডা. বা. ২, পৃ. ১৯১।

entire to their eldest sons, not to their own brethren. Thus, your son shall not have much reverence, but as a helpless one, shall be destitute of enjoyment, nor shall be longer reckoned a member of the ever enduring royal race." *Ra'ma'yana, Ajoddhya'ka'nda.*

"But, of many sons, one is consecrated to the empire. If all were kings, it would be the highest injury. Therefore, spotless beauty, kings commit the affairs of government to their eldest sons, or to others more virtuous. Doubtless they consecrate to the empire the eldest *by birth or excellence*, and never commit the entire kingdom to his brothers." After commenting on these texts the author of the *Vira'dabhanga'rnava* puts this question; "May not the middlemost, or other son, be inaugurated?" and himself decides it thus :—"Since the eldest son, being first, cannot be passed over, his consecration is directed ; but if he be vicious, another son, who is virtuous, may obtain the kingdom." Dig. vol. II. pp. 123, 124.

II. "Among all the sons of *Ikshwa'ku*, the first born is king : thou, son of *Raghu*, art first born, and shalt this day be consecrated to the empire. This prescriptive law in thy family thou canst not now reject." *Ra'ma'yana, Ajodhya'ka'nda. Ibid.* p. 119.

Some, remarking that the kingdom of Ajodhya' was not divided, hold that kindoms are indivisible on the authority of custom, although it be not expressly declared in the text of any sage.* *Ibid.* p. 119.

III. When *Pa'ndu* retired to the forest, his kingdom, governed by *Dhritara'shtra*, fell under the domination of *Durjodhana* ; but, recovered by *Bhi'ma* and his brothers, was enjoyed by *Judhishthira*, and not shared by his brethren :

Therefore a kingdom is indivisible. Coleb. Dig. vol. II. p. 120.

IV. Even now it is seen in practice, that entire kingdoms are severally held by one prince, although he have brothers.* *Ibid.* p. 119.

V. If a king give the whole of his dominions to his eldest son qualified for the empire, although his other sons be void of offence, the gift is valid, provided it be the act of a prince neither insane nor otherwise disqualified ; for it is done in conformity with the practice of former kings (as shown in sacred and popular histories,) without offence on the part of the other sons or of their father. Thus *Dasharatha* intended to commit his kingdom to *Ra'ma*, in the presence

* This digression is not altogether misplaced ; for the great possessions, called Zemindarees in official language, are considered by modern Hindu lawyers as tributary principalities. Colebrooke's Note. Dig. Vol. II. p. 119.

থাকিতেও বশিষ্ঠাদি মুনিজন ও পৌরজন সমীপে দশরথের রামকে রাজ্য দিবার অভিলাষ হয়, পরে কৈকেয়ীর বাক্যে রামাদিকে না দিয়া ভরতকে রাজ্য সমর্পণ করেন।

ষেষু দশরথস্য বশিষ্ঠাদি নানা মুনিজন পৌরজন সন্নিধানে রামে রাজ্য সমর্পণাভিলাষঃ, অনন্তরঞ্চ রামাদিকং বিহায় কেকয়ী বচনাৎ ভরতে রাজ্য সমর্পণং।

প্র.। এক পুত্র ও এক দুহিতা ও এক পত্নী থাকিতে কোন ব্যক্তি আপনার সমুদায় পৈতৃক ভূমি অপরের নিকটে বিক্রয় করিতে পারে কি না?

যে যে অবস্থায় কোন পুরুষের সমুদায় বিষয় বিক্রেয় তাহা।

উ.। পিতা যদি পুত্র প্রভৃতি দায়াদ থাকিতে সমুদায় পৈতৃক স্থাবর বিষয় তাহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে এবং এমত আত্যন্তিক কষ্ট ব্যতিরেকে যাহাতে পরিবার পোষণার্থ বিক্রয় অবশ্যক হয় বিক্রয় করিয়া থাকেন তবে তদ্বিক্রয় অসিদ্ধ, ও অশাস্ত্রীয়, কিন্তু তাদৃশ আবশ্যকতায় হইয়া থাকিলে ঐ কার্য্য সিদ্ধ বটে। এই মত বিবাদচিন্তামণি বিবাদরত্নাকর ও বিবাদচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থসম্মত।

প্রমাণ—

কাত্যায়ন।—"দারা পুত্র ও সর্ব্বস্ব অধিকারি ব্যক্তিদের অনিচ্ছাতে বিক্রয় বা দান করিবে না, আপনার কাছে রাখিবে, কিন্তু আপৎকালে (তাহাদের সম্মতিতে) দান বা বিক্রয় করিতে পারে, অন্যথা তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না, এই শাস্ত্রনির্ণয়। সর্ব্বস্ব ও বসত বাটী ভিন্ন পরিবারের ভরণ পোষণাতিরিক্ত যে দ্রব্য তাহা (স্থাবর বা অস্থাবর হউক) কোন পুরুষকর্ত্তৃক দত্ত হইতে পারে"।

যদি সমুদায় বিষয় বিক্রয় ব্যতিরেকে পুত্রগণ ও পরিবার প্রতিপালিত না হইতে পারে, কিম্বা পিতা যদি পরিবার পালনার্থে যথেষ্ট বিষয় রাখিয়া বক্রী সমুদায় পৈতৃক স্থাবর বিষয় বিক্রয় করেন, তবে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ, ও শাস্ত্র সম্মত।

দায়ভাগ—"কিন্তু যদি স্থাবরাদি সমুদায় বিষয় বিক্রয় ব্যতিরেকে পরিবার পালন না হইতে পারে তবে তৎসমুদায়ও বিক্রয় বা অন্যথা হস্তান্তর করা যাইতে পারে"।

জিলা নদিয়া, ১২ মে, ১৮১৭ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২ চ্যা. ৯, মকদ্দমা ২২, পৃ. ৩১২।

অপরঞ্চ দ্রষ্টব্য—মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ৪, ৯, ও ৪৪, এবং চ্যা. ১১, মকদ্দমা ২, ৯, ও ২১। ব্য, দ, পৃ. ৬৭, ৭৩, ৬১৫, ৬৭ ও ৬৫১।

৩৭১ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর।

/০ বিশ্বনাথ দত্ত—বনাম—দুর্গাপ্রসাদ রায়। সু. কো.। ৪ জুলাই ১৮১৫ সাল। ইষ্ট সাহেবের নোট নং ৩৪। দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৭৪—৭৮।

৵০ রামচন্দ্র শর্ম্মা—বনাম—গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ সাল। স. দে. আ. রি. বা. ৪, পৃ. ১১৭। ব্য. দ. পৃ. ৯০—৯২।

৩৭২ সংখ্যক ব্যবস্থার নজীর।

/০ সত্যভামা দেব্যা প্রভৃতির বিরুদ্ধে বীর ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতির মকদ্দমাতে বিচরিত হইয়াছে যে কোন বিধবা পতির উত্তরাধিকারিণী রূপে প্রাপ্ত সংক্রান্ত ধন তদব্যবহিত উত্তরাধিকারিণী দুহিতাকে এবং ঐ দুহিতার পতিকে দান করিলে বঙ্গদেশপ্রচলিত শাস্ত্রানুসারে তদ্দান সিদ্ধ। ৬ আগষ্ট ১৮৩৫ সাল, স. দে. আ. রি. বা. ৬, পৃ. ৩৬।

৵০ সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির বিরুদ্ধে জাদুমণি দেবীর মকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টে বিচরিত হইয়াছে যে কোন হিন্দু নারী পুত্রের উত্তরাধিকারিণীরূপে যৌত বিষয়ের প্রাপ্ত অংশ তৎকালে বর্ত্তমান উত্তরাধিকারির সম্মতিতে তাহাকে সুমূল্যে লিখিয়া দিলে তাদৃশ হস্তান্তর হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত। ২১ নবেম্বর ১৮৫৬ সাল। বুলনোওয়ার রিপোর্ট বা. ১, নং ২, পৃ. ১২০—১৩৬।

of *Vashistha* and many other sages, and in presence of the citizens *at large*, although *Bharata* and his other sons were faultless; but afterwards, excluding *Ra'ma* and the rest, he gave his kingdom to *Bharata*, as a boon to *Koikei*. Coleb. Dig. Vol. II. pp. 118, 119.

Q. Can a person, having a son, a daughter, and a wife, sell his whole ancestral landed estate to a stranger?

R. If a father, having a son and other heirs, sell his entire patrimonial immovable property without their consent, or without extreme necessity, such as to render the sale necessary for the purpose of the family support, the sale is void and illegal; but under such necessity the act is allowable. This opinion is conformable to the *Vira'da chinta'mani, Vira'daratna'kara, Vira'da chandra*, and other authorities.

Sale of a man's entire property allowable under what circumstances.

*Authorities:—*

*Ka'tya'yana:*—"A wife or a son, or the whole of a man's estate, shall not be given away or sold without the assent of the persons interested; he must keep them himself; but in extreme necessity, he may give or sell them *with their assent*; otherwise he must attempt no such thing: this has been settled in codes of law. Except his whole estate and his dwelling-house, what, remains after the food and clothing of his family, a man may give away, whatever it be, *whether fixed or moveable*; otherwise it may not be given."

If the sons and the family cannot be supported without selling the whole real estate, or if the father, reserving such portion as may suffice for the maintenance of the family, sell the entire patrimonial landed estate, the sale is good and legal.

*Da'yabha'ga:*—"But if the family cannot be supported without selling the whole immovable and other property, even the whole may be sold, or otherwise disposed of."
*Zillah Nuddea. May 12th*, 1817. Macn. H. L. vol. II. Ch. 11. Case 22, p. 312.

See also Macn. H. L. vol. II. Ch. 8. Cases 4, 9, and 44; and Ch 11. Cases 2, 9, and 21. *Ante*, pp. 67, 73, 615, 67 and 651.

I. Bishwa Na'th Datta *versus* Durga' Prasa'd Ra'y and Shib Chandra Ra'y. S. C. *4th* July 1815. East's Notes, No. 34. *Ante*, pp. 75—79.

II. Ra'm Chandra Sarma' *versus* Gangá Gobinda Ba'narjyá 11 February 1826. S. D. A. R. Vol. IV. p. 117. *Ante*, p. 91—93.

*Cases* bearing on the Vyavastha' No. 371.

I. In the case of Bír Indra Náráyan Choudhurì and another *versus* Satyabhámá Debyá and another, it was held that by the *Hindu* law, as current in Bengal, the gift by a widow of the property derived from her late husband to her daughter (being the next in succession) and her daughter's husband is valid. *6th* of August 1835. S. D. A. R. Vol. 6. p. 36.

II. In the case of Ja'dumani Debí *versus* Sa'roda' prosanna Mukarjya' and others, it was held by the Supreme Court that a conveyance for good consideration by a *Hindu* female of her share in the joint family estate, inherited by her from her son, with the consent and in favour of the next heir then living, is a disposition permitted by *Hindu* law. 21st of November 1856. Boulnois, Vol. I. No. 2. pp. 120—136.

*Cases* bearing on the Vyavastha' No. 372.

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ—দত্ত অর্থাৎ অপ্রত্যাহার্য্য দান প্রকরণ।

ব্যবস্থা

৩৭৬ ভৃতি (অ) দ্রব্যের মুল্য বা শুল্করূপে, বিবাহে তুষ্টিতে (ই) প্রত্যুপকার রূপে (এ), স্নেহ অনুগ্রহে বা সম্প্রীতিতে ও অথবা শ্রদ্ধাভাবে (ক) যাহা দত্ত তাহা অনিবর্ত্তনীয়।

৩৭৬ ভৃতি (অ) পণ্যমূল্য শুল্ক রূপেণ বা তুষ্ট্যা (ই) প্রত্যুপকারতঃ (এ) স্নেহানুগ্রহ-সম্প্রীত্যা (ও) শ্রাদ্ধাভাবেন (ক) বা যযদ্দত্তং তদনিবর্ত্তনীয়ং।

প্রমাণ

/০ (অ) বৃহস্পতি ভৃতি, তুষ্টিতে (ই) দত্ত, পণ্যমূল্য স্ত্রীর শুল্ক রূপে উপকারিকে দত্ত, শ্রদ্ধা অনুগ্রহ ও প্রতি নিমিত্ত এই অষ্ট প্রকার দানদত্ত কথিত।

/০ ভৃতিস্তুষ্ট্যাপণ্যমূল্যং স্ত্রী শুল্কমুপকারিণি শ্রদ্ধানুগ্রহ সংপ্রীত্যা। দত্তমষ্ট বিধং বিদুঃ। বৃহস্পতিঃ ॥

৵০ পণ্যমূল্য বা বেতন রূপে তুষ্টিতে বা স্নেহে যাহা দত্ত, ও যাহা প্রত্যুপকারার্থে বা স্ত্রীর শুল্ক রূপে বা অনুগ্রহে দত্ত তাহা দান বেত্তারা দত্ত জ্ঞান করেন। নারদ।

৵০ পণ্যমূল্যং ভৃতিস্তুষ্ট্যা স্নেহাৎ প্রত্যুপকারতঃ। স্ত্রী শুল্কানুগ্রহার্থঞ্চ দত্তং দানবিদোবিদুঃ। নারদঃ।

(অ) ভৃতি—কর্ম্মকারিকে দত্ত বেতন। রাজাকে দত্ত করও ভৃতি বলিয়া জ্ঞেয়, অথবা ভূমিতে রাজার সম্বন্ধ থাকাতে তাহা ভূমিজাত দ্রব্যের মূল্য বলা যাইতে পারে। কাত্যায়ন ভৃতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা, “অনুদিষ্ট বস্তুর লাভার্থে নিরূপিত যে দান তাহা উপলব্ধি ক্রিয়ালব্ধ তাহাকেই ভৃতি বলে।”

(অ) ভৃতিঃ—বেতনং কৃতকর্ম্মণে দত্তং। রাজ্ঞে-দত্তঃ করশ্চ ভৃতিরেব, অথবা ভূমৌ তস্য সম্বন্ধাৎ তদুৎপন্নদ্রব্যস্য মূল্যমেব। ভৃতিরাহ কাত্যায়নঃ—“অবিজ্ঞাতেঽপি লব্ধার্থ দানং যত্রনিরূপিতং উপলব্ধিক্রিয়ালব্ধং সাভৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা।”

(ই) তুষ্টিতে—নাটাদিকে দত্ত। এবং ‘স্ত্রীকে আধিবেদনিকের তুল্য ধন দাতব্য’ এই বচন ক্রমে যাহা দত্ত তাহা তাহার তুষ্টির নিমিত্ত দেওয়া। তাৎপর্য্য বোধ হইতেছে যেহেতু প্রথম ভার্য্যা ভর্ত্তাকে দার পরিগ্রহে অনুমতি করিয়া ভর্ত্তার তুষ্টি জন্মায়। ইত্যাদি যথাযথ উহ্য করিয়া লইতে হইবে; অন্ততঃ তুষ্টি ঘটাচাই ইহা বিবেচ্য।

(ই) তুষ্ট্যা—নটাদিবৃত্তি। স্ত্রিয়ৈচ যদাধিবেদনিকং—“অধিবিন্নস্ত্রিয়ৈ দেয়ং আধিবেদনিকং সমমিতিবচনাৎ দত্তং তত্তুষ্ট্যাদত্তমবসীয়তে পূর্ব্বভার্য্যায়াদারপরিগ্রহানুমতৌ ভর্ত্তুস্তুষ্টিজননাৎ। ইত্যাদিকং যথাযথমূহ্যং। অন্ততঃ তুষ্টিরেব সর্ব্বত্র ঘটনীয়েতিধ্যেয়ং।

(এ) প্রত্যুপকার রূপ—অর্থাৎ উপকারিকে প্রত্যুপকার স্বরূপ দত্ত, তাহা কাত্যায়ন কহিয়াছেন, যথা—“ভয় হইতে ত্রাণ জন্য রক্ষার্থে ও কার্য্য সাধন হেতু যে লাভ তাহা প্রত্যুপকারক জ্ঞেয়।”

(এ) প্রত্যুপকারতঃ—উপকারিণে প্রত্যুপকারকত্বেন দত্তং। তদাহকাত্যায়নঃ—“ভয়ত্রাণায়রক্ষার্থং তথা কার্য্য প্রসাধনাৎ। অনেনবিধিনালব্ধং বিদ্যাৎ প্রত্যুপকারকং ॥”

(ও) স্নেহে—পুত্রাদিকে; অনুগ্রহে—দাসাদিকে, প্রীতিতে মিত্রকে (যাহা দেওয়া হয়)।

(ও) স্নেহেন—পুত্রাদিষু, অনুগ্রহেণ দাসাদিষু, সংপ্রীত্যামিত্রে।

(ক) শ্রদ্ধা,—ভাব বিশেষ সেই ভাবে উপকার না করিলেও শিষ্টকেও উদাসীনকে যাহা দানকরা হয়। অথবা শ্রদ্ধা দত্তকে ধর্ম্মার্থ দান বলা যাইতে পারে, কিন্তু নারদ তাহা বলেন নাই তিনি—‘ব্যবহারে চারি

(ক) শ্রদ্ধা—ভাববিশেষঃ তেনভাবেন শিষ্টায় উদাসীনায় উপকারমকুর্ব্বতেঽপি দীয়তে। অথবা শ্রদ্ধাদত্তং ধর্ম্মার্থং তচ্চনারদেননোক্তং ‘অনেন-ব্যবহারেষু বিজ্ঞেয়োদানমার্গশ্চতুর্ব্বিধ’ ইত্যত্তেন

## SECTION III.—ON IRREVOCABLE OR VALID GIFTS.

Vyavasthá

376 What is paid as wages (a), as the price of goods, as a nuptial gift or gratuity, for pleasure (b), as an acknowledgment to a benefactor (c), from affection, favour, or friendship (d), or as a present through regard to a worthy man (e) is irrevocable.

Authority

I. Things once delivered on the following eight accounts cannot be resumed, as wages, for pleasure, as the price of the goods sold, as a nuptial gift to a bride (or her family,) as an acknowledgment to a benefactor, as a present to a worthy man, from natural affection, or from friendship. VRIHASPATI. Coleb. Dig. Vol. II. p. 174.

II. They who know the law of gifts declare that things once delivered as the price of goods sold, as wages, for pleasure, from natural affection,, as an acknowledgment to a benefactor, as a nuptial gift to a bride (or her family,) and through regard, cannot be resumed. NA'RADA. *Ibid.* pp. 175.

(a) "As wages:" —is a recompence paid for work performed. Revenue is paid to the king as wages, or as the price of the produce of land, because he has an interest in the soil. KA'TYA-YANA describes wages as follows:—" Where a reward, offered for the recovery of property missing, is received for discovering it, the gift is considered as (a payment of) wages. *Ibid.* pp. 174, 177, 178.

(b) " For pleasure:"—for the gratification of seeing dancers and the like. What is given to a wife on the second marriage of her lord, appears to be given for pleasure, for the former wife's consent to her husband's espousal of another affords him pleasure. This and other cases may be understood according to circumstances: in all instances, pleasure, (and gratification,) may be supposed (to influence the gift.) *Ibid.* pp. 174, 177.

(c) " An acknowledgment to a benefactor:"—in return for benefits received: so *Ka'tya'yana*:—" What is received for relieving a man from apprehension of danger, for saving him from actual peril, or for promoting a matter in which he was interested, is an acknowledgment to a benefactor. *Ibid.* pp. 174, 178.

(d) " From affection:"—towards sons and the rest; "from favour:"—to servants and the rest; "from kindness:"—to a friend.

(e) " Worthy"—may be interpreted the estate of worthiness; what is given to a stranger enduedtherewith, though no benefit should have been received from him, (is a present to a worthy man,) or, a present to a worthy man may intend a gift for religious purposes, not mentioned by *Na'rada*, because he had premised civil donations. (" In civil affairs, the law of gift is four-fold.")

প্রকার দান মার্গ জানিবে' ইত্যাদি দ্বারা—ব্যবহারিক দানের উপক্রম করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মার্থ দান ব্যবহারিক নয় ইহা অবাচ্য, নতুবা রাজা তাহা কি প্রকারে দেওয়াইবেন; সেস্থলে দানমাত্র ধর্ম্ম্য তৎসমর্পণাদি ব্যবহারিক কর্ম্ম। বি. দ.।

ব্যবহারিকদানস্যৈবোপক্রমাৎ; নচধর্ম্মার্থং দত্তমব্যবহারিকমিতি বাচ্যং অন্যথা রাজা কথং তদ্দাপয়েদিতি; তত্র দানমাত্রস্য ধর্ম্ম্যত্বাৎ সমর্পণাদেস্তু ব্যবহারিকত্বাৎ। বি. দ.।

ব্যবস্থা

৩৭৭ ভৃতিতেও অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রযুক্ত অত্যধিক ধন দিতে স্বীকৃত হইলেও তাহা দাতব্য নয়। ঐ।

৩৭৭ ভৃতাবপি অত্যন্তব্যাকুলেন অত্যধিক ধনস্বীকারেঽপি ন তস্যদেয়তা। ঐ।

প্রমাণ

প্রাণ সংশয়াপন্ন (গ) যে আমি আমাকে যে রক্ষা করিবে তাহাকে সর্ব্বস্ব দান করিব এমত বলিলেও তেমত (কর্ত্তব্য) নয়। কাত্যায়ন। ঐ।

প্রাণ সংশয়মাপন্নং (গ) যোমাংসংমোচয়েদিতঃ। সর্ব্বস্বং তস্যদাস্যামীত্যুক্তেঽপি ন তথাভবেৎ। কাত্যায়নঃ। ঐ।

(গ) 'প্রাণ সংশয়তা'—অত্যন্ত ব্যাকুলতা জানাইতে প্রাণ সংশয় কথিত হইয়াছে। ঐ।

(গ) 'প্রাণ সংশয়তা'—অত্যন্তব্যাকুলতা বোধায় প্রাণ সংশয়েত্যুক্তং। ঐ।

ব্যবস্থা

৩৭৮ বস্তুতঃ গৃহদাহাদি ও পুত্রের রোগাদিতে কেহ যদি সর্ব্বস্ব ত্রাতাকে দিতে স্বীকার করে তাহা অসিদ্ধ, পরন্তু উপকারানুসারে দেওয়া উচিত। ঐ।

৩৭৮ বস্তুতো গৃহদাহাদৌ পুত্ররোগাদৌ চ যঃ কশ্চিৎ সর্ব্বস্বং ত্রাত্রে দাতুং স্বীকরোতি তদপি নসিদ্ধং, পরন্তু উপকারানুসারেণ দানং ন্যায্যং। ঐ।

ব্যবস্থা

৩৭৯ অত্যন্ত অধিক ধন দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তাহা দত্ত না হইলে না দেওয়া দৃষ্ট হয়াতে এস্থলে অত্যধিক দত্ত হইলেও তুল্য যুক্তিতে পুনর্গ্রহণীয়। ঐ।

৩৭৯ বহুল প্রতিশ্রুতাপ্রদানস্থলে দানাচ্ছেদ দর্শনাৎ অত্রাপি তুল্যত্বাৎ দত্তমপি সর্ব্বস্বং পুনরাদাতুমর্হতি। ঐ।

যদি কোন স্থলে কোন বিবাদী ব্যকুলতা প্রযুক্ত মধ্যস্থকে অধিক ধন স্বীকার করে বা দেয় তবে বিবাদ বিষয়ীভূত ষষ্ঠাংশের অধিক তাহার স্থানে গ্রহণ করিতে পারে, প্রতিশ্রুত বা দত্ত ধন হইতে ষষ্ঠাংশ পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়া তদতিরিক্ত ধন অভিযোগদ্বারাও গ্রহণ করিতে পারে। ঐ।

যত্র কুচিৎ কোপিব্যাকুলো বিবাদী অধিকমেব ধনংমধ্যস্থায় প্রতিশ্রুতবান্ অথবা দত্তবান্ তদা বিবাদবিষয়ীভূত ষষ্ঠাংশাধিকং তস্মাৎ আচ্ছেদনীয়ং, ষষ্ঠাংশ পর্য্যন্তং প্রতিশ্রুত ধনাদুদ্ধৃত্য তদতিরিক্তং গ্রহীতুং রাজদ্বারাপি শক্নোতি। ঐ।

ফলতঃ জীমূতবাহন দায়ভাগে বিদ্যা ধন বিষয়ে 'শিষ্য বা যজমান হইতে ও প্রশ্ন পূরণ ও সন্দেহ নির্ণয়দ্বারা প্রাপ্ত' এই কাত্যায়ন বচন ব্যাখ্যানে কহিয়াছেন উভয় বাদি সন্দেহ মীমাংসা করনের নিমিত্ত উপস্থিত হইলে সম্যক্ নিরূপণ দ্বারা যে লাভ সে ষষ্ঠাংশাদি। স্মার্ত্তও এইরূপ বলিয়াছেন। বি. দ.।

জীমূতবাহনেন ফলতোঽভিহিতং দায়ভাগে বিদ্যাধনে 'শিষ্যাদার্ত্বিজ্যতঃ প্রশ্নাৎ সন্দিগ্ধপ্রশ্ননির্ণয়াৎ' ইতি কাত্যায়ন বচন ব্যাখ্যানে বাদিনোঃ সন্দেহন্যায়করণার্থমগতয়োঃ সম্যগ্ নিরূপণেন যল্লব্ধং ষষ্ঠাংশাদিকমিতি স্মার্ত্তাঅপ্যেবমাহুঃ। বি. দ.।

It should not be objected, that presents for religious purposes are (subject to) civil cognizance; else how could the king compel delivery? The gift alone is religious; delivery is a matter of civil (cognizance.) Then (the law concerning) what may not be given and the like, should be admitted in the case of gifts for religious purposes? Coleb. Dig. Vol. II. p. 175.

377 In the case of wages, should an excessive amount be promised by a man in extreme distress, it shall not be delivered. *Ibid.* p. 79. Vyavasthá

"But if the reward be thus offered, 'I will give all my property to him who saves me from this danger to which my life is exposed,' it shall not be so (given.)" *Ibid.* p. 178.

Danger of life is mentioned, to denote extreme distress *Ibid.* p. 179.

378 In fact, should a man, during a conflagration, or during the sickness of his son, or the like, promise all his wealth to the person who shall save him, that promise is not valid; but it is reasonable that the gift should be great in proportion to the benefit conferred. *Ibid.* p. 179. Vyavasthá

379 It must also be considered that, the resumption of an excessive gift being shown where it has been promised but not delivered, the donor has an equal right to recover it, even though it have been actually delivered. *Ibid.* p. 179. Vyavasthá

If any litigant party, being distressed, should in any instance promise, or actually give, an excessive fee to an umpire, the excess above the sixth part of the value in dispute may be resumed; deducting a sixth part (of that value) from the amount promised (or paid,) he may recover the remainder even through the intervention of the king. *Ibid.* p. 179.

This is intimated by *Ji'mu'tava'hana* (in the Da'yabha'ga,) and *Raghunandana* who in explaining the text of *Ka'ta'yayana* respecting wealth acquired by science, "what has been received as a gift from a pupil, as a gratuity for the performance of a sacrifice, as a fee for answering a question in casuistry, for ascertaining a doubtful point of law," mention the sixth part or the like which is received for well ascertaining (the point referred by) litigant parties, who apply for an explanation of the law. *Ibid.* pp. 179, 180.

এই সকল দত্ত বিষয়ে ধনের দেয়া দেয়ত্ব বিবেচনা করিতে হইবে ; পরন্তু তুষ্টিই দানের প্রয়োজিকা, বক্ষ্যমাণ কামাদি জন্য নয়। বি. দ.।

এতেষু দত্তেষু দেয়াদেয়ত্বেন ধনবিবেচনা কর্ত্তব্যা ; কিন্তু তুষ্টির্দ্দানে প্রয়োজিকা বক্ষ্যমাণ কামাদ্যনিবন্ধনা বোধ্যা। বি. দ.।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ—অদত্ত প্রকরণ

ব্যবস্থা

৩৮০ ভয়ান্বিত ক্রোধান্বিত কামান্ধ শোকান্বিত বা রোগান্বিতাবস্থায়, মোহতে, কিম্বা মত্ত উন্মত্ত আর্ত্ত বা অপ্রকৃতিস্থাবস্থায় অথবা উৎকোচরূপে পরিহাসে ক্রীড়ায় ভ্রমে বা প্রতারণায় কিম্বা বালক অস্বতন্ত্র বা অপবর্জ্জিত কর্ত্তৃক, অথবা প্রতিলাভেচ্ছায় কিম্বা অপাত্রকে পাত্রবোধে অথবা অতিবৃদ্ধ অতিব্যাকুল নিস্সম্বন্ধ বা অতিহৃষ্ট কর্ত্তৃক কিম্বা পাপকর্ম্মে যাহা দত্ত তাহা অদত্তই।

৩৮০ ভয় ক্রোধ কাম শোক রোগ মোহ মত্ততোন্মাদার্ত্তাপ্রকৃতিস্থত্বাবস্থায়াং উৎকোচ নর্ম্ম ভ্রম প্রতারণা বাল্যাস্বাতন্ত্র্যাপবর্জ্জিতত্বাবস্থায়াং বা প্রতিলাভেচ্ছয়া অপাত্রে পাত্রশঙ্কয়া বা অতিবৃদ্ধেন ব্যসনিনা অসম্বন্ধেন অতিহৃষ্টেন বা অধর্ম্মকার্য্যে বা যদ্দত্তং তদদত্তমেব।

৵০ ভয়ান্বিত ক্রোধান্বিত কামান্ধ শোকান্বিত বা রোগান্বিত* (অ) কর্ত্তৃক কিম্বা উৎকোচরূপে (ই) পরিহাসে (ঈ) ব্যত্যাসে (এ) বা ছলে (ও), অথবা বালক (ক) মূঢ় (খ) অস্বতন্ত্র (গ) আর্ত্ত (ঘ) মত্ত, উন্মত্ত (ঙ) বা অপবর্জ্জিত (চ) কর্ত্তৃক কিম্বা প্রতিলাভেচ্ছায় (জ) যাহা দত্ত, তাহা অদত্ত। বি. দ.।

৵০ অদত্তন্তু ভয়ক্রোধ কামশোক রুগন্বিতৈঃ* (অ)। তথোৎকোচ (ই) পরিহাস (ঈ) ব্যত্যাস (এ) ছল (ও) যোগতঃ ॥ বাল (ক) মূঢ়াস্বতন্ত্রার্ত্ত (খ, গ, ঘ,) মত্তোন্মত্তাপবর্জ্জিতৈঃ (ঙ, চ), কর্ত্তা মমেদং কর্ম্মেতি প্রতিলাভেচ্ছয়া চ (ছ, জ) যৎ ॥ বি. দ.।

৶০ স্বাধীন হইয়াও কেহ অপ্রকৃতিস্থাবস্থায় যে কর্ম্ম করে তাহাও অকৃত কথিত হইয়াছে যেহেতু সে তদবস্থায় স্বাধীন নয়। ঐ।

৶০ স্বতন্ত্রোঽপিহি যৎ কর্ম্ম কুর্য্যাদপ্রকৃতিং গতঃ। তদপ্যকৃতমেবাহুরস্বাতন্ত্র্যস্য হেতুভিঃ। ঐ

৶০ অপাত্রকে পাত্র বোধে (ঋ) ও ধর্ম্মবর্জ্জিত কর্ম্মে অজ্ঞানতায় যাহা দত্ত তাহাও অদত্ত কথিত হইয়াছে ॥ নারদ। ঐ।

৶০ অপাত্রং (ঋ) পাত্রমিত্যুক্তে কার্য্যে চাধর্ম্ম সংহিতে। যদ্দত্তং স্যাদবিজ্ঞানাৎ অদত্তং তদপি স্মৃতং ॥ নারদঃ। ঐ।

(অ) 'রুগন্বিত'—অর্থাৎ কুষ্ঠাদি অসাধ্য রোগগ্রস্ত এই বিজ্ঞানেশ্বরের মত। অন্যে কহেন রুগন্বিত অর্থাৎ জ্ঞাননাশক সন্নিপাতাদি রোগগ্রস্ত। বি. দ.।

(অ) 'রুগন্বিতঃ'—কুষ্ঠাদি অসাধ্যরোগান্বিত ইতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। অপরেতু রুগন্বিত ইতিজ্ঞানভ্রংসকর সন্নিপাতাদি রোগান্বিতঃ। বি. দ.।

* ভয়ান্বিত, ক্রোধান্বিত, কামান্ধ, শোকান্বিত ও রোগান্বিত এই পাঁচ প্রকৃতিস্থ নয় মিশ্র চণ্ডেশ্বর বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য ও ভবদেবের এই উক্তি। বি. দ.।

* ভয়াদি রুগন্তাঃ পঞ্চ প্রকৃতিস্থিতি বিরোধিনইতি মিশ্র চণ্ডেশ্বর বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য ভবদেবাঃ। বি. দ.।

ভয়স্থলে ও বলাৎকারে প্রবর্ত্তন স্থলে স্বেচ্ছামাত্রে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু পরের ইচ্ছাতে। যেস্থলে অন্যের ভয়ে ভয়ান্বিত হইয়া কাহাকে সর্ব্বস্ব দেয়, সেস্থলে তাহা প্রকৃতিস্থাবস্থায় নয়। ক্রোধাদিতে অভিভূত হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা থাকে না। যদি ধৈর্য্যাবলম্বনে তুষ্টিরূপে কিঞ্চিৎ দেয়, তবে তাহা সিদ্ধ। বি. দ.।

ভয়স্থলে বলাৎ প্রবর্ত্তনস্থলেচ স্বেচ্ছামাত্রেণ ন প্রবৃত্তিঃ কিন্তু পরেচ্ছামাত্রেণ, যত্রান্যস্মাদ্ভীতঃ স্বভয়ত্রাণায় কস্মৈচিৎ সর্ব্বস্বং দদাতি তৎ প্রকৃতিস্থিতির্নাস্তি। ক্রোধাদ্যভিভবস্থলে কার্য্যাকার্য্য বিবেকোনাস্তি। যদি ধৈর্য্যমবলম্ব্য তুষ্টত্বেন কিঞ্চিদ্দদাতি তদ সিদ্ধ্যত্যেব। বি. দ.।

The mention of these irrevocable gifts is intended to show the motive of donation. In these gifts it should not be distinguished whether the property might, or might not, be given away: but pleasure, as a motive of donation, must be understood, with an exception to lust and the like. Coleb. Dig. Vol, II, p. 177.

### SECTION IV.—ON VOID GIFTS.

380 What has been by a man agitated with fear, anger, lust, grief, or by *the pain* of an incurable disease; by one intoxicated, insane, diseased, or by one not in the natural state of mind, or as a bribe, or in jest or in sport, or by mistake, or though any fraudulent practice, or by a minor, an idiot, a person not his own master, by an outcast, or in consideration of work unperformed, or to a bad man mistaken for a good one, or by one extremely old, grievously disordered, or without authority, or in excessive joy, or for an illegal act, is void or ungiven. Vyavasthá

I. What has been given by men agitated with fear, anger, lust, grief; or *the pain of* an incurable disease (a); or as a bribe (b), or in jest (c), or by mistake (d), or through any fraudulent practice (e), must be considered as ungiven*: so must any thing given by a minor (f), an idiot (g), a (slave or other) person not his own master (h), a diseased man (i), one insane (j), or intoxicated, or by an outcast (k), or in consideration of work unperformed (l). NA'RADA. Coleb. Dig. Vol. II. p. 181. Authorsty

II. Though (generally) his own master, what a man does while disturbed from his natural state (of mind,) the wise have declared not done, because he is not (then) his own master. NA'RADA. *Ibid.* pp. 182, 183.

III. But what shall be given ignorantly to a bad man, called a good one (n), or for an illegal act, must be considered as ungiven. NA'RDA. *Ibid.* p. 200.

(a) "Agitated by pain,"—afflicted with an incurrable disease: so VIGYA'NESHWARA. Others explain "agitated by pain,"—afflicted with a distemper which destroys sense, as a complicated marasmus or the like. Coleb. Dig. Vol. II. pp. 191, 192.

* Men agitated with fear, anger, lust, grief, or pain, are five (whose minds are) disturbed from their natural state; as is remarked by *Va'chaspati Misra*, *Chandeshwara*, *Va'chaspati Bhatta'cha'ryya*, and *Bhavadeva*. Coleb. Dig. Vol. II. p. 182.

In cases of fear and compulsion, the man is not guided solely by his own will, but solely by the will of another. If, terrified by another, he give his whole estate to any person for relieving him from apprehensions, his mind is not in its natural state. In the case of a man agitated by anger or the like, he is not a person who discriminates what may and may not be done. But after recovering tranquility, if he give any thing in the form of a recompense, the donation is valid. Coleb. Dig. Vol. II. p. 183.

(ঙ) উৎকোচ কাত্যায়ন কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে যথা—'চৌর, সাহসিক, উদ্বৃত্ত বা পারদারিক ব্যক্তির অনুসন্ধান জ্ঞাপন নিমিত্ত ও দুর্বৃত্ত ব্যক্তিকে ও মিথ্যাসাক্ষ্যদায়ককে আনিয়া দেওন নিমিত্ত যাহা প্রাপ্তি হয় তাহা উৎকোচ উক্ত হইয়াছে; উৎকোচদাতা দণ্ডনীয় নয় কিন্তু মধ্যস্থ ব্যক্তি অর্থাৎ উৎকোচগ্রহীতা দণ্ডনীয়। বি. দ.।

(ঙ) উৎকোচমাহ কাত্যায়নঃ—'স্তেয়সাহসিকোদ্বৃত্ত পারদারিকশংসনাৎ। দর্শনাৎ বৃত্তনষ্টস্য তথাসত্যপ্রবর্ত্তনাৎ ॥ প্রাপ্তমেতৈস্তু যৎ কিঞ্চিৎ তদুৎকোচাখ্যমুচ্যতে। নদাতাতত্রদণ্ড্যঃস্যাৎ মধ্যস্থস্তত্রদণ্ড্যতে। বি. দ. ॥

(উ) 'পরীহাস'—উপহাস অর্থাৎ দানেচ্ছা ব্যতিরেকে দান বোধক বাক্য কথন। ঐ

(উ) 'পরীহাসঃ'—উপহাসঃ, দানাভিসন্ধিমন্তরেণ দানবোধকবচনমিতি যাবৎ। ঐ।

উৎকোচে ও পরিহাসে কেবল সমর্পণ বা বাক্য মাত্র, তাহাতে পরের স্বত্ব গোচরেচ্ছা নাই। ঐ।

উৎকোচ পরীহাসয়োঃ সমর্পণমাত্রং বাক্য মাত্রম্বা নতুপরস্বত্বগোচরেচ্ছা। ঐ।

(এ) 'ব্যত্যাস' এক ব্যক্তির উদ্দেশে দাতব্য বস্তু অন্যকে দান অথবা যে বস্তু দাতব্য তাহা না দিয়া অন্যরূপ বস্তু দান, যথা—রজত দাতব্য হইলে তাহা না দিয়া যদি রজত স্থলে স্বর্ণ দত্ত হয় অথবা ব্রাহ্মণকে দাতব্য বস্তু যদি শূদ্রকে ব্রাহ্মণ ভ্রমে দত্ত হয় তবে সেস্থলে বস্তুতঃ স্বর্ণে ও শূদ্রে রজতের ও ব্রাহ্মণের প্রতীতি নাই। ঐ।

(এ) 'ব্যত্যাসঃ'—অন্যস্মৈদাতব্যস্য অন্যস্মৈ প্রতিপাদনং। অন্যস্মিন্ দাতব্যে অন্যস্যবাযদ্দানমিতি,—যথা রজতস্য দা[illegible]ত্বেন রজতত্বেন স্বর্ণদানং, ব্রাহ্মণায় দাতব্যে[illegible]ত্বেন শূদ্রায়দানং তত্রসুবর্ণস্য শূদ্রস্যচ স্বরূপতায়ারজতত্বেন শূদ্রত্বে নচারগমো নাস্তি। ঐ।

(ও) 'ছল'—প্রমাদাদি, বাচস্পতি ভবদেব ও প্রকাশকারের এই উক্তি। ঐ।

(ও) 'ছলং'—প্রমাদাদি, ইতি বাচস্পতি ভবদেবৌ প্রকাশকারশ্চ। ঐ।

(ক) 'বালক'—অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করণাক্ষম বয়স্ক। ঐ।

(ক) 'বালঃ'—কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়াক্ষম বযোযোগী। ঐ।

(খ) 'মূঢ়'—স্বভাবতঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেক শূন্য; অর্থাৎ জড়। মূঢ়পদে অপর অর্থও বুঝায়, মুহ—বৈচিত্ত্যে এই ধাত্বর্থানুসারে মূঢ়পদে বিকল চিত্ত অর্থাৎ অজ্ঞান বোধ্য, অতএব অজ্ঞানে দত্ত হইলে দান অসিদ্ধই হইবে। ঐ।

(খ) 'মূঢ়ঃ'—স্বভাবাদেব কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্যঃ, জড়ইতি। মূঢ় ইত্যনেন চাপরো বিবক্ষণীয়ঃ। মুহ বৈচিত্ত্যে ইতি ধাত্বনুসারাৎ—মূঢ়পদেন বিচিত্তো বোধ্যতে, তেনচাজ্ঞানঃ, তথাচ যত্র অজ্ঞানাৎ দত্তং তত্রদানাসিদ্ধিরেব। ঐ।

(গ) 'অস্বতন্ত্র'—পুত্র দাসাদি; মিশ্র, চণ্ডেশ্বর, ভবদেব ও বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের এই মত। এতাবতা তাঁহাদের এই অভিপ্রায় দৃষ্ট হইতেছে যে পারিভাষিক অস্বতন্ত্রের* কৃত দান অসিদ্ধ। ঐ।

(গ) 'অস্বতন্ত্রঃ'—পুত্রদাসাদিরিতি মিশ্র চণ্ডেশ্বর ভবদেবাঃ বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যশ্চ। তেনচ তেষামযমাশয়ো লক্ষ্যতে যৎ পারিভাষিকাস্বতন্ত্র-* কৃতদানস্যাসিদ্ধিঃ। ঐ।

এবং "যাহা বলহেতু দত্ত বলহেতু ভুক্ত অথবা বলদ্বারা লেখান বলহেতুকৃত সমস্তই অকৃত ইহা মনু কহিয়াছেন" এই বচনানুসারে বলহেতু যাহা দত্ত তাহাও অদত্ত। বি. দ.।

এবং বলাদ্দত্তমপি অদত্তং "বলাদ্দত্তং বলাদ্ভুক্তং বলাদ্যচ্চাপিলেখিতং সর্ব্বান্বলকৃতানর্থানকৃতান্ মনুরব্রবীত্" ইতি বচনাৎ। বি. দ.।

* পরিভাষিক অস্বতন্ত্র যথা—"কনিষ্ঠ ভ্রাতারা গুণে ও বয়সে শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ থাকিলে অস্বতন্ত্র বা অধীন। প্রজা অস্বতন্ত্র

* পারিভাষিকা স্বতন্ত্রাশ্চ—"অস্বাতন্ত্র্যংস্থিতে জ্যেষ্ঠে জ্যেষ্ঠং গুণবয়ঃকৃতং। অস্বতন্ত্রাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ স্বতন্ত্রঃ পৃথিবী

(b) "Bribe"—is thus described by KA'TYA'YANA: "Whatever is received for giving information of a thief or a robber, of a man violating the rules of his class, or of an adulterer, for producing a man of depraved manners (ready to commit thefts or other crimes,) or for procuring a man to give false testimony, that is all denominated (bribe) or (given on illegal consideration:) the giver shall not be fined; but an arbitrator or intermediate person, (receiving a bribe,) shall be held guilty." Coleb. Dig. Vol. II. p. 194.

(c) "In jest;"—by words expressing donation, but without the intention of giving. *Ibid.* p. 181.

What is given as a bribe, or in jest, is a mere delivery, or a gift in words only: there is no volition vesting property in another. *Ibid.* p. 183.

(d) "By mistake;"—delivering to one what was to be delivered to another, or delivering one thing instead of another which was to be given: as gold instead of silver which should have been given, or any thing delivered to a *Shu'dra* instead of a *Bra'hmana* to whom it should have been given, the gold and the *Shu'dra* are not (the thing and the person) really intended, namely silver and *Bra'hmana*. *Ibid.* pp. 181—183.

(e) "Through any fraudulent practice;"—inadvertently, and the like: so *Va'chaspati*, *Bharadeva* and the author of the *Praka'sha*. p. 181.

(f) "A minor;"—one who, from nonage, is unable to decide what should or should not be done. *Ibid.* p. 181.

(g) "Idiot;"—naturally incapable of distinguishing right from wrong: a fool. According to its etymology from the verb *muh* (be stupid or want sense,) *mudha* signifies stupid or foolish; and thence may signify unknowing: consequently, where a man gives any thing ignorantly, the gift is void. *Ibid.* pp. 181—187.

(h) "A person not his own master;"—a son, slave, or the like: So VA'CHASPATI MISRA, CHANDESWARA, BHAVADEVA, and VA'CHASPATI BHA'TTACHA'RJYA. By which it is denoted, that their meaning is this: a gift made by a person technically denominated not his own master,* is void. *Ibid.* p. 189.

What is extorted by force is likewise considered as ungiven, according to the text: What is given by force, what is by force enjoyed, by force caused to be written, and all other things done by force, MANU has pronounced void. Coleb. Dig. Vol. II. p. 201.

* Persons technically denominated not their own masters are as follows:—"While the elder brother lives, the rest are not dependent; (but) seniority is founded both on virtue and on age: all subjects are dependent, the (king) alone is free: a pupil is declared dependent; freedom belongs to the teacher:

(ঘ) 'আর্ত্ত'—রোগাভিভূত, এই বিজ্ঞানেশ্বরের ব্যাখ্যা। অপর নিবন্ধারা সন্নিপাতাদি রোগ ও মদিরাপানাদি ব্যতিরেকে বিষ ভোজন বা ভোজ বিদ্যা দ্বারা ভ্রষ্ট জ্ঞানকে আর্ত্ত কহেন। জগন্নাথ ক্ষুধাদিতে বা রোগাদিতে অভিভূতকে আর্ত্ত বলেন। ঐ।

(ঙ) 'উন্মত্ত'—অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ নয়। ঐ।

(চ) 'অপবর্জ্জিত'—অর্থাৎ উৎকট অপরাধ নিমিত্ত গৃহ হইতে বহিস্কৃত। পাতিত্যাদিহেতু অপবর্জ্জিতের স্বত্ব ধ্বংস হওয়াতে তৎ কৃত দান অসিদ্ধ, যে ব্যক্তি রাজহিংসাদি দোষে যে গৃহ হইতে বহির্ভূত হইয়াছে সে তদ্ গৃহ স্থিত দ্রব্য দানে যোগ্য নয়,—যেহেতু তাহাতে তাহার স্বামিত্ব নাই—হলায়ুধ প্রভৃতির মতে ইহা বাচ্য। বহিস্কৃত যদি (অনন্তর) স্বোপার্জ্জিত দান করে তাহা সিদ্ধ হইবে। ঐ।

(ঘ) 'আর্ত্তঃ'—রোগাভিভূত ইতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ পরেতু বিনা সন্নিপাতাদিরোগং বিনাচমদিরাদিকং বিষভোজন ভোজ বিদ্যাদিনা ভ্রষ্টজ্ঞান ইত্যাহুঃ। আর্ত্তঃ রোগাদিনা ক্ষুধাদিনাভিভূত ইতি জগন্নাথঃ। বি. দ.।

(ঙ) 'উন্মত্তঃ'—নপ্রকৃতিস্থঃ। ঐ।

(চ) 'অপবর্জ্জিতঃ'—উৎকটাপরাধেন গৃহাৎ বহির্ভূতঃ। অপবর্জিতস্য পাতিত্যাদেব স্বত্বনাশাৎ দানাসিদ্ধিঃ। তথাহি যো রাজহিংসাদিদোষেণ যস্মাৎ গৃহাৎ বহির্ভূতঃ স তদগৃহদ্রব্যং দাতুং নার্হতি অস্বতন্ত্রত্বাদিতি—হলায়ুধাদীনাং মতেব-ক্তব্যং। বহিস্কৃতশ্চ যদি স্বোপার্জ্জিতং দদাতি তদাতদ্দান সিদ্ধিরেব। ঐ।

কিন্তু রাজা স্বতন্ত্র। শিষ্য অস্বতন্ত্র আচার্য্য স্বতন্ত্র, স্ত্রী পুত্র দাসাদি পরিবার অস্বতন্ত্র, ও গৃহী ক্রমাগত বস্তুতে অস্বতন্ত্র। ইহা নারদ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। বি. দ.।

বয়স ও গুণ উভয়ে শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠ কৃত সাধারণ ধন দান বা বিক্রয় উভয়াংশেরই অস্বতন্ত্রতা প্রযুক্ত অসিদ্ধ, কিন্তু "একোঽপি স্থাবরে কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি বচনক্রমে তাদৃশ জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক দান বা বিক্রয়উভয় অংশেরই সিদ্ধ হইবে। স্বোপার্জ্জিতে কনিষ্ঠেরও স্বাধীনতা আছে। বি. দ.।

"প্রজা সকল অস্বতন্ত্র" অর্থাৎ—রাজার অনুমতি ক্রমে প্রজা কর্ত্তৃক ভূম্যাদির দান সিদ্ধ হইবে, এবং ধনি দত্ত নিবন্ধ দানও তদনুমতিতে সিদ্ধ হইবে। ঐ।

"শিষ্য অস্বতন্ত্র" যথা,—"আচার্য্য ইহাকে আহার দিয়া শিক্ষা করাইবেন শিষ্য সেস্থলে যে কর্ম্ম করে আচার্য্যই তাহার ফলভোগী ইহাতে আচার্য্য ফলভাগী হওয়াতে আচার্য্যের পালিতশিষ্য কর্ত্তৃক আচার্য্যের অনুমতি ব্যতিরেকে দান সিদ্ধ নয়, যেহেতু কর্ম্ম মাত্রেই তাহার স্বাধীনতা নাই।

অপিচ ভার্য্যা পুত্র দাস এই তিন ধনি নয় তাঁহারা যাহা উপার্জন করে তাহা তাহাদের প্রভুরই। এতদ্বচন ক্রমে সর্ব্ব কর্ম্মে অস্বতন্ত্রদিগের প্রভুর অনুমতি বিনা স্ত্রীধনাদি দানও সিদ্ধ হইবে না। পুত্র দাসাদি অস্বতন্ত্র বলা কেবল তত্তৎ ধন বিষয়ে, পিতা প্রভৃতির ধনে অস্বামিত্ব প্রযুক্ত দান সিদ্ধ নয়, যেহেতু নারদের বচন এই যে অস্বামিকৃত দান বা বিক্রয় ব্যবহারেঅকৃত হইবে। তথাচ—"শৌদায়িক ধনে স্ত্রীদের সর্ব্বদা স্বাধীনতা কথিত হইয়াছে," এই বিশেষ বচন ক্রমে শৌদায়িক ধনদানে স্ত্রীরা স্বাধীনা, এই ন্যায় হেতু যে—সাধারণ ও বিশেষ বিধিরমধ্যে বিশেষ বিধি-ই প্রবল। এবঞ্চ পুত্রার্জ্জিত ধনের দানাদিও পিতার অনুমতি বিনা অধর্ম্ম্য তদনুমতিতে ধর্ম্ম্য এই তাৎপর্য্য, যথা মাতা জীবিতা থাকিতে পুত্রদের প্রভুত্ব না থাকাতেও মাতার অনুমতিতে যেমত বিভাগ ধর্ম্ম্য তাঁহার অনুমতি বিনা অধর্ম্ম্য তদ্রূপ এইস্থলেও সমাধেয়।

পতিঃ। অস্বতন্ত্রঃ স্মৃতঃ সিষ্য আচার্য্যেতু স্বতন্ত্রতা। অস্বন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ পুত্রদাসাঃ পরিগ্রহাঃ। অস্বতন্ত্রস্তত্র গৃহী তস্য যৎস্যাৎ ক্রমাগতং" ইতি নারদেন নির্ণীতং। বি. দ.।

বয়োগুণোভয় জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠেন কৃতসাধারণ ধনদান-বিক্রয়েউভয়াংশ এব অস্যাস্বাতন্ত্র্যাতোঽসিদ্ধিঃ অত্রতাদৃশ-জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক দানং বিক্রয়ঞ্চ উভয়াংশ এবসিদ্ধ্যতি একোঽ-পীত্যাদি বচনাৎ। স্বোপার্জ্জিতে কনিষ্ঠস্যাপি স্বাতন্ত্র্যং। বি. দ.।

"অস্বতন্ত্রাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা"—ইতি রাজানুমত্যৈব প্রজাভির্ভূম্যাদিকং দত্তং সিদ্ধ্যতি এবমাঢ্যদত্ত নিবন্ধোঽপি তদনুমত্যৈব সিদ্ধ্যতি। ঐ।

"অস্বতন্ত্রঃ স্মৃতঃ সিষ্যঃ"—আচার্য্যঃ শিক্ষয়েদেনং স্বগৃহে দত্ত ভোজনং তত্রকর্ম্ম চযৎ কুর্য্যাৎ আচার্য্যস্যৈবতৎ ফলমিত্যনেন—আচার্য্য ফলভাগিত্বাৎ আচার্য্য দত্ত ভোজনস্যান্যত্রদানঞ্চ আচার্য্যানুমতিং বিনা ন সিদ্ধ্যতি কর্ম্মসামান্যএব অস্বাতন্ত্র্যাৎ। ঐ।

অপিচ, 'ভার্য্যাপুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাঽধনাঃস্মৃতাঃ-যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্যৈতে তস্যতদ্ধনমইতিবচনাৎ সর্ব্ব-কর্ম্মণি অস্বতন্ত্রাণাং স্ত্রীধনাদিকমপিপত্যুরনুমতিং বিনাদত্তং ন সিদ্ধ্যতি। অস্বতন্ত্র পুত্রদাসাদিরিতিতু পুত্রদাসাদিধনাভিপ্রায়েণ—পিত্রাদি ধনেতু অস্বামিত্বাদেবদানং ন সিদ্ধ্যতি, অস্বামিনা কৃতোযস্তু দানং বিক্রয়এব বা অকৃতঃ সতু বিজ্ঞেয়ো ব্যবহারে যথাস্থিতিরিতি নারদবচনাৎ। তথাচ 'শৌদায়িকে সদাস্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যং পরিকীর্ত্তিতং' ইতি বিশেষ বচনাৎ শৌদায়িক ধনে স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যং—সামান্যবিশেষয়োর্মধ্যে বিশেষ বিধির্বলবানিতি ন্যায়াৎ। এবঞ্চ পুত্রার্জ্জিত ধনস্য দানাদিকং পিতুরনুমত্যান ধর্ম্ম্যং অন্যথা অধর্ম্ম্যমিত্যবসীযতে—মাতরি জীবন্ত্যাং পুত্রাণাং বিভাগে অনীশত্বেঽপি তদনুমত্যৈব বিভাগোধর্ম্ম্য অন্যথা-অধর্ম্ম্যবদত্রাপি সমাধেয়ং।

(i) "A diseased man :"—afflicted with any disease : so the author of *Mita´kshara´*. But others explain "a diseased man," one whose sense has been destroyed, without a distemper, as the complicated marasmus and the like, and without intoxication, but by swallowing pernicious drugs or the like. "A diseased man" is described by *Jaganna´tha* as one affected with disease and the like, or impelled by hunger and so forth. See *Ibid.* pp. 191, 192, 197.

(j) "One insane :"—not in his natural state. *Ibid.* p. 191.

(k) "An outcast :"—banished for (heinous) crimes. According to *Hala´yudha* and others, it should be said, that a man banished from the family for the murder of the king, or other heinous crime perpetrated by him, has no right to give away property belonging to that family, because he is not his own master. But when a banished man gives what he himself has acquired (after his expulsion) the gift is valid. See Coleb. Dig. Vol. II. pp. 182 &198.

all wives, sons, slaves, and unmarried girls are dependent: and a householder is not uncontroled in regard to what has descended from an ancestor." Coleb. Dig. Vol. II. p. 115.

If there be an unseparated brother, senior by age and virtue, and occupied in maintaining the whole family, a younger brother has no power to give or sell either share of the whole joint estate; therefore the gift or sale is void: but, a contract made by such an elder brother is valid for both shares, according to the text: "but, at a time of distress, for the support of his household, and particularly for the performance of religious duties, even a single co-parcener may give, mortgage, or sell the immovable estate." However, the younger brother has power over his own acquired property. Coleb. Dig. Vol. II. p. 189.

"All subjects are dependent :"—land or the like given by subjects with the king's consent is a valid gift; so, if a corrody be granted by a wealthy man, the gift of it, with his assent, is valid. *Ibid.* 189

"A pupil is declared dependent :"—The pupil is subject to control, because the teacher shares the fruit of his actions, according to the text: "Let the teacher instruct him, giving him maintenance in his house; what he earns by his own labour during that period shall belong to the teacher;" and what a pupil who is maintainted by his teacher, gives to another without the assent of his instructor, is not legal, for he is dependent in regard to all acts generally. *Ibid.* p. 189.

According to the text :—"Three persons, a wife, a son, and a slave, are declared by law to have (in general) no wealth exclusively their own; the wealth which they may earn is (regularly) acquired for the man to whom they belong." Wives and the rest being dependent in all actions generally, even the gift of female property and the like, without the assent of the husband or master, is not valid. Persons not their own masters, are sons, slaves, and the like: this supposes property belonging to the son, slave, and the rest; for the gift of that which belongs to the father or master is void, because it is made without ownership, (See Coleb. Dig. Vol. II: pp. 189, 190;) and because *Na´rada* says: "a gift or sale made by any other than the true owner, must, by a settled rule, be considered in judicial proceedings, as not made." However, women are independent with regard to the gifts of their affectionate kindred, according to the text:—"The power of women over the gifts of their affectionate kindred is ever celebrated,both in respect of donation and of sale according to their pleasure, even in the case of movables;" and according to the maxim, "that the sense of the law ascertained in one instance, is applicable in others also, provided there be no impediment." The gift or other disposition of the property acquired by the son is moral if made with the father's consent, otherwise immoral; in the same manner as partition becomes lawful with the consent of the mother, though it was declared unlawful while the mother lives.

(ঞ) অতি বৃদ্ধ—গলিতইন্দ্রিয়। বি. দ.।

(ঝ) 'অপাত্রকে পাত্র ভ্রমে'—যথা শূদ্রকে স্বর্ণদান, এবং নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে দান করার সঙ্কল্পে সদোষকে দান; পাত্র ভ্রমে কথন হেতু যেস্থলে পাত্রাপাত্রে দানাভিসন্ধি বিনা অপাত্রে দত্ত হয় তথায় তদ্দান সিদ্ধ। বি. দ.।

(ট) 'নর্ম্মদত্ত'—অর্থাৎ ক্রীড়াতে দত্ত, এই রত্নাকরের উক্তি। ঐ।

(ঠ) 'প্রমোহিত'—অর্থাৎ স্বভাবতঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেক বিহীন বা জড়, অথবা রোগাদিপ্রযুক্ত ভ্রষ্ট জ্ঞান, কিম্বা ভোজবিদ্যাদি দ্বারা ভ্রষ্ট জ্ঞান।

ব্যবস্থা ৩৮১ বস্তুতঃ দোষযুক্ত দান অসিদ্ধ, কারণ মুলক দান সিদ্ধ। ঐ।

ব্যবস্থা ৩৮২ আর্ত্তেরও কৃত ধর্ম্মার্থ দান সিদ্ধ। ঐ।

তাহা উচিত, এবং জীমূতবাহন ও স্মার্ত্ত প্রপ্রভৃতির অভিপ্রেত,—"ব্যবহারে চারি প্রকার দান মার্গ জানিবে" এই নারদ বচনে, ব্যবহার উল্লিখিত হওয়াতে ধর্ম্ম কর্ম্মে দানের অসিদ্ধির আশঙ্কা নাই। ঐ।

অতএব পীড়ার সময়ে ধর্ম্মোদ্দেশে দান অসিদ্ধ নয়। ঐ।

ব্যবস্থা ৩৮৩ বালক কর্ত্তৃক দত্ত বা ধর্ম্মার্থদান দক্ষিণাদি সিদ্ধ। ঐ।

বালকেও পিতার মরণান্তে একাদশাহে দান করে তাহা বালকের কৃত দান হইলেও দান বটে যেহেতু তৎকালে বুদ্ধির পরিপাক নাহওয়াতেও অন্যের দান দৃষ্টি হেতু কন্দুকাদি ক্রীড়ার ন্যায় দানে প্রবৃত্তির সম্ভব। বি. দ.।

(ঞ) অতিবৃদ্ধ—গলিতেন্দ্রিয়ঃ। বি. দ.।

(ঝ) 'অপাত্রে পাত্র শঙ্কয়া'—যথা শূদ্রে কণক দানং, এবং নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণায় দান শঙ্কল্পে সদোষায় দানং। পাত্র শঙ্কয়েতি কথনাৎ যত্রপাত্রাপাত্রবিবেকমন্তরেণৈবাপাত্রায়দত্তং তত্র সিদ্ধ্যতি। বি. দ.।

(ট) 'নর্ম্মদত্তং'—ক্রীড়া দত্তমিতি রত্নাকরঃ। ঐ।

(ঠ) 'প্রমোহিতঃ'—স্বভাবাদেব কার্য্যাকার্য্যে বিবেক শূন্য, জড়ো বা, রোগভোজবিদ্যাদি বশাৎ ভ্রষ্টজ্ঞানো বা। ঐ।

৩৮১ বস্তুতোদোষ প্রযুক্ত দানমসিদ্ধং, কারণ প্রযুক্তংসিদ্ধমিত্যনুগমঃ। ঐ।

৩৮২ আর্ত্তেনাপি ধর্ম্মার্থং দত্তং সিদ্ধ্যতি। ঐ।

তদুপাদেয়ং, জীমূতবাহনস্মার্ত্তাদেরপ্যভিপ্রেতং। —ব্যবহারেষু বিজ্ঞেয়ো দানমার্গশ্চতুর্বিধ ইতি নারদবচনে ব্যবহারইতি কথনাৎ ধর্ম্মার্থ দানেঽসিদ্ধি শঙ্কা নাস্তি। ঐ।

অতঃ আর্ত্তকালেঽপি ধর্ম্মমুদ্দিশ্যদত্তং-নাসিদ্ধং। ঐ।

৩৮৩ বালকেনাপি ধর্ম্মার্থদত্তং দানং দক্ষিণাদিকঞ্চ সিদ্ধ্যতি। ঐ।

বালকেনাপি পিতৃমরণৈকাদশাহে দানঃ ক্রিয়তে বাল্য প্রযুক্তমপি দানং ভবতি তদানীং বুদ্ধেরপরিপাকাৎ অন্যেষাং দর্শনেন কন্দুকাদি ক্রীড়াবৎ দান প্রবৃত্তি সম্ভবাৎ। বি. দ.।

ভিন্ন ভিন্ন আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম্ মেক্নাটন্ সাহেবের পরীক্ষিত ও মনোনীত ব্যবস্থা।

প্র.। কোন প্রজার দুই পত্নীর গর্ভজাত পরিবার ছিল। অর্থাৎ প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র—আনন্দ ও বৈকুণ্ঠ, এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র—চন্দ্র ও দয়াল, আর এক কন্যা ইন্দুমতী। পুত্র আনন্দ পিতা হইতে পৃথক্ হইয়া পরিবারের ভদ্রাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বতন্ত্র বাসকরিল। এবং ঐ পিতা আর এক বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তাহার জ্যেষ্ঠা পত্নী কালপ্রাপ্তা হইল, ও তাহার

(m) "Extremely old;"—One whose organs of sense are impaired: so *Misra.* Coleb. Dig. Vol. ii. p. 198.

(n) "Given in sport;"—or in play. The phrase is synonymous with that which has been already explained, "given in jest." *Ibid.* p. 198.

(p) "To a bad or unworthy man, mistaken for a good one;"—as the gift of gold to a man of the servile class, or a present to a vicious priest, where the declared intention was to give it to a virtuous priest. However, what is given to an unworthy man but without distinguishing whether it be intended for a worthy person or not, is valid. *Ibid.* p. 198.

(q) "Of unsound mind,"—naturally incapable of distinguishing right from wrong; or whose mind is alienated in consequence of disease or of magical arts. *Ibid.* p. 197.

181 In fact a gift attended with any defect is void; but a donation springing from a (sufficient) motive is valid. *Ibid.* p. 194. Vyavasthá

182 A gift made for religious purposes, even by a diseased man, is valid. *Ibid* p. 192 Vyavasthá

This should be admitted, and is meant by *Jímútaváhana, Raghunandana,* and others. Authority

NA'RADA, by declaring, "in civil affairs the law of gift is four-fold," limits the rules to civil donations; there is therefore no question on the validity of gifts for religious purposes. See *Ibid.* p. 192.

Hence what is given for a declared religious purpose, even in sickness, is not invalid. *Ibid.* p. 192. Vyavasthá

383 A gift made or recompense paid by a minor for religious purposes is valid. Vyavasthá

Even a minor makes presents on the eleventh day after his father's death. though given by a minor, they are *legal* gifts: his sense being unripe, the donation may be made by instructions from others, as he is taught to play at ball or the like. *Ibid.* p. 192. Authority

*Legal opinions delivered in, and admitted by, several Courts of Judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

R. A certain farmer had a family by his two wives, that is to say, by the first wife two sons, A and B, and by the second two sons, C and D, and a daughter, E. His son A, having separated himself from him, lived apart, and left the family house. His (the father's) eldest wife died before he contracted a second marriage, and his three sons, B, C, and D, and his second wife

তিন পুত্র—বৈকুণ্ঠ, চন্দ্র ও দয়াল এবং দ্বিতীয়া পত্নী তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার সহিত একত্র এক পরিবার রূপে বাস করিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহারতিন পুত্র (যাহারা তাহার সহিত একত্র বাস করিত) ঐ তালুক অধিকার করিয়া পরস্পর এক পরিবার রূপে থাকে। কিয়ৎকাল পরে তাহারা ঐ জমার খাজানাদিতে অপারক হইয়া তাহা ইস্তফা করিল, এবং পৃথক্ হইয়া ভদ্রাসন বাটি ত্যাগ করিল। এই পার্থক্যের পর তাহারা আর একত্র হইল না। চন্দ্র ও দয়াল পুনর্ব্বার পিতৃগৃহে বাস করিল, এবং চন্দ্রই কেবল পিতার জমার কিয়দংশ পাইল। কিয়ৎকাল পরে বৈকুণ্ঠ ফিরিয়া ঐ বাটীর এক কুঠরিতে বাস ক-করিল। চন্দ্র ও দয়াল স্ত্রী পুত্র নারাখিয়া কালপ্রাপ্ত হইল। তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের মাতা ঐ জমা দখল করিয়া খাজানা দিতে লাগিল। অনন্তর সে নিজ কন্যা ইন্দুমতীকে এবং দৌহিত্রকে তাহাদের প্রতিপালন ও আপনার শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন নিমিত্তে ঐ সমুদায় জমার এক দানপত্র লিখিয়া দিয়া কালপ্রাপ্ত হইল। এক্ষণে বৈকুণ্ঠ ঐ বিষয় দাওয়া করে যাহা তাহার বিমাতা দান করিয়াছে। এমত অবস্থায় ঐ দাবীদার সে বিষয় পাইতে অধিকারী কি না, অথবা ঐ দান সিদ্ধ কি না?

উ.। ঐ দাত্রী যদি নিজ পুত্র চন্দ্রের উত্তরাধিকারিণী স্বত্বে ঐ জমা ভোগ করিয়া থাকে, তবে সপত্নী পুত্র বৈকুণ্ঠের অনুমতি ব্যতিরিক্ত তদ্বিষয়ের সমুদায় নিজ দুহিতা ও দৌহিত্রকে দিতে যোগ্য নয়, অতএব তাহার মরণান্তে দাবীদার বৈকুণ্ঠকে ঐ জমা অর্শিবে। কিন্তু ঐ দাত্রী যদি ঐ জমা নিজ নামে খারিজ করিয়া লইয়া থাকে, এবং মালিকের বহিতে যদি তাহার নিজ বলিয়া রেজিষ্টরি করাইয়া নূতন স্বত্ব জন্মাইয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় তাহাকে দান করিতে ক্ষমতা ছিল, এবং তদ্দান সিদ্ধ। অতএব ঐ দাত্রীর দুহিতার ও দৌহিত্রের তদ্দানোপলক্ষে যথার্থ স্বত্ব জন্মিয়াছে, এবং তাহার সহিত বৈকুণ্ঠের কোন সম্বন্ধ নাই।

জিলা মেদিনীপুর। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ২, পৃ. ২০৮, ২০৯।

প্র.। এক ব্যক্তি পত্নীপর্য্যন্ত উত্তরাধিকারি নারাখিয়া মরে, এবং তাহার বিষয় তদ্দুহিতাকে অর্শে, ঐ দুহিতা পুত্রবতী ছিল। পরে তদ্দুহিতার পুত্র মরাতে সে অবীরা হইল, অনন্তর সে পিতৃ বিষয় নিজ অবীরা ভগিনীকে দান করিয়া কাল প্রাপ্তা হইল। শেষোক্তা অবীরা ঐ বিষয় অধিকার করিল। এমত অবস্থায় ঐ অবীরা দুহিতা নিজ পিতার ভ্রাতৃপুত্র জীবিত থাকিতে ঐ বিষয় সমস্ত দান বিক্রয় বা অন্যরূপে হস্তান্তর করিতে যোগ্যা কি না, এবং তাদৃশ দানাদি হইয়া থাকিলে তাহা শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ কি না?

উ.। উপরি উক্ত অবস্থায়, ঐ অবীরা দুহিতাকে অনতিব্যয়িনী হইয়া পিতৃধন কেবল উপভোগ করিতে ক্ষমতা ছিল। অতএব তাহার কৃত দান অসিদ্ধ। এইমত দায়ভাগাদি গ্রন্থ-সম্মত।

সহর ঢাকা, ৪ জুলাই ১৮১৬ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা ৮, মকদ্দমা ১৬, পৃ. ২২৪।

প্র.। এক ব্যক্তি পুত্র সন্তান না রাখিয়া মরাতে তাহার অবিবাহিতা দুহিতা ধনাধিকারিণী হইল ও পিতার মরণান্তে সে বিবাহিতা হইয়া এক পুত্র প্রসব করিল, এই পুত্র কয়েক পুত্র রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইল। কিছুকালপরে মূল ধনির ঐ দুহিতা নিজ পতি ও পুত্রের আর২ পুত্র জীবিত থাকিতেও পিতার সমুদায় স্থাবরাস্থাবর বিষয় এক পৌত্রকেদান করিল। এমত অবস্থায় ঐ দান শাস্ত্রসম্মত কি না?

উ.। উপরি উক্ত অবস্থায় আর২ পৌত্রের সম্মতি বিনা দুহিতার কৃত সমুদায় বিষয়ের দান অবশ্যই শাস্ত্রানুসারে অকৃত এবং অসিদ্ধ।

কলিকাতা কোর্ট আপিস, ১৮ জুলাই ১৮১২ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা. ৮, মকদ্দমা ২৩, পৃ, ২৩২।

প্র.। বাদিনী নিজ দরখাস্তে লিখে যে তৎপতির মাতামহ পুত্র সন্তানবিহীন হওয়াতে নিজ পৈতৃক সমুদায় স্থাবর বিষয় এক দানপত্র দ্বারা নিজ দুহিতাকে (অর্থাৎ বাদিনীর শাশুড়ীকে) দান করিয়া

lived with him as an united family until his death. Subsequently to his death, his three sons (who lived with him jointly) held the farm, and lived together as an undivided family. After some time, however, being unable to discharge the rent due from the farm, they resigned it, separated, and quitted their dwelling house. After such separation they never re-united. C and D lived again in their father's house, and C alone obtained a portion of his father's farm. Sometime after, B returned, and resided in a room of the house. C and D died leaving neither child nor widow. Subsequently to their death, their mother got possession of the farm, and discharged the rents due. She then executed a deed of gift of the whole farm in favour of her daughter E, and her daughter's son, for their support and for her own exequial rites, and died. Now B claims the property given by his stepmother. Under these circumstances, is the claimant entitled to inherit it, or is the gift legal?

R. If the donor enjoyed the farm by right of inheritance as heir, to her son C, in this case she was not competent to give the whole farm to her daughter and daughter's son, without the sanction of her stepson B; consequently the farm would, on her death, devolve on the claimant (B.) Should the donor, however, have obtained a transfer of the farm in her own name, and procured it to be registered as hers in the books of the proprietor, and thus have obtained a new title, under these circumstances she was authorised to make a gift of it, and the gift is legal. Therefore the donor's daughter and her son derive a clear title by virtue of the gift, and B has no concern with it.

A mother is not competent to make a gift to her daughter of a farm which she had inherited from her son, and on her death it will go to her son's unassociated half brother.

*Zillah Midnapore.* Macn. H. L. Vol. II. Ch. 8. Case 2. pp. 208, 209.

Q. A person died, leaving no heir down to the widow, and his property devolved on his daughter, who was the mother of male issue. Afterwards the daughter's son died, by which means she became a childless widowed daughter. She subsequently made a gift of her father's property to her childless widowed sister, and died. The latter took posession of the property. In this case, was the childless widowed daughter competent to give, sell, or make other alienation of the entire property, while her father's brother's son was living? and supposing such disposition to have been made, is it legal and binding, or otherwise?

R. Under the circumstances stated, the childless widowed daughter had only a right to the enjoyment of her father's property with moderation. Therefore the disposition by her was illegal. This is conformable to the *Dáyabhága* and other works.

A daughter is not competent to alienate property which had devolved on her from her father to the prejudice of the next heir.

*City Dacca, July 4th,* 1816. Macn. H. L. Vol. II. Ch. 8. Case 16. p. 224.

Q. A person died, leaving no male issue, and was succeeded by his maiden daughter, who, subsequently to his death, married, and had a son in lawful wedlock, which son died leaving several sons. Some time after, the daughter of the original proprietor made a gift of her father's whole movable and immovable property to one of the son's sons, though there are her husband and other sons of her son living. In this case, is the gift legal?

R. Under the circumstances above stated the gift of the whole property made by the daughter, without the sanction of her son's other sons, must be held in law to be null and void.

Property which had devolved on a daughter, can not by her be given to one son's son, to the exclusion of such grandson's brothers.

*Calcutta Court of Appeal, June 18th,* 1812. Macn. H. L. Vol. II. Ch. 8, Case 22. p. 232.

Q. The complainant stated in her petition that her husband's maternal grandfather, having been destitute of male issue, made over his whole ancestral landed estate by a deed

কাল প্রাপ্ত হইল, ঐ গ্রহীত্রী বহুকাল পর্য্যন্ত তদ্বিষয় অধিকার ও তদুপস্বত্ব ভোগ করিয়া এক দান পত্রের দ্বারা তাহা নিজ পুত্রকে অর্থাৎ বাদিনীর পতিকে (যে দুই বালক পুত্র রাখিয়া মরে) সমর্পণ করিল। তাহার মরণান্তর তাহার মাতা মরিল। ইহার মরণে প্রতিবাদিরা তাহাকে (অর্থাৎ বাদিনীকে) ও তাহার দুই পুত্রকে ঐ বিষয় হইতে বেদখল করিল। প্রতিবাদিরা উত্তর দেয় যে মূলধনি এক পত্নী ও দুই দুহিতা রাখিয়া কালপ্রাপ্ত হয়; তাহার মরনান্তর তৎপত্নী স্থাবর বিষয়ে অধিকারিণী হয়, ইহার মরণের পর তাহার দুই দুহিতা অধিকারিণী হয়, পরন্তু মূল ধনি জেষ্ঠা কন্যাকে উল্লিখিত দান কখনো করে নাই; তাহার দ্বিতীয়া কন্যার এক পুত্র ছিল, তাহার মৃত্যু সে বাঁচিয়া থাকিতেই হয়; ধনির জ্যেষ্ঠা কন্যার দুই পুত্র ছিল (তন্মধ্যে এক জন বাদিনীর স্বামী) এই দুই পুত্র ঐ কন্যার পূর্ব্বেই কালপ্রাপ্ত হইল; এবং শাস্ত্রানুসারে মূল ধনির ভোগ করা বিষয় তাহার জ্ঞাতিকে অর্শে। এমত অবস্থায়, বাদিনীর এজহার সপ্রমাণ হইলে ঐ দান শাস্ত্রসম্মত কি না? ওদিগে যদি সাক্ষিগণের সাক্ষ্যে উত্তরে লিখিত বয়ান সপ্রমাণ হয় তবে ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যার ত্যক্ত বিষয় তাহার পৌত্রগণকে ও পুত্রবধূকে (অর্থাৎ বাদিনীকে) অর্শিবে, অথবা তৎপিতার জ্ঞাতিগণকে অর্থাৎ প্রতিবাদিদিগকে অর্শিবে?

উ। যদি এমত প্রমাণ হয় যে মূল ধনি নিজ সমুদায় স্থাবরাদি বিষয় জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দিয়াছে ও সে তাহা নিজ পুত্রকে (অর্থাৎ বাদিনীর পতিকে) দান করিয়াছে, তবে তাদৃশদান অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত বিবেচনা করিতে হইবে, স্ত্রীলোককর্ত্তৃক সৌদায়িক স্থাবরের দান শাস্ত্রসিদ্ধ বিবেচিত হইয়াছে ওদিগে যদি জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দান না করিয়া থাকে, তবে তদবস্থায়, দায়শাস্ত্রানুসারে তাহাকে অর্শিয়াছে যে পিতৃধন সে তাহা হস্তান্তর করিতে যোগ্যা নয়, এতাবতা পুত্রকে দত্ত দান অশাস্ত্রীয়। যদি নিজ পুত্রের (অর্থাৎ বাদিনীর পতির) মৃত্যুর পর ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা মরিয়া থাকে তবে তাহার পিতার জ্ঞাতিরা (অর্থাৎ প্রতিবাদিরা) ঐ ধনে অধিকারি, তাহার পৌত্র এবং পুত্রবধূ (অর্থাৎ বাদিনী) নয়।

প্রমাণ—

"সৌদায়িক ধন ও তাদৃশ স্থাবর ধন দান বিক্রয়েতেও স্ত্রীদের সর্ব্বদা স্বাধীনতা কথিত হইয়াছে।"
"অনন্তর অত্যন্ত নিকট সপিণ্ডকে দায়রূপ ধন অর্শে।"

জিলা বর্দ্ধমান, ২৪ মার্চ ১৮২১ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২, চ্যা ৮, মকদ্দমা ২৭, পৃ. ২৩৫ ও ২৩৬।

প্র। এক ব্যক্তি নিজ মৃত্যুর পূর্ব্বে পত্নীদ্বয়ের প্রত্যেককে এক দত্তক গ্রহণ করিতে অনুমতি দেয় তাহার মৃত্যুর পর তৎজ্যেষ্ঠা পত্নী দত্তক গ্রহণ করিল না, এবং দুই বিধবাতে সমানরূপে বিষয় ভাগ করিয়া লইল। জ্যেষ্ঠা বিধবা নিজ অংশের সমুদায় অপর এক ব্যক্তিকে দান করিয়া লোকান্তর গতা হইল। অনন্তর কনিষ্ঠা বিধবা এক দত্তক গ্রহণ করিল, এমত অবস্থায় ঐ জ্যেষ্ঠা বিধবার অংশ ঐ গ্রহীতাকে বর্ত্তিবে, অথবা কনিষ্ঠা বিধবার দত্তক পুত্রকে অর্শিবে?

উ। ঐ জ্যেষ্ঠা বিধবা দত্তক গ্রহণ না করিয়া ভর্ত্তার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহার অংশে তৎপতির অনুমত্যানুসারে কনিষ্ঠা বিধবার গৃহীত দত্তক অধিকারী। জ্যেষ্ঠা পত্নী সপত্নীর সহিত বিভাগে যে অংশ পায় তাহার দানশাস্ত্রসম্মত নয়, এবং তদ্দত্ত বস্তু গ্রহীতা লইতে পারে না; যেহেতু এমত অবস্থায় জল পিণ্ডদানের উপায় কেবল দত্তক গ্রহণ মাত্র ছিল, পরন্তু যখন সে মৃত পতির তাদৃশ উপকার না করিয়া বিষয় দান করিয়াছে, তখন সে অনধিকারিণী বিধবাগণের শ্রেণিভুক্ত হওন যোগ্যা। অতএব তৎকৃত দান অদত্ত ও অসিদ্ধ। জিলা দিনাজপুর, ৩১ আগষ্ট ১৮১৩ সাল। মেক্. হি. ম. বা ২, চ্যা, ৮, মকদ্দমা ৫০, পৃ ২৪৭।

প্র। কোন ভূমি সম্পত্তি যৌতরূপে অনেকের দখলে ছিল, তন্মধ্যে এক বা দুই শরীক একত্র হইয়া বিষয় বিক্রয় করিল এবং বিক্রয়পত্রে অপ্রাপ্ত ব্যবহার শরীকের নাম দস্তখত করিয়াছিল। এ-

of gift to his daughter, being her (the complainant's) mother-in-law, and died. The donee having taken possession of the gift, and enjoyed its produce for a considerable period, transferred it by gift to her son, the complainant's husband, who died, leaving two minor sons. Subsequently to his death, his mother died, on whose death the defendants dispossessed her (the complainant) and her sons from the property. The defendants answered, that the original proprietor died, leaving a widow and two daughters; that subsequently to his death, his widow came into possession of the landed estate; that on her death, her two daughters succeeded, but that the original proprietor had made no gift, as alleged, in favour of his elder daughter; that his second daughter had a son, whose death occurred prior to hers; that his elder daughter had two sons, (one being the complainant's husband,) which two sons died before her; and that, conformably to law, the property enjoyed by the original proprietor should have devolved on her paternal kinsmen. Under these circumstances, should the complainant's allegation be proved, is the gift legal or otherwise? If, on the other hand, the reply be considered proved by the depositions of the witnesses, will the property left by the elder daughter devolve on her son's sons and widow (the complainant,) or on her father's kinsmen, the defendants?

Landed property acquired by gift from her father may be alienated by a woman, but not that to which she had succeeded by inheritance.

R. Should it be proved that the original proprietor gave his entire estate, consisting of lands and other property, to his elder daughter, and that she had bestowed it on her son (the complainant's husband,) such gift must be considered legal, the gift by a female of immovable property received from her father or affectionate kindred being recognized as valid in law. If, on the other hand, the original proprietor did not make the gift to his elder daughter, in this case, she was incompetent to alienate her father's property which had devolved on her by the law of inheritance, and the gift to her son is illegal. Supposing the elder daughter to have died after the death of her son (the complainant's husband,) the succession goes to her paternal kindred (the defendants,) to the entire exclusion of her son's sons and widow (the complainant).

*Authorities:*—"The power of women over the gifts of their affectionate kindred is ever celebrated, both in respect of donation and sale, according to their pleasure, even in the case of immovables."

"To the nearest kinsman, the inheritance next belongs."

*Zillah Burdwan, March 24th,* 1821. Macn. H. L. Vol. II. Ch, 8. Case 27, pp. 235, 236.

Q. A person, previously to his death, gave directions to his two wives that they should each accept a son in adoption. Subsequently to his death, his elder wife did not accept a son, and the two widows equally divided his estate. The elder widow made a gift of her whole share to a stranger, and died. Afterwards the younger widow received a boy in adoption. In this case, will the share of the elder widow go to the donee, or will it devolve on the adopted son of the younger widow?

A widow having received instructions from her husband to adopt a son, and, without doing so, making a gift to a stranger of the property which had devolved on her at her husband's death, such gift is invalid.

R. The son adopted by the younger widow with her husband's sanction, is entitled to the share of the elder widow, who infringed her husband's directions by omitting to make an adoption. The gift of the share which she received by partition with her rival wife is not legal, and the donee cannot take the property conveyed, because the adoption of a son is the only means in this case of preserving the oblations of food and libations of water at the funeral repast; and when she, without doing such benefit to her deceased husband, made the gift, she deserves to be ranked among those widows who are incompetent to succession. Consequently the gift by her is null and void. Zillah Dinagepore, August 31, 1813. Macn. H. L. Vol. II. Ch. 8. Case 10, p. 247.

Q. A landed estate was held in joint tenancy by several individuals, and one or two of the partners joined in selling it, signing the name of one minor sharer of the property to the

এমত অবস্থায়, ঐ অপ্রাপ্ত ব্যবহারের প্রাপ্য অংশ ব্যতিরেকে তদ্বিষয়ের বিক্রয় বৈধ ও সিদ্ধ কি না, অথবা ঐ বিক্রয় সমুদায় অকৃত ও অসিদ্ধ। সমদায়াদরা যে বিক্রয় করিয়াছে তাহাতে যদি ঐ অপ্রাপ্তব্যবহার দায়াদের মাতা সম্মতি দিয়াথাকে, তবে তদ্দ্বারা ঐ অপ্রাপ্তব্যবহারের অংশ বিক্রয় সম্পূর্ণ ও বলবৎ কি না?

অপ্রাপ্তব্যবহারের ভ্রাতারা সাধারণ ধনে তাহার অংশ বিক্রয় করিতে তাহার মাতা তাহাতে সম্মতি দলেও যোগ্য নয়।

উ.। যদি এক কিম্বা দুইজন সমদায়াদ যৌত বিষয় বিক্রয় করিয়া বিক্রয়পত্রে নিজ নাম এবং অপ্রাপ্তব্যবহার সমদায়াদের নামও স্বাক্ষর করে, তবে ঐ সমুদায় বিষয়ের বিক্রয় সিদ্ধ ও বলবৎ নয়, যেহেতু তাহাতে সকল সমদায়াদের স্বত্ব আছে, এবং একের হস্তান্তর করণদ্বারা তাহাদের স্বত্ব যাইতে পারে না, পরন্তু যে সমদায়াদরা বিক্রয় করিয়াছে তাহাদের অংশ পরিমাণে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ, কেননা তাহারা নিজ বিষয়ের প্রভু, এবং বিক্রীত বিষয়ে তাহাদের প্রাদেশিক স্বত্ব ছিল। অপ্রাপ্ত ব্যবহারের অংশ হস্তান্তর করণে তাহার মাতা সম্মতি দিলেও তদ্বিক্রয় অকৃত ও অসিদ্ধ, যেহেতু যাবৎ সে প্রাপ্তব্যবহার না হয় তাবৎ তাহার বিষয় রক্ষা করিতে হইবে। এইমত দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব, বিবাদচিন্তামণি বিবাদভঙ্গার্ণব, দ্বৈতনির্ণয় এবং আর আর শাস্ত্রীয় গ্রন্থসম্মত।

প্রমাণ—

নারদ কহেন—“প্রকৃত স্বামি ভিন্ন অন্যকর্তৃক কৃত দান বা বিক্রয় ব্যবহারে অকৃত বিবেচনা করিতে হইবে।”

কাত্যায়ন—“অস্বামির কৃত বিক্রয় এবং স্বামির বিনা অনুমতিতে দত্ত দান বা বন্ধক প্রাড্বিবাককর্তৃক অসিদ্ধ বিবেচিত হইবে।”

জিলা নদিয়া, ৯ জুন ১৮১৭ সাল। মেক, হি, ল, বা, ২, চ্যা ১১, মকদ্দমা ৪, পৃ ২৯৪ ও ২৯৫।

প্র.। অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি পৈতৃক ভূমি সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে কি না। সে যদি বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিয়া থাকে এবং তাহাতে লিখিত টাকা যদি না পাইয়া থাকে; তবে এমত অবস্থায় ঐ বিক্রয় সিদ্ধ ও বলবৎ কি না?

অপ্রাপ্তব্যবহারে স্থাবর বিষয় বিক্রয় করিলে তাহা অসিদ্ধ।

উ.। স্থাবর বিক্রয় করিতে অপ্রাপ্ত ব্যবহারের ক্ষমতা নাই; এবং বিক্রয়পত্রে লিখিত টাকা যদি সে না পাইয়া থাকে, তবে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ।

জিলা জঙ্গলমহাল। ১৪ মে ১৮১৭ সাল। মেক. হি. ল. বা. ২, চ্যা ১১, মকদ্দমা ১৪, পৃ. ৩০৫।

প্র.। প্রভু জীবিত থাকিতে দাসে তিন বৎসর বয়স্ক নিজ কন্যাকে বিক্রয় করিতে পারে কি না?

দাসে নিজ সন্তান বিক্রয় করিলে তাহা অসিদ্ধ।

উ.। প্রভুর অনুমতি বিনা দাসে নিজ সন্তান বিক্রয় করিতে পারে না; এমত অবস্থায় ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ এবং অকৃত।

জিলা শ্রীহট্ট, ২ ডিসেম্বর ১৮১৫ সাল। মেক, হি, ল, বা, ২, চ্যা ১১, মকদ্দমা ১৫, পৃ ৩০৫।

কোন হিন্দু তাহার পিতা অনুপস্থিত আছে কি তদ্বার্ত্তা পাওয়া যাইতেছে এমত সময়ে যদি পিতৃ স্থাবর বিষয় বিক্রয় করে তবে তাদৃশ বিক্রয় আমূলতঃ অসিদ্ধ, এবং ঐ পুত্র আপনার লিখিয়া দেওয়া বিক্রয়পত্রের বিরুদ্ধে পিতার প্রকৃত মৃত্যুর পর অথবা তাহার বার বৎসর পর্যান্ত বার্ত্তা নাপাওন জন্য কল্পিত মৃত্যুর পর ঐ বিষয় ফিরিয়া পাইতে পারে; পরন্তু ঐ পুত্র হইতে অভিযোগ দ্বারা মূল্যের টাকা আদায় করিতে ক্রেতাকে ক্ষমতা থাকিল; এবং রাজা যে প্রকারে উপযুক্ত বোধ করেন ঐ টাকা ফিরিয়া দিতে আদেশ করিবেন। গঙ্গা নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বনাম—বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। ইষ্ট সাহেবের নোট, মকদ্দমা ৮৫।

যথাশাস্ত্র উত্তরাধিকারিদের দাবীর বিরুদ্ধে কোন এজহারি দানপত্র দ্বারা আপত্তি করা হইলে দাতা ঐ দলীল মোটে দস্তখত করিয়াছিল কি না, এবং তাহা দস্তখত হওন কালীন সে অত্যন্ত বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত অবিকলচিত্ত ছিল কি না এমত সন্দেহ হওয়াতে উত্তরাধিকারিদের দাবী ডিক্রী হইল। রাম নারায়ণ দত্ত প্রভৃতি—বনাম—মোসম্মাৎ সৎবনসী প্রভৃতি। ২৩ জুন ১৮৪৪, স, দে, আ, রি, বা, ৩, পৃ, ৩৭৭।

deed of sale. In this case, is the sale of the estate, with exception of the share to which the infant is entitled, good and valid, or is the entire sale null and void? Supposing the mother of the minor co-heir to have consented to the alienation which had been made by his co-parceners, is the sale of the infant's share thereby rendered complete and binding, or otherwise?

R. If one or two of the co-parceners, having sold the joint property, sign the deed of sale with their own names, and also with that of the co-parcener who is under age, the sale of the entire estate is not valid and binding, because all the partners have a right over it, and their property cannot be devised by individual alienation, but sale to the extent of the selling co-parcener's shares is good and legal, as they are masters of their own shares, and had a partial right to the property sold. The sale of the minor's portion is null and void, even though his mother have consented to the alienation, for the property of an infant must be preserved until he comes of age. This opinion is conformable to the *Da'yabha'ga, Da'yatatwa, Vira'da chinta'mani, Vira'dabhanga'rnava, Dwoitanirnaya,* and other legal authorities.

The brothers of a minor are not competent to sell his share of the joint estate, even though the mother be consenting there to.

*Authorities :—*

Na'rada says: "A gift or sale (thus) made by any other than the true owner, must, by a settled rule, be considered in judicial proceedings as not made."

Ka'tyaya'na :—"Let the judge declare void a sale without ownership, and a gift or pledge unauthorised by the owner."

*Zillah Nuddea,* June 9th, 1817. Macn. H. L. Vol. II. Cha. 11, Case 4, pp. 294, 295.

Q. Is a minor competent to sell his ancestral landed estate or not? Supposing him to have executed a deed of sale, and not to have received the sum stipulated in it; in this case is the sale valid and binding?

R. A minor has no power to sell his immovable property; and if he have not received the amount specified in the bill of sale, the sale is invalid.

Sale by a minor of his landed property is void.

Zillah Jangal Mehals, May 14*th*, 1817. Mac. H. L. Vol. II. Cha. 11. Case 14. p. 305.

Q. Can a slave sell his daughter of three years old, while his master is living?

R. A slave is not competent to sell his issue without his master's consent, and the sale under such circumstances is illegal and void.

The sale by a slave of his own issue is void.

Zillah Sylhet, December 2nd, 1815. Mac. H. L. Vol. II. Cha. 11. Case 15, p. 305.

If a Hindu sell his father's land in his absence and while living and heard of, such sale is void *ab initio,* and the son can recover it against his own conveyance, even after his father's actual death, or presumed death from absence of twelve years unheard of. But the purchaser has his remedy by action against the son for the purchase money, and the ruling power will direct the money to be refunded in whatever manner it deems most equitable Doe dem. Gangá Náráyan Ba'nerjea *v.* Balorám Bánerjea. East's Notes, Case 85.

A claim by the legal heirs was adjudged, though opposed by an alleged deed of gift, it being doubted whether that deed was executed at all, or whether, at the time of its execution, the donor, from extreme old age, was in his sound mind. Ra'm Na'ráyan Dutt and others *v.* Musst. Satbansí and others. 23rd June 1844. S. D. A. R. Vol. III. p. 377.

কোন হিন্দুর অপ্রাপ্তব্যবহার কালে কৃত উইল অকৃত বা অকর্ম্মণ্য বিচরিত হইয়াছে। হর সুন্দরী দাসী—বনাম—কাশীনাথ বসাক। কন্. হি. ল. পৃ. ১১।

বঙ্গদেশস্থ কোন মৃত হিন্দু জমীদার জমীদারী অধিকার করিয়া নিস্সন্তান মরণোত্তর তদ্বিষয় তৎপত্নীকে অর্শিলে ঐ পত্নীর লিখিয়া দেওয়া দানপত্র বলে ঐ জমাদারির দাবী উপস্থিত হইলে বিচরিত হইল যে ঐ বিধবা সে বিষয় হস্তান্তর করিতে পারে না, সে মরিলে তাহা তৎপতির উত্তরাধিকারিকে অর্শিবে। মহোদা প্রভৃতি—বনাম—কল্যাণী প্রভৃতি। ১৬ মার্চ ১৮০৩ সাল। স. দে. আ. রি, বা. ১, পৃ. ৬২।

কোন বিধবার দত্তক পুত্র নিস্সন্তান মরিলে পর ঐ বিধবা নিজ কনিষ্ঠা কন্যার পুত্রকে বিষয় দান করিল, পরন্তু এই দান আদালতে রদ হইল এই কারণে যে দানের তারিখে অপুত্রিকা ছিল কিন্তু পরে পুত্রবতী হইয়াছে যে অন্যা কন্যা ঐ দান তাহার স্বত্বের হানিজনক। মোসম্মাৎ বিজয়া দেবী—বনাম—মোসম্মাৎ অন্নপূর্ণা দেবী। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮০৬ সাল। স. দে, আ, রি, বা, ১, পৃ, ১৬২।

আদালতে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া এবং সর্ উইলিয়ম মেক্নাটন্ সাহেবের
পরীক্ষিত ও মনোনীত বিবিধ ব্যবহার কার্য্য বিষয়ক ব্যবস্থা।

দেবোত্তর ভূমির বিক্রয় অসিদ্ধ।

প্র.। ধর্ম্ম কর্ম্মার্থ নিয়োজিত দেবোত্তর ভূমি ও গৃহ বিক্রয়ের বিষয় কি না?

উ.। ঐ ভূমি যদি কোন দেবতার পূজার্থে দেওয়া হইয়া থাকে, এবং সে বাটীতে যদি ঐ বিগ্রহ থাকেন, তবে ঐ দত্ত বস্তুতে দাতার স্বত্ব নাই, অতএব সে ঐ বস্তু বিক্রয় করিতে ক্ষমতা রাখে না। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ অধ্যায়ে লিখিত মত এই যে "যে ব্যক্তি দেবতা ও ব্রাহ্মণের বৃত্তি (তাহা তৎকর্তৃক অথবা অন্য কর্তৃক দত্ত হইয়া থাকুক) হরণ করে, সে শত লক্ষ বৎসর বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্মে"।

ঢাকা কোর্ট আপীল, ২৭ নবেম্বর ১৮২০ সাল। মেক্, হি, ল, বা, ২, চ্যা, ১১, মকদ্দমা ১৩, পৃ ৩০৫।

প্র. কোন হিন্দু স্ত্রীলোক নিজ মৃত্যুর তিন বা চারি ঘন্টা পূর্ব্বে, এবং অত্যন্ত ক্ষীণতাবস্থায় স্থাবরাস্থাবর বিষয় অপরকে দান করে, এমত অবস্থায়, ঐ দান সম্পূর্ণ ও বলবৎ কি না?

উত্তরাধিকারি বিহীনা স্ত্রী নিজ বিষয় অপরকে দান করিলে তাহা সিদ্ধ।

উ.। যদি ঐ স্ত্রীর সন্তান বা অন্য উত্তরাধিকারী না থাকে, এবং ঐ দত্ত বস্তু যদি তাহার পতির বিষয় না হয়, ও দান করণ কালীন যদি তাহার বিলক্ষণ জ্ঞান রহিয়া থাকে, তবে ঐ দান শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ। সহর ঢাকা, ২৪ ফেব্রুওরি ১৮১৩ সাল। মেক্, হি, ল, বা, ২, চ্যা, ৮, মকদ্দমা ১০, পৃ, ২১৭।

প্র.। এক ব্যক্তি পৈতৃক স্থাবর বিষয়ের উপস্বত্ব দিয়া অথবা ক্রমাগত বৃত্তির টাকা দিয়া কিছু স্থাবর বিষয় ক্রয় করে, এমত অবস্থায় ঐ ব্যক্তি পুত্র পৌত্র থাকিতে তাদৃশ বিষয়ের সমুদায় অথবা কিয়দংশ তাহাদের অনুমতি বিনা দুহিতা ও ভাগিনেয়দের অন্নাচ্ছাদন নিমিত্ত অথবা তাহাদের নিকট বিক্রয় করিতে যোগ্য কি না?

পৈতৃক বিষয়ের উপস্বত্ব দিয়া ক্রীত স্থাবর বিষয়ের কিয়দংশ বা সমুদায় বিক্রয় নির্দ্দোষ ও সিদ্ধ।

উ। উপরি উক্ত ব্যক্তি যদি পূর্ব্বপুরুষ হইতে ক্রমাগত ভূমির উপস্বত্ব ও বার্ষিক বৃত্তির টাকা দিয়া কিছু ভূমি ক্রয় করিয়া থাকে, ও পুত্র পৌত্রদের সম্মতি বিনা যদি ঐ বিষয়ের সমুদয় বা কিয়দংশ দুহিতাকে বা ভাগিনেয়কে বিক্রয় করিয়া থাকে, তাদৃশ হস্তান্তর করিতে সে ক্ষমতাবান্, যেহেতু ঐ দত্ত বিষয় পৈতৃক বিষয়ের উপস্বত্ব দিয়া ক্রীত হইয়াছে, তাদৃশ ধন পৈতৃক ধন নয়, এবং এমত বিষয়ের সমুদায় অথবা কিয়দংশ বিক্রয় করণে পিতার প্রতি নিষেধ নাই, যেহেতু তদ্দ্বারা তৎপরিবারের জীবন ধারণে ক্লেশ হয় না, তিনি তাদৃশ বিষয়ে স্বাধীন। এই মত বঙ্গদেশপ্রচলিত দায়ভাগানুমত।

প্রমাণ—"যেহেতু এস্থলেও সর্ব্ব শব্দের উল্লেখ আছে, (অতএব) এই নিষেধে সমুদায় বিষয়ের দান বা প্রকারান্তরে হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, কেননা স্থাবরাদি বিষয় পরিবার পালনের উপায়, পরিবার পালনে ব্যাঘাত না হয় এমত অল্প অংশ দানাদি করণে নিষেধ নাই"।

জিলা বীরভূম। মেক্, হি, ল, বা, ২, চ্যা, ৮, মকদ্দমা ১৪, পৃ. ২২১।

A will made by a Hindu during his minority was declared to be void. Harosundari' Dási' v. Ka'shi' Na'th Ba'sak. December, 1814. Cons. H. L. p. 11.

In a claim, under a deed of gift executed by the widow of a Hindu Zemindar of Bengal who died childless, for the Zemindaree formerly possessed by him, which at his death devolved on the widow, it was held that the widow could not alienate the estate, which at her death must pass to the husband's heirs. Mahoda' and another v. Kalya'ni' and others. 14th March 1803, S. D. A. R. Vol. I. p. 62.

A gift by a widow after the death of a son adopted by her, without issue, to the son of her younger daughter, was set aside, as prejudicial to the rights of a daughter, who at the time of the gift had not, but afterwards had, male issue. Musst. Bijoya' Debi' v. Musst. Annopu'rná Debi'. 26th September, 1806, S. D. A. R. Vol. I. p. 162.

*Legal opinions on various contracts delivered by the law officers, admitted by the civil courts of judicature, and examined and approved of by Sir William Macnaghten.*

Q. Are *Devottar* lands and houses appropriated to religious uses, fit subjects of sale or not?

R. If the lands have been endowed for the worship of some deity, and the house be occupied by it, the donor has no right in the endowment, and consequently he is incompetent to sell such property. The following is the doctrine laid down in the eleventh section of the *Sri'mad-bha'gavata*. "He who seizes the subsistence of the gods or of priests, whether given by himself or another, is born a reptile in ordure for a million of milion of years."

The sale of endowed property is void.

Dacca Court of Appeal, November 27th, 1820. Macn. H. L. Vol. II. Cha. 11, Case 13, p. 305.

Q. A Hindu woman, about three or four hours previously to her death, and while she was in a state of extreme weakness, made a gift of her estate, consisting of lands and other property, to a stranger. In this case, is the gift complete and binding?

R. If there be neither issue nor any other heir of the woman, and the property given be not her husband's property, and if when she made the donation she was in full possession of her mental faculties, the gift is legal and good. City Dacca, February 27th, 1813. Macn. H. L. V. II. Cha. 8, Case 10, p. 217.

A gift by a woman of her own property to a stranger is good, if she have no heirs.

Q. A person purchased some real property with the produce of his ancestral lands, or with his hereditary annual allowance of money. In this case, is he having sons and son's sons, competent to give the whole or a part of such property, without their consent, to his daughter and sister's son for their subsistence, or to sell it to them?

R. If the individual above alluded to purchased some landed property with the produce of lands descended to him from his ancestors, or with his annual pecuniary allowance, and give or sell a part or the whole of such estate (without the consent of his sons and son's sons) to his daughter and sister's son, he is competent to make such alienation, because the property given was purchased with the produce of the patrimonial estate, which does not constitute patrimony; and there is no prohibition recorded against gift by a father of the whole or a part of such property, as his family does not thereby suffer for maintenance, and he is independent with regard to such property, This opinion is consonant to the *Da'yabha'ga*, as current in Bengal.

The gift of part or the whole of the landed property purchased with the produce of an ancestral estate is good and valid.

*Authorities*:—Since here also it is said "the whole," this prohibition forbids the gift or other alienation of the whole, because immovables and similar possessions are means of supporting the family. The prohibition is not against the donation or other transfer of a small part not incompatible with the support of the family.

Zillah Beerbhoom. Macn. H. L. Vol. II. Cha. 8, Case 14, p. 221.

প্র.। এক ব্যক্তি দ্বিতীয় বিবাহ করণের পূর্ব্বে প্রথম স্ত্রীকে এই মর্ম্মে একরার লিখিয়া দেয় যে—"তুমি রদসেতা (নামক স্থানের) গদির (অর্থাৎ দেবোত্তর বিষয়ের) উপর স্বামিত্বাচরণ করিবে, তাহার সহিত আমার কোন এলাকা নাই, এবং আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী বামন গড়ের গদিতে অধিকারিণী হইবে। যদি (আমার) সন্তান না হয়, তবে তুমি তদতিরেকে বামনগড়ের গদির (যাহা দ্বিতীয়া স্ত্রীকে দত্ত হইয়াছে) দশ আনা অংশ পাইবে, ও আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী বক্রী ছয় আনা পাইবে।" এমত অবস্থায় ঐ দলীল শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ ও বলবৎ কি না?

কোন পুরুষের দুই স্ত্রীর যদি অন্নাচ্ছাদনের যথেষ্ট সংস্থান থাকে ও তাহার উত্তরাধিকারী না থাকে তবে সে দুই স্ত্রীকে অসমান পরিমাণে নিজ বিষয় সমুদায় দিতে পারে।

উ.। ঐ স্বামী নিজধনের স্বামী ছিল, পরিবারের অন্নাচ্ছাদনে ক্লেশ না হইলে নিজ বিষয় দিতে তাহাকে ক্ষমতা আছে, এতাবতা যদি বামনগড়ের গদির ছয়আনা অংশের উপস্বত্ব দ্বিতীয়া স্ত্রীর অন্নাচ্ছাদনের ব্যয়ার্থ যথেষ্ট হয় ও সন্তান না হইয়া থাকে তবে দ্বিতীয় বিবাহ করণের পূর্ব্বে একরারের দ্বারা বামন গড়ের গদির যে দশআনা অংশ জ্যেষ্ঠা স্ত্রীকে শরতী দান করিয়াছে তাহা তাহাকে (অর্থাৎ ঐ জ্যেষ্ঠা স্ত্রীকে) বর্ত্তিবে, এবং ঐ একরার নির্দ্দোষ ও বলবৎ।

প্রমাণ—

দায়ভাগ ধৃত নারদ বচন—"তাহারা নিজ অংশ দান করুক বা বিক্রয় করুক, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, যেহেতু তাহারা স্বস্ব ধনের প্রভু।"

বৃহৎ মনু:—"পোষ্যজনের পালন স্বর্গসাধনের প্রশস্ত উপায়; পরিজনকে পীড়া দিলে নরক হয়, অতএব যত্নে পরিবার পালন করিবে।"

সহর মুরসিদাবাদ, ১১ জুন. ১৮১৮ সাল। মেক্, হি, ল, বা, ২, চ্যা, ৮, মকদ্দমা ১৮, পৃ. ২২৬ও ২২৭।

প্র.। কোন ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐ ব্রাহ্মণের সহিত অবিভক্ত পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছে এবং অদ্যাপি জীবিত আছে, এমত স্থলে উক্ত ব্রাহ্মণ ঐ সমুদায় অবিভক্ত বিষয় নিজ দুহিতাদিগকে বাচনিক দান করিতে পারে কি না!

হিন্দুদের স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ মৃত্যু গণ্য।

উ.। ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ করাতে, পৈতৃক বিষয়ে তাহার স্বত্ব লোপ হইয়াছে, অতএব নিজ দুহিতাদিগের প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার কৃত অবিভক্ত বিষয় দান শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ।

প্রমাণ,—রত্নাকরাদি ধৃত বশিষ্ঠ বচন "যাহারা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছে তাহারা অংশে অনধিকারি।"

জিলা বর্দ্ধমান, ১৫ জানওয়ারি ১৮১৭ সাল। মেক্, হি, ল, বা, ২, চ্যা, ৮, পৃ. ২৩২ ও ২৩৩।

প্র.। কোন স্ত্রীলোক এক দানপত্র লিখিয়া দিয়া তদ্দ্বারা এক ব্যক্তিকে নিজ স্থাবরাস্থাবর বিষয় সমর্পন করিয়া তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইলেক ও প্রতিপালন করিলেক, এবং যে মজলিসে ঐ দলীল লিখিত পঠিত হয় তাহাতেই ও সেই দিবসে গ্রহীতার স্থানে এই মজমুনে একরার লিখাইয়া লইল যে সে ঐ দাত্রীকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিবে, ও তাহার অনুজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করিবে না, এই সকল নিয়ম পালনে ত্রুটি হইলে ঐ দান অকর্ম্মণ্য ও অসিদ্ধ হইবে। ঐ দলীলে লিখিত বিষয়ের কিয়দংশ গ্রহীতা অধিকার করিল, অনন্তর দাত্রীর ও গ্রহীতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে, দাত্রী গ্রহীতার অধিকৃত বিষয় দখল করিতে চাহে। এমত অবস্থায় ঐ দাত্রী দত্তহারিণী হইতে পারে কি না?

যে শরতে দান করা হয়, গ্রহীতা সেই শরতের ব্যতিক্রম করিলে দত্ত বস্তু ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

উ। এই মকদ্দমাতে প্রকাশ পাইতেছে যে ঐ স্ত্রী এক ব্যক্তির স্থানে এই মজমুনে একরার লইয়া যে সে তাহাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিবে ও তাহার মত ছাড়া হইবে না, নিজ ভূম্যাদি বিষয় দেয়, কিন্তু গ্রহীতা কৃত নিয়ম সকল পালন করে নাই, এমত অবস্থায় দাত্রী গ্রহীতা হইতে দলীল ফিরিয়া লইতে পারে এবং দানের প্রত্যাহার করিতে পারে।

জিলা চট্টগ্রাম, ৫ এপ্রেল ১৮১৬। মেক্, হি, ল, বা, ২, চ্যা, ৮, মকদ্দমা ৩০, পৃ, ২৩৭ ২৩৮।

Q. A person, previously to contracting a second marriage, executed an agreement in behalf of his eldest wife to the following effect: "you will exercise authority as proprietor over a *Guddee* (religious endowment) at *Rudsetta*, and I have no concern with it, and my second wife will have the right over the *Guddee* at *Bahman Gurh*. If there be no issue (of mine) you will moreover have a ten anna share of the *Guddee* at *Bahman Gurh* (which he assigned to the second wife,) and my second wife the remaining six anna share." In this case, is the instrument, according to law, good and binding?

A man may give all his property to his two wives in unequal allotments, provided they each have enough for maintenance, and he have no other heirs.

R. The husband was the master of his own wealth, and has the power to give away property, provided his family do not suffer on account of maintenance; consequently, if the produce of the six anna share of the *Guddee* at *Bahman Gurh* will suffice for the expenses attendant on his second wife's maintenance, and there be no issue, then the ten-anna share of the *Guddee* at *Bahman Gurh*, which he, previously to contracting a second marriage, conditionally assigned by the agreement in favour of his eldest wife, will go to her (the eldest wife,) and the agreement is good and binding.

*Authorities :—*

The text of NA'RADA quoted in the *Da'yabha'ga*: "Should they give or sell their own shares, they do all that as they please, for they are masters of their own wealth."

VRIHUT MANU: "The support of persons who should be maintained, is the approved means of attaining heaven; but hell is the man's portion, if they suffer. Therefore let a master of a family carefully maintain them."

*City Moorshedabad*, June 11th, 1818. Macn. H. L. Vol. II. Cha. 8, Case 18, pp. 226, 227.

Is a *Bra'hman*, whose eldest brother, leaving his ancestral and self-acquired property in a joint estate with him, had entered into the order of a religious student, and is still living, competent to make a verbal gift of the whole undivided estate to his daughters, or otherwise?

Retirement from the world is civil death, according to the Hindu law.

R. When the eldest brother, having left the order of a housekeeper, entered into that of a religious student, his right to the paternal estate became extinct, therefore the gift of the undivided property made by the younger brother to his daughters is legal and valid.

*Authorities :*—The text of VASHISHTA, as laid down in the *Ratna'cara* and other books of law: "They who have entered into another order, are debarred from shares."

Zillah Burdwan, January 15th, 1817. Macn. H. L. Vol. II. Cha. 8, Case 25, pp. 232, 233.

Q. A woman executed a deed of gift, in which she assigned her property, movable and immovable, to a person whom she educated and supported, and she (the donor,) on the same date, and before the same company in whose presence the deed was executed, obtained an agreement from the donee, purporting that while the donor lived the donee would support her, and not act contrary to her directions, on failure of which conditions the gift should be held null and void. The donee having got possession of a part of the immovable property mentioned in the deed, and subsequently a dispute having arisen between the donor and donee, the former wishes to revoke the gift, and to recover possession of the property occupied by the donee. In this case, is the donor competent to recede from her former disposition, or not?

A gift may be taken back, on the donee's violation of the conditions annexed.

R. It appears in this case, that the woman, having received an agreement from a person, purporting that he should support her until her death, and not deviate from her commands, gave to him her own estate, consisting of lands and other property, and that the donee did not fulfil the conditions stipulated. In this case, the donor is entitled to take back the document from the donee, and to revoke the gift.

Zillah Chittagong, April 5th, 1816. Macn. H. L. Vol. II. Cha. 8, Case 29, pp. 237, 238.

প্র.। কোন স্ত্রীলোক নিজ দুহিতা ও জামাতাকে নিজ বিষয় এক দানপত্র দ্বারা দান করিল। এমত অবস্থায় সে (দাত্রী) ঐ দানের প্রত্যাহার করিতে যোগ্য কি না?

যথাশাস্ত্র দত্ত বস্তু ফিরিয়া লওয়া অশাস্ত্রীয়।

উ.। যথা শাস্ত্র কৃত দান কেহ রদ করিতে পারে না, এবং দান দ্বারা দত্ত বস্তুর দখলও কেহ ফিরিয়া পাইতে পারে না।

জিলা চট্টগ্রাম, ৩০ জানুয়ারি ১৮১৬। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা. ৮. মকদ্দমা ৩০, পৃ. ২৩৮।

প্র.। কোন ব্যক্তি কিছু ভূমি রাখিয়া কাল প্রাপ্ত হইলে, তদ্বীর্য্যে অবরুদ্ধার গর্ভজাত পুত্র ঐ বিষয় অধিকার করিয়া সন্তান রহিতাবস্থায় মরিলে তাহার স্ত্রী তদুত্তরাধিকারিণী হইল। মূল ধনির দৌহিত্র অথবা আর এক অবরুদ্ধা থাকিতে, ঐ মৃত পুত্রের স্ত্রী ঐ বিষয় দান বিক্রয়াদি করিতে পারে কি না? যদি দান বিক্রয়াদির কোন প্রকারে বিষয় হস্তান্তর করিয়া থাকে তবে তাহা নির্দ্দোষ ও বলবৎ কি না?

অবরুদ্ধার বা দাসী পুত্রের গর্ভজাত শূদ্রের তনয় ধনাধিকারী কিন্তু তাহার স্ত্রী অন্য উত্তরাধিকারির হানি করিয়া তদ্বিষয় হস্তান্তর করিতে যোগ্য নয়।

উ.। মূল ধনি কোন্ জাতীয় তাহা বিশেষ রূপে বর্ণিত হয় নাই। যদি সে শূদ্র হয়, এবং যে দুহিতার পুত্র বাঁচিয়া আছে সে যদি অবরুদ্ধার গর্ভে তাহার জনিত হয়, তবে অন্য অবরুদ্ধার পুত্রবধূ তৎসমুদয় বিষয় তাহা স্থাবর বা অস্থাবর হউক যাবজ্জীবন ভোগ করিতে পারে, এবং পতির শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক উপকার নিমিত্তে এবঞ্চ নিজ জীবন ধারণ নিমিত্ত ঐ বিষয়ের অল্পাংশ বিক্রয় করিতে পারে; কিন্তু এ সকল ব্যতীত সে প্রাপ্ত পতি সংক্রান্ত ধন হস্তান্তর করিতে যোগ্য নয়, এবং তৎকৃত তাদৃশ ধনের দান অকৃত বিবেচনা করিতে হইবে।

মহাভারতীয় দান ধর্ম্ম বচনাদি দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৫৮। এইমত দায়ভাগানুমত।

কাত্যায়ন—দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৫৪। নারদ—দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ১০৬।

যাজ্ঞবল্ক্য—"দাসীর গর্ভজাত শূদ্রের তনয়ও পিতার ইচ্ছাক্রমে অংশহারী হয়; পিতার যদি মৃত্যু হইয়া থাকে তবে ভ্রাতারা তাহাকে অর্দ্ধাংশ দিবে"।

দাসীর গর্ভে জাত শূদ্রের তনয় পদে—দুহিতা ও দৌহিত্রাদি দায়াদ বুঝিতে হইবে, এইমত দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব, বিবাদ চিন্তামণি, মিতাক্ষরা ও মনু প্রভৃতি গ্রন্থ সম্মত*।

ঢাকাসহর, ১ মে ১৮১৬ সাল। মেক্. হি. ল. বা. ২. চ্যা, ৮, মকদ্দমা ৪৮. পৃ. ২৫৬—২৫৮।

প্র.। দুইজনে যৌতরূপে কোন স্থাবর বিষয়ে অধিকারি ছিল, তন্মধ্যে একজন ঐ বিষয়ের নিজ অংশ বিক্রয়ে উদ্যত হইলে, অন্য ব্যক্তি তাহার মূল্য দিতে চাহিল, তথাপি সে নিজ স্বত্ব অপরের স্থানে বিক্রয় করিল, এমত অবস্থায় ঐ বিক্রয় সিদ্ধ ও বলবৎ কি না?

সাধারণ বিষয়ে হকসফার দাওয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

উ.। ঐ স্থাবর বিষয় যদি দুইজনে যৌতরূপে অধিকার করিয়া থাকে, এবং তন্মধ্যে একজন নিজ অংশ পরিমাণে বিক্রয়ের যোগাযোগ করণ সময়ে তাহা সহভাগী যদি ক্রেতার চুক্তিকরা মূল্য দিতে চাহিয়া থাকে, তবে এমত অবস্থায় ঐ বিষয় তদংশের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে, এবং তাহা যদি অপরের নিকট বিক্রয় করা হইয়া থাকে তবে ঐ বিক্রয় অবশ্য রদ হইবে †।

* বিষ্ণু চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে বৃন্দাবনচন্দ্র রায়ের মকদ্দমাতে রেস্পণ্ডেণ্ট কোন ভূমি দখলে রাখিবার দাবী করে এই হেতুতে যে ঐ ভূমি কোন হিন্দু বিধবা নিজ পতির মরণে দায়াদগণের মধ্যে কৃত বিভাগে প্রাপ্তা হইয়া তাহাকে দান করিয়াছে। সদরদেওয়ানী আদালত বিচার করিলেন যে ঐ হেতুবাদের প্রমাণ নাই, এবং উত্তরাধিকারিদের সম্মতি বিনা ঐ দান সর্ব্বথা অসিদ্ধ (স, দে. আ, রি, বা, ৪, পৃ. ১৪৩)। এবং (ঐ বালামের ১১৭ পৃষ্ঠায় প্রকটিত) আর এক মকদ্দমাতে বিচরিত হইয়াছে যে সন্তানহীন মৃত হিন্দুর স্ত্রী পতির পারলৌকিক উপকারার্থে তদ্বিষয়ের কিয়দংশ বিক্রয় করিতে ক্ষমতাবতী বটে, কিন্তু তাদৃশ মানসে দান করা ঐ মকদ্দমাতে প্রকাশ না পাওয়াতে গ্রহীতার দাওয়া অগ্রাহ্য।

† হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে, বাঙ্গলা কাশী বা মিথিলা প্রদেশে হক্-শফার অধিকার নাই; কিন্তু কাশী ও মিথিলাতে সাধারণ বিষয়ের বিক্রয় প্রতিষিদ্ধ বটে। এমত কোন গ্রন্থ দেখিতে পাই নাই, যাহাতে হক্-শফার বিষয়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিতমত দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। এবং এই মত যথার্থ কি না তাহাতে আমার কিছু সন্দেহ আছে। বোধ হয় এই মত নৈকট্যমূলক হওনাপেক্ষা বরং সাধারণ বিষয় এক শরীকের বিক্রয় করিতে অক্ষমতামূলক. পরন্তু যেহেতু বঙ্গ দেশে সে অক্ষমতা নাই, অতএব আমার বোধে শাস্ত্রমতে হক্‌শফার দাবী নাই। ঐ। ৮ সংখ্যক মকদ্দমা দ্রষ্টব্য।

Q. A woman made a gift of her property to her daughter and son-in-law by a written instrument. In this case, is she (the donor) competent to revoke the gift, or otherwise?

R. No person is competent to revoke a gift lawfully made, and to resume possession of the property disposed of by the gift.

Resumption of an unqualified gift unlawful.

Zillah Chittagong, January 30th, 1816. Macn. H. L. Vol. II. Cha. 8, Case 30, pp. 238.

Q. A man dying, and leaving some landed property, a son begotten by him on a concubine got possession of that property, and died leaving no children. He was succeeded by a widow. Was she (the widow of the latter deceased person) competent to make a gift, sale, or other alienation of the property, while the daughter's son by another concubine of the original proprietor, exists? If she should have made either of such dispositions, is it good and binding, or otherwise?

R. It is not particularly mentioned to what class the original proprietor belonged. If he was a *Shu'dra*, that is, of the fourth class, and the daughter whose son survives was begotten by him on a concubine, the widow of the son of his other concubine may enjoy the whole estate, whether consisting of real or personal property, during her life-time, and she may also give or sell a small portion of it for the completion of her husband's funeral rites, or for his spiritual benefit, as well as for her own maintenance; but these circumstances excepted, she is incompetent to dispose of the property inherited from her husband, and the gift of such property made by her must be considered void.

The son of a *Shu'dra* by a concubine or female slave is entitled to inherit property, but his widow is incompetent to aliene to the prejudice of other heirs.

*Authorities*:—The *Maha'bha'rata*, Chapter entitled the *Da'nadharma*. See *ante*, p. 59. KA'TYA'YANA. *ante*, p. 58. NA'RADA, *ante*, p. 107.

JA'GNYAVALKYA—"Even a son, begotten by a *Shu'dra* on a female slave, may take a share by the choice of the father; but if the father be dead, the brethren should make him partaker of half a share."

By the term "a son begotten by a *Shu'dra* on a female slave," must be understood daughters, daughter's sons, and other heirs. This opinion is conformable to the *Da'yabha'ga*, *Da'yatatwa*, *Vira'dachinta'mani*, *Mita'kshara'*, *Manu*, and other legal authorities.*

City Dacca, May 1st, 1816. Macn. H. L. Vol. II. Cha. 8, Case 48, pp. 256—258.

Q. A landed estate was jointly held by two persons, and one of them being anxious to sell his own portion of the property, the other offered a proper price of it, but he nevertheless sold his interest to a stranger. Under such circumstances, is the sale valid and binding?

R. Supposing the landed property to have been held in joint tenancy by two persons, and when one of them negotiated a sale to the extent of his own share, his co-parcener to have offered him the same price as settled by the purchaser, in such case the property must be sold to the parcener, and if it should have been disposed of to a stranger, the sale must be set aside†.

Right of pre-emption recognised in joint property.

*In the case of Brinda'ban Chandra Ráy *versus* Bishnu Chandra Ra'y, where the respondent claimed to retain possession of cirtain lands on the plea of gift from a *Hindu* widow by whom they had been taken on her husband's death, on a division among the heirs, the court of Sudder Dewanny Adawlut held that the plea was not proved, and at all events the gift would have been invalid without the consent of the heirs. (S. D. A. R. Vol. IV. p. 143.) And in another case (p. 117 of the same volume,) it was determined that the widow of a *Hindu*, who died without children, had the power of making a gift of a portion of her late husband's property for his spiritual benefit; but such not appearing to the court to have been the object of the gift in the case in question, the claim of the donee was disallowed.

† According to the Hindu law, there is no right of pre-emption, either in the schools of Bengal Bernaes, or Mithila; but the two latter forbid the sale of undivided property. I have not been able to discover any work which conforms the doctrine laid down in the *Ma'ha'-nirba'na Tantra* as to pre-emption, and I entertain some doubts as to the accuracy of this opinion. It appears at best to be founded rather on the inability of a co-heir to sell his share of joint property than on the ground of vicinage; and in Bengal, as that inability does not exist, there could not, I imagine, be any legal claim of pre- emption. See case 8, p. 687.

মুরসিদাবাদের কোর্ট আপীল, ৩১ ডিসেম্বর ১৮১৫ সাল। মেক্, হি, ল, বা, ২, চ্যা, ১১, মকদ্দমা ৭. পৃ. ২৯৭।

প্র.। কোন হিন্দুর মরণকালীন তাহার দত্তক পুত্র জীবিত থাকে, ও সে তদ্‌গ্রহীতা পিতার ভূমি অপরের নিকট বিক্রয় করে। ক্রেতা এক্ষণে ঐ ভূমিতে পুষ্করিণী খনন করিতেছে, পরন্তু ঐ দত্তক গ্রহীতৃ-পিতার ভ্রাতারা হক্-সফার দাবী করে, এবং ঐ বিক্রীত বিষয় ক্রয় করিতে চাহে, এমত অবস্থায় ঐ দত্তক পুত্রের কৃত বিক্রয় অকৃত ও অসিদ্ধ হইবে কি না এবং ঐ হক্-শফার দাবীদারেরা ঐ বিষয় পাইতে যোগ্য হইবে কি না?

উ.। কোন ব্যক্তি নিজ অংশ তাহা স্থাবর বা অস্থাবর হউক বিক্রয় করিলে তাহা শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ ও বলবৎ, বিক্রেতার পিতৃব্য-পুত্রেরা হক্-শফার দাবী করিলে ঐ বিক্রয় রহিত হইতে পারে না।

প্রমাণ—"তাহারা যদি নিজ নিজ (অবিভক্ত) অংশ দান বা বিক্রয় করে, তাহারা স্বকীয় তাবৎ প্রকার বিষয় যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে, যেহেতু তাহারা নিজ২ ধনের প্রভু ইহাতে সন্দেহ নাই"।

জিলা বর্দ্ধমান, ৩ ডিসেম্বর ১৮১৯ সাল। অদ্বৈত দত্ত—বনাম—কৃষ্ণমোহন দত্ত প্রভৃতি। মেক, হি, ল, বা, ২, চা, ১১, মকদ্দমা ৮, পৃ, ২৯৮।

প্র.। অনেকে যৌতরূপে যে বিষয় অধিকার করে তাহা তদধিকারিদের এক জনের উপর হওয়া ডিক্রীজারিতে বিক্রীত হইবার যোগ্য কি না?

উ.। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়াছে শাস্ত্রমতে তাহার যৎপরিমিত অংশ হয়, তাহাই কেবল বিক্রীত হইতে পারে, এবং তৎপরিমিত বিক্রয়ই কেবল যথাশাস্ত্র*। জিলা জঙ্গলমহাল, ২৮ জুন, ১৮১৯ সাল। মেক্, হি, ল, বা, ২, চ্যা, ১১, মকদ্দমা, ৩, পৃ. ২৯৩, ২৯৪।

## বিবিধ ব্যবহার কার্য্য বিষয়ক বিবেচনা।

যেমত অপবর্জ্জিতের বা পতিতের কৃত ব্যবহার-কার্য্য বৃথা, তেমনি গৃহস্থাশ্রমবর্জ্জিতের এবং অন্য প্রকারে হৃত-স্বত্বের কৃত ব্যবহার-কার্য্য ও অকৃত†।

সধবা সৌদায়িক ধনে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবতী; ভর্তৃদত্ত স্থাবর ধন দানাদি করিতে তাহার ক্ষমতা নাই, শিল্প কর্ম্মে উপার্জ্জিত ধনে এবং সুদায় ভিন্ন অন্য হইতে স্নেহজন্য প্রাপ্ত ধনে স্বামির সর্ব্বদা প্রভুত্ব আছে, এতদ্ভিন্ন ধন স্ত্রীর ধন কথিত, পরন্তু তাদৃশ স্ত্রী ধন এবং অন্য যে কোন রূপ স্ত্রী-ধন স্বামী আপৎ কালে ব্যবহার ও ব্যয় করিতে পারে‡।

'ধন দম্পতির সাধারণ' যদ্যপি এমত বচন আছে, তথাপি সাধারণ বিধান এই যে পতি-ই কেবল তাদৃশ ধন সম্বন্ধে ব্যবহার-কার্য্য করিতে অধিকারি, সধবা নিজ অসাধারণ ধন ভিন্ন অন্য ধন সম্বন্ধে ব্যবহার কার্য্য করিতে অযোগ্যা। পরন্তু যেস্থলে পতি পত্নীর পরিশ্রমোপজীবী সে স্থলে তৎপত্নীর কৃত

* এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা অবশ্যই অনুভূত হইয়া থাকিবে যে যে ঋণ জন্য ডিক্রী হইয়াছে তাহা ঐ ঋণকর্ত্তা শুদ্ধ নিজ লাভার্থে করিয়া থাকিবে, সাধারণ পরিবারের নিমিত্তে করে নাই। ঐ।

† দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ১০ ও ৩৬৮। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১২১। বশিষ্ঠ বচন. দ্রষ্টব্য—সি. অনধিকারি প্রকরণ।

‡ দা. ভা. পৃ. ৮৭—৯১। কোল্. দা. ভা. পৃ. ৭৫, ৭৬।

দুর্ভিক্ষাদিতে স্ত্রীধন ব্যবহার বিনা স্বামির যদি জীবনোপায় না থাকে, তবে তদবস্থায় স্বামী তাহা লইতে পারে। অন্যাবস্থায় পারে না। ঐ, পৃ. ৯১।

কোলব্রুক সাহেবের "ট্রিটিস্ অন্ অব্লিগেশন এণ্ড কন্ট্রাক্ট্স," নামক গ্রন্থ প্রমাণে (তাহার বুক ৪, চ্যা. ৩, পারা ৩১১ দ্রষ্টব্য) সর উইলিয়ম মেকনাটন সাহেব লিখিয়াছেন—স্ত্রী নিজ অসাধারণ স্ত্রীধন বিষয়েতেও স্বামির অধীনা (মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১১২)। কিন্তু এমত নিয়ম ব্যবহারে পালিত হইয়া আসা দৃষ্ট হয় না।

Moorshedabad Court of Appeal, December 31st, 1816. Macn. H. L. Vol. II. Cha. 11, Case 7, p. 297.

Q. A deceased *Hindu* was survived by his adopted son, who sold his adopting father's landed estate to a stranger. The purchaser is now digging a tank in the land, and the adopting father's brothers claim the right of pre-emption, and want to purchase the property sold. In this case, will the sale by the adopted son become null and void, and are the claimants of pre-emption entitled to the estate?

R. The sale of a person's own share of property, whether consisting of movables or immovables, is according to law valid and binding, and it cannot be avoided by the seller's uncle's sons claiming the right of pre-emption.

There is no right of pre-emption according to the law of Bengal.

*Authorities*:—"If they severally give or sell their own (undivided) shares, they do what they please with their property of all sorts; for, surely, they have dominion over their own."

Zillah Burdwan, December 3rd, 1819. Adwita Datta, *versus*. Krishnamohan Datta and others. Macn. H. L. Vol. II. Cha. 11. Case 8. p. 298.

Q. Is property held jointly by several individuals subject to be disposed of for the satisfaction of a decree passed against one of the proprietors?

R. Whatever be the legal share of the person against whom the decree had been passed, that alone can be sold, and the sale to that extent only is legal.*

Joint property is answerable for a debt to the extent of the debtor's share only.

*Zillah Junglemehauls*, June 28th, 1819. Macn. H. L. Vol. II. Cha. 11, Case 3, pp. 293, 294.

## REMARKS ON VARIOUS KINDS OF CONTRACTS.

As a contract made by an outcast or degraded is void, so also are the contracts made by those who have quitted the order of a householder, or is otherwise civilly dead†.

A married woman has absolute dominion over the gifts of her affectionate kindred; she has no power of alienation by gift, &c. over the immovables bestowed on her by her husband; the property earned by mechanical arts, or which is received through affection from others but the kindred, is always subject to the husband's dominion; the rest is pronounced to be the woman's property: the husband however has power to use or consume such *Stridhan* as well as that of any other description in a case of distress.‡

Although a text declares "wealth common the married pair; (3 Dig. 488.) yet it is a general rule that the husband alone has power to make contracts of such property, coverture incapacitating a woman from all contracts in respect of property not exclusively her own,

* The answer to this question of course presumes that the debt, on account of which the judgment was given, had been contracted for the sole and exclusive benefit of the individual proprietor, and not on behalf of the family at large. *Ibid.*

† See *ante*, pp. 11. & 669. Macn. H. L. Vol. I. p. 121. *Vashishta*, Coleb. Dig. Vol. III. p. 327.

‡ Coleb. Da. bhag. pp. 75, 76.

"However if the husband have no means of subsistence, without using his wife's separate property, in a famine or other distress, he may take it in such circumstances, but not in any other case." *Ibid.* pp. 76, 77.

On the authority of Colebrooke's Treatise on Obl. and Cont. (Book 4. ch. VI. §§ 611) Sir William Macnaghten has laid it down that the wife is subject to her husband's control, even in regard to her separate and peculiar property (Macn. H. L. Vol. I. p. 122.) This is not however observed in practice.

ব্যবহার কার্য্য বলবৎ, এবং পতির অনুপস্থিতিতে অথবা তাহার মানসিক বা শারীরিক অযোগ্যতাবস্থায় পরিবারার্থে পত্নীর কৃত ব্যবহার কার্য্য সিদ্ধ*।

ব্যবহার কার্য্য করিতে যোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক কৃত দানাদি বিষয়েও "ক্রেতা যেন সাবধান হয়"—এই বিধান খাটে। যথা নারদ কহিয়াছেন—"ক্রেতার উচিত যে আদৌ স্বয়ং বস্তু দৃষ্টি করিয়া তাহা ভাল কি মন্দ ইহা নিশ্চয় করে, এবং সেই দৃষ্টির পর যাহা সে লইতে স্বীকার করে, তাহাতে যদি দোষ না থাকে তবে তাহা বিক্রেতাকে ফিরিয়া দিবে না†।

"ভ্রমকৃত দানের প্রত্যাহার হইতে পারে"—এই বিধানের সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে ভ্রমকৃত যে কোন ব্যবহার কার্য্য অসিদ্ধ‡।

কোন ব্যবহার কার্য্যে বলের প্রয়োগ থাকিলে তাহা অসিদ্ধ। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নারদ বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া যে মনের বিকলতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যাহা করে তাহা অকৃত, কহিতেছেন—"ভয় প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগ স্থলে ঐ (ভীত) ব্যক্তি আপন ইচ্ছানুসারে চলিতে পারে না, তাহাকে পরের ইচ্ছামতে কার্য্য করিতে হয়। যদি অন্য কর্তৃক ভয়ার্ত্ত হইয়া কোন ব্যক্তি ভয় হইতে ত্রাণার্থে কাহাকেও সর্ব্বস্ব দেয়, তবে তাহার মন প্রকৃতিস্থ নয়, কিন্তু স্থিরচিত্ত হইয়া যদি পরে সে পারিতোষিক সরূপ কিছু দেয় তবে সেই দান সিদ্ধ (দ্রষ্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৬৬৪)।

কোল্‌ব্রূক সাহেবের প্রণীত 'অব্‌লিগেসন্ এণ্ড্ কন্‌ট্র্যাক্‌স' নামক গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার সহিত উক্ত মতের ঐক্য হয়, তদ্‌যথা, 'যদিও হিন্দুদের শাস্ত্রে বলপূর্ব্বক কৃত সকলই অকৃত কথিত হইয়াছে, তথাপি সর্ব্বজাতীয় ব্যবহারশাস্ত্রে তাহা অকৃত হওনাপেক্ষা বরং অকৃত হওনশীল বিবেচিত, যেহেতু পরে প্রকাশ্য বা মৌনরূপ স্বীকার দ্বারা তাহা স্থিরতর থাকিতে পারে (ঐ গ্রন্থের চ্যা. ৭, পারা. ১০৯ দ্রষ্টব্য)।

যে কোনরূপ ছল বা প্রতারণামূলক ব্যবহার-কার্য্য অসিদ্ধ (দ্রস্টব্য—ব্য. দ. পৃ. ৬৬৬)। বিক্রয়ের সওদাতে বিক্রেতা যদি নির্দ্দোষ বস্তুর আদর্শ দেখাইয়া সদোষ বস্তু দেয়, তবে ক্রেতা তাহা যে কোন সময়ে ফিরিয়া দিতে পারে, ও বিক্রেতা স্বীয় শঠতা নিমিত্ত দণ্ড দিবার ও ক্ষতিপুরণ করিবার যোগ্য হয়§।

বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে একজন কর্তৃক সাধারণ বিষয়ের নিজ অংশ পরিমিত বিক্রয়াদি সিদ্ধ, কিন্তু তৎকর্তৃক অন্যের অংশ বিক্রয়াদি আপৎকালে কুটুম্বার্থে ও ধর্ম্মার্থে ভিন্ন অন্য হেতুতে সিদ্ধ নয় (দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৬২৬)। এবং অংশিদের মধ্যে যদি কেহ টাকা ধার করিয়া মরে, আর ঐ টাকা যদি তাহাদের সকলের কার্য্যে লাগিয়া থাকে তবে জীবিত অংশিরা ঐ ঋণের দায়ি, এবং শুদ্ধ ইহাই কেবল নহে, কিন্তু মনু বচনানুসারে পরিবারের নিমিত্তে (অনুপস্থিত প্রভুর নামে) দাসও ব্যবহার কার্য্য করিলে, তৎপ্রভু স্বদেশে বা বিদেশে থাকুক তাহা অন্যথা করিবে না¶।

এবং কোল্‌ব্রূক সাহেব সাধারণ বিধান রূপে লিখিয়াছেন যে কোন পরিবারের ব্যবহার নিমিত্তে যে সকল আবশ্যকীয় দ্রব্য দেওয়া হইয়া থাকে ঐ পরিবারের অধ্যক্ষ তাহার দায়ী, এবং অবশ্য পোষ্য পরিবারের—তাহা তাহার স্ত্রী, পিতা, বা মাতা, সন্তান, দাস, সেবক, শিষ্য, বা শিখিবার নিমিত্তে আগত ব্যক্তি হউক—বর্ত্তনোপযোগি আবশ্যকীয় দ্রব্য দত্ত হইলে ঐ অধ্যক্ষ তাহার দায়ী¶।

যে বিধবাদিগকে পতির ধন অর্শিয়াছে তাহারা বিশেষ কার্য্যে ভিন্ন ঐ বিষয় হস্তান্তর করিতে অযোগ্যা কথিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য ব্য. দ. পৃ. ৫৪—১৪৪)।

* মেক্. হি. ল. বা, ১, পৃ. ১২২। † বি. দ.। মেক্. হি. ল, বা. ১ পৃ. ১২৩। ‡ মেক. হি. ল. বা. ১. পৃ. ১২৩
§ মেক্ হি. ল. বা. ১, পৃ. ১২৪,। ¶ ঐ. পৃ. ১২৫।

but those contracts are valid and binding which are made by wives, the livelihood of whose husbands chiefly depends on their labour; so also are those made for the support of the family, during the absence or disability, mental or corporeal, of the husband*.

Among persons who are competent (to make a contract) the maxim of '*caveat emptor*' applies. Thus NA´RADA ordains: "A buyer ought at first himself to inspect the commodity and ascertain what is good and bad in it; and what after such inspection he has agreed to buy, he shall not return to the seller, *unless it had a concealed blemish*†.

A gift may be revoked if made under a mistake; and by analogy to this rule, every contract is vitiated by error‡.

Any species of duress vitiates a contract. Thus *Jaganna´tha*, commenting on the text of NARA´DA, to the effect that what a man does while disturbed from his natural state of mind is void, observes: "In cases of fear and compulsion, the man is not guided solely by his own will, but solely by the will of another. If he, terrified by another, give his whole estate to any person for relieving him from apprehention, his mind is not in its natural state; but after recovering tranquillity, if he give any thing in the form of recompence, the donation is valid." *See ante*, p. 665.

This corresponds with what has been stated by Mr. Colebrooke in his treatise on Obligations and Contracts (Ch. VI. §§ 109,) that though by the *Hindu* law things done by force are pronounced null, yet in fact they are, in every system of jurisprudence, *voidable* rather than *void*; as they are susceptible of confirmation by assent subsequent, whether express or tacit.

Any fraudulent practice (*see ante*, p. 667,) vitiates a contract: and in a contract of sale, if the vendor, having shown a specimen of property free from blemish, deliver blemished property, the vendee may return it at any time, and the vendor is liable to pay a fine and damages on account of his dishonesty§.

According to the law as current in Bengal, the sale &c. by a single co-sharer of the joint property are valid so far as regards the seller's own share; but not of the shares of the other parceners except at the time of distress for the support of the family and for performance of indispensable duties (see *ante. p.* 621-627,) And not only are the survivors answerable for a debt contracted by their deceased partner, if the sum borrowed was applied to their use, but according to MANU "should even a slave make a contract in the name of his absent master, for the behoof of the family, that master, whether in his own country or abroad, shall not rescind it." ¶

It has been laid down as a general principle by Mr. Colebrooke, that the head of a family is answerable for necessaries supplied for the indispensable use of it, and for the subsistence of the persons whom he is bound to maintain, whether it be his wife, his parent, his child, his slave, his servant, his pupil, or his apprentice, to whom the necessaries are furnished and goods indispensably requisite are delivered ¶.

The widows on whom the property of their husbands has devolved, are declared incompetent to alienate the same except for special purposes (*Ante*, pp. 55—143.)

* Macn. L. H. Vol. I. p. 122. † Macn. H. L. Vol. I. p. 123.

‡ Colebrooke, Obl. and Cont. Book. 2. Ch. VII. §§ 102.—Macn. H. L. Vol. I. p. 123.

§ Macn. H. L. Vol. I. 124. ¶ Macn. H. L. Vol. I. p. 125.

এক মকদ্দমাতে কোন মৃত ব্যক্তির (অনন্তর মৃতা) পত্নীর লিখিয়া দেওয়া খতের টাকা দিতে উত্তরাধিকারিরা অস্বীকার করিলে, এবং তাহাতে এমত প্রমাণ হইলে যে ঐ টাকার কিয়দংশ তৎপতির ঋণ শোধে ব্যয় হইয়াছে, বিচার হইল যে যত টাকা ঐ পতির ঋণ শোধে ব্যয় হইয়াছে, উত্তরাধিকারিরা তৎপরিমিতেরই কেবল দায়ি। কিন্তু ঐ বিধবা অনাবশ্যক দায়ে ঐ বিষয়কে অথবা উত্তরাধিকারিগণকে দায়ি করিতে পারে না। মেক. হি. ল. বা. ১, পৃ. ১২৫।

"মত্ত, উন্মত্ত, আর্ত্ত, অতিব্যাকুল, বালক, ভয়াদিযুক্ত, বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয় এমত ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত ব্যবহার অসিদ্ধ"॥ যাজ্ঞবল্‌ক্যের এই বচন ব্যাখ্যানে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কহেন—"জ্ঞানসত্বে কোন ব্যক্তি কাহারো বেতন দিলে তাহা সিদ্ধ; সুস্থাবস্থায় বেতন দিবার মনস্থ করিয়া থাকিলে উন্মত্তাদি যুক্তাবস্থায় তদ্দানও সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি পূর্ব্বাভিসন্ধি বিনা উন্মত্তাদিযুক্তাবস্থায় দান করিলে তাহা অকৃত"। এই ব্যাখ্যা হইতে যে ব্যবস্থা নিষ্কৃষ্ট হইতে পারে তাহা এই যে যদি কোন ব্যবহার কার্য্য আবশ্যক হইয়া থাকে, ও তৎস্বীকার সুস্থাবস্থায় করা হইয়া থাকে, তবে তৎকার্য্য উন্মত্ততাবস্থায় সম্পন্ন হইলে তাহা অনুন্মত্ততাবস্থায় [illegible]হওন জ্ঞানে স্থিরতর থাকিতে পারে, পরন্তু যে স্থলে ঐ ব্যক্তির ক্ষতিকর ও অলাভজনক হয় সেস্থলে তাহা স্বতঃ অসিদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে। ঐ, পৃ. ১২৫।১২৬।

এবঞ্চ সান্নিপাতিক রোগাভিভূত ব্যক্তি কোন দলীল স্বাক্ষর করিয়া দিলে যদি স্বাক্ষর কালীন তাহার স্থিরচিত্ত থাকা প্রমাণ হয়, তবেই তাহা সিদ্ধ বিবেচ্য, কিন্তু যদি এমত প্রকাশ পায় যে তৎকালে সে অস্থিরচিত্ত ছিল, তবে তাহা অসিদ্ধ। ঐ. পৃ. ১২৬।

দ্রষ্টব্য—রাধামণি দেবী—বনাম—শ্যামচন্দ্র ও রূপচন্দ্র। স. দ. আ. রি. বা. ১, পৃ. ৮৫। বা. দ. পৃ. ৪১।

ঋণ পরিশোধ করণ দৃঢ়রূপে আদিষ্ট হইয়াছে, যথা 'পিতৃঋণ সপ্রমাণ হইলে পুত্রে ঐ ঋণ নিজ ঋণের ন্যায় পরিশোধ করিবে, অর্থাৎ লাভ শুদ্ধ দিবে,—পৌত্রেও পৈতামহ ঋণ অবশ্য পরিশোধ করিবে, কিন্তু লাভ দিবে না; পরন্তু প্রপৌত্রে দায়াধিকারী না হইলে ঋণ দিতে বাধিত হইবে না'। বৃহস্পতি।

পরন্তু সর্ উইলিয়ম জোন্স্ সাহেবের মত এই যে দায়াধিকারী না হইলে পুত্র ও পৌত্র পিতৃ পিতামহের ঋণ শোধ দিতে ব্যবহারে বাধিত নয়, কিন্তু পারিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধিত বটে, পরন্তু মৃত ব্যক্তির যে ধনাধিকারী সেই তাহার ঋণের দায়ী। (দ্রষ্টব্য কোলব্রুকের নোট্, ডা. বা. ১. পৃ. ২৭৪)। এই মতই এক্ষণে আদালতে প্রচলিত। পরন্তু যথার্থ ও কারণাধীন ঋণ শোধনেই পুত্রাদি বাধিত।

হিন্দুদের স্বীকৃত দান ব্যবহারে তদুত্তরাধিকারিদের অবশ্য দেয় নহে।—কোন ব্যক্তি কাহারো নিকট এমত স্বীকার করাতে যে আমার পুত্রের সহিত তুমি নিজ কন্যার বিবাহ দিলে আমি তোমাকে এত টাকা দিব,—এই মকদ্দমায় বিচার হইল যে স্বীকারকারির মরণান্তে তৎ স্বীকার কার্য্যকারক নহে, এবং কন্যার নিমিত্তে টাকা দেওয়া শাস্ত্রানুমত না হওয়াতে তাহা অবৈধ, আর এমত সকল অবস্থায় দাতা অন্তঃকরণের সহিত দিতে মনস্থ করা বিবেচনা না হইলে, গ্রহীতারই দোষ বিবেচনা করিতে হইবে। মেক. হি. ল. বা. ১. পৃ. ১২৮।

ব্যবহার কার্য্য বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিধান আর অধিক লিখা বাহুল্য মাত্র, যেহেতু তাহার অধিকাংশ এক্ষণে ব্যবহারে প্রচলিত নাই, তদ্বিষয়ক বিচার এক্ষণকার রাজকীয় বিধানানুসারেই প্রায় হইয়া থাকে। সাক্ষ্য বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধানমতে আদালতে কার্য্য না হওয়াতে এই পুস্তকে তাহা লিখাও আবশ্যক বোধ হইল না।—তদ্বিষয়ক বিধান সকল অধিক নয়; কঠিনও নয়, তাহাতে অনেক প্রকার অযোগ্য সাক্ষি কথিত হইয়াছে, এবং তাহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা না করার ভার বিচারকর্ত্তার বিবেচনার উপরেই অনেক অর্পিত হইয়াছে। সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণ না হইলে অবশেষে প্রতিবাদিকে শপথ বা দিব্য করাণ দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয়ের বিধান আছে। যাঁহারা এই সকল ব্যবহার বিষয়ক অস্মদাদির শাস্ত্রীয় বিধান জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা মিতাক্ষরা ও বিবাদ ভঙ্গার্ণব দৃষ্টি করিলে জানিতে পারিবেন।

**প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।**

And in a case where the heirs of a person deceased refused payment of a bond contracted by his widow (also dead,) and in which it was proved that part of the amount was expended in payment of her husband's debts, it was held that the heirs were liable for so much of the amount as had been so laid out, but that the widow could not saddle the estate or the heirs with any unnecessary burthen Macn. H. L. Vol. I. p. 125.

In recapitulating the causes of incapacity, JA'GNYAVALKYA observes: " A contract made by a person intoxicated, insane, diseased, grievously disordered or disabled, by an infant, or a man agitated by fear or the like, or (in the name of another) by a person without authority, is utterly null." Upon the above passage *Jaganna'tha* thus comments: "singly the gift of wages by a man possessing his senses is valid; joined with madness or the like, the intentional payment of wages during a lucid interval may also be valid; but singly a gift by a man affected by insanity or the like is void." From this comment the principle may be deduced, that the act of a lunatic may be effectual, if the contract be onerous and the agreement rational, on the presumption of the act having been done during a lucid interval; but that, where it may be prejudicial to him and unattended with any benefit, it should be held to be *ipso facto* void. *Ibid.* pp. 125, 126.

So also the validity of a deed executed by a man in his last illness should be upheld, if it be proved that he was of sound mind at the time of its execution; but otherwise, if it appear that his mind was not in its natural state. Ibid. p. 126.

See Ra'dha'mani Debi' *versus* Sha'm Chandra and Rudra Chandra. S. D. A. Vol. I. p. 85. *Ante*, p. 41.

The liquidation of debts is rigorously enjoined: "The sons must pay the debts of their father, when proved, as if it were their own, (or with interest;) the son's son must pay the debt of his grandfather, but without interest; and his son, or the great-grandson, shall not be compelled to discharge it, unless he be heir and have assets." *Vrihaspati*: Coleb. Dig. Vol. I. pp. 274.

Sir William Jones however was of opinion that where there are no assets, the son and grandson are under a moral and religious, but not a civil, obligation to pay the debts, if they can: but assets may be followed in the hands of any representative. (See note *Ibid.* p. 274.) This opinion is followed in practice by the courts of justice. In all cases, however, the liability extends only to just and reasonable debts.

Hindu gifts are not binding on representatives: and in a case where a person contracted to pay to another a sum of money in consideration of that person's giving his daughter in marriage to the son of the contracting party, it was held that the contract was not binding after his death; the law not permitting money to be given for a bride, and the consideration consequently not being a legal one: and it should be observed, that in all such cases the turpitude is considered to be on the side of the receiver, the giver not being deemed to have seriously intended to give. Macn. H. L. vol. I. p. 128.

It would be superfluous to enter into further disquisition relative to the law of contract, bailments, or other matters connected with judicial proceedings, as at present the greater part of those laws are not applied in practice. The rules connected with the law of evidence too are not given in this book because they are not followed in the existing courts of justice. Those rules are few and simple. Various descriptions of incompetent witnesses are enumerated, and much is left to the discretion of the Judge with respect to the credit which should be attached to testimony. In the last resort discovery may be had by compelling a defendant to make oath or by ordeal. They who are desirous of further information on these heads, should consult the *Mita'kshara'* and *Jaganna'tha's* Digest translated by Mr. Colebrooke.

END OF THE FIRST VOLUME.